বেদান্তদর্শন।

মহর্ষি-বেদব্যাসকৃত উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র।

সটীক

শ্রীমদ্-বলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত শ্রীমদ্-গোবিন্দভাষ্য

এবং

শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি কৃত বঙ্গানুবাদ

ও গোবিন্দভাষ্য-বিবৃতি সমেত।

শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত সম্পাদিত।

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ * * * *।

* * * * কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
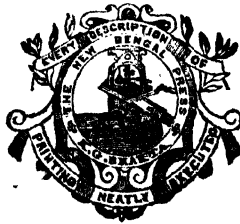
কলিকাতা:

গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫:

পুরাণ-কার্য্যালয় হইতে শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রাবণ.—১৩০১।

উপসংহারিক বিজ্ঞাপন

শ্রীশ্রীমদ্‌গোবিন্দ-কৃপানিদেশে আরম্ভ করিয়া, আজি অতি শুভদিনে—শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেবের শুভ জন্মোৎসব দিবসে—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শুভ হিন্দোল (ঝুলন) উৎসবের শেষ দিবসে,—আমাদের অবলম্বিত সটীক ও সানুবাদ শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বেদান্তসূত্রের শ্রীমদ্‌গোবিন্দভাষ্যের মুদ্রণ-কার্য্য আমরা সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইলাম। বিগত ১২৯৭ সালের আশ্বিন মাসে এই মহদ্ব্যাপার-সম্পাদন-ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম; শ্রীশ্রীমদ্‌গোবিন্দ দেবের অনুকম্পা-প্রভাবেই নানাবিধ বিঘ্নব্যাঘাতাদি অতিক্রম করিয়া আজি সেই সুপবিত্র ভার অবতরণ করিতে সমর্থ হইলাম। মধ্যে মধ্যে শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ অসুস্থতাদি নিবন্ধন যদিও আমরা আশানুযায়ী মনোযোগ প্রদান করিতে পারি নাই, তথাপি কার্য্য-সম্পাদনে যথাসাধ্য শ্রম ও যত্নাদির ত্রুটি হয় নাই। এক্ষণে কিরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলাম, তাহা সহৃদয় সাধুবৃন্দই বিবেচনা করিবেন।

"হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।"

স্বর্ণ বিশুদ্ধ কি বিমিশ্র, তাহার পরীক্ষা অগ্নিতেই হইয়া থাকে।

ফল কথা, উপস্থিত গ্রন্থের গুরুত্ব ও দুরূহত্ব বিবেচনা করিয়া, এবং লিপিকর-প্রমাদ-বহুল হস্তলিখিত পুঁথিগুলি মিলাইয়া সঙ্গতি অসঙ্গতি স্থির করিয়া পাঠ নির্ব্বাচনের দায়িত্ব ও কষ্টসাধ্যতা স্মরণ রাখিয়া, আর মনুষ্যমাত্রই ভ্রম-প্রমাদ-প্রবণ জানিয়া, ইহার মধ্যে যে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে, বিদ্বজ্জনগণ স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তা গুণে তৎসমূহ মার্জ্জনা করিবেন।

এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণ-পরায়ণ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় দাক্ষিণাত্য প্রদেশের হস্তলিখিত গ্রন্থ দৃষ্টে স্বহস্তলিখিত বেদান্তদর্শন গ্রন্থ এবং শান্তিপুর-নিবাসী, বাসুদেববিজয় প্রভৃতি সংস্কৃত-কাব্য-প্রণেতা, হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব ভ্রমণকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত

রামনাথ তর্করত্ন মহাশয় স্বীয় সংগৃহীত আর এক খানি হস্তলিখিত বেদান্তগ্রন্থ প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগের সংশোধনকার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ফলত ইহাঁদের প্রদত্ত এই দুই খানি এবং মুখবন্ধে উল্লিখিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোকুলচন্দ্র গোস্বামী প্রভুপাদ মহাশয়ের প্রদত্ত একখানি, সর্ব্বসমেত এই তিন খানি হস্তলিখিত গ্রন্থই সম্পাদন সম্বন্ধে আমাদের প্রধান অবলম্বন। ইহাঁদের এই সাময়িক সাহায্য জন্য আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ভাষ্যের মতামতাদি সম্বন্ধে এ স্থলে কোন কিছু বলিবার বিশেষ আবশ্যক নাই; কারণ, তৎসম্বন্ধে যাহা যাহা বক্তব্য, তত্তাবৎ "গোবিন্দভাষ্য-বিবৃতি" নামক প্রবন্ধেই অতি বিস্তারিত ও বিশদ রূপে বিবৃত হইয়াছে।

এক্ষণে, যাঁহাদের জন্য আমাদের এই প্রয়াস,—প্রচুর অর্থব্যয়, প্রচুর পরিশ্রম ও প্রচুর যত্নাদি সহকারে যাঁহাদের জন্য এই পবিত্র গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল,—তাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার দর্শিলেই—তাঁহারা যৎকিঞ্চিন্মাত্রও পরিতোষ লাভ করিলেই—আমরা সমুদায় অ[illegible], সমুদায় পরিশ্রম এবং সমুদায় যত্নাদি সফল জ্ঞান করিব। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত

সম্পাদক:
এবং
এসিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম মেম্বর,
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রের অধ্যক্ষ,
শব্দকল্পদ্রুম দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক
ও অন্যতম প্রকাশক,
রামায়ণ-সম্পাদক, মহানির্ব্বাণতন্ত্র-সম্পাদক,
যোগশাস্ত্র-সম্পাদক,
মহাপুরাণ-সম্পাদক প্রভৃতি।

পুরাণ-কার্য্যালয়।
কলিকাতা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫;
শ্রাবণী-পূর্ণিমা—১৩০১।

মুখবন্ধ।

এই বেদান্ত-দর্শন সমুদায় দর্শনশাস্ত্রের শিরোমণি স্বরূপ। ইহা ভগবদবতার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্ত্তৃক ব্রহ্মনির্ণয়ার্থ সূত্ররূপে নিবদ্ধ, এবং এই জন্যই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে সমুদায় শাস্ত্রের মীমাংসা করা হইয়াছে বলিয়া ইহার অপর নাম উত্তর-মীমাংসা-দর্শন বা উত্তর-মীমাংসা-সূত্র। ঐ সকল বেদার্থ-নির্ণায়ক সূত্র অতীব সঙ্ক্ষেপে নিবদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া সাধারণের দুর্ব্বোধ্য বিবেচনায় করুণাময় মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ংই উহার ভাষ্য প্রণয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তৎপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণই ঐ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। গরুড়পুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য মহাপুরাণেও এই বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ভাষ্যগ্রন্থ ভগবান বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বস্তু। শাস্ত্রে কথিত আছে, মহর্ষি বেদব্যাস পরম ভাগবত দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে সমাধিযোগে উক্ত ভাষ্যগ্রন্থ লাভ করেন ও সাধারণের বিদিতার্থ জগতে প্রচার করিয়া সংতৃপ্ত-হৃদয় হয়েন। কাল-ক্রমে অনেকানেক সুপণ্ডিত মহোদয়গণ এই অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অনুরোধে, নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে, উক্ত সূত্র সকলের এক এক খানি সাম্প্রদায়িক ভাষ্যও রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রচলিত ভাষ্য সকলের মধ্যে রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য, এই চারি সম্প্রদায়ের চারিখানি এবং বৌদ্ধবুদ্ধি-বিমোহনার্থ ধরাধামে অবতীর্ণ শঙ্করাবতার শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্যের একখানি, এই পাঁচখানি ভাষ্যই সুপ্রসিদ্ধ।

বেদান্তসূত্রের শ্রীমদ্ভাগবতরূপ অকৃত্রিম ভাষ্যগ্রন্থ থাকিতে ভাষ্যান্তরের তাদৃশ প্রয়োজন না দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং ঐ বেদান্তসূত্রের কোন ভাষ্য রচনা করেন নাই। তবে শ্রীমন্মধ্ব মুনি প্রণীত ভাষ্যকেই অপেক্ষাকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত দেখিয়া তিনি উহাকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের ভাষ্য বলিয়া একপ্রকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভগবান চৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণও তদনুসারে উক্ত বেদান্তসূত্রের কোন ভাষ্যরচনাকার্য্যে

প্রবৃত্ত হয়েন নাই। ফলত, মাধ্ব ভাষ্যের যে যে অংশ আপাতত শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ভগবান চৈতন্যদেব সেই সেই অংশের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করিয়া তাহার সামঞ্জস্য করিয়া দেন; পরন্তু সেইগুলি তৎকাল পর্য্যন্ত কেহ গ্রন্থনিবদ্ধ করেন নাই দেখিয়া শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ তাহা স্বতন্ত্র ভাষ্যরূপে প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু বক্ষ্যমাণ ঘটনার পূর্ব্বে তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ঘটনাটি এই :—

বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, দর্শনশাস্ত্রে বিশেষত ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; অধিক কি, তাঁহার সময়ে তাঁহার তুল্য পণ্ডিত আর দ্বিতীয় ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যখন শ্রীবৃন্দাবনধামে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন শঙ্করমতাবলম্বী একজন অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বিচার উপস্থিত হয়। ঐ বেদান্তবিচারে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বীকৃত অর্থাবলম্বনেই প্রতিপক্ষীয় পণ্ডিতের পরাজয় সাধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। উক্ত অদ্বৈতবাদী, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অশ্রুতপূর্ব্ব যুক্তিরূপ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়েই জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার এই সকল যুক্তি কোন্ সম্প্রদায়ের ভাষ্যের অনুগত? তাহাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় উত্তর করেন যে, উহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ের ভাষ্যের অনুগত। এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া উক্ত অদ্বৈতবাদী তদুক্ত ভাষ্য দেখিতে ইচ্ছা করেন। তখন বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৃন্দাবনধামের অধিষ্ঠাতৃদেব শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর স্বপ্নলব্ধ আদেশে এই ভাষ্য এক মাসের মধ্যেই রচনা করিয়াছিলেন; এইরূপ প্রবাদ আছে। এই ভাষ্যের গোবিন্দভাষ্য নাম হইবার কারণও ইহাই। ফলত, এই ভাষ্য মাধ্ব ভাষ্য অপেক্ষাও প্রাঞ্জল। এই ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতেরই সঙ্ক্ষেপ। ইহা মহাপ্রভুর পার্ষদ পূজ্যপাদ গোস্বামিপ্রভুগণের গ্রন্থানুমোদিত সুতরাং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুরও মতানুমোদিত ভাষ্য। এই ভাষ্যে তর্ক, যুক্তি ও সিদ্ধান্ত সকল যে ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, প্রচলিত কোন দর্শনশাস্ত্রেই প্রায় সেরূপ দেখা যায় না।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৈষ্ণবজগতে সুপরিচিত। ইনি স্বীয় চরিত্র ও পাণ্ডিত্য দ্বারা জগন্মান্য হইয়া গিয়াছেন। ইহাঁর রচিত এই ভাষ্যরত্ন গোবিন্দভাষ্য

ইহাঁকে পণ্ডিতসমাজে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গোবিন্দ ভাষ্য ভিন্ন আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তদ্রচিত অপর গ্রন্থসকলের মধ্যে সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক, প্রমেয়রত্নাবলী, বেদান্তস্যমন্তক, গীতাভাষ্য ও দশোপনিষদ্ভাষ্যই সুপ্রসিদ্ধ। বেদান্তস্যমন্তক ও প্রমেয়রত্নাবলী একপ্রকার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অবশিষ্ট কয়েকখানি এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই ভাষ্যের অনুবাদক, ব্যক্তি-বিশেষের সহযোগে আর একবার এই ভাষ্যখানি প্রচারের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। উহা যথোপযুক্ত রূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেও আরম্ভ হয় নাই; অধিকন্তু, যৎসামান্য অংশমাত্র প্রচারিত হইবার পরই উহা বন্ধ হইয়া যায়। ঈদৃশ মহার্হ দুর্লভ গ্রন্থ প্রচারের এরূপ আকালিক পরিণাম দর্শনে সহৃদয় মাত্রই যে নিরতিশয় ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ব্যথা ও ক্ষোভ অপনয়ন করণ মানসে, অনেকের অনুরোধে, আমরা এই ভাষ্যের প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এই ভাষ্যগ্রন্থ অতীব দুরূহ ও দুষ্প্রাপ্য;—ইহা সচরাচর প্রায় কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না; এমন কি, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র সি. আই. ই. এলএল. ডি. মহাশয় ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের যে পরিপাটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তন্মধ্যেও কোন স্থানে ইহার উল্লেখ নাই। আমাদের পরিচিত যে দুই এক মহাত্মার নিকট দুই একখানি গ্রন্থ আছে বলিয়া বোধ হয়, তাঁহারা ইহা দেখাইতে চাহেন নাই; এমন কি তাঁহাদের নিকট ইহার সত্তা পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন। নিরতিশয় ক্ষোভের বিষয় যে, শাস্ত্র-শাসন-ভীরু আমাদের পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে কতিপয় মহাপুরুষের এইরূপ অনুদারতাপ্রযুক্ত আমাদের অনেকানেক মহার্হ গ্রন্থই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, কোন একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে হইলে যত অধিক গ্রন্থের সংগ্রহ হয়,—যত অধিক গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া লইতে পারা যায়,—মুদ্রিত গ্রন্থ ততই পরিশুদ্ধ ও ভ্রম-প্রমাদাদি-পরিশূন্য হইয়া থাকে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, বহু অনুসন্ধান ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও উল্লিখিত কারণ বশত আমরা হস্তলিখিত এই গ্রন্থ আশানুযায়ী সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পরমোদারচেতা

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থই আমাদের এক্ষণে প্রধান অবলম্বন; অন্য দুই এক খানি যাহা হস্তগত হইয়াছে, তাহা তাদৃশ বিশুদ্ধ বা সম্পূর্ণ নহে। এক্ষণে যদি অপর কোন মহাত্মার নিকট সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিদ্যমান থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তিনি আমাদিগকে তাহা প্রদান করিলে, একখানি মুদ্রিত গ্রন্থ উপহার স্বরূপ প্রদান সহকারে আমরা তাঁহার প্রদত্ত গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে অবিকৃত অবস্থাতেই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিব।

এই ভাষ্যের যে টীকাখানি আমরা প্রকাশ করিতেছি, তাহা কাহার কৃত, এ বিষয়ের কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ নাই; তবে, রচনাগত সাদৃশ্যাদি দর্শনে বোধ হয়, এই টীকাও উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়েরই বিরচিত। যাহা হউক, ইহাতে বেদান্তসূত্র, বিদ্যাভূষণ মহাশয় কৃত গোবিন্দভাষ্য, তাহার টীকা এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশাবতংস শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী কৃত তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিকন্তু এই দুরূহ বেদান্তশাস্ত্রের সুখবোধার্থ উক্ত গোস্বামী মহাশয় বহু পরিশ্রমে যে একখানি বিবৃতি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাও প্রতিখণ্ডে দুই এক ফর্ম্মা করিয়া ইহার সহিত প্রকাশিত হইতেছে। দর্শনশাস্ত্রে অধিকন্তু বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার না থাকিলে গোবিন্দভাষ্য সহসা হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই জন্য তত্তৎগ্রন্থের সারসঙ্কলন পূর্ব্বক গোস্বামী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় এই বিবৃতিখানি প্রস্তুত করিয়াছেন। এই বিবৃতি মনঃসংযোগ সহকারে পাঠ করিলে, বোধ করি, গোবিন্দভাষ্য বুঝিতে অনেক সুবিধা হইবে।

উপসংহার স্থলে আশা করি, শ্রীগোবিন্দকৃপানিদেশে আমরাও অল্পকাল মধ্যেই এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রচার করিতে সমর্থ হইব; এবং সহৃদয় মহোদয়গণের সহানুভূতি পাইলে গ্রন্থ সমাপনের পর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উল্লিখিত অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অপরাপর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকলও এই ভাবেই প্রচার করিতে উদ্‌যোগী হইব। এক্ষণে এতদ্দ্বারা সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীর তৃপ্তিসাধন হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করি।

সম্পাদক।

আশ্বিন—১২৯৭।

উৎসর্গপত্র.

বিবিধগুণগ্রামবিভূষিত,

অশেষকলাকুশল, নিখিলরাজগুণরাজিসমলঙ্কৃত,

রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দমধুপ,

ধর্ম্মপ্রাণ, সৎকবি, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য,

চন্দ্রবংশাবতংস,

ত্রিপুরাধীশ্বর শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীলশ্রীযুক্তবীরচন্দ্র মাণিক্য দেব বর্ম্ম

মহারাজ বাহাদুর শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

মহারাজ বাহাদুর!

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি শ্রীশ্রীমন্মহারাজের প্রগাঢ় অনুরাগ। এই অনুরাগ ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থের প্রচারবাহুল্য সম্বন্ধে মহারাজের অকাতর মুক্তহস্ততার সঙ্গে সঙ্গেই জগতে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই শ্রীমদ্ভাগবত মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। বৈষ্ণবচূড়ামণি অসাধারণ-মনীষাসম্পন্ন শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় গোবিন্দভাষ্য প্রণয়ন করিয়া এই বাক্যের যাথার্থ্য নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব শ্রীশ্রীমন্মহারাজ যে আমাদিগের প্রকাশিত এই শ্রীমদ্গোবিন্দভাষ্যসমেত বেদান্তসূত্রের প্রতিও অনুরাগী হইবেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। শ্রীশ্রীমন্মহারাজ স্বয়ংও ইতিপূর্ব্বে এই পরমোপাদেয় পবিত্র গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ভবদীয় সেই সদভিপ্রায়-প্রণোদিত হইয়াই পরমোৎসাহ সহকারে, বহুল যত্ন আয়াস ও পরিশ্রমাদি স্বীকার করিয়া, এই শ্রীমদ্গোবিন্দ-ভাষ্যসমেত বেদান্তদর্শন গ্রন্থখানি অনুবাদ সহ সম্পাদিত ও মুদ্রিত করিয়াছি।

এই পরমপবিত্র বৈষ্ণবগ্রন্থ সম্পাদন ও মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীমন্মহারাজের প্রাতঃস্মরণীয় নামে উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম।

গ্রন্থ সমাপনের পর সেই সঙ্কল্প সাধনের অভিপ্রায়ে মহারাজের অলোকসামান্য গুণগ্রামে সমাকৃষ্ট হইয়া আমরা মহারাজের রাজধানী পর্য্যন্ত গমন করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পরম সমাদরে মহারাজের জগদ্‌বিখ্যাত সুপবিত্র নামে এই দুর্লভ গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম। এতদ্দ্বারা মহারাজের যশোজ্যোৎস্না সমধিক পরিমাণে ও সর্ব্বতোভাবে সমুজ্জ্বলিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হউক।

এক্ষণে মহারাজ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তা-গুণে আমাদিগের অশেষবিধ ত্রুটি মার্জ্জনা পূর্ব্বক এই ভক্তিগ্রন্থখানি গ্রহণ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে সন্তুষ্ট হইলেই আমরা সমুদায় পরিশ্রমাদি সার্থক জ্ঞান করিব—কৃতকৃতার্থ হইব।

বিনয়াবনত

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত

সম্পাদক।

পুরাণ-কার্য্যালয়।

কলিকাতা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫।

শকাব্দা—১৮১৬।

বেদান্তদর্শনের নির্ঘণ্ট।*

অ

* অনায়াসে সূত্র বাহির করিবার সুবিধার নিমিত্ত আমরা চারি অধ্যায়ের সূচী একত্র করিয়া অকারাদিবর্ণক্রমে আভিধানিক নিয়মানুসারে যথাক্রমে বিন্যস্ত করিয়া দিলাম।

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

এ

দ

ধ

হ

বেদান্তদর্শনম্।

মহর্ষিবেদব্যাসকৃতোত্তরমীমাংসাসূত্রম্।

সটীকশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণকৃতশ্রীমদ্গোবিন্দভাষ্যসহিতম্।

শ্রীশ্যামলালগোস্বামিসিদ্ধান্তবাচস্পতিকৃতবঙ্গানুবাদ-

গোবিন্দভাষ্যবিবৃতিসমেতম্।

শ্রীকৃষ্ণগোপালভক্তবিশেষানুকূল্যেন মুদ্রিতম্

প্রকাশিতঞ্চ।

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈস্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

বেদান্তদর্শনম্।

[গোবিন্দভাষ্য—মূল]

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম শিবাদিস্তুতং ভজদ্রূপম্।
গোবিন্দং তমচিন্ত্যং হেতুমদোষং নমস্যামঃ॥

[—টীকা]

ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে গোবিন্দায়।

বেদান্তগা স্মৃতগিরো যমচিন্ত্যশক্তিং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণমামনন্তি।
তং শ্যামসুন্দরমবিক্রিয়মাত্মমূর্ত্তিং সর্ব্বেশ্বরং প্রণতিমাত্রবশং ভজামঃ॥
গজপতিরনুকম্পাসম্পদা যস্য সদ্যঃ সমজনি নিরবদ্যঃ সান্দ্রমানন্দমৃচ্ছন্।
নিবসতু মম তস্মিন্ কৃষ্ণচৈতন্যরূপে মতিরতিমধুরিম্না দীপ্যমানে মুরারৌ॥

দেবাভ্যর্থনমন্দরেণ মথিতাদ্ভক্তীন্দিরাভূদ্যতঃ
শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যনির্জ্জরতরুঃ সৎসূত্ররত্নোৎকরঃ।
দীব্যদ্গীতিসুধাংশুকামৃতরুচিজ্জ্ঞানঞ্চ ধন্বন্তরিঃ
স শ্রীব্যাসমহাম্বুধির্বিজয়তে প্রীত্যৈ সমন্তাৎ সতাম্॥

[—অনুবাদ]

বেদরূপ-মহার্ণব-মন্থন-সমুত্থিত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত সর্ব্ববেদান্তসার, শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-স্বীকৃত, এবং মধ্বমুনিমতানুসারী ব্যাখ্যানগ্রন্থ প্রণয়নার্থী মহানুভাব শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীমদ্-

গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থরত্নাদিবৎ
তত্ত্বং তত্ত্ববিদুত্তমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দর্শয়াঞ্চক্রতুঃ।
মায়াবাদমহান্ধকারপটলীসৎপুষ্পবন্তৌ সদা
তৌ শ্রীরূপসনাতনৌ বিরচিতাশ্চর্য্যৌ সুবর্য্যৌ স্তুমঃ॥

যঃ সাঙ্খ্যপঙ্কেন কুতর্কপাংশুনা বিবর্ত্তগর্ত্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্‌।
শুদ্ধং ব্যধাদ্বাক্‌সুধয়া মহেশ্বরং কৃষ্ণং স জীবঃ প্রভুরস্তু নো গতিঃ॥
যস্য শ্রীমন্নামপীযূষবর্ষৈরাসীদ্বিশ্বং ধূতপাপং কিলৈতৎ।
স্বাবির্ভাবোল্লাসিতানন্দসিন্ধুর্জীয়াৎ স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥
ভক্ত্যাভাসেনাপি তোষং দধানে ধর্ম্মাধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারিনাম্নি।
নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যরূপে তত্ত্বে তস্মিন্‌ নিত্যমাস্তাং রতির্নঃ॥
সান্দ্রানন্দস্যন্দিগোবিন্দভাষ্যং জীয়াদেতৎ সিন্ধুগাম্ভীর্য্যজাতম্‌।
যস্মিন্‌ সদ্যঃ সংস্তুতে মানবানাং মোহচ্ছেদী জায়তে তত্ত্ববোধঃ॥

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥
ভবতি বিচিন্ত্যা বিদুষা নিরবকরা গুরুপরম্পরা নিত্যং।
একান্তিত্বং সিদ্ধ্যতি যয়োদয়তি যেন হরিতোষঃ॥

তথাচোক্তং—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥ ইতি॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

গোবিন্দ-কৃপানিদেশে শ্রীমদ্‌গোবিন্দ নামক ভাষ্য রচনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির নিমিত্ত শিষ্টাচার-পরম্পরাগত ইষ্টদেবতা-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন :—

তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা—

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥
ভাষ্যমেতদ্বিরচিতং বলদেবেন ধীমতা।
শ্রীগোবিন্দনিদেশেন গোবিন্দাখ্যামগাত্ততঃ॥
অধীত্য সর্ব্বান্ বেদান্তান্ গুরোর্লক্ষ্মীধবপ্রিয়ান্।
দৃষ্ট্বা সাঙ্খ্যাদিশাস্ত্রাণি ভাষ্যং পাঠ্যমিদং বুধৈঃ॥
কৃতস্নানাদিরাসীনো গুরুঃ শিষ্যশ্চ ধীরধীঃ।
পাঠয়েচ্ছৃণুয়াদ্ভাষ্যং শান্তিপূর্ব্বোত্তরং দ্বিজঃ॥
আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যদ্গ্রন্থবিস্তরে।
গোবিন্দভাষ্যে সংক্ষিপ্তা টিপ্পনী ক্রিয়তেঽত্র তৎ॥
ভাষ্যং যস্য নিদেশাদ্রচিতং বিদ্যাভূষণেনেদম্।
গোবিন্দঃ স পরমাত্মা মযাপি সূক্ষ্মং করোত্বস্মিন্॥
আম্নায়মূর্দ্ধরসিকাঃ কৃষ্ণপাদাম্ভোরুহাসক্তাঃ।
সন্তঃ করুণাবন্তো ময়ি প্রসাদং বিতন্বতামনিশম্॥

অথ সর্ব্ববেদেতিহাসাদিমহার্ণবমন্থনোত্থিতমীমাংসাপরনামধেয়ব্রহ্মসূত্রাণি বেদব্যাসসমাধিলব্ধতদকৃত্রিমভাষ্যভূতসর্ব্ববেদান্তসার-শ্রীমদ্ভাগবতানুগ-শ্রীকৃষ্ণ-

---

ভ্রমপ্রমাদাদিদোষ-বিবর্জ্জিত বেদাদিশাস্ত্র দ্বারা প্রতিপন্ন, অপ্রাকৃত-মহদ্-গুণগ্রাম-বিশিষ্ট, অতএব শিবাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অনায়াসপ্রাপ্যরূপে স্তুত,

চৈতন্যহরিস্বীকৃতমধ্বমুনিমতানুসারতঃ ব্যাচিখ্যাসুর্ভাষ্যকারঃ শ্রীগোবিন্দৈকান্তো বিদ্যাভূষণাপরনামা বলদেবঃ নির্ব্বিঘ্নায়ৈ তৎপূর্ত্তয়ে শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্তং শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যেষ্টদেবতানমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি। সত্যমিতি। তং সর্ব্বেশ্বরং নমস্যামঃ, বয়মিতি স্বসতীর্থশিষ্যাদ্যভিপ্রায়েণ বহুবচনম্। তেন কেবলাদ্বৈতবাদৈকজীববাদৌ চ নিরস্তৌ। তং বিশিনষ্টি, সত্যমিত্যাদিনা। সত্যং প্রামাণিকং শ্রুত্যাদিপ্রতিপন্নমিতি জলাকাশাদিতঃ, জ্ঞানং স্বপ্রকাশমিতি প্রকৃত্যাদিতঃ, অনন্তং বিভুমিতি জীবেভ্যশ্চ, ব্যাবৃত্তিঃ। সেব্যত্বং ব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি, ব্রহ্মেত্যাদিনা। ব্রহ্ম সত্যত্বাদিভিঃ সার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বেশ্বর্য্যানন্দসৌন্দর্য্যসৌহার্দ্দাদিভিশ্চ বৃহদ্ভির্গুণৈর্বিশিষ্টং। অতএব শিবাদিভির্দেবমুখ্যৈস্তৈস্তং সুখাপোপলোকিতং। ভজদ্রূপং ভজন্তো ভক্তা নিত্যমুক্তাদয়ো রূপাণি মূর্ত্তয়ো যস্যেতি তন্নিত্যসাহিত্যদ্যোতনাদ্বিচিত্রানন্তলীলমিত্যর্থঃ। ভজতাং রূপাণি যস্মাদিতি স্বসঙ্কল্পেনৈব পার্ষদতনুপ্রদমিতি চ। ননু স্বহেতুমেব সর্ব্বঃ শ্রয়তি ন স্বাহেতুমিতি চেৎ তত্রাহ, হেতুমিতি। নিখিলনিমিত্তোপাদানরূপমিত্যর্থঃ। তথা অদোষং শ্রমাদিদোষরহিতং। অচিন্ত্যং তর্কাগোচরং, স্বশক্তিমাত্রসহায়ঃ সৃষ্ট্যাদি কুর্ব্বন্ শ্রমাদিকৃতং কঞ্চিদপি বিকারং ন লভত ইতি শ্রুত্যাদিভিঃ কীর্ত্তনাৎ ন তত্র তর্কাবকাশঃ। সর্ব্বমেতৎ যথাস্থলং বিস্ফুটীভাবি। গোবিন্দং গোপাললীলমিতি সুখসেব্যত্বং সূচ্যতে। যদ্যপি গোভূমিবেদবিদিত্যাদিশ্রৌতনিরুক্তেরর্থান্তরমপ্যস্তি তথাপি মহেন্দ্রমদভিৎ পায়ান্ন ইন্দ্রো গবামিতি শ্রীশুকোক্তেস্তথা ব্যাখ্যাতম্। পরিকরোঽত্রালঙ্কারঃ, বিশেষণৈর্যৎ সাকূতৈরুক্তিঃ পরিকরস্তু স ইতি তল্লক্ষণাৎ। সাভিপ্রায়ৈরনেকৈর্বিশেষণৈর্বিশেষ্যপুষ্টিঃ পরিকর ইতি তদর্থঃ। অথ সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ নন্দসূনুর্বজ্রনাভপ্রীত্যার্চ্চাবতারতয়াবির্ভূতাদনন্তরং শ্রীরূপেণ চাভিষিক্তঃ শ্রীমদ্‌বৃন্দাটব্যধিদেবতাত্বেন যশ্চকাস্তি তন্নিষ্ঠমনা ভাষ্যকৃৎ তন্নিদেশেনৈব ব্রহ্মসূত্রার্থান্ বিবৃণ্বন্

ভক্তরূপ বা ভক্তাভিমতরূপপ্রদ, সর্ব্বকারণ-কারণ, বিকারশূন্য, অচিন্ত্যশক্তি, স্বপ্রকাশস্বরূপ, বিভু, গোপালরূপ গোবিন্দকে নমস্কার করি। অথবা, সত্যজ্ঞানানন্ত স্বরূপ হইয়াও ভক্তানুগ্রহার্থ বিগ্রহবান্, সেবকগণের অবিদ্যানিবারক,

সূত্রাংশুভিস্তমাংসি ব্যুদস্য বস্তূনি যঃ পরীক্ষয়তে।
স জয়তি সাত্যবতেয়ো হরিরনুবৃত্তো নতপ্রেষ্ঠঃ॥

তৎপ্রণতিং মঙ্গলমাচচার। বিদ্যারূপভূষণং মে প্রদাপয়েত্যাদিভাষ্যপীঠকোক্তে-রিতি বদন্তি। তৎপক্ষে ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ম্। তং শ্রীবৃন্দাবনাধিষ্ঠাতৃদেবত্বেন প্রসিদ্ধং শ্রীগোবিন্দং বয়ং নমস্যামঃ। কীদৃশং ভজদ্রূপং ভজৎ সেবমানো রূপ-স্তন্নামা মহত্তমো যমিতি দ্বিতীয়ান্তান্যপদার্থো বহুব্রীহিঃ। ভজন্তি রূপাণি যমিতি বা সৌন্দর্য্যসেবিতমিত্যর্থঃ। রূপং প্রভাবসৌন্দর্য্যে ইতি বিশ্বঃ। অর্চ্চাসাধারণং নির্ব্বর্ত্ত্য সাক্ষাদ্ভগবত্তাং বক্তুং বিশেষণানি সত্যমিত্যাদীনি। সত্যাদিরূপং যৎ পরতত্ত্বং তদেব ভক্তানুগ্রহবশাদর্চ্চারূপমিত্যর্থঃ। ননু চিৎসুখমূর্ত্তেরর্চ্চ্যত্বং কথং তত্রাহ, অচিন্ত্যমিতি। তর্কাবিষয়মিতার্থঃ। হেতুমর্চ্চকাদ্যবিদ্যানিবারকম্। বৃন্দাবনে তু গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে। ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্য-কৃতাং গতিমিতি স্মৃতেঃ। পুণ্যকৃতাং ভক্তিমতাং। পুণ্যন্তু চার্ব্বপীত্যমরঃ। ইহ বস্তুনির্দেশাদিরূপং মঙ্গলং বোধ্যম্। নচেদমপ্রমাণমফলঞ্চেতি বাচ্যং, শিষ্টাচারানু-মিতশ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ গ্রন্থসমাপ্তেঃ ফলত্বাচ্চ। ন চ ক্বচিৎ সত্যপি মঙ্গলে তস্যা-সমাপ্তেরসতি চ তস্মিন্ সমাপ্তের্বীক্ষণাদ্ব্যভিচার ইতি বাচ্যং, অনুরূপমঙ্গলাকর-ণাদ্দেশন্তরকরণাচ্চ। অন্যথা শিষ্টাস্তন্নাচরেয়ুঃ। বেদপ্রামাণ্যাভ্যুপগতত্বং হি শিষ্টত্বং। ন চ অনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্যো বেদবচনস্যাপ্রামাণ্যমিতিবাচ্যং, কর্ম্মকর্ত্তৃ-সাধনবৈগুণ্যাৎ অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ অনুবাদোপপত্তেশ্চ॥

অথ প্রত্যূহাধিক্যশঙ্কয়া শাস্ত্রকৃৎপ্রণতিঞ্চ মঙ্গলমাচরতি, সূত্রাংশুভিরিতি। স সাত্যবতেয়ঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ প্রকটঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স এব হরিঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রো বা জয়তি সোৎকর্ষমাবিষ্করোতু। হরির্বাতার্কচন্দ্রেন্দ্রযমোপেন্দ্রমরীচি-ষিত্যমরঃ। যঃ সূত্রাংশুভির্ব্রহ্মসূত্রকিরণৈস্তমাংস্যজ্ঞানান্যেব তমাংসি তিমি-রাণি ব্যুদস্য বিধূয় বস্তূনি তত্ত্বান্যেব বস্তূনি ঘটপটাদীনি পরীক্ষয়তে প্রদর্শয়তি।

সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত, শিবাদিদেবমুখ্যসেবিত, শ্রীরূপ গোস্বামি কর্ত্তৃক অভিষিক্ত, তর্কের অবিষয়, শ্রীবৃন্দাবনাধিষ্ঠাতৃদেব, ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীগোবিন্দকে নমস্কার করি।

দ্বাপরে বেদেষু সমুৎসন্নেষু সঙ্কীর্ণপ্রজ্ঞৈর্ব্রহ্মাদিভি-রভ্যর্থিতো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সন্ তান্

তমঃ পাপে তমোঽজ্ঞানে তমো ধ্বান্তে প্রকীর্ত্তিতমিতি হড্ডচন্দ্রঃ। বস্তু দ্রব্যে তথা তত্ত্বে বস্তু জ্ঞানেঽর্থদর্শনে ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। স কীদৃশঃ? অনুব্রত্তো ব্যাপী, নতপ্রেষ্ঠো ভক্তাতিপ্রিয়ঃ। স্বাপকর্ষবোধককরকপালাদিসংযোগরূপ-ব্যাপারবিশেষো নমধাতোরর্থঃ স্বাধিকোৎকর্ষতাজ্ঞাপকব্যাপারবিশেষো বা। ভক্তস্য তদুভয়বৈশিষ্ট্যাৎ ন দোষঃ। সমাপ্তপুনরাত্তত্বমিহ বাক্যদোষো ন মন্তব্যঃ, তস্য সর্ব্বৈরনঙ্গীকারাৎ। জয়দেবাদ্যৈশ্চন্দ্রালোকাদিম্বতএব তস্যোদ্দেশাদিকং ন কৃতম্। অন্যং বা বিশেষ্যং কল্প্যম্। রূপকমত্রালঙ্কারঃ। তত্র সাঙ্গরূপকমঙ্গী শ্লিষ্টপরম্পরিতস্ত্বঙ্গং বিবেচনীয়ং, তমোবস্তুশব্দাবিহ শ্লিষ্টৌ। তল্লক্ষণঞ্চোক্তম্। নিয়তারোপণোপায়ঃ স্যাদারোপঃ পরস্য যঃ। তৎ পরম্পরিতং শ্লিষ্টবাচিকে ভেদ-বাচিকে ইতি॥ যস্য কস্যচিদারোপশ্চেৎ প্রকৃতস্যান্যতাদাত্ম্যতয়ারোপণে হেতুঃ স্যাৎ তদা পরম্পরিতং রূপকমিতি তদর্থঃ। ইহ তমঃস্বজ্ঞানেষু শ্লিষ্টশব্দবাচ্যেষু তিমিরত্বারোপো বস্তুষু তত্ত্বেষু চ ঘটাদিত্বারোপঃ। প্রকৃতস্য সাত্যবতেয়স্য সূর্য্যত্বং তৎসূত্রগণস্যাংশুত্বঞ্চারোপয়তীতি লক্ষণসঙ্গতিঃ। জয়তিনাত্র সর্ব্বোৎ-কর্ষস্তদাশ্রয়ত্বাৎ ব্যাসস্য সর্ব্বনমস্যত্বাক্ষেপঃ। সর্ব্বান্তঃপাতাদ্গ্রন্থকর্ত্তুশ্চ তন্নতি-র্ব্যঙ্গ্যা॥

ব্রহ্মসূত্রাবির্ভাবে হেতুমাখ্যায়িকয়াহ, দ্বাপর ইতি। অয়মর্থঃ। বেদোৎসাদে সতি চার্ব্বাকবৌদ্ধকপিলাদয়ঃ স্বয়ং বিজ্ঞম্মন্যাস্তদা কানিচিদ্বেদবাক্যান্যুপলভ্য তদর্থৈঃ স্ববুদ্ধ্যুদ্ভাবিতৈরন্যৈশ্চ দুরর্থৈর্মতানি নিববন্ধ। যৈর্জনাঃ পরমার্থাদ্-

---

যে সত্যবতীতনয় শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন রূপ সূর্য্যদেব, ব্রহ্মসূত্ররূপ কিরণ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া বস্তুতত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ভক্তবৎসল সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনমস্য বেদব্যাসকে নমস্কার করি।

দ্বাপর যুগে বেদ সকল সমুৎসন্ন হইলে, সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতরণ পূর্ব্বক বেদ

উদ্ধৃত্য বিবভাজ। তদর্থনির্ণেত্রীশ্চতুর্লক্ষণীং ব্রহ্মমীমাংসামাবিশ্চকার ইত্যস্তি কথা স্কান্দী। বেদেষু খলু কর্ম্মণো

বিচ্যোতেয়ুঃ। তথাচোক্তং ভাষ্যপীঠকাদৌ, ইহ হি সুখপ্রাপ্তিদুঃখপরিহারয়োর্লোকপ্রবৃত্তির্দৃশ্যতে। তৌ চোপেয়ভূতাবুপায়মন্তরা ন সম্ভবেতামতশ্চার্ব্বাকবৌদ্ধমতানুসারিণঃ কপিলাদিমহর্ষয়শ্চ তত্রোপায়ং প্রকীর্ত্তয়ন্তি। তত্র, চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এবাত্মা দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিতয়া অনুমানাদেরনঙ্গীকারেণ প্রামাণ্যাভাবাৎ। অঙ্গনালিঙ্গনাদিজন্যং সুখমেব পুরুষার্থঃ। ন চাস্য দুঃখসংভিন্নতয়া পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি মন্তব্যং, অবর্জ্জনীয়তয়া প্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্রস্যৈব ভোক্তব্যত্বাদিতি চার্ব্বাকাঃ। সর্ব্বং শূন্যমিতি মাধ্যমিকবৌদ্ধাঃ। বাহ্যবস্তুজাতমসত্যং ক্ষণিকবিজ্ঞানমেবাত্মা ইতি যোগাচারাঃ। বাহ্যং সত্যমনুমানসিদ্ধঞ্চেতি সৌত্রান্তিকাঃ। বাহ্যং সত্যং প্রত্যক্ষসিদ্ধঞ্চেতি বৈভাষিকাঃ। সুগতো দেবঃ, জগৎ ক্ষণিকং, ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্মা, প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণং, দুঃখায়তনসমুদয়মার্গাখ্যানি চত্বারি তত্ত্বানি, তত্ত্বজ্ঞানমেব মোক্ষ ইতি সর্ব্বে বৌদ্ধাঃ। প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাদস্য ত্রিবিধদুঃখোৎপাদস্তদ্বিবেকাৎ পুনরনাদ্যবিবেকনিবৃত্তৌ পুরুষং প্রতি নিবৃত্তাধিকারা প্রকৃতির্ভবতীতি তস্য ত্রিবিধস্য দুঃখস্য প্রধ্বংসঃ স্যাৎ। স চ কার্য্যোঽপি নিত্যঃ অভাবরূপত্বাৎ। স এবানন্দাবাপ্তিরিত্যুপচরিতঃ। ভারাপগমে সুখী সংবৃত্ত ইতিবন্ন তু তস্মাৎ সাতিরিচ্যত ইতি কপিলঃ। প্রকৃতিপুরুষবিবেকাভ্যাসবৈরাগ্যপরিপাকাৎ যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসম্প্রজ্ঞাতসমাধেরস্য তাবিতি পতঞ্জলিঃ। দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণো বিভুরয়মাত্মা নববিশেষগুণাশ্রয়স্তস্য দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানেন সাক্ষাৎকারাদীশ্বরোপসনাসহিতান্নবানাং বৈশেষিকগুণানাং প্রাগভাবেন সহ বৃত্তিধ্বংসো ভবেৎ স এবানন্দাবাপ্তিরিতি কণাদঃ।

সকলের উদ্ধার ও বিভাগ করিলেন, এবং তদর্থনির্ণায়ক চতুরধ্যায়ী ব্রহ্মসূত্র আবিষ্কার করিলেন; এইরূপ কথা স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে। কতিপয়

নিখিলপুমর্থহেতুত্বং, বিষ্ণোস্তু কর্ম্মাঙ্গত্বং, স্বর্গাদেঃ কর্ম্ম-ফলস্য নিত্যত্বং, জীবস্য প্রকৃতেশ্চ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং, পরিচ্ছিন্নস্য

প্রমাণপ্রমেয়াদিষোড়শপদার্থানামুদ্দেশলক্ষণপরীক্ষাভিরাত্মাদিদ্বাদশবিধপ্রমেয়নি-স্কর্ষেণাত্মদ্বয়সাক্ষাৎকারাৎ শ্রবণমননিদিধ্যাসনপূর্ব্বকাৎ সবাসনমিথ্যাজ্ঞান-নিবৃত্তৌ তৎকার্য্যাণাং রাগদ্বেষমোহানাং নিবৃত্তিস্তৎকার্য্যয়োঃ প্রবৃত্তি-পূর্ব্বকয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্ততঃ পূর্ব্বার্জ্জিতকর্ম্মণাং কায়ব্যূহপূর্ব্বকং ভোগেন পরী-ক্ষয়াদ্দেহান্তরানারম্ভস্ততো বাধনালক্ষণস্যৈকবিংশতিবিধস্য দুঃখস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্ভবেৎ সৈব সুখাবাপ্তিরিতি গৌতমঃ। বেদোক্তৈঃ শুভকর্ম্মভির্দুঃখহানিঃ সুখলাভশ্চেতি জৈমিনিঃ। তদেতদনর্থজালনিবৃত্তয়ে দেবৈর্বিজ্ঞাপিতো ভগবান্ হরির্বাদরায়ণঃ সন্ আবির্ভূয় বেদান্ উদ্ধৃত্য তান্ বিবভাজ। তানি দুর্ম্মতানি নিরাকর্ত্তুং বাস্তবং বেদার্থং নির্ণেতুঞ্চ চতুরধ্যায়ীমুত্তরমীমাংসামাবিশ্চকারেত্যস্তি কথা স্কান্দী। তথাহি, নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্। কিঞ্চিদন্যৎ তথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্॥ গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাৎ জ্ঞানে ত্বজ্ঞানতাং গতে। সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ। শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণ-মনাময়ম্॥ তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ॥ উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্। চতুর্ধা ব্যভজৎ তাংশ্চ চতুর্বিংশতিধা পুনঃ॥ শতধা চৈকধা চৈব তথৈব চ সহস্রধা। কৃষ্ণো দ্বাদশধা চৈব পুনস্তস্যার্থবিত্তয়ে॥ চকার ব্রহ্মসূত্রাণি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা। অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদু-রিত্যাদি লক্ষণাৎ॥ তথাচ, চার্ব্বাকাদ্যুক্তা উপায়ান্তয়োরাত্যন্তিকয়োঃ সিদ্ধয়ে নাঙ্গীকার্য্যাঃ পরমাচার্য্যেণ ভগবতা শ্রীবাদরায়ণেন সূত্রেষু তদ্ভাষ্যভূতে শ্রীমদ্ভাগবতে চ তত্তন্মতানাং নিরাকৃতত্বাৎ। কিন্তু নিখিলাম্নায়বেদ্যস্য সর্ব্বে-শ্বরাখ্যস্য পুরুষোত্তমস্য স্বরূপতো গুণতশ্চ পরিজ্ঞানং স্বজ্ঞানপূর্ব্বকং তস্যৈ

বিজ্ঞম্মন্য অজ্ঞ ব্যক্তি বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধে অসমর্থ হইয়া বলিয়া থাকেন, কর্ম্মই নিখিল পুরুষার্থের হেতু, বিষ্ণু কর্ম্মেরই অঙ্গ, স্বর্গাদি কর্ম্মফল

প্রতিবিম্বস্থ ভ্রান্তস্থ বা ব্রহ্মণ এব জীবত্বং, চিন্মাত্রব্রহ্মাত্মকত্ব-ধীমাত্রাদেবাস্থ জীবস্থ সংস্থতিবিনির্বৃত্তিরিত্যাপাততোঽর্থা দুর্ম্মতিভিঃ প্রতীয়ন্তে। তানিমান্ পূর্ব্বপক্ষান্ বিধায় পরস্য

কল্প্যত ইতি। দুর্ম্মতানি দর্শয়তি, বেদেম্বিত্যাদিনা। তেষু কর্ম্মণো নিখিল-পুমর্থহেতুত্বং, কারীর্য্যা যজেত বৃষ্টিকামঃ, পুত্রেষ্ট্যা যজেত পুত্রকামঃ, জ্যোতি-ষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ, আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীতেত্যাদিশ্রবণাৎ। বিষ্ণোস্তু কর্ম্মাঙ্গত্বং, বিষ্ণুরূপাংশু যষ্টব্যা ইত্যাদিশ্রবণাৎ। কর্ম্মণো দ্বে অঙ্গে দ্রব্যং দেবতা চেতি। কুশঘৃতাদিবৎ বিষ্ণোঃ কর্ম্মাঙ্গত্বমাহুঃ। স্বর্গাদেঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বং, অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি। অপামসোম-মিত্যাদিশ্রুতেঃ। জীবস্য স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং, বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, এষ হি দ্রষ্টা.স্প্রষ্টেত্যাদিশ্রুতেঃ। প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং, অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপা ইত্যাদিশ্রুতেঃ। পরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণ এব জীবত্বং, ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ত ইত্যাদিশ্রুতেঃ। প্রতিবিম্বিতস্য তস্য জীবত্বং, এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবদিত্যাদিশ্রুতেঃ। ভ্রান্তস্য জীবত্বং, স এব মায়াপরি-মোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্রীরন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতুষ্টিমেতীত্যাদিশ্রুতেঃ। উপলক্ষণমেতৎ পরমাণুবাদাসদ্বাদ-স্বভাববাদানাম্। ন্যগ্রোধফলমদ আহরেতি, ইদং ভগবত ইতি, ভিন্ধীতি, ভিন্নং ভগবত ইতি, কিমত্র পশ্যসীতি, অত্র ব্যদ্রবে মাধানা ভগব ইতি, অস-দেবেদমগ্র আসীন্ন তদ্বেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে-ত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। চিন্মাত্রেত্যাদি। তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যত ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥ এষাং সিদ্ধান্তার্থাস্তু স্বপীঠকভাষ্যাদ্বোধ্যাঃ। আপাতত ইতি।

নিত্য, জীব ও প্রকৃতি স্বয়ং কর্ত্তা, পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্বিত বা ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব এবং স্বয়ং চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম এই প্রকার জ্ঞানেই জীবের সংসারনিবৃত্তি বা মুক্তি ইত্যাদি (আপাতত প্রতীয়মান) অর্থই বেদবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য। বেদান্ত-

বিষ্ণোরিহ স্বাতন্ত্র্যসর্ব্বকর্ত্তৃত্বসার্ব্বজ্ঞ্যপুমর্থত্বাদিধর্ম্মকবিজ্ঞান-স্বরূপত্বং নিরূপ্যতে। তথাহি, ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্ম্মাণি পঞ্চ তত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে। তেষু বিভুচৈতন্যমীশ্বরোঽণুচৈতন্যস্তু জীবঃ। নিত্যজ্ঞানাদিগুণকত্বমস্মদর্থত্বঞ্চোভয়ত্র। জ্ঞানস্যাপি

ইদম্পর্য্যাবধারণং বিনাভূতাৎ জ্ঞানাদিত্যর্থঃ। উভয়ত্রেতি। ঈশ্বরে জীবে চেত্যর্থঃ। তত্রেশ্বরস্যাহমর্থত্বম্। অহমাত্মা গুড়াকেশ ইত্যাদিম্বস্মদর্থাত্মনো-রভেদাভিধানাৎ। নন্বু মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচেত্যাদাবহমর্থস্য ক্ষেত্রজ্ঞত্বোক্তেঃ, কথমীশ্বরস্য তত্ত্বমিতি চেন্নৈবং ভ্রমিতব্যম্, তস্য ততোঽন্যত্বাৎ। অতএব সোঽকাময়ত বহুস্যামিত্যাদৌ প্রধানমহদাদিসর্গাৎ পূর্ব্বমেব সোঽস্মদর্থ-তয়া শ্রূয়তে। তদাত্মানমেবাবৈদহং ব্রহ্মাস্মীতি শ্রুতিঃ। অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরং। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহমিত্যাদি-শ্রুতেশ্চ। শুদ্ধাত্মনো হরেরস্মদর্থত্বমবতারয়তি। তস্যানিবৃত্তিশ্চান্তে স্থিত্যুক্তেঃ। অত্র জীবাত্মনোঽপ্যস্মদর্থত্বং বিলীনোঽহমিতি, সুষুপ্তৌ সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চি-দবেদিষমিতি তত্ত্বেনৈব তস্য পরামর্শাৎ। যৎ তু তস্যাং স্বপ্রকাশ আত্মা। কিন্তু পশ্চাজ্জাতেনান্তঃকরণেন সম্বন্ধাৎ তত্ত্বেন সোঽহমনুভূয়ত ইত্যাহ তন্মন্দম্। অস্বাপ্সমিত্যুত্তমপুরুষপ্রয়োগার্হস্য অস্মদর্থস্যৈব তস্যাং পরামর্শাৎ ন কিঞ্চি-দবেদিষমিত্যজ্ঞানাদ্যংশে পরামর্শোপপত্তেশ্চ। ন হ্যজ্ঞানাদিকং নিরাশ্রয়-মন্যাশ্রয়ং বা পরামৃশ্যতে অপি তু অস্মদর্থাশ্রয়মেব। ইতরথা যোঽহং শ্রান্তো-ঽস্মি সোঽহং সুপ্ত্বা সুখী স্যাং ইতীচ্ছয়া তস্যাং প্রবৃত্তিঃ যোঽহং সুপ্তঃ সোঽহং জাগর্ম্মীতি প্রত্যভিজ্ঞা চ ন স্যাৎ। কিঞ্চাস্বাপ্সীন্ন কিঞ্চিদবেদীদিতি বিমর্শশ্চ স্যাৎ। কিঞ্চ তত্রাস্মদর্থাপরামর্শে। এতাবন্তং কালং সুপ্তোঽহং বা

সূত্রে এই সকল মতকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুর স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সার্ব্বজ্ঞ্য মুক্তিদাতৃত্ব ও বিজ্ঞানস্বরূপত্ব নিরূপণ করিতেছেন। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম, এই পাঁচটি তত্ত্ব বা নিত্য পদার্থ শাস্ত্রে উক্ত হয়। তন্মধ্যে বিভুচৈতন্য (পূর্ণ চৈতন্য) ঈশ্বর এবং অণুচৈতন্য (অংশচৈতন্য) জীব; উভয়ই

জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য স্বপ্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্। তত্রেশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্ প্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ ক্ষেত্রজ্ঞভোগাপবর্গৌ বিতনোতি। একোঽপি বহুভাবেনাভিন্নোঽপি গুণগুণিভাবেন দেহদেহিভাবেন চ বিদ্বৎপ্রতীতের্বিষয়োঽব্যক্তোঽপি ভক্তিব্যঙ্গ্য একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্। জীবাত্মানস্ত্বনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশবৈমুখ্যাত্তেষাং বন্ধস্তৎসাম্মুখ্যাৎ তু তৎস্বরূপতদ্গুণাবরণরূপদ্বিবিধবন্ধবিনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদিসাক্ষাৎকৃতিঃ। প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা তমোমায়াদিশব্দবাচ্যা তদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্র-

---

অন্যো বেতি সন্দেহাদিঃ স্যান্ন তু নিশ্চয় ইতি। তস্মাদুভয়োরহমর্থত্বং সিদ্ধম্। তত্র জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চ ব্যক্তীভাবি। অব্যক্তোঽপীতি প্রত্যগপি ভক্তিগ্রাহ্য ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিরিতি। তস্যেশ্বরস্যেক্ষণেন কটাক্ষেণাবাপ্তং বলং মহদাদিভাবেন পরিণামে সামর্থ্যং যয়া সা ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরাদয়-

---

নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট ও অস্মৎ-শব্দবাচ্য স্বীকৃত হয়। জ্ঞানেরই জ্ঞাতৃত্ব, প্রকাশের স্বপ্রকাশকত্ববৎ অবিরুদ্ধ। ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও স্বরূপশক্তিমান্ এবং প্রকৃত্যাদিতে অণুপ্রবেশ ও তন্নিয়মন দ্বারা জগতের সৃষ্টি করিয়া জীবের ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন। ঈশ্বর এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহী ভাবে জ্ঞানীর প্রতীতি-বিষয় হয়েন। ঈশ্বর ব্যাপক হইয়াও ভক্তিগ্রাহ্য। তিনি একরস হইয়াও স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দ বিতরণ করেন। জীব বহু ও নানাবস্থাপন্ন। ঈশ্বরবৈমুখ্যই তাঁহাদিগের বন্ধের কারণ। ঈশসাম্মুখ্যই তৎস্বরূপাবরণ ও তদ্গুণাবরণ রূপ দ্বিবিধ বন্ধন মোচন করিয়া স্বরূপসাক্ষাৎকার লাভ করায়। সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। উহা তমোমায়াদিশব্দবাচ্য এবং ঈশ্বরেক্ষণে উদ্বুদ্ধ

জগজ্জননী। কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানযুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহারহেতুঃ ক্ষণাদিপরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎপরিবর্ত্তমানঃ প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো জড়দ্রব্যবিশেষঃ। ঈশ্বরাদয়শ্চত্বারোঽর্থা নিত্যাঃ। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামিতি গৌরনাদ্যন্তবতীতি। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতিশ্রুতেঃ। জীবাদয়স্তু তদ্বশ্যাশ্চ। স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুরিতি

শ্চত্বারোঽর্থা নিত্যা ইত্যত্র ভাল্লবেয়শ্রুতিশ্চ, অথহ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কাল ইতি। অথ যান্যনিত্যানি প্রাণঃ শ্রদ্ধা ভূতানি ভৌতিকানি ইতি। যানি হ বা উৎপত্তিমন্তি তান্যনিত্যানি। যানি হ বা অনুৎপত্তিমন্তি তানি নিত্যানি। ন হ্যেতানি কদা নোৎপদ্যন্তে নো বিলীয়ন্তে পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কাল ইত্যেষা শ্রুতিঃ। স বিশ্বকৃদিতি। বিশ্বকৃতাং দ্রুহিণাদীনামাত্মনাং জীবানাং যোনিরুপাদানং সশক্তিকাৎ তস্মাৎ তেষামুৎপত্তেঃ। জ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ। গুণী প্রশস্তগুণবৃন্দকঃ। সর্ব্ববিৎ যো নিখিলকলাকুশলঃ। সদেবেত্যত্র কাল-

---

হইয়া বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যুগপৎ চির ক্ষিপ্র প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের কারণভূত, ক্ষণ হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত উপাধিবিশিষ্ট, চক্রবৎ-পরিবর্ত্তমান, প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্তভূত জড়দ্রব্যবিশেষের নাম কাল। ঈশ্বরাদি পদার্থচতুষ্টয় নিত্য। 'নিত্যেরও নিত্য' 'চেতনেরও চেতন' 'সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ ছিলেন', ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা ঈশ্বরের নিত্যত্ব প্রমাণিত হয়। জীবাদি সমস্তই ঈশ্বরবশ্য। 'এই ঈশ্বর বিশ্বকর্ত্তা বিশ্ববেত্তা ও জীবাত্মারও উপাদান; তিনি সর্ব্ববেত্তা; তিনি কালকর্ত্তা; তিনি প্রশস্তগুণবৃন্দসমন্বিত; তিনি নিখিলকলাকুশল; তিনি প্রকৃতি ও জীবের পতি; তিনি সত্বাদিগুণেরও ঈশ্বর এবং সংসারের বন্ধ, স্থিতি ও মুক্তির হেতুভূত', ইত্যাদি শ্রুতিতে

শ্বেতাশ্বতরবচনাৎ। কর্ম্ম চ জড়মদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্যমনাদি বিনাশি চ ভবতি। চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদেকং শক্তিমদ্ ব্রহ্মেত্যদ্বৈতবাক্যেঽপি সঙ্গতিরিতীমেঽর্থাশ্চতুর্লক্ষণ্যামস্যাং যথাস্থলং প্রকাশ্যন্তে। লক্ষণান্যধ্যায়াঃ। তদর্থাত্মকে শ্রীভাগবতে বিব্রিয়তে। ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥ যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥ অনর্থোঽপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বতসংহিতামিতি। দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। যদনুগ্রহতঃ

স্যাপি নিত্যত্বং প্রলয়েঽপি তস্য প্রতীতেঃ। ভক্তিযোগেনেতি, শ্রীভাগবতে সূতোক্তিঃ। সম্যক্ প্রণিহিতে সমাধিং লব্ধে। তদপাশ্রয়াং ততো দূরতোঽবস্থিত্বা তমাশ্রয়ন্তীম্। যয়া মায়য়া। তৎকৃতং মায়ারচিতম্। দ্রব্যমুপাদানম্।

উক্ত আছে। কর্ম্ম জড়পদার্থ, অদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর। জীবাদি পদার্থচতুষ্টয় ব্রহ্মেরই শক্তি ; অতএব সশক্তিক ব্রহ্মই অদ্বিতীয় বস্তু। এই সমস্ত বিষয়ই এই চতুরধ্যায়ী শাস্ত্রে (বেদান্তসূত্রে) যথাস্থলে বিবৃত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রই ইহার অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে,— 'ব্যাসদেব ভক্তিযোগে সমাধিলব্ধ নির্ম্মল মনে পূর্ণপুরুষ ভগবান্ ও দূরে তদাশ্রয়ে অবস্থিতা মায়াকে সন্দর্শন করিলেন। জীব স্বয়ং পরমেশ্বরের অংশ হইয়াও ঐ মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বোধ করেন, এবং ঐ বোধজনিতই অনর্থ প্রাপ্ত হয়েন। অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিযোগই ঐ অনর্থের নিবারক। দ্রব্য, কাল, কর্ম্ম, স্বভাব ও জীব, যাঁহার অনুগ্রহে কার্য্য-

সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়েতি চৈবমাদিভিঃ। অস্য সূত্রার্থত্বঞ্চ স্মর্য্যতে। অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণামিতি। তত্র প্রথমে লক্ষণে সর্ব্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। দ্বিতীয়ে সর্ব্বশাস্ত্রা-বিরোধঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মাপ্তিসাধনানি। চতুর্থে তু তদাপ্তিঃ ফলমিতি। যত্র নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমান্ অধিকারী। সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ। বিষয়ো

কর্ম্মাদিকং নিমিত্তম্। সন্তি কার্য্যক্ষমা ভবন্তীত্যর্থঃ। অস্যেতি শ্রীভাগবতস্য। স্মর্য্যতে গারুড়ে, অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্য-রূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতভিধ ইতি। শ্রোতৃপ্রবৃত্তয়ে সঙ্ক্ষেপতস্তাবচ্ছাস্ত্রার্থং দর্শয়তি। তত্রেতি তস্যাং চতুর্লক্ষণ্যাম্। তদাপ্তির্ব্রহ্মলাভঃ। যত্র যস্যাং ধর্ম্মে। সত্যাদীনি অগ্নিহোত্রাদীনি

ক্ষম হয়, এবং যাঁহার উপেক্ষাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তিনিই পরমপুরুষ; ইত্যাদি। এইবিষয় অজ্ঞান জীবগণকে বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের আবিষ্কার করেন।' শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য তাহা গরুড়পুরাণেও উল্লিখিত আছে; যথা,—'ইহা ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ, ভারতার্থ-বিনির্ণায়ক, গায়ত্রীভাষ্যরূপ, বেদার্থপরিবৃংহিত, পুরাণশ্রেষ্ঠ ও সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক উক্ত,' ইত্যাদি।

এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়; দ্বিতীয়ে সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধপরিহার; তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন; চতুর্থে ব্রহ্ম প্রাপ্তিই পুরুষার্থ, উক্ত হইয়াছে। নিষ্কামধর্ম্ম-নির্ম্মলচিত্ত সৎপ্রসঙ্গ-লুব্ধ শ্রদ্ধালু শমদমাদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য, সুতরাং পরস্পর বাচ্যবাচক সম্বন্ধ। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়,

নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ ,সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। প্রয়োজনন্ত্বশেষদোষবিনাশপুরঃসরস্তৎসাক্ষাৎ-কার ইত্যুপরি স্পষ্টং ভাবি। যস্যাং খলু বিষয়-সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি-ভেদাৎ পঞ্চ ন্যায়াঙ্গানি ভবন্তি। ন্যায়োঽধিকরণং, বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যং, সঙ্গতিরিহ শাস্ত্রাদি-বিষয়তয়া বহুবিধাপি ন বিতায়তে, বিষয়াবগতৌ স্বয়মেব

চ গ্রাহ্যাণি। শ্রদ্ধালুস্তদুপদিষ্টবেদান্তবাক্যার্থদৃঢ়বিশ্বাসবান্। শান্ত্যাদিমা-নিত্যাদিপদাৎ শমোপরতিতিতিক্ষাসমাধয়ঃ। এতেনানুরক্তস্যাপি জ্ঞানে অধিকারঃ, কর্ম্মসু ন পঙ্গ্বাদেরিবেতি ব্যঞ্জিতা। বাচ্যং ব্রহ্ম, বাচকং শাস্ত্রং, তদ্ভাবঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। বিষয়ঃ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যঃ। তৎসাক্ষাৎকার-স্তৎপ্রাপ্তিঃ। সংশয় একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধনানার্থবিমর্শঃ। প্রতিকূলোঽর্থঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। প্রামাণিকত্বেনাভ্যুপগতোঽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ। সঙ্গতিঃ পূর্ব্বোত্তরয়ো-রর্থাবিরোধঃ। সা তাবৎ শাস্ত্রসঙ্গতিরধ্যায়সঙ্গতিঃ পাদসঙ্গতিশ্চেতি। তত্র নিখিলে শাস্ত্রে ব্রহ্মৈব সপরিকরং বিচার্য্যমিতি শাস্ত্রসঙ্গতিঃ। অধ্যায়সঙ্গতিস্তু তত্র প্রথমে লক্ষণে সর্ব্বেষাং বেদানামিত্যাদিনা দর্শিতাস্তি। পাদসঙ্গতয়স্তু প্রতিপাদং দর্শিতাঃ সন্তি। পূর্ব্বোত্তরাধিকরণয়োর্মিথোঽবান্তরসঙ্গতয়শ্চ ষট্ সম্ভবন্তি। আক্ষেপসঙ্গতিঃ, দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ, প্রতিদৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ, প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ,

নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্তশক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ-দোষ-বিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন। এই শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি, এই পাঁচটিই ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশবিশেষের নামই ন্যায়। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম বিষয়। এক-ধর্ম্মিতে পরস্পর বিরোধী নানাপ্রকার অর্থবিচারের নাম সংশয়। প্রতিকূল অর্থের নাম পূর্ব্বপক্ষ। প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের অবিরোধই সঙ্গতি। এই সঙ্গতি বহুবিধ, তাহা বাহুল্যভয়ে বিবৃত

বিদ্যোতনাৎ। ইত্যেবং স্থিতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণং তাবৎ প্রবর্ত্ততে। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নান্যৎ সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ীতি চ শ্রূয়তে। নিদিধ্যাসিতব্যো জিজ্ঞাসিতব্যঃ। ইতি ভবতি সংশয়ঃ,অধীতবেদস্য পুংসো ধর্ম্মজ্ঞস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যুক্তা ন যুক্তা বেতি? অপামসোমমমৃতা অভূম; অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ

উপোদ্ঘাতসঙ্গতিঃ, অপবাদসঙ্গতিশ্চেতি। পূর্ব্বাধিকরণে সিদ্ধান্তযুক্তিমুত্তরাধিকরণে পূর্ব্বপক্ষযুক্তিঞ্চান্যত্রাক্ষেপাদিকং যোজ্যম্। বক্ষ্যমাণমর্থং মনসি নিধায় তদর্থমর্থান্তরবর্ণনমুপোদ্ঘাতঃ। তদুক্তং, চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্ঘাতং বিদুর্বুধা ইতি। আশ্রয়াশ্রয়িভাবাদয়োঽপ্যত্র সঙ্গতয়ো বোধ্যাঃ। এতা যথাস্থলং ব্যঞ্জয়িষ্যামঃ। বিষয়াবগতাবিতি। শাস্ত্রাধ্যায়পাদানামধিকরণানাঞ্চার্থপ্রতীতৌ সত্যামিত্যর্থঃ। বিদ্যোতনাৎ স্ফুরণাৎ। একত্রিংশৎসূত্রস্যৈকাদশাধিকরণস্য প্রথমপাদস্য ব্যাখ্যানমারভতে, যো বৈ ভূমেতি। বিপুলসুখরূপো হরির্জিজ্ঞাস্য ইত্যর্থঃ। আত্মা বা ইতি। আত্মা পরেশঃ অততি ব্যাপ্নোতীত্যাদিব্যুৎপত্তেঃ। সাঙ্গং বেদমধীত্য তস্য ফলবদর্থাববোধকত্বং বীক্ষ্য তন্নির্ণয়ে স্বয়ং প্রবর্ত্তত ইতি। শ্রবণস্য প্রাপ্তত্বাদনুবাদঃ। শ্রবণপ্রতিষ্ঠার্থত্বান্মননস্যাপি সঃ। তস্মান্নিদিধ্যাসনমেব বিধীয়ত ইতি ব্যাচক্ষতে। তদিদং বিভাব্যম্।

হইল না; শাস্ত্রার্থাবগতিতে স্থানবিশেষে স্বয়ংই বিবৃত হইবে। এক্ষণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসারূপ অধিকরণ আরম্ভ হইতেছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 'যিনি বিপুলসুখস্বরূপ হরি, তিনিই একমাত্র সুখস্বরূপ, তদতিরিক্ত সুখ আর নাই, ভূমা পুরুষই সুখ, তিনিই জিজ্ঞাস্য;' এবং, 'মৈত্রেয়ি! পরেশই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও জিজ্ঞাসিতব্য;' ইত্যাদি। এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, অধীতবেদ ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সঙ্গত কি অসঙ্গত? যখন 'সোমপানে অমর হইব,'

সুকৃতং ভবতীত্যাদিষু ধর্ম্মৈরমৃতত্বাক্ষয্যসুখত্বশ্রবণান্ন যুক্তেতি পূর্ব্বস্মিন্ পক্ষে প্রাপ্তে ভগবান্ বাদরায়ণো ব্যাসঃ প্রারিপ্সিতস্য শাস্ত্রস্যাদিমং সূত্রমিদমবতারয়তি।—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

অথাতঃ শব্দাবত্রানন্তর্য্যহেতুভাবয়োর্ভবতঃ। অথানন্তরমতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যুক্তেত্যক্ষরযোজনা। বিধিনাধীতবেদস্যাপাততোঽধিগততদর্থস্যাশ্রমসত্যাদিভিশ্চ বিমৃষ্টসত্ত্বস্য লব্ধতত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গস্যাথ তৎপ্রসঙ্গানন্তরমতঃ কাম্যকর্ম্মাণি পরিমিতানিত্যফলানি ব্রহ্মস্বরূপং তু জ্ঞানলভ্যমক্ষয়ানন্তচিৎসুখং

ধর্ম্মজ্ঞস্য নিশ্চিতকর্ম্মতৎফলস্বরূপস্য। অপামেতি। সোমরসপানেনামরত্বং বাক্যার্থঃ। অক্ষয্যমিতি। চাতুর্ম্মাস্যেন কর্ম্মণা য ইষ্টবান্ তস্য সুকৃতমক্ষয্যমবিনাশি ভবতীত্যর্থঃ ॥

অথাত ইতি। তদর্থস্য বেদার্থস্য। বিমৃষ্টসত্ত্বস্য বিশুদ্ধচিত্তস্যেত্যর্থঃ। কাম্যকর্ম্মেতি। কাম্যকর্ম্মাণি পুত্রাদিফলানি পুত্রেষ্ট্যাদীনি বিহায় ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা

'চাতুর্ম্মাস্যযাজীর অক্ষয় স্বর্গ হয়,' ইত্যাদি শাস্ত্রে ধর্ম্ম দ্বারাই অমরত্ব ও অক্ষয়সুখলাভ শ্রবণ করা যাইতেছে, তখন ধর্ম্মজ্ঞের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অযুক্ত, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে, ভগবান বাদরায়ণ বেদব্যাস প্রারব্ধ শাস্ত্রের প্রথম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।—

অনন্তর এই নিমিত্তই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উচিত; অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক অধীতবেদ, আপাতত অধিগতবেদার্থ, আশ্রমবিহিত কর্ম্ম এবং অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত, লব্ধতত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গ ব্যক্তিরই (তত্ত্ববিৎ প্রসঙ্গানন্তর কাম্যকর্ম্মসকল পরিমিত-অনিত্য-ফলপ্রদ, ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানলভ্য, এবং অক্ষয় ও অনন্ত চিৎসুখস্বরূপ

নিত্যজ্ঞানাদিগুণকং নিত্যসুখহেতুরিতি প্রত্যয়াৎ কাম্যকর্ম্ম-প্রহাণপুরঃসরা চতুর্লক্ষণ্যা জিজ্ঞাসা যুক্তেত্যর্থঃ। নন্বধীতাদ্বেদাদেব তত্ত্বদবগতিঃ স্যাদধ্যয়নস্যার্থাববোধনপর্য্যন্তত্বাৎ। ততস্তৎপ্রহাণে তদুপাসনে চ ধীঃ প্রবর্ত্ততে কিমনয়া চতুর্লক্ষণ্যেতি চেদুচ্যতে। আপাততঃপ্রতীতাদর্থাদ্বাস্তবাদপি সংশয়বিপর্য্যয়াভ্যাং ধীর্বিভ্রংশতে। সোপপত্তিকয়া তয়া তু অধীতয়া তাবতিবর্ত্ত্য পরমার্থে তস্মিন্নসৌ স্থিরীভবতীত্যাবশ্যকং তদধ্যয়নং। অয়মর্থঃ, আশ্রমকর্ম্মাণি চিত্তশোধকতয়া জ্ঞানাঙ্গানি ভবন্তি। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি

যুজ্যত ইত্যর্থঃ। অত্র ইচ্ছায়া ইষ্যমানপ্রধানং তাদৃশং জ্ঞানং বিধিৎসিতম্। তচ্চ বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেবোপাসনাশব্দবাচ্যং, বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেতি শ্রবণাৎ। ইহাত্মানমেব লোকমুপাসীত, ওমিত্যেবাত্মানং ধ্যায়ত, নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাদিবাক্যৈকার্থাৎ বিজ্ঞায়েতি বাক্যার্থজ্ঞানমুপকারিত্বাদনূদ্য প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেত্যুপাসনলক্ষণং জ্ঞানং বিধীয়তে। নন্বধীতাদিতি। তত্ত্বদবগতিঃ কাম্যকর্ম্মণাং পরিমিতানিত্যফলত্বপ্রতীতিঃ পরস্য হরের্জ্ঞানলভ্যাক্ষয়ানন্দত্বাদিপ্রতীতিশ্চেত্যর্থঃ। তৎপ্রহাণে কাম্যকর্ম্মপরিত্যাগে। তদুপাসনে ব্রহ্মোপাসনে। তাবিতি সংশয়বিপর্য্যয়ৌ। অতিবর্ত্ত্য উল্লঙ্ঘ্য নিরস্যেতি যাবৎ। পরমার্থে বাস্তবে বস্তুনি অসৌ ধীঃ স্থিরতামেতীত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তানর্থান্ সপ্রমাণান্ কর্ত্তুং প্রযতেতে। অয়মর্থ ইতি। তমেতমিতি। এতং পরমাত্মানং। বেদানুবচনেন ব্রহ্ম-

---

নিত্যজ্ঞানাদিগুণশালী ব্রহ্মই নিত্যসুখের কারণ, এইরূপ প্রত্যয়হেতু) কাম্য কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্লক্ষণী ব্রহ্মসূত্র হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিহিত। বেদাধ্যয়নেই তাদৃশ জ্ঞান ও তাদৃশী প্রবৃত্তির সম্ভাবনা থাকিলেও সামান্যত তদধ্যয়নজন্য জ্ঞানের দৃঢ়তার অসম্ভাবনাপ্রযুক্ত পরমার্থ বস্তুতে জ্ঞানের স্থৈর্য্য বিধানার্থ যুক্তিমীমাংসাদিসমন্বিত চতুর্লক্ষণীর প্রয়োজন। আশ্রমকর্ম্ম সকল চিত্ত-

যজ্ঞেন দানেন তপসানশনেনেতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ। সত্য-তপোজপাদীনি চ সত্যেন লভ্যস্তপসা হেষ আত্মা সম্যক্‌ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যমিতি মণ্ডুকশ্রুতেঃ। জপ্যেনৈব চ সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যত ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ॥ তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গঃ খলু জ্ঞান-হেতুঃ। নারদাদীনাং সনৎকুমারাদিপ্রসঙ্গেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-দর্শনাৎ, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপা-দেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিন ইতি স্মৃতিভ্যশ্চ। কাম্য-কর্ম্মাণ্যনিত্যফলানি। তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে

চারিণঃ, দানযজ্ঞাভ্যাং গৃহিণঃ, তপোঽনশনাভ্যাং বনস্থযতয়ঃ। অনশনং ভোজনসঙ্কোচঃ। অত্র বেদানুবচনাদীনি কর্ম্মাণি বিবিদিষূণামনুষ্ঠেয়ানি ভবন্তি। তেষাং জ্ঞানাঙ্গত্বং প্রতীয়তে। সত্যতপোজপাদীনি চেতি জ্ঞানাঙ্গানি ভবন্তীতি চশব্দেনোক্তং। সত্যেনেতি সত্যভাষণেনেত্যর্থঃ। এষ পরমাত্মা পরমেশ্বরঃ। জপ্যেনেতি মনুবাক্যং। ব্রাহ্মণো জপ্যেন মন্ত্রজপ্যেন সংসিধ্যেৎ কৃতার্থো ভবেৎ। অন্যদগ্নিহোত্রাদিকং। মৈত্রঃ সূর্য্যসদৃশঃ সূর্য্যদৈবতো বেত্যন্যে। নারদাদীনামিতি ভূমাধিকরণে বিস্ফুটীভাবি। তদ্বিদ্ধীতি। তৎ পরমাত্মরূপং।

শোধকরূপে তাদৃশ জ্ঞানের অঙ্গভূত হয়। শ্রুতি ও স্মৃতিতেও উক্ত আছে,—'এই পরমাত্মাকে ব্রহ্মচারিগণ বেদানুবচন দ্বারা, গৃহিগণ দান ও যজ্ঞ দ্বারা, বনবাসিগণ তপ ও অনশন দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন।' 'সত্যতপোজপাদি জ্ঞানাঙ্গসকল সত্যভাষণ দ্বারা এবং পরমাত্মা সম্যক্‌ জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা লব্ধ হয়েন।' 'মন্ত্রজপ দ্বারাই ব্রাহ্মণ কৃতার্থ ও তেজস্বী হয়েন।' তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গও জ্ঞানের হেতু। কথিত আছে, 'নারদাদি মুনিগণও সনৎকুমারাদিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।' স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত হয়, 'তত্ত্ববিদ্‌গণই জ্ঞানোপদেশ করিয়া

এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতেঃ। ব্রহ্মৈব তু জ্ঞানৈকগম্যং, পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিতি মণ্ডূকশ্রুতেঃ। অক্ষয়ানন্তসুখঞ্চ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দো ব্রহ্মেতি

তদ্‌যথেতি। কর্ম্মচিতো দুর্গাদিঃ। পুণ্যচিতঃ স্বর্গাদিঃ। সোপপত্তিকত্বাৎ বলবদিদং বাক্যং। পরীক্ষ্যেতি। কর্ম্মচিতান্ কর্ম্মনিষ্পাদিতান্ লোকান্ পরীক্ষ্য অনিত্যান্ বীক্ষ্য তেষু কর্ম্মসু ব্রাহ্মণো বেদাভ্যাসরতো নির্ব্বেদং বিরাগমায়াৎ প্রাপ্নুয়াৎ। নন্ু পরমাত্মলোকোঽপি কর্ম্মভির্লভ্যঃ স্যাদতস্তানি তদর্থমনুষ্ঠেয়ানীতি চেৎ তত্রাহ, নাস্ত্যকৃত ইতি। অকৃতো নিত্যলোকঃ কৃতেন কর্ম্মণা নাস্তি ন লভ্যতে সাধনসাধ্যয়োর্বৈরূপ্যাদিত্যর্থঃ। কিন্তু জ্ঞানেনৈব লভ্যস্তয়োঃ সারূপ্যাৎ। এবমুক্তং মোক্ষধর্ম্মে, মৃগৈর্ম্মৃগাণাং গ্রহণং পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা। গজানাঞ্চ গজৈরেবং জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যত ইতি। জ্ঞানঞ্চ গুরূপসত্তিলভ্যমিত্যাহ, তদ্বিজ্ঞানার্থমিতি। উপায়নপাণিঃ সন্ গুরুমুপসর্পেদিত্যাহ, সমিদিতি। সমিদগ্নিহোত্রার্থা অন্তঃশুদ্ধ্যর্থা বা বোধ্যা। গুরুং বিশিনষ্টি, শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিতি। শ্রোত্রিয়ং বেদজ্ঞং। অন্যথা সংশয়ং ছেত্তুং ন শক্নুয়াৎ। ব্রহ্মনিষ্ঠং ভগবদনুভাবিনং। অন্যথা তদুপদিষ্টো হরিঃ শিষ্যহৃদি ন স্ফুরেৎ। পরাশ্চেতি।

থাকেন।' কাম্যকর্ম্ম সকল অনিত্যফলপ্রদ। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে,—'এই পৃথিবীতে কর্ম্মার্জ্জিত ফল যদ্রূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরলোকে স্বর্গাদিপুণ্যফলও তদ্রূপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।' ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানৈকলভ্য; অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মোপার্জ্জিত লোক সকলকে পরীক্ষা দ্বারা অনিত্য জানিয়া বেদজ্ঞ গুরুর নিকট গমন পূর্ব্বক উপার্জ্জিত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করিবে। কারণ, অনিত্য কর্ম্ম দ্বারা নিত্য বস্তুর লাভ হইতে পারে না। ব্রহ্মের অক্ষয়ানন্তসুখরূপত্ব 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং

ব্যজানাদিতি তৈত্তিরীয়কাৎ। নিত্যজ্ঞানাদিগুণকঞ্চ পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ; সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ; ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যম্ ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরবচনাৎ। নিত্যসুখদত্বঞ্চ তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ইতি গোপালোপনিষদুক্তেঃ। কাম্যকর্ম্মণাং হেয়তা তু তৃতীয়ে বক্ষ্যতে। তথাচ। সাঙ্গং সশিরস্কঞ্চ বেদমধীত্য তদর্থানাপাততোঽধিগম্য তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গেন নিত্যানিত্যবিবেকতোঽনিত্যবিতৃষ্ণো নিত্যবিশেষাব-

---

স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিনী। স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ নিসর্গশ্চেত্যমরঃ। অগ্ন্যুষ্ণতাবদস্য নৈসর্গিকী শক্তিরস্তি। কীদৃশীত্যাহ, জ্ঞানেতি। সম্বিৎসন্ধিনীহ্লাদিনীরূপা ক্রমাৎ সা বোধ্যা। শ্রূয়ত ইতি সপ্রমাণতা দর্শিতা। সর্ব্বস্যেত্যাদি। শরণ্যসৌহার্দ্দভক্তিবশ্যতাদয়ঃ সেব্যত্বহেতবো ধর্ম্মাঃ প্রোক্তাঃ। অনীড়াখ্যং বিভুমপীত্যর্থঃ। তমিতি। তং কৃষ্ণং পীঠস্থং সিংহাসনে বিরাজমানং। তথাচেতি। সাঙ্গং শিক্ষাদিষড়ঙ্গসহিতং। সশিরস্কং সোপনিষদং। নিত্যানিত্যেতি। জগদ্ব্রহ্মণোরনিত্যত্বনিত্যত্বাভ্যাং ভেদং বিজ্ঞায়ানিত্যে জগতি বিতৃষ্ণঃ সন্ নিত্যস্য ব্রহ্মণো বিশেষাবগতয়ে চতুরধ্যায্যাং নিবিষ্টঃ স্যাদিত্যর্থঃ। বিশেষাশ্চ রূপগুণাভিধানধামপরিকরাদয়ো বোধ্যাঃ। অথাত ইত্যত্র তত্ত্ববিৎসৎপ্রসঙ্গানন্তর্য্যমথশব্দার্থো

ব্রহ্মেত্যাদি' শ্রুতিসিদ্ধ, নিত্যজ্ঞানাদিগুণকত্ব 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ, নিত্যসুখদত্ব 'তং পীঠস্থং যে তু যজন্তীত্যাদি' শ্রুতিসিদ্ধ। কাম্যকর্ম্ম সকলের হেয়ত্ব তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইবে। ফলত, শিক্ষাদিষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক, তদর্থ আপাতত অবগত হইয়া, তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গে অনিত্য জগৎ হইতে নিত্য ব্রহ্মকে ভিন্ন জানিয়া, তাঁহার বিশেষাবগতির নিমিত্ত চতুরধ্যায়ী বেদান্তসূত্রে নিবিষ্টচিত্ত হইবে।

গতয়ে চতুর্লক্ষণ্যাং প্রবর্ত্তত ইতি। ন চাত্র কর্ম্মসম্পত্ত্যানন্তর্য্যং শক্যং বক্তুং তদ্বতামপি সৎসঙ্গবিরহিণাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অদর্শনাৎ তচ্ছূন্যানামপি সত্যাদিপূতানাং সৎপ্রসঙ্গিনাং দর্শনাচ্চ। ন চ নিত্যানিত্যবিবেকাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যানন্তর্য্যং শক্যং বক্তুং। প্রাক্ তস্যা দৌর্লভ্যাৎ সৎপ্রসঙ্গশিক্ষাপর-

---

ভাষিতঃ। কেচিৎ কর্ম্মানন্তর্য্যমেব তদর্থং ভাষন্তে। তন্নিরাকর্ত্তুমাহ, ন চাত্র কর্ম্মেতি। তদ্বতাং কর্ম্মসম্পত্তিমতাং। তচ্ছূন্যানাং কর্ম্মসম্পত্তিরহিতানাং। নন্বু যত্র কর্ম্মসম্পত্তিবিরহিণাং সৎসঙ্গাদিমতাং বিদ্যাদয়ো বর্ণ্যতে তত্রাপি প্রাগ্‌ভবে কর্ম্মসম্পত্তিরূহ্যা। তস্যাশ্চিত্তশোধকতয়া প্রমাণপ্রতিপন্নত্বাৎ। ন কর্ম্মণেত্যাদিশ্রুতিস্তু কর্ম্মণাং সাক্ষান্মুক্তিহেতুত্বং নিরাকরোতি। অতশ্চ কর্ম্মানন্তর্য্যং নিয়তমিতি চেন্নৈবং। যত্র হরিভক্তিরেব চিত্তশোধিকা মুক্তিজনিকা বোপদিশ্যতে তত্র কর্ম্মানন্তর্য্যনিয়মো ব্যভিচারীতি। তথাহি স্মরন্তি। পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতামিত্যাদি। ন চ ভক্তিরপি কর্ম্মৈবেতি বাচ্যং, যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিবিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কর্হিচিদিত্যাদিস্মরণাৎ। কেচিন্নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদ্যানন্তর্য্যং তদর্থং ভাষন্তে। তন্নিরাসায়াহ, ন চ নিত্যেতি। চতুষ্টয়েতি। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিষট্‌সম্পৎ মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি। তস্যাঃ সাধনচতুষ্টয়-

এই সূত্রোক্ত 'অথ' শব্দের অর্থ অনন্তর হইলেও, যাগাদি কর্ম্মের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উচিত, এইরূপ বলা যায় না। কারণ, তাদৃশ কর্ম্ম করিয়াও কোন কোন ব্যক্তির সাধুসঙ্গাভাববশত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অভাব এবং তাদৃশ কর্ম্ম আচরণ না করিয়াও সত্যাচরণপবিত্র কৃতসৎপ্রসঙ্গ ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সদ্ভাব দর্শন হইতেছে। এইরূপ, অদ্বৈতবাদিগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইহামুত্রফলভোগবিরাগ শমদমাদিষট্‌সম্পদ ও মুমুক্ষুত্ব, এই সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উচিত, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তত্ত্বজ্ঞসৎপ্রসঙ্গের পূর্ব্বে

ভাব্যত্বাচ্চ। তদবাপ্তজ্ঞানাঃ খলু দেশিকভাবানুসারিণঃ স-নিষ্ঠাদিভেদাৎ ত্রিধা ভবন্তি। নিষ্ঠয়া কর্ম্মাণ্যাচরন্তঃ সনিষ্ঠাঃ। লোকসংজিঘৃক্ষয়া তান্যাচরন্তঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ। ধ্যানমেবানুতিষ্ঠন্তো নিরপেক্ষাশ্চ। সর্ব্বে হ্যেতে ব্রহ্মবিদ্যয়ৈব স্বভাবানুসারি পরং ব্রহ্ম গচ্ছন্তীত্যুপর্য্যুপরি বিশদীভবিষ্যতি। নমোঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা, কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্জাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ; ইতি স্মৃতের্মঙ্গলমেবাথশব্দার্থঃ, শাস্ত্রারম্ভে হি শিষ্টা বিঘ্ননাশায় তদাচরন্তীতি চেন্নৈবং, ঈশ্বরস্য

সম্পত্তেস্তত্ত্বজ্ঞসৎপ্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বং দুর্লভত্বাদিত্যর্থঃ। সৎপ্রসঙ্গেতি। সৎপ্রসঙ্গেন শিক্ষায়াং সত্যাং ততঃ পরস্মিন্ কালে সা সম্পত্তির্ভবিতুং যুক্তেত্যর্থঃ। শিক্ষা বিদ্যাগ্রহণং, বিদ্যা চ শাব্দী। তদবাপ্তেতি। সৎপ্রসঙ্গলব্ধবিদ্যা ইত্যর্থঃ। দেশিক আচার্য্যঃ। ব্রহ্মবিদ্যয়েবেতি কর্ম্মৈব জ্ঞানকর্ম্মণী বা মুক্তিহেতুরিতি নিরস্তং। আত্মানুসন্ধিপ্রধানত্বাদেতচ্চোপরি বিস্ফুটীভাবি। ঈশ্বরস্য বাদরায়ণস্য।

ঐ সকল সাধনসম্পত্তি সুলভ নহে; পরন্তু সাধুপ্রসঙ্গ ও বেদাধ্যয়নরূপ শিক্ষার পরই ঐ সকল সাধনসম্পত্তির লাভ হইয়া থাকে। সৎপ্রসঙ্গ-লব্ধবিদ্য জীব সকল, আচার্য্যভাবানুসারে সনিষ্ঠাদিভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকেন। নিষ্ঠা সহকারে কর্ম্মকারী সনিষ্ঠ; লোকসংগ্রহেচ্ছায় কর্ম্মাচারী পরিনিষ্ঠিত; ধ্যানমাত্রাবলম্বী নিরপেক্ষ। ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মবিদ্যাবলে স্বভাবানুসারে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন; ইহা পরে বিস্ফুট হইবে।

'ওঙ্কার' এবং 'অথ' শব্দ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে প্রথম বিনির্গত হইয়াছিল বলিয়া এই উভয় শব্দই মাঙ্গলিক রূপে কথিত হয়। সুতরাং এই মাঙ্গলিক 'অথ' শব্দ গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক বিঘ্নবিনাশার্থ গ্রন্থবিশেষে তদারম্ভে ব্যবহৃত হইলেও সাক্ষাৎ নারায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের স্বতই বিঘ্নাভাব-

বিঘ্নাশঙ্কাবিরহাৎ। তস্যেশ্বরত্বন্তু, কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুমিতি স্মৃতেঃ। তথাপি মঙ্গলাত্মকত্বাৎ তস্মাৎ কম্বুস্বনাদিবৎ তৎ সম্ভবেদিতি তেনৈব লোকোঽপি সংগৃহীতঃ। তস্মাৎ তাদৃশস্য পুংসস্তদনন্তরং তজ্জিজ্ঞাসা যুক্তেতি। অবিন্দু-মস্তকো যোঽঙ্কঃ সূত্রতো বৃত্তিতোঽপি সঃ। দ্বিবিন্দু-মস্তকস্ত্বেষ বোধ্যোঽধিকরণাশ্রিতঃ॥ ১॥

নন্নু পূর্ব্বত্র ভূমশব্দেন চ জীবমভ্যুপেত্য ব্রহ্মশব্দেনাপি তমেবাহ। প্রাক্ প্রাণপ্রক্রিয়য়া পতিজায়াদিপ্রীতিসংসূচনয়া

কৃষ্ণেতি শ্রীবৈষ্ণবে পরাশরবাক্যং। কো হ্যন্যো পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ভবেদিতি বাক্যশেষঃ। তথাপীতি। তস্মাদথশব্দাৎ। তৎ মঙ্গলং। তাদৃশস্য নিষ্কামকর্ম্মাদিবিশুদ্ধস্য পুংসঃ। তদনন্তরং সৎসঙ্গোত্তরং। অঙ্কৌ বৃত্তিপরৌ যৌ তৌ ভাষ্যে ভাষ্যকৃতা ধৃতৌ। তাবেব সূক্ষ্মে লিখিতৌ দ্বয়োঃ ক্রমজিঘৃক্ষয়া॥ পূর্ব্বাধিকরণে তাদৃশস্য পুংসো ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা যুক্তেত্যুক্তং। ব্রহ্মসুখস্তু পরেশ ইতি ভূমাত্মব্রহ্মশব্দৈর্বিমৃষ্টং। তে চ শব্দা জীবপক্ষে সঙ্গচ্ছেরন্নিত্যেবংবিধাক্ষেপসঙ্গত্যা পরাধিকরণং প্রবর্ত্ততে॥ ১॥

নন্নু পূর্ব্বত্রেতি। যো বৈ ভূমেত্যত্র ভূমশব্দেন, আত্মা বা ইত্যত্র আত্মশব্দেন জীবমভ্যুপেত্য সূত্রকারেণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যত্র ব্রহ্মশব্দেনাপি তং জীবমেবাহ।

হেতু তৎকর্ত্তৃক বিঘ্নবিনাশাশঙ্কায় 'অথ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলা যদিও যুক্তিসঙ্গত হয় না; তথাপি, অনভিপ্রেত হইলেও, অনন্তরার্থে ব্যবহৃত মাঙ্গলিক 'অথ' শব্দ শঙ্খধ্বনির ন্যায় মঙ্গল সূচনা করিয়া লোকসংগ্রহ রূপ উপদেশ প্রদান করিতেছে॥ ১॥

পূর্ব্বে ('যো বৈ ভূমা' ইত্যাদি শ্রুতিতে) 'ভূম' শব্দ দ্বারা এবং ('আত্মা বা' ইত্যাদি শ্রুতিতে) 'আত্ম' শব্দ দ্বারা যখন জীবকেই বুঝাইয়াছেন, তখন ব্রহ্ম-শব্দেও জীবকেই বুঝাইতেছে। কারণ, ভূমবাক্যের পূর্ব্বে প্রাণপ্রক্রিয়া

চ তস্যৈব প্রত্যয়ত্বাৎ বৃহজ্জাতিজীবকমলাসনশব্দরাশিষ্বিতি ব্রহ্মশব্দস্য চ তত্র রূঢ়েরিত্যেতাং ভ্রান্তিং অপনেতুমারম্ভঃ। তৈত্তিরীয়কে, ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভো ভগবো ব্রহ্মেত্যুপক্রম্য পঠ্যন্তে। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্বেতি। ইহ সংশয়ঃ, জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম জীবঃ সর্ব্বেশ্বরো বেতি? বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে। ইতিশ্রুতত্রৈব

ভূমাদিবাক্যাৎ প্রাক্ প্রাণপ্রক্রিয়াদিসংসূচনয়া তত্র তত্র জীবস্যৈব বোধ্যত্বাদিত্যর্থঃ। অথ ব্রহ্মশব্দস্য জীবে রূঢ়ত্বাদপি তথেত্যাহ, বৃহদিতি। জাতির্ব্রাহ্মণজাতিঃ। শব্দরাশির্বেদঃ। রূঢ়ির্যোগমপহরতীতিন্যায়াৎ বৃহত্বগুণযোগেন ভগবৎপরতা ন বাচ্যেত্যাশয়ঃ। যতো বা ইতি। যতঃ প্রকৃতিজীবশক্তিকাদ্ব্রহ্মণো হেতোঃ। ভূতানি প্রাণিনঃ। জাতানি তানি যেন ব্রহ্মণা স্থিতিং বিদন্তি। প্রযন্তি প্রলয়াভিমুখানি তানি যৎ প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। বিজ্ঞানমিতি। শরীরে বিদ্যমানং

দ্বারা ও আত্মবাক্যের পূর্ব্বে পতিজায়াদি প্রীতি সংসূচনা দ্বারা সেই সেই স্থানে জীবই বোধ্য হইয়াছে। ব্রহ্মশব্দে বৃহৎ, জাতি, জীব, কমলাসন ও বেদ, এই কয়টি বোধ করায়; অতএব ব্রহ্মশব্দে উহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে বোধ করাইবে, এইরূপ আশঙ্কার নিরাকরণার্থ বলিতেছেন,—তৈত্তিরীয়কে, 'বারুণি ভৃগু, পিতা বরুণের নিকট গিয়া বলিলেন, 'পিত! আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন,' এইরূপ উপক্রম করিয়া, 'যাঁহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, যদ্দ্বারা জাত ভূত সকল স্থিতিলাভ করে এবং প্রলয় সময়ে সমস্ত ভূত যাঁহাতেই প্রবিষ্ট হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার জিজ্ঞাসা কর।' এইরূপে উপসংহার করা হইয়াছে। এই স্থলে সংশয় এই যে, জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম, জীব বা সর্ব্বেশ্বর। বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবরূপ ব্রহ্ম

জীবেঽপি ব্রহ্মত্বধ্যেয়ত্বাদিশ্রবণাদদৃষ্টদ্বারা ভূতোৎপত্ত্যাদি-হেতুত্বসম্ভবাচ্চ জীবঃ স্যাদিতি প্রাপ্তে জিজ্ঞাস্যস্য ব্রহ্মণো লক্ষণমাহ :—

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥

জন্মাদীতি। তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞানবহুব্রীহিণা জন্মস্থিতিভঙ্গাদি বোধ্যতে। অস্য চতুর্দ্দশভুবনাত্মকস্য বিরিঞ্চ্যাদিস্থাবরানন্ত-কর্ত্তৃভোক্তৃযুক্তস্য নানাবিধকর্ম্মফলায়তনস্য জীবাতর্ক্যাতি-বিচিত্ররচনস্য বিশ্বস্য যতো যস্মাৎ পরাৎ বা অবিচিন্ত্যশক্তি-কাৎ স্বয়ংকর্ত্ত্রাদিরূপাদুপাদানরূপাচ্চ জন্মাদি ভবতি তদ্‌ ব্রহ্মাত্র বিজিজ্ঞাস্যমিত্যর্থঃ। ভূমাত্মশব্দৌ ব্যাপ্তিগুণযোগেন

বিজ্ঞানং জীবরূপং ব্রহ্ম চেদ্বেদ প্রকৃতিতো বিবিচ্য জানাতি তর্হি পাপ্মনো হিত্বা নিরবদ্যঃ সন্‌ সর্ব্বান্‌ কামান্‌ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো লক্ষণমিতি। অসাধারণধর্ম্মবচনমিতরভেদানুমাপকং বা লক্ষণং। ন চ জগজ্জন্মাদিকর্ত্তৃত্বমেতৎ জীবে সম্ভবতি তস্য তত্রাসামর্থ্যাদিতি নিরূপয়িষ্যতি ইতরব্যপদেশাদিত্যাদিনা অতএব জীবাদ্ভেদশ্চানুমীয়তে।

অবগত হইলে জীব বিধূতপাপ হইয়া সর্ব্বেশ্বরত্ব লাভ করেন, আর তাঁহাকে প্রমাদগ্রস্ত হইতে হয় না। এই স্থানে জীবেরও ব্রহ্মত্ব-ধ্যেয়ত্বাদি শ্রবণ হেতু এবং তদদৃষ্ট দ্বারা ভূতোৎপত্ত্যাদিকারণত্ব সম্ভব হেতু জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম জীবই হউক, এই প্রকার সংশয়ের নিরাকরণার্থ জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

যাঁহা হইতে জন্মাদি হয়; অর্থাৎ এই চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক, ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত, অনন্ত-কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ-যুক্ত, নানাবিধ-কর্ম্মফলায়তন, জীবের অচিন্ত্য, অতি বিচিত্ররচন বিশ্বের—যে অচিন্ত্যশক্তি স্বয়ংকর্ত্ত্রাদিরূপ ও উপাদানরূপ পরম-

ভগবতি মুখ্যবৃত্তৌ ভূমাধিকরণে বাক্যান্বয়াধিকরণে চ তথৈব নির্দ্দেষ্যমানত্বাৎ ব্রহ্মশব্দস্তু নিঃসীমাতিশয়গুণযোগাৎ তত্রৈব বর্ত্ততে। অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্মেতি বৃহন্তো হ্যস্মিন্ গুণা ইতি শ্রৌতনির্বচনাৎ অতোঽয়ং তত্রৈব মুখ্যঃ। ততোঽন্যত্র তু তদ্গুণাংশযোগাৎ ভাক্ত এব রাজাদিবৎ। স এব স্বাশ্রিত-বাৎসল্যনীরধিস্তাপত্রয়বিপ্লুষ্যমানৈর্জীবৈর্নিশ্রেয়সায় জিজ্ঞাস্যঃ অতঃ পরব্রহ্মাভিধানঃ পুরুষোত্তম এব জিজ্ঞাসাকর্ম্মভূতঃ। ন চাত্র গুণাধ্যাসো বক্তুং যুক্তঃ বস্তুতো ব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গাৎ।

সূত্রে যত ইতি হেতৌ পঞ্চমী। জন্মাদিষু সাধারণ্যাৎ ভূমাদিশব্দান্ ব্রহ্মণি হরৌ ব্যুৎপাদয়তি ভূমাত্মেত্যাদিনা। তত্রৈব ভগবত্যেব ব্রহ্মশব্দো মুখ্যো বাচকঃ। ততোঽন্যত্র ভগবতোঽন্যস্মিন্ জীবে। রাজাদিবদিতি। রাজসেবকোঽপি রাজা চোচ্যতে তদ্গুণাংশযোগাৎ। স এব ভগবানেব। বিপ্লুষ্যমানৈর্দহ্য-মানৈঃ। নিশ্রেয়সায় মোক্ষায়। ন চাত্রেতি। অত্র ভগবচ্ছব্দবাচ্যে ব্রহ্মণি। বস্তুত ইতি। বৃহদ্গুণযোগেন ব্রহ্মত্বং শ্রুত্যা বর্ণিতং, যদ্যপি রূঢ়ির্যোগাৎ বলবতী তথাপি শ্রুত্যুক্তস্য যোগার্থস্য জীবে অসম্ভবাৎ ন সাদ্রিয়তে। জ্ঞানঞ্চেতি।

পুরুষ হইতে জন্মস্থিতিভঙ্গাদি হইতেছে,—সেই ব্রহ্মবস্তুই জিজ্ঞাস্য। ব্যাপক ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া ভূম ও আত্ম শব্দের মুখ্য বৃত্তি ভগবানে, এবং বেদে ব্রহ্মশব্দে অসীমগুণবিশিষ্ট এই অর্থ করাতে ব্রহ্মশব্দের মুখ্য বৃত্তি ভগবানেই; অন্যত্র ব্রহ্মশব্দের বৃত্তি, যেরূপ রাজসেবকাদির বৃত্তি রাজাদিতে, তদ্রূপ, তদ্গুণাংশ-যোগহেতু গৌণী। সেই স্বাশ্রিতবাৎসল্যসাগর ব্রহ্মই তাপত্রয়পীড়িত জীব কর্ত্তৃক মুক্তির নিমিত্ত জিজ্ঞাস্য। অতএব পরব্রহ্মাভিধান পুরুষোত্তমই জিজ্ঞা-সার কর্ম্মভূত। ভগবৎশব্দবাচ্য ব্রহ্মে গুণের অধ্যাসও বলা যায় না; কারণ, বৃহদ্গুণযোগহেতু জীবে ব্রহ্মত্ব রূপ যোগার্থের অসম্ভব; সুতরাং এই স্থানে

জিজ্ঞাসা চ জ্ঞানেচ্ছৈব। জ্ঞানঞ্চ পরোক্ষাপরোক্ষরূপং দ্বিবিধং, বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেতি শ্রুতেঃ। তত্র পরমেব প্রাপকং পূর্ব্বস্তু তত্র দ্বারমিতি স্ফুটীভবিষ্যতি। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেত্যা-দিকস্তু জীবস্বরূপজ্ঞানমিহোপযোগীতীহৈব বক্ষ্যতে চ, ইহ ব্রহ্মণো জীবেতরত্বপ্রতিপাদনাৎ তয়োরদ্বৈতং নাভিমতং নেতরোঽনুপপত্তের্ভেদব্যপদেশাচ্চ মুক্তোপসৃপ্যং ব্যপদেশা-দাকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাদ্ভেদমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চেতি সূত্রে মোক্ষেঽপি তয়োর্দ্বৈতনিরূপণাচ্চ ॥ ২ ॥

পরোক্ষং শব্দঃ। অপরোক্ষস্তু ভক্ত্যুপাসনশব্দব্যপদেশ্যোঽনুভবঃ। তত্র প্রমাণং, বিজ্ঞায়েতি। বিজ্ঞায় বেদাদ্বিদিত্বা প্রজ্ঞামুপাসনাং কুর্বীতেত্যর্থঃ। তত্র পরমে-বেতি। পরং বিজ্ঞানং। পূর্ব্বং জ্ঞানং। তত্র বিজ্ঞানে। ইহোপযোগীতি। ইহ ব্রহ্মজ্ঞানে। এবং বক্ষ্যতে সূত্রকৃতা অন্যার্থশ্চ পরামর্শ ইতি। ইহ ব্রহ্মণ ইতি। ইহ জন্মাদিসূত্রে। নমু ব্যবহারিকো ভেদঃ পরৈরপ্যঙ্গীকৃতঃ পারমার্থিকস্তুভেদো ভাবীতি চেৎ তত্রাহ, নেতরোঽনুপপত্তেরিত্যাদি। এষাং পঞ্চানামর্থাস্তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মশব্দে ভগবানকেই বুঝাইতেছে। জিজ্ঞাসা জ্ঞানের ইচ্ছা। জ্ঞান পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দ্বিবিধ। 'ব্রহ্মকে বেদ হইতে জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে, এইরূপ শ্রুতিবাক্য হইতে পরোক্ষ জ্ঞান বা অনুমানাদি ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারভূত এবং অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান অর্থাৎ ভক্তি উপাসনা প্রভৃতি উহার সাধন, ইহা ব্যক্ত হইতেছে। এই বিষয় পরে বিবৃত হইবে। জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের যে ব্রহ্মজ্ঞানে উপযোগিত্ব আছে, তাহা এই স্থানেই বলিতেছেন। জীব ও ব্রহ্মের ব্যবহারিক ভেদের ন্যায় পরমার্থিক ভেদও নিত্য অথচ অচিন্ত্য। 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ' ইত্যাদি সূত্রের ব্যাখ্যা কালে জীব ও ব্রহ্মের দ্বৈত এবং কেবল শব্দমাত্রবেদ্যত্ব ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ ২ ॥

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলং। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥ ইতি যানি শাস্ত্রতাৎপর্য্য-নির্ণেতৃণি ষড়্বিধানি লিঙ্গানি স্মৃতানি তান্যপি দ্বৈত এব বিলোক্যন্তে। তথাহি শ্বেতাশ্বতরাঃ, দ্বা সুপর্ণেত্যুপক্রমঃ, অন্যমীশমিত্যুপসংহারঃ, তয়োরন্যোঽনশ্নন্যোঽন্যমীশমিতি

উপক্রমেতি বৃহৎসংহিতাবাক্যং। উপক্রমোপসংহারয়োরৈকরূপ্যমিতি ষড়েব লিঙ্গানি। অভ্যাসোঽবিশেষপুনশ্রুতিঃ। অর্থবাদঃ প্রশংসা। উপপত্তি-র্ভেদে যুক্তিঃ সা চ ভুঞ্জানস্যাপি মালিন্যমভুঞ্জানস্যাপি দীপ্তিরিত্যেবংরূপাঃ। নন্বর্থবাদস্য স্বার্থে প্রমাণ্যং নেতি চেন্ন। ত্রিধা হ্যর্থবাদঃ। বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে,ভূতার্থবাদস্তদ্ভানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ; ইত্যুক্তেঃ। আদিত্যো যূপো যজমানঃ প্রস্তর ইতি গুণবাদঃ। অগ্নির্হিমস্য ভেষজং ইত্যনুবাদঃ।

শাস্ত্রতাৎপর্য্যজ্ঞানের প্রতি কারণ ছয়টি; যথা, উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি। ইহারা সকলেই দ্বৈতপক্ষে অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন, এই বিষয় নিরূপণের নিমিত্ত প্রতীত হয়। শ্বেতাশ্ব-তরোপনিষদেও উক্ত আছে, "পরমেশ্বর এবং জীব রূপ দুইটি পক্ষী, একত্র তুল্য ভাবে দেহরূপ সমান একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তন্মধ্যে এক জীবরূপ পক্ষী নানাবিধ সুখ-দুঃখ-রূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অপর ঈশ্বররূপ পক্ষিটি ফলভুক্ না হইয়া প্রদীপ্ত ভাবেই অবস্থান করেন। দেহরূপ সমান বৃক্ষে জীব নিমগ্ন ও মায়াকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া অশেষ শোকভাজন হয়েন। অনন্তর যখন আপনা হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে সেব্য ও আপনাকে সেবকরূপে দেখেন, তখন তাঁহার মহিমা অধিগত হইয়া বীতশোক হইয়া থাকেন।" এস্থলে, 'পরমেশ্বর এবং জীবরূপ দুইটি পক্ষী' ইহা উপক্রম ও 'অপর ঈশ্বররূপ পক্ষী' ইহা উপসংহার; 'দুই, তন্মধ্যে এক, অপর ফলভুক্ না হইয়া,'

অভ্যাসঃ। ঈশ্বরসম্বন্ধিভেদস্য শাস্ত্রং বিনা অপ্রাপ্তেরপূর্ব্বতা, বীতশোক ইত্যাদি ফলং, অস্য মহিমানমেতীত্যর্থবাদঃ, অন্যোঽনশ্নন্নিত্যুপপত্তিশ্চেত্যেবমন্যত্রাপ্যেতানি মৃগ্যাণি। ননু ফলবত্যজ্ঞাতেঽর্থে শাস্ত্রতাৎপর্য্যাৎ তাদৃশমদ্বৈতং তস্য গোচরঃ, বৈফল্যাজ্‌জ্ঞাতত্বাচ্চ দ্বৈতং ন তদ্‌গোচরঃ, কিন্ত্বনূদ্যমানমেব তদিতি চেন্নৈবং। পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টংস্ততস্তেনামৃতত্বমেতীত্যাদিনা শ্বেতাশ্বতরৈস্তত্র ফল-

---

ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছদিতি ভূতার্থবাদঃ। এষন্ত্যয়োঃ স্বার্থে তাৎপর্য্যমিব প্রকৃতে তদস্তীতি ন কাপি ক্ষতিঃ। এবমন্যত্রাপীতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ ইত্যর্থঃ। কিন্ত্বিতি। লোকপ্রসিদ্ধং শাস্ত্রে নানূদ্যতে, অদ্ভ্যো বা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতীতি বদতো ন তত্র শাস্ত্রাভিপ্রায় ইতি ভাবঃ। পৃথগিতি। আত্মানং স্বং প্রেরিতারং ঈশ্বরং চ পৃথক্ ভিন্নং মত্বা জুষ্টন্ ভজন্ জনস্ততস্তদনন্তরং

ইত্যাদি অভ্যাস; শাস্ত্রমাত্রবেদ্য 'অণুত্ব-বৃহত্ত্বাদি' নিত্য ভেদই অপূর্ব্বতা; 'বীতশোক,' ইত্যাদি ফল; 'তাঁহার মহিমা অবগত হয়েন,' ইত্যাদি অর্থবাদ; 'অপর, ফলভুক্ না হইয়া', ইত্যাদি উপপত্তি। এইরূপ অন্যত্র, অর্থাৎ মুণ্ডকাদি শ্রুতিতে, 'ধ্যাতা জীব যখন রুক্মবর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মযোনি পরমপুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই তত্ত্ববিৎ সাধক বন্ধনের মূলীভূত পুণ্যপাপ কর্ম্ম সমূলে পরিহার পূর্ব্বক নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য লাভ করেন'; ইত্যাদি স্থলেও, এই প্রকার ভেদেই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। যদি কেহ আশঙ্কা করেন, ফলপ্রদ অজ্ঞাত বিষয়ই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; সুতরাং ফলবৎ অজ্ঞাত অদ্বৈত ব্রহ্মই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, এবং ফলরহিত জ্ঞাত দ্বৈতব্রহ্ম শাস্ত্রের গোচর বা বিষয় নহেন; তবে তাদৃশ ভেদোক্তি যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা অনুবাদ মাত্র। তদুত্তরে বলিতেছেন,'জীব, আত্মাকে এবং প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকে ভিন্ন জানিয়া ভজনা

স্যোক্তেঃ। বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকতয়া লোকে তস্যা-জ্ঞাতত্বাচ্চ। অদ্বৈতং ত্বফলমস্বীকারাদজ্ঞাতঞ্চ শশশৃঙ্গবদসত্ত্বাৎ। যানি চ তদদ্বৈতবোধকানি বাক্যানি ক্বচিদ্বীক্ষ্যন্তে তানি তন্মাত্রায়ত্তবৃত্তিকত্বতদ্ব্যাপ্যত্বাদিভিঃ শাস্ত্রকৃতৈব সঙ্গময়িষ্যন্তে। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববদিত্যুপরিষ্টাৎ।

তেন ঈশ্বরেণ হেতুনা অমৃতত্বং মোক্ষমেতি। ততস্তৎসম্বন্ধেন ব্যাপ্ত ইতি কেচিৎ। আদিপদাৎ জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমিতি গৃহ্যতে। তত্র দ্বৈতে। বিরুদ্ধেতি। অণুত্ব-বিভুত্ব-নিয়ম্যত্ব-নিয়ামকত্বাদয়ো মিথো বিরুদ্ধা যে ধর্ম্মাস্তৈরবচ্ছিন্নৌ বিশিষ্টৌ প্রতিযোগিনৌ জীবেশৌ যস্য স বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগী জীবেশয়োর্ভেদস্তত্তয়া শাস্ত্র এব স জ্ঞায়তে ন তু লোকে, লোকে অজ্ঞাতত্বং ভেদস্যাস্তি। ন চাদ্বৈতমীদৃশং ভবতীত্যাহ, অদ্বৈতন্ত্বিতি। ন খলু কেবলাদ্বৈতিনো মোক্ষে কিঞ্চিৎ ফলমাত্মনি স্বীকুর্ব্বন্তি, তৎস্বীকারে তস্য বৈশিষ্ট্যাপত্তেঃ ততশ্চ কৈবল্যক্ষতিঃ। ন চ উপনিষন্মাত্রগম্যত্বাদদ্বৈতমজ্ঞাতমিতি শক্যং বক্তুং ব্রহ্মাত্মকস্য তদ্গম্যত্বেঽবাচ্যত্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গাৎ। লক্ষণাবিষয়ত্বন্তু ন স্যাৎ, সর্ব্বশব্দাবাচ্যে তস্যাযোগাৎ, তস্মাৎ খপুষ্পাদিবদসত্ত্বাদেবাজ্ঞাতং তৎ পর্য্যবস্যতীতি ভাবঃ। নন্বদ্বয়ং বোধয়ন্তীতি শ্রুতিঃ প্রতীয়তে তস্যাঃ কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ, যানি চেতি। তত্রাহুঃ। ন দ্বৈতং বেদান্তার্থঃ সাংখ্যাদিশাস্ত্রৈর্দ্বৈতিভির্জীবব্রহ্মস্বরূপৈক্যরূপতয়া তদর্থস্যাক্ষেপাদিতি। মন্দমেতৎ, আপাত-

---

করত তাঁহা হইতে মুক্তিফল লাভ করেন।' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দ্বৈত জ্ঞানের ফল উক্ত হইয়াছে বলিয়া এবং জীববিরোধিধর্ম্ম ব্রহ্মের বিশিষ্টরূপে লোকের জ্ঞান নাই বলিয়া কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মই যে শাস্ত্রের বিষয়, ইহা বলা যায় না। বস্তুত অদ্বৈতই শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক বলিয়া অজ্ঞাত এবং ফলের স্বীকার নাই বলিয়া নিষ্ফল। তবে যে সকল আপাতত অদ্বৈতবোধক শ্রুতি দেখা যায়, 'বিশ্ব ব্রহ্মেরই অধীন ও ব্যাপ্য' এইরূপে সেই সকল শ্রুতির শাস্ত্রোক্ত

অথ জগজ্জন্মাদিহেতুঃ পুরুষোত্তমোঽবিচিন্ত্যত্বাদ্বেদান্তৈনৈব বোধ্যো নতু তর্কৈরিতিবক্তুমারম্ভঃ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ইতি গোপালতাপন্যাং তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে চ। ইহ সংশয়ঃ। উপাস্যো হরিরনুমানেনোপনিষদা বা বেদ্য ইতি। গৌতমাদ্যৈর্মন্তব্য ইতি শ্রুত্যা চাভ্যুপগমাদনুমানেন স বেদ্য ইতি প্রাপ্তে।—

বিভ্রাজিতেন শ্রুত্যর্থেন তেষাং তথাক্ষেপাৎ। ন চৈবং শাস্ত্রান্তরত্বাসিদ্ধির্ব্যাবর্ত্তকবিশেষসত্ত্বাৎ অন্যথা অভেদবাদিনাং তেষাং আক্ষিপ্তুর্ন তত্তাসিদ্ধিঃ। ন চাদ্বৈতমেব তদর্থোঽস্ত সূত্রৈরসকৃন্নিরাকরণাদিতি। পূর্ব্বসূত্রে বিষয়বাক্যে জগজ্জন্মাদিহেতুভূতং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যং জ্ঞাতুং ধ্যাতুং চেষণীয়মিতি শ্রুতং। ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবদিত্যনুমানেনাপি তদ্বোধসিদ্ধৌ কিং শ্রুত্যেত্যাক্ষেপসঙ্গত্যারভ্যতে। বেদান্তেষু মুমুক্ষুপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ পূর্ব্বপক্ষে ফলং, সিদ্ধান্তে তেষাং প্রবৃত্তিরিতি। সচ্চিদিতি। অক্লিষ্টমশ্রমং যথা স্যাৎ তথা। বহু স্যামিতি সঙ্কল্পমাত্রেণ করোতি জগদিত্যক্লিষ্টকারী অথবা ভক্তানক্লিষ্টান্ করোতীতি তথাভূতায়েত্যর্থঃ। অত্র সর্ব্বথা সেব্যত্বমুক্তং। তন্ত্বিতি। উপনিষদা প্রতিপাদ্যতে ঔপনিষদঃ শৈষিকাণ্প্রত্যয়ঃ।

প্রকারে সঙ্গতি করিতে হইবে। অনন্তর, জগতের জন্মাদির কারণ অচিন্ত্য পুরুষোত্তম ভগবান বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা বোধ্য, তর্ক দ্বারা নহেন, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন,—'সচ্চিদানন্দরূপ, সঙ্কল্পমাত্রে জগৎস্রষ্টা, বেদান্তবেদ্য, বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক, জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার' ইত্যাদি গোপালতাপনীতে এবং 'উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকে যে সকল উক্তি আছে, তদনুসারে এই সংশয় হইতেছে যে, উপাস্য হরি অনুমানগম্য অথবা বেদবাচ্য? গৌতমাদি মুনিগণ, 'ব্রহ্ম মন্তব্য' অর্থাৎ অনুমানাধীন

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

ঈক্ষতের্নেত্যতো নেত্যাকৃষ্যং। মুমুক্ষুভিরসৌ নানুমেয়ঃ, কুতঃ,শাস্ত্রেতি। শাস্ত্রমুপনিষদ্ যোনির্বোধহেতুর্যস্য তত্ত্বাৎ উপনিষদ্বোধ্যত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ। অন্যথৌপনিষদসমাখ্যাবিরোধঃ। মন্তব্য ইতি শ্রুত্যা তু স্বানুসারিতর্কোঽভ্যুপগতঃ। পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোঽর্থোঽত্রাভিমতো ভবেৎ, ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জ্জয়েৎ, ইত্যাদি শ্রুতেঃ। গৌতমাদিশুষ্কতর্কহেয়ত্বন্তু বক্ষ্যতে, তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি। তস্মাদ্বেদান্তাৎ

শাস্ত্রেতি। নানুমেয়ং ব্রহ্ম। কুতঃ, শাস্ত্রেতি, বেদবেদ্যত্বাবগমাৎ, নাবেদবিন্মনুতে-তং বৃহন্তমিতি স্ফুটং মানান্তরপ্রতিষেধাচ্চ। শাস্ত্রেত্যাদিষু হেত্বাদিপ্রতীকেন হেতুত্বাদি বোধয়ন্ ভাষ্যকৃৎ সমাসব্যাখ্যাতৃত্বং স্বস্য ব্যঞ্জয়তি। একাক্ষরকৃতং গৌরবং ত্বন্তু নোঽপনয়সি, নন্বু স্বফক্কিকাসু বহ্বীষু বহ্বক্ষরকৃতং গৌরবমস্তি তৎ কথং নাপনীতমিতি চেৎ, ন, স্বতন্ত্রেচ্ছুত্বাৎ। সমাখ্যেতি। সমাখ্যা যৌগিকঃ শব্দঃ। স্বানুসারী শ্রুত্যনুকূলঃ। পূর্ব্বেতি কৌর্ম্মে বনপর্ব্বণি চ। শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিস্মৃতীত্যুক্তং। অত্রানুমানং তর্কশ্চ নিরস্যতে।

চিন্তার দ্বারা অনুমেয়, এইরূপ বলিয়াছেন। ভগবান বেদব্যাস তাহারই খণ্ডনার্থ তৃতীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন, যথা:—

হরি মুমুক্ষুব্যক্তির অনুমেয় নহেন; কারণ, কেবল শাস্ত্র দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। নতুবা 'ঔপনিষদ' অর্থাৎ উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি, এই উক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তবে 'মন্তব্য' ইহার অর্থ, ব্রহ্ম জ্ঞানে অনুকূল তর্ক স্বীকার্য্য। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, 'পূর্ব্বাপর অবিরোধে কোন্ অর্থটি অভিমত, ইত্যাদি উহনই তর্ক, এবং ঐরূপ তর্কই গ্রাহ্য; শুষ্ক তর্ক পরিবর্জ্জন করিবে'। গৌতমাদির শুষ্কতর্কের প্রতিষ্ঠা নাই; অতএব

বিদিত্বাসৌ ধ্যেয় ইতি। ইদমেবাহুষ্টং প্রমাণমিতি সূত্রয়তি। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি। ইত্থঞ্চ হরেরাত্মমূর্ত্তিত্বমনুভূতেরনুভবিতৃত্বং স্বাত্মকধর্ম্মাধিষ্ঠানশালিত্বং জগৎকর্ত্তৃনির্ব্বিকারত্বং চেত্যাদি শ্রূয়মাণরূপতয়া তস্যোপাসনং সিধ্যতি। তত্রাহ, ন খলু তাবদ্বেদান্তবাক্যগণঃ প্রয়োগযোগ্যঃ সিদ্ধার্থবোধকত্বেন প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরেত্যাদিবাক্যবৎ। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপসাধ্যার্থবোধকানি ব্যাকানি প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রয়োগযোগ্যানি দৃষ্টানি। অর্থলিপ্সুর্নৃপং গচ্ছেন্মন্দাগ্নির্ন জলং পিবেৎ ইতি লোকে, স্বর্গকামো যজেত,

---

অনুমাননিরাসে তদ্ধর্ম্মভূতব্যাপ্তিশঙ্কানিবর্ত্তকস্তর্কোঽপি নিরস্যতে। তর্কনাশে তর্কনিশ্চিতব্যাপ্তিধর্ম্মকমনুমানঞ্চ নিরস্যত ইতি বোধ্যমেবং পরত্র চ। ইত্থঞ্চেতি। স্বাত্মকানি হর্য্যভিন্নানি যানি ধর্ম্মাধিষ্ঠানানি গুণধামানি, তচ্ছালিত্বং তদ্বৈশিষ্ট্যমিত্যর্থঃ। অথ কেবলকর্ম্মজড়ানাং মতমনুবদতি তত্রাহেত্যাদিনা।

বেদান্ত শাস্ত্র হইতে জানিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে। 'শব্দই নির্দ্দোষ প্রমাণ; কারণ, উহা শ্রুতিমূলক' ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ সূত্রে এ বিষয় বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে। এইরূপে হরির আত্মমূর্ত্তিত্ব, সাক্ষিত্ব, স্বাভিন্নগুণধামবিশিষ্টত্ব, নির্ব্বিকার-সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রোক্তরূপে উপাসনা সিদ্ধ হইতেছে। এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, সমস্ত বেদান্তবাক্য প্রয়োগযোগ্য নহে; কারণ, সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রভৃতি বাক্যের ন্যায় বেদান্তবাক্যের সিদ্ধার্থজ্ঞাপকতাপ্রযুক্ত প্রয়োজনের অভাব হইতেছে। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি রূপ সাধ্যার্থবোধক বাক্য সকল প্রয়োজনীয় বলিয়াই প্রয়োগযোগ্য। 'যাঁহাদের অর্থের প্রয়োজন, তাঁহারা রাজার নিকট যাইবেন, যাঁহাদের মন্দাগ্নি হইয়াছে, তাঁহারা জলপান করিবেন না,' ইত্যাদি লৌকিক বিষয়ে এবং 'স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিবে, সুরাপান করিবে

স্বরাং ন পিবেৎ ইতি বেদে চ। ন হি প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য বাক্য-প্রয়োগঃ সম্ভবতি। তচ্চ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিসাধ্যেষ্টাপ্তিপরিহারা-ত্মকমবগতং। ব্রহ্ম খলু পরিনিষ্পন্নং বস্তু। তদ্বোধকস্য সত্যং জ্ঞানমিত্যাদিবাক্যস্য তচ্ছূন্যত্বান্ন তদ্‌যোগ্যত্বং। যদি কশ্চিৎ তং প্রযুযুক্ষুর্ভবেৎ তর্হি প্রয়োজনবদ্বাক্যৈকবাক্যতয়া তং প্রযু-ঞ্জানস্তস্যাপি তদ্বত্ত্বং ব্রূয়াৎ। তস্মাৎ ক্রতুদেবতাকর্ত্তৃপ্রতি-পাদনেন তদ্বান্ তদ্বাক্যগণস্তদ্‌যোগ্যো ভবতীতি। আহ

প্রয়োগযোগ্যঃ উপদেশার্হঃ। তচ্চেতি। তচ্চ প্রয়োজনং জ্যোতিষ্টোমাদিপ্রবৃত্তি-সাধ্যস্বর্গাদীষ্টপ্রাপ্তিরূপং স্বরাপানাদিনিবৃত্তিসাধ্যানিষ্টপরিহাররূপং চেত্যর্থঃ। অনিষ্টং প্রত্যবায়ঃ। ব্রহ্মেতি। পরিনিষ্পন্নং সিদ্ধং বস্তু ন তু কর্ম্মবৎ সাধ্যমিত্যর্থঃ। তচ্ছূন্যত্বাদিতি। প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ প্রয়োগার্হত্বং নেত্যর্থঃ। যদীতি। কশ্চিদ্বিদ্বান্ যদি তং বেদান্তবাক্যগণং প্রয়োক্তুমিচ্ছুর্ভবেৎ তর্হি জ্যোতিষ্টোমাদি-বিধিবাক্যৈকবাক্যতয়া তং তদ্বাক্যগণং প্রযুঞ্জানঃ সন্ তস্যাপি তদ্‌গণস্য তদ্বত্ত্বং ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। তথা তস্য তদ্বত্ত্বং স্বয়ং দর্শয়তি, তস্মাৎ ক্রত্বিতি। যজ্ঞাঙ্গ-ভূতা যা দেবতা বিষ্ণ্বাদয়ো যে চ যজ্ঞকর্ত্তারো যজমানা স্তৎপ্রতিপাদনেন

না,' ইত্যাদি বেদবাক্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি রূপ সাধনীয় বিষয়ের উক্তি হেতু উহাদের প্রয়োগযোগ্যতা স্বীকার করা হয়। যে স্থানে প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, তথায় বাক্য প্রয়োগের সম্ভব হয় না। ঐ প্রয়োজন প্রবৃত্তিসাধ্য ইষ্টলাভ এবং নিবৃত্তিসাধ্য অনিষ্টপরিহার। ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু; অতএব তদ্বোধক 'সত্য জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োজনাভাব বশত প্রয়োগযোগ্যতাই নাই, বলিতে হইবে। তবে যে, কোন কোন স্থলে ঐরূপ বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহার কেবল প্রয়োজনবিশিষ্ট অপর বেদান্তবাক্যের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত প্রয়োজনবত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এই হেতু যজ্ঞ, যজ্ঞাঙ্গভূত বিষ্ণু

চৈবং জৈমিনিঃ। আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যত্বমুচ্যতে' তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাদিতি। নৈবং ভ্রমিতব্যং। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধকতা-বিরহেঽপি পরমপুমর্থরূপব্রহ্মাস্তিত্ববোধনেনৈব তস্য তদ্-বত্ত্বাৎ নিধিসত্ত্বাববোধকবাক্যবৎ। যথা ত্বদ্গৃহে নিধিরস্তী-ত্যাপ্তবাক্যাৎ তৎপ্রাপ্ত্যেকলক্ষণঃ পুমর্থস্তথাক্ষয়ানন্দচিদ্রূপং

তদ্বাক্যগণঃ প্রয়োজনবান্ সন্ প্রয়োগযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। বিধিবাক্যানাং যৎ ফলবত্ত্বং তদেব বেদান্তবাক্যানামিতি নিষ্কর্ষঃ। স্বাভ্যুপগমে জৈমিনিসম্মতিং দর্শয়তি, আহ চৈবমিতি। আম্নায়স্যেতি পূর্ব্বপক্ষসূত্রং। তস্যার্থঃ। আম্নায়স্য বেদস্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ কর্ম্মপরত্বাৎ। অতদর্থানাং ক্রিয়াপরতারহিতানাং সোঽরোদী-দিত্যাদিবাক্যানাং। আনর্থক্যং ধর্ম্মপ্রমিতিরূপার্থপ্রতিপাদকত্ববিরহ ইত্যর্থ ইতি। সিদ্ধান্তমাহ। তদ্ভূতেতি। তস্যার্থঃ, ক্রিয়ার্থেন বাক্যেন তদ্ভূতানামক্রিয়া-র্থানাং সমাম্নায়ঃ সমুচ্চারণং সম্বন্ধ ইতি যাবৎ। কুতঃ, অর্থস্যেতি। পদার্থস্য বাক্যার্থহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। তদেতন্মতং নিরস্যতি নৈবমিত্যাদিনা। তস্য তদ্বাক্য-

---

প্রভৃতি দেবতা এবং যজমানাদি প্রতিপাদন দ্বারা প্রয়োজনবিশিষ্ট বেদান্তবাক্য সকলের সহিত সমস্ত বেদান্ত বাক্যেরই প্রয়োগযোগ্যতা দৃষ্ট হইতেছে। মহাত্মা জৈমিনিও এই প্রকার বলিয়াছেন, যদিও কতকগুলি বেদবাক্যের কর্ম্মপরতা হেতু, অক্রিয়াপর বেদবাক্যের নৈষ্ফল্য ও অনিত্যত্ব আপতিত হইতেছে, কিন্তু ক্রিয়াপর বাক্যের সহিত একবাক্যতারূপ বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহা-দিগেরও সাফল্য এবং নিত্যত্ব জানিতে হইবে। ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত; কারণ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বোধকতা না থাকিলেও পরমপুরুষার্থরূপ ব্রহ্মের অস্তিত্বজ্ঞাপন দ্বারাই 'ধন আছে' এই অস্তিত্ব-বোধক বাক্যের ন্যায় ঐ সকল বাক্যের সাফল্য বোধ করিতে হইবে। 'তোমার গৃহে ধন আছে' এই কথা বলিলে যেমত তাহার

নিরবদ্যসর্ব্বসুহৃদাত্মপ্রদং মদংশি ব্রহ্মাস্তীতি তৎসত্ত্বপ্রত্যয়া-দেবস ইতি ন তদ্বত্ত্ববিরহঃ। পুত্রস্তে জাতো নায়ং সর্পো রজ্জু-রেবেত্যাদিষু স্বরূপপরেষ্বপি বাক্যেষু হর্ষভয়নিবৃত্তিরূপফল-বত্ত্বং দৃষ্টং। কিঞ্চ স্ফুটমস্য তদ্বত্ত্বং পরিদৃশ্যতে সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামানিত্যাদিষু। ন চোক্তরীত্যা ক্রিয়াপরতা তস্য শক্যা বক্তুং প্রকরণভেদাৎ প্রত্যুত কর্ম্মতৎফলবিগানাৎ শ্রুত-

---

গণস্য। তদিতি। তৎসত্ত্বপ্রত্যয়াৎ তাদৃশব্রহ্মাস্তিত্বাবগমাৎ স পুরুষার্থঃ প্রকাশত ইতি ন তস্য ফলশূন্যত্বমিত্যর্থঃ। পরিনিষ্পন্নবস্তুপরেষ্বপি বাক্যেষু ফলবত্ত্বং দৃষ্টমিত্যাহ পুত্রস্তে ইত্যাদি। কিঞ্চেতি। তস্য তদ্বাক্যগণস্য। তদ্বত্ত্বং ফলবত্ত্বং স্ফুটং পরিদৃশ্যতে। সত্যমিতি। আদিপদাৎ রসো বৈ স ইত্যাদিগ্রহঃ। ব্রহ্মণা সহ সর্ব্বকামাশনং ব্রহ্মজ্ঞানানন্দিত্বং বিস্ফুটং প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। পরক্তাং সঙ্গতিং ভঙ্‌ক্তুমুদ্যতে নচোক্তেতি। তস্য তদ্বাক্যগণস্য। প্রকরণভেদাদিতি। অন্যৎ কর্ম্মপ্রকরণং অন্যত্তু জ্ঞানপ্রকরণমিত্যর্থঃ। প্রকরণৈক্যে তু তথাত্বং সম্ভবেৎ। প্রত্যুতেতি। বেদান্তে কর্ম্ম তৎফলঞ্চ বিনিন্দ্যতে। তদ্‌যথেহ কর্ম্ম-

---

প্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অক্ষয়ানন্দচিৎস্বরূপ নির্দ্দোষ সর্ব্বসুহৃৎ আত্ম-প্রদ মদংশি ব্রহ্ম আছেন, বলাতেই প্রয়োজনবৈশিষ্ট্য বোধ হইতেছে। 'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে; এইটি সর্প নহে, রজ্জু;' ইত্যাদি স্বরূপপর বাক্যেও যখন হর্ষ ও ভয়নিবৃত্তিরূপ ফলবত্তা দেখা যাইতেছে, তখন সুব্যক্তফল বেদান্তবাক্যের নৈষ্ফল্য বলা নিতান্ত অসঙ্গত। 'সত্য জ্ঞান অনন্ত-স্বরূপ কূটস্থ ব্রহ্মকে যিনি অবগত হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বকাম অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।' ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা সাফল্য স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। ফলত, উক্ত রীতিক্রমে সেই সকল বাক্যের ক্রিয়াপরতা বলা যাইতে পারে না। কারণ, জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রকরণ পরস্পর বিভিন্ন;

হাস্যশ্রুতকল্পনপ্রসঙ্গাচ্চ। ন চ নিখিলজগদুদয়াদিকারণে নিত্য-চিদ্বপুষ্যনন্তকল্যানগুণরত্নাকরে শ্রীনিবাসে ব্রহ্মণি ব্যুৎপন্নং শাস্ত্রমন্যপরং শক্যং কর্ত্তুং। প্রমাণত্বেন স্ববিষয়াবগতিপর্য্যব-সায়িত্বাৎ। ন চাম্নায়স্যেত্যাদিন্যায়েন জৈমিনিনা কর্ম্মপরত্বং তস্য সমর্থিতমিতি বাচ্যং তস্য ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাৎ। তস্মাৎ কর্ম্ম-প্রকরণস্থানাং কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং স্বার্থান্ ত্যক্ত্বৈব তৎপরত্বং তেন সমর্থিতং ন ত্বন্যৎ। তস্মাৎ ব্রহ্মপরমেব তদিতি স্ফুটং*॥ ৩॥

চিত ইত্যাদিবাক্যাচ্চ তদ্বাক্যৈকবাক্যতা দূরোৎসারিতা। শ্রুতেতি। শ্রুতং ব্রহ্মপরত্বং হীয়তে। অশ্রুতং কর্ম্মপরত্বং কল্প্যেত। তথাচ শব্দস্বারস্যভঙ্গাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্জেরন্নিত্যর্থঃ। ন চেতি। যৎপ্রমাণং যদ্বিষয়কং তত্তদ্বিষয়মব-বোধয়তি নান্যৎ। অন্যথা নিখিলপ্রমাণমর্য্যাদাবিপর্য্যয়ঃ স্যাদিতি ভাবঃ। ন চাম্নায়েতি। তস্য তদ্বাক্যগণস্য। তস্য ব্রহ্মেতি। জৈমিনের্ব্রহ্মনিষ্ঠত্বং তদ্-গুরুণা বাদরায়ণেন জিজ্ঞাস্যতে, স্বশাস্ত্রে তথা মন্মতোপন্যাসাৎ। তদ্ভূতানামিতি জৈমিনিসূত্রার্থমাহ, তস্মাদিতি। কেষাঞ্চিৎ সোঽরোদীদিত্যাদিবাক্যানাং ন তু

অধিকন্তু বেদান্তশাস্ত্রে কর্ম্ম ও তাহার ফল নিন্দিত হয় এবং বেদান্ত বাক্যের ব্রহ্মপরতোক্তি নষ্ট হয় ও কর্ম্মপরতোক্তি আপতিত হয়। আরও, নিখিল জগতের উৎপত্তি-কারণ নিত্যজ্ঞানরূপ অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীনিবাস ব্রহ্মে ব্যুৎপন্ন শাস্ত্রকে কর্ম্মপররূপে কল্পনাও করা যায় না। কারণ, যে প্রমাণ যদ্বিষয়ক, তাহা তদ্বিষয়কেই, বোধ করায়। পূর্ব্বোক্ত বেদের ক্রিয়ার্থকত্বাদি বাক্য দ্বারা জৈমিনি উহার ক্রিয়াপরতাই সমর্থন করিয়াছেন, এরূপও বলা যায় না। কারণ, জৈমিনি স্বয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠ। এই সকল কারণে কর্ম্মপ্রাকরণিক বাক্যসকলের স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মপরত্বই সমর্থিত হইয়াছে, এইরূপ জানিতে হইবে। ৩।

অথ পূর্ব্বার্থদার্ঢ্যায় ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বমুচ্যতে। যোঽসৌ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈর্গীয়ত ইতি গোপালোপনিষদি; সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তীতি কঠবল্ল্যাঞ্চ পঠ্যতে। তত্র সংশয়ঃ। সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং বিষ্ণোরযুক্তং ন বেতি। বেদেষু প্রায়েণ কর্ম্মবিধানদর্শনাৎ অযুক্তং তস্য তৎ। বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদিফলকানি কারিরীপুত্রকাম্যেষ্টিজ্যোতিষ্টোমাদীনি কর্ম্মাণি সাঙ্গানি সেতিকর্ত্তব্যানি বিদধতো বেদা দৃশ্যন্তে। তে চ প্রমাণত্বেন

উপনিষদামপীত্যর্থঃ। স্বার্থান্ ত্যক্ত্বেতি। বিধিবাক্যৈকবাক্যত্বেঽপি স্বার্থপরতা ন হীয়তে। তেন জৈমিনিনা। অন্যথৌৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধ ইতি তদুক্তিবিরোধঃ স্যাদিতি ভাবঃ। তৎ শাস্ত্রং ॥ ৩ ॥

অথ পূর্ব্বার্থেতি। পূর্ব্বং হরের্বেদান্তবেদ্যত্বমভিহিতং ইদানীং নিখিলবেদবেদ্যত্বমভিধীয়তে। তেন প্রাপ্তে উক্তোঽর্থো দৃঢ়ো ভবতীত্যর্থঃ। তত্রাপি পূর্ব্বোক্তৈবাক্ষেপসঙ্গতিঃ, ভগবতো বেদবেদ্যত্বমাক্ষিপ্য সমাধানাৎ। ফলন্তু প্রাগ্বন্নিভাল্যং। যোঽসাবিতি। যো গোপালঃ। যৎপদমিতি যদ্ব্রহ্মস্বরূপং। আমনন্তি অভ্যসন্তি। তে চেতি। তে বেদা প্রমাণত্বাৎ স্ববিষয়ং কর্ম্মৈব

অনন্তর, পূর্ব্বার্থের অর্থাৎ ব্রহ্মের বেদবেদ্যত্বরূপ অর্থের দৃঢ়তার নিমিত্ত তাঁহার সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব বলিতেছেন। 'যিনি সকল বেদে গীত হয়েন,' ইত্যাদি গোপাল উপনিষদে;—এবং 'সকল বেদে যাঁহার স্বরূপ বলিয়া থাকে,' ইত্যাদি কঠবল্লীতে;—পঠিত হয়। এই বিষয়ে সংশয় করিতেছেন, বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব অযুক্ত বা যুক্ত? বেদসমূহে প্রায়ই কর্ম্মের বিধি দর্শনে বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব আপাতত অযুক্তই বলা যায়। বৃষ্টি, পুত্র ও স্বর্গাদির নিমিত্ত ক্রিয়মাণ কারিরী, পুত্রেষ্টি ও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ সকলই কর্ত্তব্যরূপে বেদে ব্যক্ত আছে; বিষ্ণুর প্রাধান্য ব্যক্ত নাই। তবে, যে বিষ্ণুর উল্লেখ দেখা যায়, তাহা কেবল যজ্ঞের

স্ববিষয়াবগতিপর্য্যবসায়িনো, বিষ্ণুপরতয়া ন শক্যা নেতুমিতি প্রাপ্তে।—

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥

তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। তৎ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং বিষ্ণোর্যুক্তং কুতঃ, সমন্বয়াৎ। অন্বয়স্তাৎপর্য্যলিঙ্গং। সমন্বয়ত্বং সুবিচারিতত্বং। সুবিমৃষ্টৈরুপক্রমোপসংহারাদিভিঃ ষড়্ভির্লিঙ্গৈস্তত্রৈব শাস্ত্রতাৎপর্য্যাৎ স এব তদ্বেদ্য ইত্যর্থঃ। ইতরথা কথং 'যোঽসাবিত্যাদিশ্রুতিবাক্যোপপত্তিঃ। আহ চৈবং ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহমিতি। কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য

বোধয়েয়ুর্নেশ্বরং। যে চ কেচন শব্দাস্তত্র জীবেশপরা ইব দৃশ্যন্তে তে বিকলযজ্ঞাঙ্গভূত কর্ত্তৃদেবতাসমর্পণেন তত্রৈব পর্য্যবস্যন্তীতি ইত্যবোচামঃ এবং প্রাপ্তে।—

তত্ত্বেতি। স এবেতি। স বিষ্ণুরেব বেদবেদ্য ইত্যর্থঃ। বেদৈশ্চেতি শ্রীগীতাসু। বেদান্তকৃদ্বেদার্থনিশ্চায়কঃ। উভয়োরপি দৃষ্টান্ত ইত্যাদাবন্তশব্দস্য নিশ্চয়ার্থত্বপ্রত্যয়াৎ। কিমিতি শ্রীভাগবতে। কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ কিং

অঙ্গভূত দেবতারূপেই জানিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সঙ্গতির অনন্তর চতুর্থ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।—

বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্বই যুক্ত। কারণ, সুবিচারিত উপক্রমাদি তাৎপর্য্যলিঙ্গ দ্বারা বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়। অন্যথা 'যিনি সর্ব্ববেদে গীত হয়েন,' ইত্যাদি শ্রুতির কি প্রকার সঙ্গতি হইবে? ভগবান স্বয়ংই গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছেন, 'সকল বেদ কেবল আমার বিষয়ই বলিয়া থাকেন;—আমিই বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবেত্তা।' শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে, 'কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য দ্বারা কি

বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহমিতি বা॥
এতদুক্তং ভবতি, সাক্ষাৎপরম্পরাভ্যাং বেদা ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তন্তে। তত্র স্বরূপগুণনিরূপণেন জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ, কর্ম্মকাণ্ডে তু জ্ঞানাঙ্গভূতকর্ম্মপ্রতিপাদনেন পরম্পরয়েতি মন্যন্তে; তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তীত্যাদিশ্রবণাৎ। বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদিফলককর্ম্মবিধায়িতা তু তেষাং রুচ্যুৎপাদনার্থৈব। বৃষ্ট্যাদিফলদৃষ্ট্যা তেষ্বভিজাত-

বিধত্তে। দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিমাচষ্টে প্রকাশয়তি। জ্ঞানকাণ্ডে প্রতিষেধায় কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। অস্যা বেদবাণ্যাঃ। অস্যা হৃদয়ং স্বয়মাহ, মামিতি। মাং যজ্ঞরূপং বিধত্তে। তত্তদ্দেবতারূপং মামভিধত্তে প্রকাশয়তি। যশ্চ প্রধানমহদাদিপ্রপঞ্চজাতং সর্গে বিকল্প্য পৃথঙ্নিরূপ্য পুনঃ প্রতিসর্গে মদ্রূপতামাপাদ্য পৃথগ্ভাবস্তস্যাপোহ্যতে। তৎসর্ব্বমহমেব। শক্তিমতো মম

ব্যক্ত হয়, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা কি ব্যক্ত হয় এবং জ্ঞানকাণ্ডেও কি উক্ত হয়, তাহা আর কেহই জানে না, কেবল আমিই জানি।' 'বেদ সকল আমাকেই যজ্ঞরূপে বলিয়া থাকে, আমাকেই দেবতারূপে প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং আমাকেই প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্, আবার প্রপঞ্চকে মদ্রূপেও বলিয়া থাকে।' অতএব আমিই সর্ব্বস্বরূপ। ইহাও উক্ত আছে যে, বেদ সকল জ্ঞানকাণ্ডে ভগবানের স্বরূপগুণনিরূপণ দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্মকাণ্ডে জ্ঞানাঙ্গভূত কর্ম্ম প্রতিপাদন দ্বারা পরম্পরাসম্বন্ধে তাঁহাতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'সেই ঔপনিষদ পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি; বেদ সকল তাঁহারই বিষয় বলিয়া থাকেন' ইত্যাদি বেদবাক্য সকলই উহার প্রমাণ। বৃষ্টি-পুত্র-স্বর্গাদি-ফলক কর্ম্মসকল প্রকাশ করা জীবের রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত। বৃষ্ট্যাদি ফল

রুচেস্তদর্থান্ বিচারয়তো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকিনো ব্রহ্ম-তৃষ্ণা জগদ্বৈতৃষ্ণঞ্চ স্যাদিতি সিদ্ধং সর্ব্বেষাং তেষাং ব্রহ্মপরত্বং। কামিতস্যৈব বৃষ্ট্যাদেঃ ফলত্বেন প্রতীতেরকামিতোঽসৌ ন স্যাৎ। কিঞ্চ জ্ঞানোদয়ার্থা বুদ্ধিশুদ্ধিরেব ভবেৎ। তমেত-মিত্যাদেরিতি ব্রহ্মাঙ্গভূতদেবতার্চ্চনং খলু ব্রহ্মার্চ্চনমেব তৎ-ফলন্তু চিত্তশুদ্ধিরেবেত্যন্যৎ প্রাগ্বৎ ॥ ৪ ॥

এতদ্রূপত্বাদিতি। তেষাং বেদানাং। তেম্বিতি। বেদেষূৎপন্নপ্রীতের্বেদার্থান্ বিচারয়তো জনস্যেত্যর্থঃ। নন্থ কর্ম্মণাং কারিরীপ্রভৃতীনাংবৃষ্ট্যাদি ফলানি শ্রূয়ন্তে জ্ঞানাঙ্গচিত্তশুদ্ধিফলকত্বং কথং শ্রদ্দধীমহীতি চেৎ, তত্রাহ, কামি-তস্যৈবেতি। স্বর্গকামো যজেত ইত্যাদৌ কামিত এব স্বর্গাদিঃ ফলত্বেন প্রতীতো নত্বকামিত ইত্যর্থঃ। অসৌ বৃষ্ট্যাদিরিত্যর্থঃ। অপরাং সঙ্গতিং দর্শয়তি ব্রহ্মাঙ্গেতি। চিদচিচ্ছক্ত্যুপেতং খলু ব্রহ্ম। তচ্ছক্তিভূতা ইন্দ্রাদয়ো দেবতা-স্তদঙ্গবুদ্ধ্যা ইজ্যন্তে। ব্রহ্মার্চ্চনমেব তদ্‌যজনং। তেন চিত্তং শুদ্ধ্যতি ন তু ফলান্তরং তৎস্পৃহাবিরহাদিত্যর্থঃ। তর্হি ফলশ্রবণং কথং সঙ্গতং তত্রাহান্যৎ প্রাগ্বদিতি। রুচ্যুৎপাদনার্থং তদিতি। ব্রহ্মণো বেদ্যত্বমুক্তং। তচ্চ যতো বাচো

দর্শনে বেদে সমুৎপন্নরুচি ব্যক্তিসকল বেদার্থ বিচার করত যাহাতে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক দ্বারা সংসারে বিতৃষ্ণ ও ব্রহ্মপর হয়েন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অতএব বেদের ব্রহ্মপরতাই সিদ্ধ হইতেছে। কারিরী প্রভৃতি যজ্ঞের বৃষ্ট্যাদি-ফলকত্ব হইলেও চিত্তশুদ্ধিফলকত্ব অশ্রদ্ধেয় নহে। কারণ, উহারা কামনানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব, জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইলে উহারা চিত্তশুদ্ধিরূপ ফলও প্রসব করে। ইন্দ্রাদি দেবতা সকল ব্রহ্মেরই শক্তি এবং কর্ম্মাঙ্গভূত রূপেই তাঁহারা অর্চ্চিত হয়েন। সুতরাং ব্রহ্মশক্তিভূত ইন্দ্রাদি দেব-তার অর্চ্চনে ব্রহ্মেরই অর্চ্চন ও তদ্দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধি রূপ ফল উৎপন্ন হয়। ৪।

অথোক্তবক্ষ্যমাণসমন্বয়োপপত্তয়ে ব্রহ্মণোঽবাচ্যত্বং নিরস্যতে। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেতি তৈত্তিরীয়কে। যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম তদ্বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসত ইতি কেনোপনিষদি চ পঠ্যতে। তত্র সংশয়ঃ। অশব্দং শব্দবাচ্যং বা ব্রহ্মেতি? শ্রুতিস্বারস্যাদশব্দং তৎ, অন্যথা স্বপ্রকাশতাহানাৎ। যতোঽপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে বাচশ্চ মনসা সহ। অহঞ্চান্য ইমে দেবা-

নিবর্ত্তন্ত ইতিশ্রুতের্নাভিধয়া শব্দবৃত্ত্যা ভবিতুং যুক্তং; কিন্তু লক্ষণয়ৈব তয়া ইতি আক্ষেপসঙ্গত্যারভ্যতে ॥ ৪ ॥

অথোক্তেত্যাদি। যত ইতি। বাচো বেদলক্ষণা গিরঃ, অপ্রাপ্য বিষয়মকৃত্বা যতো ব্রহ্মণঃ সকাশান্নিবর্ত্তন্তে। মনসা সহেতি। মনোঽপি যতো নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। যদ্বাচেতি। যদ্‌ব্রহ্ম বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে প্রকাশ্যতে তদ্‌ব্রহ্মেতি। শাখাচন্দ্রন্যায়েন কথঞ্চিত্ত্যাগলক্ষণয়া লক্ষ্যমিতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যার্থঃ। সিদ্ধান্তে তু যতো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য স্বরূপগুণপারমলব্ধ্বেত্যর্থঃ। এবং যদ্বাচেত্যত্রাপি বাক্যার্থঃ। নেদমিতি। যদিদং মনঃপ্রভৃতিপ্রতীকরূপং এতচ্চ কাৎ স্ন্যাগোচরত্বমগ্রে স্ফুটীকরিষ্যতে। অন্যথেতি। শব্দপ্রকাশ্যতাভ্যুপগমে সতীত্যর্থঃ। যতোঽপ্রাপ্যেতি শ্রীভাগবতে মৈত্রেয়বাক্যং। অর্থঃ প্রাগ্বৎ। অত্র ভগবতস্তথাত্বমুক্তং ন তু নির্গুণস্য। তেন শ্রুতাবপ্যেবমেবার্থঃ॥

এক্ষণে বক্ষ্যমাণ সমন্বয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মের অবাচ্যত্ব নিরাস করিতেছেন। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে উক্ত আছে, 'ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর,' কেনোপনিষদেও উক্ত আছে, 'ব্রহ্ম বাক্য দ্বারা প্রকাশ্য নহেন, ব্রহ্মই বাক্যের প্রকাশক ইত্যাদি।' অতএব, এ স্থলে এই সংশয় হইতেছে যে, ব্রহ্ম শব্দবাচ্য কি শব্দবাচ্য নহেন? শ্রুত্যনুসারে শব্দবাচ্য নহেন, এইরূপই বলিতে হয়; ব্রহ্মের শব্দপ্রকাশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহার স্বপ্রকাশতার হানি হয়। স্মৃতিতেও উক্ত

স্তস্মৈ ভগবতে নম ইতি স্মৃতেশ্চেত্যেবং প্রাপ্তে নিরাকর্ত্তু-মাহ।—

ঈক্ষতে র্নাশব্দং ॥ ৫ ॥

নাস্তি শব্দো বাচকো যস্মিন্ তদশব্দং। ঈদৃশং ব্রহ্ম ন ভবতি। কিন্তু শব্দবাচ্যমেব তৎ। কুতঃ, ঈক্ষতেঃ। তন্ত্বৌপ-নিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি প্রষ্টব্যস্য পুরুষস্য ঔপনিষদ-সমাখ্যাদর্শনাদিত্যর্থঃ। ভাবে তিপ্প্রত্যয়স্ত্বার্ষঃ। সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তীত্যাদি বাক্যেভ্যশ্চ। অশব্দস্তু কার্ৎস্ন্যে-নাশব্দিতত্বাৎ। দৃষ্টোহপি মেরুঃ কার্ৎস্ন্যেনাদর্শনাদদৃষ্টঃ কথ্যতে। অন্যথা যত ইতি, অপ্রাপ্যেতি, অনভ্যুদিতমিতি,

ঈক্ষতেরিতি। ভাবে তিপ্ প্রত্যয়স্ত্বার্ষঃ। ঈক্ষতেরিতি ধাতুবাচকেক্ষতি-শব্দো লক্ষণয়া ধাত্বর্থেক্ষণপরঃ ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাদিত্যন্যে। অন্যথা যত ইতি। দেবদত্তঃ কাশ্যা নিবৃত্ত ইত্যুক্তে কাশীং স্পৃষ্ট্বৈব নিবৃত্ত ইত্যধিগম্যতে। এবং যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তে কথঞ্চিদ্গোচরং কৃত্বৈব নিবর্ত্তন্ত ইত্যধিগম্যতে। এবং অপ্রাপ্যেত্যত্র প্রকর্ষেণ ন, কথঞ্চিল্লব্ধ্বেত্যর্থঃ প্রতীয়তে। অনভ্যুদিতং অভিতো নোদিতং কিয়দুদিতমেবেত্যর্থঃ। তস্মাৎ তত্র কার্ৎস্ন্যেনাগোচরত্বমেব

আছে যে, 'বাক্য ও মনের অগোচর ভগবানকে নমস্কার করি।' এই সংশয়ের নিরাকরণার্থ পঞ্চম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।—

ব্রহ্ম, শব্দের অবাচ্য নহেন। কারণ, উপনিষদ্বেদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি, এই স্থলে জিজ্ঞাস্য পুরুষেরই উপনিষদ্বেদ্যত্ব দর্শন হেতু, এবং বেদ সকল তাঁহাকেই ব্যক্ত করে, এইরূপ উক্তিহেতু, ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্বই প্রমাণিত হই-তেছে। মেরু দৃষ্ট হইলেও সাকল্যে অদর্শন হেতু যেমন অদৃষ্ট রূপে উক্ত হয়, বেদ সকল সাকল্যে ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে পারেন না বলিয়াই, তদ্রূপ তাঁহারও

তদেব ব্রহ্মেতি চ ব্যাকুপ্যাৎ। স্বাত্মনা বেদেন জ্ঞাপনং খলু স্বপ্রকাশতয়া ন বিরুদ্ধ্যতে। তস্য স্বাত্মকত্বং তু উপরি বক্ষ্যতে। তস্মাৎ শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

স্যাদেতৎ। ব্যাচ্যত্বেনেক্ষিতঃ পুরুষঃ সগুণোহস্তু তত্র গৃহীতশক্তয়ো বেদাঃ শুদ্ধে পূর্ণে বাচ্যলক্ষণয়া পর্য্যবস্যেয়ুরিতি চেৎ তত্রাহ।

সাধু ব্যাখ্যাতং। কার্ৎস্ন্যেন নাজোহপ্যভিধাতুমীশ ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্যেতি বেদস্য। উপরীতি তদ্ধর্ম্মাদ্যধিকরণেষু ইত্যেব ধ্যেয়ং ॥ ৫ ॥

স্যাদেতদিতি। যদি বক্ষ্যমাণং মদ্বাক্যং নোপপদ্যেত তর্হি ত্বয়া যদুক্তং তৎ স্যাৎ সিধ্যেদিত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণমাহ বাচ্যত্বেনেত্যাদি।

অবাচ্যত্ব উক্ত হইয়াছে। দেবদত্ত কাশী হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন বলিলে যেমন তাঁহার কাশীপুরী গমনপূর্ব্বক নিবৃত্তি বুঝায়, তদ্রূপ বাক্যসকল না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয় বলিলেও তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান বুঝিতে হইবে; এবং যিনি বাক্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হয়েন না বলিলে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয়েন, বুঝিতে হইবে। বিশেষত এইরূপ অর্থ অস্বীকার করিলে, 'সেই বস্তুই ব্রহ্ম,' 'ব্রহ্মাও যাঁহাকে সাকল্যে বলিতে পারেন না,' ইত্যাদি বাক্যের নিতান্ত অসঙ্গতি হইয়া উঠে। বেদ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, অতএব তদ্দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব বিরুদ্ধ হয় না। বেদের ব্রহ্মাত্মকত্ব পরে উক্ত হইবে। অতএব ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্বই স্থির হইল ॥ ৫ ॥

পুনর্ব্বার এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন; যিনি বেদের বাচ্য, তিনি সগুণ পুরুষ; তাঁহাতে গৃহীতশক্তি বেদ সকল, শুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মে বাচ্যসম্বন্ধযুক্ত লক্ষণাশক্তি দ্বারা পর্য্যবসিত হউক। ইহার উত্তরে ষষ্ঠ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।—

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ৬ ॥

বাচ্যত্বেন দৃষ্টোঽসৌ সত্ত্বোপাধিকো ন ভবেৎ। কুতঃ, আত্মশব্দাৎ। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইতি বাজসনেয়কে। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইত্যৈতরেয়কে চ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বস্য পুরুষস্য আত্মশব্দেন অভিধানাৎ। তস্য শব্দস্য পূর্ণে ব্রহ্মণি মুখ্যবৃত্ততা প্রাগভানি। বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ শুদ্ধে মহাবিভূতাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে। মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে ইত্যাদিস্মৃত্যা চ পূর্ণস্য শুদ্ধস্য বাচ্যতা। নহ্যবাচ্যঃ শব্দিতুং শক্যঃ ॥ ৬ ॥

অসৌ পুরুষঃ। মিষৎ প্রকাশমানং। প্রাক্ জন্মাদিসূত্রভাষ্যে। বদন্তীতি শ্রীভাগবতে। অদ্বয়মেকং। শুদ্ধ ইতি শ্রীবৈষ্ণবে। শব্দিতুং শব্দগোচরতাং নেতুম্ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্ম বেদের বাচ্য হইলেও সগুণ নহেন; কারণ, বেদ তাঁহাকে আত্মশব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন। যথা, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষরূপ আত্মাই ছিলেন,' ইহা বাজসনেয়কে;—এবং, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, প্রকাশমান অন্য কেহই ছিলেন না, তিনি লোকসৃষ্টির নিমিত্ত প্রকৃতিকে দর্শন করিলেন,' ইহা তৈত্তিরীয়কে;—দেখা যাইতেছে। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষের আত্মশব্দেই অভিধান হইয়াছে। ঐ শব্দের পূর্ণ ব্রহ্মেই মুখ্যবৃত্তি, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানিগণ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকেই 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবৎ' শব্দে বলিয়া থাকেন। মৈত্রেয়! পারমৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট, সর্ব্বকারণ-কারণ, শুদ্ধ

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥

চতুর্য্ নেত্যনুবর্ত্ততে। তৈত্তিরীয়কে। অসদ্বা ইদমগ্র আসীত্ততো বৈ সদজায়ত তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেত্যারভ্য যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যে অনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতীতি প্রপঞ্চাতীতে

তন্নিষ্ঠস্যেতি। চতুর্য্ স্থত্রেষু। অসদ্বা ইতি। ইদং জগৎ অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্ অসৎ সূক্ষ্মং ব্রহ্মৈবাসীত্তস্মিন্ বিলীনমাসীদিত্যর্থঃ। ততোঽসতঃ সূক্ষ্মাৎ ব্রহ্মণঃ সৎ স্থূলং জগদজায়ত। তদ্ব্রহ্মৈব স্বয়মাত্মানমকুরুত; সূক্ষ্মং চিচ্ছক্ত্যুপেতং স্বয়ং স্থূলং চিদচিচ্ছক্ত্যুপেতং সজ্জগদ্রূপমরচয়ত। চিতি শক্তৌ ধর্ম্মভূতং জ্ঞানং বিকাশঃ স্থৌল্যং। অচিতি তু মহদাদ্যবস্থেতি বোধ্যং। যদা হ্যেবেতি। এষ প্রমাতা জীবঃ। এতস্মিন্ পরমাত্মনি। অদৃশ্যে দৃশ্যভিন্নে দ্রষ্টরি। অনাত্ম্যে আত্ম্যং স্বর্গাদিভোগ্যং বস্তু তদ্ভিন্নে ভোক্তরি। অনিরুক্তে গুণানন্ত্যাৎ কৃৎস্ননির্বচনাগোচরে। অনিলয়নে নিলয়নং প্রকাশস্তদ্রহিতে স্বয়ং প্রকাশমানে। প্রতিষ্ঠাং স্থিতিং ঐকান্তিকীং ভক্তিমিত্যর্থঃ। অভয়ং তদ্ধেতুত্বাৎ। অভয়ং গতো ভবতি

পরব্রহ্মই ভগবৎশব্দে উক্ত হইয়া থাকেন; ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি স্মৃতি সকলও পূর্ণ ও শুদ্ধ ব্রহ্মেরই বাচ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অবাচ্য বস্তু কথনও শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না ॥ ৬ ॥

ব্রহ্ম সগুণ হইলে, তন্নিষ্ঠের মোক্ষোপদেশ করা হইত না। 'পরিদৃশ্যমান্ চিদচিচ্ছক্তিযুক্ত স্থূল বিশ্ব পূর্ব্বে ছিল না, অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে বিলীন ছিল; পরে চিচ্ছক্তিযুক্ত সূক্ষ্ম ব্রহ্ম হইতে এই স্থূল বিশ্ব উৎপন্ন হয়। প্রকাশস্বভাব ব্রহ্ম স্বয়ংই আত্মাকে স্থূল মহদাদিরূপে প্রকাশ করেন। যখন জীব, এই দ্রষ্টা, ভোক্তা, সাকল্যনির্ব্বচনাগোচর, স্বপ্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্মে ঐকান্তিকী ভক্তি

বেদবাচ্যে বিশ্বকর্ত্তরি তস্মিন্ পরব্রহ্মণি পরিনিষ্ঠিতস্য বিমুক্তিকথনান্ন স গৌণঃ। তস্য গৌণত্বে তদ্ভক্তস্য মুক্তিং ন ব্রুয়াৎ। নির্গুণঃ পরমাত্মা তস্যানুবৃত্ত্যা মোক্ষঃ স্মর্য্যতে। হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ইতি ॥ ৭ ॥

হেয়ত্ববচনাচ্চ ॥ ৮ ॥

যদ্যসৌ জগৎকর্ত্তা গৌণঃ স্যাৎ তর্হি সাধনোপদেশিষু বেদান্তবাক্যেষু স্ত্রীপুংসাদেরিব হেয়ত্বং ব্রুয়ান্ন চৈবমস্তি। কিং

বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ। উদরমল্পং। অন্তরং বিচ্ছেদম্ কপটলক্ষণং। পরিনিষ্ঠিতস্য ঐকান্তিকভক্তস্য। ন স গৌণ ইতি। স ঔপনিষদসমাখ্যয়া বেদে দৃষ্টঃ পুরুষো গৌণঃ ন সত্ত্বোপাধিকো নেত্যর্থঃ। হরিরীতি শ্রীভাগবতে। প্রকৃতেরুপাধিতঃ পরস্তদ্ধর্ম্মৈরসংস্পৃষ্টঃ। অতএব নির্গুণঃ। তত্র হেতুঃ, সাক্ষাদেব পুরুষ ঈশ্বরঃ। ন তু প্রতিবিম্ববদ্ব্যবধানেনেত্যর্থঃ। অতএব সর্ব্বেষাং শিবাদীনাং দৃক্ জ্ঞানং যস্মাৎ তাদৃশঃ সন্নুপদ্রষ্টা তদাদিসাক্ষী ভবতি। ভজন্নির্গুণো গুণাতীতফলভাগ্‌জনো ভবেদিতি ॥ ৭ ॥

করেন, তখন তিনি বিমুক্ত হয়েন। আর যখন জীব তদ্বহির্ম্মুখ হয়েন, তখন তিনি বদ্ধ হয়েন,' ইত্যাদি তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে প্রপঞ্চাতীত বেদবাচ্য বিশ্বকর্ত্তা পরব্রহ্মে ভক্তিমান জীবের বিমুক্তি কথন হেতু তাঁহার গৌণত্ব অর্থাৎ সগুণত্ব পরাহত হইতেছে। ব্রহ্মের গৌণত্ব হইলে, তদ্ভক্তের মোক্ষোপদেশ হইত না। নির্গুণ পরমাত্মাই মুক্তিহেতুরূপে উক্ত হয়েন; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে, মায়োপাধিবিবর্জ্জিত অতএব নির্গুণ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই সাক্ষিস্বরূপ এবং ভক্তমুক্তিপ্রদ ॥ ৭ ॥

বিশেষত, ব্রহ্মেতর সংসারী জীবেরই হেয়ত্ব উক্ত হয়। ঐ জগৎকর্ত্তা ব্রহ্ম যদি সগুণ হইতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মসাধনোপদেষ্টা বেদান্তবাক্য সকল স্ত্রী-

গুণহানায় মুমুক্ষুভিরুপাস্যঃ স কীর্ত্ত্যতে? তদ্ভিন্নস্য তু গৌণস্য তদুচ্যতে। অন্যা বাচো বিমুঞ্চথেতি। কর্ত্তৃত্বঞ্চেদং শুদ্ধনিষ্ঠমতঃ সত্যত্বাদিরিব মুমুক্ষুধ্যেয়ত্বং বোধ্যং তথাচ নির্গুণ এব বাচ্য ইতি॥ ৮॥

স্বাপ্যয়াৎ॥ ৯॥

বাজসনেয়কে। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদুচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ পূর্ণে স্বস্মিন্নেব পূর্ণস্যৈব স্বস্যাপ্যয়াভিধানাৎ ন পূর্ণমশব্দম্। যদিদং গৌণং স্যাত্তর্হি পরস্মিন্নপীয়ান্ন তু স্বস্মিন্নেব। ন চ পূর্ণশব্দিতং স্যাৎ।

হেয়ত্বেতি। কীর্ত্ত্যতে হরির্হীত্যাদৌ। তদ্ভিন্নস্য হরীতরস্য সংসারিজীবস্য হেয়ত্বস্তু কথ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যা হরীতরবিষয়া বাচঃ॥ ৮॥

পুরুষাদির ন্যায় তাঁহার হেয়ত্ব বলিতেন; কিন্তু তাহা বলেন নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ কি গুণহানির নিমিত্ত ব্রহ্মকে উপাস্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন? কখনই না; তাঁহারা জীবেরই হেয়ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিষয়াতিরিক্ত বাক্য সকল ত্যাগ করিবার উপদেশই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সৃষ্টিকর্তৃত্ব শুদ্ধব্রহ্মনিষ্ঠ। শুদ্ধ ব্রহ্মেরই সত্যত্বাদির ন্যায় মুমুক্ষুধ্যেয়ত্ব জানিতে হইবে। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মই বেদবাচ্য॥ ৮॥

পূর্ণব্রহ্মই আপনাতে অবস্থিত হয়েন। যথা, বাজসনেয়কে, এই মূলরূপ ব্রহ্মই পরিপূর্ণ; এই প্রকাশস্বভাব ব্রহ্মই পরিপূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণই প্রকাশ হয়েন; পূর্ণ বস্তু হইতে পূর্ণ গৃহীত হইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। পূর্ণ বস্তুর আপনাতেই অপ্যয়াভিধান হেতু পূর্ণব্রহ্মের শব্দাবাচ্যত্ব সম্ভব হয় না। যদি ঐ ব্রহ্ম সগুণ হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার আপনাতে অপ্যয় অর্থাৎ লয় উক্ত হইত না; আত্মভিন্ন বস্তুতেই অপ্যয় উক্ত হইত। সুতরাং, তাদৃশ অপূর্ণ বস্তু

বাক্যার্থস্তু অদো মূলরূপম্। ইদং প্রকাশরূপম্। উভয়ং পূর্ণম্। রাসাদিষু কর্ম্মসু মূলরূপাৎ পূর্ণাদুদুচ্যতে প্রাদুর্ভবতি। তৎপূর্ত্তৌ পূর্ণস্য প্রকাশরূপমাদায়ৈক্যং নীত্বা পূর্ণং মূলরূপমন্যত্রাবিলীনং অবশিষ্যত ইতি। নির্গুণস্য হরেরেবস্থিধ্যং স্মৃতিরাহ। স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ। একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দোষো হরিরাদিকৃদিতি ॥ ৯ ॥

যত্তু সগুণং নির্গুণঞ্চেতি দ্বিরূপং ব্রহ্ম। তত্রাদ্যং সত্বোপাধি সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগৎকারণম্। দ্বিতীয়ঞ্চ সত্তানুভূতিমাত্রং পূর্ণং বিশুদ্ধং। পূর্ব্বত্র বেদানাং শক্তিঃ। পরত্র তু তাৎপর্য্যমিত্যাদ্যভিপ্রেতং তদপি নিরস্যতি।

রাসাদিম্বিতি। আদিনা মহিষীবিবাহাদিগ্রহণং। ঐবম্বিধ্যং পূর্ব্বোক্তশ্রুত্যর্থরূপত্বম্। স দেব ইতি পাদ্মে ॥ ৯ ॥

সগুণবিষয়কং বাক্যং দৃষ্ট্বা কেচিদ্‌ভ্রমন্তি তন্মতং নিরাকরোতি। যত্বিত্যাদিনা। পূর্ব্বত্র সগুণে ব্রহ্মণি, পরত্র তু নির্গুণে ॥

পূর্ণশব্দে অভিহিত হইত না। মূলরূপ ও প্রকাশরূপ উভয়ই পূর্ণ। রাস ও মহিষী-বিবাহাদি ব্যাপারে পূর্ণ মূল বস্তু হইতে পূর্ণের প্রাদুর্ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপে পূর্ণবস্তুতে পূর্ণবস্তুর পূর্ণপ্রকাশরূপ ঐক্য বিধায় অন্যত্র অবিলীন পূর্ণ মূলবস্তুই পূর্ণের অবশেষ জানিতে হইবে। নির্গুণ হরিরই পূর্ণত্ব স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। যথা, নির্গুণ পুরুষোত্তম আদিকর্ত্তা নির্দ্দোষ হরিই বহুরূপ হইয়াও পূর্ণস্বরূপ আত্মাতে একীভূত হইয়া অবস্থিতি করেন ॥ ৯ ॥

এক্ষণে;—ব্রহ্ম দ্বিবিধ সগুণ ও নির্গুণ; সগুণ ব্রহ্মই সত্বোপাধি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও জগৎকারণ; এবং নির্গুণ ব্রহ্মই সত্তাস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, পূর্ণ ও

গতিসামান্যাৎ॥ ১০ ॥

গতিঃ অবগতিঃ, বিজ্ঞানঘনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ পূর্ণো বিশুদ্ধঃ পরমাত্মা জগদ্ধেতুরুপাসিতঃ সন্ বিমুক্তিকৃদিতি ধীরিত্যর্থঃ। তস্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সামান্যাদেকরূপ্যাৎ। তথাভূতস্যৈকস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বেষু তত্ত্বয়াভিধানাৎ। সগুণং নির্গুণঞ্চেতি দ্বিরূপতা নাস্তীত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়েতি ॥ ১০ ॥

অথ স্ফুটমেব নির্গুণস্য বাচ্যত্বমাহ।

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥

গতিরিত্যাদি সুগমং ॥ ১০ ॥

বিশুদ্ধ ; সগুণ ব্রহ্মেই বেদের শক্তি এবং ঐ সকল বেদবাক্যের নির্গুণ ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য ;—এইরূপ মতের নিরাকরণ করিতেছেন।

সকল বেদেই ব্রহ্মকে একরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; সগুণ-নির্গুণ-ভেদ কল্পনামাত্র। ফলত, যে কোন বেদ পাঠ কর, তাহাতেই সুস্পষ্ট জানিতে পারিবে যে, সেই পরমাত্মা বিজ্ঞানঘন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ স্বরূপ এবং সমুদায় জগতের অদ্বিতীয় কারণ। একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিলে, সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হয়,—স্বর্গ ও অপবর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। একমাত্র ব্রহ্মই সকল বেদে তাদৃশ বলিয়া উক্ত হয়েন। গীতাতেও এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "ধনঞ্জয়! এই দৃশ্যমান্ বিশ্ব সংসারে আমিই শ্রেষ্ঠ বস্তু; আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই" ॥ ১০ ॥

অধুনা, স্পষ্টাভিধানে নির্গুণ ব্রহ্মেরই বাচ্যত্ব উক্ত হইতেছে। কাঠকাদি শ্রুতিতে প্রকারান্তরে ব্যক্ত হইতেছে যে, সেই ব্রহ্ম এক, অর্থাৎ তাঁহার মৎস্য

কাঠকাদিষু। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ

একো দেব ইতি। মৎস্যকূর্ম্মাদ্যাত্মনা ভেদং নিরস্যাহ, এক ইতি। দেবো বিবিধাশ্চর্য্যক্রীড়ঃ। সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বপ্রাণিহৃদ্‌বর্ত্তী। তত্তদ্‌হৃদ্‌বর্ত্তিত্বেন পরিচ্ছেদো নেত্যাহ, সর্ব্বব্যাপীতি। আকাশবত্তাটস্থ্যং বারয়তি, সর্ব্বভূতান্তরেতি নিখিলান্তর্য্যামীত্যর্থঃ। সর্ব্বেভ্যঃ কর্ম্মফলদাতা চেত্যাহ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ ইতি। দয়ালুত্বমাহ, সর্ব্বভূতাধিবাস ইতি সর্ব্বাশ্রয় ইত্যর্থঃ। সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্ত্যপি তৎকৃতকর্ম্মাস্পৃষ্ট ইত্যাহ, সাক্ষীতি। সাক্ষিত্বে হেতুঃ, চেতা ইতি, চিৎস্বভাব ইত্যর্থঃ; অথবা চেতাশ্চেতয়িতা প্রাণিনাং জ্ঞানপ্রদ ইত্যর্থঃ। কেবলঃ শুদ্ধঃ।

কূর্ম্মাদি কোন রূপ ভেদ নাই। তিনি বিবিধ অদ্ভুত লীলার আধার। তিনি প্রাণিমাত্রেরই অন্তর্হৃদয়ে, কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় গূঢ়ভাবে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন; তন্নিবন্ধন তাঁহার কোনরূপ পরিচ্ছেদ নাই। কেন না, তিনি আকাশ পাতাল, স্বর্গ, মর্ত্ত, প্রভৃতি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তদাদি তদন্ত ক্রমে সমুদায় স্থল পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন; বলিতে কি, ইহার একটিমাত্রও পরমাণু সেই ব্রহ্মের সন্নিধানশূন্য নহে। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, তিনি তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহা অপেক্ষা দয়ালু কেহ নাই; কেন না, তিনি সকলকেই অবাধে ও অবিচ্ছেদে আশ্রয় দান করিয়া থাকেন। তিনি সকলের পাপ-পুণ্যের সাক্ষী স্বরূপ; তাঁহাকে গোপন করিয়া কাহারই কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে ক্ষমতার লেশমাত্র নাই। তিনি নিরবচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপ অথবা চেতয়িতা স্বরূপ অর্থাৎ তিনি সকলেরই জ্ঞান বিধান করেন; আমরা যে সংসারের বিবিধবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া, পদে পদেই অসীম সৌকর্য্য অনুভব করি, তিনিই তাহার একমাত্র বিধাতা। তিনি শুদ্ধ ও নির্গুণ, তাঁহাতে মায়া-গুণের সম্পর্ক বা গন্ধমাত্র নাই।

কেবলো নির্গুণশ্চেতি॥ নির্গুণস্য শ্রুত্যুক্তত্বাচ্চ বাচ্য এব সঃ। নহ্যশব্দঃ শ্রূয়েত। যত্তু লক্ষণয়া নির্গুণস্যাবগতিঃ নত্বভিধয়া প্রবৃত্তিনিমিত্তাভাবাদিতি জল্পন্তি তদসৎ। সর্ব্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণাযোগাৎ। নির্গুণত্বাদেরপ্যদৃশ্যত্বাদেরিব তন্নিমিত্তত্বাৎ। নন্থু নির্গুণোঽপি গুণবানিতি বিরুদ্ধং। মৈবং। রহস্যানব-

শুদ্ধত্বং কুত ইত্যাহ, নির্গুণ ইতি, মায়াগন্ধাস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। সর্ব্বশব্দেতি। সর্ব্বৈঃ শব্দৈর্যদবাচ্যম্‌ তত্র লক্ষণা ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তথাহি ব্রহ্ম কিঞ্চিচ্ছব্দাবাচ্যং সর্ব্বশব্দাবাচ্যং বা ? আদ্যে শব্দবাচ্যত্বমায়াতি কেনচিচ্ছব্দেনাবাচ্যত্বেঽপি কেনচিদ্বাচ্যং তদিত্যর্থাৎ। অনেন তু লক্ষণাপি ন সম্ভবেৎ। যৎ কিল সর্ব্বশব্দাবাচ্যং ন তত্র লক্ষণা শক্যা বক্তুং দৃষ্টান্তবিরহাৎ। সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যত্রাজহৎস্বার্থয়া তৎকালে তৎকালরূপো ভাগো বিহীয়তে। পিণ্ডমাত্ররূপো ভাগস্তু ন হীয়তে। স চ ভাগো বাচ্য এব পিণ্ডমাত্রশব্দেন দৃষ্ট ইতি। নাস্তি সর্ব্বশব্দাবাচ্যস্য লক্ষণায়াং দৃষ্টান্ত ইতি। অদ্বিতীয়ং চিন্মাত্রং ব্রহ্ম কেনাপি শব্দেন বাচ্যং ন ভবতি কিন্তু লক্ষ্যমেব তদিতি ভবতামভ্যুপগমঃ। নির্গুণত্বাদেরপীতি। অদৃশ্যত্বাদিগুণকধর্ম্মোক্তেরিতি সূত্রে যথাঽদৃশ্যত্বাদীন্‌ গুণান্‌ ভগবান্‌ ব্যাসঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তানি মন্যতে তথা নির্গুণত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তানি ভবেয়ু-

---

ফলত সেই ব্রহ্ম শ্রুতিতে উক্ত ; অতএব বাচ্য। অবাচ্য বস্তু কখন শ্রুতির বিষয় হইতে পারে না। কেহ কেহ যে বলেন, লক্ষণা শক্তি দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, প্রবৃত্তিনিমিত্তাভাব হেতু অভিধাশক্তি দ্বারা হয় না, ইহা ভ্রান্ত। যাহা সর্ব্ব শব্দের অবাচ্য, তাহাতে লক্ষণাশক্তিও গমন করিতে পারে না। বস্তুত অদৃশ্যত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা বেদবাক্য সকল যেরূপ ব্রহ্মে প্রবৃত্ত হয়, নির্গুণত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারাও বেদবাক্য সকল তদ্রূপ তাঁহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বস্তুত, যে পর্য্যন্ত না নির্গুণ শব্দের গূঢ় তাৎপর্য্য বোধ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই নির্গুণ-সগুণ বিরোধ

বোধাৎ। তথাহি, নির্গুণাদয়ঃ শব্দা নৈর্গুণ্যাদিনা নিমিত্তেন তত্র প্রবর্ত্তেরন্। সর্ব্বজ্ঞাদয়স্তু সার্ব্বজ্ঞাদিনা। তেন প্রাকৃতৈঃ সত্বাদিভির্গুণৈর্বিহীনঃ স্বরূপানুবন্ধিভিস্তৈস্তৈস্তু বিশিষ্টোঽসাবিতি ন কাপি বিচিকিৎসা। স্মরন্তি চেত্থম্। সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ; সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসাবিত্যাদিভিঃ। তস্মাৎ পূর্ণো বিশুদ্ধো হরির্ব্বেদবাচ্যঃ। অনামাদিশব্দাস্তু গুণাপ্রসিদ্ধিকার্ৎস্ন্যাগোচরত্বাদিতঃ সঙ্গমনীয়াঃ। তদপ্রসিদ্ধিশ্চ প্রাকৃতবৈলক্ষণ্যেনাগ্রহাৎ। কার্ৎস্ন্যেনাগোচরতা ত্বানন্ত্যাৎ। যস্তু তেষাং স্ফুটার্থং ব্রূতে স এবং প্রষ্টব্যঃ। তৈস্তস্য বোধঃ স্যান্ন বেতি? আদ্যে তেঽপি তস্যাখ্যাঃ। অন্ত্যে তু তদারম্ভবৈফল্যাপত্তিরিতি ॥ ১১ ॥

রিত্যর্থঃ। অনামেতি। অপ্রসিদ্ধেস্তু গুণানামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিত ইত্যাদি স্মৃতেঃ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইত্যাদাবশব্দং ব্রহ্মেতি যৎ প্রতীয়তে তৎ খলু অনন্তস্য তস্য কার্ৎস্ন্যেনাগোচরত্বাদিত্যবোচামঃ। যস্তু তেষামিতি। তেষামনামাদিশব্দানাং। তেঽপীতি। তেঽনামাদিশব্দাঃ। তস্য ব্রহ্মণ ইতি শেষঃ।

থাকে। নির্গুণাদিশব্দ সকল নির্গুণত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারাই বাক্যপ্রবৃত্তির নিমিত্তভূত হয়। অতএব, ব্রহ্ম যে প্রাকৃত-গুণ-রহিত ও স্বরূপানুবন্ধি-অপ্রাকৃত-গুণগণবিশিষ্ট ইহাই নির্গুণ শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, 'ঈশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ নাই; তিনি অপ্রাকৃতগুণগণবিশিষ্ট'। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, পূর্ণ বিশুদ্ধ হরিই বেদবাচ্য। অভিধাশক্তিপ্রবৃত্তির কারণ নামরূপাদি, অনামাদি শব্দ দ্বারা আপাতত নিষিদ্ধ বোধ হইলেও 'নির্গুণ ও অনামাদি' শব্দের প্রাকৃত-বৈলক্ষণ্যে বা সাকল্য-নির্ব্বচনাসমর্থ-গুণাদিবৈশিষ্ট্যেই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। ঐ সকল শব্দের এইরূপ সঙ্গতি স্বীকার না করিলে,

শব্দা বাচকতাং যান্তি যত্রানন্দময়াদয়ঃ।
বিভুমানন্দবিজ্ঞানং তং শুদ্ধং শ্রদ্দধীমহি॥

অন্ত্যে তৈস্তস্য বোধো ন স্যাদিতিপক্ষে তদারম্ভবৈফল্যং অনামাদিশব্দবৈয়র্থ্যমিত্যর্থঃ।

এতামেকাদশসূত্রীং সভাষ্যাং পঞ্চন্যায়ীং যে পঠেয়ুঃ সসূক্ষ্মাম্।
তত্ত্বজ্ঞানং সুলভং কিং ন তেষাং শেষগ্রন্থোহয়মতিবিস্তারকারী॥ ১১॥

প্রতিজ্ঞাতং সমন্বয়ং বিস্তারেণ প্রতিপাদয়িতুং মঙ্গলমাচরতি। শব্দা ইতি। যত্র শ্রীগোবিন্দে ব্রহ্মণ্যানন্দময়াদয়ঃ শব্দা বাচকতাং যান্তি তে যস্য বাচকা ভবন্তীত্যর্থঃ। তং বয়ং শ্রদ্দধীমহি দৃঢ়বিশ্বাসেনানন্দময়ং তং ভজেম ইত্যর্থঃ। শুদ্ধং মায়াতৎকার্য্যগন্ধাপৃষ্টং। স্ফুটমন্যৎ।

অর্থাৎ অনামাই তাঁহার নাম এবং প্রাকৃতগুণরহিত ও অপ্রাকৃতগুণবিশিষ্টই নির্গুণ না বলিলে, ঐ সকল শব্দের উক্তিবৈফল্যের আপত্তি হয়।

সটীক ভাষ্যসহিত পঞ্চন্যায়বিশিষ্ট এই এগারটি সূত্র পাঠ করিলে, ব্যক্তিমাত্রই অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন; অবশিষ্ট সূত্র সকল ইহাদেরই বিস্তার মাত্র॥ ১১॥

অধুনা, প্রতিজ্ঞাত সমন্বয় সবিস্তারে প্রতিপাদন করিবার জন্য মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। যথা:—

শ্রীগোবিন্দস্বরূপ যে পরব্রহ্মে আনন্দময় প্রভৃতি শব্দ সকল প্রয়োজিত হইয়া থাকে, যাঁহাতে মায়া ও তৎকার্য্য উভয়েরই কোনরূপ সমাবেশ বা সম্পর্ক নাই, যিনি সকলের একমাত্র নিয়স্তা বা অদ্বিতীয় অধীশ্বর, এবং যিনি আনন্দস্বরূপ ও বিজ্ঞানস্বরূপ, সেই পরমাত্মরূপী শ্রীগোবিন্দকে আন্তরিক অকৃত্রিম বিশ্বাস সহকারে ভজনা করি।

যস্য সমন্বয়স্যোপপাদনায় বাচ্যত্বং ব্রহ্মণঃ সমর্থিতং তমিদানীং দর্শয়ত্যানন্দময় ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়পূর্ত্তি। তত্রাস্মিন্ প্রথমে পাদে প্রায়েণান্যত্র প্রসিদ্ধানাং শব্দানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ প্রদর্শ্যতে। তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যুপক্রম্য স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময় ইত্যাদিনান্নময়প্রাণ-

যস্যেতি। বাচ্যত্বং বেদাভিহিতত্বং অভিধয়া বৃত্ত্যা কথিতত্বং সমর্থিতং শ্রুত্যা স্মৃত্যা সাধিতমীক্ষত্যধিকরণে। প্রায়েণেতি। অন্যত্র জীবপ্রধানাদৌ। তৈত্তিরীয়কে ইতি। পূর্ব্বং ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং প্রতিপাদিতং তন্ন সংভবেৎ। আনন্দময়াদিশব্দানাং জীবাদিষু প্রসিদ্ধেরিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপসঙ্গতিঃ। তত্র হি ব্রহ্মবিদাপ্নোতীত্যুপক্রম্যান্নময়াদয়ঃ পঞ্চ পুরুষাঃ পঠ্যন্তে। তত্রান্নময়ো যথা। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়ং উত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি, অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্ত্যথান্নং তদপি যান্ত্যজন্ত্যত ইতি। অস্যার্থঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়ে বা। এষ মৃজ্জলাদিপিণ্ডলক্ষণঃ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। অন্নরসো নামাত্রান্নরসবিকারঃ তেন ত্বগাদিরূপঃ সর্ব্বোঽপি তদ্বিকারো লভ্যতে। তন্ময়ত্বং জলাদিবিকারশ্লেষ্মাদ্যপেক্ষয়া তস্যাধিক্যাৎ তৎপ্রাচুর্য্য এব ময়ট্প্রত্যয়াৎ বিকারে তদযোগাৎ। দ্ব্যচশ্ছন্দসীতি সূত্রেণ বিকারাবয়বয়োর্দ্ব্যচ এব ময়ট্ ছন্দসি স্যাৎ। ময়তয়োরিত্যাদিনা বহুস্বরাত্তয়োস্তস্য

যে সমন্বয়ের উপপত্তির জন্য পরব্রহ্মের আনন্দময়াদিশব্দবাচ্যত্ব সমর্থিত হইয়াছে, অধুনা আনন্দময় ইত্যাদি পদপ্রয়োগ সহকারে অধ্যায়সমাপ্তিপর্য্যন্ত সেই সমন্বয় প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে এই প্রথম পাদে প্রায়ই অন্যত্র প্রসিদ্ধ শব্দ সকলের পরব্রহ্মে সমন্বয় বিনির্ণীত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়কে 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং,' অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, ইত্যাদি উপক্রম করিয়া 'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ' অর্থাৎ সেই এই পুরুষ অন্নরসময় ইত্যাদি বিধানে

বিধানং লোকে এব। পক্ষিরূপকেণানুবর্ণয়তি তস্যেদমিতি। ইদং প্রসিদ্ধং শির এব শিরঃ। নূনমুত্তরোত্তরত্রৈব রূপকময়ং। এবং পক্ষাদিষ্বপি ব্যাখ্যেয়ম্। পক্ষো বাহুঃ। উত্তরো বামঃ। অয়ং মধ্যমো দেহভাগঃ। আত্মা অঙ্গানাং মধ্য-স্থেষামাত্মেতি শ্রবণাৎ। ইদমিতি নাভেরধোঽঙ্গম্। তৎ পুচ্ছমিব পুচ্ছং অধো-লম্বনসামান্যাৎ। তদেব প্রতিষ্ঠাশ্রয়ঃ, প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যস্যামিতি ব্যুৎপত্তেঃ। তদেবমরুন্ধতীদর্শনন্যায়েনান্তরতমত্বজ্ঞানার্থং লোকপ্রসিদ্ধমাত্মানমনূদ্য তস্যান্তর-তমং আত্মানং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধসাধনাদিক্রমেণ প্রবেশয়ন্ প্রাণময়াদীনপ্যাহ। তত্র মনসো ধারণার্থং তদাধারঃ প্রাণো ধার্য্য ইতি প্রথমং প্রাণময়মাহ। তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণ-পক্ষঃ। অপান উত্তরপক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি, প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। প্রাণো হি ভূতানামায়ুস্তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইত্যাদি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্যেতি। অস্যার্থঃ। অন্নরসময়াৎ প্রাণময়োঽন্তরস্তদপগমেঽন্নরসময়স্য মৃতেঃ। এষোঽন্নরসময়স্তেন প্রাণময়েন পূর্ণঃ বায়ুনেব দৃতিঃ। স চ প্রাণময়ঃ পুরুষ-বিধঃ পুরুষাকারঃ। কথং তস্য পূর্ব্বস্যান্নরসময়স্য পুরুষবিধতামনুলক্ষ্যীকৃত্য বিশেষং বোধয়িতুং অয়ং প্রাণময়োঽপি রূপককল্পিতৈঃ শিরঃপক্ষাদ্যৈঃ পুরুষা-কার এব নিরূপ্যত ইতি। তদেব রূপকং দর্শয়তি। তস্য প্রাণময়স্য হৃদি স্থিতঃ প্রাণবায়ুরেব প্রথমধার্য্যত্বেন শিরঃ কল্প্যতে। এবং সাধনক্রমেণ দক্ষিণপক্ষ-ত্বাদিক্রমো বোধ্যঃ। উদানানির্দ্দেশঃ প্রাণেনাভেদোপাসনাৎ। আকাশস্তৎস্থো বায়ুবৃত্তিবিশেষঃ সমানাখ্যো বায়ুঃ প্রাণাদিবৃত্ত্যধিকারাৎ। স চ মধ্যস্থত্বা-দিতরপর্য্যন্তবৃত্তিরপেক্ষ্যঃ অধ্যক্ষঃ। পৃথিবী তদভিমানিনী দেবতা প্রতিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকস্য প্রাণস্য ধারয়িত্রী স্থিতিহেতুত্বাৎ। সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্যেতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্য প্রাণময়স্যৈষ তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, ইত্যুপ-ক্রমোক্ত এবাত্মা শারীর আত্মা তদ্রূপশারীরান্তর্য্যামী। কীদৃশঃ। যঃ পূর্ব্ব-স্যান্নরসময়স্যাপি শারীরঃ আত্মা। এবং যঃ পূর্ব্বস্য প্রাণময়স্যেত্যাদিকং পরত্রাপি যোজ্যম্। যস্ত্বানন্দময়াত্মেঽপি তস্যৈষ এব শারীর আত্মেতি পঠ্যতে।

ময়ংমনোময়বিজ্ঞানময়ান্ ক্রমেণাম্নায়েদমভিধীয়তে। তস্মাদ্বা

তত্র তস্যৌপচারিকভেদনির্দ্দেশে অনন্যাত্মত্বমেব বোধয়তি মন্ত্বাত্মান্তরম্। বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা ইতি বদস্তুপ্রস্তাবাৎ। ততশ্চ তত্রৈব পূর্ব্বোক্ত আনন্দময়তাৎপর্য্যাবসানবিবেক আত্মৈব তস্য শারীর আত্মেতি যোজ্যম্। এবং প্রাণধারণয়া মনো বশীকৃত্য তচ্চ মনো নিষ্কামকর্ম্মাত্মকতয়া ধার্য্যমিতি মনোময়মাহ। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়স্তেন এষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধস্তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি, যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্যেতি। অস্যার্থঃ। মনঃ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকমন্তঃকরণং অস্য পূর্ব্বস্মাদন্তরত্বং জ্ঞানসম্বন্ধেন জড়াৎ প্রাণময়শ্রেষ্ঠ্যেন বোধ্যম্। তেনৈষ পূর্ণঃ মনোময়েন প্রাণময়ঃ পূর্ণঃ। এষ এব মনোময়ঃ পুরুষাকারঃ। তস্য প্রাণময়স্য পুরুষবিধতা-মনুলক্ষীকৃত্যায়ং মনোময়োঽপি পুরুষাকার ইত্যর্থঃ। তদেব রূপকং দর্শয়তি তস্য যজুরিত্যাদিনা। যজুরিত্যনিয়তাক্ষরপাদবিশেষো মন্ত্রবিশেষঃ। তজ্জাতি-বাচী যজুঃশব্দঃ। তস্য শিরস্ত্বং প্রাথম্যা যজুষা হি হবির্দীয়তে। এবমৃক্সাময়োশ্চ বৈশিষ্ট্যং বোধ্যম্। আদেশোঽত্র ব্রাহ্মণম্। আদেষ্টব্যবিশেষান্নির্দ্দিশতি। অথ-র্ব্বাঙ্গিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা, ব্রাহ্মণঞ্চ শান্ত্যাদিপ্রতিষ্ঠাহেতুকর্ম্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। মনোময়াঙ্গত্বং চৈষাং মনোবৃত্তাবাবির্ভাবিত্বেন তৎপ্রাচুর্য্যাৎ। তদ্বিকারত্বে তু পৌরুষেয়ত্বাপত্তিঃ। অত্র পারমার্থিকপথস্যৈব প্রকৃতত্বাদ্ব্যবহারিকসঙ্কল্পাদ্যাত্মক-মনোময়ত্বং ন প্রযুজ্যতে। প্রাণধারণায়াঃ প্রাগেব হি ত্যক্তং তৎ। অতএব মনুষ্যাধিকারবত্ত্বান্মনুষ্যশরীরমেবোপক্রান্তম্। তস্য মনোময়স্যৈব তস্মাদ্বা এত-স্মাদিত্যুপক্রমঃ। কথিত এবাত্মা শারীর আত্মা তদ্রূপশারীরান্তর্যামী। যঃ পূর্ব্বস্য প্রাণময়স্যাপি শারীর আত্মেত্যর্থঃ। অথ বিজ্ঞানময়মাহ। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনো-

যথাক্রমে উত্তরোত্তর অন্তরবর্ত্তী অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় শব্দ

এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তরাত্মানন্দময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য

ময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধস্তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি। বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং উপাসত ইত্যাদি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্যেতি। অস্যার্থঃ। বিজ্ঞানময়স্য জীবস্য মনোময়াদন্তরত্বং করণাৎ তস্মাৎ কর্ত্তৃত্বেন শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। তেনৈষ পূর্ণঃ। বিজ্ঞানময়েন মনোময়ঃ পূর্ণঃ। স বা এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষবিধঃ। তস্য মনোময়স্য পুরুষবিধতামনুলক্ষীকৃত্যায়ং বিজ্ঞানময়োঽপি পুরুষবিধ ইত্যর্থঃ। তদেব রূপকং দর্শয়তি তস্য শ্রদ্ধৈবেত্যাদিনা, শ্রদ্ধাত্রাধ্যাত্মশাস্ত্রযাথার্থ্যপ্রতীতিঃ। ঋতং তচ্ছাস্ত্রার্থনিশ্চিতা বুদ্ধিঃ। সত্যং তদর্থানুভবপ্রযত্নঃ। যোগো যুক্তিঃ সমাধিরিত্যর্থঃ। স তস্য মধ্যকায়ঃ। শ্রদ্ধাদীনামেতৎ সাক্ষাৎকারাঙ্গত্বাৎ মহস্তত্ত্বৎ-সর্ব্বপ্রকাশকত্বেনোত্তমতরং শুদ্ধজীবস্বরূপং তৎ কিল পুচ্ছং তত্তদবধিভূতত্বাৎ। তৎ খলু প্রতিষ্ঠা তেষাং সর্ব্বেষামাশ্রয়ঃ। তদেবং শুদ্ধজীবপর্য্যন্তমুপদিশ্য তথা তথা লব্ধান্তরাণাং পুনঃ সর্ব্বান্তরতমত্বেন তত্রৈব পূর্ব্বোপক্রান্তমুখ্যাত্মতত্ত্ব-পর্য্যবসায়কযত্নানন্দময়মুপদিশতি। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদিত্যাদিনা। শেষং ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্। অস্যার্থঃ। আনন্দময়স্য সর্ব্বান্তরবর্ত্তিত্বাৎ ইহ পূর্ব্বত্র শাস্ত্রীয়-পরমার্থপ্রক্রিয়ৈব লব্ধা ন তু ব্যবহারিকী। ততঃ প্রিয়াদিশব্দৈঃ ইষ্টপুত্রদর্শনাদির্জ-মানন্দাদিকং ন ব্যাখ্যেয়ম্। কিন্ত্বেকস্যৈব পরমানন্দরূপস্য হরেরুত্তরোত্তরো-দয়বিশেষাৎ প্রিয়াদিশব্দৈর্ব্যপদেশঃ। তথাহি, এক এব পরমাত্মা বৃংহিত্বেন বৃহত্ত্বেন দ্বিধা ভবতি। তত্রানন্দময়স্য প্রিয়রূপো নারায়ণঃ শিরো ভবতি

সকল সমাম্নাত করিয়া অভিহিত হইয়াছে। আনন্দময় পুরুষ বিজ্ঞানময়াদি হইতে ভিন্ন। ঐ পুরুষ আনন্দরূপী; তাঁহার সর্ব্বশরীর আনন্দস্বরূপ।

প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি॥

তত্র সংশয়ঃ। কিময়মানন্দময়ো জীব উত পরব্রহ্মেতি। এষ শারীর আত্মেতি দেহসম্বন্ধপ্রতীতেজীব ইতি প্রাপ্তৌ।—

মোদরূপঃ প্রদ্যুম্নো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদরূপোঽনিরুদ্ধ উত্তরঃ পক্ষঃ আনন্দরূপো বাসুদেব আত্মা মধ্যকায়ঃ। যথা, নারায়ণো মধ্যকায়ঃ বাসুদেবঃ শির ইতি ব্রহ্মরূপঃ সঙ্কর্ষণস্তু পুচ্ছং ভবতি। এবং হি স্মরন্তি। শিরো নারায়ণঃ প্রোক্তো দক্ষিণঃ সব্য এব চ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ সদেহো বাসুদেবকঃ। নারায়ণোঽথ সদেহো বাসুদেবঃ শিরোঽপি বা। পুচ্ছং সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্ত এক এব তু পঞ্চধা। অঙ্গাঙ্গিত্বেন ভগবান্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ। ঐশ্বর্য্যান্ন বিরোধশ্চ চিন্ত্যস্তস্মিন্ জনার্দ্দনে॥ ইতি॥ সঙ্কর্ষণস্য ব্রহ্মত্বমাধাররূপস্য তস্যাধেয়পুরুষোত্তমবিগ্রহাপেক্ষয়া বৃহদ্রূপত্বাৎ তদ্ধারকত্বস্বরূপবৃহদ্‌গুণযোগাচ্চ বদন্তি। অতএব তদাধারত্বরূপং প্রতিষ্ঠাত্বং চ তস্যোক্তং পুচ্ছত্বন্তু সর্ব্বোত্তরোদিতত্বাদিতি। নচৈবমুত্তরোত্তরোদয়তারতম্যাদ্ ভেদঃ প্রাপ্নোতি। একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীত্যাদিশ্রুতেঃ। অঙ্গাঙ্গিত্বেনেত্যাদিস্মরণাচ্চ। অতএব শিরঃ সদেহরূপকে পরিবৃত্তিং সঙ্গচ্ছতে। তথাচ নারায়ণাদিশিরঃপ্রভৃত্যবয়বঃ শ্রীকৃষ্ণানন্দময়ঃ স্বয়ং ভগবানিতি নিষ্কৃষ্টম্। অতএবানন্দময়মধিকৃত্য রসো বৈ স ইত্যাদিকমপি সঙ্গতিমৎ। মল্লানামশনিরিত্যাদৌ পঞ্চবিধপ্রেমরসাশ্রয়তয়া তস্যৈবাভিধানাৎ। তথাচ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি যদ্ ব্রহ্মোপক্রান্তং তস্যৈব তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ ইত্যাদিনাত্মত্বং প্রদর্শ্য তত্ত্বস্য পর্য্যবসানমানন্দময় এব দর্শিতং অন্নাদ্যুক্তেরিতি। বিশেষস্তু প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তেরিত্যত্র দ্রষ্টব্যঃ। যদ্যপি ব্যাখ্যান্তরং প্রাচীনৈরপ্যত্র দর্শিতমস্তি তথাপ্যেতদেব ব্যাখ্যানং

এস্থলে সংশয় করিতেছেন যে, ঐ আনন্দময় পুরুষ জীব বা পরব্রহ্ম। 'এই আত্মা শারীর'; এইরূপ দেহসম্বন্ধপ্রতীতি হেতু আনন্দময় পুরুষ জীবই হউন, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের নিরাকরণার্থ দ্বাদশ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।—

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ॥ ১২॥

পরং ব্রহ্মৈব সঃ। কুতঃ, অভ্যাসাৎ। প্রতিষ্ঠান্তেনানন্দময়ং নিরূপ্য, অসন্নেব সম্ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুরিতি তত্রৈব ব্রহ্মশব্দস্যাভ্যস্তত্বাৎ। অবিশেষপুনঃশ্রুতিরভ্যাসঃ। ন চাভ্যাসঃ

সদ্ভিশ্চ শ্রদ্ধেয়ং প্রমাণমূলত্বাদিতি। এতাবতার্থকদম্বেনাচিন্ত্যোঽস্মিন্ বিষয়ে সন্দেহাদিকং দর্শয়তি কিময়মিত্যাদিনা। শারীরো দেহভৃৎ। তত্ত্বঞ্চ জীবস্যৈব প্রসিদ্ধম্। স হি স্বার্জ্জিতাভ্যাং পাপপুণ্যাভ্যাং নানাবিধানি শরীরাণি ভজতীতিশাস্ত্রে দৃষ্টম্। পরব্রহ্মণস্তু কর্ম্মসম্বন্ধাভাবাচ্ছরীরাণি ন ভবন্তীত্যশরীরত্বং প্রসিদ্ধম্॥

প্রতিষ্ঠান্তেনেতি। বাক্যেনেত্যর্থঃ। অসন্নিতি। অসন্নিন্দ্যঃ সম্ভবতি, যো ব্রহ্মাসন্নাস্তীতি বেদ। যোঽস্তি ব্রহ্মেতি বেদ। ততো ব্রহ্মাস্তিত্ববেদনাদ্ধেতো-

যদিও, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরম পুরুষকে লাভ করেন,' এইরূপ উপক্রম করিয়া ঐ পুরুষ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই প্রকার কথন হেতু পরবর্ত্তী আনন্দময় শব্দেও জীবকেই বুঝাইতেছেন, আপাতত এইরূপ প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু আনন্দময় শব্দে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশ হেতু আনন্দময় পুরুষ ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে। বিশেষত, শুদ্ধ জীবই অন্নময়াদি কোষের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সেই সকলের আশ্রয়ভূত, এইরূপ উপদেশ পূর্ব্বক তাহাদিগেরও অন্তরবর্ত্তী আনন্দময় পুরুষকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, 'যিনি আনন্দময় ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করেন, তাঁহারই অস্তিত্ব সুসিদ্ধ হয়, এবং যিনি ঐ আনন্দময় ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব না করেন, তাঁহার নিজের অস্তিত্বও অসিদ্ধ হইয়া থাকে;' এই স্থলে ব্রহ্মেরই আনন্দময় পুরুষরূপে বারংবার উক্তি হেতু আনন্দময় শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।

পুচ্ছব্রহ্মণীতি বাচ্যম্। অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইত্যাদীনাং পুচ্ছান্তপঠিতানাং চতুর্ণাং শ্লোকানামন্নময়াদিপুচ্ছিপুরুষচতুষ্টয়পরত্বেনাস্যাপি শ্লোকস্য তথাভূতস্যাপ্যানন্দময়স্যোত্তরোত্তরোদয়ভেদেন তত্তন্নামভেদাৎ তদযোগাৎ। বিশেষতস্তু তৃতীয়ে বক্ষ্যতে প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তেরিত্যাদিনা। যত্ত্বাহুরন্নময়াদ্যসুখপ্রবাহনিপাতান্নানন্দময়স্য মুখ্যত্বমিতি। নৈষ দোষঃ। তস্য সর্ব্বান্তরত্বাৎ। অজ্ঞানাং জ্ঞপ্তিসৌলভ্যায়

রেনং জনাঃ সন্তং বিদুর্জ্জানন্তীত্যর্থঃ। তত্রৈবেতি। আনন্দময়ে পুংসি ব্রহ্মশব্দস্য দ্বিপাঠাদিত্যর্থঃ। অবিশেষেতি। তস্যৈব শব্দস্য পুনঃ প্রয়োগ ইত্যর্থঃ। ইদং দ্বিতীয়ং তাৎপর্য্যলিঙ্গম্। পুচ্ছব্রহ্মণি কেচিত্তদভ্যাসং মন্যন্তে তান্নিরস্যতি ন চেতি। তথাভূতস্য পুচ্ছান্তপঠিতস্য। তথাচ প্রক্রমভঙ্গাখ্যো দোষ ইত্যাশয়ঃ। তদযোগাদভ্যাসাসম্ভবাৎ। যত্ত্বিতি। মুখ্যত্বমিতি। তস্যেতি। তস্যানন্দময়স্য সর্ব্বান্তরত্বং সর্ব্বান্তরবর্ত্তিত্বং তদনন্তরমন্যস্যাত্মনোঽনুপদেশাৎ। নন্বেবঞ্চেৎ তস্যান্ন-

---

ঐ ব্রহ্মশব্দের বারংবার উক্তি উত্তরোত্তর অবধিভূত জীবেরই উদ্দেশে এরূপও বলা যায় না; কারণ, অন্নময়াদি পুরুষ-চতুষ্টয়ের অবধি স্বরূপ জীবাত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ নামে নির্দ্দেশ করিবার পর উক্ত কোষচতুষ্টয়েরও অন্তরতম আনন্দময় ব্রহ্মের আবার তদুদ্দেশে উল্লেখে প্রক্রমভঙ্গদোষ হেতু অবধিরূপে ব্রহ্মের বারংবার উক্তি অসম্ভব হয়। ইহা পরে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে।

অন্নময়াদি দুঃখময় কোষসমূহের মধ্যে আনন্দময় কোষের উল্লেখ হইলেও তাহার মুখ্যত্বের হানি হইতেছে না; কারণ, উহা ঐ সকল কোষেরও অন্তর্ব্বর্ত্তী। অজ্ঞ জনগণের বোধসৌকর্য্যার্থই উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ও অন্তরবর্ত্তীরূপে জানাইবার নিমিত্ত অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্য্যন্ত একস্থানেই উপদেশ

তথোপদেশপ্রবৃত্তেঃ। পরমোপকর্ত্তা হি বেদঃ পরমেবাত্মানং বিজিজ্ঞাষয়িষুররুন্ধতীদর্শনন্যায়েনাপরোপদেশেঽপি প্রবর্ত্ততে। নন্বেতাবতাপরত্র তস্য তাৎপর্য্যং ন বা পরস্যামুখ্যত্বমিতি। কিঞ্চোত্তরত্র ব্রহ্মজিজ্ঞাসুং প্রতি তৎপিতা বরুণো বিশ্বোৎপত্ত্যাদিহেতুভূতং বস্তু ব্রহ্মেত্যুপদিশ্য পুনঃ স বুদ্ধ্যর্থমন্নপ্রাণমনোবিজ্ঞানানি ক্রমেণ ব্রহ্মেত্যুক্ত্বান্তে ত্বানন্দময়ং ব্রহ্মেত্যুপদর্শ্যোপররাম। মত্যুক্তেয়ং বিদ্যা ভগবন্নিষ্ঠেত্যভিদধৌ।

ময়াদিভিঃ সহ কুত উপদেশো ভবিতুং যুজ্যতেতি চেত্তত্রাহ। অজ্ঞানামিতি। অপরোপদেশে অন্নময়াদিপুরুষোপদেশে। অপরত্র অন্নময়াদিষু। ন বেতি। পরস্যানন্দময়াত্মনঃ। অভ্যাসলিঙ্গেনানন্দময়স্য পরমাত্মত্বং সূত্রকৃদ্ভির্নির্ণীতং। অথোত্তরগ্রন্থাৎ ভৃগুবার্ত্তাতস্তস্য তত্ত্বং নির্ণেতব্যমিতি। ভাষ্যকৃদ্যোজয়তি কিঞ্চোত্তরত্রেতি।

করা হইয়াছে। পরম উপকারী বেদশাস্ত্র, অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কখন অরুন্ধতী তারা দেখেন নাই, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেমত তাঁহাকে তৎপ্রদর্শনের নিমিত্ত প্রথমত অপেক্ষাকৃত স্থূল ও উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখাইয়া পরে তন্মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র অনুজ্জ্বল অরুন্ধতীকে দেখিবার উপদেশ করেন, সেইরূপ) প্রথমত স্থূল অন্নময় পুরুষের উপদেশ করিয়া উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ও অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং পরিশেষে সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী আনন্দময় ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন। অতএব অন্নময়াদি প্রকরণে আনন্দময়ের উল্লেখ হইলেও আনন্দময় পুরুষকেই মুখ্য ও ব্রহ্ম জানিতে হইবে। অধিকন্তু পরিশেষে ইহাই দেখা যাইতেছে যে, পিতা বরুণ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু নিজ পুত্র ভৃগুকে বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতির কারণভূত বস্তুকেই প্রথমত ব্রহ্মরূপে উপদেশ করিয়া পরে পুত্রের বিশেষ জ্ঞানোৎপাদনের নিমিত্ত উত্তরোত্তর অন্তরবর্ত্তী অন্নময়াদি কোষকে পর পর ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া পরিশেষে আনন্দময় পুরুষই ব্রহ্ম, এইরূপ সিদ্ধান্ত

অথোপসংহারেঽপি। স য এবম্বিদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য এতমন্নময়মাত্মানং উপসংক্রম্যেত্যাদ্যুক্ত্বা এতমানন্দময়মাত্মানং উপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্নেতৎ সাম গায়ন্নাস্তে ইত্যুক্তমতঃ পরং ব্রহ্মৈবানন্দময়ঃ। পুরুষবিধোঽন্নময়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতমিতিস্মৃতেশ্চ।

স য এবম্বিদিতি। আনন্দময়ং ব্রহ্ম জানন্নিত্যর্থঃ। এতমানন্দময়মাত্মানমীশ্বরমুপসংক্রম্য তস্যান্তিকং প্রাপ্য। ইমান্ চতুর্দ্দশলোকান্ অনুসঞ্চরন্ সাম গায়ন্নাস্তে বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র গতিস্বাচ্ছন্দ্যবর্ণনেন মুক্তত্বং, সামগানেন মুক্তাবপি ভগবদ্ভক্তত্বং চ বোধ্যতে। যত্তূপসংক্রম্যেত্যস্যোল্লঙ্ঘ্যেত্যর্থমভিধায়ানন্দময়াদন্যৎ পরতত্ত্বমিত্যাহুস্তন্মন্দম্। তচ্ছব্দস্য তত্র শক্ত্যভাবাৎ। মেষাদিরাশিষু রবেঃ প্রাপ্তিরেব মেষাদিসংক্রান্তিরিতি প্রসিদ্ধেঃ। স কীদৃশ ইত্যাহ। কামান্নীতি কামং যথেষ্টমন্নং ভোগাঃ সন্ত্যস্য কামান্নী, কামং যথেষ্টং রূপমস্ত্যস্য কামরূপী। স সত্যসংকল্পত্বান্নিখিলভোগসম্পন্নো বিচিত্ররূপশ্চ তদা ভগবন্তমনুকূলয়ন্ বিভাতীত্যর্থঃ। পুরুষবিধ ইতি। অত্র প্রধানমহদাদিপরিণামরূপেষু

উপদেশ পূর্ব্বক বিরত হইয়াছিলেন। আর ইহাও বলিয়াছিলেন যে, মদুক্ত এই বিদ্যা ভগবন্নিষ্ঠা। আবার উপসংহারকালেও বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আনন্দময় পুরুষকে জানিয়াছেন, তিনি মৃত্যুর পর উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া ও পূর্ণকাম হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনে সামগানপূর্ব্বক ভ্রমণ এবং যথেচ্ছাক্রমে আনন্দময় পুরুষের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন, সমষ্টিরূপ জীবশরীর বিলয় প্রাপ্ত হইলে যাহা অবশিষ্যমাণ হয়, তাহাই সর্ব্বাশ্রয়ভূত তত্ত্ববস্তু। আনন্দময় পুরুষই অন্নময়াদিকোষের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াও তদসংস্পৃষ্ট ও স্থূলসূক্ষ্ম কার্য্যকারণ হইতে ভিন্ন। ঐ পুরুষ নির্লিপ্ত হইয়াও জীবের

শারীরত্বন্তু তস্মিন্নপি ন বিরুদ্ধম্। যস্য পৃথিবী শরীর-মিত্যাদিশ্রুতৌ তস্যাপি তদুক্তেঃ। অতঃ শারীরকমিদং শাস্ত্রং। যত্ত্বানন্দময় ইত্যত্র ব্রহ্মপুচ্ছমিত্যাদি ব্যাচষ্টে তন্মন্দং। শব্দস্বারস্যভঙ্গাদ্দেশিকানুগতিহানাচ্চ ॥ ১২ ॥

সমষ্টিব্যষ্টিজীবশরীরেষু জীবানামনুগ্রহায় ত্বমন্নময়ং প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ। কোহ্যে-বান্যাদিত্যাদিশ্রুত্যা প্রাণনাদিচেষ্টানাং ত্বন্নিমিত্তত্বাভিধানাত্তবানুগ্রাহকত্বম্। অন্নময়াদিষু যশ্চরমঃ পুরুষবিধঃ পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ পুরুষরূপকেন নিরূপিত আনন্দময়ঃ স ত্বমেব। নন্বু তত্র জীবশরীরেষু প্রবিষ্টস্য মম তদ্গতমালিন্যপ্রসঙ্গ ইতি চেত্তত্রাহ। সদসতঃ পরমিতি। স্থূলসূক্ষ্মকার্য্যকারণবর্গাৎ পরমন্যদ্বস্তু। ত্বং তৎপ্রবিষ্টোঽপি তদ্গন্ধাস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। এষু সমষ্টিরূপেষু জীবশরীরেষু লীনেষু সৎসু যদ্বস্তু অবশেষং শিষ্যমাণং ঋতং তত্তৎসর্ব্বাশ্রয়ভূতং তত্ত্বমেবেত্যর্থঃ। ঋগতাবিত্যস্মাদধিকরণার্থকেন ক্তপ্রত্যয়েন সিদ্ধে ঋতশব্দস্য তদর্থত্বং বোধ্যম্।

শারীরত্বমিতি। তস্মিন্ পরমাত্মনি। তদুক্তেঃ শারীরত্বাভিধানাৎ। শারীরক-মিতি। শারীরঃ পরমাত্মা স্বার্থে কপ্রত্যয়ঃ। বাচ্যবাচকয়োরভেদবিবক্ষয়া শাস্ত্রং শারীরকং। যত্ত্বিতি ব্যাচষ্টে কেবলাদ্বৈতী। শব্দেতি। পক্ষসাধ্যয়োরেকবিভক্তি-কত্বং দৃষ্টং। তদভাবাত্তদ্ভঙ্গম্। দেশিকো গুরুঃ স চ বাদরায়ণো বরুণশ্চ ॥ ১২ ॥

অনুগ্রহার্থ প্রধানমহদাদি-পরিণামরূপ সমষ্টি-ব্যষ্টি-জীবশরীরে প্রবিষ্ট ও অন্নময়-রূপে অভিহিত হয়েন। বস্তুত তিনি অন্নময়াদি নহেন, কিন্তু আনন্দময়।

পরমাত্মার শারীরত্বও বিরুদ্ধ নহে। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, এই পৃথিবী তাঁহার শরীর। অতএব এই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের শারীরক আখ্যাও সঙ্গত হই-তেছে। বাচ্যবাচকের অভেদবিবক্ষায়, অর্থাৎ বাচ্য পরমাত্মার সহিত বাচক এই শাস্ত্র অভিন্ন বলিয়া শারীরক শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। কেবলা-দ্বৈতিগণ যে আনন্দময় স্থলে ব্রহ্মপুচ্ছ ব্যাখ্যা করেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ, ঐ ব্যাখ্যায় শব্দস্বারস্যভঙ্গ ও গুরুমতের অনাদর করা হয় ॥ ১২ ॥

বিকারে ময়ট্স্মৃতের্জীবাশঙ্কা কস্যচিৎ স্যাদতস্তাং নিরাকর্ত্তুমাহ।

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

ন হ্যানন্দবিকারত্বাদানন্দময়ঃ। কুতঃ। প্রাচুর্য্যাদানন্দস্য তৎপ্রকৃতবচনে ময়ড়িতি প্রাচুর্য্যেঽর্থে ময়ড্বিধানাৎ। ন চ বিকারে ময়ড়স্তু। দ্ব্যচশ্ছন্দসীতি নিয়মাদ্বহুস্বরাদ্বিকারার্থকস্য

বিকার ইতি। নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্য ইতি সূত্রেণানন্দশব্দাৎ বৃদ্ধত্বাদ্বিকারে ময়ট্ স্যাৎ অত আনন্দস্য বিকার আনন্দময়ঃ স চ জীবঃ স্যাদিত্যাশঙ্কা স্যাদিত্যর্থঃ। নিত্যং বৃদ্ধেতি সূত্রে ময়ড্বৈতয়োরিতি সূত্রাদ্ভাষায়ামিতি নানুবর্ত্ততে। কথমন্যথা বিকারশব্দান্নেতি চেদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। কথং বা দ্ব্যচশ্ছন্দসীতিনিয়মশ্চ সংভবেৎ। দীক্ষিতাস্তু ব্যাচখ্যুঃ। অনুবৃত্ত্যাপি বা ভাষায়াং নিত্যং।

বিকার বুঝাইতে শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে; যেমন, জলময় অর্থাৎ জলের বিকার, দুগ্ধময় অর্থাৎ দুগ্ধের বিকার, সেইরূপ আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দের বিকার, ইহাই আনন্দময় শব্দের অর্থ; সুতরাং আনন্দময় বলিলে ব্রহ্মকে না বুঝাইয়া জীবকেই বুঝাইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তির এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, তাদৃশ আশঙ্কার নিরাকরণার্থ বলিতেছেন।

ময়ট্ প্রত্যয় কোথাও কোথাও বিকার অর্থে ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু এখানে সেই অর্থে ব্যবহার হয় নাই। এস্থলে প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় করা হইয়াছে। অতএব আনন্দময় বলিতে জীবকে বুঝাইবে না। আনন্দের বিকার অর্থাৎ বিকার-বিশিষ্ট জীব আনন্দময় এরূপ নহে। প্রচুর আনন্দ-বিশিষ্ট ব্রহ্মই আনন্দময়।

দ্বিস্বরবিশিষ্ট শব্দের উত্তরই বিকার অর্থে ময়ট্ হয়। আনন্দ শব্দ বহুস্বর বিশিষ্ট। অতএব এস্থলে বিকার অর্থে ময়ট্ হইতে পারে না।

তস্যাপ্রাপ্তেঃ। ন চ দুঃখাপ্ত্যসদ্ভাবঃ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপ-হতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ ইতি সুবালশ্রুতেঃ; পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশ ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্মাৎ প্রকৃত্যর্থপ্রভূতত্বমেবাত্র প্রাচুর্য্যম্। প্রচুরপ্রকাশো রবিরিতি স্বরূপে চ যুজ্যতে প্রচুরশব্দঃ। তস্মাদানন্দময়ো ন জীবঃ॥ ১৩॥

অন্যত্র তু কাদাচিৎক ইত্যাশ্রিত্য ময়ট্স্যু সাধুরিতি। ততশ্চ নিত্যং বৃদ্ধেত্যানেন ময়টি সিদ্ধে দ্ব্যচশ্ছন্দসীত্যারভ্যতে। তেনানন্দশব্দাদ্বহ্বচো বিকারে ন ময়ট্ কিন্তু তৎপ্রজ্ঞতেতি সূত্রেণৈব স ইত্যর্থঃ। এতদত্র বোধ্যং। অন্নরসমনোবিজ্ঞা-নানন্দশব্দেভ্যঃ প্রাচুর্য্যে ময়ট্। প্রাণশব্দাত্তু বিকারে সঃ। নন্থ প্রাণশব্দাদিব মনঃশব্দাদপি বিকারে ময়ট্ স্যাদ্দ্ব্যচত্বাদিতি চেন্ন। যজুরাদীনামবিকৃতাক্ষর-রাশিত্বেন মনোবিকারত্বাভাবাৎ। কিন্তু মনোবৃত্তাবাবির্ভাবিত্বেন তৎপ্রাচুর্য্যা-ত্তত্র সঃ। যদ্যপি বিজ্ঞানং জীবচৈতন্যমাণবমিতি তৎপ্রাচুর্য্যং ন সম্ভবেৎ। তথাপি ধর্ম্মভূতজ্ঞানদ্বারাস্য ব্যাপ্তিরস্তীতি। তেন প্রাচুর্য্যমাদায় তদ্বাচকাৎ প্রত্যয় ইত্যাহুঃ। এষ ইতি। অপহতপাপ্মা নিত্যনিরস্তনিখিলদোষঃ। পর ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। কিঞ্চ প্রচুরপ্রকাশো রবিরিত্যত্র প্রচুরশব্দঃ স্বরূপপর্য্যবসায়ী দৃষ্টস্তত্র সতি আনন্দময় আনন্দস্বরূপঃ। এবং বিজ্ঞানময়শ্চ বোধ্যঃ। ছন্দসি দৃষ্টানুবিধিরিতি তু বদন্তি॥ ১৩॥

আনন্দময় শব্দে আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ দুঃখাপ্তির অসদ্ভাব অর্থ করিয়াও উহা জীবকেই বুঝাইতেছে, এরূপও বলা যায় না। কারণ, এই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পাপ-বিবর্জ্জিত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ নারায়ণ, ইত্যাদি সুবাল শ্রুতি, এবং বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত পরপুরুষ, ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের উক্তি দ্বারা উহা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। আনন্দময় শব্দে প্রচুরপ্রকাশ রবির ন্যায় আনন্দপ্রচুর অর্থ করিয়া জীবকে না বুঝাইয়া ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে॥ ১৩॥

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ এবানন্দয়াতীতি জীবস্যানন্দস্য হেতুরানন্দময় ইতি ব্যপদেশাচ্চ জীবাদানন্দয়িতা ভিদ্যতে। ইহানন্দশব্দে-নানন্দময়ো দৃশ্যঃ ॥ ১৪ ॥

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৫ ॥

সত্যং জ্ঞানমিতি মন্ত্রবর্ণোক্তং ব্রহ্মৈব যস্মাদানন্দময় ইতি গীয়তেঽতো নাসৌ জীবঃ। অয়ং ভাবঃ। ব্রহ্মবি-দাপ্নোতি পরমিত্যুপাসকস্য জীবস্য প্রাপ্যব্রহ্মোপক্রম্য তদেব সত্যমিত্যাদিমন্ত্রেণ বিশেষিতম্। তস্যৈবেহানন্দময়শব্দেন

কো হীতি। অপাদপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ। প্রাণচেষ্টাঞ্চ কঃ কুর্য্যাৎ। যদেষ আকাশঃ পরমাত্মানন্দস্বভাবো ন স্যাৎ। আনন্দময়ত্বাদেব ফলনিরপেক্ষো লোকযাত্রাং নির্ব্বাহয়তীতি লোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিতি বক্ষ্যতি। আনন্দয়া-তীতি। দৈর্ঘ্যং ছান্দসং। স্ফুটমন্যৎ। ইহানন্দশব্দেনেতি। বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেত্যত্র জ্যোতিঃশব্দেন জ্যোতিষ্টোম ইব কো হীত্যাদাবানন্দশব্দেনানন্দ-ময়ো বোধ্যঃ ॥ ১৪ ॥

আনন্দ শব্দ আনন্দের হেতুভূত অর্থও বোধ করাইতেছে। যদি এই পর-মাত্মা আনন্দের হেতুভূত না হয়েন, তবে কে প্রাণচেষ্টা বা আপনচেষ্টা করি-তেছে? পরমাত্মাই আনন্দের হেতু, তিনি জীবকে আনন্দ প্রদান করেন, ইত্যাদি শ্রুতিতে আনন্দদাতা পরমাত্মাকে জীব হইতে স্পষ্টত ভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করাতে আনন্দশব্দেও আনন্দময় ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে ॥ ১৪ ॥

'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ সেই ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন, ইত্যাদি বাক্যে উপাসক জীবের প্রাপ্য ব্রহ্মকে উপক্রম করিয়া, 'তদেব সত্যং জ্ঞানম্'

গ্রহণমুচিতম্। তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদিভিরুত্তরোত্তরবাক্যৈ-স্তস্যৈবোপক্রান্তস্য প্রপঞ্চনাৎ। ততশ্চ প্রাপ্যং ব্রহ্ম প্রাপ্তৃ-জীবাদন্যদেবেতি নানন্দময়স্য জীবত্বম্ ॥ ১৫ ॥

ননু মান্ত্রবর্ণিকং ব্রহ্ম চেজ্জীবাদন্যৎ স্যাত্তদা তস্যৈবানন্দ-ময়ত্বসমর্থনেন জীবাশঙ্কাপনয়ঃ স্যান্ন চৈবমস্তি জীবস্বরূপ-স্যৈবাবিদ্যাতৎকার্য্যনির্ম্মুক্তস্য মন্ত্রবর্ণেন পরামর্শাৎ তস্মা-দনতিরিক্তো জীবাদানন্দময় ইতি চেত্তত্রাহ।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

ইতরো মুক্তাবস্থোঽপি জীবো ন মান্ত্রবর্ণিকঃ। কুতঃ। অনুপপত্তেঃ। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা

তস্যৈবোপক্রান্তস্য ব্রহ্মণঃ ॥ ১৫ ॥

অর্থাৎ তিনিই সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ ইত্যাদি মন্ত্রে বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইজন্য, তাঁহাকেই আনন্দময় শব্দে গ্রহণ করা সর্ব্বথা বিধেয়। পুনশ্চ, 'তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ' ইত্যাদি উত্তরোত্তর বাক্যে সেই উপক্রান্ত ব্রহ্মই প্রপঞ্চিত হইয়াছেন। এইরূপে মন্ত্রবর্ণোক্ত ব্রহ্মই আনন্দময় স্বরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন বলিয়া তিনি কখনই জীব হইতে পারেন না॥ ১৫॥

মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম যদি জীব হইতে ভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে, তাঁহারই আনন্দ-ময়ত্ব সমর্থন দ্বারা জীবাশঙ্কার অপনয় হয়, কিন্তু এরূপও বলা যায় না; কারণ, মন্ত্রবর্ণ দ্বারা মায়া ও তৎকার্য্য-বিনির্ম্মুক্ত জীবই পরামৃষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং তাদৃশ জীব হইতে আনন্দময় পুরুষ ভিন্ন না হউন, এইরূপ আশঙ্কার নিরাকরণার্থ বলিতেছেন,—

মুক্তাবস্থ জীব বদ্ধ জীব হইতে ভিন্ন নহেন। কারণ, অবিদ্যা-তৎকার্য্য-বিনির্ম্মুক্ত মুক্ত জীবের আনন্দময়ত্ব ও মান্ত্রবর্ণিকত্বের আশঙ্কা হইলেও, যখন

বিপশ্চিতেতি সহভোগশ্রবণাসিদ্ধেঃ। বিবিধং পশ্যতি চিদ্ যস্যাসৌ তেন বিপশ্চিতা। পৃষোদরাদিত্বাৎ পশ্যশব্দস্য পশভাবঃ। বিবিধভোগচতুরেণ তেন সহ সংযুক্তঃ সর্ব্বান্ কামানশ্নুতে ভুঙ্‌ক্তে। অশ ভোজনে ইত্যস্মাৎ শ্নাপ্রত্যয়পরস্মৈপদয়োর্ব্যত্যয়েন শ্নুপ্রত্যয়াত্মনেপদয়োর্ব্বিধানম্। ব্যত্যয়ো বহুলমিতি ছন্দসি তথা স্মৃতেঃ। সহভাবোক্ত্যা ভোগে ভগবতো প্রাধান্যম্। ভক্তস্য তু প্রাধান্যমনভিমতম্। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যাঃ সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথেত্যাদি তদ্বাক্যাৎ॥ ১৬॥

নেতর ইতি। বদ্ধজীবাদিতরো মুক্তো জীবো ন মান্ত্রবর্ণিক ইত্যর্থঃ। বশে ইতি শ্রীভাগবতে॥ ১৬॥

শ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে যে, জীব সেই বিবিধভোগচতুর ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া সমুদায় অভিলষিত বিষয়ই ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহার স্বতন্ত্র ভোগের ক্ষমতা নাই, তখন বদ্ধ জীবের আনন্দময়ত্বাদির ন্যায় মুক্ত জীবেরও আনন্দময়ত্বাদি সঙ্গত হইতে পারে না।

এখানে, ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া, এই প্রকার উক্তি দ্বারা সেই ব্রহ্মরূপ হরিরই ভোগ বিষয়ে প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তের প্রাধান্য অনভিমত বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিতে হইয়াছে, সতী স্ত্রী যেমন স্বামীকে বশীভূত করে, সেইরূপ ভক্তগণ আমাকে আয়ত্ত করিয়া থাকে।

পুনশ্চ,—

নারদগীতায় স্বয়ং ভগবান্ স্পষ্টাভিধানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

প্রভবন্তে বিজানীয়াৎ যে ভক্তা মম নারদ।
ভক্তিশ্রদ্ধা স্বয়ং বিদ্ধি স্বরূপং সাধনং মম॥

ভেদব্যপদেশাৎ ॥ ১৭ ॥

রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতীতি তস্যৈব মান্ত্রবর্ণিকস্যানন্দময়স্য রসপ্রাপ্তেঃ তস্য লভ্যস্য লব্ধুর্জীবা-

নন্থ তস্যৈব সার্দ্ধমহমাগমমিতিবৎ কল্পিতেন সহভাবেন তদা ভাব্যমিতি চেত্তত্রাহ। ভেদেতি। রস ইতি। মান্ত্রবর্ণিকো হরিঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। রসঃ

নারদ! যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমার প্রভু, জানিবে। ভক্তি ও শ্রদ্ধা এই দুইটি যেমন আমার স্বরূপ; সেইরূপ, দুইটিই আমার সাধন অর্থাৎ লোকমাত্রই ভক্তি ও শ্রদ্ধা এই উভয়ের সহায়তায় অনায়াসে আমাকে বশীকৃত করিয়া থাকে।

পুনশ্চ,—

যত্র ভক্তির্যত্র শ্রদ্ধা তত্র লক্ষ্মীশ্চ শাশ্বতী।
ন ত্যজামি তত্র তাত্ত বসামি চিরমপ্যহং ॥

যেখানে ভক্তি, যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে অনপায়িনী লক্ষ্মী বিরাজ করেন। এইজন্য আমি সে স্থল পরিত্যাগ না করিয়া চিরকাল তথায় বাস করিয়া থাকি।

এইরূপে সর্ব্বত্র ভক্তি ও ভক্তের প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং এই-জন্যই শাস্ত্রে ভূয়োভূয় অনুশাসন করিয়াছেন, যে,—

বিদ্যাহীনো যথা লোকঃ পশুরেব প্রচক্ষ্যতে।
ভক্তিহীনস্তথা বিদ্ধি জড়তা স্বয়মেব হি ॥

বিদ্যাহীন লোক যেমন পশুপদবাচ্য হইয়া থাকে, ভক্তিহীন পুরুষও তেমন সাক্ষাৎ জড়তা বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্ম ও জীব চিরকালই পরস্পর ভিন্ন বলিয়া, ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন। সেই মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্মরূপ হরি সাক্ষাৎ শৃঙ্গারাদি রস স্বরূপ। উপাসক জীব সেই রস

মুক্তাবস্থাদপি ভেদোক্তেশ্চ মান্ত্রবর্ণিকোঽসাবন্য এব। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতীত্যাদিষ্বপি ন মুক্তস্য ব্রহ্মাভেদঃ। ব্রহ্মাপ্যয়স্য ব্রহ্মভূয়ানন্তরভাবিত্বাৎ। কিন্তু ব্রহ্মসদৃশঃ সন্নিত্যেবার্থঃ। নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি শ্রুতেঃ। ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতা ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। সাদৃশ্যেঽপ্যেব শব্দোঽস্তি। বাব যথা তথৈবেব সাম্যে ইত্যনুশাসনাৎ ॥ ১৭ ॥

শৃঙ্গারাদিরসমূর্ত্তির্ভবতি। যং রসং লব্ধ্বায়ং তদুপাসক আনন্দী প্রশস্তানন্দভাক্ ভবতীতি মোক্ষে জীবস্য ধর্ম্মিত্বং সিদ্ধম্। সাধর্ম্ম্যং সাম্যম্। স্ফুটমন্যৎ ॥ ১৭ ॥

প্রাপ্ত হইলে, নিত্য আনন্দময় হইয়া থাকে। এই আনন্দের কোন কালেই বিরাম বা ক্ষয় নাই। এইরূপে সেই আনন্দময় মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্মের রসপ্রাপ্তি বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুনশ্চ 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি' ইত্যাদি স্থলেও মুক্ত জীবের ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই; ব্রহ্মসাদৃশ্যই উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, জীব নিরঞ্জন হইলেই, পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি। স্মৃতিতেও লিখিত আছে, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করিলেই, আমার সাম্য লাভ হইয়া থাকে। ভক্তিগীতায় লিখিত হইয়াছে,—

মামেব পরমং জ্ঞাত্বা জীবস্তরতি পাপ্মনঃ।
তাবন্ন লভতে সাম্যং যাবৎ বিদ্যা ন জায়তে॥

আমিই সকলের প্রধান, এইপ্রকার জ্ঞানের উদয় হইলেই জীবের নিখিল দোষ ও অশেষ কষায় বিনিহৃত হইয়া থাকে। ফলত যত দিন না বিদ্যা অর্থাৎ ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তাবৎ আমার সাম্যলাভে সামর্থ্য জন্মে না ॥ ১৭ ॥

নম্বু সত্ত্বস্যানন্দহেতোঃ প্রধানে সত্ত্বাৎ তদেবানন্দময়ং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ।

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮ ॥

সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি সঙ্কল্পাদেব বিশ্বসর্গ-শ্রুতের্নানুমানস্থ প্রধানস্যাস্মিন্নানন্দময়বাক্যে ভবত্যপেক্ষা জড়স্য সঙ্কল্পাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

নন্বিতি। প্রকাশাত্মা সত্ত্বং। সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিতি সাংখ্যোক্তেঃ। তদেব জ্ঞানসুখরূপেণ পরিণমতে। অতঃ সত্ত্বমানন্দহেতুঃ। তচ্চ প্রধানেঽস্তীতি প্রচুরানন্দং প্রধানমানন্দময়শব্দিতমস্তু। ন তু ব্রহ্মেতি চেত্তত্রাহ। কামাচ্চেতি ॥ ১৮ ॥

যদি বল, সাংখ্যে উক্ত হইয়াছে যে, সত্ত্বগুণ লঘু এবং প্রকাশক অর্থাৎ প্রকাশই সত্ত্বগুণের স্বভাব বা ধর্ম্ম ; এই সত্ত্বগুণই জ্ঞানসুখ রূপে পরিণত হইয়া থাকে ; এই কারণে সত্ত্বগুণ আনন্দের হেতু ; প্রধান অর্থাৎ জড়স্বভাব প্রকৃতিতে এই প্রচুরানন্দ সত্ত্বগুণ প্রতিষ্ঠিত আছে ; অতএব সেই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিই আনন্দময় শব্দে পরিব্যক্ত হউক ; ব্রহ্ম কখন ঐরূপ আনন্দময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন না।

ইহার মীমাংসার জন্য বলিতেছেন, সেই ব্রহ্ম সংকল্প করিলেন, আমি বহু অর্থাৎ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রাদুর্ভূত হইব। কিন্তু জড়ের কখন ঐরূপ সংকল্প সম্ভব নহে। অতএব অনুমানমাত্রে নির্ভর করিয়া কদাচ ঐরূপ বলা যাইতে পারে না। ফলত ব্রহ্মের ঐ সংকল্প হইতেই এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা শ্রুতিতে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে।

পুরাণেও লিখিত আছে,—

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥

অস্মিন্নানন্দময়ে পুংসি প্রতিষ্ঠিতস্যাস্য জীবস্যাভয়যোগং কৃতান্তরস্য তু ভয়যোগং শাস্তি শ্রুতিঃ যদা হ্যেবেত্যাদিনা। ন চৈষা শিষ্টিঃ প্রধানপক্ষে সম্ভবেৎ তত্র প্রকৃতিবিযুক্ত-

---

অস্মিন্নিতি। প্রতিষ্ঠিতস্যৈকান্তিকভক্তস্য। শিষ্টিরুপদেশঃ। তত্র প্রধানরূপে ॥ ১৯ ॥

আনন্দ, আকাশে প্রতিভা রূপে, প্রকাশরূপে বা অনন্ত জ্যোতিরূপে তদাদি-তদন্তক্রমে বিস্তৃত হইয়া আছে ; ভগবদেকনিষ্ঠ মতিমান প্রহ্লাদ সেই প্রলয়-পাবক-প্রতিম প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে উল্লিখিত বিমল আনন্দ অনন্ত আকারে, বলিতে কি, সাক্ষাৎ সেই অগ্নির আকারে অবলোকন করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি তাঁহার দারুণ দুর্ব্বুদ্ধি পিতাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে সেই সুবিপুল দৈত্যসভাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

ভো ভো দৈত্যাঃ স্তব্ধচিত্তা বঞ্চিতা যূয়মত্যথ।
যস্মাৎ কীটা যথা ক্ষুদ্রাস্তস্যানন্দে বহির্দৃশঃ ॥

দৈত্যবর্গ! তোমরা বাস্তবিকই অতিমাত্র স্তব্ধচিত্ত ও তজ্জন্য অতিমাত্র বঞ্চিত। কেন না, তোমরা নিতান্ত ক্ষুদ্র কীটের ন্যায়, তোমরা সেই আনন্দরূপী ভগবানের আনন্দদর্শনে কোন কালেই সমর্থ নহ ॥ ১৮ ॥

শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে, জীব এই আনন্দময় পুরুষে ঐকান্তিক ভক্তিমান হইলে, তাহার অভয়যোগ সংঘটিত হয়; এবং বিপরীত অর্থাৎ তাহা হইতে অন্তরিত হইলে, তাহার বন্ধনাদি অনন্ত বিপদপরম্পরা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। প্রধান অর্থাৎ জড়রূপা প্রকৃতির পক্ষে কখন এরূপ ঘটনা সম্ভবপর নহে।

স্যাভয়মভ্যুপগম্যতে ন তু তৎসংস্পৃষ্টস্য। তস্মাদানন্দময়ো হরিরেব ন জীবো নাপি প্রকৃতিরিতি ॥ ১৯ ॥

কেন না, জীব যতদিন না প্রকৃতিসঙ্গ পরিহার করিয়া আত্মনিষ্ঠ হয়, ততদিন তাহার অভয়যোগ সংঘটিত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া থাকে।

তথাহি,—

মন এব মনুষ্যাণাং বন্ধমোক্ষস্য কারণম্।
প্রকৃত্যালিঙ্গ্যতে যত্র তত্র বন্ধো হি দুর্ভরঃ ॥

মনই মনুষ্যের বন্ধ ও মুক্তির কারণ। মন প্রকৃতির সহিত মিলিত হইলেই, বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় এবং প্রকৃতিসঙ্গবিবর্জ্জিত হইলেই, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

নারদপুরাণে লিখিত আছে,—

গুণত্রয়ং বিজানীয়াৎ প্রকৃতিং তদ্‌বহিশ্চ যৎ।
হরিরূপং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

সত্ত্ব, রজ ও তম, এই গুণত্রয়ের সমবায়ই প্রকৃতি জানিবে। যিনি এই প্রকৃতির অতীত, তিনিই হরিরূপী পরব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই প্রকৃতি প্রভৃতি যাবতীয় মূল কারণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

পুনশ্চ,—

জীবঃ শিবো ভবেৎ তত্র যদা বৈ লীয়তে হরৌ।
সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য প্রকৃতিপ্রসবং পরম্ ॥

সংসারের স্ত্রীপুত্রাদি যাবতীয় বিষয় একমাত্র প্রকৃতি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। জীব যখন তাহাদের সঙ্গ এককালেই পরিত্যাগ করিয়া, ভগবান বাসুদেবে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা স্থাপন করে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিবস্বরূপ লাভ হয়। তাহার আর কোন কালে কোন দেশে কোন অবস্থায় কোনরূপ ভয় বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

ছান্দোগ্যে। অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণস্তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ

পূর্ব্বং ব্রহ্মশব্দাভ্যাসাদিকং আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে যথা হেতুস্তথা হিরণ্যশ্মশ্রবাদিকমাদিত্যমণ্ডলস্থপুরুষস্য জীবহেতুরস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে। ছান্দোগ্য ইত্যাদি। অথেতি। উপাসনাপ্রস্তাবাদথশব্দঃ। য এষ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধঃ। আদিত্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী হিরণ্ময়ো জ্যোতির্ম্ময়শ্চিদ্ঘন ইত্যর্থঃ। হিরণ্যসুবর্ণশব্দাভ্যাং চৈতন্যলক্ষণং জ্যোতির্গ্রাহ্যম্। কনকবাচিভ্যাং তাভ্যাং স্পৃহণীয়সর্ব্বাঙ্গত্বং লক্ষ্যমিত্যাহুঃ। শ্মশ্রুশব্দেনাতিসূক্ষ্মাণি রোমাণ্যেব গ্রাহ্যাণি। বয়ঃপরিণামকৃতানাং তেষাং তত্রাভাবাৎ। দৃষ্টসাদৃশ্যেনোক্তির্হৃৎপ্রবেশায়েতি কেচিৎ। আপ্রণখো নখাগ্রম্। যথেতি। যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকং পদ্মং ভবতি। এবমস্য পুরুষস্যাক্ষিণী ভবতঃ। অত্র পুণ্ডরীকাক্ষশব্দঃ পদ্মসামান্যমাহ।

এইরূপে শাস্ত্রসিন্ধু আলোড়ন করিলে, ভগবান বাসুদেবের অভয়দত্ব ও অমৃতস্বরূপত্ব এবং প্রকৃতিবহির্ভূত জীবের অবশ্যম্ভাবী মুক্তস্বরূপত্ব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

অতএব ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইল যে, ভগবান হরিই আনন্দময়; জীব বা প্রকৃতি কোনমতেই তৎপদবাচ্য হইতে পারে না॥ ১৯॥

ছান্দোগ্যে লিখিত আছে যে, হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় বা চৈতন্যময় পুরুষ আদিত্যমণ্ডলের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু, উভয়ই হিরণ্ময়। ফলতঃ, তাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত সমুদায়ই সুবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার অক্ষিযুগল প্রফুল্ল পুণ্ডরীক সদৃশ।

এখানে শ্মশ্রু শব্দে অতি সূক্ষ্ম কেশ, হিরণ্য ও সুবর্ণ শব্দ, উভয়ই চৈতন্যলক্ষণ জ্যোতির্বাচক। উহাদের কনক অর্থ করিলে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্পৃহণীয়,

তেনারুণ্যাংশসিদ্ধাতিচারুতালাভঃ মহোৎপলমিত্যাদি পঠন্তিঃ পদ্মসামান্য-পর্য্যায়তয়াসৌ পঠিতঃ। কং জলং পিবতীতি কপিঃ সূর্য্যস্তেনাসো দীপ্তির্যস্য তদ্রবিকরবিকসিতমিত্যর্থঃ। অথবা কপিরাসো নাসাগ্রং যস্য তৎ। গম্ভীরাম্ভঃ-সমুদ্ভূতমিত্যর্থঃ। যদ্বা কম্পত ইতি কপিঃ কুণ্ডিকম্পোর্নলোপশ্চেতি ইপ্রত্যয়ে নলোপঃ। পুষ্টপুণ্ডরীকধারিত্বাৎ কপিঃ সকম্পঃ আসো নাসাগ্রং যস্ত তদিত্যর্থঃ। সর্ব্বথা প্রসন্ননয়নত্বমর্থঃ। অনেন পরিপূর্ণত্বং অনুগ্রহশীলত্বঞ্চ ব্যজ্যতে তদন্যেষাং ব্রহ্মরুদ্রাদীনাং ত্বপূর্ণত্বাৎ কামক্রোধাদ্যাক্রান্তত্বাচ্চাক্ষীণি বিরূপাণি ভবন্তি। হরেস্তু তত্তদভাবাৎ প্রফুল্লারবিন্দনেত্রত্বমুক্তম্। তদভাবশ্চ পূর্ণমদ ইত্যাদি-শ্রবণাৎ। অতএবারবিন্দনেত্রাদিশব্দঃ উদ্ধবাদিভিঃ ধনঞ্জয়াদিভিরাচার্য্যৈশ্চ প্রযুক্তঃ। স্বরদণ্ডং কোকনদং পুণ্ডরীকং। অসুরেষু যো রোষঃ স তেষাং কল্যাণহেতুত্বাদনুগ্রহ এব। রোষঃ খলু স্ববিষয়ানিষ্টহৃৎপ্রতীতিঃ। অরোষণো হ্যসৌ দেব ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। তস্য পুরুষস্য নাম নির্দ্দিশতি উদিতিরিতি। তন্নির্বক্তি এষ ইতি। উদিতঃ

এইরূপ বুঝাইয়া থাকে। পুণ্ডরীক শব্দে পদ্মসামান্য। এইজন্যই ভগবানকে পদ্মপলাশলোচন বলিয়া থাকে। তিনি এই পদ্মপলাশলোচন রূপেই বালক ধ্রুবকে দর্শন দিয়াছিলেন। বাস্তবিক যাঁহাদের ভক্তির পরিণাম ও তজ্জন্য যাঁহাদের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা জন্মিয়াছে, তাঁহারা সতত ভগবানকে এইরূপ ভুবনমোহন দিব্যরূপে স্ব স্ব অন্তর্হৃদয়ে দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এবিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা আছে।

মহাভাগ নাচিকেতাও ভগবানকে প্রথমে এইরূপে দর্শন করেন। যথা,—

প্রসন্নমূর্ত্তিং স্পৃহণীয়কান্তিং অন্তর্দদর্শাথ স নাচিকেতাঃ।

ইহার অর্থ এই যে, সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ সেই নাচিকেতা অন্তর্হৃদয়ে সেই প্রসন্নমূর্ত্তি ও স্পৃহণীয় কান্তি ভগবানকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ফলত, পুণ্ডরীকনয়ন বলিলেই, প্রসন্ননয়ন বুঝাইয়া থাকে। সেই ব্রহ্মরূপী ভগবান বাসুদেব যে পরম পূর্ণস্বরূপ ও সর্ব্বথা অনুগ্রহশীল, ইহা দ্বারা তাহা

সুস্পষ্ট প্রতীত বা ব্যক্ত হইতেছে। ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি অন্যান্য দেবগণ ভগবানের ন্যায় পূর্ণ নহেন এবং তাঁহারা কাম ক্রোধাদির বশীভূত। এইজন্য তাঁহাদের লোচনাদিও বিরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান হরির সে সকলের কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বদাই প্রসন্নস্বরূপ।

এইজন্যই উদ্ধবাদি ভক্তগণ ভগবানকে অরবিন্দনেত্রাদি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

হরিং হৃৎপদ্মমধ্যস্থং বন্দেঽরবিন্দলোচনম্।
স্পৃহণীয়তমং দেবং কান্তরূপগুণৈস্তথা॥

হৃৎপদ্ম মধ্যে বিরাজমান অরবিন্দলোচন ভগবান হরিকে বন্দনা করি। কি রূপ, কি গুণ, কি কান্তি, সকল অংশেই তিনি নিরতিশয় স্পৃহণীয়।

আদিত্যমণ্ডলে যস্য রশ্মিরূপেণ রাজতে।
শ্মশ্রুকেশৌ কপোলঞ্চ সর্ব্বলোকপ্রকাশকম্॥

সেই হরির কপোল শ্মশ্রু ও কেশরাজি আদিত্য মণ্ডলে রশ্মিরূপে বিরাজ করিতেছে। তাহাতেই সকল লোকের প্রকাশ হইতেছে।

জোতির্যস্য সদা ভাস্বৎ সর্ব্বেবামুদ্ভবো যতঃ।
চন্দ্রাদিত্যগ্রহাণাঞ্চ জোতিষ্যাং জোতিরেব তৎ॥

তাঁহার জ্যোতি কোন কালেই নির্ব্বাণ বা নিষ্প্রভ হয় না। উহা চিরকালই সমভাবে বিরাজ করে। ঐ জ্যোতিই চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ প্রভৃতি জোতিষ্ক সমুদায়ের জ্যোতি। অগ্নি হইতে প্রদীপ যেমন প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ তদীয় জ্যোতি হইতেই চন্দ্র সূর্য্যাদির জ্যোতি প্রস্ফুরিত বা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, ইত্যাদি।

সেই ভগবান হরির রোষ নাই, ইহা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। রুদ্রাদির রোষাদিতে যেমন লোকের অনিষ্ট হয়, তাঁহার রোষাদিতে তেমন নিরতিশয় কল্যাণ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। এইজন্য ঐ রোষ সাক্ষাৎ অনুগ্রহ।

সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ তস্য ঋক্‌সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্‌গীথস্তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতৈতস্য হি গাথা স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মম্।

অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈব ঋক্ তৎ সাম তদুক্‌থং তদ্‌যজুস্তদ্‌ব্রহ্ম তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য

উদ্গতঃ সর্ব্বদোষাস্পৃষ্টত্বাদুন্নামেত্যর্থঃ। তন্নামজ্ঞানফলমাহ। উদেতি হেতি। সোঽপি তদ্বন্নির্দোষো ভবতীত্যর্থঃ। ঋক্‌সামে তস্য গেষ্ণৌ পর্ব্বণী স্তবতঃ। উদ্‌গীথ উচ্চৈর্গীয়মানত্বাৎ। স এষ আদিত্যান্তঃস্থঃ পুরুষঃ। অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ। পরাঞ্চ ঊর্দ্ধগা লোকাস্তেষামীষ্টে ঈশিতা ভবতি। দেবকামানাং চেশিতা তৎপ্রদাতেত্যর্থঃ। অধিদৈবতং দেবতামধিকৃত্যোপাস্তিবাক্যমিত্যর্থঃ।

তথাহি,—

যং যং রুষ্টো ভবান্ দেব স স মুক্তো ন সংশয়ঃ।

দেব! আপনি যে যে লোকের প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন, সেই সেই ব্যক্তিরই নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ হয়।

যাহা হউক, সেই আদিত্যমণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষের নাম উদিতি; অর্থাৎ সেই পুরুষ সমুদায় পাপ হইতে উদিত অর্থাৎ উদ্যত, এইজন্য তাঁহার নাম উদিতি। যে ব্যক্তি তাঁহার এই নাম পরিজ্ঞাত হয়, তাঁহারও, সমুদায় পাপ বা দোষ প্রক্ষালিত হইয়া যায়। সেই পুরুষ আদিত্যমণ্ডলের ঊর্দ্ধবর্ত্তী লোক সকলেরও একমাত্র ঈশ্বর এবং তত্তৎ লোকের দেবতা সমুদায় যে যে অভীষ্ট কামনা করে, তিনি তাহাও প্রদান করিয়া থাকেন।

পুনশ্চ, যে পুরুষ অক্ষিমণ্ডলমধ্য অধিকার করিয়া, সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, তিনিই ঋক্, তিনিই সাম, তিনিই উকথ, তিনিই যজুঃ, তিনিই ব্রহ্ম।

রূপম্। যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নামেতি শ্রূয়তে।

অধিদৈবতধ্যানোক্ত্যনন্তরমধ্যাত্মং ধ্যানমাহাথেতি। আত্মানং দেহমধিকৃত্যো-পাস্তিবাক্যমিত্যর্থঃ। য এষোঽন্তরক্ষিণীতি। অক্ষিমধ্যগত ইত্যর্থঃ। স এব ঋগ্-বেদাত্মক ইত্যাহ, সৈব ঋগিতি। উক্থং শাস্ত্রবিশেষঃ তৎসাহচর্য্যাৎ সামস্তোত্রং। এবঞ্চ সর্ব্ববেদগীয়মানত্বমুক্তম্। আদিত্যপুরুষে যদ্রূপাদিকং তদক্ষিপুরুষেঽতিদিশতি। তস্যৈতস্যেত্যাদিনা। যে চামুষ্মাদর্ব্বাচো লোকাস্তেষাং

আদিত্যমণ্ডলে বিরাজমান পুরুষের যেরূপ রূপ, যেরূপ কান্তি বা যেরূপ আকার-প্রকার, ঐ পুরুষের রূপ প্রভৃতিও তদ্রূপ। তিনিই মনুষ্যগণের যাবদীয় অভি-লষিত ভোগ বিধান করিয়া থাকেন।

তথাহি বৃহৎকূর্ম্মপুরাণে,—

আদিত্যেঽক্ষিণি যো দেবঃ সর্ব্বকামস্য সম্ভবঃ।

তং বিভুং জগতাং বন্দে হরিরূপিণমীশ্বরম্॥

যিনি আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমণ্ডলে সেই সর্ব্বকামপ্রদাতা দেবতা রূপে বিরাজ করিতেছেন, এবং যিনি সমুদায় জগতের একমাত্র নিয়ন্তা, সেই হরিরূপী ঈশ্বরকে বন্দনা করি।

তথাহি নারদবাক্যম্,—

দ্রষ্টা দৃশ্যং তথা দেবো দর্শনং অক্ষিমণ্ডলে।

সদা তিষ্ঠন্ য আদিত্যে সর্ব্বরূপং প্রকাশয়েৎ॥

সেই ভগবান হরিই দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন। তিনিই আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষি-মণ্ডলে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া, আকাশ পাতাল পৃথিবী প্রভৃতি সমুদায় ভুবন প্রকাশিত করেন।

তত্র সংশয়ঃ কিময়ং পুণ্যজ্ঞানাতিশয়বশাৎ প্রাপ্তোৎ-কর্ষো জীবঃ কশ্চিৎ সূর্য্যেঽক্ষিণি বোপদিশ্যতে উত তদন্যঃ পরমাত্মেতি। তত্র দেহিত্বাদিপ্রতীতেরুপচিতপুণ্যো জীব এবায়ং জ্ঞানশক্ত্যাধিক্যঞ্চ পুণ্যাতিশয়াদত এব লোককামে-শিতৃত্বাদিফলার্পণাদুপাস্যত্বং চেত্যেবং প্রাপ্তৌ।

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

তয়োরন্তর্বর্ত্তী পরমাত্মৈব ন জীবঃ। কুতঃ। তদিত্যাদেঃ। ইহ প্রকরণেঽপহতপাপ্মত্বাদীনাং তদ্ধর্ম্মাণাং নিগদাৎ। অপহতপাপ্মত্বমপহতকর্ম্মত্বং কর্ম্মবশ্যতাগন্ধরাহিত্যমিতি

চেষ্টে মনুষ্যকামানাং চেতি বাক্যশেষোঽস্তি। তস্যায়মর্থঃ। এতস্মাদক্ষ্ণো অর্ব্বাক্ গতানাং লোকানামীশিতাক্ষিপুরুষঃ। মনুষ্যভোগানাং চ প্রদাতেতি।

অন্তস্তদ্ধর্ম্মেতি। পাপ্মশব্দেন কর্ম্ম গ্রাহ্যমিতি ব্যাচষ্টে অপহতেত্যাদিনা। ন চেতি। তৎ কর্ম্মবশ্যতাগন্ধরাহিত্যলক্ষণমপহতপাপ্মত্বম্। নচৌৎপত্তিকমিতি।

অধুনা এ বিষয়ে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, কোন জীবই কি পুণ্য ও জ্ঞানের আতিশয্য বশত উৎকর্ষ লাভ করিয়া আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমণ্ডলে ঐরূপে বাস করিতেছেন, অথবা সেই জীব হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন স্বয়ং পরমাত্মাই উল্লিখিত পুরুষ রূপে বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কেন না, দেহিত্বাদি প্রমাণ বশত উপচিতপুণ্য জীবই সেই পুরুষপদবাচ্য হইয়া থাকেন। পুণ্যাতিশয় বশত সেই জীবের জ্ঞানশক্তির আধিক্য সংঘটিত হয় বলিয়াই, লোকসকলের কামনা পূরণে ক্ষমতা প্রভৃতি ফল উক্ত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন সেই জীবই উপাস্য। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে, তাহার মীমাংসা এই:—

উহাদিগেরও অন্তর্ব্বর্ত্তী জীব নহেন; কিন্তু পরমাত্মা। কারণ, এই প্রকরণে ঐ অন্তর্ব্বর্ত্তীর উদ্দেশেই অপহতপাপ্মত্বাদি অর্থাৎ কর্ম্মরাহিত্যাদি ধর্ম্ম

যাবৎ। ন চৈতৎ কর্ম্মবশ্যে জীবে সংভবেৎ। ন চৌৎপত্তিকং লোককামেশিতৃত্বাদি। নাপি ফলদাতৃত্বং তত্র মুখ্যম্। ন চোপাস্যতায়াঃ পারবশ্যম্। যত্তু দেহসম্বন্ধাৎ জীবোঽসাবিত্যুক্তং তন্ন পুরুষসূক্তাদিষু বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিত্যাদিনা তস্যাত্মভূতদিব্যরূপশ্রবণাৎ ॥ ২০ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥

আদিত্যাদিদেহাভিমানিনো জীবাদন্যোঽন্তর্য্যামী পরমাত্মেত্যবশ্যমঙ্গীকার্য্যং। য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো

দেবানাং যল্লোককামেশিতৃত্বং তন্ন স্বাভাবিকং কিন্ত্বীশোপাসনলব্ধয়া তচ্ছক্ত্যোপজায়ত ইত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ২০ ॥

হইয়াছে। জীব কর্ম্মবশ, সুতরাং তাঁহাতে কর্ম্মবশ্যতা-গন্ধ-রাহিত্যাদি ধর্ম্ম সম্ভব হয় না। দেবতাদিগেরও যে লোকেশ্বরত্বাদি দৃষ্ট হয়, তাহাও তাঁহাদিগের স্বাভাবিক নহে, কিন্তু ঈশ্বরোপাসনালব্ধ। তাঁহাদিগের ফলদাতৃত্বও স্বাধীন নহে, কিন্তু ঈশ্বরাধীন। তাঁহারা উপাস্য বলিয়াও শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না, কারণ তাঁহাদিগের উপাস্যতাও ঈশ্বরের স্বরূপে নহে। দেহসম্বন্ধপ্রতীতিবশতও তাঁহাকে—পরমাত্মাকে—জীব বলা যায় না, কারণ, 'আমি এই মহান্ পরমাত্মাকে আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় অজ্ঞানান্ধকারনাশক অপ্রাকৃত দিব্যশরীরধারী পুরুষ বলিয়া জানি।' ইত্যাদি পুরুষসূক্তাদিতে তাঁহার অপ্রাকৃত দেহ উক্ত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

আদিত্যাদিদেহাভিমানী জীব হইতেও অন্তর্য্যামী পরমাত্মা ভিন্ন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। 'যিনি আদিত্যবর্ত্তী হইয়াও আদিত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী; যাঁহাকে

যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত ইতি বৃহদারণ্যকে তস্মাদ্ভেদনিরূপণাৎ স এবেহ ভবিতুমর্হতি শ্রুতিসামান্যাৎ ॥ ২১ ॥

তত্রৈব ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে। অস্য লোকস্য কা গতিরিতি আকাশ ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব

ন ত্বাদিত্যমণ্ডলস্থো জীবঃ সোঽস্ত্বিতি চেত্তত্রাহ। ভেদেতি। য ইতি। তেঽন্তর্যামীত্যন্বয়ঃ। এবঞ্চাত্মশব্দেনাভেদো ন শক্যঃ। তথা সতি ষষ্ঠ্যর্থস্যোপচারিকতাপত্তিঃ। অমৃত ইতি নিত্যান্তর্য্যামিত্বমুচ্যতে। আত্মেতি বিভুর্বিজ্ঞানানন্দ ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ। ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্র ইতি ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বপমহতপাপ্মত্বাদিনা ব্রহ্মলিঙ্গেন হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিকমন্যথা নীতং। ইহ লিঙ্গাদাকাশব্দশ্রুতিরন্যথা নেতুং ন শক্যা লিঙ্গাপেক্ষয়া শ্রুতেঃ প্রাবল্যাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যারভ্যতে। অস্য লোকস্যেত্যস্যার্থঃ। শালাবতোঽভিধান ঋষির্জৈবলিং নৃপং পৃচ্ছতি। অস্যেতি। নিখিলপ্রপঞ্চাধারঃ, কা ইতি প্রশ্নার্থঃ। জৈবলিরাহ। আকাশ ইতি। কথং তদাধারস্তত্রাহ। সর্ব্বাণীতি। ভূতাকাশ-

---

আদিত্যও জানেন না; আদিত্য যাঁহার শরীর; যিনি আদিত্যেরও অন্তর্ব্বর্ত্তী ও প্রবর্ত্তয়িতা; তিনিই অন্তর্য্যামী পরমাত্মা; তিনিই অমৃত।' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বিজ্ঞানাত্মা হইতেও অন্তর্য্যামী পরমাত্মার ভেদ নির্দ্দেশ হেতু এবং আদিত্যেরও অন্তর্ব্বর্ত্তী পরমাত্মা ইত্যাদি শ্রুতির সহিত সমানত্ব হেতু এই প্রকরণে পরমেশ্বরই উপদিষ্ট হইতেছেন, জানিতে হইবে ॥ ২১ ॥

'একদা শালাবত ব্রাহ্মণ জৈবলি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পৃথিবী ও অন্য লোকের আধার কি? রাজা বলিলেন, আকাশই সকলের

সমুৎপদ্যন্তে। আকাশং প্রত্যস্তং যান্ত্যাকাশঃ পরায়ণমিতি। ইহ সন্দিহ্যতে। আকাশশব্দবোধ্যং বিয়দ্ব্রহ্ম বেতি। তত্রাকাশশব্দস্য বিয়তি রূঢ়ত্বাদাকাশাদ্বায়ুরিতি তস্যাপি ভূতহেতুত্বশ্রবণাচ্চ বিয়দিতি প্রাপ্তৌ॥

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ॥ ২২॥

ব্রহ্মৈব স ন বিয়ৎ কুতঃ তল্লিঙ্গাৎ সর্ব্বভূতোৎপাদনত্বাদিলক্ষণব্রহ্মলিঙ্গাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। সর্ব্বাণীত্যসঙ্কুচিতসর্ব্বশব্দাদ্বিয়ৎসহিতসর্ব্বভূতোৎপত্তিহেতুত্বমবগতং। ন চ তদ্বিয়ৎপক্ষে সংভবেৎ স্বস্য স্বহেতুত্বাভাবাৎ।

ব্যাবৃত্তয়ে হেত্বন্তরং। আকাশং প্রতীতি। তত্রৈব হেত্বন্তরং। আকাশঃ পরায়ণমিতি। অয়মাকাশঃ পরমাত্মৈবেতি সিদ্ধান্তার্থঃ। ইহেত্যাদিগ্রন্থঃ স্ফুটার্থঃ। অত্র সর্ব্বজগদুৎপত্তিপ্রলয়পালনহেতুত্বসর্ব্বজ্যায়স্ত্বানন্তত্বাদীনি ব্রহ্মলিঙ্গানি প্রতীয়ন্তে। তেষাং বহূনামনবকাশলিঙ্গানামনুগ্রহায়ৈকস্যা আকাশশ্রুতের্বাধো

উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান, উহাই সকলের আধার।' এই ছান্দোগ্য বচন হইতে পুনর্ব্বার সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে, এই স্থলে আকাশ শব্দে ভূতাকাশ বা পরব্রহ্মকে বুঝাইতেছে? আকাশ শব্দ ভূতাকাশেই রূঢ় এবং তাহা হইতেই বায়ুাদি ক্রমে ভূতোৎপত্তি শ্রবণ হেতু এই আকাশ শব্দে প্রসিদ্ধ ভূতাকাশকেই বোধ করুক। তদুত্তরে বলিতেছেন,—

এস্থলে আকাশ পদে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, ভূতাকাশকে নহে। কারণ, সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ব্রহ্ম ভিন্ন ভূতাকাশ হইতে হয় না। শ্রুতিতে অসঙ্কুচিত সর্ব্ব শব্দ দ্বারা আকাশ সহিত সর্ব্বভূতের উৎপত্তির হেতু স্বরূপে আকাশকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আকাশ পদে ভূতাকাশকে বুঝাইলে, আকাশের

আকাশাদেবেত্যেবকারেণ হেত্বন্তরঞ্চ নিরস্তং। এতদপি ন তৎপক্ষে। মৃদাদের্ঘটাদিহেতোর্দৃষ্টত্বাৎ। ব্রহ্মপক্ষে তু সঙ্গতিমৎ তস্যৈব সর্ব্বশক্তিমতঃ সর্ব্বরূপত্বাৎ। যদ্যপ্যাকাশশব্দস্তত্ররূঢ়স্তথাপি শ্রৌতরূঢ়িতো ব্রহ্মণি প্রযুজ্যতে বলিষ্ঠত্বাদিতি ॥ ২২ ॥

কতমা সা দেবতেতি। প্রাণ ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে

যুক্তঃ। ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে ইতি ন্যায়াৎ। ইদমত্র বোধ্যং। শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পরদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদিতিজৈমিনেঃ সূত্রং। তত্র নিরপেক্ষবরশ্রুতিঃ। শ্রুতিসামর্থ্যলিঙ্গং সংহত্যার্থং ধ্রুবপদবৃন্দং বাক্যং কথমিত্যাকাঙ্ক্ষাপ্রকরণং। সমানদোষাণামুদাহরণান্যাকরগ্রন্থাদ্বীক্ষণীয়ানি ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বত্র ব্রহ্মৈকান্তলিঙ্গবাহুল্যাদাকাশশ্রুতেরেকস্যা বাধো যুক্তঃ। ইহ তু ভূতোৎপত্তিপ্রলয়লিঙ্গস্য প্রাণেঽপি সংভবেঽনৈকান্তলিঙ্গানন্তলিঙ্গসহচরাভাবাৎ

কারণ আকাশ, এইরূপ অসঙ্গতি হয়। বিশেষত, ‘এব’ শব্দ দ্বারাও হেত্বন্তরের নিরাস করিয়াছেন, উহাও ভূতাকাশ পক্ষে সঙ্গত হয় না। কারণ, মৃদাদিরও ঘটাদির কারণতা দৃষ্ট হয়। আকাশ পদে ব্রহ্ম বোধ করাইলে, আর কোন অসঙ্গতি হয় না। শক্তিমদ্ ব্রহ্মই সর্ব্বস্বরূপ। আকাশ শব্দ ভূতাকাশে রূঢ় হইলেও বলবতী শ্রৌত-প্রসিদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মকেই বোধ করাইতেছে ॥ ২২ ॥

উদ্‌গীথ প্রকরণে চাক্রায়ণ নামে ঋষি প্রস্তোতাকে বলিলেন, ‘প্রস্তোতঃ! যে দেবতা সামভক্তিবিশেষরূপ প্রস্তাব পাইয়াছেন, তাঁহাকে না জানিয়াই তুমি যদি আমার নিকট প্রস্তাব কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক পতিত হইবে। এই কথা শুনিয়া প্রস্তোতা ভীত হইয়া বলিলেন, সে দেবতা কে? চাক্রায়ণ বলিলেন, সে দেবতা প্রাণ। প্রাণ হইতেই সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি ও প্রাণেতেই

ইতি তত্রৈব শ্রূয়তে। তত্র প্রাণো মুখান্তর্ব্বর্ত্তী বায়ুরুত সর্ব্বেশ্বর ইতি সন্দেহে। রূঢ়ত্বাদ্ভূতাভ্যুদয়াভিসংবেশয়োঃ প্রাণহেতুকত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ বায়ুরেবেতি প্রাপ্তৌ॥

অতএব প্রাণঃ॥ ২৩॥

প্রাণোঽয়ং সর্ব্বেশ্বর এব ন বায়ুবিকারঃ। কুতঃ। অতএব সর্ব্বভূতোৎপত্তিপ্রলয়হেতুত্বরূপাদ্ব্রহ্মলিঙ্গাদেব॥ ২৩॥

প্রাণশ্রুতের্ব্বাধো ন যুক্তঃ কর্ত্তুমিতি। প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ। কতমেতি। অতিদেশত্বান্নাত্র পৃথক্‌সঙ্গত্যপেক্ষেত্যেকে। তত্রৈবাকাশবাক্যানন্তরং শ্রূয়তে। উদ্গীথে প্রস্তোতর্য্যা দেবতাপ্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। কতমা সা দেবতেত্যাদি। অস্যার্থঃ। উদ্গীথাধিকারে প্রস্তাবধ্যানমিতি বক্তুমুদ্গীথ ইত্যুক্তং। চাক্রায়ণো নামর্ষির্ধনার্থং রাজ্ঞো যাগং গত্বা নিজজ্ঞানবৈভবং প্রকটয়ন্ প্রস্তোতারমুবাচ হে প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবং সামভক্তিবিশেষমন্বায়ত্তানুগতা ধ্যানার্থং তামবিদ্বানজানন্ ত্বং চেৎ প্রস্তোষ্যসি। তর্হি তব মূর্দ্ধা বিপতিষ্যতীতি শ্রুত্বা ভীতঃ সন্ প্রস্তোতা চাক্রায়ণং পপ্রচ্ছ। কতমা সেতি। তস্য প্রতিবচনং প্রাণ ইতি। মুখ্যপ্রাণবায়ুব্যাবৃত্তয়ে সর্ব্বাণীতি। অভিসংবিশন্তি প্রলয়কালে লীনানি ভবন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতপ্রলয়োৎপত্তিরূপেণানবকাশলিঙ্গেন প্রাণশ্রুতির্বাধ্যেতি ন কিঞ্চিচ্চোদ্যং॥ ২৩॥

তাহাদের লয়।' এইরূপ শ্রুতি হইতে সংশয় হইতেছে যে, ঐ প্রাণ শব্দে মুখান্তর্ব্বর্ত্তী বায়ু অথবা সর্ব্বেশ্বর? প্রাণ শব্দের বায়ুতেই রূঢ়ত্ব হেতু এবং প্রাণ হইতেই অগ্ন্যাদি ভূতের উৎপত্তি ও তাহাদের তাহাতেই প্রলয় হেতু উক্ত প্রাণ শব্দে বায়ুকেই বোধ করুক, এইরূপ আশঙ্কার নিবারণার্থ বলিতেছেন,—

এস্থলে প্রাণ পদেও বায়ু নহে, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর। কারণ, সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ একমাত্র সেই সর্ব্বেশ্বর॥ ২৩॥

তত্রৈব শ্রূয়তে। অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষু ইদং বাব তদ্‌যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিরিতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহ জ্যোতিরাদিত্যাদিতেজঃ কিং বা ব্রহ্মেতি। তত্র ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বমসন্নিধানাদাদিত্যাদিতেজস্তদিতি প্রাপ্তৌ।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥

জ্যোতিরত্র ব্রহ্মৈব গ্রাহ্যং। কুতঃ। চরণেতি। তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রি-

পূর্ব্বত্র প্রাণবাক্যে ব্রহ্মলিঙ্গসত্বাদস্তু ব্রহ্মার্থতা। ইহ তদভাবান্ন সাস্থিতি। প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ। অথ যদত ইত্যাদি। প্রতিপাদকগায়ত্র্যাত্মকব্রহ্মোপাসনানন্তরং প্রতিপাদ্যতেজোময়ব্রহ্মোপাসনকথনায়াথ শব্দঃ। দিবো দ্যুলোকাৎ পরস্তাজ্জ্যোতির্দীপ্যতে তদ্বৈ ইদং। কুত্র তদ্দীপ্যতে তত্রাহ। বিশ্বত ইতি। বিশ্বস্মাৎ প্রাণিবর্গাদুপরীত্যর্থঃ। বিশ্বশব্দস্য কতিপয়ার্থত্বং ব্যাবর্ত্তয়িতুং সর্ব্বত ইতি। সর্ব্বস্মাল্লোকাদুপরীত্যর্থঃ। অনুত্তমেষ্বিতি। আস্থাবরব্রহ্মান্তেষ্বিত্যর্থঃ। ইদম্‌শব্দার্থং স্ফুটয়তি যদিদমস্মিন্নিতি। নিখিললোকব্যাপী চিদ্রূপো হরিরেব স্বহৃদি বিদ্যমানো ধ্যেয় ইতি বাক্যার্থঃ।

অনন্তর 'যিনি বিশ্বান্তর্গত সমস্ত জীবের উপরিস্থিত, নিখিল-লোকবর্ত্তী পুরুষেরও শ্রেষ্ঠ, এবং যিনি নিখিল-সংসারব্যাপী, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষই জীবহৃদয়ে ধ্যেয় ;' এই শ্রুতিবাক্যে সংশয় করিতেছেন যে, ঐ জ্যোতিঃ শব্দে প্রাকৃত তেজঃপদার্থ বা ব্রহ্ম ? প্রকরণে ব্রহ্ম শব্দের অসন্নিধান বশত আদিত্যান্তর্ব্বর্ত্তী তেজই জ্যোতিঃ শব্দে বোধ করুক। তদুত্তরে বলিতেছেন,—

এ স্থলে জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মই বোধ করাইতেছে। কারণ, "এই গায়ত্রী সর্ব্বভূত স্বরূপ ; এই বাক্য, এই পৃথিবী, এই শরীর, এই হৃদয়, এই প্রাণ, প্রভৃতি

পাদস্যামৃতং দিবীতি পূর্ব্বত্র দ্যুসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বভূতপাদত্বোক্তেঃ। ইদমত্র তত্ত্বং। পূর্ব্বং হি পাদোঽস্যেতি চতুষ্পাদ্ব্রহ্ম প্রকৃতং তদেবেহ যদিতি যচ্ছব্দেনানুবর্ত্তিতমিত্যসন্নিধিভঙ্গাদুভয়ত্র দ্যুসম্বন্ধশ্রবণাবিশেষাচ্চ নিখিলতেজস্বী হরিরেব জ্যোতি-র্নত্বাদিত্যাদিরিতি ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মণোঽসন্নিধিমাশঙ্ক্য নিরস্যতি।

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনং ॥ ২৫ ॥

জ্যোতিশ্চরণেতি। ব্রহ্মৈব জ্যোতিঃ। কুতঃ তাবানস্য মহিমেতি। জ্যোতিষস্তস্য সর্ব্বভূতচরণোক্তেঃ। তাবানিত্যস্যার্থঃ গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্ব-মিতি। গায়ত্রীরূপং যদ্ব্রহ্ম বর্ণিতং তস্যাস্য তাবান্ মহিমা বিভূতিঃ স্বয়ং পুরুষস্তু ততো জ্যায়ান্। তদেবাহ পাদোঽস্যেতি। সর্ব্বাণি ভূতান্যস্যৈকঃ পাদঃ। তস্য ত্রিপাদ্বিভূতিস্তু দিবি দ্যোতনবতি পরমে ব্যোম্নি চকাস্তীতি চতুষ্পাদ্ বিভূতির্হরিরেব জ্যোতিঃশব্দিতমিত্যর্থঃ। কীদৃশী সেত্যাহ। অমৃতমিতিপুমর্থঃ। ইদমত্রেতি ইহ জ্যোতির্বাক্যে। উভয়ত্রেতি তাবানিতি বাক্যে অথ যদিতি বাক্যে চেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ষড়্বিধ পদার্থ স্বরূপ অক্ষর ষট্‌কই চতুষ্পদা গায়ত্রী। নিখিল প্রপঞ্চই গায়ত্র্যনুগত ব্রহ্মের বিভূতি; পুরুষ পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব প্রপঞ্চ হইতে শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ব জগৎ পুরুষের একটি অংশ। স্বপ্রকাশ স্বরূপ ঐ পুরুষে ত্রিপাদ অনন্ত অমৃত অর্থাৎ পুরুষার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে।" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাকৃতিক সমস্ত জ্যোতিঃ-পদার্থই ব্রহ্মাংশভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যিনি সর্ব্বভূতের অংশী, তিনি স্বর্গস্থ অর্থাৎ অপ্রাকৃতধামস্থ। অপ্রাকৃতধামস্থ হরিই নিখিল তেজের আধার, আদিত্যাদি নহে ॥ ২৪ ॥

নম্ন গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চিদিত্যুপক্রম্য তামেব ভূতবাক্‌পৃথিবীশরীরহৃদয়প্রভেদৈর্ব্যাখ্যায় সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যুক্তং। তাবানস্য মহিমেতি তস্যামেব ব্যাখ্যাতরূপায়ামুদাহৃতো মন্ত্রঃ কথমকস্মাচ্চতুষ্পাদ্‌ ব্রহ্মাভিদধ্যাৎ। তস্মাদ্‌গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসস্তত্রাভিধানান্ন ব্রহ্ম প্রকৃতমিতি চেন্ন। কুতঃ। তথেতি। তথা গায়ত্র্যাত্মনাবতীর্ণে ব্রহ্মণি চেতোঽর্পণস্য ধ্যানস্য তত্র নিগদাদুপদেশাদিত্যর্থঃ। তথা সতি হি গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বমিতি দর্শনং

ছন্দ ইতি। গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বমিতি সর্ব্বাত্মকং যদ্‌গায়ত্রীচ্ছন্দোবর্ণিতং। তস্যৈব সর্ব্বভূতাদিচতুষ্পাদ্‌বিভূতিস্তাবানিত্যনেন যা বর্ণিতা সা কিল প্রশংসৈব ন তু বাস্তবী। অক্ষরসন্নিবেশমাত্রস্য ছন্দসস্তথাত্বাসম্ভবাদিতি পূর্ব্বপক্ষেঽভিপ্রায়ঃ। সিদ্ধান্তে তু ব্রহ্মাবতারবদ্‌গায়ত্র্যপি তদবতার ইতি তথাত্বং তস্যাঃ পারমার্থিকমিতিবোধ্যং। ষড়্‌বিধা ভূতবাক্‌পৃথিবীশরীরহৃদয়ৈরাত্মনা চ ষট্‌প্রকারা গায়ত্রী বর্ণিতা। সৈষা চতুষ্পদা মন্ত্রোত্তরার্দ্ধগদিতপাদচতুষ্টয়েত্যর্থঃ॥ ২৫॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতেই গায়ত্রীকেই সর্ব্বস্বরূপ এবং ভূত, বাক্‌, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও প্রাণ, ইহারা গায়ত্রীরই বিভূতি, এইরূপ বলিয়াছেন। গায়ত্রী মন্ত্রমাত্র, সুতরাং তাঁহার সর্ব্বস্বরূপত্ব প্রশংসাবাদ, বাস্তব নহে; অতএব সংসার ব্রহ্মেরই বিভূতি এরূপ বলা না হউক। এই প্রকার আশঙ্কার নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন,—

গায়ত্রীরূপে অবতীর্ণ ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ বা ধ্যানের উপদেশ করিয়া উক্ত শ্রুতিতে নিখিল সংসার ব্রহ্মেরই বিভূতি, গায়ত্রীমন্ত্রের বিভূতি রূপ প্রশংসাবাদ নহে, ইহাই বলিয়াছেন॥ ২৫॥

সঙ্গতিমৎ স্যাদন্যথা পীড্যতেতি গায়ত্র্যা ব্রহ্মত্বে প্রমাণং দর্শিতং ভবতি ॥ ২৫ ॥

যুক্তিমাহ।

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং ॥ ২৬ ॥

এবং ব্রহ্মৈব গায়ত্রীতি মন্তব্যং। কুতঃ। ভূতাদীতি। ভূতাদীনি নির্দ্দিশ্যাহ। সৈষা চতুষ্পাদিতি। তস্যা ব্রহ্মত্বাভাবে তৎপাদত্বব্যপদেশাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। তস্মাদস্তি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্ম তদেবেহ যদিত্যনুবর্ত্তমানাদ্দ্যুসম্বন্ধেন প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ পরামৃষ্টমিতি ॥ ২৬ ॥

উভয়ত্র দ্যুসম্বন্ধশ্রবণাবিশেষমাক্ষিপ্য সমাদধাতি।

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥ ২৭ ॥

ননু ত্রিপাদস্যামৃতন্দিবীতি সপ্তম্যা দ্যৌরাধারত্বেনোপদিষ্টা। ইহ পুনঃ পরো দিব ইতি পঞ্চম্যা মর্য্যাদাত্বেন ইত্যেব-

ভূতাদিপাদেতি। তৎপাদত্বং ভূতাদিপাদত্বং ২৬।

এক্ষণে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন,—

পূর্ব্ববাক্যে ভূতাদি নিখিল বস্তুকে অংশরূপে নির্দ্দেশ করিয়া চতুষ্পাদ শব্দে গায়ত্রী মন্ত্র না বলিয়া গায়ত্রীরূপ স্বর্গস্থ ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মন্ত্রের পাদ ভূতাদি, এরূপ সম্ভবই হয় না॥ ২৬॥

এক্ষণে উভয়ত্র দ্যুসম্বন্ধ অর্থাৎ অপ্রাকৃতধামসম্বন্ধ শ্রবণের কোন বিশেষ আছে, কি নাই, এই প্রকার আক্ষেপ করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন,—

পূর্ব্বে 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' এই স্বর্গে বা অপ্রাকৃত ধামে এই সপ্তম্যন্ত প্রয়োগ করিয়া স্বর্গকে অধাররূপে উপদেশ করিয়াছেন এবং পরে 'পরো দিবঃ'

মুপদেশভেদান্ন তস্যেহ প্রত্যভিজ্ঞেতি চেন্ন। কুতঃ। উভয়েতি। উভয়স্মিন্নপি সপ্তম্যন্তে চোপদেশে সা ন বিরুধ্যতে। যথা লোকে বৃক্ষাগ্রস্থোঽপি শুক উভয়থোপদিশ্যমানো দৃশ্যতে বৃক্ষাগ্রে শুকো বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শুক ইতি। স চোপদেশভেদেঽপ্যর্থৈক্যান্ন বিরুধ্যতে তদ্বৎ॥ ২৭॥

কৌষীতকিব্রাহ্মণে প্রতর্দ্দনো দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম যুদ্ধেন পৌরুষেণ চেত্যুপক্রম্যেন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যা-

---

উপদেশেতি। এবং সপ্তম্যন্তত্বেন পঞ্চম্যন্তত্বেন চেত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞেতি। প্রধানপ্রাতিপদিকার্থেন প্রত্যভিজ্ঞয়া গুণভূতবিভক্ত্যর্থো ন প্রতিবন্ধীতি ভাবঃ। পূর্ব্বমথ যদত ইতি যচ্ছব্দস্য প্রসিদ্ধবিমর্শিততয়া বলিত্বাৎ তৎসহকৃতং ব্রহ্মলিঙ্গং তেজোলিঙ্গাপেক্ষয়া বলীত্যুক্তং। তথেহ কিঞ্চিদ্বলিত্বসম্পাদকং নাস্তীতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গেত্যহ ভাব্যং। পূর্ব্বত্র দিবি দিব ইতি প্রধানপ্রকৃত্যর্থানুরোধাদ্ গুণভূতপ্রত্যয়ার্থো যথান্যথা নীতস্তথেহাপীতি স্বতন্ত্রপ্রাণাদিপদার্থভেদপ্রতীতৌ তৎসাপেক্ষব্রহ্মরূপবাক্যার্থপ্রতীতের্গুণভূতায়া অপলাপো যুক্তো ভবিতুমিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যা চেত্যাহ। পদার্থঃ প্রতীতঃ। স্বাতন্ত্র্যে জনকত্বেন বাক্যার্থপ্রতীতের্গৌণ্যং তজ্জন্যত্বেনেতিবোধ্যং॥ ২৭॥

এই 'দিবঃ' স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, এইরূপ পঞ্চম্যন্ত প্রয়োগ করিয়া মর্য্যাদারূপে উপদেশ করিয়াছেন, সুতরাং উপদেশভেদে উভয়ই এক বস্তুকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এরূপ বলা যাইতে পারে না। এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, উপদেশ ভেদে কোন দোষ হয় নাই। কারণ, ব্রহ্ম স্বর্গস্থ হইয়াও স্বর্গের অতীত এইরূপ অর্থ হইলে, আর কোন দোষ হয় না॥ ২৭॥

কৌষীতকী ব্রাহ্মণে ইন্দ্র ও দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন রাজার একটি আখ্যায়িকা আছে। প্রতর্দ্দন রাজা যুদ্ধ ও পুরুষকার প্রদর্শনের নিমিত্ত

য়িকা শ্রূয়তে। তত্র প্রতর্দ্দনেন হিততমং বরং পৃষ্ট ইন্দ্রস্ত-মুপদিশতি।

প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমুপাসস্বেতি। ইহ সংশয়ঃ। কিময়মিন্দ্রঃ প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টো জীবঃ কিম্বা পরমাত্মেতি। তত্রেন্দ্রশব্দস্য জীববিশেষে প্রসিদ্ধেস্তদেকার্থস্য প্রাণশব্দস্য তত্রৈব বৃত্তেশ্চায়ং জীব এব তেন পৃষ্টঃ স্বোপাসনং হিততমমাহেতি প্রাপ্তে।

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥

কৌষীতকীত্যাদি। প্রতর্দ্দনো নাম নৃপঃ। দৈবোদাসিঃ দিবোদাসস্য পুত্রঃ। প্রিয়ং প্রেমাস্পদং ইন্দ্রস্য ধাম গৃহমুপজগাম। তদ্গমনে হেতুর্যুদ্ধেনেতি। তৎকারণেন পুরুষকারপ্রদর্শনেন চ অতিবলী প্রতর্দ্দনো নিখিলান্নৃপান্ বিজিত্য স্বতুল্যং শক্রং বিজেতুং তল্লোকং গতবানিত্যর্থঃ। শরীরবলেন তমজেয়ং মন্নান ইন্দ্রো জ্ঞানবলেন জেতুমনাঃ প্রাহ। প্রতর্দ্দন বরং তে দদামীতি। সহোবাচ প্রতর্দ্দনঃ। হে ইন্দ্র ত্বমেবং বরং বৃণীষ্ব যত্ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যস ইতি।

তত ইন্দ্র উবাচ প্রাণোঽস্মীত্যাদি। মুখ্যং প্রাণং ব্যাবর্ত্তয়তি প্রজ্ঞাত্মেতি জ্ঞানঘন ইত্যর্থঃ। তং মামায়ুরমৃতমিতি। জীবিকাং দত্ত্বায়ুরক্ষকত্বাদায়ুরিত্যুচ্যতে। জ্ঞানদানেন মোক্ষদত্বাদমৃতমিত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। জীববিশেষে শচীনাথত্বাভিমানিনি। তদেকার্থস্য ইন্দ্রশব্দসমানাধিকরণস্য। তেন প্রতর্দ্দনেন।

ইন্দ্রলোকে গমন করেন। ইন্দ্র প্রতর্দ্দনের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। প্রতর্দ্দন বলেন, আপনি জীবের যাহা হিততম তাহাই উপদেশ করুন। তদুত্তরে ইন্দ্র বলেন, 'আমি প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ স্বরূপ ও অমৃত স্বরূপ, অতএব আমার উপাসনা কর'। এই স্থলে এই সংশয় হইতে পারে যে, এই প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট ইন্দ্র পরমাত্মা বা জীববিশেষ? তদুত্তরে বলিতেছেন,—

তন্নির্দ্দিষ্টঃ পরমাত্মৈব ন জীবঃ। কুতঃ। তথেতি। তৎ-প্রকৃতস্য তস্য স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরামৃত ইত্যা-নন্দাদিশব্দবাচ্যত্বেনানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥

নন্বু নোক্তং যুজ্যতে বক্তৃস্বরূপনিরূপণাৎ। মামেব বিজানীহি প্রাণোঽস্মীতি বক্তা খল্বিন্দ্রঃ। তেন ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্র-মহনমরুন্মুখানৃষীন্‌ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছমিত্যাদিনা বিজ্ঞাত-

স্বোপাসনং নিজভক্তিং। এবং প্রাপ্তে প্রাণস্তথেতি। তন্নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রঃ প্রাণশব্দ-নির্দ্দিষ্টঃ। তৎপ্রকৃতস্য ইন্দ্রপ্রাণশব্দপ্রকৃতস্য। অনুগমাদববোধাৎ। নহ্যানন্দাদি-রূপত্বং স্বাভাবিকং ইন্দ্রেঽভ্যুপগন্তুং শক্যং। স হি দৈত্যৈরুপদ্রুতোঽতিদুঃখী স্বাধিকারান্তে বিনষ্টশ্চ প্রতীয়ত ইতি ভাবঃ॥ ২৮ ॥

নন্বু নোক্তমিতি। ইন্দ্রপ্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টঃ পরমাত্মেত্যেতন্ন যুক্তমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্বক্তিতি। তথাহি। স্বহৃদি করং নিধায়েন্দ্রো বক্তি মামেব বিজানীহি ইতি। তেনেতি। ত্বাষ্ট্রবধাদিকমিন্দ্রেণৈব কৃতং নতু পরমাত্মনা। তথার্থত্বে পুরাণেতিহাসপ্রসিদ্ধার্থবিরোধাপত্তিরিতিভাবঃ। ত্রিশীর্ষাণং ত্রিশিরসং ত্বাষ্ট্রং বিশ্বরূপং। রুৎ বেদান্তবাক্যং তদ্‌যেষাং মুখে নাস্তি তেঽরুন্মুখাস্তানব্রহ্মজ্ঞানৃষীন্‌ শালাবৃকেভ্যোঽহরণ্যশ্বভ্যঃ প্রাযচ্ছং দত্তবানস্মীত্যেতৎ সর্ব্বং রজোগুণিনি জীবে

প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট ইন্দ্র পরমাত্মা, জীববিশেষ নহেন; কারণ, প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অমৃত ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা উহা পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে॥ ২৮॥

এস্থলে বক্তা ইন্দ্র স্বয়ং প্রাণশব্দে যখন আপনাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন উহা ব্রহ্মকে না বুঝাইয়া জীবকেই বোধ করাইতেছে। বিশেষত অবাক্‌ অমনা ব্রহ্মের বক্তৃত্বই সম্ভব হয় না। অধিকন্তু "আমি ত্রিশীর্ষ বিশ্বরূপকে সংহার করিয়াছি; আমি বেদান্তবহির্ম্মুখ যোগিগণকে আরণ্যকুক্কুরমুখে নিক্ষেপ করিয়াছি," ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারাও ইন্দ্রদেবতারূপ জীববিশেষকেই বোধ

জীবভাবস্য স্বস্যৈবোপাস্যত্বেনোপদেশাৎ। উপক্রমানুরোধে-নানন্দাদেরপ্যুপসংহারগতস্য জীবপরতয়া নেয়ত্বাচ্চ। প্রাণো-ঽস্মীতীন্দ্রদেবতৈব তত্ত্বেনোপাসিতুমুপদিশ্যতে বাচং ধেনু-মুপাসীতেতিবৎ। বলাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চ তস্য তথোপদেশঃ। প্রাণো বৈ বলমিতি হি বদন্তি। তস্মাজ্জীবোঽয়মিত্যাক্ষিপ্য পরি-হরতি।

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতিচেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্‌॥২৯॥

অধ্যাত্মসম্বন্ধঃ পরমাত্মৈকান্তধর্ম্মসম্বন্ধস্তস্য ভূমা বহুত্ব-মস্মিন্‌ প্রকরণে হি যস্মাদ্দৃশ্যতেঽতঃ পরমাত্মৈব স বোধ্যঃ। তথাহি হিততমং বরং কিল মোক্ষাপ্ত্যুপায়ঃ। তৎকর্ম্মত্বং

তস্মিন্‌ সংভবতীতি। যস্তেন্দ্রস্য জীবভাবো জীবধর্ম্মো বিজ্ঞাতঃ স ইন্দ্রঃ প্রত-র্দ্দনং প্রতি স্বমেবোপাস্যমুপদিশতি ন তু পরমেশ্বরমিত্যতো নোক্তং যুজ্যত ইত্যর্থঃ। ন ত্বানন্দোঽজরোঽমৃত ইত্যুপসংহারবাক্যস্য কা গতিরিতি চেত্তত্রা-হোপক্রমানুরোধেনেতি। তত্ত্বেনেতি প্রাণত্বেন। তস্য তথেতি ইন্দ্রস্য প্রাণ-ত্বেনোপদেশ ইত্যর্থঃ। এবঞ্চেদন্তেনাশঙ্ক্য নিরাকরোত্যধ্যাত্মেত্যাদিনা।

করাইতেছে। "বাচং ধেনুং উপাসীত," ইত্যাদি শ্রুতিতে যেরূপ বাক্যের ধেনুত্ব না থাকিলেও তাহাতে তাহার আরোপ করা হয়, তদ্রূপ উপাসনার নিমিত্ত নির্গুণ ব্রহ্মে সগুণত্ব কল্পনা করিয়া বলরূপ প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ইন্দ্রই—জীবই—উপদিষ্ট হইতেছেন। এইরূপ আক্ষেপ করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন,—

এই প্রকরণে অধ্যাত্মসম্বন্ধ বাহুল্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব ইন্দ্র প্রাণশব্দে বক্তৃস্বরূপ জীবকে উপদেশ করেন নাই, পরমাত্মারই উপাস্যত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিততম কথা মোক্ষাদির উপায়। যাহার উপাসনাতে মোক্ষাদি

মামুপাসস্বেতি প্রাণশব্দিতস্য প্রতীয়তে। এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তীত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মকারয়িতৃত্বং। তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাস্বর্পিতাঃ। প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ। ইতি জড়-

---

তথাহীতি। হিততমং বরং পরমপুরুষার্থলাভোপায়ং প্রতর্দ্দনঃ পপ্রচ্ছ। তল্লাভ-কামস্য তস্যেন্দ্রঃ প্রাণোপাসনমুপাদিদেশ। স তু প্রাণঃ পরমাত্মৈব ন বায়ু-বিকারঃ। তমেব বিদিত্বেত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তথা স যো হ মাং বেদ ন হ বৈতস্য কেনচিৎ কর্ম্মণা লোকোঽনুমীয়তে। ন স্তেয়েন ভ্রূণহত্যয়েত্যাদিকং পরমাত্ম-পরিগ্রহে ঘটেত নেন্দ্রপরিগ্রহে ঘটেত। তদর্থস্তু যোঽধিকারী মাং মদ্‌ব্যক্ত-হেতুং মদ্ব্যাপকং বা পরমাত্মানং বেদ অনুভবতি তস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য লোকো মোক্ষঃ কেনচিৎ কর্ম্মণানুমীয়তে ন হিংস্যতে। দৈবাৎ পতিতানাং পাপানাং বিদ্যয়া ভস্মীভাবাৎ। বহ্নিজ্বালয়ৈবৈষীকতূলানামিতি। এষ এব সাধুকর্ম্মেত্যাদিনা নিখিলপ্রাণিপ্রবর্ত্তকত্বং পরমাত্মধর্ম্ম এব। এবং ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাদিতি। বক্তারমুপক্রম্য তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতেত্যাদিনা জড়চেতন-সমস্তাধারত্বং দর্শিতং। তচ্চ বক্তুস্তস্য পরমাত্মত্বে সত্যেব সঙ্গচ্ছেত নান্যথেত্যর্থঃ। শ্রুত্যর্থস্তু যথা লোকে প্রসিদ্ধস্য রথস্যারেষু মধ্যবর্ত্তিশলাকাসু ষট্‌সু চক্রোপান্তা নেমিরর্পিতা। নাভৌ চক্রপিণ্ডিকায়ামরা অর্পিতাঃ। তথা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাস্বর্পিতাঃ। ভূতানি খাদীনি মাত্রাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াশ্চেত্যর্থঃ। জীবরূপাসু

লাভ হইবে, তাহা কখনই প্রাকৃত প্রাণ বা জীব হইতে পারে না। 'ইহাই সাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মধর্ম্মই নিখিল প্রাণীর প্রবর্ত্তক-রূপে উক্ত হইয়াছে। 'বাক্যকে জানিতে হইবে না, কিন্তু বক্তাকেই জানিতে হইবে,' ইত্যাদি উপক্রম করিয়া, 'যেমত নেমি রথচক্রে অর্পিত হয়, রথচক্র কাষ্ঠ-বিশেষে অর্পিত হয়, তদ্রূপ ভূত ও বিষয় সকল জীবের আশ্রিত, জীব পরমাত্মার আশ্রিত,' ইত্যাদি উপসংহারে শ্রুতি সকলে আশ্রয়ভূত পরমাত্মারই নির্দ্দেশ

চেতনাত্মকসমস্তাধারত্বঞ্চ। এবং স এষ প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মা- নন্দোঽজরোঽমৃতঃ। এষ লোকাধিপতিরেষ সর্ব্বেশ্বরঃ। ইত্যানন্দাত্মকত্বাদি চ। তদেতদ্ধর্ম্মজাতং পরমাত্মন্যেব সংভবতি নান্যত্রেতি ॥ ২৯ ॥

নন্বেবঞ্চেদ্বক্তুরাত্মোপদেশঃ কথং সংগচ্ছেত তত্রাহ।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥ ৩০ ॥

তুশব্দঃ সন্দেহহানৌ। বিজ্ঞাতজীবভাবেনাপীন্দ্রেণ মামেব বিজানীহি মামুপাসস্বেত্যুপাস্যব্রহ্মরূপতয়া যোঽয়ং স্বোপদেশঃ কৃতঃ স শাস্ত্রদৃষ্ট্যৈব সম্ভবতি নেতরথা। শাস্ত্রং খলু যদ্বৃত্তির্যদায়ত্তা তং তাদ্রূপ্যেণ উপদিশতি। ন বৈ বাচো ন

প্রজ্ঞামাত্রাস্থ চিৎস্থিত্যর্থঃ। তাশ্চ প্রাণে পরমাত্মন্যর্পিতা ইতি। স এষ ইত্যাদিকং স্ফুটং পরমাত্মপরং। আনন্দাত্মকত্বাদি চেতি। আদিনাজরত্বামৃতত্বলোকনাথত্বসার্ব্বেশ্বর্য্যাণি গৃহ্যাণি। তস্মাদধ্যাত্মসম্বন্ধবাহুল্যাদ্ব্রহ্মোপদেশ এবায়ং নেন্দ্রাত্মকজীববিশেষোপদেশ ইতি সিদ্ধং ॥ ২৯ ॥

নন্বেবমিতি। এবং নিখিলস্য বাক্যস্য ব্রহ্মপরত্বে সতি। মামেব বিজানীহি ইতি বক্তুরিন্দ্রস্য স্বোপদেশঃ কথং সংভবেদিত্যর্থঃ।

করিয়াছেন। অধিকন্তু 'এই প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত, এবং লোকাধিপতি ও সর্ব্বেশ্বর,' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণশব্দে পরমাত্মাই স্পষ্টত উক্ত হইয়াছেন। অতএব উক্ত ধর্ম্ম সকল পরমাত্মারই, অন্যের সম্ভব হয় না ॥২৯॥

এক্ষণে আশঙ্কা করিতেছেন, যদি তাহাই হইল, তবে বক্তার আত্মোপদেশ কিরূপে সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন,—বিজ্ঞাত-জীব ইন্দ্র ব্রহ্মরূপে আপনাকে যে উপদেশ করিয়াছেন, 'আমাকেই উপাসনা কর,' তাহা শাস্ত্রদর্শনেই বুঝিতে হইবে। যে বৃত্তি যদায়ত্ত, শাস্ত্র তাহাকে তদ্রূপেই উপদেশ করেন। ইন্দ্রিয়

চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণ ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতীতি ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিন্দ্রিয়াণি প্রাণরূপতয়া নির্দ্দিশতি। তথাচৈবং বিদুষো বক্তুঃ স্বপ্রজ্ঞাং স্ববিনেয়ে সঞ্চিচারয়িষোর্মামেব বিজানীহীত্যাদ্যুপদেশোঽন্যথা স্বং ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকমসৌ ন বিদ্যাদিতি। দৃষ্টান্তমাহ। বামেতি। যথা বৃহদারণ্যকে।

সঙ্গতিমাহ শাস্ত্রেতি। বিজ্ঞাতেতি। বিজ্ঞাতজীবধর্ম্মেণেত্যর্থঃ। স্বোপদেশো নিজোপদেশঃ। ন বৈ বাচ ইতি। প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্বাদ্বাগাদীনাং প্রাণরূপতা প্রাণাভিধানঞ্চ যথা তদ্ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিন্দ্রাদিজীবানাং ব্রহ্মরূপতাদীত্যর্থঃ। প্রাণসংবাদে কথাস্তি। বাগাদয়ঃ সর্ব্বে প্রত্যেকমাত্মনঃ শ্রৈষ্ঠ্যং মন্যমানাঃ তন্নিশ্চয়ায় প্রজাপতিমুপজগ্মুঃ। স চ তানুবাচ। যস্মিন্নুৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব ভবতি স যুষ্মাকং শ্রেষ্ঠ ইতি। প্রজাপতাবেবমুক্তবতি বাগাদিষু ক্রমেণোৎক্রান্তেষ্বপি মূকাদিভাবেন শরীরং স্বস্থমস্থাৎ। মুখ্যপ্রাণস্তোচ্চিক্রমিষায়াং তু বাগাদয়ো ব্যাকুলতামাপুঃ। তাং বীক্ষ্য স তানুবাচ মা মোহমাপদ্যথ। যতোঽহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বানমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি। ইহ বাগাদীনাং প্রাণৈকায়ত্তবৃত্তিত্বং বিস্ফুটং। পঞ্চধা প্রাণাপানাদিরূপেণ। বানং শরীরং। বনতি গচ্ছতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। তথাচৈবমিতি। এবং বিদুষ ঈদৃশজ্ঞানবিশিষ্টস্য ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকোঽহমিতি জানত ইতি যাবৎ। স্বপ্রজ্ঞাং স্বীয়ং তজ্জ্ঞানং। স্ববিনেয়ে স্ববিশিষ্টে প্রতর্দ্দনে রাজ্ঞি। সঞ্চিচারয়িষোঃ সঞ্চারয়িতুমিচ্ছোরিন্দ্রস্য মামেব বিজানীহীতি ইত্যাদ্যুপদেশস্তং প্রতি বভূবেত্যর্থঃ। অন্যথা ঈদৃশোপদেশাভাবে ঈশ্বরঃ কশ্চিদস্তীত্যেবমুপদেশে সতীতি যাবৎ। অসৌ প্রতর্দ্দনঃ

সকল প্রাণায়ত্তবৃত্তি বলিয়া যেরূপ ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে প্রাণরূপেই নির্দ্দিষ্ট হয়, তদ্রূপ জীবও ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তি বলিয়া এস্থলে ইন্দ্র আপনারই উপাস্যত্বের উপদেশ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকেও উক্ত হইয়াছে,—বামদেব ঋষি বলিয়াছেন,

তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেত্যত্রাহমিতি স্ববৃত্তিহেতুং ব্রহ্ম নির্দ্দিশ্য তদেকার্থেন মন্বাদীন্ বামদেবো ব্যপদিশতি তথেন্দ্রোঽপি স্বমিতি। স্মৃতিশ্চ তদ্ব্যাপ্যস্য তাদ্রূপ্যমভিধত্তে। যোঽয়ং তবাগতো দেবঃ সমীপং দেবতাগণঃ সত্যমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবানিতি। সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বং ইতি চ। লোকেঽপি স্থানমত্যৈক্যাদৈক্যং বদন্তি। গাবঃ সায়মেকতাং যান্তীতি। বিবদমানা নৃপাস্তাং পাতার ইতি চ॥৩০॥

নন্বস্তু ব্রহ্মৈকান্তধর্ম্মসম্বন্ধভূমা তথাপ্যেতদ্বাক্যং ব্রহ্মপরমিতি ন শক্যং নিয়ন্তুং। ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং

স্বমাত্মানং ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকং ন জানীয়াদিত্যর্থঃ। বামদেববদিতি। তদেকার্থেন অহংশব্দসামানাধিকরণ্যেন আত্মানং ব্যপদিশতীত্যর্থঃ। সঙ্গত্যন্তরমাহ। স্মৃতিশ্চেতি। যোঽয়মিতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। বিষ্ণুং প্রতি দেবানাং বাক্যং তদ্ব্যাপ্যত্বাৎ দেবাস্তদভিন্না ইত্যর্থঃ। সর্ব্বমিতি শ্রীগীতাসু অর্জ্জুনবাক্যং। সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ ত্বত্তঃ সর্ব্বং ন ভিন্নমিত্যর্থঃ। অপরাং সঙ্গতিমাহ। লোকেঽপীতি। স্থানৈক্যে গাব ইতি। মত্যৈক্যে বিবদমানা ইতি। তামেকতাং॥৩০॥

'আমিই মনু হইয়াছিলাম,' 'আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম,' ইত্যাদি। স্মৃতিতেও যেটি যাহার ব্যাপ্য, তদ্রূপেই তাহার অভিধান হয়। যথা,—'হে ভগবন্, যে সকল দেবতা তোমার সমীপে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা সত্যই জগতের স্রষ্টা, যেহেতু তুমি সর্ব্বগত।' গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—'তুমি নিখিলব্যাপক; তোমা ভিন্ন কিছুই নাই।' লৌকিকেও ঐরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। স্থানের ঐক্যে এবং মতির ঐক্যে ঐক্য ব্যবহার সুদৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—'সায়ংকালে গো সকল, এবং বিবদমান নৃপ সকল একতা সূত্রে বদ্ধ হয়'॥ ৩০॥

বিদ্যাৎ। ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনমিত্যাদিজীবলিঙ্গাৎ। যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুরথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তীতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ। এবং যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ। সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ। সহোৎক্রমত ইত্যপি জীবাদ্যুক্তৌ ন বাধকং। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিসাহিত্যেন দ্বয়োরৈক্যোপচারাৎ। তস্মাৎ ত্রয়মুপাস্যমিতি। তদেতন্নিরাকর্ত্তুমাহ।

অর্দ্ধমঙ্গীকৃত্য আশঙ্ক্যতে। নন্বিতি। প্রাণস্য জীবত্বে বক্তৃত্বং লিঙ্গমাহ ন বাচমিতি। বক্তা খলু ইন্দ্রাখ্যো জীবঃ যেন ত্রিশীর্ষা বিশ্বরূপো নিজঘ্নে ইতি জীবলিঙ্গং বিস্ফুটং। যাবদিতি প্রাণস্য শরীরধারণং তদুত্থাপনঞ্চ। প্রাণবায়ুত্বে লিঙ্গমিতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গং বিস্ফুটং। এবং যো বৈ ইতি। প্রাণঃ প্রাণবায়ুঃ। প্রজ্ঞাঃ জীবচৈতন্যমিতি পূর্ব্বপক্ষার্থঃ। জীবাদ্যুক্তাবিতি জীবমুখ্যপ্রাণাভিধানে ইত্যর্থঃ। যঃ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞেত্যভেদে। যুক্তিমাহ। প্রবৃত্তীতি। পরমাত্মলিঙ্গন্তু স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরামৃত ইত্যাদিনা বিস্ফুটমিতি। তস্মাৎ ত্রয়মিতি। উপক্রমোপসংহারপর্য্যালোচনয়া ব্রহ্মরূপৈকবাক্যার্থপ্রতীতাবপি

পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন,—এই প্রকরণে অধ্যাত্ম সম্বন্ধ বাহুল্যরূপে উপদিষ্ট হইলেও এই বাক্য ব্রহ্মপরই এরূপ বলা যাইতে পারে না। 'বাক্যকে জানিতে হইবে না, বক্তাকে জানিতে হইবে।' 'আমি ত্রিশীর্ষ বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণকে সংহার করিয়াছি।' ইত্যাদি স্থলে স্পষ্টত জীবই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এবং 'যে পর্য্যন্ত এই শরীরে প্রাণ থাকে, তাবৎকাল জীবনও থাকে, প্রজ্ঞানাত্মা প্রাণই এই শরীরকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে,' ইত্যাদি স্থলে মুখ্য প্রাণই উক্ত হইয়াছে। বিশেষত 'প্রাণই প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাই প্রাণ, প্রাণ

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥ ৩১ ॥

জীবপ্রাণয়োর্লিঙ্গাৎ তাবপ্যুপাস্যাবিতি যদুক্তং তন্ন কুতঃ তথা সতি উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ। ন চৈকস্মিন্ বাক্যে তদঙ্গীকর্ত্তুং শক্যং বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। অয়মাশয়ঃ। কিং জীবাদি-

---

তস্যা জীবমুখ্যপ্রাণরূপপদার্থপ্রতীতিজন্যত্বেন গৌণত্বাৎ পদার্থপ্রতীতেশ্চ তজ্জনকত্বেন প্রাধান্যাদেকব্যাকার্থপ্রতীতিমপোহ্য বাক্যভেদ এব ন্যায্য ইতি জীবাদীনাং ত্রয়াণামুপাস্যানাং প্রত্যেকং স্বাতন্ত্র্যেণ বাক্যার্থত্বমস্ত্বিতি।

এতৎ পরিহরতি জীবেতি। তাবপি জীবপ্রাণাবপি। ন চৈকস্মিন্নিতি। উপক্রমাদিভ্যাং ব্রহ্মপরত্বে সম্ভবতি সতি বাক্যভেদো ন যুক্তস্তস্য গৌরবদোষাপাদকত্বাদনিষ্টপ্রসঙ্গকত্বাচ্চেত্যর্থঃ। ন চ পদার্থপ্রতীতের্মুখ্যত্বং তস্যা বাক্যার্থপ্রতীতিশেষত্বাৎ। তস্মাৎ পরৈব মুখ্যেতি। ন হি জনকত্বমাত্রেণ মুখ্যতা যুক্তা। সন্নিপত্যোপকারকাণামপি তদাপত্তেঃ। অয়মাশয় ইতি।

শরীরেই বাস করে, প্রাণই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়;' ইত্যাদি স্থলে প্রাণের জীবাত্মোক্তিও অসঙ্গত হয় না। সুতরাং জীব, প্রাণ ও ব্রহ্ম, এই তিনেরই উপাস্যত্ব উক্ত হইয়াছে, এইরূপ বলা হউক।

উক্ত আশঙ্কার নিরসন করিতেছেন,—

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি সকল জীব ও প্রাণের নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের উপাস্যত্ব বোধ করাইতেছেন, এরূপ বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে উপাস্য-ত্রৈবিধ্য বশত উপাসনারও প্রাণধর্ম্ম প্রজ্ঞাধর্ম্ম ও ব্রহ্মধর্ম্ম অনুসারে ত্রৈবিধ্য হইয়া পড়ে। পরন্তু এক বাক্যে ত্রিবিধ উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। বাচ্যভেদে বাক্যভেদও অবশ্যম্ভাবী। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জীবাদিলিঙ্গ হেতু ব্রহ্মধর্ম্ম জীবাদিপর? কি তিনই স্বতন্ত্র? অথবা জীবাদি লিঙ্গ সকল ব্রহ্মপর?

লিঙ্গাদ্ব্রহ্মধর্ম্মাণাং জীবাদিপরত্বং কিং বা ত্রয়াণাং স্বাতন্ত্র্যং আহোস্বিৎ জীবাদিলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বমিতি। তত্রাদ্যঃ প্রাগেব নিরস্তঃ। দ্বিতীয়স্তূপাসাত্রৈবিধ্যপ্রসঙ্গেন দূষিতঃ। তৃতীয়ে যুক্তিমাহাশ্রিতত্বাদিতি। অন্যত্রাপি জীবপ্রাণাদি-শব্দানাং ব্রহ্মার্থত্বশ্রয়ণাদিহাপি তথা। নমু তত্র লিঙ্গসত্ত্বাৎ তদর্থত্বমাশ্রিতমিতি চেদিহাপি হিততমোপাসনকর্ম্মত্বাদি-লিঙ্গযোগাৎ তদর্থত্বমাশ্রয়িতুং যুক্তমিত্যাহ। ইহ তদ্‌যোগা-দিতি। নমু সহবাসোৎক্রান্ত্যোর্ব্রহ্মপক্ষে কথং সঙ্গতিরিতি চেন্ন ব্রহ্মক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যোর্দেহে সহাবস্থানং সহ চোৎক্রমণ-মিত্যর্থসত্ত্বাৎ। নমু প্রাণাদিশব্দাভ্যাং ধর্ম্মিপ্রতিপাদনাৎ কথং ধর্ম্মপরত্বং নৈবং ধর্ম্মপ্রতিপাদনেঽপি ধর্ম্মিণঃ প্রতি-

---

প্রাগেব তথানুগমাদিত্যর্থঃ। অন্যত্রেতি। তত্র কতমা সেত্যাদি প্রকরণে। ইহাপি প্রতর্দ্দনোপাখ্যানে। তদর্থত্বং ব্রহ্মপরত্বং। ব্রহ্মেতি। ব্রাহ্মী ব্রহ্ম-নিষ্ঠা যা ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিশ্চ তয়োরিত্যর্থঃ। নমু বিভোস্তয়োরুৎক্রমণং

প্রথমটি প্রাণাধিকরণে পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়পক্ষও উপাসনা-ত্রৈবিধ্য দ্বারা দূষিত হইল। তৃতীয় পক্ষের যুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন,—জীবাদি লিঙ্গ সকল ব্রহ্মপর, যেহেতু, সর্ব্বত্রই উহারা ব্রহ্মপর রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যত্র যেরূপ লিঙ্গসত্ত্বহেতু জীবাদি লিঙ্গ সকল ব্রহ্মপররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এখানেও তদ্রূপ উপাসনা-কর্ম্মত্বাদি-লিঙ্গযোগহেতু উহাদিগের ব্রহ্মপরত্বই যুক্ত হইতেছে। সহবাস ও উৎক্রান্তি ধর্ম্ম কি রূপে ব্রহ্মপর হইবে? এরূপ আশঙ্কা করা যায় না। ব্রহ্মনিষ্ঠা ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির দেহে সহাবস্থান ও সহোৎক্রমণ উভয়ই সঙ্গত হয়। ধর্ম্মিপর প্রাণাদিশব্দ কিরূপে ধর্ম্মপর হইবে? এরূপ আশঙ্কাও করা যায় না। কারণ, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ঐক্য বিধায় ধর্ম্মপ্রতিপাদনেও

পক্ষেরুভয়োরৈকরূপ্যাৎ। প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মেতি শক্তিদ্বয়-ধর্ম্মকতয়া নির্দিষ্টস্য পুনর্ধর্ম্মরূপস্য প্রশংসা। যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞেতি। তস্মাদ্ব্রহ্মৈবাত্র ইন্দ্রপ্রাণপ্রজ্ঞাদিশব্দৈরবগন্তব্য-মিতি। নন্বনারভ্যমেবৈতৎ প্রাক্ প্রাণচিন্তয়া গতার্থত্বাৎ। নৈবং। পূর্ব্বত্র শব্দমাত্রে সংশয়ঃ। ইহ তু আনন্দাদিকে কথঞ্চিদন্যপরতয়া নীতে সাধকস্য ব্রহ্মৈকান্তধর্ম্মস্য অভাবাৎ

ন সম্ভবেদিতি চেন্নৈবং। তয়োরচিন্ত্যত্বেন তৎসম্ভবাৎ। তস্মাৎ কার্য্যনিবৃত্তি-রেব তদুৎক্রমণমিতি ব্যাখ্যাতারঃ। উভয়োরিতি। সিদ্ধান্তে ধর্ম্মধর্ম্মিণো-রভেদাদিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। অত্র প্রকরণে জীবপ্রাণপ্রসঙ্গগন্ধোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ। নন্বিতি। প্রাক্ অতএব প্রাণ ইত্যস্মিন্নধিকরণে। স সংশয়ঃ॥ ৩১॥

ইতি শ্রীতি। শ্রীমদিতি ব্রহ্মবিশেষণং। ব্রহ্মণোঽতিমনোজ্ঞসন্নিবেশি-বিগ্রহত্বেন স্বাত্মকসার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যনন্তগুণবৃন্দলক্ষ্মীধামবৈশিষ্ট্যেণ চ অত্র প্রতি-পাদনাৎ। সূত্রবিশেষণং বা। বিশদার্থপ্রতিপদশালিত্বাৎ অল্পাক্ষরৈঃ পদৈ-র্মহতামর্থানাং প্রতিপাদনাদ্বা। ভাষ্যবিশেষণং বা। অল্পৈর্বর্ণৈর্গভীরাণামর্থানাং

ধর্ম্মীর প্রতিপত্তি হইতেছে। 'আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্মা,' এই স্থলে ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞানশক্তি এতদুভয়শক্তিবিশিষ্ট ধর্ম্মীর নির্দ্দেশের পর পুনর্ব্বার 'যিনি প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞা,' এইরূপ উক্তি দ্বারা তদীয় ধর্ম্মের প্রশংসাই করা হই-য়াছে। অতএব এই স্থলে ইন্দ্র, প্রাণ ও প্রজ্ঞা শব্দ দ্বারা ব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন, জানিতে হইবে। পূর্ব্বে প্রাণচিন্তা প্রকরণেই যখন এ বিষয় একবার বলা হইয়াছে, তখন আবার তজ্জন্য পৃথক্ আরম্ভ কেন? এরূপও বলা যায় না। কারণ, পূর্ব্ব প্রকরণে কেবল শব্দমাত্রেই সংশয় প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকরণে আনন্দাদি শব্দ কথঞ্চিৎ অন্যপর রূপে কল্পিত হইলে, ব্রহ্মৈকান্ত-ধর্ম্ম-সাধকের অভাব এবং বাধক জীবাদিলিঙ্গের সদ্ভাব হেতু অর্থগত সংশয়ও

বাধকস্থ জীবাদিলিঙ্গস্য তু সত্ত্বাদর্থেঽপি স ইতি তদাধিক্যাৎ পৃথগারম্ভঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্থ প্রথমঃ পাদঃ ॥

নিবেশনাৎ। প্রতিপাদারম্ভে প্রত্যধ্যায়ান্তে চ তত্ত্বদর্থসূচকৈরতিচারুভিঃ পদ্যৈরলঙ্কৃতত্বাচ্চেতীতি ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে প্রথমাধ্যায়ভাষ্যস্য প্রথমপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১ ॥

প্রদর্শিত হইল। ফলত, অর্থগত সংশয়েরই আধিক্য হেতু পৃথক্ বিচার করা হইতেছে ॥ ৩১ ॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম পাদ।

দ্বিতীয়পাদঃ।

মনোময়াদিভিঃ শব্দৈঃ স্বরূপং যস্য কীর্ত্ত্যতে।
হৃদয়ে স্ফুরতু শ্রীমান্মমাসৌ শ্যামসুন্দরঃ॥

প্রথমে পাদে সমস্তজগৎকারণভূতং পুরুষোত্তমাখ্যং পরং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তং। তত্রৈবান্যত্র প্রতীতানাং কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ প্রদর্শিতঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়য়োস্তু অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গকানাং কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং তস্মিন্নেব সমন্বয়ঃ প্রদর্শ্যতে। ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যায়ামিদমামনন্তি। সর্ব্বং

অস্মিন্ পাদে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানি বাক্যানি ব্রহ্মণি সঙ্গময়িতুং মঙ্গলমাচরতি। মনোময়েতি। ত্রয়স্ত্রিংশৎসূত্রকং সপ্তাধিকরণকং দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে। দ্বিতীয়েত্যাদিনা। পূর্ব্বং জীবাদিলিঙ্গবাধেন ব্রহ্মপরত্বং ব্রহ্মলিঙ্গবশাদভিহিতং। তথেহ ব্রহ্মলিঙ্গং নাস্তি কিন্তু প্রকরণে ব্রহ্মেতি। তথাচ প্রকরণাৎ লিঙ্গং বলীতি মনোময়ত্বাদিজীবলিঙ্গাৎ জীবপরত্বমেবাস্ত্বিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ। পাদান্তরস্থানাত্রাবান্তরসঙ্গত্যপেক্ষা ইত্যেকে। ছান্দোগ্য

মনোময়াদি শব্দ দ্বারা যাঁহার স্বরূপ কীর্ত্তিত হয়, সেই শ্রীমান শ্যামসুন্দর আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন।

পূর্ব্বপাদে সমস্ত-জগৎ-কারণভূত ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য, ইহা উক্ত হইয়াছে। এবং সেই পাদেই অন্যত্র প্রতীত বাক্য সমূহের সেই ব্রহ্মেই সমন্বয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয়পাদে ও পরবর্ত্তী তৃতীয়পাদে অবিস্পষ্ট-ব্রহ্ম-লিঙ্গক বাক্যসমূহের সেই ব্রহ্মেই সমন্বয় বিচারিত হইবে।

খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ। যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি। স ক্রতুং কুর্ব্বীত। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্ব-কামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তো অবাক্যানাদর

ইতি। সর্ব্বমিদং জগৎ খলু প্রসিদ্ধৌ ব্রহ্মৈব ভবতি। তত্র হেতুস্তজ্জেতি। তস্মাৎ জায়তে তজ্জং তস্মিন্ লীয়তে তল্লং তেনানিতি জীবতি তদনং তজ্জঞ্চ তল্লঞ্চ তদনঞ্চ তজ্জলান্ লোপশ্ছান্দসঃ বিশেষণানাং কর্ম্মধারয়ঃ। ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাৎ সর্ব্বং জগদ্ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। ইতি শব্দো হেতৌ। যস্মাৎ সর্ব্বং বস্তু ব্রহ্ম অতো দেহাদ্যযোগাৎ শান্তঃ সন্নুপাসীত। উপাস্তেঃ ফলমাহ। অথেতি। পুরুষোঽধিকারী উপাসকঃ। ক্রতুময়ঃ সঙ্কল্পপ্রধানঃ। তত্র হেতুর্যথেতি। অস্মিন্ লোকে স্থিত্বা যথা যাদৃশঃ ক্রতুরুপাসনাত্মকঃ সঙ্কল্পো যস্য সঃ। যেন দাস্যাদিনা ভাবেন হরিং প্রেপ্স্যতীত্যর্থঃ। তথা তেন ভাবেন বিশিষ্ট এব ইতো লোকাৎ প্রেত্য পরলোকং গত্বা মোক্ষী ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ পুরুষঃ ক্রতুমুপাসনাং কুর্ব্বীত। কিমুপাসীতেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। মনোময় ইত্যাদি। বিভক্তিবি-পরিণামেন মনোময়ত্বাদিগুণকং হরিমুপাসীতেত্যর্থঃ। ভারূপঃ প্রকাশস্বরূপঃ চৈতন্যঘন ইতি যাবৎ। সত্যসঙ্কল্পঃ সফলমানসক্রিয়ঃ। আকাশাত্মা সর্ব্বগতঃ। সর্ব্বকর্ম্মা বিচিত্রনানালীলঃ। সর্ব্বকামো নিখিলভোগ্যসম্পন্নঃ। তদেবাহ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারই ব্রহ্ম, যেহেতু সংসার ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন ও তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হয় এবং তিনিই ঐ সংসারের আশ্রয়ভূত। অতএব শান্তচিত্তে তাঁহারই উপা-সনা কর্ত্তব্য। উপাসক পুরুষ সঙ্কল্পপ্রধান। যিনি যে ভাবে ভগবানের উপা-সনা করেন, তিনি অন্তে তাদৃশী গতিই প্রাপ্ত হয়েন। মনোময়, প্রাণ-নিয়ন্তা, প্রকাশস্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প, সর্ব্বগত, বিচিত্র-বিবিধ-লীলাকারী, নিখিল-

ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। মনোময়ত্বাদিগুণৈরুপাস্যো জীব উত পরমাত্মেতি। তত্র মনঃপ্রাণয়োর্জীবোপকরণত্বাদপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইতি পরমাত্মনস্তন্নিষেধাৎ তদ্বান্ জীবোঽয়ং স্যাৎ। ন চ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্মাত্র গ্রহীতুং শক্যং তস্য বাক্যস্যোপাস্ত্যুপকরণশান্তিবিধিপরত্বাৎ। শান্তিনিষ্পত্তয়ে সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মত্বোপদেশঃ। এবং জীবে

সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইতি। অশব্দমস্পর্শমিত্যাদিনা প্রাকৃতগন্ধাদিপ্রতিষেধাদপ্রাকৃতাসাধারণগন্ধাদিসম্পন্ন ইতি যাবৎ। শব্দস্পর্শরূপোপলক্ষণার্থমাহ। সর্ব্বমিতি। ইদং গন্ধাদি ভোগ্যং সর্ব্বমভ্যাত্তোঽভিতো গৃহ্নন্ বিভাতীত্যর্থঃ। ভাবক্তান্তাদর্শাদ্যচি পদসিদ্ধির্ভুক্তা ব্রাহ্মণা ইতিবৎ। অবাক্যশ্চাসাবনাদরশ্চেতি বিগ্রহঃ। অবাক্যঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থত্বেন যাচ্ঞাবাক্শূন্যঃ। অনাদরঃ ব্রহ্মাদিজগৎ তৃণীকৃত্য সুখমাসীন ইত্যর্থঃ। যদ্বা অবাক্যঃ কার্ৎস্ন্যেন বাচামগোচরঃ। অনাদরঃ নাস্ত্যাদরঃ স্বেতরেষু যস্য সঃ। সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বৈরাদ্রিয়মাণোঽসৌ নাস্য কশ্চিদপ্যাদরণীয় ইত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরঞ্চ বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বমিতি। কৃপাবিষয়স্তু সর্ব্বো ভবত্যেব। অনাদরঃ আত্মসম্ভাবনাশূন্য ইতি বা। তত্র সংশয় ইতি। মনোময়ত্বাদীনাং প্রকৃতব্রহ্মসাপেক্ষত্ব-

---

ভোগসম্পন্ন, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, সিদ্ধসর্ব্বার্থ অতএব যাচ্ঞাবাক্যশূন্য, ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া সুখে সমাসীন অথবা বাক্যমনের অগোচর, আত্মসম্ভাবনা (আত্মাদর) শূন্য ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য। এস্থলে সংশয় এই যে, মনোময়াদিগুণযুক্ত পুরুষ জীব বা ঈশ্বর? মনোময়ত্ব ও প্রাণময়ত্ব জীবধর্ম্ম বলিয়া এবং ঈশ্বর অমনা ও অপ্রাণ বলিয়া মনোময়ত্বাদিগুণযুক্ত পুরুষ জীবই হউন। 'এই সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম,' এই শব্দ দ্বারা কেবল উপক্রান্ত ব্রহ্মকেই বোধ করাইতে পারে না। কারণ, উক্ত বাক্য উপাসনার উপকরণ স্বরূপ শান্তিবিধিকেই বোধ করাইতেছে, জানিতে হইবে। শান্তির জন্য

নিশ্চিতে অন্তিমো ব্রহ্মশব্দোঽপ্যেতৎপরঃ স্যাদিত্যেবং প্রাপ্তে।

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ॥ ১ ॥

স খল্বয়ং পরমাত্মৈব ন জীবঃ। কুতঃ সর্ব্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধস্য জগজ্জন্মাদিহেতুতারূপস্য তদেকান্তধর্ম্মস্যাত্রাপি বাক্যে তজ্জলানিত্যুপদেশাৎ। যদ্যপ্যুপক্রমবাক্যে শান্তিবিবক্ষয়া ন তু স্ববিবক্ষয়া ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং তথাপ্যুপদিষ্টে মনোময়ত্বাদিকে তৎ সন্নিধাস্যতি। ক্রতুরুপাসনা। মনোময়ঃ শুদ্ধমনোগ্রাহ্যঃ মনসৈবানুদ্রষ্টব্য ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যতো বাচ

নিরপেক্ষত্বাভ্যাং সন্দেহোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। তন্নিষেধাস্মনঃপ্রাণনিষেধাৎ। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টং প্রকৃতং। অন্তিম ইতি। এতদব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীত্যন্তিমবাক্যস্থ ইত্যর্থঃ।

নন্বু মনোময়ত্বাদিকং জীবলিঙ্গমস্তু প্রকৃতলিঙ্গসম্বন্ধি মাস্তু প্রকরণাল্লিঙ্গস্য বলিত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ। যদ্যপীতি। স্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মবিবক্ষয়া। তথাপীতি। মনোময়ত্বাদের্বিশেষ্যাকাঙ্ক্ষায়াং যৎ সর্ব্বং খল্বিদমিতি ব্রহ্ম প্রকৃতং তদেবান্বেতি নাপ্রকৃতো জীব ইত্যর্থঃ। অন্যথা প্রকৃতহান-

---

সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকারে জীবনিশ্চয় হইলে, অন্তিম ব্রহ্মশব্দও জীবকেই বোধ করাউক, এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রেই প্রসিদ্ধবস্তুর উপদেশ হেতু ঐ বাক্য ব্রহ্মকেই বোধ করাইতেছে, জানিতে হইবে। যদিও উপক্রম বাক্যে শান্তিবিবক্ষাতেই ব্রহ্মনির্দ্দেশ হইয়াছে, স্ববিবক্ষায় নহে, তথাপি মনোময়ত্বাদি উপদিষ্ট বাক্যে ব্রহ্মই বিশেষ্যরূপে জানিতে হইবে। এস্থলে ক্রতু শব্দের অর্থ উপাসনা। মনোময় শব্দেও শুদ্ধমনোগ্রাহ্যই জানিতে হইবে। ব্রহ্মের মনোগ্রাহ্যত্বের নিষেধসূচক

ইত্যাদিকৃতপ্রতিষেধস্তু পামরাগোচরত্বাৎ কার্ৎস্ন্যাগোচরত্বাচ্চেতি তত্ত্ববিদঃ। প্রাণশরীরত্বং তন্নিয়ন্তৃত্বাৎ প্রেষ্ঠমূর্ত্তিত্বাদিত্যেকে। অপ্রাণো হ্যমনা ইতি তু তদনধীনস্থিতিজ্ঞানত্বাৎ প্রাকৃতবিষয়ো বা। মনোবানিত্যনীদবাতমিতি চ

প্রসঙ্গাৎ। যতো বাচ ইতি। মনোগ্রাহ্যত্বনিষেধো বিষয়বাসনয়া মলিনে মনসি ব্রহ্মস্ফূর্ত্তির্ন ভবেদিত্যর্থকঃ। কার্ৎস্ন্যাবিষয়তাপর্য্যবসায়ী বেত্যর্থঃ। প্রাণশরীর ইতি। যথাত্মা শরীরস্য নিয়ামকস্তথেশ্বরঃ প্রাণানামিত্যর্থঃ। অথবোপাসকানাং প্রাণতুল্যং যস্য শরীরং শ্রীবিগ্রহো ভবতি স পরমাত্মা প্রাণশরীর ইত্যুচ্যতে। অপ্রাণো হ্যমনা ইতি যঃ প্রাণাদিপ্রতিষেধঃ স তু প্রাণানধীনস্থিতিত্বাৎ মনোঽনধীনজ্ঞানত্বাচ্চেতি ক্রমাদ্বোধ্যঃ। প্রাকৃতবিষয়ো বেতি। অপ্রাণো হ্যমনা ইতি শ্রুতিঃ প্রাকৃতে প্রাণমনসী তত্র নিষেধতি ন তু স্বরূপানুবন্ধিনী তে। ইতরথা মনোবানিত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাদিত্যর্থঃ। মনোবানিতি সমনা ইত্যর্থঃ। কৃৎস্না শ্রুতিস্তু যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মকঃ ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি বুদ্ধিমনোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে বুদ্ধিমান্ মনোবান্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবানিত্যেষা।

বাক্য সকলের অর্থ, বিষয়বাসনা দ্বারা মলিন মনে ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি হয় না, ইহাই জানিতে হইবে। অন্যথা 'মন দ্বারাই তাঁহাকে দেখিতে হইবে,' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। 'ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর,' এইরূপ নিষেধবাচক শ্রুতি সকলের, পাষণ্ডের বাক্য-মনের অগোচর অথবা সাকল্যে বাক্য-মনের অগোচর, এই অর্থে সমন্বয় করিতে হইবে। প্রাণের নিয়ামক বলিয়া তাঁহাকে প্রাণশরীর বলা হয়। অথবা উপাসকের প্রাণতুল্য প্রিয়বিগ্রহই প্রাণশরীর শব্দের অর্থ। তাঁহার প্রাকৃত প্রাণ ও প্রাকৃত মন নাই অথবা তিনি মন ও প্রাণের অনধীন বলিয়াই তাঁহাকে অমনা ও অপ্রাণ বলা হয়। নতুবা 'তিনি মনোবান্; তাঁহার বায়ুবিকারস্বরূপ প্রাকৃত প্রাণ নাই,' ইত্যাদি

শ্রুত্যন্তরাৎ। অপরে তু মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা স এষো-ঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়োঽমৃতময়ো হিরণ্ময়ঃ হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। প্রাণস্য প্রাণ ইত্যাদিষু সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধস্য মনোময়ত্বাদেরিহাপ্যুপদেশাৎ পরমাত্মৈব মনোময় ইতি ব্যাচখ্যুঃ॥ ১॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ॥ ২॥

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপ ইত্যাদিনা যে গুণা বিবক্ষিতাস্তে হি পরস্মিন্নেবোপপদ্যন্তে ন তু জীবে॥ ২॥

অনীদবাতমিতি। অবাতং বায়ুবিকারপ্রাণরহিতং ব্রহ্ম অনীৎ স্বরূপানুবন্ধিনা ঋগাদ্যাত্মকেন প্রাণেন অশ্বসীদিত্যর্থঃ। কৃৎস্না শ্রুতিস্তু ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যাহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ অনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যং ন পরং কিঞ্চনাসেতি। অস্যার্থঃ। তর্হি মহাপ্রলয়ে মৃত্যুর্নাসীৎ অমৃতং সুধা চ নাসীৎ রাত্রেরহ্নশ্চ প্রকেতশ্চিহ্নভূতশ্চন্দ্রো রবিশ্চ অমৃতভোক্তা নাসীৎ। স্বধয়া পিতৃভাগেন সহেতি যোজ্যং। নন্বেবং শূন্যবাদাপত্তিরিতিচেৎ তত্রাহ। তদেকমবাতং ব্রহ্মানীৎ তস্মাদন্যৎ পরং কিঞ্চন নাস ইতি। হৃদেতি। হৃৎপদ্মে মনীষয়া নিশ্চিত্য মনসা যোঽভিকৢপ্তো ধ্যাতো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১॥

মনোময়েত্যাদি স্পষ্টং॥ ২॥

শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে। কেহ কেহ, 'তিনি মনোময়, তিনি প্রাণশরীর-নেতা, তিনি অন্তরস্থ, তিনি অমৃতময় হয়েন,' 'তিনিই প্রাণের প্রাণ;' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ মনোময়ত্বাদির উপদেশ হেতু এস্থলেও পরমাত্মাই মনোময়াদি, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন॥ ১॥

মনোময়ত্বাদি শব্দ দ্বারা যে গুণ বিবক্ষিত হইতেছে, তাহা পরমাত্মারই গুণ, জীবের নহে॥ ২॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥

মনোময়ঃ শারীরো ন ভবতি খদ্যোতকল্পে তস্মিংস্তেষামসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥

এতমিতঃ প্রেত্যাভিসংভবিতাস্মীতি শ্রুতিরেতমিতি প্রকৃতং মনোময়ং কর্ম্মত্বেন ব্যপদিশতি শারীরং ত্বভিসম্ভবিতাস্মীতি কর্ত্তৃত্বেনেতি কর্ত্তুঃ শারীরাদ্বিলক্ষণঃ কর্ম্মভূতো মনোময়ঃ পরেশঃ। অভিসংভবতির্মিলনার্থঃ সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগেত্যাদিপ্রয়োগাৎ ॥ ৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে ইতি ষষ্ঠ্যন্তেন শব্দেন শারীর উপাসকো নির্দ্দিশ্যতে মনোময়স্তূপাস্যঃ প্রথমান্তেন। ভিন্ন-

---

অনুপপত্তেরিতি। তুরবধারণে ॥ ৩ ॥

এতমিতি। ইহলোকাৎ প্রেত্য এতং মনোময়ং হরিমহমভিসংভবিতাস্মি মিলিতাস্মীতি লুটঃ প্রয়োগো গাঢ়োৎকণ্ঠয়া ॥ ৪ ॥

ভিন্নেতি। ষষ্ঠ্যন্তপ্রথমান্তয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

মনোময়ত্বাদি গুণ জীবের হইতেই পারে না; যেহেতু খদ্যোতকল্প জীবে ঐ সকল গুণ অসম্ভব ॥ ৩ ॥

জীব, ইহলোক হইতে মৃত্যুর পর মনোময় পুরুষের সহিত মিলিত হইব, এইরূপ বলিয়া থাকেন। সুতরাং জীবের কর্ত্তৃত্বব্যপদেশ ও মনোময় পুরুষের কর্ম্মত্বব্যপদেশ হেতু উহাদের ভেদ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ॥ ৪ ॥

'এই আত্মা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত,' এই স্থলে উপাসক জীবের ষষ্ঠ্যন্তনির্দ্দেশ হেতু এবং 'মনোময় পুরুষ উপাস্য,' এই স্থলে উপাস্য মনোময়

বিভক্তিকয়োঃ শব্দয়োরর্থভেদেন ভাব্যং। তথাচ শারীরাদুপা-
সকাদন্যো মনোময় উপাস্য ইতি ॥ ৫ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ ॥

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্
সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়েতি স্মরণাচ্চ শারীরাৎ পরস্য
ভেদঃ ॥ ৬ ॥

নন্বেষ মে আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বেত্যল্প-
স্থানত্বশ্রুতেরণীয়স্ত্বোপদেশাচ্চ জীব এব মনোময়ো ন ত্বীশ
ইত্যাশঙ্কানিরাসায়াহ।

অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং
ব্যোমবচ্চ ॥ ৭ ॥

ঈশ্বর ইতি। সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট ইতি চেহ বোধ্যং। ইহ ষষ্ঠ্য-
ন্তার্থাৎ জীবাৎ প্রথমান্তার্থো হরিরন্য ইতি স্মৃতিতোঽপি লভ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
নন্বেষ ইতি। মেঽন্তর্হৃদয়ে এষ আত্মাস্তি। কীদৃশঃ ব্রীহের্যবাদ্বা অণীয়া-
নতিসূক্ষ্মঃ।

পুরুষের প্রথমান্তনির্দ্দেশ হেতু উপাস্য হইতে উপাসকের ভেদ জানিতে
হইবে ॥ ৫ ॥

স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে; হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্ব জীবের হৃদ্দেশে অব-
স্থিত। জীব সকল তদীয় মায়াতে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন। অতএব
জীব হইতে পরমাত্মা ভিন্ন ॥ ৬ ॥

পুনর্ব্বার, 'ইনি আমার হৃদয়ে ব্রীহি বা যব হইতেও সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত'
এই শ্রুতিতে অণীয়স্ত্ব উপদেশ হেতু মনোময় শব্দে ঈশ্বরকে না বুঝাইয়া
জীবকেই বোধ করুক; এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

হেতুযুগ্মান্মনোময়ো নেশ্বর ইতি ন বাচ্যং অত্রৈব জ্যায়ান্ পৃথিবী জ্যায়ানন্তরীক্ষাদিত্যাদিনা ব্যোমবদস্য বিভুত্বাভিধানাৎ। কথং তর্হি তদ্যুগ্মং সঙ্গচ্ছতে তত্রাহ। নিচায্যত্বাদেবমিতি। এবং মিতত্বেনোক্তির্নিচায্যত্বাৎ হৃদুপাস্যত্বাৎ। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ। বিভোরপি পরস্য যদণুত্বং প্রাদেশমাত্রত্বাদি চ তৎ ক্বচিৎ ভাক্তং ক্বচিৎ তু মুখ্যং। তত্রাদ্যং স্মৃতিস্থানহৃন্মানস্য স্মর্য্যমাণে স্থানানি তস্মিন্নুপচারাৎ। অন্ত্যস্তু তাদৃশস্যাপি তস্য ভক্তানুগ্রাহিণোঽচিন্ত্যশক্তিযোগিনস্তথা তথাভিব্যক্তেঃ। একমেব স্বরূপং ভক্তেষু নানাবিধং স্ফুরতি।

অর্ভকেতি। অর্ভকমল্পমোকঃ স্থানং যস্য তত্ত্বাদিত্যর্থঃ।

ব্যোমবদস্যেতি। অস্যান্তর্হৃদয়বর্ত্তিব্রীহ্যাদ্যতিসূক্ষ্মস্যাত্মন ইত্যর্থঃ। তদ্যুগ্মং হেতুদ্বয়ং। মিতত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বেন। অয়মত্রেতি। ভাক্তং গৌণং। তস্মিন্ বিভৌ। তথা তথেতি। অণুত্বেন প্রাদেশমাত্রত্বাদিনা চেত্যর্থঃ। তথৈব যুগ-

---

হৃদয়স্থিত আত্মার অল্পাশ্রয়ত্ব ও অণীয়স্ত্ব উপদিষ্ট হইলেও উহা জীবকে বোধ করাইতে পারে না। কারণ, শ্রুত্যন্তরে তাঁহাকে পৃথিবী ও আকাশের অপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। তবে তাঁহার ক্ষুদ্ররূপে বা অল্পাশ্রয়রূপে উপদেশ, বৃহৎ হইলেও উপাসকের হৃদয়ে ক্ষুদ্রভাবে উপাসনার যোগ্যত্ব প্রদর্শনের নিমিত্তই জানিতে হইবে। বিভু পরমাত্মার অণুত্বাদি কোথাও গৌণ, কোথাও বা মুখ্য জানিতে হইবে। স্মৃতিস্থান হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারে স্মর্য্যমাণ বিষ্ণুর অণুত্বাদি ঔপচারিক মাত্র; এবং তিনি বিভু হইয়াও ভক্তানুগ্রহার্থ স্বকীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সেই সেই রূপে অভিব্যক্ত হয়েন, ইহাই মুখ্যার্থ জানিতে হইবে। তাঁহার একই স্বরূপ বিভিন্ন ভক্তের সম্বন্ধে বিভিন্ন রূপে

একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীতি শ্রবণাৎ বিভুত্বে সত্য-প্যণুত্বাদিকমচিন্ত্যশক্তিযোগাৎ। বক্ষ্যতি চৈবং বৈশ্বানরাধি-করণে। অণোঃ প্রাদেশমাত্রাদেশ্চ বিভুত্বং তথৈব যুগপৎ সর্ব্বত্রাবির্ভাবাদিতি ॥ ৭ ॥

নন্থ জীববৎ পরমাত্মনোঽপি শরীরান্তর্ব্বর্ত্তিত্বেন তৎ-সম্বন্ধকৃতঃ সুখদুঃখোপভোগস্তেন সহ সমঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ।

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ ॥

ইহ সমিতি সহার্থে বর্ত্ততে সংবাদশব্দবৎ। সম্ভোগঃ সহ ভোগস্তৎপ্রাপ্তির্নেশ্বরস্য। কুতঃ বৈশেষ্যাৎ। অয়মভি-

---

পদিতি। সর্ব্বেষু লোকেষু মিথোঽতিদুরাঃ সংজাতপ্রেমাণো হরিভক্তাস্তিষ্ঠন্তি। তৈর্যুগপদ্ধ্যায়মানোঽণ্বাদিরূপো হরিরেকদৈব তেষু সন্নিহিতঃ প্রত্যক্ষীভবতীতি প্রাদেশমাত্রঃ দ্বিভুজনরাকারশ্চতুর্ভুজদেবাকারশ্চেত্যাদিপদাৎ। ন চ তত্র তত্র ধাবন্ সন্নিদধাতীতি শক্যং ভণিতুং যৌগপদ্যাসম্ভবাৎ। তস্মাদ্বিভুরেব সোঽচিন্ত্যশক্ত্যাণুত্বাদিধর্ম্মা সর্ব্বত্র স্ফুরতীতি ॥ ৭ ॥

বৈশেষ্যাদিতি স্বার্থে ষ্যণ্।

স্ফূর্ত্তিলাভ করে। শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে, 'তিনি এক হইয়াও বহুধা প্রকাশিত হয়েন।' 'তিনি বিভু হইয়াও অণুরূপে প্রকাশিত হয়েন,' ইহা বৈশ্বানরাধিকরণে স্পষ্টাক্ষরে বলিবেন। অণুরূপ বা প্রাদেশমাত্র হইয়াও এককালে সর্ব্বত্র আবির্ভাব হেতু তাঁহার বিভুত্ব প্রকাশ পায় ॥ ৭ ॥

পরমাত্মাও যদি জীবের ন্যায় শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী হয়েন, তবে তাঁহারও জীবের তুল্য সুখদুঃখোপভোগ হউক; এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

প্রায়ঃ। ন হি দেহসম্বন্ধমাত্রং তদুপভোগহেতুঃ কিন্তু কর্ম্ম-পারতন্ত্র্যমেব। তচ্চ ন তস্যাস্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি শ্রবণাৎ। ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা ইতি স্মৃতিশ্চেতি। কঠবল্ল্যাং পঠ্যতে। যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবতঃ ওদনঃ মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র স ইতি ॥ ৮ ॥

তদুপেতি। তচ্ছব্দঃ সুখদুঃখে পরামৃশতি। তস্যেশ্বরস্য। পূর্ব্বং জীবস্য যথা ভোক্তৃত্বমুক্তং নেশ্বরস্য তথাত্ত্বমপি জীবস্যৈবাস্তু ন ত্বীশ্বরস্য ইতি দৃষ্টান্ত-সঙ্গত্যাহ যস্যেতি। অস্যার্থঃ। উভে জাত্যা প্রসিদ্ধে ব্রহ্মক্ষত্রে যস্য ঈশ্বরস্য ওদনোঽন্নং ভবতঃ সর্ব্বমারকো মৃত্যুর্যস্যোপসেচনমোদনভোজনোপযোগি ঘৃতাদি ভবতি তং পরেশং নাবিরতো দুশ্চরিতাদিত্যাদিশ্রুত্যুপদিষ্টোপায়বান্ যথা বেদ ইত্থমন্যস্তূপায়শূন্যো ন বেদেতি কাক্বার্থঃ॥ ৮ ॥

পরমাত্মার বৈশেষ্য প্রযুক্ত জীবের সহিত সমান ভোগ হইতে পারে না। দেহসম্বন্ধ থাকিলেই যে ভোগ করিতে হইবে, তাহা নহে; ভোগের প্রতি কারণ কর্ম্ম-পারবশ্য। জীব কর্ম্মের অধীন; পরমাত্মা স্বাধীন। শ্রুতিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, জীবই কর্ম্মফল ভোগ করেন, পরমাত্মা ভোগ না করিয়াও সাক্ষিস্বরূপে তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, কর্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, এবং কর্ম্মফলেও আমার আসক্তি নাই। কঠবল্লীতেও উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় জাতি যাঁহার অন্ন স্বরূপ, সর্ব্বমারক মৃত্যু যাঁহার ভোজনোপযোগি ঘৃতাদি স্বরূপ, সেই পরমাত্মাকে শাস্ত্রোপদিষ্টপথাবলম্বী ব্যক্তিই জানিতে পারেন, অন্য ব্যক্তি জানিতে পারেন না॥ ৮ ॥

অত্র কশ্চিদোদনোপসেচনশব্দসূচিতোঽত্তা প্রতীয়তে। স কিমগ্নিরুত জীবঃ পরো বেতি ভবতি সংশয়ঃ। বিশেষানিশ্চয়াৎ ত্রয়াণাং প্রশ্নোত্তরসত্ত্বাচ্চ কিং তাবৎ প্রাপ্তং অগ্নিরত্তেতি অগ্নিরন্নাদ ইতি শ্রুতেঃ প্রসিদ্ধেশ্চ। জীবো বা ভবেৎ অদনস্য কর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ কর্ম্মণো জীবস্য তৎ সম্ভবতি ন তু কর্ম্মশূন্যস্য। এবমভিপ্রেত্য শ্রুতিরপি তয়োরদনানদনে দর্শয়তি তয়োরন্যঃ পিপ্পলমিত্যাদিনা। তস্মাৎ জীবোঽয়মিতি প্রাপ্তৌ।

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ॥ ৯॥

পর এবাত্তা কুতঃ চরাচরেত্যাদেঃ। ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিতং কৃৎস্নং জগৎ মৃত্যুপসিক্তমন্নাদ্যত্বেন গৃহীতং ন হি তাদৃশস্য তস্য অত্তা পরস্মাদন্যঃ সম্ভবেৎ। উপসেচনং খলু স্বয়মদ্য-

---

অত্র কশ্চিদিতি। অত্তা ভক্ষকঃ।

এস্থলে এই সংশয় হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত অন্ন ও ভোজনোপযোগী শব্দ দ্বারা অগ্নি, জীব, অথবা পরমাত্মাকে বোধ করাইতেছে? শ্রুতি ও প্রসিদ্ধি থাকাতে অগ্নিকে বোধ করুক। অথবা, কর্ম্মই ভোগের হেতু, অতএব কর্ম্মী জীবকে বোধ করুক, কর্ম্মরহিত পরমাত্মাকে বোধ না করুক, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতিও জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভোগ ও ভোগরাহিত্য প্রদর্শন করিতেছেন, 'জীবই কর্ম্মফল ভোগ করেন, পরমাত্মা কেবল সাক্ষিস্বরূপ।' অতএব এস্থলে জীবকেই বোধ করাইতে পারে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন,—

উক্ত শ্রুতিতে যে সকল ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা জীবের ভক্ষ্য হইতে পারে না; সুতরাং তাদৃশ কালাদি বস্তুর ভোক্তা জগৎসংহারক

মানং সদিতরাদনে নিমিত্তং। মৃত্যুপসিক্তনিখিলজগদত্তৃত্বং নাম সংহর্ত্তৃত্বমেব। তচ্চ পরমাত্মৈকান্তমেব প্রসিদ্ধং। ন চানশ্নন্নিতি শ্রুত্যা তস্য প্রতিষেধঃ স্বাভাবিকত্বাৎ কিন্তু কর্ম্ম-ফলাদনস্যৈবেতি সুষ্ঠূক্তং পরোঽত্তেতি ॥ ৯ ॥

প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানিত্যাদিভির্হি পর এব প্রকৃতঃ অত্তাসি লোকস্য চরাচরস্য ইতি স্মৃতেরপি চেন সমু-চ্চীয়তে ॥ ১০ ॥

তত্রৈব। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে

সদিতরেতি। উপসেচনেতরস্যান্নাদেরদনে গলাধঃকরণে নিমিত্তং হেতু-রিত্যর্থঃ। পরমাত্মৈকান্তং তন্মাত্রবর্ত্তি। তস্য নিখিলজগৎসংহর্ত্তৃত্বরূপস্যাদনস্য ॥৯॥

অণোরিত্যাদি সুগমং ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বং ব্রহ্মক্ষত্রপদস্য মৃত্যুপদসান্নিধ্যাৎ যথা প্রপঞ্চপরত্বং তথেহাপি ছন্দস্য সন্নিহিতগুহাপ্রবেশাদিনা বুদ্ধিপ্রাণপরত্বমস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ। তত্রৈবেতি।

পরমাত্মাকেই জানিতে হইবে। উক্ত স্থলে ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর থাকায় ব্রহ্মই উহার প্রতিপাদ্য বুঝিতে হয়। তবে শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের ভোগ নিষেধ করিয়াছেন, তাহা কর্ম্মফলভোগেরই নিষেধ জানিতে হইবে; উহা জগৎসংহারাদি স্বাভাবিক কর্ম্মের নিষেধসূচক নহে। 'পরমাত্মা যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা,' ইত্যাদি স্থলেও তাঁহার ভোগে স্বাতন্ত্র্যই জানিতে হইবে ॥ ৯ ॥

'তিনি অণু হইতেও অণু' ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং 'তুমি চরাচরের সংহার কর্ত্তা,' ইত্যাদি স্মৃতিতে প্রকরণ বলে ব্রহ্মকেই বোধ করাইতেছে ॥ ১০ ॥

চ ত্রিনাচিকেতা ইতি শ্রুতং। তত্র কর্ম্মফলভোক্তৃজীবস্য সদ্বিতীয়ত্বমভিধীয়তে। দ্বিতীয়শ্চ বুদ্ধিঃ প্রাণো বা পরমাত্মা বেতি বিচিকিৎসায়াং বুদ্ধ্যাদের্জীবোপকরণত্বাদৃতপানরূপঃ কর্ম্মফলভোগঃ কথঞ্চিৎ সম্ভবতি ন তু পরমাত্মনঃ তস্য তন্নিষেধাৎ। তস্মাদসৌ বুদ্ধিঃ প্রাণো বেতি প্রাপ্তৌ।

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ॥ ১১॥

পূর্ব্বপক্ষে বুদ্ধিপ্রাণভিন্নজীবজ্ঞানং ফলং। সিদ্ধান্তে তু জীবভিন্নপরমাত্মজ্ঞানমিতি বোধ্যং। ঋতমিত্যস্যার্থঃ। ঋতমাবশ্যকং কর্ম্মফলং পিবন্তৌ ভুঞ্জানৌ জীবেশৌ ছত্রিণো গচ্ছন্তীতিবৎ একস্য জীবস্য পানকর্ত্তৃত্বেন ঈশস্যাপি তত্ত্বেন ব্যপদেশঃ। সুকৃতস্য পুণ্যস্য কার্য্যে দেহরূপে লোকে স্থিতৌ। পরার্দ্ধ্যে পরস্যেশস্যার্দ্ধং স্থানমর্হতীতি তথা হৃদীত্যর্থঃ। কীদৃশে পরমে শ্রেষ্ঠে। যা গুহা নভোলক্ষণা তাং প্রবিষ্টৌ ছায়াতপৌ তদ্বদ্বিরুদ্ধধর্ম্মাণৌ তৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি। পঞ্চাগ্নয়ঃ কর্ম্মিণশ্চ ত্রিনাচিকেতাশ্চ বদন্তীত্যর্থঃ। ত্রিনাচিকেতুরগ্নিশ্চিতো যৈস্তেঽপীত্যর্থঃ। কথঞ্চিদিতি। উপচারাদিতিভাবঃ। অসৌ দ্বিতীয়ঃ।

পূর্ব্বপক্ষে, প্রাণাদি হইতে ভিন্ন রূপে জীবজ্ঞান ফলস্বরূপ; এবং উত্তরপক্ষে, জীব হইতে ভিন্ন রূপে পরমাত্মজ্ঞান ফলস্বরূপ, জানিতে হইবে।

'সুকৃতোপার্জ্জিত দেহরূপ লোকে হৃদয়গুহাতে অবস্থিত দুইজনে অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ভোগ করেন। তাঁহারা ছায়া ও তেজের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী; ইহা জ্ঞানিগণ, কর্ম্মিগণ ও ত্রিনাচিকেতগণ (অর্থাৎ নাচিকেতবাক্যাধ্যায়ী, তদর্থজ্ঞানসম্পন্ন ও তদনুষ্ঠাতা ব্যক্তিগণ) বলিয়া থাকেন, এইরূপ শ্রুতিতে উক্ত হয়। ঐ শ্রুতিতে কর্ম্মফলভোক্তা জীবের সহিত অবস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি বুদ্ধি, প্রাণ বা পরমাত্মা? ঈদৃশ সংশয় উপস্থিত হইলে, বুদ্ধি বা প্রাণেরই জীবোপকরণত্ব প্রযুক্ত কর্ম্মফল ভোগ কথঞ্চিৎ সম্ভব

গুহাং গতাবাত্মানাবেব জীবেশরূপৌ ন তু বুদ্ধিজীবৌ প্রাণজীবৌ বা কুতঃ তদ্দর্শনাৎ। যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতি-র্দেবতাময়ী গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতিভির্ব্যজায়তেতি তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহা-তীতি চ ক্রমেণ তয়োর্গুহাপ্রবেশবীক্ষণাৎ। হি শব্দেন

যা প্রাণেনেতি। প্রাণেন সম্ভবতীতি ভূতিভির্ব্যজায়তেতি চোক্তের্জীবো-ঽয়ং প্রতীয়তে। তং দুর্দ্দর্শমিতি। দেবং দ্যোতমানং যং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ সংসারধর্ম্মৌ জহাতীত্যুক্তেরীশ্বরোঽয়ং প্রতীয়ত ইত্যাশয়ঃ। তত্র দুর্দ্দর্শং দুর্জ্ঞানং অতএব গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুপ্ততয়া স্থিতং। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত ইত্যুক্তেঃ। কেত্যাহ। গুহেতি। হৃৎপুণ্ডরীকস্থমিত্যর্থঃ। গহ্বরেষ্ঠং গহ্বরে অনেকবিধার্থসঙ্কটে দেহে স্থিতং। পুরাণং চিরন্তনং। অধ্যা-ত্মেতি। ধ্যানলাভেনেত্যর্থঃ॥ ১১॥

বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু পরমাত্মার ফলভোগনিষেধ শ্রবণ হেতু তাহা সম্ভব হয় না। সুতরাং ঐ দ্বিতীয় ফলভোক্তা হয় প্রাণ, না হয় বুদ্ধি হইবে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন,—

হৃদয়গুহাস্থিত ব্যক্তিদ্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা; জীবাত্মা ও বুদ্ধি বা জীবাত্মা ও প্রাণ নহে। কারণ, পর পর শ্রুতিতে গুহাপ্রবেশ জীবাত্মা ও পরমাত্মারই উক্ত হইয়া থাকে। যথা, 'যিনি প্রাণের সহিত উৎপন্ন হয়েন, তিনিই দেবতা-ময়ী অদিতি এবং তিনিই ঐশ্বর্য্য সহকারে হৃদয়গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অব-স্থান করেন।' 'ধীর ব্যক্তি, হৃদয়গুহামধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত দুর্দ্দর্শ স্বপ্রকাশ-স্বরূপ পুরুষকে অধ্যাত্মযোগে ধ্যান করিয়া সংসারধর্ম্মভূত সুখ ও দুঃখ হইতে মুক্ত হয়েন।' উক্ত শ্রুতিদ্বয়ে হৃদয়গুহামধ্যে অবস্থিতি, যথাক্রমে জীবাত্মা ও

পুরাণপ্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। পিবন্তাবিতি ছত্রিন্যায়েন প্রযোজ্য-প্রযোজকভাবেন বা দ্বয়োঃ পানে কর্তৃত্বং। ছায়াতপাবিতি চ জ্ঞানতারতম্যেন সংসারিত্বাসংসারিত্বেন বা সঙ্গমনীয়ং ॥১১॥

বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥

অস্যাং প্রক্রিয়ায়াং জীবেশাবেব মন্তৃত্বমন্তব্যত্বাদিভাবেন বিশেষিতৌ বিজ্ঞায়েতে। তং দুর্দ্দর্শমিতি পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে মন্তৃত্বমন্তব্যত্বাভ্যামেতাবেব বিশেষিতৌ। ইহাপি বাক্যে ছায়াতপাবিত্যজ্ঞত্ববিজ্ঞত্বাভ্যাং বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহ-

---

বিজ্ঞানেতি। বিজ্ঞানং বুদ্ধিঃ ॥ ১২ ॥

পরমাত্মারই উক্ত হইয়াছে। সূত্রোক্ত হি শব্দ দ্বারা পুরাণপ্রসিদ্ধি সূচিত হইয়াছে। পিবন্তৌ অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন; এই শব্দ দ্বারা ছত্রিসমূহ গমন করিতেছেন বলিলে যেরূপ ছত্রেরও গমন সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ জীবাত্মার কর্ম্মফল ভোগে পরমাত্মারও কর্ম্মফলভোগ, এইরূপ অর্থ, অথবা, জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগে প্রযোজ্য কর্ত্তা এবং পরমাত্মা প্রযোজক কর্ত্তা, এইরূপ অর্থ বোধ করাইতেছে, অর্থাৎ উভয়েরই কর্ম্মফল ভোগ প্রকাশ করিতেছে। জীবাত্মা সংসার-বাসনাবদ্ধ বলিয়া ছায়ারূপে এবং পরমাত্মা সংসারমুক্ত বলিয়া তেজঃস্বরূপে উক্ত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

এই প্রক্রিয়াতে জীব ও ঈশ্বর যথাক্রমে মননকর্ত্তা ও মন্তব্য বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন। এবং 'সেই দুর্দ্দর্শ' ইত্যাদি পূর্ব্বগ্রন্থেও তাঁহারা ঐ রূপেই বিশেষিত হইয়াছেন। এই স্থলেও অজ্ঞত্ব-বিজ্ঞত্ব-বোধক ছায়া ও আতপ শব্দ দ্বারা, এবং পরে, যিনি বিজ্ঞানসারথি এবং মনরূপ প্রগ্রহবিশিষ্ট, তিনি সংসারপথ

যাম্নরঃ সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি প্রাপ্তৃত্বপ্রাপ্যত্বাভ্যাং পরত্র চ ॥ ১২ ॥

ছান্দোগ্যে য এষোহন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে স এষ আত্মেতি হোবাচ। এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম তদ্ যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি এতং সম্পদ্বাম ইত্যাচক্ষতে এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযান্তি

পূর্ব্বত্র পিবন্তাবিতি প্রাথমিকদ্বিবচনান্তত্বেন সমানজীবেশ্বরদৃষ্ট্যনুসারাচ্চরমশ্রুতা গুহাপ্রবেশাদয়ো নীতাস্তথাত্র দৃশ্যত ইতিপ্রাথমিকপ্রত্যক্ষত্বোক্ত্যাক্ষিপ্রতিবিম্বপ্রতীত্যনুরোধাচ্চরমশ্রুতা অমৃতত্বাদয়ঃ কথঞ্চিৎ স্তুত্যর্থত্বেন নেয়া ইতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ। ছান্দোগ্য ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষে প্রতীকস্যোপাসনং ফলং সিদ্ধান্তে তু ঈশ্বরস্য ইতি বোধ্যং। তত্রোপকোশলবিদ্যাস্তি য এষোহন্তরক্ষিণীত্যাদি। অস্যার্থঃ। অক্ষিণি যঃ পুরুষো দৃশ্যতে শাস্ত্রতঃ প্রতীয়তে স এষ আত্মা হরিরিত্যাচার্য্য উপকোশলং প্রত্যুবাচ। অন্তরিতি অক্ষিমধ্যস্থ ইত্যর্থঃ। প্রতিবিম্বং ব্যাবর্ত্তয়িতুং আহ এতদিতি। অক্ষিরূপস্য স্থানস্য ব্রহ্মসারূপ্যমাহ তদিতি। অস্মিন্নক্ষিণি। বর্ত্মনী পক্ষ্মস্থানে ইতি দ্বিতীয়াদ্বিবচনান্তত্বং তয়োর্নির্লেপত্বাৎ সারূপ্যং ব্রহ্মণঃ। বিভূতিমাহ এতমিতি। তস্য নিরুক্তিরেতং হীতি। সর্ব্বাণি বামানি মনোজ্ঞানি বস্তূনি এতমক্ষিস্থং পুরুষং অভিসংযান্ত্যাভি-

---

অতিক্রম পূর্ব্বক সেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন, ইত্যাদি স্থলেও প্রাপ্তৃত্ব ও প্রাপ্যত্ব প্রদর্শন করিয়া উহাদিগকেই বোধ করাইতেছেন ॥ ১২ ॥

ছান্দোগ্যে, 'এই অক্ষিমধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, তিনিই আত্মা; তিনি অমৃত, তিনি অভয়প্রদ, এবং তিনিই ব্রহ্ম, অতএব যদি তদুদ্দেশে হবি বা জল প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তত্তৎপ্রদাতা গন্তব্য পথ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করেন,' ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। ঐ অক্ষিস্থ পুরুষ সর্ব্বসম্পন্নিষেবিত

ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিময়ং পুরুষঃ প্রতিবিম্বঃ কিম্বা দেবতাত্মা আহোস্বিৎ জীব উতাহো পরমাত্মেতি। আদ্যঃ স্যাৎ অক্ষ্যাধারত্বদৃশ্যত্বয়োস্তত্র সত্বাৎ। দ্বিতীয়ো বা রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বৃহদারণ্যকাৎ। কিংবা তৃতীয়ঃ স্যাৎ স হি চক্ষুষা রূপং পশ্যংস্তত্র সন্নিহিতো ভবতি। তস্মাদেষামন্যতমোঽয়মিত্যস্যাং প্রাপ্তৌ।

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

অক্ষ্যন্তরঃ পরমাত্মৈব। কুতঃ উপপত্তেঃ। আত্মত্বামৃতত্ব-ব্রহ্মত্বনির্লেপত্বসম্পদ্বামত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং তত্রৈব সিদ্ধেঃ॥১৩॥

মুখ্যেন সামন্ত্যেনাপ্নুবন্তি সর্ব্বসম্পন্নিষেবিতোঽসাবিত্যর্থঃ। আদ্য ইতি। পুরুষশ্ছায়ারূপঃ প্রতিবিম্বঃ স্যাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ো বেতি। চক্ষুরধিষ্ঠাতা সূর্য্যো দ্বিতীয় উচ্যতে। এষ সূর্য্যঃ। অস্মিংশ্চক্ষুষি। কিংবেতি। তৃতীয়ো জীবঃ। আদিপদাৎ বামনীত্বাদীনাং গ্রহণং। তথাহি বাক্যশেষঃ। এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি। এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু

ইত্যাদিও শ্রুত হইয়া থাকে। এস্থলে সংশয় এই যে, ঐ পুরুষ প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ছায়ারূপ বা দেবতা স্বরূপ কিম্বা জীবাত্মা অথবা পরমাত্মা? তিনি অক্ষিরূপ আধারে স্থিত ও দর্শনযোগ্য বলিয়া প্রথমও হইতে পারেন। তিনি রশ্মি দ্বারা এই চক্ষুতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতি অনুসারে দ্বিতীয় অর্থাৎ সূর্য্যদেবতাও হইতে পারেন। তিনি চক্ষু দ্বারা বস্তুর রূপ দর্শন করেন, ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে তৃতীয়ও হইতে পারেন, এই প্রকার আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ পরমাত্মাই, ছায়াদি নহেন। কারণ, আত্মত্ব, অমৃতত্ব, ব্রহ্মত্ব, নির্লেপত্ব ও সর্ব্বসম্পন্নিষেবিতত্ব ধর্ম্ম তাঁহারই সম্ভব হইতেছে॥ ১৩॥

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্নিত্যাদিনা চক্ষুষি স্থিতিনিয়মনাদিকং পরমাত্মন এবোক্তং বৃহদারণ্যকে ॥ ১৪ ॥

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১৫ ॥

প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেত্যপরিচ্ছিন্নসুখবিশিষ্টং যদ্ব্রহ্ম প্রক্রান্তং তস্যৈব পুনরত্রাপ্যক্ষিস্থবাক্যে নিগদাচ্চ প্রকৃতগ্রহণং হি ন্যায্যং। আন্তরালিক্যগ্নিবিদ্যা তু ব্রহ্ম-

---

লোকেষু হি ভাতীতি। নয়তি স্বোপাসকান্ প্রাপয়তীতি নিখিলাভীষ্টদাতৃত্বং। ভাতীতি নিখিলপ্রকাশকত্বং চোক্তং।

অক্ষ্যন্তর ইত্যাদি স্পষ্টং ॥ ১৩ ॥

য ইত্যাদি সুগমম্ ॥ ১৪ ॥

সুখেতি। আচার্য্যাজ্ঞয়া তদ্গৃহে চিরস্থিতগার্হপত্যাদীনগ্নীন্ পরিচরন্তমুপকোশলং প্রতি প্রসন্নাস্তেঽগ্নয়ঃ প্রোচুঃ প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি। অত্র কংশব্দো বৈষয়িকে সুখে রূঢ়ঃ খংশব্দস্তু ভূতাকাশ ইতি মিথো ভেদপ্রাপ্তেঃ পুনরাহ যদ্বাব কং তদেব খং তদেব কমিতি। ইত্থঞ্চ মিথো বৈশিষ্ট্যপ্রতিপাদনেন যৎ সুখবিশিষ্টং ব্রহ্ম প্রক্রান্তং তস্য পুনরস্মিন্নক্ষিস্থবাক্যেঽভিধানাচ্চ স পরমাত্মেত্যর্থঃ। আন্তরালিকী মধ্যস্থা। ব্রহ্মেতি হৃচ্ছোধকতয়েত্যর্থঃ। কাষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানস্তু পরমা গতিঃ কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে

বিশেষত 'যিনি চক্ষুমধ্যেই অবস্থিত,' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতি কেবল পরমাত্মারই চক্ষুমধ্যে অবস্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

অধিকন্তু প্রাণরূপ ব্রহ্মই বৈষয়িক সুখস্বরূপ, আকাশরূপ ব্রহ্মবস্তুই অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ, ইত্যাদি শ্রুতিতে অপরিচ্ছিন্ন সুখবিশিষ্ট যে ব্রহ্ম প্রক্রান্ত হইয়াছেন, তিনিই আবার এই অক্ষিস্থ বাক্যে উক্ত হইয়াছেন, সুতরাং অক্ষিস্থ পুরুষ পরমাত্মাই। মধ্যবর্ত্তী অগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গভূত। এই স্থলে

বিদ্যাঙ্গং ভবেৎ। ইহ বিশিষ্ট্যোক্ত্যা জ্ঞানাদিশব্দানাং ধর্ম্মিপরত্বঞ্চ ব্যাখ্যাতং ॥ ১৫ ॥

শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥

উপনিষদং শ্রুতবতোঽধিগতরহস্যস্য শ্রুত্যন্তরে যা দেবযানাখ্যগতিরুক্তা সৈবেহাক্ষিপুরুষবিদ উপকোশলস্যোচ্যতে অর্চ্চিষমভিসংভবতীত্যাদিনা। তস্মাচ্চ তথা ॥ ১৬ ॥

ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্তত ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। ইহ বিশিষ্টেতি। শ্রুতৌ যন্মিথো বৈশিষ্ট্যমুক্তমস্তি ইহ সূত্রে স্ফুটং তস্যোক্ত্যা সত্যং জ্ঞানমনন্তমিত্যাদ্যুক্তানাং জ্ঞানাদিশব্দানাঞ্চ ধর্ম্মিপরত্বমুক্তং। নতু জড়ব্যাবৃত্তং জ্ঞানং পরিচ্ছিন্নব্যাবৃত্তমনন্তমিতিবল্লক্ষণং বিধেয়মিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রুতোপনিষৎকেতি। শ্রুত্যন্তরে অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্ত এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমেতদভয়মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে ইত্যস্মিন্ যা দেবযানাখ্যা গতিরুক্তেত্যর্থঃ। অস্যার্থঃ। অথ দেহপাতানন্তরং ব্রহ্মচর্য্যাদিতপসা হেতুনাত্মানমীশ্বরমনুসন্ধায় তদ্ধ্যানরূপয়া বিদ্যয়োত্তরমার্গমর্চ্চিরাদিকং প্রাপ্য, তেনাদিত্যাদিদ্বারা তমীশ্বরং প্রাপ্নোতি। তস্য বিশেষণানি এতদ্বৈ প্রাণানামিত্যাদীনি সৈব গতিরিহোপকোশলস্য অক্ষিপুরুষবিদঃ কথ্যতে। অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসংভবতীত্যাদিনা এতেন প্রতিপদ্যমানা

বিশেষ উক্তি প্রযুক্ত জ্ঞানশব্দে জড়ের ব্যাবৃত্তি এবং অনন্ত শব্দে পরিচ্ছেদের ব্যাবৃত্তি, ইত্যাদি ধর্ম্মপরত্বরূপে না বুঝাইয়া তত্তৎ শব্দ ধর্ম্মিপর রূপেই ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত ॥ ১৫ ॥

উপনিষদ শ্রবণে অধিগতরহস্য ব্যক্তি সম্বন্ধে শ্রুত্যন্তরে যে দেবযানগতি উক্ত হইয়াছে, এই স্থলে অক্ষিস্থ-পুরুষ-বেত্তারও সেইরূপ গতি উক্ত হইয়াছে, উপকোশলকে এইরূপ উপদেশ করা হইতেছে। অতএব অক্ষিস্থ পুরুষ পরমাত্মাই। তৎপদে প্রতিবিম্বাদিত্রয়ের গ্রহণ সম্ভব হয় না ॥ ১৬ ॥

প্রতিবিম্বাদীনাং ত্রয়াণাং গ্রহণং ত্বিহ ন সম্ভবতীত্যাহ।

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৭ ॥

তেষাং চক্ষুষি নিয়মেন স্থিতেরভাবাদমৃতত্বাদের্নিরুপাধিকস্য তেষ্বসম্ভবাচ্চ নেতরস্তেষামন্যতমঃ কোঽপ্যক্ষিস্থঃ কিন্তু পরমাত্মৈব স ইতি ॥ ১৭ ॥

বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত ইতি। অত্র পৃথি-

---

ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্ত ইত্যন্তেন। অস্যার্থঃ। অস্মিন্নুপাসকগণে মৃতে সতি যদি পুত্রাদয়ঃ শব্যং শবসম্বন্ধিসংস্কারাদিকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যদি বা ন কুর্ব্বন্তি উভয়থাপ্যক্ষতোপাস্তিকফলাস্তে উপাসকা অর্চ্চিরাদিদেবান্ প্রাপ্নুবন্তি। তে চামানবপুরুষান্তাংস্তান্ ব্রহ্ম গময়ন্তীতি বিশেষস্ত্বর্চ্চিরাদিনা বক্ষ্যতে। বহুবচনেন মোক্ষে জীববহুত্বং সিদ্ধং ॥ ১৬ ॥

ত্রয়াণামিতি। প্রতিবিম্বস্য তাবৎ পুরুষান্তরসন্নিধায়ত্তত্বাৎ চক্ষুষি নিয়মেনাবস্থিতির্ন সংভবেৎ। সূর্য্যস্য চ রশ্মিদ্বারেণ চক্ষুষি স্থিতিবচনাৎ দেশান্তরস্থস্যাপি তস্য করণপ্রবর্ত্তকত্বোপপত্তের্ন তত্রাবস্থানং। জীবস্য চ নিখিলকরণানুকূল্যায় নিখিলতদাশ্রয়ভূতে স্থানবিশেষে হৃদ্যবস্থিতিরিতি ন তত্র তদিতি ত্রয়াণাং তদসম্ভবঃ ॥ ১৭ ॥

প্রতিবিম্বাদিত্রয়ের অক্ষিমধ্যে নিয়ত অবস্থানের অভাব হেতু এবং অমৃতত্বাদি ধর্ম্মের অসম্ভাবনা হেতু অক্ষিস্থ পুরুষ প্রতিবিম্বাদি হইতে পারেন না, কিন্তু পরমাত্মাই ॥ ১৭ ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলিয়াছেন, 'যিনি পৃথিবীস্থ হইয়াও তদ্ভিন্ন, যাঁহাকে পৃথিবীও জানেন না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীরও নিয়ামক, তিনিই অন্তর্যামী আত্মা, তিনিই অমৃত' ইত্যাদি।

ব্যাদ্যন্তঃস্থো যময়িতা প্রতীতঃ স কিং প্রধানং জীবঃ পরো বেতি সংশয়ে প্রধানমিতি তাবৎ প্রাপ্তং তদন্তঃস্থত্বাদেস্তত্র সম্ভবাৎ। কারণং হি কার্য্যেঽনুসৃ্যতং তস্য নিয়ন্তৃ চ ভবতি। প্রীতিপ্রদত্বাদাত্মত্বং তত্রোপচরিতং ব্যাপ্তিযোগাদ্বা নিত্যত্বাদমৃতঞ্চ তদিতি। জীবো বা কশ্চিদ্ যোগী স স্যাৎ সর্ব্বান্তঃপ্রবেশনান্তর্দ্ধানশক্তিভ্যাং নিয়ন্তৃত্বাদৃষ্টত্বাদেস্তত্র

পূর্ব্বত্র সূত্রান্তরে যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্নিত্যন্তর্য্যামিব্রাহ্মণস্থবাক্যমন্তর্য্যামিনঃ পরমাত্মত্বং সিদ্ধবৎ কৃত্বোক্তং তদাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। যঃ পৃথিব্যামিত্যাদি। প্রধানযোগিজীবান্যতরোপাস্তিঃ পূর্ব্বপক্ষে ফলং সিদ্ধান্তে তু পরমাত্মোপাস্তিঃ। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নন্তর্য্যামীত্যুক্তে স্থাবরাদিঃ স ইতি শঙ্কা স্যাৎ তদ্বারণায় পৃথিব্যা অন্তর ইতি। পৃথিবীদেবতাং বারয়িতুং যং পৃথিবী ন বেদেতি। তস্যা নিয়ামকোঽসাবিত্যাহ যস্য পৃথিবীত্যাদি। এষ আত্মা বিভুবিজ্ঞানানন্দঃ শ্রীহরিরন্তর্য্যাম্যমৃতো নিত্যঃ স ইত্যর্থঃ। এবং যঃ পৃথিব্যামিত্যাদ্যধিদেবতানন্তরং যঃ সর্ব্বেষু লোকেম্বিত্যধিলোকং যঃ সর্ব্বেষু বেদেম্বিত্যধিবেদং যঃ সর্ব্বেষু যজ্ঞেম্বিত্যধিযজ্ঞং যঃ সর্ব্বেষু ভূতেম্বিত্যধিভূতং যঃ প্রাণেম্বিত্যাদি য আত্মনীত্যন্তমধ্যাত্মঞ্চ কশ্চিদন্তঃস্থো যময়িতা শ্রূয়তে স তত্র তত্র স্থিতঃ প্রধানং যোগিজীবো হরির্বেতি সংশয়ে প্রধানপক্ষং ব্যুৎপাদয়তি তদন্তঃস্থত্বাদেরিতি। যোগিজীবপক্ষং ব্যুৎপাদয়তি জীবো বেতি। সর্ব্বান্তঃ-

---

এই স্থলে পৃথিব্যাদির অন্তরস্থ ও তাহাদের নিয়ামক, এইরূপ প্রতীতি হেতু তিনি প্রধান বা জীব, এই প্রকার সংশয় হইতেছে। প্রথমত কারণের কার্য্যে অনুস্যূতি বশত প্রধানের পৃথিব্যাদির অন্তরস্থ হওয়ার সম্ভাবনা দৃষ্টে এবং তাহার নিয়ামকত্ব দৃষ্টে প্রধানই বলা যাইতে পারে। প্রীতিপ্রদত্ব বা ব্যাপ্তিযোগ হেতু প্রধানের আত্মত্ব এবং নিত্যত্ব হেতু অমৃতত্ব ঔপচারিক হইতেছে। সর্ব্বান্তঃপ্রবেশ শক্তি ও অন্তর্ধান শক্তি হেতু যোগী পুরুষেরও তল্লক্ষণ

যোগাৎ আত্মত্বামৃতত্বে চ তস্য মুখ্যে তস্মাৎ প্রধানজীবয়ো-রেকতরঃ স ইতি প্রাপ্তে।

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১৮ ॥

যোহয়মধিদৈবাদিষু বাক্যেষু অন্তর্য্যামী শ্রুতঃ স পরেশ এব। কুতঃ তদিতি। পৃথিব্যাদিসর্ব্বান্তঃস্থত্বতদবেদ্যত্বতন্নিয়ন্তৃত্ববিভুবিজ্ঞানানন্দত্বামৃতত্বাদীনাং তদ্ধর্ম্মাণামিহোক্তেঃ ॥১৮॥

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১৯ ॥

উক্তহেতুভ্যঃ স্মার্ত্তং প্রধানং অন্তর্য্যামীতি ন বাচ্যং। কুতঃ অতদিতি। অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতো শ্রোতা অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যতোঽস্তি

প্রবেশনং যোগধর্ম্মবলেন বোধ্যং। যদুক্তং নারদং প্রতি ত্বং পর্য্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকীমন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষীতি। তস্যেতি যোগিজীবস্য।

এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমাহ অন্তর্যামীতি। বিভুবিজ্ঞানানন্দত্বাদিনাত্মশব্দার্থো বোধ্যঃ। তদ্ধর্ম্মাণামিতি। ন চৈতে অন্যত্র মুখ্যতয়া সংভবেয়ুরিত্যাশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

দর্শনে জীবও বলা যাইতে পারে। আত্মত্ব ও অমৃতত্ব জীবের মুখ্যই আছে। সুতরাং ঐ স্থলে প্রধান বা জীবের একতর বুঝাইতেছে, এইরূপই বলা হউক, এই প্রকার আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

সর্ব্বান্তঃস্থত্ব, তদবেদ্যত্ব, তন্নিয়ন্তৃত্ব, বিভুবিজ্ঞানানন্দত্ব ও অমৃতত্বাদি ধর্ম্মের অভিধান হেতু অধিদৈবাদি বাক্যে যে পরমাত্মা অন্তর্য্যামিরূপে উক্ত হইয়াছেন, তিনিই এই স্থলে পৃথিব্যাদির অন্তর্য্যামী উক্ত হইয়াছেন, জানিতে হইবে ॥১৮॥

কারণ, যিনি অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা, অমত হইয়াও মননকর্ত্তা, অবিজ্ঞাত হইয়াও বিজ্ঞাতা, যিনি ভিন্ন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা,

শ্রোতা নান্যতোঽস্তি মন্তা নান্যতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইতোঽন্যৎ স্মার্ত্তমিতি বাক্যশেষশ্রুতানাং দ্রষ্টৃত্বাদীনাং তস্মিন্নসম্ভবাৎ॥ ১৯॥

শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে॥ ২০॥

নেত্যনুবর্ত্ততে। উক্তহেতুভ্যঃ শারীরো যোগিজীবোঽন্তর্য্যামীতি ন বাচ্যং। কুতঃ হি যস্মাৎ উভয়ে কাণ্বমাধ্যন্দিনাশ্চৈনমন্তর্য্যামিতো ভেদেনাধীয়ন্তে। যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তীতি যঃ আত্মানমন্তরো যময়তীতি চ নিয়ম্যনিয়ন্তৃত্বভাবেন ভেদং তয়োঃ পঠন্তীত্যর্থঃ। তস্মাৎ স শ্রীহরিরেব।

ন চেতি। উক্তহেতূনাং দ্রষ্টৃত্বাদয়ঃ প্রতিপক্ষা ইতি তেষাং হেত্বাভাসতা বোধ্যা। নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টেতি। অদৃষ্টত্বে সতি দ্রষ্টা অতোঽন্তর্যামিতোঽন্যো নাস্তীত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ যোগিজীবোঽপি নিবারিতস্তস্য পরমাত্মমোঽপ্রস্তুতত্বাৎ॥১৯॥

শারীরশ্চেতি। উভাভ্যাং ভেদেন পাঠাদুক্তহেতবঃ সৎপ্রতিপক্ষা ইত্যর্থঃ। এবং যুক্ত্যা অন্তর্য্যামিনঃ পরমাত্মত্বং নির্ণীয় সুবালোপনিষৎকঠোক্ত্যা চেৎ

ও বিজ্ঞাতা নাই, তিনিই অন্তর্য্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা; স্মৃত্যুক্ত প্রধান ইহা হইতে ভিন্ন; ইত্যাদি শ্রুতিবিশেষশ্রুত দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্ম প্রধানের কখনই সম্ভব হয় না॥ ১৯॥

এবং পূর্ব্বোক্ত হেতু দ্বারাই যোগিজীবও ব্যাবৃত্ত হইয়াছেন। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সুস্পষ্ট রূপেই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত কারণেই যোগী পুরুষকেও অন্তর্যামী বলিতে পারা যায় না। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয়েই জীব ও অন্তর্যামীর ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ ভেদ নিয়ম্য-নিয়ন্তৃত্ব ভাবেই জানিতে হইবে। এই নিমিত্ত তিনি সেই হরিই।

সুবালোপনিষদি তু পৃথিব্যাদীনামব্যক্তাক্ষরামৃতান্তানাং শ্রী-নারায়ণোঽন্তর্য্যামীতি কঠৈঃ পঠিতং। অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়াং অজ একো নিত্যো যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী-মন্তরে সঞ্চরন্ যং পৃথিবী ন বেদেত্যাদিনা ব্রাহ্মণেন ॥ ২০ ॥

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্য-মগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্ব-

---

তস্য তত্ত্বং নির্ণেতুমাহ সুবালেতি। তত্র হ্যব্যক্তাক্ষরয়োঃ প্রধানজীবয়োরন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণ ইতি স্ফুটমুচ্যতে। তস্মাদন্তর্য্যামী শ্রীহরিরেবেতি ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বত্র প্রধানবিরোধিদ্রষ্টৃত্বাদিচেতনধর্ম্মবশাৎ প্রধানং নান্তর্য্যামীত্যুক্তং তর্হি তদ্বিরোধিধর্ম্মাশ্রবণাদিহাদৃশ্যত্বাদিগুণকং প্রধানং ভূতযোনিরস্ত্বিতি প্রত্যু-দাহরণসঙ্গত্যাহ। অথেত্যাদি। অস্যার্থঃ। পূর্ব্বং ঋগ্বেদাদিপরা বিদ্যা উপ-দিষ্টা। তদানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে সা পরা উৎকৃষ্টফলে-ত্যর্থঃ। বর্ণসমুদায়ং নিরস্যতি যত্তদিতি। অদ্রেশ্যমদৃশ্যং জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈরলভ্য-মিত্যর্থঃ। অগ্রাহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ। অগোত্রং বংশশূন্যং। অবর্ণং জাতিহীনং। অচক্ষুঃশ্রোত্রং চক্ষুঃশ্রোত্ররহিতং জ্ঞানেন্দ্রিয়োপলক্ষণমেতৎ। অপাণিপাদং পাণিপাদরহিতং কর্ম্মেন্দ্রিয়োপলক্ষণমেতৎ সংযোগসম্বন্ধেন করণপ্রতিষেধোঽয়ং। অতঃ স্মর্য্যতে। পাণিপাদাদ্যসংযুতমিতি। স্বরূপানুবন্ধিকরণবত্ত্বন্তস্তীতি বক্ষ্যতি।

সুবালোপনিষদে পৃথিব্যাদি অব্যক্তাক্ষরামৃতান্তের অন্তর্যামী নারায়ণ, এই প্রকার কাঠক পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা, 'অন্তঃশরীরে গুহানিহিত অজ এক নিত্য পুরুষ আছেন; পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তর্যামী, যাঁহাকে পৃথিবীও জানেন না,' ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

মুণ্ডকেও বলেন, 'পরা বিদ্যা দ্বারাই অক্ষর পুরুষকে অবগত হওয়া যায়। ঐ পুরুষ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর, বংশশূন্য, জাতিহীন, চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদিরহিত, পাণিপাদাদিবিবর্জ্জিত, সদৈকরস, প্রভু, ব্যাপক, দুর্জ্ঞেয়,

গতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা ইতি। উত্তরত্র দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোঽক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি চ। কিমত্র বাক্য-দ্বয়ে প্রকৃতিপুরুষৌ ক্রমেণ প্রতিপাদ্যৌ কিংবা পরমাত্মৈবেতি সন্দেহে দ্রষ্টৃত্বাদিচেতনধর্ম্মাশ্রবণাৎ যোনিশব্দস্যোপাদান-বাচিত্বাচ্চ প্রধানমেবাক্ষরং স্যাৎ পরতোঽক্ষরাৎ পরস্তু পুরুষো ভবেৎ সর্ব্ববিকারভূতাদক্ষরাৎ পরত্বস্য ক্ষেত্রজ্ঞেঽপি যুক্তেঃ। তস্মাৎ তাবেবাত্র বেদ্যাবিতিপ্রাপ্তে।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ২১ ॥

নিত্যং সদৈকরসং। বিভুং প্রভুং। সর্ব্বগতং ব্যাপকং। সুসূক্ষ্মং দুর্জ্ঞেয়ং। অব্যয়মবিনাশি। যদ্ যথোক্তং। অক্ষরং ভূতযোনিং ধীরা যয়া পরিপশ্যন্তি সা পরা বিদ্যেতি। উত্তরত্রেতি। দিব্যো দ্যোতমানঃ। অমূর্ত্তঃ সংযোগসম্বন্ধেন মূর্ত্তিরহিতঃ। পুরুষঃ পুরুষাকারঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরো বিভুঃ। অপ্রাণ ইত্যাদ্যুক্তার্থং। পরতঃ প্রকৃতেঃ পরাদক্ষরাজ্জীবাৎ পর ইতি। পরতোঽক্ষরাদিতি। পরতঃ মহতঃ পরাদক্ষরাৎ প্রধানাদিত্যর্থঃ। তদেব ব্যাচষ্টে সর্ব্বেতি।

অবিনাশী ও ভূতযোনি। ধীরব্যক্তিগণ, পূর্ব্বোক্ত পরা বিদ্যা দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন। পরেও কথিত হইয়াছে, তিনি দ্যোতমান, মূর্ত্তিসংযোগরহিত, পুরুষাকার, বিভু, অজ, অপ্রাণ, অমনা, শুভ্র, প্রকৃতি ও জীবের পর।

এক্ষণে সংশয় এই যে, উক্ত বাক্যদ্বয়ের প্রতিপাদ্য প্রকৃতি ও পুরুষ অথবা পরমাত্মা? দ্রষ্টৃত্বাদি চেতনধর্ম্মের অনুক্তিবশত ও যোনিশব্দের উপাদানবাচিত্ব প্রযুক্ত অক্ষরশব্দে প্রধানকেই বোধ করুক এবং অক্ষর-প্রকৃতি হইতেও ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ পর, এইরূপ অর্থে জীবকেও বোধ করুক। এই-রূপ সন্দেহের নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্মা পরমাত্মৈব উভয়ত্র বেদ্যঃ । কুতঃ ধর্ম্মোক্তেঃ । যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ । তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষ ইত্যাদিনা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতদ্ধর্ম্মকথনাৎ পরবিদ্যাবিষয়ত্বাচ্চ ॥ ২১ ॥

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥ ২২ ॥

ইতরৌ প্রকৃতিপুরুষৌ তাভ্যাং ন বোধ্যৌ । কুতঃ বিশেষণেতি । যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদিনা অক্ষরস্য বিশেষণাৎ । দিব্য ইত্যাদিনা স্মার্ত্তাৎ পুরুষাৎ ভেদোক্তেশ্চ । তস্মাদুভয়ত্রাপি সর্ব্বকারণভূতঃ পুরুষোত্তম এব বোধ্য ইতি ॥ ২২ ॥

অদৃশ্যত্বেতি । অদৃশ্যত্বাদয়ো গুণা যস্য স তথা । উভয়ত্র বাক্যদ্বয়ে । সর্ব্বজ্ঞঃ সামান্যেন সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবান্ । সর্ব্ববিদ্ বিশেষেণ তাদৃশঃ । তস্মাদিতি । তস্মাৎ তপঃশক্তিকাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ জ্ঞানতপস্কাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্ম ত্রিগুণাবস্থং প্রধানং জায়তে । তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তমেতি শ্রবণাৎ ॥ ২১ ॥

নন্বেতে বাক্যে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ প্রতিপাদকে কুতো ন স্যাতামিতি চেৎ তত্রাহ বিশেষণেতি । তাভ্যাং বাক্যাভ্যাং । উভয়ত্রাপি উভয়োরপি বাক্যয়োঃ ॥ ২২ ॥

'যিনি সামান্যত সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবান্, যিনি বিশেষত সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানবান্, যাঁহার তপস্যাই জ্ঞানময়, যাঁহা হইতে প্রধানেরও উৎপত্তি,' ইত্যাদি শ্রুতিতে চেতনধর্ম্মের উক্তি হেতু অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্মা পরমাত্মাই পরা বিদ্যার বিষয় ॥ ২১ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বয়ের বাচ্য নহেন । কারণ, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ,' ইত্যাদি অক্ষরের বিশেষণ এবং ' দিব্য,' ইত্যাদি পুরুষের ভেদ উক্ত হইয়াছে । অতএব উভয় বাক্যেই সর্ব্বকারণভূত পুরুষোত্তমই বোধ্য হইতেছেন ॥ ২২ ॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ২৩ ॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীত্যক্ষরস্য ভূতযোনে রূপনিরূপণাচ্চ তথা। ইদং খলু পরমাত্মনো রূপং ন তু প্রকৃতের্ন বা জীবস্য ॥ ২৩ ॥

নন্বেষ রূপোপন্যাসস্তস্যৈবেতি কুতো জ্ঞায়তে অত্রাহ।

প্রকরণাৎ ॥ ২৪ ॥

প্রকরণেতি স্পষ্টং ॥ ২৪ ॥

স্মৃতিরপ্যেতদ্বিষ্ণুপরং ব্যাচষ্টে। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ। পরয়া ত্বক্ষরপ্রাপ্তিঃ ঋগ্বেদাদিময়া পরা। যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ং। অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ

রূপোপেতি। রূপং বিশেষণং তচ্চ রুক্মবৎস্পৃহণীয়বর্ণত্বং জগৎকর্ত্তৃত্বং সার্ব্বেশ্বর্য্যঞ্চেত্যাদি। ন চেদং প্রকৃতৌ জীবে বা সংভবেৎ কিন্তু পরমাত্মন্যেব। তস্মাৎ স এবাদৃশ্যত্বাদিধর্ম্মেতি ॥ ২৩ ॥

প্রকরণেতি। সুগমং ॥ ২৪ ॥

'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং,' ইত্যাদি শ্রুতিতে অক্ষর ভূতযোনি পুরুষেরই রূপ নিরূপিত হইয়াছে। ঐ রূপ, পরমাত্মারই, প্রকৃতি বা পুরুষের নহে ॥ ২৩ ॥

এক্ষণে, ঐ রূপ যে পরমাত্মারই, ইহা যে প্রকারে অবগত হওয়া যায়, তাহাই বলিতেছেন,—

ঐ রূপ যে পরমাত্মারই, তাহা প্রকরণ হইতেই জানা যাইতেছে ॥ ২৪ ॥

স্মৃতিও ঐ সকল শ্রুতিকে বিষ্ণুপর রূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যথা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'বিদ্যা দ্বিবিধা, পরা ও অপরা। ঋগ্বেদাদিময় পরা বিদ্যা দ্বারা

পাণিপাদাদ্যসংযুতং। বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনি-মকারণং। ব্যাপ্যব্যাপ্যং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ। তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাং। শ্রুতি-বাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং। তদেব ভগ-বদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ। বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্য-স্যাক্ষরাত্মনঃ। এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ। জ্ঞায়তে যেন তজ্‌জ্ঞানং পরমন্যৎ ত্রয়ীময়মিতি।

ছান্দোগ্যে। কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি। আত্মান-মেবেমং বৈশ্বানরং সংপ্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীত্যুপক্রম্য

স্মৃতিরপীতি শ্রীবৈষ্ণবং বোধ্যং। আথর্ব্বণী শ্রুতির্মুণ্ডকং। ব্যাপি স্বেতরে-ষাং। অব্যাপ্যং স্বেতরৈঃ। ভগবৎ ষড়্‌ভগবিশিষ্টং। বাচ্যং ভগবচ্ছব্দেন ন তু তেন লক্ষ্যং। পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি চৈতন্যং ব্রহ্মণঃ স্বরূপমিতিবৎ। সতত্ত্বং যাথার্থ্যং। তজ্‌জ্ঞানং পরা বিদ্যেতি।

পূর্ব্বত্র বাক্যারম্ভে তাদৃশত্বাদিসাধারণধর্ম্মস্য বাক্যশেষস্থসার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যভিধানেন পরমাত্মবিষয়ত্বং দর্শিতং তথাপ্যত্রাপ্যারম্ভস্থসাধারণশব্দস্য বা বাক্যশেষস্থ-

---

অক্ষরপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, পাণিপাদাদিরহিত, বিভু, সর্ব্বগত, নিত্য, ভূতযোনি, অকারণ, স্বেতরের ব্যাপক ও স্বব্যাপ্য, সেই ব্রহ্মই মোক্ষপ্রার্থী জীবের ধ্যেয় পরম ধাম। শ্রুতি-বাক্যোক্ত সূক্ষ্ম সেই ব্রহ্মই বিষ্ণুর পরম পদ। ঐ অক্ষর পুরুষই ভগবৎ শব্দের বাচ্য; উহাই পরমাত্মার স্বরূপ। ভগবৎ শব্দ সেই আদি অক্ষর পুরুষের বাচক। ইহাই পুরুষের তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অবগত হইলেই জীবের পুরুষার্থ লাভ হয়। তদ্ভিন্ন জ্ঞানই ত্রয়ীময়।

ছান্দোগ্যেও বলিয়াছেন,—

যস্ত্বেনমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু আত্মসু অন্নমত্তি।

হোমাধারত্বাভিধানেন প্রসিদ্ধানুগৃহীতেন জাঠরাগ্নিবিষয়ত্বমস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ। কো ন আত্মেতি। নঃ অস্মাকং আত্মা ব্যাপকঃ কঃ ব্রহ্ম বৃহদ্গুণকং বস্তু যদ্বদন্তি তৎ কিমিত্যর্থঃ। উভয়োর্ভেদ উতাভেদ ইত্যভিপ্রায়ঃ। প্রাচীনশালসত্যযজ্ঞেন্দ্রদ্যুম্নজনকবুড়িলাঃ পঞ্চ সমেত্য ইত্থং মীমাংসাং চক্রুঃ। কো ন ইতি। তদুত্তরমুদ্দালকেন সার্দ্ধং বৈশ্বানরোঽসাবিতি নির্দ্ধারায়াশ্বপতিকৈকয়রাজমুপেত্যোচুরাত্মানমেবেত্যাদি। সংপ্রত্যধ্যেষি সর্ব্বদা ধ্যায়সি অধিকং জানাসীতি বা। স চ রাজা দ্যুলোকসূর্য্যবায়্বাকাশাপ্পৃথিবীনামেকৈকো বৈশ্বানর ইতি বিবদমান এতে ষড় ঋষয়ো মৎসন্নিধিমাগতা ইত্যবগম্য তাদৃগ্বিপরীতবুদ্ধিং নিরাকৃত্য সম্যগ্ বৈশ্বানরবুদ্ধিং গ্রাহয়িতুং তান্ পপ্রচ্ছ। কং ত্বমাত্মানমিত্যাদিনা। পৃষ্টানাং তেষামেক ঋষির্দ্যুলোক এব বৈশ্বানর ইত্যাহ। অন্যস্তু সূর্য্যঃ স ইতি। এবং ক্রমেণ পৃথিব্যন্তানাং দ্যুলোকাদীনামেকৈকস্য বৈশ্বানরত্বং শ্রুত্বা তেষাং দ্যুসূর্য্যাদীনাং ক্রমাৎ সুতেজস্ত্ববিশ্বরূপত্বপৃথগ্বর্ত্মত্ববহুলত্বরয়িত্বপাদত্বগুণযোগং বিধায় প্রত্যেকবৈশ্বানরত্বপক্ষং মূর্দ্ধপাতান্ধত্বপ্রাণোৎক্রমদেহশীর্ণতাবস্তিভেদশোষণৈর্দোষৈর্বিনিন্দ্য তেষামেব দ্যুলোকাদীনাং বৈশ্বানরপুরুষং প্রতি মূর্দ্ধাদিভাবমভিধায় কৃৎস্নাং বৈশ্বানরোপাসনাং উপদিশতি। যস্ত্বেনমিত্যাদিনা। অভিবিমানং নির্গর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞং বেত্যর্থঃ। প্রাদেশমাত্রং তৎপরিমিতং। আত্মানং বিভুচৈতন্যানন্দং। অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন বিভোরপি প্রাদেশমাত্রত্বং প্রাদেশমাত্রস্য চ বিভুত্বমিত্যুপদিশতি। ইহাপি বক্ষ্যতে সম্পত্তেরিত্যাদিনা। ঈদৃশং বৈশ্বানরং য উপাস্তে তস্য সর্ব্বলোকোচ্চাশ্রয়ং ফলং ভবতীত্যর্থঃ। তদেবাহ স ইত্যাদি। লোকা ভোগভূময়ঃ।

'আমাদিগের ব্যাপক আত্মা বা বৃহদ্গুণবস্তু ব্রহ্ম কে? বৈশ্বানরই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই ধ্যান কর। যে ব্যক্তি ঐ প্রাদেশমাত্র অভিমানস্বরূপ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন, তিনি সর্ব্বলোকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভোক্তাতে ফলভোগ

তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষু-র্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্‌বর্ত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হিহৃ্দয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয় ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিময়ং বৈশ্বানরো জাঠরাগ্নিঃ কিংবা দেবতাগ্নিরুত ভূতাগ্নিরাহোস্বিৎ বিষ্ণুরিতি। অত্র চতুর্ষ্বপি বৈশ্বানরশব্দস্য সাধারণ্যদর্শনাদনির্ণয়োঽস্ত্বিতি প্রাপ্তে।

ভূতাদিতদুপাধয়ঃ। আত্মানো ভোক্তারস্তত্তৎসম্বন্ধিফলমন্নশব্দার্থঃ। উপাসন-ফলমুক্ত্বা উপাস্যমাহ। তস্যেতি। সুতেজস্ত্বগুণা দ্যৌস্তস্য বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধা ভবতি। বিশ্বরূপত্বগুণকঃ সূর্য্যস্তস্য চক্ষুঃ বিশ্বরূপত্বং বিবিধরূপত্বং এষ শুক্ল এষ নীল ইতি শ্রুতেঃ। নানাবর্ত্মগমনাৎ পৃথগ্‌বর্ত্মা বায়ুঃ। স নানাগতিত্বগুণক-স্তস্য প্রাণঃ। বহুলগুণক আকাশস্তস্য সন্দেহো মধ্যকায়ঃ। রয়ির্ধনং তদ্‌গুণিকা আপস্তস্য বস্তিঃ নাভেরধঃস্থানং। পৃথিবী তস্য পাদৌ ভবতঃ। তস্য হোমা-ধারত্বসিদ্ধয়ে উর এব বেদিরিত্যাদি। বর্হিঃ কুশঃ। তত্র সংশয় ইতি। অয়ং বর্ণিতবিশেষণবিশিষ্টঃ। চতুর্ষ্বপীতি। অয়মগ্নির্বৈশ্বানরঃ যোঽয়মন্তঃ পুরুষে

করেন। ঐ বৈশ্বানররূপ আত্মার স্বর্গ মস্তক ও সূর্য্য চক্ষু। নানাগতিত্বগুণক বায়ু তাঁহার প্রাণ। বহুগুণক আকাশ তাঁহার মধ্যকায়। ধনগুণক জলই তাঁহার বস্তি। পৃথিবী তাঁহার পাদ। বেদি তাঁহার বক্ষঃস্থল। কুশ তাঁহার লোম। গার্হ-পত্যাগ্নি তাঁহার হৃদয়, অন্বাহার্য্য অগ্নি তাঁহার মন এবং আহবনীয় অগ্নি তাঁহার মুখ,' ইত্যাদি।

এস্থলে সংশয় এই যে,—ঐ বৈশ্বানর শব্দে জাঠরাগ্নি বা দেবতাগ্নি অথবা ভূতাগ্নি কিম্বা বিষ্ণু? বৈশ্বানর শব্দে চারিটিকেই বোধ করাইতে পারে। কারণ, বৈশ্বানর শব্দে সাধারণতঃ এই চারিটিকেই বোধ করায়।

বৈশ্বানরসাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ২৫ ॥

বৈশ্বানরো বিষ্ণুরেব। কুতঃ, সাধারণেত্যাদেঃ। অয়ং ভাবঃ। যদ্যপি স শব্দস্তত্র তত্র সাধারণস্তথাপি বিষ্ণুসাধারণৈর্দ্যুমূর্দ্ধাদিশব্দৈর্বিশেষ্যমাণঃ সন্ স্বস্য বিষ্ণ্বর্থং গময়তি তথাত্মব্রহ্মশব্দাভ্যাং উপক্রমস্তদ্বিদঃ ফলবিশেষশ্রুতিঃ তদ্যথেষিকাতূলমিত্যাদিকা তস্য বিষ্ণুত্বে লিঙ্গং। সোঽপি

ইতি জাঠরাগ্নৌ বৈশ্বানরশব্দঃ। পুরুষে দেহে ইত্যর্থঃ। বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীরিতি দেবতাগ্নৌ। অস্যার্থঃ। বৈশ্বানরস্য অগ্ন্যধিষ্ঠাতুর্দেবস্য সুমতৌ শোভনায়াং বুদ্ধৌ স্যাম বয়ং ভবেম। তস্য অস্মদ্বিষয়া সুমতিরস্ত্বিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ। রাজাহীতি। হি যতো ভুবনানাং রাজা স ভবতি। কং সুখহেতুঃ সুখরূপো বা। অভিমুখা শ্রীরস্যেতি অভিশ্রীঃ। বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্নিতি ভূতাগ্নৌ চ স শব্দঃ। বিশ্বস্মৈ ভুবনায় বৈশ্বানরমগ্নিমহ্নাং কেতুং চিহ্নং সূর্য্যমকৃণ্বন্ কৃতবন্তো দেবাস্তদুদয়ে দিনব্যবহারাদিত্যর্থঃ। কো ন আত্মেত্যাদৌ পরমাত্মনি চ স শব্দ ইতি চতুর্ষু স তুল্য ইত্যর্থঃ।

বৈশ্বানরেত্যাদি। বিশেষো বিশেষণং। স শব্দো বৈশ্বানরশব্দঃ। স্বস্যেতি আত্মনো বৈশ্বানরশব্দস্যেত্যর্থঃ। বিষ্ণ্বর্থং বিষ্ণুপরত্বং। তথেতি। আত্মব্রহ্মশব্দৌ হরৌ মুখ্যবৃত্তাবিতি প্রাগবোচাম। তদ্যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং ভস্মীভবতি তথৈবেহাস্য সর্ব্বে পাপ্মানো বিনশ্যন্তীতি বৈশ্বানরোপাসকস্য নিখিল-

---

তদুত্তরে বলিতেছেন,—বৈশ্বানর শব্দে বিষ্ণুকেই বোধ করাইতেছে। বৈশ্বানর শব্দে যদিও সাধারণত চারিটিকেই বোধ করায়; কিন্তু বিষ্ণুসাধারণ দ্যুমূর্দ্ধাদি শব্দ দ্বারা বিশেষিত হইয়া বৈশ্বানর শব্দ বিষ্ণুকেই বোধ করাইতেছে। এইরূপ আত্ম ও ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা উহাদের মুখ্যার্থ হরিকেই বোধ করাইতেছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষত বৈশ্বানরের উপাসক ব্যক্তির পাপ

যোগেন তত্রৈব বর্ত্তেত বিশ্বে নরা অস্যেতি। তস্মাদ্বিষ্ণু-রেব সঃ॥ ২৫॥

ইতোঽপীত্যাহ।

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি॥ ২৬॥

ইতি শব্দো হেত্বর্থঃ। অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিত ইতি বিষ্ণোস্তত্ত্বং স্মর্য্যমাণমেতস্যা বিদ্যায়া বিষ্ণুপরত্বে অনুমানং লিঙ্গং ভবতি ইতি হেতোঃ স বিষ্ণু-রেব॥ ২৬॥

অথ জাঠরং নিরস্যতি।

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপ-দেশাদসম্ভবাৎ পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে॥ ২৭॥

পাপবিনাশঃ ফলং শ্রুতমতশ্চ স সর্ব্বেশ্বর ইত্যর্থঃ। সোঽপি বৈশ্বানরশব্দো-ঽপি॥ ২৫॥

স্মর্য্যমাণমিতি। অহমিতি শ্রীগীতাসু। বৈশ্বানরো ভূত্বেতি। জাঠরাগ্নিরূপ-স্তদধিষ্ঠাতা সন্নিত্যর্থঃ। তত্ত্বং বৈশ্বানরত্বং। এতস্যাশ্ছান্দোগ্যস্থবৈশ্বানর-বিদ্যায়াঃ॥ ২৬॥

সকল অগ্নিতে তুলার ন্যায় ভস্মীভূত হয়, এইরূপ ফল উক্ত হইয়াছে। এবং বৈশ্বানর শব্দের যোগার্থও বিষ্ণুই হইতেছেন॥ ২৫॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে আমি বৈশ্বানর রূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া থাকি, এইরূপ উক্তি হেতু বৈশ্বানর শব্দে বিষ্ণুই অনুমিত হইতেছেন॥ ২৬॥

কিন্তু ঐ বাক্যে বৈশ্বানর শব্দে যে জাঠরাগ্নিরূপ অর্থ আপতিত হইতেছে, তাহার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

ননু বৈশ্বানরো ন বিষ্ণুরয়মগ্নির্বৈশ্বানর ইতি বৈশ্বানর-শব্দৈকার্থাগ্নিশব্দাৎ হৃদয়ং গার্হপত্য ইত্যাদিনা হৃদয়াদিস্থস্য তস্য অগ্নিত্রেতাপ্রকল্পনাৎ প্রাণা ইত্যাধারস্তোক্তেঃ পুরুষে-ঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেত্যন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ। কিন্তু জাঠরাগ্নি-রেবায়মিতি চেন্ন। কুতঃ তথেতি। তথা জাঠররূপত্বেন দৃষ্টের্বিষ্ণূপাসনস্যোক্তেঃ। তন্মাত্রপরিগ্রহে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদেরস-ম্ভবাৎ। কিঞ্চ স যো হ্যেতমেবাগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেতি পুরুষবিধমপ্যেনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ। জাঠরে গৃহীতে তস্য পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানং স্যান্নতু পুরুষবিধত্বঞ্চ। বিষ্ণোস্তূভয়ং সম্ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

অথ দেবতাগ্নিভূতাগ্নী নিরাকরোতি।

জাঠরাগ্নিমাশঙ্ক্য নিরাকরোতি শব্দাদিভ্য ইতি। আদিপদগ্রাহ্যং দর্শয়তি হৃদয়মিত্যাদিনা। তন্মাত্রেতি। জাঠরাগ্নৌ স্বীকৃতে তস্মিন্ দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকং ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। পুরুষবিধং পুরুষাকারং জঠরস্থমগ্নিং যো বেদে-ত্যর্থঃ। উভয়মিতি। জাঠররূপং পুরুষাকারত্বঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

যদিও বৈশ্বানর শব্দে বিষ্ণুর ন্যায় অগ্নিবৈভব, এইরূপ বোধ করাইতেছে, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে হৃদয়াদি ঐ অগ্নিরই আধাররূপে বোধ করাইতেছে বলিয়া বৈশ্বানর শব্দে আপাততঃ অগ্নি এই অর্থই প্রতীত হয় বটে, কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, বৈশ্বানর শব্দে অগ্নি এই অর্থ করিলে, দ্যুমূর্দ্ধাদি বিশেষণ সম্ভব হয় না এবং তাঁহার পুরুষের অন্তরে অধিষ্ঠান হইলেও পুরুষ-বিধত্ব সম্ভব হয় না। বিষ্ণুর তদুভয়ই সম্ভব হয় ॥ ২৭ ॥

এক্ষণে ভূতাগ্নি ও দেবতাগ্নির নিরাকরণ করিতেছেন,—

অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ২৮ ॥

নমু দেবতাগ্নেরৈশ্বর্য্যবশেন দ্যুলোকাদ্যঙ্গত্বসম্ভবাদেষ নির্দ্দেশস্তথা ভূতাগ্নেশ্চ। যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমামাততান রোদসী অন্তরীক্ষমিত্যাদিমন্ত্রবর্ণাদিতি চেন্ন। কুতঃ অতএব। এভ্য উক্তেভ্য এব হেতুভ্যো দেবতাগ্নির্ভূতাগ্নিশ্চ ন স ইত্যর্থঃ। মন্ত্রবর্ণস্তু প্রশংসাবচনং ॥ ২৮ ॥

বৈশ্বানরশব্দবদগ্নিশব্দস্যাপি সাক্ষাৎ তৎপরত্বমিতি জৈমিনিমতেন দর্শ্যতে।

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনেতৃত্বেন গুণেন বিশ্বে নরা অস্যেতি সর্ব্বকারণত্বাদিনা বা যথা বৈশ্বানরশব্দস্তথাত্র নয়নাদিগুণযোগেনাগ্নি-

---

যো ভানুনেতি। যো ভূতাগ্নির্দেবঃ পৃথিবীং দ্যাঞ্চেমাং দ্যাবাপৃথিব্যৌ রোদসী অন্তরীক্ষং তয়োর্মধ্যঞ্চ ভানুনা রূপেণাততান ব্যাপ্তবান্ স দ্যুলোকাদ্যবয়বো ভূতাগ্নির্ধ্যেয় ইত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তে তু স্তুতিপরমেতৎ। স বৈশ্বানরঃ ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বমগ্ন্যাদিশব্দানাং জাঠরাগ্নিরূপে জাঠরাগ্ন্যধিষ্ঠাতরি বা হরৌ বৃত্তির্দর্শিতা ইদানীং তদর্থকল্পনাং বিনৈব সাক্ষাদেব তেষাং তস্মিন্ হরৌ বৃত্তিরিতি জৈমিনিমতেনাপি দর্শ্যতে। সাক্ষাদপীতি। বিশ্বেষাং নিখিলানাং প্রাণিনাং নরো নেতা প্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বেশ ইতি যাবৎ। অথবা বিশ্বে সর্ব্বে নরা যস্মাৎ স বিশ্বানরঃ। বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বা। নরে সংজ্ঞায়ামিতি সূত্রাৎ দীর্ঘঃ। স এব বৈশ্বানরঃ।

পূর্ব্বোক্ত কারণবশতই বৈশ্বানর শব্দে ভূতাগ্নিত্ব বা দেবতাগ্নিত্বও সম্ভব হয় না। মন্ত্রে যে কোন কোন স্থলে উহাদিগেরও ঐরূপ বিশেষণ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রশংসাবচন মাত্র ॥ ২৮ ॥

এক্ষণে বৈশ্বানর শব্দের ন্যায় অগ্নিশব্দেরও সাক্ষাৎ বিষ্ণুপরত্ব জৈমিনিমতে প্রদর্শিত হইতেছে,—

শব্দশ্চ সাক্ষাদেব বিষ্ণুবাচক ইত্যবিরোধমত্র জৈমিনির্মন্যতে গুণবিশেষস্যোপজীব্যত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

নমু কথমত্র প্রাদেশমাত্রোক্তিরপরিচ্ছিন্নস্য তত্রাহ।

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ৩০ ॥

তদ্দৃষ্টিবিশিষ্টানামুপাসকানাং তথাভিব্যক্তো বিভাতো ভবতি বিষ্ণুরিত্যাশ্মরথ্যো মন্যতে ॥ ৩০ ॥

অনুস্মৃতেরিতি বাদরিঃ ॥ ৩১ ॥

প্রাদেশমাত্রহৃৎপদ্মপ্রতিষ্ঠিতেন মনসায়মনুস্মর্য্যতে অতঃ প্রদেশমাত্র উচ্যতে ইতি বাদরির্মন্যতে ॥ ৩১ ॥

অগি গতাবিত্যতোঽঙ্গেনির্ন লোপশ্চেতি নিপ্রত্যয়েঽগ্নিরিতি রূপং। তন্নিরুক্তিশ্চ অঙ্গয়তীত্যগ্নির্জন্ম প্রাপয়তীতি নিখিলজন্মপ্রদ ইত্যর্থঃ। স চ স চ শব্দঃ সাক্ষাৎ পরেশবাচক ইতি ন কাপি ক্ষতিরিতি জৈমিনিরাহ। স কস্মাদেবং ব্যাচষ্টে। তত্রাহ গুণেতি হ্যমূর্দ্ধত্বভক্তদোষনির্দাহকত্বাদিতদেকান্তগুণানাশ্রিত্য তথা ব্যাচক্ষাবিত্যর্থঃ। অন্যথা তচ্ছ্রবণং বা ব্যাকুপ্যেৎ ॥ ২৯ ॥

তদ্দৃষ্টীতি। প্রাদেশমাত্রত্বেন ধ্যায়তামিত্যর্থঃ। অভিব্যক্তঃ স্ফুরিতঃ। স্মৃতিশ্চ কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যাদি॥৩০॥

অনুস্মৃতেরিতি। স্মৃতিস্থানত্বমানস্য স্মর্য্যমাণে স্থানানি হরাবুপচর্য্যত ইতি বাদরিমতং। তথাচ বিভৌ তস্মিংস্তন্মাত্রত্বং ভাক্তমিতি ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনেতৃত্ব হেতু সর্ব্বকারণভূত বিষ্ণুবোধক বৈশ্বানর শব্দের ন্যায় প্রাপণাদি-গুণযোগ হেতু অগ্নি শব্দও সাক্ষাৎ পরমাত্মবাচক, ইহাই জৈমিনির মত ॥ ২৯ ॥

এক্ষণে অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার প্রাদেশমাত্র রূপে উক্তি কিরূপে সম্ভব হয় তাহাই বলিতেছেন,—

আশ্মরথ্য ঋষি বলেন, প্রাদেশমাত্ররূপে ধ্যানকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে পরমাত্মা তদ্রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩২ ॥

বিভোরপি তস্য যৎপ্রদেশমাত্রত্বং তৎ কিল সম্পত্তে-রবিচিন্ত্যশক্তিরূপাদৈশ্বর্য্যাদেব নত্বৌপাধিকমিতি জৈমিনি-র্মন্যত এব। কুতস্তত্রাহ তথেতি। হি যতস্তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং। একোঽপি সন্ বহুধা যো বভাতীত্যাদ্যা শ্রুতিস্তথাবিচিন্ত্যশক্তিকত্বেনেশে বিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশং বোধয়-তীত্যর্থঃ। তে চ ধর্ম্মা জ্ঞানত্বেঽপি মূর্ত্তত্বমেকত্বেঽপি বহুত্ব-মিত্যাদয়ঃ। উপরি চৈতদ্বহুলীভবিষ্যতি। বিভুত্বে সত্যেব মধ্যমত্বমিতি ন কিঞ্চিদবদ্যং ॥ ৩২ ॥

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥ ৩৩ ॥

আশ্মরথ্যাভিমতামচিন্ত্যশক্তিসম্পত্তিং জৈমিনিমতেন স্ফুটয়ন্ তন্মাত্রত্বং বাস্তবং স্থাপয়তি সম্পত্তেরিতি। অচিন্ত্যশক্তিকত্বং তর্কাগোচরত্বং দুর্ঘটঘটনা-পটীয়স্ত্বং চেত্যাহুঃ। উপরীতি 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' 'সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ' ইত্যনয়োর্ব্যাখ্যানে। নন্থ মধ্যমত্বমনিত্যত্বব্যাপ্যং ততঃ কথমস্য ব্রহ্মধর্ম্মত্বমিতি চেৎ তত্রাহ। বিভুত্বে সত্যেবেতি ॥ ৩২ ॥

বাদরি ঋষি বলেন, প্রাদেশমাত্র হৃৎপদ্মে প্রতিষ্ঠিত পুরুষকে মনে মনে স্মরণ করা হয় বলিয়াই পরমাত্মাকেও প্রাদেশমাত্র বলা হয় ॥ ৩১ ॥

জৈমিনি বলেন, বিভু পরমাত্মার প্রাদেশমাত্রত্ব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিরই প্রভাব, জানিতে হইবে; উহা তাঁহার ঔপাধিক নহে। পরমাত্মার বিভুত্ব সত্ত্বেও পরিচ্ছিন্নত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশ 'তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহং,' ইত্যাদি শ্রুতিতে বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে; ইহা পরে বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শিত হইবে ॥ ৩২ ॥

এনমচিন্ত্যশক্তিযোগং ধর্ম্মমাথর্ব্বণিকা অস্মিন্ পরমাত্মনি আমনন্তি। অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিরিতি। আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিরিতি স্মৃতিশ্চশব্দাৎ। ন চাত্র মিথো মতানাং বিরোধঃ। ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবিচ্ছিন্নানি কানিচিৎ। অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতদুরীকৃত্য গৃহাদিবেত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

অপাণীতি কৈবল্যোপনিষদি দৃষ্টং। আত্মেশ্বর ইতি শ্রীভাগবতে। ন চেতি। ন চ সমুদ্রৈকদেশেন সহ সমুদ্রো বিরোধীতি ভাবঃ। ব্যাসচিত্তেতি স্কান্দে ॥৩৩॥

ইতি [illegible]ভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২ ॥

আথর্ব্বণিকগণও পরমাত্মার এইরূপ অচিন্ত্যশক্তিযোগ বর্ণন করিয়া থাকেন। যথা, 'অপাণিপাদোঽহং' ইত্যাদি। 'আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ,' ইত্যাদি স্মৃতিতেও ঐপ্রকার বলিয়া থাকেন। এস্থলে মত সকলের পরস্পর কোনরূপ ভেদ নাই। কারণ, স্কন্দপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, যিনি যাহা কিছু ব্যবহার করেন, সকলই ব্যাসদেবের চিত্তাকাশরূপ ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত ॥ ৩৩ ॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদ।

তৃতীয়পাদঃ।

বিশ্বং বিভর্ত্তি নিঃস্বং যঃ কারুণ্যাদেব দেবরাট্।
মমাসৌ পরমানন্দো গোবিন্দস্তনুতাং রতিং ॥

অথ তৃতীয়ে পাদে বিস্পষ্টজীবাদিলিঙ্গকানাং কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং তস্মিন্ ব্রহ্মণি সমন্বয়শ্চিন্ত্যতে। মণ্ডূকে শ্রূয়তে। যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ

অথ বিস্পষ্টজীবাদিলিঙ্গকানি বাক্যানি শ্রীবিষ্ণৌ সমন্বয়িতুং মঙ্গলমাচরতি বিশ্বমিতি। যঃ কারুণ্যাদেব হেতোর্নিঃস্বং নির্দ্ধনং কৃপণমিতিযাবৎ বিশ্বং তদ্বর্ত্তিজীববৃন্দং বিভর্ত্তি ধারয়তি পালয়তি চেত্যর্থঃ। কর্ম্মণা তোষয়তঃ সর্গানন্দং দত্বা বিভর্ত্তি। নন্বু দেবাঃ ফলদা ইতি শ্রুতমিতি চেন্মৈবং যদসৌ দেবরাট্ সুরেশ্বরঃ তদনুকম্পিতাস্তে ফলং যচ্ছন্তীতি স এব তথেতি ভাবঃ। উপাসনয়া তোষয়তস্ত স্বরূপানন্দং দত্বা বিভর্ত্তীত্যভিপ্রেত্যাহ পরমানন্দ ইতি। অসৌ গোবিন্দো মম রতিং তনুতামিত্যনুষঙ্গঃ। ননু সতি সাধনে কারুণ্যাদিতি কথমিতি চেন্ন। নহমূল্যস্য মণের্মৌল্যায় কপর্দ্দিকা পর্য্যাপ্নোতীতি কারুণ্যাদেব তদ্দানমিতি।

যে সুরপতি স্বভাবসিদ্ধ কারুণ্যগুণে এই দরিদ্র জীব সকলকে ভরণ করেন, সেই পরমানন্দস্বরূপ গোবিন্দ আমার রতিবর্দ্ধন করুন।

এই তৃতীয়পাদে বিস্পষ্ট জীবাদিলিঙ্গক কতকগুলি বাক্যের ব্রহ্মে সমন্বয়ে চিন্তা করিতেছেন,—

মণ্ডূকে উক্ত হইয়াছে,—

অমৃতস্যৈষ সেতুরিতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রধানং কিং বা জীব উত ব্রহ্মেতি। তত্র প্রধানমিতি তাবৎ প্রাপ্তং সর্ব্ববিকারকারণত্বেন তদায়তনত্বোপপত্তেঃ। অমৃতসেতুশ্চ তদেব বৎসবিবৃদ্ধয়ে ক্ষীরমিব পুংবিমুক্তয়ে

ত্রিচত্বারিংশৎসূত্রকং একাদশাধিকরণকং তৃতীয়ং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে অথেত্যাদিনা। আদিনা প্রধানাদিগ্রহণং। পূর্ব্বত্রোপক্রমস্থিতসাধারণশব্দস্য বাক্যশেষস্থিতেন দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিলিঙ্গেন পরমাত্মপরত্বং নির্ণীতং তদ্বদিহোপক্রম-স্থিতসাধারণায়তনত্বস্য বাক্যশেষস্থিতসেতুশ্রুত্যা পরিচ্ছিন্নে সেতুশব্দার্থে প্রধা-নাদৌ ব্যবস্থাপনমস্থিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারম্ভঃ। পূর্ব্বপক্ষে প্রধানাদেরুপাসনং ফলং সিদ্ধান্তে তু শ্রীবিষ্ণোরিতি বোধ্যং। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতির্মুমুক্ষূনুপদিশতি যস্মিন্নিতি। দিবাদিপ্রাণান্তং যস্মিন্নোতং তমাত্মানং বিভুং বিজ্ঞানানন্দং হরিং বিজানথ জ্ঞাত্বোপাসধ্বং যূয়মিত্যনুষঙ্গঃ। দ্যোরন্তরীক্ষং। পৃথিবীতি চতুর্দ্দশভুব-নানি। চকারাৎ তন্মাত্রাহঙ্কারমহদব্যক্তানি চাভিমতানি। প্রাণৈঃ সহেতি। প্রাণেন্দ্রিয়বন্তো জীবা বোধ্যন্তে। কীদৃশমাত্মানং একং সর্ব্বেশ্বরং বিশুদ্ধং বা। একো মুখ্যানন্যকেবল ইত্যমরঃ। এবকারব্যাবৃত্তমাহান্যা ইতি। অন্যা বাচো হরী-তরবিষয়াঃ কর্ম্মকাণ্ডপর্য্যন্তা ইত্যর্থঃ। বিমুঞ্চথ ত্যজত। নম্নু কিমর্থং তদুপাসনং তত্রাহামৃতস্যেতি। মুক্তিদত্বাদসাবুপাস্য ইত্যর্থঃ। তত্র সংশয় ইতি। ইহ দিবা-দীনামোতত্বশ্রুতিঃ সন্দেহবীজং দ্যুভ্বাদ্যায়তনং তৎ। কিমিতি। তদায়তনত্বেতি।

'যাঁহাতে স্বর্গ, পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন, অন্তরীক্ষ, প্রধানমহদাদি তত্ত্ব, মন ও প্রাণাদিবিশিষ্ট জীব অবস্থিত, সেই আত্মাকেই জানিতে হইবে, অন্য সকলই পরিত্যজ্য। তিনিই একমাত্র সংসারতরণের উপায়।'

এস্থলে সংশয় এই যে, উক্ত স্বর্গাদির আশ্রয়ভূত বস্তু, প্রধান জীব বা পর-মাত্মা? স্বর্গাদি প্রকৃতিরই বিকার এবং অচেতন দুগ্ধ যেরূপ বৎসবিবৃদ্ধির কারণ, তদ্রূপ অচেতন হইলেও, প্রকৃতি পুরুষের মুক্তির হেতুভূত হয়, অতএব

প্রধানং প্রবর্ত্ততে ইত্যঙ্গীকারাৎ। আত্মশব্দস্তু প্রীতিপ্রদে তস্মিন্নুপচরিতঃ বিভুত্বযোগাদ্বা। জীবো বা স্যাৎ ভোক্তৃত্বেন ভোগ্যপ্রপঞ্চায়তনত্বযোগাৎ মনঃপ্রাণবত্ত্বাদেস্তত্র প্রসিদ্ধে-শ্চেতি প্রাপ্তৌ পঠতি।

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ॥ ১॥

ব্রহ্মৈব কিল তদায়তনং। কুতঃ স্বশব্দাৎ। অমৃতস্যৈষ সেতুরিতি তদসাধারণশব্দসত্ত্বাদিত্যর্থঃ। সিনোতের্ব্বদ্ধনার্থ-ত্বাৎ সেতুরমৃতস্য প্রাপকঃ। সেতুরিব সেতুরিতি বা। স যথা নদ্যাদিষু কুলস্যোপলম্ভকস্তথায়ং সংসারপারভূতস্য

বিকারাঃ খলু স্বস্বকার্য্যে প্রকৃতেঃ পূর্ব্বমপেক্ষ্যন্তে তে অন্যথা কার্যেন্ন তত্রাক্ষমাঃ স্যুরিতি তেষামায়তনং প্রধানমুপপন্নমিত্যর্থঃ। তদেব প্রধানমেব। অঙ্গীকারা-দিতি। বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্যেতি সাংখ্যাচার্য্যৈরভ্যুপগমাদিত্যর্থঃ। তস্মিন্ প্রধানে। তদ্ধি সত্ত্বদ্বারা পুরুষং প্রীণয়তি প্রিয়ো হি মমায়মাত্মেতি প্রযুজ্যতে। ভোক্তৃত্বে-নেতি। অন্নপানাদীনি ভোগ্যানি ভোক্তারং পুরুষমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তীতি প্রসিদ্ধং।

এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি দ্যুভ্বাদীতি। দ্যৌশ্চ ভূশ্চ তে আদী যস্য প্রাণান্তস্য তৎ দ্যুভ্বাদি। তস্য আয়তনমাশ্রয়ো ব্রহ্মৈবেহ গ্রাহ্যং। কুতঃ স্বশব্দাৎ। অমৃত-স্যৈষ সেতুরিতি। সংসারনিবৃত্তিকরণার্থকাদ্বাক্যাৎ ব্রহ্মাসাধারণাদিত্যর্থঃ।

উহা প্রধানকেই বোধ করাইতেছে। আত্মশব্দ প্রীতিপ্রদ বা ব্যাপক প্রধানে উপচরিত। আবার উহা ভোক্তৃরূপে ভোগ্য প্রপঞ্চের আয়তনভূত জীবকেও বোধ করাইতে পারে। জীবের মনপ্রাণাদিমত্ত্ব প্রসিদ্ধই আছে।

তদুত্তরে বলিতেছেন,—

ব্রহ্মই স্বর্গাদির আয়তনভূত। কারণ, তিনিই নদীপারের হেতুভূত সেতুর ন্যায় সংসারপারভূত মুক্তির হেতুস্বরূপ, এইরূপ উক্তি ব্রহ্মের উদ্দেশেই সম্ভব

মোক্ষস্যেতি তস্যৈবায়ং শব্দঃ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতীত্যাদ্যা ॥ ১ ॥

ইতোঽপীত্যাহ।

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥ ২॥

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণমিত্যাদৌ নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি মুক্তপ্রাপ্যত্বেনোক্তেশ্চ ব্রহ্মৈব তৎ ॥ ২ ॥

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৩ ॥

স্মার্ত্তং প্রধানং ইহ ন গ্রাহ্যং। কুতঃ অতচ্ছব্দাৎ অচেতনপ্রধানবাচকশব্দাভাবাৎ ॥ ৩ ॥

তদন্যস্য মোক্ষদত্বং নৈবেত্যত্র শ্রুতিমাহ তমেবেতি। বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ। ইতি শ্রীদশমে মুচুকুন্দং প্রতি ইন্দ্রাদিদেবোক্তেশ্চ। বহুনাত্র কিমুক্তেন যাবদ্বিষ্ণুং ন গচ্ছতি। যোগী তাবন্ন মুক্তঃ স্যাদেষ শাস্ত্রস্য নির্ণয় ইত্যাদিত্যপুরাণবচনাচ্চ। মুক্তিং প্রার্থয়মানং মাং পুনরাহ ত্রিলোচনঃ। মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয় ইতি শ্রীহরিবংশে কৈলাসযাত্রায়াং স্বপূজকং ঘণ্টাকর্ণং প্রতি শ্রীশিববাক্যাচ্চ ॥১॥

মুক্তেতি। যদেত্যাদৌ দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্য মুক্তোপসৃপ্যত্বং ব্যপদিষ্টমতস্তদ্ ব্রহ্মৈব ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ ॥ ২ ॥

অতচ্ছব্দাদিতি। প্রত্যুত তদ্বিরোধী শব্দোঽস্তি যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি ॥ ৩ ॥

হয়। 'তমেব বিদিত্বা', ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মেরই মুক্তিহেতুত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, প্রধান বা জীবের নহে ॥ ১ ॥

'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং', ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারেও মুক্তের প্রাপ্য ব্রহ্মই বোধিত হইতেছেন ॥ ২ ॥

এস্থলে অচেতন-প্রধান-বাচক শব্দের অভাব হেতু স্মৃত্যুক্ত প্রধান অনুমিত হইতেছেন না ॥ ৩ ॥

প্রাণভৃচ্চ ॥ ৪ ॥

নেত্যনুবর্ত্ততে হেতুশ্চ। নাপ্যাত্মশব্দাৎ প্রাণভৃদ্গ্রহণাশাত্র সংভবতি। অততীতিব্যুৎপত্তেঃ সর্ব্বব্যাপকে ব্রহ্মণ্যেব মুখ্যত্বাৎ। যঃ সর্ব্ববিদিত্যাদিরূপরিতনস্তু তত্রৈব বর্ত্ততে অতো জীববাচকশব্দাভাবাৎ ন তস্যাপ্যত্র গ্রহণং যোগ্যমিতি ॥ ৪ ॥

ইতোঽপ্যত্র প্রাণভৃদ্গ্রহণং নেত্যাহ।

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ৫ ॥

তমেবৈকং জানথেত্যাদিনা তস্মাৎ তস্য ভেদোক্তেশ্চ॥৫॥

প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥

কস্মিন্নু বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাচ্চ তথা ॥ ৬ ॥

হেতুশ্চেতি। স চাতচ্ছব্দাদিত্যেষঃ ॥ ৪ ॥

তমেবৈকমিতি। জ্ঞেয়াৎ তস্মাৎ জ্ঞাতৃণাং জীবানাং ভেদো বিহিতোঽতশ্চ প্রাগ্বৎ আদিশব্দাদোমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানমিতি পরবাক্যে চ গ্রাহ্যং ॥ ৫ ॥

প্রকরণেতি। একস্য বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমুপক্রম্য দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্যোপন্যাসাৎ প্রাগ্বৎ। ন হি ব্রহ্মণ্যস্মিন্ বিজ্ঞাতে তৎ সম্ভবেদিতি তস্যৈব তৎ প্রকরণং ॥ ৬ ॥

আত্মশব্দ দ্বারা প্রাণভৃৎ জীবকেও বোধ করাইতে পারে না। কারণ, ঐ শব্দের মুখ্যার্থ ব্রহ্মেই জানিতে হইবে ॥ ৪ ॥

বিশেষত শাস্ত্রে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদও উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

অধিকন্তু প্রকরণবলে ব্রহ্মই বোধিত হইতেছেন ॥ ৬ ॥

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ৭ ॥

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রকৃত্য দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীতি পঠ্যতে। তয়োর্দীপ্যমানস্যাব্রহ্মত্বং তদা স্যাদ্ যদি দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্য পূর্ব্বং ন তৎ প্রতিপাদয়েৎ। ইতরথা আকস্মিকী তদুক্তিরশ্লিষ্টা স্যাৎ। জীবোক্তিস্তু ন তথা লোকপ্রসিদ্ধস্য তস্যাত্রানুবাদাৎ। তস্মাদ্‌ব্রহ্মৈব তদিতি ॥ ৭ ॥

স্থিতীতি পঞ্চমীদ্বিবচনং। দ্বা সুপর্ণেতি ছান্দসং। দ্বৌ সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ সযুজৌ সহযোগবন্তৌ সখায়ৌ মিত্রে ভবতঃ সমানমেকং দেহলক্ষণং বৃক্ষং পরিষ্বজ্য তিষ্ঠতঃ। তয়োরন্য একঃ সুপর্ণো জীবঃ পিপ্পলং দেহং পিপ্পলনিষ্পন্নকর্ম্মফলং। স্বাদু মধুরং যথা স্যাৎ তথাত্তি ভুঙ্‌ক্তে। অন্যঃ সুপর্ণঃ পরমাত্মা তু তৎ ফলমনশ্নন্নভুঞ্জানোঽপ্যভিচাকশীতি প্রদীপ্যত ইত্যর্থঃ। তদিতি ব্রহ্মত্বং। তদুক্তির্ব্রহ্মোক্তিরশ্লিষ্টাসঙ্গতেত্যর্থঃ। ন তথা নাসঙ্গতা। তস্য জীবস্য। সূত্রস্থশ্চশব্দো জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমিতি বাক্যশেষস্থং তদ্‌ভেদবচনমাহ ॥ ৭ ॥

স্থিতি ও ফলভোগ দ্বারাও ব্রহ্মই বোধিত হইতেছেন। স্বর্গাদির আশ্রয় রূপে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক 'দ্বা সুপর্ণা', ইত্যাদি শ্রুতি পঠিত হয়। এইস্থলে একটি পক্ষীর কর্ম্মফললুব্ধত্ব এবং অন্যটির ফলভোগ না করিয়াও দীপ্যমান রূপে দেহাস্তরে অবস্থিতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে দীপ্যমানেরও ব্রহ্মত্ব হইত না, যদি স্বর্গাদির আশ্রয়রূপে, ইঁহানি পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত না হইতেন। অন্যথা আকস্মিকী ব্রহ্মত্বোক্তি অসঙ্গতা হইত; কিন্তু জীবত্বোক্তি অসঙ্গতা হইত না; কারণ, সেই স্থলে লোকপ্রসিদ্ধেরই অনুবাদ হইয়াছে। অতএব উহা দ্বারা ব্রহ্মই বোধিত হইতেছেন ॥ ৭ ॥

ছান্দোগ্যে শ্রীনারদেন পৃষ্টঃ শ্রীসনৎকুমারস্তং প্রতি নামাদীন্যুপদিশ্যাহ। ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পমিতি। ইহ ভূমশব্দেন বহুত্বসংখ্যা নাভিধীয়তে কিন্তু বৈপুল্যরূপা ব্যাপ্তিরেব। যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পমিত্যল্পত্বপ্রতিদ্বন্দ্বিকত্বোক্তেঃ। অল্পশব্দনিগদিতধর্ম্মিপ্রতিদ্বন্দ্বিপ্রতিপত্তেরেব ভূমগুণবান্ ধর্ম্মী স ইতি নির্ণীয়তে।

পূর্ব্বমমৃতত্বেন লিঙ্গেনাত্মশব্দস্য বিষ্ণুপরত্বং যথোক্তং তথেহ তাদৃশলিঙ্গং নাস্তীতি প্রাণো ভূমা স্যাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ ছান্দোগ্য ইত্যাদি। শ্রুতং হ্যেব ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোহহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়ত্বিতি শ্রীনারদেন পৃষ্টঃ শ্রীসনৎকুমারো নামবাঙ্মনঃসঙ্কল্পচিত্তধ্যানবিজ্ঞানবলান্নাপ্তেজ আকাশস্মরাশাপ্রাণান্ পঞ্চদশার্থান্ পূর্ব্বপূর্ব্বস্মাৎ পরপরস্য ভূয়স্ত্বেনোপদিষ্টবান্। তত্রাদৌ নাম ব্রহ্মেত্যুপদিদেশ। পুনরস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি তেন পৃষ্টো বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সীতি প্রত্যুবাচ। পুনরস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি পৃষ্টো মনো বাব বাচো ভূয় ইতি

● ছান্দোগ্যে সনৎকুমার নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া নামাদি উপদেশ পূর্ব্বক বলিতেছেন,—'ভূমা পুরুষই বিজিজ্ঞাসিতব্য। আপনি ভূমা পুরুষকেই জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ভূমা পুরুষকে জানিলে, অপর কিছুরই স্ফূর্ত্তি হয় না, কেবল তিনিই সর্ব্বত্র স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। কিন্তু তদ্ভিন্ন জানিলে অপর বিষয়েরও স্ফূর্ত্তি হয়, কারণ, তাহারা ভূমা নহে।' এস্থলে ভূমা শব্দ দ্বারা বহুত্বসংখ্যা উক্ত হইতেছে না; কিন্তু বৈপুল্যরূপা ব্যাপ্তিই উক্ত হইতেছে। অল্পশব্দনিগদিত ধর্ম্মীর প্রতিদ্বন্দ্বীই ভূমা।

অত্র বিচিকিৎসা। ভূমা প্রাণো বিষ্ণুর্বেতি। তত্র প্রাণো বা আশায়া ভূয়ানিতি সন্নিধানাৎ পুনঃ প্রশ্নোত্তরয়োরভাবাচ্চ প্রাণো ভূমা। প্রাণশব্দো হি প্রাণসচিবং জীবমভিধত্তে ন বায়ুবিকারমাত্রং। তরতি শোকমাত্মবিদিত্যুপক্রমাৎ আত্মন এবেদং সর্ব্বমিত্যুপসংহারাচ্চ। তেনান্তরালিকো ভূমাপি স এব ভবিতুমর্হতি। যত্র নান্যৎ পশ্যতীত্যাদিকমপ্যস্মিন্ পক্ষে সঙ্গচ্ছেত। সুষুপ্তৌ প্রাণগ্রস্তেষু ইন্দ্রিয়েষু তত্র দর্শনাদিবিনিবৃত্তেঃ। যো বৈ ভূমা তৎ সুখমিত্যপ্যবিরুদ্ধং। তস্যাং সুখ-

---

প্রত্যুবাচেত্যেবংক্রমেণ প্রাণাবধিকং প্রশ্নে দৃষ্টে প্রাণোপদেশানন্তরং তু প্রশ্নেন বিনৈবেদং শ্রূয়তে। এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীতি ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যাদি। অস্যার্থঃ। অল্পে পরিচ্ছিন্নে সুখং নাস্তীতি ভূমৈব ব্যাপ্তিগুণকঃ শ্রীহরিরেব সুখমিত্যনন্তসুখমিচ্ছতা স এব বিজিজ্ঞাস্য ইত্যর্থঃ। তস্য লক্ষণং যত্রেতি। যস্মিন্ ভূমন্যনুভূতে নান্যৎ কিঞ্চিৎ স্ফুরতি কিন্তু স এব সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ। আত্মবিৎ স্বস্বরূপজ্ঞঃ। আত্মনো জীবাত্মনঃ। ইদং সর্ব্বং জগদদৃষ্টদ্বারাজায়ত ইত্যর্থঃ। আন্তরালিকো মধ্যে পঠিতো। ভূমাপ্যেব জীব এবেত্যর্থঃ।

এস্থলে সংশয় এই,—ঐ ভূমা পুরুষ প্রাণ বা বিষ্ণু? প্রাণশব্দের সহিত ভূমা শব্দের সান্নিধ্য বশত এবং তদুক্তির পর প্রশ্নোত্তরের অভাব বশত ভূমা শব্দে প্রাণকেই বোধ করুক। প্রাণই ভূমা; প্রাণশব্দ প্রাণসহিত জীবকেই বোধ করাইতেছে; প্রাণ বায়ুবিকার নহে। 'আত্মবিদ্ ব্যক্তি শোকমুক্ত হয়েন'; এইরূপ উপক্রম ও 'আত্মা হইতেই সমস্ত', এইরূপ উপসংহার হেতু মধ্যবর্ত্তী ভূমা শব্দেও প্রাণকেই বোধ করাইতেছে। 'ভূমার জ্ঞানে অন্যের জ্ঞান হয় না', এই উক্তিও এই পক্ষে সঙ্গত হইতেছে। কারণ সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণে আচ্ছন্ন হইলে দর্শনাদির বিনিবৃত্তি হইয়া থাকে। 'যিনি ভূমা তিনিই

মহ্যমস্বাপ্সমিতি সুখশ্রবণাৎ। এবং জীবাত্মনি নির্ণীতে বাক্য-শেষোঽপি তদনুকূলতয়ৈব নেয় ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি।

ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

শ্রীবিষ্ণুরেবায়ং ভূমা ন প্রাণসচিবো জীবঃ। কুতঃ সমিতি। যো বৈ ভূমা তৎ সুখমিতি বিপুলসুখরূপত্বশ্রবণাৎ সর্ব্বেষামুপর্য্যুপদেশাচ্চ। এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়েতি শ্রৌতপ্রসিদ্ধেঃ সম্প্রসাদঃ প্রাণসচিবো জীবস্তস্মাদধিকতয়া ভূমগুণবৈশিষ্ট্যেনাভিধানাদিতি বা। অয়মর্থঃ। পূর্ব্বং নামাদিকমুপদিশ্য স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতীতি প্রাণবিদোঽতিবাদিত্বমুক্ত্বা এষ তু

অস্মিন্ জীবপক্ষে। তত্র ভূম্নি জীবে। তস্যাং সুষুপ্তৌ। তদনুকূলতয়া জীববিষয়তয়া।

ভূমেতি। সংপ্রসাদ ইতি। শ্রীভগবদনুগ্রহপাত্রত্বাদত্র মুক্তো জীবঃ সংপ্রসাদ ইত্যুচ্যতে। এষ ত্বিতি। যঃ সত্যেন পরমাত্মনা প্রাণপর্য্যন্তান্ পঞ্চদশ অতীত্য

সুখ', এইরূপ উক্তিও সঙ্গত হইতেছে; কেন না, সুষুপ্তিকালে সুখের শ্রবণ হয়। এইরূপে জীবাত্মা নির্ণীত হইলে, বাক্যসমাপ্তিও তদনুকূলভাবেই গ্রহণীয় হইতেছে। এইরূপ সংশয়ের নিরাসার্থ বলিতেছেন:—

বিষ্ণুই ভূমা; প্রাণসচিব জীব ভূমা হইতে পারেন না। কারণ, ভূমা পুরুষের বিপুলসুখরূপত্ব ও সর্ব্বোপরি বিরাজিতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবদনুগৃহীত মুক্ত পুরুষের নাম সম্প্রসাদ। ভূমাপুরুষ সংপ্রসাদ প্রাণসচিব জীব হইতে অধিকগুণবিশিষ্ট রূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন। প্রথমত নামাদি উপদেশ পূর্ব্বক, 'সেই এই পুরুষ, এইরূপে দর্শন করিয়া এইরূপে চিন্তা করিয়া এইরূপে জানিয়া অতিবাদী হয়েন,' এইরূপে প্রাণবিদ্ ব্যক্তির অতিবাদিত্ব কথনের পর, যিনি

বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীতি ভিন্নোপক্রমার্থকেন তু শব্দেনাতিবাদিত্বহেতুং প্রকৃতাং প্রাণোপাস্তিং ব্যাবর্ত্ত্য মুখ্যাতিবাদিত্বহেতোর্বিষ্ণোঃ সত্যশব্দেন পৃথগুপক্রমাৎ প্রাণাদর্থান্তরমধিকশ্চ ভূমেতি নিশ্চীয়তে। প্রাণস্যৈব ভূমত্বে তস্মাদূর্দ্ধং তদুপদেশো ন সম্ভবেৎ। নামাদেরাপ্রাণাদূর্দ্ধমুপদিষ্টং বাগাদি তস্মাদর্থান্তরং বীক্ষ্যতে। এবং প্রাণাদূর্দ্ধমুপদিষ্টো ভূমাপি তথা। সত্যশব্দঃ খলু পরব্রহ্মণি শ্রীবিষ্ণৌ প্রসিদ্ধঃ। সত্যং জ্ঞানমনন্তমিত্যাদৌ সত্যং পরং ধীমহীত্যাদৌ চ। সত্যেনেতি হেতৌ তৃতীয়া। সত্যেন পরব্রহ্মণা নিমিত্তেন যোঽতিবদতীতি ভাবঃ। প্রাণস্য নামাদ্যাশাবসানোপাস্যাপেক্ষয়া উৎকর্ষঃ অতদ্বিদোঽতিবাদিত্বং। শ্রীবিষ্ণোস্তু তস্মাদপ্যুৎকর্ষাৎ তদ্বিদস্তন্মুখ্যমিতি প্রাণাতিবাদিনঃ সত্যাতিবাদী

বদতি সত্যশব্দিতঃ শ্রীহরিঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতি বদতি স এষোঽতিবদতীত্যর্থঃ। স্বোপাস্যপারম্যবাদিত্বমতিবাদিত্বং। নন্থ মুক্তজীবস্য প্রাণসচিবোক্তিরিহ কথমিতি চেন্নৈবং তস্যাপ্যষ্টমাবরণভেদপর্য্যন্তং প্রাণসাহিত্যাৎ। তস্মাদূর্দ্ধমিতি প্রাণাদূর্দ্ধং ভূমোপদেশো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। প্রাণস্যেতি। অতদ্বিদঃ প্রাণোপাসকস্য। শ্রীবিষ্ণোস্ত্বিতি। তস্মাৎ প্রাণাদপি। তদ্বিদঃ শ্রীবিষ্ণূপাসকস্য।

ভূমা পুরুষকে প্রাণ পর্য্যন্ত পঞ্চদশ পদার্থের অতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনিই অতিবাদী হয়েন; সুতরাং প্রাণ হইতে ভিন্ন ও অধিকগুণবিশিষ্টরূপে ভূমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রাণ ভূমা হইলে তদূর্দ্ধরূপে ভূমার উপদেশ অসম্ভব হইত। নাম হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত বস্তু মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রধানরূপে বাগাদি উপদিষ্ট হইয়াছে; আবার প্রাণ হইতে উৎকৃষ্ট রূপে ভূমা উপদিষ্ট হইয়াছেন; অতএব প্রাণ হইতে ভূমাও ভিন্ন। এবং সত্য শব্দ পরব্রহ্ম বিষ্ণুতেই রূঢ়। নামাদি

শ্রেয়ানিতি বিস্ফুটং। অতএব সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতি-বদানীতি শিষ্যোঽভ্যর্থয়তে। গুরুরপ্যাহ। সত্যন্ত্বেব বিজি-জ্ঞাসিতব্যমিতি। ন চ পুনঃ প্রশ্নোত্তরাভাবাৎ প্রাণবিষয়মতি-বাদিত্বং পরত্রানুকর্ষণীয়মিতি বাচ্যং অনববোধাৎ। তথাহি প্রাণাদূর্দ্ধমপৃচ্ছতোঽয়মাশয়ঃ, নামাদ্যাশাবসানেষ্বচেতনেষূপা-স্যেষু পূর্ব্বপূর্ব্বস্মাদুত্তরোত্তরং ভূয়স্ত্বেনোপদিশ্য তত্ত্বিদো-ঽতিবাদিত্বং গুরুণা নোক্তং প্রাণশব্দিতজীবাত্মযাথাত্ম্যবিদস্তু তদুক্তমিত্যত্রৈবোপদেশস্য পরাকাষ্ঠা ইতি। অতঃ পুনঃ প্রশ্নাভাবঃ। গুরুস্তত্র তামনঙ্গীকুর্ব্বংস্তদভ্যধিকশ্রীবিষ্ণুস্বরূপ-

---

তদতিবাদিত্বং। মুখ্যমতিশয়ি। পরত্র ভূমবাক্যে। তথাহীতি। অপৃচ্ছতঃ শ্রীনার-দস্য। নামেতি। নামাদ্যাশাবসানেষু চতুর্দ্দশম্বিত্যর্থঃ। তত্ত্বিদো নামাদিচতু-র্দ্দশোপাসকস্য। তদুক্তমিতি। তদতিবাদিত্বং। অত্রৈব জীবে। তত্রেতি। তত্র

হইতে প্রাণের উৎকৃষ্টত্ববেত্তা অতিবাদী। বিষ্ণু প্রাণ হইতেও উৎকৃষ্ট। সুতরাং প্রাণাতিবাদী হইতে সত্যস্বরূপ বিষ্ণুর উৎকৃষ্টত্ববাদীই শ্রেয়, অতএব মুখ্যাতি-বাদী। শিষ্য সত্যের অতিবাদই অভ্যর্থনা করিতেছেন। গুরু তদুত্তরে বলিতে-ছেন, সত্যই বিজিজ্ঞাসিতব্য। পুন প্রশ্নোত্তরের অভাব হেতু উক্ত অতিবাদ যে প্রাণবিষয়ক, এরূপ বলা যায় না; কারণ, এস্থলে সেরূপ বোধ হইতেছে না। যিনি প্রাণের পর আর অধিক জিজ্ঞাসা করিতেছেন না, তাঁহার আশয় এই যে, নামাদি অচেতন উপাস্য সকলের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে উত্তরোত্তরের প্রাধান্য উপদেশ করিয়া গুরু তত্ত্বদ্বেত্তার অতিবাদিত্ব বলেন নাই; কিন্তু প্রাণ-শব্দিত জীবাত্মার তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির অতিবাদিত্ব বলিয়াছেন। অতএব এই স্থলেই উপদেশের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে; সুতরাং আর প্রশ্নই হইতে পারে না।

যাথাত্ম্যাবগমে সত্যেব সেতি স্বয়মেবৈষ স্থিত্যাদিভিরুপদিশতি। শিষ্যশ্চ সর্ব্বোৎকৃষ্টে শ্রীবিষ্ণৌ তস্মিন্নুপদিষ্টে তদুপাসনতদুপায়তৎস্বরূপযাথাত্ম্যপ্রতিপিৎসয়া সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানীত্যাদিকমভ্যর্থয়তে। ন চোপক্রমাদিদৃষ্ট আত্মশব্দঃ প্রাণসচিবং জীবমাহেতি শক্যং বদিতুং তস্য পরস্মিন্নেব মুখ্যে ব্যুৎপন্নত্বাৎ আত্মনঃ প্রাণ ইত্যগ্রিমবাক্যবিরোধাচ্চ। এবং সতি যত্র নান্যদিত্যাদিবাক্যসঙ্গতির্দর্শিতাপি নিরস্তা। যত্র ভূমন্যনুভূয়মানে সত্যনুভবিতুস্তদাবিষ্টস্যান্যদর্শনাদিকং নিষিধ্যতে। সৌষুপ্তিকং সুখং স্বল্পমিতি সুষুপ্তস্য প্রাণিনঃ ভূমরূপত্বং বদন্নুপহাসাস্পদং। তস্মাৎ শ্রীবিষ্ণুরেব ভূমা ॥ ৮ ॥

জীবে। তাং পরাকাষ্ঠাং। সা পরাকাষ্ঠা। প্রতিপিৎসয়েতি লিপ্সয়েত্যর্থঃ। অগ্রিমবাক্যেতি। তত্র হি তস্য আত্মনশ্চৈতৎসর্ব্বকারণত্বমুচ্যতে ন চৈতৎ প্রাণসচিবে জীবে শক্যং বক্তুং। তদাবিষ্টস্যেতি। তদনুরক্তস্যেত্যর্থঃ। এবং স্মর্য্যতে। আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যা ইত্যাদিনা ॥ ৮ ॥

অধিকন্তু গুরু উহা অঙ্গীকার না করিয়া তদপেক্ষা প্রধান বিষ্ণুর তত্ত্বজ্ঞানেই উপদেশের পরাকাষ্ঠা ইহাই বলিতেছেন। শিষ্যও সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীবিষ্ণুরই উপদেশের অনন্তর তদুপাসনা, তদুপায় ও তৎস্বরূপ বিষয়ক যাথাত্ম্যজ্ঞানের নিমিত্ত 'সোঽহং ভগব' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অভ্যর্থনা করিতেছেন।

উপক্রমাদিদৃষ্ট আত্মশব্দ প্রাণসচিব জীবকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন, এরূপ বলা যায় না। কারণ, উক্ত আত্মশব্দ পরমাত্মাতেই ব্যুৎপন্ন। আরও 'আত্মনঃ প্রাণঃ' ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব 'যত্র নান্যদিত্যাদি' বাক্যসঙ্গতি দর্শিত হইয়াও নিরস্ত হইতেছে। যখন ভূমা পুরুষ

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৯ ॥

অস্মিন্ ভূম্নি যে ধর্ম্মাঃ পঠ্যন্তে তে পরব্রহ্মণি শ্রীবিষ্ণাবেবোপপদ্যন্তে নান্যত্র। যো বৈ ভূমা তদমৃতমিতি স্বাভাবিকমমৃতত্বং। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি ইত্যনন্যাধারত্বং। স এবাধস্তাদিত্যাদিনা সর্ব্বাশ্রয়ত্বং। আত্মনঃ প্রাণ ইত্যাদিনা সর্ব্বকারণত্বঞ্চেত্যাদয়ঃ ॥ ৯ ॥

বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে। কস্মিন্ খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। স হোবাচ। এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা

নান্যত্রেতি। অন্যত্র প্রাণিনি জীবে ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বত্র ভূম্নো ব্রহ্মত্বে যথা সত্যশব্দো নির্ণেতা তথা অক্ষরস্য তত্ত্বে নির্ণেতা শব্দো নাস্তীতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ বৃহদারণ্যক ইতি। প্রধানাদেরুপাস্তিঃ

অনুভূত হইলে তদাবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির অন্যদর্শন নিষিদ্ধ হইতেছে, তখন স্বল্পসুখদায়ক সুষুপ্তির সাক্ষী জীবের ভূমরূপত্ব বলিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। অতএব শ্রীবিষ্ণুই ভূমা ॥ ৮ ॥

বিশেষত এই ভূমা পুরুষে যে সকল ধর্ম্ম পঠিত হয়, তাহা পরব্রহ্ম বিষ্ণুতেই উপপন্ন হয়, অন্যত্র হয় না। 'যিনি ভূমা তিনিই অমৃত,' এই স্থলে ভূমার অমৃতত্ব স্বাভাবিক। 'সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত, নিজ মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত;' ইত্যাদি স্থলে ভূমার অনন্যাধারত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। 'তিনিই সকলের অধস্তন;' ইত্যাদি স্থলে তাঁহার সর্ব্বাশ্রয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে; 'তিনিই আত্মার প্রাণ;' ইত্যাদি স্থলে তাঁহার সর্ব্বকারণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে; ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

বৃহদারণ্যকে পঠিত হয়,—'এই আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে? তিনি বলিলেন, 'গার্গি! এই আকাশ যাঁহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তিনি অক্ষর

অভিবদন্তি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মিত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিমক্ষরং প্রধানং কিং বা জীব উত ব্রহ্মেতি। তত্র ত্রিষ্বপ্যক্ষরশব্দপ্রয়োগাদনির্ণয়ঃ স্যাদিতি প্রাপ্তৌ।

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ॥ ১০॥

অক্ষরং ব্রহ্মৈব। কুতঃ অম্বরেতি। এতস্মিন্ খলু অক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেত্যাকাশপর্য্যন্তস্য সর্ব্বস্য ধারণাৎ॥ ১০॥

ননু সা প্রধানেঽপি স্যাৎ সর্ব্ববিকারকারণত্বাৎ। জীবে চ ভোগ্যভূতসর্ব্বাচিদ্বস্ত্বাশ্রয়ত্বাদিতি চেত্তত্রাহ।

পূর্ব্বপক্ষে ফলং সিদ্ধান্তে তু শ্রীহরেরেবেতি বোধ্যং। কস্মিন্নিতি। অস্যার্থঃ। যদূর্দ্ধং দিবো যদধস্তাৎ পৃথিব্যা যে চ উভে দ্যাবাপৃথিব্যৌ যদন্তরীক্ষং যদ্ভূতং যচ্চ ভবিষ্যচ্চৈতৎ সর্ব্বং কস্মিন্নোতং প্রোতঞ্চেতি গার্গ্যা পৃষ্টে যাজ্ঞ্যবল্ক্যেন আকাশে তৎ সর্ব্বমোতং প্রোতঞ্চেতি প্রত্যুত্তরিতে গার্গী পুনরপৃচ্ছৎ কস্মিন্নিতি। আকাশ ওতপ্রোতত্বেন কুত্রাস্তীত্যর্থঃ।

অক্ষরমিতি। অক্ষরং সদৈকরসং ব্রহ্মৈব নান্যদিতি॥ ১০॥

ব্রহ্ম। তিনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, ইত্যাদি।’

এস্থলে সংশয় এই, অক্ষর শব্দে প্রধান জীব বা ব্রহ্ম ? অক্ষরশব্দে তিনকেই বোধ করাইতে পারে, সুতরাং কিছুরই নির্ণয় হইতেছে না।

এতদুত্তরে বলিতেছেন, অক্ষরশব্দে ব্রহ্মকেই বোধ করাইতেছে; কারণ, ‘এক অক্ষরপুরুষেই আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে;’ ইত্যাদি স্থলে অক্ষরেরই অম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের আশ্রয়রূপে নির্দ্দেশ হইতেছে॥ ১০॥

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥

সাম্বরান্তধৃতির্ব্রহ্মণ্যেব। কুতঃ প্রেতি। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিবী বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত ইত্যাদিবিদিতস্য প্রশাসনস্য তত্রৈব সম্ভবাদিত্যর্থঃ। ন চেদং স্বপ্রশাসনাধীনং সর্ব্বধারণং জড়ে প্রধানে বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থে জীবে চ সমস্তি ॥ ১১ ॥

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১২ ॥

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দৃষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃত্যাদিনা বাক্যশেষেণাস্যাক্ষরস্য ব্রহ্মান্যত্বব্যাবর্ত্তনাচ্চ ব্রহ্মৈব তৎ।

সাচেতি। প্রশাসনমাজ্ঞা ॥ ১১ ॥

অন্যেতি। অন্যভাবো ব্রহ্মান্যত্বং তস্য ব্যাবৃত্তের্নিরাসাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, তদ্দ্বারা সর্ব্ববিকারকারণভূত প্রধানকে, অথবা ভোগ্যভূত সর্ব্ব অচেতন বস্তুর আশ্রয়স্বরূপ জীবকেই বোধ করুক; তদুত্তরে বলিতেছেন,—

অম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্ব বস্তুর আশ্রয়ত্ব ব্রহ্মেই সম্ভব। কারণ, 'গার্গি! এই অক্ষরের আজ্ঞাতেই স্বর্গ ও পৃথিবী বিধৃত হয়;' ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত আজ্ঞামাত্র ধারণ ব্রহ্মেরই সম্ভব হয়, অন্যের হয় না। জড় প্রধান, ও বদ্ধ বা মুক্ত উভয়বিধ জীবেরই সঙ্কল্পমাত্রে জগৎ ধারণ সম্ভব হয় না ॥ ১১ ॥

'হে গার্গি! এই অক্ষরই অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা;' ইত্যাদি বাক্যশেষ দ্বারা অক্ষর পুরুষের ব্রহ্মান্যত্ব ধর্ম্মের নিরাস হেতু অক্ষর পুরুষই যে ব্রহ্ম, ইহাই স্থির হইতেছে। এইস্থলে দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা জড়াত্মক

অত্র দ্রষ্টৃত্বাদিনা জড়াত্মকপ্রধানভাবো ব্যাবর্ত্ত্যতে। সর্ব্বেরদৃষ্টস্য তস্য সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাত্যুপদেশাৎ জীবভাবশ্চেতি॥ ১২॥

প্রশ্নোপনিষদি এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যোঽয়মোঙ্কারস্তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতীতি প্রকৃত্য যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো যথা পাদোদরস্ত্বচা

পূর্ব্বং প্রধানাদৌ প্রযুক্তস্যাপ্যক্ষরশব্দস্য সর্ব্বপ্রশাস্তিত্যাদিনা লিঙ্গেন ন ক্ষরতীতি ব্যুৎপত্ত্যা কূটস্থত্বাদ্যাপিত্বাদ্বা ব্রহ্মণি যোগবৃত্তিরাশ্রিতা তথেহাপি দেশপরিচ্ছিন্নফলশ্রবণেন লিঙ্গেন পরশব্দস্যাপেক্ষিকপরত্ববিশিষ্টে চতুর্ম্মুখে বৃত্তিরস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ প্রশ্নোপনিষদীত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষে বিধেঃ সিদ্ধান্তে শ্রীহরেরুপাসনং ফলং। এতদ্বৈ ইত্যাদেরর্থঃ। পিপ্পলাদো নামাচার্য্যঃ সত্যকামেন পৃষ্টো ব্যাচষ্টে হে সত্যকাম পরং শ্রীনারায়ণাখ্যমপরং চতুর্ম্মুখাখ্যং চ ব্রহ্ম তদেতদেব। যোঽয়মোঙ্কার ইতি। ওঙ্কারস্য পরং ব্রহ্মত্বং মৎস্যকূর্ম্মাদিবৎ তদবতারত্বাৎ। অপরব্রহ্মত্বঞ্চ তজ্জনকত্বাৎ তজ্জনকত্বং পরব্রহ্মাভেদাৎ। তস্মাৎ প্রণবং ব্রহ্মাত্মকং বিদ্বান্ জানন্ জন এতেন প্রণবেন ধ্যানায়তনেন ধ্যাতেনেতি যাবৎ। পরাপরয়োরেকমন্বেতি যথা ধ্যানং। ত্রিমাত্রেণেতি।

প্রধানের ধর্ম্ম নিরস্ত হইতেছে; এবং সকলের অদৃষ্ট সেই পুরুষের সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাদির উপদেশ হেতু জীবভাবও নিরস্ত হইতেছে॥ ১২॥

প্রশ্নোপনিষদেও পিপ্পলাদ আচার্য্য বলিতেছেন, 'হে সত্যকাম! ওঙ্কার চতুর্ম্মুখাখ্য অপরব্রহ্ম এবং শ্রীনারায়ণাখ্য পরব্রহ্ম স্বরূপ। ঐ প্রণবকে ব্রহ্মাত্মক রূপে ধ্যান করিলে, একতর প্রাপ্তি হয়;' ইত্যাদি উপক্রম করিয়া, 'যিনি ত্রিমাত্র প্রণবাক্ষর স্বরূপ সূর্য্যান্তঃস্থ পরম পুরুষকে অভিধ্যান করেন, তিনি সূর্য্যকেই প্রাপ্ত হইয়া সাম দ্বারা ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়েন, পরমপুরুষধ্যাতা,

বিনির্ম্মুচ্যতে এবং হৈব স পাপ্মভির্বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষং বীক্ষ্যতে ইতি পঠ্যতে।

তত্র সংশয়ঃ। ধ্যানেক্ষয়োর্বিষয়ঃ পুরুষশ্চতুর্ম্মুখঃ পুরুষোত্তমো বেতি। তত্রৈকমাত্রং প্রণবমুপাসীনস্য মনুষ্যলোকং দ্বিমাত্রমুপাসীনস্যান্তরীক্ষলোকং ফলং প্রোচ্য ত্রিমাত্রমুপাসীনস্য ব্রহ্মলোকমাহ। স চ লোকক্রমাচ্চতুর্ম্মুখলোকঃ প্রত্যেতব্যস্তদ্‌গতেন বীক্ষমাণস্ত স এবেতি যুক্তেশ্চতুর্ম্মুখঃ স ইতি প্রাপ্তে।

তৃতীয়েয়ং দ্বিতীয়ান্বেন নেয়া। ব্রহ্মোঙ্কারয়োরভেদোপক্রমাৎ তাদৃশমক্ষরং সূর্য্যান্তঃস্থং পরং ধ্যায়ীতেতি। ধ্যাত্বা সূর্য্যং প্রাপ্তঃ সামভির্ব্রহ্মলোকং নীয়তে। পাদোদরঃ সর্পঃ। স ইতি পরমপুরুষধ্যাতা। স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ সর্ব্বজীবাভিমানিনশ্চতুর্ম্মুখাৎ পরং পুরিশয়ং পরমে ব্যোম্নি পুরি স্থিতং শ্রীনারায়ণং শ্রীপতিমীক্ষতে লভত ইত্যর্থঃ। ক্রমমুক্তিরিহ প্রকাশিতা সনিষ্ঠানাং বোধ্যা।

সর্প যেরূপ ত্বক্ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় তদ্রূপ, পাপজন্য স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়েন। তিনি সাম দ্বারা ব্রহ্মলোকে নীত হয়েন। তিনি এই সর্ব্বজীবাভিমানী চতুর্ম্মুখ হইতেও পর পরব্যোমপুরস্থিত শ্রীপতিকে লাভ করেন।'

এ স্থলে সংশয় এই,—ধ্যান ও দর্শনের বিষয়, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বা পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণ? যে ব্যক্তি একমাত্র প্রণবের উপাসনা করেন, তিনি মনুষ্যলোক, যে ব্যক্তি দ্বিমাত্র প্রণবের উপাসনা করেন, তিনি অন্তরীক্ষ লোক প্রাপ্ত হয়েন, এইরূপ ফল বলিয়া, পরে যিনি ত্রিমাত্র প্রণবের উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন, এইরূপ ফলও বলিয়াছেন। সুতরাং ঐ লোক চতুর্ম্মুখ-

ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

স পুরুষোত্তম এব ঈক্ষতিকর্ম্ম দর্শনবিষয়ঃ। কুতঃ ব্যপদেশাৎ। তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যৎ তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং পরায়ণং চেতি ব্রহ্মধর্ম্মনির্দ্দেশাৎ। তদেবং নির্ণীতে ব্রহ্মলোকশব্দোঽপি নিষাদস্থপত্যধিকরণন্যায়েন শ্রীবিষ্ণুলোকস্য বাচকঃ সিদ্ধ্যতি ॥ ১৩ ॥

ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।

তদ্‌গতেনেতি। চতুর্ম্মুখলোকগতেন জনেন বীক্ষ্যমাণঃ স চতুর্ম্মুখ এবেতি যুক্তমিত্যর্থঃ।

তদেবমিতি। ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোক ইতি কর্ম্মধারয়োঽত্র সমাসঃ। নিষাদস্থপতিং যাজয়েদিত্যত্র নিষাদশ্চাসৌ স্থপতিশ্চেতি তথা সঃ ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বত্র পরমপুরুষশব্দস্য শ্রীনারায়ণে রূঢ়ত্বাৎ তস্যৈবোপাস্যতা নির্ণীতা তদ্বদত্রাকাশশব্দস্য ভূতাকাশে রূঢ়ত্বাৎ তস্যৈবোপাস্যতাস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ ছান্দোগ্যেত্যাদি। অথ যদিতি। ভূমবিদ্যানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। অন্বেষ্টব্যং ধ্যেয়মিত্যর্থঃ।

লোক বলিয়াই আপাতত প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব তাদৃশ বিষয় চতুর্ম্মুখই হউক, এই প্রকার সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন।

পুরুষোত্তমই ঈক্ষণকর্ম্ম দর্শনের বিষয়। কারণ, প্রণব-ধ্যায়ীর শান্তত্ব অজরত্ব অমরত্ব অভয়ত্ব ও পরত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে। এস্থলে নিষাদস্থপতি শব্দের ন্যায় ব্রহ্মলোক শব্দেও কর্ম্মধারয় সমাসে বিষ্ণুলোকই বুঝিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

তত্র সন্দেহঃ। কিময়ং হৃদয়পুণ্ডরীকস্থো দহরাকাশো ভূতাকাশঃ কিং বা জীবঃ উত শ্রীবিষ্ণুরিতি। তত্র প্রসিদ্ধে-র্ভূতাকাশঃ স্যাৎ। পুরস্বামিত্বাদল্পত্বপ্রত্যয়ত্বাচ্চ জীবো বেতি প্রাপ্তে।

দহর উত্তরেভ্যঃ॥ ১৪॥

শ্রীবিষ্ণুরেব দহরঃ। কুতঃ উত্তরেভ্যঃ বাক্যশেষগতেভ্যো হেতুভ্য ইত্যর্থঃ। তে চ বিয়দুপমত্বসর্ব্বাধারত্বাপহতপাপ্ম-ত্বাদয়ো ভূতাকাশে জীবে চ ন সম্ভবেয়ুঃ। শ্রুতৌ ব্রহ্মপুর-

তত্র সন্দেহ ইতি। প্রসিদ্ধির্মিতত্বঞ্চ তদ্বীজং বোধ্যং।

দহরেতি। তে চেতি। বিজিজ্ঞাস্যত্বেনোক্তস্য দহরাকাশস্য তঞ্চেদ্ব্রূয়ুরিত্যুপ-ক্রম্য কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বা বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাক্ষেপপূর্ব্বকং সমাধানবাক্যং। স ব্রূয়াৎ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ

ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রুত হইয়া থাকে, 'এই ব্রহ্মপুরে হৃদয়পুণ্ডরীকে যে দহরাকাশ আছে, তাহাই ব্রহ্মের আবাসভূত। ঐ বেশ্মমধ্যে যিনি অবস্থিত, তিনিই অন্বেষ্টব্য, তিনিই জিজ্ঞাস্য,' ইত্যাদি।

এস্থলে সংশয় এই যে, ঐ হৃদয়পুণ্ডরীকস্থ দহরাকাশ শব্দে ভূতাকাশ, জীব বা বিষ্ণুকে বোধ করাইতেছে? আকাশ শব্দের প্রসিদ্ধি হেতু ভূতাকাশকে এবং পুরস্বামিত্ব ও অল্পত্ব প্রত্যয় হেতু জীবকেও বোধ করাইতে পারে। তদু-ত্তরে বলিতেছেন,—

দহরাকাশ পদে বিষ্ণুকেই বোধ করাইতেছে; কারণ, বাক্যশেষস্থ আকা-শোপমত্ব, সর্ব্বাধারত্ব ও অপহতপাপ্মত্বাদি হেতু সকল ভূতাকাশ ও জীবকে নিরস্ত করিয়া বিষ্ণুকেই অবগত করাইতেছে। শ্রুতিতে ব্রহ্মপুর শব্দে উপাসকের

মুপাসকস্য শরীরং তদবয়বভূতং হৃদয়পুণ্ডরীকং ব্রহ্মণো বেশ্ম তত্র ধ্যেয়ং দহরাকাশশব্দং পরং ব্রহ্ম তস্মিন্নন্বেষ্টব্য-মতহতপাপ্মত্বাদিগুণজাতমিতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ১৪ ॥

ইতোঽপি দহরঃ শ্রীবিষ্ণুরেবেত্যাহ।

গতিশব্দাভ্যাং তথা দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥

যথা হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপরি সঞ্চরন্তোঽপি ন বিদুস্তথেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এনং ব্রহ্ম-লোকং ন বিদন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়া ইত্যত্রৈনমিতি প্রকৃতং

উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে ইত্যাদি। এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুর-মস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুরিত্যাদি চ। অত্রাকাশোপমানত্বং দ্যাবাপৃথিব্যাশ্রয়ত্বং কামাদ্যাধারত্বঞ্চ দহরস্যোক্তং। শ্রুত্য-র্থস্তু তং গুরুং শিষ্যা ব্রূয়ুঃ কিং তদিতি। হৃৎপুণ্ডরীকং তাবদল্পং তত্র স্থিত আকাশস্ততোঽপ্যল্পঃ স্যাদিতি অল্পে হৃৎপুণ্ডরীকে কিমস্তি। যৎ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং বিচার্য্য ধ্যেয়মিত্যল্পত্বদোষেণ দহরস্য ধ্যেয়ত্বে শিষ্টৈরাক্ষিপ্তে তত্র সমাধানং স ব্রূয়াদিতি। স গুরুর্ব্রূয়াৎ। কিং ব্রূয়াদিত্যাহ যাবানিতি। তথা চাকাশোপ-মত্বেনাল্পত্বদোষনিরাকরণাদচিন্ত্যশক্ত্যা বিভুত্বমজহদেব মধ্যমতয়া বিভাতীতি স শ্রীহরিরেব তাদৃশো ধ্যেয় ইত্যর্থঃ। আকাশশব্দবাচ্যাশ্চাষ্টৌ গুণাস্তত্রান্বে-ষ্টব্যাঃ কথিতাঃ। যো খলু য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামানিত্যুপসংহৃতাঃ। ইহ তদ্গুণগণস্য মুমুক্ষুমৃগ্যত্বশ্রবণাদানুবাদিত্বাদিকং তস্য নিরস্তং ॥ ১৪ ॥

শরীর, এবং পুণ্ডরীক শব্দে তদবয়বভূত হৃদয় নির্দ্দেশ করিতেছে; সুতরাং দহরাকাশশব্দে পরব্রহ্মই বোধিত হইতেছেন। তাদৃশ পরব্রহ্মেই অপহতপাপ্ম-ত্বাদি গুণজাত অন্বেষণীয়, ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

পরবর্ত্তী কারণেও দহরশব্দে বিষ্ণুকেই বোধ করাইতেছে।

দহরং নির্দ্দিশ্য তত্র প্রজানাং গতিরুক্তা গন্তব্যস্য তস্য ব্রহ্ম-লোকশব্দশ্চোক্তস্তাভ্যাং দহরঃ শ্রীবিষ্ণুরেবেতি নিশ্চিতং। তথাহি সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতীতি তত্রৈবান্যত্র প্রাণানাং পরস্মিন্ গমনং দৃষ্টং তদেব ব্রহ্মলোকশব্দস্য শ্রী-বিষ্ণুপরত্বে লিঙ্গং গমকং। সত্যলোকপরত্বে তু তত্র প্রত্যহং তাসাং সা ন সম্ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

যথা হিরণ্যেতি। ন বিদন্ত্যত্র হেতুরনৃতেনেতি। হি যস্মাদনৃতেন প্রজাঃ প্রত্যূঢ়া গ্রস্তা ইত্যর্থঃ। সতেতি। হে সৌম্য শ্বেতকেতো তদা সুষুপ্তিকালে জীবঃ সতা ব্রহ্মণা সহ সম্পন্নো ভবতি তত্র লীয়ত ইত্যর্থঃ। তত্র প্রত্যহমিতি। তত্র সত্যলোকে। প্রতিদিনং তাসাং প্রজানাং সা গতির্ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥১৫॥

গতি ও শব্দ দ্বারাও দহরপদে বিষ্ণুকেই বোধ করাইতেছে। বিশেষত ঐ শব্দ বিষ্ণুলিঙ্গক। 'সুবর্ণাদি নিধি সকল আকরে নিহিত থাকিলেও ভূতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন উপরি সঞ্চরণকারী ব্যক্তিগণ যেমত তাহা জানিতে পারেন না, তদ্রূপ লোক সকল প্রতিদিন ঐ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও মায়ামোহিত থাকাতে তাহা জানিতে পারেন না।' এস্থলে 'এনং' শব্দ দ্বারা প্রকৃত দহর নির্দ্দেশ করিয়া সেই স্থলে লোকের গতি এবং ঐ গন্তব্য দহরের উদ্দেশে ব্রহ্ম-লোক শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত গতি ও শব্দ দ্বারা দহরপদে বিষ্ণুই বোধিত হইতেছেন। 'হে সৌম্য শ্বেতকেতো! সুষুপ্তিকালে জীব সকল ব্রহ্মে লীন হয়েন,' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণিগণের যে দহরলোক গমন উক্ত হইয়াছে, সেই দহরলোক বা ব্রহ্মলোক শব্দে বিষ্ণুপদই জানিতে হইবে। ঐ দহরশব্দে সত্যলোক বোধ করাইতে পারে না; কারণ, তথায় প্রতিদিন জীবের গমন সম্ভব হয় না ॥ ১৫ ॥

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১৬ ॥

দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি প্রকৃত্য বিয়দুপমাপূর্ব্বকং তত্র সর্ব্বসমানত্বমুক্ত্বাত্মশব্দঞ্চ প্রযুজ্যোপদিশ্য চাপহতপাপ্ম-ত্বাদি তমেবানতিবৃত্তপ্রকরণং নির্দ্দিশতি। অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায়েতি। তস্মাদস্য বিশ্ব-ধৃতিরূপস্য মহিম্নোঽস্মিন্ দহরে প্রাপ্তেরয়ং শ্রীবিষ্ণুরেব। এষ সেতুর্বিধারণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়েত্যন্যত্রাপ্যেষ মহিমা তত্রৈব দৃষ্টঃ ॥ ১৬ ॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ ॥

কো হ্যেবান্যাদিত্যাদৌ ব্রহ্মণ্যাকাশশব্দস্য খ্যাতেশ্চ॥১৭॥

দহরেতি। তমেব দহরমেব অনতিক্রান্তপ্রকরণমিত্যর্থঃ। স সেতুরিতি। সেতুর্বর্ণাশ্রমাদ্যসঙ্করতাহেতুঃ। বিধৃতির্বিশিষ্টা ধৃতির্যেন সঃ। অঞ্জসা অসাঙ্ক-র্য্যেণ চ নিখিলধারক ইত্যর্থঃ। অসংভেদায় অসাঙ্কর্য্যায় ॥ ১৬ ॥

প্রসিদ্ধেরিত্যাদি সুগমং ॥ ১৭ ॥

'এই হৃদয়স্থিত অন্তরাকাশের নাম দহর,' এইরূপ উপক্রম করিয়া আকা-শের সহিত সাদৃশ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মশব্দের প্রয়োগে ও তাহার অপহত-পাপ্মত্বাদি ধর্ম্ম কথনে প্রকরণমধ্যেই দহরের নির্দ্দেশ হইতেছে। আত্মা এই সকল লোকের ধর্ম্মকে অসাঙ্কর্য্য হইতে সেতুর ন্যায় রক্ষা করেন। অতএব এই দহরে বিশ্ববিধারণরূপ মহিমা দৃষ্টে দহরপদে বিষ্ণুকেই বুঝিতে হইবে। অন্যত্রও দহরেরই উক্ত মহিমা দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

'কো হ্যেবান্যাৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতেও আকাশশব্দের ব্রহ্মেই প্রসিদ্ধি দৃষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

নন্বু স এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। এষ আত্মেতি হোবাচ। এতদমৃতমেতদভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি দহরবাক্যান্তরালে জীবস্য পরামর্শাৎ স এব দহরঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ।

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ॥ ১৮॥

মধ্যে জীবপরামর্শাদুপক্রমেঽপি স এবেতি ন শক্যং বক্তুং। কুতঃ অসম্ভবাৎ। উপক্রমোক্তস্য অপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকস্য জীবেঽনুপপত্তেরিত্যর্থঃ॥ ১৮॥

স্যাদেতৎ দহরবিদ্যায়াঃ পরস্মাৎ য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ

নন্বিতি। সম্প্রসাদো জীবঃ। পরং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম। এষ পরংজ্যোতিঃশব্দনির্দ্দিষ্ট আত্মা বিভুর্বিজ্ঞানানন্দঃ।

মধ্য ইতি। উপক্রমোক্তস্য উপক্রান্তে দহরে পঠিতস্য॥ ১৮॥

এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, 'এই সংপ্রসাদ এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পরজ্যোতীরূপ রূপলাভ পূর্ব্বক নিজরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়েন, ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই অভয়প্রদ ব্রহ্ম,' ইত্যাদি দহরবাক্যমধ্যে জীবের উক্তি দৃষ্ট হয়; সুতরাং দহরশব্দে জীবই বোধিত হউন। তদুত্তরে বলিতেছেন,—

মধ্যে জীবপরামর্শদৃষ্টে উপক্রমেও জীবপরামর্শ হউক, এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, উপক্রমোক্ত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণাষ্টক জীবে উপপন্ন হইতে পারে না॥ ১৮॥

সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যাদের্জীব-পরাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ তদষ্টকং দহরবাক্যান্তরালে পঠিতে জীবেঽপি সম্ভবেদতঃ স এব দহর ইত্যাশঙ্ক্য নিরাচষ্টে।

উত্তরাচ্চেদাবির্ভাবস্বরূপস্তু ॥ ১৯ ॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তুশব্দঃ। নেত্যনুবর্ত্ততে। প্রজাপতিবাক্যে সাধনাবির্ভাবিতস্বরূপস্যোপদেশাৎ ন তেনাবির্ভূতস্বরূপঃ শক্যো গ্রহীতুমিত্যর্থঃ। দহরবাক্যার্থং তদষ্টকং নিত্যাবির্ভূতং তথৈব প্রতীয়াৎ। প্রজাপতিবাক্যোক্তং তৎ সাধনাবি-

স্যাদেতদিতি। য ইতি আত্মা জীবলক্ষণঃ। বিমৃত্যুর্ম্মরণরহিতঃ। বিজিঘৎসঃ বিগতা জিঘৎসা যস্য সঃ। এতদ্‌গুণাষ্টকবিশিষ্টং জীবস্য নৈজং স্বরূপং। তদষ্টকং গুণাষ্টকং।

শঙ্কেতি। সাধনেতি। সাধনেন ব্রহ্মোপাসনেনাবির্ভাবিতং তদষ্টকবৎ স্বরূপং যস্য স জীবঃ তথা তস্য তত্রোপদেশাৎ। তেনেতি। প্রজাপতি-বাক্যেন নিত্যসিদ্ধরূপঃ পরমাত্মা ন শক্যতে নেতুমিত্যর্থঃ। এতদ্বিশদয়তি

দহরবিদ্যার পর, যিনি এই আত্মা অপহতপাপ্মা বিজর বিমৃত্যু বিশোক বিজিঘৎস অপিপাস সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প, তিনিই অন্বেষ্টব্য তিনিই বিজিজ্ঞাসি-তব্য, ইত্যাদি বাক্য সকল জীবপর প্রজাপতিবাক্য, সুতরাং উক্ত গুণাষ্টক দহরবাক্যান্তরালে পঠিত জীবেও সম্ভব হয়। অতএব প্রজাপতিরূপ জীবই দহরপদবাচ্য, এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন,

প্রজাপতিবাক্যে সাধনাবির্ভাবিত স্বরূপের উপদেশ হেতু নিত্যাবির্ভূত স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। দহরবাক্যোক্ত গুণাষ্টক নিত্যাবির্ভূত

র্ভাবিতং। এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়েত্যা-দিনা তথৈব প্রতীতেরিত্যুভয়োর্মহদন্তরং। কিঞ্চ সাধনাবি-র্ভাবিততদষ্টকেঽপি জীবে অসম্ভাব্যাঃ সেতুত্বজগদ্বিধারক-ত্বাদয়ো গুণাঃ পরেশত্বং দহরস্য গময়ন্তি ॥ ১৯ ॥

যদ্যেবং তর্হি তদন্তরালে জীবপ্রস্তাবঃ কিমর্থং তত্রাহ।

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥

তত্র জীবপরামর্শঃ পরমাত্মজ্ঞানার্থ এব। যং প্রাপ্য জীবস্তদষ্টকবতা স্বরূপেণাভিনিষ্পাদ্যতে স এষ পর-মাত্মেতি ॥ ২০ ॥

দহরেত্যাদিনা। এবমেবেতি। আদিশব্দাৎ পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পাদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষ ইতি বাক্যশেষো গ্রাহ্যঃ। যৎ পরং জ্যোতিঃ স উত্তমঃ পুরুষঃ শ্রীহরিরিত্যর্থঃ। লিঙ্গান্তরমাহ কিঞ্চেত্যাদি ॥ ১৯ ॥

রূপে প্রতীত হইতেছে; কিন্তু প্রজাপতিবাক্যোক্ত গুণাষ্টক তদ্রূপ না হইয়া সাধনাবির্ভাবিত রূপে প্রতীত হইতেছে। এইরূপ, 'এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরী-রাৎ', ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও তদ্রূপই প্রতীতি হইতেছে; সুতরাং উভয়ের মহদন্তর জানিতে হইবে। আরও সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টক বিশিষ্ট জীবে সেতুত্ব জগদ্বিধারকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অসম্ভব হইতেছে, অতএব তদ্দ্বারা দহরের পরেশত্বই বোধিত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

এক্ষণে তদন্তরালে জীবপ্রস্তাবের কারণ কি, এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

ঐ স্থলে জীবপরামর্শ পরমাত্মজ্ঞানের নিমিত্তই জানিতে হইবে। যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব গুণাষ্টকবিশিষ্ট স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়েন, তিনিই পরমাত্মা ॥২০॥

নন্বু দহরোঽস্মিন্নিত্যল্পত্বশ্রবণাৎ তদন্তরালে পঠিতো জীব এব পূর্ব্বত্রাপি বোধ্য ইতি চেৎ তত্রাহ।

অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ তদুক্তং॥ ২১॥

তত্র যৎ সমাধানং তৎ প্রাগেবোক্তং। নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চেত্যনেন বিভোরপি প্রাদেশমাত্রত্বং তন্মাত্রস্মৃতি-স্থানমানোপচারাৎ। স্মৃতিভাবাপেক্ষয়াবিচিন্ত্যমহিম্নস্তস্য তথা প্রাকট্যাদেব॥ ২১॥

ইতশ্চৈতদেবমিত্যাহ।

অনুকৃতেস্তস্য চ॥ ২২॥

নিত্যাবির্ভূততদষ্টকবিশিষ্টস্য দহরস্য সাধনাবির্ভাবিত-তদষ্টকেন প্রজাপতিবাক্যোক্তেন জীবেনানুকরণাৎ তস্মা-দিতরঃ সঃ। পূর্ব্বমনৃতাপিহিতস্বরূপঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মোপাসনয়া

যদ্যেবমিতি। তদন্তরালে দহরবাক্যমধ্যে।

অন্যার্থেত্যাদি স্পষ্টং॥ ২০॥

নন্বিতি। অল্পত্বং মধ্যমত্বং। পূর্ব্বত্র দহরবাক্যাদৌ।

অল্পেত্যাদি স্পষ্টং॥ ২১॥

অন্বিতি। চাবধৃতৌ। অনুকরণং নাম তৎসমতয়া বর্ত্তনং। তস্মাৎ জীবাৎ। স দহরঃ। ইহ স্ফুটয়তি পূর্ব্বমিতি। অনৃতাপিহিতমবিদ্যাসংবৃতং

'নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ' ইত্যাদি সূত্রে স্মৃতিস্থান হৃদয়ের পরিমাণ অনু-সারে এবং স্মরণকর্ত্তার ভাবাপেক্ষায় অবিচিন্ত্যমহিম বিভু পুরুষেরও প্রাদেশ-মাত্রত্বাদিরূপে আবির্ভাবের সমাধান উক্ত হইয়াছে॥ ২১॥

নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকবিশিষ্ট দহরের প্রজাপতিবাক্যোক্ত সাধনাবির্ভাবিত-গুণাষ্টক জীব কর্ত্তৃক অনুকরণ হেতু দহর জীব হইতে ভিন্ন। জীব পূর্ব্বে মায়াবৃত-

সংছিন্নপিধানস্তদুপসম্পত্ত্যাবির্ভাবিততদষ্টকবিশিষ্টঃ সন্ তৎ-সমো ভবতীতি প্রজাপতিনিগদিতস্য দহরানুকারঃ। অনু-কার্য্যানুকর্ত্রোর্মিথোঽন্যত্বন্তু সুসিদ্ধং পবনমনুহরতে হনুমা-নিত্যাদিষু। দৃশ্যতে চ মুক্তস্য ব্রহ্মানুকারঃ নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি শ্রুত্যন্তরে॥ ২২॥

অপি স্মর্য্যতে॥ ২৩॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চেতি। মুক্তানাং ভগবৎ-সাধর্ম্ম্যলক্ষণঃ স স্মর্য্যতে। তস্মাৎ দহরঃ শ্রীহরিরেব ন জীবঃ॥ ২৩॥

স্বরূপং যস্য সঃ। সংছিন্নপিধানো বিনষ্টাবিদ্যঃ। তদুপসংপত্ত্যা পরংজ্যোতিঃ-সন্নিধিলাভেন। তৎসমো ব্রহ্মতুল্যঃ। মিথোঽন্যত্বং পরস্পরভেদঃ॥ ২২॥

ইদমিতি। ইহ বচনেন ভেদেঽপি জীববহুত্বমুক্তং তেন তত্র ভগবতো মুক্তানাঞ্চ মিথো ভেদঃ সিদ্ধঃ॥ ২৩॥

স্বরূপ থাকিয়া পরে ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা সংছিন্নাবরণ এবং পরংজ্যোতিঃসন্নি-ধানলাভে আবির্ভাবিত-গুণাষ্টক-বিশিষ্ট ও ব্রহ্মতুল্য হয়েন; ইহাই প্রজাপতি-বাক্যোক্ত জীবের দহরানুকরণ। অনুকার্য্য ও অনুকর্ত্তার পরস্পর ভেদ সুসিদ্ধই আছে। হনুমান পবনের অনুকরণ করেন, ইত্যাদি স্থলেও ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মুক্ত জীবের ব্রহ্মানুকরণ, 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' ইত্যাদি শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়॥ ২২॥

'এই জ্ঞান আশ্রয় পূর্ব্বক যাহারা আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে, তাহাদিগকে সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং প্রলয়েও বিনাশ পাইতে হয় না।'

কঠবল্ল্যাং পঠ্যতে অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ততো ন বিজুগুপ্সত ইত্যাদি। ইহ বীক্ষা। অঙ্গুষ্ঠমাত্রো জীবঃ শ্রীবিষ্ণুর্বেতি। প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিরঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপ ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরবাক্যৈকার্থাৎ জীব ইতি প্রাপ্তে।

পূর্ব্বত্রাকাশশব্দস্যাদিমে ভূতে রূঢ়স্যাপি প্রসিদ্ধিবশাদাকাশোপমত্বাদিলিঙ্গাচ্চ ব্রহ্মপরত্বং যথা দর্শিতং তথাত্রাঙ্গুষ্ঠমাত্রশব্দস্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপ ইতি প্রসিদ্ধিবশাৎ পরিচ্ছিন্নত্বলিঙ্গেন জীবপরত্বমস্তিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ কঠবল্ল্যামিতি। অঙ্গুষ্ঠেতি। আত্মনি দেহে মধ্যে হৃদীত্যর্থঃ। ততস্তমুপাস্য ন বিজুগুপ্সতে শ্লাঘ্যো ভবতীত্যর্থঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ এতদ্বৈতদিতি। তত্রেদং বাক্যমাদিপদাদ্গ্রাহ্যং। অধূমক ইতি লিঙ্গব্যত্যয়েন নির্ধূমজ্যোতিরিবেত্যর্থঃ। নিত্যতামাহ স এবাদ্য ইতি। অদ্য বর্ত্তমানকালে স এবাস্তি। শ্বো ভবিষ্যৎকালে স এব ভবিতা। ভূতেঽপি স এবাভূদিত্যস্যোপলক্ষণমেতৎ। যন্নাচিকেতাঃ পপ্রচ্ছ যত্র

ইত্যাদি শ্রুতিতে মুক্ত পুরুষের ভগবৎসাধর্ম্ম্য-লক্ষণ ভেদ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। অতএব দহরশব্দে হরিকেই জানিতে হইবে, জীবকে নহে॥ ২৩॥

কঠবল্লীতেও পঠিত হয়, 'হৃদয়মধ্যে যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অবস্থান করেন, তিনি ভূতভব্যের নিয়ামক ঈশ্বর; তাঁহার উপাসনা করিলে জীব শ্লাঘ্য হয়েন;' ইত্যাদি।

এস্থলে সংশয় এই, ঐ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীব বা বিষ্ণু। 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র রবিতুল্য-জ্যোতির্ম্ময় প্রাণাধিপ পুরুষ নিজ কর্ম্মানুসারে সঞ্চরণ করেন;' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর বচনের সহিত ঐক্য বিধায় তাদৃশ পুরুষ জীবই হউক। ইত্যাদির উত্তরে সমাধান করিতেছেন,—

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ শ্রীবিষ্ণুরেব। কুতঃ শব্দাদেব। ঈশানো ভূতভব্যস্যেতি শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। ন চেদৃগৈশ্বর্য্যং কর্ম্মাধীনস্য জীবস্য সম্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

নন্বু বিভোস্তৎপ্রমিতত্বং কথং তত্রাহ।

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

তু শব্দোঽবধারণে। অঙ্গুষ্ঠমাত্রে হৃদি স্মর্য্যমাণত্বাদ্বিভোরপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং। হৃন্মানাপেক্ষয়া তস্মিন্ মানোপচারাৎ স্মর্ত্তৃভাবাপেক্ষয়া তাদৃশস্যাপি তস্যাচিন্ত্যমহিম্নস্তথা হৃদি

ধর্ম্মাদিত্বাদিত্যাদিনা তদ্বস্ত্বেতদেব। প্রাণাধিপ ইতি। বনপর্ব্বণি চ। ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতং। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাদিতি।

শব্দাদিতি স্পষ্টং ॥ ২৪ ॥

নন্বঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বাল্লিঙ্গাৎ জীব এব সোঽস্ত্বিতি চেৎ তত্রাহ হৃদ্যপেক্ষয়েতি। লিঙ্গাপেক্ষয়েশান ইতি শ্রুতের্বলিষ্ঠত্বাৎ ন তেন লিঙ্গেন জীবঃ প্রতিপাদ্য ইত্যর্থঃ।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত পুরুষ শ্রীবিষ্ণুই। কারণ, 'ঈশানো ভূতভব্যস্য,' ইত্যাদি শ্রুতিই তদ্রূপ বলিতেছেন। ভূতভব্যনিয়ামকত্বরূপ ঐশ্বর্য্য কখনই কর্ম্মাধীন জীবের সম্ভব হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

এক্ষণে বিভুর অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বের সমাধান করিতেছেন,—

হৃদয়পরিমাণাপেক্ষায় পরিমাণের উপচার বশত অঙ্গুষ্ঠমাত্র-প্রমিত হৃদয়ে স্মর্য্যমাণ বিভুর অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। অথবা স্মরণকর্ত্তার মনের ভাব অনুসারে তাদৃশ অচিন্ত্যমহিম পুরুষের ভক্তহৃদয়ে তাদৃশভাবে আবির্ভাব

প্রাকট্যাদ্বেত্যুদিতং প্রাক্। নন্বু দেহিভেদেন হৃন্মানভেদাৎ তাবত্ত্বং তস্যাশক্যং সম্পাদয়িতুমিতি চেৎ তত্রাহ মনুষ্যেতি। শাস্ত্রমবিশেষেণ প্রবৃত্তমপি মনুষ্যানধিকরোতি। তেষাং সামর্থ্যাদিজুষামুপাসকত্বসম্ভবাৎ। ততশ্চ মনুষ্যবপুষামৈকবিধ্যাৎ তদ্বতাং তদবিরুদ্ধং। তেন করিতুরগাদিহৃদামঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বেঽপি ন বিরোধঃ। যত্তু জীবস্যাপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুক্তং তৎ কিল তাবতি হৃদি স্থিতেরেব তু তাবৎস্বরূপতয়া বালাগ্রশতভাগেত্যাদ্যুত্তরবাক্যেন তস্যাণুত্ববিনিশ্চয়াৎ। তস্মাদিহ শ্রীবিষ্ণুরেবাঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি॥ ২৫॥

তাবত্ত্বমঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বং। তস্য ব্রহ্মণঃ। তেষাং মনুষ্যাণাং। উক্তং শ্বেতাশ্বতরশ্রুত্যা। তাবতি অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতে। তাবৎস্বরূপতয়েত্যঙ্গুষ্ঠপরিমিতস্বরূপতয়েত্যর্থঃ। এবং সত্যঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্ববোধকবাক্যানি লিঙ্গদেহবিশিষ্টজীবাত্মবোধকানীতি বোধ্যং। তস্যেতি জীবস্য॥ ২৫॥

হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দেহিভেদে হৃদয়পরিমাণেরও ভেদ হয় বলিয়া বিভুর অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্ব সঙ্গত হয় না, এরূপও বলা যায় না। কারণ, শাস্ত্র অবিশেষে প্রবৃত্ত হইয়াও মনুষ্যাধিকারমাত্র প্রকাশ করিতেছে। লোক, উপাসনার সামর্থ্য ব্যতিরেকে কখনই উপাসক হইতে পারে না। অতএব মনুষ্যশরীর একরূপ বলিয়া তাদৃশ দেহে তাদৃশ পরিমাণ অবিরুদ্ধ হইতেছে। অধিকন্তু করিতুরগাদিহৃদয়ের অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ হইলেও কোন বিরোধ হইতেছে না। শাস্ত্রে জীবের যে অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহাও তৎপরিমিত হৃদয়ে তদ্রূপে স্থিতি প্রযুক্তই জানিতে হইবে। 'জীব বালাগ্রশতভাগেরও শতভাগৈকভাগস্বরূপ অর্থাৎ অণুপরিমিত,' ইত্যাদি শ্রুতিতেও জীবের অণুপরিমাণ ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শ্রীবিষ্ণুই, অন্য নহে॥ ২৫॥

ব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বসিদ্ধয়ে তদাবেদকং শাস্ত্রং মনুষ্যাধিকারমিত্যুক্তং তেন মনুষ্যাণামেব তদুপাসকত্বমিতি সমর্থিতং। ইদানীং তদপবাদেন পরাধিকরণমিদং প্রবর্ত্তয়তে। বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে। তদ্‌যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণামিতি। তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতমিতি চ।

মনুষ্যাধিকারং শাস্ত্রমিতি প্রাক্ প্রোক্তং তর্হি ক্রমমুক্ত্যর্থয়া উপাসনয়া দেবত্বং প্রাপ্তানাং মনুষ্যাণাং তত্রাধিকারো ন স্যাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপসঙ্গত্যাহ ব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠেত্যাদি। প্রসঙ্গসঙ্গত্যা বেত্যেকে। দেবানামনধিকারাৎ তদর্থায়াং তস্যাং দেবাদিভোগদ্বারা মুক্তিকামানাং নৃণাং প্রবৃত্তির্নেতি পূর্ব্বপক্ষে ফলং সিদ্ধান্তে তাদৃক্ প্রবৃত্তিরিতি বোধ্যং। তদ্য ইতি। দেবাদীনাং মধ্যে যো যো দেবাদিস্তৎ তাদৃশগুণকং ব্রহ্ম প্রত্যবুধ্যত জ্ঞাত্বোপাস্ত। স এব তদভবৎ প্রাপ্নোৎ। পরস্মৈপদং ছান্দসং। স এবেত্যাদিনা জীবব্রহ্মণোরভেদোঽপি নাশঙ্কনীয়ঃ সাদৃশ্যাবেদকবহুবাক্যব্যাকোপাৎ। তদ্দেবা ইতি। দেবাস্তদ্‌ব্রহ্মোপাসতে ধ্যায়ন্তি। কীদৃক্ জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং সূর্য্যাদীনাং জ্যোতিঃ প্রকাশকং। আয়ুর্জীবনপ্রদং। অমৃতমবিনাশি নিত্যমিত্যর্থঃ।

ব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত তদ্বোধক শাস্ত্রে মনুষ্যাধিকার প্রদর্শন দ্বারা মনুষ্যের ব্রহ্মোপাসকত্ব সমর্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ক্রমমুক্তিসাধক উপাসনা দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত মনুষ্যগণের উহাতে অধিকার না হউক, এইরূপ আক্ষেপ করিয়া তৎসমাধানার্থ পরাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

বৃহদারণ্যকে শ্রুত হয়, 'যে যে দেবতা তাদৃশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই সেই দেবতা তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। ঋষিগণ ও মনুষ্যগণ সম্বন্ধেও ঐরূপই নিয়ম। দেবতা সকল—জ্যোতিঃপদার্থ, সূর্য্যাদিরও প্রকাশক, জীবনপ্রদ, অবিনাশী ব্রহ্মের উপাসনা করেন, ইত্যাদি।'

ইহ সংশয়ঃ। ইদং ব্রহ্মোপাসনং মনুষ্যেম্বিব দেবেষু শ্রূয়মাণং সম্ভবেন্ন বেতি। ইহেন্দ্রিয়াভাবেন সামর্থ্যাভাবাৎ ন তেষু তদুপাসনসম্ভবঃ। মন্ত্রাত্মকাঃ খল্বিন্দ্রাদয়ো দেবা ন তেষাং দেহেন্দ্রিয়াণি সন্তি। তদভাবাদেব সামর্থ্যবৈরাগ্যার্থিত্বানি চ নেত্যেবং প্রাপ্তে।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

তদ্ব্রহ্মোপাসনং মনুষ্যাণামুপরি দেবেষু চ স্বীকার্য্যমিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ উপনিষন্মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকপরিজ্ঞাতবিগ্রহশালিনাং তেষাং সামর্থ্যাদিসম্ভবাৎ।

তেম্বিতি দেবেষু। তেষাং মন্ত্রাত্মকানাং দেবানাং।

তদিতি। উপনিষদিতি। তেষাং বিগ্রহযোগাৎ তৎ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধ্যং। কর্ম্মঠৈরপি দেবতাবিগ্রহাঃ স্বীকৃতাঃ অন্যথা যস্মৈ দেবতায়ৈ

এস্থলে সংশয় এই যে, মনুষ্যের ন্যায় দেবতারও শ্রূয়মাণ ব্রহ্মোপাসন সম্ভব হয় কি না? ইন্দ্রিয়ের অভাব হেতু উপাসনসামর্থ্যেরও অভাব হয় বলিয়া দেবতাদিগের ব্রহ্মোপাসনও আপাতত অসম্ভব প্রতীত হয়। ইন্দ্রাদি দেবতা সকল মন্ত্রাত্মক, সুতরাং তাঁহাদিগের দেহেন্দ্রিয়াদি নাই, দেহেন্দ্রিয়ের অভাব হইলে, সামর্থ্য, বৈরাগ্য বা অর্থিত্ব প্রভৃতিরও অভাব হইল। এইরূপ আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন,—

মনুষ্যের উপরিতনলোকবর্ত্তী দেবতাদিগেরও ব্রহ্মোপাসনা আছে, ইহা ভগবান বাদরায়ণ স্বীকার করেন। কারণ, উপনিষদ্ মন্ত্র প্রভৃতি বেদভাগে, এবং ইতিহাসে ও পুরাণাদিতে দেবতাদিগের বিগ্রহবত্ত্ব স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। বিগ্রহ থাকিলে উপাসনার যোগ্যতাও থাকিল। দেবতাদিগের অস্মদাদির

তদুপাসনে সামর্থ্যং দিব্যদেহেন্দ্রিয়যোগাৎ নিজৈশ্বর্য্যবিষয়ং বৈরাগ্যঞ্চ। তদৈশ্বর্য্যস্য সাবদ্যত্ববিনশ্বরত্বেনানুভূয়মানত্বাৎ। স্মৃতিশ্চ। ন কেবলং দ্বিজশ্রেষ্ঠ নরকে দুঃখপদ্ধতিঃ। স্বর্গেঽপি যাতভীতস্য ক্ষয়িষ্ণোর্নাস্তি নির্বৃতিঃ॥ তত এব ব্রহ্মবিষয়-মর্থিত্বঞ্চ। তস্য নিরবদ্যনিত্যাপরিমিতানন্দত্বেন শ্রূয়মাণত্বাৎ। বিদ্যাগ্রহণায় ব্রহ্মচর্য্যমপি দেবাদীনাং শ্রূয়তে। তত্র যাঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দ্দেবা মনুষ্যা অসুরা ইতি বৃহদারণ্যকে। ইন্দ্রস্য চ ছান্দোগ্যে। একশতং

হবির্গৃহীতং স্যাৎ তাং ধ্যায়েৎ বষট্ করিষ্যন্নিতি শ্রুতধ্যানানুপপত্তিঃ। তথা মন্ত্রাণাং তত্ত্বাভ্যুপগমস্তদৈশ্বর্য্যশক্তৌ অনবধানাদিতি। সামর্থ্যাদিকং বিশদয়তি তদুপাসনেত্যাদিনা। সাবদ্যত্বং সদোষত্বং পরিণামিত্বমিতি যাবৎ। ন কেবলমিতি শ্রীবৈষ্ণবে। তস্য ব্রহ্মণঃ। নিরবদ্যত্বং পরিণামশূন্যত্বং। দেবানাং ব্রহ্মোপাসকত্বে প্রমাণান্তরমাহ বিদ্যেত্যাদি। প্রজাপতৌ বিধৌ। ইন্দ্রস্য চেতি চশব্দঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মচর্য্যং সমুচ্চিনোতি॥ ২৬॥

ন্যায় দেহ না থাকিলেও দিব্যদেহের অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। দেবতাদিগের বৈরাগ্যও অসম্ভব নহে। দেবৈশ্বর্য্য যখন ভগবদৈশ্বর্য্যের নিকট নিকৃষ্ট ও বিনশ্বর তখন দেবতাদিগের বৈরাগ্যও সম্ভব হইতেছে। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, 'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেবল নরকই যে দুঃখের স্থান, তাহা নহে; স্বর্গসুখও ক্ষণভঙ্গুর, সুতরাং স্বর্গবাসীরও নির্বৃতি নাই।' ফলত এই নিমিত্তই দেবতা সকল ব্রহ্মসুখ প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মসুখ নিরবদ্য, অপরিমিত ও নিত্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবতাদিগের জ্ঞানলাভার্থ ব্রহ্মচর্য্যও শ্রুত হয়। 'দেবতা মনুষ্য ও অসুর সকল পিতা প্রজাপতির আশ্রয়ে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।' ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবরাজ ইন্দ্রেরও ব্রহ্মচর্য্য

হ বৈ বর্ষাণি মঘবা প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাসেতি। তস্মাৎ সামর্থ্যাদীনাং সত্ত্বাদধিকারিণো দেবাদয় ইতি ॥ ২৬ ॥

নন্নু দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বে স্বীক্রিয়মাণে কর্ম্মণি বিরোধঃ প্রাপ্নুয়াৎ একস্য পরিচ্ছিন্নস্য বহুযজ্ঞেষু যুগপদাহূতস্য সান্নিধ্যানুপপত্তেরিতি চেৎ তত্রাহ।

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥২৭॥

তৎস্বীকারেঽপি ন তত্র বিরোধঃ। কুতঃ অনেকেতি। শক্তিমতাং সৌভর্য্যাদীনাং কায়ব্যূহপ্রাপ্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

নন্বিতি। কর্ম্মণি যজ্ঞে। বিরোধঃ ঋত্বিগাদিবৎ সন্নিধানেন তত্রোপকারিতা ন স্যাদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুরেকস্য পরিচ্ছিন্নস্য দেহিত্বেনৈকদেশস্থিতস্যেত্যর্থঃ।

তদিতি। বিগ্রহবত্ত্বস্বীকারেঽপি যজ্ঞোপকারিতায়াং বাধো নেত্যর্থঃ। কায়ব্যূহো বহূনি শরীরাণি ॥ ২৭ ॥

উল্লিখিত হইয়াছে। 'ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট শতবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন।' সুতরাং উপাসনার যোগ্যতা প্রযুক্ত দেবাদিরও উপাসনাধিকার প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

এক্ষণে দেবতাদিগের বিগ্রহবত্ত্ব স্বীকারে কর্ম্মে বিরোধ আপতিত হইতেছে। কারণ, বহু বহু যজ্ঞে যুগপৎ আহূত একমাত্র পরিচ্ছিন্নশরীরধারী দেবতার সান্নিধ্য অনুপপন্ন হইতেছে। এই অনুপপত্তির সমাধানার্থ বলিতেছেন,—

দেবতাদিগের বিগ্রহবত্ত্বস্বীকারেও উক্ত দোষ আপতিত হইতে পারে না। কারণ, প্রভূতশক্তিশালী সৌভরি প্রভৃতি ঋষিগণই যখন কায়ব্যূহ

ননূক্তহেতোর্দেবতাবিগ্রহবাদিনাং কর্ম্মণি বিরোধো মাভূৎ বেদশব্দে তু স স্যাৎ। তদুৎপত্তেঃ পূর্ব্বত্র তদ্বিনাশাৎ পরত্র চ তদ্বাচকে তস্মিন্ বন্ধ্যাত্মজাদিশব্দবদপ্রামাণ্যলক্ষণো বিরোধঃ। ঔৎপত্তিকস্তু শব্দেনার্থস্য সম্বন্ধ ইতি শব্দতদর্থ-তৎসম্বন্ধানাং যৎ পূর্ব্বতন্ত্রেণ নিত্যত্বমুক্তং তচ্চ বিরুদ্ধং স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ।

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥ ২৮॥

বেদশব্দেঽপি নোক্তলক্ষণো বিরোধঃ। কুতঃ অতঃ প্রভবাৎ। নিত্যতত্তদাকৃতিবাচকাৎ তত্তদ্বেদশব্দাৎ তত্তদ্বাচ্য-নিত্যাকৃত্যনুস্মৃত্যা তত্তদ্বিগ্রহাণামুৎপত্তেরিত্যর্থঃ। আকৃতয়ো

নম্বিতি। স বিরোধঃ। তদুৎপত্তেঃ বিগ্রহোৎপত্তেঃ। তদ্বিনাশাৎ বিগ্রহ-বিনাশাৎ। তদ্বাচকে বিগ্রহাভিধায়িনি তস্মিন্ বেদশব্দে। ঔৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকঃ নিত্য ইতি যাবৎ। পূর্ব্বতন্ত্রেণ দ্বাদশলক্ষণ্যা।

ধারণ করিতে পারেন, তখন দেবতারা যে যুগপৎ অনেক যজ্ঞে আবির্ভূত হইতে পারেন না, ইহা বলিতে পারা যায় না ॥ ২৭ ॥

পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন এই যে, পূর্ব্বোক্ত কারণে দেবতাবিগ্রহবাদীর কর্ম্মে বিরোধ না হউক, কিন্তু বেদশব্দে বিরোধ হইতেছে। কারণ, বিগ্র-হোৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিগ্রহবিনাশের পরে বন্ধ্যাপুত্রাদি শব্দের ন্যায় বেদে নিরর্থক বিগ্রহবাচক শব্দ দৃষ্ট হইতেছে। ইহার পূর্ব্বতন্ত্রে যে শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারও বিরোধ হইতেছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতেছেন,—

বেদশব্দে পূর্ব্বোক্ত বিরোধ হইতেছে না। কারণ, বেদশব্দ সকল নিত্য-আকৃতির বাচক এবং ঐ সকল শব্দের বাচ্য নিত্য-আকৃতির অনুস্মরণেই তত্তদ্-

নিত্যাঃ সর্ব্বব্যক্তিভ্যঃ পূর্ব্বং স্থিতেঃ। বিশ্বকর্ম্মণা স্বশাস্ত্রে যাঃ প্রোক্তাঃ চিত্রকর্ম্মপ্রসিদ্ধয়ে যমং দণ্ডপাণিং লিখন্তি বরুণন্তু পাশহস্তমিতি। দেবাদিবাচকা বেদশব্দা গবাদি-শব্দবৎ স্বভাবাদেবাকৃতিষু সঙ্কেতিতাঃ সন্তি। ন তু চৈত্রাদিশব্দবৎ ব্যক্তিমাত্রেষু। তথাচ নিত্যাকৃতিবাচিত্বাদ্বেদ-শব্দানাং তদ্বন্নাপ্রামাণ্যং নাপি পূর্ব্বতন্ত্রবিরোধ ইতি। ইদং কুতঃ প্রত্যক্ষেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। শ্রুতিস্তাবৎ শব্দপূর্ব্বাং সৃষ্টিমাহ এত ইতি হ বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজৎ অসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃংস্তিরঃপবিত্রমিতি

বেদেতি। যা আকৃতয়ঃ। তদ্বৎ বন্ধ্যাত্মজাদিশব্দবৎ। প্রত্যক্ষেতি। শ্রুতেঃ প্রত্যক্ষত্বং প্রমাজননে অন্যানপেক্ষত্বাৎ। স্মৃতেরনুমানত্বং প্রমাজননে অন্যা-পেক্ষত্বাৎ। এত ইত্যাদেরর্থঃ। এতে অসৃগ্রমিন্দবস্তিরঃপবিত্রমাসুবো বিশ্বানি সৌভগেত্যেতৈর্ম্মন্ত্রস্থপদৈর্দ্দেবাদীন্ স্মৃত্বা প্রজাপতির্বিধাতা সসর্জ্জেত্যর্থঃ। তত্রৈত-চ্ছব্দ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবানাং স্মারকঃ। অসৃগ্রশব্দো রুধিরপ্রধানদেহানাং

বিগ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্যক্তির পূর্ব্বে স্থিতি প্রযুক্ত আকৃতি সকলকে নিত্য বলা যায়। বিশ্বকর্ম্মা চিত্রকর্ম্মপ্রসিদ্ধির নিমিত্ত নিজ শাস্ত্রে বলিয়াছেন, 'যমকে দণ্ডপাণি ও বরুণকে পাশহস্ত চিত্র করিতে হয়।' দেবাদিবাচক বেদশব্দ সকল গবাদিশব্দের ন্যায় স্বভাবতই আকৃতিতে সঙ্কেতিত হয়; কিন্তু চৈত্রাদিশব্দের ন্যায় ব্যক্তিমাত্রে সঙ্কেতিত হয় না। অতএব নিত্যাকৃতি-বাচিত্ব হেতু চৈত্রাদিশব্দের ন্যায় অপ্রামাণ্য হইতে পারে না এবং পূর্ব্বতন্ত্রের সহিত বিরোধও হইতে পারে না। শ্রুতি ও স্মৃতিই ইহার প্রমাণ। শ্রুতিতে শব্দপূর্ব্বা সৃষ্টি যথা,—' প্রজাপতি এই সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা, রুধির-প্রধান-দেহ মনুষ্য, চন্দ্রমণ্ডলস্থ পিতৃগণ, চন্দ্রমণ্ডল-চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রহগণ, গান-

গ্রহান্নাস্থব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি মন্ত্রং অভিসৌভগে-ত্যন্যাঃ প্রজা ইতি। স্মৃতিশ্চ নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনং। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার স ইত্যাদ্যা॥ ২৮॥

অতএব চ নিত্যত্বং॥ ২৯॥

অতো নিত্যাকৃতিবাচিত্বাৎ কর্ত্তুঃ স্মরণাচ্চ নিত্যত্বং বেদস্য সিদ্ধং। কাঠকাদিসংজ্ঞা তু তত্তদুচ্চরিতত্বেনৈব বোধ্যা॥ ২৯॥

মনুষ্যাণাং ইন্দুশব্দশ্চন্দ্রমণ্ডলস্থানাং পিতৄণাং তিরঃপবিত্রশব্দঃ পবিত্রং সোমং স্বমধ্যে তিরস্কুর্ব্বতাং ধারয়তাং গ্রহাণাং আসুবশব্দঃ ঋচঃ স্তুবতাং গানরূপাণাং স্তোত্রাণাং বিশ্বশব্দো বিশ্বদেবশংসনানাং স্তোত্রানন্তরং প্রয়োগং বিশতাং মন্ত্রাণাং অভিসৌভগশব্দস্তু নিরতিশয়সৌভগস্য বাচকঃ প্রজাঃ প্রজানামিতি। নামরূপঞ্চেতি শ্রীবৈষ্ণবে। স ব্রহ্মা। আদ্যশব্দাৎ সর্ব্বেষাং তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ইতি গ্রাহ্যং॥ ২৮॥

নিত্যত্বমিতি। পূর্ব্বপূর্ব্বোচ্চারণক্রমবিশিষ্টতয়া সর্ব্ববেদোচ্চার্য্যমাণত্বমিত্যর্থঃ। নন্বেবং কঠেন প্রোক্তং কাঠকমিত্যাদিনিরুক্তিঃ কথং তত্রাহ কাঠকাদীতি।

রূপ স্তোত্র সকল, বিশ্বদেব-শংসন মন্ত্র সকল, এবং নিরতিশয়সৌভাগ্যবাচক প্রজা সকলের সৃষ্টি করিলেন।' স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, 'সেই আদিপুরুষ ব্রহ্মা বেদশব্দ অনুসারে সমস্ত ভূতের নাম, রূপ ও কর্ম্ম পৃথক্ সংস্থানানুক্রমে সৃষ্টি করিলেন।' ইত্যাদি॥ ২৮॥

এইরূপ নিত্যাকৃতিবাচিত্বহেতু এবং কর্ত্তার স্মরণ পূর্ব্বক সৃষ্টিহেতু বেদ-শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কঠাদি বিভিন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চরিতত্ব হেতুই বেদের কঠাদি সংজ্ঞা জানিতে হইবে॥ ২৯॥

স্যাদেতৎ। বেদশব্দস্মৃতাকৃত্যনুস্মৃতা দেবাদিবিগ্রহ-সৃষ্টির্যা বিধাতুঃ শ্রাব্যতে সা কিল নৈমিত্তিকপ্রলয়ান্তে স্যাৎ প্রাকৃতিকপ্রলয়ে তু প্রাকৃতিকাদিতরস্য সর্ব্বস্য বিনাশোক্তেস্তস্য তাদৃশী সৃষ্টিঃ কথং স্যাৎ কথং বা বেদস্য নিত্যত্বমিতি চেৎ তত্রাহ।

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ॥৩০॥

শঙ্কাচ্ছেদায় চশব্দঃ। আবৃত্তৌ মহাপ্রলয়াৎ পরস্যামাদি-সৃষ্টাবপি বেদশব্দে ন বিরোধঃ। কুতঃ সমানেতি। পূর্ব্বোক্ত-

---

কঠাদিশব্দৈস্তত্তদাকৃতির্বিচিন্ত্য তত্তদ্দেহাংস্তত্তচ্ছক্তিযুক্তান্ নির্ম্মায় তত্তদ্গ্রন্থ-প্রকাশনে ব্রহ্মা তান্ বিনিযুঙ্ক্তে। তেঽপি তদ্দত্তশক্তয়ঃ পূর্ব্বপূর্ব্বকঠাদিপ্রকাশিতাংস্তাননধীত্যৈব স্বরতো বর্ণতশ্চাস্খলিতানেব পশ্যন্তীতি ন কিঞ্চিচ্চোদ্যং। মোক্ষধর্ম্মে। যুগান্তে তর্হি তান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবেতি। অষ্টমে চ। চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা। তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতন ইতি স্মৃতিঃ॥ ২৯॥

স্যাদেতদিতি। সর্ব্বস্যেতি। স দগ্ধ্বা সর্ব্বাণি ভূতানীত্যাদিসুবালশ্রুতৌ ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞ ইত্যাদি স্মৃতৌ চ তমঃশক্তিবিশিষ্টাৎ পরেশাদিতরস্য বেদতদ্বাচ্যাকৃত্যাদেস্তদনুসারিনিখিলপ্রপঞ্চস্য প্রলয়াভিধানাদিত্যর্থঃ। শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদেতি বেদলয়ঃ স্ফুটং স্মর্য্যতে। ন চাকৃতয়স্তদা স্যুরিতিবাচ্যং তৎসত্ত্বে শেষসংজ্ঞাসিদ্ধেঃ। তাদৃশীতি। আকৃত্যনুস্মৃতা দেবাদিবিগ্রহসৃষ্টিরিত্যর্থঃ।

এক্ষণে আশঙ্কা করিতেছেন, নৈমিত্তিক প্রলয়ের পর কর্ত্তার স্মরণপূর্ব্বিকা সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রকৃতিশক্তিসমন্বিত পরমেশ্বর ভিন্ন অপর সর্ব্ব বস্তুর বিনাশ হেতু আদিকর্ত্তার তাদৃশী সৃষ্টি অসম্ভব হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন,—

তুল্যনামরূপসংস্থানত্বাদিত্যর্থঃ। মহাপ্রলয়ে বেদাস্তদ্বাচ্যাস্তত্তদাকৃতয়শ্চ নিত্যাঃ পদার্থাঃ সশক্তিকে শ্রীহরাবেকীভাবমাপন্নাস্তিষ্ঠন্তি। অথ তস্মিন্ সিসৃক্ষৌ সতি ততোঽভিব্যজ্যন্তে। তৈর্বেদশব্দৈস্তত্তদাকৃতিপর্য্যালোচনপূর্ব্বিকা তত্তদ্ব্যক্তিসৃষ্টিঃ শ্রীহরেশ্চতুর্ম্মুখস্য চ স্যাৎ। ঘটাদিশব্দৈঃ পূর্ব্বঘটাদ্যাকৃতির্বিমর্শিনঃ কুলালস্য পূর্ব্বসদৃশী ঘটাদিসৃষ্টির্যথেত্যুত্তরসৃষ্টানাং পূর্ব্বসৃষ্টৈস্তৌল্যং। এবঞ্চ নৈমিত্তিকপ্রলয়ান্তবৎ মহাপ্রলয়ান্তেঽপি তাদৃক্‌সৃষ্টির্ভবেদেবেতি। ইদং কুতোঽবগতং

সমানেতি। একীভাবমাপন্নাস্তিষ্ঠন্তীতি। স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ। তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরমিতি স্মৃতেঃ শক্তয়স্তদাকৃতয়শ্চ। তাভিঃ সাহিত্যোক্তিস্তদা তাসাং স্থিতিমাহ। শ্রুতয়শ্চ তদা সন্তীতি স্ফুটমুক্তং। অতএব শাস্ত্রমবক্রম্যেত্যুক্তং ন তু দগ্ধেতি। তস্মাদ্বেদাস্তত্তদাকৃতয়শ্চ নিত্যাঃ। শ্রীহরেরিতি। মহদাদেশ্চতুর্ম্মুখান্তস্য সৃষ্টিঃ শ্রীহরিণা দেবাদিবিগ্রহাণাং সৃষ্টিশ্চতুর্মুখেনেত্যর্থঃ। ন চ শেষসংজ্ঞাসিদ্ধিঃ অশেষসংজ্ঞা ইতি-

মহাপ্রলয়ের পর যে নামরূপের আদি সৃষ্টি হয়, তাহাও পূর্ব্বসৃষ্টির তুল্যই; সুতরাং তাহাতেও বেদশব্দের বিরোধ হইতেছে না। মহাপ্রলয়ে বেদ ও তদ্বাচ্য আকৃতি প্রভৃতি নিত্য বস্তু সকল সশক্তিক ঈশ্বরে একীভূত হইয়া অবস্থান করে। অনন্তর পরমেশ্বরের সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছা সমুদিত হইলে, ঐ সকল তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হয়। ঐ সকল বেদশব্দ দ্বারাই তত্তদাকৃতি-পর্য্যালোচন-পূর্ব্বিকা তত্তদ্ব্যক্তিসৃষ্টি হইয়া থাকে। পূর্ব্বঘটাদির আকৃতির স্মরণকারী কুলালাদি যেরূপ ঘটাদিশব্দ দ্বারা পূর্ব্বতুল্য ঘটাদি সৃষ্টি করে, নৈমিত্তিক প্রলয়ের ন্যায় মহাপ্রলয়ের পরও পরমেশ্বর বা ব্রহ্মা তাদৃশী সৃষ্টিই করিয়া থাকেন; অতএব বিরোধের পরিহার হইতেছে। এই

তত্রাহ দর্শনেতি। দর্শনং তাবৎ আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ স ঐক্ষত লোকানুসৃজাঃ। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তমিতি। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দিত্যাদি। স্মৃতিশ্চ। ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ। সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ীতি। নারায়ণপরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ম্মুখ ইতি। তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে ইতি চৈবমাদ্যা। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ। সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ মহাপ্রলয়ান্তে যথাপূর্ব্বং বিশ্বং বিচিন্তয়ন্ বহু স্যামিতি সঙ্কল্প্য সূক্ষ্মাত্মনা

চ্ছেদাৎ। আত্মা ইতি। অত্র সপ্রকৃতৌ শ্রীহরাবেব সর্ব্বস্য লয় উক্তঃ। অত্র বেদাকৃতিলয়ো বনলীনবিহঙ্গন্যায়েন বোধ্যঃ। মহদাদিপ্রপঞ্চলয়শ্চ গন্ধাদিবচ্চূর্ণিতঘটাদিবচ্চেতি বদন্তি। য ইতি। যঃ শ্রীহরিঃ। বিদধাতি সৃজতি। সূর্য্যেতি। ধাতা ব্রহ্মা। ন্যগ্রোধ ইতি শ্রীবৈষ্ণবে। ন্যগ্রোধো বহুপাদ্বট ইত্যমরঃ।

কথা অপ্রামাণিকও নহে; বেদ ও পুরাণ, ইহার প্রমাণ। বেদে বলিয়াছেন, ‘সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, তিনি দর্শন করিলেন, তিনি লোক সকল সৃষ্টি করিলেন। যিনি প্রথমত ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেদশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিলেন, যিনি চন্দ্র ও সূর্য্যের সৃষ্টি করিলেন, যিনি পূর্ব্ববৎ সৃষ্টিকল্পনা করিলেন, ইত্যাদি।’ পুরাণেও উক্ত হইয়াছে, ‘অতি ক্ষুদ্র বীজমধ্যে যেরূপ সুবৃহৎ বটবৃক্ষ অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ প্রলয়কালে নিখিলবিশ্ব সংসার-বীজভূত পরমেশ্বরে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। পরদেবতা নারায়ণ হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন। পরমেশ্বর ঐ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন, ইত্যাদি।’ ইহার তাৎপর্য্য এই, সর্ব্বেশ্বর ভগবান মহাপ্রলয়ের পর পূর্ব্ববৎ বিশ্বকে স্মরণ করিয়া ‘আমি বহু হইব,’ এইরূপ সঙ্কল্প

স্বস্মিন্‌ বিলীনং ভোক্তৃভোগ্যসমুদায়ং বিভজ্য মহদাদিব্রহ্মপর্য্যন্তমণ্ডং পূর্ব্ববন্নির্ম্মায় বেদাংশ্চ পূর্ব্বানুপূর্ব্বিকানাবির্ভাব্য মনসৈব তান্‌ ব্রহ্মাণমধ্যাপ্য চ পূর্ব্ববদ্দেবাদিরূপবিশ্বসৃষ্টৌ তং বিনিযুঙ্‌ক্তে স্বয়ঞ্চ তদন্তর্নিয়ময়ন্নবতিষ্ঠতে সোঽপি তদনুগ্রহলব্ধসার্ব্বজ্ঞ্যবীর্য্যো বেদৈস্তত্তদাকৃতীর্বিমৃশ্য পূর্ব্বদেবাদিতুল্যাংস্তান্‌ সৃজতীতি। তদেবমিন্দ্রাদিশব্দাত্মনো বেদস্যেন্দ্রাদ্যর্থাকৃতেশ্চ সদাতনত্বাৎ তয়োঃ সম্বন্ধেঽপি তথাত্বং সিদ্ধমিতি শব্দেঽপি ন কোঽপি বিরোধঃ। তথাচ দেবাদীনাং সামর্থ্যাদিসম্ভবাৎ তেষামপি ব্রহ্মোপাসনাধিকারঃ সিদ্ধঃ। দেবাদ্যধিকারেঽপি নাঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতির্বিরুদ্ধা। তদঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বেন তৎসিদ্ধেঃ॥ ৩০॥

সংযমে প্রলয়ে। নারায়ণ ইতি শ্রীবারাহবাক্যং। তেন ইতি শ্রীভাগবতে মঙ্গলপদ্যাবয়বঃ। যো হরিরাদিকবয়ে ব্রহ্মণে তং বোধয়িতুমিত্যর্থঃ। হৃদা মনসৈব ব্রহ্ম বেদং তেনে পাঠিতবানিত্যর্থঃ। তদঙ্গুষ্ঠেতি। দেবাদ্যঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বেনেত্যর্থঃ॥৩০॥

পূর্ব্বক সূক্ষ্মভাবে নিজ শরীরে বিলীন ভোক্তৃভোগ্য বিভাগ করিয়া মহদাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অণ্ডকে পূর্ব্ববৎ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূর্ব্বপূর্ব্বানুক্রমে বেদ সকল আবির্ভাবিত করিয়া তাহা ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মাকে আদিসৃষ্টিতে বিনিয়োগ করিয়া স্বয়ং তাঁহার অন্তরে নিয়ামক রূপে অবস্থান করেন। ব্রহ্মাও ভগবদনুগ্রহে সার্ব্বজ্ঞ্যাদি শক্তি লাভ করিয়া বেদ দ্বারা তত্তদাকৃতি স্মরণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ দেবাদির সৃষ্টি করেন। অতএব শব্দ ও তদ্বাচ্য আকৃতি প্রভৃতির নিত্যত্বসিদ্ধিতে সর্ব্ববিধ বিরোধেরই পরিহার হইতেছে। আরও দেবাদির সামর্থ্যাদি সম্ভবপ্রযুক্ত তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মোপাসনাতে অধিকারসিদ্ধি এবং অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্ব হেতু অঙ্গুষ্ঠশ্রুতিরও বিরোধহানি হইল॥ ৩০॥

অথ যাসু বিদ্যাসু দেবা এবোপাস্যাস্তাসু তেষামধিকারঃ স্যান্ন বেতি বিচার্য্যতে। ছান্দোগ্যে অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীনং বংশ ইত্যাদিনা সূর্য্যস্য দেবমধুত্বং প্রতিপাদ্যতে রশ্মীনাং ছিদ্রত্বঞ্চ তত্র বসুরুদ্রাদিত্য-

---

পূর্ব্বমুক্তো ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারো দেবানামস্তু। তেষাং পরমানন্দস্য তৎফলস্যাপ্তেঃ। মধ্বাদিবিদ্যাসু তু স মাস্তু বসুত্বাদিপ্রাপ্তেস্তৎফলস্য তেষু সিদ্ধেরিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ অথেত্যাদিনা। অসাবিত্যাদেরয়ং নির্য্যাসঃ। আদিত্যো দেবমধু দেবানাং মোদনান্মধ্বিব মধু তস্য মধুনো দ্যুলোক এব তিরশ্চীনং বংশঃ আদিত্যাখ্যমধুনোঽন্তরীক্ষেঽবস্থানাৎ ন দেবমধ্বাধারো যূপঃ। রোহিতং শুক্লং কৃষ্ণং পরকৃষ্ণং গোপ্যঞ্চেতি পঞ্চ রোহিতাদীন্যমৃতানি প্রাগাদ্যূর্দ্ধান্তপঞ্চগবস্থিতাভিরাদিত্যরশ্মিনাড়ীভির্মধুচ্ছিদ্রভূতাভী রোহিতাদ্যাখ্যতত্তদ্বেদোক্তকর্ম্মকুসুমেভ্যস্তত্তদ্বৈদিকমন্ত্রমধুকরৈরাদিত্যমণ্ডলমানীতানি। পঞ্চমমমৃতং গোপ্যাখ্যং প্রণবকুসুমাদুপাসনাভ্রমরৈরূর্দ্ধদিগ্‌গতসূর্য্যরশ্মিরূপেণ গোপ্যাখ্যমধুচ্ছিদ্রদ্বারা তন্মণ্ডলমানীতং। রোহিতাদিকমমৃতং মকরন্দস্থানভূতং বহ্নৌ হুতসোমাজ্যপয়ঃপুরোডাশাদিরূপং বোধ্যং। তানি চ রোহিতাদীন্যমৃতানি যশস্তেজোবীর্য্যসর্ব্বেন্দ্রিয়ান্নরূপেণ নিষ্পন্নান্যাদিত্যমধুসম্বন্ধীনি প্রাগাদিষু দিক্ষু ক্রমেণ স্থিতানাং বস্বাদীনামুপজীব্যানীত্যেবং ভাবয়তাং বসুত্বাদিপ্রাপ্তিফলং। বস্বাদীনাং সমানানাং মধ্যে একো ভূত্বা যশ আদ্যমৃতং প্রত্যক্ষানুমানাদিভিঃ

এক্ষণে আশঙ্কা করিতেছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবাদির অধিকার সিদ্ধ হইল; কিন্তু যে সকল বিদ্যাতে দেবতারাই উপাস্য হয়েন, সেই সকল বিদ্যাতে তাঁহাদিগের অধিকার থাকিতে পারে কি না। তাহার কারণ, সেই সকল বিদ্যার ফল তাঁহাদিগের পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ আছে। ছান্দোগ্যে—'এই আদিত্য দেবতাগণের মধুচক্রস্বরূপ, অন্তরীক্ষই ঐ মধুচক্রের আধারবংশ,' ইত্যাদিতে ঐ সূর্য্যের দেবমধুত্ব এবং রশ্মি সকলের ছিদ্রত্ব প্রতিপাদিত

মরুৎসাধ্যাঃ পঞ্চ দেবগণাঃ স্বমুখ্যেন মুখেনামৃতং দৃষ্ট্বৈব তৃপ্যন্তীত্যাদি চোচ্যতে। সূর্য্যস্য মধুত্বঞ্চ ঋগাদিপ্রোক্তকর্ম্ম-নিষ্পাদ্যস্য রশ্মিদ্বারা প্রাপ্তস্য রসস্যাশ্রয়তয়া ব্যপদিশ্যন্তে। এবমন্যত্রাপ্যন্যদেবোপাসনা চ গ্রাহ্যা তত্র তাবৎ পরমতমাহ।

মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১ ॥

জৈমিনির্দেবানাং মধ্বাদিষু বিদ্যাস্বনধিকারং মন্যতে। কুতঃ অসম্ভবাৎ। ন হি স্বয়মুপাস্যঃ সন্নুপাসকো ভবিতুমর্হতি

করণৈরুপলভ্য তৃপ্যন্তীতি। স্বেষু যো মুখ্যস্তদ্রূপেণ মুখেন বক্ত্রেণ ইত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপীতি। আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদিরূপা গ্রাহ্যা।

অসম্ভবাদিতি। উপাস্যতোপাসকতয়োরুভয়োর্ধর্ম্ময়োরেকস্মিন্নাদিত্যেঽসম্ভবাদযোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। এতদেবাহ ন হীতি ॥ ৩১ ॥

হইয়াছে। 'চতুর্বেদোক্ত কর্ম্ম ও প্রণব, এই পাঁচটি কুসুমস্বরূপ। যজ্ঞাগ্নিতে হুত সোমাজ্যাদি দ্রব্য সকল লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ, পরকৃষ্ণ ও গোপ্য নামক পঞ্চ অমৃতরূপে উক্ত পঞ্চ পুষ্প হইতে তত্তন্মন্ত্রভাগরূপ মধুকর কর্ত্তৃক পূর্ব্বাদি ঊর্দ্ধান্ত পঞ্চ দিকে অবস্থিত আদিত্যরশ্মিরূপ নাড়ীপথে আদিত্য-মধুচক্র-চ্ছিদ্রে আনীত হইলে বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও সাধ্য, এই পঞ্চ দেবতা যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও অন্ন রূপে পরিণত ঐ পঞ্চামৃত স্বস্বগণমধ্যে মুখ্যদেবতা কর্ত্তৃক অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা পানে তৃপ্তিলাভ করেন', ইত্যাদিও উক্ত হইয়াছে। সূর্য্যের মধুত্ব ঋগাদিপ্রোক্ত কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পাদ্য ও রশ্মি দ্বারা প্রাপ্ত রসের আশ্রয়স্বরূপে ব্যপদিষ্ট হয়। এইরূপ অন্যত্র অন্য দেবতার উপাসনাও জানিতে হইবে। এই স্থলে এক্ষণে পরমতের উল্লেখ করিতেছেন।

জৈমিনি মধ্বাদিবিদ্যাতে দেবতাদিগের অনধিকার নির্দ্দেশ করেন। কারণ, উহা অসম্ভব হয়। যিনি স্বয়ং উপাস্য তিনি কখনই উপাসক হইতে পারেন

একস্মিন্নুভয়াসম্ভবাৎ। বস্বত্বাদিপ্রাপ্তের্মধুবিদ্যাফলস্য সিদ্ধত্বেনার্থিত্বাসম্ভবাচ্চ ॥ ৩১ ॥

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥

তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যাদিশ্রুতের্জ্যোতিষি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি তেষামুপাসকতয়া ভাবাচ্চ ন তাস্বধিকারঃ। ব্রহ্মোপাসনস্য দেবমনুষ্যসাধারণ্যেঽপি বিশিষ্য দেবানাং তৎকথনং তেষামিতরোপাসননিবৃত্তিং দ্যোতয়তি ॥ ৩২ ॥

এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি ॥

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥

তু শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। তাস্বপি মধ্বাদিষূপাসনাসু ভাবং দেবাধিকারস্য ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। হি যস্মাদাদিত্যবস্বাদীনামপি সতাং স্বাবস্থব্রহ্মোপাসনয়া স্বভাবাপ্তিপূর্ব্বক-

---

জ্যোতিষীতি। তৎকথনং ব্রহ্মোপাসকত্বকথনং ॥ ৩২ ॥

না। এক ব্যক্তিতে উপাস্যত্ব ও উপাসকত্ব যুগপৎ এতদুভয়ধর্ম্ম সম্ভব হয় না। যিনি মধুবিদ্যার ফল বসুত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি আবার বসুত্ব প্রাপ্তির জন্য কেন প্রার্থনা করিবেন ? সুতরাং উহা অসম্ভব হইতেছে ॥ ৩১ ॥

অধিকন্তু 'ঐ সকল দেবতা, জ্যোতিঃপদার্থেরও প্রকাশক,' ইত্যাদি শ্রুতিতে দেবতাদিগের কেবলমাত্র জ্যোতীরূপ পরব্রহ্মেরই উপাসকরূপে অবস্থান কথন হেতু তাঁহাদিগের ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন অন্য বিদ্যাতে অনধিকার উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মোপাসনা দেবমানবাদিসাধারণী হইলেও উহা দেবতার পক্ষে বিশেষ করিয়া বলাতেও তাঁহাদিগের ইতরোপাসনাবিনিবৃত্তি সূচিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

তদুত্তরে বলিতেছেন,—

ব্রহ্মলিপ্সাসম্ভবোঽস্তি। কার্য্যকারণোভয়াবস্থব্রহ্মোপাসনস্যাত্রাবগমাৎ। ইদানীমাদিত্যবস্বাদয়ঃ সন্তঃ স্বাবস্থব্রহ্মোপাসীনাঃ কল্পান্তরেঽপ্যাদিত্যাদয়ো ভূত্বা আদিত্যাদ্যন্তর্যামি কারণভূতং ব্রহ্মোপাস্য মুক্তাঃ সন্তস্তদ্‌গমিষ্যন্তীতি ভাবঃ। ন চাদিত্যাদিশব্দানাং ব্রহ্মপর্য্যন্তত্বে মানাভাবঃ। য এতমেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদেত্যুপসংহারস্য মানত্বাৎ। ন চ বিদ্যাফলস্য বসুত্বাদিপ্রাপ্তেঃ সিদ্ধত্বাদর্থিত্বাসম্ভবঃ। লোকে

ভাবস্তীতি। স্বাবস্থেতি। আদিত্যাদিমূর্ত্তিকং ব্রহ্মোপাস্য পুনরপ্যাদিত্যং প্রাপ্য তদনন্তরং শুদ্ধং চিন্মূর্ত্তিকং ব্রহ্ম প্রাপ্স্যাম ইত্যভিলাষঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। কারণমিতি চিদ্বিগ্রহমিত্যর্থঃ। মধুবিদ্যায়া ব্রহ্মোপাসনত্বমুক্তং তত্রাশঙ্কতে ন চাদিত্যাদিশব্দানামিতি। তথা চ দেবানাং ব্রহ্মৈকভক্তত্বমক্ষতমিতি। ন চ

ঐ সকল মধ্বাদিবিদ্যাতে দেবতাদিগেরও অধিকার আছে, ইহা বাদরায়ণ স্বীকার করেন। কারণ, যদিও বসু প্রভৃতি দেবতা সকল আদিত্যাদিমূর্ত্তিক ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া তত্তদবস্থা লাভ করিয়াছেন, তথাপি তদনন্তর শুদ্ধচিন্মূর্ত্তিক ব্রহ্মকে লাভ করিব, এইরূপ অভিলাষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থলে আদিত্যাদি কার্য্যাবস্থ ও তদন্তর্যামী কারণাবস্থ এতদুভয়বিধ ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বর্ত্তমান কল্পে আদিত্যাদিদেবতারূপ লাভ করিয়া স্বাবস্থ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কল্পান্তরেও আদিত্যাদিরূপ লাভ করিয়া আদিত্যাদির অন্তর্যামী কারণরূপ ব্রহ্মকে মুক্তির পর লাভ করিবেন। আদিত্যাদিশব্দের ব্রহ্মার্থত্বও অসম্ভব নহে। কারণ, 'যিনি এই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে জানেন;' ইত্যাদি উপসংহারবাক্যই উহার প্রমাণ। যাঁহারা বসুত্বাদি ফল লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে আর বসুত্বাদি

পুত্রিণামেব সতাং জন্মান্তরে পুত্রলিপ্সাদর্শনাৎ। এবঞ্চ ব্রহ্মণ এবোপাস্যত্বাত্তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যপি সূপপন্নং। প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি স এতদগ্নিহোত্রং মিথুনমপশ্যৎ। তদুদিতে সূর্য্যে জুহোদিতি। দেবা বৈ সত্রমাসতেত্যাদিশ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ কর্ম্মাধিকারশ্চ তেষাং ন বিরুদ্ধ্যতে। লোকসংগ্রহার্থয়া ভগবদাজ্ঞয়া তৎকরণাৎ। নন্বু মধুবিদ্যাদিশালিনামনেককল্পপর্য্যন্তং বিলম্বং সহিষ্ণুনাং কথং মুমুক্ষুত্বং ব্রহ্মলোকান্তসুখবৈতৃষ্ণ্যে তত্ত্বাৎ সত্যং। তদ্বোধকশাস্ত্রাদদৃষ্টবৈচিত্র্যস্য নিয়ামকত্বাচ্চ তাদৃশাঃ কেচিদধিকারিণঃ

বিদ্যাফলস্যেতি। ইদানীং যো রাজাস্তি স জন্মান্তরে রাজা বুভূষতীতিবদিতি বোধ্যং। এবঞ্চেতি। মধ্বাদিষূপাসনাস্বপি ব্রহ্মৈবোপাস্যমতস্তদ্দেবা জ্যোতিষামিত্যাদিশ্রুতের্নাসঙ্গতিরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ লোকসংগ্রহার্থমীশ্বরাজ্ঞয়া দেবাঃ কর্ম্মাণ্যস্য কুর্ব্বন্তি কিমুত সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপং ধ্যায়ন্তি ন বেতি শঙ্কিতব্যমিত্যভি-

---

প্রার্থনা করেন না, এরূপ বলাও অসঙ্গত। পুত্রবান ব্যক্তি কি পরজন্মে পুত্রবান হইতে অভিলাষ করেন না? এইরূপ ব্রহ্মেরই উপাস্যত্ব হেতু 'ঐ দেবতা সকল প্রকাশক জ্যোতিঃপদার্থেরও প্রকাশক,' ইত্যাদি বেদবাক্যও সঙ্গত হইল। 'প্রজাপতি প্রজাকামনা করিলেন। তিনি এই অগ্নিহোত্রমিথুন দর্শন করিলেন। তিনি সূর্য্যোদয়ে হোম করিলেন। দেবতারা যজ্ঞ করিলেন।' ইত্যাদি শ্রুতিতেও উহা সিদ্ধ হইতেছে। দেবতাদিগের কর্ম্মাধিকারও বিরুদ্ধ হইতেছে না। কারণ, লোকসংগ্রহার্থক ভগবদাজ্ঞাতেই তাঁহারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। অনেক কল্প পর্য্যন্ত বিলম্বসহিষ্ণু মধুবিদ্যাদিশালীর মুমুক্ষুত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়, এরূপও বলা যায় না। কারণ, ব্রহ্মলোকান্ত সুখবৈতৃষ্ণ্যেই তাহা সিদ্ধ হইতেছে। তদ্বোধক শাস্ত্র হেতু এবং অদৃষ্টবৈচিত্র্যের নিয়ামকত্ব হেতু

সম্ভবন্তীতি স্বীকার্য্যং। ইদমধিকরণং পূর্ব্বার্থে কৈমুত্য-দ্যোতনায় ॥ ৩৩ ॥

মনুষ্যাণাং দেবাদীনাঞ্চ সামর্থ্যাদিযোগাদ্‌ব্রহ্মোপাসনায়ামধিকারঃ প্রোক্তঃ। সা চ বেদান্তপাঠাদৃতে ন সম্ভবত্যৌপনিষদঃ পুরুষ ইত্যাদিশ্রুতেরিতি স্থিতং। তৎপ্রসঙ্গাদিদমারভ্যতে।

ছান্দোগ্যে জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণ ইত্যাদি আখ্যায়িকা শ্রূয়তে। তত্র হংসোক্তিশ্রবণানন্তরং সমুত্থানো রৈক্কস্য সন্নিধি-

প্রায়েণাহ প্রজাপতিরিত্যাদি। পুষ্করাদৌ ব্রহ্মাদিভির্যজ্ঞাঃ কৃতা ইতি পুরাণেতিহাসয়োরতিপ্রসিদ্ধং যজ্ঞস্থলানি চ প্রত্যক্ষাণীতি। কেচিদিতি। সনিষ্ঠাবিশেষা এতে বোধ্যাঃ ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বত্র দেবশব্দশ্রুত্যা মনুষ্যাধিকারনিয়মাপবাদেন দেবানামধিকারো যথোক্তস্তথেহ মুমুক্ষৌ জানশ্রুতৌ শূদ্রেতি শ্রৌতলিঙ্গতো দ্বিজাধিকারনিয়মাপবাদেন বেদে শূদ্রস্য চাধিকারোঽস্ত্বিতিদৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ মনুষ্যাণামিত্যাদি। সিদ্ধান্তে শূদ্রশব্দস্য ক্ষত্রিয়ে সমন্বয়াদধ্যায়ান্তর্ভাবোঽস্য যুক্তঃ। চাতুর্বর্ণস্য ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারসাম্যং পূর্ব্বপক্ষে ফলং। সিদ্ধান্তে তু তত্তারতম্যং তদিতি বোধ্যং।

তাদৃশ অধিকারীর অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। এই অধিকরণ পূর্ব্বার্থে কৈমুত্য প্রকাশ করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

মনুষ্য ও দেবাদির সামর্থ্যাদিযোগ হেতু ব্রহ্মোপাসনাতে অধিকার উক্ত হইয়াছে। ঐ উপাসনা আবার বেদান্তপাঠ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না; ইহা, 'উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষকে জানিতে হইবে,' ইত্যাদি শ্রুতিবলেই সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গেই পরবর্ত্তী অধিকরণ প্রবৃত্ত হইতেছে।

গতেন জানশ্রুতিনা গোনিষ্করথান্ দর্শয়িত্বা দেবতাং পৃষ্টো

ছান্দোগ্যাখ্যায়িকায়ামেষ নিষ্কর্ষঃ। জানশ্রুতির্নৃপঃ প্রিয়াতিথির্বহুপ্রদো বহুসদ্গুণো বভূব। তস্য গুণৈঃ পরিতুষ্টা দেবর্ষয়ো ধৃতহংসবপুষো গ্রীষ্মে প্রাসাদপৃষ্ঠে শয়ানস্য তস্যোপরি মালামাবধ্যাজগ্মুঃ। তেষামগ্রগং হংসং পশ্চাদাগচ্ছন্নেকো হংসঃ সংবোধ্য সাশ্চর্য্যমাহ ভো ভো ভল্লাক্ষ অস্য জানশ্রুতের্দ্যুলোকব্যাপি তেজো ন পশ্যসি তত্তেজস্ত্বাং ধক্ষ্যতি অতস্তং বিলঙ্ঘ্য ন গচ্ছেতি ভল্লাক্ষেত্যুপহাসোক্তির্ভদ্রাক্ষেত্যর্থঃ। ইদং শ্রুত্বা স প্রাহ। কমু বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি। অস্যার্থঃ। কমুপদং আক্ষেপার্থকং কথমিত্যর্থঃ। বরো বরাকো জানশ্রুতিঃ। রৈক্কো নাম কশ্চিত্তত্ত্ববিদ্বরেণ্যো ব্রহ্মচারী। যোজয়তি দেশান্তরং গময়তি সযুগ্বানং সারূঢ়মিতি যুগ্বা শকটঃ তেন সহ স্থিতমিত্যর্থঃ। তথা চৈনং বরাকং প্রাণিমাত্রং জানশ্রুতিং সযুগ্বানং ভগবন্তং ব্রহ্মতেজসং রৈক্কমিবাত্থ ব্রবীষীত্যর্থঃ। অজ্ঞতয়া নিজনিন্দাং শ্রুত্বোত্তপ্তো বিজ্ঞং রৈক্কমাসাদ্যায়ং কৃতার্থো ভবত্বিতি দয়ালূনাং হংসানাং ভাবঃ। অথ স নৃপো হংসবাক্যাৎ স্বস্যাপকর্ষং রৈক্কস্যোৎকর্ষং চ শ্রুত্বা প্রতপ্তহৃৎ রাত্রিং কথঞ্চিদ্-

ছান্দোগ্যে জানশ্রুতি সম্বন্ধে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। যথা,— 'জানশ্রুতি নামে বহুসদ্গুণবিশিষ্ট একজন রাজা ছিলেন। দেবর্ষিগণ তাঁহার গুণে পরিতুষ্ট হইয়া একদা হংসরূপ ধারণ পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গ্রীষ্মকালে প্রাসাদতলে শয়ান সেই রাজার নিকট গমন করিলেন। ঐ হংস সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী কোন হংস সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভদ্রাক্ষ! এই জানশ্রুতির দ্যুলোকব্যাপি তেজ তোমাকে দগ্ধ করিবে, অতএব ইহাকে লঙ্ঘন করিয়া গমন করিও না। তচ্ছ্রবণে অগ্রবর্ত্তী হংস বলিল, ধিক্, তুমি এই তুচ্ছ শকটী অজ্ঞান ব্যক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্কের ন্যায় নির্দ্দেশ করিতেছ। রাজা হংসমুখে অজ্ঞত্বরূপ নিজ নিন্দা শ্রবণ করিয়া হংসোক্ত ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্কের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ গমনোদ্যত হইলেন। এবং অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সমানীত গবাদি উপহার সকল প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার

রৈক্ক আহ অহহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি তং শূদ্রশব্দেন সংবোধ্য পুনরপ্যাহৃতগোনিষ্করথকন্যোপহারং তমাজহারেমাঃ শূদ্রানেনৈব মুখেনালপয়িষ্যথা ইত্যুক্ত্বা সংবর্গ-বিদ্যামুপদিষ্টবানিতি বর্ণ্যতে।

ইহ ভবতি সংশয়ঃ। বেদবিদ্যায়াং শূদ্রোঽধিক্রিয়তে ন বেতি। তত্র মনুষ্যাধিকারোক্তিরবিশেষাৎ সামর্থ্যাদিসত্ত্বাৎ

ব্যতীয়ায়। ততো রাত্র্যন্তসূচকং বন্দিস্তুতিমঙ্গলতূর্য্যনির্ঘোষমাকর্ণ্য পর্য্যঙ্কস্থ এব ত্বরয়া ক্ষত্তারমাহূয়াদিদেশ বিবিক্তেষু গিরিগুহাদিষু রৈক্কাভিধং সযুগ্বানমন্বিষ্য সম্যগাখ্যাহীতি। স ক্ষত্তা তথৈবান্বিষ্যন্ কচিদতিবিবিক্তে শকটাধস্তান্নিবিষ্টং পামানং কণ্ডূয়ন্তং বীক্ষ্য সোঽয়মিতি নিশ্চিত্য প্রাবীণ্যাদ্রৈক্কস্য গার্হস্থ্যেচ্ছাং জ্ঞাত্বা সত্বরমাগত্য তং বিজ্ঞাপয়ামাস। নৃপশ্চ তমুপশ্রুত্য গোনিষ্করথান্ গৃহীত্বা রৈক্কমাসাদ্য দেবতাং পপ্রচ্ছ রৈক্কস্তং প্রাহ অহহেতি। অহহেতিনিপাতঃ সকোপাহ্বানমাহ। হারেণ যুক্তো হারেত্বা মুক্তাদামলগ্নঃ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। সরথস্তবৈব গোভিঃ সহাস্তু তিষ্ঠতু। নৈতাবতা মদিচ্ছাসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। এবং তদিচ্ছামবগম্য সমানীতগোনিষ্করথকন্যোপহারং নৃপং রৈক্কঃ প্রাহ আজহারে-ত্যাদি। হে শূদ্র ইমা গোনিষ্করথকন্যাস্ত্বমাজাহারানীতবানসি কিন্ত্বনেনৈব কন্যোপহাররূপেণ মুখেন দ্বারা মামালপয়িষ্যথা ভাণয়িষ্যসীত্যর্থঃ। বিদ্যাগ্রহণস্য কন্যৈবৈকা দক্ষিণেতি নিষ্কর্ষঃ।

নিকট তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। ভগবান রৈক্ক ঐ সকল উপঢৌকন তুচ্ছ করিয়া বলিলেন, রে শূদ্র! এই সকল বস্তুতে আমার কি হইবে; ইহা তোমারই থাকুক। এইরূপ বলিয়া পরে কেবল কন্যাটি মাত্র গ্রহণ করিয়া সংবর্গবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।’

এস্থলে এই সংশয় হইতেছে যে, জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্ক আবার তাঁহাকেই যখন বেদবিদ্যা উপদেশ করিলেন, তখন বেদবিদ্যাতে শূদ্রের

শূদ্রেতি শ্রৌতলিঙ্গাৎ পুরাণাদিষু বিদুরাদীনাং ব্রহ্মবিত্ত্ব-দর্শনাচ্চ সোঽধিক্রিয়ত ইতি প্রাপ্তৌ।

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ৩৪ ॥

নেত্যনুবর্ত্ততে। তস্যাং শূদ্রো নাধিক্রিয়তে। কুতঃ হি যস্মাদস্য পৌত্রায়ণস্য জানশ্রুতেরব্রহ্মজ্ঞস্য কমু বর এন-মেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি হংসোক্তানাদর-বাক্যশ্রবণাত্তদা ব্রহ্মজ্ঞং রৈক্কং প্রত্যাদ্রবণাৎ শুক্ সংজা-তেতি সূচ্যতে অস্যামাখ্যায়িকায়াং তথা চ শোকযোগাদে-বাশূদ্রেঽপি তস্মিন্ শূদ্রেতি সম্বোধনং স্বসার্ব্বজ্ঞ্যবিজ্ঞাপনা-য়ৈব ন তু চতুর্থবর্ণত্বাদিতি ॥ ৩৪ ॥

ইহেতি। অধিক্রিয়তে অধিকারী বিধীয়ত ইত্যর্থঃ।

শুগস্যেতি। পৌত্রায়ণস্য পুত্রায়ণগোত্রস্য। জানশ্রুতের্জনশ্রুতাপত্যস্য। শুগিতি। শুচা শোকেন দ্রবতি রৈক্কং প্রতি গচ্ছতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। তথাচ যৌগিকোঽয়ং শূদ্রশব্দঃ ক্ষত্রিয়েঽপি প্রযুক্তঃ স্বপ্রভাবপরিচয়ায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অধিকার আছে কি না? বেদবিদ্যাতে মনুষ্যের বর্ণবিশেষে অধিকার নির্দ্দেশ না করিয়া সাধারণত অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধিকন্তু সামর্থ্যাদি-সত্ত্বহেতু, পূর্ব্বোক্ত শ্রৌতলিঙ্গহেতু এবং পুরাণাদিতে বিদুর প্রভৃতি শূদ্রেরও ব্রহ্মজ্ঞত্ব দর্শনহেতু শূদ্রেরও বেদবিদ্যাতে অধিকার স্বীকৃত হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন।

বেদবিদ্যাতে শূদ্রের অধিকার নাই। পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি হংসোক্তি শ্রবণে শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই অশূদ্র হইলেও ভগবান রৈক্ক তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য ॥ ৩৪ ॥

এবং শূদ্রত্বলিঙ্গে নিরস্তে কোঽয়মিতি জিজ্ঞাসায়াং ক্ষত্রিয়ত্বমস্য বক্তুং সূত্রয়তি।

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥

অস্য জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বমবগম্যতে শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ীত্যনেকদানাদিসমধিগতজনপদাধিপত্যাৎ ক্ষত্তারমুবাচেতি ক্ষত্তুঃ প্রেষণাৎ রৈক্কায় গোনিষ্করথকন্যাদিদানাচ্চ। ন হ্যেতানি ক্ষত্রিয়াদন্যস্য সংভবন্তি। রাজধর্ম্মত্বাদুপক্রমাখ্যায়িকায়াং ক্ষত্রিয়ত্বমবগতং। অথোপসংহারাখ্যায়িকায়াং তদবগম্যত ইত্যাহ উত্তরত্রৈতৎসংবর্গবিদ্যাবাক্যশেষে সংকীর্ত্তিতেন চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিসংজ্ঞেন ক্ষত্রিয়ত্বং বিজ্ঞায়তে। বাক্যশেষস্তথাহাথ শৌনকং কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ

ননু মুখ্যশূদ্রঃ সোঽস্তু কিং জঘন্যেন যোগেনেত্যত আহ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চেতি। অন্যস্য জাতিশূদ্রস্যেত্যর্থঃ। অথেতি। তদিতি ক্ষত্রিয়ত্বং। অথ শৌনকমিতি। শুনকস্যাপত্যং শৌনকং। কপিগোত্রং কাপেয়ং পুরোহিতং। অভিপ্রতারিণং যজমানং। কক্ষসেনস্যাপত্যং কাক্ষসেনিং। তৌ ভোক্তুমুপ-

এইরূপে জানশ্রুতির শূদ্রত্বলিঙ্গ নিরস্ত হইলে, ঐ ব্যক্তি শূদ্র নহে, ক্ষত্রিয়; ইহাই অবগত করাইবার নিমিত্ত পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন,—

উক্ত জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়। যেহেতু, 'শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী', ইত্যাদি শ্রুত্যনুসারে অনেক দানাদি দ্বারা তাঁহার রাজ্যাধিপত্য শ্রবণহেতু, 'ক্ষত্তারমুবাচ', ইত্যাদি ক্ষত্তার প্রেষণহেতু এবং রৈক্ককে গো-নিষ্ক-রথ-কন্যাদি দানহেতু তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্বই সিদ্ধ হইতেছে। বস্তুত এই সকল রাজধর্ম্ম ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যে সম্ভব হয় না; ইহা আখ্যায়িকার উপক্রমেও উক্ত হইয়াছে; এবং উপসংহারেও সংবর্গবিদ্যাবাক্যশেষে সঙ্কীর্ত্তিত অভিপ্রতারিসংজ্ঞক চৈত্ররথবোধক শব্দ

কাঙ্ক্ষসেনিং পরিবিশ্যমানৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে ইত্যাদি। নন্বভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চ নাস্মিন্‌ প্রকরণে প্রতীত ইতি চেত্তত্রাহ লিঙ্গাদিতি। অথ শৌনকমিত্যাদিনা সাহচর্য্যাল্লিঙ্গাদভিপ্রতারিণঃ কাপেয়সম্বন্ধঃ প্রতীতঃ। অন্যত্র চৈতেন চৈত্ররথং কাপেয়া অযাজয়ন্নিতি কাপেয়সংবন্ধিনশ্চৈত্ররথত্বং শ্রূয়তে। তস্মাচ্চৈত্ররথির্নাম ক্ষত্রপতিরজায়তেতি চৈত্ররথস্য ক্ষত্রিয়ত্বং চেতি। তদেবং তস্য তত্তচ্চ সিদ্ধং। তথাচ সংবর্গবিদ্যোপাসকৌ কাপেয়াভিপ্রতারিণৌ বা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ৌ নির্দ্দিষ্টাবতস্তস্যামেব বিদ্যায়াং গুরুশিষ্যভাবেনান্বিতৌ রৈক্বজানশ্রুতী চ তথা স্যাতামিতি তস্য ক্ষত্রিয়ত্বং। ততশ্চ বেদে শূদ্রো নাধিকারীত্যর্থো যুক্ত্যা সাধিতঃ॥ ৩৫॥

বিষ্টৌ যাচকেন পরিবিশ্যমানৌ কশ্চিদ্‌ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে যাচিতবানিত্যর্থঃ। এতেনেতি। এতেন দ্বিরাত্রেণ কর্ম্মণা চৈত্ররথমভিপ্রতারিণং কাপেয়া অযাজয়ন্নিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি চৈত্ররথাৎ ক্ষত্রিয়াদিত্যর্থঃ। তস্যেত্যভিপ্রতারিণঃ। তত্তচ্চেতি চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চেত্যর্থঃ। তথা স্যাতাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ৌ ভবেতাং॥ ৩৫॥

দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব উক্ত হইয়াছে। এই প্রকরণে অভিপ্রতারীর চৈত্ররথত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব উক্ত হয় নাই, এরূপও বলা যায় না। কারণ, সাহচর্য্যলিঙ্গ হইতে অভিপ্রতারীর কাপেয়সম্বন্ধ এবং অন্যত্র কাপেয়সম্বন্ধীর চৈত্ররথত্ব ও চৈত্ররথের ক্ষত্রিয়ত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্বই সিদ্ধ হইতেছে। সংবর্গবিদ্যার উপাসকরূপে নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, কাপেয় ও অভিপ্রতারীই

তদেবং শ্রুত্যাদ্যনুগ্রহেণ দর্শয়তি।

সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

শ্রুত্যন্তরে অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত তমধ্যাপয়েদেকাদশে ক্ষত্রিয়ং দ্বাদশে বৈশ্যমিত্যধ্যাপনায় সংস্কারবিমর্শনাত্তত্র ব্রাহ্মণানামেবাধিকারঃ। নাগ্নির্ন যজ্ঞো ন ক্রিয়া ন সংস্কারো ন ব্রতানি শূদ্রস্যেতি সংস্কারাভাবকথনাচ্চ শূদ্রস্য নাধিকারঃ। ত্রৈবর্ণিকবাহ্যস্য সংস্কারাবিধানাৎ সংস্কারসাপেক্ষে বেদপাঠে তস্য ন সঃ ॥ ৩৬ ॥

সংস্কারেতি। অষ্টবর্ষমিত্যাদিখিলশ্রুতৌ ত্রৈবর্ণিকানামেব বেদাধ্যয়নাঙ্গোপনয়নসংস্কারপরামর্শাত্তেষামেব তদধ্যয়নেঽধিকারঃ। নাগ্নিরিত্যাদৌ তু শূদ্রাণাং তৎসংস্কারাভাবোক্তের্ন তেষাং তত্র অধিকার ইত্যর্থঃ। চশব্দোঽবধারণে। ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতীতি স্মৃতেশ্চ। পাতকং ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগাভাবকৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

গুরুশিষ্যভাবাপন্ন রৈক্ক ও জানশ্রুতি, ইহাই জানিতে হইবে। অতএব জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্বই সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপে বেদে শূদ্রের অনধিকার যুক্তি দ্বারা সাধিত হইল ॥ ৩৫ ॥

উহাই আবার শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন,—

শ্রুত্যন্তরে ব্রাহ্মণকে অষ্টবর্ষে, ক্ষত্রিয়কে একাদশবর্ষে এবং বৈশ্যকে দ্বাদশবর্ষে উপনীত করিয়া বেদাধ্যয়ন করাইবে; এইরূপে ত্রৈবর্ণিক সংস্কারের উক্তিহেতু এবং শূদ্রের তদনভিধানহেতু তাহার বেদে অনধিকারই জানিতে হইবে। বেদপাঠ সংস্কারসাপেক্ষ; শূদ্রের যখন সেই সংস্কারই নাই, তখন সুতরাং বেদেও অনধিকার সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

সংস্কারাভাবং দ্রঢ়য়তি।

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

ছান্দোগ্যে এব নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্‌গোত্রোঽহমস্মীতি সত্যবচসা জাবালস্য শূদ্রত্বাভাবে নির্দ্ধারিতে সতি নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সৌম্যাহর ত্বোপানেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি গৌতমস্য গুরোস্তৎসংস্কারাদৌ প্রবৃত্তেশ্চ ব্রাহ্মণপদোপলক্ষিতত্রৈবর্ণিকত্বমেব সংস্কারপ্রযোজকমবগম্যতে অতো ন শূদ্রোঽধিকারী ॥ ৩৭ ॥

তদভাবেঽতি। জাবালঃ খলু মৃতপিতৃকো গুরূপসত্তিকামো গোত্রমজানন্মাতরং পপ্রচ্ছ কিংগোত্রোঽহমস্মীতি। সাপ্যহং ন জানামীতি প্রত্যুবাচ। ততঃ স গৌতমমুপেত্যাহ। ভগবন্ ত্বয়ি ব্রহ্মচর্য্যং চরিতুমিচ্ছাম্যনুগৃহ্লাতু ভগবানিতি। কিংগোত্রোঽসীতি গৌতমেন পৃষ্টঃ স আহ। নাহং গোত্রং বেদ নাপি মন্মাতা ইতি। ততঃ স গৌতমস্তদীয়েন সত্যবচসা তস্য শূদ্রত্বাভাবং নিশ্চিত্য তদুপনয়নাদৌ প্রবৃত্তস্তং প্রাহ নৈতদিত্যাদি। অস্যার্থঃ। এতৎ সত্যবচনং বিবক্তুং বিবিচ্য নিঃসংশয়ং বক্তুমব্রাহ্মণো নার্হতি। ন ত্বং সত্যাদগাঃ সত্যবাক্যাদতিগতঃ। তস্মাত্ত্বং ব্রাহ্মণোঽসীত্যর্থঃ। হে সৌম্য সত্যকাম জাবাল ত্বামহমুপনেষ্যে তদর্থাং সমিধমাহরেতি ॥ ৩৭ ॥

এক্ষণে ঐ সংস্কারাভাবই পুনর্ব্বার দৃঢ় করিতেছেন,—

ছান্দোগ্যে গৌতম ঋষি জাবালকে গোত্রবিষয়ক প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে 'আমি জানি না' তাঁহার এই সত্যবাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ কখন মিথ্যা বলেন না, এই ধারণাতে তাঁহার অশূদ্রত্ব নিশ্চয় করিয়াছিলেন। পরে ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহাকে সংস্কারের উপযোগী সমিধ আনয়ন করিতে আদেশ করেন। এস্থলে, ব্রাহ্মণশব্দোপলক্ষিত ত্রিবর্ণেরই সংস্কার হইতে পারে, অন্যের নহে; অতএব শূদ্র বেদশব্দের অনধিকারী, ইহাই স্থির হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

পদ্যু হ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রস্তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যং। তস্মাচ্ছূদ্রো বহুপশুরযজ্ঞীয় ইতি শূদ্রস্য বেদশ্রবণাদিপ্রতিষেধান্ন স তত্রাধিকারী। অনুপশৃণ্বতোঽধ্যয়নতদর্থজ্ঞানতদনুষ্ঠানানি ন সম্ভবন্তীত্যতস্তান্যপি প্রতিষিদ্ধানি। নাগ্নির্ন যজ্ঞঃ শূদ্রস্য তথৈবাধ্যয়নং কুতঃ। কেবলৈব তু শুশ্রূষা ত্রিবর্ণানাং বিধীয়তে। বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রঃ পততি তৎক্ষণাদিত্যাদি স্মৃতেশ্চ। তথা বিদুরাদীনাং তু সিদ্ধপ্রজ্ঞত্বান্ন

শ্রবণেতি। অর্থশব্দেনাথজ্ঞানতদনুষ্ঠানে বোধ্যে। পদ্যু হবেতি। পদ্যু পাদসংযুক্তং সঞ্চারক্ষমমিত্যর্থঃ। বহুপশুঃ পশুতুল্যঃ। বহুচ্‌প্রত্যয়ঃ। বিভাষা সুপো বহুচ্‌পুরস্তাত্ত্বিতি সূত্রাৎ। অযজ্ঞীয়ো যজ্ঞানর্হঃ। নাগ্নিরিত্যাদি স্ফুটার্থঃ। আদিপদাদুদ্যমপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্বাক্যং। পরিচর্য্যাবিনিন্দং ব্রাহ্মণানাং নাধীয়ীত প্রতিষিদ্ধোঽস্য যজ্ঞঃ। নিত্যোত্থিতো ভূতয়ে অতন্দ্রিতঃ স্যাদেষ স্মৃতঃ শূদ্রধর্ম্মঃ পুরাণঃ ইতি। স্মৃত্যন্তরং চাস্তি। অথাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপরিপূরণং অধ্যয়নে জিহ্বাচ্ছেদঃ অর্থাবধারণে হৃদয়বিদারণমিতি। অস্যার্থঃ। অস্যেতি শূদ্রস্য। ত্রপুজতুভ্যাং প্রতপ্তাভ্যাং সীসলাক্ষাভ্যাং

শ্রুতিতে শ্রবণাদির প্রতিষেধ হইয়াছে, অতএব শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। 'সঞ্চারক্ষম হইলেও শূদ্র শ্মশানতুল্য, অতএব শূদ্রসমীপে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। 'শূদ্র পশুতুল্য হইলেও যজ্ঞের অযোগ্য।' ইত্যাদি স্মৃতিতে শূদ্রের বেদশ্রবণাদির নিষেধহেতু শূদ্র বেদে অনধিকারী। যাহার শ্রবণে অধিকার নাই, সে কখনই তদর্থজ্ঞানে বা তদনুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারে না; সুতরাং শূদ্রের তত্তদ্বিষয়েও অনধিকার হইতেছে। শূদ্রের অগ্নিতে যজ্ঞে ও অধ্যয়নে অধিকার নাই; তাহারা কেবল ত্রিবর্ণের শুশ্রূষাই করিবে। বেদাক্ষর বিচারে শূদ্রের তৎক্ষণাৎ পাতিত্য হয়। বিদুরাদির সিদ্ধপ্রজ্ঞত্বহেতু তাঁহাদিগের

কিঞ্চিচ্চোদ্যং। শূদ্রাদীনাং মোক্ষস্তু পুরাণাদিশ্রবণজজ্ঞানাৎ সম্ভবিষ্যতি ফলে তু তারতম্যং ভাবি ॥ ৩৮ ॥

এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতং সমন্বয়ং চিন্তয়তি। কঠ-বল্ল্যাং পঠ্যতে। যদিদং কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তীতি। কিমত্র

তদ্দ্রবাভ্যামিত্যর্থঃ। শ্রোত্রপরিপূরণং বেদশ্রবণপ্রায়শ্চিত্তমিত্যর্থ ইতি। বিদু-রাদীনাং চেত্যাদিপদাদ্ধর্ম্মব্যাধঃ। এষাং পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিতশ্রবণাদিনা বামদেবাদি-বজ্জ্ঞানোৎপত্তিরিতি সর্ব্বং সুস্থং। তারতম্যমিতি আনন্দোৎকর্ষাপকর্ষরূপ-মিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

এবমিতি। প্রাসঙ্গিকমধিকারবিচারং। পূর্ব্বত্রেশানশ্রুত্যা জীবলিঙ্গং বাধি-ত্বাঙ্গুষ্ঠশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বং যথোক্তং তথেহ বজ্রশ্রুত্যা প্রকরণং বাধিত্বা বজ্র-শব্দস্যাশনিপরত্বং বাচ্যমিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ কঠবল্ল্যামিত্যাদি। যদিতি। বর্জয়তি নিয়ময়তি জনানিতি বজ্রং ব্রহ্ম। কীদৃশং তৎ প্রাণো রক্ষকং প্রাণিতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। মহদ্বিভুঃ। ভয়ং দণ্ডধরং বিভেত্যস্মাদিতি ব্যুৎপত্তেঃ। উদ্যতং প্রকাশশালি। কীদৃগ্জগৎ নিঃসৃতমুৎপন্নং। তথাচ যদিদং কিঞ্চিদ্-বজ্রং কর্তৃ উৎপন্নং সর্ব্বং জগৎ এজতি কম্পয়তি এতদ্যে বিদুস্তেঽমৃতা

বিষয়ে কিছুই বক্তব্য নাই। শূদ্রাদির মুক্তি পুরাণাদিশ্রবণজন্য জ্ঞান হইতেই হইবে। তবে ফলগত তারতম্য অবশ্যম্ভাবী ॥ ৩৮ ॥

এইরূপে প্রাসঙ্গিক বিষয় সমাপন করিয়া প্রকৃত সমন্বয় চিন্তা করিতে-ছেন। কঠবল্লীতে পঠিত হয়,—‘বর্জন অর্থাৎ নিয়মনের কর্ত্তা বজ্র হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন। উহার ভয়ে সকলেই কম্পিত হয় ও উহাই সকলের রক্ষক। উহাই দণ্ডদাতা ও পালনকর্ত্তা। যে ব্যক্তি উহার তত্ত্ব অবগত হয়, সে মুক্তি লাভ করে।’

বজ্রমশনির্ব্রহ্ম বেতি সংশয়ে ভয়হেতুতয়া কম্পকারিত্বাত্তজ্-জ্ঞানেন মোক্ষস্য চ বাচনিকত্বাদশনির্বজ্রশব্দাদবগম্যতে। প্রাণত্বঞ্চাস্য রক্ষকত্বাৎ। ন চ প্রকরণাদ্ব্রহ্মার্থতা শক্যা কর্ত্তুং উদ্যতং বজ্রমিতিশ্রুত্যা তস্য বাধাদিত্যেবং প্রাপ্তে।

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥

বজ্রাদিসহিতস্য কৃৎস্নস্য জগতঃ কম্পকত্বাদ্বজ্রমত্র ব্রহ্মৈব। চক্রং চংক্রমণাদেষ বর্জনাদ্বজ্রমুচ্যতে। খণ্ডনাৎ খড়্গ এবৈষ হেতিনামা হরিঃ স্বয়মিতি স্মরণাচ্চ। অয়ং ভাবঃ। প্রাণ-

---

মোক্ষিণো ভবন্তীতি। কিমত্রেতি। ননু বজ্রজ্ঞানেন কথং মোক্ষস্তত্রাহ তজ্-জ্ঞানেনেতি। ন হি বচনস্যাতিগুরুত্বমস্তীত্যর্থঃ। তস্যেতি প্রকরণস্য। শ্রুত্যা প্রকরণবাধস্তু সুসিদ্ধ এবেত্যাকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যাদিবদ্বোধ্যঃ।

কম্পনাদিতি। উহোঽত্র পক্ষঃ। বজ্রশব্দেন শ্রীহরির্বাচ্য ইত্যত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বাক্যমুদাহরতি চক্রমিতি। চংক্রমণাৎ সর্ব্বত্র গমনাৎ বর্জনান্নিয়মনাৎ খণ্ডনাদ্-দুষ্টবিনাশনাদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাব ইতি। অত্র সর্ব্বপালকত্বসর্ব্বপ্রশাস্তৃত্ব-

---

এ স্থলে সংশয় হইতেছে যে, ঐ বজ্রশব্দে প্রসিদ্ধ বজ্র বা ব্রহ্মকে বোধ করাইতেছে। ভয় ও কম্পনের কারণ বলিয়া এবং বজ্রজ্ঞানের মোক্ষকারণত্ব বাচনিকমাত্র বলিয়া বজ্রশব্দে প্রসিদ্ধ বজ্রকেই বোধ করাইতে পারে। বজ্র রক্ষক বলিয়া প্রাণশব্দে শব্দিতও হইতে পারে। প্রকরণবলে বজ্রের ব্রহ্মার্থতা বোধিত হইতে পারে না। কারণ, 'উদ্যত বজ্র,' ইত্যাদি শ্রুতিই উক্ত অর্থের বাধক হইতেছে।

এই পূর্ব্বপক্ষসঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন,—

বজ্রাদিসহিত সমস্ত জগতের কম্পকত্ব হেতু এস্থলে বজ্রশব্দ ব্রহ্মকেই বোধ করাইতেছে। তিনিই সর্ব্বত্র গমনহেতু চক্র, বর্জনহেতু বজ্র ও খণ্ডনহেতু

শব্দিতত্বং ভয়হেতুত্বং চ পরমাত্মনঃ শ্রুতিপ্রসিদ্ধম্। তত্তচ্চাত্র বজ্রশব্দিতস্য কীর্ত্ত্যমানং সদস্য পরমাত্মত্বং গময়তীতি ॥ ৩৯ ॥

জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে ইত্যাদিকমিতঃ প্রাক্ শ্রুতং। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতীত্যাদিকং পরত্র। তত্রোভয়ত্রাপি ব্রহ্মৈকান্তস্য জ্যোতিষস্তেজসো দর্শনাদন্তরালেঽপি ব্রহ্মৈব বজ্রশব্দাদবধারণীয়ং ॥ ৪০ ॥

মোচকত্বৈর্লিঙ্গৈর্বজ্রশ্রুতাবেকস্যা বাধো যুক্তঃ। ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে ইতি ন্যায়াদিতি প্রাগবোচাম ॥ ৩৯ ॥

জ্যোতিরিতি। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি বাক্যং যদিদং কিঞ্চিদিত্যতঃ পূর্ব্বং শ্রূয়তে। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি বাক্যন্তু তস্মাৎ পরত্র শ্রূয়তে। তত্রোভয়ত্রাপি ব্রহ্মসাধারণস্য ভাসভয়শব্দবোধ্যস্য তেজসঃ প্রভাবস্য দর্শনান্মধ্যগতং বজ্রশব্দোক্তং ভয়ঙ্করং বস্তু ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। অত্র জ্যোতিঃ পারমৈশ্বর্য্যং বোধ্যং ॥ ৪০ ॥

খড়্গ; সুতরাং হরিই ঐ সকল অস্ত্র নামে উক্ত হয়েন। পরমাত্মার প্রাণশব্দিতত্ব ও ভয়হেতুত্ব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এই বজ্রশব্দও কীর্ত্ত্যমান হরিকেই বোধ করাইতেছে ॥ ৩৯ ॥

'সেই ব্রহ্মের সমীপে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি কাহারও প্রকাশ হয় না;' ইত্যাদি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; এবং 'তাঁহারই ভয়ে অগ্নি প্রভৃতি প্রজ্বলিত হয়;' ইত্যাদি পরেও উক্ত হইবে। উভয়ত্রই ব্রহ্মমাত্রবোধক জ্যোতিঃ-

আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মেতি শ্রুতং ছান্দোগ্যে। তত্রাকাশশব্দেন সংসারবন্ধাদ্বিনির্মুক্তো জীবাত্মোচ্যতে পরমাত্মা বেতি সন্দেহে। অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপমিত্যাদিনা পূর্ব্বং মুক্তস্য প্রকৃতত্বাৎ তে যদন্তরেতি নামরূপবিমুক্তস্যাভিধানাৎ তস্যাপি ভূতপূর্ব্বগত্যা তন্নির্ব্বোঢ়ৃত্বসম্ভবাদসঙ্কুচিতপ্রকাশ-শব্দস্যাপি তত্রোপপত্তেশ্চ বিমুক্তাত্মেহ প্রতিপাদ্যতে তদ্-ব্রহ্ম তদমৃতমিতি তদবস্থা বিমৃষ্টেতি প্রাপ্তে।

পূর্ব্বত্র প্রাণশব্দিতত্বাদিকং বজ্রশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বে যথা গমকং, তথাকাশ-শব্দস্য তৎপরত্বে গমকং কিঞ্চিন্নাস্তীতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহাকাশেত্যাদি। তদব্রহ্ম তদমৃতমিত্যাদের্মুক্তজীবেঽপি সম্ভবাদিত্যাশয়ঃ। আকাশো হেত্যস্যার্থঃ। আকাশো ব্রহ্মৈব। হ বৈ নিশ্চয়ে। নামরূপয়োর্নির্বহিতা নির্ব্বাহকৃৎ। তে নামরূপে সংজ্ঞাদিবিমুক্তস্যাকাশস্যান্তরা মধ্যে স্তঃ যদ্বা তে দ্বে যদন্তরা যদ্বিনা স্তঃ তাভ্যাং যদস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। তস্যাপীতি মুক্তজীবস্য।

শব্দাদি দ্বারা ব্রহ্মেরই প্রভাবের বোধনহেতু মধ্যবর্ত্তী বজ্রশব্দোক্ত ভয়ঙ্কর বস্তুও সেই ব্রহ্ম, ইহাই বোধিত হইতেছে ॥ ৪০ ॥

'আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক। যিনি নামরূপাদিবিমুক্ত তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই আত্মা,' ইত্যাদি উক্তি ছান্দোগ্যে দৃষ্ট হয়। উক্ত আকাশশব্দে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত জীব বা পরমাত্মা? 'অশ্ব যেরূপ রোম হইতে মুক্ত হয়, মুক্ত পুরুষ তদ্রূপ পাপ হইতে মুক্ত হয়েন,' ইত্যাদি প্রমাণবলে মুক্তপূর্ব্ব জীবেরই প্রকৃতত্বহেতু এবং 'যদন্তরা' এই শব্দ দ্বারা নামরূপ-বিমুক্ত পুরুষের অভিধানহেতু ভূতপূর্ব্ব গতি দ্বারাই তন্নির্ব্বাহত্ব সম্ভব হইতেছে। অসঙ্কু-চিত অর্থের প্রকাশ দ্বারা আকাশশব্দ বিমুক্ত জীবেই উপপন্ন হইতেছে। 'তিনিই

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

ইহাকাশঃ পরমাত্মৈব ন মুক্তজীবঃ। কুতঃ অর্থান্তরতি। অয়মর্থঃ। নামরূপনির্বোঢ়ৃত্বং কিল মুক্তাবস্থাজ্জীবাদন্যমাকাশং সাধয়তি। বদ্ধাবস্থং তং খলু কর্ম্মবশাৎ নামরূপে ভজতঃ। তয়ন্ত তন্নির্বোঢ়ৃত্বে ন শক্তঃ। মুক্তাবস্থস্য তু তস্য তত্র জগদ্ব্যাপার-বর্জ্যমিতি বক্ষ্যমাণাৎ পরমাত্মনস্তু জগন্নির্ম্মিতিষু ক্রমস্য শ্রুত্যৈব তদুক্তং। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যাদিনা। তস্মাৎ পরমাত্মৈবেহ বোধ্যঃ। আদি-শব্দাৎ নিরুপাধিকবৃহত্ত্বাদিরূপং ব্রহ্মত্বাদি। যত্তু পূর্ব্বং মুক্ত

ইহেতি। জগন্নির্ম্মিতীতি। সত্যসঙ্কল্পযোগাদিতি ভাবঃ। প্রসিদ্ধশ্চ বে হেবান্যাদিত্যাদৌ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত', ইত্যাদি বাক্যে মুক্তাবস্থারই জ্ঞাপনহেতু এস্থলে মুক্তাবস্থ জীবই বিমৃষ্ট হউন। তদুত্তরে বলিতেছেন,—

এস্থলে আকাশশব্দে পরমাত্মাই বোধিত হইতেছেন, জীব নহেন। কারণ, নামরূপনির্ব্বাহকত্ব মুক্তাবস্থ জীব হইতে ভিন্ন আকাশকে সাধন করিতেছে। বদ্ধাবস্থ জীব কর্ম্মবশে নাম ও রূপ ভজনা করে। বদ্ধাবস্থ জীবের স্বতন্ত্রভাবে নামরূপাদিনির্ব্বাহকত্বশক্তি দৃষ্ট হয় না; মুক্তাবস্থ জীবেরও জগদ্ব্যাপার ভিন্ন অন্যত্র তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত হয়, মুক্তাবস্থ জীবের জগন্নির্ম্মাণাদি ভিন্ন অন্য কার্য্যে স্বতন্ত্রতা আছে। কিন্তু পরমাত্মাই জগন্নির্ম্মাণে সমর্থ, অতএব তাঁহার সর্ব্ববিষয়েই স্বাতন্ত্র্য শ্রুতিসিদ্ধ। শ্রুতিতে উক্ত হয়, 'আমি জীবরূপে বিশ্বমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করি,' ইত্যাদি। অতএব উক্ত আকাশপদে পরমাত্মাই বোধিত হইতেছেন। 'অর্থান্তরত্বাদি' অর্থাৎ নামরূপাদিনির্ব্বাহকত্বাদি, এই স্থলে আদিপদে নিরুপাধিক বৃহত্ত্বাদি-

প্রকৃত বিত্যুক্তং তন্ন ব্রহ্মলোকমিতি পরমাত্মনঃ প্রকৃতত্বাৎ আকাশশব্দশ্চ ব্যাপকত্বাদসঙ্গত্বাচ্চ পরমাত্মনি প্রযুক্তঃ প্রসিদ্ধশ্চ তত্রৈবেতি ॥ ৪১ ॥

নৈতদেতৎ মুক্তাদপি জীবাদর্থান্তরং ব্রহ্মেতি নোপযুক্তং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি বৃহদারণ্যকে কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতীত্যাদিনা বদ্ধাবস্থং জীবমুপক্রম্য স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময় ইত্যাদিনা তস্যৈব ব্রহ্মত্বং পরামৃশ্যতে। পরত্রাপ্যথাকাময়মান ইত্যাদিনা মুক্তাবস্থেতি

স্যাদেতদিতি। অর্থান্তরং ভিন্নমিত্যর্থঃ। উভাবিতি। ইহলোকপর-

রূপ ব্রহ্মধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে মুক্তপুরুষই প্রক্রান্ত হইয়াছেন, এইরূপ কেহ কেহ বলেন, কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মলোকশব্দ দ্বারা পরমাত্মাই প্রক্রান্ত হইয়াছেন; এবং আকাশশব্দ ব্যাপকত্বগুণযোগহেতু ও অসঙ্গতি হেতু পরমাত্মার উদ্দেশেই প্রযুক্ত বলিতে হইবে। আকাশশব্দের পরমাত্মাতে প্রসিদ্ধিও আছে ॥ ৪১ ॥

আবার আশঙ্কা করিতেছেন, এরূপ হইলেও ব্রহ্ম মুক্তজীব হইতে অর্থান্তর অর্থাৎ ভিন্ন, এরূপ বলা উপযুক্ত হয় না। যেহেতু তাহা অসঙ্গত হয়। বৃহদারণ্যকে 'কতম আত্মা' এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে 'যিনি বিজ্ঞানময় পুরুষ, যিনি হৃদয়ে প্রাণের অন্তরে জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজিত, যিনি ইহলোকে ও পরলোকে সমানভাবে বিচরণ করেন,' ইত্যাদি বলিয়া বদ্ধাবস্থ জীবের উপক্রম করিয়া 'সেই এই আত্মাই বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা উক্ত বদ্ধাবস্থ জীবেরই ব্রহ্মত্ব বিচার করেন। পরে 'তিনি নিষ্কাম হয়েন,' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা আবার

বিমৃশ্য ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ইতি তস্য তথাত্বং নিশ্চীয়তে তথান্তেঽপ্যভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদেতি ফলোক্তিশ্চ। তদেবং সতি যঃ ক্বচিজ্জীবব্রহ্মণোর্ভেদব্যপদেশঃ স খলু ঘটাকাশমহাকাশবদুপাধিকৃতঃ স্যাৎ তদ্বিগমে পরিচ্ছিন্নস্য জীবস্য মহত্ত্বং ঘটনাশে ঘটাকাশস্যেব। বিশ্বকৃত্ত্বাদি চ তস্যৈবেশ্বরত্বাৎ তস্মাৎ নার্থান্তরং মুক্তজীবাদ্ব্রহ্মেত্যাক্ষিপ্তৌ পঠতি।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪২ ॥

ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ত্ততে। তস্মিন্ বাক্যসন্দর্ভে মুক্তজীবো ব্রহ্ম বেতি ন সম্ভবতি। কুতঃ সুষুপ্তাবুৎক্রান্তৌ চ জীবাদ্ভেদেন ব্রহ্মণো ব্যপদেশাৎ। সুষুপ্তৌ তাবৎ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমিতি। উৎক্রান্তৌ চ

লোকাবিত্যর্থঃ। তথাত্বমিতি ব্রহ্মত্বং। ফলোক্তিঃ ব্রহ্ম ভূয়ায়াপ্তিবচনং। ক্বচিৎ দ্বাসুপর্ণেত্যাদিষু। তস্যৈব ব্রহ্মণঃ।

তাঁহার মুক্তাবস্থা চিন্তা করিয়া 'মুক্তাবস্থ জীব ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন,' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা তাঁহার ব্রহ্মত্বের নিশ্চয় করিয়া 'তিনি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন,' ইত্যাদি ফলোক্তি দৃষ্ট হয়। তবে জীব ও ব্রহ্মের যে কিছু ভেদ উক্ত হয়, সে কেবল ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায় ঔপাধিক ভেদমাত্র। ঘটনাশে ঘটাকাশের ন্যায় উপাধিবিগমে পরিচ্ছিন্ন জীবেরই মহত্ত্ব হয়। তিনি ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বকর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন। অতএব মুক্তজীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হউন, এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধান করিতেছেন,—

উক্ত প্রস্তাবে মুক্ত জীব ব্রহ্মই, এইরূপ অর্থ সম্ভব হয় না। কারণ, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি স্থলে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে

প্রাজ্ঞেনাত্মনা অন্বারূঢ় উৎসর্জন্ যাতীতি। উৎসর্জন্ হিক্ক-শব্দং কুর্ব্বন্। ন চ স্বপত উৎক্রমতো বা অকিঞ্চিজ্জ্ঞস্য তদৈব প্রাজ্ঞেন স্বেনৈব পরিষ্বঙ্গান্বারোহৌ সম্ভবেতাং। ন চ জীবান্তরেণ তস্যাপি সার্ব্বজ্ঞ্যাভাবাৎ॥ ৪২॥

নন্বু নৈতাবতাভীষ্টসিদ্ধিরৌপাধিকভেদাভ্যুপগমাদিতি চেৎ তত্রাহ।

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ॥ ৪৩॥

তত্রৈবোত্তরত্র পত্যাদয়ঃ শব্দাঃ পঠ্যন্তে। স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নাত্র বা সাধুনা

সুষুপ্তীতি। সংপরিষ্বক্তঃ সমাশ্লিষ্টঃ। অন্বারূঢ়োঽধিষ্ঠিতঃ। তস্যাপি জীবান্তরস্যাপি॥ ৪২

নন্বিতি। এতাবতা সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্জীবব্রহ্মভেদপ্রতিপাদনেন নাভীষ্টসিদ্ধির্মুক্তজীবাদ্‌ব্রহ্মণো ভেদসিদ্ধির্নেত্যর্থঃ। তত্র হেতুরৌপাধিকেতি। অস্মৎসিদ্ধান্তেঽপ্যাবিদ্যকে ভেদস্বীকারাদিত্যর্থঃ।

প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত মিলিত হইয়া জীব বাহ্য ও আন্তর কিছুই জানিতে পারেন না। এবং উৎক্রমণ-কালেও জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া স্থূলদেহাদি পরিত্যাগে হিক শব্দ করিয়া গমন করেন। কি নিদ্রিত কি উৎক্রান্ত উভয়বিধ জীবেরই অকিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব হেতু প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত অভেদে মিলন বা একত্র অধিষ্ঠান সম্ভব হয় না। অথবা জীবান্তরের সহিত মিলনও বলিতে পারা যায় না। কারণ, তাহারও সর্ব্বজ্ঞত্বাদির অভাব আছে॥ ৪২॥

যদি বলেন, ইহাতেই অভীষ্টসিদ্ধি হইল না, যেহেতু ভেদ ঔপাধিকমাত্র। তদুত্তরে বলিতেছেন,—

কনীয়ানেষ ভূতাধিপতিরেষ লোকেশ্বর এষ লোকপালঃ স সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়েত্যাদিনা। তেভ্যো মুক্তজীবাদন্যৎ ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায়তে। ন হি সর্ব্বাধিপত্যং সর্ব্বপ্রশাসনাদিকং বা মুক্তজীবস্য শক্যং বক্তুং জগদ্ব্যাপার-বর্জ্যমিতি প্রতিষেধাৎ। অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামিতি তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মণ এব তচ্ছ্রবণাৎ। ন চৌপাধিকত্বং ভেদস্য তস্য মুক্তাবপি শ্রবণাৎ। অংশাধিকরণে তু তথাত্বং পরিহরিষ্যামঃ। অয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যত্র জীবস্য তদুক্তিস্তদ্‌গুণাংশযোগাৎ ব্রহ্মৈব সন্নিত্যত্র তু আবির্ভাবিতগুণাষ্টকেন ব্রহ্মসদৃশঃ

তত্রৈবেতি। তচ্ছ্রবণাৎ সর্ব্বাধিপত্যাদ্যুক্তেঃ। তথাত্বমৌপাধিকত্বং। তদুক্তির্ব্রহ্মত্বোক্তিঃ। নন্বু তদ্ভেদ আনন্দময়াধিকরণে দর্শিতোঽস্ত্যত্র পুন-

ঐ শ্রুতিতেই পরে উক্ত হইয়াছে, ঐ আত্মা সকলের শ্রেষ্ঠ, সকলের নিয়ামক, সকলের অধিপতি, সকলের শাসনকর্ত্তা। তিনি ভূতগণের অধিপতি, তিনি লোকেশ্বর, তিনি লোকপাল, তিনি মর্য্যাদারক্ষক, তিনি আশ্রয়, তিনিই সাঙ্কর্য্যের নিরাসক ইত্যাদি।' এই সকল বেদবাক্যই ব্রহ্মবস্তুকে মুক্তজীব হইতেও ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। উক্ত সর্ব্বাধিপত্যাদি মুক্ত জীবেরও ধর্ম্ম এরূপ বলা যায় না। কারণ, জীবের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মের নিষেধবাচক বাক্য শ্রবণ করা যায়। 'ব্রহ্মই জীবের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে শাসন করেন,' ইত্যাদি তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে ঐ সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভেদকে ঔপাধিকও বলা যায় না; কারণ, মুক্তিতেও ঐ ভেদ শ্রুত হইয়া থাকে। ভেদের ঔপাধিকত্ব অংশাধিকরণেই পরিহৃত হইবে। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম,' এইস্থলে জীবের ব্রহ্মত্বোক্তি তদ্‌গুণাংশযোগহেতুই জানিতে হইবে।

সন্নিত্যেবার্থঃ। পরমং সাম্যমুপৈতীত্যাদিশ্রবণাৎ ব্রহ্ম-ভাবোত্তরভাবিত্বাচ্চ ব্রহ্মাপ্যয়স্যেতি পূর্ব্বমভাষি। তদেবং বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থাৎ জীবাৎ ব্রহ্মণো ভেদসিদ্ধৌ নামরূপনির্বো-ঢ়াকাশো ন মুক্তজীবঃ কিন্তু পরমাত্মৈবেতি সিদ্ধং। নেতরো-ঽনুপপত্তের্ভেদব্যপদেশাচ্চেত্যত্র যৎ শঙ্কানিদানং তদিহৈ-বোক্তমিতি পুনরুক্তির্মুক্তিকালিকভেদাভ্যাসাৎ ন দোষ ইত্যপরে॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

সুহৃৎক্তিঃ পৌনরুক্তমিতি চেত্তত্রাহ নেতর ইত্যাদি। সঙ্গত্যন্তরমাহ মুক্ত-কালিকেতি॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে প্রথমাধ্যায়স্য
তৃতীয়পাদো ব্যাখ্যাতঃ॥ ২॥

'ব্রহ্মৈব সন্' ইত্যাদি স্থলে আবির্ভূতগুণাষ্টক দ্বারা জীব ব্রহ্মসদৃশ হয়েন, এইরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে। কারণ, 'পরমং সাম্যমুপৈতি,' এইরূপ শ্রুতিখণ্ড সকল জীবের ব্রহ্মসাদৃশ্যই বলিয়াছেন। আরও ব্রহ্মাপ্যয়ের ব্রহ্মভাবোত্তর-ভাবিত্ব পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অতএব বদ্ধ ও মুক্ত উভয়বিধ জীবই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন; সুতরাং নামরূপনির্ব্বাহক আকাশ শব্দে পরমাত্মাই, মুক্তজীব নহেন। 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ,' ইত্যাদি স্থলীয় শঙ্কাবীজই এইস্থলে উক্ত হইল; পরন্তু কেহ কেহ বলেন, মুক্তজীবেরও ব্রহ্ম হইতে ভেদ থাকে, এই কথাই বলা হইল বলিয়া এস্থলে পুনরুক্তিদোষের বারণ হইতেছে॥ ৪৩॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদ।

চতুর্থপাদঃ।

তমঃ সাংখ্যঘনোদীর্ণং বিদীর্ণং যস্য গোগণৈঃ।
তং সম্বিদ্ভূষণং কৃষ্ণপূষণং সমুপাস্মহে॥

মুক্ত্যুপায়তয়া জিজ্ঞাস্যং বিশ্বজন্মাদিবীজং জড়াজ্জীবাচ্চ বিলক্ষণমবিচিন্ত্যানন্তশক্তিসার্ব্বজ্ঞ্যাদিকল্যাণগুণময়ং নিরস্ত-হেয়ং নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যং পরং ব্রহ্ম পরামৃষ্টং প্রাক্। ইদানীন্তু কাসুচিচ্ছাখাসু দৃশ্যমানানাং কপিলতন্ত্রসিদ্ধপ্রধানপুমর্থকশব্দা-ঙ্কিতানাং বাক্যানাং সমন্বয়স্তত্রৈব চিন্ত্যতে। কঠবল্ল্যামিদ-

---

অথ প্রধানপুরুষাবভাসকানি কানিচিদ্বাক্যানি ব্রহ্মণি সঙ্গময়িতুং মঙ্গলমাচ-রতি তম ইতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণপুষ্ণঃ শ্রীবাদরায়ণরবের্গোগণৈর্বাগ্‌বৃন্দৈরেব গোগণৈঃ কিরণবৃন্দৈঃ সাংখ্যঘনোদীর্ণং কপিলমেঘকল্পিতং তমঃ অজ্ঞানমেব তমস্তিমিরং বিদীর্ণং বিনষ্টমভূৎ তং বয়ং সমুপাস্মহে ভজামহে ইত্যন্বয়ঃ। গৌর্নাদিত্যে বলীবর্দ্দে কিরণক্রতুভেদয়োঃ। স্ত্রী তু স্যাৎ দিশি ভারত্যাং ভূমৌ চ স্বরভাবপি। নৃস্ত্রিয়াং স্বর্গবজ্রাম্বুরশ্মিদৃগ্‌বাণলোমস্বিতি কেশবঃ। তং কীদৃশমিত্যাহ সম্বিদিতি। সম্বিৎ জ্ঞানশক্তিঃ সৈব নিখিলপালনলক্ষণো বিচারঃ। স এব ভূষণং যস্য

যাঁহার কিরণসমূহ দ্বারা সাংখ্য-মেঘান্ধকার বিদূরিত হইয়াছে, সেই সম্বিদ্ভূষণ শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্যকে নমস্কার।

মুক্তির উপায়স্বরূপে জিজ্ঞাস্য বিশ্বজন্মাদিকারণ জড় ও জীব হইতে বিলক্ষণ অচিন্ত্যানন্তশক্তি সার্ব্বজ্ঞ্যাদিকল্যাণগুণময় হেয়গুণবিবর্জ্জিত নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্য পরব্রহ্ম ইতিপূর্ব্বেই পরামৃষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে কোন কোন শাখাতে দৃশ্যমান কাপিলদর্শনোক্ত প্রধানবাচকশব্দাঙ্কিত বাক্য সকলের সমন্বয় বিচারিত হইতেছে।

মামনন্তি। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিরিতি।

তমিত্যর্থঃ। অত্র সমস্তবস্তুবিষয়ং রূপকমঙ্গী পরম্পরিতমঙ্গং। অষ্টাবিংশতিসূত্রকমষ্টাধিকরণকং চতুর্থপাদং ব্যাখ্যাতুমুক্তার্থানুবাদপূর্ব্বকমবতারয়তি মুক্ত্যুপায়তয়েত্যাদিনা। পূর্ব্বপূর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব কারণং ন প্রধানাদীত্যুক্তং। তন্ন যুক্তং প্রধানাদেরপি কারণত্বেন বেদান্তেষূপলব্ধেঃ। ন চ কারণদ্বয়ং বৈয়র্থ্যং কল্প্যং ভেদেন ব্যবস্থিতেরিত্যাক্ষেপঃ সঙ্গতিরিয়মপ্যোকেষামিতি বদতা সূত্রকৃতৈবং সূচ্যতে। অনন্তরন্যায়প্রসিদ্ধজীবোক্তিভঙ্গেনাপ্রসিদ্ধব্রহ্মোক্তিপরবদপ্রসিদ্ধপ্রধানোক্তিপরমেব কাঠকবাক্যং স্যাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ। পূর্ব্বপক্ষে ব্রহ্মসমন্বয়ানিয়মঃ সিদ্ধান্তে তু তন্নিয়মঃ ফলমিতি ভাব্যং। ইন্দ্রিয়েভ্য ইত্যাদি। অর্থাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাস্তদাকর্ষকত্বেন প্রধানভূতা ইত্যর্থঃ। অতএবেন্দ্রিয়াণি গ্রহাঃ শব্দাদয়স্ত্বতিগ্রহাঃ শ্রূয়ন্তে। গৃহ্ণন্তি নিবধ্নন্তি বিষয়াসক্তং পশুমিতি পূর্ব্বেষাং গ্রহত্বং তদাকর্ষকত্বাৎ তদুত্তরেষাম্ত্বতিগ্রহত্বমিতি জ্ঞেয়ং। ইন্দ্রিয়ার্থব্যবহারস্য মনোমূলত্বাদর্থেভ্যো মনঃ প্রধানং। নিশ্চিতবিষয়ান্ ভুঙ্ক্তে ইতি সংশয়াত্মকাৎ মনসো নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা। ভোগোপকরণাদ্বুদ্ধের্ভোক্তাত্মা পরঃ। কীদৃশো মহান্ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানাং স্বামীত্যর্থঃ। মহত আত্মনো জীবাদব্যক্তং সূক্ষ্মশরীরং তেনৈব জীবস্য নানাযোনিষু সমাকর্ষণাৎ তস্মাৎ তৎ প্রধানমিত্যর্থঃ। তস্মাদব্যক্তাৎ সূক্ষ্মাৎ শরীরাৎ পুরুষঃ পরঃ। দেহেন্দ্রিয়াদিসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাত্তত্তৎসর্ব্বপ্রবর্ত্তকত্বাচ্চ তস্মাদপি প্রধানমিত্যর্থঃ।

কঠবল্লীতে উক্ত হইয়াছে, বিষয় সকল ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ; বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে মহান্ শ্রেষ্ঠ; মহান্ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ; অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ; পুরুষ হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। তিনিই শেষ, তিনিই পরমগতি।

তত্রাব্যক্তশব্দেন স্মার্ত্তং প্রধানং বাচ্যং শরীরং বেতি সন্দেহে মহদব্যক্তপুরুষাণাং পরাপরভাবেন স্মৃতিপ্রসিদ্ধানাং শ্রুতৌ যথাবৎ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ স্মার্ত্তং স্বতন্ত্রং প্রধানমিহ বাচ্যং শরীরং বেতি প্রাপ্তে।

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দর্শয়তি চ ॥ ১ ॥

একেষাং কঠানামানুমানিকং স্মার্ত্তং প্রধানমপি বাচ্যং দৃশ্যতে। ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি ব্যুৎপত্ত্যা তদুক্তেরিতি চেন্ন। কুতঃ শরীরেত্যাদেঃ। শরীরমেবাত্র রথরূপকবিন্যস্ত-মব্যক্তশব্দেন গৃহ্যতে। দর্শয়তি চৈতৎ প্রাক্তনো গ্রন্থ আত্মশরীরাদীনাং রথাদিরূপককৢপ্তিং। এতদুক্তং ভবতি

তত্রেতি। পরাপরভাবেনেতি। যথোত্তরং পরত্বং যথাপূর্ব্বং অপরত্বমিতি জ্ঞেয়ম্।

আনুমানিকেতি। একেষামিতি। এতদিতি। পূর্ব্বত্রেতি। এতস্মাদিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা ইত্যাদিবাক্যাৎ পূর্ব্ববর্ত্তীত্যর্থঃ। আত্মানমিত্যাদেরর্থঃ।

এ স্থলে সংশয় এই, এই স্থলে অব্যক্ত শব্দ দ্বারা স্মৃত্যুক্ত স্বতন্ত্র প্রধানই উক্ত হইয়াছে, অথবা শরীরই উক্ত হইয়াছে।

মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষের উত্তরোত্তর পরাপর ভাব দ্বারা স্মৃতিপ্রসিদ্ধ তত্ত্ব সকলের শ্রুতিতে যথাযথ প্রত্যভিজ্ঞানহেতু স্মার্ত্ত প্রধানই এইস্থলে উক্ত হইয়াছে, এইরূপ বলা হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন,—

'ন ব্যক্তং অব্যক্তং' এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা কাঠকদিগের আনুমানিক কপিল-স্মৃত্যুক্ত প্রধানই বাচ্য হইতেছে, এরূপও বলা যায় না। কারণ, এস্থলে অব্যক্তশব্দে রথরূপকবিন্যস্ত শরীরকেই বোধ করাইতেছে। প্রাক্তন গ্রন্থে

পূর্ব্বত্র। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহু-র্বিষয়াংস্তেষু গোচরানিত্যাদিনা সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যন্তেন গ্রন্থেন। শ্রীবিষ্ণুপদপ্রেপ্সু-মুপাসকং রথিত্বেন তচ্ছরীরাদিকং রথাদিত্বেন রূপয়িত্বা যস্যৈতে রথাদয়ো বশে ভবন্তি সোঽধ্বনঃ পারং তৎপদ-মাপ্নোতীত্যুক্ত্বাথ রথাদিরূপিতানাং তেষাং শরীরাদীনাং বশীকার্য্যতায়াং গৌণ্যপ্রাধান্যমুচ্যতে ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা

আত্মনো ভোক্তৃত্বেন প্রাধান্যাৎ রথিত্বং ভোগসাধনশরীররথস্বামিত্বমিত্যর্থঃ। শরীরস্য রথবদ্‌ভোগসাধনত্বাদ্রথত্বম্। বিবেকাবিবেকবৃত্তিভ্যাং শরীরদ্বারা সুখদুঃখয়োর্ভোক্তুর্নয়নাৎ বুদ্ধেঃ সারথিত্বম্। মনসা হয়রশ্মিস্থানীয়েন বিবে-কিনা বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্ত্যন্তে। তেন অবিবেকিনা তেষু তানি প্রব-র্ত্ত্যন্তে ইতি মনসঃ প্রগ্রহত্বম্। ইন্দ্রিয়াণি সংযতানি সন্মার্গং প্রাপয়ন্তি অসং-যতানি কুমার্গমিতি তেষাং হয়ত্বম্। হয়ো মার্গমালক্ষ্য চলন্তীন্দ্রিয়াণি তু বিষয়-মুপলভ্যেতি শব্দাদীনাং গোচরত্বং মার্গত্বমিত্যর্থঃ। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণ ইতি বাক্যমিহৈব বোধ্যম্। ইন্দ্রিয়ং মনোযুক্তং যথা স্যাৎ তথাত্মা জীবো ভোক্তেত্যাহুরিত্যর্থঃ। যুক্তমিতি ভাবে নিষ্ঠা। ঈদৃশো যঃ প্রমাতা স চেৎ সৎপ্রসঙ্গী স্যাৎ তদা অধ্বনঃ সংসারমার্গস্য পারং বিষ্ণো-স্তৎ পরমব্যোমাখ্যং পদমাপ্নোতীতি। বশীকার্য্যতায়ামিতি। ইন্দ্রিয়াণাং

আত্মশরীরাদির রথাদিরূপে কল্পনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'আত্মা রথিস্বরূপ, শরীর রথস্বরূপ, বুদ্ধি সারথিস্বরূপ, মন রশ্মিস্বরূপ, ইন্দ্রিয় সকল অশ্বস্বরূপ এবং শব্দাদি বিষয় সকল উহাদের পথস্বরূপ। যে ব্যক্তি ঐ সকল রথাদিকে বশীভূত রাখিয়া বিষ্ণুপদ অনুধ্যান করেন, তিনি অনায়াসে ঐ পথ অতিক্রম করিতে পারেন, ইত্যাদি। পরে বিষয় সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বলবান, এই

ইত্যাদিনা। তত্র যানীন্দ্রিয়াদীনি রথরূপকে অশ্বাদিভাবেন প্রকৃতানি তান্যেবেহ বাক্যেঽপি গৃহ্যন্তে প্রায়ঃশব্দতৌল্যাৎ। যত্তু শরীরমবশিষ্টং তৎ খলু অব্যক্তশব্দেন পরিশেষাৎ প্রকরণাচ্চেতি। ন চ স্মার্ত্ততত্ত্বপ্রত্যভিজ্ঞাত্রাস্তি তন্মতবিরোধাৎ ॥ ১ ॥

নন্বু শরীরস্য ব্যক্তত্বাদব্যক্তশব্দবাচ্যতা কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ।

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥

শঙ্কানিরাসায় তুশব্দঃ। কারণাত্মনা সূক্ষ্মশরীরমিহ বিবক্ষ্যতে। কুতঃ তদর্হত্বাৎ। তস্য সূক্ষ্মশরীরস্য অব্যক্তশব্দ-

---

বশীকার্য্যতা তৎপ্রবৃত্ত্যনধীনতয়া ভগবৎপ্রাবল্যং তৎপ্রমাণং ভগবতো বশীকার্য্যতা তদুক্তেস্তস্য প্রপত্তিরেবেতি বোধ্যম্। অব্যক্তশব্দেনেতি গৃহ্যন্ত ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। পরিশেষাদিতি। প্রসক্তপ্রতিষেধেনান্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে অপ্রত্যয়াৎ পরিশেষস্তস্মাদিত্যর্থঃ। ন চেতি। স্মার্ত্ততত্ত্বানি কপিলস্মৃত্যুক্তানি। তন্মতবিরোধাদিতি। ইন্দ্রিয়েভ্যোঽর্থানাং পরত্বং তদ্ধেতুত্বাদিতি অর্থেভ্যো মনসঃ পরত্বং তদ্ধেতুত্বাদিতি চ সাংখ্যা ন মন্যন্তে। মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যত্রাপি মহতো মহান্ পর ইতি বাচ্যম্। এতচ্চ তৈর্ন মন্তব্যং বুদ্ধিশব্দেন মহত্তত্ত্বস্য স্বীকারাৎ। তথাত্মশব্দেন মহতো বিশেষণং চ তন্মতমিতি সর্ব্বমেতৎ তৎসিদ্ধান্তেন সহাসঙ্গতম্। অতঃ পুরুষবিশ্বস্তানামেবেহ গ্রহণং যুক্তমিতি ॥ ১ ॥

রূপ বলিয়া শরীরকেই অব্যক্ত শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা প্রকরণাদি হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এস্থলে সাংখ্যতত্ত্বের কোন উল্লেখই দেখা যায় না। অধিকন্তু ঐরূপ উত্তরোত্তর পরত্বস্বীকারে তাঁহাদিগের মতবিরোধই উপস্থিত হয় ॥ ১ ॥

যোগ্যত্বাৎ। তদ্বেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদিতি শ্রুতিরপীদং স্থূলাবস্থং জগৎ প্রাগ্‌বীজশক্ত্যবস্থং তদ্‌যোগ্যং দর্শয়তি ॥ ২॥

নন্বু সূক্ষ্মং চেৎ কারণং স্বীকৃতং প্রবিষ্টং তৎ সাঙ্খ্যকুক্ষৌ প্রধানস্য তত্রৈবং নিরূপণাদিত্যাশঙ্কায়ামাহ।

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥

পরমকারণব্রহ্মাধীনত্বাদর্থবৎ প্রধানং স্বকার্য্যোৎপাদন-ফলবদিত্যর্থঃ। তদীক্ষণেনৈব প্রধানং বর্ত্ততে ন তু স্বতঃ

সূক্ষ্মমিতি। গোভিঃ শ্রীণীত মৎসবমিতিবৎ প্রকৃতিবাচকেন শব্দেন বিকারো লক্ষ্যঃ গোভির্গোবিকারৈঃ পয়োভির্মৎসবং সোমং শ্রীণীত মিশ্রিতং কুর্য্যাদিতি তদর্থঃ। প্রাক্ প্রলয়ে। তদ্‌যোগ্যমব্যক্তশব্দযোগ্যম্ ॥ ২॥

নম্বিতি। তত্রেতি সাংখ্যশাস্ত্রে।

এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতেছে যে, ব্যক্ত শরীরকে অব্যক্ত শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা কিরূপে সঙ্গত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন,—

এস্থলে অব্যক্তশব্দে কারণরূপী সূক্ষ্মশরীরই বিবক্ষিত হইতেছে। কারণ, সূক্ষ্মশরীরই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য হইতেছে। 'প্রলয়কালে এই পরিদৃশ্যমান স্থূল বিশ্ব সূক্ষ্মভাবে প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া অব্যক্ত বীজশক্তির অবস্থায় অবস্থিত ছিল' ইত্যাদি শ্রুতিতেও সূক্ষ্ম শরীরেরই অব্যক্তশব্দযোগ্যতা প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ২ ॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে, যদি সূক্ষ্ম শরীরকেই কার্য্যে অনুপ্রবিষ্ট কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে উহা প্রধানকেই বোধ করুক। কারণ, সাঙ্খ্য-কুক্ষিতে প্রধানেরই তদ্রূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

পরমকারণ ব্রহ্মের অধীনত্বহেতুই প্রধান ফলবিশিষ্ট হইয়া থাকে। প্রধান পুরুষের ঈক্ষণ হইলেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; অর্থাৎ প্রধান স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং কার্য্যে

জাড্যাৎ। শ্রুতিশ্চ শ্বেতাশ্বতরাণাং। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং। অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ। য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতীত্যাদ্যা। স্মৃতিশ্চ। স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীং। অনামরূপাত্মনি রূপনামনী বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ॥ প্রধানং পুরুষঞ্চাপি

তদধীনেতি। পরমেতি। অস্মাদিতি প্রধানাৎ তদুপাদায়েত্যর্থঃ। মায়ী পরেশঃ। যঃ পরেশঃ। নিহিতার্থঃ ইদমেবং করিষ্যামীতি চিত্তধৃতপ্রয়োজন ইত্যর্থঃ। দধাতি সৃজতি। স এবেতি শ্রীভাগবতে। স ঈশ্বরঃ শ্রীহরিঃ। প্রকৃতিমনুসসার তাং ক্ষোভয়িতুং প্রবিবেশেত্যর্থঃ। কিদৃশীমিত্যাহ নিজেতি। নিজবীর্য্যেণ স্বরূপশক্তিবলেন চোদিতাং বশীকৃত্য মহদাদিকার্য্যে নিযোজিতামিত্যর্থঃ। স্বশক্তিভূতানাং জীবানাং মায়াং মোহিকাং বশয়িত্রীমিত্যর্থঃ। কিমর্থমনুসসার। অনামরূপে সংজ্ঞামূর্ত্তিরহিতে আত্মনি জীবে রূপনামনী দেবাদিমূর্ত্তিতত্তৎসংজ্ঞে বিধিৎসমানশ্চিকীর্ষুর্জীবানাং ভোগাপবর্গার্থং তেষাং স্থূলসূক্ষ্মোপাধিং সিসৃক্ষন্নিত্যর্থঃ। শাস্ত্রকৃৎ তদনুসৃতেঃ পূর্ব্বমেব বেদাদিশাস্ত্রাবির্ভাবকারীতি কর্ম্মজ্ঞানভক্তিসিদ্ধয়ে প্রাগেব তৎপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং প্রকটিতবানিতি নিরুপাধি হি তৎকর্তৃত্বমুক্তম্। প্রধানমিতি শ্রীবৈষ্ণবে।

প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কারণ, প্রধান জড়পদার্থ। এ বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও বলিয়াছেন, 'প্রকৃতিই মায়া এবং প্রকৃতির অধিপতি ঈশ্বরই মায়ী। মায়ী পুরুষ ঐ মায়া দ্বারাই এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন। যিনি এক ও অবর্ণ হইয়াও বিবিধাকারে ভাসমানা স্বীয় শক্তি দ্বারা, ইহাকে এইরূপ করিব, এইরূপ প্রয়োজনে অনেক বর্ণের সৃষ্টি করেন,' ইত্যাদি। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, 'সেই ঈশ্বর শ্রীহরিই, পুনর্ব্বার সৃষ্টিকার্য্যে অভিলাষিণী অর্থাৎ ক্ষুব্ধা অতএব স্ববশে স্থিতা মহদাদিকার্য্যে নিযোজিতা জীবগণেরও মোহিনী

প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ॥ ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্তত ইত্যাদ্যা। এবমভ্যুপগমান্নাস্মাকং সাঙ্খ্যমতে প্রবেশঃ। স্বতন্ত্রমেব প্রধানং কারণমিতি তত্রাভ্যুপগমাৎ ॥ ৩ ॥

ইতোঽপি ন প্রধানমব্যক্তশব্দবাচ্যমিত্যাহ।

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥

গুণপুরুষান্যতাপ্রত্যয়াৎ কৈবল্যমিতি বদন্তঃ সাঙ্খ্যাঃ প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্বং স্মরন্তি ক্বচন বিভূতিবিশেষলাভায় চ ন ত্বত্র তদস্তি তদুপস্থাপকশব্দাভাবাৎ ॥ ৪ ॥

পুরুষং জীবশক্তিম্। ব্যয়াব্যয়ৌ সবিকারনির্ব্বিকারৌ। ময়েতি শ্রীগীতাসু। অধ্যক্ষেণ স্বামিনা। মায়াক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণ্যেনাধিষ্ঠিতা প্রকৃতিঃ সচরাচরং সূয়তে জনয়তি। অনেন ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণ্যেন মৎকর্ত্তৃকেণ প্রকৃত্যধিষ্ঠানেন হেতুনা জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃপুনর্ভবতি ॥ ৩ ॥

নিজশক্তি প্রকৃতিকে নামরূপরহিত জীবে দেবাদিমূর্ত্তি ও তত্তৎসংজ্ঞা প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন এবং স্বয়ংও তাহার অনুসরণ করেন। এবং ঐ সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সিদ্ধির নিমিত্ত তৎপ্রতিপাদক বেদাদি শাস্ত্রও প্রকটিত করেন। শ্রীহরি সৃষ্টিকালে স্বেচ্ছানুসারে প্রধান ও পুরুষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সবিকার ও নির্ব্বিকার উভয়কেই ক্ষোভিত করেন। মৎকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতা ঐ প্রকৃতি সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। এই ক্ষেত্রজ্ঞ-কর্ম্মানুগুণক মদধিষ্ঠান হইতেই জগতের পুনঃপুন উৎপত্তি হইয়া থাকে;' ইত্যাদি। এই প্রকার মীমাংসাহেতু আমাদিগের সাঙ্খ্যমতে প্রবেশ হইতেছে না। সাংখ্যেরা বলেন, প্রধানরূপ কারণ স্বতন্ত্র ॥ ৩ ॥

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥

নন্বু জ্ঞেয়ত্বাবচনমপ্রসিদ্ধং। যতোঽশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং। তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি পরবাক্যং নিচায্যেতি তস্য জ্ঞেয়ত্বং বদতীতি চেন্ন। কুতঃ হি যস্মাৎ তত্র প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মৈবোচ্যতে। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা

জ্ঞেয়ত্বেতি। গুণপুরুষেতি। প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। ন ত্বত্রেতি। অত্র অস্যামুপনিষদি অব্যক্তশব্দমাত্রং শ্রূয়তে ন ত্বন্যদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বদতীতি। অশব্দমিতি। নিত্যং সর্ব্বদেতি প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। নিচায্য জ্ঞাত্বা। প্রধানপক্ষেঽপ্যেতদ্বাক্যং সঙ্গতম্। তৎ কিল শব্দাদিশূন্যং মহত্ত্বাৎ পরঞ্চ জ্ঞেয়ঞ্চ সাংখ্যৈঃ স্মর্য্যতে। নৈবমেতৎ। কুতঃ প্রকরণাৎ। এবং সতি ব্রহ্মপক্ষে তদ্বাক্যার্থঃ। প্রাকৃতশব্দাদিভোগশূন্যং নিত্যং মহতো জীবাদ্ধিরণ্য-গর্ভাদপি পরং ব্রহ্ম নিচায্য জ্ঞাত্বোপাস্য চ মৃত্যুমুখাৎ কালাননাৎ বিমুচ্যতে

পরবর্ত্তী কারণেও প্রধান অব্যক্তশব্দবাচ্য হইতে পারিতেছে না।

সাঙ্খ্যেরা বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক হইতেই জীবের মুক্তি, সুতরাং প্রধান জ্ঞেয় বস্তু। কোথাও কোথাও বিভূতিবিশেষ লাভের নিমিত্ত ঐরূপ উক্ত হয়; কিন্তু এস্থলে তাহার কিছুই নাই। যেহেতু এস্থলে বিভূতি-বোধক শব্দাদি দৃষ্ট হইতেছে না, কেবল অব্যক্তশব্দমাত্রই উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

যদি বল, অব্যক্ত প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব না বলাই অসিদ্ধ; কেন না, 'অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, সদৈকরস, নিত্য, অগন্ধ, অনাদি, অনন্ত, মহত্তেরও পরবর্ত্তী ঐ বস্তুকে জানিলে জীব অমরত্ব লাভ করেন;' ইত্যাদি স্থলে উহার জ্ঞেয়ত্বই উক্ত হইয়াছে, এরূপ বলিতেই পার না। কারণ, ঐ স্থলে প্রাজ্ঞ

পরা গতিঃ। এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশত ইতি তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

ইতোঽপি প্রধানং তদ্বাচ্যং নেত্যাহ।

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ৬ ॥

চকারঃ শঙ্কাহানায়। যদস্যাং কঠবল্ল্যাং ত্রয়াণামেব পিতৃপ্রসাদস্বর্গাগ্ন্যাত্মনামেবং জ্ঞেয়ত্বেনোপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ত্রয়াণামেব তেষাং বীক্ষ্যতে নান্যস্য কস্যচিৎ পদার্থস্য। ততো নাত্র প্রধানং বেদ্যম্ ॥ ৬ ॥

বিমুক্তো ভবতীতি। ইহ বাক্যে সচ্চিদানন্দৈকরসং পরমপুরুষার্থরূপং নিখিল-হেয়প্রত্যনীকং ব্রহ্ম নিরূপ্যতে ন তু প্রধানমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

ত্রয়াণামিতি। নচিকেতসা যমাদর্থত্রয়ং বৃতং পিতৃপ্রসন্নতা স্বর্গহেত্বগ্নি-বিদ্যাত্মবিদ্যা চেতি। তত্রয়মেব অত্রোপদিষ্টং নান্যদিতি কঠবল্ল্যাং দৃশ্যতে ততোঽত্র প্রধানং নানেয়মিত্যর্থঃ। আত্মশব্দেনাত্মত্বজাতিমদ্‌গ্রহণাজ্জীবেশয়োর্লাভঃ ॥ ৬ ॥

পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন। 'পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, পুরুষই শ্রেষ্ঠ, পুরুষই পরম গতি, তিনিই সর্ব্বভূতে গূঢ় থাকিয়া, আত্মাকে প্রকাশিত করেন না;' ইত্যাদি স্থলে ঐ প্রাজ্ঞ পুরুষই প্রক্রান্ত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

অতএব প্রধান কোনক্রমেই অব্যক্তশব্দবাচ্য হইতে পারে না।

আরও বলিতেছেন, কঠবল্লীতে পিতৃপ্রসন্নতা এবং স্বর্গলাভের হেতু অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা এই তিনের জ্ঞেয়ত্বরূপে কথন হইয়াছে ও ঐ তিনের বিষয়েই প্রশ্ন হইয়াছে; অন্য কাহারও উদ্দেশে নহে। অতএব এস্থলে প্রধান বেদ্য হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

মহদ্বচ্চ ॥ ৭ ॥

বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পর ইত্যত্র যথা বুদ্ধিপরত্বোক্তেরাত্ম-শব্দৈকার্থাচ্চ মহচ্ছব্দেন স্মার্ত্তং মহত্তত্ত্বং ন গৃহ্যতে। এব-মাত্মপরত্বোক্তেরব্যক্তশব্দেন প্রধানং নেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অন্যোঽপি স্মার্ত্তসিদ্ধান্তো নিরস্যতে। শ্বেতাশ্বতরোপ-নিষদি পঠ্যতে। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য ইতি।

মহদ্বচ্চেতি। বুদ্ধেরাত্মেত্যত্র মহচ্ছব্দেন প্রথমবিকারে বাচ্যে মহতো মহান্ পর ইত্যনিষ্টং স্যাৎ তথাত্মশব্দেন মহতো বিশেষণং চানিষ্টমতো ন প্রথম-বিকারো গৃহ্যতে। এবমাত্মপরত্বোক্তেস্তত্রাব্যক্তশব্দেন প্রধানং ন গ্রাহ্যম্। ন হ্যাত্মনঃ পরতয়া প্রধানং সাংখ্যৈর্মতং তস্মাৎ সূক্ষ্মশরীরং তদিতি সুষ্ঠূ-ক্তম্ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বমব্যক্তশব্দমাত্রেণ প্রধানস্য স্ফুটমপ্রতীতেস্তচ্ছব্দস্য প্রকৃতশরীরপরত্ব-মুক্তং ইহ ত্বজাশব্দাৎ লোহিতেত্যাদিনা ত্রৈগুণ্যার্থাচ্চ তস্য স্ফুটং প্রতীতেরজা-শব্দঃ প্রধানপরোঽস্ত্বিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ অন্যোঽপীত্যাদি। অজা-মিত্যাদেঃ পূর্ব্বপক্ষেঽর্থঃ। লোহিতেতি। রজঃসত্ত্বতমাংসি গুণা লক্ষ্যন্তে।

'বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ,' এইস্থলে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠত্ব-কথন-হেতু এবং আত্মশব্দের সহিত একার্থহেতু যেরূপ মহৎশব্দে স্মৃত্যুক্ত মহত্তত্ত্বকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তদ্রূপ আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব-কথন-হেতু অব্যক্ত শব্দেও প্রধানকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না ॥ ৭ ॥

অপর সাঙ্খ্যসিদ্ধান্তও নিরস্ত হইতেছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পঠিত হয়, এক জন্মরহিত মায়াধীন জীব, ত্রিগুণময়ী স্বরূপভূত-বহুপুরুষ-সৃষ্টিকারিণী অজা

কিমত্র স্মৃতিসিদ্ধা প্রকৃতিরজা কিংবা ব্রহ্মাত্মিকা বৈদিকীতি সন্দেহে অজামিত্যকার্য্যত্বস্য বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানামিতি স্বাতন্ত্র্যেণ সৃষ্টেশ্চ প্রত্যয়াৎ স্মৃতিসিদ্ধেতি প্রাপ্তে।

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

বদতীতি সূত্রান্মেত্যনুবর্ত্ততে। নাত্র স্মৃতিসিদ্ধা সা শক্যা গ্রহীতুং কুতঃ অবিশেষাৎ ন জায়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যাজাত্বমাত্র-

---

বহ্বীঃ প্রজা ইতি বহবঃ পুরুষা বোধ্যন্তে। সৃজমানামিত্যজায়াঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বঞ্চ। একো বিবেকহীনোঽজঃ পুরুষস্তাং জুষমাণো ভজন্ননুশেতে। তামাত্মত্বেনোপগম্য তদ্গতসুখদুঃখাদ্যনুভবতীত্যর্থঃ। অন্যস্ত্বজো বিবেকিনাং ভুক্তভোগাং কৃতভোগবিবেকজ্ঞানাং জহাতি ভুক্ত্বা বিমুচ্যত ইতি। সিদ্ধান্তে তু একো জীবঃ অন্যস্ত্বীশ ইত্যর্থো বোধ্যঃ। তস্যাপি জিঘ্রতি ষড়্গুণেশ ইতি শ্রীভাগবতে তদ্ভোগস্মরণাৎ।

সংশয়ং দর্শয়তি কিমত্রেতি। বৈদিকী বেদোক্তা।

মায়াকে আত্মীয় বোধ করিয়া তদ্গত সুখদুঃখাদি ভোগ করেন এবং অপর মায়াধীশ্বর ঈশ্বর, ভুক্তভোগা ঐ মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থিত থাকেন।

এস্থলে সংশয় এই যে, ঐ অজাশব্দে স্মৃতিসিদ্ধা প্রকৃতিকে অথবা বৈদিকী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তিকে বোধ করাইতেছে? অজাশব্দের অভিধানহেতু অকার্য্যা অর্থাৎ কারণভূতা এবং স্বরূপভূত-বহুপুরুষ-সৃষ্টিকারিণী শব্দে বিশেষিতা হওয়াতে স্মৃতিসিদ্ধা প্রকৃতিকেই বোধ করাইতেছে; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন,—

এস্থলে স্মৃতিসিদ্ধা প্রকৃতি গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, যাহার জন্ম নাই তাহাই অজা, এইরূপ অজাশব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা স্মৃত্যুক্ত প্রকৃতিকে

প্রতীতেস্তস্যা গ্রহণে বিশেষহেত্বভাবাদিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তশ্চমসবদিতি। যথা বৃহদারণ্যকে অর্বাগ্‌বিলশ্চমসশ্চম্যতেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা যজ্ঞীয়ভক্ষণসাধনত্বমাত্রপ্রতীতের্ন সোঽয়ং চমসবিশেষ ইতি শক্যতে গ্রহীতুম্। যৌগিকশব্দেষ্বর্থপ্রকরণাদিকং বিনার্থবিশেষানিশ্চয়াৎ তদ্বৎ। তস্মাদত্র মন্ত্রে স্মৃতিসিদ্ধা প্রকৃতির্ন গ্রাহ্যা অর্থপ্রকরণাদেরপ্যভাবাৎ। নাপি স্বাতন্ত্র্যেণ সৃষ্টেঃ প্রত্যয়ঃ প্রজাঃ সৃজমানামিতি তন্মাত্রপ্রতীতেঃ ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বপক্ষং পরিহরতি চমসবদিতি। চমসো যজ্ঞীয়পাত্রবিশেষঃ। তস্যাঃ সাংখ্যোক্তায়াঃ প্রকৃতেঃ। সোঽয়মিতি। কথঞ্চিদর্বাগ্‌বিলত্বাদেরন্যত্রাপ্যবিশেষাদিত্যর্থঃ। অর্থেতি। অর্থেন প্রকরণেন চ বিশেষো নিশ্চীয়তে। যথা হরিং ভজ ভবচ্ছিদে ইত্যত্রানন্যসাধ্যেন মোক্ষলক্ষণেন ফলেন হরিশব্দস্য পরমাত্মৈত্যেবার্থঃ। দেবো জানাতি মে মন ইত্যত্র বক্তৃশ্রোতৃবুদ্ধিসান্নিধ্যলক্ষণেন দেবশব্দস্য ভবানিত্যেবার্থো নিশ্চিতস্তথা প্রকৃতেঽর্থপ্রকরণাদিকং নাস্তীতি ন

বোধ করাইবার পক্ষে বিশেষ কোন হেতু বিন্যস্ত হয় নাই। যৌগিক শব্দে অর্থ ও প্রকরণ বিনা বিশেষ কোন অর্থ বোধ করায় না বলিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যেরূপ চমসপদে মধ্যে গর্ত্তবিশিষ্ট যজ্ঞীয় ভোজনপাত্র-বিশেষ মাত্রই বোধ করাইতেছে; কোন বিশেষ চমসকে বোধ করাইতেছে না, তদ্রূপ এই মন্ত্রে অজাপদে স্মৃতিসিদ্ধ প্রকৃতিকেও বোধ করাইতে পারে না। কারণ, এস্থলে তৎপদে প্রকৃতিকে বোধ করাইবার পক্ষে কোন অর্থ বা প্রকরণ দৃষ্ট হইতেছে না। স্বতন্ত্র সৃষ্টিও বোধ করাইতেছে না যে, তদ্দ্বারা ঐরূপ প্রকৃতিকেই বোধ করাইবে। কারণ, এস্থলে কেবল প্রজাসৃষ্টিই বোধিত হইয়াছে; সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য কি অস্বাতন্ত্র্য তাহার কোনই উল্লেখ হয় নাই ॥ ৮ ॥

বৈদিকী ব্রহ্মশক্তিস্তু গ্রাহ্যা বিশেষহেতুসত্ত্বাদিত্যাহ।

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথাহ্যধীয়ত একে ॥ ৯ ॥

তুশব্দো নিশ্চয়ে। জ্যোতির্ব্রহ্ম। তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। তদেবোপক্রমঃ কারণং যস্যাঃ সা ব্রহ্মকারণৈবেয়মজা গ্রাহ্যা চমসবদন্যতোঽস্যা বিশেষবোধাদিতি। তত্র যথা ইদং তচ্ছির এষ হ্যর্বাগ্‌বিল-শ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্ন ইতি বাক্যশেষাৎ শিরোরূপশ্চমসবিশেষো নিশ্চিতস্তথাস্যামপি প্রথমেঽধ্যায়ে অজামন্ত্রাচিতে চতুর্থে চ শক্তেঃ প্রক্রমাৎ ব্রহ্মশক্তিরূপো বিশেষ ইতি। অত্র পূর্ব্বত্র। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্‌ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি। পরত্র তু য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি-

স্মার্ত্তিপ্রকৃতির্নিশ্চেয়েত্যর্থঃ। সংযোগাদিরাদিপদাৎ। তন্মাত্রেতি। সৃষ্টিমাত্র-প্রত্যয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অধিকন্তু হেতুবিশেষ বশতঃ বৈদিকী ব্রহ্মশক্তিকেই বোধ করাইতেছে।

জ্যোতিঃশব্দে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জ্যোতিঃপদার্থেরও প্রকাশক ব্রহ্ম। তাদৃশ জ্যোতিঃশব্দে উপক্রম হইয়াছে বলিয়া অজাশব্দে ঐ ব্রহ্মেরই শক্তিকে বোধ করাইতেছে। চমসবাক্যে চমসশব্দে চমস ভিন্ন বস্তু হইতে যেরূপ চমসকে বিশেষ করা হইয়াছে, এখানেও তদ্রূপই জানিতে হইবে। আবার ঐ চমসবাক্যে যেরূপ চমসশব্দে বাক্যশেষস্থ শিরঃশব্দ দ্বারা শিরোরূপ চমসবিশেষই বোধিত হইয়াছে, এখানেও তদ্রূপ শক্তির প্রক্রম হেতু ব্রহ্মশক্তিরূপ বিশেষশক্তিই বোধিত হইতেছে। পূর্ব্বত্র 'হে দেব, তোমার ধ্যানকারী ব্যক্তি স্বদীয় গুণে অপ্রকাশিত শক্তিকে সন্দর্শন করেন,' ইত্যাদি এবং পরত্র 'তুমি এক এবং

যোগাদিতি। অথৈতস্যা গ্রহণে প্রমাণান্তরঞ্চ দর্শয়তি তথা হীতি। হির্হেতৌ। যস্মাদেকে শাখিনস্তথাধীয়তে তস্মাদেতদ্ব্রহ্মনামরূপমন্নঞ্চ জায়ত ইতি প্রকৃতিমীশ্বরোৎপন্নাং পঠন্তি। ব্রহ্মশব্দবাচ্যমত্র প্রধানং ত্রিগুণাবস্থং গ্রাহ্যং মম যোনির্মহদ্ব্রহ্মেতি স্মৃতেঃ॥ ৯॥

ননু কথমস্যাঃ প্রকৃতেরজাত্বং অজায়াঃ পুনঃ কথং জ্যোতিরুৎপন্নত্বমিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে।

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ॥ ১০॥

চশব্দেন শঙ্কা নিরস্যতে। তদ্দ্বয়মস্যাঃ সম্ভবতি। কুতঃ কল্পনেতি। কল্পনং সৃষ্টিঃ। যথাপূর্ব্বমকল্পয়দিতি প্রয়োগাৎ। তমঃশক্তিকাদ্ব্রহ্মণঃ প্রধানোৎপত্তিকথনাদিত্যর্থঃ।

জ্যোতিরিতি। শিরোরূপ ইতি। মনুষ্যমস্তকমিহ চমসত্বেন রূপ্যত ইত্যর্থঃ। অস্যামুপনিষদি। শাখিন আথর্বণিকাঃ। ত্রিগুণাবস্থং বিভক্তগুণত্রয়ম্। মমেতি শ্রীগীতাসু॥ ৯॥

নন্বিতি। অজাত্বং ব্রহ্মবন্নিত্যত্বম্। জ্যোতিরুৎপন্নত্বং ব্রহ্মকার্য্যত্বম্।

বর্ণরহিত হইয়াও নিজ শক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের সৃষ্টি কর,' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকৃতিকে ঈশ্বরের শক্তি এবং ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং, এস্থলে ব্রহ্মশব্দে ত্রিগুণাবস্থ প্রধানই ব্যক্ত হইয়াছে। গীতাতেই উক্ত হইয়াছে,—ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রধান আমা হইতেই উৎপন্ন॥ ৯॥

এক্ষণে তাদৃশী অর্থাৎ ঈশ্বরোৎপন্না প্রকৃতির অজাত্ব এবং অজা হইয়া আবার ঐ প্রকৃতির জ্যোতীরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হয়, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া তাহারই সমাধান করিতেছেন,—

ইদমত্র তত্ত্বম্। তমোঽভিধানাতিসূক্ষ্মা নিত্যা চ পরস্য শক্তিরস্তি। তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিরিতি গৌরনাদ্যন্তবতীত্যাদিশ্রুতেঃ। সা কিল প্রলয়ে তেন সহৈক্যং গতা ন তু তত্র বিলীনা তিষ্ঠতি। পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়ত ইত্যাদিশ্রুত্যা পৃথিব্যাদীনামক্ষরান্তানাং তমসি লয়কথনাৎ তমসস্তু পরস্মিন্নৈক্যকথনাৎ। তদৈক্যং নামাতিসৌক্ষ্ম্যাদ্বিভাগানর্হত্বমেব নান্যৎ। ইতরথা তম একীভবতীতি চ্বিপ্রত্যয়াসামঞ্জস্যাৎ। অথ সিসৃক্ষোঃ পরস্মাদ্দেবাৎ তমঃশক্তিকাৎ ত্রিগুণাবস্থমব্যক্তমুৎপদ্যতে।

কল্পনেতি। যথেতি। অকল্পয়দসৃজৎ। প্রকৃতের্নিত্যত্বে প্রমাণং তম আসীদিত্যাদি। প্রকেতং জগৎ। তেন পরমাত্মনা সহ। চ্বিপ্রত্যয়েতি। অনেকমেকং ভবতীতি ব্যুৎপত্তের্মহানব্যক্তমিত্যাদি প্রলীনানামেবোৎপত্তিরিতি ভাবঃ।

প্রকৃতির তদুভয়ত্বই সম্ভব হয়। কারণ, তমঃশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেই প্রধানের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের তমঃশব্দবাচ্যা অতিসূক্ষ্মা নিত্যা শক্তি আছে। শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—'সৃষ্টির প্রাক্কালে তমঃশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের সহিত তাঁহার সূক্ষ্ম তমঃশক্তি একীভূত হইয়াই অবস্থিত ছিল। ঐ সময়ে সকলই তমোময় ছিল। তখন কি দিবা কি রাত্রি কোন ভেদই প্রতীত হইত না।' প্রলয়কালে ঐ শক্তি ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া থাকে, উহা তাঁহাতে বিলীন থাকে না। 'পৃথিবী জলে বিলীন হয়,' ইত্যাদি শ্রুতিতে পৃথিবী হইতে অক্ষর পর্য্যন্তেরই লয় উক্ত হইয়াছে, তমঃশক্তির লয় উক্ত হয় নাই; উহার ঐক্যই উক্ত হইয়াছে। অতিসূক্ষ্মতাবশতঃ বিভাগের অযোগ্যতাই ঐক্য শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হয়, তদ্দ্বারা অন্য কিছু ব্যক্ত হয় না। সিসৃক্ষু শক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর হইতে ত্রিগুণাবস্থ অব্যক্তের উৎপত্তি হয়। মহত্তত্ত্ব ঐ

মহানব্যক্তে লীয়তে। অব্যক্তমক্ষরে অক্ষরং তমসীতিশ্রুতেঃ। তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তমেত্যাদিস্মৃতেশ্চ। ততস্তু মহদাদেঃ সর্গঃ। তেন প্রধানকল্পনোপদেশেন কারণরূপা কার্য্যরূপা চেতি ব্যবস্থা প্রকৃতিসিদ্ধা। প্রধানপুংসোরজয়োঃ কারণং কার্য্যভূতয়োরিতি স্মৃতেশ্চ। সৃষ্টিকালে ভূদ্ভূত-সত্ত্বাদিগুণা বিভক্তনামরূপা প্রধানাব্যক্তাদিশব্দিতা লোহি-তাদ্যাকারা জ্যোতিরুৎপন্নেতি। দৃষ্টান্তমাহ মধ্বাদিবদিতি। যথাদিত্যঃ কারণাবস্থায়ামেকীভূতঃ কার্য্যাবস্থায়াং বস্বাদি-ভোগ্যমধুত্বেনোদয়াস্তময়ত্বেন চ কল্প্যমানোহপি ন বিরুধ্যতে তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

স্মৃতিস্তমর্থং স্ফুটয়তি তস্মাদিতি ভারতবাক্যম্। তস্মাৎ তমঃশক্তিকাৎ পর-মাত্মনঃ। প্রধানেতি শ্রীবৈষ্ণবে। কারণমিত্যত্র ব্রহ্মেতি বোধ্যম্। দ্ব্যবস্থত্বং

অব্যক্তে লীন হয়; অব্যক্ত অক্ষরে লীন হয় এবং অক্ষর ঐ তমঃশক্তিতেই লীন হয়;' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে উহাই বোধিত হইতেছে। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, অক্ষর হইতেই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের উৎপত্তি। ঐ অব্যক্ত হইতেই আবার মহদাদির উৎপত্তি। অতএব প্রধানের সৃষ্টির উপদেশ দ্বারা প্রকৃতির কার্য্যত্ব ও কারণত্ব উভয়ই সিদ্ধ হইতেছে। স্মৃতিও বলিয়াছেন,—প্রধান ও পুরুষ অর্থাৎ জীব, উভয়েই জন্মরহিত এবং কারণস্বরূপ ব্রহ্মের কার্য্যভূত। প্রলয়-কালে অতিসূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত বিভাগানর্হা অনুদ্ভূতসত্ত্বাদিগুণা তমঃশব্দিতা মূল প্রকৃতিই অজা নামে অভিহিতা হয়েন। এবং সৃষ্টিকালে উদ্ভূতসত্ত্বাদিগুণা বিভক্তনামরূপা প্রধানাব্যক্তাদিশব্দিতা মূল প্রকৃতিই লোহিতাদ্যাকারা ব্রহ্মোৎ-পন্না অজা নামে অভিহিতা হয়েন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা,—মধ্বাদিবদিত্যাদি।

বৃহদারণ্যকে যস্মিন্ পঞ্চপঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতমিতি শ্রূয়তে। কিমত্র কাপিলতন্ত্রোক্তানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি জ্ঞেয়ানি কিংবা পঞ্চৈব কেচিদন্যে ইতি বীক্ষায়াং বহুব্রীহিগর্ভকর্ম্মধারয়বিশিষ্টাৎ পঞ্চপঞ্চজনশব্দাৎ পঞ্চবিংশতিপদার্থ-

গ্রাহয়িতুমাহ যথেত্যাদি। মধুব্যপদেশানর্হসূক্ষ্মাত্মনা স্থিতিঃ কারণাবস্থা বস্বাদিভোগ্যরসাশ্রয়তয়া মধুত্বং কার্য্যাবস্থেত্যর্থঃ॥ ১০॥

পূর্ব্বমজামন্ত্রস্যেশশক্তিপরত্বনির্ণায়কঃ প্রাগূর্দ্ধঞ্চ তচ্ছক্তিপ্রসঙ্গো যথাস্তি তথায়মস্মিন্নিতি মন্ত্রস্য কপিলোক্তপঞ্চবিংশতিতত্ত্বনির্ণায়কা পঞ্চজনশ্রুতিরস্তীতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ বৃহদারণ্যকে যস্মিন্নিত্যাদি। ফলদ্বয়মিহ প্রাগ্বদ্বোধ্যম্। যস্মিন্ পরেশে প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ সর্ব্বাধার আকাশশ্চৈতে সন্তি তমেবাত্মানং বিভুবিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম বৃহদ্গুণকমমৃতমবিনাশিনমহং মন্যে জ্ঞাত্বোপাস্যে। য ইদং বিদ্বানমৃতো মুক্তঃ। তদ্বিজ্ঞানেন মুক্তেরবশ্যম্ভাবাদিতি ভাবঃ। বহুব্রীহিগর্ভেতি। পঞ্চকৃত্ব আবৃত্তাঃ পঞ্চেতি পঞ্চপঞ্চাঃ সংখ্যয়াব্যয়াসন্না দূরাধিকসংখ্যাঃ সংখ্যেয়েতি সূত্রাৎ সমাসঃ। সংখ্যেয়ার্থয়া সংখ্যয়া সহাব্যয়াদয়ঃ সমস্যন্তে

অর্থাৎ আদিত্য যেরূপ কারণাবস্থায় একীভূতরূপে এবং কার্য্যাবস্থায় বসু প্রভৃতি দেবতার ভোগ্য মধুরূপে ও উদয়াস্তময়ত্বাদিরূপে কল্পিত হইলেও কোন বিরোধই ঘটে না, এস্থলেও তদ্রূপই অবিরোধ জানিতে হইবে॥ ১০॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'যাঁহাতে পঞ্চপঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনিই আত্মা, তাঁহাকে জানিলেই মুক্তি হয়;' এইস্থলে পঞ্চপঞ্চশব্দে পঞ্চবিংশতি এবং জনশব্দে তত্ত্ব, এইরূপই অর্থ বোধিত হইবে অথবা পঞ্চশব্দে পাঁচ এবং পঞ্চজন শব্দে কোন সংজ্ঞাকে বোধ করাইবে? বহুব্রীহিগর্ভ কর্ম্মধারয় সমাসে পঞ্চপঞ্চশব্দে পঞ্চ-

প্রতীতেঃ কাপিলোক্তান্যেব তানি গ্রাহ্যাণি। আত্মাকাশয়োরতিরেকস্তু কথঞ্চিন্নির্বর্ত্তনীয়ঃ। জনশব্দস্তত্ত্ববাচীত্যেবং প্রাপ্তে।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥১১॥

অপিশব্দঃ সম্ভাবনায়াং। সংখ্যাগ্রহণেনাপি ন তান্যত্র প্রতিপাদয়িতুং শক্যন্তে। কুতঃ নানেত্যাদেঃ। নানাভূতেষু তেষনুগতধর্ম্মাভাবেন পঞ্চতায়া গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ। আত্মা-

---

স বহুব্রীহিরিতি তদর্থঃ। দ্বিরাবৃত্তাঃ দশ দ্বিদশ বিপ্রা ইতিবৎ। বহুব্রীহৌ সংখ্যেয়ে ডজ্ বহুগুণাদিতি সূত্রাৎ ডচ্ সমাসঃ। সংখ্যেয়ে যো বহুব্রীহিস্তস্মাৎ ডচ্ নচ বহুগুণশব্দাচ্চেতি তদর্থঃ। অন্যপদার্থবৃত্ত্যভাবেঽপ্যয়ং বহুব্রীহির্দ্বিত্রা ইতিবদ্বোধ্যঃ। তল্লক্ষণস্য প্রায়োঽভিপ্রায়ত্বাৎ তদধিকারপঠিতত্বেঽপি তত্ত্বগিতি ম দোষঃ। ততশ্চ পঞ্চপঞ্চাশ্চ তে জনাশ্চেতি কর্ম্মধারয়ে পঞ্চবিংশতিলাভঃ। মন্বাত্মাকাশাভ্যাং সপ্তবিংশতিঃ স্যুরিতি চেৎ তত্রাহাত্মেতি। পঞ্চবিংশত্যন্তর্ভূতয়োস্তয়োঃ প্রাধান্যাৎ কথঞ্চিৎ পৃথক্কৃত্বোক্তিরিত্যর্থঃ। কথঞ্চিত্ত্বগতিকগতিঃ। জনশব্দস্তত্ত্ববাচী জনস্তত্ত্বসমূহক ইতি স্মরণাৎ।

এতং পূর্ব্বপক্ষং নিরস্যন্নাহ ন সংখ্যেতি। তান্যত্রেতি কপিলোক্তানীত্যর্থঃ। নানাভূতেষ্বিতি। মূলপ্রকৃতিরেকা প্রকৃতিবিকৃতয়ো মহদাদয়ঃ সপ্ত ইন্দ্রিয়াণ্যেকাদশ ভূতানি তু পঞ্চেতি বিকৃতয় এব ষোড়শ প্রকৃতিবিকৃতিভাবহীনঃ

গুণিত পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি এবং জনশব্দে তত্ত্বকে বোধ করাইয়া সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকেই বোধ করুক। তদুত্তরে বলিতেছেন,—

উক্ত প্রকারে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার সিদ্ধি হইলেও তদ্দ্বারা সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ, তত্ত্ব নানা। নানাভূতে অনুগত ধর্ম্মের অভাব হেতু এক একটি তত্ত্ব পাঁচটি করিয়া পঁচিশটি তত্ত্ব হইবে, এরূপ অর্থই করা যায় না। আবার এরূপ অর্থ না করিলেও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব

কাশয়োঃ পৃথঙ্‌নির্দ্দেশেন সপ্তবিংশতিতত্ত্বাপত্তেশ্চ। ন হি পঞ্চদ্বয়শ্রুতিমাত্রেণ ভ্রমিতব্যং। কস্তর্হি নির্ণয়ঃ। উচ্যতে। পঞ্চজনশব্দোঽয়ং সমস্তঃ সপ্তর্ষিশব্দবৎ সংজ্ঞাবাচকঃ। দিক্‌-সংখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি পাণিনিস্মরণাৎ। যথা সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তেত্যেকৈকোঽপি সপ্তর্ষিসংজ্ঞস্তথা পঞ্চজনাঃ পঞ্চেত্যেকৈকোঽপি পঞ্চজনসংজ্ঞ ইত্যর্থঃ। ততশ্চ পঞ্চজনসংজ্ঞকাঃ পঞ্চ পদার্থা ইতি সুষ্ঠু॥ ১১॥

কে তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ।

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ॥ ১২॥

পুরুষ এক ইত্যেবং নানাভূতানি তানি ন তু পঞ্চপঞ্চকরূপাণীত্যর্থঃ। কপিলোক্তসংখ্যাঙ্গীকারে বাধকান্তরঞ্চাহ আত্মেতি। তথা চাপসিদ্ধান্তাপত্তিঃ। দিগিতি। এতে সংজ্ঞায়ামেব সমস্যেতে স কর্ম্মধারয়ঃ। দিগ্‌যথা দক্ষিণাগ্নিঃ। সংখ্যা যথা সপ্তর্ষয়ো বিপ্রা ইতি॥ ১১॥

সিদ্ধ হয় না। অধিকন্তু আত্মা ও আকাশের পৃথক্ অভিধান হেতু সপ্তবিংশতিটি তত্ত্ব হইয়া পড়ে। দুইটি পঞ্চশব্দের শ্রবণমাত্র যদৃচ্ছাক্রমে একটি ভ্রমাত্মক অর্থ করাও সঙ্গত হয় না। এস্থলে পঞ্চজনশব্দে সমাসে সপ্তর্ষির ন্যায় সংজ্ঞামাত্র বোধ করাইতেছে। সপ্তর্ষির অন্তর্গত এক এক ঋষিও যেরূপ সপ্তর্ষিপদবাচ্য, এস্থলেও তদ্রূপ পঞ্চজনের এক একটিও পঞ্চজনসংজ্ঞক। অতএব পঞ্চজন নামক পঞ্চ পদার্থই পঞ্চপঞ্চজন শব্দের প্রকৃত অর্থ; ইহার অন্য অর্থ সঙ্গত হয় না॥ ১১॥

এক্ষণে উক্ত পঞ্চজন শব্দে কাহাকে বোধ করাইতেছে, তাহাই বলিতেছেন,—

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুরিত্যস্মাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ তে বোধ্যাঃ ॥ ১২ ॥

নন্বেতন্মাধ্যন্দিনানাং সঙ্গচ্ছতে ন তু কাণ্বানাং তেষামন্ন-পাঠাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে।

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১৩ ॥

একেষাং কাণ্বানাং পাঠে অন্নে অসত্যপি জ্যোতিষা পঞ্চসংখ্যা সম্পদ্যতে। যস্মিন্ পঞ্চেত্যতঃ পূর্ব্বং তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরিতি জ্যোতিষঃ পঠিতত্বাৎ। ইহো-

---

প্রাণেতি। তত্তদ্বৃত্ত্যেককারণং তদ্ব্যাপকং বা ব্রহ্ম যে বিদুরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

জ্যোতিষৈকেষামিতি। প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুরিতি কেচিৎ কাণ্বাঃ পঠন্তি ॥ ১৩ ॥

'প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রবণের শ্রবণ, অন্নের অন্ন, মনের মন,' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে পঞ্চজনশব্দে প্রাণাদি প্রসিদ্ধ পঞ্চ পদার্থকেই বোধ করাইতেছে ॥ ১২ ॥

ঐরূপ অর্থ মাধ্যন্দিনগণেরই সঙ্গত হয়; কিন্তু অন্ন শব্দের অভাবহেতু কাণ্ব-গণের পক্ষে সঙ্গত হয় না, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান করিতে-ছেন,—

কাণ্বগণের পাঠে অন্নশব্দ না থাকিলেও জ্যোতিঃশব্দ দ্বারাই পঞ্চ সংখ্যার পূরণ হইতেছে। কারণ 'যাহাতে পঞ্চ আছে' এইরূপ উক্তির পূর্ব্বে 'সেই সকল দেবতা জ্যোতিঃপদার্থেরও প্রকাশক ব্রহ্মকে উপাসনা করেন,' এইরূপ জ্যোতিঃশব্দের উক্তি দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই স্থলে উভয়েরই জ্যোতির্শব্দে

ভয়েষাং জ্যোতির্মন্ত্রে তুল্যেঽপি সতি জ্যোতিগ্রহণাগ্রহণমপেক্ষ্য সত্বাসত্বনিবন্ধনং বোধ্যং ॥ ১৩ ॥

পুনরপি সাংখ্যঃ শঙ্কতে। বেদান্তেষু ব্রহ্মৈককারণং বিশ্বমিতি ন শক্যতে বক্তুং তেষ্বেককারণিকায়াঃ সৃষ্টেরদর্শনাৎ। একত্র তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিনা সৃষ্টিরাত্মহেতুকা প্রদর্শ্যতে। অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেত্যসদ্ধেতুকা চ। অন্যত্র ক্বচিদাকাশহেতুকা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে। অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচেত্যাদিনা। ক্বচিৎ প্রাণ-

পূর্ব্বত্র জ্যোতিষা বা পঞ্চসংখ্যাপূর্ত্তিরিতি বিকল্পস্যাবিরোধঃ কারণবিষয়ত্বাভাবাৎ। অথ কারণে বস্তুনি তস্য বিরুদ্ধত্বেন স্বীকারানৌচিত্যাৎ তদনাদরেণ প্রধানস্যৈব কারণত্বং সমর্থনীয়মিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ পুনরপীতি। নম্ববিরোধার্থময়ং ন্যায়োঽত্রাসঙ্গতঃ। মৈবম্। সমন্বয়াদ্বাক্যার্থজ্ঞানে স্মৃত্যাদি-

তুল্যত্ব হইলেও জ্যোতিঃশব্দের গ্রহণ ও অগ্রহণ বশতই পাঠে পঞ্চ সংখ্যার সত্বাসত্ব স্থির হইতেছে, ইহাই জানিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

পুনর্ব্বার সাংখ্যমত উত্থাপন করিয়া আশঙ্কা করিতেছেন ;—বেদান্তে যে ব্রহ্মকেই বিশ্বের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইতেছে না। কারণ, বেদান্তেই সৃষ্টিসম্বন্ধে অনেক কারণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এক স্থলে 'এই আত্মা হইতেই আকাশের উৎপত্তি' ইত্যাদি বচন দ্বারা আত্মাকেই সৃষ্টির কারণ বলিয়াছেন। অন্য স্থলে 'এই বিশ্ব ছিল না, সেই অসৎ অর্থাৎ শূন্য হইতেই সতের উৎপত্তি,' ইত্যাদি বচনে অসৎকেই সৃষ্টির কারণ বলা হইয়াছে। আবার কোথাও বা 'এই লোকের কারণ কে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ' আকাশই কারণ, ' ইত্যাদি বচনে আকাশকেই সৃষ্টির কারণ

হেতুকা। সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তীত্যাদিনা। ক্বচিদসদ্ধেতুকা। অসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎসমভবদিত্যাদিনা। ক্বচিৎ তু সদ্ধেতুকা। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি ব্রহ্মহেতুকা। তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তেত্যব্যাকৃতহেতুকা চ প্রোচ্যতে। এবমন্যত্রাপি সানেকধা। তদেবং তেষ্বেকস্য হেতোরনিরূপণাৎ ব্রহ্মৈকহেতুকং বিশ্বমিতি ন শক্যতে নিশ্চেতুং কিন্তু প্রধানৈকহেতুকং তন্নিশ্চেতুং শক্যতে তদ্ধেদং তর্হীত্যাদিশ্রবণাৎ।

প্রমাণান্তরবিরোধশঙ্কাপরিহারস্যাবিরোধাধ্যায়ার্থত্বাৎ। ইহ তু কারণবিষয়বাক্যানাং মিথো বিরোধান্ন ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ সংভবতীত্যাশঙ্ক্য তৎপরিহারেণ সমন্বয়স্য সাধ্যত্বাৎ তদধ্যায়সঙ্গতিসিদ্ধেঃ। অসৎপরস্য বাক্যস্য স্বীকৃতসৎপরত্বনিরাসেন সমন্বয়স্থাপনাৎ পাদসঙ্গতিশ্চ বোধ্যা। একত্রেতি তৈত্তিরীয়কে। অন্যত্রেতি ছান্দোগ্যে। অব্যাকৃতং প্রধানং। তথাচ প্রতিবেদান্তং কারণবৈবিধ্যাৎ তদ্বিগানং স্ফুটম্। তত্তৎ প্রতিপাদয়তাং মিথো বিরোধান্ন তেষাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। কিন্ত্বনুমানসিদ্ধপ্রধানলক্ষ্যত্বমেব সাম্প্রতমিতি ভাবঃ। এব-

বলা হইয়াছে। 'এই সমস্ত ভূত প্রাণেই বিলয় প্রাপ্ত হয়,' ইত্যাদি স্থলে প্রাণকেই কারণ বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে 'এই বিশ্ব অসৎ ছিল,' ইত্যাদি বচনে বিশ্বকে অসদ্ধেতুকই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার 'অগ্রে সৎই ছিলেন,' ইত্যাদি বচনে ব্রহ্মহেতুকরূপেও বলা হইয়াছে। কোথাও বা 'এই বিশ্ব পূর্ব্বে অব্যাকৃত ছিল, পরে প্রধান হইতেই ব্যাকৃত হয়,' ইত্যাদি বচনে প্রধান হইতেই সকলের নামরূপাদির সৃষ্টি বলা হইয়াছে। অতএব কেবল ব্রহ্মই বিশ্বের কারণ, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বলিবার শক্তি নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বচন অনুসারে প্রধানকেই বিশ্বের কারণরূপে নিশ্চয়

কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যং খল্বস্মিন্ পক্ষে নির্বাধং বীক্ষ্যতে। ইহাত্মাকাশব্রহ্মশব্দা বিভুত্বাৎ অসৎসচ্ছব্দৌ তস্য বিকারাশ্রয়ত্বাৎ নিত্যত্বাচ্চ প্রাণশব্দশ্চ স্বোৎপন্নতত্ত্বরূপকত্বাদীক্ষাদয়োঽপি কার্য্যাভিমুখ্যত্বাভিপ্রায়েণ তত্রৈব যোজ্যাস্তস্মাৎ সাংখ্যোক্তং প্রধানমেব বিশ্বৈকহেতুর্ব্বেদান্তৈরুচ্যত ইত্যেবং প্রাপ্তে।

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥

চশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। ব্রহ্মৈব বিশ্বৈকহেতুরিতি শক্যতে নিশ্চেতুং কুতঃ আকাশাদিষু কারণত্বেন যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ। লক্ষণসূত্রাদিষু সার্ব্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পাদিগুণকত্বেন

মিতি। সা সৃষ্টিরনেকধা পরমাণুসমারব্ধতৎসজ্যরূপত্বাদিনেত্যর্থঃ। বিবক্ষিতমাহ তদেবমিতি। অস্মিন্ পক্ষে প্রধানবাদে। ইহ প্রধানে। তত্রৈব প্রধানে।

এবং প্রাপ্তে নিরস্যতি কারণত্বেন চেতি। লক্ষণেতি। লক্ষণসূত্রং জন্মাদ্যস্য যত ইত্যেতৎ। তস্যৈকস্য ব্রহ্মণস্তদ্গুণকত্বং তৈত্তিরীয়কে দর্শয়তি যথা সত্য-

করিয়া বলা যাইতে পারে। এইপক্ষে কার্য্য ও কারণের সারূপ্য নির্ব্বাধরূপেই দৃষ্ট হয়। এস্থলে আত্মা, আকাশ ও ব্রহ্মশব্দ বিভুত্বহেতু, অসৎ ও সৎ শব্দ তাহারই বিকারের আশ্রয়ত্ব হেতু ও নিত্যত্ব হেতু, প্রাণশব্দ স্বোৎপন্ন তত্ত্বের পূরকত্ব হেতু এবং ঈক্ষণাদি কার্য্যের আভিমুখ্যাভিপ্রায় হেতু প্রধানেই যোজনীয় হইতে পারে। অতএব সাংখ্যোক্ত প্রধানই বিশ্বের হেতু। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ বলিতেছেন।

ব্রহ্মই একমাত্র বিশ্বের হেতু, ইহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে। কারণ, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ, ইত্যাদি লক্ষণসূত্রে যেরূপ সার্ব্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পাদি-

নির্ণীতং ব্রহ্ম যথাব্যপদিষ্টমুচ্যতে। তস্যৈকস্যৈব খাদি-হেতুত্বেন সর্ব্বেষু বেদান্তেষ্বভিধানাৎ। যথা সত্যং জ্ঞান-মনন্তমিত্যাদিনা সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণকতয়া নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদিনা কারণত্বেন বিমৃশ্যতে যথা চ সদেব সৌম্যেদমিত্যাদৌ তদৈক্ষত বহু স্যামিতি তদ্গুণ-কত্বেন নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম তত্তেজোঽসৃজতেতি তত্ত্বেন পরা-মৃশ্যতে এবমন্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যন্তু ব্রহ্মপক্ষে বক্ষ্যামঃ। আত্মাকাশপ্রাণসদ্ব্রহ্মশব্দা ব্যাপ্তিসন্দীপ্তি-প্রাণনসত্ত্ববৃহদ্গুণকত্বযোগান্মুখ্যাস্তথেক্ষাদয়শ্চ ॥ ১৪ ॥

মিত্যাদিনা। অথ ছান্দোগ্যেঽপি তদ্গুণকত্বং দর্শয়তি যথা সদেবেত্যাদিনা। তত্ত্বেন তদ্গুণকত্বেন। এবমন্যত্রাপীতি বৃহদারণ্যকাদাবপি। তৈত্তিরীয়কাদি-বৎ তদ্গুণকস্যৈব ব্রহ্মণঃ খাদিহেতুত্বমন্বেষণীয়মিত্যর্থঃ। কার্য্যেতি। সারূপ্যং সাধর্ম্ম্যং। আত্মাকাশেত্যাদৌ ক্রমেণ ব্যাপ্তিসন্দীপ্তিপ্রাণনাদি ধর্ম্মসম্বন্ধো বোধ্যঃ ॥ ১৪ ॥

গুণক ব্রহ্মকে আকাশাদিরও কারণরূপে বলা হইয়াছে, সেইরূপ সকল বেদান্তেই তাদৃশগুণক ব্রহ্মকেই আকাশাদির কারণরূপে বলা হইয়াছে। যেরূপ 'ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত,' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্ম সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-গুণবিশিষ্টরূপে উক্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ 'সেই ব্রহ্ম হইতেই আকাশাদি সকলের উৎপত্তি,' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মই কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যেরূপ 'এই সৎস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন,' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মই ঈক্ষণের অনন্তর সৃষ্টি করিলেন, অতএব তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিগুণ-বিশিষ্টরূপে অভিহিত হইয়াছেন, তদ্রূপ 'সেই ব্রহ্ম জ্যোতিষ্কাদির সৃষ্টি করি-লেন,' ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐ ব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিগুণবিশিষ্টরূপে উক্ত হইয়া-

অথাসদব্যাকৃতশব্দয়োর্গতিমাহ।

সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥

সোঽকাময়তেতি পূর্ব্বসন্দর্ভপ্রকৃতস্য পরমাত্মনোঽসদ্বা ইত্যত্র আদিত্যো ব্রহ্মেতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টস্য ব্রহ্মণোঽসদেবেদমিত্যত্র চ সমাকর্ষাৎ তত্তচ্চ বাক্যং ব্রহ্মপরমেব। প্রাক্ সৃষ্টের্নামরূপাবিভাগাৎ তৎসম্বন্ধিতয়াস্তিত্বাভাবাদসচ্ছব্দেন তত্র ব্রহ্মৈবোক্তম্। অন্যথা সদেব সৌম্যেত্যাদ্যনন্তরসম্ভাবিতাসৎকারণতাপ্রত্যুক্তেরাসীদিতি কালসম্বন্ধস্য চ

সমাকর্ষাদিতি। তৎসম্বন্ধিতয়া নামরূপোপযোগিতয়া। অন্যথা সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি সৎকারণতাং নিরূপ্য তদ্ধ্যেক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদিত্যাদিনা অসৎকারণতাং সম্ভাব্য তস্যাঃ প্রত্যুক্তিঃ কুতস্তু খলু সৌম্যেদং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি বাক্যেন কৃতাস্তি সা কথং সম্ভবেৎ

ছেন, এইরূপই বলিতে হইবে। এবং অপরাপর স্থলেও এই প্রকারই জানিতে হইবে। কার্য্যকারণের সমানধর্ম্ম ব্রহ্মপক্ষেই বলিব। ব্রহ্মবোধক আত্মা, আকাশ, প্রাণ, সৎ ও ব্রহ্মশব্দ ব্যাপ্তি, সম্যক্‌দীপ্তি, প্রাণন, সত্তা ও বৃংহদ্‌গুণকত্ব যোগহেতু মুখ্যই জানিতে হইবে। ঈক্ষণাদিশব্দও ঐরূপ ॥ ১৪ ॥

এক্ষণে অসৎ ও অব্যাকৃত শব্দের গতি নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

'তিনি কামনা করিলেন,' ইত্যাদি পূর্ব্বসন্দর্ভে প্রক্রান্ত পরমাত্মার 'ইহা অসৎ,' এই স্থলে এবং 'আদিত্য ব্রহ্ম,' ইত্যাদি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের 'ইহা ছিল না,' ইত্যাদিস্থলে সমাকর্ষণ হেতু ঐ সকল বাক্য ব্রহ্মপর বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপের অবিভাগ হেতু ঐ নাম ও রূপের ব্রহ্মসম্বন্ধিরূপে অনস্তিত্ব হেতু ঐ স্থলে অসৎশব্দে ব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন, বলিতে হইবে। অন্যথা 'হে সৌম্য, ইহা সৎ,' ইত্যাদির অনন্তর সম্ভাবিত অসৎ-

বিরোধঃ। অসন্নেব স ভবতীত্যাদিনা সদ্বাদিনো বিগীতত্বাচ্চ সূক্ষ্মশক্তিকং ব্রহ্মৈব তদর্থঃ। তদ্বেদং তর্হীত্যত্রাপ্যব্যাকৃতশব্দেন তদন্তরাত্মভূতং ব্রহ্মৈব বোধ্যতে। স এষ ইহ প্রবিষ্টেত্যাদিপরবাক্যতস্তস্যাকর্ষণাৎ তচ্ছক্তিকং ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পবশাৎ স্বয়মেব নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ইতি তত্রার্থঃ। ইতরথা বেদান্তপ্রতিষ্ঠিতত্বং গতিসামান্যঞ্চ শ্রুতং ব্যাকুপ্যেত। তস্মাদেকং ব্রহ্মৈব বিশ্বহেতুরিতি নিশ্চেয়ম্ ॥ ১৫ ॥

যদ্যসদেব কারণং স্যাৎ কিঞ্চাসীদিতি কালসম্বন্ধোঽপ্যস্য তয়া সঃ ন স্যাৎ সতোরেব সম্বন্ধাৎ তস্মাদ্ব্রহ্মেব চাবিত্যর্থঃ। তদন্তরাত্মভূতং তচ্ছক্তিকং মতং। ব্যাক্রিয়তে ইতি কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। এবমেব ব্যাচষ্টে তচ্ছক্তিকমিত্যাদিনা। কার্য্যবিষয়ং বিজ্ঞানং তু ক্বচিদাকাশপূর্ব্বতয়া ক্বচিত্তেজঃপূর্ব্বতয়া ক্বচিৎ

কারণতার প্রত্যাখ্যানহেতু 'ছিল' এই উক্তিতে কালসম্বন্ধের বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। 'যাহা অসৎ ছিল, তাহাই উৎপন্ন হইতেছে,' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা অস্তিত্ববাদীর দোষাপত্তি হইতেছে, সুতরাং অসৎশব্দে সূক্ষ্মশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই বোধিত হইতেছেন। 'তাহাই এই' অর্থাৎ 'যাহা অসৎ ছিল, তাহাই সৎ হইল,' এইস্থলে উক্ত অব্যাকৃত শব্দ দ্বারা তন্মধ্যে আত্মভূত ব্রহ্মই বোধিত হইতেছেন। কারণ, 'তিনিই ইহাতে প্রবিষ্ট হইলেন,' ইত্যাদি পরবর্ত্তী বাক্য হইতে ব্রহ্মই আকৃষ্ট হইতেছেন। তাদৃশশক্তিসমন্বিত ব্রহ্মই নিজ সঙ্কল্পবশে স্বয়ংই নাম ও রূপ দ্বারা প্রকাশিত হইতেছেন, ইহাই সেই স্থলের অর্থ। অন্যথা শ্রুত্যুক্ত বেদান্তপ্রতিষ্ঠিতত্ব ও গতিসামান্য অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অতএব ব্রহ্মই একমাত্র বিশ্বের কারণ নিশ্চয় হইল ॥ ১৫ ॥

পুনরপি সাংখ্যং নিরস্যতি। কৌষীতকীব্রাহ্মণে বালাকিনা বিপ্রেণ ব্রহ্ম তে ব্রুবাণীতি প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মতয়াদিত্যাদিষু ষোড়শষু পুরুষেষূক্তেষু অজাতশত্রুর্নাম রাজা তন্নিরাকৃত্য স্বয়মাহ যো বৈ বালাকে এষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য চৈতৎ কর্ম্ম স বেদিতব্য ইতি। তত্র সন্দেহঃ। কিমত্র প্রকৃত্যধ্যক্ষস্তন্ত্রোক্তো ভোক্তা বেদ্যতয়োপদিশ্যতে উত সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীবিষ্ণুরিতি। যস্য চৈতৎ কর্ম্মেতি কর্ম্মসম্বন্ধবীক্ষয়া ভোক্তৃত্বাবগমাৎ উত্তরত্র চ তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতু-

প্রাণপূর্ব্বতয়া ক্বচিদক্রমাচ্চ সৃষ্টিবর্ণনাৎ কিল ন বিয়দশ্রুতেরিত্যাদিনা পরিহরিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বত্র স এষ ইতি পরবাক্যতো ব্রহ্মাকর্ষণাৎ তদ্বেদং তর্হীতি পূর্ব্ববাক্যং ব্রহ্মপরতয়া ব্যাখ্যাতং তদ্বৎ পরস্মাৎ কর্ম্মবাক্যাৎ পূর্ব্বব্রহ্মবাক্যং কাপিলপুরুষপরং স্যাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ কৌষীতকীত্যাদিনা। বালাকিনা বালাকাপুত্রেণ। বাহ্বাদিভ্যশ্চেতি সূত্রাদিঞ্ প্রত্যয়ঃ। আদিত্যাদিম্বিতি। আদিত্যচন্দ্রবিদ্যুদাকাশাদ্যধিকরণকেম্বিত্যর্থঃ। তৌ হেতি বালাক্যজাতশত্রূ বোধ্যৌ।

পুনর্ব্বার সাংখ্যমত খণ্ডন করিতেছেন।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণে বালাকি নামে ব্রাহ্মণ 'আমি তোমাকে ব্রহ্মের বিষয় বলিব,' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আদিত্যাদি ষোড়শ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তাহাতে অজাতশত্রু রাজা ঐ মতের নিরাকরণ পূর্ব্বক স্বয়ং বলিলেন, 'বালাকি, যিনি এই পুরুষ সকলের কর্ত্তা এবং ঐ সকল যাঁহার কর্ম্ম, তিনিই বেদিতব্য।' এস্থলে সংশয় এই যে, প্রকৃতির অধ্যক্ষ তন্ত্রোক্ত ভোক্তা জীবই বেদ্যরূপে উপদিষ্ট হইলেন, অথবা সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুই তাদৃশরূপে উপদিষ্ট হইলেন। 'যাঁহার ইহা কর্ম্ম,' এই কর্ম্মসম্বন্ধ হইতে ভোক্তৃত্বের বোধ

রিত্যাদিনা। তদ্‌যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে ইত্যাদিনা চ ভোক্তুরেব প্রতিপাদনাৎ সোঽয়ং তন্ত্রোক্তো ভবেৎ প্রাণশব্দশ্চাত্র প্রাণভৃত্ত্বাদুপপদ্যতে। তদয়মর্থঃ। য এষাং পুরুষাণাং ভোগোপকরণভূতানাং কর্ত্তা কারণভূতস্তথা তদ্ধেতুভূতং পুণ্যপাপলক্ষণং কর্ম্ম চ যস্য স বেদিতব্যঃ প্রকৃতিবিবিক্ততয়া জ্ঞেয় ইতি। তস্মাৎ তন্ত্রোক্তো জীব এবাস্মিন্‌ প্রকরণে বেদ্যঃ প্রতিপাদ্যতে। ততশ্চ বক্তব্যতয়োপক্রান্তং ব্রহ্ম স এব তদন্যেশ্বরাসিদ্ধেঃ। ঈক্ষাদয়োঽপি কারণং গতাস্তস্মিন্নেবোপপন্নাঃ তদধিষ্ঠাতা প্রকৃতিরেব বিশ্বজনয়িত্রীত্যেবং প্রাপ্তৌ।

তদ্‌যথেতি। তদ্‌যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মা তৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে। এবমেবৈতে আত্মানং ভুঞ্জতীতি বাক্যেন চ ভোক্তুরেব নিরূপণাদিত্যর্থঃ। শ্রুত্যর্থস্তু শ্রেষ্ঠী প্রাণভৃতঃ পুমান্‌ স্বৈর্ভৃত্যৈর্ভোগোপকরণভূতৈর্ভুঙ্‌ক্তে ভৃত্যাশ্চ ভোজনাচ্ছাদনাদিনা প্রধানং তমুপজীবন্তি। এবং জীবঃ আদিত্যাদিভিঃ প্রকাশাদিনা ভোগোপকরণভূতৈ-

হেতু এবং পরে 'তাঁহারা সুপ্ত পুরুষের নিকট গমন করিলেন,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভোক্তারই প্রতিপাদন হেতু তৎপদে তন্ত্রোক্ত ক্ষুদ্র ভোক্তা জীবই বোধিত হইতে পারেন। তদুদ্দেশে প্রাণশব্দও সঙ্গত হইতেছে; কারণ, তিনি প্রাণভৃৎ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি ভোগোপকরণভূত এই পুরুষ সকলেরও কর্ত্তা এবং ভোগের হেতুভূত পুণ্য ও পাপ যাঁহার কর্ম্ম, তিনিই বেদিতব্য; অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে ভিন্নরূপে জানিবার বিষয়। অতএব এই প্রকরণে তন্ত্রোক্ত ক্ষুদ্র জীবই বেদিতব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছেন। বক্তব্যরূপে উপক্রান্ত ব্রহ্মও তিনিই। কারণ, তদ্ভিন্ন ঈশ্বরই অসিদ্ধ। কারণগত ঈক্ষিতৃত্বাদি ধর্ম্মও

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

ন হ্যত্র তন্ত্রোক্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রতিপাদ্যতে অপি তু বেদান্তৈকবেদ্যঃ সর্ব্বেশ্বর এব। কুতঃ জগদিতি। এতচ্ছব্দসহচরস্য কর্ম্মশব্দস্য চিজ্জড়াত্মকপ্রপঞ্চাভিধায়িত্বাদিত্যর্থঃ। তৎকর্ত্তৃত্বেন তস্যৈব প্রাপ্তেঃ। ইদমত্র তত্ত্বং। ক্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কর্ম্মশব্দো জগদ্বাচী। সতি চ তদ্বাচিত্বে তচ্ছব্দঃ সার্থকঃ। পুরুষমাত্রকর্ত্তৃত্বশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থকত্বাৎ। ন চ

ভুঙ্‌ক্তে। আদিত্যাদয়োঽপি হবির্গ্রহণাদিনা ভৃত্যবজ্জীবমুপজীবন্তীতি জীবোঽত্র ভোক্তা সিদ্ধ ইতি স এব সাংখ্যোক্তো জীব এবেত্যর্থঃ।

এবং প্রাপ্তে পরিহরতি জগদিতি। উহ্যোঽত্র পক্ষঃ। এতদিতি। এতদিতি সর্ব্বনাম্না প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেঽপি লক্ষিতং জগন্নির্দ্দিষ্টম্। সতি চেতি। জগদ্বাচিত্বে সত্যেব কর্ম্মশব্দঃ সার্থকঃ স্যাৎ। তত্র হেতুঃ পুরুষমাত্রেতি। আদিত্যাদয়ঃ ষোড়শ সর্ব্বে কর্ত্তার ইতি যা শঙ্কা সা তদৈব নিবর্ত্ততে যদি কর্ম্মশব্দোঽন্তর্ভূতাদিত্যাদিকং জগদ্ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। নহি জগদন্তর্ভূতানামাদিত্যাদীনাং জগৎকর্ত্তৃত্বং সম্ভবেদিতি ভাবঃ। ন চেতি। অস্বীকারাৎ

তাঁহাতেই উপপন্ন হইতেছে। তদধিষ্ঠাতা প্রকৃতিই বিশ্বের জনয়িত্রী। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষসঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

এস্থলে তন্ত্রোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষেত্রজ্ঞ প্রতিপাদিত হইতেছেন না, পরন্তু বেদান্তৈকবেদ্য সর্ব্বেশ্বরই প্রতিপাদিত হইতেছেন। কারণ, এই শব্দের সহচর কর্ম্মশব্দ চিজ্জড়াত্মক জগৎপ্রপঞ্চকেই বোধ করাইয়া উহারও কর্ত্তা ঈশ্বরকেই বোধ করাইতেছে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, 'ক্রিয়ত ইতি,' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কর্ম্মশব্দে জগৎকেই বোধ করায়। জগদ্বাচিত্বেই কর্ম্মশব্দের সার্থকতা; কারণ, ঐ অর্থে পুরুষমাত্রের কর্ত্তৃত্বশঙ্কা নিরস্ত হইতেছে। সাঙ্খ্য

তন্ত্রোক্তস্য কর্ত্তৃত্বমস্বীকারাৎ ন চাধ্যাসাৎ তদসঙ্গশ্রুতি-ব্যাকোপাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বর এব তৎকর্ত্তা। এবঞ্চ মৃষাবাদিত্ব-মজাতশত্রোর্ন স্যাৎ। ব্রহ্ম তে ব্রুবাণীতি প্রতিজ্ঞায় ষোড়শ পুরুষান্ বদতো বালাকের্ম্মৈব কিলেতি বাক্যেন মৃষা-ভাষিত্বমাপাদ্য স্বয়ং ব্রহ্ম বিবক্ষুঃ স চেজ্জীবং ব্রূয়াৎ তর্হি তস্যাপি তৎ স্যাদিতি। তদেবং সত্যেষ বাক্যার্থঃ। ত্বয়া যে পুরুষা ব্রহ্মত্বেনোক্তাস্তেষাং যঃ কর্ত্তা তে যৎকার্য্যভূতা ভবন্তীত্যর্থঃ। নন্বেতাবদেব কৃৎস্নং জগদ্যস্য কার্য্যং ভবতি স পরমকারণভূতঃ সর্ব্বেশ্বর এব বেদ্য ইতি॥ ১৬॥

তন্মতে প্রকৃতেরেব বিশ্বকর্তৃত্বাভ্যুপগমাদিত্যর্থঃ। ন চাধ্যাসাদিতি। পুরুষে

তন্ত্রোক্ত প্রধানের কর্তৃত্ব কোনরূপেই সঙ্গত হয় না; কারণ, উহা বেদে স্বীকৃত হয় না। প্রকৃতির অধ্যাসেই পুরুষের কর্তৃত্ব, এরূপও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে 'পুরুষ অসঙ্গ,' এই শ্রুতির ব্যাঘাত ঘটে। অতএব সর্ব্বেশ্বরই জগৎকর্ত্তা, সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপে অজাতশত্রু নৃপতির মিথ্যা-বাদিত্ব দোষও অপনীত হইতেছে। 'তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ করিব,' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ষোড়শ-পুরুষ-বক্তা বালাকির 'ইহা মিথ্যা,' এই বাক্য দ্বারা মিথ্যাবাদিত্ব নির্ণয় পূর্ব্বক স্বয়ং ব্রহ্মোপদেশে প্রবৃত্ত হইয়া তিনিও যদি জীবই উপদেশ করেন, তবে তাঁহারও মিথ্যাবাদিত্বই ঘটে। সুতরাং এক্ষণে এই-রূপ বাক্যার্থই সঙ্গত হইতেছে যে, 'তুমি যে পুরুষ সকলকে ব্রহ্মরূপে বিনি-র্দ্দেশ করিয়াছ, তাঁহারা ব্রহ্ম নহেন। যিনি উহাদেরও কারণস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম এবং উহারা তাঁহার কার্য্যভূত।' অতএব এই নিখিল জগৎ যাঁহার কার্য্যভূত, সেই পরমকারণ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মই একমাত্র বেদ্য॥ ১৬॥

নন্বত্র জীবস্য মুখ্যপ্রাণস্য চ লিঙ্গদর্শনাৎ তদন্যতরো গ্রাহ্য ইতি চেৎ তত্রাহ।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্॥ ১৭॥

ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যাপিকায়াং তল্লিঙ্গং নির্ণীতম্। তত্র কিলোপক্রমোপসংহারপর্য্যালোচনেন বাক্যস্য ব্রহ্মপরত্বে নিশ্চিতে জীবাদিলিঙ্গমপি তৎপরত্বেন নীতং। ইহাপি ব্রহ্ম তে ব্রুবাণীত্যুপক্রমাৎ। সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদেত্যুপ-

---

কর্ত্তৃত্বং প্রকৃত্যধ্যাসাদ্ভবেদিতি ন বাচ্যম্। অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি শ্রুতি-ব্যাকোপাপত্তেরিত্যর্থঃ। স চেদিতি। স নৃপতিরজাতশক্রঃ। তদিতি মৃষা-ভাবিত্বম্। সিদ্ধান্তে বাক্যার্থমাহ তদেবং সতীত্যাদিনা॥ ১৬॥

আশঙ্ক্য সমাধত্তে নন্বত্রেত্যাদিনা।

জীবেতি। ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনেতি। প্রাণস্তথানুগমাদিত্যস্মিন্নধিকরণে চিন্তিত-মেতৎ। তৎপরত্বেন তন্নেয়মিতি। মধ্যেঽপি যস্য চৈতৎ কর্ম্মেতি জগদাত্মক-

---

পুনর্ব্বার মুখ্যপ্রাণের ও জীবের লিঙ্গদর্শনহেতু তাঁহাদিগের অন্যতরই গৃহীত হউন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন।

এস্থলে মুখ্যপ্রাণাদিলিঙ্গ থাকিলেও জীবাদি গৃহীত হইতে পারেন না; কারণ, ইতিপূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যায়িকাতে তাদৃশ লিঙ্গও জীবাদিপর না হইয়া ব্রহ্মপর-রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপক্রম ও উপসংহার পর্য্যালোচনা দ্বারা সেই স্থলের অর্থ ঐরূপই সঙ্গত বলিয়া মীমাংসিত হইয়াছে। এখানেও 'তোমাকে ব্রহ্মের উপদেশ করিব' এই প্রকার উপক্রম হেতু এবং 'যিনি এইরূপ ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া সকল ভূতের শ্রেষ্ঠ আধিপত্য লাভ করেন,' এইরূপ উপসংহারহেতু জীবলিঙ্গক শব্দকেও ব্রহ্মপররূপেই অর্থ

সংহারাচ্চ তৎপরত্বেন তন্নেয়মিতি। ন চেদং বাক্যং প্রতর্দ্দনাখ্যাননির্ণয়াদ্‌গতার্থং যস্য চৈতৎ কর্ম্মেত্যস্যাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

ননু যদ্যপ্যেতচ্ছব্দান্বিতাৎ কর্ম্মশব্দাৎ ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধাৎ প্রাণশব্দাচ্চায়ং সন্দর্ভো ব্রহ্মপরঃ কর্ত্তুং শক্যস্তথাপি জীবসঙ্কীর্ত্তনাদতথাভূতত্বং তস্য। ন চ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং জীবান্যদ্‌ব্রহ্মাত্র শক্যং মন্তুং। তত্রাপি জীবস্যৈব প্রত্যয়াৎ। স্বাপাধারাদিপৃচ্ছয়া জীব এব পৃষ্ট ইতি সুপ্তিস্থানন্তু নাড্যঃ করণগ্রামশ্চ প্রাণশব্দিতে জীব এবৈকধা ভবতি স এব চ প্রতিবুধ্যত ইতি ব্যাখ্যানে চ প্রতীয়তে। তস্মাজ্জীবপরোঽয়মিতি শঙ্কায়াং পঠতি।

কর্ম্মকর্ত্তৃত্বোক্তেঃ পুরুষমাত্রানুক্তেশ্চেতি বোধ্যম্। ন চেদমিতি। প্রাণস্তথেত্যধিকরণে কর্ম্মপদস্যাবিচারণান্ন তেনোক্তার্থতেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নন্বিতি। অতথাভূতত্বং ব্রহ্মবোধকত্বাভাবঃ। তস্য বাক্যসন্দর্ভস্য। তত্রাপীতি। প্রশ্নব্যাখ্যানয়োরপীত্যর্থঃ। স এবেতি। শয়নাধারাদিপ্রশ্নদ্বারেণ জীব এব পৃষ্ট ইতি প্রশ্নে প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ।

করিতে হইতেছে। প্রতর্দ্দনাখ্যাননির্ণয়েই এই বাক্যের অর্থ উক্ত হইয়াছে, এরূপও বলা যায় না; কারণ, সেই স্থলে কর্ম্মপদের বিচারই হয় নাই। অতএব এইটিকে নূতন বিষয়ই বলিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

যদিও উক্ত শব্দের সহিত অন্বিত কর্ম্মশব্দ ও ব্রহ্মেতেই প্রসিদ্ধ প্রাণশব্দ হইতে এই সন্দর্ভকে ব্রহ্মপররূপে ব্যাখ্যা করা যায় বটে, তথাপি, জীবের কীর্ত্তনহেতু উহাকে ব্রহ্মপর বলা যায় না। প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান হইতেও জীবশব্দে ব্রহ্মের গ্রহণ হইতে পারে না; কারণ, সে স্থলেও জীবেরই প্রত্যয় হইতেছে। স্বপ্নের আধারাদিবিষয়ক প্রশ্নে জীবই পৃষ্ট হইতেছেন; সুপ্তিস্থান,

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১৮॥

তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। ইহ জীবসঙ্কীর্ত্তনমন্যার্থং জীবান্য-ব্রহ্মবোধার্থমিতি জৈমিনির্মন্যতে। কুতঃ প্রশ্নেতি। প্রশ্ন-স্তাবৎ প্রবুদ্ধপ্রাণস্য সুপ্তস্য প্রতিবোধনে প্রাণাদিভিন্নে জীবে বোধিতে পুনঃ ক্বৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট ক্ব বা এতদভূৎ কুত এতদাগাদিতি জীবান্যব্রহ্মবিষয়ো দৃশ্যতে।

এবং শঙ্কায়াং পঠত্যন্যার্থন্তিতি। প্রশ্নেতি। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুং বালাকিমাদায়া-জাতশত্রুঃ সুপ্তপুরুষসন্নিধিং গত্বা হে সোমরাজন্নিতি সুপ্তমাহূয়াহ্বানশব্দাশ্রবণাৎ প্রাণদেবভোক্তৃত্বং নিরূপ্য যষ্টিঘাতোত্থাপনেন প্রাণাদিভিন্নে জীবে প্রতি-বোধিতে পুনর্জীবভিন্নাধিকরণভবনাপাদানবিষয়ান্ প্রশ্নান্ স্বয়মেব চকার ক্বৈষ এতদিত্যাদিনা। অস্যার্থঃ। হে বালাকে শয়নমেতদ্‌যথা স্যাৎ তথা এষ পুরুষঃ ক্ব কস্মিন্নধিকরণেঽশয়িষ্ট স্বাপে শয়নং কৃতবানিত্যধিকরণপ্রশ্নার্থঃ। এতদ্‌ভবনমেকীভাবো যথা স্যাৎ তথা ক্বাশ্রয়ে সুপ্তোঽভূদিতি ভবনায়তন-প্রশ্নার্থঃ। শয়নভবনয়োরাধারং পৃষ্ট্বোত্থানাবস্থায়ামাগমনাপাদানং পৃচ্ছতি

নাড়ী বা ইন্দ্রিয়সমূহ সকলই প্রাণশব্দিত জীবেই একীভাব প্রাপ্ত হইতেছে এবং ঐ জীবই প্রতিবুদ্ধ হইতেছেন, এইপ্রকার ব্যাখ্যানই প্রতীত হই-তেছে। অতএব ঐ সন্দর্ভ জীবপরই হউক, এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন।

জৈমিনি বলেন, জীবের কীর্ত্তন ব্রহ্মবোধার্থই জানিতে হইবে। কারণ, প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান হইতেও ব্রহ্মই বোধিত হয়েন। যথা,—প্রবুদ্ধপ্রাণ সুপ্ত জীবের প্রতিবোধনে প্রাণাদিভিন্ন জীবই প্রতিবোধিত হইতেছে। আবার 'হে বালাকে, এই পুরুষ কোথায় শয়ন করিয়াছিলেন; ইনি কে? কোথা হইতেই বা প্রবুদ্ধ হইয়া আগমন করিলেন?' এই সকল প্রশ্ন ব্রহ্মবিষয়েই

ব্যাখ্যানমপি। যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি তথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতীত্যাদি। এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকা ইতি চ জীবান্যদেব ব্রহ্ম গময়তি। প্রাণোঽত্র পরমাত্মা তস্যৈব সুষুপ্ত্যাধারত্বপ্রসিদ্ধেঃ। তত্রৈব জীবাদীনাং লয়ো নিক্রমশ্চ তস্মাৎ। নাড়ীনান্তু সুপ্তিস্থানগমনায় দ্বারমাত্রতা বক্ষ্যতে। জাগরাৎ শ্রান্তো জীবো যত্র স্বপিতি পুনরপি ভোগায় যস্মান্নিঃসরতি সোঽয়ং পরমাত্মাত্র বেদ্য ইতি। অপি

এতদাগমনং যথা স্যাৎ তথা কুতঃ কস্মাৎ উদ্বোধাবস্থায়ামগাদুত্থানং কৃতবানিত্যর্থঃ। এতৎপ্রশ্নোত্তরদানাসমর্থং বালাকিং মত্বা স্বয়মেবোত্তরমাহ যদা সুপ্ত ইত্যাদি। শয়নভবনয়োরাধার উত্থানাপাদানং চ প্রাণশব্দবোধ্যঃ পরমাত্মৈবেত্যুত্তরার্থঃ। তথা চ জীবস্য ভোক্তুর্যত্র শয়নভবনে যতশ্চোত্থানমেকীভাবভ্রংশরূপঃ স পুরুষোত্তমো হরিরেবাত্র নিখিলকর্ত্তা বেদ্যতয়া ময়োপদিষ্ট ইতি। এতস্মাদিতি। আত্মনঃ পরেশাৎ। প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি। যথায়তনং

দৃষ্ট হইতেছে। ব্যাখ্যান যথা, যখন নিদ্রিত ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখেন না, তখন এই প্রাণেই একীভাবে অবস্থান করেন,' ইত্যাদি। 'এই আত্মা হইতে প্রাণ সকল যথাস্থানে অধিষ্ঠান করেন। প্রাণ হইতে দেবতাগণ উৎপন্ন হয়েন। দেবতা হইতে লোক সকল উৎপন্ন হয়েন।' এই সকল ব্যাখ্যা দ্বারা জীব ভিন্ন ব্রহ্মই বোধিত হইতেছেন। এস্থলে প্রাণশব্দে পরমাত্মাকেই বোধ করিতেছে। কারণ, উহা সুষুপ্তির আধাররূপে প্রসিদ্ধ আছে। জীব সকল ঐ প্রাণশব্দিত পরমাত্মাতেই বিলীন হয় এবং তাহা হইতেই উৎক্রমণ করে। নাড়ী সকল সুষুপ্তিস্থান গমনের দ্বারমাত্ররূপে উক্ত হয়। জাগরাদিতে শ্রান্ত জীব সকল সুস্থভাবে যাঁহাতে শয়ন করে এবং পুনর্ব্বার ভোগের নিমিত্ত

চৈবমেকে বাজসনেয়িনোঽস্মিন্নেব বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদে বিজ্ঞানময়শব্দেন জীবমভিধায় ততো ভিন্নং ব্রহ্মামনন্তি। য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্বৈষ তদাভূৎ কুত এতদাগাদিতি প্রশ্নে য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে ইতি ব্যাখ্যানে চ। তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বর এবাত্র বেদ্যতয়োপদিশ্যত ইতি ॥১৮॥

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যো মৈত্রেয়ীং স্বভার্য্যামুপদিশতি। ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু

যথাস্থানং। দেবাস্তদধিষ্ঠাতারঃ। লোকাঃ স্থানানীত্যর্থঃ। এষ ইতি বিজ্ঞান-ময়ো জীবঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মোপক্রমসামর্থ্যাদ্বাক্যার্থস্য যথা ব্রহ্মপরত্বং বর্ণিতং প্রাক্ তদ্বৎ মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে জীবোপক্রমসামর্থ্যাৎ জীবপরত্বং স্যাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ বৃহদারণ্যক ইত্যাদিনা। ন বা অরে পত্যুরিত্যাদেরর্থঃ। অরে মৈত্রেয়ি মিত্রপুত্রি

যাঁহা হইতে নিঃসরণ করে, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই বেদ্য। অন্যান্য শ্রুতিতেও ঐরূপই উক্ত হয়। বাজসনেয়ীরা এই বালাকি ও অজাতশত্রুর সংবাদে বিজ্ঞানময়শব্দে জীবেরই অভিধান পূর্ব্বক তাহা হইতে ভিন্নরূপে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করেন। যিনি এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, তিনি সুষুপ্তিকালে কোথায় থাকেন? এবং কোথা হইতেই বা পুনর্ব্বার আগমন করেন? এই প্রকার প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে হৃদয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশমধ্যেই শয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। অতএব এস্থলে সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মাই বেদ্য স্বরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

আবার বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি নিজ ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিতেছেন, 'অরে পতির প্রীতিসাধনার্থ পতি প্রিয় হয়েন না, কিন্তু নিজের

কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ইত্যুপক্রম্য ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতমিতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমস্মিন্ বাক্যে দ্রষ্টব্যত্বেন তন্ত্রোক্তো জীবাত্মোপদিশ্যতে কিং বা পর-মাত্মেতি। তত্রোপক্রমে পতিজায়াদিপ্রীতিসংসূচনেন মধ্যে এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য-সংজ্ঞাস্তীত্যুৎপত্তিবিনাশযোগেন সংসারিস্বভাবপ্রতীতেরুপ-

পত্যুঃ কামায় অভিলাষায় তং পূরয়িতুং পতিঃ প্রিয়ো ভবতীতি নৈব ত্বয়া বোধ্যং অপি তু আত্মনো জীবস্যৈব কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতীত্যেবমগ্রিমেষু পর্য্যায়েষু ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্ভোগায় পত্যাদিপ্রপঞ্চঃ প্রকৃত্যা সৃষ্টঃ স এবাত্মা জীবঃ প্রকৃতেঃ প্রাকৃতাচ্চ দেহাদের্বিবিচ্য ত্বয়া দ্রষ্টব্য ইতি পূর্ব্বপক্ষার্থঃ। সিদ্ধান্তার্থস্তু ভাষ্যেণৈব স্ফুটীকৃতোঽস্তীতি। তত্রোপক্রম ইতি। পতিজায়াদিভোগ্যবদ্-

প্রীতির নিমিত্তই পতি প্রিয় হয়েন। এইরূপ উপক্রম করিয়া, অরে, কাহারও প্রীতির নিমিত্ত কেহই প্রিয় হয়েন না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই সকলেই প্রিয় হয়েন। আত্মাই দ্রষ্টব্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষীকর্ত্তব্য; আত্মাই শ্রোতব্য; আত্মাই মন্তব্য; আত্মাই নিদিধ্যাসিতব্য। হে মৈত্রেয়ি, আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বারাই সমস্ত বিদিত হওয়া যায়।

এস্থলে সংশয় এই যে, এই বাক্যে যিনি দ্রষ্টব্যরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন, তিনি জীবাত্মা বা পরমাত্মা। উপক্রমে পতিজায়াদির প্রীতিসংসূচন দ্বারা মধ্যস্থলে 'এই সকল ভূত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া উহাদিগের সহিতই বিনষ্ট হয়। প্রেতরূপে স্থিত উহার দেবমানবাদিরূপ কোন সংজ্ঞাই নাই,' এই

সংহারে বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি বিজ্ঞাতৃত্বোক্তেশ্চ তন্ত্রোক্তঃ স্যাৎ। আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানন্তু ভোগ্যজাতস্য ভোক্তুর্থত্বাদৌপচারিকং ভবেৎ। ন ত্বমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেত্যাদিনা অমৃতত্বলাভোপায়োপদেশাৎ কথমস্য বাক্যস্য জীবপরত্বমিতি তস্যৈব প্রকৃতিবিযুক্তস্য জ্ঞানেন তত্ত্বসম্ভবাৎ। এবমন্যান্যপি ব্রহ্মলিঙ্গানি কথঞ্চিদত্রৈব

ভোক্তৃপক্রমান্মধ্যেঽপ্যেতেভ্য ইতি জীবধর্ম্মপ্রত্যয়াচ্চ কাপিল এবায়মাত্মা দ্রষ্টব্যোঽভিধীয়তে। এতেভ্যো দেহরূপেণ পরিণতেভ্যঃ প্রাক্ তেভ্যো ভূতেভ্যঃ সম্যগুত্থায় দেবাদিভাবমনুভূয়েত্যর্থঃ। তান্যেবংভূতানি বিনষ্টান্যনুলক্ষী-কৃত্য বিনশ্যতি ম্রিয়তে। প্রেত্যাস্য তস্য দেবমানবাদিসংজ্ঞা নাস্তি ন ভব-তীত্যর্থঃ। বিজ্ঞাতারমিত্যুপসংহারাচ্চ কাপিলঃ সোঽভিমত ইত্যাহোপ-সংহার ইতি। সত্ত্বধর্ম্মৌ জ্ঞানসুখে স্বস্মিন্ অধ্যস্য চিদ্রূপোঽয়ং জীবঃ সংজ্ঞা-তারং সুখিনঞ্চ মন্যত ইতি কাপিলমতম্। ননু জীববিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং কথমুপপদ্যেত তথাহাত্মেতি। ভোক্তুর্থত্বাদিতি। শয্যাসনাদিবদিতি জ্ঞেয়ম্। ঔপচারিকমিতি গৌণমিত্যর্থঃ। ন ত্বিতি। বাক্যেতি। তমেব বিদিত্বেত্যাদৌ পরমাত্মজ্ঞানস্যৈব মোক্ষোপায়তয়া শ্রবণাৎ নাস্য বাক্যস্য জীবপরত্বমিতি ন

প্রকার উৎপত্তি-বিনাশ-যোগ দ্বারা সংসারিত্ব স্বভাবের প্রতীতি হেতু এবং উপসংহারে 'অরে, এই বিজ্ঞাতৃস্বরূপ বস্তুকে কোন্ উপায়ে জানিতে হইবে,' এইরূপে বিজ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মের উক্তিহেতু তন্ত্রোক্ত জীবই ঐ স্থলে বোধিত হউন। ভোক্তাকে জানিলে যেরূপ ভোগ্য বস্তুকেও জানা যায়, তদ্রূপ আত্মার জ্ঞানে সকলের জ্ঞান হওয়াও গৌণই জানিতে হইবে। 'অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন,' ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার জ্ঞানেই মোক্ষ হয়, এইরূপ যে উপদেশ হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও এই বাক্যে জীবপরত্ব নিরস্ত হইতেছে না। কারণ, প্রকৃতিবিযুক্ত জীবের জ্ঞানেও মুক্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই প্রকারে অন্যান্য ব্রহ্মলিঙ্গ

নেয়ানি। তস্মাদত্র জীবাত্মোপদিশ্যতে। তদধিষ্ঠিতা প্রকৃতি-র্বিশ্বকারণমিতি প্রাপ্তে।

বাক্যান্বয়াৎ॥ ১৯॥

অত্র পরমাত্মৈবোপদিশ্যতে ন তু তন্ত্রোক্তো জীবঃ কুতঃ পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনায়াং কৃৎস্নস্য বাক্যস্য তত্রৈব সম্বন্ধাৎ॥ ১৯॥

তমেতং প্রতিজ্ঞাতং বাক্যান্বয়ং ত্রিমুনিসম্মত্যাপি দ্রঢ়য়তি।

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ॥ ২০॥

বাচ্যমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুস্তস্যৈবেতি। তস্য কাপিলস্য জীবাত্মনস্তত্ত্বমমৃতত্বং মোক্ষ ইত্যর্থঃ। অত্রৈব কাপিলে জীবাত্মনি।

এবং প্রাপ্তে ব্রূতে বাক্যান্বয়াদিতি। উহ্যোঽত্র পক্ষঃ। তত্রৈব পরমাত্মনি শ্রীহরৌ॥ ১৯॥

ত্রিমুনিসম্মত্যাপীতি। আশ্মরথ্যৌড়ুলোমিকাশকৃৎস্নমতেনাপীত্যপিশব্দাৎ স্বস্যৈতদেব মতমিত্যুক্তম্। প্রতিজ্ঞেতি। লিঙ্গং সামর্থ্যং বোধ্যম্। ন চৈত-

---

সকলও যে কোন রূপেই হউক, জীবেই সমন্বয় করিতে হইবে। অতএব এ স্থলে জীবাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন। এবং তদধিষ্ঠিতা প্রকৃতিই বিশ্বের কারণ। এই প্রকার সংশয়ের নিরাসার্থ বলিতেছেন।

এস্থলে পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইতেছেন, তন্ত্রোক্ত জীব উপদিষ্ট হইতেছেন না। কেন না, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া নিখিল বাক্যের পরমাত্মাতেই সমন্বয় দৃষ্ট হইতেছে॥ ১৯॥

ঐ প্রতিজ্ঞাত সমন্বয় আবার অপরাপর মুনিগণের সম্মতি দ্বারা দৃঢ় করিয়া দেখাইতেছেন।

আত্মনো বিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিদিতমিতি যা প্রতিজ্ঞা সৈবাস্যাত্মনঃ পরাত্মত্বসিদ্ধের্লিঙ্গমিত্যাশ্মরথ্যো মন্যতে। ন হ্যাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমুপদিষ্টম্। অন্যত্র পরমকারণ-বিজ্ঞানাৎ তৎ সম্ভবেৎ। নচৈতদৌপচারিকং শক্যং বক্তুম্। আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্ম তে পরাদাদিত্যা-দিনা তস্যৈবাত্মনো ব্রহ্মক্ষত্রাদিবিশ্বাশ্রয়তায়াঃ সর্ব্বরূপতায়া-শ্চোক্তত্বাৎ। ন হি সা সা চ পরস্মাদন্যত্র সম্ভবেৎ। ন চ তস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমিত্যাদিদর্শিতকৃৎস্ন-জগৎকারণতা তদন্যস্মিন্ কর্ম্মবশ্যে পুংসি শক্যা ব্যাখ্যাতুম্। ন চানাদৃত্য বিত্তাদিকং মোক্ষোপায়ং পৃচ্ছতীং মৈত্রেয়ীং

দিতি। এতদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং। ন হি সা সা চেতি। সা বিশ্বাশ্রয়তা সা সর্ব্বজ্ঞতা চ পরেশাদন্যত্র জীবে ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তস্যাল্পকত্বাদিতি ভাবঃ।

'আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয়,' এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা আছে, তাহাও আত্মার পরমাত্মত্ব-সিদ্ধির লিঙ্গ, এই কথা আশ্মরথ্য মুনি বলিয়া থাকেন। যে আত্মার বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হইবে, তাহা অবশ্য পরমকারণ হইবে, নতুবা অন্য কোন বিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। উহাকে ঔপচারিকও বলা যায় না। কারণ, আত্মবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া 'ব্রহ্ম তে পরাদাদিত্যাদি' শ্রুতি দ্বারা ঐ আত্মারই আবার ব্রহ্মক্ষত্রাদি নিখিল বিশ্বের আশ্রয়ত্বরূপে ও সর্ব্বস্বরূপত্ব রূপে উপদেশ উক্ত হইয়াছে। উক্ত ধর্ম্মদ্বয় পরমাত্মা ভিন্ন অন্যে সম্ভব হয় না। 'সেই মহাপুরুষের নিঃশ্বসিত স্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রদর্শিত নিখিল-জগৎ-কারণতা ব্রহ্ম-ভিন্ন কর্ম্মবশ্য জীবে সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, মৈত্রেয়ী যখন সমস্ত

স্বপত্নীং প্রতি ব্রহ্মান্যং জীবং ব্রুবন্নাপ্তঃ। তজ্জ্ঞানেন মোক্ষাভাবাৎ। তমেব বিদিত্বেতি ব্রহ্মজ্ঞানেনৈব মোক্ষশ্রবণাৎ। তস্মাদয়ং পরমাত্মৈবেতি ॥ ২০ ॥

ননু জীবোঽয়মাত্মা পত্যাদিপ্রিয়তাসংসূচনেন সংসারপ্রত্যয়াৎ। ন চাত্র বাক্যপ্রতিজ্ঞানুপরোধার্থমাত্মনস্তু কামায়েত্যত্রাত্মশব্দেন পরমাত্মানং ব্যাখ্যায় তত্রারাধকগতং সর্ব্বকর্ত্তৃকং সর্ব্বকর্ম্মকং বা প্রীণনং বিবক্ষণীয়ম্। যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি। রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র স্থাবরা জঙ্গমা অপীতি স্মৃতেরিতি বাচ্যম্। তথাভাবস্য তত্রাবীক্ষণাদিত্যাশঙ্ক্যাহ।

তদন্যস্মিন্ পরেশভিন্নে পুংসি জীবে কর্ম্মবশ্যে ইতি হেতুগর্ত্তং বিশেষণমেতৎ। ন চেতি। ব্রুবন্ যাজ্ঞ্যবল্ক্যঃ। তজ্জ্ঞানেন জীবজ্ঞানেন ॥ ২০ ॥

ন চাত্রেতি। প্রতিজ্ঞানুপরোধার্থমেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থম্। যেনার্চ্চিত ইতি পাদ্মে। সর্ব্বকর্ম্মকং প্রীণনং পূর্ব্বার্দ্ধে সর্ব্বকর্ত্তৃকন্তু পরার্দ্ধে

বিষয়বিভব তুচ্ছ করিয়া মোক্ষের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন ঋষি কখনই তাঁহাকে ব্রহ্ম উপদেশ না করিয়া জীবের উপদেশ করিতে পারেন না। জীবের উপদেশে মোক্ষই হইতে পারে না। মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ পুরুষ পরমাত্মাই ॥ ২০ ॥

এস্থলে পত্যাদিপ্রিয়তা সংসূচন দ্বারা সংসারিত্ব প্রত্যয় হেতু আত্মশব্দে জীবই বোধিত হউন। পূর্ব্বত্র আত্মশব্দে পরমাত্মাকে ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহারই আরাধকগত সর্ব্বকর্ত্তৃক বা সর্ব্বকর্ম্মক প্রীণন বিবক্ষিত হইতেছে, এরূপ বলা যায় না; কারণ, 'যিনি শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়াছেন, তিনি জগৎকেই তৃপ্ত

উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ২১ ॥

উৎক্রমিষ্যতঃ সাধনসম্পন্নস্যাসন্নপরমাত্মপ্রাপ্তের্বিদুষ এবং-ভাবাৎ সর্ব্বপ্রিয়ত্বাদুপক্রমগতেনাত্মশব্দেন পরমাত্মৈব বোধ্য ইত্যৌড়ুলোমির্মন্যতে। তদয়মত্র বাক্যার্থঃ। পত্যুঃ কামায় মৎপ্রয়োজনায়াহমস্যাঃ প্রিয়ঃ স্যামিত্যেবংরূপায় পতিঃ প্রিয়ো ন ভবতি কিন্তু আত্মনঃ পরমাত্মনঃ কামায় স্বারাধকপ্রিয়প্রতিলম্ভনরূপায়েবেত্যর্থঃ। কাম ইচ্ছা। তং

বোধ্যম্। তথেতি। তথাভাবস্য তাদৃশপ্রীণনস্য। তত্র ভগবদারাধকে অদ-র্শনাদিত্যর্থঃ।

উৎক্রমিষ্যত ইতি। এবংভাবাদিত্যস্য ব্যাখ্যানং সর্ব্বপ্রিয়ত্বাদিতি। সর্ব্বেষাং প্রিয়ঃ প্রীণনকর্ত্তা যঃ স চ সর্ব্বে প্রিয়া প্রীণনকর্ত্তারো যস্য স চ সর্ব্বপ্রিয়স্তত্ত্বা-দিত্যর্থঃ। প্রীঞ তর্পণে ইত্যস্মাৎ কর্ত্তরি কপ্রত্যয়ঃ। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ ক ইতি সূত্রাৎ। তদয়মত্রেতি। সর্ব্বং বস্তু মদ্ভক্তস্যানুকূলমস্তু। মদ্ভক্তস্তু মদধি-ষ্ঠানধিয়া সর্ব্বস্মিন্ বস্তুনি অনুকূলোঽস্তু ইতি ভগবতো যোঽভিলাষস্তমহং সফলং কর্ত্তুম্। পত্যাদিবস্তু ভক্তস্য প্রিয়ং ভাসতে ততশ্চ পত্যাদিবস্তুনি ভগবদধিষ্ঠানত্বসম্বন্ধং বিজ্ঞায় তদীয়ত্বধিয়া সর্ব্বং তদনুকূলয়তি প্রাণেত্যাদিনা

করিয়াছেন, সমস্ত স্থাবরজঙ্গমই তাঁহাতে অনুরক্ত হয়,' ইত্যাদি স্মৃতিতে তাদৃশ প্রীণন দৃষ্টই হইতেছে না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন,—

উৎক্রমিষ্যমাণ সাধনসম্পন্ন আসন্নপরমাত্মপ্রাপ্তি জ্ঞানীর তাদৃশ ভাব হেতু এবং সর্ব্বপ্রিয়ত্ব হেতু উপক্রমগত আত্মশব্দ দ্বারা পরমাত্মাই বোধিত হইতে-ছেন, এই কথা ঔড়ুলোমি আচার্য্য বলিয়া থাকেন। অতএব এ স্থলের বাক্যার্থ এই ;—'আমার প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত আমি উহার প্রিয় হই,' এই প্রকার কামনায় পতি প্রিয় হয়েন না ; কিন্তু 'পরমাত্মকামায়' অর্থাৎ নিজের উপাসকের প্রিয়প্রতিলম্ভক পরমাত্মার নিমিত্তই পতি প্রিয় হয়েন।

সফলং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিন ইতি সূত্রাচ্চতুর্থী। ভক্ত্যারাধিতঃ খলু ভগবান্ ভক্তানাং সর্ব্ববস্তুগতং প্রিয়ত্বং সম্পাদয়তি। অকিঞ্চনস্য শান্তস্য দান্তস্য সমচেতসঃ। ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশ ইতি স্মৃতেঃ। যদ্বা পত্যুঃ কামায় পতিং প্রিয়ং ন করোত্যপি তু পরমাত্মনঃ কামায়ৈব। প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্য-ধনাদয়ঃ। যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোঽন্যঃ পরঃ

ন তু তদ্বিষয়ীত্যর্থঃ। ক্রিয়ার্থেতি। ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া উপপদং যস্য তস্য স্থানিনোঽপ্রযুক্তস্য তুমুনঃ কর্ম্মণি চতুর্থী স্যাদিত্যর্থঃ। যথা পুষ্পায় বাটীং প্রয়াতীত্যাদি পুষ্পমাহর্ত্তুমিত্যাদ্যর্থঃ। পুষ্পাহরণার্থং হি বাটীপ্রয়াণং এবং ভগবদভিলাষ-সাফল্যকরণার্থং পত্যাদিবস্তুপ্রিয়তাভবনমিতি যোজ্যম্। তত্র সর্ব্বকর্ত্তৃকপ্রীণন-পক্ষং ব্যুৎপাদয়তি ভক্ত্যারাধিত ইতি। সর্ব্ববস্থিতি। হরিসঙ্কল্পেন সর্ব্বং তস্য প্রিয়করং ভবতীত্যর্থঃ। অকিঞ্চনস্যেতি শ্রীভাগবতে। সর্ব্বা দিশস্তদ্বর্ত্তিনোঽর্থাস্তাশ্চেত্যর্থঃ। সর্ব্বকর্ম্মকপ্রীণনপক্ষং ব্যুৎপাদয়তি যদ্বেতি। প্রাণেতি শ্রীভাগবতে। যৎসম্পর্কাৎ যদধিষ্ঠানত্বলক্ষণাৎ সম্বন্ধাৎ। বক্তুস্তাৎপর্য্যমাহ

কামশব্দে ইচ্ছা। 'কামায়' শব্দের অর্থ কামনাকে সফল করিবার নিমিত্ত। 'ক্রিয়ার্থোপপদ' ইত্যাদি সূত্র অনুসারে চতুর্থী। ভগবান ভক্তিসহকারে আরাধিত হইলে, ভক্তের সম্বন্ধে সর্ব্ববস্তুগত প্রিয়ত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। 'আমি যাহার মনের সন্তোষ বিধান করি, সে ব্যক্তি অকিঞ্চন, শান্ত, দান্ত ও সম-চিত্ত হয়, এবং সে দিক্‌সকল সুখময় সন্দর্শন করে।' অথবা 'পতির কাম পূরণের নিমিত্ত পতিকে প্রিয় করা হয় না, কিন্তু পরমাত্মার প্রীণনার্থই পতিকে প্রিয় বোধ করা হয়। প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মা, দারা, অপত্য ও ধনাদি যাঁহার সম্পর্কে প্রিয় বলিয়া অনুভূত হয়, তদপেক্ষা প্রধান প্রিয় আর কে

প্রিয় ইতি স্মরণাৎ। কামঃ সুখম্। চতুর্থী পূর্ব্ববৎ। তথাচ যৎসম্পর্কাৎ যৎসঙ্কল্পাদ্ যৎসম্বন্ধাদ্বা অপ্রিয়মপি প্রিয়ং ভবতি স শ্রীহরিরেব প্রেষ্ঠো দ্রষ্টব্য ইতি। কিঞ্চ নায়মাত্মশব্দো জীবার্থক ইতি শক্যমাগ্রহীতুং তস্য বিভৌ পরেশে মুখ্য-ব্যুৎপন্নত্বাৎ। ইতরথা আত্মা বা অরে ইত্যনেনানন্বয়াপত্তিঃ। সত্যাঞ্চ তস্যাং বাক্যভেদঃ। স্বীকৃতে চ তস্মিন্ পূর্ব্ববাক্যস্য ন কিঞ্চিৎ ফলং পশ্যামঃ। দ্রষ্টব্যতৌপয়িকতয়া তস্যোপ-দেশাৎ। ন চোভয়ত্রাপি জীবার্থকোঽস্তু ব্রহ্মৈকান্তধর্ম্মশ্রুতি-ব্যাকোপাৎ। যদ্যপ্যয়ং নির্গুণাত্মবাদী চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিরিতি বক্ষ্যমাণাৎ তথাপ্যবিদ্যা-

তথাচেতি। কিঞ্চেতি। অয়মুপক্রমবাক্যস্থঃ। ইতরথেতি। উপক্রমস্থাত্ম-শব্দস্য জীবার্থকত্বস্বীকারে তেন সহাত্মা বা অরে ইতি বাক্যস্যৈকবাক্যতালক্ষণ-সম্বন্ধো ন স্যাৎ তস্যৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবেদিনঃ পরেশপরত্বাদিত্যর্থঃ। তস্যামনন্বয়াপত্তৌ। তস্মিন্ বাক্যভেদে। তস্য পূর্ব্ববাক্যস্য। উভয়ত্রাপি

আছেন।' ইত্যাদি বাক্যানুসারে এস্থলে কাম শব্দের অর্থ সুখ। চতুর্থী পূর্ব্ববৎই হইয়া থাকে। যাঁহার সম্পর্ক সঙ্কল্প ও সম্বন্ধ হেতু অপ্রিয়ও প্রিয় হয়, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। আত্মশব্দ পরমেশ্বরে মুখ্যভাবে ব্যুৎপন্ন, তৎ-শব্দে জীবরূপ অর্থ গ্রহণই করা যাইতে পারে না। অন্যথা 'আত্মাই দ্রষ্টব্য,' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। বাক্যভেদ স্বীকার করিলে, দ্রষ্টব্যতা ও ঔপয়িকতারূপে উপদেশ হেতু পূর্ব্ববাক্যের নিষ্ফলতা ঘটে। উভয় বাক্যকেই জীবার্থকও বলা যায় না; কারণ, ব্রহ্মৈকান্তধর্ম্মনির্দ্দেশক শ্রুতির বাধ হয়। যদিও ঔড়ুলোমি নির্গুণ আত্মবাদী বটেন, তথাপি এইরূপ

বিনিবৃত্তয়ে তাদৃগাত্মাভিব্যক্তয়ে চ শ্রীহরিং ভজত্যার্ত্বিজ্য-মিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রিয়ত ইতি বক্ষ্যমাণাৎ ভক্তিরেব সর্ব্বাভীষ্টসাধিকেতি প্রসিদ্ধং ॥ ২১ ॥

স্যাদেতৎ। স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদকমেবানু-লীয়তে ন হাস্যোদ্‌গ্রহণায়ৈব স্যাদ্ যতো যতস্ত্বাদদীত লবণ-মেবৈবং বা। অরে ইদং মহদ্‌ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন

পূর্ব্ববাক্যে পরবাক্যে চেত্যর্থঃ। নন্বৌড়ুলোমেরীদৃগ্‌ভক্তিব্যাহারঃ কথং তত্রাহ যদ্যপীতি। সূত্রদ্বয়ার্থস্তু তদ্ভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২১ ॥

পুনঃ শঙ্কতে স্যাদেতদিতি। স যথেত্যস্য পূর্ব্বপক্ষেঽয়মর্থঃ। সৈন্ধব-খণ্ডে উদকক্ষিপ্তে তত্র বিলীয়মানস্য তস্যোদ্‌গ্রহণং কর্ত্তুমশক্যম্। যতো যত উদকপ্রদেশাৎ স আদীয়তে তত্তৎপ্রদেশো লবণমেব ন তূদকলবণয়োঃ পার্থক্যেন প্রাপ্তিঃ। এবমিদং প্রত্যগ্রূপং মহৎ পূজ্যং অনবচ্ছিন্নং ভূতং সত্যং অনন্তং নিত্যমপারং বিভুম্। ঈদৃশং বস্তু বিজ্ঞানঘনো জীবঃ প্রকৃত্যধ্যাসী সন্ দেহেন্দ্রিয়ভাবেন পরিণতেভ্যো ভূতেভ্যঃ খাদিভ্য এব সমুত্থায় তৈঃ স সৃষ্টঃ সন্ দেবমানবাদিসংজ্ঞয়া ব্যক্তীভূয় তান্যেব ভূতানি বিনশ্যতি সতি অনু-পশ্চাৎ বিনশ্যতি তদ্বিনাশেন বিনাশীভবতি। সিদ্ধান্তে ত্বয়মর্থঃ। সৈন্ধব-খণ্ডো যথোদকে ক্ষিপ্তস্তদ্ব্যাপ্নোতি ন চাস্যোদ্ধৃত্য গ্রহণং ভবেৎ। অরে মৈত্রেয়ি এবমেব বিজ্ঞানঘনে জীবে ইদং মহদ্‌ভূতমনন্তমপারং ব্রহ্ম ব্যাপ্যাস্তী-

---

উক্তির ব্যাঘাত হইতেছে না, কারণ বক্ষ্যমাণ সূত্রদ্বয়ানুসারে ভক্তির সর্ব্বাভীষ্ট-সাধকত্ব প্রসিদ্ধই আছে, জানিতে হইবে ॥ ২১ ॥

সৈন্ধবখণ্ড যেরূপ জলমধ্যে নিক্ষেপ করিলে, তাহা জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, উহাকে আর পূর্ব্বভাবে পাওয়া যায় না। জলেরও আর লবণ হইতে পার্থক্য থাকে না; ঐ জলের যে অংশই গ্রহণ করা যাইবে, তাহাই লবণময় বোধ হইবে। তদ্রূপ এই মহদ্ভূত, অনন্ত, অপার, বিজ্ঞানঘন জীব প্রকৃতির

এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতীত্যেত-ন্মধ্যমং বাক্যং কথং প্রতিসমাধেয়ং। তন্ত্রোক্তজীবসাধনে নিপুণতরত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ।

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ২২ ॥

উদকে সৈন্ধবখিল্যস্যেব বিজ্ঞানঘনশব্দিতস্য জীবেতরস্য মহতো ভূতস্য পরমাত্মনোঽবস্থিতেরুপদেশাৎ তন্মধ্যগতং বাক্যং পরমাত্মপরমেব। তথাচ পরাপরাত্মনোর্ভেদপ্রত্যয়াৎ ন মহদ্‌ভূতমনন্তং বস্ত্বেব বিজ্ঞানঘনো জীব ইতি কাশকৃৎস্নো

ত্যনুষঙ্গঃ। কৃৎস্নং জীবস্বরূপং তদ্ব্যাপ্যং ভবতি ন তু বহিস্তেনাবৃতমিত্যর্থঃ। অন্তঃপ্রবেশাভিপ্রায়াদেবাণোরণীয়ানিতিশ্রুতিরাহ। সর্ব্বাবচ্ছেদেন ব্যাপ্তে-স্তিলেষু তৈলং দধিনীরসর্পিরিতি শ্রুতিঃ সঙ্গচ্ছতে। ইত্থঞ্চোপাস্যস্য শ্রীহরেঃ সদা সান্নিধ্যাৎ তস্যোপাসনে প্রবৃত্তেরুৎসাহো যোগ্য ইতি ভাবঃ। স চ বিজ্ঞান-ঘনস্তঞ্চেন্নোপাস্তে তর্হি এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি তদুৎপত্তিবিনাশাবাত্মনি মন্যমানঃ সংসরতীত্যর্থঃ। যদ্যসৌ তমুপাস্তে তদা প্রেত্য তল্লোকং প্রাপ্য তত্র বিরাজতস্তস্য সংজ্ঞা নাস্তি। ভূতসংসৃষ্টতয়া দেব-মনুষ্যাদিধীরাত্মনি ন ভবতীত্যর্থঃ। স্বরূপনিষ্ঠা তদ্‌ভৃত্যত্বধীস্তত্র স্ফুরত্যেবেতি। বিজ্ঞানঘনশব্দস্ত মহদ্বিশেষণত্বে ক্লীবত্বং স্যান্নচৈবমস্তি। তথাচোক্তমেব সুষ্ঠু।

অধ্যাসবশত দেহেন্দ্রিয়ভাবে পরিণত ভূত সকল হইতে উৎপন্ন ও তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া দেবমানবাদি সংজ্ঞাতে ব্যক্তদশা প্রাপ্ত হয়েন এবং পশ্চাৎ ঐ ভূতবর্গের বিনাশেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন। এই বাক্যের সমাধানার্থ আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক পরবর্ত্তী সূত্র দ্বারা তাহার সমাধান করিতেছেন।

জলে সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় বিজ্ঞানঘনশব্দিত জীবেতর ঐ মহাভূত পরমাত্মার অবস্থানের উপদেশ হেতু মধ্যবর্ত্তী বাক্যও পরমাত্মপররূপেই জানিতে হইবে।

মন্যতে। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ। যেনাহং নামৃতঃ স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যামিতি মোক্ষোপায়ং পৃষ্টো মুনিরাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদিনা পরমাত্মোপাসনং তদুপায়মুক্ত্বা আত্মনি খল্বরে দৃষ্ট ইত্যাদিনা উপায়স্য লক্ষণং স যথা দুন্দুভেরিত্যাদিনা উপাসনোপকরণং করণনিয়মনং চ সামান্যাদুপদিশ্য স যথা আর্দ্রৈধোঽগ্নেরিত্যাদিনা স যথা সর্ব্বাসামপামিত্যাদিনা

অবস্থিতেরিতীতি। অয়মত্রেতি। যেন বিত্তাদিনা। তত্রাত্মনি খল্বিত্যাদৌ। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ স পরমাত্মেত্যর্থ্যাদুপাস্যলক্ষণমুক্তং ভবতি। স যথেতি। স দৃষ্টান্তো যথেত্যর্থঃ। যথা বাদ্যমানস্য দুন্দুভিশঙ্খাদের্ধ্বনৌ নিহিতমনাস্তাং ধ্বনিং গৃহ্লাতি নান্যদেবং শ্রীহরিনিহিতমনাঃ শ্রীহরিমেব গৃহ্লীয়ান্ন ততোঽন্যদিতি করণসংযমস্তদুপাসনোপযোগীত্যর্থঃ। যথার্দ্রৈধোঽগ্নেরিত্যাদিনা পুনরুপাস্যলক্ষণম্। যথার্দ্রকাষ্ঠযুক্তাদগ্নের্ধূমবিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবং যস্মাৎ বেদাদয়ো নিঃশ্বসিতরূপা নিত্যশব্দা প্রাদুর্ভবন্তি স পরমাত্মেত্যর্থঃ। স যথা

বিশেষত পরমাত্মা ও জীবের ভেদ প্রত্যয় হেতু মহদ্ভূত অনন্ত বস্তু কখনই বিজ্ঞানঘন জীব হইতে পারে না; ইহা কাশকৃৎস্ন ঋষি বলিয়া থাকেন। এস্থলের মীমাংসা এই যে, 'আমি যেরূপে মৃত্যু হইতে মুক্ত হই, তাহা বলুন,' এইরূপে মোক্ষের উপায় বিষয়ে পৃষ্ট হইয়া, মুনি, 'আত্মাই দ্রষ্টব্য,' ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মার উপাসনাকেই মুক্তির উপায়, 'আত্মা দৃষ্ট হইলে,' ইত্যাদি বাক্যে উপাস্যের লক্ষণ, এবং 'দুন্দুভি-শঙ্খাদির ধ্বনিতে নিহিতমনা ব্যক্তি যেমন ঐ ধ্বনিমাত্রই গ্রহণ করেন, অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ শ্রীহরিতে নিহিতচিত্ত ব্যক্তি তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন,' এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা উপাসনার উপকরণ ইন্দ্রিয়সংযম, সামান্যত উপদেশ করিয়া, পরে 'আর্দ্রকাষ্ঠযুক্ত অগ্নি হইতে যেরূপ ধূম ও বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ যাঁহা হইতে নিঃশ্বসিত-

চ সবিস্তরং তদুভয়ং পুনরুক্ত্বা অথ মোক্ষোপায়প্রবৃত্তিপ্রোৎসাহনায় স যথা সৈন্ধবেত্যাদিনা সদৈবোপাস্যসান্নিধ্যমুপপাদ্য এতেভ্য এব ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়েত্যনুপাসকস্য দেহোৎপত্তিবিনাশানুকারিতয়া সংসারতো দেহাত্মভ্রান্তিং প্রদর্শ্য ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তীত্যুপাসকস্য তু পরমং দেহবিয়োগং প্রাপ্য বিমুক্তস্য তদানীং স্বাভাবিকস্বজ্ঞানোদয়াদ্ভূতসঙ্ঘাতেনৈকীকৃত্য আত্মনি দেবমনুষ্যাদিধীর্নাস্তীত্যভিধায় যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতীত্যাদিনা মুক্তস্যাপি তস্য পরমাত্মানমাশ্রয়মুপদিশ্য যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদিতি তস্য

সর্ব্বাসামিত্যাদিনা পুনঃ করণনিয়মনমুক্তম্। যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্রো মুখ্যাশ্রয়ো যথা চ সর্ব্বেষাং স্পর্শাদীনাং ত্বগাদয়ো গ্রাহকাস্তথা শ্রীহরিরেব সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারাশ্রয়স্তদ্‌গ্রাহী চ বিধেয় ইতি তদর্থঃ। অবশিষ্টং স্ফুটার্থম্। স্বজ্ঞানোদয়াদিতি। নিজস্বরূপনিজজ্ঞানাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। যত্র হি

রূপ নিত্য বেদশব্দ আবির্ভূত হয়,' এবং 'সমুদ্র যেরূপ নিখিল জলের আশ্রয়, তদ্রূপ তিনিই সকলের আশ্রয়ভূত,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তদুভয়ই পুনর্ব্বার বলিয়া মোক্ষোপায়প্রবৃত্তির প্রোৎসাহনের নিমিত্ত 'স যথা সৈন্ধব,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সদাকাল উপাসকের সান্নিধ্য উপপাদন পূর্ব্বক 'ঐ সকল ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উৎপত্তি-বিনাশাদির অনুকরণে অনুপাসকের সংসার ও দেহাত্মভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া, 'প্রেত্য সংজ্ঞা হয় না,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা উপাসকের পরম দেহবিয়োগে বিমুক্তির অনন্তর স্বাভাবিক স্বজ্ঞানোদয়ে দেবমনুষ্যাদি বুদ্ধি থাকে না, এইরূপ বলিলেন। পরে 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরমাত্মা মুক্তেরও আশ্রয়, এইরূপ উপদেশ পূর্ব্বক 'যদ্দ্বারা সকলকে জানা যায়' ইত্যাদি বাক্য

দুর্জ্ঞেয়তামাপাদ্য বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি প্রক্রমোক্তাৎ তৎপ্রসাদরূপাদুপাসনাদ্বিনা তং সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং কেনোপায়েন জানীয়াৎ ন কেনাপীত্যেতদেবোপাসনমমৃতত্বোপায়ঃ পরমাত্মাপ্তিরেবামৃতত্বমিত্যুপসংহৃতবান্। অতঃ পরমাত্মৈবাস্মিন্ বাক্যসন্দর্ভে নিরূপ্যতে ন তু তন্ত্রোক্তঃ পুমান্ ন চ তদধিষ্ঠিতা প্রকৃতিরিতি॥ ২২॥

এবং নিরীশ্বরং প্রধানবাদং নিরস্য সেশ্বরং তমিদানীং নিরস্যন্ বিশ্বকারণতাবাদিবাক্যানি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তয়তি। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-

---

দ্বৈতমিবেত্যাদৌ পরমাত্মসঙ্কল্পসিদ্ধদিব্যবিগ্রহযোগো মুক্তস্যেতি চতুর্থেঽধ্যায়ে স্ফুটীভাবি॥ ২২॥

পূর্ব্বত্রৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানশ্রবণাৎ বাক্যং যথা ব্রহ্মপরমভূৎ তথেহ বীক্ষাপূর্ব্বকসৃষ্টিশ্রবণাৎ বাক্যং নিমিত্তমাত্রতাববোধি ভবত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ।

দ্বারা তাঁহার দুর্জ্ঞেয়তা স্থির করিয়া 'বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানা যায়,' ইত্যাদি প্রক্রমোক্ত তৎপ্রসাদরূপ উপদেশ ব্যতিরেকে ঐ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে কোন রূপেই জানা যায় না; সুতরাং উপাসনাই একমাত্র মুক্তির উপায়, পরমাত্মপ্রাপ্তিই মুক্তি, এইরূপ উপসংহার করিলেন। অতএব এই সন্দর্ভে পরমাত্মাই নিরূপিত হইয়াছেন, তন্ত্রোক্ত প্রধান বা জীব উপদিষ্ট হয়েন নাই॥ ২২॥

এইরূপে নিরীশ্বর প্রধানবাদ নিরাস করিয়া সেশ্বর প্রধানবাদ নিরস্ত করিবার নিমিত্ত বিশ্বকারণতাবাদী বাক্য সকল পরব্রহ্মে সমন্বয় করিতেছেন। 'সেই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন। যাঁহা হইতে এই সকল ভূতের উৎপত্তি,

দ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়। স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইত্যাদীনি বচাংসি শ্রূয়ন্তে। কিমেষু নিমিত্তমেব ব্রহ্ম মন্তব্যং কিম্বা নিমিত্তোপাদানরূপং তদিতি বীক্ষায়াং পূর্ব্বপক্ষো দর্শ্যতে। তথাহি যদ্যপ্যুপনিষদস্তস্মাদ্বা এতস্মা-দিত্যাদিভির্বাক্যৈর্জগৎকারণতয়া পরং ব্রহ্মাহুস্তথাপি তাস্থ নিমিত্তমাত্রতা তস্য মন্তব্যা। তদৈক্ষত স ঐক্ষত ইত্যাদিষু বীক্ষণপূর্ব্বকসৃষ্টিবর্ণনাৎ তৎপূর্ব্বকস্রষ্টারঃ খলু কুলালাদয়ো ঘটাদিনিমিত্তান্যেব দৃশ্যন্তে জগদুপাদানন্তু প্রকৃতিরেব স্যাৎ উপাদানোপাদেয়য়োস্তয়োঃ সাধর্ম্ম্যদর্শনাৎ। ন চ নিমিত্ত-মেবোপাদানমিতি শক্যং বক্তুং। লোকে জড়স্য মৃদাদের্ঘটা-দ্যুপাদানত্বং চেতনস্য ... কুলালাদের্ঘটাদিনিমিত্তত্বমিতি

এবং নিরীশ্বরমিত্যাদিনা সেশ্বরমিতি পাতঞ্জলং জ্ঞেয়ম্। তদিতি ব্রহ্ম বোধ্যম্।

সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মাই অগ্রে ছিলেন। তিনি একমাত্র ও অদ্বিতীয় অর্থাৎ স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-শূন্য। তিনি ঈক্ষণ করিলেন। তিনি বহু-ভবন সঙ্কল্প করিলেন। তিনি প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। তিনি লোক সৃষ্টির জন্য প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করিলেন।’ ইত্যাদি বাক্য সকল শ্রুত হয়। ঐ সকল বাক্যে ব্রহ্ম কি কেবল নিমিত্তমাত্ররূপেই উপদিষ্ট হইয়াছেন অথবা উপাদান ও নিমিত্ত উভয়রূপেই উপদিষ্ট হইয়াছেন? ঐ সকল বাক্যে ব্রহ্মের নিমিত্তত্বই লক্ষিত হয়। কুলালাদি যেরূপ ঈক্ষণপূর্ব্বক ঘটাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নিমিত্ত হয়েন, ব্রহ্মও তদ্রূপই হইবেন। প্রকৃতিই জগতের উপা-দান। প্রকৃতির সহিত বিশ্বের উপাদান ও উপাদেয়ের সাধর্ম্ম্য দৃষ্ট হইতেছে। নিমিত্তকে উপাদানও বলিতে পারা যায় না। জড় মৃত্তিকার উপাদানত্ব এবং

তয়োর্ভেদনিয়মাৎ। তথানেককারকসিদ্ধঞ্চ কার্য্যং বীক্ষ্যতে। তদেবং লোকসিদ্ধং ভাবমুপেক্ষ্য তস্যৈকস্যৈব তদুভয়ত্বং বক্তুং ন তাঃ ক্ষমন্তে। অতো নির্ব্বিকারেণ ব্রহ্মণা অধিষ্ঠিতা বিকারিণী প্রকৃতিরেব বিকৃতস্য বিশ্বস্য জগত উপাদানং ব্রহ্ম তু নিমিত্তমেব কেবলং। ন চৈতদ্ যৌক্তিকং। বিকারজননী-মজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাং। ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে

তয়োরিতি প্রকৃতিজগতোরিত্যর্থঃ। ভাবমভিপ্রায়ম্। ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভি-প্রায়চেষ্টাত্মজন্মস্বিতি নানার্থবর্গঃ। তস্যৈকস্যেতি ব্রহ্মণ এবেত্যর্থঃ। তদুভয়ত্ব-মিতি নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চেত্যর্থঃ। তা উপনিষদঃ। ক্ষমন্তে সমর্থা ভবন্তি। কেবলং শুদ্ধং বিকারশূন্যমিতি হেতুগর্ভবিশেষণম্। ন চৈতদিতি। যৌক্তিকং যুক্তিবলকল্পিতম্। বিকারেতি। বিকারজননীং শুদ্ধাং। অজ্ঞাং জড়াং। অষ্ট-রূপামিতি। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধেতি স্মৃতেঃ। অজাং জন্মরহিতাং অতো ধ্রুবাং নিত্যাং বীক্ষতে ভগবানিতিশেষঃ। তেনেশ্বরেণাধ্যাসিতাধিষ্ঠিতা সতী ধ্যায়তে কার্য্যাণি

চেতন কুলালের নিমিত্তত্ব প্রসিদ্ধই আছে। নিমিত্ত ও উপাদান সর্ব্বত্রই পরস্পর ভিন্ন। কার্য্যের অনেক কারণও দৃষ্ট হয়। সুতরাং লোকসিদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদান উভয় বলা সঙ্গত হয় না। নির্ব্বিকার ব্রহ্ম কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া বিকারিণী প্রকৃতিই বিকৃত জগৎ উৎ-পাদন করেন। প্রকৃতিই উহার উপাদান, ব্রহ্ম নিমিত্তমাত্র। ইহা কেবল যুক্তিবলকল্পিতও নহে; এ সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ শ্রুতিবাক্য সকলও দৃষ্ট হয়। যথা,—বিকারজননী অর্থাৎ শুদ্ধা, অজ্ঞা অর্থাৎ জড়া, ভূমি জল অনল বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার রূপ অষ্টরূপবিশিষ্টা, জন্মরহিতা অতএব নিত্যা প্রকৃতি সেই পুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতা হইয়া কার্য্য করিতে অভিলাষিণী

প্রেরিতা পুনঃ। সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ। গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী। সিতাসিতা চ রক্তা চ সর্ব্বকামদুঘা বিভোঃ। পিবন্ত্যেনামবিষমামবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ। একস্তু পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোঽত্র বশানুগাং। ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ প্রসভং বিভুঃ। সর্ব্ব-

সিসৃক্ষতি। তেন প্রেরিতা সতী তগতে কার্য্যাণ্যুৎপাদয়তি। কিমর্থমিত্যাহ সূয়ত ইত্যাদি। পুরুষার্থং জীবভোগাপবর্গার্থং জগৎ সূয়ত ইত্যর্থঃ। গৌঃ সন্তানোৎ-পাদনসাম্যাৎ তত্তুল্যা। অনাদ্যন্তবতী নিত্যেত্যর্থঃ। উভয়ত্র ক্রমেণ হেতু জনিত্রী ভূতভাবিনীতি। সিতেত্যাদিনা সত্ত্বতমোরজোময়ীত্যুক্তা। বিভোরীশস্য সর্ব্বকামদুঘা বিবিধবিচিত্রসর্গসাধিকা। অবিজ্ঞাতা বিবেকখ্যাতিহীনাস্তৎ-কার্য্যদেহাদিবন্ধনাস্তদ্বশা জীবা এতাং পিবন্ত্যনুভবন্তীত্যর্থঃ। অবিষমাং সর্ব্বেষু কুমারেষু সাধারণীম্। একো মুখ্যো দেবঃ ক্রীড়াপরঃ পরমাত্মা স্বচ্ছন্দঃ স্বতন্ত্রো বশানুগাং স্বায়ত্তামেনাং পিবতে ভুঙ্‌ক্তে তৎপ্রবর্ত্তনাদিনা তামনু-ভবতীত্যর্থঃ। তদেবাহ ধ্যানেতি। ধ্যানং স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। কার্য্যং সৃষ্টিসঙ্কল্পঃ ক্রিয়া তস্যাঃ পরিণতিঃ। তাভ্যাং প্রসভং বলাদেব ভুঙ্‌ক্তে। নন্বেবং প্রকৃত্যনুভবে তল্লেপঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ ভগবানিতি। তদাপ্যবিলুপ্ত-

---

হয়েন, পরে তৎকর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সমাধান করেন। তিনিই জীবের ভোগ ও অপবর্গের নিমিত্ত জগৎ প্রসব করেন। তিনি অনাদি অনন্ত ধেনুতুল্যা। তিনিই জনিত্রী, তিনিই ভূতভাবিনী। তিনি সত্ত্বরজ-স্তমোময়ী। তিনি ঈশ্বরের সকল কাম দোহন করেন, অর্থাৎ তাঁহার বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। বিবেকখ্যাতিহীন তদ্বশস্থিত সন্তানতুল্য জীব সকল, সকলের প্রতি অবিষমা সেই প্রকৃতির স্তন পান করেন। অবিলুপ্ত-ষড়ৈশ্বর্য্য পরমাত্মা স্বাধীন হইয়াও ক্রীড়ার্থ সেই স্ববশবর্ত্তিনী প্রকৃতিকে প্রবর্ত্তনাদি দ্বারা বল পূর্ব্বক উপভোগ করেন। ঐ প্রকৃতি আবার কর্ম্মিগণ

সাধারণীং দোগ্ধ্রীং পীয়মানাং তু যজ্বভিঃ। চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে। ইতি চুলিকোপনিষদি শ্রবণাৎ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ। যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে। মনসো নোপকর্ত্তৃত্বাৎ তথাসৌ পরমেশ্বরঃ। সন্নিধানাদ্ যথাকাশকালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ। তথৈবাপরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ। নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃষ্টানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ইত্যাদ্যাঃ। এবং সিদ্ধৌ ক্বচিদ্‌ব্রহ্মোপাদানতাভাসি বচাংসি কথঞ্চিদন্যথৈব নেয়ানীত্যেবং প্রাপ্তে।

ষড়ৈশ্বর্য্য ইত্যর্থঃ। যজ্বভির্যজমানৈঃ কাম্মিভিরিত্যর্থঃ। যথা সন্নিধীতি শ্রীবৈষ্ণবে। গন্ধো নাসিকাসন্নিহিতঃ সন্ মনসঃ ক্ষোভহেতুর্ভবতি ন তু কিঞ্চিৎ করোতি। আকাশাদয়শ্চ তরুং নোৎপাদয়ন্তি ন চ তং বর্দ্ধয়ন্তি কিন্তু সন্নিধিমাত্রেণ সন্নিধানাদেবাবকাশাদিদানদ্বারা তস্য হেতবঃ কথ্যন্তে। তথা প্রকৃতিসন্নিধিমাত্রেণ জগদ্ধেতুরীশ্বরো ন তু তত্র ব্যাপারীতি। স্ফুটার্থ-মন্যৎ। শ্রুতৌ প্রতীতো ব্যাপারোঽত্র নিরস্তঃ। ননু ব্রহ্মৈবোপাদানমিতি বদতাং বচসাং কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ কথঞ্চিদিতি। তৎসন্নিধিং বিনা

কর্ত্তৃক পীয়মান হইয়া অসাধারণ দোগ্ধ্রী হয়েন। ঐ অব্যক্ত প্রকৃতিই ব্যক্ত-দশাপন্ন হইয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যাতে অভিহিত হয়েন। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে;—গন্ধ যেমন কিছু না করিয়াই নাসিকার সন্নিহিত হইলেই ক্ষোভের কারণ হয়, তদ্রূপ পরমেশ্বর সন্নিধিমাত্রই—সঙ্কল্পমাত্রই বিশ্বের কারণ হয়েন, আকাশ ও কাল যেরূপ বিকৃত না হইয়াও অবকাশাদি দান দ্বারা তরুর কারণ হয়, ভগবান্ হরিও তদ্রূপ অপরিণত থাকিয়াই বিশ্বের কারণ হয়েন। সৃষ্টিকার্য্যে তিনি নিমিত্তকারণ মাত্র। সৃজ্যশক্তি সকল প্রধান হইতেই

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মৈব জগতঃ প্রকৃতিরুপাদানং কুতঃ প্রতিজ্ঞেত্যাদেঃ। শ্রৌতয়োঃ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তয়োরানুগুণ্যাদিত্যর্থঃ। শ্বেতকেতো যন্নু সৌম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষীর্যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়া প্রতিজ্ঞা শ্রূয়তে

প্রকৃতৌ পরিণামো ন ভবেদিতি তস্যৈব স উপচর্য্যতামিতি ভাবঃ। এবং প্রাপ্তে।

প্রকৃতিশ্চেতি। শ্বেতকেতো ইতি তৎপিতুরুদ্দালকস্য বাক্যম্। শ্বেতকেতো হে সৌম্য চন্দ্রবৎপ্রিয়দর্শন অনূচানমানী সাঙ্গবেদাধ্যয়নবানস্মীত্যভিমানবান্। অতএব মহামনাঃ মহানস্মীতি মনো যস্যাসৌ তথা। অতএব স্তব্ধো বিনয়শূন্যোঽসি। ইদং যৎ তৎ কিমিত্যর্থঃ। যেন প্রশ্নেন মতেন বিজ্ঞাতেন অন্যৎ সর্ব্বং অশ্রুতমমতং অবিজ্ঞাতমপি শ্রুতং মতং বিজ্ঞাতঞ্চ

সমুৎপন্ন, সুতরাং প্রধানই জগতের উপাদান। অতএব ব্রহ্মোপাদানতাবোধক বাক্য সকল অন্য প্রকারেই ব্যাখ্যাত হউক, এইরূপ আক্ষেপের সমাধানার্থ পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান। কারণ, শ্রৌত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুরোধে অর্থাৎ আনুগুণ্য হেতু তাহাই অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে 'হে সৌম্য শ্বেতকেতো! তুমি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, তুমি মহামনা, তুমি বেদজ্ঞত্বাভিমানী স্তব্ধ অর্থাৎ বিনয়শূন্য হইয়াছ। এ... তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি সেই উপদেশ্যকে জানিয়াছ, যাঁহাকে জানিলে, আর জানিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না?' ইত্যাদি বাক্যে একবিজ্ঞানেই সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা হইয়াছে। উপদেশ্য বস্তু যদি উপাদান হয়,

ছান্দোগ্যে। সা কিলাদেশস্য উপাদানত্বে সতি সম্ভবেৎ কার্য্যস্য তদব্যতিরেকাৎ। নিমিত্তাৎ তস্যাব্যতিরেকস্তু ন কুলালঘটয়োর্ব্যতিরেকাৎ। দৃষ্টান্তেঽপি যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদিত্যাদিরুপাদানবিজ্ঞানাৎ কার্য্যবিজ্ঞানবিষয়স্তত্রৈব শ্রুতঃ। স চ নিমিত্তমাত্রতাভ্যুপগমে ন সম্ভবেৎ। ন হি কুলালে বিজ্ঞাতে ঘটো বিজ্ঞায়তে। তদনুপরোধাৎ বিশ্বস্যোপাদানঞ্চ নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈবেতি ॥ ২৩ ॥

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥

ভবতি তমাদেশং পরেশমপ্রাক্ষীঃ পৃষ্টবান্ অভূদিত্যর্থঃ। আদেশঃ শাস্তা উপদেষ্টো বেত্যর্থঃ। তাদৃশস্য তস্য বিজ্ঞানং তব প্রায়েণাভূন্ন বেতি। কথমন্যথা তব মহাগর্ব্বোদয়ঃ স্যাৎ। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ২৩ ॥

অভিধ্যেতি। অভিধ্যা সঙ্কল্পঃ। চশব্দাদ্বহুস্রষ্টৃত্বোপদেশঃ। যদ্যপি অকাময়তেতি বাক্যং পূর্ব্বং জ্ঞাতপরং তথাপি পরবাক্যস্য তস্য তত্রত্য-

তবেই উক্ত প্রতিজ্ঞা সঙ্গত হয়। উপাদান হইতে কার্য্যের ভেদ থাকে না, সুতরাং কারণকে জানিলেই কার্য্যকেও জানা হয়। কুলালাদি নিমিত্তকারণ হইতে ঘটাদি কার্য্য পৃথক্। কারণজ্ঞানকালে কার্য্যের জ্ঞানই হইতে পারে না। দৃষ্টান্তেও উহাই উক্ত হইয়াছে। 'যেমন একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুকেই জানা হয়।' ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাদান-বিজ্ঞানেই কার্য্যবিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মকে নিমিত্তমাত্র বলিলে, ঐ দৃষ্টান্তের সঙ্গতি হয় না। কারণ, কুলালজ্ঞানে ঘটজ্ঞান কখনই দৃষ্ট হয় না। অতএব প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের আনুগুণ্যপ্রযুক্ত ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

চশব্দোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় স তপোঽতপ্যত তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজৎ। যদিদং কিঞ্চন তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবদিতি তৈত্তিরীয়কে পরমাত্মন এব চিজ্জড়াত্মনা বহুভবনসঙ্কল্পোপদেশাৎ তদাত্মকবহুস্রষ্টৃত্বোপদেশাচ্চ স এবোভয়রূপঃ ॥ ২৪ ॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

অবধৃতৌ চশব্দঃ। কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীৎ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতৈতৎ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্ ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ মনীষিণো মনসা প্রব্রবীমি

জ্ঞানায় তদাকরতামাত্রং পুনরুক্তম্। সচ্চেত্যাকাশবায়ূ ত্যচ্চেতি তেজোঽপ্-পৃথিব্যঃ ॥ ২৪ ॥

'তিনি, বহু হইব, এইরূপ কামনা করিলেন। তিনি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত সঙ্কল্পাত্মক তপস্যা করিলেন। তদনন্তর পরিদৃশ্যমান সমস্তই সৃষ্টি করিলেন। তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। তিনি চিৎস্বরূপ, জড়স্বরূপে স্বীয় শক্তির প্রকাশ করিলেন।' এইরূপে তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে পরমাত্মারই চিৎস্বরূপে ও জড়স্বরূপে বহু হইবার সঙ্কল্পের উপদেশহেতু এবং তাঁহারই চিজ্জড়াত্মক বহুরূপে সৃষ্টৃত্বোপদেশহেতু তিনিই উভয়রূপ হইতেছেন ॥ ২৪ ॥

'সে বন কিরূপ? সে বৃক্ষই বা কে, যাহা হইতে এই স্বর্গ ও পৃথিবী উৎপন্ন হইল?' এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে উক্ত হয়, 'ব্রহ্মই বিশ্বভুবন ধারণ পূর্ব্বক অধিষ্ঠান করিতেছেন। ব্রহ্মই বন, তিনিই বৃক্ষ, তাঁহা হইতেই স্বর্গ ও পৃথিবী

বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্ ইতি তত্রৈব সাক্ষাদুভয়রূপত্বকথনাদেব তস্য তথাত্বং। ইহ হি যতো বৃক্ষাদুপাদানভূতাদ্ দ্যাবাপৃথিবীশব্দোপলক্ষিতং 'জগদীশ্বরো নিষ্টতক্ষুর্নির্ম্মিতবান্। বচনব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। স বৃক্ষঃ কস্তদাধারভূতং বনঞ্চ কিং ভুবনানি ধারয়ন্ স যদধ্যতিষ্ঠৎ তৎ কিমিতি লোকানুসারিণি প্রশ্নে অলৌকিকবস্তুত্বাৎ স চ তত্তচ্চ ব্রহ্মৈবেত্যুক্তমতস্তদেবোভয়রূপমিতি॥ ২৫॥

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ॥ ২৬॥

সোঽকাময়তেতি সৃষ্টিকামত্বেন প্রকৃতঃ পরমাত্মৈব তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি সৃষ্টেঃ কর্ত্তৃভূতঃ কর্ম্মভূতশ্চ শ্রূয়তে

স চ তত্তচ্চেতি। স চ বৃক্ষঃ তত্তচ্চ বনমধিষ্ঠানঞ্চেত্যর্থঃ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। উভয়রূপং নিমিত্তোপাদানাত্মকমিত্যর্থঃ॥ ২৫॥

আত্মকৃতেরিতি। লোকে তু খলু কৃতিমান্ কর্ত্তা কৃতিবিষয়ো মৃৎসুবর্ণাদিরূপাদানমিতি ব্যবস্থা। আত্মানমিতি দ্বিতীয়য়া কৃতিবিষয়ত্বম্। স্বয়মিত্যনেন

উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মই বিশ্বসংসার ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন।' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মেরই তদুভয়রূপত্ব কথন হেতু ব্রহ্মই জগতের উপাদানভূত ও তিনিই উহার নিমিত্তকারণ, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মই বৃক্ষ এবং তিনিই তাহার অধিষ্ঠানভূত বন। ব্রহ্মই ভুবনের অধিষ্ঠানস্বরূপ। ব্রহ্ম অলৌকিকস্বভাব বস্তু, সুতরাং তিনিই সকলের অধিষ্ঠান; তাঁহার অধিষ্ঠান কেহই না হইলেও কোন দোষই হইতেছে না। অতএব ব্রহ্মই নিমিত্তোপাদানাত্মক॥২৫॥

'তিনি কামনা করিলেন,' এইস্থলে সৃষ্টিবিষয়িণী-কামনা-বিশিষ্টরূপে পরমাত্মাই প্রক্রান্ত হইয়াছেন। 'তিনি আপনা হইতেই আপনাকে প্রকাশ

অতস্তস্যৈব তদুভয়রূপত্বং। নন্‌ কথমেকস্যৈব পূর্ব্বসিদ্ধস্য কর্ত্তৃতয়া স্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং তত্রাহ পরিণামাদিতি। কূটস্থত্বাদ্যবিরোধিপরিণামবিশেষসম্ভবাদবিরুদ্ধং তস্য তৎ। ইদমত্র তত্ত্বং। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ ইতি শ্রুতেস্ত্রিশক্তি ব্রহ্ম। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যত ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্য নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চাভিধীয়তে। তত্রাদ্যং পরাখ্যশক্তিমদ্রূপেণ দ্বিতীয়ন্তু তদন্যশক্তিদ্বয়দ্বারৈব। সবিশেষণে বিধিনিষেধৌ বিশেষণ-

কৃতিমত্বঞ্চ। তথাচোপাদানং নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈবেত্যুক্তম্। কুতঃ আত্মকৃতেরাত্মসম্বন্ধিন্যাঃ কৃতেরিত্যর্থঃ। সম্বন্ধশ্চাত্র বিষয়বিষয়িভাবঃ। আত্মাধারাধারিভাবশ্চ। ইদমত্রেতি। পরাপ্রধানক্ষেত্রজ্ঞরূপা শক্তিত্রয়ী। বিষ্ণ্বিতি শ্রীবৈষ্ণবে। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা চ তৃতীয়া শক্তির্মায়েত্যর্থঃ। তস্যেতি ব্রহ্মণঃ। অভিধীয়তে শাস্ত্রেষু। সবিশেষণে ইতি। বিশিষ্টে বস্তুনি যো বিধির্নিষেধশ্চ স খলু বিশেষণপর্য্যবসায়ীত্যর্থঃ। যথা গৌরঃ পুমানিত্যত্র গৌরত্বং পুংসো বিহিতং তৎ খলু

করিলেন।' ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মাই সৃষ্টির কর্ত্তা ও কর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছেন, সুতরাং পরমাত্মাই উভয়স্বরূপ। কূটস্থত্বাদি ধর্ম্মের অবিরোধী পরিণামবিশেষের সম্ভবহেতু কর্ত্তৃরূপে স্থিত পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তুর কর্ম্মরূপত্বও অসঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে বক্ষ্যমাণরূপে মীমাংসা হইতেছে। 'পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে,' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম শক্তিত্রয়বিশিষ্টরূপে অভিহিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণেও ব্যক্ত আছে, বিষ্ণুর পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা, এই তিনটি শক্তি আছে। অতএব ব্রহ্মের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব, উভয়ই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে পরাখ্যশক্তিমৎস্বরূপের নিমিত্তত্ব এবং তদন্যশক্তিদ্বয়

মুপসংক্রামত ইতি ন্যায়াৎ। য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি-যোগাদিত্যাদিশ্রবণাচ্চ। এবঞ্চ নিমিত্তং কূটস্থমুপাদানন্তু পরিণামীতি সূক্ষ্মপ্রকৃতিকং কর্ত্তৃ স্থূলপ্রকৃতিকং কর্ম্ম ইত্যে-কস্যৈব তদুভয়ত্বং সিদ্ধং। মৃৎপিণ্ডাদিদৃষ্টান্তশ্রবণাৎ পরি-ণামাদিতি সূত্রাক্ষরাচ্চ ভ্রান্ত্যধ্যাসপর্য্যায়োঽতাত্ত্বিকান্যথা-ভাবাত্মা বিবর্ত্তঃ পরিহৃতঃ। ন চ শুক্ত্যাদিবদ্‌ব্রহ্মণ্যধ্যাসঃ

বিশেষণদেহপর্য্যবসায়ি প্রতীতম্। যথা ভগবৎকৈঙ্কর্য্যপ্রতিবন্ধী স্তম্ভো নিন্দ্য ইত্যর্থঃ। তৎ কৈঙ্কর্য্যপ্রতিবন্ধিত্বং স্তম্ভস্য বিশেষণং নিষিধ্যতে মাভূদিতি তথৈতদ্বোধ্যম্। এবঞ্চেতি। কূটস্থং নির্ব্বিকারম্। সূক্ষ্মেতি। সূক্ষ্মানভি-ব্যক্তগুণা তমঃশব্দিতা সঙ্কুচিতজ্ঞানা জীবশব্দিতা চ প্রকৃতির্যত্র তৎ পরাবদ্‌-ব্রহ্মকর্ত্তৃনিমিত্তং তাদৃক্ তদুভয়াংশস্তূপাদানং বোধ্যং। স্থূলাভিব্যক্তগুণা প্রধানাদিবিকাশিতগুণা জীবশব্দিতা চ প্রকৃতির্যস্য তদ্‌ব্রহ্মেতি। কর্ম্মেতি ক্রিয়মাণমিত্যর্থঃ। নন্বু ব্রহ্মণো বিবর্ত্তোঽস্তু প্রপঞ্চ ইতি চেৎ তত্রাহ মৃৎ-

দ্বারা উপাদানত্ব জানিতে হইবে। গৌর পুরুষ বলিলে যেরূপ গৌরত্ববিশিষ্ট পুরুষের গৌরত্বই বিহিত ও অগৌরত্ব নিষিদ্ধ হয় এবং ঐ গৌরত্ব যেরূপ পুরু-ষের বিশেষণভূত শরীরেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মের উপাদানত্ব শক্তিমদ্ ব্রহ্মের শক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। 'যিনি এক ও অবর্ণ হইয়াও নিজ সঙ্কল্প অনুসারে শক্তি দ্বারা বহুবর্ণের সৃষ্টি করেন।' ইত্যাদি শ্রুতি ও পূর্ব্বোক্ত ন্যায় তাঁহার তদুভয়স্বরূপত্বই প্রতিপাদন করি-তেছে। এবং নিমিত্তবস্তু কূটস্থ ও উপাদানবস্তু পরিণামি, সূক্ষ্মপ্রকৃতি কর্ত্তা ও স্থূলপ্রকৃতি কর্ম্ম এইরূপে একেরই উভয়রূপত্ব সিদ্ধ হইল। মৃৎ-পিণ্ডাদি দৃষ্টান্ত হইতে ও 'পরিণামাৎ' এই সূত্র হইতে ভ্রান্তি, অধ্যাস বা অতাত্ত্বিক অন্যথাভাব স্বরূপ বিবর্ত্তবাদ পরিহৃত হইতেছে। শুক্তির

সম্ভবতি তদ্বৎ তস্য পুরোনিহিতত্বাভাবাৎ। ন চাকাশবৎ তত্র সঃ তদ্বৎ তস্য গম্যত্বাভাবাৎ। কিঞ্চান্যথাভাবোঽন্যথাভানমেব। তচ্চ নাবৃত্তিমন্তরেণ সম্ভবেৎ। আবৃত্তিস্তু ব্রহ্মেতরত্বাদ্বিবর্ত্তান্তঃ পতেদিত্যনবস্থৈব। এবমপি ক্বচিৎ তদুক্তির্বিরাগায়ৈবেতি তত্ত্ববিদঃ। ইতরথা তন্মাত্রভূতাদীনাং

পিণ্ডাদীতি। বিবর্ত্তবাদেঽনুপপত্তিং দর্শয়তি ন চেতি। তদ্বৎ শুক্ত্যাদিবৎ। তস্য ব্রহ্মণঃ। ননু পুরোনিহিতত্বমপ্রয়োজকং বিভোরপ্যাকাশস্যৈবাল্লাধ্যাসাদিতি চেৎ তত্রাহ আকাশবদিতি। গম্যত্বং গোচরত্বমধ্যাসে প্রয়োজকং ব্রহ্মণি তত্বাভাবান্নাধ্যাস ইত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। তচ্চান্যথাভানম্‌। এবমিতি। আত্মানমেবাত্মতয়া বিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্‌। জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জামহের্ভোগভবাভবৌ যথেত্যাদৌ বিবর্ত্তবাদোক্তিঃ প্রপঞ্চে বৈরাগ্যায়েত্যর্থঃ। ইতরথেতি। তন্মাত্রাণি শব্দাদীনি ভূতানি খাদীনি যে চৈব প্রতিসর্গং শ্রূয়ন্তে নাধিকানি ন চোনানি। তেজ উষ্ণং জলং শীতং পৃথিবী ত্বনুষ্ণাশীতেত্যেবং বস্তুস্বভাবাশ্চ নিয়তা অনুভূয়ন্তে সর্ব্বৈঃ। তদেতৎ সর্ব্বং বিপর্য্যস্তং। তস্মাৎ যদি রজ্জুভুজঙ্গাদিবদ্‌ ভ্রমবিজৃম্ভিতঃ প্রপঞ্চঃ স্যাৎ তস্যানাদিত্বাৎ বস্তুভূতত্বাদেব চেয়মেকরূপতা সিদ্ধ্যেৎ।

ন্যায় ব্রহ্মবস্তুতে অধ্যাসের সম্ভবই হয় না। কারণ, ব্রহ্ম পুরোনিহিত বস্তু নহেন। ঐ অধ্যাসকে আকাশের উপাধির সদৃশও বলা যায় না। কারণ, ব্রহ্মের উপাধিবৈশিষ্ট্যপ্রতীতিই অসম্ভব। আরও অন্যথাভাবের অন্যথাভান অর্থও সঙ্গত হয় না। কারণ, আবৃত্তি ব্যতিরেকে অন্যথাভানই ঘটে না। ঐ আবৃত্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হওয়াতে এবং ব্রহ্মভিন্ন বস্তুরই অভাব প্রযুক্ত বিবর্ত্তেরই মধ্যে পতিত হইতেছে, সুতরাং অনবস্থাদোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িতেছে। অতএব তত্ত্ববিদ্‌ ব্যক্তিগণ, কোথাও কোথাও যে বিবর্ত্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা সংসার-বৈরাগ্যের নিমিত্তই বলিয়া থাকেন।

ন্যূনতাতিরেকো বা শ্রূয়তে ভ্রান্তেরনিয়তরূপত্বাৎ। নিয়তস্বভাবানাং বস্তূনাং ভাববিনিময়শ্চ দৃশ্যতে। তস্মাৎ তাত্ত্বিকান্যথাভাবাত্মা পরিণাম এব শাস্ত্রীয়ঃ ॥ ২৬ ॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমিত্যাদিশ্রুতৌ যোনিমিতি কর্ত্তারং পুরুষমিতি চ গীয়তে হি যস্মাদতো ব্রহ্মৈবোভয়ং। যোনিশব্দস্তূপাদানবাচী। পৃথিবী যোনিরোষধিবনস্পতীনামিত্যাদিপ্রয়োগাৎ। যৎ খলু নিমিত্তোপাদানয়োর্লোকবেদাভ্যাং ভেদ ইতি যচ্চ

সাদিত্বে সৃষ্টেরকস্মাৎ স্বীকারে মুক্তানামপি পুনর্জন্মপ্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিসাদৃশ্যানুপপত্তিশ্চ। অবস্তুভূতত্বে স্বাপ্নিকরাজ্যাদিবৎ ক্ষণে ক্ষণে বৈলক্ষণ্যঞ্চ স্যাৎ। শাস্ত্রীয় ইতি। তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ য ইতি শ্রুতেঃ। কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামস্বভাবত ইত্যাদি স্মৃতেঃ। পরিণামাদিতি সূত্রখণ্ডাচ্চ ॥ ২৬ ॥

অন্যথা ভ্রান্তির অনিয়তত্ব প্রযুক্ত তন্মাত্র বা ভূতাদির ন্যূনতা বা আধিক্যও দৃষ্ট হইত এবং নিয়তস্বভাব বস্তুরও ভাববিনিময় পরিদৃষ্ট হইত। অতএব তাত্ত্বিক অন্যথাভাবরূপ পরিণামবাদই শাস্ত্রীয়; বিবর্ত্তবাদের শাস্ত্রীয়তা সিদ্ধ হইতেছে না ॥ ২৬ ॥

'যিনি ভূতযোনি, সেই ব্রহ্মভূত আদিকারণ পুরুষকে পণ্ডিতগণ বিশ্বের কর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়াই দর্শন করেন।' এই শ্রুতিতে ব্রহ্মই কর্ত্তা ও যোনিরূপে উক্ত হইয়াছেন। কারণ, ব্রহ্মই উপাদান ও নিমিত্ত এতদুভয়স্বরূপ। যোনিশব্দ উপাদানবাচী। পৃথিবী, ওষধি ও বনস্পতির যোনি অর্থাৎ উপাদান, এইরূপ লৌকিক প্রয়োগও দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটি কার্য্যের নানাবিধ

লোকে কার্য্যস্যানেকসিদ্ধত্বনিয়মাদেকস্মাদেব তস্মাৎ তদ্বক্তুং ন তাঃ ক্ষমা ইত্যুক্তং তদনেনৈব প্রত্যুক্তং ॥ ২৭ ॥

অথ দর্শিতঃ সমন্বয়ো ভজ্যেত ন বেতি বিশঙ্কাং বিহন্তুং অধিকরণমারভতে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ শ্রূয়তে। ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ। একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ। যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ। বিশ্বাধিকো রুদ্রঃ শিবো মহর্ষিঃ। যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব

যোনিরিতি। যৎ খল্বিতি। তৎ জগৎ কার্য্যম্। তা উপনিষদঃ। অনেনৈব আশ্বক্ততেরিতি সূত্রব্যাখ্যানেনৈব ॥ ২৭ ॥

বিশ্বকারণে সর্ব্বেশ্বরে শ্রীহরৌ বেদানাং সমন্বয়ো দর্শিতঃ স ন যুজ্যতে শ্রীশিবাদেরপি বিশ্বকারণত্বেন শ্রবণাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। অথেত্যাদি। ক্ষরমিত্যাদৌ হরাদিশব্দানাং সিদ্ধান্তার্থোঽয়ং হরতি তত্বানি লয়াভিমুখ্যং নয়তি ইতি হরঃ পরমাত্মা স ত্বমৃতাক্ষর ইত্যর্থঃ। রুজং সংসৃতি-পীড়াং দ্রাবয়তি অপনয়তীতি রুদ্রঃ স এব। একঃ সর্ব্বাধ্যক্ষঃ। তস্মাৎ দ্বিতীয়ায় ন তস্থুঃ ততোঽন্যং নোপতস্থুরাশিশ্রিয়ুরিত্যর্থঃ। শিবো মঙ্গল-

---

কারণ দৃষ্টে উপাদান ও নিমিত্তের যে লৌকিক ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাও এতদ্দ্বারা প্রত্যুক্ত হইতেছে ॥ ২৭ ॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রদর্শিত সমন্বয়ের ভঙ্গ হয় কি না, এই আশঙ্কা করিয়া তৎপরিহারার্থ পরবর্ত্তী অধিকরণের অবতারণা করিতেছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শ্রুত হয়,—'ক্ষর প্রধান অমৃত অক্ষর সংহারকর্ত্তা হরই সকলের অধ্যক্ষ। তিনি লোকের সংসার-পীড়ার অপনয়ন করিয়া রুদ্র নামে অভিহিত হয়েন। তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় আশ্রয় নাই। তিনিই দেবতাদিগের উৎপত্তির কারণ। তিনিই বিশ্বের প্রধান। যখন দিবা, রাত্রি, স্থূল, সূক্ষ্ম

কেবল ইতি। প্রধানাদিদমুৎপন্নং প্রধানমধিগচ্ছতি। প্রধানে লয়মভ্যেতি ন হ্যন্যৎ কারণং মতমিতি। জীবাদ্ভবন্তি ভূতানি জীবে তিষ্ঠন্ত্যচঞ্চলাঃ। জীবে চ লয়মিচ্ছন্তি ন জীবাৎ কারণং পরমিতি চৈবমাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতে হরাদিশব্দাঃ শিতিকণ্ঠাদের্বাচকা উত পরব্রহ্মণ এবেতি। প্রসিদ্ধেঃ শিতিকণ্ঠাদেরেবেতি প্রাপ্তে।

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ॥ ২৮॥

এতেনোক্তপ্রকারকসমন্বয়চিন্তনেন সর্ব্বে হরাদয়ঃ শব্দা ব্যাখ্যাতা ব্রহ্মপরতয়া নীতাঃ তস্য সর্ব্বনামত্বাৎ। নামানি

রূপঃ শ্রীহরিঃ মঙ্গলং মঙ্গলানামিতি সহস্রনামস্তোত্রাৎ। প্রধানাদিতি। প্রধানাৎ সর্ব্বতত্ত্বমুখ্যাৎ পরমাত্মনঃ। জীবাদিতি জীবয়তি সর্ব্বানিতি ব্যুৎপত্তের্জীবঃ পরেশঃ কো হ্যেবান্যাদিতি শ্রুতেশ্চেতি। পূর্ব্বপক্ষে তু হরাদিনামানঃ শিতিকণ্ঠাদয়ো বোধ্যাঃ। তত্রেতি। তত্র ক্ষরমিত্যাদিশ্রুতিষু। শিতিকণ্ঠাদেরুমাপত্যাদেঃ।

কিছুই ছিল না, তখন কেবল শিব অর্থাৎ মঙ্গলরূপ সেই পরমাত্মাই ছিলেন।' 'প্রধান হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহা তাহাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিশ্ব তাহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়; তিনি ভিন্ন অন্য কারণ নাই।' জীব হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, জীবেই ভূত সকল অধিষ্ঠিত এবং তাহাতেই উহারা বিলীন হয়।' ইত্যাদি শ্রুতিই উক্ত সমন্বয়-ভঙ্গের নিদান।

এস্থলে সংশয় এই যে, ঐ সকল রুদ্রাদি-শব্দ শিবাদি দেবতাবিশেষেরই বাচক অথবা উহারা ব্রহ্মবস্তুকেই বোধ করাইতেছে। ঐ সকল শব্দ দেবতাবিশেষেই প্রসিদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে, এইরূপই সিদ্ধান্ত হউক। তদুত্তর বলিতেছেন,—

বিশ্বানি ন সন্তি লোকে যদাবিরাসীৎ পুরুষস্য সর্ব্বং। নামানি সর্ব্বাণি যমাবিশন্তি তং বৈ বিষ্ণুং পরমমুদাহরন্তীতি ভাল্লবেয়শ্রুতিঃ। বৈশম্পায়নোঽপ্যেতান্ শ্রীকৃষ্ণাহ্বয়ান্ সস্মার। শ্রীনারায়ণাদীনি নামানি বিনান্যানি রুদ্রাদিভ্যো হরির্দত্তবানিত্যন্যত্র স্মর্য্যতে। কিন্ত্বয়মত্র নিয়মঃ। যত্রান্যবাচকত্বে-

---

এতেনেতি। তস্যেতি। তস্য পরব্রহ্মণঃ। শ্রীবিষ্ণোরেব হরাদিনামনামিত্বাদিত্যর্থঃ। যদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডে। রুজং দ্রাবয়তে যস্মাৎ রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ। ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ। পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ। তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিণাকীতি ততঃ স্মৃতঃ। শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ। কৃত্ত্যাত্মকমিদং বিশ্বং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্। কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ। বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে। এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ। বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ। ইতি মনুষ্যাদিশব্দানামপি শ্রীহরৌ বৃত্তিঃ শ্রূয়তে। কিমুত তত্র যোগভাজাং হরাদিশব্দানামিত্যভিপ্রায়েণোদাহরতি যদ্ যতঃ পুরুষাদেব সর্ব্বমাবিরভূৎ। নামানীতি। কার্য্যনামান্যপি কারণনামান্যেবাভেদাদিতিভাবঃ। বৈশম্পায়নোঽপীতি। এতান্ হরাদিশব্দান্। অন্যত্রেতি। যথা স্কান্দে। ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজবৎ ত্র্যম্বকং পুরমিতি। ব্রাহ্মে চ। চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি। উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কাপালীতি শিবস্য চ। বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি

উক্ত-প্রকারক সমন্বয়-চিন্তন দ্বারা হরাদি-শব্দ সকল ব্রহ্মপররূপেই নির্ণীত হইল; কারণ, সকলই তাঁহার নাম। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 'বিশ্ব বা নাম কিছুই ছিল না, সকলই তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। সমস্ত নাম যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়, তিনিই পরমপুরুষ বিষ্ণুরূপে উদাহৃত হয়েন। বৈশম্পায়নও ঐ সকল হরাদিশব্দকে কৃষ্ণেরই নাম বলিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণেও উক্ত

ৎপ্যাবিরোধস্তত্রান্যদমুখ্যতয়োচ্যতে। যত্র তু বিরোধস্তত্র শ্রীবিষ্ণুরেবেতি। পদাভ্যাসোঽধ্যায়সমাপ্তিদ্যোতনায়। সর্ব্বে বেদাঃ পর্য্যবস্যন্তি যস্মিন্ সত্যানন্তাচিন্ত্যশক্তৌ পরেশে। বিশ্বোৎপত্তিস্থেমভঙ্গাদিলীলে নিত্যং তস্মিন্নস্তু কৃষ্ণে মতির্নঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ॥

কেশব ইতি। যত্রেতি শাস্ত্রে। ইত্থং পঞ্চত্রিংশদধিকৈকশতসূত্রকেণ সপ্তত্রিংশদধিকরণকেন প্রথমাধ্যায়েন ব্রহ্মণি বেদানাং সমন্বয়ং নিরূপ্যাথ তদ্ভক্ত্যাশয়া মঙ্গলমাচরতি সর্ব্ব ইতি। স্থেমা পালনম্। ভঙ্গঃ সংহারঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে প্রথমাধ্যায়স্য
চতুর্থপাদো ব্যাখ্যাতঃ।

হইয়াছে, শ্রীহরি, নারায়ণাদি ভিন্ন হরাদি নাম ঐ শিবাদি দেবতাকে প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে এই মাত্র নিয়ম জানিতে হইবে যে, যে স্থলে ঐ সকল নাম অন্যকে বোধ করাইলেও কোন বিরোধ হয় না, সেই স্থলে অন্যান্যের অপ্রাধান্য এবং যে স্থলে বিরোধ হয়, সেই স্থলে উহারা এককালেই অন্যকে বোধ না করাইয়া বিষ্ণুকেই বোধ করাইবে। ব্যাখ্যাত শব্দের পুনরুক্তি অধ্যায়সমাপ্তির দ্যোতক মাত্র।

সমস্ত বেদ যাঁহাতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়, সেই সত্যস্বরূপ, অনন্ত ও অচিন্ত্যশক্তি, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারণ, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে আমাদের সতত মতি হউক॥ ২৮॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্থ পাদ।

প্রথম অধ্যায়ের স্থূল বিবরণ।

সমগ্র বেদান্তদর্শনে চারিটি অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায়ে আবার চারি চারিটি করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ষোড়শটি পাদ আছে। প্রথম অধ্যায়ে নানাবিধ শ্রুতি সকলের ব্রহ্মে সমন্বয় করা হইয়াছে বলিয়া, এই অধ্যায়ের নাম সমন্বয়াধ্যায় হইয়াছে। এই সমন্বয়াখ্য প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গক শ্রুতি সকলের, দ্বিতীয়পাদে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গক শ্রুতি সকলের, তৃতীয়পাদে অস্পষ্ট-ব্রহ্মলিঙ্গক অথচ স্পষ্টজীবাদিবিষয়ক শ্রুতিসকলের এবং চতুর্থপাদে অস্পষ্ট-ব্রহ্মলিঙ্গক অথচ প্রধানাদিবোধক শ্রুতিসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় করা হইয়াছে। এই প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে এগারটি অধিকরণে একত্রিংশৎটি সূত্র, দ্বিতীয়পাদে সাতটি অধিকরণে ত্রয়স্ত্রিংশৎটি সূত্র, তৃতীয়পাদে এগারটি অধি-করণে ত্রিচত্বারিংশৎটি সূত্র এবং চতুর্থপাদে আটটি অধিকরণে অষ্টাবিংশতিটি সূত্র, এইরূপে ইহাতে সর্ব্বসমেত সপ্তত্রিংশৎটি অধিকরণে একশত পয়ত্রিশটি সূত্র আছে।

প্রতি অধিকরণেই শাস্ত্রসঙ্গতি, অধ্যায়সঙ্গতি ও পাদসঙ্গতি বিবেচিত হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, অধ্যায়ের বিষয় ও পাদের ব্যুৎপাদ্য বস্তু অবগত হইয়া পর্য্যালোচনা করিলেই পূর্ব্বোক্ত তিনটি সঙ্গতি এবং আক্ষেপাদি অবান্তর সঙ্গতি সকল, বিশেষরূপে উল্লিখিত না হইলেও, আপনা হইতেই স্থিরীকৃত হইয়া যাইবে। প্রতি অধিকরণেই আবার প্রথমত বিষয়, সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ, এই তিনটি করিয়া অবয়ব প্রকাশের পর সিদ্ধান্তরূপ আর একটি করিয়া অবয়ব প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল অনুধাবন করিলেই শাস্ত্রার্থ বিশেষ রূপেই অবগত হওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

দুর্য্যুক্তিকদ্রোণজবাণবিক্ষতং
পরীক্ষিতং যঃ স্ফুটমুত্তরাশ্রয়ম্।
সুদর্শনেন শ্রুতিমৌলিমব্যথং
ব্যধাৎ স কৃষ্ণঃ প্রভুরস্তু মে গতিঃ॥০॥

অথাবিরুদ্ধাখ্যং দ্বিতীয়াধ্যায়ং ব্যাখ্যাতুকামো মঙ্গলমাচরতি দুর্য্যুক্তি-কেতি। স কৃষ্ণো দেবকীসুতো ভগবান্ প্রভুঃ সর্ব্বেশ্বরো মে গতিঃ প্রাপ্য-প্রাপকশ্চাস্তু ভবতাৎ। কীদৃশঃ স ইত্যাহ যঃ সুদর্শনেন তন্নাম্না চক্রেণ পরীক্ষিতমাভিমন্যবমব্যথং ব্যথাশূন্যং ব্যধাৎ কৃতবান্। কীদৃশমিত্যাহ দুর্য্যুক্তিকেতি। দুর্য্যুক্তিকো দুষ্টযোজনীকৃদ্‌যোঽশ্বত্থামা তস্য বাণেন ব্রহ্মাস্ত্রেণ বিক্ষতং দগ্ধপ্রায়ম্। গর্ভস্থে ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগো দুর্যোজনীয় উচ্যতেঽন্যায্য-ত্বাৎ। এতদেব স্ফুটয়ন্ বিশিনষ্টি উত্তরেতি। উত্তরা তন্মাতা সৈবাশ্রয়ো যস্য তং তদ্‌গর্ভস্থমিত্যর্থঃ। ভগবদনুগ্রহে হেতুং ব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি

অনন্তর অবিরোধাখ্য দ্বিতীয় পাদ ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত ভাষ্যকার মঙ্গলাচরণ করিতেছেন :—

যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভস্থ স্বভক্ত পরীক্ষিৎকে স্বীয় সুদর্শন অস্ত্র দ্বারা প্রয়োগাযোগ্য অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই আমার গতি হউন। অথবা, কুমতনিবারণক্ষম যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কপিলাদি মুনিগণের বাক্য দ্বারা ব্যাকুলিত বেদান্তশাস্ত্রকে স্বীয় চতুর্লক্ষণী শাস্ত্র দ্বারা দোষস্পর্শ-পরিশূন্য করিয়াছিলেন, তিনিই আমার গতি হউন॥ ০॥

প্রথমেঽধ্যায়ে নিরস্তনিখিলদোষোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিরপরিমিতগুণগণঃ সর্ব্বাত্মাপি সর্ব্ববিলক্ষণো জগন্নিমিত্তোপাদানভূতঃ সর্ব্বেশ্বরো বেদান্তবেদ্যঃ সমন্বয়নিরূপণেনোক্তঃ। দ্বিতীয়ে তু স্বপক্ষে স্মৃতিতর্কবিরোধপরিহারপ্রধানাদিবাদানাং যুক্ত্যাভাস-

---

শ্রুতীতি। শ্রুতয়ো বেদা মৌলৌ যস্য তং তদুক্তং ভগবদ্ধর্ম্মবিশিষ্টম্ ইত্যর্থঃ। ভূতয়া ভাবিন্যা বেদনিষ্ঠায়া ভণিরিয়ং বোধ্যা। পক্ষে স কৃষ্ণো বাদরায়ণো ব্যাসঃ। প্রভুর্নিখিলকুমতনিরাকরণক্ষমঃ মে গতিঃ শরণমস্তু। যঃ সুদর্শনেন চতুর্লক্ষণীশাস্ত্রেণ শ্রুতিমৌলিং বেদান্তমব্যথং ব্যধাৎ। পরোক্তদোষগন্ধাস্পৃষ্টং কৃতবানিত্যর্থঃ। সুদর্শনত্বং তস্য পরতত্ত্বনির্ণায়কত্বাৎ বোধ্যম্। কীদৃশং শ্রুতিমৌলিমিত্যাহ দুর্যুক্তিকেতি। দুর্যুক্তিকাশ্চত্বারো যে কপিলাদয়স্ত এব দ্রোণাঃ কাকবিশেষাস্তেভ্যো জাতেন বাণেন বাক্সমূহেন তৎপ্রণীতেন সূত্রবৃন্দেনেত্যর্থঃ। বিক্ষতমন্যার্থোদ্ভাবনেনানিত্যত্বনিরূপণেন চ ব্যাকুলিতমিত্যর্থঃ। পরীক্ষিতং কৃতপরীক্ষং পরব্রহ্ম পরং নিত্যঞ্চেতি নির্দ্ধারিতমিত্যর্থঃ। উত্তরাশ্রয়ং সিদ্ধান্তপ্রতিপাদকম্। হরিরেব বেদান্তার্থঃ ন ত্বন্যদিতি সিদ্ধান্তোত্তরমুচ্যতে। তথাচ কপিলাদিস্মৃতিভিস্তদীয়তর্কৈশ্চ বেদান্তদর্শনে সম্ভাবিতো বিরোধোঽত্র নিরসনীয় ইতি তদ্ব্যঞ্জকমিদং পদ্যম্॥ ০॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ার্থান্ বক্ষ্যংস্তেষূপযোগাৎ প্রথমাধ্যায়ার্থাননুস্মারয়তি প্রথমে ইত্যাদিনা। ধীপ্রবেশায় দ্বিতীয়াধ্যায়ার্থান্ সমাসেন তাবদ্দর্শয়তি দ্বিতীয়ে ত্বিত্যাদিনা। চিন্তিতে সমন্বয়ে বিরোধপরিহারায় অয়মধ্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে। ইত্যনয়োর্বিষয়বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধঃ। নির্বিষয়স্য বিরোধস্য পরিহারাযোগাৎ তদ্বিষয়সমন্বয়ঃ পূর্ব্বচিন্তিতঃ বিষয়ভূতো বিরোধস্তু অধুনা পরিহর্ত্তব্য ইত্যনয়োঃ পৌর্ব্বোত্তর্য্যং যুক্তম্। শ্রৌতসমন্বয়ে বিরোধপরিহারত্বাদস্য প্রাদস্ত

প্রথম অধ্যায়ে সমন্বয় নিরূপণ দ্বারা নিরস্তনিখিলদোষরাশি, অচিন্ত্যানন্তশক্তি, অপরিমিতগুণবৃন্দ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিলক্ষণ, জগন্নিমিত্তোপাদানভূত, সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিই বেদান্তবেদ্য, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপক্ষে স্মৃতিতর্কবিরোধের পরিহার, প্রধানাদিবাদের যুক্ত্যাভাসময়ত্ব এবং

ময়ত্বং সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়াঃ প্রতি বেদান্তমৈকবিধ্যং চেত্যয়মর্থনিচয়ো নিরূপ্যতে। তত্রাদৌ শ্রুতিবিরোধো নিরস্যতে। তত্র সংশয়ঃ সর্ব্বকারণভূতে ব্রহ্মণি দর্শিতঃ সমন্বয়ঃ সাংখ্যস্মৃত্যা বাধ্যতে ন বেতি। তত্র সতি সাংখ্যস্মৃতিনির্ব্বিষয়তাপত্তের্বাধ্যঃ স্যাৎ। স্মৃতিঃ খলু কর্ম্মকাণ্ডোদিতান্যগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি যথাবৎ স্বীকুর্ব্বতা ঋষিং প্রসূতং কপিলম্ ইত্যাদিশ্রুতাপ্তভাবেন পরমর্ষিণা কপিলেন মোক্ষেপ্সুনা জ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃংহণায় প্রণীতা। অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। ন দৃষ্টার্থসিদ্ধির্নিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনা-

---

শ্রুত্যধ্যায়সঙ্গতিঃ। পূর্ব্বপক্ষে বিরোধঃ ফলম্। সিদ্ধান্তে ত্ববিরোধস্তৎ। অস্যাধিকরণস্যাদিমত্বাৎ অবান্তরসঙ্গতিস্তু নাপেক্ষ্যতে। সপ্তত্রিংশৎসূত্রকং পঞ্চদশাধিকরণং প্রথমং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে তত্রাদাবিতি। শ্রুতীতি। সাংখ্যাদিশাস্ত্রৈঃ কৃতো বিরোধ ইত্যর্থঃ। তত্রেতি। তস্মিন্ সমন্বয়ে স্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ। নির্ব্বিষয়তা ব্যর্থতা। ঋষের্বৈদিকত্বং দর্শয়তি স্মৃতিঃ খল্বিতি। কপিলাভ্যুপগমং তৎসূত্রং দর্শয়তি অথেত্যাদি। অথশব্দোঽধিকারার্থো মঙ্গলার্থশ্চ। দুঃখত্রয়-

---

সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া সকলের সকল বেদান্তেই একরূপত্ব প্রভৃতি বিষয় সকল নিরূপণ করিতেছেন।

এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, সর্ব্বকারণভূত ব্রহ্মে যে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সাংখ্যের সহিত বিরুদ্ধ হয় কি না? পূর্ব্বোক্ত সমন্বয়টিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, সাংখ্যস্মৃতি নির্ব্বিষয় ও বাধিত হইয়া পড়ে। শ্রুতিতে কপিল নামক এক আপ্ত ঋষির উল্লেখ দেখা যায়। তিনি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড সকলকে যথাযথ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এবং ঐ কপিল ঋষিই জ্ঞানকাণ্ডের উপবৃংহণের নিমিত্ত সাংখ্যস্মৃতি প্রণয়ন করেন। ঐ সাংখ্য স্মৃতিতে ভুক্তিমুক্তি-প্রাপ্তিকাম ব্যক্তিবর্গের উপকারার্থ তত্ত্বলাভের উপায় সকল বর্ণিত হইয়াছে।

দিত্যাদিভিস্তত্র হ্যচেতনং প্রধানমেব স্বতন্ত্রং জগৎকারণমিত্যাদি নিরূপ্যতে—বিমুক্তমোক্ষার্থম্; স্বার্থং বা প্রধানস্য; অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্যেত্যাদিভিঃ। সা চ ব্রহ্মকরণতাপরিগ্রহে নির্ব্বিষয়া স্যাৎ। কৃৎস্নায়াস্তস্যাস্তত্ত্ব-

---

বিনাশোপায়ভূতঃ তত্ত্ববিমর্শঃ আশাস্ত্রপূর্ত্তেরধিকৃতো বেদিতব্যঃ। মঙ্গলরূপশ্চ স দুঃখবিনাশকত্বাৎ। তত্র দুঃখত্রয়মাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকরূপম্। তত্রাদ্যং দ্বিবিধং শারীরমানসভেদাৎ। বাতপিত্তাদিবৈষম্যহেতুকং শারীরম্। কামক্রোধাদিহেতুকং মানসম্। তদিদমান্তরোপায়সাধ্যত্বাদাধ্যাত্মিকম্। আধিভৌতিকং মনুষ্যপশ্বাদিহেতুকম্। আধিদৈবিকন্তু যক্ষরাক্ষসগ্রহাদ্যাবেশহেতুকম্। তদেতদ্দ্বয়ং বাহ্যোপায়সাধ্যম্। তস্য তু ত্রয়স্যাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। নিবৃত্তেরাত্যন্তিকত্বং তু নিবৃত্তস্য দুঃখস্য পুনরনুৎপাদাৎ। পুরুষার্থস্যাত্যন্তত্বং তস্য ধ্বংসাভাবরূপত্বেন নিত্যত্বাদিতি। নন্থ দুঃখত্রয়নিবৃত্তৌ দৃষ্টোপায়া বহবঃ সন্তি। শারীরদুঃখনিবৃত্তৌ সদ্বৈদ্যোরুপদিষ্টা মহৌষধয়ঃ মানসদুঃখনিবৃত্তৌ বরান্নতরুণীপ্রভৃতয়ঃ আধিভৌতিকদুঃখনিবৃত্তৌ নীতিশাস্ত্রাভ্যাসদুর্গাশ্রয়ণাদয়ঃ আধিদৈবিকদুঃখনিবৃত্তৌ চ মণিমন্ত্রাদয়ঃ সন্তীত্যেবং দৃষ্টোপায়েভ্যো দুঃখনিবৃত্তিসিদ্ধৌ শাস্ত্রসাধ্যবহুজন্মসম্পাদ্যচিত্তনিরোধাদৌ কথং সুধিয়া প্রবর্ত্তিতব্যমিতি চেত্তত্রাহ নদৃষ্টেতি। ন বয়ং দুঃখনিবৃত্তিমাত্রং পুরুষার্থং ব্রূমঃ। কিন্তু তদুৎপত্তিনিবৃত্তিমেব। ঔষধাদিনা তদ্দুঃখং নাবশ্যং নিবর্ত্ততে কথঞ্চিন্নিবৃত্তেঽপি পুনরন্যেন ভাব্যমিতি নৈকান্তিকী তন্নিবৃত্তিঃ। শাস্ত্রীয়োপায়াস্তু তদত্যন্তোচ্ছেদকত্বাদবশ্যাশ্রয়ণীয়া ইতি ভাবঃ। বিমুক্তেতি। স্বভাববিমুক্ত আত্মা তস্যাভিমানিকমোক্ষার্থং প্রধানস্য জগৎকর্ত্তৃত্বম্। স্বার্থং বেতি। পুরুষং ব্রহ্মাত্মানং বিবেকেন দর্শিতবান্ তাং প্রত্যুদাস্তামেবেতি নিজৌদাসীন্যার্থং বেত্যর্থঃ। অচেতনত্বেঽপীতি। অচেতনং যথা ক্ষীরং বৎসবিবৃদ্ধয়ে প্রবর্ত্ততে

সাংখ্যস্মৃতির মতে "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই অত্যন্তপুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উহাতে অচেতন প্রধানকেই স্বতন্ত্র জগৎকারণ বলিয়া

প্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ। অতঃ পরমাপ্তকপিলস্মৃত্যবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়াঃ। ন চৈবং মন্বাদিস্মৃতীনাং নির্ব্বিষয়তা। তাসাং ধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডোপবৃংহণে সতি সবিষয়ত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূতে—

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

অবকাশস্যাভাবোঽনবকাশঃ নির্ব্বিষয়তেত্যর্থঃ। সমন্বয়ানুরোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেষু সাংখ্যস্মৃতিনির্ব্বিষয়তাদোষাপত্তিরতঃ শ্রুতবিপরীতার্থতয়া তে ব্যাখ্যেয়া ইতি চেন্ন। কুতঃ অন্যেত্যাদেঃ। তথা সত্যন্যাসাং মন্বাদিস্মৃতীনাং বেদান্তানু-

---

তথা প্রধানং পুরুষবিমোক্ষায়েত্যর্থঃ। এতেন সূত্রদ্বয়েন জড়স্য প্রধানস্য স্বতঃ কর্ত্তৃত্বম্ উক্তম্। সা চেতি সাংখ্যস্মৃতিঃ। নির্ব্বিষয়া ব্যর্থা।

স্মৃত্যনবকাশেতি। অন্যৎস্মৃত্যনবকাশেতি। অবকাশঃ স্থানমর্থ ইতি যাবৎ। অতঃ শ্রুতিবিপরীতেতি। ন চ জগৎকারণে সিদ্ধে বস্তুনি বিকল্পো যুক্তঃ। তস্মাৎ প্রধানানুগুণ্যেন বেদান্তা ব্যাখ্যাতব্যাঃ সংপ্রতীতিভাবঃ।

নিরূপণ করা হইয়াছে। কেবল ব্রহ্মকেই যদি জগতের একমাত্র কারণ বলা হয়, তাহা হইলে, ঐ সাংখ্যস্মৃতি নির্বিষয় হইয়া পড়ে। অতএব পরম আপ্ত কপিল ঋষির মতের অবিরোধেই বেদান্ত সকলের ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য হইতেছে। তাহাতে মন্বাদি-প্রচারিত স্মৃতিরও নির্বিষয়তা হইতেছে না। কারণ, ধর্ম্মের প্রতিপাদন দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের উপবৃংহণে ঐ সকল স্মৃতি সবিষয়ই হইতেছে। এই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনার্থ প্রথম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন,—

অবকাশের অভাবই অনবকাশ। অনবকাশ শব্দের অর্থ নির্বিষয়তা। সমন্বয়ের অনুরোধে বেদান্তে সাংখ্যস্মৃতির নির্বিষয়তারূপ দোষের আপত্তি হইতেছে। অতএব যথাশ্রুত অর্থের বিপরীত অর্থেই বেদান্তের ব্যাখ্যা করা

সারিণীনাং ব্রহ্মৈককারণতাপরাণাং নির্ব্বিষয়তা মহান্ দোষঃ প্রসজ্যেত। তাসু হি সর্ব্বেশ্বরো জগদুৎপত্ত্যাদিহেতুঃ প্রতিপাদ্যতে নতু কাপিলোক্তপ্রকারান্তরতত্ত্বসঙ্গতিঃ। তত্র শ্রীমন্মনুঃ। আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্। মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥ যোঽসাবতীন্দ্রিয়াগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এষ স্বয়মুদ্বভৌ॥ সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ তদণ্ডমভ-

---

মৈবম্। কুতঃ অন্যস্মৃতীত্যাদেঃ। আসীদিতি। ইদং জগৎ পূর্ব্বং তমোভূতং তমসি বিলীনমাসীৎ। কীদৃক্ তম ইত্যাহ অপ্রতর্ক্যমিতি। অতস্তমসঃ স্বয়ম্ভুর্নিত্যঃ ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণো হরিঃ বৃত্তৌজাঃ পূর্ব্বসিদ্ধচিচ্ছক্তিবীর্য্যঃ তমোনুদঃ প্রকৃতিপ্রেরকঃ সর্ব্বভূতময়ঃ নিগীর্ণনিখিলচিদচিৎপ্রপঞ্চতমঃ-

---

উচিত হইতেছে, এইরূপ উক্তি কার্য্যকর হইতেছে না। কারণ ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলে, ব্রহ্মৈককারণতাপরা বেদান্তানুসারিণী মন্বাদি-স্মৃতির নির্বিষয়তারূপ মহান্ দোষ আপতিত হয়। ঐ সকল স্মৃতিতে সর্ব্বেশ্বরকেই জগতের সৃষ্ট্যাদির কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ঐ সকল স্মৃতিতে কপিল মুনি যেরূপ তত্ত্ব সকল বলিয়াছেন, সেরূপ বলা হয় নাই। মনু বলিয়াছেন, "সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই তমোময়, অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় ও সুপ্তের ন্যায় অবস্থিত ছিল। তদনন্তর স্বয়ম্ভু ভগবান স্বয়ং অব্যক্ত হইয়াও এই সংসারকে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত মহাভূতাদি-শক্তিসমন্বিত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত তমোরাশি বিদূরিত করিলেন। তিনি অতীন্দ্রিয়, অগ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময় ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তিনি স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া মনে মনে বিবিধ প্রজা সকলের সৃষ্টির অভিলাষী হইলেন। এবং প্রথমেই জলের সৃষ্টি করিলেন। পরমেশ্বর পরে ঐ কারণ-

বদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ ইত্যাদি। শ্রীপরাশরঃ। বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগত্তত্রৈব চ স্থিতম্। স্থিতিসংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ॥ যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ। তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং জনার্দ্দনঃ॥ ইত্যাদি। এবমন্যেঽপি। ন চাসাং স্মৃতীনাং কর্ম্মকাণ্ডার্থোপবৃংহণেন সাবকাশতা। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ার্থাং চিত্তশুদ্ধিমুদ্দিশ্য ধর্ম্মান্ বিদধতীনাং তাসাং জ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃংহণ এব বৃত্তেঃ। চিত্তশোধ-

---

শক্তিকঃ অচিন্ত্যস্তর্কাগোচরঃ। তাদৃশত্বে শ্রুত্যেকগম্য ইত্যর্থঃ। স্বয়ং স্বশক্ত্যেকসহায়ঃ। ইতি অভিধ্যায় বহু স্যামিতি সংকল্পাৎ। স্বাৎ শরীরাৎ সিসৃক্ষুরিতি জগৎস্রষ্টৈর্লীলানিত্যত্বং ব্যঞ্জিতম্। শরীরাত্তাদৃশাত্তমসঃ। বিষ্ণোরিতি শ্রীবৈষ্ণবে। তয়া ঊর্ণয়া। অত্র তমঃশক্তিমতশ্চেতনাদ্বিষ্ণোরেব প্রপঞ্চজন্মাদিস্মৃতিমতশ্চেতন এব তদ্ধেতুঃ। তথা চ স্মৃত্যোর্বিরোধে শ্রুত্যনুগতা স্মৃতিঃ প্রমাণম্। আসামিতি মন্বাদিস্মৃতীনাম্। চিত্তশুদ্ধিমিতি। কষায়শক্তিঃ

বারিতে বীর্য্যাধান করিলেন। ঐ বীর্য্য হইতে সহস্রসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী সুবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হইল। ঐ অণ্ডেই সর্ব্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।" পরাশর ঋষিও বলিয়াছেন, "পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবান বিষ্ণু হইতেই সমুৎপন্ন এবং তদাশ্রয়েই অবস্থিত। তিনিই ইহার পালনকর্ত্তা ও নাশকর্ত্তা। এই জগৎ তাঁহারই শক্তিবিশেষ। ঊর্ণনাভ যেরূপ নিজ দেহ হইতেই ঊর্ণা সকল বিস্তার পূর্ব্বক পরে আপনিই উহাকে গ্রাস করে, ভগবান বিষ্ণুও তদ্রূপ নিজ শক্তি হইতে জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া অন্তে আবার নিজ শক্তিতেই উহাকে বিলীন করিয়া থাকেন।" অপরাপর ঋষিগণও ঐরূপই বলিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডের উপবৃংহণ দ্বারাই সাংখ্যস্মৃতির সবিষয়তা সিদ্ধ হইবে, এরূপও বলা যায় না। কারণ, উহা ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের কারণস্বরূপ চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশে ধর্ম্মবিধানেই প্রবৃত্ত। উক্ত স্মৃতির ঐ প্রবৃত্তি জ্ঞানকাণ্ডের উপ-

কতা চৈষাং দৃশ্যতে—তমেতং বেদানুবচনেনেত্যাদি শ্রুতৌ। যত্তু তেষাং বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদিফলকত্বং ক্বাপি ক্বাপি বীক্ষ্যতেঽনুভাব্যতে চ তদপি শাস্ত্রবিশ্রম্ভোৎপাদনেন তত্রৈব চ বিশ্রান্তং সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তীত্যাদের্নারায়ণপরা বেদা ইত্যাদেশ্চ। ন চ সাংখ্যস্মৃত্যা বেদান্তার্থোপবৃংহণং শক্যং কর্ত্তুং শ্রুতিবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাৎ। শ্রুতিসংবাদার্থস্পষ্টীকরণং হ্যুপবৃংহণম্। ন চ তস্যামিদমস্তি। তস্মাচ্ছ্রুতিবিরুদ্ধা সাংখ্যস্মৃতিঃ স্বকপোলকল্পিতানাপ্তেতি ন তদ্ব্যর্থতাদোষাদ্বিভীমঃ। ন চাপ্তত্বব্যপাশ্রয়কল্পনয়া তৎস্মৃতিপক্ষপাতো

কর্ম্মাণীত্যাদি স্মৃতেঃ। এষাং ধর্ম্মাণাম্। তেষাং ধর্ম্মাণাং বৃষ্ট্যাদিফলং যচ্ছ্রূয়তে যচ্চ ফলং দত্ত্বা তথৈবানুভাব্যতে বেদেন হরিণা বা তৎ খলু তদ্বিশ্বাসার্থমেব বোধ্যম্। সাংখ্যস্মৃতের্বেদানুসারিত্বং দূষয়তি ন চেতি। তস্যাং সাংখ্য-

---

বৃংহণের নিমিত্তই বলিতে হইবে। ঐ সকল ধর্ম্মের চিত্তশোধকতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই উহার প্রমাণ। কোন কোন স্থলে যে বেদের বৃষ্টি-পুত্র-স্বর্গাদিফলকত্ব দৃষ্ট ও অনুভূত হয়, তাহাও শাস্ত্রে বিশ্বাসোৎপাদন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানোদয়েই পর্য্যবসিত হইতেছে। 'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, ও 'নারায়ণপরা বেদাঃ' ইত্যাদি শ্রুতিও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেছে। এইরূপে সাংখ্যস্মৃতির জ্ঞানকাণ্ডের উপবৃংহণের নিমিত্তই প্রবৃত্তি অনুমিত হইলেও তদ্দ্বারা বেদান্তার্থের উপবৃংহণ স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, সাংখ্যস্মৃতিতে শ্রুতিবিরুদ্ধার্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতি-সংবাদ সকলের অর্থের স্পষ্টীকরণই উহার উপবৃংহণ। সাংখ্যস্মৃতিতে শ্রুতি-সংবাদার্থের স্পষ্টীকরণ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং উহাকে শ্রুতিবিরুদ্ধই বলিতে হইবে। যাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা স্বকপোলকল্পিত বলিয়া অনাপ্তই হইতেছে। অতএব ঐ অনাপ্ত সাংখ্যস্মৃতির ব্যর্থতা দোষ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কোন একটি স্মৃতির অনাপ্তত্ব স্থির করিবার প্রতীক্ষায় স্মৃত্যন্তরের পক্ষপাত

যুক্তঃ। তত্ত্বেন ব্যাখ্যাতানাং বহূনাং স্মৃতিষু বিভিন্নার্থাসু পক্ষপাতে সতি বাস্তবার্থানবস্থিতিপ্রসঙ্গাৎ। স্মৃত্যো-র্বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্যো নির্ণয়হেতুর্ন ভবে-দতঃ শ্রুত্যনুসারিণ্যেবাদরণীয়েতি। স্মৃতিবলেনাক্ষেপ্তৄন্ স্মৃতিবলেনৈব নিরাকরিষ্যাম ইত্যন্যস্মৃত্যনবকাশাৎ দোষোপ-ন্যাসঃ। যত্তু ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তীতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতেরাপ্তত্বং তস্যেতি তন্ন। তস্যা অন্যপরত্বাৎ শ্রুত্যর্থবৈপরীত্যবক্তৃতয়া তদভাবাচ্চ। মনোরাপ্তত্বং তু

স্মৃতৌ। স্বকপোলকল্পিতা স্বধীবৈভবরচিতা। ন চেতি। তত্ত্বেনাপ্তত্বেন। বহূনাং গৌতমাদীনাম্। নন্বেবং মাভূৎ মন্বাদিস্মৃতিপক্ষপাতোঽপীতি চেত্তত্রাহ স্মৃত্যোশ্চেতি। আক্ষেপ্তৄন্ প্রতিবাদিনঃ। নিরাকরিষ্যাম ইতি শাস্ত্র-কৃতামনুসন্ধিবচনম্। যত্ত্বিতি। যস্তাবদগ্রে সর্গাদৌ জায়মানমৃষিং ব্রহ্মাণং স্থিতিকালে প্রসূতং জ্ঞানৈস্ত্রৈকালিকৈর্বিভর্ত্তি পুষ্ণাতি তমীশ্বরং পশ্যেদিত্যর্থঃ। ঋষিং কীদৃশং কপিলং কনকপ্রভম্। তদভাবাচ্চেতি আপ্তত্ববিরহাদিত্যর্থঃ।

যুক্ত হয় না; যেহেতু, বিভিন্নার্থ স্মৃতি সকলের পক্ষপাতী হইলে, আপ্তভাবে ব্যাখ্যাকারী গৌতমাদি অনেকের অনেক মত দর্শনে বাস্তবার্থ নির্ণয়ে অনবস্থা ঘটে। দুইটি স্মৃতির পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, শ্রুতির আশ্রয় গ্রহণের প্রতীক্ষণ ভিন্ন অপর একটি নির্ণায়ক প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ অসম্ভব হয়। যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা অবশ্য শ্রুত্যনুসারী হওয়াই উচিত। শ্রুতির অনুসারী না হইলে, উহার আদর হইতে পারে না। যাঁহারা স্মৃতির বলেই আক্ষেপ উত্থাপন করেন, তদ্দ্বারাই তাঁহাদের নিরাকরণ করা হইবে। তাহাতে অন্যস্মৃতির নির্বিষয়তারূপ দোষের উপন্যাস অবশ্যম্ভাবী। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'ঋষিং প্রসূতং কপিলম্' ইত্যাদি বাক্যে এক আপ্ত কপিল ঋষির কথা উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কপিল ঐ কপিল নহেন, তিনি অন্য কপিল ঋষি। অতএব ঐ কপিলকে অনাপ্ত বলাতে শ্রুতিরও

তৈত্তিরীয়াঃ পঠন্তি যদ্বৈ কিঞ্চন মনুরবদত্তদ্ভেষজমিতি। শ্রীপরাশরো হি পুলস্ত্যবশিষ্ঠপ্রসাদাদেব দেবতাপারমার্থধিয়ং প্রাপেতি স্মর্য্যতে। বেদবিরুদ্ধস্মৃতিপ্রবর্ত্তকঃ কপিলো হ্যগ্নিবংশজো জীববিশেষ এব মায়য়া বিমোহিতো ন তু কর্দ্দমোদ্ভূতো বাসুদেবঃ। কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥ তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্। সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ॥ সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতমিতি স্মরণাৎ। তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধতয়ানাপ্তায়াঃ সাংখ্যস্মৃতের্ব্যর্থতা ন দোষঃ॥ ১॥

মনোরিতি। মনুর্মনীষেতি স্মৃত্যা তু ভগবদ্বুদ্ধিত্বং তস্যোক্তম্। শ্রীপরাশরো হীতি। পরান্ বাহ্যকুতর্কান্ যঃ আশৃণাতি নিরস্যতি প্রমাণতর্কশতৈরিতি সঃ। দেবতেতি। ভগবদ্বিষয়কবাস্তবজ্ঞানযাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ। স্মর্য্যতে শ্রীবৈষ্ণবে। কপিলো বাসুদেবাখ্য ইতি পাদ্মে। তস্মাদিতি। উক্তশ্রুতেশ্চতুর্মুখপরত্বাৎ

অসম্মান করা হইতেছে না। মনু ও পরাশরের আপ্তত্ব শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ। বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক কপিল এবং কর্দ্দমোদ্ভূত ভগবান কপিল এক নহেন। প্রথমোক্ত কপিল অগ্নিবংশজ মায়ামোহিত জীববিশেষ এবং শেষোক্ত কপিল বাসুদেবেরই অবতার। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—ভগবান বাসুদেব কর্দ্দম ঋষি হইতে কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্যতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সাংখ্যতত্ত্ব ব্রহ্মাদি দেবগণকে, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে এবং আসুরি নামক বিপ্রকে উপদেশ করেন। তদুক্ত সাংখ্যস্মৃতি বেদার্থ দ্বারা উপবৃংহিত। এবং অপর এক কপিল ঐ আসুরিকেই কুতর্কপরিবৃংহিত স্বকপোলকল্পিত অপর এক সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব বেদবিরুদ্ধ শেষোক্ত অনাপ্ত সাংখ্যস্মৃতিকে ব্যর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে কোনই দোষ হইতেছে না॥ ১॥

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ২ ॥

ইতরেষাঞ্চ সাংখ্যস্মৃত্যুক্তানামর্থানাং বেদেঽনুপলম্ভাত্তস্যাঃ নাপ্তত্বম্। তে চ বিভবশ্চিন্মাত্রাঃ পুরুষাস্তেষাং বন্ধমোক্ষৌ প্রকৃতিরেব করোতি। তৌ পুনঃ প্রাকৃতাবেব। সর্ব্বেশ্বরঃ পুরুষবিশেষো নাস্তি। কালস্তত্ত্বং ন ভবতি। প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ করণবৃত্তিরূপা ভবন্তীত্যেবমাদয়স্তস্যামেব দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ২ ॥

নম্বু সাংখ্যস্মৃত্যা বেদান্তা ব্যাখ্যাতুং ন যুক্তাঃ। তস্যা বেদান্তবিরুদ্ধত্বাৎ। যোগস্মৃত্যা তু ব্যাখ্যেয়াস্তে। বেদান্তার্থানাশ্রিত্য তস্যা বর্ণিতত্বাৎ। যোগঃ খলু শ্রৌতঃ। তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্। বিদ্যামেতাং

সাংখ্যপ্রবক্তুঃ কপিলস্য বেদবিরোধিত্বে স্মৃতিলাভাচ্চ তৎস্মৃতিরনাপ্তেবেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ইতরেষামিতি। এতত্ত্ পরিষ্টাদ্বিস্ফুটীভাবি। প্রাকৃতাবিতি। প্রকৃতেরেব তৌ ন তু পুংস ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বিশেষত উক্ত সাংখ্যস্মৃতিতে এরূপ কতকগুলি বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই কারণেও উক্ত সাংখ্যস্মৃতিকে অনাপ্ত বলা যাইতে পারে। বিষয়গুলি এই—পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা সকল চিন্মাত্র ও বিভু। প্রকৃতিই উহাদের বন্ধ ও মোক্ষের কর্ত্রী। বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই প্রাকৃত। সর্ব্বেশ্বর বলিয়া কোন এক পুরুষ নাই। কাল একটি পৃথক তত্ত্বই নহে। প্রাণাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি। ইত্যাদি কতকগুলি বিষয় ঐ সাংখ্যস্মৃতিতে দেখা যায় ॥ ২ ॥

ঐ সাংখ্যস্মৃতি বেদান্তবিরুদ্ধ। অতএব তদ্দ্বারা বেদান্তের ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য হয় না। যোগস্মৃতি দ্বারাই বেদান্তের ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। কারণ, বেদান্তার্থের আশ্রয়েই যোগস্মৃতি বর্ণিত হইয়াছে। যোগ শ্রৌত। কঠাদি

যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নমিত্যাদিষু কঠাদিশ্রুতিষু যোগবিষয়কবহুলিঙ্গলাভাৎ। ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরমিত্যাদিষ্বাসনাদিযোগাঙ্গাভিধানাচ্চ। তেন যোগেন জগদ্দুঃখং পরিজিহীর্ষুরাপ্ততমো ভগবান্ পতঞ্জলিঃ স্মৃতিং নিববন্ধ। অথ যোগানুশাসনম্; যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইত্যাদিভিঃ। সমন্বয়াবিরোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেষ্বেষা স্মৃতিরনবকাশা স্যাদ্‌যোগপ্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ। মন্বাদিস্মৃতীনাং তু ধর্ম্মাবেদনয়া

যোগস্মৃতিং নিরাকর্ত্তুমবতারয়তি নন্বিতি। অতিদেশত্বাদেহ পৃথক্ সঙ্গতিঃ। তামিতি। ইন্দ্রিয়াণামৈকাগ্র্যলক্ষণাং ধারণাং যোগজ্ঞা যোগমিতি মন্যন্তে। যথোক্তমৈকাগ্র্যমেব পরং তপ ইতি বক্তুমিতি শব্দ ইতি ভাবঃ। বিদ্যামিতি। এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং যোগপ্রকারঞ্চ মে মত্তো যমান্নচিকেতা লব্ধো ব্রহ্মপ্রাপ্তোঽভূদিতি শেষঃ। ত্রিরুন্নতমিতি ব্যাখ্যাস্যতে। তেন যোগেনেতি। ইহ তৎশব্দেন যোগপরামর্শসিদ্ধৌ যোগশব্দেনৈব তৎপরামর্শঃ প্রাচাং রীতেরনুবাদঃ। এবমন্যত্র চ বোধ্যম্। অথেত্যস্যার্থঃ। অথশব্দোঽধিকারার্থো মঙ্গলার্থশ্চ। যোগো যুক্তিঃ সমাধিরিত্যর্থঃ। অনুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তে লক্ষণভেদোপায়ফলৈরিত্যনুশাসনম্। তদ্‌যোগানুশাসনমাশাস্ত্রপূর্ত্তেরধিকৃতং বোধ্যমিতি। কো যোগ ইত্যপেক্ষায়ামাহ যোগশ্চিত্তেতি। অস্যার্থঃ। চিত্তস্য নির্ম্মলসত্ত্বপরিণতিরূপস্য যা বৃত্তয়োঽঙ্গানি ভাবপরিণতিরূপাস্তাসাং নিরোধো বহির্ম্মুখপরিণতিবিচ্ছেদাদন্তর্মুখতয়া প্রতিলোমপরিগত্যা স্বকারণে লয়ো

শ্রুতিতে যোগবিষয়ক অনেক কথাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং শ্বেতাশ্বতরাদি উপনিষদে আসনাদি যোগাঙ্গ সকলও উপদিষ্ট হইয়াছে। পরমাপ্ত ভগবান পতঞ্জলি ঋষি যোগ দ্বারা দুঃখার্ণবনিমগ্ন লোক সকলের উদ্ধারের নিমিত্তই "অথ যোগানুশাসনম্" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা যোগস্মৃতি রচনা করিয়াছেন। সমন্বয়ের অবিরোধে বেদান্ত সকলের ব্যাখ্যা করা হইলে, এই যোগস্মৃতির নির্বিষয়তা ঘটে; কারণ, উহাতে কেবল যোগই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু

সাবকাশতা ভবেৎ। তস্মাদ্‌যোগস্মৃত্যৈব ন ত্বুক্তসমন্বয়ানুগত্যা তে ব্যাখ্যেয়া ইত্যেবং প্রাপ্তে—

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা বোধ্যা। তস্যাশ্চ তদ্বদ্‌বেদান্তবিরুদ্ধত্বাৎ। তাদৃশ্যা যোগস্মৃত্যা তেষু ব্যাখ্যাতেষু বেদানুসারিমন্বাদিস্মৃতের্নির্বিষয়তা স্যাদতস্তয়া তে ন ব্যাখ্যেয়া ইত্যর্থঃ। ন চ বেদান্তাবিরুদ্ধা সা বক্তুং শক্যা। তত্রাপি প্রধানমেব স্বতন্ত্রং কারণম্। ঈশো

যোগ ইত্যাখ্যায়ত ইতি। সমন্বয়েতি। এষা স্মৃতিঃ পাতঞ্জলী। ধর্ম্মাবেদনয়েতি। কর্ম্মকাণ্ডার্থোপবৃংহণেনেত্যর্থঃ।

এবং প্রাপ্তে তন্নিরাসায়াহ এতেনেতি। যোগস্মৃতিরপীতি। যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গযোগপ্রমাণভূতাপীতি ভাবঃ। অস্যাঃ সেশ্বরত্বেঽপি কুটিলকাপিলযুক্তিজালজম্বালবিলিপ্তত্বেন প্রধানস্বাতন্ত্র্যাদ্যুক্তের্বৈদিকসিদ্ধান্তানুগত্যা পরেশানিরূ-

---

মন্বাদিস্মৃতি সকলের কর্ম্মকাণ্ডার্থের উপবৃংহণ হেতু সবিষয়তাই দৃষ্ট হয়। অতএব উক্ত যোগস্মৃতি দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যেয় হইলে, অবশ্য সমন্বয়ের অনুগতি পরিত্যাগ করিয়াই তদ্দ্বারা বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন;—

এই সাংখ্যস্মৃতির প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগস্মৃতিরও প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ, যোগস্মৃতিও সাংখ্যস্মৃতির ন্যায় বেদান্তবিরুদ্ধ। তাদৃশ যোগস্মৃতি দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে, বেদানুসারিণী মন্বাদিস্মৃতির নির্ব্বিষয়তারূপ দোষের আপত্তি হয়। অতএব যোগস্মৃতি দ্বারা বেদান্তের ব্যাখ্যা না করিয়া মন্বাদিস্মৃতি অনুসারেই বেদান্তের ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। ঐ যোগস্মৃতিকে বেদান্তের অবিরোধিনীও বলা যায় না। যোগস্মৃতিতেও প্রধান স্বতন্ত্র কারণ, ঈশ্বর ও জীব সকল চিন্মাত্র এবং বিভু, যোগ হইতেই

জীবাশ্চ চিতিমাত্রাঃ সর্ব্বে বিভবঃ। যোগাদেব দুঃখনিবৃত্তিরেব মুক্তিঃ। ইত্যাদি তদ্বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণং চিত্তবৃত্তিরিত্যাদীনাং তদুক্তার্থানাং তেষ্বনুপলম্ভাৎ চ। তত্র তে হ্যর্থাস্তস্যামেবান্বেষ্টব্যাঃ। তস্মাদ্বেদান্তবিরুদ্ধায়া যোগস্মৃতের্বৈয়র্থ্যাদ্দোষান্ন বিত্রাসঃ। অন্যচ্চ প্রাগ্বৎ। যত্তু বেদান্তবেদ্যমীশ্বরজীবোপায়োপেয়যাথাত্ম্যং তদুপর্য্যুপরি

পণাচ্চোপেক্ষ্যাসাবিতি তন্নিরাসায়াতিদেশোঽয়ম্। কিঞ্চ প্রত্যক্ষাদীতি। পতঞ্জলিনা কপিলমনুস্মৃত্য চিত্তস্য পঞ্চবৃত্তয়ঃ কথিতাঃ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয় ইতি। তাসু প্রমাণরূপায়াশ্চিত্তবৃত্তের্লক্ষণমুক্তম্। প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানীতি। ন হ্যেতে চিত্তবৃত্তিত্বেন বেদেষূপলভ্যন্তে। চক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্চকং খলু মনোবজ্জীবস্য করণং তেষূপলভ্যতে। অনুমানমপি জ্ঞানমেব তস্য তৈরভ্যুপগম্যতে। আগমশ্চ শব্দ এব নভোগুণঃ। বেদলক্ষণঃ শব্দস্তু ভগবন্নিশ্বসিতমেব। তস্য বা এতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। বিপর্য্যয়স্মৃতী চ জ্ঞানবিশেষে এব ন তু চিত্তবৃত্তী। চিত্তং খলু জ্ঞানং ব্যনক্তি ইতি শ্রৌতঃ পন্থাঃ। কিঞ্চ জ্ঞানমাত্রত্বং পুংসোঽভ্যুপগতম্। দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্য ইতি তৎসূত্রাৎ। দৃশিমাত্রশ্চিন্মাত্রঃ দ্রষ্টা পুরুষঃ মাত্রশব্দেন ধর্ম্মধর্ম্মিভাবনিরাসঃ। স শুদ্ধোঽপি পরিণামাভাবেন স্বপ্রতিষ্ঠোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ বিষয়োপরক্তে বুদ্ধিতত্ত্বে সন্নিধিমাত্রেণ দ্রষ্টৃত্বং ভজতীত্যর্থঃ। তচ্চৈতদ্বৈদিকং বেদে ধর্ম্মিত্বেন তস্য নিরূপণাদিতি। অন্যচ্চ প্রাগ্বদিতি। ন চাপুত্বব্যপাশ্রয়েত্যাদিপূর্ব্বাধিকরণোক্তমত্রাপি বোধ্যমিত্যর্থঃ। যত্ত্বিতি। ঈশ্বরযাথাত্ম্যং বেদা-

---

দুঃখের নিবৃত্তি ও মুক্তি, ইত্যাদি বেদান্তবিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং যোগস্মৃত্যুক্ত চিত্তবৃত্তিরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় বেদান্তে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব বেদান্তবিরুদ্ধ যোগস্মৃতির বৈয়র্থ্যদোষজ ভয়ের কারণ হইতেছে না। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ। বেদান্তবেদ্য ঈশ্বর

ব্যক্তীভবিষ্যদ্বীক্ষ্যম্। এবং সতি ত্রিরুন্নতমিত্যাদাবাসনাদি-যোগাঙ্গবিধানং তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যমিত্যাদৌ চ সাংখ্যাদিশব্দাভ্যাং জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ যৎ দৃষ্টং তৎ কিল বৈদিকা-দন্যদেব গ্রাহ্যম্। ন হি প্রকৃতিপুরুষান্যতাপ্রত্যয়েন জ্ঞানেন তদুক্তেন যোগবর্ত্মনা বা মোক্ষো ভবেৎ। তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত এতদ্যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতীত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। কিঞ্চ যোঽংশো-ঽনয়োরবিরুদ্ধস্তত্র নো ন বিদ্বেষঃ। কিন্তু বিরুদ্ধোঽংশঃ

ন্তেষু দৃষ্টম্ অবিচিন্ত্যাত্মশক্তির্নিত্যানন্দচিদ্বিগ্রহো মধ্যম এব বিভুর্নিত্যাধিষ্ঠান-পার্ষদভ্রাজমানো নিত্যাসংখ্যেয়কল্যাণগুণঃ স্বানুরূপয়া শ্রিয়া বিশিষ্টঃ স্বায়ত্ত-প্রধানক্ষেত্রজ্ঞানুপ্রবেশনিয়মনকৃৎ স্বসঙ্কল্পেনৈব স্ববিলক্ষণজগদ্রূপঃ স্বয়-মবিকারী ভজনানন্দহেতুরীশ্বর ইত্যেতৎ। জীবযাথাত্ম্যঞ্চ জ্ঞানরূপো জ্ঞানাদিগুণকঃ পরমাণুর্জীবো হরিবৈমুখ্যাদ্বদ্ধঃ তৎসাম্মুখ্যাত্তু মোক্ষঞ্চাপ্নোতী-ত্যেতৎ। উপায়যাথাত্ম্যঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানপূর্ব্বকং হর্য্যুপাসনমেব মোচকমিত্যেতৎ। উপেয়যাথাত্ম্যঞ্চ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিপূর্ব্বকমানন্দব্রহ্মসন্দর্শনমিত্যেতদিতি। তদু-ক্তেন তৎস্মৃত্যুক্তেন। কিঞ্চেতি। তত্ত্বানাং ক্রমেণ সর্গো ব্যুৎক্রমেণ প্রতিসর্গঃ। প্রাকৃতাংশস্যাস্পর্শঃ পুংসাং বিশুদ্ধিঃ। যমনিয়মাদিযোগাঙ্গক্রমঃ

জীব, উপায় ও উপেয়ের যাথাত্ম্য পরে ব্যক্ত হইবে। "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে আসনাদিযোগাঙ্গের বিধান এবং "তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্" ইত্যাদি স্থলে যে সাংখ্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা যে জ্ঞান ও ধ্যানের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, ঐ জ্ঞান ও ধ্যান বৈদিকাতি-রিক্তই স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান দ্বারা এবং তদুক্ত যোগমার্গ দ্বারা মোক্ষ হইতে পারে না। কারণ, সর্ব্বেশ্বর পুরুষের জ্ঞান ও ধ্যানাদি ভক্তির অঙ্গই মুক্তির হেতু বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। তবে সাংখ্য বা যোগের যে যে অংশ, বেদান্তের অবিরুদ্ধ, সে সকল অংশের

পরিহীয়তে। যদ্যপ্যেষ পরেশনিষ্ঠঃ। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা; ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ; ইত্যাদি সূত্রপ্রণয়নাৎ। তথাপি মোহাদেবং জজল্পেতি বদন্তি। গৌতমাদয়োঽপি বিমোহিতা বিরুদ্ধানি মতানি দধুঃ। তানি চ প্রত্যাখ্যাস্যতি। বিজ্ঞানাং বিমোহঃ ক্বচিৎ সার্ব্বজ্ঞাভিমানকুপিতয়া হরের্মায়য়া ক্বচিত্তু তস্যেচ্ছয়ৈবার্থান্তরপ্রযুক্তয়া

ঈশোপাস্তিফলহেতুরিত্যাদি যোঽংশস্তত্র তত্রাবিরুদ্ধঃ সোঽস্মাভিঃ স্বীক্রিয়তে। বিরুদ্ধোঽংশস্ত্যজ্যতে। স চ স্ফুট এবেত্যর্থঃ। যদ্যপীতি। এষ পতঞ্জলিঃ। ঈশ্বরেতি। ঈশ্বরস্য প্রণিধানাত্তস্মিন্ ভক্তিবিশেষাৎ সমাধিস্তৎফলঞ্চ সিধ্যতীতি সুগমোপায়োঽয়মিত্যর্থঃ। ঈশ্বরঃ কিংস্বরূপ ইত্যাহ ক্লেশেতি। ক্লেশস্ত্যাভিরিত্যবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ কর্ম্মাণি বিহিতপ্রতিষিদ্ধব্যামিশ্রাণি বিপচ্যন্ত ইতি বিপাকা জাত্যায়ুর্ভোগাঃ কর্ম্মফলানি আফলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেরত ইত্যাশয়া বাসনাখ্যাঃ সংস্কারাস্তৈস্ত্রিষু কালেষু অপরামৃষ্টোঽসংস্পৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। অন্যেভ্যঃ পুরুষেভ্যো বিশিষ্যত ইতি বিশেষঃ। ঈশ্বর ঈশনশীলঃ। সঙ্কল্পমাত্রেণৈব নিখিলোদ্ধরণক্ষম ইত্যর্থঃ। গৌতমাদয়োঽপীত্যাদিনা কণভুক্প্রভৃতেগ্র্হণম্। বিজ্ঞানামিত্যাদি। ক্বচিন্মায়াদিশাস্ত্রে। হরের্মায়য়েতি। যে হি বিজ্ঞম্মন্যাঃ শ্রুতৌ প্রতীতানর্থাননন্যথা কল্পয়ন্তঃ স্বকপোলকল্পিতান্ সিদ্ধান্তান্ প্রকাশয়ন্তি তে হি কিল হরের্মায়য়া বিমূঢ়াঃ

প্রতি আমাদিগের কোন বিদ্বেষ নাই। কেবল শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশই বর্জ্জনীয় হইতেছে। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" ইত্যাদি সূত্র প্রণয়ন করাতে যদিও আপাতত পতঞ্জলিকে পরেশনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, পতঞ্জলি পরেশনিষ্ঠ নহেন, তদ্বোধক সূত্র সকল তিনি মোহাধীন হইয়াই প্রণয়ন করিয়াছেন। গৌতমাদি মুনি সকলও মায়ামোহিত হইয়াই বিরুদ্ধ মত সকল প্রচার করিয়াছেন। ঐ সকল মত এই অধ্যায়ে প্রত্যাখ্যাত হইবে। ঐ সকল বিজ্ঞ মুনিগণের বিমোহ কোথাও বা নিজের সার্ব্বজ্ঞাভিমান

বোধ্যঃ। ঈশ্বরাদ্যভ্যুপগমেন শঙ্কাধিক্যাত্তন্নিরাসার্থোঽধিকরণাতিদেশঃ। হিরণ্যগর্ভকৃতাপি যোগস্মৃতিরনেনৈব নিরাকৃতা বোধ্যা ॥ ৩ ॥

সন্তস্তথা জল্পন্তীতি শ্রুতিস্তান্নিন্দতি। কাঠকে পঠ্যতে। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দংদভ্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধা ইতি। অস্যার্থঃ। অবিদ্যায়ামন্তরে অজ্ঞানগর্ত্তে বর্ত্তমানাঃ স্থিতাঃ স্বয়ং ধীরাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণা বয়মিত্যভিমানিনঃ দংদভ্যমানাঃ অতিকুটিলামনেকবিধাং মতিং গচ্ছন্তঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ। মাধ্যন্দিনাশ্চ পঠন্তি ন তং বিদাথ য ইমা জজান অন্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাশ্চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তীতি। অস্যার্থঃ। হে জল্প্যাস্তার্কিকাঃ হে উক্থশাসঃ কর্ম্মঠাঃ যূয়ং তং ন বিদাথ ন জানীথ। তং কম্ ইত্যপেক্ষ্যাহ—যো হরিরিমাঃ প্রজাঃ জজান উৎপাদয়ামাস। কুতো ন জানীমস্তত্রাহান্যদিতি। যুষ্মাকমন্তরং চিত্তমন্যদ্বিপরীতং বভূব। কেন তদ্বৈপরীত্যমভূত্তত্রাহ নীহারেণেতি। তমসাজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। অতো ভবন্তোঽপি অসুতৃপশ্চরন্তি প্রবর্ত্তন্ত ইতি। ক্বচিত্ত্বিতি পাতঞ্জলাদিশাস্ত্রে। তদ্যেচ্ছয়েতি। তেনাশেষাধিকারিণাং হরেরিচ্ছয়া বিমোহঃ সূচিতঃ। স চ ক্বচিত্তত্ত্বসিদ্ধান্তপরিষ্কারকঃ ক্বচিত্তল্লীলাপোষকশ্চ বোধ্যঃ। নন্বু ব্রহ্মণা কৃতয়া যোগস্মৃত্যা বেদান্তা ব্যাখ্যেয়াঃ সন্তু স খলু সর্ব্ববেদবিদ্বন্দ্য ইতি চেত্তত্রাহ হিরণ্যেতি। সোঽপি তদিচ্ছয়া বিমোহিতস্তথা জজল্পেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

হইতে কোথাও বা ভগবানের ইচ্ছা হইতেই ঘটিয়া থাকে। মুনিগণের সর্ব্বজ্ঞতাভিমান ঘটিলে ভগবান কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ মায়া দ্বারা মোহিত করিয়া থাকেন এবং কখনও বা কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়া থাকেন। যোগস্মৃতি প্রভৃতিতে ঈশ্বরাদির অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকার করা হইয়াছে। ঐ স্বীকার প্রযুক্তই তদ্বিষয়ে শঙ্কা অধিক হইতেছে। অতএব ঐ সকল স্মৃতির নিরাসের নিমিত্তই এই অধিকরণ অতিদিষ্ট হইল। এতদ্দ্বারা হিরণ্যগর্ভকৃত যোগস্মৃতিও নিরাকৃত হইল ॥ ৩ ॥

তদেবং সাংখ্যাদিস্মৃত্যোর্ব্বেদবিরুদ্ধত্বেনানাপ্তত্বে নির্ণীতে বেদেঽপি তদ্বিরোধিনঃ কেচিৎ সাংখ্যাদয়ঃ সংশয়ীরন্। তৎপরিহারায়েদমারভ্যতে। তত্রৈবং সংশয়ঃ। বেদোঽপ্যনাপ্তো ন বেতি। তত্র কারীর্য্যা যজেত বৃষ্টিকাম ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তে কারীর্য্যাদিকর্ম্মণ্যনুষ্ঠিতেঽপি ফলানুপলব্ধেরনাপ্ত ইতি প্রাপ্তৌ—

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

নাস্য বেদস্য সাংখ্যাদিস্মৃতিবদপ্রামাণ্যম্। কুতঃ বিলক্ষণত্বাৎ জীবকৢপ্তত্বেন ভ্রমাদিদোষচতুষ্টয়বিশিষ্টায়াঃ সাংখ্যাদিস্মৃতেঃ সকাশাদ্বেদস্য নিত্যতয়া ভ্রমাদিকর্ত্তৃদোষশূন্যস্য বৈশেষ্যাৎ।

সাংখ্যযোগস্মৃত্যোর্ব্বেদবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাদনাপ্তত্বমুক্তং প্রাক্। তদ্বৎ উক্তফলানুপলম্ভাদ্বেদস্যাপি তদস্ত ইতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে তদেবমিত্যাদি।

নেতি। ভ্রমাদীতি। ভ্রমঃ প্রমাদো বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবঞ্চেতি চত্বারো দোষা জীবেষু সন্তি। তেষু বিপ্রলিপ্সা স্বপ্রতীতবিপরীতপ্রত্যায়নম্।

এইরূপে সাংখ্যাদি স্মৃতির বেদবিরুদ্ধত্ব প্রযুক্ত অনাপ্তত্ব নির্ণীত হইলে, বেদবিরোধী সাংখ্যাদিপ্রণেতা কপিলাদি ঋষিগণ বেদেরও অনাপ্তত্বে সংশয় করিতে পারেন, এইরূপ আশঙ্কার পরিহারের নিমিত্ত প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন। তদ্বিষয়ে প্রথমত সংশয় এই, বেদ আপ্ত কি অনাপ্ত? 'বৃষ্টিকাম ব্যক্তি কারীরী যজ্ঞ করিবেন', এইরূপ বিধান দৃষ্টে তদুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও ফল না পাইয়া লোকে বেদকে অনাপ্ত বলিয়াই স্থির করিবেন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

সাংখ্যাদি স্মৃতির ন্যায় বেদের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। কারণ, বেদ সাংখ্যাদিস্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। সাংখ্যাদি স্মৃতি জীবকল্পিত, অতএব ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়-বিশিষ্ট। কিন্তু বেদ সেরূপ নহে, উহা নিত্য ও ভ্রমাদি-কর্ত্তৃ-দোষ-শূন্য। ঈশ্বরকৃত বেদে ভ্রমাদি কর্ত্তৃদোষের সম্ভাবনাই নাই। বেদের

তথাত্বং নিত্যত্বঞ্চাস্য শব্দাদবগম্যতে। বাচা বিরূপ নিত্য-য়েত্যাদিশ্রুতেঃ অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয় ইতি স্মৃতেশ্চ। মন্বাদিস্মৃতীনান্তু বেদমূলকত্বাদেব প্রামাণ্যম্। পূর্ব্বং যুক্ত্যা নিত্যত্বমুক্তমিহ তু শ্রুত্যেতি বিশেষঃ। ননু তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌-যজুস্তস্মাদজায়তেতি পুরুষসূক্তে জন্মশ্রবণাজ্জাতস্য চ বিনাশা-বশ্যম্ভাবাদনিত্যত্বম্। নৈবম্। জনিশব্দেন তত্রাবির্ভাবোক্তেঃ। অত উক্তম্—স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বেদো গীতস্ত্বয়া পুরা। শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্ত্তারোঽস্য ন কারকা ইতি। ন চ

বাচেতি। হে বিরূপ হে বিশ্বরূপ হে পরেশ নিত্যয়া বেদলক্ষণয়া বাচা স্তুতিং প্রেরয়েতিমন্ত্রপদার্থঃ। মন্বাদীতি। পূর্ব্বমিতি। অতএব চ নিত্যত্বমিত্যস্মিন্ সূত্রে ইতি বোধ্যম্। নন্বিতি। তস্মাদ্‌যজ্ঞরূপাৎ পুরুষাৎ। ছন্দাংসি গায়ত্র্যা-দীনি। অনিত্যত্বমিতি। বেদস্যেতি জ্ঞেয়ম্। স্বয়ম্ভুরিতি। এষ ভগবান্ বেদঃ

ভ্রমাদি-কর্ত্তৃদোষ-শূন্যত্ব এবং নিত্যত্ব শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'বেদবাক্য নিত্য।' স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, 'স্বয়ম্ভু ভগবান প্রথমেই আদ্যন্তশূন্য বেদবাক্য প্রকাশ করেন। ঐ বেদবাক্য হইতেই সকল শাস্ত্রের প্রবৃত্তি।' বেদমূলকত্বহেতুই মন্বাদি স্মৃতির প্রামাণ্য। "অতএব চ নিত্য-ত্বম্" এই সূত্রে পূর্ব্বে যুক্তি দ্বারা বেদের নিত্যত্ব বলা হইয়াছে, এক্ষণে শ্রুতি দ্বারা উহার নিত্যত্ব ব্যক্ত হইল, এইমাত্র বিশেষ। 'যজ্ঞমূর্ত্তি পুরুষ হইতে ঋগাদি বেদ সকল উৎপন্ন হইয়াছে' ইত্যাদি পুরুষসূক্ত মন্ত্রে বেদের উৎপত্তি শ্রবণ করা যায়। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বেদ যদি বিনশ্বর হইল', তবে উহার অনিত্যত্বও স্থির হইল। এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। কারণ, এস্থলে উৎপত্তিবাচক 'জনি' শব্দ দ্বারা আবির্ভাবই উক্ত হইয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছেন, 'এই বেদ নিত্য, শিবাদি ঋষিপর্য্যন্ত সকলেই উঁহার

ফলাদর্শনাদপ্রামাণ্যম্। অধিকারিণাং সর্ব্বত্র ফলদর্শনাৎ। যত্তু ক্বচিত্তদদর্শনং তৎ কিল কর্ত্তুরযোগ্যতয়োপপদ্যেত। সাংখ্যাদিস্মৃতীনাং তু বেদবিরোধাদেবাপ্রামাণ্যম্ ॥ ৪ ॥

স্যাদেতৎ তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যামেতি ছান্দোগ্যে। তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ কো নঃ বিশিষ্ট ইতি বৃহদারণ্যকে চ বাধিতার্থকং বাক্যং বীক্ষ্যতে তাদৃশঞ্চৈব বন্ধ্যাসুতো ভাতীতিবৎ অপ্রমাণমেব। এবমেকদেশাপ্রামাণ্যেনান্যস্যাপ্যপ্রামাণ্যাজ্জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণঃ শ্রূয়মাণং নেতি চেত্তত্রাহ—

স্বয়ম্ভুর্নিত্য ইত্যর্থঃ। যত্ত্বিতি। কৃতায়ামপি কারীর্য্যাং ক্বচিদ্বৃষ্টির্ন ভবতীতি যদৃষ্টং তৎ খলু কর্ত্তুর্যজমানস্য বৈগুণ্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

স্যাদিতি। তেজোঽপামীক্ষিতৃত্বং সঙ্কল্পশ্চেত্যেতদর্থকং বাক্যং বাগাদের্বিবাদিত্ববোধকঞ্চ যদ্বাক্যং তদ্বাধিতার্থকং জড়েষু তেষু তদসম্ভবাৎ ইত্যাশয়ঃ।

স্মরণকর্ত্তা, কেহই উহার রচয়িতা নহেন।' বেদোক্ত কোন কোন কর্ম্মের ফলের অদর্শন হেতু উহার অপ্রামাণ্যও বলা যায় না। কারণ, অধিকারী হইলে, সর্ব্বত্রই ফল পাইতে পারেন। কর্ত্তার অযোগ্যতাবশতই কোনও কোনও স্থলে ফলের অভাব হইয়া থাকে। বেদের সহিত বিরোধবশতই সাংখ্যাদি স্মৃতির অপ্রামাণ্য ॥ ৪ ॥

সে যাহা হউক, 'ঐ তেজ দর্শন করিল, বহু হইব, এইরূপ সঙ্কল্প করিল, সেই জলও দর্শন করিল, বহু হইব, এইরূপ সঙ্কল্প করিল', এইপ্রকার বাক্য ছান্দোগ্য উপনিষদে দৃষ্ট হয়। এবং বৃহদারণ্যকেও 'ঐ সকল প্রাণ এবং আমি মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদিগের মধ্যে কে প্রধান, এইরূপ বিবাদ করিতে করিতে প্রজাপতি-সমীপে গমন করিলাম', ইত্যাদি বাক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল বাক্য বাধিতার্থ বলিয়াই প্রতীত হয়। কারণ, তেজ, জল ও প্রাণ জড়বস্তু। জড়ের দর্শনাদি অসম্ভব। অতএব ঐ সকল বাক্য 'বন্ধ্যার পুত্র' এই বাক্যের

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ৫ ॥

তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। তত্তেজ ইত্যাদিব্যপদেশঃ তেজ-আদ্যভিমানিনীনাং চেতনানাং দেবতানামেব ন ত্বচেতনানাং তদাদীনাম্। কুতঃ বিশেষেতি। হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা ইতি। তেজোঽবন্নানাং সর্ব্বা হ বৈ দেবতা অহং শ্রেয়সে বিবদমানাস্তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বেতি প্রাণানাঞ্চ তত্র তত্র দেবতাশব্দেন বিশেষণাৎ। অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশদিত্যাদ্যৈতরেয়কে বাগাদ্যভিমানিতয়াগ্ন্যাদীনামনুপ্রবেশশ্রবণাচ্চ। স্মৃতিশ্চ— পৃথিব্যাদ্যভিমানিন্যো দেবতাঃ প্রথিতৌজসঃ। অচিন্ত্যাঃ

অভিমানীতি। অহং শ্রেয়সে স্বস্বশ্রৈষ্ঠ্যায়। ব্রহ্মেতি প্রজাপতিঃ। তদাদীনাং তেজ-আদীনাম্। তত্র তত্রেতি ছান্দোগ্যে বৃহদারণ্যকে চেতি ক্রমাদ্বোধ্যম্।

ন্যায় অপ্রমাণ। এইরূপে যদি বেদের একদেশের অপ্রামাণ্য হইল, তবে উহার অন্যান্য অংশেরও অপ্রামাণ্য অবশ্যম্ভাবী। বেদ যদি অপ্রমাণ হইল, তবে বেদোক্ত ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব প্রভৃতিও অবশ্যই অপ্রমাণ হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

‘ঐ তেজ দর্শন করিল’, ইত্যাদি শ্রুতিতে যে তেজ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা তেজ প্রভৃতির অভিমানী চেতন দেবতার উদ্দেশেই, তেজ প্রভৃতি জড় বস্তুর উদ্দেশে নহে। কারণ, “হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ” “তেজোঽবন্নানাং সর্ব্বা হ বৈ দেবতাঃ” “অহং শ্রেয়সে বিবদমানাস্তে দেবাঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে দেবতাশব্দের উল্লেখ হেতু ঐ তেজ প্রভৃতি শব্দ সকল দেবতার বিশেষণ বলিয়াই বোধ হয়। এবং “অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” ইত্যাদি ঐতরেয়ক শ্রুতিতে বাক্য প্রভৃতির অভিমানী রূপে অগ্নি প্রভৃতি দেবতারই প্রবেশ শ্রবণ করা যায়। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, ‘পৃথিবী প্রভৃতির অভিমানিনী দেবতা সকল প্রথিতবীর্য্যা। উহাদের অচিন্ত্য শক্তি সকল মুনিগণ

শক্তয়স্তাসাং দৃশ্যন্তে মুনিভিশ্চ তা ইতি। এবং গ্রাবাণঃ প্লবন্ত ইত্যত্রাপি কর্ম্মবিশেষাঙ্গীভূতানাং গ্রাব্ণাং বীর্য্যবর্দ্ধনার্থা স্তুতিরিয়ম্। সা চ শ্রীরামকৃতসেতুবন্ধাদৌ যথাবদেবেতি ন ক্বাপ্যনাপ্তত্বং বেদস্য তেন তদুক্তং ব্রহ্মণো বিশ্বৈককারণত্বং সুস্থিরম্ ॥ ৫ ॥

পুনরপি ব্রহ্মোপাদানতাক্ষেপায় তর্কমাশ্রয়ন্ সাংখ্যঃ প্রবর্ত্ততে। যদ্যপ্যয়মাত্মযাথাত্ম্যনির্ণয়ে ত্যক্ততর্কঃ শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভ ইত্যুক্তেঃ। তথাপি পরং

এতদর্থমেব দ্বয়োঃ প্রাগুল্লেখঃ। পৃথিব্যাদীতি ভবিষ্যৎপুরাণে। গ্রাবাণঃ শিলাঃ ॥ ৫ ॥

সাংখ্যাদিস্মৃত্যা নির্মূলয়া বিরোধঃ সমন্বয়ে মাভূৎ প্রত্যক্ষমূলেনানুমানেন তত্র সোঽস্ত্বিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ পুনরপীত্যাদি। যদ্যপি সাপেক্ষেণ তর্কেণ নিরপেক্ষশ্রুতিসমন্বয়ো ন শক্যো বিরোদ্ধুং তথাপি দৃষ্টার্থানুসারেণার্থসমর্পকত্বাৎ বলবতা তর্কেণ পরোক্ষার্থবোধনস্বভাবে শ্রুতিশব্দে বিরোধঃ শক্যঃ কর্ত্তুমিতি। তর্কাশ্রয়েণ প্রতিবাদিনঃ প্রবৃত্তিঃ। তর্কাগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ শব্দস্যৈব সাধকতমত্বদর্শনাদতিসূক্ষ্মে কারণে বস্তুনি তস্যৈব তত্ত্বমিতি বাদিনঃ প্রতিপত্তির্বোধ্যা। যদ্যপীতি। অয়ং কপিলঃ। তথাচ প্রকৃতিপুরুষসংযোগা নিত্যানুমেয়া ইতি বাচাটত্বাদেব তদীয়ভণিতিরিতি ভাবঃ।

দর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপ "গ্রাবাণঃ প্লবন্তে" 'শিলা সকল লম্ফপ্রদান করে,' এইস্থলে লম্ফনরূপ কর্ম্মবিশেষের অঙ্গীভূত শিলা সকলের প্রশংসার নিমিত্তই ঐরূপ উক্ত হইয়া থাকে। ঐ উক্তি রামকৃতসেতুবন্ধাদিতে যথাযোগ্যরূপেই সঙ্গত হয়। অতএব কোন প্রকারেই বেদের অনাপ্তত্ব ঘটিতেছে না। এতদ্দ্বারা বেদোক্ত ব্রহ্মের বিশ্বৈককারণত্বও সুস্থির হইল ॥ ৫ ॥

পুনর্ব্বার ব্রহ্মের উপাদানত্বের আক্ষেপের নিমিত্ত তর্ক আশ্রয় করিয়া সাংখ্য প্রবৃত্ত হইতেছে। 'শ্রুতিবিরোধ হেতু কুতর্ক দ্বারা অধমের আত্মলাভ হয় না,'

প্রতি দোষ্যপ্রকাশনমেতৎ। তত্রৈবং সংশয়ঃ। জগদ্‌ব্রহ্মোপাদানকং স্যান্ন বেতি। কিং প্রাপ্তং ব্রহ্মোপাদানকং নেতি বৈরূপ্যাৎ। সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বেশ্বরবিশুদ্ধসুখরূপতয়া ব্রহ্মাভিমতম্। অজ্ঞানীশ্বরমলিনদুঃখিতয়া প্রত্যক্ষাদিভিরবগতং জগৎ। অতস্তয়োর্বৈরূপ্যং নির্বিবাদম্। উপাদেয়ং খলু উপাদানস্বরূপং দৃষ্টম্। যথা মৃৎসুবর্ণতন্ত্বাদ্যুপাদেয়ং ঘটমুকুটপটাদি। অতো বৈ ব্রহ্মবৈরূপ্যেণ তদুপাদেয়ত্বাসম্ভবাৎ তৎস্বরূপমুপাদানং কিঞ্চিদন্বেষণীয়ম্। তচ্চ প্রধানমেব। সুখদুঃখমোহাত্মকং জগৎ প্রতি তাদৃশস্য তস্যৈব যোগ্যত্বাৎ। যচ্চোপাদেয়সারূপ্যসাধনায় তথাভূতেঽপ্যুপাদানে ব্রহ্মণি

শ্রুতীতি তৎসূত্রম্। কুতর্কৈরপসদস্যাধমস্য নাত্মলাভঃ। তর্কেণ সহ শ্রুতের্ব্বিরোধাৎ। আত্মা খলু শ্রুত্যেকগম্যো নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তমিত্যাদিশ্রুতেঃ। তথাপীতি। তথাচ বঞ্চকঃ স ইতি ভাবঃ। তর্কং দর্শয়তি জগদিতি। জগৎ প্রধানোপাদানকং তৎসারূপ্যাৎ। ব্রহ্মোপাদানকং ন তদ্বৈরূপ্যাৎ। তেনেতি।

এইরূপ শাস্ত্রোক্তি-বলে যদিও আত্মযাথার্থ্যনির্ণয়ে কপিল কর্ত্তৃক তর্ক ত্যক্ত হইয়াছে, তথাপি পরের প্রতি দোষ প্রকাশের নিমিত্তই এইস্থলে তর্ক স্বীকৃত হইতেছে। এইস্থলে সংশয় এই, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কি না? বৈরূপ্যপ্রযুক্ত ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলা যায় না। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, বিশুদ্ধ ও সুখস্বরূপ রূপেই অভিমত। এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা জগৎ অজ্ঞ অনীশ্বর মলিন ও দুঃখী রূপেই প্রতীত হয়। অতএব ব্রহ্ম ও জগতের বৈরূপ্যসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। উপাদেয় বস্তুকে উপাদান স্বরূপেই দেখা যায়। মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও সূত্র প্রভৃতি বস্তুই ঘট, মুকুট ও পটের উপাদান। ব্রহ্ম জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিরূপ। বিরূপের উপাদেয়ত্ব সম্ভব হয় না। অতএব উপাদেয় জগতের অন্য কোন স্বরূপ উপাদান অন্বেষণীয় হইতেছে। জগতের স্বরূপ উপাদান প্রধানই। প্রধানই সুখদুঃখমোহাত্মক জগতের সমান উপাদান। উপাদেয় জগতের সহিত সারূপ্য

চিজ্জড়াত্মিকাতিসূক্ষ্মা শক্তিদ্বয়ী প্রাগপ্যস্তীত্যুচ্যতে। তেনাপি বৈরূপ্যং দুষ্পরিহরং সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মশক্তিকাদুপাদানাৎ স্থূলতরোপাদেয়োদয়নিরূপণাৎ। এবমন্যচ্চ বৈরূপ্যং বিভাবনীয়ম্। এবং ব্রহ্মবৈরূপ্যাত্তদুপাদানকং জগন্নেতি তর্কশ্চ শাস্ত্রস্যাবশ্যাপেক্ষ্যঃ তদনুগৃহীতস্যৈব কচিদ্বিষয়েঽর্থনিশ্চয়হেতুত্বাদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তমিমং নিরস্যতি।

দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

তুশব্দেন শঙ্কা বিহন্যতে। পূর্ব্বতো নেত্যনুবর্ত্ততে। যদুক্তং ব্রহ্মবৈরূপ্যাত্তদুপাদানকং জগন্নেতি তন্ন বিরূপাণামপ্যুপাদানোপাদেয়ভাবস্য দৃষ্টত্বাৎ। যথা গুণানামুৎপত্তির্বিজাতীয়াদ্‌দ্রব্যাৎ যথা কৃমীণাং মাক্ষিকাৎ যথা করিতুরগাদীনাং

অতিসূক্ষ্মশক্তিদ্বয়াঙ্গীকারেণাপীত্যর্থঃ। তর্কশ্চেতি। তদনুগৃহীতস্য তর্কপোষিতস্য। কচিদ্বিষয় ইতি। অতএব মন্তব্য ইত্যুক্তম্।

সাধনের নিমিত্ত তথাভূত উপাদান ব্রহ্মে চিজ্জড়াত্মিকা অতিসূক্ষ্মা দুইটি শক্তির অস্তিত্ব পূর্ব্ব হইতেই স্বীকার করা হয়। তাহাতেও বৈরূপ্য দুষ্পরিহর হইতেছে। কারণ, সূক্ষ্মশক্তিসমন্বিত উপাদান হইতে স্থূলতর উপাদেয় জগতের উৎপত্তি নিরূপণ করা হইয়াছে। এইরূপ অন্য বৈরূপ্যও বিভাবনীয় হইতেছে। ব্রহ্ম ও জগতের বৈরূপ্যবশত ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইতে পারেন না, এইরূপ তর্ক অবশ্য অপেক্ষণীয় হইতেছে। তর্কানুগৃহীত না হইলে, সকল স্থলে অর্থনিশ্চয় ঘটে না। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। পরসূত্রে উহার নিরাস করিতেছেন;—

বিরূপেরও উপাদানোপাদেয়ত্বভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। তু-শব্দ দ্বারা শঙ্কার নিরাস করা হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে ন-কার অনুবৃত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈরূপ্য প্রযুক্ত ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহেন, এরূপ বলা যায় না। কারণ, বিরূপ বস্তুদ্বয়েরও উপাদানোপাদেয়ত্বভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্রব্য হইতে গুণের উৎপত্তি, মধু হইতে কৃমির উৎপত্তি, কল্পবৃক্ষ হইতে করিতুরগাদির উৎপত্তি, এবং

কল্পদ্রুমাৎ যথা চ সুবর্ণাদীনাং চিন্তামণেরিতি। ইত্থমভি-প্রেত্যৈব দৃষ্টান্তিতমাথর্ব্বণিকৈঃ। যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি॥ ৬॥

ননূপাদানাৎ বিলক্ষণং চেদুপাদেয়ং তর্হ্যুপাদানে ব্রহ্মণি জগদুৎপত্তেঃ প্রাগসদিত্যাপদ্যেত। পূর্ব্বমৈক্যাবধারণাদস-চ্চোৎপদ্যেত। ন চৈতদিষ্টং তে সৎকার্য্যবাদিন ইতি চেৎ তত্রাহ—

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ॥ ৭॥

দৃশ্যতে ইতি। বিরূপাণাং বিধর্ম্মাণামপি। যথোর্ণেতি। সৃজতে তন্তূন্ গৃহ্নতে নিগিরতি। সতো জীবতঃ। পুরুষাদ্দেহাৎ। অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ॥ ৬॥

নন্বিতি। ঐক্যাবধারণাদেকস্যৈব ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বসত্ত্বাদসদেব জগত্তস্মাদুৎপদ্যে-তেত্যর্থঃ। ন চেতি। সৎকার্য্যবাদিনস্তে বেদান্তিনোহপি এতদসৎকার্য্যত্বং নেষ্ট-মিত্যর্থঃ।

চিন্তামণি হইতে সুবর্ণাদির উৎপত্তি চিরপ্রসিদ্ধ। এই অভিপ্রায়েই আথর্ব্বণিকেরা বলিয়া থাকেন, 'যেরূপ ঊর্ণনাভ নিজ উদর হইতে সূত্র বিস্তার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহা নিগীরণ করে, যেরূপ পৃথিবীতে ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, যেরূপ জীবের দেহ হইতে কেশলোমাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সেই অক্ষর পুরুষ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়'॥ ৬॥

এইরূপে উপাদেয় যদি উপাদান হইতে বিলক্ষণ হইল, তাহা হইলে, উৎ-পত্তির পূর্ব্বে জগতের উপাদানভূত ব্রহ্মে এই জগতের অস্তিত্বের অভাব ছিল। তৎকালে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন; অসৎ জগৎ তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইল; সৎকার্য্যবাদীর ইহা ইষ্ট হইতে পারে না; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন;—

নৈষ দোষঃ। কুতঃ প্রতীতি। পূর্ব্বসূত্রে সারূপ্যনিয়মস্য প্রতিষেধমাত্রং বিবক্ষিতম্। ন তূপাদানাদুপাদেয়স্য দ্রব্যান্তরত্বমপি। ব্রহ্মৈব স্ববিলক্ষণবিশ্বাকারেণ পরিণমত ইত্যঙ্গীকারাৎ। অয়ং ভাবঃ। যস্য সারূপ্যস্যাভাবাৎ ব্রহ্মোপাদানতামাক্ষিপসি তৎ কিং কৃৎস্নস্য ব্রহ্মধর্ম্মস্যানুবর্ত্তনমভিপ্রৈষ্যুত যস্য কস্যচিদিতি। নাদ্যঃ উপাদানোপাদেয়ভাবানুপপত্তেঃ। ন হি ঘটাদিষু মৃৎপিণ্ডোপাদেয়েষু পিণ্ডত্বাদ্যনুবৃত্তিরস্তি। দ্বিতীয়ে তু নানিষ্টাপত্তিঃ সত্ত্বাদিলক্ষণস্য ব্রহ্মধর্ম্মস্য প্রপঞ্চেঽপ্যনুবৃত্তেঃ। ননু যেন কেনচিদ্ধর্ম্মেণ সারূপ্যং ন শক্যং মন্তুং সর্ব্বস্য সর্ব্বসারূপ্যেণ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ

অসদিতি। ন ত্বিতি। উপাদানাচ্ছক্তিমতো ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ। উপাদেয়স্য জগতঃ। দ্রব্যান্তরত্বং ভিন্নত্বম্। অয়মিতি। সারূপ্যস্য সাধর্ম্ম্যস্য। তৎ কিমিতি। তৎ সারূপ্যং কিং নিখিলব্রহ্মধর্ম্মানুবর্ত্তনং যৎকিঞ্চিদ্ব্রহ্মধর্ম্মানুবর্ত্তনং বেত্যর্থঃ।

ব্রহ্ম ও জগতের বৈরূপ্য বলাতেও কোন দোষ হয় নাই। কারণ, পূর্ব্বসূত্রে যে বৈরূপ্য উক্ত হইয়াছে, উহা সারূপ্যের প্রতিষেধার্থই জানিতে হইবে। তদ্দ্বারা উপাদান হইতে উপাদেয়ের দ্রব্যান্তরত্ব উক্ত হয় নাই। ব্রহ্মই আপনা হইতে বিলক্ষণ বিশ্বের আকারে পরিণত হয়েন, এইরূপ স্বীকার করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যে সারূপ্যের অভাববশত ব্রহ্মের উপাদানতার আক্ষেপ করা হইতেছে, উহা সমস্ত ব্রহ্মধর্ম্মের অনুবর্ত্তন অভিলাষ করিয়াই করা হইয়াছে, কি যে কোন একটি ব্রহ্মধর্ম্মের অনুবর্ত্তন অভিলাষ করিয়াই করা হইয়াছে? সকল ব্রহ্মধর্ম্মের অনুবর্ত্তনাভিলাষে বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে, উপাদানোপাদেয়ত্বভাবের অনুপপত্তি হয়। মৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন ঘটাদিতে পিণ্ডত্বাদি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন দেখা যায় না। যে কোন একটি ব্রহ্মধর্ম্মের অনুবর্ত্তনে অনিষ্টাপত্তি ঘটে না। সত্ত্বাদিলক্ষণ ব্রহ্মধর্ম্মের প্রপঞ্চেও অনুবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে কোন একটি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তনে সারূপ্য স্থির করা যায় না, এরূপ বলা যায় না। কারণ, সকল বস্তুর সকল ধর্ম্মের সারূপ্য স্বীকারে সকল বস্তু

যেন ধর্ম্মেণোপাদানভূতং বস্তু বস্ত্বন্তরাৎ ব্যাবর্ত্ততে তস্য ধর্ম্মস্যোপাদেয়েঽনুবৃত্তিঃ সারূপ্যং যথা তন্ত্বাদিতঃ সুবর্ণং যেন স্বভাবেন ব্যাবর্ত্ততে তস্য কঙ্কণাদিকে তদুপাদেয়েঽনুবৃত্তির্দৃষ্টা তথৈতৎ দ্রষ্টব্যমিতি চেন্নৈবম্। মাক্ষিকাদিভ্যঃ কৃম্যাদীনামুৎপত্তাবস্য নিয়মস্য ব্যভিচারাৎ। ন চ স্বর্ণকঙ্কণয়োঃ সর্ব্বথা সারূপ্যমস্তি অবস্থাভেদাৎ। তথাচ স্বর্ণচিন্তামণ্যোরিব বৈরূপ্যেঽপি কঙ্কণস্বর্ণয়োরিব দ্রব্যৈক্যসত্ত্বান্নাসৎ কার্য্যমিতি ॥৭॥

যুক্ত্যন্তরেণ পুনরাক্ষিপতি—

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥

অস্য চিজ্জড়াত্মকস্য নানাবিধাপুমর্থবিকারাস্পদস্য জগতঃ সূক্ষ্মশক্তিকং ব্রহ্ম চেদুপাদানং তদাপীতৌ প্রলয়ে তস্য তদ্বৎ

ব্যাবর্ত্ততে ভিন্নং প্রতীয়তে। যেন স্বভাবেনেতি ভাস্বরত্বেন গুরুত্বেন চ ধর্ম্মেণেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি-প্রসঙ্গ হয়। অতএব যে ধর্ম্ম দ্বারা উপাদানভূত বস্তু বস্ত্বন্তর হইতে ব্যাবৃত্ত হয়, সেই ধর্ম্মের উপাদেয় বস্তুতে অনুবৃত্তিই উহার সারূপ্য। যে ধর্ম্ম দ্বারা সুবর্ণ সূত্রাদি হইতে ভিন্ন হয়, সুবর্ণের সেই ধর্ম্মকেই কঙ্কণাদিতে অনুবৃত্ত হইতে দেখা যায়। সকল স্থলেই এই নিয়মের প্রয়োগ করিতে হইবে, এরূপও নিশ্চয় করা যায় না। কারণ, মাক্ষিকাদি হইতে কৃমি প্রভৃতির উৎপত্তিতে উক্ত নিয়মের ব্যভিচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বর্ণ ও কঙ্কণের অবস্থাভেদ-দর্শনে উহাদের সকল অবস্থাতেই সারূপ্য আছে, এরূপ স্বীকার করা যায় না। অতএব স্বর্ণ ও চিন্তামণির ন্যায় ব্রহ্ম ও জগতের বৈরূপ্যসত্ত্বেও কঙ্কণ ও স্বর্ণের ন্যায় দ্রব্যের ঐক্যপ্রযুক্ত জগৎকার্য্যকে অসৎ বলা যাইতে পারে না ॥৭॥

পুনর্ব্বার যুক্ত্যন্তর দ্বারা আক্ষেপ করিতেছেন ;—

সূক্ষ্মশক্তিক ব্রহ্মই যদি চিজ্জড়াত্মক, নানাবিধ অপুরুষার্থ ও বিকারের আস্পদ জগতের উপাদান হয়েন, তাহা হইলে, প্রলয়ে উক্ত বিকৃত জগতের

প্রসঙ্গঃ ষষ্ঠ্যন্তাদিবার্থে বতিঃ তত্র তস্যেবেতি সূত্রাৎ। উপাদেয়বদপুমর্থবিকারপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তদানীং তেন সহ তস্যৈক্যাৎ। অতোঽসমঞ্জসমিদমুপনিষদ্বাক্যবৃন্দং যৎ সার্ব্বজ্ঞনিরবদ্যত্বাদিগুণকমুপাদানং ব্রহ্মেতি গদতি॥ ৮॥

পরিহরতি—

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ॥ ৯॥

তুশব্দাদাক্ষেপসম্ভাবনাপি নিরস্তা। নৈব কিঞ্চিদসমঞ্জসম্। কুতঃ উপাদেয়জগৎসম্পর্কেঽপ্যুপাদানস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধতয়াবস্থিতৌ দৃষ্টান্তসত্ত্বাৎ। যথৈকস্মিংশ্চিত্রাম্বরে নীলপীতাদয়ো গুণাঃ স্বস্বপ্রদেশেষ্বেব দৃষ্টা ন তু তে ব্যতিকীর্য্যন্তে তথা চৈকস্মিন্ দেহিনি বাল্যাদয়ো দেহধর্ম্মা দেহে কাণত্বাদয়ঃ

অপীতাবিতি। তদ্বদিতি। কার্য্যবৎ কারণস্যাপ্যশুদ্ধ্যাদিপ্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। যথা ব্যঞ্জনে লীয়মানং হিঙ্গ্বাদি স্বগন্ধেন তদ্দূষয়েদেবং ব্রহ্মণি লীয়মানং জগৎ স্বগতেন জাড্যাদিনা তদ্দূষয়িষ্যতীত্যাক্ষেপঃ সূত্রার্থঃ। তদানীং প্রলয়ে। তেন ব্রহ্মণা সহ তস্য জগতঃ ঐক্যাদভেদাৎ॥ ৮॥

সংসর্গে তাঁহাতেও বিকারের ও অপুরুষার্থত্বের আপত্তি হইবে। অতএব উপনিষদে যে সকল বাক্য সর্ব্বজ্ঞতা ও নিরবদ্যতা প্রভৃতি গুণযুক্ত ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাঁহাদিগেরও অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে॥ ৮॥

অনন্তর এই পূর্ব্বপক্ষের পরিহার করিতেছেন ;—

উপাদেয় জগতের সংসর্গেও উপাদানভূত ব্রহ্মের শুদ্ধত্বাদির হানি হইতেছে না ; কারণ, তাঁহার সার্ব্বকালিকী শুদ্ধতার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যেরূপ একটি চিত্র বস্ত্রে নীলপীতাদি বর্ণ সকল নিজ নিজ প্রদেশ বিশেষেই দৃষ্ট হয়, উহারা সমস্ত বস্ত্রে বিকীর্ণ হইতে পারে না, এবং যেরূপ একই দেহীতে বাল্য প্রভৃতি দেহধর্ম্ম সকল দেহেই প্রতীত হয় ও কাণত্ব প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম

করণধর্ম্মাশ্চ করণগণে বিজ্ঞায়ন্তে ন ত্বাত্মনি। এবমপুমর্থবিকারা ব্রহ্মশক্তিধর্ম্মাঃ শক্তিগতাঃ স্যুর্ন তু ব্রহ্মণি শুদ্ধে প্রসজ্যেরন্নিতি ॥ ৯ ॥

ন কেবলং নির্দ্দোষতয়া ব্রহ্মোপাদানতা স্বীকৃতা। প্রধানোপাদানতায়া দুষ্টত্বাদপীত্যাহ—

স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ১০ ॥

যে দোষাস্ত্বয়া সাংখ্যেনাস্মৎপক্ষে সম্ভাবিতাস্তে স্বপক্ষে নিজমত এব দ্রষ্টব্যাঃ তেষামন্যত্র নিরস্তত্বাৎ। তথাহি উপাদানোপাদেয়য়োর্বৈরূপ্যং সাংখ্যপক্ষেঽপ্যস্তি শব্দাদিশূন্যাৎ প্রধানাচ্ছব্দাদিমতো জগতো জন্মরঙ্গীকারাৎ। তস্মাৎ তস্য

নেতি। নৈবেতি কিঞ্চিদপি বাক্যং নাসঙ্গতমিত্যর্থঃ। ন তু তে ব্যতিকীর্য্যন্তে মিথো মিশ্রিতা ন ভবন্তীত্যর্থঃ। প্রসজ্যেরন্ প্রাপ্তাঃ স্যুঃ ॥ ৯ ॥

ন কেবলমিতি। অন্যত্রোপনিষদে সিদ্ধান্তে। তস্মাৎ তস্যেতি। তস্মাৎ প্রধানাৎ কারণাত্তস্য কার্য্যস্য জগতো বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সকল ইন্দ্রিয়েই প্রতীত হয়, আত্মাতে প্রতীত হয় না, তদ্রূপ অপুরুষার্থ ও বিকার প্রভৃতি শক্তিধর্ম্ম সকলও শক্তিতেই অবস্থিত হয়, শুদ্ধ ব্রহ্মে তাহাদিগের প্রসক্তি হয় না ॥ ৯ ॥

এইরূপে কেবল নির্দ্দোষত্ব প্রযুক্তই যে ব্রহ্মের উপাদানতা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু প্রধানের উপাদানতা স্বীকারে দোষ হয় বলিয়াই ঐ প্রকার স্বীকার করা হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন ;—

সাংখ্যদর্শন অনুসারে যে সকল দোষ আমাদিগের পক্ষে সম্ভাবিত হইতেছিল, সেই সকল দোষই আবার সাংখ্যের নিজমতেও দ্রষ্টব্য হইতেছে। যে হেতু, ঐ সকল দোষ বলিয়া অন্যত্র নিরস্তই হইয়াছে। উপাদান ও উপাদেয়ের বৈরূপ্য সাংখ্যপক্ষেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, সাংখ্যমতে শব্দাদিশূন্য প্রধান হইতে শব্দাদিবিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। এইরূপ

বৈরূপ্যাদেবাসৎকার্য্যতাপ্রসঙ্গঃ। প্রধানাবিভাগস্বীকারাদে-বাপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গশ্চেত্যেবমাদয়ঃ। জগৎপ্রবৃত্তিরপি প্রধান-বাদে ন সম্ভবতীতি তৎপরীক্ষায়াং বক্ষ্যামঃ॥ ১০॥

যত্তূক্তং তর্কানুগৃহীতং শাস্ত্রমর্থনিশ্চয়হেতুরিতি তৎ প্রত্যাহ।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ॥ ১১॥

পুরুষধীবৈবিধ্যাৎ তর্কা নষ্টপ্রতিষ্ঠা মিথো বিহন্যমানা বিলোক্যন্তে। অতোঽপি তাননাদৃত্যৌপনিষদী ব্রহ্মোপাদা-নতা স্বীকার্য্যা। ন চ লব্ধমাহাত্ম্যানাং কেষাঞ্চিৎ তর্কাঃ প্রতি-

---

তর্কেতি। যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈ-রন্যৈরন্যথৈবোপপদ্যত ইতি তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং বদন্তি। নন্বু তর্কমাত্রেঽপ্রতিষ্ঠিতে ধূমজ্ঞানোত্তরং বহ্নৌ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ বাক্যার্থসংশয়ে তর্কেণ তদর্থানির্ণয়-প্রসঙ্গশ্চ। কিঞ্চ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিত্যনেন তর্কেণ পরপক্ষখণ্ডনঞ্চ ন স্যাৎ। তস্মাৎ কস্যচিৎ তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠানেঽপি কস্যচিৎ প্রতিষ্ঠানাৎ তেন সমন্বয়ে বিরোধঃ শক্যঃ কর্ত্তুমিত্যাক্ষিপতি অন্যথানুমেয়মিতি চেদিত্যনেন সূত্রখণ্ডেন।

উপাদান ও উপাদেয়ের বৈরূপ্য বশত অসৎকার্য্যতা-প্রসঙ্গ হইতেছে। এবং প্রধান হইতে ব্রহ্মের অবিভাগ অর্থাৎ ঐক্য স্বীকারেই প্রলয়ে প্রকৃতির সংসর্গে ব্রহ্মের অপুমর্থ ও বিকারের প্রাপ্তি-প্রসঙ্গ প্রভৃতি দোষও ঘটিতেছে। প্রধান-বাদে জগৎ-প্রবৃত্তিও সম্ভব হয় না। এই বিষয়টি উক্ত বাদের পরীক্ষাতেই প্রদর্শিত হইবে॥ ১০॥

এক্ষণে তর্কানুগৃহীত শাস্ত্রই অর্থনিশ্চয়ের হেতু, এই বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তৎপ্রসঙ্গেই পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ;—

পুরুষের বুদ্ধির নানাত্ব প্রযুক্ত তর্ক সকল অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অত-এব ঐ সকল তর্কের প্রতি আদর না করিয়া, উপনিষদে উক্ত যে ব্রহ্মোপা-দানতা, তাহাই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের তর্ক প্রতিষ্ঠিত

ষ্ঠিতাঃ তথাভূতানামপি কপিলকণভুগাদীনাং মিথো বিবাদসন্দর্শনাৎ। নন্বহমন্যথানুমাস্যে যথা প্রতিষ্ঠা ন স্যাৎ। ন তু প্রতিষ্ঠিতস্তর্ক এব নাস্তীতি শক্যং বদিতুং তর্কাপ্রতিষ্ঠানুরূপস্য তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ। সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং জগদ্ব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ। অতীতবর্ত্তমানবর্ত্মসাধারণ্যেনানাগতেঽপি বর্ত্মনি সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারার্থা লোকপ্রবৃত্তির্দৃষ্টেতি চেৎ এবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। পুরুষবুদ্ধিমূলতর্কাবলম্বনস্য ভবতো দেশান্তরকালান্তরজনিপুণতমতার্কিকদূষ্যত্বসম্ভাবনয়া

অতীতেতি। ভূতং বর্ত্তমানঞ্চ যদ্বর্ত্ম তত্তৌল্যেনানাগতে ভবিষ্যতি চ বর্ত্মনীত্যর্থঃ। যথা কৃষিবাণিজ্যাদি পুরাকৃতং যথেদানীং ক্রিয়তে এবমেবাগ্রেঽপি করিষ্যতে তেন সুখপ্রাপ্তির্দুঃখপরিহারশ্চ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। স্বীকৃত্য পরিহরতি এবমপীতি। অত্র ব্যাচষ্টে তর্কেণ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গো মোক্ষস্যাপ্রাপ্তিরোপ-

---

বলিয়া স্বীকার্য্য, এরূপও বলা যায় না। কারণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কপিল এবং কণাদ প্রভৃতিরও পরস্পর বিবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি বল—প্রতিষ্ঠিত তর্কই নাই, অর্থাৎ সকল তর্কই অপ্রতিষ্ঠিত, এরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তর্কের অপ্রতিষ্ঠানসাধক তর্কই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অতএব যেরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা না হয়, এইরূপ তর্কই স্বীকার করিতে হইবে। সকল তর্কই অপ্রতিষ্ঠিত বলা নিতান্ত অসঙ্গত। যেহেতু, তাহাতে জগদ্ব্যবহারেরই উচ্ছেদ-প্রসঙ্গ হয়। অতীত ও বর্ত্তমানের দৃষ্টান্ত অনুসারে ভবিষ্যতেও সুখলাভ ও দুঃখপরিহারের নিমিত্ত লোকের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে।—তাহাতে শ্রদ্ধা করিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে, অনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গ ঘটে; অর্থাৎ তর্কের নিস্তার না হওয়াতে মোক্ষই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, যেহেতু তর্কনিশ্চিত জ্ঞানে মুক্তি হয় না, ঔপনিষদ জ্ঞানই মুক্তির সাধন। তুমি পুরুষবুদ্ধিমূলক তর্কের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিলে, দেশান্তরে বা কালান্তরে তোমা হইতে নিপুণতর যে সকল তার্কিক জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা তোমার তর্ককেও অপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে

তর্কাপ্রতিষ্ঠানদোষাদনিস্তারঃ স্যাৎ। যদ্যপ্যর্থবিশেষে তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতস্তথাপি ব্রহ্মণি সোঽয়ং নাপেক্ষ্যতে অচিন্ত্যত্বেন তদনর্হত্বাৎ শ্রুতিবিরোধান্নৈতি ত্বদুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। শ্রুতিশ্চ ব্রহ্মণস্তর্কাগোচরতামাহ। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠেতি কঠানাম্। স্মৃতিশ্চ—ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ। যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতমিত্যাদ্যা। তস্মাৎ শ্রুতিরেব ধর্ম্ম ইব ব্রহ্মণি প্রমাণম্। তৎপোষকারী তর্কস্ত্বপেক্ষ্যত এব মন্তব্য ইতি

নিবদাত্মজ্ঞানেন তস্য শ্রবণাদিতি। যদ্যপীতি। অর্থবিশেষে পর্ব্বতীয়বহ্ন্যাদৌ ব্রহ্মণোঽতর্ক্যত্বে প্রমাণং নৈষেতি। প্রেষ্ঠ হে প্রিয়তমেতি নচিকেতসং প্রতি যমোক্তিঃ। এষা পরতত্ত্বগ্রহণার্হা মতির্ধিষণা ত্বয়া তর্কেণ শুষ্কেণ নাপনেয়া ন ঘটনীয়া যদিয়মন্যেন বেদজ্ঞেন গুরুণা প্রোক্তোপদিষ্টা সতী সুজ্ঞানায় পরতত্ত্বানুভবায় সম্পদ্যেতেতি। ঋষে ইতি। শ্রীভাগবতে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্। যদা বিদন্তি বিষয়ং কুর্ব্বন্তি তদেবাসদ্ভিঃ শুষ্কৈস্তর্কৈর্বিপ্লুতমনুমিতং সৎ তিরোধীয়েতান্তর্দধ্যাদিত্যর্থঃ। তৎপোষকারীতি। তত্র মনুঃ—প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ

পারিবে। এইরূপে তর্কের যে অপ্রতিষ্ঠারূপ দোষ উত্থিত হইবে, তাহার আর নিস্তার নাই। যদিও অর্থবিশেষে তর্কের প্রতিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ে ঐ তর্কের অপেক্ষা দেখা যায় না। ব্রহ্ম অচিন্ত্য বস্তু, সুতরাং তর্কের অগোচর। ব্রহ্মে তর্ক স্বীকার করিলে, শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় এবং তোমার উক্তিও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। 'প্রেষ্ঠ নচিকেত! তোমার এই পরতত্ত্বগ্রহণসমর্থা বুদ্ধিকে শুষ্ক তর্ক দ্বারা অপমার্গে নীত করিও না। বেদজ্ঞ গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে, তোমার ঐ বুদ্ধি উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিবে;' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মপদার্থের তর্কাগোচরতাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—'প্রশান্তাত্মা মুনিগণই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। অসৎ তর্ক দ্বারা বিপ্লুত হইলে, উহা তিরোহিত হইয়া যায়।' অতএব শ্রুতিই ধর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মের প্রমাণ। তবে ঐ শ্রুতির পোষক তর্কের অপেক্ষা আছে। 'মন্তব্য' ইত্যাদি শ্রুতি এবং

শ্রুতেঃ পূর্ব্বাপরাবিরোধেনেত্যাদিস্মৃতেশ্চ। তস্মাৎ ব্রহ্মোপাদানকং জগদিতি ॥ ১১ ॥

সাংখ্যযোগস্মৃতিভ্যাং তদীয়তর্কৈশ্চ বিরোধঃ পরিহৃতঃ। ইদানীং কণভুগাদিস্মৃতিভিস্তদীয়তর্কৈশ্চ স পরিহ্রিয়তে। তত্র কণাদাদিমতৈর্ব্রহ্মোপাদানতা বাধ্যতে ন বেতি বীক্ষায়াং তস্যাং সত্যাং তৎস্মৃতীনামনবকাশতাপত্তেঃ। সর্ব্বত্র ন্যূন-

---

বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতেতি। আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতর ইতি ॥ ১১ ॥

সাংখ্যেতি। কণভুক্প্রভৃতয়ো হি শ্রুত্যর্থাভাসানাসাদ্য স্মৃতীঃ কল্পয়াঞ্চক্রুঃ। তথাহি ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুং প্রতি উদ্দালকঃ সূক্ষ্মে বস্তুনি স্থূলস্যান্তর্ভাবং বিবক্ষুরাহ। ন্যগ্রোধফলমদ আহরেতি। ইদং ভগব ইতি। ভিন্ধীতি। ভিন্নং ভগব ইতি। কিমত্র পশ্যসীতি। অণ্ব্য ইবেমাধানা ভগব ইতি। আসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি। ভিন্না ভগব ইতি। কিমত্র পশ্যসীতি। ন কিঞ্চন ভগব ইতি। এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এব মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতীতি। জগতঃ প্রাগবস্থায়াং দৃষ্টান্তঃ শ্রূয়তে। তত্র ন কিঞ্চনাদিশব্দশ্রবণাৎ শূন্যবাদাণুকারণবাদা দার্ষ্টান্তিকত্বেনাবগম্যন্তে। এবমসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎ নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তেত্যাদাবসৎস্বভাববাদৌ চাবগতৌ তাসাং শ্রুতীনাং তত্ত্বাদেষু তাৎপর্য্যমস্তীতি প্রতীতেঃ। তর্কশ্চ ব্রহ্ম ন বিশ্বোপাদানং বিশুদ্ধত্বাৎ খবদিতি। এবং পূর্ব্বপক্ষান্ দর্শয়িতুমাহেদানীমিতি। তস্মাৎ ব্রহ্মোপাদানতায়াম্। তৎস্মৃতীনাং

'পূর্ব্বাপরের অবিরোধে তর্ক অভিমত' ইত্যাদি স্মৃতিই উহার প্রমাণ। অতএব জগতের ব্রহ্মোপাদানকত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১১ ॥

সাংখ্যস্মৃতি ও যোগস্মৃতির সহিত এবং ঐ সকল স্মৃতিতে উক্ত তর্কের সহিত যে বিরোধ, তাহা পরিহৃত হইয়াছে। এক্ষণে কণাদপ্রণীত স্মৃতি ও তদুক্ত তর্কের সহিত যে বিরোধ, তাহার পরিহার করা হইতেছে। কণাদ প্রভৃতির মতে ব্রহ্মোপাদানকতা বাধিত হয় কি না, এই প্রকার সন্দেহে দেখা যায় যে, ব্রহ্মোপাদানকতা স্বীকারে কাণাদাদি স্মৃতির নির্বিষয়তা ঘটে।

পরিমাণানামেব দ্ব্যণুকাদীনাং ত্র্যণুকাদিমহাকার্য্যারম্ভকত্বদর্শ-নাৎ ব্রহ্মণো বিভুত্বেন তদযোগাচ্চ বাধ্যত ইতি প্রাপ্তে

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥

শিষ্টাঃ পরিশিষ্টাঃ। নাস্তি পরিগ্রহো বেদকর্ম্মকো যেষাং তে অপরিগ্রহাঃ। বিশেষণয়োঃ কর্ম্মধারয়ঃ। এতেন বেদবিরোধিসাংখ্যাদিনিরাসেন পরিশিষ্টাস্তদ্বিরোধিনঃ কণভক্ষাক্ষপাদপ্রভৃতয়োঽপি নিরস্তা বেদিতব্যাঃ নিরাকরণ-হেতোঃ সাম্যাৎ। ন হ্যারম্ভবাদেঽপি ন্যূনপরিমাণারম্ভকত্ব-নিয়মোঽস্তি। দীর্ঘতন্ত্বারব্ধদ্বিতন্তুকপটে বিয়দুৎপন্নে শব্দে চ ব্যভিচারাৎ। কারণবস্তুবিষয়স্য তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠানমশক্যং বক্তু-

---

কণাদাদিগ্রন্থানাম্। সর্ব্বত্র বীজবৃক্ষাদৌ। তদযোগাৎ স্বতো মহাকার্য্যারম্ভক-ত্বাসম্ভবাৎ। এবং প্রাপ্তেঽতিদিশতি।

এতেনেতি।অতিদেশত্বান্নাত্র পৃথক্‌সঙ্গত্যপেক্ষা। শিষ্টাঃ কপিলপতঞ্জলিভ্যা-মন্যে। অপরিগ্রহা বেদমগৃহ্লন্তস্তর্কপরা ইত্যর্থঃ। এতেনেতি। তদ্বিরোধিনো বেদপ্রতিকূলাঃ। অক্ষপাদোঽত্র গৌতমঃ। এবং হি বর্ণয়ন্তি। লোকং পশ্যতি যস্যাঙ্ঘ্রিঃ স যস্যাঙ্ঘ্রিং ন পশ্যতি। তাভ্যামপ্যপরিচ্ছেদ্যা বিদ্যা বিশ্বগুরোস্তবেতি।

বিশেষত ন্যূনপরিমাণ দ্ব্যণুকাদিরই ত্র্যণুকাদি মহৎকার্য্যের আরম্ভকতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্ম বিভু বস্তু। তাঁহা হইতে অণুকাদির উৎপত্তি সম্ভব বোধ হয় না। অতএব ব্রহ্মোপাদানকতা বাধিতই হইতেছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

বেদবিরোধী কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতির নিরাস দ্বারাই অবশিষ্ট কণাদ ও অক্ষপাদ প্রভৃতি বেদবিরোধী দার্শনিকও নিরস্ত হইতেছেন, এইরূপ জানিতে হইবে। কারণ উভয়পক্ষেই বেদবিরোধিত্ব রূপ দোষের নিরাকরণের হেতু সমান হইতেছে। আরম্ভবাদেও ন্যূন পরিমাণের আরম্ভকত্বের কোন নিয়ম নাই। দীর্ঘ তন্তু দ্বারা আরব্ধ বিতন্তুবিশিষ্ট পটে এবং আকাশ হইতে উৎপন্ন শব্দে উহার ব্যভিচার দেখা যাইতেছে। কারণ-বস্তুবিষয়ক তর্কের প্রতিষ্ঠা

মিতি শঙ্কাধিক্যাদধিকরণাতিদেশঃ। তৎপরিহারস্তু শুষ্কতর্কস্যাপ্রতিষ্ঠাননিয়মাৎ। অতএবাপরে বৌদ্ধাদয়ঃ পরমাণূনন্যথা বর্ণয়ন্তি। ক্ষণিকানর্থাত্মকান্ কেচিৎ। জ্ঞানরূপান্ পরে। শূন্যাত্মকানপরে। সদসদ্রূপাংস্ত্বন্যে। সর্ব্বে হ্যেতে তন্নিত্যতাবিরোধিন ইতি॥ ১২॥

পুনরাশঙ্ক্য সমাধত্তে।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ॥ ১৩॥

তত্র তাভ্যাং গৌতমপতঞ্জলিভ্যামিত্যর্থঃ। নিরাকরণহেতোর্বেদবিরোধিতায়াঃ। দীর্ঘেতি। অত্র কারণপরিমাণং মহদবগম্যতে। অতএবাপরেতি। বৈভাষিকো বৌদ্ধঃ পরমাণূন্ ক্ষণিকান্ অর্থভূতান্ মন্যতে। যোগাচারো জ্ঞানরূপান্। মাধ্যমিকস্তু শূন্যাত্মকান্। জৈনঃ পুনঃ সদসদ্রূপান্। এতচ্চাগ্রিমচরণে বিস্পষ্টীভবিষ্যতি। সর্ব্বে এতে পরমাণুকারণবাদিনো বৈভাষিকাদয়ো জৈনাশ্চত্বারঃ পরমাণুনিত্যতায়াং কণাদাদিস্বীকৃতায়াং বিরোধিনঃ ক্ষণিকত্বাদিস্বীকারাদিতি ভাবঃ। তথাচ কারণবস্তুবিষয়স্যাপি তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠানমসন্দেহমিতি। ন চ ন কিঞ্চনাদিশব্দবিরোধঃ অনভিব্যক্তনামরূপত্বেন সঙ্গতেঃ। অণুশব্দস্তু সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্রহ্মণি গৌণঃ। স্বভাববাদস্তূপরি নিরাকরিষ্যতে॥ ১২॥

অথ প্রত্যক্ষেণ সমন্বয়ে বিরোধমুদ্ভাব্য নিরাকর্ত্তুং প্রবর্ততে পুনরাশঙ্ক্যেত্যাদিনা। তর্কেণ বিরোধো মাস্তু প্রত্যক্ষেণ সোঽস্ত্বিতি প্রত্যুদাহরণমিহ সঙ্গতিঃ।

নাই, এরূপও বলা যায় না। শঙ্কার আধিক্য বশতই অধিকরণের অতিদেশ জানিতে হইবে। শুষ্ক তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়াই সামান্যত তর্কের পরিহার করা হইয়াছে। এই কারণেই কোন কোন বৌদ্ধ পরমাণুকে অন্য প্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ পরমাণুকে ক্ষণিক ও অর্থাত্মক বলিয়া স্বীকার করেন। কেহ কেহ উহাকে জ্ঞানরূপই বলেন। কেহ কেহ বা শূন্যাত্মাও বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বা উহাকে সদসদ্রূপও বলেন। বস্তুত সকলেই পরমাণুর নিত্যতা অস্বীকার করিয়া থাকেন॥ ১২॥

পুনর্ব্বার আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন ;—

সূক্ষ্মশক্তিকং ব্রহ্মৈবোপাদানং তদেব স্থূলশক্তিকমুপাদেয়মিতি মতম্। তদিদং যুক্তং ন বেতি সংশয়ে ইহ ভোক্ত্রা জীবেন সহ ব্রহ্মণ ঐক্যাপত্তেরবিভাগঃ শক্তেঃ শক্তিমদ্ব্রহ্মাভেদাপত্তের্দ্বা সুপর্ণা—জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমিত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধভেদলোপস্ততো ন যুক্তমিতি চেৎ তৎপরিহারঃ স্যাল্লোকবৎ। লোকে যথা দণ্ডিনঃ পুরুষাভেদেঽপ্যস্তি দণ্ডপুরুষয়োঃ স্বরূপতো ভেদস্তথা শক্তিমতো ব্রহ্মণঃ শক্ত্যভেদেঽপি শক্তিব্রহ্মণোঃ সোঽস্তীতি ন ক্ষতিঃ॥ ১৩॥

জগদুপাদানে ব্রহ্মণি সমন্বয়ো দর্শিতঃ। তদুপাদানঞ্চ তদভিন্নং মন্তব্যম্। তত্রঞ্চ প্রত্যক্ষেণ নাহমীশ্বর ইত্যেবংবিধেন বিরুদ্ধমতঃ সমন্বয়েঽপি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধত্বমিতি।

ভোক্তেতি। ভোক্ত্রা জীবেনেতি। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীত্যাদি শ্রবণাৎ ভোক্তৃত্বং জীবস্য ব্যাখ্যাতম্। শক্তিমদ্ব্রহ্মাভেদাপত্তেরিত্যত্র ক্ষীরনীরাদিবৎ.

উক্ত মতে ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যাপত্তি বশত শ্রুতিসিদ্ধ জীবব্রহ্মের ভেদের বিলোপ হইবে ভাবিয়া ব্রহ্মোপাদানকতাকে অযুক্ত বলা যাইতে পারে না; কারণ, লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারাই উহার পরিহার করা হইতেছে।

সূক্ষ্মশক্তিসমন্বিত ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং ঐ ব্রহ্মই স্থূলশক্তিসমন্বিত হইয়া উপাদেয় জগৎরূপে পরিণত হয়েন, এই মত যুক্ত কি না? এই প্রকার সংশয় হইলে, ভোক্তা জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যাপত্তি প্রযুক্ত অর্থাৎ শক্তিভূত জীব হইতে শক্তিমদ্ব্রহ্মের অভেদাপত্তি বশত "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি শ্রুতিতে নির্দ্ধারিত জীবব্রহ্মের যে ভেদভাব, তাহার বিলোপ হইবে, অতএব ব্রহ্মের উপাদানতা অস্বীকার্য্য, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্ত, লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারাই পরিহৃত হইতে পারে। দণ্ডধারী পুরুষ হইতে দণ্ডের ভেদ স্থির না হইলেও দণ্ড ও পুরুষের স্বরূপত ভেদ যেরূপ আছেই বলিতে হইবে, তদ্রূপ শক্তিমদ্ব্রহ্ম হইতে শক্তি অভিন্ন হইলেও শক্তি ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকারে কোনই ক্ষতি হইতেছে না॥ ১৩॥

জগতো ব্রহ্মাভেদমঙ্গীকৃত্য ব্রহ্মণস্তদুপাদানত্বং নিরূপিতমসদিতি চেন্নেত্যাদ্দিনা তমেবাক্ষিপ্য সমাধাতুমিদানীং প্রবর্ত্ততে। তত্রোপাদেয়ং জগদুপাদানাৎ ব্রহ্মণো ভিন্নমভিন্নং বেতি বীক্ষায়াং মৃৎপিণ্ড উপাদানং ঘট উপাদেয়ম্ ইতি ধীভেদাৎ উপাদানমুপাদেয়মিতি শব্দভেদাৎ মৃৎপিণ্ডেন ঘটায় প্রবর্ত্ততে ঘটেন তু জলমানয়েতি প্রবৃত্তিভেদাৎ পিণ্ডাকারম্ উপাদানং কম্বুগ্রীবাদ্যাকারম্ উপাদেয়মিত্যাকারভেদাৎ পূর্ব্বকালমুপাদানমুত্তরকালমুপাদেয়মিতি কালভেদাচ্চ ভিন্নমেবোপাদানাদুপাদেয়ম্। ইতরথা কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ উপাদানমেব চেদুপাদেয়ং কৃতং তর্হি তদ্ব্যাপারেণ চ

বিমিশ্রণাদিত্যাশয়ঃ। সোঽস্তীতি। সঃ স্বরূপতো ভেদোঽস্তীত্যর্থঃ। ক্ষতির্দূষণম্ ॥ ১৩ ॥

জগত ইতি। পূর্ব্বোক্তং কার্য্যকারণয়োরভেদমাক্ষিপ্য সমাদধাতীত্যাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। তদুপাদানত্বং জগদুপাদানত্বম্। তমেব কার্য্যকারণভেদম্।

জগৎ হইতে ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের যে জগদুপাদানত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা যদি অসৎ বল, এরূপ উক্তি সঙ্গত হয় না; ইত্যাদিরূপে তাহার আক্ষেপ পূর্ব্বক তৎসমাধানার্থ অধিকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন। এস্থলে সংশয় এই, উপাদেয় জগৎ, উপাদানভূত ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কি না? মৃৎপিণ্ড উপাদান, ঘট উপাদেয়, এই প্রকার বুদ্ধিভেদ বশত; উপাদান ও উপাদেয়, এই দুই শব্দের ভেদ বশত; মৃৎপিণ্ড দ্বারা লোকে ঘটনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, ঘটে করিয়া জল আনয়ন কর, এইরূপ প্রবৃত্তি ভেদ বশত; উপাদান পিণ্ডাকার ও উপাদেয় কম্বুগ্রীবাকার, এইরূপ আকারের ভেদ বশত; এবং উপাদান পূর্ব্বকালবর্ত্তী ও উপাদেয় উত্তরকালবর্ত্তী, এইরূপ কালভেদ বশত;—উপাদান উপাদেয় হইতে ভিন্ন বলিয়াই প্রতীতি হয়। উক্ত ভেদের অস্বীকারে কারকব্যাপারের বৈয়র্থ্যাপত্তি হয়। উপাদান যদি স্বয়ংই উপাদেয়ে পরিণত হয়, তবে উপাদানব্যাপারের আর প্রয়োজন থাকে না। উপাদেয়

সতোঽপ্যুপাদেয়স্যাভিব্যক্তয়ে তেন ভাব্যং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি কারকব্যাপারাৎ প্রাক্ সা সতী অসতী বা। নাদ্যঃ তদ্ব্যাপারবৈয়র্থ্যাৎ নিত্যোপলব্ধিপ্রসঙ্গাচ্চোপাদেয়স্য। ততশ্চ নিত্যানিত্যবিভাগো বিলুপ্যেত। তথাভিব্যক্তেরভিব্যক্ত্যন্তরেঽঙ্গীকৃতেঽনবস্থা। ন চান্ত্যঃ অসৎকার্য্যতাপত্তেঃ। তস্মাদসত উপাদেয়স্যোৎপত্তিহেতুত্বে নার্থবত্ত্বং ব্যাপারস্যেত্যসত্ত্বাদেবোপাদানাৎ ভিন্নমুপাদেয়মিতি বৈশেষিকাদিনয়াৎ পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে পরিহরতি।

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ জীবপ্রকৃতিশক্তিযুক্তাৎ জগদুপাদানাৎ ব্রহ্মণঃ অনন্যদেবোপাদেয়ং জগৎ। কুতঃ আরম্ভণেতি। আরম্ভণশব্দ

কারকেতি। দণ্ডচক্রাদি কুলালশ্চ কারকম্। কৃতমিতি ব্যর্থম্। তেনেতি কারকব্যাপারেণ। সেত্যভিব্যক্তিঃ। নিত্যোপেতি কার্য্যনিত্যতাপত্তেশ্চেত্যর্থঃ। ন চান্ত্য ইতি। অন্ত্যঃ অভিব্যক্তিরসতীতি পক্ষঃ। বৈশেষিকাদীত্যাদিপদাৎ নৈয়ায়িকো গ্রাহ্যঃ। এবং প্রাপ্তে—

বস্তু সৎস্বরূপ হইলেও তাহার অভিব্যক্তির জন্য কারকব্যাপারের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। কারণ, তাহার যোগ্যতাই ঘটে না। এখন দেখিতে হইবে যে, ঐ অভিব্যক্তি কারকব্যাপারের পূর্ব্বে হয় বা পরেই হইয়া থাকে? পূর্ব্বে বলিলে, কারকব্যাপারের বৈয়র্থ্য হয়। বিশেষত উপাদেয়ের নিত্যই উপলব্ধির প্রসঙ্গ হয়। তাহা হইলে, এটি নিত্যবস্তু ওটি অনিত্য বস্তু, এইরূপ বিভাগই বিলুপ্ত হইয়া যায়। অভিব্যক্তির আবার অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে, অনবস্থা দোষ ঘটে। শেষপক্ষ স্বীকারে, অর্থাৎ পরে বলিলে, অসৎকার্য্যতাপত্তি হয়। অতএব অসৎ উপাদেয় বস্তুর উৎপত্তির কারণত্বে কারকব্যাপারের সাফল্য হয় না। এই নিমিত্ত অসৎ উপাদান হইতে সৎ উপাদেয়ের ভেদই স্বীকার্য্য হইতেছে। ন্যায়বৈশেষিকাদি নয় অনুসারে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, তাহার খণ্ডনের নিমিত্ত পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন ;—

আদির্যেষাং তেভ্যো বাক্যেভ্যঃ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিত্যেবংবিধানি ছান্দোগ্যে বাক্যানি সান্তরাণ্যপ্যত্র বিবক্ষিতানি। তানি হি চিজ্জড়াত্মকস্য জগতস্তদ্‌যুক্তাৎ পরস্মাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং বদন্তি। তথাহি কৃৎস্নং জগৎ তাদৃগ্‌ব্রহ্মো-

---

তদনন্যেতি। তস্মাদিতি। অনন্যদভিন্নম্। বাচেতি। হেতুত্ববিবক্ষয়া ফলে তৃতীয়া। মৃৎপিণ্ডে কম্বুগ্রীবাদিরূপসংস্থানযোগং বিধায় ঘটেন জলমানয়েতি বাক্‌পূর্ব্বকব্যবহারসিদ্ধয়ে বিকার ইতি ঘটরূপং কার্য্যমিতি নামধেয়মারম্ভণমারব্ধং ব্যবহর্ত্তৃভিঃ কর্ম্মণি ল্যুট্। তস্য বিকারস্য ঘটাদের্মৃত্তিকেত্যেব নামধেয়ং সত্যং প্রামাণিকম্। প্রাগূর্দ্ধঞ্চ প্রতীতেঃ সত্যমেষ বদতীত্যুক্তেঃ প্রামাণিকং বদতীতি সর্ব্বঃ প্রত্যেতি। সদেবেতি। অত্র জগদুপস্থাপকস্যেদংশব্দস্য সচ্ছব্দেন সামানাধিকরণ্যাৎ ব্রহ্মণো জগতা সহাভেদঃ সিদ্ধঃ। একং মুখ্যং কর্ত্তৃ নিমিত্তমিতি যাবৎ। অদ্বিতীয়ং সহায়শূন্যমুপাদানঞ্চ তদেবেত্যর্থঃ। তদৈক্ষতেতি। তদ্ব্রহ্ম বহু স্যামিতি সঙ্কল্পং চকারেত্যর্থঃ। সন্মূলা ইতি। সদুপাদানকাঃ সৎপালকাঃ সৎসংহারকাশ্চেতি ক্রমাৎ ত্রয়াণাং পদানামর্থঃ। ঐতদাত্ম্যমিতি। সর্ব্বমিদং জগৎ ঐতদাত্ম্যং সদভিন্নং স্বার্থে ষ্যঞ্। যৈস্তু পূর্ব্বং পরিণামবাদমালম্ব্য স্যাল্লোকবদিতি সমাহিতম্ অধুনা তু বিবর্ত্তবাদমালম্ব্য মুখ্যং সমাধানমুচ্যতে যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেনেতি তদনন্যত্বমিত্যাদিনা বিকারো ঘটাদির্বাচারম্ভণং বাগালম্বনমাত্রং ন তু নামাতিরেকেণাস্তি বিকারস্ততো মিথ্যৈব সঃ মৃত্তিকেত্যেব সত্যং তাত্ত্বিকমিতি ব্যাচক্ষতে তেষাং মতে একেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ন ভবেদপি তু বাধিতং স্যাদিতি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্বৈরূপ্যাপত্তিরিত্যুপেক্ষ্যা-

---

উপাদেয় জগৎ, জীবশক্তিযুক্ত ও প্রকৃতিশক্তিযুক্ত উপাদানভূত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; কারণ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" প্রভৃতি বেদবাক্য জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নই বলিয়াছেন। এই নিমিত্তই আচার্য্য, ব্রহ্মই জগতের

পাদানকমতো ব্রহ্মাভিন্নমিতি হৃদি বিনিশ্চিত্যোপাদানভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেনোপাদেয়স্য জগতঃ কৃৎস্নস্য বিজ্ঞানং ভবতীত্যাচার্য্যঃ প্রতিজজ্ঞে। স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতীত্যাদিনা। তদাশয়মবিদুষা শিষ্যেনান্যজ্ঞানাদন্যজ্ঞানং ন সম্ভবতীতি বিমৃশ্য কথং নু ভগবতঃ স আদেশ ইতি পরিপৃষ্টঃ স জগতো ব্রহ্মোপাদানকতাং বদিষ্যন্ লোকপ্রতীতিসিদ্ধমুপাদেয়স্যোপাদানাভেদং দর্শয়তি যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেনেত্যাদিনা। একস্মাদেব মৃৎপিণ্ডোপাদানাৎ জাতং ঘটাদি সর্ব্বং তেনৈব সিদ্ধান্তেন বিজ্ঞাতং স্যাৎ তস্য ততোঽনতিরেকাৎ। এবমাদেশে ব্রহ্মণি সর্ব্বোপাদানে বিজ্ঞাতে তদুপাদেয়ং কৃৎস্নং জগৎ বিজ্ঞাতং ভবতীতি তত্রার্থঃ। নন্বু ধীশব্দাদিভেদাদুপাদেয়মুপাদানাদন্যৎ

স্তে সুধীভিঃ। সান্তরাণীতি। সব্যবধানানি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য স্থিতানীত্যর্থঃ। তদ্যুক্তাৎ শক্তিযুগ্মোপেতাৎ। তথাহীতি। তাদৃগিতি শক্তিযুগ্মোপেতম্। অতো ব্রহ্মাভিন্নমিতি। ইহ তাদৃগ্ব্রহ্মাভিন্নমিতি বোধ্যম্। আচার্য্যো গুরুরুদ্দালকঃ প্রতিজজ্ঞে প্রতিজ্ঞাং চক্রে। শিষ্যেণ শ্বেতকেতুনা পুত্রেণ পরিপৃষ্টঃ সঃ আচার্য্যঃ। তেনৈব মৃৎপিণ্ডেনৈব। তস্য ঘটাদেঃ। ততো মৃৎপিণ্ডাৎ। এবমিতি। আদেশে

উপাদান, জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এই ধারণাতেই উপাদানভূত ব্রহ্মের জ্ঞানে উপাদেয় নিখিল জগতের জ্ঞান হয়, এইরূপ বলিয়াছেন। শিষ্য শ্বেতকেতু আচার্য্যের উপদেশের অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া প্রশ্ন করিলে, তিনি লোকপ্রতীতিসিদ্ধ উপাদান ও উপাদেয়ের অভেদ প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিলেন,— 'সৌম্য! একই মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদান হইতে ঘটাদি উপাদেয় বস্তু সকল উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব মৃত্তিকাকে জানিলেই ঘটাদিকেও জানা হয়। কারণ, ঘটাদি মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত নহে। ঐরূপ সর্ব্বোপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জগৎই বিদিত হওয়া যায়।' বুদ্ধির ভেদ ও শব্দের ভেদ আছে,

স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ বাচারম্ভণমিতি। আরভ্যত ইত্যারম্ভণং কর্ম্মণি ল্যুট্ কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি স্মরণাৎ। মৃৎপিণ্ডস্য কম্বুগ্রীবাদিরূপসংস্থানসম্বন্ধে সতি বিকার ইতি নামধেয়মারব্ধং ব্যবহর্ত্তৃভিঃ। কিমর্থং তত্রাহ বাচেতি। বাচা বাক্পূর্ব্বকেণ ব্যবহারেণ হেতুনা। ফলহেতুত্ববিবক্ষয়া তৃতীয়া। ঘটেন জলমানয়েত্যাদিবাক্পূর্ব্বকব্যবহারসিদ্ধ্যর্থং মৃদ্‌দ্রব্যমেব জ্ঞানসংস্থানবিশেষং সৎ ঘটাদিনামভাগ্ ভবতি। তস্য ঘটাদ্যবস্থাপি মৃত্তিকেত্যেব নামধেয়ং সত্যং প্রামাণিকম্। ততশ্চ ঘটাদ্যপি মৃদ্‌দ্রব্যমিত্যেব সত্যং ন তু দ্রব্যান্তরমিতি। অতস্তস্যৈব মৃদ্‌দ্রব্যস্য সংস্থানান্তরযোগমাত্রেণ ধীশব্দান্তরাদি সম্ভবতি। যথৈকস্যৈব চৈত্রস্যাবস্থাবিশেষসম্বন্ধাৎ বালযুবাদিধীশব্দান্তরাদি মৃদাদ্যুপাদানে তাদাত্ম্যেন সদেব ঘটাদি দণ্ডাদিনা নিমিত্তেনাভিব্যজ্যতে ন ত্বসদুৎপদ্যত ইত্যভিন্নমেবোপাদেয়মুপাদানাৎ। ভেদে কিলোন্মানদ্বৈগুণ্যাপত্তিঃ।

প্রশাস্তরি উপদেশ্যে বা। তদুপাদেয়ং তৎকার্য্যম্। কৃত্যল্যুট ইতি সূত্রে বহুলমিতি যোগো বিভজ্যতে। যে কৃতো যত্রার্থে বিহিতাস্তে ততোঽন্যত্রাপি স্যুরিতি তদর্থঃ তেন কর্ম্মণি চ ল্যুট্ সিদ্ধ্যতীতি। উক্তং বিশদয়তি ঘটেনেত্যা-

বলিয়া উপাদানকে উপাদেয় হইতে পৃথক্ বলা যায় না। মৃৎপিণ্ডের কম্বুগ্রীবাদি সংস্থান সম্বন্ধে বিকার হইলেই লোকে ব্যবহারসিদ্ধির নিমিত্ত ঘটাদি নামান্তর প্রদান করেন। বস্তুত মৃত্তিকাই সত্য। একই চৈত্র যেরূপ অবস্থাভেদে বালক ও যুবা বলিয়া অভিহিত হয়েন, মৃত্তিকার ঘটাদি সংজ্ঞাও তদ্রূপই জানিতে হইবে। মৃত্তিকাদি উপাদানে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিত ঘটাদি দণ্ডাদি নিমিত্ত দ্বারা অভিব্যক্তি লাভ করে। ঘটাদি যে পূর্ব্বে ছিল না, এরূপ নহে। অতএব উপাদেয় উপাদান হইতে ভিন্ন নহে। ঘট ও মৃত্তিকার ভেদ স্বীকারে পরিমাণাদির দ্বৈগুণ্যাপত্তি হয়। মৃত্তিকা ও ঘট ভিন্ন হইলে, উহাদের পরি-

মৃৎপিণ্ডস্য গুরুত্বমেকং ঘটাদেশ্চৈকমিতি তুলারোহে দ্বিগুণং তৎ স্যাৎ। এবমন্যচ্চ। ন তু শুক্তিরূপ্যাদিবদ্বিবর্ত্তো ন চ শুক্তেঃ সকাশাৎ স্বতোঽন্যত্র সিদ্ধং রূপ্যমিব ভিন্নমিত্যেবকারাৎ। এবমিতি শব্দানর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ নিরস্তম্। ন চাভিব্যক্তিপক্ষস্য নির্ম্মূলত্বং শক্যং বক্তুম্। কল্পান্তে কালস্রষ্টেন যোঽন্ধেন তমসাবৃতম্। অভিব্যনক্ জগদিদং স্বয়ং রোচিঃ স্বরোচিষেত্যাদিপ্রমাণাসিদ্ধেঃ। ন চ সিদ্ধসাধনতানবস্থা বা দোষঃ। কারকব্যাপারাৎ পূর্ব্বমভিব্যক্তেঃ সত্ত্বানঙ্গীকারাৎ অভিব্যক্ত্যন্তরানঙ্গীকারাচ্চ। নন্বেবমসৎকার্য্যতাপত্তিঃ

দিনা। অন্যত্র সিদ্ধং হট্টাদৌ স্থিতম্। এবমিতি। এবং মৎকৃতব্যাখ্যানে সতি। ইতি শব্দেতি। বিকারো নামধেয়ং বাচারম্ভণং বাঙ্মাত্রগোচরং মিথ্যাভূতো বিকার ইত্যর্থঃ। মৃত্তিকৈব সত্যেতি বক্তুং যুক্তং ন তু মৃত্তিকেত্যেবেতি যুক্তম্। তথাচেতিশব্দোঽত্র নিরর্থকঃ স্যাৎ। কষ্টকল্পনন্তু মিথ্যাদিপদাধ্যাহারাৎ বিস্ফুটং দ্রষ্টব্যম্। কল্পান্তে ইতি শ্রীভাগবতে। যো ভগবান্ হরিঃ। অভিব্যনক্ অভিব্যক্তং চকারেত্যর্থঃ। স্বয়ং রোচিঃ স্বপ্রকাশঃ স্বরোচিষা চিচ্ছক্ত্যা বিশিষ্টঃ। আদি-

---

মাণাদিও ভিন্ন হইবে। কিন্তু একটি ঘটকে তুলাদণ্ডে আরোপিত করিলে, উহা উপাদানভূত মৃত্তিকার দ্বিগুণ হয় না। অপরাপর গুণাদির সম্বন্ধেও ঐরূপই বুঝিতে হইবে। মৃত্তিকাদি হইতে ঘটাদির অভিব্যক্তি শুক্তিতে রূপ্যাদির অভিব্যক্তির ন্যায় ভ্রান্ত নহে। কারণ, যে শুক্তিতে রজতের ভ্রম হইতেছে, ঐ শুক্তি হইতে স্বভাবত হট্টাদি স্থিত রূপ্য ভিন্নই। অভিব্যক্তি পক্ষকে অমূলকও বলা যায় না। কারণ, 'পরমেশ্বর, কল্পান্তে নিজ তেজে তমসাবৃত জগৎ অভিব্যক্ত করিলেন।' ইত্যাদি প্রমাণই উক্ত মতের সমূলকত্ব প্রমাণ করিয়া দিতেছে। উক্ত পক্ষে সিদ্ধসাধনতা বা অনবস্থা দোষও ঘটিতেছে না। কারণ, কারকব্যাপারের পূর্ব্বে অভিব্যক্তির সত্তা এবং উহার অন্য অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয় নাই। কারকব্যাপার দ্বারা উহার উৎপত্তি হয়, সুতরাং

পূর্ব্বমসত্যাস্তস্যাস্তদ্ব্যাপারেণোৎপাদ্যমানত্বাদিতি চেন্নৈবং তস্যাঃ কার্য্যত্বাভাবাৎ। স্বতন্ত্রাভিব্যক্তিমত্ত্বং কিল কার্য্যত্বং তচ্চ তস্যাং নাস্তি। আশ্রয়াভিব্যক্ত্যৈব তৎসিদ্ধেঃ। তদ্ব্যাপারেণ সংস্থানযোগরূপাভিব্যক্তির্নিয়তাভিব্যঙ্গ্যেতি প্রকৃতে ন কিঞ্চিদবদ্যম্। যত্তু অসতঃ কার্য্যস্যোৎপত্তিরিতি বদন্তি তন্মন্দং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি ব্যাপারাৎ প্রাগসচ্চেৎ কার্য্যং তর্হি সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বমুৎপদ্যেত। সর্ব্বত্র সর্ব্বাভাবসৌলভ্যাৎ। তিলেভ্যস্তৈলমিব ক্ষীরাদিকমপ্যুৎপন্নং স্যাৎ। অকর্ত্তৃকা

শব্দাৎ ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিতি গ্রাহ্যম্। ন চেতি। হেতুদ্বয়েন ক্রমাৎ সাধ্যদ্বয়ং বোধ্যম্। পূর্ব্বমিতি। তস্যাঃ অভিব্যক্তেঃ। তৎসিদ্ধেরিতি। অভিব্যক্তেরভিব্যক্তিসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। নন্নু ঘটমভিব্যঞ্জয়িতুং দীপে জ্বালিতে পটাদিরপ্যভিব্যজ্যতে ইতি নিয়তোঽভিব্যঙ্গবিশেষো ন দৃষ্টঃ এবং ঘটার্থেন কারকব্যাপারেণ পটাদিরপ্যভিব্যজ্যেত ইতি চেৎ তত্রাহ তদ্ব্যাপারেণেতি। আবৃত্তিভঙ্গঃ সংস্থানযোগশ্চেত্যভিব্যক্তির্দ্বিধা। তত্রাদ্যে স দোষঃ। দ্বিতীয়ে তু

ঐ অভিব্যক্তি পূর্ব্বে ছিল না, অতএব অসৎকার্য্যতাপত্তি হইতেছে, এরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ, উক্ত অভিব্যক্তি কার্য্যই নহে। যাহার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি আছে, তাহাকেই কার্য্য বলে। জগৎকার্য্যের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি নাই। আশ্রয়ের অভিব্যক্তিতেই জগতের অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয়। তবে আশ্রয়-ব্যাপার দ্বারা সংস্থানযোগরূপ অভিব্যক্তি প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে কোনরূপ দোষই হইতেছে না। যাঁহারা অসৎ কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মত অতি তুচ্ছ। উহার সঙ্গতিই হইতে পারে না। কারকব্যাপারের পূর্ব্বে যদি কার্য্যকে অসৎ বলা হয়, তাহা হইলে, সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে। সকল কারণেই সকল কার্য্যের অভাব থাকাতে যে কোন কারণ হইতে যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে। এমন কি, তিল হইতে তৈলের ন্যায় ক্ষীরও উৎপন্ন হইতে

চোৎপত্তিঃ কার্য্যস্যাসত্ত্বাৎ। ন চ কারণনিষ্ঠা শক্তিরেব কার্য্যং নিযচ্ছেদিতি বাচ্যম্ অসতা সহাসম্বন্ধাৎ। কিঞ্চোৎ-পত্তিরুৎপদ্যতে ন বা। আদ্যেঽনবস্থা অন্ত্যেঽপ্যসত্ত্বাৎ নিত্যত্বাদ্বানুৎপত্তিরিতি পক্ষদ্বয়মসাধু। সর্ব্বদা কার্য্যানুপ-লম্ভোপলম্ভপ্রসঙ্গাৎ। ননূৎপত্তেঃ স্বয়মুৎপত্তিরূপত্বাৎ কিমুৎ-পত্ত্যন্তরকল্পনয়েতি চেৎ সমমেতদভিব্যক্তাবিতি হি বক্ত-ব্যম্ ॥ ১৪ ॥

নিয়তোঽভিব্যঙ্গ ইতি প্রকৃতে ন কিঞ্চিচ্চোদ্যমিত্যর্থঃ। অকর্ত্তৃকা চেতি। ঘটো জায়ত ইত্যত্র ঘটস্যোৎপত্তিকর্ত্তৃত্বং প্রতীতং প্রাগুৎপত্তের্ঘটস্যাত্যন্তমসত্ত্বে তস্য তৎকর্ত্তৃত্বং ন শক্যং বক্তুমিত্যকর্ত্তৃকা তদুৎপত্তিরিত্যর্থঃ। ন চ কারণনিষ্ঠেতি। কার্য্যস্যাসত্ত্বাৎ তেনাসতা কার্য্যেণ সহ শক্তের্নিয়ম্যনিয়ামকভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধো ন সম্ভবেৎ। সতোরেব হি সম্বন্ধো দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। কিঞ্চেতি। আদ্যে উৎ-পত্তেরুৎপত্তিরস্তীতিপক্ষে তস্যা অপ্যুৎপত্তিরস্তীত্যনবস্থা। অন্ত্যে উৎপত্তে-রুৎপত্তির্নাস্তীতি পক্ষে উৎপত্তির্নোৎপদ্যতে তস্যা অসত্ত্বাদিতি চেৎ তর্হি সর্ব্বদা ঘটাদিকার্য্যস্যোপলম্ভো ন স্যাৎ। অথোৎপত্তির্নোৎপদ্যতে তস্যা নিত্য-ত্বাৎ নিত্যং সত্ত্বাদিতি চেৎ তর্হি সর্ব্বদা ঘটাদিকার্য্যমুপলভ্যেত ন চৈবমস্তি। তস্মাৎ পক্ষদ্বয়মপ্যসঙ্গতমিত্যর্থঃ। সমমিতি। যদুক্তমভিযুক্তৈঃ—যত্রোভয়োঃ

পারে। কার্য্যের অসত্ত্বে উৎপত্তি অকর্ত্তৃকা হইয়া পড়ে। কারণনিষ্ঠা শক্তিই কার্য্যকে উৎপাদন করে, এরূপও বলা যায় না। অসৎকার্য্যের সহিত কারণের সম্বন্ধই অসম্ভব। আরও উৎপত্তি, উৎপন্ন হয় কি না? হয় বলিলে, অনবস্থা ঘটে এবং হয় না বলিলে, অসত্ত্ব বা অনিত্যত্ব অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। অতএব উভয় পক্ষই অসঙ্গত হইতেছে। এই পক্ষে অসত্ত্ব বশত অনুৎপত্তি স্বীকারে সর্ব্বদাই কার্য্যের অনুপলম্ভ এবং নিত্যত্ব বশত উৎপত্তি স্বীকারে সর্ব্বদাই উহার উপলম্ভ প্রসঙ্গ হয়। যে স্বয়ং উৎপত্তি, তাঁহার আবার উৎপত্ত্যন্তর কল্প-নার প্রয়োজন কি, এরূপও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে, অভিব্যক্তির সহিত সমতা হইয়া পড়ে ॥ ১৪ ॥

ইতশ্চোপাদেয়মুপাদানাদন্যদিত্যাহ।

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥

ঘটমুকুটাদ্যুপাদেয়ভাবে চ মৃৎসুবর্ণাদ্যুপাদানোপলব্ধেঃ ঘটাদের্ম্মৃদাদিত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। নন্নু হস্ত্যশ্বাদৌ কল্পবৃক্ষাদেঃ প্রত্যভিজ্ঞানং নাস্তীতি চেন্ন। তত্রাপ্যুপাদানস্য পৃথিব্যাঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। বহ্নের্নিমিত্তত্বাৎ ধূমে তন্নাস্তি। ধূমোপাদানং খলু বহ্নিসংযুক্তমার্দ্রেন্ধনং গন্ধৈক্যাৎ বিদিতম্ ॥ ১৫ ॥

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥

অবরকালিকস্যোপাদেয়স্য প্রাগপি তাদাত্ম্যেনোপাদানে সত্ত্বাৎ তস্মাদনন্যৎ তৎ। শ্রুতিশ্চ সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদ্যা। স্মৃতিশ্চ ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ

সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যস্তাদৃগর্থবিচারণে ইতি। উভয়োর্বাদিপ্রতিবাদিনোঃ। পর্য্যনুযোক্তব্যঃ প্রতিবিধেয়ঃ। তথাচ শ্রুতিস্মৃতিসাচিব্যাদভিব্যক্তিপক্ষ এব শ্রেয়ানিতি ॥ ১৪ ॥

ভাবে ইতি। তদিতি প্রত্যভিজ্ঞানং জ্ঞানস্থ জ্ঞানং তদ্বোধ্যম্ ॥ ১৫ ॥

উপাদান হইতে উপাদেয়ের অভেদ সম্বন্ধে আরও হেতু দৃষ্ট হয়, এইটি বলিবার নিমিত্ত সূত্রান্তর আরম্ভ করিতেছেন ;—

ঘটমুকুটাদি উপাদেয় ভাবে মৃৎসুবর্ণাদি উপাদানের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব উপাদান হইতে উপাদেয়ের ভেদ বলা যায় না। ঘটাদির মৃত্তিকাদি স্বরূপেই প্রত্যভিজ্ঞান দেখা যায়। হস্ত্যশ্বাদিতে কল্পবৃক্ষাদির প্রত্যভিজ্ঞান নাই, এরূপও বলা যায় না ; যে হেতু, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতিরও উপাদানভূতা পৃথিবীর প্রত্যভিজ্ঞানেই উহা সিদ্ধ হইতেছে। বহ্নি, ধূমের নিমিত্ত কারণ বলিয়াই, ধূমে বহ্নির প্রত্যভিজ্ঞান দেখা যায় না। বহ্নিসংযুক্ত আর্দ্রেন্ধনই ধূমের উপাদান। গন্ধের ঐক্য হইতেই উহা বিদিত হওয়া যায় ॥ ১৫ ॥

তথা। কাণ্ডং কোশস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলঃ। তুষঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যান্ত্যাবির্ভাবমাত্মনঃ'। প্ররোহহেতু-সামগ্রীমাসাদ্য মুনিসত্তম। তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাস্তনবঃ স্থিতাঃ। বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ। স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্ব্বমিদং জগৎ। জগচ্চ যো যতশ্চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতীতি। তিলেভ্যস্তৈলং সত্ত্বাদেবোৎপদ্যতে ন তু সিকতাভ্যোঽসত্ত্বাদেব। উভয়ত্রাপ্যেকমেব সত্ত্বং পার-মার্থিকমিতি। উৎপত্ত্যনন্তরমুপাদেয়ে উপাদানতাদাত্ম্যং পূর্ব্বত্র প্রমাণিতম্। নাশানন্তরমুপাদানে উপাদেয়াভেদঃ পরত্রেতি সূত্রদ্বয়ে বিবেচনম্॥ ১৬॥

সত্ত্বাচ্চেতি। স্থিতত্বাদিত্যর্থঃ। ব্রীহীতি শ্রীবৈষ্ণববাক্যম্। উভয়ত্রাপীতি। জগতি ব্রহ্মণি চেত্যর্থঃ॥ ১৬॥

উপাদেয় হইতে উপাদানের অভিন্নতা সম্বন্ধে আরও যুক্তি এই যে, অবর-কালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে তাদাত্ম্য ভাবে উপাদানে সত্তা। অতএব উপাদান উপাদেয় হইতে ভিন্ন নহে। শ্রুতিতে বলিয়াছেন—'সৌম্য! এই ব্রহ্মই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন;' ইত্যাদি। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—'ব্রীহির বীজে যেরূপ মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোশ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কণা, সকলই থাকে; উহারা প্ররোহের কারণসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া ব্রীহি হইতেই ক্রমশ আর্বিভূত হইতে থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মমধ্যেই দেবতাদিগের তনু অবস্থিত। ঐ সকল তনু বিষ্ণুশক্তি প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়। বিষ্ণু জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনের কর্ত্তা।' তিলের মধ্যে তৈল থাকে বলিয়াই তাহা হইতে উহার উৎপত্তি হয়। বালুকা হইতে কখনই তৈল উৎপন্ন হয় না। উভয়ত্র এক সত্ত্বই সত্য। উৎপত্তির পর উপাদেয় বস্তুতে উপাদানের তাদাত্ম্য পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। নাশের পরও উপাদানে উপাদেয়ের ভেদ থাকে না, ইহা পরবর্ত্তী সূত্রদ্বয়ে বিচার করিবেন॥ ১৬॥

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭॥

স্যাদেতৎ অসদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি পূর্ব্বমসত্ত্বশ্রবণাদুপাদানে উপাদেয়স্য সত্ত্বং নাস্থেয়মিতি চেন্ন। যদয়মসদ্ব্যপদেশো ন ভবদভিমতেন তুচ্ছত্বেন কিন্তু ধর্ম্মান্তরেণৈব সঙ্গচ্ছতে। একস্যৈব দ্রব্যস্যোপাদেয়োপাদানোভয়াবস্থস্য স্থৌল্যং সৌক্ষ্ম্যং চেত্যবস্থাত্মকং ধর্ম্মদ্বয়ং সদসচ্ছব্দবোধ্যম্। তত্র স্থৌল্যাদ্ধর্ম্মাদন্যৎ সৌক্ষ্ম্যং ধর্ম্মান্তরং তেনেতি। এবং কুতঃ বাক্যশেষাৎ। তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি বাক্যশেষেণ সন্দিগ্ধার্থস্যোপক্রমবাক্যস্য তথৈব ব্যাকর্ত্তুমুচিতত্বাৎ। অন্যথাসীদিত্যাত্মানমকুরুতেতি চ বিরুধ্যেত। অসতঃ কালেন সহাসম্বন্ধাৎ আত্মাভাবেন কর্ত্তৃত্বস্য বক্তুমশক্যত্বাচ্চ ॥ ১৭ ॥

অসদ্ব্যপদেশাদিতি। নাস্থেয়ং ন শ্রদ্ধেয়ম্। অসত ইতি। সতা কালেন সহ অসতঃ কার্য্যস্য ন সম্বন্ধঃ সতোরেব তদ্দৃষ্টেঃ। আত্মাভাবেনেতি। তদাত্মানং

'এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না,' এই শ্রুতিতে উৎপত্তির পূর্ব্বে অসত্ত্বের শ্রবণ হেতু উপাদানে উপাদেয়ের স্থিতি অনাস্থেয় হউক, এরূপও বলা যায় না; কারণ, ঐ স্থলে যে অসদ্ব্যপদেশ হইয়াছে, উহা ভবদভিমত তুচ্ছত্ব নহে; কিন্তু ধর্ম্মান্তরই। উপাদানভাবে ও উপাদেয়ভাবে অবস্থিত একই দ্রব্যের স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব রূপ অবস্থাদ্বয় সৎ ও অসৎ শব্দ দ্বারা বোধিত হয়। ঐ স্থলে স্থূলত্ব ধর্ম্ম হইতে সূক্ষ্মত্ব ধর্ম্ম পৃথক্। জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে বলিয়াই উহাকে অসৎ বলা হয়। উহা যে ছিল না বলিয়াই উহাকে অসৎ বলা হয়, এরূপ নহে। ঐ অসত্ত্ব যে ধর্ম্মান্তর, তাহা বাক্যশেষ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" এই বাক্যশেষ দ্বারা সন্দিগ্ধার্থ উপক্রম বাক্যেরও ঐরূপই ব্যাখ্যা করা উচিত হইতেছে। অন্যথা "আসীৎ" ও "আত্মানমকুরুত," এই বাক্যদ্বয়ের বিরোধ ঘটে। কারণ,

অসত্ত্বং ধর্ম্মান্তরমিত্যত্র হেতুং দর্শয়তি।

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥

মৃৎপিণ্ডস্য কম্বুগ্রীবাদ্যাকারযোগো ঘটোঽস্তীতি ব্যবহারস্য হেতুঃ। তদ্বিরোধিকপালাদ্যবস্থান্তরযোগস্তু ঘটো নাস্তীতি ব্যবহারস্য। স্মৃতিরপ্যেবমেবাভিধত্তে। মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা। কপালিকাচ্চূর্ণরজস্ততোঽণুরিতি। এতাবতৈব ঘটাদ্যভাবব্যবহারসিদ্ধেস্তদন্যঃ স ন কল্প্যতে তৎ চোপলভ্যত ইতি যুক্তিঃ। অসচ্ছব্দস্য পূর্ব্বত্রোদাহৃতত্বাৎ ততোঽন্যঃ সচ্ছব্দঃ। শব্দান্তরং সদেব সৌম্যেদমিতি। এবঞ্চ

স্বয়মিত্যত্র কারণস্য তস্য নিরূপাখ্যত্বে তদাত্মনি জগদ্রূপত্বং করণং বক্তুং ন ঘটেতাত্মনোঽসত্বাদেবেত্যর্থঃ। কর্ত্তৃত্বস্যেতি কার্য্যত্বস্যোপলক্ষণম্ ॥ ১৭ ॥

যুক্তেরিতি। যুক্তিং দর্শয়তি মৃৎপিণ্ডস্যেত্যাদিনা। মহীতি শ্রীবৈষ্ণবে। এতাবতৈবেতি। কার্য্যাবস্থাবিরোধ্যবস্থান্তরযোগেনৈবেত্যর্থঃ। তদন্যঃ স ইতি। তাদৃশাবস্থান্তরযোগাদন্যঃ স ঘটাদ্যভাবব্যবহার ইত্যর্থঃ। তদানীং

অসতের কালের সহিত অসম্বন্ধ প্রযুক্ত এবং আত্মার অভাববশত কর্ত্তৃত্বের অসম্ভাবনা হয় ॥ ১৭ ॥

অসত্ত্ব যে ধর্ম্মান্তর, তদ্বিষয়ে দুইটি হেতু প্রদর্শন করিতেছেন ;—

অসত্ত্বের ধর্ম্মান্তরত্বে যুক্তি ও শব্দান্তরই হেতু। মৃৎপিণ্ডের কম্বুগ্রীবাদি আকারযোগই 'ঘট আছে' এইরূপ ব্যবহারের হেতু। তদ্বিরোধী কপালাদির অবস্থান্তর যোগই 'ঘট নাই' এইরূপ ব্যবহারের হেতু। স্মৃতিতেও ঐরূপই বলিয়াছেন—'মৃত্তিকা হইতে ঘট ; ঘটের নাশে কপালের বিশ্লেষ ; তাহা হইতে ধূলিকণা ; তাহা ক্রমে অণুরূপে পরিণত হয়।' কার্য্যাবস্থার বিরোধী অবস্থান্তরযোগেই ঘটাদির অভাবের ব্যবহার সিদ্ধ হয়। অতএব ঘটাভাব, ঐরূপ বিরোধী অবস্থান্তর যোগ হইতে ভিন্ন নহে ; বিশেষত ঐরূপই উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহাই যুক্তি। অসৎশব্দ পূর্ব্বেই উদাহৃত হইয়াছে। উহা হইতে

যুক্তিসচ্ছব্দাভ্যামসৎ সূক্ষ্মমিত্যেবার্থো ন তু শশবিষাণাদি-বন্নিরূপাখ্যমিতি। উপমৃদিতবিশেষং জগৎ পরমসূক্ষ্মমেব ব্রহ্মণি বিলীনং তদানীং সৌক্ষ্ম্যাদসদিত্যুচ্যতে। তস্মাদুৎ-পত্তেঃ প্রাগপ্যুপাদানবপুষা সত্ত্বাৎ তদভিন্নমেবোপাদেয়মিতি সিদ্ধম্। যচ্চ নাসদুৎপদ্যতে অসম্ভবাৎ নাপি সৎ কারক-ব্যাপারবৈয়র্থ্যাৎ কিন্তু অনির্বাচ্যমেবেত্যাহ তৎ মন্দং সদসদ্-বিলক্ষণতায়া দুরুপপাদনত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

অথ সৎকার্য্যবাদে দৃষ্টান্তানুদাহরতি।

পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥

প্রলয়ে। সদসদিতি। ঘটাদিকং সৎ খপুষ্পাদিকমসৎ। ন খলু তাভ্যাং বিলক্ষণং কিঞ্চিৎ কচিদীক্ষিতং কেনচিদিতি তথাত্বং দুঃসম্পাদমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

পৃথক্ সৎশব্দই শব্দান্তর। "সদেব সৌম্যেদম্" এই শ্রুতিতেই সৎ-শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। এইরূপে যুক্তি ও সৎ-শব্দ হইতে অসৎ-শব্দের অর্থ সূক্ষ্মই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ঐ অসৎ-শব্দ শশবিষাণাদির ন্যায় অলীক নহে। প্রলয়কালে জগতের বিশেষ বিশেষ পদার্থ সকল উপমৃদিত ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইয়া ব্রহ্মে বিলীন হয়। তৎকালে উহাদের অত্যন্ত সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্তই জগৎকে অসৎ বলা হইয়া থাকে। অতএব জগৎ, উৎপত্তির পূর্ব্বে উপাদান-শরীরে অবস্থান করে বলিয়াই উপাদান হইতে উপাদেয়ের অভেদ সিদ্ধ হইল। কেহ কেহ যে বলেন, অসম্ভাবনা প্রযুক্ত অসতের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না; আবার কারকব্যাপারের বৈয়র্থ্য প্রযুক্ত সতেরও উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না; কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের অনির্ব্বাচ্যতাই স্বীকার করিতে হইবে, এরূপ উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত। অসৎ ও সৎ হইতে বিলক্ষণ অসাধারণ বস্তু স্বীকারই করা যায় না ॥ ১৮ ॥

অনন্তর সৎকার্য্যবাদে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন;—

পটো যথা সূত্রাত্মনা পূর্ব্বং সন্নেব প্রাপ্তব্যতিষঙ্গবিশেষেভ্যঃ সূত্রেভ্যোঽভিব্যজ্যতে তথা সূক্ষ্মশক্তিমদ্ব্রহ্মাত্মনা পূর্ব্বং সন্নেব প্রপঞ্চঃ সিসৃক্ষোস্তস্মাদিতি। বটবীজাদিদৃষ্টান্তসংগ্রহায় চশব্দঃ ॥ ১৯ ॥

যথা চ প্রাণাদিঃ ॥ ২০ ॥

যথা প্রাণাপানাদিঃ প্রাণায়ামেন সংযমিতস্তদাপি মুখ্যপ্রাণমাত্রতয়া সন্নেব প্রবৃত্তিকালে হৃদয়াদিস্থানানি মুখ্যে ভজতি সতি তস্মাদেব মুখ্যাৎ স্বাবস্থয়াভিব্যজ্যতে তথা প্রপঞ্চোঽপ্যুপমৃদিতবিশেষোঽপীতৌ সূক্ষ্মশক্তিমতি ব্রহ্মণি তদাত্মনা সন্নেব সৃষ্টিকালে তস্মিন্ সিসৃক্ষৌ সতি তস্মাদেব প্রধানমহদাদিরূপঃ প্রাদুর্ভবতীতি। উক্তসমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দঃ।

পটবদিতি। ব্যতিষঙ্গবিশেষঃ ঋজুতির্য্যগ্‌ভাবেন মিথঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ। বটবীজাদীতি। তেন দৃষ্টান্তানিতি বহুবচনমুপপন্নম্ ॥ ১৯ ॥

যথা চেতি। তদাপি সংযমকালেঽপি স্বাবস্থয়া প্রাণাপানাদিরূপতয়া। অভিব্যজ্যতে প্রকটো ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাদেব সূক্ষ্মশক্তিকাৎ ব্রহ্মণ এব।

পট যেমন উৎপত্তির পূর্ব্বে সূত্ররূপেই অবস্থান করে, পরে ওতপ্রোতভাবে সজ্জিত সূত্র হইতেই উহার অভিব্যক্তি হয়, প্রপঞ্চও তদ্রূপ সূক্ষ্মশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থান করে এবং ব্রহ্ম সিসৃক্ষু হইলে, তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হয়। বটবীজাদি দৃষ্টান্তের সংগ্রহার্থ চ-শব্দ ॥ ১৯ ॥

প্রাণ ও অপান প্রভৃতি যেরূপ প্রাণায়াম দ্বারা সংযমিত হইয়াও তৎকালে মুখ্য প্রাণরূপেই অবস্থান করে এবং পুনর্ব্বার প্রবৃত্তিকালে মুখ্য প্রাণ, হৃদয়াদি স্থানকে আশ্রয় করিলে, ঐ মুখ্য প্রাণ হইতেই স্বকীয় অবস্থায় অভিব্যক্ত হয়, তদ্রূপ এই প্রপঞ্চও বিশেষের উপমর্দ্দনে প্রলয়ে সূক্ষ্মশক্তিসমন্বিত ব্রহ্মে তৎস্বরূপেই অবস্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম, সৃষ্টির ইচ্ছা করিলে, তাঁহা হইতেই প্রধানমহদাদিরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। চ-শব্দ উক্ত বিষয়ের সমুচ্চয়ের

অসৎকার্য্যবাদে তু দৃষ্টান্তো নাস্তি। ন হি বন্ধ্যাপুত্রঃ কচিদুৎপদ্যমানো দৃশ্যতে বিয়ৎপুষ্পং বা। তস্মাদেকমেব জীবপ্রকৃতিশক্তিমদ্ব্রহ্ম জগদুপাদানং তদাত্মকমুপাদেয়ঞ্চেতি সিদ্ধম্। এবং কার্য্যাবস্থত্বেঽপ্যবিচিন্ত্যত্বধর্ম্মযোগাদপ্রচ্যুতপূর্ব্বাবস্থঞ্চাবতিষ্ঠতে। ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা। ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ ইত্যাদিস্মৃতেঃ॥ ২০॥

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞেত্যস্মিন্নধিকরণে জগদুপাদানত্বং জগন্নিমিত্তত্বঞ্চ ব্রহ্মণো নিরূপিতম্। তত্রাদ্যমুপক্ষিপ্তান্ দোষান্ পরিহৃত্য দৃঢ়ীকৃতং দৃশ্যতে ত্বিত্যাদিভিঃ। অথান্তিমং বাক্যা-

---

উক্তসমুচ্চয়ার্থঃ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টপটসংগ্রহার্থঃ। ওঁ নম ইতি শ্রীবৈষ্ণবে। অখিলব্যতিরিক্ততয়া স্থিত্যভিধানাৎ পূর্ব্বাবস্থাবিচ্যুতির্নেত্যাগতম্। সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ ভূতভাবনঃ। সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যদিতি ব্রহ্মবাক্যমাদিপদাৎ॥ ২০॥

উক্তার্থানুবাদপূর্ব্বকং হরের্জগন্নিমিত্তত্বং বক্তুমুপক্রমতে প্রকৃতিশ্চেত্যাদিনা। হরের্বিশ্বোপাদানতাং ব্রুবতি সমন্বয়ে স্মৃতিতর্কাদিভির্বিরোধো নিরস্তঃ। অথ সর্ব্বজ্ঞস্য পূর্ণস্য তস্য বিশ্বনিমিত্ততাং ব্রুবতি তস্মিন্ তর্কেণাক্ষেপো নিরস্যত

নিমিত্ত। অসৎকার্য্যবাদে দৃষ্টান্তই দেখা যায় না। বন্ধ্যার কখনই পুত্র হয় না। আকাশকুসুমও তদ্রূপই। অতএব জীবশক্তি-প্রকৃতিশক্তি-বিশিষ্ট এক ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং উপাদেয় জগৎও তদাত্মক, ইহা সিদ্ধ হইল। এইরূপে ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থত্ব হইলেও অবিচিন্ত্যত্বরূপ ধর্ম্মের যোগ বশত পূর্ব্বাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে না। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—'ভগবান বাসুদেব হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই, কিন্তু তিনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড হইতে অতিরিক্ত॥' ২০॥

"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা" এই অধিকরণে ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব ও জগন্নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে। ঐ স্থলে প্রথমে উপক্ষিপ্ত দোষ সকলের "দৃশ্যতে তু" ইত্যাদি

ন্তরাৎ প্রতীতমপি জীবকর্ত্তৃত্বপক্ষং সংদূষ্য দৃঢ়ীক্রিয়তে। তথাহি কর্ত্তারমীশমিত্যাদিশ্রুতেরীশ্বরো জগৎকর্ত্তেত্যেকে। জীবাৎ ভবন্তি ভূতানীত্যাদিশ্রুতেরদৃষ্টযোগাজ্জীবস্তৎকর্ত্তেতি ত্বিতরে। তত্রেশ্বরস্য তৎকর্ত্তৃত্বে পূর্ণতাদিবিরোধাপত্তের্জীবস্যৈব তদিতি বদন্তি। দ্বিবিধবাক্যোপলম্ভাদনির্ণয়ো বা স্যাদিত্যেবং প্রাপ্তে—

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ॥ ২১॥

ইতরেষাং কেষাঞ্চিৎ যো জীবকর্ত্তৃত্বব্যপদেশ ইতরস্য বা জীবস্য যো জগৎকর্ত্তৃত্বব্যপদেশঃ পরৈঃ কৈশ্চিৎ স্বীকৃতস্তস্মাদিতরব্যপদেশিনাং বিদুষাং তৎকর্ত্তরি জীবে হিতাকরণাদীনাং দোষাণাং প্রসক্তিঃ স্যাৎ। হিতাকরণমহিতকরণং শ্রমাদিকঞ্চ দূষণং প্রাপ্নুয়াৎ। ন হি কশ্চিৎ স্বাধীনো ধীমান্ স্বস্য বন্ধনাগারং নির্ম্মিমাণঃ কৌশেয়কীটবৎ তত্র প্রবিশেৎ।

ইত্যর্থঃ। হরির্ন জগৎকর্ত্তা পূর্ণতাদিবিরোধাদিতি তর্কেণ সমন্বয়মাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। জীবোঽদৃষ্টদ্বারা তৎকর্ত্তাস্ত্বিতি প্রত্যুদাহরণং বা সেতি বোধ্যম্। অথেতি। অন্তিমং জগন্নিমিত্তত্বং দৃঢ়ীক্রিয়ত ইত্যন্বয়ঃ। একে বৈদিকমুখ্যা ব্যাসাদয়ঃ।

ইত্যাদি সূত্র দ্বারা পরিহার পূর্ব্বক উক্ত বিষয়টিকে দৃঢ় করা হইয়াছে। অনন্তর বাক্যান্তর হইতে প্রতীত জীবকর্ত্তৃত্ব পক্ষে দোষারোপ সহকারে পুনর্ব্বার উহা দৃঢ়তর করিতেছেন। "কর্ত্তারমীশম্" ইত্যাদি বাক্য হইতে ঈশ্বরেরই জগৎকর্ত্তৃত্ব প্রতীত হয়, এক সম্প্রদায় এইরূপ বলেন। আবার অপর সম্প্রদায় বলেন, "জীবাদ্ভবন্তি ভূতানি" এই বাক্য হইতে জীবই অদৃষ্ট দ্বারা জগৎকর্ত্তা হয়েন, ইহাই প্রতীত হয়। ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকারে তাঁহার পূর্ণত্বাদির বিরোধ হয়। অতএব জীবেরই জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। দ্বিবিধ বাক্যের উপলম্ভে উপস্থিত সংশয়ের নিরাসার্থ বলিতেছেন ;—

ন বা স্বয়ং স্বচ্ছঃ সন্নত্যনচ্ছং বপুরুপেয়াৎ। ন চ কেনচিৎ জীবেন সাধ্যমিদং প্রধানমহদহংবিয়ৎপবনাদি কার্য্যম্। তচ্চিন্তয়াপি শ্রমানুভবাৎ। তস্মাৎ দুষ্টো জীবকর্ত্তৃত্ববাদঃ। ঈশ্বরস্য তু তৎকর্ত্তুঃ পূর্ণতাদিবিরোধঃ পরিহরিষ্যতে ॥ ২১ ॥

ননু ব্রহ্মণোঽপি কার্য্যাভিধ্যানতদনুপ্রবেশাদিশ্রবণাৎ শ্রমহিতাকরণাদিপ্রাপ্তিস্তত্রাহ।

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ ২২ ॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তুশব্দঃ। জীবাদধিকং ব্রহ্ম উরুশক্তিকত্বাৎ তস্মাদত্যুৎকৃষ্টম্। তৎ কুতঃ শাস্ত্রেষু তথৈব ভেদনির্দ্দেশাৎ।

ইতরেতি। ইতরেষাং ব্যাসমতবহির্ভূতানাং তত্ত্বব্যপদেশিনাং জীবকর্ত্তৃত্ব-বাদীনাম্। অত্যনচ্ছং মলিনতরম্ ॥ ২১ ॥

নন্বিতি। বহু স্যামিত্যেবংবিধে কার্য্যতচ্চিন্তনে বোধ্যে।

বাদী কর্ত্তৃক স্বীকৃত জীবের জগৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকারে তাঁহাতে হিতাকরণাদি দোষের প্রসক্তি হয়। কোন স্বাধীন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, নিজ বন্ধনাগার নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত কোশেয় কীট (গুটিপোকা) যেরূপ কোশেয় কোষ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দেহ-কারাগার নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করে না। স্বয়ং নির্ম্মল হইয়া কেহ কখন মলিন দেহ স্বীকার করে না। কোন জীবই প্রধান, মহৎ, আকাশ ও পবন প্রভৃতি কার্য্য সাধন করিতে পারে না। সাধন করা দূরে থাকুক, সাধনের চিন্তাতেও শ্রান্ত হইতে হয়। অতএব জীব-কর্ত্তৃত্ববাদ সদোষই হইতেছে। ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্বে যে পূর্ণত্বাদিবিরোধ আপতিত হইতেছে, এক্ষণে তাহারই পরিহার করা হইবে ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মের কার্য্যাভিধ্যান ও তদনুপ্রবেশাদির শ্রবণ হেতু শ্রম ও অহিত-করণাদির আশঙ্কায় বলিতেছেন ;—

ভেদনির্দ্দেশ হেতু জীব হইতে ব্রহ্মের আধিক্য। শঙ্কাচ্ছেদের নিমিত্ত তু-শব্দ। উরুশক্তিকত্ব ও উৎকৃষ্টত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক। কারণ, শাস্ত্রে

মুণ্ডকাদৌ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীত-শোক ইতি শোকমোহগ্রস্তাৎ জীবাৎ পরমাত্মনোঽখণ্ডি-তৈশ্বর্য্যাদিত্বেন ভেদো নির্দ্দিশ্যতে। স্মৃতিষু চ দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদা-হৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বর ইতি। প্রধান-পুরুষাব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ। পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি

অধিকমিতি। মুণ্ডকাদাবিত্যাদিপদাৎ শ্বেতাশ্বতরাণামপ্যেতদ্বোধ্যম্। সমান ইতি। সমানে একস্মিন্ বৃক্ষে দেহে পিপ্পলতরৌ পুরুষো জীবঃ নিমগ্নঃ সংসক্তঃ অনীশয়া মায়য়া জুষ্টমনন্তৈঃ কল্যাণগুণৈঃ সেবিতং স্বেন বা পশ্যতি ধ্যায়তি অন্যঃ স্বস্মাদ্ভিন্নং মহিমানং বৈকুণ্ঠং বীতশোকো নিবৃত্তাবিদ্যো বিমুক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। ইতঃ প্রাক্ দ্বাসুপর্ণেতি চোভয়ত্র গ্রাহ্যম্। দ্বাবিত্যাদিদ্বয়ং শ্রী-গীতাসু। ক্ষরঃ শরীরক্ষরণাদনেকাবস্থো বদ্ধজীববর্গঃ অক্ষরস্তৎক্ষরণাভাবাদেকা-বস্থো মুক্তজীববর্গঃ অচিৎসংযোগতদ্বিয়োগরূপৈকৈকোপাধিসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টৌ বোধ্যঃ। উত্তমঃ পুরুষস্তু ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো ন তু তয়োরেবৈকঃ সঙ্কল্পনীয়

ঐরূপই ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুণ্ডকাদি শ্রুতিতে "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ" ইত্যাদি বাক্যে শোক-মোহগ্রস্ত জীব হইতে পরমাত্মার ভেদ, অখণ্ডৈ-শ্বর্য্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গীতাতেও বলিয়াছেন—এই লোকে পুরুষ দুইটি; ক্ষর ও অক্ষর। শরীরক্ষরণ হেতু বদ্ধজীববর্গই ক্ষর-শব্দ-বাচ্য এবং তদভাব হেতু মুক্ত জীব সমূহই অক্ষর শব্দে অভিহিত হয়েন। তদু-ভয় হইতে ভিন্ন উত্তম পুরুষকেই পরমাত্মা বলা যায়। সেই অব্যয় পরমাত্মাই ত্রিলোক বিধৃত করিয়া রহিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—'প্রধান, পুরুষ, অব্যক্ত, কাল, এই সকল হইতেই ভগবান বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রধানাদি

তেহন্যে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র। তস্যৈব তেহন্যেন ধৃতে বিযুক্তে রূপেণ যৎ তৎ দ্বিজ কালসংজ্ঞমিতি। এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়েতি চৈবমাদ্যাসু তথৈবাসৌ নির্দ্দিষ্টঃ। সম্ভোগপ্রাপ্তিরিত্যাদিনা প্রাগপ্যেতদভিহিতম্। তথাচাবিচিন্ত্যোরুশক্তিরীশ্বরঃ স্বসঙ্কল্পমাত্রাৎ জগৎ সৃষ্ট্বা তস্মিন্ প্রবিশ্য বিক্রীড়তি জীর্ণঞ্চ তৎ সংহরত্যূর্ণনাভিবদিতি ন পূর্ব্বোক্তদোষগন্ধঃ। নন্বু ঘটাকাশাৎ মহাকাশস্যেবৈতজ্জীবাদীশ্বরস্যাধিক্যমিতি চেন্ন তদ্বৎ তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাস্বীকারাৎ। ন

ইত্যর্থঃ। প্রধানেত্যাদিদ্বয়ং শ্রীবৈষ্ণবে। বিষ্ণোরিতি। প্রধানং পুরুষশ্চেতি দ্বে রূপে বিষ্ণোঃ স্বরূপাদন্যে তস্যৈব বিষ্ণোঃ কালসংজ্ঞেন রূপেণ তে দ্বে বিধৃতে নিয়মিতে ভবতঃ। কীদৃশে তে বিযুক্তে পৃথগ্‌ভূতে অবিযুক্তে ইতি বা চ্ছেদঃ। পূর্ব্বরূপমার্ষম্। এতদিতি শ্রীভাগবতে। তদ্‌গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্ন যুজ্যতে ন সংসজ্যতে। অসদাত্মস্থৈস্তদ্বিমুখজীববন্ধকৈঃ। যথা তদাশ্রয়া ভগবন্নিষ্ঠা ভক্তানাং বুদ্ধিরিতি। সর্ব্বত্র হরেরুরুশক্তিত্বং স্ফুটম্। তদ্বৎ তস্যেতি। আকাশস্যেব তন্মতে

হইতে অতিরিক্ত। প্রধানাদি তত্ত্ব সকল তৎকর্ত্তৃকই বিধৃত রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐরূপই উক্ত আছে—'ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব যে, তদীয় ভক্ত সকল তদ্বিমুখ জীব সকলের বন্ধনের মূলীভূত প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ হয়েন না।' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্ম এইরূপই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এবং এই বেদান্তেও "সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পূর্ব্বেই এইরূপ বলা হইয়াছে। অবিচিন্ত্যমহাশক্তি ঈশ্বর নিজ সঙ্কল্প হইতেই জগতের সৃষ্টি করিয়া উহাতেই প্রবেশ পূর্ব্বক লীলা করিয়া থাকেন। ঐ জগত যখন জীর্ণ হয়, তখন তিনি ঊর্ণনাভের ন্যায় উহার সংহারও সাধন করেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। ঘটাকাশ হইতে মহাকাশের ন্যায় জীব হইতে ঈশ্বরের আধিক্য, এরূপও বলা যায় না। কারণ, এই মতে আকাশের

চ জলচন্দ্রাৎ বিয়চ্চন্দ্রস্যেব তস্মাৎ তস্য তদ্বিভোর্নিরূপস্য তস্য তদ্বৎ প্রতিবিম্বাসম্ভবাৎ। ন চ রাজপুত্রস্যেবাপ্তদাস-ভ্রমস্যৈকস্য ব্রহ্মণো ভ্রমাৎ জীবস্যোৎকর্ষাপকর্ষে সার্ব্বজ্ঞ্য-শ্রুতিবিরোধাৎ ॥ ২২ ॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

চেতনস্যাপি জীবস্যাশ্মকাষ্ঠলোষ্ট্রবদস্বাতন্ত্র্যাৎ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ। অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামিত্যাদি-শ্রুতেঃ। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানামিত্যাদি স্মৃতেশ্চ ॥ ২৩ ॥

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥

ননু নাশ্মাদিবদকর্ত্তৃত্বং জীবস্য তস্যৈব কার্য্যোপসংহার-দর্শনাৎ। স হি যৎ কার্য্যমারভতে তৎ সমাপয়তীতি দৃষ্টম্।

ব্রহ্মণঃ পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাস্বীকারাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ তস্য তদিতি। তস্মাৎ জীবাৎ তস্য ব্রহ্মণঃ তদাধিক্যমিত্যর্থঃ। আপ্তেতি। লব্ধকৈবর্ত্তভ্রান্তেরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অশ্মেতি। অশ্মা পাষাণঃ ॥ ২৩ ॥

ন্যায় ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ স্বীকার করা হয় না। জলস্থিত চন্দ্রপ্রতিবিম্ব হইতে আকাশস্থ চন্দ্রের যেরূপ উৎকর্ষ, জীব হইতে ব্রহ্মের উৎকর্ষও সেইরূপ, একথাও বলা যায় না; কারণ, রূপরহিত বিভু ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই অসম্ভব। রাজপুত্র যেরূপ ভ্রান্তিবশত আপনাকে দাসভাবেই অভিমান করিতেন, ব্রহ্মের সেইরূপ ভ্রমবশত জীবত্বাভিমানও স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। যেহেতু, ব্রহ্মকে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিলে, সার্ব্বজ্ঞ শ্রুতির বিরোধ ঘটে ॥ ২২ ॥

পাষাণাদির ন্যায় অস্বাতন্ত্র্য প্রযুক্ত জীবের স্বকর্ত্তৃকত্ব অনুপপন্ন হয়। জীব স্বরূপত চেতন হইলেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় না। কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির যেরূপ স্বাধীনতা নাই, জীবেরও তদ্রূপ। শ্রুতিতেই উক্ত আছে,—"পরমেশ্বর জীবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করেন। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বিরাজ করেন"॥ ২৩ ॥

ন চায়ং ভ্রমঃ বাধকাভাবাৎ। নম্বস্তু জীবঃ কর্ত্তা স চেশাধীন ইতি চেন্ন ঈশ্বরঃ খল্বনুপলভ্যমানোঽপি কল্প্যঃ স চ প্রেরক ইতি গৌরবাৎ। তস্মাৎ জীবস্যৈব কর্ম্মদ্বারকং কর্ত্তৃত্বং ন ত্বীশস্যেতি চেন্ন। কুতঃ ক্ষীরবদ্ধি। হি যতঃ জীবে কার্য্যোপসংহারঃ ক্ষীরবৎ প্রবর্ত্ততে। তৃতীয়ান্তাৎ বতিঃ। তেন তুল্যংক্রিয়া চেৎ বতিরিতি সূত্রাৎ। যথা গবি দৃশ্যমাণমপি ক্ষীরং প্রাণাদেব জায়তে। অন্নং রসাদিরূপেণ প্রাণঃ পরিণময়ত্যসাবিতিস্মৃতেঃ। তথা জীবে দৃশ্যমাণোঽপি সোঽস্বাতন্ত্র্যাৎ পরেশাদেবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চৈবং পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেরিতি॥ ২৪॥

ক্ষীরবদিতি। তস্যৈব জীবস্য। কর্ম্মদ্বারকমিতি। স্বকর্ম্মণা জীবঃ স্বভোগায় সর্ব্বমিদং সৃজতীতি জগদ্বাচিত্বাদিত্যস্য ভাষ্যে বিবৃতমস্তি। ক্ষীরেতি।

জীবকৃত কর্ম্মের উপসংহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীব যে কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহাই সম্পন্ন করেন। অতএব পাষাণাদির ন্যায় জীবের অকর্ত্তৃত্ব বলা যায় না। জীবের উক্ত কার্য্যোপসংহার ভ্রান্তও নহে। কারণ, উহার বাধক নাই। তবে জীবের ঐ কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরের অধীন বলিয়াই স্বীকার করা হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গত হয় না। কার্য্যে ঈশ্বর অনুপলভ্যমান হইলেও তাঁহার প্রেরকতা অর্থাৎ কার্য্যে প্রযোজকতার কল্পনাতে গৌরব হইতেছে। অতএব জীবের কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তৃত্ব এবং ঈশ্বরের কেবল প্রযোজকত্ব, এরূপও স্বীকার করা যায় না। কারণ, জীবে যে কার্য্যোপসংহার দৃষ্ট হয়, উহার প্রবৃত্তি দুগ্ধের সদৃশ। যেমন গাভীতে দৃশ্যমাণ দুগ্ধ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ স্মৃতিতে উক্ত হয়, প্রাণই অন্নকে রসাদিরূপে পরিণামিত করে। ঐরূপ জীবে দৃশ্যমান কার্য্যোপসংহার তাঁহার অস্বাতন্ত্র্য প্রযুক্ত পরমেশ্বরকৃত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইতেছে। "পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ" এই সূত্রে উক্ত বিষয়টি পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করা হইবে॥ ২৪॥

ন চানুপলব্ধিবিরোধ ইত্যাহ—

দেবাদিবদিতি লোকে ॥ ২৫ ॥

ষষ্ঠ্যন্তাদিবার্থে বতিঃ অদৃশ্যমাণস্যাপীন্দ্রাদের্লোকে বর্ষণাদিকর্ত্তৃত্বসিদ্ধেঃ। তথা চানুপলভ্যমাণোঽপীশ্বরো বিশ্বকর্ত্তেতি ॥ ২৫ ॥

জীবকর্ত্তৃত্বপক্ষে দোষান্তরমাহ—

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বশব্দব্যাকোপো বা ॥ ২৬ ॥

জীবকর্ত্তৃত্ববাদিনা জীবস্বরূপস্য নিরংশত্বাৎ কৃৎস্নস্য তস্য সর্ব্বস্মিন্ কার্য্যে প্রসক্তির্বাচ্যা। ন চ সা শক্যা বক্তুমঙ্গুল্যাদিনা তৃণোত্তোলনাদৌ তদননুভবাৎ। কৃৎস্নেন স্বরূপেণ প্রবৃত্তিঃ খলু কৃৎস্নসামর্থ্যাপেক্ষাং করোতি। সা যথা গুরুতর-

---

ক্ষীরেণ তুল্যং ক্ষীরবদিত্যর্থঃ। হীতি। হির্হেতৌ। তেনেতি। তৃতীয়ান্তাৎ তুল্যমিত্যর্থে বতিঃ। স্যাৎ যত্তুল্যা সা ক্রিয়া চেদিতি সূত্রার্থঃ। স ইতি কার্য্যোপসংহারঃ ॥ ২৪ ॥

দেবাদিবদিতি। স্পষ্টম্ ॥ ২৫ ॥

কার্য্যোপসংহারে ঈশ্বরের অনুপলব্ধিরূপ বিরোধও ঘটিতেছে না। পরবর্ত্তী সূত্রে ঐ বিষয়টিই বলিতেছেন ;—

ইন্দ্রাদি দেবতা দৃশ্যমান না হইলেও এই পৃথিবীতে যেরূপ তাঁহাদিগের বর্ষণাদিকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর অনুপলভ্যমান হইলেও তাঁহার বিশ্বকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২৫ ॥

একণে জীবকর্ত্তৃত্ব পক্ষে দোষান্তর প্রদর্শন করিতেছেন ;—

যাঁহারা জীবকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা জীবের স্বরূপের নিরংশত্ব প্রযুক্ত সমগ্র জীবস্বরূপেরই অবশ্য সকল কার্য্যে প্রসক্তি বলিবেন। কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না। অঙ্গুল্যাদি দ্বারা তৃণোত্তোলনাদি কার্য্যে কৃৎস্ন জীবস্বরূপের কর্ত্তৃত্ব অনুভূত হয় না। জীব, কৃৎস্নস্বরূপে প্রবৃত্ত হইলে, অবশ্য কৃৎস্ন

দৃষদুত্থাপনে স্যাৎ ন তথা তৃণোত্থাপনে সামর্থ্যাংশানুভবাৎ। ন চ স্বরূপাংশস্য তত্র প্রসক্তির্বাচ্যা। জীবস্বরূপস্য নিরংশ-ত্বাৎ। স্বীকৃতে ত্বংশে নিরংশত্বশ্রুতিব্যাকোপঃ। এষোঽণু-রাত্মেত্যাদিবাক্যবাধ ইত্যর্থঃ। জীবাৎ ভবন্তি ভূতানীত্যাদি-বাক্যন্তু ব্রহ্মপরমেবেত্যুক্তং প্রাক্। তস্মাৎ মন্দো জীব-কর্ত্তৃত্বপক্ষঃ ॥ ২৬ ॥

অথৈতৌ দোষৌ ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে স্যাতাং ন বেতি বীক্ষায়াং সর্ব্বেষু কার্য্যেষু কৃৎস্নেন স্বরূপেণ চেৎ প্রবর্ত্ততে তর্হি তৃণোদঞ্চনাদৌ কৃৎস্নস্য প্রসক্তির্ন চ সা সম্ভবেদংশেন তৎসিদ্ধেঃ। কচিদংশেন চেৎ প্রবর্ত্ততে তর্হি নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়-মিত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপাপত্তিরতঃ স্যাতামিতি প্রাপ্তে—

কৃৎস্নেতি। জীবেতি। তৃণোত্তোলনং তৃণোত্থাপনম্। তদনম্নুভবাদিতি। কৃৎস্নেন স্বরূপেণ প্রসক্তেরপ্রতীতেরিত্যর্থঃ। দৃষৎ পাষাণঃ ॥ ২৬ ॥

অথেত্যাদি। প্রাগুক্তং ব্রহ্মণো বিশ্বকর্ত্তৃত্বমাক্ষিপ্য সমাধীয়ত ইত্যাক্ষে-পোঽত্র সঙ্গতিঃ। এতৌ কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদী দোষৌ স্যাতাং সম্ভবেতাং প্রবর্ত্ততে

সামর্থ্যের অপেক্ষা করিতেন। গুরুতর পাষাণের উত্থাপনে যেরূপ চেষ্টা দৃষ্ট হয়, তৃণের উত্তোলনে সেরূপ দেখা যায় না। ঐ সকল কার্য্যে সামর্থ্যের অংশত অনুভবমাত্রই হইয়া থাকে। তত্তৎকার্য্যে স্বরূপাংশেরই প্রসক্তি বলা হইতে পারে না; কারণ, জীবস্বরূপ নিরংশ। উহার অংশ স্বীকারে নিরংশত্ব-শ্রুতির ব্যাকোপ হয়; অর্থাৎ 'এই আত্মা অণু' ইত্যাদি বাক্যের বাধা হয়। 'জীব হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মপর, ইহা পূর্ব্বেই বলা হই-য়াছে। অতএব জীবকর্ত্তৃত্বপক্ষ দুষ্টই হইতেছে ॥ ২৬ ॥

অনন্তর উক্ত কৃৎস্নপ্রসক্তি প্রভৃতি দোষদ্বয় ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে আপতিত হইতেছে কি না, এইরূপ সংশয় হইতেছে। সকল কার্য্যেই যদি কৃৎস্নস্বরূপেরই প্রসক্তি বলা যায়, তাহা হইলে, তৃণোত্তোলনাদিতেও কৃৎস্নস্বরূপেরই প্রসক্তি

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তুশব্দঃ। উপসংহারসূত্রান্নেত্যনুবর্ত্ততে। ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে লোকদৃষ্টা দোষা ন স্যুঃ। কুতঃ শ্রুতেঃ। অলৌকিকমচিন্ত্যং জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব বহুধাবভাতঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্ব্বকর্ত্তৃ নিবিকারঞ্চ ব্রহ্মেতি শ্রবণাদেবেত্যর্থঃ। তথাহি বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপমিতি মুণ্ডকে অলৌকিকত্বাদি শ্রুতম্। তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্। বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে। একোঽপি সন্ বহুধা যো বভাতীতি গোপালোপনিষদি জ্ঞানাত্মকত্বাদি। অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈত-

---

ব্রহ্মেত্যর্থাৎ। কৃৎস্নস্যেতি স্বরূপস্য। অংশেন স্বরূপাংশেন। তৎসিদ্ধেস্তৃণোত্থাপনাদিনিষ্পত্তেঃ। কচিৎ তৃণোত্থাপনাদৌ। এবং প্রাপ্তে—

বলিতে হয়, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না; কারণ, অংশপ্রসক্তিতেই উক্ত কার্য্যের সিদ্ধি হইতে দেখা যায়। আবার অংশে প্রবৃত্তিতে 'ব্রহ্ম নিষ্কল ও নিষ্ক্রিয়' ইত্যাতি শ্রুতির বিরোধ হয়। অতএব ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষেও উক্ত উভয় দোষই আপতিত হইতেছে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন;—

ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে লোকদৃষ্ট দোষ সঙ্গত হয় না। কারণ, ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ। অবিচিন্ত্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র মূল প্রমাণ।

শঙ্কাচ্ছেদের নিমিত্ত তু-শব্দ। উপসংহার-সূত্র হইতে ন অনুবর্ত্তিত হইবে। ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে 'ব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য, জ্ঞানাত্মক হইয়াও মূর্ত্তিবিশিষ্ট ও জ্ঞানসম্পন্ন, এক হইয়াও বহুধা বিভাত, নিরংশ হইয়াও অংশযুক্ত, পরিমিত হইয়াও অপরিমিত, সর্ব্বকর্ত্তা হইয়াও বিকাররহিত,' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ দৃষ্ট হয়। মুণ্ডকে বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম বৃহৎ, অলৌকিক ও অচিন্ত্য।' গোপালোপনিষদে বলিয়াছেন, 'গোবিন্দ অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, বর্হাপীড়াভিরাম, রমণীয়, অকুণ্ঠমেধা এবং এক হইয়াও বহুধা অবভাত।' মাণ্ডুক্যোপনিষদে

স্যোপশমঃ শিব ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদি নিরংশত্বেঽপি সাংশত্বম্। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বত ইতি কাঠকে মিতত্বেঽপ্যমিতত্বঞ্চ। দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা স বিশ্বকৃৎ বিশ্বহৃদাত্মযোনির্নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ সর্ব্বকর্তৃত্বেঽপি নির্বিকারত্বঞ্চেত্যেতৎ সর্ব্বং শ্রুত্যনুসারেণৈব স্বীকার্য্যং ন তু কেবলয়া যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি। ননু শ্রুত্যাপি বাধিতার্থকং কথং বোধনীয়ং তত্রাহ শব্দেতি। অবিচিন্ত্যার্থস্য শব্দৈকপ্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ। তাদৃশে মণিমন্ত্রাদৌ দৃষ্টং হ্যেতৎ প্রকৃতে কৈমুত্যমাপাদয়তি। ইদমত্র নিষ্কৃষ্টম্। প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানি ভবন্তি।

শ্রুতেস্ত্বিতি। তমেকমিত্যাদৌ জ্ঞানাত্মকমপি মূর্ত্তং জ্ঞানবচ্চৈকমেব বহুধাবভাতং চেত্যেতৎ ক্রমাদ্বোধ্যম্। অমাত্রঃ স্বাংশভেদশূন্যঃ। অনন্তমাত্রোঽসংখ্যেয়স্বাংশঃ। প্রতিবিধেয়ং নিরসনীয়ম্। নন্বিতি। এতদচিন্ত্যত্বম্।

বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম অমাত্র হইয়াও অনন্তমাত্র, দ্বৈত হইয়াও তাহার উপশম অর্থাৎ অদ্বিতীয় এবং মঙ্গলময়।' কঠোপনিষদেও বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম একস্থানস্থিত অর্থাৎ সমীপস্থ হইয়াও দূরগত, শয়ান হইয়াও সর্ব্বগামী।' শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্বকৃৎ, বিশ্বহৃৎ, আত্মযোনি, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য ও নিরঞ্জন।' ঐ সকল শ্রুতিতে অলৌকিকত্ব, জ্ঞানাত্মকত্ব, নিরংশত্বেও সাংশত্ব, অমিতত্বেও মিতত্ব এবং সর্ব্বকর্তৃত্বেও নির্বিকারত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণসমূহ উক্ত হইয়াছে। অতএব কেবল যুক্তি দ্বারা উহার প্রতিবিধান কর্ত্তব্য হইতেছে না। যদি বল, শ্রুতি দ্বারা কিরূপে বাধিতার্থ বোধিত হইবে?—তদুত্তরে বলিতেছেন—অবিচিন্ত্য বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। লৌকিক মণিমন্ত্রাদিরই যখন অচিন্ত্য প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে, তখন অলৌকিক ব্রহ্মের তাদৃশ প্রভাব অস্বীকারের কোনই হেতু নাই।

প্রত্যক্ষং তাবৎ ব্যভিচারি দৃষ্টং মায়ামুণ্ডাবলোকে চৈত্রস্যেদং মুণ্ডমিত্যাদৌ। বৃষ্ট্যা তৎকালনির্ব্বাপিতবহ্নৌ চিরমধিকদ্বিত্বরধূমে পর্ব্বতে বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যনুমানঞ্চ। আপ্তবাক্যলক্ষণঃ শব্দস্তু ন ক্বাপি ব্যভিচরতি হিমালয়ে হিমং রত্নালয়ে রত্নমিত্যাদিঃ। স হি তদনুগ্রাহী তন্নিরপেক্ষস্তদগম্যে সাধকতমশ্চ। দৃষ্টচরমায়ামুণ্ডস্য পুংসো ভ্রান্ত্যা সত্যেঽপ্যবিশ্বস্তে তদেবেদমিত্যাকাশবাণ্যাদৌ। অরে শীতার্ত্তাঃ পান্থা মাস্মিন্ বহ্নিং সম্ভাবয়ত দৃষ্টমস্মাভিঃ স ইদানীং বৃষ্ট্যৈব

অনুমানঞ্চেতি চকারাদ্ব্যভিচারীতি যোজ্যম্। স হীতি। স শব্দস্তদনুগ্রাহী প্রত্যক্ষাদ্যুপজীব্য ইত্যর্থঃ। তন্নিরপেক্ষঃ প্রত্যক্ষাদ্যপেক্ষাশূন্যঃ। তদগম্যে প্রত্যক্ষাদ্যপ্রবেশ্যে। তদেবেদমিতি। তদেব সত্যং মুণ্ডমিদং ন তু মায়ামুণ্ডম্ ইত্যর্থঃ। স ইতি বহ্নিঃ। তদুভয়েতি। প্রত্যক্ষানুমানপোষকতেত্যর্থঃ। মণীতি। মণিকণ্ঠস্ত্বমসীতিবাক্যং শ্রোত্রং প্রবিশদেব মণিকণ্ঠোঽহং নাস্মীতি মোহং তিরস্কুর্ব্বদহমস্মি মণিকণ্ঠ ইতি প্রমামুৎপাদয়তি দশমস্ত্বমসীতি বাক্যবৎ।

সার কথা,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিনটিই প্রমাণ। তন্মধ্যে মায়ামুণ্ডাবলোকাদি স্থলে, ইহা চৈত্রের মুণ্ড, এইরূপ প্রতীতিতে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার দেখা যায়। আবার বৃষ্টি দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও অধিকতর বা দ্বিগুণ ধূম উত্থিত হইতে দেখিয়া আমরা পর্ব্বতাদিতে বহ্নির অনুমান করিতে পারি। ঐ স্থলে অনুমানেরও ব্যভিচার দেখা যাইতেছে। কিন্তু আপ্তবাক্যলক্ষণ শব্দের কোথাও ব্যভিচার দেখা যায় না। হিমালয়ে হিম ও রত্নালয়ে রত্ন চিরপ্রসিদ্ধ। শব্দ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অনুগ্রাহী অর্থাৎ উহাদিগের উপজীবক। আবার উহা প্রত্যক্ষাদিনিরপেক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান যেখানে যাইতে পারে না, সেই স্থানেও সাধকতমরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যিনি কোথাও একবার মায়ামুণ্ড দর্শনে ভ্রান্তিবশত সত্য মুণ্ডকেও বিশ্বাস করিতে পারেন না, আকাশবাণী দ্বারা তাঁহারও বিশ্বাসোৎপাদন হইয়া থাকে। উহা যেখানে জল

নির্ব্বাণঃ। কিন্ত্বমুষ্মিন্ ধূমোদ্গারিণি গিরৌ স দৃশ্যত ইত্যাদৌ চ তদুভয়ানুগ্রাহিতা মণিকণ্ঠস্ত্বমসীত্যাদৌ তন্নিরপেক্ষতা তদগম্যে গ্রহচেষ্টাদৌ সাধকতমতা চেতি শব্দস্য সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যে স্থিতে ব্রহ্মবোধকস্তু শ্রুতিশব্দ এব। নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তমিত্যাদিশ্রবণাৎ স্বতঃসিদ্ধত্বেন নির্দ্দোষত্বাচ্চেতি ॥২৭॥

উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥

যথা কল্পদ্রুমচিন্তামণ্যাদেরীশ্বরবিভূতিভূতস্যাচিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধা হস্ত্যশ্বাদয়ো বিচিত্রাঃ সৃষ্টয়ো ভবন্তীতি শব্দাৎ প্রতীত্য শ্রদ্ধীয়তে এবমাত্মনশ্চ সর্ব্বেশ্বরস্য বিষ্ণোর্দেবনর-

---

ন চাত্র প্রত্যক্ষাদেরপেক্ষাস্তীত্যর্থঃ। গ্রহেতি। গ্রহাণাং সূর্য্যাদীনাং রাশ্যাদিসঞ্চারো গ্রহচেষ্টা তত্র শব্দ এব বোধকো নান্যদিত্যর্থঃ। নাবেদেতি। বেদবিদেব তং বৃহন্তং পরমাত্মানং মনুতে জানাতীত্যর্থঃ। স্বতঃসিদ্ধত্বং ভগবন্নিশ্বসিতত্বাদ্বেদস্য ॥ ২৭ ॥

উক্তমিতি। অচিন্ত্যার্থস্য শব্দমাত্রগম্যত্বরূপমর্থমিত্যর্থঃ।

দ্বারা বহ্নি নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে, সেই পর্ব্বতে বহ্নিভ্রম নিবারণ এবং অন্যত্র বহ্নি প্রদর্শনে সমর্থ। এইরূপে শব্দ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়েরই অনুগ্রাহক হইয়া থাকে। বিস্মৃতকণ্ঠমণি ব্যক্তিকে কণ্ঠমণির স্মরণ করাইতে শব্দ, প্রত্যক্ষ বা অনুমানের অপেক্ষা করে না; এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অগম্য গ্রহচেষ্টাদি স্থলে সাধকতমরূপেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপে শব্দেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থির হইতেছে। শ্রুতিশব্দই ব্রহ্মের প্রমাপক। শ্রুতিতেই উক্ত আছে, অবেদবিৎ ব্যক্তি বৃহৎ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। ঐ বেদ স্বতঃসিদ্ধ, অতএব দোষরহিত ॥২৭॥

এক্ষণে দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত বিষয়টি বুঝাইতেছেন ;—

যেরূপ ঈশ্বরের বিভূতিভূত কল্পবৃক্ষ ও চিন্তামণি প্রভৃতি হইতে হস্ত্যশ্বাদি বিচিত্র সৃষ্টি সকল সমুৎপন্ন হয়, ইহা শব্দপ্রমাণ হইতেই অবগত হইয়া বিশ্বাস

তির্য্যগাদয়স্তাস্তথাভূতা ভবেয়ুরিতি তস্মাদেব শ্রদ্ধেয়ম্। অবিচিন্ত্যবস্তুস্বভাবস্য তদেকগম্যত্বাৎ। তত্র যথা কৃৎস্নেন স্বরূপেণ সৃজ্যন্তে স্বরূপাংশেন বা ব্যবস্থয়া বেতি যুক্তের্নাবকাশস্তথা প্রকৃতেঽপীতি। তস্মাৎ যথাশ্রুতমেব স্বীকার্য্যম্। সপ্তম্যন্তনির্দ্দেশঃ কার্য্যাধারত্ববিবক্ষয়া। দার্ষ্টান্তিকে কৈমুত্যদ্যোতনায় পরশ্চশব্দঃ। হিশব্দেন পুরাণাদিপ্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। তস্মাৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষঃ শ্রেয়ান্ ॥ ২৮ ॥

স এবোপাদেয় ইত্যাহ—

স্বপক্ষে দোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

স্বস্য তব জীবকর্ত্তৃত্ববাদিনঃ পক্ষে কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদের্দোষস্য সত্ত্বাৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে তস্য নিরস্তত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

আত্মনীতি। তথাভূতা ইতি। অচিন্ত্যশক্তিমাত্রসিদ্ধা বিচিত্রাঃ সৃষ্টয় ইত্যর্থঃ। তদেকেতি শব্দমাত্রবোধ্যত্বাদিত্যর্থঃ। ব্যবস্থয়েতি। ক্কচিৎ কৃৎস্নেন স্বরূপেণ ক্কচিত্তু স্বরূপাংশেনেত্যর্থঃ। প্রকৃতে পরমাত্মনি। কার্য্যাধারত্বেতি। কল্পদ্রুমাদিঃ স্বকার্য্যং স্বস্মিন্ন ধারয়তি পরমাত্মা তু স্বস্মিংস্তদ্ধারয়তীতি বিবক্ষয়েত্যর্থঃ। দার্ষ্টান্তিকে পরমাত্মনি। শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ ॥ ২৮ ॥

করিতে হয়, তদ্রূপ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু হইতে দেবতির্য্যগাদির সৃষ্টিও শ্রুত্যনুসারেই বিশ্বাস করিতে হইবে। অচিন্ত্য বস্তুর স্বভাব শ্রুতিমাত্রগম্য। পূর্ব্বোক্ত স্থলে যেরূপ কৃৎস্নস্বরূপেই সৃষ্টি অথবা স্বরূপাংশেই সৃষ্টি কিংবা কোথাও স্বরূপাংশে কোথাও বা কৃৎস্নস্বরূপে সৃষ্টি, এরূপ যুক্তির অবকাশই হয় না, এখানেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। অতএব যথাশ্রুতই স্বীকার্য্য হইতেছে। আত্মন্ শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি কার্য্যাধারত্ববিবক্ষাতেই জানিতে হইবে। পরবর্ত্তী শব্দ দার্ষ্টান্তিকে কৈমুত্যদ্যোতনার্থ। হি-শব্দ দ্বারা পুরাণাদি প্রসিদ্ধি সূচিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ব পক্ষই শ্রেয়ান্ ॥ ২৮ ॥

পরবর্ত্তী সূত্রে ঐ ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষেরই উপাদেয়ত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন ;—

অথ বিধান্তরৈরাশঙ্ক্য সমাদধাতি। বৈষম্যাধিকরণাৎ ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বং যুজ্যতে ন বেতি সংশয়ে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম সদেব সৌম্যেদমাত্মা বা ইদমিত্যাদিষু শক্ত্যশ্রবণাৎ ন যুজ্যতে। শক্তিমানেব হি তক্ষাদির্বিচিত্রকার্য্যায় ক্ষমো বীক্ষ্যতে নাশক্তিমানিতি প্রাপ্তে—

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

চশব্দোঽবধারণে। সর্ব্বাসাং শক্তীনামুপেতা প্রাপ্তাসাবাত্মা। তৃচ্ প্রত্যয়ঃ। সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট এব পরমাত্মা। কুতঃ তদ্দর্শনাৎ। দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং য একো-

স্বপক্ষে ইতি। তস্যেতি দোষস্য। নিরস্তত্বাৎ পূর্ব্বত্র নিরাকরণাৎ। নমু সিদ্ধান্তে স্বকর্ম্মণি জীবস্যাপি কর্তৃত্বং স্বীকৃতম্। তত্রৈতদ্দোষঃ কথং পরিহর্ত্তব্য ইতি চেৎ শ্রুত্যৈবেতি গৃহাণ। অণুরেব জীবঃ পরমাত্মসঙ্কল্পায়ত্তো লঘু মহচ্চ কর্ম্ম করোতীতি শ্রুতিরেবাহ। তৎ তথৈব মন্যতে। ন চ তত্র যুক্ত্যা প্রতিবিধেয়মিতি ॥ ২৯ ॥

অথেতি। ইহাপি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। ব্রহ্মণো বিশ্বসর্গং ব্রুবন্ সমন্বয়ো ন ব্রহ্ম বিশ্বস্রষ্টৃ তদুপযোগিশক্তিবিরহাদিতি তর্কেণ বিরুধ্যত ইত্যাক্ষেপস্বরূপম্। শক্তিবিরহে শ্রুতিমাহ সত্যমিত্যাদিনা। এবং প্রাপ্তে—

জীবকর্তৃত্ববাদীর পক্ষে কৃৎস্নপ্রসক্তি প্রভৃতি দোষের প্রসঙ্গহেতু এবং ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষে তদ্দোষের নিরাস হেতু ব্রহ্মকর্তৃত্বপক্ষই উপাদেয় হইতেছে ॥ ২৯ ॥

অনন্তর প্রকারান্তরে আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া তাহারই সমাধান করিতেছেন এই স্থলে সংশয় এই যে—ব্রহ্ম বৈষম্যের আশ্রয়; অতএব তাদৃশ ব্রহ্মের কর্তৃত্ব যুক্ত কি অযুক্ত? "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে শক্তির অশ্রবণ হেতু উহা যুক্ত হইতেছে না। শক্তিমান তক্ষাদিকেই বিচিত্র কার্য্যে সমর্থ দেখা যায়, অশক্তিমানের তাদৃশত্ব দৃষ্ট হয় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের স্থিরতায় উত্তর করিতেছেন;—

ঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইত্যাদিশ্রুতিষু তথা দর্শনাৎ। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তেত্যাদিকা স্মৃতিস্তূক্তা। অচিন্ত্যাশ্চৈতাঃ। অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিরাত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিরিত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। তথাচাবিচিন্ত্যশক্তিযোগাদ্ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বং যুজ্যত এবেতি। সত্যমিত্যাদিষু স্বরূপং পরামৃষ্টম্। দেবাত্মেত্যাদিষু তু তস্য শক্তয় ইতি। তস্মাৎ শক্তিমদেব ব্রহ্মস্বরূপম্। অতএব তত্র তত্র সোঽকাময়তেত্যাদিনা তদৈক্ষতেত্যাদিনা চ তস্যৈব সঙ্কল্পাদয়ো নিরূপিতাঃ। উভয়েষাং বাক্যানাং প্রামাণ্যেঽবিশেষঃ শ্রুতিত্বাবিশেষাৎ॥ ৩০॥

সর্ব্বোপেতেতি। অত্র সুখদাতেত্যাদিবৎ শেষে ষষ্ঠ্যাঃ সমাসো বোধ্যঃ। অন্যথা সর্ব্বা উপেতেতি দ্বিতীয়ৈব শ্রূয়েত। তস্যৈবেতি। তস্য সত্যাদিরূপস্য সদ্রূপস্য চ ব্রহ্মণঃ। সঙ্কল্পাদয়ো হি শক্তয় এব তস্য সম্ভবন্তীতি॥ ৩০॥

আত্মার সর্ব্বশক্তিসমন্বিতত্বই দৃষ্ট হইয়া থাকে। চ-শব্দ অবধারণে। আত্মা সর্ব্বশক্তির উপেতা। উপেতার অর্থ প্রাপ্তা। উপ পূর্ব্বক ইন ধাতুর উত্তর তৃচ্ প্রত্যয় করিয়া উপেতা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পরমাত্মাকে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতই বলিতে হয়। কারণ, শ্রুতিতে ঐরূপই দেখা যায়। "দেবাত্মশক্তিম্" ইত্যাদি শ্রুতিই উহার উদাহরণ। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" ইত্যাদি স্মৃতিতেও ঐরূপই বলিয়াছেন। "অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা" ইত্যাদি শ্রুতিতে ঐ সকল শক্তির অচিন্ত্যত্বও উক্ত হইয়াছে। অবিচিন্ত্যশক্তিযোগ হেতু ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব যুক্তই হইতেছে। "সত্যম্" প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ এবং "দেবাত্মশক্তিম্" প্রভৃতি শ্রুতিতে শক্তি সকল পরামৃষ্ট হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ যে শক্তিবিশিষ্ট, ইহাই স্থির হইতেছে। অতএব তত্তৎস্থলে "সোঽকাময়ত" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ঐ ব্রহ্মেরই সঙ্কল্পাদি নিরূপিত হইয়াছে। উভয় বাক্যই শ্রুতি; অতএব উভয় বাক্যেরই প্রামাণ্যে কোন বিশেষ নাই॥ ৩০॥

পুনরাশঙ্ক্য সমাধত্তে। কর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণো ন সম্ভবত্যনিন্দ্রিয়ত্বাৎ। শক্তিমন্তোঽপি দেবাদয়ঃ সেন্দ্রিয়া এব তত্তৎকার্য্যক্ষমা বিজ্ঞায়ন্তে। ব্রহ্ম ত্বনিন্দ্রিয়ং কথং বিশ্বকার্য্যায় ক্ষমং স্যাৎ। শ্রুতিশ্চ শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠিতা তস্যেন্দ্রিয়শূন্যত্বমাহ। অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তমিতি। এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি।

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

অনিন্দ্রিয়ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বং নেতি যদুচ্যতে তদুক্তম্ উত্তরত্র স্বাভাবিকপরশক্তিকতাং দর্শয়ন্ত্যা শ্রুত্যৈব তৎ সমাহিতমিত্যর্থঃ। তথাহি তৈরেব পঠ্যতে—তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং

পুনরাশঙ্ক্যেত্যাদি। ইহাপি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। ব্রহ্মণো জগৎকর্ত্তৃত্বং ব্রুবন্ সমন্বয়ো ন ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তৃ দেহেন্দ্রিয়াভাবাৎ ইত্যেবংবিধেন তর্কেণ বিরুধ্যত ইত্যাক্ষেপস্বরূপম্।

পুনর্ব্বার আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক তাহারই সমাধান করিতেছেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়রহিত বলিয়া তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব হইতেছে। দেবতাবৃন্দ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। তাঁহারা ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলিয়াই তাঁহাদের কার্য্যক্ষমত্ব দৃষ্ট হয়। অনিন্দ্রিয় ব্রহ্ম কিরূপে বিশ্বকার্য্যে সমর্থ হইবেন? শ্রুতিতে তাঁহার ইন্দ্রিয়শূন্যত্বই বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরে উক্ত হইয়াছে, 'ব্রহ্মের হস্ত বা পদ কিছুই নাই।' এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন ;—

ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়রহিত বলিয়া যে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অযুক্ত হইবে, তাহা বিবেচনা করা যায় না ; কারণ, শ্রুতিই উহার সমাধান করিয়াছেন। ব্রহ্ম স্বভাবত পরশক্তিসমন্বিত। তাঁহার অনিন্দ্রিয়ত্বেও কর্ত্তৃত্ব অযুক্ত হয় না। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'তিনি ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর। তিনি দেবতাবৃন্দেরও

পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্। স কারণং কারণাধিপাধিপো ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ ইতি। অপাণীত্যাদিনা পাণ্যাদিবর্জ্জিতোঽপ্যসৌ মহাপুরুষো গ্রহণাদিকার্য্যভাগ্ ভবতীত্যুক্তং প্রাক্। তত্র সন্দিহানান্ প্রতি পুনরাহ তমিতি। পুরুষমাত্রনিয়ন্তৃত্বাৎ মহাপুরুষত্বং সিদ্ধম্। কার্য্যং প্রাকৃতং করণঞ্চশব্দাদ্বপুস্তস্য

বিকরণত্বাদিতি। তমিতি। ঈশ্বরাণাং রুদ্রাদীনাম্। দেবতানামিন্দ্রাদীনাম্। পতীনাং দক্ষাদীনাম্। ইত্থঞ্চেন্দ্রাদীনাং রুদ্রাদিদেবতাকত্বং দক্ষাদীনাং দ্রুহিণাধিপতিকত্বঞ্চ ন মুখ্যমিত্যুক্তম্। নন্বীশ্বরাণামপীশ্বরবত্ত্বং পতীনাঞ্চ পতিমত্ত্বং দৃষ্টম্। অতোঽস্যাপি তত্ত্ববত্ত্বেন ভবিতব্যমিতি চেৎ তত্রাহ ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তীতি। অস্য তথাত্বং শ্রুতিমাত্রগম্যং ন ত্বনুমেয়মিত্যাহ নৈব চ তস্য লিঙ্গমিতি। শ্রুত্যনুসারি লিঙ্গন্তু ন বিচার্য্যমিতি প্রাগভাণি। শ্রুত্যর্থং ব্যাচষ্টে অপাণীত্যাদিনা। চশব্দাৎ বপুরিতি কার্য্যং বপুস্তস্য নেতি নাস্তীত্যর্থঃ। তথেতি

পরম দেবতা। তিনি লোকপালগণেরও অধীশ্বর। তিনি প্রধানেরও প্রধান। তিনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর ও পূজ্য। তাঁহার কার্য্য বা করণ কিছুই নাই। তাঁহার সমান বা অধিক কেহই নাই। তাঁহার স্বাভাবিকী পরা শক্তি শ্রবণ করা যায়। তাঁহার জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, সকলই স্বাভাবিকী। তাঁহার অধিপতি বা ঈশ্বর কেহই নাই। তিনিই বিশ্বসংসারের কারণ। তিনি কারণাধিপগণেরও অধিপতি। তাঁহার জনক ও অধিপতি উভয়ই নাই।' ঐ সকল শ্রুতিতে তাঁহার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়ের নিষেধ করিয়াও তাঁহার গ্রহণাদি কার্য্য বলিয়াছেন। ঐ বিষয়ে সন্দিহান ব্যক্তিকেই শ্রুতি পুনঃপুন বলিয়াছেন। তিনি পুরুষমাত্রের নিয়ামক মহাপুরুষ। তাঁহার প্রাকৃত কার্য্য, করণ ও শরীর নাই।

নাস্তি। পরশক্তিময়ন্তু তত্তদস্ত্যেব। সা চ শক্তিঃ স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিন্যেতেনাস্য জ্ঞানবলক্রিয়া চ তথা। ঈদৃশগুণবিরহাৎ ন কোঽপি তস্য সমঃ। অধিকস্তু নাস্ত্যেবেত্যাহ ন তস্য কশ্চিদিতি। তথাচ প্রাকৃতকরণবিরহেঽপি স্বরূপানুবন্ধিকরণসত্ত্বাদনুপপন্নং ন কিঞ্চিদপি। অন্যে ত্বাহুঃ। অপাণীত্যাদিনা পাণ্যাদেঃ প্রতিষেধো ন গ্রহণাদ্যভিধানাৎ। কিন্তু তত্তৎকরণৈস্তত্তদ্‌বৃত্তীনাং নিয়মঃ প্রতিষিধ্যতে। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি তৈরেব পঠিতত্বাৎ। অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তীতিস্মরণাচ্চ। দৃষ্টঞ্চেত্থং বন্যভোজনাবসরে। এতৎপক্ষে তস্য ন কিঞ্চিৎ কার্য্যং সাধ্যমস্তি পূর্ণত্বাৎ। অতঃ করণং বিধানঞ্চ ন। সমাধানমন্যৎ ॥ ৩১ ॥

স্বরূপানুবন্ধিনীত্যর্থঃ। কোঽপি রুদ্রাদিরপি। কিন্তু তত্তৎকরণৈরিতি চ চক্ষুষৈব রূপং গ্রাহ্যমিত্যাদিনিয়মো নিবার্য্যত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বত ইতি। তদ্‌ব্রহ্ম। তৈঃ শ্বেতাশ্বতরৈরেব। অঙ্গানীতি। যস্য শ্রীগোবিন্দস্য। দৃষ্টমিতি। যদুক্তং দশমে—

কিন্তু পরশক্তিময় অপ্রাকৃত শরীরাদিরও অসম্ভাব নাই। তাঁহার শক্তি সকল স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিনী। অতএব তাঁহার জ্ঞানাদিও তাদৃশই। এরূপ গুণ অন্য কাহারও নাই, সুতরাং তাঁহার সমান কেহই নাই; অধিকও নাই। প্রাকৃত করণ না থাকিলেও স্বরূপানুবন্ধী করণের সম্ভাবহেতু তাঁহাতে কিছুই অনুপপন্ন হইতেছে না। অপর কেহ কেহ বলেন, "অপাণিপাদঃ" প্রভৃতি শ্রুতিতে গ্রহণাদির অভিধান হেতু পাণি প্রভৃতির প্রতিষেধ করা হয় নাই; কিন্তু ঐ সকল করণ দ্বারা ঐ সকল বৃত্তির নিয়মই নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ ঐ সকল শ্রুতিতে তাঁহার সর্ব্বতই পাণিপাদাদির উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতিতেও ব্রহ্মের সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্টত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবানের বন্যভোজনাবসরে উহা দেখাও যায়। এই পক্ষে তাঁহার পূর্ণত্ববশত সাধনীয়

স্বষ্টৌ ব্রহ্মণঃ প্রবৃত্তিরুপযুক্তা ন বেতি বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষমাহ—

নপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বতো নেত্যনুবর্ত্ততে। নিষেধার্থকেন নশব্দেন সমাসাৎ নাত্র ন লোপঃ। প্রবৃত্তির্নোপযুজ্যতে। কুতঃ পূর্ণস্য প্রয়োজনাভাবাৎ। স্বার্থা পরার্থা চ প্রবৃত্তির্লোকে দৃষ্টা। তত্র নাদ্যা সম্ভবতি পূর্ণকামত্বশ্রুতিবিরোধাৎ। নাপ্যন্ত্যা

কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ। সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়া ইতি। তত্র অভ্যাননাঃ কৃষ্ণমুখাভিমুখা ইত্যর্থঃ॥ ৩১ ॥

স্বষ্টাবিত্যাদি। অত্রাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। প্রাপ্তসর্ব্বপুরুষার্থস্য হরের্জগৎকর্ত্তৃত্বং ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ সন্ তৎকর্ত্তা নিত্যতৃপ্ত্যা ফলাভিসন্ধের্বিরহাৎ প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ ফলবত্ত্বপ্রতীতেরিত্যেবংবিধেন তর্কেণ বিরুধ্যতে। হরেঃ কর্ত্তৃত্বাক্ষেপাৎ হরেস্তাদৃশস্য তৎকর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবেৎ জীবস্যৈবাদৃষ্টদ্বারকং তৎ সম্ভবতীতি প্রত্যুদাহরণং বা সঙ্গতিঃ।

কার্য্যেরই নিষেধ করা হইয়াছে। অতএব তাঁহার করণেরও নিষেধ করা হইয়াছে। আর সকলই একরূপ॥ ৩১ ॥

এক্ষণে স্বষ্টিবিষয়ে ব্রহ্মের প্রবৃত্তি উপযুক্ত কি না? এইরূপ সংশয়ে, পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করিতেছেন;—

ব্রহ্মের পূর্ণত্ব প্রযুক্ত তাঁহার প্রয়োজনের অভাব হেতু প্রবৃত্তি উপযুক্ত হইতেছে না। পূর্ব্ববর্ত্তী স্বত্র হইতে ন অনুবর্ত্তিত হইবে। নিষেধার্থক শব্দের সহিত সমাস হইয়াছে বলিয়া ন-এর লোপ হয় নাই। যিনি পূর্ণ, তাঁহার প্রয়োজন নাই বলিয়া প্রবৃত্তিও সঙ্গত হয় না। লোকে স্বার্থে বা পরার্থেই প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম পূর্ণকাম, অতএব তাঁহার স্বার্থে প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। তাঁহার স্বার্থে প্রবৃত্তি বলিলে, পূর্ণকামত্ব শ্রুতির বিরোধ ঘটে। শেষ পক্ষও সম্ভব

সমর্থো হি পরানুগ্রহায় প্রবর্ত্ততে ন তু জন্মমরণাদিবিবিধ-যাতনাসমর্পণায়। ঋতে প্রয়োজনাৎ প্রবৃত্তৌ ত্বপেক্ষ্যকারিতাপত্তিস্ততঃ সর্ব্বশ্রুতিব্যাকোপঃ তস্মান্নোপযুক্তা প্রবৃত্তিরিতি ॥ ৩২ ॥

এবং প্রাপ্তে সমাধত্তে।

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তুশব্দঃ। পরিপূর্ণস্যাপি বিচিত্রসৃষ্টৌ প্রবৃত্তির্লীলৈব কেবলা ন তু স্বফলানুসন্ধিপূর্ব্বিকা। অত্র দৃষ্টান্তো লোকেতি। ষষ্ঠ্যন্তাৎ বতিঃ। লোকস্য সুখোন্মত্তস্য যথা সুখোদ্রেকাৎ ফলনিরপেক্ষা নৃত্যাদিলীলা দৃশ্যতে তথেশ্বরস্য।

ন প্রয়োজনেতি। ঋতে প্রয়োজনাদিতি। প্রয়োজনং বিনা সৃষ্টৌ প্রবৃত্তে হরাবুন্মত্ততান্ধতাদিদোষাপত্তিস্ততো বিবেচকত্বসার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণবোধকশ্রুতিবৈয়র্থ্য-প্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

হয় না। যাঁহার সামর্থ্য থাকে, তিনি পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। এখানে যে সৃষ্ট্যাদিপ্রবৃত্তি তাহা জন্মমরণাদি বিবিধ যাতনা প্রদানের নিমিত্ত। নিগ্রহার্থ প্রবৃত্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। প্রয়োজন ব্যতিরেকে সৃষ্ট্যাদি প্রবৃত্তি স্বীকারে শ্রীহরির উন্মত্ততা ও অন্ধতা প্রভৃতি দোষের আপত্তি হইতেছে। এবং তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবোধক শ্রুতিবাক্য সকলের বৈয়র্থ্য প্রসঙ্গ হইতেছে। অতএব ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি প্রবৃত্তি অযুক্তই হউক ॥ ৩২ ॥

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

লৌকিকের ন্যায় ব্রহ্মের তাদৃশী প্রবৃত্তি কেবল লীলার্থই বলিতে হইবে।

শঙ্কার ছেদের নিমিত্ত তু-শব্দ। ব্রহ্ম পরিপূর্ণ হইলেও তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি কেবল লীলার্থ জানিতে হইবে। উহা তাঁহার ফলানুসন্ধানপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি নহে। সুখোন্মত্ত লোক সকল যেরূপ সুখোদ্রেক কালে ফলাদি-

তস্মাৎ স্বরূপানন্দস্বাভাবিক্যেব লীলা। দেবস্যৈব স্বভাবো-ঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি মণ্ডূকশ্রুতেঃ। সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু। কুরুতে কেবলানন্দাৎ যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্। পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ। মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমু তস্যাখিলাত্মন ইতি স্মরণাচ্চ। ন চাত্র দৃষ্টান্তেনাসার্ব্বজ্ঞ্যং প্রসক্তম্। বিনা ফলানুসন্ধি-মানন্দোদ্রেকেণ লীলায়ত ইত্যেতাবৎ স্বীকারাৎ। উচ্ছ্বাস-প্রশ্বাসদৃষ্টান্তেঽপি সুষুপ্ত্যাদৌ তদাপত্তেঃ। রাজদৃষ্টান্তস্তু তত্তৎক্রীড়াসম্ভূতস্য সুখস্য ফলত্বান্নোপাত্তঃ ॥ ৩৩ ॥

লোকবদিতি। দেবস্যৈবেত্যত্র কো হ্যেবান্যাদিত্যাদিবাক্যমনুসন্ধেয়ম্। সৃষ্ট্যাদিকমিতি নারায়ণসংহিতায়াম্। ন চেতি। দৃষ্টান্তো মত্তজননিদর্শনম্। উচ্ছ্বাসেতি কেবলাদ্বৈতিনঃ। রাজেতি বিশিষ্টাদ্বৈতিনঃ। রাজদৃষ্টান্তো রাজ্ঞঃ কন্দুকাদ্যারম্ভঃ ॥ ৩৩ ॥

নিরপেক্ষ হইয়াও নৃত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়েন, ঈশ্বরও তদ্রূপ লীলার্থই সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার ঐ লীলাও স্বরূপানন্দস্বাভাবিকী। মুণ্ডক শ্রুতিতেই বলিয়াছেন, ‘পরমেশ্বরের ঐ সকল লীলা স্বাভাবিকী। যিনি আপ্তকাম, তাঁহার আবার স্পৃহা কি?’ স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, ‘মনুষ্য যেরূপ কেবল আনন্দ প্রযুক্তই মত্ত হইয়া নৃত্য করেন, পরমেশ্বরও তদ্রূপই লীলা করিয়া থাকেন। তিনি পূর্ণানন্দ, তাঁহার আবার প্রয়োজন কি? মুক্ত ব্যক্তি সকলই যখন আপ্তকাম হয়েন, তখন অখিলাত্মা পরমেশ্বরের ত কথাই নাই।’ এই মত্তাদির দৃষ্টান্ত অনুসারে পরমেশ্বরের অসার্ব্বজ্ঞ্যাপত্তিও হইতেছে না। ফলানুসন্ধি ব্যতিরেকে কেবল আনন্দোদ্রেক হেতু ব্রহ্ম লীলা করেন, বলাতেই তাঁহার সার্ব্বজ্ঞ্যাদিও স্বীকৃতই হইয়াছে। কেবলাদ্বৈতীর উচ্ছ্বাস-প্রশ্বাস-দৃষ্টান্তেও সুষুপ্তি প্রভৃতিতে জ্ঞানাভাবের উপপত্তি হয়। তত্তৎক্রীড়াসম্ভূত সুখের ফলত্ব হেতু রাজদৃষ্টান্ত গৃহীত হয় নাই ॥ ৩৩ ॥

পুনরাশঙ্ক্য পরিহরতি। ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ববাদোঽসমঞ্জসঃ সমঞ্জসো বেতি বীক্ষায়াং সুখদুঃখভাজো দেবমনুষ্যাদীন্ সৃজতি ব্রহ্মণি বৈষম্যাদ্যাপত্তেরসমঞ্জসঃ। ততশ্চ নির্দ্দোষতাবাদিশ্রুত্যুপরোধাপত্তিরিতি প্রাপ্তে—

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥৩৪॥

ব্রহ্মণি কর্ত্তরি বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ দোষো ন। কুতঃ সাপেক্ষত্বাৎ স্রষ্টুঃ কর্ম্মাপেক্ষিত্বাৎ। প্রমাণমাহ তথাহীতি। এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য

পুনরাশঙ্ক্যেতি। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিদ্বয়ং বোধ্যম্। নিরবদ্যস্য হরের্জগৎকর্ত্তৃত্বং বদন্ সমন্বয়ঃ তর্কেণ যঃ সৃষ্টিকর্ত্তা স সাবদ্য ইত্যেবংবিধেন বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষেপস্বরূপম্। নিরবদ্যস্যেশ্বরস্য ন তৎকর্ত্তৃত্বং কিন্তু সাবদ্যস্য প্রধানস্যৈব তদিতি প্রত্যুদাহরণং স্বরূপং বাত্র বোধ্যম্।

বৈষম্যেতি। হরিঃ প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষী জগৎকর্ত্তা তন্নিরপেক্ষো বা। আদ্যেঽনীশত্বপ্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ে তু বৈষম্যাদ্যাপত্তিঃ। নৈর্ঘৃণ্যং নির্দ্দয়ত্বম্। ততশ্চ কর্ত্তরি হরৌ সাবদ্যত্বমিতি। এবং পূর্ব্বপক্ষং নিরস্যন্নাহ ন সাপেক্ষত্বাদিতি। প্রাণিকর্ম্মানপেক্ষায়াং খলু বৈষম্যাদিকং স্যাৎ ন তু তদপেক্ষায়ামিত্যর্থঃ। ন চ

পুনর্ব্বার আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন। ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ববাদ সমঞ্জস কি অসমঞ্জস? এইরূপ সংশয়ে, ব্রহ্ম সুখদুঃখভাগী মনুষ্যাদির সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাতে বৈষম্যাদির আপত্তি বশত উহা অযুক্তই হইতেছে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, নির্দ্দোষতাবাদিনী শ্রুতির বাধাপত্তি ঘটে। অতএব তাহারই পরিহারার্থ উত্তরপক্ষ প্রদর্শন করিতেছেন;—

সাপেক্ষত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মে বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য কোন দোষই হইতেছে না। এবিষয়ে শ্রুতি প্রভৃতিই প্রমাণ।

সৃষ্টিকর্ত্তার কর্ম্মাপেক্ষিত্ব প্রযুক্ত তাঁহাতে বৈষম্যাদি দোষ ঘটিতেছে না। শ্রুতিতে বলিয়াছেন, 'যিনি সৎকর্ম্ম করেন, পরমেশ্বর তাঁহাকে সদ্গতি এবং

উন্নিনীষতে এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ। ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিভাবপ্রাপ্তি-মীশ্বরনিমিত্তাং দর্শয়ন্তী মধ্যে কর্ম্ম পরামৃশতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

ননু কর্ম্মণো বৈষম্যাদিপরিহারো ন স্যাৎ। কুতঃ কর্ম্মা-বিভাগাৎ। সদেব সৌম্যেদমিত্যাদিষু প্রাক্ সৃষ্টের্ব্রহ্মাবিভ-ক্তস্য কর্ম্মণোঽপ্রতীতেরিতি চেন্ন। কুতঃ কর্ম্মণঃ ক্ষেত্র-জ্ঞানাঞ্চ ব্রহ্মবদনাদিত্বস্বীকারাৎ। পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মানুসারে-ণোত্তরোত্তরকর্ম্মণি প্রবর্ত্তনাৎ ন কিঞ্চিদ্দূষণম্। স্মৃতিশ্চ—

তৎকর্ম্মাপেক্ষায়ামনীশত্বম্। ভৃত্যাদিসেবানুসারেণ ফলং প্রযচ্ছতো রাজ্ঞো-ঽরাজত্বাদর্শনাৎ। ঈশস্তু পর্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ। ন হি তত্তদ্বীজেষু সৎস্বপি মেঘ-মন্তরাঙ্কুরাদ্যুৎপত্তিরস্তি। এষ এবেতি। এষ ঈশ্বরঃ যং জনমুন্নিনীষতে উর্দ্ধলোকং নেতুমিচ্ছতি তং সাধু কর্ম্ম কারয়তি প্রাগ্‌ভবীয়কর্ম্মানুসারী সন্নিতি ভাবঃ ॥৩৪॥

আশঙ্ক্য পরিহরতি ন কর্ম্মেতি। পূর্ব্বপূর্ব্বেতি। পূর্ব্বসৃষ্টিসম্পাদিতস্য ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রপঞ্চস্যাত্যন্তনাশাভাবাৎ তদনুসারেণ এব উত্তরসৃষ্টিকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ ন

যিনি অসৎ কর্ম্ম করেন, তাঁহাকে অসদ্‌গতি প্রদান করেন।' জীবের সুখ ও দুঃখ তাঁহাদিগের কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মে কোনই দোষাপত্তি হইতে পারে না। জীবের দুঃখও যেরূপ ঈশ্বরনিমিত্তক, তাঁহাদিগের দেবভাব প্রাপ্তিও তদ্রূপ। প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে ভোগবশত সকলই সমঞ্জস হই-তেছে ॥ ৩৪ ॥

প্রলয়ে কর্ম্মের বিভাগ নাই, এরূপ নহে। সৃষ্টিপ্রপঞ্চ অনাদি। অতএব কর্ম্মদ্বারা বৈষম্যাদির পরিহার হয় না; এরূপও বলা যায় না। "সদেব সৌ-ম্যেদম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মকর্ত্তৃক কর্ম্মবিভাগের সম্ভাবনা আপাতত প্রতীত হয়, কিন্তু কর্ম্মের ও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের অনাদিত্ব স্বীকারেই উহার পরিহার হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের অনুসারে উত্তরোত্তর কর্ম্মে

পুণ্যপাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূর্ব্বকর্ম্মণা। অনাদিত্বাৎ কর্ম্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথঞ্চনেতি। কর্ম্মণোঽনাদিত্বেনানবস্থা তু ন দোষঃ প্রামাণিকত্বাৎ। ন চ কর্ম্মসাপেক্ষত্বেনেশ্বরস্যাস্বাতন্ত্র্যম্। দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চেত্যাদিনা কর্ম্মাদিসত্তায়াস্তদধীনত্বস্মরণাৎ। ন চ ঘট্টকুড্যাং প্রভাতমিতি বাচ্যম্ অনাদিজীবস্বভাবানুসারেণ হি কর্ম্ম কারয়তি স্বভাবমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থোঽপি কস্যাপি ন করোতীত্যবিষমো ভণ্যতে ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চিদবদ্যম্। স্মৃতিশ্চেতি ভবিষ্যপুরাণবচনং বোধ্যম্। প্রামাণিকত্বাদিতি। বীজাঙ্কুরবদিতি বোধ্যম্। ন চ ঘট্টেতি। যথা ঘট্টপণমদাতুকামা বণিজো ঘট্টপালমবিজ্ঞাপ্যোজ্ঝদ্বর্ত্মনা গচ্ছন্তি। তে যথা তমিস্রায়াং নিশি ভ্রান্ত্বা প্রভাতে ঘট্টকুড্যাং পতন্তো ঘট্টপালেন বদ্ধাস্তাড্যন্তে তথা কর্ম্মণা ব্রহ্মণি বৈষম্যং পরিহর্ত্তুকামা যূয়ং কর্ম্মসত্তাং পুনর্ব্রহ্মায়ত্তাং মন্বানাস্তদ্বৈষম্যাভ্যুপগমে পতিতা গৃহ্যধ্বেঽস্মাভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রবর্ত্তন হেতু সকল দোষেরই বারণ হইতেছে। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—'ভগবান বিষ্ণু জীবের পুণ্যপাপানুসারেই তাঁহাদিগকে ফলদান করিয়া থাকেন। কর্ম্মের অনাদিত্ব প্রযুক্ত সর্ব্ববিধ বিরোধেরই ভঞ্জন হইতেছে।' কর্ম্মের অনাদিত্ব স্বীকারে অনবস্থা দোষও হইতেছে না। কারণ, উহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় প্রামাণিক তর্ক। এইরূপে কর্ম্মসাপেক্ষত্ব হইলেও ঈশ্বরে স্বাতন্ত্র্যহানি হইতেছে না। কারণ, "দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ" ইত্যাদি স্মৃতিতে কর্ম্মাদির সত্তাকে ঈশ্বরাধীনই বলা হইয়াছে। কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মের বৈষম্যপরিহারার্থ কর্ম্মসত্তা স্বীকার করিবার পর ঐ কর্ম্মকে আবার ব্রহ্মাধীন বলাতে কর্ম্মসাপেক্ষত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মের অস্বাতন্ত্র্যও ঘটিতেছে না। ঘট্টকুড্যাতেই প্রভাত হইল; অর্থাৎ যে দোষ সেই দোষই রহিল, এরূপও বলা যায় না; যেহেতু অনাদি জীবের স্বভাবানুসারেই পরমেশ্বর তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। তিনি স্বভাবের অন্যথাকরণে সমর্থ হইয়াও তাহা করেন না। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মকে অবিষমই বলা হইতেছে ॥৩৫॥

বৈষম্যাদিকং ব্রহ্মণি পরিহৃতম্। ভক্তপক্ষপাতরূপং তদিদানীং তস্মিন্নঙ্গীকরোতি। ভক্তসংরক্ষণং তদ্বাসনানিবারণঞ্চ পরস্মিন্ বৈষম্যং ন বেতি বিষয়ে তদ্রক্ষণাদেরপি কর্ম্মসাপেক্ষত্বাৎ ন স্যাদিতি প্রাপ্তে—

উপপদ্যতে চাভ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥

ভক্তবৎসলস্যাস্য প্রভোস্তৎপক্ষপাতো বৈষম্যমেব তদুপপদ্যতে সিধ্যতি। তদ্রক্ষণাদেঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতভক্তিসাপেক্ষত্বাৎ। ন চ নির্দ্দোষতাবাদিবাক্যব্যাকোপঃ। তদ্রূপস্য বৈষম্যস্য গুণত্বেন স্তূয়মানত্বাৎ। গুণবৃন্দমণ্ডনমিদমিত্যপিশ্রুতিরাহ। যদ্বিনা সর্ব্বে গুণা জনেভ্যোঽরোচমানাঃ

জগৎকর্ত্তুর্হরেরবৈষম্যমাপাদ্য যমেবেত্যাদিশ্রুতিমাশ্রিত্য তস্য ভক্তসম্বন্ধেন বৈষম্যং বক্তুমুপক্রমতে বৈষম্যাদিকমিত্যাদিনা। আক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। স্বভক্তবৎসলস্য হরের্জগৎকর্ত্তৃত্বং বদন্ সমন্বয়স্তর্কেণ হরিঃ সাবদ্যো বিষমকর্ত্তৃত্বাদিত্যনেন বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ। তদ্বাসনা তদবিদ্যা।

উপপদ্যতে ইতি। তদ্রূপস্য ভক্তপক্ষপাতরূপস্য। ইদং ভক্তপক্ষপাতরূপং বৈষম্যম্। যদ্বিনা ভক্তপক্ষপাতাত্মকং বৈষম্যম্ ঋতে। প্রবর্ত্তকা হরিসাম্মুখ্য-

এইরূপে ব্রহ্মে বৈষম্যাদির পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার ভক্তপক্ষপাত অঙ্গীকার করিতেছেন। এক্ষণে ভক্তসংরক্ষণ ও তদ্বাসনা নিবারণ রূপ বৈষম্য ব্রহ্মে ঘটে কি না? এইপ্রকার সংশয়ে, ভক্তরক্ষণাদিরও কর্ম্মসাপেক্ষত্ব প্রযুক্ত উক্ত বৈষম্য ঘটে না, এই রূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, তদুত্তরে বলিতেছেন;—

পরমেশ্বর ভক্তবৎসল। তাঁহার ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য উপপন্নই হইতেছে। কারণ, ভগবানের ভক্তরক্ষণাদি কর্ম্ম তদীয়স্বরূপশক্তি-বৃত্তিভূত-ভক্তিসাপেক্ষ। ইহাতে নির্দ্দোষাদিসূচক বেদবাক্যের বিরোধও হইতেছে না। যেহেতু ভগবানের ঐরূপ বৈষম্য গুণগণের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও উক্ত বৈষম্যকে তাঁহার গুণবৃন্দের মণ্ডন বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া-

প্রবর্ত্তকা ন স্যুঃ। উপলভ্যতে চৈতৎ শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্। অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ

হেতবঃ। যমিতি। যং জনম্। এষ হরিস্তদ্ভক্তিপরিতুষ্টো বৃণুতে স্বীয়ত্বেন স্বীকরোতি তেন জনেন লভ্যঃ প্রাপ্যো ভবতি। তস্য জনস্য সম্বন্ধে এষ হরিঃ স্বাং স্বীয়াং তনুং শ্রীবিগ্রহং বিবৃণুতে বিবৃত্য দর্শয়তীত্যর্থঃ। বিশেষস্ত পরেণ চ-শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধ ইত্যত্র দ্রষ্টব্যঃ। আদিশব্দাৎ ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি শ্রুতির্গ্রাহ্যা। প্রিয়ো হীতি সার্দ্ধত্রিকং শ্রীগীতাসু। অপি চেদিতি যদ্যপীত্যর্থঃ। সুদুরাচারো বিনিন্দাচরণঃ শাস্ত্রীয়কর্ম্মশূন্যো বা। অনন্যভাক্ সন্ মাং ভজতে দেবতান্তরং বিহায় মামেব স্বারাধ্যবুদ্ধ্যা সেবত ইত্যর্থঃ। স ত্বয়া সাধুরেব অর্জ্জুন মন্তব্যঃ ন তু দুরাচারাংশং বীক্ষ্য তস্যাসাধুত্বঞ্চাশঙ্ক্যমিত্যর্থঃ। মন্নিষ্ঠাপ্রভাবেন দুরা-

ছেন। তাঁহার ঐ গুণ না থাকিলে, অপর কোন গুণই রুচিকর হইত না, সুতরাং উহাদের কোনটিই ভক্তির প্রবর্ত্তক হইতে পারিত না। তাঁহার ভক্ত-পক্ষপাত শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'শ্রীহরি যাহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বীয় জন বলিয়া স্বীকার করেন, সে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। তিনি তাহাকে নিজ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইয়া থাকেন।' স্মৃতিতেও উক্ত আছে,—'আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়; জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী। আমার শত্রুও নাই, মিত্রও নাই। যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে এবং আমি সেই সকল ভক্তে অবস্থান করি। জীব অনাচার হইয়াও যদি আমাকে অনন্যভক্তিসহকারে ভজনা করে, সে সাধুমধ্যেই গণ্য। যেহেতু মন্নিষ্ঠাপ্রভাবে তাহারা দুরাচারের

সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতী-ত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চ ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

অবিচিন্ত্যস্বরূপে সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বেষাং বিরুদ্ধানামবিরুদ্ধা-নাঞ্চ ধর্ম্মাণামুপপত্তেঃ সিদ্ধেশ্চ ভক্তপক্ষপাতোঽপি গুণঃ সুজ্ঞৈরাস্থেয় এব। যথা জ্ঞানাত্মকো জ্ঞানবান্ শ্যামশ্চৈব-মবিষমো ভক্তপ্রেয়ানিত্যাদয়ো মিথো বিরুদ্ধাঃ ক্ষান্ত্যার্জ-বাদয়োঽবিরুদ্ধাশ্চ পরস্মিন্নেব সন্তি। স্মৃতিশ্চ—ঐশ্বর্য্য-যোগাৎ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ

চারাস্পর্শাদিত্যেবকারাশয়ঃ। হি যস্মাদসৌ সম্যগ্‌ব্যবসিতঃ মদেকান্তিত্বরূপ-পরমনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। দুরাচারোঽপি তস্য ঝটিত্যেব নশ্যেদিত্যাহ ক্ষিপ্রমিতি। ধর্ম্মাত্মা সদাচারনিষ্ঠচিত্তঃ। শান্তিং দুরাচারনিবৃত্তিম্। অনুল্লাসং বীক্ষ্যাহ কৌন্তেয়েতি। হে মদেকভক্ত কুন্তীতনয় মে ভক্তো ন প্রণশ্যতি পরমার্থাদ্-ভ্রষ্টো ন ভবতি ত্বং প্রতিজানীহি বিবাদিসদসি সাটোপং প্রতিজ্ঞাং কুর্ব্ব-ন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

স্পৃষ্টই হইতে পারে না। আমাতে একান্ত নিষ্ঠাই তাহাদিগের দুরাচারকেও সত্বর বিনাশ করে। তাহারা অচিরেই ধর্ম্মাত্মা হইয়া শান্তি লাভ করিয়া থাকে। কৌন্তেয়! আমার ভক্তের নাশ নাই; অর্থাৎ পরমার্থ হইতে বিচ্যুতি নাই, স্থির জানিবে' ॥ ৩৬ ॥

বিশেষত অচিন্ত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ সকল ধর্ম্মই উপপন্ন হয়। উহা যদি সিদ্ধ হইল, তবে ভগবানের ভক্তপক্ষপাতরূপ গুণ জ্ঞানিগণের আস্থেয়ই হইতেছে। তিনি যেরূপ জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানবান ও শ্যামসুন্দর-বিগ্রহ হয়েন, তদ্রূপ অবিষম হইয়াও ভক্তপক্ষপাতী। তাঁহাতে উক্ত পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় ক্ষমা ও সারল্যাদি অবিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকলেরও সমাবেশ অবশ্য

পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন। গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্তত ইতি। তথা চাবিষমোঽপি হরির্ভক্তসুহৃদিতি সিদ্ধম্॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ॥ ২॥ ১॥

অবিষমে কথং বৈষম্যমিতি চেৎ তত্রাহ সর্ব্বেতি। স্মৃতিশ্চেতি সার্দ্ধকং কৌর্ম্মবচনম্। ঐশ্বর্য্যমবিচিন্ত্যশক্তিঃ। এতে অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচন ইতি প্রাগুক্তাঃ॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে দ্বিতীয়াধ্যায়ভাষ্যস্য প্রথমপাদো ব্যাখ্যাতঃ॥ ২॥ ১॥

স্বীকার্য্য। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, 'ঐশ্বর্য্যযোগ হেতু ভগবান বিরুদ্ধধর্ম্মসমন্বিত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাতে কখনই দোষারোপ কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ সকলেরও যথাযথ সমাধান করিতে হইবে।' এইরূপে ভগবানের বৈষম্যরাহিত্যেও ভক্তসৌহৃদ্য সিদ্ধ হইল॥ ৩৭॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ।
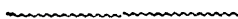
দ্বিতীয়পাদঃ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং নৌমি যঃ সাংখ্যাদ্যুক্তিকণ্টকান্।
ছিত্ত্বা যুক্ত্যসিনা বিশ্বং কৃষ্ণক্রীড়াস্থলং ব্যধাৎ॥ ০॥

স্বপক্ষে পরৈরুদ্ভাবিতা দোষা নিরস্তাঃ প্রথমে পাদে। দ্বিতীয়ে তু পরপক্ষা দূষ্যন্তে। ইতরথা বৈদিকং বর্ত্ম বিহায়

ইদানীং পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানসিদ্ধয়ে শাস্ত্রদেশিকস্তুতিরূপং মঙ্গলমাচরন্ পাদার্থং সূচয়তি কৃষ্ণেতি। কপিলবুদ্ধজৈনা জগদনীশ্বরমাহুঃ। প্রধানেন জগদ্ভবতীতি কপিলঃ পরমাণুভিরিতি বুদ্ধো জৈনশ্চ জ্ঞানমেব শূন্যং জগদিতি বুদ্ধৈকদেশিনঃ জগৎকর্ত্তা কোঽপি নাস্তীত্যেষাং সর্ব্বেষাং রাদ্ধান্তঃ। যে চ কণাদপতঞ্জলিপ্রভৃতয় ঈশ্বরবাদিন ইব দৃশ্যন্তে তেঽপি বস্তুতোঽনীশ্বরা এব বেদোক্তেশ্বরাস্বীকারাৎ। ইত্থঞ্চ কপিলাদিবাগ্জালকণ্টকাপূরিতে জগতি তস্য সুকোমলাঙ্ঘ্রেরীশ্বরস্য সঞ্চারং দুঃশকং বিলোক্য তদ্বিমুখং তদ্বিজ্ঞায়েত্যর্থঃ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ সদ্যুক্তিরূপেণ খড়্গেন কপিলাদিবাক্কণ্টকান্ চিচ্ছেদ। তদেবং নিষ্কণ্টকে ভক্তিবন্যয়া স্নিগ্ধে তত্র শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ সুখং বিক্রীড়তি সাংখ্যাদিমতানি বিনির্ধূয় তদ্ভক্তিং প্রচারয়ামাসেত্যর্থঃ॥ ০॥

পূর্ব্বোত্তরয়োঃ পাদয়োরর্থসঙ্গতিং দর্শয়তি স্বপক্ষ ইত্যাদিনা। এতাবতা গ্রন্থেন মুমুক্ষূণাং সম্যক্ জ্ঞানায় বেদান্তানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ং প্রতিপাদ্য তত্র পরৈরুদ্ভাবিতান্ দোষান্ নিরস্য স্বপক্ষো দৃঢ়ীকৃতঃ। ইদানীং তেষাং বেদান্ত-

---

যিনি সাংখ্যাদির উক্তিরূপ কণ্টককে যুক্তিরূপ অসি দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক বিশ্বসংসারকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থল করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে প্রণাম করি॥ ০॥

নিজপক্ষে পরকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত দোষ সকল প্রথম পাদে নিরাস করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে পরপক্ষে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। তাহা না

তেষু জনানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাদনর্থং চ তে সমীয়ুঃ। তত্র তাবৎ সাংখ্যানাং মতং নিরস্যতে। সাংখ্যাচার্য্যঃ কপিলস্তত্ত্বানি সংজগ্রাহ। সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণ ইতি। সাম্যেনাবস্থিতানি সত্ত্বাদীনি প্রকৃতিঃ। তানি চ সুখদুঃখমোহাত্মকানি

সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহপ্রবৃত্তয়ে পরপক্ষাক্ষেপকঃ পঞ্চচত্বারিংশৎসূত্রকোঽষ্টাধিকরণকো দ্বিতীয়ঃ পাদোঽয়মারভ্যত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বত্র বেদান্তবাক্যানাং প্রধানাদিপরত্বভ্রমো নিবর্ত্তিতঃ। ইহ তু শ্রুতিনিরপেক্ষাণাং প্রধানাদিসাধিকানাং স্মৃতীনাং যুক্ত্যাভাসপরতয়া প্রত্যাখ্যানমিতি ন পুনরুক্তিঃ। সমন্বয়বিরোধনিরাসকেন স্বপক্ষস্থাপকেন প্রথমপাদেনাস্য দ্বিতীয়পাদস্যোপজীব্যোপজীবকভাবঃ সঙ্গতিঃ। স্বপক্ষস্থাপনেন বিনা পরপক্ষনিরাসাযোগাৎ সর্ব্বৈরধিকরণৈঃ পরপক্ষাক্ষেপাৎ পাদসঙ্গতিঃ পূর্ব্বোত্তরাধিকরণয়োরাক্ষেপলক্ষণাবান্তরসঙ্গতিশ্চ। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চেত্যত্র জগদুপাদানত্বেঽপি তদ্দোষাস্পৃষ্টত্বং জগৎকর্ত্তৃত্বেঽপি খেদাদিশূন্যত্বমিত্যাদয়ো গুণা ব্রহ্মণীব প্রধানেঽপ্যুপপদ্যেরন্নিত্যাক্ষেপস্যাত্রানিরাসাৎ। ফলং ত্বাপাদপূর্ত্তেঃ পরমতযুক্তিবিরোধাবিরোধাভ্যাং সমন্বয়াসিদ্ধিতৎসিদ্ধী বিবেচ্যে। তত্রেতি। তাবদাদাবিহ প্রধানমচেতনং বিশ্বকারণমিতি কপিলসিদ্ধান্তো বিষয়ঃ। সন্দিহ্যমানস্যৈবাধিকরণবিষয়ত্বাৎ। সোঽত্র প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সন্দিহ্যতে। তং প্রমাণমূলং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি সাংখ্যা-

করিলে, অজ্ঞ লোক সকল বৈদিক পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ সকল অসৎ পথেই প্রবৃত্ত হইবে। এবং তাহাতে তাহাদিগের অনর্থ ঘটিবে। তন্মধ্যে প্রথমত সাঙ্খ্য মতেরই নিরাস করা হইবে। সাঙ্খ্যাচার্য্য কপিল তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সত্ত্ব রজ ও তম, এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, তাহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং স্থূল ভূত সকল। আর

ক্রমাদ্বোধ্যানি। তৎকার্য্যে জগতি সুখাদিরূপত্বদর্শনাৎ। তথাহি তরুণী রত্যা পত্যুঃ সুখদেতি সাত্ত্বিকী ভবতি মানেন দুঃখদেতি রাজসী বিরহেণ মোহদেতি তামসী চেত্যেবং সর্ব্বে ভাবা দ্রষ্টব্যাঃ। উভয়মিন্দ্রিয়মিতি। দশ বাহ্যেন্দ্রিয়াণ্যেকমন্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেকাদশেত্যর্থঃ। নিত্যা বিভ্বী চ প্রকৃতিঃ। মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্। ন পরিচ্ছিন্নং সর্ব্বোপাদানম্। সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বমিতি সূত্রেভ্যঃ। মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাণি সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ অহমাদেঃ প্রকৃতয়ঃ প্রধানাদেস্তু বিকৃতয় ইতি। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানি চেতি ষোড়শ বিকৃতয় এব। পুরুষস্তু নিষ্পরিণাম-

---

চার্য্য ইত্যাদিনা। তানি চেতি। তানি সত্ত্বরজস্তমাংসি লাঘবপ্রকাশচলনোপষ্টম্ভনগৌরবাবরণধর্ম্মাণি চ ক্রমাদ্বোধ্যানীতি চশব্দাৎ। মূলে ইতি। মূলং প্রধানমমূলমকারণং ভবতি। ন হি মূলস্য মূলং দৃষ্টমস্তীতি। তেন প্রধানস্য নিত্যত্ব-

পুরুষ। সর্ব্বশুদ্ধ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সাম্যে অবস্থিত সত্ত্বাদিগুণত্রয়ই প্রকৃতি। ঐ তিনটি গুণ যথাক্রমে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। কারণ, প্রকৃতি-কার্য্যভূত জগতে সুখাদিরূপত্বই দর্শন করা যায়। তরুণী রতি দ্বারা পতির সুখদা হয়েন। এই স্থলে সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ। তিনি আবার দুঃখদায়িনী হইয়া রাজসী ও মোহদায়িনী হইয়া তামসী হয়েন। উভয় ইন্দ্রিয় বলিতে দশটি বাহ্য ইন্দ্রিয় এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয় মন, এই সর্ব্বসমেত একাদশটি ইন্দ্রিয়। প্রকৃতি নিত্যা ও বিভুত্বশালিনী। মূলে মূলাভাব প্রযুক্ত মূল প্রধান অমূল অর্থাৎ কারণান্তররহিত। ঐ প্রধান অপরিচ্ছিন্ন ও সকলের উপাদান; "সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্" এই সূত্র হইতেই উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি। প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারাদির প্রকৃতি, এবং অহঙ্কারাদি, প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বের বিকৃতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত, এই ষোড়শটি বিকার। পুরুষ পরিণামশূন্য

ত্বান্ন কস্যাপি প্রকৃতির্ন চ বিকৃতিরিতি। এবমেবেশ্বরকৃষ্ণশ্চাহ। মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়ষকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি। সা খলু প্রকৃতির্নিত্যবিকারা স্বয়মচেতনাপ্যনেকচেতনভোগাপবর্গহেতুরত্যন্তাতীন্দ্রিয়াপি তৎকার্য্যেণানুমীয়তে। একৈব বিষমগুণা সতী পরিণামশক্ত্যা মহদাদিবিচিত্ররচনং জগৎ প্রসূতে ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি। পুরুষস্তু নিষ্ক্রিয়ো নির্গুণো বিভুচিৎ প্রতিকায়ং ভিন্নঃ সঙ্ঘাতপরার্থাদনুমেয়শ্চ সঃ। বিকারক্রিয়য়োর্বিরহাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বিরহঃ। এবং স্থিতে প্রকৃতিপুরুষয়োস্তত্ত্বে সন্নিধিমাত্রাৎ

মুক্তম্। ন পরিচ্ছিন্নমিত্যাদিদ্বয়েন তু বিভুত্বঞ্চ। মূলপ্রকৃতিরিত্যেতদ্ব্যাখ্যাতপ্রায়মেব। সেতি নিত্যবিকারা প্রতিসর্গেঽপি সজাতীয়পরিণামস্য সত্ত্বাৎ তৎকার্য্যেণানুমীয়ত ইতি। যথাহ কপিলঃ। স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈরহঙ্কারস্য তেনান্তঃকরণস্য ততঃ প্রকৃতেরিতি। সঙ্ঘাতেতি। যদাহ সঃ। সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্যেতি। যথা সংহতং শয্যাদি পরার্থং দৃষ্টমেবং সংহতং

বলিয়া কাহারও প্রকৃতি বা বিকৃতিও নহেন। ঈশ্বরকৃষ্ণও এইরূপই বলিয়াছেন,—‘মূলপ্রকৃতি বিকৃতি-রহিত। মহত্তত্ত্বাদি সাতটি প্রকৃতির বিকার। পুরুষ প্রকৃতিও নহেন বা বিকৃতিও নহেন।’ ঐ প্রকৃতি নিত্যবিকারশালিনী এবং স্বয়ং অচেতন হইয়াও অনেক চেতন জীবের ভোগের ও অপবর্গের হেতু এবং অতীন্দ্রিয় হইয়াও জড়কার্য্য দ্বারা অনুমিত হয়েন। প্রকৃতি স্বয়ং এক হইয়াও বিষমগুণা বলিয়া পরিণামশক্তি দ্বারা মহদাদি বিচিত্ররচনাময় জগৎ উৎপাদন করেন। এইরূপেই প্রকৃতির জগন্নিমিত্তোপাদানরূপত্ব স্থির হয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও বিভু। তিনি চিৎস্বরূপ এবং প্রতিদেহে ভিন্ন ও সঙ্ঘাতপরার্থ প্রকৃতি হইতে অনুমেয়। বিকার ও ক্রিয়ার অভাব বশত কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব-শূন্য। ইহাই প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব। উভয়ের সন্নিধান মাত্রে

তয়োর্মিথো ধর্ম্মবিনিময়ঃ প্রকৃতৌ চৈতন্যং পুরুষে তু কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বয়োরধ্যাসো ভবতি। ইত্থমবিবেকাৎ ভোগো বিবে-কাৎ তু অপবর্গঃ। প্রকৃত্যৌদাসীন্যবপুরিত্যেবমাদীনর্থান্ সোপপত্তিকৈঃ সূত্রৈর্নিববন্ধ। অস্যাং প্রক্রিয়ায়াং প্রত্যক্ষানু-মানাগমান্ প্রমাণানি মেনে। ত্রিবিধং প্রমাণং তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিরিতি। তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদ্ধেষ্বর্থেষু নাতীব বিসংবাদঃ। যত্তু পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিত-শ্চেত্যাদিসূত্রৈঃ প্রধানং জগৎকারণমনুমিতং তন্নিরস্যং ভবতি

প্রধানং পরার্থং ভবেৎ। পরস্তু পুরুষ এবাসংহত ইতি সূত্রার্থঃ। প্রকৃ-ত্যৌদাসীন্যবপুরিতি। প্রকৃতৌ যৎ পুরুষস্যৌদাসীন্যং স তস্য মোক্ষঃ ইত্যর্থঃ। ত্রিবিধমিতি। প্রত্যক্ষানুমানশব্দরূপং ত্রিবিধমেব প্রমাণং নাধিকং তত্রৈব সর্ব্বেষামুপমানাদীনামন্তর্ভাবাদিত্যর্থঃ। এতচ্চাকরেষু দৃশ্যম্। যত্ত্বিতি। পরি-মাণাদিত্যস্যার্থঃ। মহদাদীনাং পারিমাত্যাৎ তৎকারণমপরিমিতং বোধ্যম্। তচ্চ প্রধানমেবেতি। সমন্বয়াদিত্যস্যার্থঃ। সুখদুঃখমোহানাং প্রধানধর্ম্মাণাং তৎকার্য্যেষু মহদাদিষ্বন্বিতত্বাৎ প্রধানমেব তৎকারণমিতি। তদেবাহ শক্তিতশ্চেতি। অস্যার্থঃ। কারণশক্ত্যা কার্য্যং প্রবর্ত্ততে। মহদাদয়ঃ প্রকৃত্যনু-

পরস্পরের ধর্ম্মের বিনিময় হয়। প্রকৃতিতে চৈতন্যের ও পুরুষে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। এই প্রকার বিবেকের অভাবেই ভোগ এবং বিবেকেই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ। প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্যই পুরুষের ধর্ম্ম। ইত্যাদি বিষয় সকল সোপপত্তিক সূত্র সমূহ দ্বারা নির্ণয় করা হইয়াছে। সাঙ্খ্য মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, এই তিনটি প্রমাণ। উহাদের সিদ্ধিতেই সর্ব্বসিদ্ধি। উপমানাদি উহাদেরই অন্তর্গত; উহারা অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও আগমসিদ্ধ অর্থসমূহে অধিক বিসংবাদ দেখা যায় না। "পরি-মাণাৎ, সমন্বয়াৎ, শক্তিতঃ" প্রভৃতি সূত্র সমূহ দ্বারা যে প্রধানের জগৎ-কারণত্ব অনুমান করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই নিরাসের প্রয়োজন হইতেছে।

তেনৈব সর্ব্বতন্মতনিরাসাৎ। তত্র প্রধানং জগন্নিমিত্তোপাদানং ভবেৎ ন বেতি সংশয়ে প্রধানমেব তথা জগতঃ সাত্ত্বিকাদিরূপত্বাৎ প্রধানস্যৈব সত্ত্বাদিরূপস্য তদুপাদানত্বেনানুমানাৎ। ঘটাদিকার্য্যস্যোপাদানং খলু তৎসজাতীয়ং মৃদাদ্যেব দৃষ্টম্। ফলতি বৃক্ষশ্চলতি জলমিতিবৎ জড়স্যাপি তস্য কর্ত্তৃত্বঞ্চ। তস্মাৎ প্রধানমেব জগদুপাদানং জগৎকর্ত্তৃ চেত্যেবং প্রাপ্তে—

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥ ১ ॥

অনুমীয়তে জগদ্ধেতুতয়েত্যনুমানং জড়ং প্রধানম্। তন্ন জগদুপাদানং ন চ তন্নিমিত্তম্। কুতঃ রচনেতি। বিচিত্রজগদ্রচনায়াশ্চেতনানধিষ্ঠিতেন জড়েন তেনাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ।

পূরেণ কার্য্যং জনয়ন্তি। অন্যথা ক্ষীণাঃ সন্তঃ কার্য্যং ন জনয়েয়ুঃ। ততশ্চ যচ্ছক্ত্যা তে প্রবর্ত্তন্তে তৎ তেষাং কারণম্। তচ্চ প্রধানমেবেতি। তত্রেতি। তথা জগন্নিমিত্তোপাদানং ফলং ভবতীতি। ফলনে বৃক্ষস্য কর্ত্তৃত্বং চলনে তু জলস্যেত্যর্থঃ। তস্মাৎ তদুভয়ত্বং প্রধানস্যৈবেতি। প্রধানস্যৈবেতি প্রাপ্তে—

কারণ, উক্ত মতের নিরাস করিলেই সাঙ্খ্যের সকল মতেরই নিরাস করা হইবে। তদ্বিষয়ে সংশয় এই যে, প্রধান, জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কি না? পূর্ব্বপক্ষে প্রধানের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব উভয়ই স্বীকৃত হয়। পূর্ব্বপক্ষী বলেন, সত্ত্বাদিরূপ প্রধানকে জগতের উপাদান রূপেই অনুমান করা যায়। উপাদান কার্য্যের সজাতীয়ই হইয়া থাকে। মৃত্তিকাদি উপাদান ঘটাদি কার্য্যের সজাতীয়। জড় বৃক্ষের ফলোৎপাদন ও তাদৃশ জলের চলন দৃষ্টে অচেতন প্রধানেরও জগৎকর্ত্তৃত্ব স্থির করিতে পারা যায়। অতএব প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনার্থ প্রথম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন;—

এই জগতের রচনা অতি বিচিত্র। প্রধান অচেতন। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে ঐ প্রধানকে পরিদৃশ্যমান জগতের উপাদান বলিয়া অনুমান করা

ন খলু চেতনানধিষ্ঠিতৈরিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদিরচনা সিদ্ধা লোকে। চ-শব্দেনান্বয়ানুপপত্তিঃ সমুচ্চিতা। ন হি বাহ্যা ঘটাদয়ঃ সুখাদিরূপতয়ান্বিতাঃ। সুখাদীনামান্তরত্বাৎ ঘটাদীনাং সুখাদিহেতুত্বাৎ তদ্রূপত্বাপ্রতীতেশ্চ ॥ ১ ॥

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

জড়স্য চেতনাধিষ্ঠিতত্বে সতীতি শেষঃ। যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি সতি জড়ং প্রবর্ত্ততে তস্যৈব সা প্রবৃত্তিরিতি নিশ্চিতং রথসূতাদৌ। ইত্থঞ্চ ফলতীত্যাদিকং প্রত্যুক্তম্। তত্রাপি চেতনাধিষ্ঠিতত্বাৎ তচ্চান্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ। এতৎপরত্র স্ফুটীভাবি। চোঽবধারণে। অহং করোমীতি চেতনস্যৈব প্রবৃত্তিদর্শনাৎ

রচনেতি। বিচিত্রেতি। লোকে বিচিত্রাঃ প্রাসাদাদয়ো বিচিত্রশিল্পবিষয়কেণ জ্ঞানেন রচ্যমানা দৃষ্টা ইত্যর্থঃ। তদ্রূপত্বেতি। সুখাদিরূপত্বানবগমাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সঙ্গত হয় না। এই সংসারে চেতন দ্বারা অনধিষ্ঠিত ইষ্টকাদিকে কোন দিনই প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায় নাই। সূত্রোক্ত চ-শব্দ দ্বারা অন্বয়ের অনুপপত্তি সমুচ্চিত হইয়াছে। বাহ্য ঘটাদি পদার্থনিচয়কে কথনই সুখাদিস্বরূপে অন্বিত দেখা যায় না। কারণ, ঐ সুখাদি বিষয় সকল আন্তর ধর্ম্ম। সুতরাং বাহ্য বস্তুতে উহাদের সঙ্গতি হইতে পারে না। বিশেষত ঘটাদি পদার্থ উক্ত সুখাদির হেতু। এবং সুখাদিস্বরূপে উহাদের প্রতীতিও নাই ॥ ১ ॥

প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত হইতেও প্রধানের তদ্রূপত্ব সঙ্গত হয় না। চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত জড়েরই প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। যৎকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া জড়ের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, ঐ প্রবৃত্তির প্রতি উহারই কারণতা নিশ্চিত হইয়া থাকে। রথ ও সারথিই উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতদ্দ্বারা 'বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে,' ইত্যাদি প্রধানকারণতাবাদীর দৃষ্টান্ত প্রত্যুক্ত হইতেছে। ঐ স্থলেও চেতনাধিষ্ঠিতত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে ঐ বিষয়টি উল্লেখিত হইয়াছে।

জড়স্য কর্ত্তৃত্বং নেতি বা। নন্নু প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সন্নিধিমাত্রেণ মিথো ধর্ম্মাধ্যাসাৎ জগদ্রচনোপপত্তিরিতি চেদুচ্যতে। অধ্যাস-হেতুঃ সন্নিধিঃ কিং তয়োঃ সদ্ভাবঃ কিং বা প্রকৃতিপুরুষগতঃ কশ্চিদ্বিকার ইতি। নাদ্যঃ মুক্তানামপ্যধ্যাসপ্রসঙ্গাৎ। অন্ত্যোঽপি ন তাবৎ প্রকৃতিগতো বিকারঃ অধ্যাসকার্য্যতয়াভি-মতস্য তস্যাধ্যাসহেতুত্বাযোগাৎ ন চ পুরুষগতঃ অস্বী-কারাৎ ॥ ২ ॥

নন্নু পয়ো যথা দধিভাবেন স্বতঃ পরিণমতে যথা চাম্বু বারিদমুক্তমেকরসমপি তালচূতাদিষু মধুরাম্লাদিবিচিত্ররস-

---

প্রবৃত্তেরিতি। ইত্থঞ্চেতি। জড়স্য কর্ত্তৃত্বং ক্ষতমিত্যর্থঃ। ব্যাখ্যান্তরমাহ অহমিত্যাদিনা। আশঙ্কতে নন্বিতি। তস্যেতি প্রকৃতিগতবিকারস্যেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নন্বিতি। স্পষ্টম্।

এই ভাষ্যমধ্যে তাহা পরে বিস্ফুট করা হইবে। সূত্রোক্ত চ-শব্দ অবধারণে। 'আমি করিতেছি,' এই প্রকার প্রয়োগ দর্শনে চেতনেরই কর্ত্তৃত্ব সঙ্গত হইতেছে। প্রকৃতি-পুরুষের সন্নিধিমাত্রে পরস্পরের ধর্ম্মের অধ্যাস বশত জগতের উৎপত্তিও বলা যায় না। যে সন্নিধি হইতে পরস্পর ধর্ম্মাধ্যাস স্বীকৃত হয়, ঐ সন্নিধি, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই সদ্ভাব অথবা প্রকৃতিপুরুষগত কোন বিকার? উভয়ের সদ্ভাব স্বীকারই করা যায় না। কারণ, তৎস্বীকারে মুক্ত পুরুষ সকলেরও অধ্যাস-প্রসঙ্গ হয়। শেষ পক্ষও সঙ্গত হয় না। ঐ বিকারকে প্রকৃতিগত বলা যায় না। কারণ, অধ্যাসকার্য্যরূপে অভিমত প্রকৃতিগত বিকারের অধ্যাসহেতুত্বের অসম্ভাবনা ঘটে। ঐরূপ উহাকে পুরুষগতও বলা যায় না। যে হেতু পুরুষগত বিকারই অস্বীকার্য্য। অতএব প্রধানের জগৎকারণত্ব অসিদ্ধই হইতেছে ॥ ২ ॥

দুগ্ধ যেরূপ আপনা হইতেই দধিরূপে পরিণত হয় এবং একই জলধর-বিমুক্ত জল যেরূপ একরস হইয়াও আম্রাদি ফলে মধুরাম্লাদি বিচিত্র রসরূপে

রূপেণ তথা প্রধানমপি পুরুষকর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ তনুভুবনাদি-রূপেণেতি চেৎ তত্রাহ।

পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ॥ ৩ ॥

তয়োঃ পয়োঽম্বুনোরপি চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ ন তু স্বতঃ রথাদিদৃষ্টান্তেন তথানুমানাৎ। তয়োস্তদধিষ্ঠিতত্বং চান্তর্যামিব্রাহ্মণাৎ সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

অপ্যর্থে চকারঃ। সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রধানব্যতিরেকেণ হেত্বন্তরানবস্থিতেরনপেক্ষত্বান্ন কেবলস্য প্রধানস্য স্বপরিণামকর্ত্তৃত্বম্। প্রধানব্যতিরিক্তস্তৎপ্রবর্ত্তকস্তন্নিবর্ত্তকো বা হেতুরাদি-সর্গাৎ পূর্ব্বং নাবতিষ্ঠতে ইতি যৎ স্বীকৃতং তস্যাপি পুন-

পয় ইতি। পয়ো দুগ্ধম্ ॥ ৩ ॥

জড়কর্ত্তৃত্বং মত্বা তৎ পুনস্ত্যজ্যত ইত্যাহ ব্যতিরেকেতি। উপেক্ষণাৎ পরিত্যাগাৎ ॥ ৪ ॥

পরিণত হয়, তদ্রূপ একই প্রধান পুরুষকর্ম্মবৈচিত্র্য অনুসারে দেহভুবনাদিরূপে পরিণত হয়, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন;—

দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অচেতন বস্তু সকলও চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। রথাদি দৃষ্টান্ত হইতেই ঐরূপ অনুমান করা যায়। অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ হইতেই জড়ের চেতনাধিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ৩ ॥

প্রধানব্যতিরিক্ত হেত্বন্তরের অসদ্ভাব উপেক্ষিত হওয়াতে কেবল প্রধানেরই কর্ত্তৃত্ব অসঙ্গত হইতেছে।

অপি শব্দের অর্থ চকার অর্থাৎ সমুচ্চয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধানব্যতিরিক্ত হেত্বন্তরের অনবস্থিতি উপেক্ষিত হইতেছে বলিয়া কেবল প্রধানেরই নিজ-পরিণামকর্ত্তৃত্ব নিরস্ত হইল। প্রধানব্যতিরিক্ত প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক কোন

রুপেক্ষণাৎ। চৈতন্যসন্নিধের্হেত্বন্তরস্যাঙ্গীকারাদিতি যাবৎ। তথাচ কেবলজড়কর্ত্তৃত্ববাদভঙ্গঃ। কিঞ্চ ব্যতিরিক্তহেত্বভাবাৎ সন্নিধিসত্ত্বাচ্চ প্রলয়েঽপি কার্য্যোদয়প্রসঙ্গঃ। ন চ তদাদৃষ্টো-দ্বোধাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ তদুদ্বোধস্যাপি তদৈবাপাদ্যমান-ত্বাৎ॥ ৪॥

নন্বু লতাতৃণপল্লবাদি বিনৈব হেত্বন্তরং স্বভাবাদেব ক্ষীরা-কারেণ পরিণমতে তথা প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণেতি চেত্তত্রাহ—

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ॥ ৫॥

অবধৃতৌ চশব্দঃ। নৈতচ্চতুরস্রম্। কুতঃ অন্যত্রাভাবাৎ। বলীবর্দ্দাদিভক্ষিতে তৃণাদিকে ক্ষীরাকারপরিণামাভাবা-

নন্বিতি। তৃণাদিকং ধেন্বা ভক্ষিতং বোধ্যম্।

কারণই সৃষ্টির পূর্ব্বে থাকে না, এইরূপ মতই উপেক্ষিত হইয়াছে। কারণ, তৎকালে চৈতন্যের সন্নিধান দৃষ্টে হেত্বন্তর অঙ্গীকার্য্যই হইতেছে। অতএব কেবল জড়কর্ত্তৃত্ববাদের ভঙ্গ হইল। বিশেষত উক্ত পূর্ব্বপক্ষে প্রলয়েও কার্য্যোৎপত্তি প্রসঙ্গ হয়। কারণ, প্রলয়কালেও সৃষ্টিকালের ন্যায় প্রধান-ব্যতিরিক্ত হেত্বন্তরের অভাব ও প্রধানের সন্নিধি থাকে। প্রলয়কালে অদৃষ্টের উদ্বোধের অভাব হেতু কার্য্যের অভাবও বলা যায় না। কারণ, তৎকালে অদৃষ্টের উদ্বোধও ঘটিতে পারে॥ ৪॥

এক্ষণে তৃণপল্লবাদি যেরূপ গবাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া আপনা হইতেই ক্ষীরাকারে পরিণত হয়, প্রধানও তদ্রূপ মহদাদি তত্ত্বের আকারে পরিণত হইয়া থাকে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন;—

অন্যত্র ক্ষীরাকারে পরিণামের অভাব হেতু তৃণাদির স্বভাবত পরিণাম বলা সঙ্গত হয় না।

দিত্যর্থঃ। যদি স্বভাবাদেব তৃণাদি ক্ষীরাত্মনা পরিণমতে তর্হি চত্বরাদিপতিতেঽপি তথা স্যান্ন চৈবমস্ত্যতো ন স্বভাবমাত্রং হেতুঃ কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেশসঙ্কল্প এব তথেতি॥৫॥

প্রধানস্য জাড্যাৎ স্বতঃপ্রবৃত্তির্ন সমস্তীত্যাপাদিতম্। অথ ত্বন্মুখোল্লাসায় তাঞ্চেদভ্যুপগচ্ছামস্তথাপি ন কিঞ্চিত্তবাভীষ্টং সিধ্যেদিত্যাহ—

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

চতুর্ষু নেত্যনুবর্ত্ততে। পুরুষো মাং ভুক্ত্বা মদ্দোষানমুভূয় মদৌদাসীন্যলক্ষণং মোক্ষং প্রাপ্স্যতীতি তদ্‌ভোগাপবর্গার্থাং

অন্যত্রেতি। নৈতৎ চতুরস্রমক্রংস্নং মন্দমিত্যর্থঃ। তথা ক্ষীরাকার-পরিণামঃ। কিন্ত্বিতি। ব্যক্তিবিশেষে ধেন্বাদিরূপে তৃণাদীনাং ভক্ষ্যভক্ষক-ভাবং সম্বন্ধং বিধায় তানি ক্ষীরতয়া পরিণমন্তামিতি য ঈশসঙ্কল্পঃ স তত্র হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

প্রধানস্যেতি। তাং স্বতঃ প্রবৃত্তিম্।

নিশ্চয়ার্থে চ-শব্দ। ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষ অসঙ্গত। কারণ, বৃষাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত তৃণাদিতে ক্ষীরাকারে পরিণাম দৃষ্ট হয় না বলিয়াই উহাকে স্বাভাবিক বলা যায় না। আরও তৃণাদি যদি স্বভাবতই ক্ষীরাকারে পরিণত হইত, তাহা হইলে, চত্বরাদিতেও ঐরূপই দেখা যাইত। যখন তাহা দৃষ্ট হয় না, তখন কেবল স্বভাবকেই পরিণামের হেতু বলা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে তৃণাদি ক্ষীরাদিভাবে পরিণত হউক, এইরূপ সর্ব্বেশ্বরের সঙ্কল্পই উহার কারণ ॥ ৫ ॥

প্রধানের জড়ত্ব প্রযুক্ত স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই, ইহাই স্থির হইল। অনন্তর পূর্ব্বপক্ষীর সন্তোষের জন্য যদিও উহা স্বীকার করা যায়, তাহাতেও তাঁহার কোন অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন ;—

প্রধানপ্রবৃত্তিং মন্যতে। প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা স্বতোহপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবদিতি। অকর্ত্তাপি পুরুষো ভোক্তেতি চ মন্যতে। অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদবদিতি। সৈষা প্রবৃত্তির্ন যুক্তা মন্তুম্। কুতঃ তস্যাঃ স্বীকারে ফলাভাবাৎ। পুরুষস্য প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদৌদাসীন্যরূপো মোক্ষশ্চ প্রবৃত্তেঃ ফলম্। তত্র ভোগস্তাবন্ন সম্ভবতি। প্রবৃত্তেঃ প্রাক্ চৈতন্যমাত্রস্য নির্ব্বিকারস্যাকর্ত্তুঃ পুরুষস্য তদ্দর্শনরূপবিকারাযোগাৎ। ন চাপবর্গঃ। প্রাগপি প্রবৃত্তে-

---

অভ্যুপগমেঽপীতি। পুরুষ ইতি। পুরুষো মামিত্যাদিকং প্রধানানুসন্ধিবাক্যং মন্যতে কপিলঃ। প্রধানেতি কপিলসূত্রমিত্যর্থঃ। উষ্ট্রো যথা পরার্থং কুঙ্কুমং বহতি ন তু স্বার্থং তথা প্রধানমপি পুরুষভোগাদ্যর্থং জগৎ সৃজতি তস্য ভোক্তৃত্বাভাবাদিতি। নন্বকর্ত্তা চেৎ পুরুষস্তর্হি তস্য ভোক্তৃত্বং কথমিতি চেৎ তত্রাহ অকর্ত্তুরপীতি কপিলসূত্রমিদম্। অস্যার্থঃ। পাচকস্য সূদস্য ন ভোক্তৃত্বং কিন্ত্বপাচকস্যাপি রাজ্ঞস্তৎ। এবং কর্ত্তুঃ প্রধানস্য ন ভোক্তৃত্বং কিন্তু অকর্ত্তুরপি

প্রধানের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি স্বীকারেও কোন ফল দেখা যায় না।

পূর্ব্ব সূত্র হইতে চারিটি সূত্রে ন অনুবর্ত্তিত হইবে। পুরুষ প্রধানকে ভোগ করিয়া উহার দোষ অনুভব পুরঃসর উহাতে ঔদাসীন্য রূপ মোক্ষ লাভ করিবেন বলিয়াই প্রধানের প্রবৃত্তি অনুমিত হয়। উষ্ট্র যেরূপ কেবল পরের জন্য কুঙ্কুমভার বহন করে, প্রধানও তদ্রূপ স্বয়ং ভোগ না করিলেও কেবল পরের জন্যই প্রবৃত্তিশালিনী হয়েন। ঐরূপ অকর্ত্তা পুরুষেরও ভোক্তৃত্ব বিবেচিত হইয়া থাকে। অন্নভোক্তা যেরূপ অন্নের কর্ত্তা না হইয়াও ভোক্তা হয়েন, পুরুষও তদ্রূপ ভোক্তা হইয়া থাকেন। পূর্ব্বপক্ষীর ঐ প্রবৃত্তি স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। কারণ, তৎস্বীকারেও কোন ফল দেখা যায় না। পুরুষের প্রকৃতিদর্শনরূপ ভোগ ও তদৌদাসীন্যরূপ মোক্ষই প্রবৃত্তির ফল। পুরুষের ভোগই সম্ভব হয় না; কারণ, প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও অপবর্গ সিদ্ধ থাকাতে

স্তস্ত সিদ্ধত্বেন তদ্বৈয়র্থ্যাৎ। সন্নিধিমাত্রস্য ভোগহেতুত্বে তু মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ তস্য নিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥

নন্ যথা গতিশক্তিরহিতস্য দৃক্‌শক্তিসহিতস্য পঙ্গুপুরুষস্য সন্নিধানাদ্‌গতিশক্তিমান্ দৃক্‌শক্তিরহিতোঽপ্যন্ধঃ প্রবর্ত্ততে যথা চায়স্কান্তাশ্মনঃ সন্নিধানাজ্জড়মপ্যয়শ্চলতি এবং চিন্মাত্রস্য পুংসঃ সন্নিধানাদচেতনাপি প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়া চেতনেব তদর্থে সর্গে প্রবর্ত্তেতেতি চেত্তত্রাহ—

পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি ॥ ৭ ॥

তথাপি তেনাপি প্রকারেণ জড়স্য স্বতঃ প্রবৃত্তির্ন সিধ্যতি। পঙ্গোর্গতিবৈকল্যেঽপি বর্ত্মদর্শনতদুপদেশাদয়ো-

---

পুরুষস্য তদিতি। প্রাগপীতি। প্রবৃত্তেঃ পূর্ব্বমপবর্গস্য সিদ্ধত্বেন তস্যা বৈয়র্থ্যাপত্তেরিত্যর্থঃ। তদাপত্তির্ভোগপ্রসঙ্গঃ। তস্য সন্নিধিমাত্রস্য ॥ ৬ ॥

নন্বিতি। ইত্যাদি। অয়স্কান্তা চুম্বকাখ্যঃ পাষাণঃ। তচ্ছায়য়া পুরুষচ্ছায়য়া। তদর্থে পুরুষনিমিত্তকে তদ্ভোগাদিনিমিত্তকে ইত্যর্থঃ।

পুরুষেতি। পুরুষবদশ্মবচ্চ প্রধানস্য প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। তেনাপি প্রকারেণ পঙ্গ্বাদিদৃষ্টান্তবিধানেনাপীত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তয়োর্বৈষম্যং দর্শয়িতুমাহ পঙ্গোরিত্যা-

উহার ব্যর্থতা হইতেছে। সন্নিধিমাত্রকেই ভোগের হেতু বলিলে, সন্নিধির নিত্যত্ব বশত মুক্তেরও ভোগাপত্তি ঘটে॥ ৬ ॥

গতিশক্তিবিরহিত অথচ দর্শনশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু পুরুষের সন্নিধানে দৃষ্টিশক্তিশূন্য অথচ গতিশক্তিবিশিষ্ট পুরুষও গমনাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং যেরূপ অয়স্কান্ত প্রস্তরের সন্নিধানে জড় লৌহ চলিতে থাকে, তদ্রূপ চিন্মাত্র পুরুষের সন্নিধানে অচেতন প্রকৃতি তচ্ছায়া দ্বারা চেতনের ন্যায় চেতনকার্য্য সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

ঐরূপ হইলেও জড় বস্তুর স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে না। পঙ্গুর গতিশক্তি না থাকিলেও বর্ত্মদর্শন ও তদুপদেশাদিসামর্থ্য এবং অন্ধের দর্শনশক্তি

হ্যন্ধস্য দৃক্শক্তিবিরহেঽপি তদুপদেশগ্রহাদয়ো বিশেষাঃ সন্তি। অয়স্কান্তমণেশ্চায়ঃসামীপ্যাদয়ঃ। পুরুষস্য তু নিত্য-নিষ্ক্রিয়স্য নির্ধর্ম্মকস্য ন কোঽপি বিকারঃ। সন্নিধিমাত্রেণ তস্মিন্ স্বীকৃতে তস্য নিত্যত্বান্নিত্যং সর্গো মোক্ষাভাবশ্চ প্রসজ্যেত। কিঞ্চ পঙ্গ্বন্ধাবুভৌ চেতনৌ অয়স্কান্তায়সী চ দ্বে জড়ে ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং বিস্ফুটম্ ॥ ৭ ॥

যত্তু গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষবশেনাঙ্গাঙ্গিভাবাদ্বিশ্বসৃষ্টিরিতি মন্যতে তন্নিরস্যতি—

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥

সত্ত্বাদীনাং সাম্যেনাবস্থিতিঃ প্রধানাবস্থা। তস্যাং চ নিরপেক্ষস্বরূপাণাং তেষাং কস্যচিদেকস্যাঙ্গিত্বং নোপ-

---

দিনা। অয়স্কান্তমণেরিতি। অয়ঃসামীপ্যমপি মণের্বিশেষো ভবতি তস্য তদ্বস্তু-ধর্ম্মপ্রত্যয়াৎ। কোঽপি প্রকৃতিদর্শনাত্মকোঽপি। ণীতি চেন্নাকারে। তস্য সন্নিধিমাত্রস্য। উভাবিত্যত্র দ্বে ইত্যত্র চাপিশব্দো যোজ্যঃ ॥৭॥

যত্ত্বিতি। কপিলঃ মন্যতে।

না থাকিলেও পঙ্গুপ্রদত্ত উপদেশগ্রহণাদি সম্ভব হইতেছে এবং অয়স্কান্ত মণির লৌহসামীপ্যাদিও সম্ভব হইতেছে; কিন্তু নিত্য, নিষ্ক্রিয়, নির্ধর্ম্মক পুরুষের কোনই বিকার সম্ভব হয় না। সন্নিধিমাত্রই বিকার স্বীকার করিলে, সন্নিধির নিত্যত্ব বশত সৃষ্টিরও নিত্যত্ব এবং মোক্ষাভাব প্রসক্ত হইতেছে। আরও পঙ্গু ও অন্ধ উভয়ই চেতন এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ উভয়ই জড় বলিয়া দৃষ্টান্তের বৈষম্য স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ॥ ৭ ॥

এক্ষণে গুণ সকলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বশত অঙ্গাঙ্গিভাব হেতু বিশ্বসৃষ্টি-বাদীর পক্ষ নিরস্ত হইতেছে;—

গুণের অঙ্গিত্বই অনুপপন্ন হইতেছে, অতএব ঐরূপ পক্ষ সঙ্গত হইতে পারে না।

পদ্যতে ইতরয়োস্তৎসমত্বেন গুণীভাবাসম্ভবাৎ। তথা চ গুণাণামঙ্গাঙ্গিভাবাসিদ্ধিঃ। ন চেশ্বরঃ কালো বা তৎকৃৎ অস্বীকারাৎ। যথাহ কপিলঃ। ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ মুক্তবন্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিরিতি। দিক্‌কালাবাকাশাদিভ্য ইতি চ। ন চ পুরুষস্তৎকৃৎ তস্য তত্রোদাসীন্যাৎ। তথা চ গুণবৈষম্যহেতুকঃ সর্গো নেতি। কিঞ্চৈবং হেত্বভাবাৎ প্রতিসর্গেঽপি তে বৈষম্যং ভজেরন্। আদিসর্গে তু ন ভজেরন্নিতি ॥ ৮ ॥

অঙ্গিত্বেতি। একস্য সত্ত্বাদ্যন্যতমস্য। তৎকৃদঙ্গাঙ্গিভাবহেতুঃ। ঈশ্বরাসিদ্ধেরিতি। প্রমাণাভাবাদিতি ভাবঃ। তথাহি ন তত্র প্রত্যক্ষমানং ঘটাদেরিব তস্যানুপলম্ভাৎ। যত্তু ক্ষিত্যাদি সকর্তৃকং কার্য্যত্বাদিত্যনুমানমাহুস্তচ্চ ন। স কিং সদেহো দেহশূন্যো বেত্যুভয়থাপি জগৎকর্তৃত্বাসম্ভবাৎ যশ্চ স সর্ব্ববিৎ স হি সর্ব্বস্য কুর্ত্তৃত্ত্যাদিরাগমোহস্তি স খলু যুক্তাত্মনো লব্ধসিদ্ধের্যোগিনো বা

সত্ত্বাদি গুণ সকলের সাম্যভাবে অবস্থিতির নামই প্রধানাবস্থিতি বা প্রধানাবস্থা। ঐ অবস্থায় গুণ সকল স্বরূপনিরপেক্ষ থাকে বলিয়া একটি আর একটির অঙ্গী হইতে পারে না। কারণ, একটিকে অঙ্গী বলিয়া স্বীকার করিলে, তদিতর গুণদ্বয়ের তাহার সহিত সমতা প্রযুক্ত গুণিভাবই অসম্ভব হয়। অতএব গুণসকলের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব সিদ্ধই হয় না। ঈশ্বরকে বা কালকেও উক্ত অঙ্গাঙ্গিভাবের কর্ত্তা বলা যায় না। যে হেতু তাহা কেহই স্বীকার করেন না। কপিলই বলিয়াছেন, 'মুক্ত ও বদ্ধের অন্যতরের অভাব হেতু ঈশ্বরাসিদ্ধি ঘটে অর্থাৎ ঈশ্বরসিদ্ধিই হয় না।' দিক্ ও কাল আকাশাদি হইতেই উৎপন্ন হয়। পুরুষ উহাদের কর্ত্তা নহেন। কারণ, তিনি কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অতএব গুণবৈষম্যকেও সৃষ্টির কারণ বলা যায় না। আরও এইরূপে হেতুর অভাব প্রযুক্ত, গুণ সকল প্রতিসৃষ্টিতেই বৈষম্য ধারণ করিলেও আদিসৃষ্টিতে বৈষম্য প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

নন্বু কার্য্যানুরোধেন গুণা বিচিত্রস্বভাবা ভবন্তীত্যনুমেয়ম্। তেন নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেত্তত্রাহ—

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥

বিচিত্রশক্তিকতয়া গুণাণামনুমানেঽপি ন দোষান্নিস্তারঃ। কুতঃ জ্ঞেতি। জ্ঞাতৃত্ববিরহাদিত্যর্থঃ। ইদমহমেবঞ্চ সৃজামীতি বিমর্শাভাবাদিতি যাবৎ। জ্ঞানশূন্যাজ্জড়ান্ন সৃষ্টিরিষ্টকাদেরিবর্ত্তে চেতনাধিষ্ঠানাদিতি ॥ ৯ ॥

প্রশংসেতি নাস্তীশ্বরঃ। যুক্ত্যন্তরমাহ মুক্তবন্ধয়োরিতি। মুক্তশ্চেদীশ্বরঃ তর্হি স্বর্গপ্রবৃত্ত্যসম্ভবঃ। বদ্ধশ্চেদসামর্থ্যমিতি ব্যর্থস্তৎস্বীকার ইত্যর্থঃ। দিক্কালাবিতি। তত্তদুপাধিভেদাদাকাশমেব দিক্কালশব্দবোধ্যমিতি তত্র তয়োরন্তর্ভাবঃ। সপ্তম্যর্থে পঞ্চমীয়ম্। কিঞ্চেতি। তে গুণাঃ ॥ ৮ ॥

অন্যথেতি। নন্বিতি। ন বয়ং নিরপেক্ষস্বভাবান্ কূটস্থান্ গুণাননুমিনুমঃ কিন্ত্বন্যথা বিধান্তরেণৈব যথা কার্য্যোৎপত্তিঃ স্যাৎ। কার্য্যানুমেয়া হি প্রকৃতিঃ। ইত্থঞ্চ বৈষম্যসম্ভবাৎ কার্য্যোৎপাদঃ সম্ভবতীতি চেন্ন জ্ঞাতৃত্ববিরহাৎ সাম্যাবস্থাপ্রচ্যুতৌ যোগ্যত্বমপি ন সম্ভবেৎ তস্মাৎ নিমিত্তাভাবাৎ। ন চ জ্ঞানং বিচিত্রসত্ত্বাৎ। স্বতশ্চেৎ বৈষম্যমিষ্টং তর্হি সর্ব্বদা সৃষ্টিপ্রসঙ্গ ইতি যৎকিঞ্চিদেতৎ ॥ ৯ ॥

যদি বল, কার্য্যের অনুরোধে গুণ সকল বিচিত্র স্বভাব ধারণ করিবে, এইরূপ অনুমান করিলে, পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ হইতেছে না, তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

ঐরূপ অনুমানেও দোষের নিস্তার হইতেছে না ; যেহেতু গুণসকলের জ্ঞাতৃত্বস্বভাবের অভাব দৃষ্ট হয়। কারণ, এই আমি, এইরূপে সৃষ্টি করিতেছি, এই প্রকার বিচারেরই অসম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। জ্ঞানশূন্য জড় পদার্থ হইতে সৃষ্টি কথনই সম্ভব হয় না। ইষ্টক-কাষ্ঠাদি অচেতন বস্তু যেরূপ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ অচেতন গুণসকলও চেতন পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

উপসংহরতি—

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোত্তরবিরোধাচ্চেদং কপিলদর্শনমসমঞ্জসং নিঃশ্রেয়সকামৈর্হেয়মিত্যর্থঃ। তথাহি প্রকৃতেঃ পারার্থ্যাদ্দৃশ্যত্বাচ্চ তস্যা ভোক্তা দ্রষ্টাধিষ্ঠাতা চ পুরুষ ইতি শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্ সংহতপরার্থত্বাদিত্যাদিভিরভ্যুপগম্য তস্য পুনর্নির্ব্বিকারনির্ধর্ম্মকচৈতন্যত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বশূন্যত্বং কৈবল্যরূপত্বঞ্চাভিহিতম্। জড়ঃ প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ নির্গুণত্বান্ন চিদ্-

বিপ্রতিষেধাদিতি। তথাহীতি। প্রকৃতেঃ পারার্থ্যং পুরুষভোগার্থত্বং শয্যাদিবৎ তস্যাঃ সংহতত্বাৎ। শরীরাদীত্যস্যার্থঃ। শরীরাদিকং সংহতং পুমানসংহতশ্চিদেকরসোঽতস্ততোঽন্যঃ স ইতি। সংহতেত্যেতদ্ ব্যাখ্যাতপ্রায়ম্। আদিশব্দস্ত্রিগুণাদিপর্য্যায়াদধিষ্ঠানাচ্চ ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রকৃতেরিতি চত্বারি সূত্রাণি গৃহ্লাতি। তেন ভোক্তৃত্বাদিসিদ্ধিঃ। জড় ইতি। জড়চেতনৌ হি দ্বৌ পদার্থৌ তয়োর্জড়ো ন প্রকাশত ইতি সিদ্ধম্। তস্মাদাত্মৈব চৈতন্যত্বাৎ প্রকাশপদার্থ ইতি নির্ব্বিবাদমিত্যর্থঃ। নন্বু জড়োঽপ্যাত্মা জ্ঞানগুণকস্তেন জগৎ প্রকাশতাং ন তু চৈতন্যমাত্রঃ স ইতি চেৎ তত্রাহ নির্গুণত্বাদিতি। ধর্ম্মযোগে পরিণামিত্বং তেনানির্মোক্ষশ্চ নির্গুণশ্রুতিব্যাকোপশ্চ স্যাদতো নির্গুণচৈতন্যমাত্মেত্যর্থঃ। আদিনা অবিবেকাৎ বা তৎসিদ্ধেরিতি

অনন্তর নিজ মতের উপসংহার করিতেছেন ;—

পূর্ব্বোত্তরবিরোধ হেতু কাপিল দর্শনের অসামঞ্জস্য হইতেছে। অতএব মুক্তিকাম ব্যক্তি সকল উক্ত দর্শনে শ্রদ্ধারহিত হইবেন। উক্ত দর্শনে "সংহতপরার্থত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রে প্রকৃতির পরার্থত্ব ও দৃশ্যত্ব প্রযুক্ত তাঁহার ভোগকর্ত্তা বা দর্শনকর্ত্তা পুরুষ, শরীরাদিব্যতিরিক্ত, এইরূপই স্বীকার করা হইয়াছে। আবার ঐ পুরুষের নির্বিকার-নির্ধর্ম্মক-চৈতন্যরূপত্ব জ্ঞাতৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-শূন্যত্ব এবং কৈবল্যরূপত্বও অভিহিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার "জড়ঃ প্রকাশাযোগাৎ

ধর্ম্মেত্যাদিভিঃ। গুণাবিবেকবিবেকৌ পুংসো বন্ধমোক্ষৌ স্বীকৃত্য তৌ পুনর্গুণানামেব ন তু পুংস ইত্যুক্তম্। নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবদিত্যেবমাদয়োঽনেকে বিপ্রতিষেধাস্তৎস্মৃতাবেব মৃগ্যাঃ॥ ১০॥

অথারম্ভবাদো নিরস্যতে। তার্কিকা মন্যন্তে পার্থিবাদয়শ্চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবো নিরবয়বা রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল্য-

---

নোভয়ং তত্ত্বাখ্যানে ইতি চ সূত্রং গ্রাহ্যম্। প্রকৃতিপুরুষবিবেকাগ্রহাৎ কর্ত্তুঃ ফলভোগাভিমানসিদ্ধেরিতি পূর্ব্বস্যার্থঃ। বিবেকাৎ তত্ত্বজ্ঞানে সতি নোভয়ং কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ পুংসো নাস্তীতি পরস্যার্থঃ। ততশ্চাকর্ত্তৃত্বাদি সিদ্ধম্। গুণাবিবেকেতি। প্রকৃত্যবিবেকবিবেকাবিত্যর্থঃ। নৈকান্তত ইত্যস্যার্থঃ। প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাদেব পুংসো বন্ধমোক্ষাভিমানমাত্রং বস্তুতস্তু প্রকৃতেরেব তাবিতি। উক্তমর্থং স্ফুটয়তি প্রকৃতেরিতি। আঞ্জস্যাৎ তত্ত্বতঃ সসঙ্গত্বাদ্‌গুণযোগাৎ প্রকৃতেস্তৌ বোধ্যৌ। যথা পশোর্গুণযোগাদ্‌বন্ধো দৃষ্টস্তদযোগাৎ ত্বিতর ইত্যর্থঃ। অবিবেকিনং প্রতি প্রবৃত্তির্বন্ধঃ বিবেকিনং প্রত্যপ্রবৃত্তিস্তু মোক্ষ ইতি নিষ্কর্ষঃ। উক্তঞ্চ তস্মান্ন বধ্যতে জ্ঞানং মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ পুরুষঃ সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিরিতি। অদ্ধা সাক্ষাৎ। তথাচ কপিলমতস্য ভ্রমমূলত্বাৎ তদীয়যুক্তিভিঃ শ্রুতিসমন্বয়ো ন শক্যো বিরোদ্ধুমিতি রাদ্ধান্তঃ॥ ১০॥

প্রকাশঃ নির্গুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্ম্মা” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা গুণের বিবেক ও অবিবেক হেতু পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ স্বীকার করিয়া ঐ বন্ধ ও মোক্ষ গুণ সকলেরই, পুরুষের নহে, এইরূপ বলিয়াছেন। আবার অবিবেক ভিন্ন পুরুষের একান্ত বন্ধ বা মোক্ষ নাই; প্রকৃতির সংসর্গ হেতু পুরুষ পশুর ন্যায় বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন, এরূপও বলিয়াছেন। এই প্রকার বহুবিধ বিরোধই সাঙ্খ্যস্মৃতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ১০॥

পরিমাণাঃ প্রলয়কালেঽনারব্ধকার্য্যাস্তিষ্ঠন্তি সর্গকালে তু জীবাদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সন্তঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সাবয়বং স্থূলতরং জগৎ কার্য্যমারভন্তে। তত্র দ্বয়োঃ পরমাণ্বোরদৃষ্টসাপেক্ষা ক্রিয়া তয়া সংযোগে সতি দ্ব্যণুকং হ্রস্বমুৎপদ্যতে। তত্র সমবায্যসমবায়িনিমিত্তকারণানি ক্রমাৎ পরমাণুযুগ্মতৎসংযোগজীবাদৃষ্টানীত্যেবমগ্রেঽপি। ততস্ত্রয়াণাং দ্ব্যণুকানাং ক্রিয়য়া সংযোগে সতি ত্র্যণুকং মহদুৎপদ্যতে। ন চ দ্বাভ্যামণুভ্যাং ত্র্যণুকারম্ভঃ কারণভূম্না কার্য্যমহত্ত্বোৎপাদনাৎ।

অথারম্ভেতি। এতদারভ্য সপ্তস্বধিকরণেষু প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিঃ। প্রকৃতেশ্চেতনেনানধিষ্ঠানাৎ বিশ্বকারণত্বং মাস্তু পরমাণূনাং তু তেনাধিষ্ঠানাৎ তৎকারণত্বমস্ত্বিতি পরমাণুভির্দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ বিশ্বসৃষ্টিরিতি তার্কিকরাদ্ধান্তোঽত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি তত্র সন্দেহঃ। তস্য প্রমাণমূলতাং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি তার্কিকা মন্যন্ত ইত্যাদিনা। অদৃষ্টেতি। জীবাদৃষ্টেন পরমাণুষু ক্রিয়োৎপত্তিরিত্যর্থঃ। ন চ দ্বাভ্যামিতি। তার্কিকা বদন্তি হ্রস্বাদণোশ্চ দ্ব্যণুকাৎ মহৎ দীর্ঘঞ্চ ত্র্যণুকমুৎপদ্যতে। দ্ব্যণুকগতে হ্রস্বত্বাণুত্বে তু

অতঃপর আরম্ভবাদের নিরাস করিতেছেন। তার্কিকেরা বলিয়া থাকেন, পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণু নিরবয়ব, রূপাদিবিশিষ্ট, পরিমাণ্ডল্যপরিমাণ ও প্রলয়কালে অনারব্ধকার্য্য স্বরূপে অবস্থান করে। উহারা সৃষ্টিকালে জীবাদৃষ্টাদিপুরঃসর হইয়া দ্ব্যণুকাদি ক্রমে সাবয়ব স্থূলতর জগৎকার্য্য আরম্ভ করে। পরমাণুদ্বয়ের ক্রিয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ। ঐ অদৃষ্টসাপেক্ষ ক্রিয়া দ্বারা পরস্পর সংযোগ হইলে, হ্রস্ব দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। ঐ স্থলে পরমাণু দুইটি সমবায়ি কারণ, তৎসংযোগ অসমবায়ি কারণ এবং জীবাদৃষ্ট উহার নিমিত্ত কারণ। অপরাপর স্থলেও এইরূপই জানিতে হইবে। এইরূপে ক্রিয়া দ্বারা দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগে মহৎ ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়। দুইটি অণু দ্বারা ত্র্যণুকের আরম্ভ সম্ভব হয় না। কারণ, কারণের বহুত্ব ব্যতিরেকে কার্য্যের মহত্ত্ব ঘটে

এবং চতুর্ভিস্ত্র্যণুকৈশ্চতুরণুকং চতুরণুকৈরপরং স্থূলতরং তৈশ্চ স্থূলতরং তৈশ্চ স্থূলতমমিত্যেবং ক্রমেণ মহতী পৃথিবী মহত্য আপো মহত্তেজো মহান্ বায়ুশ্চোৎপদ্যতে। কার্য্যগতরূপাদিকস্তু স্বাশ্রয়সমবায়িকারণগতাদ্রূপাদেঃ। কারণগুণা হি কার্য্যগুণানারভন্তে। ইত্থমুৎপন্নান্ পৃথিব্যাদীনীশ্বরে সংজিহীর্ষৌ সতি পরমাণুষু ক্রিয়য়া বিভাগাৎ সংযোগনাশেন দ্ব্যণুকেষু নষ্টেষ্বাশ্রয়নাশাৎ ত্র্যণুকাদিনাশ ইতি ক্রমেণ পৃথিব্যাদের্নাশঃ। যথা*পটস্য তন্তুনাশে। তদ্গতস্য রূপাদেস্তু

ত্র্যণুকে মহত্ত্বাদ্যোর্নারম্ভকে কিন্তু তদ্গতা ত্রিত্বসংখ্যেব তয়োরারম্ভিকা। অন্যথা ততোঽপ্যতিসৌক্ষ্ম্যে প্রথিমানুপপত্তিঃ। এবং পরিমণ্ডলাভ্যাং পরমাণুভ্যামণুদ্ব্যণুকমারভ্যতে। তদ্গতা দ্বিত্বসংখ্যা তত্রাণুত্বাদ্যোরারম্ভিকা ন তু পারিমাণ্ডল্যং তয়োরারম্ভকম্। তেনারম্ভে ততোঽপি সৌক্ষ্ম্যাপত্তেরিতি। কার্য্যরূপং কারণরূপাদিতি চাহুঃ। কার্য্যং পটস্তদ্গতং যদ্রূপং তৎ খলু স্বাশ্রয়স্য পটস্য যৎ সমবায়িকারণং তন্তবস্তদ্গতাদ্রূপাদুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। কারণগুণা হীতি ব্যাখ্যাতার্থম্। ইত্থমিতি। সংজিহীর্ষৌ সংহর্ত্তুকামে। আশ্রয়নাশাৎ দ্ব্যণুকবিনাশাৎ। যথা পটস্যেতি। নাশ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তদ্গতস্যেতি। পটগতস্য

না। এইরূপ চারিটি ত্র্যণুক দ্বারা চতুরণুক এবং তদ্দ্বারা অপর স্থূলতরের উৎপত্তি হয়। এইরূপে স্থূল হইতে স্থূলতরের উৎপত্তিতে মহতী পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। মহৎ জল, মহৎ তেজ, মহান্ বায়ুর উৎপত্তিও ঐরূপেই। স্বাশ্রয়সমবায়িকারণগত রূপাদি হইতে কার্য্যের রূপাদি উৎপন্ন হয়। কারণগুণই কার্য্যগুণের উৎপাদক। এইরূপে উৎপন্ন পৃথিব্যাদিকে পরমেশ্বর যখন সংহার করিতে অভিলাষী হয়েন, তখন পরমাণুতে ক্রিয়া, তদ্দ্বারা পরমাণুদ্বয়ের বিভাগ, তাহা হইতে সংযোগের নাশ ও তৎপ্রযুক্ত দ্ব্যণুক সকলের নাশ হইলে, আশ্রয়ের নাশ ও ত্র্যণুকাদির নাশ, এইরূপ ক্রমে পৃথিবী প্রভৃতিরও নাশ হয়। যেরূপে পটের তন্তুনাশে নাশ হয়, পৃথিব্যাদিরও তদ্রূপ। তদ্গত রূপাদির

স্বাশ্রয়নাশেনৈবেতি জগদ্বিলয়প্রকারঃ। কিঞ্চ পরমাণুরত্র পরিমণ্ডলসংজ্ঞস্তৎসমবেতং পরিমাণং তু পারিমাণ্ডল্যমভিধীয়তে। দ্ব্যণুকমণুসংজ্ঞং তৎসমবেতং পরিমাণং ত্বণুত্বং হ্রস্বত্বঞ্চ। ত্র্যণুকাদিপরিমাণন্তু মহত্ত্বঞ্চেতি প্রক্রিয়া। তত্র সংশয়ঃ পরমাণুভির্জগদারম্ভঃ সমঞ্জসো ন বেতি। তত্রাদৃষ্টবদাত্মসংযোগহেতুকং পরমাণুগতাদ্যক্রিয়াজন্যতদ্‌যুগ্মসংযোগারব্ধদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সৃষ্টেঃ সম্ভবাৎ সমঞ্জস ইতি প্রাপ্তে পরিহ্রিয়তে—

মহদ্দীর্ঘবদ্‌বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥ ১১ ॥

ইহ বেতি চার্থে। পূর্ব্বতোঽসমঞ্জসমিত্যনুবর্ত্ততে। হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুকপরমাণুভ্যাং মহদ্দীর্ঘত্র্যণুকবত্তন্মতং

রূপস্ত পটনাশেনৈব নাশ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। অত্র তর্কসময়ে। তত্রাদৃষ্টেতি। অদৃষ্টবদাত্মনা জীবেন সহ পরমাণূনাং সংযোগস্তদ্ধেতুকা যা পরমাণুগতাদ্যক্রিয়া তজ্জন্যো যঃ পরমাণুযুগ্মসংযোগস্তদারব্ধানি যানি দ্ব্যণুকানি তদাদিক্রমেণেত্যর্থঃ।

স্বাশ্রয়ের নাশেই নাশ জানিতে হইবে। পৃথিব্যাদির নাশের ইহাই ক্রম। এই ক্রমেই জগতের বিলয় হয়। এস্থলে পরিমণ্ডল শব্দে পরমাণুকেই বুঝিতে হইবে। পরমাণুসমবেত পরিমাণই পারিমাণ্ডল্য শব্দের অর্থ। দ্ব্যণুক ও অণুসংজ্ঞক। অণুকসমবেত পরিমাণ অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব। ত্র্যণুকাদির পরিমাণ মহত্ত্ব। এইরূপই প্রক্রিয়া।

এস্থলে সংশয় এই—পরমাণু দ্বারা জগতের সৃষ্টি হেয় কি শ্রদ্ধেয়? পরমাণুগত আদ্য ক্রিয়াই আত্মসংযোগের হেতু। ঐ আত্মা অদৃষ্টবিশিষ্ট। অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সংযোগের হেতুভূত পরমাণুগত যে আদ্যক্রিয়া, তজ্জন্য যে পরমাণুযুগ্মের সংযোগ, তাহা হইতে উৎপন্ন যে দ্ব্যণুকাদি, তৎক্রমেই সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রযুক্ত উক্ত পক্ষ শ্রদ্ধেয়ই হইতেছে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন;—

সর্ব্বমসমঞ্জসম্। পরিমণ্ডলেভ্যো দ্ব্যণুকানি তেভ্যস্ত্র্যণুকাণি তেভ্যশ্চতুরণুকাদিক্রমেণ পৃথিব্যাদীনামুৎপত্তিরিতিবদন্যাপি তৎপ্রক্রিয়া বিরুদ্ধেত্যর্থঃ। তথাহি নিরবয়বৈঃ পরমাণুভিঃ সাবয়বানি দ্ব্যণুকান্যারভ্যন্ত ইতি ন যুক্তম্। সাবয়বৈঃ ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানানাং তন্তূনামবয়বিপটারম্ভকত্বদর্শনাৎ। তস্মাৎ সপ্রদেশাঃ পরমাণবোঽঙ্গীকার্য্যাঃ। ইতরথা সহস্র-পরমাণূনাং সংযোগেঽপি পারিমাণ্ডল্যানধিকপরিমাণতয়া প্রথিমানুপপত্তেরণুত্বহ্রস্বত্বমহত্ত্বাদ্যসিদ্ধিঃ। ন চ কারণ-ভূমা কার্য্যমহত্ত্বোৎপাদকঃ মনঃকল্পনমাত্রত্বাৎ। তথাঙ্গীকৃতে-ঽপি প্রদেশভেদে তেঽপি সাংশাঃ স্বৈরংশৈস্তেঽপি পুনঃ

মহদ্দীর্ঘবদ্বেতি। ইহ বাশব্দশ্চার্থোঽনুক্তং হ্রস্বদ্ব্যণুকবদিত্যেতৎ সমুচ্চিনোতি। ততশ্চ পরিমণ্ডলেভ্যো দ্ব্যণুকানীত্যাদিব্যাখ্যানং সঙ্গতিমৎ। সপ্রদেশাঃ সাবয়বাঃ। ইতরথেতি। পারিমাণ্ডল্যং পরমাণুপরিমাণং তদধিকপরিমাণাভাবেনেত্যর্থঃ। ন চেতি। ন খলু বহুত্বসংখ্যঃ কশ্চিদ্যোগীন্দ্রো যৎপ্রভাবাৎ কার্য্যে মহত্ত্বমুৎপদ্যেত। তস্মাৎ মনঃকল্পনমাত্রমেতৎ বাচালানাম্। কিঞ্চ

হ্রস্ব দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকের উৎপত্তির ন্যায় তার্কিকগণের সমস্ত মতই অশ্রদ্ধেয় হইতেছে। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, তাহা হইতে ত্র্যণুক এবং ত্র্যণুক হইতে চতুরণুকাদিক্রমে পৃথিব্যাদির উৎপত্তি, এইরূপ বলিলেও উক্ত ক্রিয়া বিরুদ্ধই হইতেছে। নিরবয়ব পরমাণু হইতে সাবয়ব দ্ব্যণুকের উৎপত্তি যুক্ত হয় না। সাবয়ব তন্তুর সংযোগেই অবয়বী পটের উৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব সাবয়ব পরমাণুই স্বীকার্য্য হইতেছে। অন্যথা সহস্র পরমাণুর সংযোগেও পারিমাণ্ডল্যের অনধিক পরিমাণত্বপ্রযুক্ত উৎপন্নের পৃথুত্ব ঘটিতে পারে না। অতএব অণুত্ব, হ্রস্বত্ব বা মহত্ত্বাদির অসিদ্ধিই হইতেছে। কারণের বহুত্বই কার্য্যের মহত্ত্বের উৎপাদক, এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। কারণ, উহা কল্পনামাত্র। প্রদেশভেদ স্বীকার করিলেও স্বাংশ,

স্বৈরিত্যনবস্থা অংশানন্ত্যসাম্যেন মেরুসর্ষপয়োস্তৌল্যপ্রসঙ্গশ্চ। তস্মান্মহদ্দীর্ঘত্র্যণুকং হ্রস্বদ্ব্যণুকোৎপন্নং হ্রস্বদ্ব্যণুকঞ্চ পরিমণ্ডলোৎপন্নমিতি রিক্তং বচঃ। ন চৈতৎ সূত্রং স্বদোষনিরাসকতয়া ব্যাখ্যেয়ম্ অস্য পাদস্য পরপক্ষাক্ষেপকত্বাৎ॥ ১১॥

কিমন্যদসমঞ্জসং তত্রাহ—

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ॥ ১২॥

পরমাণুক্রিয়াজন্যতৎসংযোগপূর্ব্বকদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ তার্কিকৈর্জগদুৎপত্তিরিষ্যতে। তত্র পরমাণুক্রিয়া কিং পর-

---

কারণকার্য্যয়োর্জনকত্বজন্যত্বনিয়মোঽপি তৈর্ভগ্ন এব। পারিমাণ্ডল্যস্যাণুত্বায়ানারম্ভকত্বস্বীকারাৎ অণুত্বাদ্যোর্মহত্বাদ্যারম্ভকত্বাস্বীকারাচ্চ। তথেতি। তেঽপি প্রদেশাঃ। অংশানন্ত্যেতি। মেরোর্যথানন্তাবয়বত্বং তথা সর্ষপস্যাপীত্যাপদ্যেত। ন চৈতৎ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ন চৈতদিতি। বেদান্তসিদ্ধান্তসম্ভাবিতদোষনিরাসকতয়া সূত্রমেতৎ কেবলাদ্বৈতিভির্ব্যাখ্যাতম্। তন্ন যুক্তম্। তত্র হেতুরস্যেতি॥ ১১॥

উভয়থেত্যেতৎ কেচিদ্ব্যাচক্ষতে। সৃষ্টেঃ প্রাক্ নিশ্চলৌ পরমাণূ ক্রিয়য়া সংযুজ্য দ্ব্যণুকমুৎপাদয়ত ইতি মন্যন্তে। তত্র ক্রিয়ানিমিত্তং কিঞ্চিদ্বাচ্যং ন বা। আদ্যে জীবপ্রযত্নাভিঘাতাদি তন্নিমিত্তং বাচ্যম্। তন্ন সম্ভবেৎ তস্য সৃষ্ট্যু-

---

স্বাংশ দ্বারা, উহা আবার স্বাংশ দ্বারা, এই প্রকার অনবস্থা ঘটে। অনন্ত অংশের সাম্যে মেরু ও সর্ষপের তুল্যতাপ্রসঙ্গ হয়। অতএব মহৎ দীর্ঘ ত্র্যণুক, হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন এবং হ্রস্ব দ্ব্যণুক পরিমণ্ডলোৎপন্ন, এইরূপ উক্তি অকিঞ্চিৎকর। এই সূত্রটি নিজ পক্ষে দোষের নিরাসার্থ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। কারণ, এই পাদটিই পরপক্ষের আক্ষেপার্থক॥ ১১॥

আর কি অসামঞ্জস্য আছে, তাহাই বলিতেছেন;—

পরমাণুক্রিয়াজন্য যে পরমাণুর সংযোগ, তাহা হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদিক্রমেই তার্কিকেরা জগতের উৎপত্তি বলিয়া থাকেন। ঐস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে,

মাণুগতাদৃষ্টজন্যা কিংবাত্মগতাদৃষ্টজন্যেতি। নাদ্যঃ আত্ম-পুণ্যাপুণ্যজন্যাদৃষ্টস্য পরমাণুগতত্বাসম্ভবাৎ। নাপ্যন্ত্যঃ আত্ম-গতেন তেন পরমাণুগতক্রিয়োৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ন চ সংযুক্ত-সমবায়সম্বন্ধাৎ সংভবিষ্যতি নিরবয়বানাং পরমাণূনাং নির-বয়বেনাত্মনা সংযোগানুপপত্তেঃ। তদেবমুভয়থাপি নাদ্য-ক্রিয়াজনকমদৃষ্টম্। জাড্যাচ্চ ন হ্যচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতঃ প্রবর্ত্ততে প্রবর্ত্তয়তি বেতি পরীক্ষিতং প্রাক্। ন চাত্মা বা তৎপ্রবর্ত্তকঃ। তদানুৎপন্নচৈতন্যস্য তস্যাপি তত্ত্বাৎ।

ত্তরকালিকত্বাৎ। দ্বিতীয়ে ক্রিয়ানুৎপত্তিরিত্যুভয়থাপি ন পরমাণুকর্ম্ম। অত-স্তদভাবো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সৃষ্ট্যভাব ইতি। পরমাণুক্রিয়েত্যাদি মূলগ্রন্থঃ স্ফুটার্থঃ। ন চ সংযুক্তেতি। পরমাণুভিঃ সংযুক্তে আত্মনি সমবেতমদৃষ্টং তান্ বিচালয়েৎ। তেন তেভ্যো দ্ব্যণুকান্যুৎপদ্যেরন্নিতি ন চ বাচ্যম্। তত্র হেতুর্নিরবয়বানা-মিতি। অব্যাপ্যবৃত্তিঃ খলু সংযোগো ন স পরমাণুভিঃ সার্দ্ধমাত্মনঃ শক্যো বক্তুমবচ্ছেদকদ্বয়াভাবাদিতিভাবঃ। বৃক্ষঃ কপিসংযোগীত্যত্রাগ্রাবচ্ছেদে কপি-সংযোগো ন তু মূলাবচ্ছেদে ইত্যবচ্ছেদকদ্বয়সব্যপেক্ষঃ স দৃষ্টঃ। যত্তু পরমাণুনা-মাত্মনঃ সংযোগাদিত্যাদিরবচ্ছেদকঃ কল্প্যতে তন্ন চারু তস্যাসম্বন্ধস্য তত্ত্বেঽতি-

---

ঐ পরমাণুর ক্রিয়া পরমাণুগত অদৃষ্ট হইতে অথবা আত্মগত অদৃষ্ট হইতে উৎ-পন্ন? আত্মগত ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য অদৃষ্টের পরমাণুগতত্বের অসম্ভাবনাপ্রযুক্ত প্রথম পক্ষ সঙ্গত হয় না। আবার আত্মগত অদৃষ্ট দ্বারা পরমাণুগত ক্রিয়ার উৎপত্তিও অসম্ভব বলিয়া শেষ পক্ষও অসঙ্গত হইতেছে। সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধে ঐ ক্রিয়ার উৎপত্তিও সম্ভব হয় না। নিরবয়ব পরমাণু সকলের নিরবয়ব আত্মার সহিত সংযোগই অনুপপন্ন হয়। অতএব উভয়থাই আদ্যক্রিয়াজনক অদৃষ্ট সঙ্গত হয় না। জড়ত্ববশতও উহা সঙ্গত হয় না। অচেতন পদার্থ চেতন পদার্থ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াও কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় না বা কাহারও প্রবর্ত্তক হয় না। ইহা পূর্ব্বেই পরীক্ষিত হইয়াছে। আত্মাও উহার প্রবর্ত্তক নহে। প্রবর্ত্তনকালে

ন চাদৃষ্টানুসারীশ্বরেচ্ছা তৎক্রিয়াহেতুঃ তস্যা নিত্যত্বেন নিত্যং তৎপ্রসঙ্গাৎ। ন চাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ প্রতিসর্গে তদভাবঃ তস্যাপি সামগ্রীসত্ত্বেঽনাবশ্যকত্বাৎ। ততশ্চ নিয়তস্য কস্যচিৎ ক্রিয়াহেতোরভাবান্ন সা। পরমাণুষু তদভাবান্ন তৎসংযোগঃ। তদভাবাচ্চ ন দ্ব্যণুকাদিকমিত্যতস্তদভাবঃ সর্গাভাবঃ স্যাৎ ॥ ১২ ॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ১৩ ॥

সমবায়স্বীকারাচ্চাসমঞ্জসং তন্মতম্। কুতঃ সাম্যাদিতি। পরমাণূনাং দ্ব্যণুকৈঃ সহ সমবায়ঃ সম্বন্ধস্তার্কিকৈরঙ্গীকৃতঃ।

প্রসঙ্গাৎ। সম্বন্ধস্য তত্ত্বে তু তত্রাপি তদনন্তরকল্পনেঽনবস্থৈবেতি যৎ কিঞ্চিদেতৎ। তদেতি প্রলয়ে। তস্য জীবাত্মনঃ। তত্বাৎ জড়ত্বাৎ। দেহপ্রতিষ্ঠিতেন মনসা সহাত্মনঃ সংযোগে তত্র জ্ঞানাদিগুণ উৎপদ্যেত। তদা দেহাভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তের্জড় আত্মেত্যর্থঃ। তস্যাদৃষ্টোদ্বোধস্য। কস্যচিদিতি। অদৃষ্টস্য জীবাত্মন ঈশ্বরেচ্ছায়া বেত্যর্থঃ। এবং প্রতিসর্গোঽপি ন স্যাৎ পরমাণূনাং বিভাগায় ক্রিয়োৎপত্তেরসম্ভবাৎ। ন তত্রেশেচ্ছা হেতুঃ তস্য নিত্যত্বেনোক্তদোষাপত্তেঃ। ন চ জীবাদৃষ্টং ভোগার্থত্বেন খ্যাতস্য তস্য প্রলয়ার্থত্বকল্পনাযোগাৎ ॥ ১২ ॥

অনুৎপন্নচৈতন্য পরমাণুর অচেতনত্বই প্রবর্ত্তকতার অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়া দিতেছে। অদৃষ্টানুসারী ঈশ্বরের ইচ্ছাও ঐ ক্রিয়ার হেতু হইতে পারে না। কারণ, সামগ্রীসত্ত্বে উহার আবশ্যকতাই দেখা যায় না। অতএব ক্রিয়ার কোন নিয়ত হেতু না থাকাতে পরমাণুরও ক্রিয়া স্বীকার করা যায় না। আবার ক্রিয়ার অভাবে সংযোগের অভাব, তদভাবে দ্ব্যণুকাদিরও অভাব এবং দ্ব্যণুকাদির অভাবে সৃষ্টিরও অভাব ঘটিতেছে ॥ ১২ ॥

সমবায় স্বীকারেও অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে। সাম্যই উক্ত অসামঞ্জস্যের হেতু। পরমাণু সমূহের দ্ব্যণুক সকলের সহিত সমবায় রূপ সম্বন্ধ তার্কিকেরা স্বীকার

স খলু ন সম্ভবতি। তস্যাপি সম্বন্ধিত্বসাম্যাৎ। তত্রাপি সমবায়াপেক্ষায়ামনবস্থাপত্তেঃ। তথাহি গুণক্রিয়াজাতিবিশিষ্টবুদ্ধিং জনয়ন্ সমবায়স্তৈঃ সম্বন্ধ এব জনয়েদন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ। তথাচ সমবায়ান্তরাঙ্গীকারেঽনবস্থা। স্বরূপমেব তত্র সম্বন্ধ ইতি চেত্তর্হ্যন্যত্রাপি স এবাস্তু কিং তেন। ন চ যুক্তঃ সোঽভ্যুপগন্তুম্। তস্য স্বরূপমাত্রতয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্ম-

---

সমবায়েতি। পরমাণুপ্রভৃতিষ্ববয়বেষু দ্ব্যণুকাদিরবয়বী সমবায়েন তিষ্ঠতি। দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণী। দ্রব্যগুণকর্ম্মসু দ্রব্যত্বাদিকা জাতিশ্চ তেনৈব তিষ্ঠতীতি তার্কিকা মন্যন্তে। নিত্যসম্বন্ধো হি সমবায়ঃ। অথাবয়ববিশিষ্টগুণবিশিষ্টাদিষু তিষ্ঠন্ সমবায়ঃ কেন সম্বন্ধেন তিষ্ঠেদিতি পৃচ্ছায়াং সংযোগেন তিষ্ঠেদিতি ন শক্যং বক্তুং দ্রব্যয়োরেব সংযোগাঙ্গীকারাৎ। সমবায়েন তিষ্ঠেদিতি চেৎ তর্হি সোঽপি সমবায়েনেত্যেবমনবস্থা স্যাদিত্যর্থঃ। এতদ্বিশদয়তি তথাহীতি। তৈর্গুণাদিবিশিষ্টৈঃ সম্বন্ধ এব সন্ সমবায়স্তাং গুণাদিবিশিষ্টবুদ্ধিং জনয়েৎ। অন্যথা তৈরসম্বন্ধস্য তদ্বুদ্ধিজনকত্বস্বীকারে সতীত্যর্থঃ। স্বরূপমেবেতি। সমবায়স্য যৎ স্বরূপং স এব তস্য সম্বন্ধো ন তু সম্বন্ধান্তরং তেন নানবস্থেতি চেৎ উচ্যতে। তর্হ্যন্যত্র সংযোগাদাবপি স এব স্বরূপসম্বন্ধ এবাস্তু কিং তেন সমবায়েন সংযোগাদের্গুণপরিভাষায়াঃ কল্পিতত্বাৎ ন তয়া সমুদ্ধার ইতি ভাবঃ। বেদান্তিনস্তু তত্র তত্র বিশেষণতৈব সম্বন্ধো বোধ্যঃ। ন চেতি। স স্বরূপসম্বন্ধঃ।

করিয়া থাকেন। ঐ সমবায় সম্বন্ধই সম্ভব হয় না। সম্বন্ধিত্বে উহার সাম্য দেখা যায়। বিশেষত সমবায়েরও সমবায়াপেক্ষায় অনবস্থাপত্তি ঘটে। সমবায় গুণক্রিয়াজাতিবিশিষ্টবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া বস্তু সকলের গুণক্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধই স্থাপন করে। অন্যথা উহার অতিপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। আবার সমবায়ান্তরের স্বীকারে অনবস্থাই হয়। উহাকে যদি স্বরূপ সম্বন্ধই বলা যায়, তাহা হইলে এই স্থলেও তাহাই বলিতে পারা যায়। পৃথক্ সমবায় স্বীকারের কোন কারণই দেখা যায় না। এইরূপে সমবায় অস্বীকার করিয়া স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকারেও স্বরূপমাত্র রূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্মের উপপত্তিরূপ

প্রাপ্তেঃ। কিঞ্চ সমবায়বাদিনাং বায়ৌ গন্ধঃ পৃথিব্যাং শব্দ আত্মনি রূপং তেজসি বুদ্ধিরিত্যাপদ্যেত। সমবায়স্যৈকত্বেন তত্তৎসমবায়স্য তত্র সত্ত্বাৎ। ন চ তন্নিরূপিতঃ স নাস্তীতি বোধ্যং তত্তন্নিরূপিতত্বস্যাপি স্বরূপমাত্রত্বেন তস্যাপি তত্ত্বাৎ। অতিরিক্তস্য চ নিয়তপদার্থবাদেঽসম্ভবাৎ। তস্মাদ্বিরুদ্ধস্তর্কসময়ঃ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্মপ্রাপ্তিং প্রপঞ্চয়তি সমবায়বাদিনামিত্যাদিনা। সমবায়স্যৈকত্বেনেতি। গন্ধাদিসমবায়স্য বায্বাদিষ্বপি সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। ন চ তদিতি। গন্ধনিরূপিতঃ সমবায়ো ন বায়ৌ শব্দনিরূপিতস্য ন পৃথিব্যামিতি নাতিপ্রসঙ্গ ইতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুস্তত্তদিতি। সমবায়স্য যৎ গন্ধাদিনিরূপিতত্বং তৎ কিল সমবায়স্বরূপান্নাতিরিক্তমতস্তস্যাপি গন্ধাদিনিরূপিতসমবায়স্যাপি তত্ত্বাৎ বায্বাদৌ স্থিতত্বাৎ। তেন চ সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্মপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। অত্রৈব কেচিদ্ব্যাচক্ষতে সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ তর্কসিদ্ধান্তো বিরুদ্ধঃ। নন্বু তদভ্যুপগমে কো দোষস্তত্রাহ সাম্যাদনবস্থিতেরিতি। দ্ব্যণুকং পরমাণুভ্যামত্যন্তং ভিন্নং সৎ সমবায়মপেক্ষতে। এবং সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যামত্যন্তং ভিন্নঃ সন্নন্যেন সমবায়েন তাভ্যাং সম্বধ্যেত। ভিন্নত্বসাম্যাদসম্বন্ধস্য চ সম্বন্ধত্বাদর্শনাৎ। তথাচ তস্যাপি তৎসাম্যাৎ সমবায়ান্তরমিত্যনবস্থাপত্তিঃ। স্বরূপস্য সম্বন্ধত্বে তু সমবায়বিলোপপ্রসঙ্গ ইতি ॥ ১৩ ॥

দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আরও সমবায়বাদীর বায়ুতে গন্ধ, পৃথিবীতে শব্দ, আত্মাতে রূপ, তেজে বুদ্ধি প্রভৃতির অবস্থানেরও আপত্তি হয়। সমবায়ের একত্ব প্রযুক্ত তত্তৎসমবায়ের সেই সেই বস্তুতে স্থিতি হইতেই ঐ দোষ আপতিত হয়। তত্তন্নিরূপিত সমবায় সেই সেই বস্তুতে নাই, এরূপও বলা যায় না। কারণ, তত্তন্নিরূপিতত্বও স্বরূপমাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তাদৃশ নিরূপিতত্বের অস্তিত্ব অপরিহার্য্য। নিয়ত পদার্থবাদে অতিরিক্ত পদার্থ অসম্ভব। অতএব তর্কসময় বিরুদ্ধই হইতেছে ॥ ১৩ ॥

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ১৪ ॥

সমবায়স্য নিত্যত্বস্বীকারাত্তৎসম্বন্ধিনোঽপি জগতো নিত্যত্বপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসং তন্মতম্ ॥ ১৪ ॥

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥

পার্থিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং পরমাণূনাং রূপরসগন্ধ-স্পর্শবত্ত্বাঙ্গীকারাত্তেষু নিত্যত্বনিরবয়বত্ববিপর্য্যয়োঽনিত্যত্ব-সাবয়বত্বপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ রূপাদিমতি ঘটাদৌ তথা দর্শনা-দিতি স্বীকারপরিত্যাগাদসমঞ্জসং তন্মতম্ ॥ ১৫ ॥

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥

পরমাণূনাং রূপাদ্যনঙ্গীকারে স্থূলপৃথিব্যাদেরপি তদ-ভাবাপ্তিঃ। তৎপরিজিহীর্ষয়া রূপাদ্যঙ্গীকারে তু প্রাগুক্ত-দোষ ইত্যুভয়থা ক্ষোদাক্ষমত্বাদসমঞ্জসং তন্মতম্ ॥ ১৬ ॥

নিত্যমিতি। সম্বন্ধনিত্যত্বং খলু সম্বন্ধিনিত্যত্বমন্তরা ন সম্ভবতীতি ভাবঃ। অত্র ব্যাচক্ষতে। পরমাণবশ্চেৎ প্রবৃত্তিস্বভাবাস্তদা নিত্যং সর্গপ্রসঙ্গঃ নিবৃত্তি-স্বভাবাশ্চেন্নিত্যং প্রলয়প্রসঙ্গ ইত্যুভয়নিত্যতাপত্তেরসমঞ্জসস্তর্কসময় ইতি ॥১৪॥

রূপাদিমত্ত্বাদিতি। পার্থিবাদয়ঃ পরমাণবো রূপাদিমন্তো নিত্যাশ্চেতি তার্কিকসিদ্ধান্তঃ। স ন যুক্তঃ। তেঽনিত্যাঃ স্থূলাশ্চ রূপাদিমত্ত্বাদ্ঘটাদিবদিতি বিপরীতানুমানসত্ত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

আবার সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার হেতু তৎসম্বন্ধি জগতের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ দেখিয়া উক্ত মতকে অসমঞ্জসই বলিতে হইতেছে ॥ ১৪ ॥

বিশেষত পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু সকলের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-বিশিষ্টতার অঙ্গীকারবশত উহাদের নিত্যত্ব, নিরবয়বত্ব প্রভৃতির বিপর্য্যয় অর্থাৎ অনিত্যত্ব ও সাবয়বত্ব প্রভৃতির প্রাপ্তি হয়। কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি দ্রব্যে অনিত্যত্বাদিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ স্বীকার ও পরিত্যাগ হইতে উক্ত মতের অসামঞ্জস্যই স্থির হইতেছে ॥ ১৫ ॥

অথ সর্ব্বথানুপাদেয়ত্বমুপদিশন্নুপসংহরতি—

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥

কপিলাদিমতানাং কেনচিদংশেন শিষ্টৈর্মন্বাদিভিঃ পরিগ্রহাৎ কথঞ্চিদপেক্ষা স্যাৎ। অস্য তু পরমাণুকারণবাদস্য বেদবিরুদ্ধস্য তৈঃ কেনাপ্যংশেনাপরিগ্রহাদসঙ্গতেশ্চ নাত্র শ্রেয়োঽর্থিনামপেক্ষা স্যাদিতি ॥ ১৭ ॥

উভয়থেতি। তদভাবপ্রাপ্তিঃ রূপাদ্যভাবপ্রসঙ্গঃ। তৎপরিজিহীর্ষয়েতি স্থূলপৃথিব্যাদিষু রূপাদ্যভাবপ্রসঙ্গো মাভূদিতি তদ্দোষপরিহারেচ্ছয়া পুনঃ পরমাণুষু রূপাদ্যঙ্গীকারে সতি তেষনিত্যত্বস্থূলত্বরূপপূর্ব্বোক্তদোষাপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

অপরিগ্রহাদিতি। কেনচিদংশেনেতি। সৎকার্য্যতাদ্যংশেনেতি বোধ্যম্। অসঙ্গতেশ্চেতি। ইয়ঞ্চ পূর্ব্বব্যাখ্যানেষু বিস্ফুটৈব দ্রষ্টব্যা। শ্রেয়োঽর্থিনাং পরমার্থলিপ্সূনাম্। তর্কশাস্ত্রনিষ্ঠা চ দুর্যোনিপ্রদেত্যুক্তং মোক্ষধর্ম্মে—আন্বিক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্। তস্যৈব ফলনির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং বনে মমেতি ॥ ১৭ ॥

আবার পরমাণু সকলের রূপাদির অনঙ্গীকারে স্থূল পৃথিব্যাদিরও রূপাদির অভাব ঘটে। সুতরাং তৎপরিহারার্থ পৃথিবী প্রভৃতিতে রূপাদির অঙ্গীকারেও পূর্ব্বোক্ত দোষেরই আপত্তি হয়। এইরূপে উভয়থাই অপরিহার্য্য দোষ বশত উক্ত মত অশ্রদ্ধেয় হইতেছে ॥ ১৬ ॥

অনন্তর সর্ব্বপ্রকারেই উক্ত মতের অনুপাদেয়ত্ব উপদেশ করিবার নিমিত্ত পরবর্ত্তী উপসংহার সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ;—

শিষ্ট মনু প্রভৃতি ঋষি সকল কপিলাদিমতের কোন কোন অংশ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তদ্বিষয়ে অপেক্ষা করিলেও করা যাইতে পারে। কিন্তু এই পরমাণুকারণবাদ বেদবিরুদ্ধ। বিশেষত ইহার কোন অংশই কোন শিষ্ট কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয় নাই, অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পুরুষমাত্রই ইহাতে অপেক্ষা করিবেন না ॥ ১৭ ॥

ইদানীং বুদ্ধমতং নিরাক্রিয়তে। তত্র বুদ্ধমুনের্বৈভাষিক-সৌত্রান্তিকযোগাচারমাধ্যমিকাখ্যাশ্চত্বারঃ শিষ্যাঃ। তেষু বাহ্যঃ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ প্রত্যক্ষ ইতি বৈভাষিকঃ। বুদ্ধিবৈচিত্র্যা-দর্থোঽনুমেয় ইতি সৌত্রান্তিকঃ। অর্থশূন্যং বিজ্ঞানমেব পরমার্থসৎ বাহ্যার্থস্তু স্বাপ্নতুল্য ইতি যোগাচারঃ। সর্ব্বং শূন্যমিতি মাধ্যমিকঃ। ইত্যেবং তে মতানি দধ্রুঃ। ভাবপদার্থঃ সর্ব্বত্র ক্ষণিকঃ। তত্রাদ্যৌ ভূতভৌতিকশ্চিত্তচৈত্যশ্চেতি

ইদানীমিতি। তার্কিকমতনিরাসানন্তরমিত্যর্থঃ। তার্কিকো হর্দ্ধবৈনাশিকঃ দেহাত্মনোঃ ক্রমাদ্বিনাশস্থৈর্য্যাভ্যুপগমাৎ। বৈভাষিকাদিস্তু পূর্ণবৈনাশিকঃ দেহাদেঃ সর্ব্বস্য ক্ষণবিনাশিত্বাভ্যুপগমাৎ। তদনয়োঃ পৌর্ব্বোত্তর্য্যেণ নিরাসো যুক্তঃ। মা ভূদসঙ্গতেন শিষ্টানঙ্গীকৃতেন তর্কসিদ্ধান্তেন বেদান্তসমন্বয়বিরোধঃ। বৈভাষিকসিদ্ধান্তেন তস্মিন্ স স্যাৎ তস্য সর্ব্বজ্ঞেন ভগবতা বুদ্ধেনোপদেশাৎ। তদুপদিষ্টস্য ভূতদয়াখ্যস্য ধর্ম্মস্য শিষ্টৈঃ স্বীকারাচ্চেতি প্রত্যুদাহরণাদাক্ষেপঃ। তত্র বুদ্ধমুনেরিতি। বুদ্ধেন স্বাগমে চাতুর্বিধ্যেনার্থা বর্ণিতাঃ। তে চার্থাশ্চতুর্ভি-র্বৈভাষিকাদ্যৈঃ শিষ্যৈঃ স্ববাসনানুসারেণ গৃহীতা ইত্যর্থঃ। তেম্বিতি। বৈভাষিক-সৌত্রান্তিকয়োঃ সিদ্ধান্তে জ্ঞানং তদ্ভিন্নাঃ পদার্থাশ্চ সর্ব্বে ক্ষণিকাঃ সত্যাশ্চ ভবন্তি। ইয়াংস্তু বিশেষঃ। বৈভাষিকো ঘটাদিঃ প্রত্যক্ষ ইতি মন্যতে। সৌত্রা-ন্তিকস্তু জ্ঞানে ঘটাদ্যাকারে জাতে তেনাকারেণ প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষো ঘটাদি-রনুমীয়ত ইতি বদতি। তদনয়োঃ সিদ্ধান্তং বাহ্যার্থাস্তিত্বাবিশেষাদেকী-

---

তদনন্তর বৌদ্ধমত নিরাকৃত হইতেছে। বুদ্ধমুনির চারি শিষ্য;—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। বৈভাষিকের মতে বাহ্যবস্তুমাত্রই প্রত্যক্ষ। সৌত্রান্তিকের মতে বস্তুমাত্রই বুদ্ধির বৈচিত্র্য হইতে অনুমেয়। যোগাচারের মতে বস্তুমাত্রই অসৎ। বিজ্ঞানই একমাত্র পরমার্থভূত সৎ বস্তু। বাহ্য বস্তু সকল স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা। মাধ্যমিকের মতে সকলই শূন্য। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের এইপ্রকার মত। ভাব পদার্থমাত্রই ক্ষণিক। তন্মধ্যে ভূত-ভৌতিক

সমুদায়দ্বয়ং মন্যেতে। তথাহি রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞা-সংস্কারাখ্যাঃ পঞ্চ স্কন্ধাঃ ভবন্তি। তেষু খরস্নেহোষ্ণচলন-স্বভাবাঃ পার্থিবাদয়শ্চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবঃ পৃথিব্যাদিভূত-চতুষ্টয়রূপেণ সংহন্যন্তে। তচ্চতুষ্টয়ঞ্চ দেহেন্দ্রিয়বিষয়-রূপেণেতি স এষ ভূতভৌতিকাত্মা রূপস্কন্ধো বাহ্যসমু-দায়ঃ। অহংপ্রত্যয়সমারূঢ়ো জ্ঞানসন্তানো বিজ্ঞানস্কন্ধঃ। স এষ কর্ত্তা ভোক্তা চাত্মা। সুখবেদনা দুঃখবেদনা চ বেদনা-স্কন্ধঃ। দেবদত্তাদি নামধেয়ং সংজ্ঞাস্কন্ধঃ। রাগদ্বেষমোহাদি-শ্চৈতসিকো ধর্ম্মঃ সংস্কারস্কন্ধঃ। ত এতে চত্বারঃ স্কন্ধা-

কৃত্য প্রত্যাখ্যাতুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি তত্রাদ্যাবিত্যাদিনা। তথাহীতি। পার্থিবাদয়শ্চতুর্বিধাঃ পরমাণবো যুগপৎ পুঞ্জীভূতাঃ সন্তঃ পৃথিব্যাদীনি চত্বারি ভূতানি ভবন্তি। তানি চত্বারি পুনর্দেহেন্দ্রিয়বিষয়রূপাণি ভৌতিকান্যুচ্যন্তে। তানীমানি ভূতভৌতিকানি পরমাণুপুঞ্জব্যতিরিক্তানি ন সন্তীতি পরমাণুহেতু-কোঽয়ং বাহ্যসমুদায়ো রূপস্কন্ধ ইত্যর্থঃ। বিজ্ঞানাদিস্কন্ধচতুষ্কহেতুকস্ত্বান্তর-সমুদায় আধ্যাত্মিকঃ। তং প্রতিপাদয়ত্যহমিত্যাদিনা। জ্ঞানসন্তান আলয়-বিজ্ঞানপ্রবাহঃ। সুখাদিপ্রত্যয়ো বেদনাস্কন্ধঃ। মনুষ্যো গৌরশ্ব ইত্যাদিবিশিষ্ট-বস্তুবিষয়কঃ সবিকল্পপ্রত্যয়ঃ সংজ্ঞাস্কন্ধঃ। রাগেতি। আদিশব্দেন ধর্ম্মাধর্ম্মৌ

ও চিত্ত-চৈত্ত, এই দুইটি 'সমুদায়' স্বীকৃত হইয়া থাকে। উক্তমতে রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার, এই পাঁচটি স্কন্ধ। খরস্বভাব, স্নেহস্বভাব, উষ্ণস্বভাব ও চলনস্বভাব, এই চতুর্বিধ পার্থিবাদি পরমাণু সকলই পৃথিব্যাদিভূতচতুষ্টয়-রূপে পুরিণত হইয়া থাকে। উক্ত ভূতচতুষ্টয়ই আবার দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় রূপে প্রকাশ পায়। রূপস্কন্ধ, ভূত-ভৌতিকাত্মক বাহ্যবস্তু। অহং-প্রত্যয়-সমারূঢ় জ্ঞানসমূহই বিজ্ঞানস্কন্ধ। আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা। সুখবেদনা ও দুঃখবেদনাই বেদনাস্কন্ধ। দেবদত্তাদি সংজ্ঞাই সংজ্ঞাস্কন্ধ। রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি চিত্তের ধর্ম্মই সংস্কারস্কন্ধ। এই চারিটি স্কন্ধের সাধারণ নামই চিত্ত-

শ্চিত্তচৈত্তিকাঃ কথ্যন্তে। সর্ব্ববৃবহারাস্পদত্বেন চান্তঃ সং-হন্যন্তে। তদয়মান্তরঃসমুদায়শ্চতুস্কন্ধীরূপঃ। ইদমেব সমুদায়-দ্বয়মশেষং জগৎ। এতদন্যদাকাশাদিকমবস্তুভূতমিতি। অত্র সংশয়ঃ। এষা সমুদায়দ্বয়কল্পনা যুক্তা ন বেতি। এতেনৈব জগদ্ব্যবহারোপপত্তের্যুক্তেতি প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে—

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥

যোঽয়মুভয়সংঘাতহেতুক উভয়বিধঃ সমুদায়ো নিরূপিত-স্তস্মিন্ স্বীকৃতেঽপি তদপ্রাপ্তির্জগদাত্মকসমুদায়াসিদ্ধিঃ। সমুদায়িনামচেতনত্বাদন্যস্য চ সংহন্তুঃ স্থিরচেতনস্যাভাবাৎ। স চ ভাবক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। স্বতঃ প্রবৃত্ত্যুরীকৃতৌ তৎ-সাতত্যপ্রসঙ্গঃ। তস্মাদযুক্তা তৎকল্পনা ॥ ১৮ ॥

গ্রাহ্যৌ। এষু চতুর্ষু বিজ্ঞানস্কন্ধশ্চিত্তমিত্যাত্মেতি চ কথ্যতে। ইতরে চৈত্যা ভণ্যন্তে। তদেবং দ্বিবিধসমুদায়রূপং নিখিলং জগদিতি। অত্রেতি। সোঽয়ং বৈভাষিকাদিসিদ্ধান্তো বিষয়ঃ। স চ প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সংশয়ে সর্ব্ব-জ্ঞোপদিষ্টত্বাৎ প্রমাণমূল ইতি প্রাপ্তে নিরাচষ্টে।

চৈত্তিক। সমস্ত ব্যবহারের আস্পদরূপে উহারা অন্তরেই মিলিত হইয়া থাকে। অতএব এই আন্তর সমুদায়ই চতুস্কন্ধরূপ। উক্ত সমুদায়দ্বয় লইয়াই অশেষ জগৎ। এতদ্ভিন্ন আকাশাদি পদার্থ অবস্তুভূত। এস্থলে সংশয় এই—উক্ত সমুদায়দ্বয়ের কল্পনা যুক্ত কি অযুক্ত? ইহা দ্বারাই জগদ্ব্যবহারের উপপত্তি প্রযুক্ত উক্ত কল্পনা যুক্তই হইতেছে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ বলিতে-ছেন ;—

এই যে উভয়সঙ্ঘাতহেতুক উভয়বিধ সমুদায় নিরূপিত হইয়াছে, তৎ-স্বীকারেও তাহার অপ্রাপ্তি অর্থাৎ জগদাত্মক সমুদায়ের অসিদ্ধি হইতেছে। সমুদায়ী সকলের অচেতনত্ব এবং তদন্য স্থিরচেতন সঙ্ঘাতের অভাব প্রযুক্তই ঐ দোষ ঘটিতেছে। কারণ, উক্ত মতে সর্ব্বত্রই ভাবক্ষণিক অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

নমু সৌগতসময়ে বিদ্যাদয়ো মিথো হেতুফলভাবমাপন্নাঃ স্বীক্রিয়ন্তে অপ্রত্যাখ্যেয়াশ্চ তে সর্ব্বেষাং তেষু চ মিথস্তথাভাবেন ঘটীযন্ত্রবৎ সন্ততমাবর্ত্তমানেষ্বর্থাক্ষিপ্তঃ সঙ্ঘাতস্তমন্তরেণৈষামসিদ্ধেঃ। তে চাবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং

সমুদায় ইতি। উভয়হেতুকঃ পরমাণুহেতুকো বাহ্যসমুদায়শ্চতুস্কন্ধীহেতুক আন্তরসমুদায় ইত্যর্থঃ। সূত্রশেষং দর্শয়তি সমুদায়িনামিতি। স চেতি স্থিরচেতনাভাবঃ॥ ১৮॥

পুনরাশঙ্কতে নন্বিতি। তমন্তরেণেতি। সঙ্ঘাতং বিনাবিদ্যাদীনামসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। আধারং বিনাধেয়স্থিতির্ন সম্ভবেদিতি ভাবঃ। তে চাবিদ্যেতি। বিজ্ঞানস্কন্ধস্যাত্মনঃ ক্ষণিকত্বাদবিদ্যা ক তিষ্ঠেৎ ক বা রাগদ্বেষাদিরূপো জায়েতেতি চ বোধ্যম্। ক্ষণিকেষ্বপি স্থিরত্বাদিভ্রান্তিরবিদ্যা তয়া সংস্কারাখ্যো রাগদ্বেষাদির্জন্যতে। তেন সংস্কারেণ গর্ভস্থাদ্যং বিজ্ঞানং জন্যতে। তেন বিজ্ঞানেন পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়ং শরীরস্য সমুদায়স্য হেতুভূতং নাম জন্যতে। নামাশ্রয়ত্বাৎ তচ্চতুষ্টয়ং নামেত্যুক্তম্। তেন নাম্না সিতাসিতাদিরূপং শরীরং জন্যতে। রূপাশ্রয়ত্বাৎ শরীরং রূপমিত্যুক্তম্। গর্ভভূতস্য শরীরস্য কললবুদ্বুদাদ্যবস্থা নামরূপশব্দার্থঃ। তেন রূপেণ ষড়ায়তনমিন্দ্রিয়বৃন্দং জন্যতে। পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়ং শরীরং বিজ্ঞানধাতুশ্চেতি ষট্ যস্যায়তনানি তদিত্যর্থঃ। তেন ষড়ায়তনেন নামরূপেন্দ্রিয়াণাং মিথঃ সম্বন্ধঃ স্পর্শো জন্যতে। তস্মাৎ সুখাদিবেদনাদয়স্ততঃ পুন-

স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকারেও তৎসাতত্য প্রসঙ্গ হয়। অতএব তৎকল্পনা অযুক্তই হইতেছে॥ ১৮॥

যদি বল, সৌগতসময়ে অর্থাৎ বৌদ্ধমতে অবিদ্যাদি পদার্থ সকল পরস্পর হেতুভাব ও ফলভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই রূপই স্বীকৃত হয়। উহা সকলেরই অপ্রত্যাখ্যেয় হইতেছে। যে হেতু উহাদিগের পরস্পর হেতুফলভাব দ্বারা ঘটীযন্ত্রের ন্যায় সন্তত আবর্ত্তমান ঐ সকল পদার্থে সঙ্ঘাত অর্থ দ্বারাই আক্ষিপ্ত হইতেছে। সঙ্ঘাত ব্যতিরেকে অবিদ্যা প্রভৃতিরই অসিদ্ধি হয়।

নামরূপং ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনা তৃষ্ণোপাদানং ভবো জাতির্জরা মরণং শোকঃ পরিদেবনা দুঃখং দুর্ম্মনস্তা চেতি। তত্রাহ—

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥১৯॥

প্রত্যয়শব্দো হেতুবাচী। অবিদ্যাদীনাং পরস্পরহেতুত্বাদুপপন্নঃ সঙ্ঘাত ইতি যদুক্তং তন্ন। কুতঃ উৎপত্তীতি। তেষাং পূর্ব্বপূর্ব্বমুত্তরোত্তরস্যোৎপত্তিমাত্রং প্রতি নিমিত্তং স্যান্ন তু সঙ্ঘাতং প্রতি কিঞ্চিৎ তদস্তীতি। কিঞ্চ ভোগার্থং সঙ্ঘাতঃ। ন চ ক্ষণিকেষ্বাত্মসু ভোগঃ সম্ভবতি। তদ্ধেতোর্ধর্ম্মাধর্ম্মাদেস্তৈঃ পূর্ব্বমসম্পাদনাৎ। ন চ তৎসন্তানেন স সম্পাদিতঃ।

রবিদ্যাদয়ো যথোক্তরীত্যা ভবন্তীত্যনাদিরিয়মন্যোন্যমূলাবিদ্যাদিকা চক্রপরিবৃত্তির্ভূতভৌতিকসঙ্ঘাতাদৃতে ন সম্ভবতীতি তৎসঙ্ঘাতোঽর্থাক্ষিপ্ত ইত্যর্থঃ।

ইতরেতরেতি। প্রত্যয়শব্দো হেতুবাচীতি। প্রত্যয়োঽধীনশপথজ্ঞানবিশ্বাসহেতুষ্বিতি নানার্থবর্গঃ। তন্নিরুক্তিস্তু কার্য্যং প্রত্যেতি জনকত্বেন গচ্ছতীতি। কিঞ্চিদিতি। কিঞ্চিৎ নিমিত্তং স্থিরচেতনরূপং ত্বয়াঙ্গীকৃতং নাস্তী-

---

অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদনা, দুঃখ ও দুর্মনস্ব, এই গুলিরই নাম সঙ্ঘাত। তদ্বিষয়ে বলিতেছেন ;—

প্রত্যয়শব্দ হেতুবাচী। অবিদ্যাদির পরস্পর হেতুত্ব প্রযুক্ত সঙ্ঘাত উপপন্নই হইতেছে, এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইতেছে না। কারণ, উহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব উত্তরোত্তরের উৎপত্তিমাত্রের প্রতি কারণ হয়, কিন্তু সঙ্ঘাতের প্রতি নিমিত্ততা দৃষ্ট হয় না। আরও সঙ্ঘাত ভোগের জন্যই। ক্ষণিক আত্মাতে ভোগের সম্ভাবনা নাই। আত্মা সকল কর্ত্তৃক ভোগহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মাদির পূর্ব্বে সম্পাদন না হওয়াতেই ভোগের অসম্ভাবনা হয়। আত্ম-

তস্য স্থায়িত্বে সর্ব্বক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞাব্যাকোপাৎ। ক্ষণিকত্বে প্রাগুক্তদোষানতিবৃত্তেঃ। তস্মাদসঙ্গতঃ সৌগতসময়ঃ ॥ ১৯ ॥

ইদানীমবিদ্যাদীনাং মিথো হেতুত্বং দূষয়তি।

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥

নেত্যনুবর্ত্ততে। ক্ষণভঙ্গবাদিনো মন্যন্তে উত্তরস্মিন্ ক্ষণে উৎপদ্যমানে পূর্ব্বঃ ক্ষণো নিরুধ্যেত ইতি। উত্তরক্ষণবর্ত্তিনি কার্য্যে জায়মানে সতি পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তি কারণং বিনশ্যতীতি তদর্থঃ। ন চৈবমুরীকুর্ব্বতাবিদ্যাদীনাং মিথো হেতুহেতুমদ্ভাবঃ শক্যো বিধাতুং নিরুদ্ধস্য পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিনো নিরুপাখ্য-

ত্যর্থঃ। তদ্ধেতোর্ভোগজনকস্য। নৈরাত্মভিঃ। ন চ তদিতি। আত্মসন্তানেন ধর্ম্মাধর্ম্মাদির্ন কৃত ইত্যর্থঃ। তস্যেতি। তস্যাত্মসন্তানস্য নিত্যত্বেঽভিমতে সর্ব্বো ভাবঃ ক্ষণিক ইতি তব প্রতিজ্ঞা ভজ্যেতেত্যর্থঃ। সৌগতসময়ো বুদ্ধ-সিদ্ধান্তঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধ ইত্যমরঃ। সন্তানঃ কারণং মৃদাদি সন্তানি কার্য্যং ঘটাদিরিতি বোধ্যম্ ॥ ১৯ ॥

উত্তরেতি। উরীকুর্ব্বতা স্বীকুর্ব্বতা সৌগতেন ॥ ২০ ॥

সন্তান দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মাদির উৎপত্তি, এরূপও বলা যায় না। কারণ, উহার স্থায়িত্ব স্বীকারে সর্ব্বক্ষণিকত্ব প্রতিজ্ঞার ব্যাঘাত হয়। আবার ক্ষণিকত্ব বলিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। অতএব সৌগত মত অসঙ্গতই হইতেছে ॥ ১৯ ॥

এক্ষণে অবিদ্যাদির পরস্পরহেতুত্বে দোষারোপ করিতেছেন ;—

পূর্ব্বসূত্র হইতে ন অনুবর্ত্তিত হইবে। ক্ষণভঙ্গবাদীরা বিবেচনা করেন যে, উত্তরক্ষণোৎপত্তিতে পূর্ব্বক্ষণ নিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ উত্তরক্ষণবর্ত্তী কার্য্য জায়মান হইলে, পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী কারণের বিনাশ হয়। এইরূপ বলিলেও অবিদ্যাদির পরস্পর হেতুত্বে হেতুহেতুমদ্ভাব স্থাপন করিতে পারা যায় না। কারণ, পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী

স্বেনোত্তরক্ষণবর্ত্তিহেতুতানুপপত্তেঃ। কারণং হি কার্য্যানুস্যূতং দৃষ্টম্॥ ২০॥

অসতঃ সদুৎপত্তিং তে মন্যন্তে। নানুপমর্দ্য প্রাদুর্ভাবাদিতি। তাং দূষয়তি।

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা॥ ২১॥

অসত্যুপাদানে চেৎ কার্য্যং তদা স্কন্ধহেতুকা সমুদায়োৎপত্তিরিতি প্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বং চোৎপদ্যেত উৎপন্নঞ্চাসৎ। অন্যথোপাদানাচ্চেৎ কার্য্যং তর্হি যৌগপদ্যং কার্য্যকারণয়োঃ সহাবস্থিতিঃ স্যাৎ কার্য্যানুস্যূতস্যোপাদান-

---

অসদুৎপত্তিবাদং দূষয়তি অসত ইত্যাদিনা। তে বৈভাষিকাঃ সৌত্রান্তিকাশ্চ তত্র তদ্বাক্যং প্রমাণয়তি নানুপমর্দ্যেতি। বীজমনুপমর্দ্য নাঙ্কুরঃ প্রাদুর্ভবেদতোঽসতঃ তদুৎপত্তিঃ সিদ্ধা।

অসতীতি। বীজস্যোপমর্দ্দিতত্বাদুপাদানস্য তস্যাসদ্রূপত্বম্। সর্ব্বদেতি। সর্ব্বস্মিন্ কালে দেশে চাসতঃ সৌলভ্যাৎ সর্ব্বং কার্য্যং তত্র তত্র জায়েতেত্যর্থঃ।

নিরুদ্ধ কারণের নিরুপাখ্যত্ব অর্থাৎ অসত্ত্ব প্রযুক্ত উত্তরক্ষণহেতুতার অনুপপত্তি হয়॥ ২০॥

কারণমাত্রই কার্য্যে অনুস্যূত দেখা যায়। বীজের অনুপমর্দ্দনেই অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীরা অসৎ হইতেই সতের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। সম্প্রতি উক্ত মতে দোষারোপ করিতেছেন;—

উপাদান না থাকিলেও যদি কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, "সমুদায়োৎপত্তিঃ স্কন্ধহেতুকা," অর্থাৎ স্কন্ধরূপ হেতু হইতে সমুদায়ের উৎপত্তি হয়, এই যে প্রতিজ্ঞা, তাহার ভঙ্গ হয়। বিশেষত তাহা হইলে, সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র সকল বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারিত। আবার অসৎ হইতে উৎপন্ন কার্য্যকেও অসৎই বলিতে হয়। উপাদান, কার্য্যে অনুস্যূতই থাকে। ঐ অনুস্যূত উপাদান যদি অসৎ না হইয়া সৎই হয়, তাহা হইলে, কার্য্য যে উপাদান

ত্বাৎ। তথাচ ভাবক্ষণিকত্বমতভঙ্গঃ। তস্মান্নাসতঃ তদুৎপত্তিঃ॥ ২১॥

দীপস্যেব ঘটাদের্নিরন্বয়ং বিনাশং মন্যন্তে। তং দূষয়তি।

প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ॥ ২২॥

ভাবানাং ধীপূর্ব্বকো ধ্বংসঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ। তদ্বিলক্ষণস্ত্বপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ। আবরণাভাবমাত্রমাকাশম্। এতত্ত্রয়ং নিরুপাখ্যং শূন্যমিতিযাবৎ। তদন্যৎ সর্ব্বং ক্ষণিকম্। যদুক্তম্। বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকং চেতি। তত্রাকাশং পরত্র নিরাকরিষ্যতি। নিরোধৌ তাবন্নিরা-

উৎপন্নমিতি। জাতকার্য্যগসন্নিরূপাখ্যং স্যাৎ। তদ্ধেতোরসত্বাদিত্যর্থঃ। সহাবস্থিতিরেকস্মিন্ কালেঽবস্থানম্॥ ২১॥

দীপস্যেতি। নিরন্বয়ং নিরবশেষম্।

প্রতিসংখ্যেতি। প্রতিকূলাসন্তং ঘটমসন্তং করোমীত্যেবংলক্ষণা সংখ্যাবুদ্ধিঃ প্রতিসংখ্যা তয়া নিরোধো নাশঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ তদ্বিলক্ষণস্ত্বন্য ইত্যর্থঃ। নিরুপাখ্যং তুচ্ছমবস্তুভূতমিতি যাবৎ। বুদ্ধীতি। ত্রয়াৎ নিরোধদ্বয়াকাশরূপাৎ

হইতে উৎপন্ন হইত, সেই উপাদানের সহিত সর্ব্বদাই একত্র অবস্থান করিত। সুতরাং ভাবক্ষণিকত্ব মতেরও ভঙ্গ হইত। অতএব অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কোনরূপেই স্বীকার্য্য হইতে পারে না॥ ২১॥

অনন্তর যাঁহারা দীপের ন্যায় ঘটাদির নিরবশেষে বিনাশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে দোষারোপ করিতেছেন;—

ভাব সকলের বুদ্ধিপূর্ব্বক ধ্বংসের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং তদ্বৈপরীত্যই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। আবরণাভাবমাত্রই আকাশ। এই তিনটিই নিরুপাখ্য অর্থাৎ শূন্য। তদ্ভিন্ন আর সকলই ক্ষণিক। উক্ত হইয়াছে—'নিরোধদ্বয় ও আকাশ, এই পদার্থ তিনটি হইতে ভিন্ন পরমাণু ও পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থ সকল বুদ্ধিগম্য, সংস্কৃত ও ক্ষণিক। তন্মধ্যে আকাশ পরে নিরাকৃত হইবে। সম্প্রতি

করোতি প্রতিসংখ্যেতি। এতয়োর্নিরোধয়োরপ্রাপ্তিরসম্ভবঃ স্যাৎ। কুতঃ অবিচ্ছেদাৎ। সতো নিরন্বয়বিনাশাভাবাৎ। অবস্থান্তরাপত্তিরেব সতো দ্রবস্যোৎপত্তির্বিনাশশ্চ। অবস্থাশ্রয়ো দ্রব্যং ত্বেকং স্থায়ীতি। ন চ দীপনাশস্য নিরন্বয়ত্ববীক্ষণাদন্যত্রাপি তথাস্ত্বিতি বাচ্যম্ অবস্থান্তরাপত্তেরেবান্যত্র নাশত্বে নিশ্চিতে দীপেঽপি তস্যা এব তত্ত্বেন নিশ্চেয়ত্বাৎ। অনুপলম্ভস্তুতিসৌক্ষ্ম্যাদেব। সদ্বস্তুনো নিরন্বয়শ্চেদ্বিনাশস্তর্হি ক্ষণানন্তরং বিশ্বং নিরুপাখ্যং পশ্যেস্ত্বঞ্চ ন ভবের্ন চৈবমস্তি। তস্মাদনুপপন্নঃ সঃ॥ ২২॥

অন্যৎ পরমাণুপৃথিব্যাদি। বুদ্ধিবোধ্যং ধীগম্যমিত্যর্থঃ। অবস্থান্তরেতি। সতো মৃৎপিণ্ডস্য কম্বুগ্রীবাদ্যবস্থাযোগো ঘটস্যোৎপত্তিস্তদ্বিরোধিকপালাদ্যবস্থাযোগস্তু তস্য বিনাশঃ মৃৎপিণ্ডস্ত্বেকঃ স্থায়ীত্যর্থঃ। ন চেতি। অন্যত্র ঘটাদিবিনাশে। অন্যত্র ঘটাদৌ। তস্যা ইতি। অবস্থান্তরাপত্তেরেব নাশত্বেন নিশ্চেতুং শক্যত্বাদিত্যর্থঃ। নন্বু মৃদ্দ্রব্যস্যেব দীপস্য কুতো নোপলম্ভস্তত্রাহাতিসৌক্ষ্ম্যাদিতি। দীপপ্রকাশোঽপি ভূততৃতীয়ে তেজসি বিলীনস্তিষ্ঠেদেবেতি ভাবঃ। নিরুপাখ্যমভাবগ্রস্তম্। ত্বঞ্চেতি। নিরন্বয়বিনাশবাদী ক্ষণিকস্ত্বঞ্চ ক্ষণোত্তরমভাবগ্রস্তঃ

নিরোধদ্বয়ই নিরাকৃত হইতেছে। অবিচ্ছেদ বশত অর্থাৎ সৎ বস্তুর নিরন্বয় বিনাশের অভাব হেতু উক্ত নিরোধদ্বয়ের অপ্রাপ্তি অর্থাৎ অসম্ভব হইতেছে। অবস্থান্তরাপত্তিই সদ্দ্রব্যের উৎপত্তি। বিনাশও অবস্থাশ্রয়। এক দ্রব্যই স্থায়ী। দীপনাশের শূন্যত্ব দর্শনে অন্যত্রও ঐরূপই বলা যাইতে পারে না। অন্যত্র অবস্থান্তরাপত্তিই যদি নাশরূপে নির্ণীত হইল, তবে দীপেও অবস্থান্তরাপত্তিরই নিশ্চয় করিতে হইতেছে। অতি সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্তই উহার উপলব্ধি হয় না। সৎ বস্তুর বিনাশ যদি, উহার শূন্যত্বই হইত, তাহা হইলে, তুমিও ক্ষণান্তরে বিশ্বকে শূন্যই দেখিতে এবং তুমি নিজেও থাকিতে না। কিন্তু এরূপ কখনই ঘটে না। অতএব উক্ত মত অনুপপন্নই হইতেছে॥ ২২॥

অথ তদভিমতাং মুক্তিং দূষয়তি।

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ ॥

ত্রিষু মণ্ডূকপ্লুত্যা নেত্যনুবর্ত্ততে। যোঽয়ং সংসারহেতোরবিদ্যাদের্নিরোধো বৌদ্ধৈর্মোক্ষোঽভিমতঃ। স কিং সাক্ষাত্তত্ত্বজ্ঞানাৎ স্যাৎ স্বয়মেব বা। নাদ্যঃ নির্হেতুকবিনাশস্বীকারবৈয়র্থ্যাৎ নেতরঃ সাধনোপদেশনৈরর্থক্যাদিত্যুভয়থাপি বিচারাসহত্বাত্তদভিমতো মোক্ষোঽপি ন সিধ্যতি ॥ ২৩ ॥

অথাকাশস্য নিরুপাখ্যত্বং নিরস্যতে।

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

আকাশে যা নিরুপাখ্যতাভিমতা সা ন সম্ভবতি। কুতঃ অবিশেষাৎ। ইহ শ্যেন উৎপততীতি প্রতীত্যা তত্রাপি

স্যা ইত্যর্থঃ। তথাচ মোক্ষোপায়ে প্রবৃত্তিস্তেঽতীবমূঢ়তামাপাদয়েদিতি ভাবঃ। স নিরন্বয়বিনাশঃ ॥ ২২ ॥

উভয়থেতি। নির্হেতুকেতি। অপ্রতিসংখ্যানিরোধাঙ্গীকারনৈরর্থক্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অনন্তর তদভিমত মুক্তিতেও দোষারোপ করিতেছেন ;—

মণ্ডূকপ্লুতি অনুসারে তিনটি সূত্রে ন অনুবর্ত্তিত হইবে। বৌদ্ধেরা সংসারহেতু অবিদ্যাদির নিরোধকেই যে মোক্ষ বিবেচনা করেন, সেই মোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান হইতেই হয় বা আপনা হইতেই হয়? উহাকে তত্ত্বজ্ঞানজন্য বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে নির্হেতুক বিনাশ অর্থাৎ অপ্রতিসংখ্যানিরোধের স্বীকার ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না। কারণ আপনা হইতেই মোক্ষ হয় বলিলে, সাধনোপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। এইরূপে উভয়পক্ষই বিচারাসহ হইতেছে। অতএব তদভিমত মোক্ষও সিদ্ধ হইতেছে না ॥ ২৩ ॥

সম্প্রতি আকাশের নিরুপাখ্যত্ব নিরাস করিতেছেন ;—

আকাশে যে শূন্যতা অভিমত হইয়াছে, অবিশেষ বশত তাহা সম্ভব হয় না। 'আকাশে শ্যেন পক্ষী উড়িতেছে,' এইরূপ প্রতীতি হেতু আকাশেও

পৃথিব্যাদিবদ্ভাবরূপত্বাৎ গন্ধাদিগুণানাং পৃথিব্যাদিবস্ত্বাশ্রয়ত্ব-বীক্ষণাচ্ছব্দগুণস্যাপ্যাকাশো বস্তুভূত এবাশ্রয় ইত্যনুমানাচ্চ। বায়ুরাকাশসংশ্রয় ইতি ত্বদুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। অপি চ আবরণা-ভাবমাত্রমাকাশমিতি ন শক্যং বক্তুং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি। ন তাবৎ প্রাগভাবাদিত্রয়মাকাশঃ। পৃথিব্যাদে-রাবরণস্য সত্ত্বেন তদপ্রতীতিপ্রসঙ্গাৎ বিশ্বং নিরাকাশং স্যাৎ। আকাশস্য সত্ত্বেন পৃথিব্যাদ্যপ্রতীতিপ্রসঙ্গাচ্চ। নাপ্যন্যো-ন্যাভাবঃ তস্য তত্তদাবরণগতত্বেন তন্মধ্যাকাশাপ্রতীতি-

আকাশে ইতি। তত্রাপি আকাশেঽপীত্যর্থঃ। ন তাবদিতি। প্রাগভাবঃ প্রধ্বংসাভাবোঽত্যন্তাভাবশ্চ নাকাশ ইত্যর্থঃ। তদপ্রতীতিস্তস্যাঃ প্রসঙ্গাৎ প্রাপ্তেঃ। নাপীতি। অন্যোন্যাভাবোঽপি নাকাশ ইত্যর্থঃ। তস্যান্যোন্যাভাবস্য পৃথিব্যাদ্যাবরণবর্ত্তিত্বেন পৃথিব্যাদিমধ্যগতাকাশপ্রতীতেরিত্যর্থঃ॥ ২৪॥

পৃথিব্যাদির ন্যায় ভাবরূপত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া, এবং গন্ধাদি গুণ যেরূপ পৃথিব্যাদি বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ শব্দগুণ আকাশরূপ বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া, বিশেষত 'বায়ুরাকাশসংশ্রয়ঃ' এইরূপ নিজের উক্তির অসঙ্গতি হয় বলিয়া পৃথিব্যাদি বস্তুর সহিত আকাশের কোন বিশেষ না থাকাতেই আকাশকে শূন্য বলিতে পারা যায় না। আরও অযৌক্তিকত্ব প্রযুক্ত 'আবরণা-ভাবমাত্রই আকাশ,' এইরূপ বলিতেই পারা যায় না। যেহেতু আকাশকে প্রাগভাবাদি অভাবত্রয়ের মধ্যে নিবেশ করা যায় না। পৃথিব্যাদির আবরণের সত্তা আছে। আকাশ যদি আবরণাভাব অর্থাৎ কাহারও আবরণ নহে, এই-রূপ অভাব পদার্থ হইল, তাহা হইলে, উহা পৃথিব্যাদির আবরণ হইতে পারিল না। সুতরাং বিশ্ব আকাশরহিতই হইয়া পড়িল। আবার আকাশের সত্তা স্বীকারে সদ্বস্তুর অপ্রতীতি নিবন্ধন পৃথিব্যাদিরও অপ্রতীতির প্রসঙ্গ হয়। ঐ আবরণাভাবরূপ আকাশকে অন্যোন্যাভাবও বলা যায় না। কারণ, উক্ত অন্যোন্যাভাব পৃথিব্যাদির আবরণেরই অন্তর্গত বলিয়া পৃথিব্যাদিমধ্যগত

প্রসঙ্গাদিতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। যত্রাবরণাভাবস্তদাকাশমিতি চেত্তর্হি বস্তুভূতমেব তৎ আবরণাভাবেন বিশেষিতত্বাৎ। তস্মাৎ পৃথিব্যাদিবদ্ভাবভূতমেবাকাশং ন তু নিরুপাখ্যম্ ॥২৪॥

অথ ভাবস্য ক্ষণিকত্বং দূষয়তি।

অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বানুভূতবস্তুবিষয়া ধীরনুস্মৃতিঃ। প্রত্যভিজ্ঞেতি যাবৎ। সমস্তং বস্তু তদেবেদমিতি পূর্ব্বানুভূতমনুসন্ধীয়তেঽতঃ ক্ষণিকত্বং ভাবস্য ন। ন চ সেয়ং গঙ্গা তদিদং দীপার্চ্চিরিতি-বৎ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ন তু বস্ত্বৈক্যনিবন্ধনা সেতি বাচ্যং সাদৃশ্যগ্রহীতুরেকস্য স্থায়িনো ভাবেন তদযোগাৎ। কিঞ্চ বাহ্যে বস্তুনি কদাচিৎ সংশয়ঃ স্যাত্তদেবেদং তৎসদৃশং বেতি

আকাশের অপ্রতীতি প্রসঙ্গ ঘটে। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহাতে আবরণ না থাকে, তাহাকেই যদি আকাশ বলা হয়, তাহা হইলেও ঐ আকাশের বস্তুভূতত্বই অর্থাৎ ভাবত্বই হইতেছে। কারণ, আকাশ, আবরণা-ভাবরূপ একটি বিশেষ বস্তু, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। অতএব আকাশ অভাব না হইয়া পৃথিব্যাদি ভাব পদার্থের সদৃশ একটি ভাব পদার্থই হইতেছে। উহা শূন্য অর্থাৎ অবস্তুভূত নহে ॥ ২৪ ॥

অনন্তর ভাব পদার্থের ক্ষণিকত্ব পক্ষে দোষ প্রদান করিতেছেন ;—

পূর্ব্বানুভূতবস্তুবিষয়িণী বুদ্ধির নাম অনুস্মৃতি। অনুস্মৃতি শব্দে প্রত্যভিজ্ঞাই বোধিত হয়। 'ইহা সেই পূর্ব্বানুভূত বস্তুই,' এইরূপে সংসারের সকল বস্তুরই পূর্ব্বানুভূতত্ব অনুসন্ধিত হয়। অতএব ভাব পদার্থ কখনই ক্ষণিক হইতে পারে না। 'সেই এই গঙ্গা,' 'সেই এই দীপশিখা,' ইত্যাদি প্রতীতির ন্যায় প্রত্যভিজ্ঞামাত্রই সাদৃশ্যনিবন্ধনা, ঐক্যনিবন্ধনা নহে, এরূপ বলা যায় না। কারণ, একটি স্থায়ী বস্তু ব্যতিরেকে সাদৃশ্যগ্রহীতার ঐরূপ পূর্ব্বানুস্মৃতির জ্ঞানই হইতে পারে না। আরও বাহ্য বস্তুতে কখনও না কখন 'ইহা কি তাহাই,

আত্মনি তূপলব্ধরি ন কদাচিৎ অন্যানুভূতেঽন্যস্মৃত্যসম্ভবাৎ। ন চ সন্তানৈক্যং নিয়ামকং স্থায়িসন্তানস্বীকারে স এব স্থির আত্মেতি মতান্তরাপত্তেঃ। অস্বীকারেঽন্যস্মৃত্যসিদ্ধেঃ। অপি চ কিং নাম ক্ষণিকত্বম্। কিং ক্ষণসম্বন্ধঃ কিং বা ক্ষণেনৈবোৎপত্তিবিনাশৌ। ন তাবদাদ্যঃ স্থায়িনঃ ক্ষণসম্বন্ধসত্ত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ প্রত্যক্ষবাধাৎ। এতেন দৃষ্টিসৃষ্টিরপি নিরাকৃতা। অত্রাপ্যর্থাৎ ক্ষণিকত্বস্বীকারাৎ। তস্মান্ন ক্ষণিকো ভাবঃ॥ ২৫॥

স্বকীয়ং পীতাদ্যাকারং জ্ঞানে সমর্প্য বিনষ্টোঽপ্যর্থো জ্ঞানগতেন পীতাদ্যাকারেণানুমীয়তে। অতোঽর্থবৈচিত্র্যকৃতমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি সৌত্রান্তিকমতং দূষয়তি।

অনুস্মৃতেরিতি। তদযোগাৎ সাদৃশ্যানুসন্ধানাসম্ভবাৎ। বাহ্যে বস্তুনি গঙ্গাপ্রবাহদীপার্চ্চিরাদৌ॥ ২৫॥

অথ সৌত্রান্তিকমাত্রস্বীকৃতমংশং দূষয়তি স্বকীয়মিত্যাদিনা।

অথবা তৎসদৃশ,' এরূপ সংশয় হইতে পারিত, কিন্তু উপলব্ধিকর্ত্তার আত্মাতে সংশয় হইতে পারিত না। অন্য কর্ত্তৃক অনুভূত বস্তুতে অন্যের অনুস্মৃতিই অসম্ভব। সন্তান অর্থাৎ জ্ঞানধারার ঐক্যকেই যে ঐ বুদ্ধির নিয়ামক বলা হইবে, তাহাও বলিতে পারা যায় না। উক্ত সন্তানের স্থায়িত্ব স্বীকারে স্থির আত্মা স্বীকৃত হইয়া পড়িতেছে। স্থির আত্মা বৌদ্ধের বিপক্ষের মত। উহার অস্বীকারে স্মরণই অসিদ্ধ হইতেছে। আরও ক্ষণিক কাহাকে বলিব? ক্ষণসম্বন্ধের নামই কি ক্ষণিক? অথবা ক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণে বিনাশের নামই ক্ষণিক? প্রথম পক্ষ সঙ্গত হয় না। কারণ, স্থায়ী বস্তুরও ক্ষণসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় পক্ষও অসঙ্গত। কারণ, তৎস্বীকারে প্রত্যক্ষের বাধ হয়। এতদ্দ্বারা দৃষ্টিসৃষ্টিও নিরাকৃত হইল। কারণ, উক্ত মতেও অর্থত ক্ষণিকত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব ভাব পদার্থ কোনরূপেই ক্ষণিক হইতে পারে না॥ ২৫॥

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

অসতো বিনষ্টস্য পীতাদ্যর্থস্য পীতাদিরাকারো জ্ঞানে ন সম্ভবতি। কুতঃ অদৃষ্টত্বাৎ। ধর্ম্মিণি বিনষ্টে ধর্ম্মস্যান্যত্র সম্বন্ধাদর্শনাৎ। ন চানুমেয়ো ঘটাদির্ন তু প্রত্যক্ষ ইতি শক্যং ভণিতুম্। প্রত্যক্ষেণ জানামীতি প্রতীত্যৈব তন্নিরাসাদিতি সৌত্রান্তিকাসাধারণো দোষঃ। তস্মাৎ প্রত্যক্ষো ঘটাদির্ন তু জ্ঞানগতেন তদাকারেণানুমীয়ত ইতি ॥ ২৬ ॥

অথোভয়সাধারণদোষমাহ।

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥

নাসত ইতি। ধর্ম্মিণীতি। পীতাদিকোঽর্থো ধর্ম্মী তস্মিন্ বিনষ্টেঽপি সতি। ধর্ম্মস্য পীতাদ্যাকারস্য ততোঽন্যত্র জ্ঞানে সম্বন্ধো ন দৃষ্টো নানুভূতো যস্মাদিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষেণেতি। চাক্ষুষাদিনা প্রত্যক্ষেণ ঘটমহং জানামীতি প্রত্যয়েনৈবানুমাননিরাসাদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

'বস্তু সকল স্বীয় পীতাদি আকারকে জ্ঞানে সমর্পণ পূর্ব্বক বিনষ্ট হইলেও তাহারা জ্ঞানগত পীতাদি আকার দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানবৈচিত্র্য অর্থবৈচিত্র্যকৃত।' এই যে সৌত্রান্তিকের মত, এক্ষণে তাহাতেই দোষারোপ করিতেছেন ;—

অদৃষ্টত্ব হেতু অসতের পীতাদি আকার জ্ঞানে অবস্থান করে, এরূপ সম্ভব হয় না।

যাহা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাই অসৎ। ঐ অসৎ পীতাদি বস্তুর যে পীতাদি আকার, তাহা জ্ঞানে থাকে, এরূপ বলা যায় না ; কারণ, উহা দেখা যায় না। উহা যদি থাকিত, তবে দেখাও যাইত। ধর্ম্মী বস্তু বিনষ্ট হইলে, তদ্ধর্ম্মের অন্যত্র সম্বন্ধ কোথাও দেখা যায় নাই। ঘটাদি প্রত্যক্ষ নহে, অনুমেয়, এরূপও বলা যায় না। কারণ, এই বস্তুকে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ প্রতীতি দ্বারাই উক্ত মত নিরস্ত হইতেছে। এইটি সৌত্রান্তিকের অসাধারণ দোষ। অতএব প্রত্যক্ষ ঘটাদি জ্ঞানগত তদাকারে অনুমেয় বলা যায় না ॥ ২৬ ॥

এবং ভাবক্ষণিকতয়াসদুৎপত্তৌ স্বীকৃতায়ামুদাসীনানামুপায়শূন্যানামপ্যুপেয়সিদ্ধিঃ স্যাৎ ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবমাত্রস্য পরক্ষণস্থিত্যভাবাদিষ্টানিষ্টাপ্তিপরিহারয়োর্লোকদৃষ্টয়োরহেতুকত্বমতোঽনুপায়বতামপি তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ। উপেয়লিপ্সুঃ কশ্চিদপি কুত্রাপ্যুপায়ে ন প্রবর্ত্তেত স্বর্গায় মোক্ষায় বা ন কোঽপি প্রযতেত। ন চৈবমস্তি সর্ব্বস্যা-

উদাসীনানামিতি। বৈভাষিকাঃ সৌত্রান্তিকাশ্চোত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাদিতি স্বীকুর্ব্বন্তঃ কার্য্যোৎপত্তিপ্রারম্ভে সতি হেতোর্ভাবস্য ক্ষণিকত্বাদ্বিনাশং মন্যন্তে। ভাবস্য ক্ষণাদূর্দ্ধং বিনাশিত্বেন কার্য্যারম্ভে তদুপাদেয়ো হেতুরভাবগ্রস্ত ইত্যকারণিকৈব তন্মতে সা ভবেৎ। ততশ্চ কার্য্যমুৎপিপাদয়িষবস্তে হেতোর্বিনাশাদ্ধেতুরূপোপায়াভাবাদুপায়শূন্যা উদাসীনাঃ কথ্যন্তে। ব্যবহারোপায়হীনা বিরক্তা যথোদাসীনা ব্যপদিষ্টাঃ ইত্থঞ্চোদাসীনানামুপায়শূন্যানামিতি সাধু ব্যাখ্যাতম্। তদয়মর্থঃ। ধান্যাদিফলোপায়েষু কর্ষণাদিষ্বপ্রবর্ত্তমানানাং স্ববেশ্মনি তূষ্ণীং স্থিতানাং পুংসামভীষ্টধান্যাদিফলপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ। সন্ন্যাসিনামপি পুত্রাদিকং ভবেদিত্যন্যে। ক্ষণভঙ্গবাদে ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োর্লোকদৃষ্টয়োরুক্তরীত্যা নির্হেতুকত্বাৎ তাবিচ্ছতাং হেতুরূপোপায়শূন্যানামপি তদ্রূপোপেয়সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। যদ্যেষ সিদ্ধান্তঃ পারমার্থিকস্তর্হি তদ্গ্রাহিকাণামৈহিকফলসাধনেষু প্রবৃত্তির্ন স্যাদিত্যাহ উপেয়লিপ্সুঃ কশ্চিদিতি। উপেয়ং ফলং তল্লিপ্সুঃ তদর্থীত্যর্থঃ। পারলৌকিকফলসাধনেষ্বপি ন তেষাং প্রবৃত্তিঃ সুতরা-

অনন্তর উভয়সাধারণ দোষ দেখাইতেছেন ;—

এইরূপে ভাবপদার্থকে ক্ষণিক বলিলে, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে উপায়শূন্য উদাসীনের উপেয়সিদ্ধি স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবপদার্থমাত্রেরই উৎপত্তির পরক্ষণে স্থিতির অভাব প্রযুক্ত ইষ্টের স্বীকার ও অনিষ্টের পরিহার রূপ লোকদৃষ্ট হেতু নিরর্থক হয়। তাহা হইলে, উপায়হীন ব্যক্তির ইষ্টপ্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং আর কেহই উপেয়লিপ্সু হইয়া কখন কোন উপায়ে প্রবৃত্ত হইবে না। কেহই স্বর্গ বা

প্ত্যপেয়ার্থিনঃ সোপায়তা তয়ৈবোপেয়লাভশ্চ প্রতীয়তে। তস্মাদ্বিশ্বপ্রতারার্থমেতয়োঃ প্রবৃত্তিঃ। যৌ কিল ভাবভূতস্কন্ধ-হেতুকাং সমুদায়োৎপত্তিং স্বীকৃত্যাপি পুনরভাবাদ্ভাবোৎপত্তি-মূচতুঃ ক্ষণিকানামপ্যাত্মনাং স্বর্গাপবর্গসাধনান্যুপাদিদিশতু-রিতি তুচ্ছস্তৎসিদ্ধান্তঃ॥ ২৭॥

তদেবং বৈভাষিকে সৌত্রান্তিকে চ নিরস্তে বিজ্ঞান-মাত্রবাদী যোগাচারঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে। বাহ্যে বস্তুন্যভিনিবেশ-মানান্ কাংশ্চিচ্ছিষ্যাননুরুধ্য বাহ্যার্থপ্রক্রিয়েয়ং সুগতেন রচিতা। তস্যাং ন তস্যাশয়ঃ বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রতাৎপর্য্যাৎ।

মিত্যাহ স্বর্গায়েতি। নন্বস্তু প্রবৃত্তিরিতি চেৎ তত্রাহ ন চৈবমস্তীতি। সোপায়তা দৃশ্যত ইতি শেষঃ। তয়ৈব সোপায়তয়ৈব। এতয়োর্বৈভাষিকাদ্যোঃ। তথাচ ভ্রান্তিমূলেন এতয়োঃ সিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বয়ে নেতি সিদ্ধম্॥ ২৭॥

অথ যোগাচারং নিরাকর্ত্তুমারভতে তদেবমিত্যাদিনা। মা ভূদসঙ্গতেন বৈভাষিকাদিসিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বয়ে বিজ্ঞানবাদেন তু স্বপ্নদৃষ্টান্তপুষ্টেন শক্যঃ স তস্মিন্ কর্ত্তুমিতি প্রত্যুদাহরণাদাক্ষেপঃ। বিজ্ঞানাতিরিক্তস্য বাহ্যবস্তুনঃ

মোক্ষের জন্য চেষ্টা করিবে না। কিন্তু তাহা ত দেখা যায় না। সকলেই উপেয়-লিপ্সু হইয়া তজ্জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। এবং উপায় দ্বারাই উপেয়ের লাভ দেখা যায়। অতএব লোকপ্রতারণার্থই উহাদিগের প্রবৃত্তি বলিতে হইবে। যাঁহারা ভাবভূত স্কন্ধহেতুক সমুদায়োৎপত্তি স্বীকার করিয়াও, পুনর্ব্বার অভাব হইতেই ভাবোৎপত্তি বলেন, এবং ক্ষণিক আত্মার স্বর্গ ও মোক্ষের সাধন সক-লের উপদেশ করেন, তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত অতি তুচ্ছই হইতেছে॥ ২৭॥

এইরূপে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক নিরস্ত হইলেন। এক্ষণে বিজ্ঞানমাত্র-বাদী যোগাচারের মত নিরাকরণার্থ প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন। বাহ্য বস্তুতে অভিনিবিষ্ট কোন কোন শিষ্যের অনুরোধে সুগত মুনি এই বাহ্যার্থ-প্রক্রিয়া রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়াতে তাঁহার অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়

তথাহি বিজ্ঞেয়ো ঘটাদ্যর্থো বিজ্ঞানান্নাতিরিচ্যতে। তস্যৈবার্থাকারত্বাৎ। ন চার্থান্ বিনা ব্যবহারাসিদ্ধিঃ তান্ বিনাপি স্বপ্নবৎ সিদ্ধেঃ। বাহ্যার্থাস্তিত্ববাদিনাপি জ্ঞানেঽর্থাকারত্বং ধর্ম্মোঽবশ্যং মন্তব্যঃ। কথমন্যথা ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি ব্যবহারোপপত্তিঃ। তথাচ তেনৈব তৎসিদ্ধৌ কিমর্থৈঃ। নন্বু কথমান্তরং জ্ঞানং ঘটপর্ব্বতাদ্যাকারকম্। মৈবম্। জ্ঞানং কিল প্রকাশমানম্। নিরাকারস্য তস্য প্রকাশাসম্ভবাৎ সাকারমেব

অভাব ইতি সিদ্ধান্তোঽত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সন্দেহে প্রমাণমূল ইতি বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি তথাহীত্যাদিনা। তস্যৈবেতি। বিজ্ঞানস্যৈব ঘটাদ্যাকারত্বাদিত্যর্থঃ। স্বপ্নবদিতি সপ্তম্যন্তাদিবার্থে বতিঃ। কথমন্যথেতি। ঘটাকারকং জ্ঞানং ঘটজ্ঞানম্। যথা ঘটকর্ত্তুঃ কুলালস্য জ্ঞানেনৈব ব্যবহারে সিদ্ধে বাহ্যার্থাঙ্গীকারো ব্যর্থঃ। নন্বু কথমিতি সূক্ষ্মে মনসি পর্ব্বতাকারকস্য জ্ঞানস্যাসমাবেশাপত্তেরিতি ভাবঃ। জ্ঞানং কিলেতি। জ্ঞানস্য নিরাকারত্বে কালাদেরিব তস্য প্রকাশো ন স্যাদতঃ সূর্য্যাদেরিব সাকারস্যৈব তস্য প্রকাশান্যথানুপপত্তিস্তত্বে মানম্। ন চ তত্রস্যাসমাবেশঃ তত্তদাকারস্য জ্ঞানাত্মকতয়া

না। যেহেতু বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রেই অন্য স্কন্ধ সকলের তাৎপর্য্য দেখা যায়। বিজ্ঞেয় ঘটাদি পদার্থ বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত নহে। কারণ, বিজ্ঞানই অর্থাকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আরও অর্থ ব্যতিরেকে ব্যবহারসিদ্ধি সম্ভব হয় না। অর্থ ব্যতিরেকে ব্যবহারের সিদ্ধি স্বপ্নের সদৃশ। বাহ্যার্থের অস্তিত্ব যাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও জ্ঞানে অর্থাকারত্ব ধর্ম্ম অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্যথা ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান, এইরূপ ব্যবহারই উপপন্ন হয় না। জ্ঞান দ্বারাই যদি ব্যবহারের সিদ্ধি হইল, তাহা হইলে বাহ্য বস্তুর অঙ্গীকারের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। ক্ষুদ্র মনে স্থিত আন্তর জ্ঞান কিরূপে ঘট ও পর্ব্বতাদির আকারে প্রকাশিত হয়, এরূপও আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। কারণ, জ্ঞান প্রকাশমান বস্তু। যাহা নিরাকার, তাহার প্রকাশও সম্ভব হয় না। অতএব

তৎ। ননু কথমসতি বাহ্যেঽর্থে ধীবৈচিত্র্যম্। বাসনাবৈচিত্র্যাদ্‌ভবেৎ। বাসনাহেতুকস্য তদ্বৈচিত্র্যস্যান্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবধারণাৎ। জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ সহোপলম্ভনিয়মাদপি ন জ্ঞেয়ং জ্ঞানাদ্ভিন্নম্। কিন্তু জ্ঞানাত্মকমেবেতি।

ইহ সংশয়ঃ। সর্ব্বং জ্ঞানাত্মকমিতি যুজ্যতে ন বেতি স্বপ্নবদ্বিনাপ্যর্থান্ জ্ঞানেনৈব ব্যবহারসিদ্ধেঃ পৃথক্ তদঙ্গীকারে ফলানতিরেকাচ্চ যুজ্যত ইতি প্রাপ্তে—

নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২৮ ॥

বাহ্যার্থস্যাভাবো ন শক্যো বক্তুম্। কুতঃ উপলব্ধেঃ। ঘটস্য জ্ঞানমিত্যাদৌ জ্ঞানান্যস্যার্থস্যোপলম্ভাৎ। ন চোপ-

---

লৌকিকাকারবৈলক্ষণ্যেন সমাবেশসিদ্ধেঃ। তস্যেতি জ্ঞানস্য। তদ্বৈচিত্র্যস্যেতি ধীবৈচিত্র্যস্য। জ্ঞানং বিনা জ্ঞেয়ং ন ভাসতে অতস্তয়োরভেদ ইত্যর্থঃ। ইহ সংশয় ইত্যাদি। তদঙ্গীকারে অর্থস্বীকারে। তথাচ স্বপ্রকাশাৎ সাকারাৎ ক্ষণিকাৎ জ্ঞানাদেব ব্যবহারে সিদ্ধে স্থিরাৎ জ্ঞানাৎ সশক্তিকাৎ ব্রহ্মণো জগৎসর্গং বদন্ সমন্বয়ো নাস্তেয়ঃ সুধীয়েতি প্রাপ্তে নিরস্যতি।

ঐ জ্ঞানের সাকারত্বই স্বীকার্য্য হইতেছে। যদি বল, বাহ্যবস্তু না থাকিলে, বুদ্ধির বৈচিত্র্য কিরূপে ঘটিবে, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বাসনার বৈচিত্র্য হইতে বুদ্ধির বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা বৈচিত্র্যকে বাসনাহেতুক বলিয়াই স্থির করা যায়। আবার জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর সহোপলম্ভ নিয়ম হইতে জ্ঞান বস্তুর জ্ঞেয় বস্তু হইতে অভেদ সিদ্ধান্তিত হয়। জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানাত্মকই। এস্থলে সংশয় এই—সকল বস্তুকেই জ্ঞানাত্মক বলা যুক্ত কি অযুক্ত? স্বপ্নের ন্যায় অর্থ ব্যতিরেকেই ব্যবহারসিদ্ধি দর্শনে এবং উহাকে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিলেও ফলের অনতিরেক দর্শনে জ্ঞানাত্মক বলাই যুক্ত হইতেছে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

যখন প্রতিনিয়তই উপলব্ধ হইতেছে, তখন বাহ্যবস্তু যে নাই, এরূপ বলিতে পারা যায় না। 'ঘটের জ্ঞান,' ইত্যাদি স্থলেই জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত

লব্ধমপলপন্ গ্রাহ্যবাক্ প্রেক্ষাবতাম্। ন চ নাহমর্থং নোপলভে অপি তু জ্ঞানান্যং নোপলভে ইতি বাচ্যম্। উপলব্ধিবলেনৈব তদন্যতায়া গলে নিপাতনাৎ। ঘটমহং জানামীত্যাদৌ জ্ঞাধাত্বর্থং সকর্ম্মকং সকর্ত্তৃকঞ্চ সর্ব্বো লোকঃ প্রত্যেতি প্রত্যা-য়য়তি চান্যান্। তেন জ্ঞানমাত্রং সাধয়ন্ সকলোপহাসহেতুরিতি ভিন্নোঽর্থো জ্ঞানাৎ। নন্বু জ্ঞানান্যশ্চেদ্ঘটাদিস্তস্য প্রকাশঃ কথং জ্ঞানে চেৎ তর্হ্যেকস্মিন্ সর্ব্বস্য প্রকাশঃ স্যাৎ অন্যত্বা-বিশেষাদিতি চেন্ন। তদ্ভিন্নেঽপি তস্মিন্ যত্র বিষয়তাখ্যঃ

নাভাব ইতি। সর্ব্বপ্রত্যক্ষসিদ্ধস্য ভাবস্যাভাবং বদতা জ্ঞানমাত্রস্যাভাবং কথয়ন্ ন শক্যো নিবারয়িতুমিতি চ বোধ্যম্। ন চেতি। উপলব্ধমর্থম্। তদন্য-তায়া ইতি। অর্থস্থায়া জ্ঞানান্যতায়া ইত্যর্থঃ। তেন জ্ঞাধাত্বর্থেন। তর্হ্যেক-স্মিন্নিতি ঘটজ্ঞানে। এবং ঘটাদের্নিখিলস্য ভানং স্যাদিত্যর্থঃ। তদ্ভিন্নেঽপীতি।

বাহ্য বস্তুর উপলব্ধি হইতেছে। যিনি প্রত্যক্ষের অপলাপ করেন, তাঁহার কথা কখনই জ্ঞানীর গ্রাহ্য হইতে পারে না। 'আমি বাহ্য উপলব্ধ অর্থ উপলব্ধি করি না; জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত অর্থেরও উপলব্ধি করি না,' এরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ বাহ্য অর্থ উপলব্ধি করি না, বলাতেই জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য অর্থেরই উপলব্ধি করি না, ইহাঁই বোধিত হইয়াছে। তৎকালে ঐরূপ বোধ অনিবার্য্য। 'আমি ঘটকে জানি,' এই বাক্যে সকলেই জ্ঞা ধাতুর অর্থ সকর্ম্মক ও সকর্ত্তৃকই উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং অন্যকেও ঐরূপই উপলব্ধি করাইয়া থাকেন। জ্ঞা-ধাতুর অর্থ দ্বারা জ্ঞানমাত্রই বোধিত হওয়াতে পূর্ব্ববক্তা সকলেরই উপহাসাস্পদ হইতেছেন। অতএব উক্ত বাক্যস্থ অর্থ পদ জ্ঞান-ভিন্নই বোধ করাইতেছে। যদি বল, জ্ঞান হইতে ভিন্ন বস্তু ঘটাদি; উহার প্রকাশ, কিরূপে জ্ঞানেই হইবে? যেহেতু ঐরূপ স্বীকার করিলে, এক ঘটের জ্ঞানে নিখিল বস্তুরই ভান স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ঘটাদি নিখিল বস্তুই জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এই প্রকার যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু নিখিল

সম্বন্ধস্তস্যৈব নান্যস্যেতি ব্যবস্থানাৎ। পীতরক্তাদিবিষয়ক-সমূহালম্বনস্য বিরুদ্ধনানাপীতাদ্যাকারাসম্ভবাচ্চ। যত্তু সহোপলম্ভনিয়মাদর্থো জ্ঞানাত্মেতি তদসৎ সাহিত্যস্যার্থভেদহেতুকত্বাৎ। ততশ্চ তয়োস্তন্নিয়মো হেতুফলভাবনিমিত্তো মন্তব্যঃ। কিঞ্চ বাহ্যমর্থং নিরস্যতা সৌগতেন তস্য পৃথক্‌সত্ত্বং স্বীকৃতম্। যত্তদন্তর্জ্ঞেয়ং রূপং তদ্বহির্বদবভাসত ইতি তদুক্তেঃ। অন্যথা বৎকরণাসম্ভবঃ। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো বন্ধ্যাপুত্রবদিতি কশ্চিদাচক্ষীত ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানভিন্নেঽপি ঘটাদাবর্থে যত্র বিষয়তাখ্যো জ্ঞানস্য সম্বন্ধস্তস্যৈবার্থস্য প্রকাশো জ্ঞানে ভবেৎ ন তু নিখিলস্যেতি ব্যবস্থিতেরিত্যর্থঃ। বাধকান্তরমাহ পীতরক্তাদীতি। ষষ্ঠ্যন্তং জ্ঞানস্য বিশেষণম্। সাহিত্যস্যেতি। ন চ সহভাবমাত্রমৈক্যে তন্ত্রং বাগর্থয়োরৈক্যাপত্তেঃ। ততশ্চেতি। জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ সহোপলম্ভনিয়মঃ কার্য্যকারণভাবহেতুক ইত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। তস্য বাহ্যার্থস্য। যদ্যপ্যয়মতীব ধূর্ত্তস্তথাপি তস্য হৃদ্‌গতার্থাবেদকং যত্তদিতি বাক্যং প্রমাদাদেব নির্গতমিতি বদন্তি ॥ ২৮ ॥

বস্তুই জ্ঞানভিন্ন হইলেও ঘটাদি যে বিষয়ে জ্ঞানের বিষয়তা সম্বন্ধ স্থির হইবে, সেই বিষয়ই সেই জ্ঞানে প্রকাশ পাইবে, অন্য কোন বিষয়ই প্রকাশ পাইবে না, এইরূপই ব্যবস্থা আছে। অন্যথা পীতরক্তাদিবিষয়ক সমূহালম্বন জ্ঞানের বিরুদ্ধ নানা পীতাদি আকারও সম্ভব হইয়া পড়ে; কিন্তু সমূহালম্বন জ্ঞানের নানাত্ব-সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলেন, যখন জ্ঞান ও অর্থের একটির সহিত অপরটির উপলম্ভ নিয়মিত হইয়াছে, তখন অর্থ ও জ্ঞান একই। কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ মত অযুক্ত। কারণ, ঐ সাহিত্য অর্থ হইতে জ্ঞানের ভেদই বোধ করাইয়া থাকে। অতএব ঐ নিয়ম, হেতুভাব ও ফলভাবের বোধক বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বিশেষত সৌগতমতাবলম্বীরা বাহ্য বস্তুর নিরাস করিয়াও তাহার পৃথক্ সত্তাই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, 'যাহা উহার অন্তর্বর্ত্তী জ্ঞেয় রূপ, তাহাই বাহ্যবস্তুর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে,' সৌগতদিগের এই নিজ উক্তির

অথ বাহ্যার্থান্ বিনাপি বাসনাহেতুকেন জ্ঞানবৈচিত্র্যেণ স্বপ্নে যথা ব্যবহার এবং সর্ব্বং জাগরেঽপি স্যাদিতি দৃষ্টান্তেন সাধিতং দূষয়তি।

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥

চশব্দোঽবধারণে। স্বপ্নে মনোরথে চ যথা ঘটাদ্যর্থাকারক-জ্ঞানমাত্রসিদ্ধো ব্যবহারস্তথা জাগরেঽপি ভবেদিত্যেতন্ন সম্ভবতি। কুতঃ বৈধর্ম্ম্যাৎ। স্বপ্নজাগরপ্রাপ্তয়োর্ব্বস্তুনোরসা-ধর্ম্ম্যাদেব স্বপ্নে খল্বনুভূতং স্মর্য্যতে জাগরে তু প্রত্যক্ষেণানু-ভূয়তে। স্বপ্নোপলব্ধং ক্ষণদ্বয়মাত্রেণান্যদন্যদ্‌ভবতি বাধিতঞ্চ

নন্থ জাগ্রৎপ্রত্যয়াঃ সর্ব্বে নিরালম্বনাঃ প্রত্যয়ত্বাৎ স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বদিত্যা-শঙ্ক্য দৃষ্টান্তে বাধিতবিষয়ত্বমুপাধিরিত্যাহ বৈধর্ম্ম্যাচ্চেতি। স্বপ্নজাগরপ্রত্যয়য়ো-র্বাধিতবিষয়ত্বাবাধিতবিষয়ত্বাভ্যাং বৈধর্ম্ম্যাৎ ন তেন দৃষ্টান্তেন জাগরপ্রত্যয়স্য নিরালম্বনত্বং সাধ্যমিত্যর্থঃ॥ ২৯ ॥

অন্তর্গত 'যাহা' ও 'তাহা' এই দুইটি শব্দ দ্বারাই বাহ্য বস্তুর পৃথক্ সত্তা স্বীকার করা হইতেছে। অন্যথা তাঁহারা 'বাহ্য বস্তুর ন্যায়' এইরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিতেন না। 'বন্ধ্যাপুত্রকে' কেহই 'বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায়,' এইরূপ বলেন না॥২৮॥

অনন্তর বাহ্য অর্থ ব্যতিরেকেই বাসনাহেতুক জ্ঞানবৈচিত্র্য দ্বারা স্বপ্নে যেরূপ ব্যবহার হয়, তদ্রূপ ব্যবহার জাগ্রত অবস্থাতেও হউক, এইরূপ যে মত দৃষ্টান্তদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহাতেই দোষারোপ করিতেছেন;—

পরস্পর বৈধর্ম্ম্য বশত স্বাপ্নিক ও জাগ্রত ব্যবহারের একরূপতা স্বীকৃত হইতে পারে না। স্বপ্নে ও মনোরথে ঘটাদির আকারে আকারিত জ্ঞান মাত্র দ্বারা সিদ্ধ ব্যবহার যেরূপ, জাগ্রদবস্থায় ব্যবহারও তদ্রূপ, এরূপ বলা যায় না। কারণ, স্বপ্নের ধর্ম্ম, জাগ্রতের ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্বাপ্নিক বস্তু ও জাগ্রত বস্তুর পরস্পর সাধর্ম্ম্যই দেখা যায় না। স্বপ্নে পূর্ব্বানুভূতের স্মরণ হয়। কিন্তু জাগ্রদবস্থায় প্রত্যক্ষত অনুভব হইয়া থাকে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল ক্ষণদ্বয়

বোধে। জাগরোপলব্ধং তু বর্ষশতানন্তরমপি তদ্ধর্ম্মকমবাধিতঞ্চেতি। কিঞ্চ স্বপ্নেঽনুভূতং স্মর্য্যত ইতি প্রত্যুক্তিমাত্রং বোধ্যম্। স্বমতস্তু স্বমাত্রানুভাব্যং তাবন্মাত্রসময়ং বস্তু স্বপ্নে পরেশঃ সৃজতীতি সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হীত্যাদিনা বক্ষ্যতে ॥২৯॥

যত্তূক্তং বিনাপ্যর্থান্ বাসনাবৈচিত্র্যাজ্ জ্ঞানবৈচিত্র্যমুপপদ্যত ইতি তন্নিরাসায়াহ।

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

বাসনানাং ভাবো ন সম্ভবতি। কুতঃ অনুপলব্ধেঃ। ত্বন্মতে বাহ্যার্থাপ্রাপ্তেঃ। অর্থমূলা কিল বাসনার্থান্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধা। তব ত্বর্থানঙ্গীকারাৎ সা ন সম্ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

ন ভাবেতি। স্পষ্টম্ ॥ ৩০ ॥

মধ্যেই অন্যরূপ হয় এবং স্বপ্নাপগমে উহা বাধিতও হইয়া যায়। কিন্তু জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তুর সেরূপ রূপান্তর হয় না। উহা আজিও যেরূপ, শতবর্ষ পরেও সেইরূপই থাকে, এবং বাধিতও হয় না। আর এক কথা, এস্থলে স্বপ্নে পূর্ব্বানুভূত বস্তুরই স্মরণ হয়, এই যে উক্তি, তাহা প্রত্যুক্তিমাত্রই জানিতে হইবে। যেহেতু সূত্রকারের নিজমত তাহা নহে। সূত্রকার, "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি," 'স্বপ্নে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা তৎকালে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া থাকে' এইরূপ বলিবেন ॥ ২৯ ॥

'অর্থ ব্যতিরেকেও বাসনাবৈচিত্র্য বশত জ্ঞানবৈচিত্র্য উপপন্ন হয়,' এইরূপ যাহা বাদী বলিয়াছেন, তাহারই নিরাসের নিমিত্ত পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

অনুপলব্ধি বশত বাসনার সত্তাই স্বীকার করিতে পারা যায় না। পূর্ব্বপক্ষীর মতে বাহ্যার্থ ই নাই। বাসনা অর্থমূলক। অর্থ থাকিলেই বাসনা থাকে, অর্থ না থাকিলে বাসনাও থাকে না। অতএব বাহ্যার্থের অভাবে বাসনার অস্তিত্বই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে ॥ ৩০ ॥

কিঞ্চ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষঃ। স চ স্থিরমাশ্রয়ং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ।

ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥

নেত্যনুবর্ত্ততে। বাসনাশ্রয়ঃ স্থিরঃ পদার্থো নৈব তেঽস্তি। কুতঃ ক্ষণিকত্বাৎ। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্যালয়বিজ্ঞানস্য চ সর্ব্বস্য ক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। ন হি ত্রিকালস্থিরসম্বন্ধিনি চেতনেঽসতি দেশকালনিমিত্তসাপেক্ষবাসনাধ্যানস্মরণাদিব্যবহারঃ সম্ভবেৎ। তথা চাশ্রয়াভাবান্ন সা তদভাবাচ্চ ন তদ্বৈচিত্র্যমিতি তুচ্ছো বিজ্ঞানমাত্রবাদঃ ॥ ৩১ ॥

এবং যোগাচারেঽপি নিরস্তে সর্ব্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকঃ প্রতিপদ্যতে। বুদ্ধেন বাহ্যার্থান্ বিজ্ঞানঞ্চাঙ্গীকৃত্য বিনেয়-বুদ্ধ্যারোহায় সোপানবত্তত্র ক্ষণিকত্বাদি কল্পিতম্। ন তু তে

ক্ষণিকত্বাদিতি। প্রবৃত্তীতি। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং ব্যষ্টিঃ আলয়বিজ্ঞানং সমষ্টিরিতি জ্ঞেয়ম্। সা বাসনা। তদ্বৈচিত্র্যং জ্ঞানবৈচিত্র্যম্। তথাচ ভ্রমমূলেন বিজ্ঞানমাত্রবাদেন সমন্বয়ে বিরোধঃ কর্ত্তুং ন শক্য ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩১ ॥

বিশেষত বাসনা সংস্কারবিশেষ। স্থির আশ্রয় ব্যতিরেকে উহার সত্তা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পরবর্ত্তী সূত্রে এই বিষয়টিই ব্যক্ত করিতেছেন ;—

পূর্ব্বপক্ষীর মতে সকল পদার্থই ক্ষণিক। সকল পদার্থই যদি ক্ষণিক হইল, তবে বাসনার আশ্রয়স্বরূপ স্থির পদার্থই রহিল না। তাঁহারা যে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান স্বীকার করেন, ঐ দুইটিকেও ক্ষণিকই বলিয়াছেন। ত্রিকাল-সম্বন্ধী চেতন পদার্থের সত্তা স্বীকার না করিলে, দেশ-কাল-নিমিত্ত-সাপেক্ষ বাসনা, ধ্যান বা স্মরণাদি কোন ব্যবহারই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব পূর্ব্বপক্ষীর মতে তাদৃশ আশ্রয়ের অভাবে বাসনারই অভাব ঘটিতেছে। বাসনার অভাবে বাসনাবৈচিত্র্য বা তজ্জন্য জ্ঞানবৈচিত্র্য কিছুই সম্ভব হইতে পারিল না। অতএব এই বিজ্ঞানবাদ তুচ্ছই হইতেছে ॥ ৩১ ॥

তচ্চ বর্ত্তন্তে। শূন্যমেব তত্ত্বং তদাপত্তিরেব মোক্ষ ইত্যেব তন্মতরহস্যম্। যুক্তঞ্চৈতৎ। শূন্যস্যাহেতুসাধ্যত্বেন স্বতঃসিদ্ধেঃ। সতো হেত্বপেক্ষিণোঽপ্যুৎপত্ত্যনিরূপণাচ্চ। তথাহি। ন তাবস্তাবাদুৎপত্তিঃ সতঃ। অনষ্টাদ্বীজাদিতোঽঙ্কুরাদ্যুৎপত্ত্যদর্শনাৎ। নাপ্যভাবাৎ। নষ্টাদ্বীজাদিতো জাতস্যাঙ্কুরাদের্নিরুপাখ্যতা-

---

নম্নু মা ভূদসঙ্গতেন তেন বিজ্ঞানবাদেন সমন্বয়ে বিরোধঃ শূন্যবাদেন তস্মিন্ সোঽস্তু তস্য বক্ষমাণরীত্যা উপপন্নত্বাদিতি প্রাগ্‌বদাক্ষেপঃ। শূন্যবাদোঽত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি সন্দেহে তস্য প্রমাণমূলতাং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি শূন্যমেব তত্ত্বমিত্যাদিনা। শূন্যস্যেতি। ন হি শূন্যং কেনচিৎ কারণেন সিদ্ধমস্তি। অতস্তার্কিকৈর্নিত্যত্বং তস্য মতম্। যে চ ক্ষিত্যঙ্কুরাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে তেঽপি ভ্রান্তিরূপা এব। বস্তুতঃ শূন্যাৎ নেতরে ক্ষোদাক্ষমত্বাদিত্যাহ সতো হেত্বপেক্ষিণোঽপীত্যাদিনা। শিষ্টং স্পষ্টার্থম্। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ। শূন্যমেব সংবৃত্ত্যবচ্ছিন্নং বিচিত্রজগদ্রূপেণ বিবর্ত্ততে। পারমার্থিকসত্ত্বাভাবেঽপি সাংবৃত্ত্যসত্ত্বেন জগতি সদ্বুদ্ধিরর্থক্রিয়াকারিতাহানোপাদানাদয়শ্চ স্যুঃ। শূন্যমেবাবাঙ্‌মনসোঽগোচরং পরং তত্ত্বম্। তচ্চ নির্লেপং নির্বিশেষমস্তীতি ভাবনা-

---

এইপ্রকারে যোগাচারের মত নিরস্ত করিয়া সর্ব্বশূন্যবাদী মাধ্যমিকের মত খণ্ডন করিতেছেন। বুদ্ধমুনি বাহ্য অর্থ ও বিজ্ঞান অঙ্গীকার করিয়া বিনেয় বুদ্ধিতে আরোহণের নিমিত্ত সোপানের ন্যায় উহাদের ক্ষণিকত্বাদি কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু মাধ্যমিকের মতে কি বাহ্যার্থ, কি বিজ্ঞান, কিছুই নাই। এই মতে শূন্যই তত্ত্ব এবং সেই শূন্যাপত্তিই মোক্ষ। ইহাই এই মতের রহস্য। তাঁহারা বক্ষ্যমাণ প্রকারে স্বমতের যৌক্তিকতাও প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, 'শূন্য অহেতুসাধ্য, অতএব স্বতঃসিদ্ধ। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই তত্ত্ব। শূন্যই তত্ত্ব। সৎ বস্তু কারণাপেক্ষী হইলেও উহার উৎপত্তির নিরূপণ হয় না। কারণ, ভাব পদার্থ হইতে সদ্‌বস্তুর উৎপত্তি বলা যায় না। বীজ নষ্ট না হইলে, তাহা হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি দেখা যায় না। আবার অভাব হইতেও উহার উৎপত্তি বলিতে পারা যায় না। নষ্ট বীজাদি

পাতাৎ। ন চ স্বতঃ। আত্মাশ্রয়তাপত্তেরানর্থক্যাচ্চ। ন তু পরতঃ। পরত্বাবিশেষেণ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। এবমুৎপত্ত্যভাবাদ্বিনাশাভাবঃ। তস্মাদুৎপত্তিবিনাশসদসদাদিকং বিভ্রমমাত্রমতঃ শূন্যমেব তত্ত্বমিতি। ইহ সংশয়ঃ। শূন্যমেব তত্ত্বমিতি যুক্তং ন বেতি। শূন্যস্য স্বতঃসিদ্ধেরিতরেষাং পদার্থানাং ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতত্বেনাসত্ত্বাচ্চ যুক্তমিতি প্রাপ্তে নিরস্যতি।

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥

নেত্যনুবর্ত্তনীয়ম্। শূন্যমিতি বদন্ ভাবমভাবং ভাবাভাবং বা প্রতিপাদয়েৎ। সর্ব্বথা নাভিমতসিদ্ধিঃ। কুতঃ অনুপ-

---

পরিপাকাৎ শূন্যভাবাপত্তির্মোক্ষ ইতি শূন্যবাদেন সর্ব্বব্যবহারসিদ্ধৌ ভাবভূতাৎ বিজ্ঞানানন্দাৎ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণকাৎ চিদচিচ্ছক্ত্যুপেতাৎ ব্রহ্মণো জগৎসর্গং বদন্ সমন্বয়ো নাস্থেয়ঃ সূক্ষ্মধিয়েত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাচষ্টে।

হইতে জাত অঙ্কুরাদির তাহা হইলে মিথ্যাত্বই হইল। আপনা হইতেই অঙ্কুরাদির উৎপত্তিও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং আনর্থক্যও ঘটে। পর হইতে উৎপত্তিও স্বীকার করা যায় না। যেহেতু তৎস্বীকারে পরত্বের অবিশেষ বশত সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি প্রসঙ্গ হয়। এই প্রকারে উৎপত্তির অভাবে বিনাশেরও অভাব ঘটে। অতএব উৎপত্তি, বিনাশ, সৎ ও অসৎ, প্রভৃতি সকলই ভ্রমাত্মক। শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব।'

এক্ষণে সংশয় এই যে, মাধ্যমিকের 'শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব,' এই মত যুক্ত কি অযুক্ত? শূন্য যখন স্বতঃসিদ্ধ এবং তদতিরিক্ত পদার্থমাত্রই যখন ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, তখন উহা যুক্তই হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষীর এই প্রকার সিদ্ধান্তের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন ;—

সর্ব্বথা অনুপপত্তি প্রযুক্ত উহা অযুক্তই হইতেছে। ঐ শূন্য, ভাব কি অভাব অথবা ভাবাভাব? তিনটির কোনটিই প্রতিপাদন করা যায় না। উহার

পত্তেরযুক্তত্বাৎ। তথাহি। আদ্যেঽনিষ্টাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে প্রতিপাদয়িতুর্ভাবস্য তৎসাধনস্য চ সত্ত্বাৎ সর্ব্বশূন্যতা-হানিঃ। তৃতীয়ে তু বিরোধোঽনিষ্টতা চেতি। কিঞ্চ যেন প্রমাণেন শূন্যং সাধ্যং তস্য শূন্যত্বে শূন্যবাদহানিঃ তস্য সত্যত্বে সর্ব্বসত্যতাপ্রসঙ্গশ্চেতি দুষ্টঃ শূন্যবাদঃ। এবং মিথো বিরুদ্ধত্রিমতীনিরূপণাজ্জগৎপ্রতারকতা বুদ্ধস্যাবসীয়তে। লোকায়তিকাদিমতানি স্থতিতুচ্ছত্বাদ্ভগবতা সূত্রকারেণ

সর্ব্বথেতি। আদ্যে শূন্যং ভাবং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে শূন্যস্য ভাবরূপত্বা-স্বীকারাদনিষ্টাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে শূন্যমভাবং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে। তৃতীয়ে শূন্যং ভাবাভাবরূপং প্রতিপাদয়েদিতি পক্ষে। কিঞ্চ প্রপঞ্চভ্রমস্য বাধ্যত্বে কিঞ্চিৎ সত্যমধিষ্ঠানং বাচ্যম্। নিরধিষ্ঠানবাধাযোগাৎ। তচ্চ তব নাস্তিমত-মিতি। তথাচ ভ্রমমূলেন শূন্যবাদেন বেদান্তসমন্বয়ো ন শক্যো বিরোদ্ধুমিতি। এবমিতি। নমু বুদ্ধস্যেশ্বরাবতারত্বাদহিংসাদিধর্ম্মোপদেশেনাপ্তত্বপ্রতীতেশ্চ তন্মতং ভ্রমমূলমিতি তদুক্তং ন শক্যং বক্তুমিতি চেদুচ্যতে। ন হি বুদ্ধো ভ্রমা-দেবং ভাষতে কিন্তু পরবঞ্চনার্থমেব। হরিবহির্ম্মুখাঃ স্বতঃ প্রবলাস্তে চেৎ বেদোক্তযজ্ঞাদ্যমুতিষ্ঠেয়ুস্তদাতিবলিষ্ঠাঃ সন্তো দৈত্যবদ্বৈদিকান্ হরিভক্তান্ বাধেরন্নিতি তদ্বঞ্চনার্থা তস্য বেদাবজ্ঞাদিপ্রচুরা প্রবৃত্তিঃ। দয়াপ্রকাশস্তু স্বোক্তে-ঽন্যপ্রবেশার্থঃ। ন চানাপ্তত্বদোষঃ স্বভক্তপরিত্রাণপর্য্যবসানকস্য তদ্বঞ্চনস্য গুণ-

---

যাহা কিছু প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করা যাইবে, তাহাতেই অভীষ্টসিদ্ধির হানি হইবে। কারণ, উহার কোনটিই যুক্ত হইতেছে না। শূন্যের ভাবরূপত্বের আদৌ অস্বীকার হেতু উহার তাদৃশত্ব স্বীকারে প্রথমপক্ষে অনিষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয় পক্ষে শূন্যের অভাবরূপত্বের স্বীকারে প্রতিপাদনকর্ত্তার ও তৎসাধ-নের অস্তিত্ব বশত সর্ব্বশূন্যত্বের হানি হইতেছে। এবং তৃতীয় পক্ষে বিরোধ ও অনিষ্টাপত্তি উভয়ই ঘটিতেছে। অধিকন্তু যে প্রমাণ দ্বারা শূন্যের সাধন করা হইবে, তাহার শূন্যত্বে শূন্যবাদের হানি এবং তাহার সত্যত্বে সর্ব্বসত্যতাপ্রসঙ্গ ঘটে বলিয়া শূন্যবাদ দুষ্টই হইতেছে। এইরূপে পরস্পরবিরুদ্ধ মতত্রয়ের নিরূপণে

ত্বাদিতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্। লোকায়তিকেতি। মোক্ষধর্ম্মে জনকং প্রতি পঞ্চশিখেন লোকায়তিকমতমনূদ্য নিরাকৃতম্। তত্র তদনুবাদঃ—রেতোধাতুর্বটকণিকা-ঘৃতপাকাধিবাসনম্। জাতিস্মৃতিরয়স্কান্তঃ সূর্য্যকান্তোঽম্বুভক্ষণমিতি। অস্যার্থঃ। অনুমানস্য প্রামাণ্যে তত এব দেহাদনন্যাত্মসিদ্ধিরিত্যাহ রেত ইতি। যথা বটকণায়াং বটপত্রপুষ্পফলাদিকমন্তর্হিতমেবং রেতোধাতৌ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্ত-শরীরাকারাদিকমন্তর্হিতং সদাবির্ভবেৎ। যথা তৃণোদকাদেকস্মাদেব ধেন্বোপ-যুক্তাৎ ক্ষীরঘৃতে পৃথক্‌স্বভাবে স্যাতাম্ যথা বা বহুদ্রব্যপাকাদ্দ্বিত্রিরাত্রমধিবাসি-তাৎ মদশক্তিরেবং পৃথিব্যাদিভূতচতুষ্টয়াৎ তত্রান্তর্ভূতং চৈতন্যমুপজায়তে। যথা কাষ্ঠদ্বয়সংযোগাৎ তৎপ্রকাশকস্যাগ্নের্জাতির্জন্ম তথা ভূতসঙ্ঘাতাৎ তৎ-প্রকাশকস্য চৈতন্যস্য যথা জড়য়োরপ্যাত্মমনসোর্যোগাদজড়ং স্মৃত্যাদিরূপং জ্ঞানং ন্যায়নয়ে তথৈতদ্দ্রষ্টব্যম্। যথায়স্কান্তো লোহং চালয়তি তথা ভূতসঙ্ঘাতাদুৎ-পন্নং জ্ঞানং তম্। যথা সূর্য্যকান্তঃ সূর্য্যরশ্মিযোগাদেবাগ্নিং জনয়তি তথা পার্থি-বাংশো জাতিভেদাদেব কার্য্যবৈচিত্রীম্। যথা বহ্নেরম্বুশোষকত্বমেবং ভূতসঙ্ঘাত-স্যৈব ভোক্তৃত্বমিতি। অথ তন্নিরাকরণম্—প্রেতীভূতেঽত্যয়শ্চৈব দেবতাদ্যুপ-যাচনম্। মৃতে কর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয় ইতি। অস্যার্থঃ। দেহে প্রেতীভূতে সতি অত্যয়শ্চৈতন্যাভাবো দেহাদন্যোঽস্ত্যাত্মা ইত্যত্র প্রমাণম্। দেহশ্চেদাত্মা তর্হি দেহে মৃতেঽপি তত্র চৈতন্যমুপলভ্যেত। ন চৈবমস্তি অতো ন দেহধর্ম্মশ্চৈতন্যমিত্যর্থঃ। প্রত্যভূতাত্যয় ইতি কচিৎ পাঠঃ। তত্র প্রত্যভূতং নাশ ইত্যর্থঃ। যস্মিন্ সতি দেহো ন নশ্যতি যস্মিন্নসতি নশ্যতি স দেহাদন্য আত্মেত্যর্থঃ। শীতজ্বরাদিবিনিবৃত্তয়ে মন্ত্রপ্রতিপাদ্যা দেবতা লোকায়তিকৈ-রুপযাচ্যতে সা চেৎ ভূতময়ী স্যাৎ তদা ঘটাদিবৎ দৃশ্যেত। ন চ লোকান্তরসঞ্চার-ক্ষমঃ সূক্ষ্মদেহোঽস্ত্যস্বীকারাৎ। আদিশব্দাৎ ভূতাবেশো গ্রাহ্যঃ। যস্মিন্ দেহে ভূতাবেশস্তদ্দেহপীড়য়া মুখ্যো দেহপতির্ন পীড্যতে অপি তু তত্রাবিষ্টো ভূত এব পীড্যতে তদানীং তস্যৈব দেহাভিমানত্বাৎ। তস্মিন্ নির্গতে তু মুখ্যো দেহপতিঃ পীড্যতে অতো ন দেহ আত্মা। মৃতে কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কৃতনাশশ্চশব্দাদকৃতাভ্যাগম-শ্চেতি। যে হি রেতোধাত্বাদয়ো দৃষ্টান্তাস্তে জড়াৎ জড়োৎপত্তাবেব ন তু জড়াৎ চৈতন্যোৎপত্তাবতো বিষমাস্তে। মূর্ত্ত্যাদের্জ্ঞানস্যোৎপত্তৌ ভূম্যাদি-চতুষ্টয়াদাকাশস্যোৎপত্তিঃ স্যাৎ। যচ্চ জড়াভ্যামাত্মমনোভ্যাং চৈতন্যমুৎপদ্যতে

প্রত্যাখ্যাতুং নোট্টঙ্কিতানীতি বেদিতব্যম্। এতেন বৌদ্ধনিরাসেন তৎসদৃশো মায়ী চ নিরস্তঃ। ক্ষণিকত্বমনুস্থৃত্য দৃষ্টিস্থষ্টিবর্ণনাৎ শূন্যবাদমাশ্রিত্য বিবর্ত্তনিরূপণাচ্চ তস্য তৎসাদৃশ্যম্॥ ৩২॥

অথ জৈনা দূষ্যন্তে। তে মন্যন্তে। পদার্থো দ্বিবিধঃ। জীবোঽজীবশ্চেতি। তত্র জীবশ্চেতনঃ কায়পরিমাণঃ সাবয়বঃ। অজীবঃ পঞ্চবিধঃ ধর্ম্মাধর্ম্মপুদ্গলকালাকাশভেদাৎ। গতি-

---

ইতি তার্কিকমতেনাপ্যুক্তং তত্র তন্মতে বিভুনাত্মনা মনসো নিত্যং যোগাৎ নিত্যং জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ। ন চৈবমস্তি। অতো যৎকিঞ্চিদেতৎ। আদিশব্দাদিন্দ্রিয়াত্মবাদিপ্রভৃতয়ঃ। অতিতুচ্ছত্বাৎ দুর্ব্বলত্বাৎ পরীক্ষায়াং সিকতাকূপবদ্বিদীর্য্যমাণত্বাদিতি যাবৎ। এতেনেতি। ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধঃ। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী মায়ী। তদ্বাদয়োঃ সাম্যাৎ তয়োঃ সাম্যম্। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে পদার্থা বস্তুতঃ ক্ষণিকাঃ। যদৈব দৃষ্টিস্তদৈব সৃষ্টিঃ। দৃষ্ট্যভাবে সৃষ্ট্যভাব ইতি নিরূপ্যতে। শূন্যবাদী বৌদ্ধঃ। বিবর্ত্তবাদী মায়ী। তদ্বাদয়োঃ সাম্যাৎ তয়োঃ সাম্যম্। তচ্চ সংবৃত্তিমায়য়োর্ব্যবহারিকসাংবৃত্তসত্ত্বয়োশ্চাভেদাদবগন্তব্যম্। এতচ্চ ভাষ্যপীঠকে বিস্পষ্টং দ্রষ্টব্যম্॥ ৩২॥

বুদ্ধের জগৎপ্রতারকতাই অনুমিত হইতেছে। লোকায়তিকাদির মত অতি তুচ্ছ বলিয়া ভগবান সূত্রকার তৎপ্রত্যাখ্যানের উদ্যমই করেন নাই, ইহাই জানিতে হইবে। এই বৌদ্ধমতের নিরাসে বৌদ্ধসদৃশ মায়াবাদীরও নিরাস করা হইল। মায়াবাদীরা বৌদ্ধের ক্ষণিকত্ব পক্ষের অনুসরণে দৃষ্টি পূর্ব্বক সৃষ্টি বর্ণন করিয়া থাকেন। তাঁহারা শূন্যবাদের আশ্রয়ে বিবর্ত্তবাদ নিরূপণ করেন বলিয়াই তাঁহাদিগের বৌদ্ধের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। অতএব মায়াবাদ যে বৌদ্ধেরই সদৃশ, ইহা স্থির হইতেছে॥ ৩২॥

অনন্তর জৈনমতে দোষ প্রদান করিতেছেন। জৈনের মতে পদার্থ দ্বিবিধঃ—জীব ও অজীব। তন্মধ্যে জীব চেতন, শরীরপরিমাণ ও সাবয়ব। অজীব পঞ্চবিধ, যথা—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, কাল ও আকাশ। যাহা গতিহেতু তাহাই

হেতুর্ধর্ম্মঃ। স্থিতিহেতুরধর্ম্মশ্চ ব্যাপকঃ। বর্ণগন্ধরসস্পর্শবান্ পুদ্গলঃ। স চ দ্বিবিধঃ পরমাণুস্তৎসঙ্ঘাতশ্চ। বায়ুগ্নিজলপৃথিবী-তনুভুবনাদিকঃ। পৃথিব্যাদিহেতবঃ পরমাণবো ন চতুর্ব্বিধাঃ কিন্ত্বেকস্বভাবাঃ। স্বভাবপরিণামাত্তু পৃথিব্যাদিরূপো বিশেষঃ। কালস্ত্বতীতাদিব্যবহারহেতুরণুশ্চ। আকাশস্ত্বেকোঽনন্ত-প্রদেশশ্চেতি। তদেবং ষড়মী পদার্থা দ্রব্যরূপাস্তদাত্মকমিদং জগৎ। তেষু চাণুভিন্নানি পঞ্চ দ্রব্যাণ্যস্তিকায়া ইত্যাখ্যায়ন্তে। জীবাস্তিকায়ো ধর্ম্মাস্তিকায়োঽধর্ম্মাস্তিকায়ঃ পুদ্গলাস্তিকায়ঃ আকাশাস্তিকায় ইতি। অস্তিকায়শব্দোঽনেকদেশবর্ত্তিদ্রব্য-

---

অথেতি। বৌদ্ধমতনিরাসানন্তরং বৌদ্ধো মুক্তকচ্ছঃ জৈনস্তু বিবস্ত্র ইতি তয়োঃ পৌর্ব্বোত্তর্য্যেণ দূষণং যুক্তমিতি ধীসন্নিধিলক্ষ্যয়া সঙ্গত্যা প্রবৃত্তিঃ। মা ভূৎ প্রতারকেণ বৌদ্ধসিদ্ধান্তেন সমন্বয়ে বিরোধো জৈনসিদ্ধান্তেন তু স তস্মিন্নস্তু। তস্য ঋষভভগবদনুযায়িনার্হতোপদিষ্টত্বাৎ। অহিংসাদের্ভাত্রপদীয়োগ্রব্রতস্য চ যোগেন প্রামাণিকত্বপ্রতীতেশ্চেতি প্রাপ্তদাক্ষেপঃ। জৈনসিদ্ধান্তোঽত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি বীক্ষায়াং প্রমাণমূলত্বং তস্য বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়তি তে মন্যন্তে ইত্যাদিনা। পদার্থো দ্বিবিধ ইত্যাদিকং জগদিত্যন্তং

ধর্ম্ম। যাহা স্থিতিহেতু তাহাই অধর্ম্ম। ঐ অধর্ম্ম ব্যাপক। যাহার বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ আছে, তাহাই পুদ্গল। পুদ্গল পরমাণুরূপ ও তৎসঙ্ঘাতরূপ ভেদে দ্বিবিধ। বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, তনু ও ভুবনাদির নামই সঙ্ঘাত। পৃথিবী প্রভৃতির কারণভূত পরমাণু সকল চতুর্বিধ নহে; উহারা একবিধ। উহাদিগের পরিণাম হইতেই পৃথিবী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বস্তু। অতীতাদি ব্যবহারের নিদানই কাল। ঐ কাল অণুরূপ। আকাশ এক ও অনন্তপ্রদেশ। এই ষড়্‌বিধ পদার্থই দ্রব্যরূপ। নিখিল জগৎই তদাত্মক। তন্মধ্যে অণুভিন্ন অপর পাঁচটি দ্রব্য অস্তিকায় এই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। উহাদিগের নাম যথাক্রমে জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায়।

বাচী। জীবস্য মোক্ষোপযোগিতয়া বোধ্যান্ সপ্ত পদার্থান্ বর্ণয়ন্তি। জীবাজীবাস্রবসম্বরনির্জ্জরবন্ধমোক্ষা ইতি। তেষু জীবঃ প্রাগুক্তো জ্ঞানাদিগুণকঃ। অজীবস্তদ্ভোগ্যজাতম্। আস্রবত্যনেন জীবো বিষয়েষ্বিত্যাস্রব ইন্দ্রিয়সঙ্ঘাতঃ। সংবৃণোতি বিবেকাদিকমিতি সম্বরোঽবিবেকাদিঃ। নিঃশেষেণ জীর্য্যত্যনেন কামক্রোধাদিরিতি নির্জ্জরঃ কেশোল্লুঞ্চনতপ্তশিলারোহণাদিঃ। কর্ম্মাষ্টকেনাপাদিতো জন্মমরণপ্রবাহো বন্ধঃ। তদষ্টকং চৈবম্। চত্বারি ঘাতিককর্ম্মাণি পাপবিশেষরূপাণি যৈর্জ্ঞানদর্শনবীর্য্যসুখানি স্বাভাবিকান্যপি জীবস্য প্রতিহন্যন্তে। চত্বারি ত্বঘাতিকর্ম্মাণি পুণ্যবিশেষরূপাণি যৈর্দেহসংস্থানতদভিমানতৎকৃতসুখদুঃখাপেক্ষোপেক্ষাসিদ্ধিঃ।

বিস্ফুটার্থম্। তেষু চেতি। অণুভিন্নানি পরমাণুপুদ্গলকালেতরাণি জীবধর্ম্মাধর্ম্মসঙ্ঘাতপুদ্গলাকাশানীত্যর্থঃ। বোধ্যানিতি। তদ্বোধে হি হেয়োপাদেয়তা সিধ্যতীতি ভাবঃ। তেষ্বিতি। প্রাগুক্তশ্চেতনঃ সাবয়বঃ কায়পরিমিতশ্চেত্যেবং

অনেকদেশবর্ত্তী দ্রব্যই অস্তিকায় শব্দে অভিহিত হয়। ঐ মতে জীবের মোক্ষোপযোগী সাতটি পদার্থ স্বীকৃত হয়। ঐ সাতটি পদার্থ যথা, জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ ও মোক্ষ। তন্মধ্যে জীবের স্বরূপ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। জীব জ্ঞানাদিগুণসমন্বিত। জীবের ভোগ্য পদার্থসমূহই অজীব। জীব যদ্দ্বারা বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়েন, সেই ইন্দ্রিয় সকলের নামই আস্রব। যাহা দ্বারা বিবেক আবৃত হয়, সেই অবিবেকই সম্বর নামে উক্ত হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা কামক্রোধাদি নিঃশেষে জীর্ণ হয়, তাহারই নাম নির্জ্জর; যথা, কেশোল্লুঞ্চন ও তপ্তশিলারোহণাদি। কর্ম্মাষ্টক দ্বারা আপাদিত জন্মমরণপ্রবাহের নাম বন্ধ। ঐ আটটি কর্ম্মের মধ্যে চারিটি পাপবিশেষ রূপ ঘাতি কর্ম্ম এবং চারিটি পুণ্য বিশেষ রূপ অঘাতি কর্ম্ম। ঘাতি কর্ম্ম চারিটি দ্বারা জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য ও সুখ বিনষ্ট হইয়া থাকে। আর অঘাতি কর্ম্ম চতুষ্টয় দ্বারা জীবের

স্বশাস্ত্রোক্তসাধনৈস্তদষ্টকাদ্বিমুক্তস্যাবির্ভূতস্বাভাবিকাত্মরূপস্য জীবস্য সদোর্দ্ধগতিরলোকাকাশস্থিতির্ব্বা মুক্তিঃ। সম্যগ্‌জ্ঞানদর্শনচারিত্র্যাখ্যং রত্নত্রয়ং তৎসাধনম্। তানেতান্ পদার্থান্ সপ্তভঙ্গিনা ন্যায়েনাবস্থাপয়ন্তি। স যথা স্যাদস্তি ১ স্যান্নাস্তি ২ স্যাদবক্তব্যঃ ৩ স্যাদস্তি চ নাস্তি চ ৪ স্যাদস্তি

পূর্ব্বং কথিতঃ। স্বশাস্ত্রোক্তেতি জৈনগ্রন্থ ইত্যর্থঃ। সম্যগিতি। সম্যক্ জ্ঞানং সম্যক্ দর্শনং সম্যক্ চারিত্র্যম্। রাগদ্বেষশূন্যতয়া পদার্থানামবলোকনং সম্যক্ দর্শনম্ আত্মানাত্মবিবেকেন পদার্থানামবগমঃ সম্যক্ জ্ঞানং ফলনৈরপেক্ষ্যেণ কর্ম্মণামঘাতিনামনুষ্ঠানং সম্যক্ চারিত্র্যমিতি রত্নত্রয়ং মুক্তিসাধনঞ্চেতি রত্নবদুপাদেয়মিত্যর্থঃ। সপ্তভঙ্গিনা ন্যায়েনেতি। ন্যায়ো যুক্তিঃ। কেচিদেনং ন্যায়মেবং ব্যাচক্ষতে। বস্তুনঃ সত্ত্ববিবক্ষায়াং প্রথমো ভঙ্গঃ কথঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। অসত্ত্ববিবক্ষায়াং দ্বিতীয়ঃ। ক্রমাদুভয়বিবক্ষায়াং তৃতীয়ঃ। যুগপদুভয়বিবক্ষায়াং সত্ত্বাসত্ত্বয়ো-

দেহসংস্থান, তদভিমান এবং তৎকৃত সুখে ও দুঃখে অপেক্ষা এবং উপেক্ষার সিদ্ধি হয়। স্বশাস্ত্রোক্ত সাধন সমূহ দ্বারা উক্ত কর্ম্মাষ্টক হইতে বিমুক্তি লাভ হইলে স্বাভাবিক আত্মস্বরূপের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তখন জীব ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া অলোকাকাশে স্থিতি বা মুক্তি লাভ করেন। সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চারিত্র্য, এই তিনটি রত্নই ঐ মুক্তির সাধন। জৈনেরা সপ্তভঙ্গী ন্যায় দ্বারা ঐ সকল পদার্থ সংস্থাপন করিয়া থাকেন। উক্ত সপ্তভঙ্গী ন্যায় যথা,—"স্যাৎ অস্তি" যদি কোনরূপে থাকে, তবে আছে, এই কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব জ্ঞাপক ন্যায়ই প্রথম ন্যায়। "স্যান্নাস্তি" যদি কোনরূপে থাকে, তবে নাই, এই অসত্ত্ববিবক্ষাসূচক ন্যায়ই দ্বিতীয় ন্যায়। "স্যাদবক্তব্যঃ" যদি কোনরূপে থাকে, তবে অবক্তব্য, এইটি ক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়বিবক্ষায় তৃতীয় ন্যায়। "স্যাদস্তি চ নাস্তি চ" যদি কোনরূপে থাকে, তবে আছে, অথবা নাই, এইটি যুগপৎ প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বিবক্ষায় চতুর্থ ন্যায়। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এককালে বলা অশক্য, এইটি বুঝাইবার নিমিত্তই এই চতুর্থ ন্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। "স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ"

চাবক্তব্যশ্চ ৫ স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ ৬ স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চেতি ৭। স্যাদিতি কথঞ্চিদিত্যর্থেঽব্যয়ম্। সপ্তানাং নিয়মানাং ভঙ্গা বিদ্যন্তে যস্মিন্ প্রতিপাদ্যতয়েতি সপ্তভঙ্গী। সত্ত্বম্ ১ অসত্ত্বং ২ সদসত্ত্বং ৩ সদসদ্বিলক্ষণত্বং ৪ সত্ত্বে সতি তদ্বিলক্ষণত্বম্ ৫ অসত্ত্বে সতি তদ্বিলক্ষণত্বং ৬ সদসত্ত্বে সতি তদ্বিলক্ষণত্বম্ ৭ ইতিবাদিভেদেন পদার্থবিষয়াঃ সপ্ত নিয়মা ভবন্তি। তদ্ভঙ্গার্থময়ং ন্যায়ঃ। স চ সর্ব্বত্রাবশ্যকঃ সর্ব্বস্য পদার্থস্য সত্ত্বাসত্ত্বনিত্যত্বানিত্যত্বভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিভির্ধর্ম্মৈরনৈকান্তিকত্বাৎ। তথাহি যদ্যেকান্ততো বস্তুস্ত্যেব

যুগপদ্বক্তুমশক্যত্বাৎ চতুর্থঃ। আদ্যচতুর্থয়োঃ ক্রমেণ বাঞ্ছায়াং পঞ্চমঃ। দ্বিতীয়চতুর্থয়োর্বিবক্ষায়াং ষষ্ঠঃ। আদ্যদ্বিতীয়চতুর্থানাং বাঞ্ছায়াং সপ্তম ইতি। এবমেকত্বাদিবিরুদ্ধাদ্বয়মাদায়ৈষ ন্যায়ো যোজ্য ইতি। ন্যায়নিরস্তানি বাদিনাং সপ্ত

প্রথম ও চতুর্থের ক্রমবিবক্ষায় পঞ্চম স্যায়। ইহার অর্থ—যদি কোনরূপে থাকে, তবে আছে, অথচ উহা অবক্তব্যই। "স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ" যদি কোনরূপে না থাকে, তবে নাই, অথচ উহা অবক্তব্যই। এইটি দ্বিতীয় ও চতুর্থের বিবক্ষায় ষষ্ঠ স্যায়। "স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ" যদি কোনরূপে থাকে, তবে আছে, যদি কোনরূপে না থাকে, তবে নাই, অথচ অবক্তব্যই। এইটি প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থের বিবক্ষায় সপ্তম ন্যায়। এই সপ্তভঙ্গিন্যায়ের স্যাৎ শব্দ কথঞ্চিৎ অর্থে অব্যয়। যাহাতে সপ্ত নিয়মের বা যুক্তির ভঙ্গ আছে, তাহারই নাম সপ্তভঙ্গিন্যায়। সত্ত্ব, অসত্ত্ব, সদসত্ত্ব, সদসদ্‌বিলক্ষণত্ব, সত্ত্ব থাকিয়া তদ্বিলক্ষণত্ব, অসত্ত্ব থাকিয়া তদ্বিলক্ষণত্ব এবং সত্ত্ব ও অসত্ত্ব থাকিয়াও তদ্বিলক্ষণত্ব এইরূপ বাদী ভেদে পদার্থ বিষয়ে সাতটি নিয়ম দৃষ্ট হয়। উহারই ভঙ্গের নিমিত্ত এই সপ্তভঙ্গী ন্যায়। উহা সর্ব্বত্রই প্রয়োজনীয়। সকল পদার্থেরই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব এবং ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ দ্বারা অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ অনিশ্চয়তা হয় বলিয়াই ঐ সপ্তভঙ্গিন্যায় স্বীকার করিতে

তর্হি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনাস্ত্যেবেতি ন তদীপ্সাজিহা-সাভ্যাং কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কুত্রচিৎ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তেত নিবর্ত্তেত বা। প্রাপ্তস্যাপ্রাপ্তত্বাৎ হেয়হানাসম্ভবাচ্চ। অনেকান্তপক্ষে তু কথঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ কস্যচিৎ কেনচিদ্রূপেণ সত্ত্বে হানোপাদানসম্ভবাৎ। প্রবৃত্তির্নিবৃত্তিশ্চোপপদ্যেত। দ্রব্যপর্য্যায়াত্মকং কিল সর্ব্বং বস্তু। তত্র দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বাদিকমুপপদ্যেত। পর্য্যায়াত্মনা ত্বসত্ত্বাদিকম্। পর্য্যায়াস্তু দ্রব্যাবস্থাবিশেষাঃ। তেষাং ভাবাভাবাত্মকতয়া সত্ত্বাসত্ত্বাদেরুৎপত্তিরিতি। ইহ সন্দিহ্যতে। আর্হতোক্তা জীবাদয়ঃ পদার্থাস্তথা যুজ্যন্তে ন বেতি। সপ্তভঙ্গিনো ন্যায়স্য সাধকস্য সত্ত্বাৎ যুজ্যন্তে ইতি প্রাপ্তে পরিহরতি।

মতানি দর্শয়তি সত্ত্বমিত্যাদিনা। যদীতি। একান্ততো নির্ণীতস্বরূপতয়েত্যর্থঃ। ন তু দীপে সতি তৎপ্রাপ্তীচ্ছাতত্ত্যাগেচ্ছাভ্যামিত্যর্থঃ। অনেকান্তপক্ষে অনির্ণীতস্বরূপত্বপক্ষে। স্ফুটার্থমন্যৎ। তথাচ বস্তুমাত্রং সত্ত্বাদিধর্ম্মকমত একরসে ব্রহ্মণি সমন্বয়ো ন বা ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাখ্যাতি।

হইবে। কারণ, যদি বস্তু একান্তই থাকে, তাহা হইলে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারেই থাকিবে। প্রাপ্তির ইচ্ছা বা ত্যাগের ইচ্ছা দ্বারা কোনরূপে কখন কোথাও কেহ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইবে না। যেহেতু প্রাপ্তেরও অপ্রাপ্যত্ব এবং হেয় বস্তুরও ত্যাগের অসম্ভাবনা প্রযুক্তই ঐরূপ হইয়া থাকে। অনেকান্ত পক্ষে কোনরূপে কোথাও কখন কাহারও কোন প্রকারে সত্ত্ব থাকিলে, তাহার ত্যাগ বা গ্রহণের সম্ভাবনা হয়। এবং তাহা হইলে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিও উপপন্ন হয়। সকল বস্তুই দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক। দ্রব্যস্বরূপে সত্ত্বাদি সকলই উপপন্ন হয়। আর পর্য্যায় স্বরূপে অসত্ত্বাদির উপপত্তি হয়। দ্রব্যের অবস্থাবিশেষের নামই পর্য্যায়। পর্য্যায় সকল ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক উভয়ই। অতএব উহাদের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উভয়ই সঙ্গত হইয়া থাকে।

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

নৈতে পদার্থাস্তেন ন্যায়েনাত্মানমুপলব্ধুং ক্ষমাঃ। কুতঃ একস্মিন্নিতি। একস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুগপৎ সত্ত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্ম-সমাবেশাযোগাদেবেত্যর্থঃ। ন হ্যেকং বস্ত্বেকদা শৈত্যোষ্ণ্য-ভাগ্‌বীক্ষ্যতে ক্বাপি। কিঞ্চ অনেকান্তপক্ষে স্বর্গনরকমোক্ষা-ণাং মিথঃ সঙ্কীর্ণত্বাৎ স্বর্গায় নরকহানায় মোক্ষায় চ সাধন-বিধির্ব্যর্থঃ স্যাৎ। এবং ঘটাদীনামপি তথাত্বাদুদকার্থী বহ্নিনা প্রবর্ত্তেত গৃহার্থী তু বায়ুনা। ন চ তত্র ভেদস্যাপি সত্ত্বাদুদ-

নৈকস্মিন্নিতি। একস্মিন্ পরমার্থরূপবস্তুনি সত্ত্বাসত্ত্বাদিমিথোবিরুদ্ধধর্ম্ম-যোগাদনেকরূপং তদিত্যর্থঃ। যদস্তি তদস্ত্যেব ন তু নাস্তি। যন্নাস্তি তন্নাস্ত্যেব ন ত্বস্তি। যন্নিত্যং তন্নিত্যমিতি সর্ব্বাভ্যুপগতমনুভূতঞ্চেদম্। তন্মতেঽপি প্রপ-ঞ্চস্য বস্তুভূতত্বাৎ নানেকরূপত্বম্। একস্মিন্নিতি দেবদত্তাদৌ ঘটাদৌ বৈকবস্তু-নীত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। সঙ্কীর্ণত্বাৎ মিশ্রিতত্বাৎ। তথাত্বান্মিথো মিশ্রিতত্বাৎ।

এক্ষণে সংশয় এই, ঐ আর্হতোক্ত জীবাদি পদার্থ সকল যুক্ত কি অযুক্ত ? সপ্তভঙ্গিন্যায় দ্বারা যখন উহারা সাধিত হইতেছে, তখন উহা যুক্ত বলাই উচিত। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে উত্তর করিতেছেন ;—

অসম্ভাবনা প্রযুক্ত এক বস্তুতে যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না।

ঐ সপ্তভঙ্গিন্যায়ও ঐ সকল পদার্থ ব্যবস্থাপন করিতে পারে না। কারণ, এক ধর্ম্মীতে যুগপৎ সত্ত্বাসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভব হয় না। একটি বস্তু এক সময়ে শীতল ও উষ্ণ থাকে, এরূপ কখনই দেখা যায় না। আবার অনির্ণীতসত্ত্বাসত্ত্ব পক্ষেও স্বর্গ, নরক বা মোক্ষেরও পরস্পর মিশ্রণ হেতু স্বর্গো-দ্দেশে নরক হইতে নিবৃত্তির উদ্দেশে বা মোক্ষের নিমিত্ত সাধনবিধি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আবার ঘটাদির পরস্পর মিশ্রণ প্রযুক্ত উদকার্থী বহ্নিতে এবং গৃহার্থী বায়ুতে প্রবৃত্ত হইত। ভেদ থাকিলেও উদকার্থীর বহ্নি হইতে নিবৃত্তি যুক্ত হয়,

কাদ্যর্থিনো বহ্ন্যাদিতো নিবৃত্তিরুপপদ্যেতেতি বাচ্যম্ অভেদস্যাপি সত্ত্বেন বৃত্তেরপ্যাবশ্যকত্বাৎ। অপি চ নির্দ্ধার্য্যাঃ পদার্থা নির্দ্ধারসাধনানি ভঙ্গা নির্দ্ধারকো জীবো নির্দ্ধারশ্চ তৎফলং সর্ব্বমেতৎ স্যাদস্তীত্যাদিবিকল্পোপন্যাসেন সত্ত্বাসত্ত্বাদিধর্ম্মকতয়া নিশ্চিতবপুর্ভবেদিতি লূতাতন্তুবৎ ত্রুট্যমানোঽসৌ ন্যায়ঃ। কিমস্য পরীক্ষয়া॥ ৩৩॥

অথাত্মনো দেহপরিমাণত্বং প্রত্যাচষ্টে।

এবং চাত্মাকার্ৎস্ন্যম্॥ ৩৪॥

যথৈকস্মিন্ সত্ত্বাসত্ত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মযোগো দোষ এবমাত্মনোঽকার্ৎস্ন্যঞ্চ সঃ। তথাহি। দেহপরিমাণো জীব ইতি মতম্। তস্য বালদেহপরিমিতস্য যুবাদিদেহে পর্য্যাপ্তির্ন স্যাৎ। মনুষ্যদেহপরিমিতস্য তস্যাদৃষ্টবিশেষলব্ধে করিশরীরে

বহ্নিনেতি। বহ্নৌ ঘটোঽপি কথঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। বায়ুনেতি। বায়াবপি কাষ্ঠেষ্টকাদি কথঞ্চিদস্তীত্যর্থঃ। ন চ তত্রেতি। বহ্নৌ কথঞ্চিদ্ঘটভেদোঽস্তি বায়ৌ চ কাষ্ঠাদিভেদ ইত্যর্থঃ। অভেদস্যাপীতি। বহ্নৌ ঘটাভেদঃ কথঞ্চিদস্তি বায়ৌ চ কাষ্ঠাদ্যভেদ ইত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

এরূপও বলা যায় না। আবার ভেদের ন্যায় অভেদেরও অস্তিত্ব প্রযুক্ত প্রবৃত্তিও আবশ্যক হইয়া উঠে। বিশেষত পদার্থ সকল নির্দ্ধার্য্য, ভঙ্গ সকল নির্দ্ধারের সাধন এবং জীব উহার নির্দ্ধারক ও নির্দ্ধারণই উহার ফল, এই সকল 'স্যাদস্তি' ইত্যাদি বিকল্পের উপন্যাসে সত্ত্বাসত্ত্বাদিধর্ম্মকরূপে অনিশ্চিতই হইতেছে। অতএব উর্ণনাভের সূত্রের ন্যায় ঐ সপ্তভঙ্গিন্যায় আপনা হইতেই ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। উহার পরীক্ষারই প্রয়োজন দেখা যায় না॥ ৩৩॥

অনন্তর আত্মার দেহপরিমাণত্বের প্রতি বলিতেছেন;—

একই বস্তুর সত্ত্বাসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যোগ যেরূপ দোষাবহ, আত্মার অকার্ৎস্ন্যও তদ্রূপ। জীবকে দেহপরিমিত বলিলে, বালদেহপরিমিত জীবের

চ তথা সর্ব্বাঙ্গীণসুখদুঃখানুপলম্ভশ্চ পুনর্মশকদেহেঽসমাবেশশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

নন্বনন্তাবয়বস্য জীবস্য বালযুবাদিদেহান্ করিতুরগাদিদেহান্ বা ভজতঃ ক্রমাদবয়বাপগমোপগমাভ্যাং বৈপরীত্যেন চ তত্তদ্দেহপরিমিতত্বমবিরুদ্ধমিতি চেন্ন। কুতঃ বিকারাদিভ্যঃ। তথা সতি জীবে বিকারানিত্যতাপ্রসঙ্গাৎ। কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমাভ্যাঞ্চেতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। যত্তু মুক্তিকালিকেন দেহাঘটিতেন নিত্যেন পরিমাণেন বিশিষ্টে জীবে ন বিকারাদি-

যথেতি। পর্য্যাপ্তিরিতি। পূর্ণতা ন স্যাৎ কেচিৎ দেহাবয়বা নিরাত্মকাঃ স্যুরিতিভাবঃ। অসমাবেশশ্চেতি। কেচিদাত্মাবয়বা উর্ব্বরিতাঃ স্যুঃ। তেন দেহপরিমিতত্বক্ষতিরিত্যাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

আশঙ্ক্য সমাধত্তে ন চেতি। বৈপরীত্যেন চেতি। অবয়বোপগমাপগমাভ্যাঞ্চেত্যর্থঃ। কৃতেত্যাদি পঞ্চম্যন্তম্। যেন পুংসা কর্ম্ম কৃতং তস্য বিনাশে তৎকর্ম্মণস্তত্র হানিঃ তৎ কর্ম্ম যত্র ফলমর্পয়েৎ তস্যাকৃতং কর্ম্মাভ্যাগতমিত্যর্থঃ। তস্যেতি। তস্য মুক্তিকালিকপরিমাণস্য কথঞ্চিজ্জন্যত্বাদ্যঙ্গীকারে স্থৈর্য্যং সম্ভাবয়িতুং ন শক্যং ভবতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ মুক্তিকালিকং পরিমাণং পরমাণুরূপং

যুবাদিদেহে পর্য্যাপ্তি ঘটিতে পারে না। কোন মনুষ্যদেহপরিমিত জীব যদি অদৃষ্টবিশেষ বশে করিদেহ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার ঐ দেহে সর্ব্বাঙ্গীণ সুখদুঃখের অনুপলম্ভ এবং মশকাদি দেহে অসমাবেশ ঘটে ॥ ৩৪ ॥

জীবের অনন্তাবয়বত্ব স্বীকার করিয়া বালযুবাদির দেহ বা করিতুরগাদির দেহ প্রাপ্তিতে তাঁহার অবয়বের অপগম ও উপগমরূপ বৈপরীত্য দ্বারা তত্তদ্দেহপরিমিতত্বের সামঞ্জস্য বোধ করাও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, তাহাতে জীবের বিকারাদি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এইরূপ বলিলে, জীবের বিকার, অনিত্যত্ব, কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম অনিবার্য্য হয়। জীবের মুক্তিকালিক

রিতি বদন্তি তচ্চ মন্দম্। তস্য জন্যত্বাজন্যত্বসত্ত্বাসত্ত্বাদি-বিকল্পৈঃ স্থৈর্য্যাসম্ভবাৎ ॥ ৩৫ ॥

অথ জৈনাভিমতাং মুক্তিং দূষয়তি।

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাৎ ॥ ৩৬ ॥

ন চেত্যনুবর্ত্ততে। অন্ত্যাবস্থিতের্মোক্ষাবস্থায়াশ্চাবিশেষাৎ। সংসারাবস্থাতো বিশেষাভাবান্ন যুক্তো জৈনসিদ্ধান্তঃ। অবিশেষঃ কুতঃ উভয়েতি। সদোর্দ্ধগতিরলোকাকাশস্থিতিশ্চ মুক্তিরুক্তা তয়োরুভয়োর্মুক্তিত্বেন নিত্যত্বাঙ্গীকারাৎ। ন হি সদোর্দ্ধং গচ্ছন্নিরাশ্রয়তয়া বা তিষ্ঠন্ কশ্চিৎ সুখীভবতি। ন চ সদেহস্য তথাত্বং দুঃখায় ন তু নির্দেহস্যেতি বাচ্যম্।

বিভুরূপং বেতি ন শক্যং নির্ণেতুং তৎপ্রমাপকদেহাভাবাৎ। ততশ্চ তস্যাপ্যনবস্থিতিরিতি ॥ ৩৫ ॥

অন্ত্যাবস্থিতেরিতি। তথাত্বমিতি। সদোর্দ্ধগমনং নিরাশ্রয়ত্বেনাবস্থানঞ্চেত্যর্থঃ। তদা মুক্তাবপি দেহবদিত্যনেনাত্মাবয়বেষু কথঞ্চিৎ স্থৌল্যং গুরুত্ব-

---

পরিমাণ দেহাঘটিত অতএব নিত্য। তাদৃশ জীবে বিকারাদি সম্ভব হয় না, এরূপ উক্তিও অসঙ্গত। কারণ, ঐ পরিমাণ জন্যত্ব ও অজন্যত্ব প্রভৃতি বিকল্প বশত অনিত্যই হইতেছে ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর জৈনাভিমত মুক্তিতে দোষারোপ করিতেছেন;—

উভয় অবস্থারই নিত্যত্ব হেতু মোক্ষাবস্থার অবিশেষই হইতেছে।

জৈনের সংসারাবস্থাও নিত্য এবং মোক্ষাবস্থাও নিত্য। উভয় অবস্থার মধ্যে কোন বিশেষ নাই। জীবের সদাই ঊর্দ্ধগতি ও অলোকাকাশস্থিতিরূপ মুক্তি জৈনসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে। উভয়েরই মুক্তিত্ব হেতু নিত্যত্ব অঙ্গীকৃত হয়। অতএব জৈনের সংসার ও মোক্ষ একই। আরও সদা ঊর্দ্ধগতি ও অলোকাকাশে নিরাশ্রয় অবস্থাতে কেহই সুখী হইতে পারে না। সদেহ জীবের তাদৃশ অবস্থা দুঃখকর হয় বলিয়া জীবকে নির্দ্দেহও বলিতে পারা যায় না। কারণ,

তদাবয়বস্য চ দেহবদ্ভারবত্ত্বাৎ। ন চ সা সা চ নিত্যেতি শক্যং বক্তুং ক্রিয়াত্বেন বিনাশধ্রৌব্যাৎ। তস্মাত্তুচ্ছমেতজ্জৈনমতং হাসপাটবমবগাহয়তি লোকানিতি। এতেন বিশ্বং সদসদ্ভিন্নম্ ঔপনিষদমপি ব্রহ্ম সর্ব্বশব্দাবাচ্যমিত্যাদি বিরুদ্ধং জল্পন্ জৈনসখো মায়ী চ দূষিতঃ॥ ৩৬॥

ইদানীং পাশুপতাদিমতানি প্রত্যাখ্যাতি। তত্র পাশুপতা মন্যন্তে। কারণকার্য্যযোগবিধিদুঃখান্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ

ঞ্চান্তি। দেহাবয়বাশ্চ কথঞ্চিৎ সন্তীত্যুক্তম্। ন চ সেতি। সা সদোর্দ্ধগতিঃ। সা ত্বলোকাকাশস্থিতিরিত্যর্থঃ। তথাচ ভ্রমমূলেন জৈনসিদ্ধান্তেন ন শক্যঃ সমন্বয়ো বিরোদ্ধুমিতি। যত্তু ঋষভানুযায়িত্বাদি তস্যোপাদেয়ত্বে কারণমুক্তং তত্র পূর্ব্ববদেব সমাধানম্। তচ্চ পীঠকাদবগন্তব্যম্॥ ৩৬॥

ইদানীমিতি। পাশুপতাঃ শৈবাঃ। আদিনা গাণেশাঃ সৌরাশ্চ বোধ্যাঃ। জৈননিরাসানন্তরং শৈবনিরাসস্তস্মাদপি তস্যাপকর্ষবোধার্থঃ। অঙ্গীকৃত্যাপি বেদং তদর্থানন্যথয়তীতি বেদার্থকদর্থনাৎ তস্যাধমত্বম্। মাস্তু নির্ম্মূলেন জৈনসিদ্ধান্তেন বিরোধঃ সমন্বয়ে শৈবসিদ্ধান্তেন তু স তস্মিন্নস্তু। তস্যেশ্বরেণ শিবেনোপদেশাদিতি প্রাগ্‌বদাক্ষেপঃ। শৈবসিদ্ধান্তোঽত্র বিষয়ঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বেতি বীক্ষায়াং প্রমাণমূলতাং তস্য বক্তুং তৎপ্রক্রিয়ামাহ তত্র পাশুপতা ইত্যাদিনা। পশুপতিঃ শিবঃ কপালী নিমিত্তং মহামায়া তু উপাদানমিতি

তৎকালে দেহের ন্যায় অবয়বেরও ভার রহিয়াছে। ঐ ঊর্দ্ধগতি এবং অলোকাকাশস্থিতিকে নিত্য ও বলা যায় না। কারণ, ক্রিয়ার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব ঐ জৈনমত তুচ্ছ ও উপহাসাস্পদই হইতেছে। এতদ্দ্বারা 'বিশ্ব সদসদ্‌বিলক্ষণ এবং ব্রহ্ম বস্তু উপনিষৎপ্রতিপাদ্য হইয়াও শব্দের অবাচ্য' ইত্যাদি বিরুদ্ধ মতের বক্তা জৈনসখা মায়াবাদীও নিরস্ত হইতেছেন॥ ৩৬॥

অনন্তর পাশুপতাদি মতের প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে। পাশুপত সম্প্রদায়ের মতে কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত, এই পাঁচটি পদার্থ। শৈব,

পশুপাশবিমোক্ষণায়েশ্বরেণ পশুপতিনোপদিষ্টাঃ। তত্র পশুপতিঃ নিমিত্তকারণং মহদাদি কার্য্যং ওঁঙ্কারপূর্ব্বকো ধ্যানাদির্যোগঃ ত্রিসবনস্নানাদির্বিধিঃ দুঃখান্তো মোক্ষ ইতি। এবং গণপতির্দিনপতিশ্চেশ্বরো নিমিত্তকারণং তস্মাত্তস্মাচ্চ প্রকৃতিকালদ্বারা বিশ্বস্থষ্টিঃ তদুপাসনয়া তদন্তিকমুপাগতস্য জীবস্য দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তির্মোক্ষ ইতি গাণেশাঃ সৌরাশ্চাহুঃ। তত্র সংশয়ঃ। পাশুপতাদিসিদ্ধান্তো যুক্তো ন বেতি। ঘটাদিকর্ত্তৃণাং কুলালাদীনাং নিমিত্তত্বস্যৈব দর্শনাত্তদুক্তসাধনৈর্মোক্ষস্যাপি সম্ভবাৎ যুক্ত ইতি প্রাপ্তে—

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞেয়ম্। সা দেবতাস্যেতি পাশুপতাঃ। এবং গাণেশাঃ সৌরাশ্চেত্যত্র বোধ্যম্। সাস্য দেবতেতি সূত্রাদণ্। পশুপাশেতি। পশবো জীবাস্তেষাং পাশঃ সংসারবন্ধস্তস্মাৎ বিমোক্ষণায়েত্যর্থঃ।

সৌর ও গাণপত্য, ইহারাই পাশুপত সম্প্রদায়। পশুপদবাচ্য জীবের পাশঃ বিমোক্ষণার্থ পশুপতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মতই পাশুপত নামে প্রসিদ্ধ। পাশুপতের মতে পশুপতিই সংসারের নিমিত্তকারণ। মহদাদি পদার্থ সকলই কার্য্য। ওঁঙ্কার পূর্ব্বক ধ্যানাদিই যোগ। ত্রৈকালিক স্নানাদির নাম বিধি। এবং মোক্ষই দুঃখান্ত। গাণপতের মতে গণপতি এবং সৌরের মতে সূর্য্যই জগৎকারণ। তাঁহাদিগের হইতেই প্রকৃতি ও কাল দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি হয়। তত্তদ্দেবতার উপাসনা দ্বারাই জীব উপাস্য পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেন। তাহাতেই তাঁহার দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয়।

এস্থলে সংশয় এই, ঐ পাশুপতাদি সিদ্ধান্ত যুক্ত কি অযুক্ত? ঘটাদিকর্ত্তা কুলালাদির নিমিত্তত্ব দর্শনে তদুক্ত সাধন দ্বারা মোক্ষের সম্ভাবনা প্রযুক্ত উক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তই হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ সূত্রান্তরের অবতারণা করিতেছেন ;—

নেত্যনুবর্ত্ততে। পত্যুঃ সিদ্ধান্তো নোপযুজ্যতে। কুতঃ অসামঞ্জস্যাৎ বেদবিরোধাৎ। বেদঃ খল্বেকস্যৈব নারায়ণস্য বিশ্বৈকহেতুতাং তদন্যস্য ব্রহ্মরুদ্রাদেস্তৎকার্য্যতামভিধত্তে তদর্পিতবর্ণাশ্রমধর্ম্মজ্ঞানভক্তিহেতুকং মোক্ষঞ্চ। তথা হ্যথর্ব্বস্থ পঠ্যতে। তদাহুরেকো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানো নাপো নাগ্নিসোমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তস্থস্য যত্র স্তোমমুচ্যতে তস্মিন্ পুরুষাশ্চতুর্দ্দশ জায়ন্তে। একা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণি মন একাদশং তেজো দ্বাদশমহঙ্কারস্ত্রয়োদশঃ প্রাণাশ্চতুর্দ্দশ আত্মা পঞ্চদশঃ বুদ্ধিঃ পঞ্চ তন্মাত্রাণি পঞ্চ ভূতানীত্যাদি। তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষো জায়তে বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যমিত্যাদি। তত্র ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখোঽজায়তেত্যাদি চ। তেম্বেবান্যত্র। অথ

পত্যুরিতি। পশুপতের্গণপতের্দিনপতেশ্চেত্যর্থঃ। তৎকার্য্যতাং নারায়ণোৎপন্নতাং মোক্ষঞ্চেতি চাদভিধত্তে ইত্যন্বয়ঃ। তদাহুরিতি মহোপনিষদ্বাক্যমেতৎ। তস্মিন্ পুরুষা ইতি। তেজো মহত্তত্ত্বম্। আত্মা জীবঃ। স্ফুটমন্যৎ।

অসামঞ্জস্য হেতুক পাশুপতাদি সিদ্ধান্ত অযুক্তই হইতেছে। ঐ সকল সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ। বেদে একমাত্র নারায়ণেরই বিশ্বকর্ত্তৃত্ব এবং তদতিরিক্ত ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতার তৎকার্য্যত্ব উপদিষ্ট হয়। নারায়ণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিই মোক্ষের সাধন, এইরূপই বেদে উক্ত হইয়াছে। অথর্ব্বোপনিষদে উক্ত হয়,—'এক নারায়ণই আদিকর্ত্তা ছিলেন। ব্রহ্মা, ঈশান অগ্নি, সোম এবং এই স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া চতুর্দ্দশ পুরুষ ও এক কন্যা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা হইতেই একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, জীব, বুদ্ধি, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। সেই ধ্যানস্থ নারায়ণের ললাট হইতে সত্যাদিযুক্ত রুদ্রের উৎপত্তি। তাঁহা হইতেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার

পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েত্যারভ্য নারায়ণাদ্‌ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্‌দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে ইত্যাদি। ঋক্ষু চ। অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ অহং জনায় সমদং কৃণোমি অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশেত্যাদি। অথ যজুঃষু। তমেতং বেদানুবচনেনেত্যাদি। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদি চ। স্মৃতয়োঽপি বেদানুসারিণ্যো-ঽসকৃদেতদর্থমাহুঃ। যে তু পশুপত্যাদয়ঃ শব্দাঃ স্ববাচ্যানাং

অত্রৈকস্মাৎ নারায়ণাদেব ব্রহ্মাদীনামুৎপত্তিরভিহিতা। অথ পুরুষ ইতি নারায়ণোপনিষদ্‌বাক্যমেতৎ। অর্থঃ প্রাগ্‌বৎ। অহমিত্যাশ্বলায়নশাখীয়বাক্যমেতৎ। অহং পরমেশ্বরঃ। অত্রাপি যমিচ্ছামি তং রুদ্রং ব্রহ্মাণং বা করোমীতি তৎ-কার্য্যত্বং রুদ্রাদীনামুক্তম্। ইত্থং নারায়ণস্য তদিতরসর্ব্বকারণতায়াং শ্রুতি-র্দর্শিতা। অথ তমেতমিত্যাদিনা তদর্পিতকর্ম্মাদীনাং মোক্ষকারণতাভিধীয়তে। তমেতমিত্যাদিনা কর্ম্মণাং মোক্ষহেতুতা বিজ্ঞায়েত্যাদিনা জ্ঞানভক্ত্যোরিতি বিবেচনীয়ম্। স্মৃতয়োঽপীতি। তাশ্চ শ্রীমন্মহাভারতবৈষ্ণবাদয়ঃ পীঠকে বেদান্তস্যমন্তকে চ দ্রষ্টব্যাঃ। ইহ বিস্তরভয়াৎ নোপাত্তাঃ। নন্থ পশুপত্যাদয়ঃ শব্দাশ্চেদ্বেদেষু কচিৎ স্যুস্তর্হি তেষাং কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ যে ত্বিতি। স্বে

জন্ম। তিনি সৃষ্টিকাম হইলে, তাঁহা হইতে ব্রহ্মা, রুদ্র, প্রজাপতি ও ইন্দ্রাদি দেবতার উৎপত্তি হয় ;' ইত্যাদি। ঋগ্‌বেদে এবং যজুর্বেদেও সেই নারায়ণেরই সাক্ষাৎকারাদি উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদানুসারিণী স্মৃতি সকলও ঐরূপই উপ-দেশ করিয়া থাকেন। অতএব পশুপতি প্রভৃতি দেবতার সৃষ্টিকর্তৃত্বাদিবোধক

স্বর্ব্বেশতাং সর্ব্বকারণতাং চ প্রকাশয়ন্তঃ ক্বচিদুপলভ্যন্তে তে কিল নারায়ণাত্মকতাদৃশস্বৰাচ্যবাচিন এব স্যুরুক্তশ্রুত্যবিরোধাৎ। সমন্বয়লক্ষণনির্ণয়াচ্চেতি সর্ব্বমবদাতম্॥ ৩৭॥

অথ বেদবিরোধিনাং তেষামনুমানেনৈব নিমিত্তমাত্রেশ্বরকল্পনা। তথা সতি লোকদৃষ্ট্যনুসারেণ সম্বন্ধাদি বাচ্যম্। তচ্চ বিকল্পাসহমিত্যাহ।

কিলেতি। সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বহেতুর্যো নারায়ণঃ স এবাস্মদ্বাচ্যঃ ইতি তে শব্দা বদন্তীতি ন কাপ্যসঙ্গতিরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুরুক্তঃ শ্রুতীত্যাদি। উক্তশ্রুতয়শ্চ তদাহুরিত্যাদয়ো বোধ্যাঃ। যে খলু মহেশ্বরাদিশব্দাঃ শিতিকণ্ঠাদীন্ প্রকৃত্য ক্বচিৎ পঠ্যন্তে তেহপি তেষাং পারমৈশ্বর্য্যং নাবেদয়েয়ুঃ। মহেন্দ্রাদিশব্দবৎ তেষামনধিকার্থত্বাৎ। ইন্দ্রশব্দ এবেদি পরমৈশ্বর্য্য ইতি ধাত্বর্থানুসারাৎ পারমৈশ্বর্য্যবাচকঃ স পুনর্মহচ্ছব্দেন বিশেষিতঃ কমতিশয়মাবেদয়ৎ। তস্মান্মহাবৃক্ষশব্দবন্নিরর্থিকেয়ং সংজ্ঞা। তেষামাপেক্ষিকমেবোৎকর্ষং বদিষ্যন্তীতি তত্ত্ববিদঃ। নারায়ণশব্দস্তু শ্রীপতেরেব সংজ্ঞা পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগ ইতি সূত্রেণ তস্যাং ণত্ববিধানাৎ॥ ৩৭॥

ইত্থঞ্চ বেদার্থং ত্যজন্তস্তে বেদবিরোধিনো বস্তুতোহনুমানপরা এব ভবেয়ুঃ। ততশ্চ প্রত্যক্ষোপজীবকেনানুমানেনৈব নিমিত্তমীশ্বরং কল্পয়ন্তু। তথা চ সতি

বাক্য সকলও বেদাদিশাস্ত্রের অবিরোধে নারায়ণপররূপেই সঙ্গমনীয় হইতেছে। এইরূপে সকলই নির্দোষ হইতেছে॥ ৩৭॥

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বাদী সকলের অনুমানমাত্রমূলক সিদ্ধান্তে দোষারোপ করিতেছেন। ঐ বেদবিরোধী বাদী সকল কেবল অনুমান দ্বারা সংসারের নিমিত্তকারণস্বরূপ যে ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাহা তাঁহাদিগের কল্পনামাত্র। তাঁহাদিগের উক্ত কল্পনার যৌক্তিকতা স্বীকার করিলে, লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারেই সম্বন্ধাদি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ সম্বন্ধাদি বিচারসহ হয় না। সম্প্রতি তাহাই দেখাইতেছেন ;—

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

পত্যুর্জ্জগৎকর্ত্তৃত্বসম্বন্ধো নোপপদ্যতে অদেহত্বাদেব। সদেহস্যৈব কুলালাদের্ম্মৃদাদিসম্বন্ধদর্শনাৎ সম্বন্ধোঽনুপপন্নঃ ॥ ৩৮ ॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥

ইয়মপ্যদেহত্বাদেব। সদেহো হি কুলালাদির্ধরাদ্যধিষ্ঠানঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্ দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥

নম্বদেহস্যৈব জীবস্য দেহেন্দ্রিয়াদি যথাধিষ্ঠানমেবং পত্যুরপি তাদৃশস্য প্রধানং তৎ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ।

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

লোকদৃষ্টরীত্যা তস্যেশ্বরস্য জগতি কার্য্যে কর্ত্তৃত্বং সংবধ্নন্নিত্যুপক্ষিপতি অথেত্যাদিনা। ওমিতি চেৎ তত্রাহ তচ্চেতি।

সম্বন্ধেতি। স্পষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥

অধিষ্ঠানেতি। ইয়মিতি সূত্রস্থস্ত্রীলিঙ্গপদার্থো নির্দ্দিষ্টঃ ॥ ৩৯ ॥

নম্বিতি। তাদৃশস্যাদেহস্য। তৎ করণম্।

সম্বন্ধের অনুপপত্তিবশত ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। কারণ, ঈশ্বরের দেহ নাই। কুলালাদি দেহবিশিষ্ট। দেহবিশিষ্ট কুলালাদির সহিতই মৃত্তিকাদির সম্বন্ধ ঘটে। এবং তাদৃশ কুলালাদি কর্ত্তৃকই ঘটাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

অধিষ্ঠানের অনুপপত্তি বশতও ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব অসম্ভব হয়। ঈশ্বর দেহরহিত। যাঁহার দেহ আছে, তাঁহার অধিষ্ঠানও আছে। নির্দ্দেহের অধিষ্ঠান সম্ভব হয় না। কুলালাদি দেহবিশিষ্ট এবং পৃথিব্যাদি অধিষ্ঠানে অবস্থিত হইয়াই ঘটাদি কার্য্য সাধন করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

যদি বল, দেহরহিত জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয় যেরূপ অধিষ্ঠান হয়, ঈশ্বরেরও তদ্রূপ প্রধানই অধিষ্ঠান হয়েন। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

প্রলয়ে প্রধানমস্তি। তচ্চ করণমিব ক্রিয়োপকারকমধিষ্ঠায় পতির্জগৎ কুর্য্যাদিতি ন শক্যং বক্তুম্। কুতঃ ভোগাদিভ্যঃ। করণস্থানীয়প্রধানোপাদানহানাদিনা জন্মমরণপ্রাপ্ত্যা সুখ-দুঃখভোগানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৪০ ॥

নন্বদৃষ্টানুরোধেন পত্যুঃ কিঞ্চিদ্দেহাদিকং কল্প্যম্। দৃশ্যতে হ্যগ্রপুণ্যো রাজা সদেহঃ সাধিষ্ঠানশ্চ রাষ্ট্রস্যেশ্বরঃ ন তু তদ্বিপ-রীত ইতি চেৎ তত্র দূষণং দর্শয়তি।

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥

এবং সতি দেহাদিসম্বন্ধঘটিতমন্তবত্ত্বং তস্য জীববৎ স্যাৎ অসার্ব্বজ্ঞ্যঞ্চ। ন হি কর্ম্মাধীনস্য সার্ব্বজ্ঞ্যং যুজ্যতে। তথা

করণবদিতি। করণস্থানীয়েতি। অয়মর্থঃ। বস্তুতো দেহেন্দ্রিয়ৈঃ শূন্যো-ঽপি জীবো যথা তানি গৃহীত্বা তৈঃ কর্ম্ম করোতি মৃত্যুকালে তানি ত্যজতীতি জাতো মৃতশ্চ সুখী দুঃখী চ ভবতীতি সোঽভিধীয়তে তথা দেহেন্দ্রিয়রহিতো-ঽপি পতিঃ প্রধানমুপাদায় তেন সর্গং করোতি প্রলয়ে তৎ ত্যজতীতি চেদভি-ধেয়ং তর্হি সোঽপি জীব ইব জাতো মৃতশ্চ সুখী দুঃখী চ ভবেদিতি শক্যতে-ঽভিধাতুম্। প্রধানগ্রহণং তস্য জন্ম সুখিত্বঞ্চ তত্ত্যাগস্তু তস্য মরণং দুঃখিত্বঞ্চেতি বোধ্যম্। তথাচ পতিরীশ্বর ইতি মতক্ষতিরিতি ॥ ৪০ ॥

প্রলয়কালে প্রধান বিদ্যমান থাকেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ক্রিয়ার সাধন। তাঁহাকে অধিষ্ঠান করিয়াই ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করেন, এরূপও বলা যায় না। কারণ, তাহাতে ঈশ্বরের ভোগাদিপ্রসক্তি ঘটে। করণস্থানীয় প্রধানের স্বীকারে ও ত্যাগে জন্মমরণাদির প্রাপ্তিতে ঈশ্বরের সুখদুঃখাদিভোগে অনীশ্বরতা ঘটে ॥ ৪০ ॥

যদি বল, অদৃষ্টের অনুরোধে ঈশ্বরের কিঞ্চিৎ দেহাদি কল্পিত হউক। ইহ লোকে ঐরূপই দেখা যায়। পুণ্যকর্ম্মা রাজা সকল দেহধারী। তাঁহারা নিজের অধিষ্ঠানভূত রাষ্ট্রের অধীশ্বর। তদ্বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিকে রাজা হইতে দেখা যায় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

চাবিনাশী সর্ব্বজ্ঞশ্চেত্যভ্যুপগমক্ষতিঃ। ন চৈবং ব্রহ্মবাদে কোঽপি দোষঃ তস্য শ্রুতিমূলত্বাৎ। দর্শিতং চেদং শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিত্যত্র। পতীনাং স্বাতন্ত্র্যমিহ নিরস্তম্। তদীয়ত্বেন সৎকারস্ত্বঙ্গীক্রিয়তে। এবঞ্চ পাশুপতাদিত্রিমতীপরিহারার্থমেষা পঞ্চসূত্রী পরিহারহেতুসামান্যাৎ। অতঃ পত্যুরিত্যবিশেষোল্লেখঃ। তার্কিকাদিসম্মতেশ্বরকারণতানিরাসার্থং সেত্যন্যে ॥ ৪১ ॥

অন্তবত্ত্বমিত্যাদি স্ফুটার্থম্। নন্থ দেবতানাদরো দোষ ইতি চেৎ তত্রাহ পতীনামিতি। ন হি দেবতা বয়মবজানীমঃ। কিন্তুজ্ঞৈঃ সমর্থিতং তাসাং পারমৈশ্বর্য্যং নিরস্যামঃ ভাগবতীয়াস্তাঃ সৎকুর্ম্মশ্চেতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্। তার্কিকাদীতি। আদিনা পতঞ্জলিগ্রাহ্যঃ। তৎপক্ষে দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। সত্ত্বাসত্ত্বয়োরেকত্র বিরোধাদসম্ভবো বিহিতঃ প্রাক্। তদ্বদুপাদানত্বকর্ত্তৃত্বয়োরেকত্র বিরোধাদসম্ভবো ভবতীতি নিমিত্তকারণেশ্বরবাদেন সমন্বয়ে বিরোধঃ স্যাদিতি। সমাধানন্তু শ্রুতিশরণত্বাদাচার্য্যস্য ভবিষ্যতীতি ॥ ৪১ ॥

এইরূপ বলিলে, তাঁহার জীবের ন্যায় দেহাদিসম্বন্ধঘটিতত্ব ও অন্তবত্ত্ব এবং অসর্ব্বজ্ঞত্ব ঘটে। যিনি কর্ম্মের অধীন, তিনি কখনই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। তাহা হইলে শাস্ত্রে যে তাঁহাকে অবিনাশী ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াছেন, তাহার হানি হইতেছে। ব্রহ্মকর্ত্তৃত্ববাদেও ঐরূপ দোষাপত্তি হউক, এরূপও বলা যায় না। কারণ, উহা শ্রুতিমূলক। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বাদির শ্রুতিমূলকত্ব দর্শিত হইয়াছে। এই স্থলে প্রজাপতিগণের স্বাতন্ত্র্যও নিরস্ত হইল। তবে ঈশ্বরত্ব প্রযুক্ত তাঁহাদিগের সৎকার অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপে পাশুপতাদি মতত্রয়ের পরিহারার্থ এই পাঁচটি সূত্রের অবতারণা জানিতে হইবে। পরিহারের প্রণালীর সাম্যবশতই একত্র তিনটি মতের পরিহার করা হইল। বস্তুত এই কারণেই অবিশেষে পতিশব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই পাঁচটি সূত্র তার্কিকাদিসম্মত ঈশ্বরকর্ত্তৃত্ব নিরাসের নিমিত্তই অবতারিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

অথ শক্তিবাদং দূষয়তি। সার্ব্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পাদিগুণবতী শক্তিরেব বিশ্বহেতুরিতি শাক্তা মন্যন্তে। তৎ সম্ভবেন্ন বেতি বিচিকিৎসায়াং তাদৃশ্যা তয়া বিশ্বসৃষ্ট্যুপপত্তেঃ সম্ভবেদিতি প্রাপ্তে প্রত্যাচষ্টে।

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥

নেত্যাকর্ষণীয়ম্। ইহাপি বেদবিরোধাদনুমানেনৈব শক্তিকারণতা কল্পনীয়া। তেন লোকদৃষ্ট্যৈব যুক্তির্ব্বক্তব্যা। ততশ্চ শক্তির্বিশ্বজনয়িত্রীতি নোপপদ্যতে। কুতঃ কেবলায়াস্তস্যাস্তদুৎপত্ত্যযোগাৎ। ন হি পুরুষানমুগৃহীতাভ্যঃ

নন্ মাস্তু শৈবাদিরাদ্ধান্তেন সমন্বয়ে বিরোধস্তস্য বেদবিরুদ্ধত্বাৎ শাক্তসিদ্ধান্তেন তু স তত্রাস্তু উপপত্তেঃ। সর্ব্বোঽপি কর্ত্তা শক্তিং বিনা কর্ত্তুং ন প্রভবতি। যদ্ধেতুকং যত্র যৎকর্ত্তৃত্বং তৎ তস্যৈব হেতোঃ শক্যং বক্তুম্। যথা তপ্তায়সো দগ্ধৃত্বং তদগ্নিহেতুকমতোঽগ্নেরেব তদিত্যন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধম্। হেতুশ্চ শক্তিরতঃ শক্তিরেব জগদ্ধেতুরিতি প্রাগ্বদাক্ষেপঃ। শাক্তসিদ্ধান্তোঽত্র বিষয়ঃ। স মানমূলো ভ্রমমূলো বেতি সংশয়ে তস্য মানমূলতাং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং নিরূপয়তি সার্ব্বজ্ঞ্যেত্যাদিনা। তয়েতি শক্ত্যা।

অনন্তর শক্তিবাদে দোষ প্রদানার্থ প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন।

শাক্তগণের মতে শক্তিই সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণবতী এবং তাঁহা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। উহা বস্তুত সম্ভব কি অসম্ভব এইপ্রকার সংশয়ে, শক্তি যখন তাদৃশ গুণশালিনী বলিয়াই প্রথিত, তখন তাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি বলাই সঙ্গত হয়, পূর্ব্বপক্ষীর এই সিদ্ধান্ত। উহারই খণ্ডনার্থ পরবর্ত্তী সূত্র রচিত হইয়াছে।

শক্তিবাদেও বেদবিরুদ্ধ অনুমান দ্বারাই শক্তির কারণতা কল্পনা করিতে হয়। অতএব তদ্বিষয়েও লৌকিক যুক্তির প্রয়োগ কর্ত্তব্য হইতেছে। এরূপ হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় এই পক্ষও অনুপপন্ন হয়। বিশেষত কেবল শক্তি হইতে বিশ্বের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। পুরুষসংসর্গ ব্যতিরেকে কেবল স্ত্রী হইতে পুত্রাদির

স্ত্রীভ্যঃ পুত্রাদয়ঃ সম্ভবন্তো বীক্ষ্যন্তে লোকে। সার্ব্বজ্ঞ্যাদিকং ত্বপ্রেক্ষ্যাভিহিতং লোকেঽদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥

অথাস্তি শক্তেরনুগ্রহকর্ত্তা পুরুষস্তেনানুগৃহীতা তু সা তদ্ধেতুরিতি মতম্। তত্রাহ।

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥ ৪৩ ॥

যদি শক্ত্যনুগ্রাহকঃ পুরুষোঽপ্যঙ্গীকার্য্যস্তর্হি তস্যাপি বিশ্বোৎপত্ত্যুপযোগিদেহেন্দ্রিয়াদি করণং নাস্তীতি নানুগ্রহোপপত্তিঃ। সতি চ তস্মিন্ প্রাগুক্তদোষানতিবৃত্তিঃ ॥৪৩॥

নন্থ নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিগুণকোঽসাবিতি চেৎ তত্রাহ—

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥

দূষয়ত্যুৎপত্ত্যাদিনা। কেবলায়াঃ পুরুষসংসর্গরহিতায়াঃ। এতদেব বিশদয়তি ন হীত্যাদিনা। অপ্রেক্ষ্য অবিচার্য্য। লোকেঽদর্শনাদিতি বেদবিরোধিভিস্তৈর্লোকদৃষ্টৈব শক্তির্মন্তব্যা। ন হি তাদৃশী লোকে দৃশ্যতে। ততো রভসাভিধানমেতৎ ॥ ৪২ ॥

অথাস্তীতি। পুরুষঃ কপালী রুদ্রঃ।

ন চেতি। সতি চেতি। তস্মিন্ করণেঽঙ্গীকৃতে করণবচ্চেদিতি সূত্রোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

উৎপত্তি কেহ কখন দেখেন নাই। অতএব শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু পুরুষ কর্ত্তৃক অনুগৃহীতা শক্তিই কর্ত্রী, এইরূপ বলিলেও দোষের বারণ হয় না ॥ ৪২ ॥

কারণ, তর্কের পরিহার ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ স্বীকার করিলেও বিশ্বোৎপত্তির উপযোগী ইন্দ্রিয়াদি স্বীকার না করিলে, নির্দ্দেহ পুরুষের অনুগ্রাহকত্বই উপপন্ন হয় না। আবার দেহেন্দ্রিয়াদি স্বীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ॥ ৪৩ ॥

তস্য পুরুষস্য নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিকরণমস্তীতি চেত্তর্হি তদপ্রতিষেধো ব্রহ্মবাদান্তর্ভাবঃ। তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাদ্বিশ্বস্থষ্ট্যঙ্গীকারাৎ ॥ ৪৪ ॥

শক্তিমাত্রকারণতাবাদস্তু নিঃশ্রেয়সকামৈরণাদরণীয় এবেত্যুপসংহরতি।

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৪৫ ॥

সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিযুক্তিবিরোধাত্তুচ্ছঃ শক্তিবাদঃ। শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং পরম্। বদন্তি তদ্বিরুদ্ধং যো বদেত্তস্মান্ন চাধম ইতি হি স্মৃতিঃ। চশব্দেনোৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি

নম্বিতি। নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিঃ স পুরুষস্ত্রিগুণশক্ত্যা জগৎ নির্ম্মাতীতি চেদ্ ব্রূয়াস্তর্হি নামমাত্রেণৈব বিবাদঃ ভাষান্তরেণ ব্রহ্মবাদমেব প্রস্তৌষীতি সমুদায়ার্থঃ। তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাদিতি বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তমিত্যত্র নিরূপিতং তদ্বীক্ষণীয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

শক্তিমাত্রেতি। ন হি শক্তিঃ কেবলা কিন্তীশ্বরোপসৃষ্টা সেতি দেবাত্মশক্তিমিত্যাদিশ্রুতিরাহ। মার্কণ্ডেয়োঽপি তামসকুন্নারায়ণীমবোচৎ।

যদি পূর্ব্বোক্ত দোষের পরিহারার্থ পুরুষকে নিত্যেচ্ছাদিগুণবিশিষ্টই বলা হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

পুরুষকে নিত্যজ্ঞানাদিগুণশালী বলিলে, ঐ মত ব্রহ্মবাদেরই অন্তর্গত হইয়া পড়ে। কারণ, ব্রহ্মবাদে তাদৃশ পুরুষ হইতেই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি স্বীকৃত হয় ॥ ৪৪ ॥

এক্ষণে শক্তিমাত্রকারণতাবাদ মুক্তিকাম ব্যক্তি কর্তৃক আদরণীয় হইতে পারে না, ইহাই বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন ;—

সর্ব্ব-শ্রুতি-যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া শক্তিবাদ তুচ্ছ হইতেছে। স্মৃতিতে বলিয়াছেন—'শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি, ঈশ্বরেরই পরত্ব নির্দেশ করিয়া থাকেন। যিনি উহার বিরুদ্ধ বাদ উত্থাপন করেন, তিনি নরাধম।' চ শব্দ দ্বারা শক্তির কর্তৃত্ব

হেতুঃ সমুচ্চিতঃ। তদেবং সাংখ্যাদিবর্ত্মনাং দোষকণ্টক-বৈশিষ্ট্যাৎ তদ্রহিতং বেদান্তবর্ত্মৈব শ্রেয়োঽর্থিভিরাস্থেয়-মিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥ ২ ॥

বিপ্রতিষেধাদিতি। অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যমিত্যাদিশ্রুতিঃ অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্তত ইত্যাদিস্মৃতিশ্চ স্বরূপমেব বিশ্বকারণমাহ। অত্র মনুঃ—যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতা ইতি। যুক্তিশ্চ—শক্তিবাদঃ সত্যঃ সশক্তিত্বাৎ জ্বালাদিবদিতি তথৈব প্রত্যায়য়তি। সর্ব্বেতি। তদেতন্নিখিলবিরোধাৎ প্রহেয়স্তন্মাত্রবাদ ইত্যর্থঃ। শ্রুতয় ইতি পাদ্মে। তদেবমিতি। তথাচ ভ্রমমূলেন শাক্তসিদ্ধান্তেন সমন্বয়ো ন শক্যো বিরোদ্ধুমিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে দ্বিতীয়াধ্যায়ভাষ্যস্য
দ্বিতীয়পাদো ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২ ॥ ২ ॥

স্বীকারে বিশ্বের উৎপত্তির অসম্ভাবনা সমুচ্চিত হইতেছে। অতএব শ্রেয়স্কাম ব্যক্তিসকল দোষকণ্টকসমন্বিত সাংখ্যাদিমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেদান্ত-বর্ত্মই আশ্রয় করিবেন ॥ ৪৫ ॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ ॥ ২ ॥ ২ ॥

তৃতীয়পাদঃ।

ব্যোমাদিবিষয়াং গোভির্বিমতিং বিজঘান যঃ।
স তাং মদ্বিষয়াং ভাস্বান্ কৃষ্ণঃ প্রণিহনিষ্যতি ॥ ১ ॥

প্রধানাদিবাদানাং যুক্ত্যাভাসময়তা দ্বিতীয়ে পাদে প্রদর্শিতা। তৃতীয়ে তু সর্ব্বেশ্বরাৎ তত্ত্বানামুৎপত্তিস্তেনৈব তেষাং বিলয়ো জীবানাং ত্বনুৎপত্তির্জ্ঞানবপুষাং তেষাং জ্ঞানা-

---

দ্বিপঞ্চাশৎসূত্রকমূনবিংশত্যধিকরণকং তৃতীয়ং পাদং ব্যাচক্ষাণঃ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিব্যঞ্জকং তৎপ্রভাববর্ণনং মঙ্গলমাচরতি ব্যোমাদীতি। যঃ কৃষ্ণো গোবিন্দো ভাস্বান্ সূর্য্যঃ ব্যোমাদিবিষয়ামাকাশাদিগতাং বিমতিং সংহত্য কার্য্যকারিতাভাবরূপাং বিরুদ্ধবুদ্ধিমিত্যর্থঃ গোভিঃ প্রভাবরশ্মিভির্বিজঘান নিরাস্থৎ। স্বতেজসা সংহতৈরাকাশাদিভিরণ্ডং রচয়াঞ্চকারেত্যর্থঃ। পক্ষে যঃ কৃষ্ণো বাদরায়ণো ব্যোমাদিবিষয়ামাকাশাদিষু জাতাং নিত্যত্বাদিরূপাং তার্কিকাদীনাং বিমতিং বেদবিরুদ্ধাং বুদ্ধিং গোভির্বাগ্‌ভির্ব্রহ্মসূত্রৈরিতি যাবৎ বিজঘান পরিজহার তেষাং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মকার্য্যত্বরূপাং সম্মতিং নির্ণিনায়েত্যর্থঃ। কীদৃশঃ ভাস্বান্ সার্ব্বজ্ঞ্যেন তপসা চ ভ্রাজমানঃ স চ স চ মদ্বিষয়াং বিমতিং মদ্‌গতাং তদ্বৈমুখ্যরূপাং তাং প্রণিহনিষ্যতি স্বসাম্মুখ্যভাজং মাং করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ০ ॥

অত্রেশ্বরান্নিখিলতত্ত্বসৃষ্টির্নির্ণেয়েতি ব্যজ্যতে। উপলক্ষণমেতৎ জীবস্বরূপনিরূপণাদেঃ। ধীপ্রবেশায় সঙ্ক্ষিপ্য পাদার্থং দর্শয়তি তৃতীয়ে ত্বিত্যাদিনা।

যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রূপ সূর্য্য নিজ বাক্যরূপ কিরণ দ্বারা লোক সকলের ব্যোমাদিবিষয়ক বিমতিরূপ তমোরাশি নাশ করিয়াছেন, তিনি আমারও ভগবদ্বৈমুখ্য নিবারণ পূর্ব্বক তৎসাম্মুখ্য বিধান করুন ॥ ০ ॥

দ্বিতীয়পাদে প্রধানাদি বাদের যুক্ত্যাভাসময়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তৃতীয়পাদে সর্ব্বেশ্বর হইতেই তত্ত্ব সকলের উৎপত্তি, তৎকর্ত্তৃকই তাহাদের

শ্রয়ত্বং পরমাণুতা জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্তিঃ কর্তৃত্বং ব্রহ্মাংশতা মৎস্যাদ্যবতারাণাং সাক্ষাদীশ্বরত্বমদৃষ্টাদিহেতুকা জীববৈচিত্রী চেত্যয়মর্থনিচয়ো বিরোধিবাক্যপরিহারেণোপপাদ্যতে। ইহ প্রধানমহদহঙ্কারতন্মাত্রেন্দ্রিয়বিয়দাদিরূপেণ সৃষ্টিক্রমঃ সুবালাদিশ্রুতিসিদ্ধো মুখ্যঃ। তৈত্তিরীয়াদিক্রমেণ বিয়দাদিতস্তদ্বিচারস্তু বিসংবাদবিনাশায়েতি স্পষ্টমুপরিষ্টাদ্ভবিষ্যতি। ছান্দোগ্যে সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যুপক্রম্য তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্তেতি পঠ্যতে।

তেনৈব সর্ব্বেশ্বরেণৈব। তেষামিতি জীবানাম্। ননু বিয়দারভ্য তত্ত্বোৎপত্তিচিন্তনাৎ নিখিলানাং তত্ত্বানাং সর্ব্বেশ্বরাদুৎপত্তিরিত্যেতৎ কথং শ্রদ্ধীয়তে তত্রাহ। ইহ প্রধানেত্যাদি। বিসংবাদেতি। বিরোধপরিহারায়েত্যর্থঃ। পূর্ব্বপাদে পরপক্ষাণাং শ্রুতিবিরোধাদপ্রামাণ্যমুক্তম্। তর্হি শ্রুতীনাং মিথো বিরোধপ্রতীতের্ব্রহ্মকারণতাবাদস্যাপি তৎ স্যাদিতি শঙ্কানিরাসায় তৃতীয়াদিপাদদ্বয়ং প্রারভ্যতে। দ্বয়োরপি পাদয়োর্মিথঃ শ্রুতিবিরোধনিরাসেন সমন্বয়দার্ঢ্যকরণাৎ

বিনাশ, জীবের অনুৎপত্তি, জীব সকল জ্ঞানস্বরূপ হইলেও তাঁহাদের জ্ঞানাশ্রয়ত্ব, পরমাণুরূপত্ব, জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্তি, কর্তৃত্ব, ব্রহ্মাংশত্ব, মৎস্যাদি অবতার সকলের সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্ব, অদৃষ্টাদিহেতুক জীবগণের বৈচিত্র্য প্রভৃতি অর্থনিচয়, বিরোধী বাক্য সকলের পরিহারে উপপাদিত হইতেছে। এস্থলে প্রধান, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র ও আকাশাদি রূপে সৃষ্টিক্রম সুবালাদিশ্রুতিসিদ্ধ এবং মুখ্য। তৈত্তিরীয়াদি শ্রুতি অনুসারে আকাশাদি হইতে সৃষ্টিক্রম বিচার কেবল বিসংবাদ পরিহারের নিমিত্ত। ইহা পরে স্পষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইবে। ছান্দোগ্যে 'হে সৌম্য! এই বিশ্ব পূর্ব্বে সৎ ছিল।' এই রূপ উপক্রম করিয়া, 'তিনি ঈক্ষণ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব, প্রজা সৃষ্টি করিব; তিনি তেজের সৃষ্টি করিলেন; তিনি জল সৃষ্টি করিলেন; তিনি অন্ন সৃষ্টি করিলেন;' ইত্যাদি

অত্র তেজোঽবন্নানি প্রজাতানীত্যুক্তম্। ইহ ভবতি বিমর্শঃ। বিয়ৎ প্রজায়তে ন বেতি সংশয়ে শ্রুত্যভাবান্ন প্রজায়ত ইতি শঙ্কতে।

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

নিত্যং বিয়ন্ন প্রজায়তে। কুতঃ অশ্রুতেঃ। ছান্দোগ্য-গতভূতোৎপত্তিপ্রকরণে তস্যাশ্রবণাৎ। তত্র তদৈক্ষতে-ত্যাদিনা ত্রয়াণামেব তেজোঽবন্নানামুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন তু বিয়তোঽতস্তন্নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রুত্যধ্যায়সঙ্গতিঃ। ইহ পূর্ব্বপক্ষিণা শ্রুত্যোর্বিরোধং পূর্ব্বপক্ষং কৃত্বা সমন্বয়শৈথিল্যং তৎফলমুপক্ষিপ্যতে। সিদ্ধান্তিনা তু তয়োরবিরোধং সমর্থ্য তৎফলং সমন্বয়দার্ঢ্যং স্থাপয়িষ্যতে। তত্রাদৌ সর্গবাক্যবিরোধাদাকাশমাশ্রিত্য বিমর্শঃ। আকাশ-স্যোৎপত্তিরস্তি নাস্তি বা। যদ্যস্তি ন হি শ্রুত্যোর্বিরোধ ইতি বক্তুং তেজ-উৎপত্তিবাচিকাং শ্রুতিং দর্শয়তি সদেবেত্যাদিনা। সৌম্য হে শোভন শ্বেতকেতো ইদং জগৎ অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্ সদেব ব্রহ্মৈবাসীৎ সৌক্ষ্ম্যাৎ তত্র বিলীনমাসীদিত্যর্থঃ। তদৈক্ষত তচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম সঙ্কল্পমকরোৎ। তমাহ বহু স্যামিতি। স্ফুটার্থমন্যৎ।

অত্র শঙ্কতে ন বিয়দিতি। তস্য বিয়তঃ। তত্র ছান্দোগ্যে ॥ ১ ॥

পাঠ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল স্থলে যথাক্রমে তেজ, জল ও অন্নের সৃষ্টি উক্ত হই-য়াছে। তদ্বিষয়ে সংশয় এই—আকাশের উৎপত্তি আছে কি না? শ্রুতি-প্রমাণের অসদ্ভাব নিবন্ধন আকাশের উৎপত্তি নাই, এইরূপই বোধ হয়। এই-প্রকার আশঙ্কায় পূর্ব্বপক্ষ করিতেছন;—

শ্রুতি প্রমাণের অসদ্ভাবনিবন্ধন আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। আকাশ নিত্য। উহার উৎপত্তি নাই। আকাশের উৎপত্তির পক্ষে শ্রুতিপ্রমাণ দৃষ্ট হয় না। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে ভূতোৎপত্তির প্রকরণ আছে, তাহাতে আকাশের উৎপত্তি উক্ত হয় নাই। উহাতে তেজ, জল ও অন্নেরই উৎপত্তি বলা হইয়াছে, আকাশের উৎপত্তি কথিত হয় নাই ॥ ১ ॥

এবং প্রাপ্তৌ নিরস্যতি।

অস্তি তু ॥ ২ ॥

তুশব্দঃ শঙ্কাপনোদনার্থঃ। অস্ত্যুৎপত্তির্বিয়তঃ। ছান্দোগ্যে তস্যাশ্রবণেঽপি তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যো মহতী পৃথিবীতি তৈত্তিরীয়কে শ্রবণাৎ ॥ ২ ॥

পুনঃ শঙ্কতে।

গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ৩ ॥

ন খলু বিয়দুৎপত্তিঃ সম্ভাবয়িতুমপি শক্যা জীবৎসু শ্রীমৎ-কণভক্ষাক্ষচরণচরণোপজীবিষু। যা তূৎপত্তিঃ শ্রুতিভিরুদা-হৃতা সা কিল কুর্ব্বাকাশং জাতমাকাশমিত্যাদিলোকোক্তিবদ্-

---

অস্তীতি। তস্য বিয়তঃ ॥ ২ ॥

পুনরিতি। পূর্ব্বোক্তেনাসন্তোষাদিতি জ্ঞেয়ম্। গৌণীতি। কুর্ব্বাকাশমিতি। আকাশং কুর্ব্বিত্যুক্তে জনগহনতাদূরীকরণেনাকাশে জায়মানে সতি জাত-

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

আকাশের উৎপত্তি আছে, তদ্বিষয়ে আশঙ্কা নাই। তু-শব্দ শঙ্কাপনো-দনার্থ। আকাশের উৎপত্তি নিশ্চয়ই আছে। ছান্দোগ্যে উক্ত না হইলেও 'এই ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে ; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে,' এই প্রকার তৈত্তিরীয় শ্রুতি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন ;—

অসম্ভাবনা প্রযুক্ত আকাশের নিত্যত্বসূচক প্রমাণের সম্ভাব হেতু আকা-শের উৎপত্তিবোধক বাক্য সকল গৌণই জানিতে হইবে।

বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক পক্ষ জীবিত থাকিতে আকাশের উৎপত্তি কল্পনাও করা হইতে পারে না। 'আকাশ কর,' 'আকাশ হইল,' ইত্যাদি লৌকিক

গৌণী ভবিষ্যতি। কুতোঽসম্ভবাৎ। ন হি নিরাকারস্য বিভো-র্বিয়তঃ সম্ভবেদুৎপত্তিঃ কারণসামগ্রীবিরহাৎ শব্দাচ্চ। বায়ু-শ্চান্তরীক্ষং চৈতদমৃতমিতি বৃহারণ্যকবাক্যাচ্চ তস্যোৎপত্তি-র্নাস্তীতি মন্তব্যম্ ॥ ৩ ॥

যদি কশ্চিদ্‌ব্রূয়াদেক এব সম্ভূতশব্দোঽগ্নিপ্রভৃতাবনু-বর্ত্তমানো মুখ্য আকাশে পুনর্গৌণঃ কথমিতি তং প্রত্যাহ।

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ ৪ ॥

যথা ভৃগুবল্ল্যাং তপসা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মেত্যেক-স্মিন্নেব বাক্যে একস্যৈব ব্রহ্মশব্দস্য ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনে

মাকাশমিত্যুৎপদ্যতে বুদ্ধিঃ। নৈতাবতাকাশস্যোৎপত্তিঃ শক্যতে বক্তুম্। কিন্তু গৌণী তত্রোৎপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যদীতি। কশ্চিৎ প্রতিবাদী বৈদিকঃ। মুখ্য ইতি মুখ্যতয়োৎপত্তিবাচী-ত্যর্থঃ।

উক্তির ন্যায় আকাশের উৎপত্তিবোধক শ্রুতি সকলকে গৌণই বুঝিতে হইবে। কারণ, আকাশের উৎপত্তিই সম্ভব হয় না। নিরাকার ও বিভু আকাশের উৎ-পত্তি নিতান্ত অসম্ভব। আকাশ যদি কার্য্য হয়, তাহার কারণ কে হইবে? যাহার কারণ নাই, তাহা কখনই কার্য্য হইতে পারে না। বিশেষত বৃহ-দারণ্যকে আকাশকে নিত্যই বলিয়াছেন। অতএব আকাশের উৎপত্তি নাই, ইহাই স্থির ॥ ৩ ॥

যদি কেহ বলেন, ঐ তৈত্তিরীয় শ্রুতির একই সম্ভূত শব্দ অগ্নি প্রভৃতিতে মুখ্যভাবে অনুবর্ত্তমান হইয়া আবার আকাশে কিরূপে গৌণভাবে অনুবৃত্ত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

একই ব্রহ্মশব্দের ন্যায় মুখ্যভাব ও গৌণভাব সম্ভব হইতেছে।

যেমন ভৃগুবল্লীতে 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা কর ; তপস্যাই ব্রহ্ম।' এই দুই স্থলে একই ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাধন তপস্যাতে গৌণ এবং বিজ্ঞেয়

তপসি গৌণত্বং বিজ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি তু মুখ্যত্বমেবং সম্ভূতশব্দস্যাপি স্যাৎ। তস্মাচ্ছান্দোগ্যাশ্রবণাদিতঃ ক্বাচিৎকী বিয়দুৎপত্তিশ্রুতির্বাধ্যতে ॥ ৪ ॥

এবং প্রাপ্তৌ পুনঃ পরিহরতি।

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥ ৫ ॥

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতীত্যাদিছান্দোগ্যশ্রুত্যা কৃতা যা প্রতিজ্ঞা তস্যা অহানিঃ কৃৎস্নস্যার্থস্য ব্রহ্মাব্যতিরেকাৎ সম্পদ্যতে। ব্যতিরেকে তু সতি সা বিহীয়েতৈব। তদব্যতিরেকস্তু তদুপাদানকত্বনিবন্ধনঃ। তস্মাদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজানন্ত্যা তয়া বিয়দুৎপত্তিরঙ্গীকৃতা। তথা

স্যাদিতি। মুখ্যত্বমিতি। মুখ্যতয়া প্রয়োগো ভবেদিত্যর্থঃ। ক্বাচিৎকী তৈত্তিরীয়কাদিদৃষ্টা ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মে মুখ্য ভাবেই অনুবৃত্ত হইয়াছে, সম্ভূত শব্দও তদ্রূপই জানিবে। অতএব ছান্দোগ্যে যখন আকাশের উৎপত্তি হয় নাই, তখন অন্য কোন স্থলে যে আকাশের উৎপত্তি শ্রুত হয়, তাহা গৌণই বুঝিতে হইবে ॥ ৪ ॥

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষের পরিহারার্থ পরবর্ত্তী সূত্র অবতারিত হইতেছে।

ব্রহ্মের অব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয় না। বিশেষত উহা শ্রুতিসম্মতও বটে।

নিখিল বস্তু যদি ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অসিদ্ধ হয়, তবেই ছান্দোগ্যের 'যাঁহার শ্রবণে অশ্রুতও শ্রুত হয়,' ইত্যাদি বাক্যে যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা রক্ষা হয়; অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি সকলের কারণ হয়েন, ব্রহ্ম ভিন্ন যদি কোন বস্তুই না থাকে, তবে একমাত্র ব্রহ্মকে শ্রবণ করিলেই, সকল শ্রবণ সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইতে পারে। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে যদি আকাশাদি বস্তু সকল থাকিল, তাহা হইলে উক্ত প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হইল। ব্রহ্মই সকলের উপাদান। সুতরাং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত উপাদানই অসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানে সকলের

শব্দেভ্যশ্চ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মৈত-দাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিত্যাদিভ্যস্তদ্গতেভ্যঃ প্রাক্ স্বর্গাদেকত্বং পরত্র তাদাত্ম্যঞ্চ নিরূপয়দ্ভ্যঃ সা স্বীকার্য্যা ॥ ৫ ॥

ননু বাচকাভাবাৎ কথমত্র সা বক্তুং শক্যা তত্রাহ।

যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ॥ ৬ ॥

তুশব্দঃ শঙ্কাপ্রহাণায়। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিত্যত্র যাবদ্বিকারং বিভাগো নিরূপিতঃ। প্রধানমহদাদয়ো যাবন্তো

প্রতিজ্ঞাহানিরিতি। সা প্রতিজ্ঞা। তদব্যতিরেকো ব্রহ্মাভেদঃ। তদুপা-দানকত্বনিবন্ধনঃ ব্রহ্মোপাদানকত্বহেতুকঃ। তয়া ছান্দোগ্যশ্রুত্যা। তথেতি। তদ্গতেভ্যঃ ছান্দোগ্যস্থেভ্যঃ। পরত্র সর্গকালে। তাদাত্ম্যং কারণব্রহ্মাভেদম্। সা বিয়দুৎপত্তিঃ ॥ ৫ ॥

নন্বিতি। অত্র ছান্দোগ্যে।

যাবদিতি। যাবদ্বিকারমিত্যব্যয়ীভাবঃ সমাসঃ। যাবদবধারণ ইতি সূত্রাৎ। যাবচ্ছ্লোকং হরিপ্রণামা ইতিবৎ। যাবন্তো বিকারাস্তাবতাং বিভাগশ্ছান্দোগ্য-শ্রুত্যা বিজ্ঞাপিত ইত্যর্থঃ। তত্র তাবৎপদং বৃত্তাবন্তর্ভূতং দধ্যোদনমিত্যত্র

জ্ঞান বলিয়া শ্রুতি আকাশের উৎপত্তি স্বীকারই করিয়াছেন। আবার সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, এইরূপ বলিয়া এবং পরে নিখিল বস্তুরই ব্রহ্মা-ত্মকতা নিরূপণ করিয়া শ্রুতি সকল আকাশের উৎপত্তিও স্বীকার করিতে-ছেন ॥ ৫ ॥

যদি বল, বাচকের অভাবে এইস্থলে কিরূপে আকাশের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন;—

লৌকিকের ন্যায় শ্রুতিতেও বিকার পর্য্যন্তই বিভাগ করিয়াছেন, বলিতে হইবে।

তু-শব্দ শঙ্কানিরসনার্থ। 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্,' ইত্যাতি শ্রুতিতে বিকার পর্য্যন্ত বিভাগ নিরূপিত হইয়াছে। সুবালাদি শ্রুতিতেও প্রধান-মহদাদি বিকার

বিকারাঃ সুবালাদিশ্রুত্যন্তরোক্তাস্তেষাং সর্ব্বেষামেব বিভাগস্তয়াপি বোধিত ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমাহ লোকেতি। লোকে যথৈতে সর্ব্বে চৈত্রাত্মজা ইত্যুক্ত্বা তেষু কেষাঞ্চিদেব চৈত্রাদুৎপত্তৌ কীর্ত্তিতায়াং তস্মাদেব সর্ব্বেষামুৎপত্তির্ব্বিদিতা স্যাত্তথেহাপৈত্যতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিত্যনেন সর্ব্বাণি প্রধান-মহদাদীনি তত্ত্বানি সদুৎপন্নান্যুক্ত্বা তেষু তেজোঽবন্নানাং সত উৎপত্তৌ কীর্ত্তিতায়াং সর্ব্বেষাং তেষাং তস্মাদুৎপত্তি-র্ব্বিদিতা ভবতীতি। তথাচ বাচকাভাবেঽপ্যার্থিকী বিয়দুৎ-পত্তিরত্র গম্যেতি। বিভাগ উৎপত্তিঃ। যত্তু গৌণ্যসম্ভবা-চ্ছব্দাচ্চেত্যুক্তং তন্ন অচিন্ত্যশক্তেরুৎপাদকসামগ্র্যাঃ শ্রবণাৎ। অমৃতত্বন্ত্বাপেক্ষিকমেবোৎপত্তিবিনাশশ্রবণাৎ। এবমনুমানাচ্চ তস্যোৎপত্তিবিনাশৌ নিশ্চিনুমঃ। বিয়দুৎপদ্যতে ভূতত্বাদ্-

---

উপসিক্তপদবৎ। তস্মাদেব চৈত্রাদেব। ইহাপি ছান্দোগ্যবাক্যেঽপি। তস্মাৎ সচ্ছব্দবাচ্যাৎ ব্রহ্মণঃ। অথ ছান্দোগ্যবাক্যে আপেক্ষিকমমৃতা দিবৌকস

সকলেরই বিভাগ করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। লৌকিকেও ঐরূপই দৃষ্ট হয়। 'ইহারা সকলেই চৈত্রের পুত্র বলিয়া, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও চৈত্র হইতে উৎপত্তি কীর্ত্তন করিলেই তাঁহা হইতে সকলেরই উৎপত্তি বলা হয়। সকলই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরে প্রধান ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কয়েকটি বিকারের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি কীর্ত্তন করাতেই আকাশাদিরও উৎপত্তি বলা হইয়াছে। অতএব স্পষ্টত আকাশের উৎপত্তি যেথানে বলা হয় নাই, সেথানেও ঐরূপেই আকাশেরও উৎপত্তি জানিতে হইবে। বিভাগ শব্দের অর্থ উৎপত্তি। তৃতীয় সূত্রে আকাশের উৎপত্তিকে যে গৌণী বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত। কারণ, পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিই আকাশাদির উৎপাদনের সামগ্রী। তবে যে কোথাও আকাশের নিত্যত্ব শ্রবণ করা যায়, সেও আপেক্ষিকমাত্র। কারণ, যাহার উৎ-পত্তি ও বিনাশ আছে, তাহা কথনই নিত্য হইতে পারে না। এইরূপ অনুমান

বিনশ্যতি চানিত্যগুণাশ্রয়ত্বাদগ্নিবদিত্যুভয়ত্রান্বয়দৃষ্টান্তঃ। যন্নৈবং তন্নৈবং যথাত্মেত্যুভয়ত্র ব্যতিরেকদৃষ্টান্তশ্চ। এতেন স্যাচ্চৈকস্যেত্যপি নিরস্তম্। তস্মান্নব্যো ন ব্যোমজন্মাভ্যুপগমঃ॥ ৬॥

বায়ৌ পূর্ব্বোক্তমর্থমতিদিশতি।

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ॥ ৭॥

এতেন বিয়জ্জন্মব্যাখ্যানেন মাতরিশ্বা তদাশ্রিতো বায়ুরপি কার্য্যতয়োক্ত ইত্যর্থঃ। ইহাপ্যেবমঙ্গানি বোধ্যানি। বায়ুর্নোৎপদ্যতে ছান্দোগ্যেঽনুক্তেঃ। অস্ত্যুৎপত্তিরাকাশাদ্বায়ুরিত্যুক্তেস্তৈত্তিরীয়কে গৌণ্যুৎপত্তিরমৃতত্বশ্রুতেঃ প্রতি-

---

ইতিবৎ। তস্মাদিতি। ব্যোমজন্মাভ্যুপগমো নব্যো নবীনো ন কিন্তু পূর্ব্বসিদ্ধ এব॥ ৬॥

বায়াবিতি। অতিদেশত্বান্নাত্র পৃথক্ সঙ্গত্যপেক্ষা।

হইতেও আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ নিশ্চয় করা যায়। ভূতমাত্রই উৎপন্ন হয়। আকাশ ভূতমধ্যেই গণ্য, অতএব উৎপত্তিবিশিষ্ট। আবার যাহা অনিত্য গুণের আশ্রয়, তাহার নাশও আছে। আকাশ অনিত্য গুণের আশ্রয় বলিয়া উহার নাশ অবশ্য স্বীকার্য্য। "অগ্নিবৎ" 'অগ্নির সদৃশ' বলাতেই উভয় স্থলেই অন্বয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহাতে ভূতত্ব নাই বা যাহা অনিত্য গুণেরও আশ্রয় নহে, তাহা নিত্য। "যথাত্মা" 'যেমন আত্মা;' অর্থাৎ আত্মাই ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত। এতদ্দ্বারা চতুর্থ সূত্রোক্ত যুক্তিও খণ্ডিত হইল। অতএব আকাশের উৎপত্তি, নূতন মত নহে; পরন্তু পূর্ব্বসিদ্ধই॥ ৬॥

এক্ষণে বায়ুতেও উক্ত সিদ্ধান্তের অতিদেশ করিতেছেন;—

এই আকাশের ব্যাখ্যা দ্বারা বায়ুও ব্যাখ্যাত হইল।

আকাশের কার্য্যত্ব কথনে তদাশ্রিত বায়ুরও কার্য্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এইস্থলেও পূর্ব্ববৎ বিচার বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্যে অনুক্ত বলিয়া বায়ুর উৎপত্তি অস্বীকার্য্য। তৈত্তিরীয়কে যে বায়ুর উৎপত্তি দেখা যায়, তাহা গৌণ।

জ্ঞানুপরোধাদৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিতি সর্ব্বেষাং ব্রহ্মকার্য্যত্বোক্তেশ্চ ছান্দোগ্যেঽপি বায়োরুৎপত্তির্বোধ্যেতি সিদ্ধান্তঃ। অমৃতত্বং ত্বাপেক্ষিকমিত্যুক্তম্। যোগবিভাগস্তেজঃ সূত্রে মাতরিশ্বপরামর্শার্থঃ ॥ ৭ ॥

অথ সদেব সৌম্যেদমিত্যাদৌ সন্দেহান্তরম্। সদ্ব্রহ্মাপ্যুৎপদ্যতে ন বেতি। কারণানামপি প্রধানমহদাদীনামুৎপত্ত্যভিধানাৎ সদপ্যুৎপদ্যতে তস্যাপি কারণত্বাবিশেষাদিত্যেবং প্রাপ্তৌ।

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥ ৮ ॥

এতেনেতি। ছান্দোগ্যে বায়োরুৎপত্তির্ন শ্রুতা। তৈত্তিরীয়কে তু শ্রূয়তে। অতঃ তয়োর্বিরোধঃ। সমাধানস্ত্বত্র ব্যক্তীভাবি। তস্মাদবিরোধঃ ॥ ৭ ॥

প্রাগসত্ত্বাবিতোৎপত্তিকয়োরপি বিয়দ্বায্বোরুৎপত্তিঃ শ্রুতিবলাদুক্তা। তদ্বৎ জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখ ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মাপি সহেতুত্বাৎ বিয়দ্বদিত্যনুমানপুষ্টয়া ব্রহ্মণোঽপি কুতশ্চিদ্ধেতোরুৎপত্তিরস্থিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ সদেবেত্যাদি।

কারণ, বায়ুর অমৃতত্বই শ্রবণ করা যায়। এইটি পূর্ব্বপক্ষ। প্রতিজ্ঞানুরোধে এবং সকলই ব্রহ্মের কার্য্য, এইরূপ উক্তির অনুরোধে ছান্দোগ্যেও বায়ুর উৎপত্তি সঙ্কেতিত হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বোক্ত অমৃতত্ব আপেক্ষিকমাত্র। তেজঃসূত্রে যে যোগের সহিত বিভাগ বলা হইয়াছে, তাহা মাতরিশ্বাপরামর্শার্থ ॥ ৭ ॥

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি সূত্রে বিচারান্তর উত্থাপন করিতেছেন। সংশয় এই—সৎস্বরূপ ব্রহ্মও উৎপন্ন হয়েন কি না? মহদাদি কারণ সকলেরও যখন উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মেরও উৎপত্তি স্বীকার্য্য হইতেছে। কারণ, তিনি কারণ হইতে বিশেষ নহেন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন ;—

অনুপপত্তি বশত সৎস্বরূপ পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব।

তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদে নিশ্চয়ে বা। সতো ব্রহ্মণঃ সম্ভবঃ উৎপত্তির্নৈবাস্তি। কুতঃ অনুপপত্তেঃ। হেতুবিরহিণস্তস্য তদযোগাদিত্যর্থঃ। অত এবং শ্রুতিরাহ। স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ ইতি। ন চ কারণত্বাদুৎপত্তিমদিত্যনুমাতুং শক্যং শ্রুত্যানুমানবাধাৎ। মূলকারণস্য স্বীকার্য্যত্বাত্তদভাবেঽনবস্থাপাতাচ্চ। যন্মূলকারণং তৎ ত্বমূলমেব। মূলে মূলাভাবাদিতি। ইহ ব্রহ্মোৎপত্তিশঙ্কাপরিহারেণৈবং জ্ঞাপ্যতে। ব্রহ্মৈব পরমকারণত্বাদুৎপত্তিশূন্যং তদন্যদব্যক্তমহদাদিকন্তু সর্ব্বমুৎপত্তিমদেব। খাদিজন্মনিরূপণং তূদাহরণার্থমিতি ॥ ৮ ॥

অত্র ব্রহ্মাজত্বাদিশ্রুতের্ব্রহ্মোৎপত্তিশ্রুতেশ্চ বিরোধোঽস্তি ন বেতি সংশয়ে ব্রহ্মোৎপত্তিশ্রুতেরনুমানপোষেণ প্রাবল্যাদস্তি তয়া সহ বিরোধ ইতি প্রাপ্তে নিরস্যতি অসম্ভবস্থিতি। হেতুবিরহিণস্তস্যেতি। যদ্ধি হেতুবিরহিতং সদ্রূপং তন্নিত্যম্। যদুক্তম্—সদকারণং যৎ তৎ নিত্যমিতি। সতো ব্রহ্মণো হেতুবিরহে শ্রুতিমাহ স কারণমিতি। এতয়া শ্রুত্যানুমানবাধাৎ জাতো ভবসীতি শ্রুতিস্ত

তু-শব্দ শঙ্কানিরাসার্থ বা নিশ্চয়ার্থ। সৎস্বরূপ ব্রহ্মের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যে হেতু যাহার কারণ নাই, তাহার উৎপত্তিও যুক্তিযুক্ত হয় না। এই নিমিত্তই শ্রুতি বলিয়াছেন—'তিনি কারণের কারণ, এবং লোকপালগণেরও পতি। তাঁহার কারণ বা অধিপতি নাই।' তিনি কারণ বলিয়া তাঁহার উৎপত্তি অনুমিত হইতে পারে না। শ্রুতিই উক্ত অনুমানের বাধক হইতেছেন। একটি মূল কারণ অবশ্য স্বীকার্য্য। তদস্বীকারে অনবস্থাপত্তি হয়। মূল কারণ স্বয়ং মূলরহিত। মূলের আবার মূল থাকিতে পারে না। এই স্থলে ব্রহ্মের উৎপত্তিশঙ্কার পরিহার দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হইতেছে যে, ব্রহ্মবস্তু পরমকারণ বলিয়া স্বয়ং উৎপত্তিরহিত। ব্রহ্মাতিরিক্ত অব্যক্ত ও মহদাদি তত্ত্ব সকল উৎপত্তিবিশিষ্ট। আকাশাদির উৎপত্তিনিরূপণ কেবল উদাহরণপ্রদর্শনার্থ ॥ ৮॥

এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য তেজোবিষয়কং শ্রুতিবিরোধং পরিহরতি। তত্তেজোঽসৃজতেতি ব্রহ্মজত্বং তেজসঃ শ্রুতম্। বায়োরগ্নিরিতি তু বায়ুজত্বম্। তত্র বায়োরিতি পঞ্চম্যা আনন্তর্য্যার্থত্বস্যাপি সম্ভবাৎ ব্রহ্মজং তদিতি প্রাপ্তে—

তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥ ৯ ॥

অতো মাতরিশ্বনঃ সকাশাত্তেজ উৎপদ্যতে। তথাহি শ্রুতিরাহ। বায়োরগ্নিরিতি। ইদমত্র বোধ্যম্। অনুবর্ত্তমান-সম্ভূতশব্দান্বিতত্বেন বায়োরিতি পঞ্চম্যা অপাদানার্থত্বমেব

দুর্ব্বলা সতী শক্তিদ্বয়দ্বারা জগদাকারপরিণতিমেব ব্রুয়ান্ন তু স্বরূপৈক্যাচিদ্বিকার-লেশমপীতি ন কোঽপি বিরোধগন্ধঃ। বিপ্রতিপত্তৌ সমমাবয়োর্দূষণমিত্যাহ মূলকারণস্যেত্যাদি ॥ ৮ ॥

ছান্দোগ্যে ব্রহ্মজং তেজঃ তৈত্তিরীয়কে তু বায়ুজং তদিত্যনয়োর্বিরোধো-ঽস্তি ন বেতি বীক্ষায়াং বাচনিকত্বাদস্ত বিরোধ ইতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যারভ্যতে এবমিত্যাদি। বক্ষ্যমাণেন তেজসঃ প্রাক্ বায়োঃ স্থাপনেন তু ন কশ্চিৎ বিরোধ ইতি বোধ্যম্।

এইরূপে প্রাসঙ্গিক বিচার সমাপন পূর্ব্বক তেজের বিষয়ে যে সকল শ্রুতি-বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহারই পরিহার করিতেছেন। 'তিনিই তেজের সৃষ্টি করিয়াছেন,' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতেই তেজের উৎপত্তি অবগত হওয়া যায়। আবার "বায়োরগ্নিঃ," ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বায়ুকেই তেজের কারণ বলিয়া বোধ হয়। ঐ স্থলে বায়ুতে যে পঞ্চমী বিভক্তি দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ আনন্তর্য্যও সম্ভব হয়। অতএব তেজ বায়ু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপই বোধিত হউক। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন ;—

বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি শ্রুতিতে বলিয়া থাকেন।

বায়ু হইতেই তেজ উৎপন্ন হয়। "বায়োরগ্নিঃ" এইরূপ শ্রুতিবাক্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে এইরূপই বিবেচনা করিতে হইবে। অনুবর্ত্তমান সম্ভূত

মুখ্যং কৢপ্তত্বাৎ। আনন্তর্য্যার্থত্বং তু ভাক্তং কল্প্যত্বাৎ। ততশ্চ মুখ্যমেব ন্যায্যত্বাদ্‌গ্রাহ্যম্। এবমপি বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা ব্রহ্মজত্বঞ্চ ন বিরুধ্যতে॥ ৯॥

অথাপামুৎপত্তিমাহ। তত্র যদ্যুভয়ত্রাপ্যগ্নেরেব তদুৎপত্তিরুক্তা তথাপি বিরুদ্ধাৎ তস্মাৎ সা ন যুজ্যেতেতি কস্যচিৎ শঙ্কা স্যাৎ। তামপনেতুং সূত্রারম্ভঃ।

তেজ ইতি। অনুবর্ত্তমানেতি। তস্মাৎ বা এতস্মাদাত্মন আকাশ ইত্যাদৌ পৃথিব্যা ওষধয় ইত্যন্তে হেতুপঞ্চম্যা দর্শনাৎ মধ্যে কস্মাৎ ক্রমার্থা পঞ্চমীত্যসঙ্গতমেবেত্যর্থঃ। আনন্তর্য্যার্থত্বমিতি। ভাক্তং গৌণম্। বায়ুনন্তরং তেজ ইতি পদান্তরকল্পনপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। এবমপীতি। বক্ষ্যমাণপঞ্চমীত্যসঙ্গতমেবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণযুক্তিস্তু তদভিধ্যানাদিতি সূত্রোক্তা দ্রষ্টব্যা॥ ৯॥

অথোত্তরয়োর্ন্যায়য়োর্ধীসন্নিধিলক্ষণা সঙ্গতিস্তেজসো বায়ুজত্বোক্ত্যনন্তরং জলপৃথিব্যোরেব ধীস্থত্বাৎ অথেত্যাদি। তস্মাদিতি। মুণ্ডকেঽপাং ব্রহ্মজত্বমুক্তম্। ছান্দোগ্যতৈত্তিরীয়কয়োস্তু তেজোজত্বম্। তদনয়োর্বিরোধো ন বেতি সন্দেহে বাচনিকত্বাবিরোধ ইতি প্রাপ্তে আপ ইতি বক্ষ্যমাণযুক্ত্যাপামপি ব্রহ্মজত্বাদবিরোধো বোধ্যঃ। যত্ত্বপামগ্নিদাহ্যত্বান্ন তজ্জত্বং সম্ভবেদিত্যাহুস্তন্ন ত্রিবৃৎকৃতয়োস্তয়োর্দাহকদাহ্যভাবে সত্যপ্যত্রিবৃৎকৃতয়োস্তদভাবাৎ। উভয়ত্র তৈত্তিরীয়কে ছান্দোগ্যে চ বিরুদ্ধাদিতি দাহকত্বেনেতি জ্ঞেয়ম্।

শব্দের সহিত অন্বিত থাকাতেই "বায়োঃ" এই পঞ্চমীর অপাদানার্থই মুখ্য হইতেছে। আনন্তর্য্যার্থ গৌণই জানিতে হইবে। অতএব ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মুখ্যার্থই গ্রাহ্য। এইরূপ হইলে, বক্ষ্যমাণ যুক্তি অনুসারে তেজের ব্রহ্মজত্বও বিরুদ্ধ হইতেছে না॥ ৯॥

অনন্তর জলের উৎপত্তি বলিতেছেন। যদিও অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে, তথাপি বিরুদ্ধ তেজ হইতে জলের উৎপত্তি সঙ্গত হয় না, এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে। অতএব উহার অপনয়নের নিমিত্ত পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন;—

আপঃ ॥ ১০ ॥

অতস্তথাহ্যাহেত্যনুবর্ত্ততে। আপোঽতস্তেজস উৎপদ্যন্তে। হি যতস্তথা শ্রুতিরাহ। তদপোঽসৃজতেত্যগ্নেরাপ ইতি চ। ন হি বাচনিকেঽর্থে ন্যায়োঽবতরতি। ছান্দোগ্যে তূপপাদিকা যুক্তিরপি দৃশ্যতে। তস্মাৎ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে ইতি॥১০॥

তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্বঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্তেত্যত্র বিচারান্তরম্। কিমনেনান্নশব্দেন যবাদিকং গ্রাহ্যং কিং বা পৃথিবীতি। তস্মাৎ যত্র ক্বচন বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়ত ইতি তত্রৈব যুক্তিপ্রদর্শনাদ্রূঢ়েশ্চ যবাদিকমিতি প্রাপ্তে—

পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১১ ॥

আপ ইতি। স্ফুটার্থম্ ॥ ১০ ॥

তা আপ ইতি। তস্মাদিতি। মুণ্ডকে পৃথিব্যা ব্রহ্মজত্বং তৈত্তিরীয়কে ত্বব্জত্বম্। তদনয়োর্বিরোধোঽস্তি ন বেতি সংশয়ে বাচনিকত্বাৎ বিরোধে প্রাপ্তে বক্ষ্যমাণযুক্ত্যা তস্যাশ্চ ব্রহ্মজত্বাদবিরোধো ভাব্যঃ।

অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি। কারণ, শ্রুতিতে ঐরূপই উক্ত হয়। ‘তিনিই জলের সৃষ্টি করিলেন; অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি হইল;’ এইরূপ শ্রুতি আছে। বাচনিক বিষয়ে ন্যায় অবতারিত হইতে পারে না। ছান্দোগ্যে তদুপপাদিকা যুক্তিও দেখা যায়। এই নিমিত্তই যখন পুরুষ শোক করেন, তাঁহার অশ্রু পতিত হয়,’ এইপ্রকার শ্রুতিবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

“তাঃ আপঃ ঐক্ষন্ত বহ্বঃ স্যাম” ইত্যাদি শ্রুতিতে বিচারান্তর প্রয়োগ করিতেছেন। প্রথমত সংশয় এই যে, ঐ স্থলে অন্ন শব্দে যবাদি বোধিত হয়, অথবা পৃথিবীই বোধিত হয়? তদনন্তর, ‘যেখানে বর্ষণ হয়, তাহাই প্রভূত অন্নরূপে পরিণত হয়। জল হইতেই অন্নাদির উৎপত্তি হয়।’ এই বাক্যে যুক্তি

পৃথিব্যেব গ্রাহ্যা ন তু যবাদি। কুতঃ অধিকারেত্যাদেঃ। তত্তেজোঽসৃজতেতি মহাভূতানামেবাধিকারাৎ যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যেতি পার্থিবরূপত্বাৎ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি শ্রুত্যন্তরাচ্চেত্যর্থঃ। এবং সতি তস্মাৎ যত্র ক্বচনেত্যাদিকং তু হেতুফলয়োরৈক্যবিবক্ষয়া সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ১১ ॥

বিয়দাদিক্রমেণ তত্ত্বসৃষ্টিবিমর্শো বিসংবাদপরিহারায়ৈব কৃতঃ। প্রধানমহদাদিরূপেণ তদ্বিমর্শস্তু জন্মাদিসূত্রেণৈব সিদ্ধঃ। অথ তস্মিন্ বিশেষং বক্তুমারভতে। সুবালোপনিষদি

পৃথিবীতি। যত্তু তা অন্নমসৃজন্তেত্যত্রান্নশব্দো যবাদিপরো ভবতীতি পূর্ব্বপক্ষে তস্মাৎ যত্রেতি শ্রৌতী যুক্তির্দর্শিতা তাং সমাদধাতি এবং সতীতি। হেতুফলয়োঃ কারণকার্য্যয়োঃ পৃথিবীযবাদিকয়োরভেদং বিবক্ষিত্বেত্যর্থঃ। ততশ্চ পৃথিব্যাঃ স্থানে যবাদেঃ কথনেঽপি সা লভ্যেতৈবেতি ন কোঽপি বিরোধলেশ ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

প্রদর্শন হেতু এবং রূঢ়ি বশত অন্ন শব্দে যবাদিই জানিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে উত্তর করিতেছেন ;—

অধিকার, রূপ ও শব্দান্তর হইতে অন্ন শব্দে পৃথিবীই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অন্ন শব্দে পৃথিবীকেই গ্রহণ করিতে হইবে, যবাদিকে নহে। কারণ, "তত্তেজোঽসৃজত" এই স্থলে মহাভূত সকলেরই অধিকার দৃষ্ট হয়। "যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" এই স্থলে যে কৃষ্ণ রূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা পার্থিব রূপ। আবার "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" এইরূপ শ্রুত্যন্তরও দেখা যায়। এই সকল কারণে অন্ন শব্দে পৃথিবীকেই বুঝিতে হইবে। তবে "যত্র ক্বচন" প্রভৃতি বাক্য সকল হেতু ও ফলের ঐক্যবিবক্ষাতেই সঙ্গমনীয় হইতেছে ॥ ১১ ॥

বিবাদের পরিহারের জন্যই আকাশাদিক্রমে তত্ত্বসৃষ্টির বিচার করা হইয়াছে। বস্তুত প্রধানমহদাদিক্রমে সৃষ্টির বিচার 'জন্মাদি' সূত্র দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর তদ্বিষয়ে বিশেষ বলিবার জন্য প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতে-

পঠ্যতে। তদাহুঃ কিং তদাসীৎ তস্মৈ সহোবাচ ন সন্নাসন্ন সদসদিতি তস্মাৎ তমঃ সংজায়তে তমসো ভূতাদির্ভূতাদে-

পূর্ব্বৈরধিকরণৈর্মহাভূতশ্রুতীনামবিরোধপ্রতিপাদনাৎ তুল্যবিষয়তা। অথ তেষাকাশাদীনাং স্বাতন্ত্র্যেণ বায়্বাদিস্রষ্টৃত্বং প্রতীতম্। তদপবাদেন হরেরেব তত্তৎসর্ব্বস্রষ্টৃত্বং বর্ণ্যমিত্যপবাদসঙ্গত্যেদমারভ্যতে। তথাহি কিমপআদ্যভি-মানিন্যো দেবতা এব স্বতন্ত্রাঃ প্রধানাদীনি সৃজন্ত্যুত হর্য্যধিষ্ঠিতাস্তা ইতি সন্দেহে তদাহুরিতি। সুবালশ্রুত্যা স্বাতন্ত্র্যেণ তাস্তানি সৃজন্তীতি প্রতীয়তে। এতস্মাদিতি মুণ্ডকশ্রুত্যা তু হরিরেব তৎ সর্ব্বং সৃজতীতি জ্ঞাতম্। তদেতয়া সুবালশ্রুত্যা সহ মুণ্ডকশ্রুতের্বিরোধে প্রাপ্তে সুবালশ্রুতাবপি তত্তদধিষ্ঠাতৃতয়া হরের্বিবক্ষিতত্বাদবিরোধ ইত্যেতমর্থং হৃদি নিধায়েদমুচ্যতে অথেত্যাদি। তদাহুরিতি। তং গুরুং শিষ্যাঃ পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ। প্রষ্টব্যমাহ কিং তদিতি। সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমবিনাশি বস্তু কিমাসীদিত্যর্থঃ। এবং পৃষ্টো গুরুরাহ। তস্মৈ স হেতি। তস্মৈ শিষ্যবর্গায় স গুরুর্হ স্ফুটমুবাচ ন সদিতি। সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং যৎ বস্তু আসীৎ তৎ সৎ স্থূলং তেজোঽবন্নরূপং নাসীৎ। নাপ্যসৎ সূক্ষ্মং প্রধানাদিরূপমাসীৎ। ন চ সদসদ্দ্বয়রূপমাসীদিত্যর্থঃ। তর্হি কিমাসীদিতি চেৎ তত্তদ্বিলক্ষণং তমঃ-শক্তিকং ব্রহ্মৈব তদাসীদিত্যুক্তির্বোধ্যা। এতদেব স্ফুটয়ন্নাহ তস্মাদিতি। স্ববিলীনক্ষেত্রজ্ঞবুভুক্ষাভ্যুদিতদয়াৎ ঈক্ষিততমঃশক্তিকাৎ ব্রহ্মণস্তমঃ সঞ্জায়তে তেনাধিষ্ঠিতং সৎ প্রধানশরীরকাক্ষরশব্দিতক্ষেত্রজ্ঞাভিব্যঞ্জকদশাভিমুখং ভবতী-ত্যর্থঃ। তস্মাদক্ষরাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাৎ ত্রিগুণমব্যক্তং সঞ্জায়তে অব্যক্তাৎ মহানিত্যাদি

ছেন। সুবালোপনিষদে পঠিত হয়—"শিষ্যগণ গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিনাশী বস্তু কি ছিল?" গুরু বলিলেন, "সৃষ্টির পূর্ব্বে তেজ প্রভৃতি স্থূল বস্তু বা প্রধানাদি সূক্ষ্ম বস্তু অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ই ছিল না। তৎকালে তদুভয়-বিলক্ষণ তমঃশক্তিক ব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহা হইতে তম উৎপন্ন হইল। অর্থাৎ ঐ তমঃশক্তি, ব্রহ্ম কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া, প্রধানশরীর, অক্ষরশব্দিত ক্ষেত্রজ্ঞের অভিব্যঞ্জক দশাতে অভিমুখী হইলেন। ঐ অক্ষর ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ত্রিগুণময় অব্যক্ত উৎপন্ন হইল। অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি উৎপন্ন হইল।

রাকাশমাকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী তদণ্ডমভবদিতি। ইহ তমআকাশয়োরন্তরালেঽক্ষরাব্যক্তমহদ্ভূতাদি-তন্মাত্রেন্দ্রিয়াণি ক্রমেণ বোধ্যানি। সন্দগ্ধ্বা সর্ব্বাণি ভূতানি পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে। আপস্তেজসি লীয়ন্তে। তেজো বায়ৌ বিলীয়তে। বায়ুরাকাশে বিলীয়তে। আকাশমিন্দ্রিয়েষ্বিন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ বিলীয়ন্তে। ভূতাদির্মহতি বিলীয়তে মহানব্যক্তে বিলীয়তে। অব্যক্তমক্ষরে বিলীয়তে। অক্ষরং তমসি বিলীয়তে। তম একীভবতি পরস্মিন্। পরস্মাৎ ন সন্নাসন্ন সদসদিত্যগ্রিমলয়বাক্যানুরোধাৎ। এতচ্চাপাততো বস্তুতস্তু ভূতাদিশব্দেনাহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ। তস্মাৎ সাত্ত্বিকাৎ মনো

ব্যক্তীভাবি। প্রলয়শ্রুত্যনুসারেণ সর্গশ্রুতাবূনানি তত্ত্বানি নিবেশ্যাপি তেন নিষ্কর্ষমনুপলভ্যাহৈতচ্চাপাতত ইতি। নিষ্কর্ষং দর্শয়ন্নাহ বস্তুতস্ত্বিতি। অয়মত্র ক্রমঃ। উক্তলক্ষণাৎ তমঃ সঞ্জায়তে। তমসোঽক্ষরশব্দিতোঽব্যক্তশরীরকঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ। তস্মাদভিব্যক্তাৎ ত্রিগুণময়মব্যক্তম্। তস্মাৎ ত্রিবিধো মহান্। সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহানিতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণাৎ। মহত-

মহত্তত্ত্ব হইতে ভূতাদি অর্থাৎ অহঙ্কার এবং তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বোক্ত তম ও শেষোক্ত আকাশ এই উভয়ের মধ্যে অক্ষর, অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রমান্বয়ে উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। সর্ব্বভূতের বিনাশে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় সকল তন্মাত্রে, তন্মাত্র সকল অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে, অব্যক্ত অক্ষরে, অক্ষর তমঃশক্তিতে এবং তমঃশক্তি পরব্রহ্মে বিলীন হয়। পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কি স্থূল কি সূক্ষ্ম কিছুই থাকে না। এই অগ্রিম লয়বাক্যের অনুরোধে ঐরূপ সৃষ্টিপ্রলয়ক্রম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বস্তুত ভূতাদি

দেবতাশ্চ। রাজসাদিন্দ্রিয়াণি। তামসাৎ তু তন্মাত্রদ্বারা-কাশাদীনীতি বহুব্যাখ্যানুসারাৎ। শ্রীগোপালোপনিষদি চ। পূর্ব্বং হ্যেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ। তস্মাদব্যক্তং ব্যক্তমেবা-

স্ত্রিবিধোঽহঙ্কারঃ। সাত্ত্বিকাদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা মনশ্চ। রাজসাৎ দশেন্দ্রিয়াণি। তামসাৎ তু তন্মাত্রদ্বারাকাশাদীনি। তত্র শব্দতন্মাত্রদ্বারা তামসাৎ তস্মাদাকাশঃ স্পর্শতন্মাত্রদ্বারাকাশাদ্বায়ুঃ রূপতন্মাত্রদ্বারা বায়োরগ্নিঃ রসতন্মাত্রদ্বারাগ্নেরাপঃ গন্ধতন্মাত্রদ্বারাদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি বোধ্যম্। অধিষ্ঠাতৃত্বং ব্রহ্মণঃ সর্ব্বত্র নির্বিশেষং জ্ঞেয়ম্। সংহতৈরেতৈরণ্ডম্। তত্র বৈরাজঃ পুরুষঃ। তত্র তদন্তর্য্যামী নারায়ণঃ। তন্নাভিপদ্মে বৈরাজস্য ভোগবিগ্রহশ্চতুর্মুখঃ। ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাং যথাবসরং জন্মেতি। ন চৈতৎ কপোলকল্পনং সর্ব্বজ্ঞ-ব্যাখ্যানুসারিত্বাদিত্যাহ বহুব্যাখ্যেতি। যথোক্তমেকাদশে। আসীজ্জ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিকল্পিতমিত্যারভ্য ততো বিকুর্ব্বতো জাতো যোঽহঙ্কারো বিমোহনঃ। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ। তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ। অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্ জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ। তৈজসাদ্ দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাদিতি। তামসাদর্থঃ পঞ্চভূতলক্ষণঃ তৈজসাদ্ রাজসাদিন্দ্রিয়াণি দশ বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাদেকাদশ দেবতাঃ চান্মনশ্চেত্যর্থঃ। তৃতীয়ে চ। মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাৎ ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ। ক্রিয়াশক্তিরহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সমপদ্যত। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতো ভবঃ। মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপীতি। মনসশ্চেতি চাৎ দেবতানাঞ্চেতি বোধ্যম্ ক্রমাদিতি চ। প্রলয়শ্রুত্যনুসারাদক্ষরাদিত্রিকবৎ বহুস্মৃত্যনুসারাদহঙ্কারত্রিকাদিকল্পনমিহ জ্ঞেয়মিতি ব্যাখ্যাতারঃ। শ্রুত্যন্তরমাহ গোপালেতি। পূর্ব্বং সৃষ্টেঃ প্রাক্ তস্মাৎ তাদৃশাৎ ব্রহ্মণঃ অব্যক্তং ত্রৈগুণ্যশরীরকমক্ষরং জীবচৈতন্যং ব্যক্তং ব্যক্ত্যভি-

---

শব্দে ত্রিবিধ অহঙ্কার। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দেবতা, রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকল এবং তামস অহঙ্কার হইতে তন্মাত্র দ্বারা আকাশাদি ভূত সকল উৎপন্ন হয়। এই প্রকার ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে গোপালোপনিষদেও বলিয়াছেন, পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয়

ক্ষরং তস্মাদক্ষরাৎ মহান্ মহতো বা অহঙ্কারস্তস্মাদহঙ্কারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতীতি। তত্র সংশয়ঃ। প্রধানাদীনি স্বানন্তরতত্ত্বাদুপজায়ন্তে উত সাক্ষাদেব সর্ব্বেশ্বরাদিতি। শব্দস্বারস্যাৎ স্বানন্তরতত্ত্বাদেবেতি প্রাপ্তে—

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১২ ॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তুশব্দঃ। স তম-আদিশক্তিকঃ সর্ব্বেশ্বর এব প্রধানাদীনাং পৃথিব্যন্তানাং কার্য্যাণাং সাক্ষাদ্ধেতুঃ। কুতঃ তদভীতি। সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যাদৌ তস্যৈব

মানি (ব্যক্তভিমুখং বা) আসীৎ তস্মাদক্ষরাত্তচ্ছরীরাৎ ত্রৈগুণ্যাৎ ত্রিবিধো মহান্ মহতোঽহঙ্কারস্ত্রিবিধস্তস্মাৎ সাত্ত্বিকাদ্দেবতা মনশ্চ রাজসাদিন্দ্রিয়াণি তামসাৎ তু তন্মাত্রদ্বারকাণি খাদীনীতি প্রাগ্বৎ। তৈঃ পঞ্চীকৃতৈর্ভূতৈরক্ষরং জীবচৈতন্যমাবৃতং তল্লব্ধশরীরকং ভবতীত্যর্থঃ। স্বানন্তরতত্ত্বাদব্যবহিতস্বপূর্ব্বতত্ত্বাদিত্যর্থঃ।

তদভিধ্যানাদিতি। স্পষ্টম্ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহা হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ ত্রৈগুণ্যশরীর ব্যক্ত্যভিমুখ অক্ষর, অক্ষর হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, তন্মাত্র হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়। ঐ পঞ্চীকৃত ভূত সকলেই অক্ষর অর্থাৎ জীব আবৃত হয়েন। উহারাই দেহরূপে জীবকে আবরণ করে। এস্থলে সংশয় এই যে—প্রধানাদি তত্ত্ব সকল নিজ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্ব সকল হইতে উৎপন্ন হয় অথবা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে? শব্দস্বারস্য হেতু স্বানন্তরতত্ত্ব হইতেই উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতেছেন ;—

সেই ব্রহ্মের সঙ্কল্প হইতেই যখন উৎপত্তি, তখন তিনিই কারণ।

সেই তম-আদি-শক্তি-সমন্বিত সর্ব্বেশ্বরই প্রধানাদি পৃথিব্যন্ত কার্য্য সকলের সাক্ষাৎ জনয়িতা। কারণ, তাঁহার 'বহু হইব' ইত্যাকার সঙ্কল্প হইতেই

তচ্ছক্তিকস্য প্রধানাদিবহুভবনসঙ্কল্পাৎ লিঙ্গাৎ ব্রহ্মৈব তমঃ-প্রভৃতীনি প্রবিশ্য প্রধানাদিরূপেণ তানি পরিণময়তি। যস্য পৃথিবী শরীরমিত্যাদিশ্রুতেরন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাচ্চ ॥ ১২ ॥

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥ ১৩ ॥

তুশব্দোঽবধারণে। এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণীতি মুণ্ডকাদিশ্রুতৌ সুবালশ্রুত্যাদিদৃষ্টাৎ প্রধানমহদাদিক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ যঃ ক্রমঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরানন্তর্য্যরূপঃ সর্ব্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানাং প্রতীয়তে স খল্বতঃ সর্ব্বেশ্বরাদেব তত্তদ্বস্তুশক্তিকাৎ তত্তৎকার্য্যোৎপত্তেরুপপদ্যতে। অন্যথা শব্দস্বারস্যভঙ্গঃ। সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বোপাদানত্বং সর্ব্বস্রষ্টৃত্বং তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ব্যাকুপ্যেৎ। জড়ৈঃ প্রধানাদিভিস্তত্তৎপরিণামাসম্ভবশ্চেতি চশব্দাৎ। তস্মাৎ স এব সর্ব্বত্র সাক্ষাদ্ধেতুরিতি ॥ ১৩ ॥

আশঙ্ক্য পরিহরতি।

উহাদের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। তিনিই তমঃপ্রভৃতি শক্তির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে প্রধানাদি রূপে পরিণামিত করেন। "যস্য পৃথিবী শরীরম্" ইত্যাদি শ্রুতি ও অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ হইতে ঐরূপই সিদ্ধান্ত করা যায় ॥ ১২ ॥

বিপর্য্যয়ে যে ক্রম দৃষ্ট হয়, তাহাও তৎকারণত্বেই উপপন্ন হইতেছে।

তু-শব্দ অবধারণে। 'ইহা হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সকল, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি,' ইত্যাদি মুণ্ডকাদি শ্রুতিতে সুবালোপনিষদাদিদৃষ্ট প্রধানমহদাদিক্রমের বিপর্য্যয়ে সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরের আনন্তর্য্য রূপ যে ক্রম দৃষ্ট হয়, তাহা তত্তদ্বস্তুশক্তিক সর্ব্বেশ্বর হইতে তত্তৎকার্য্যের উৎপত্তি বশত উপপন্ন হয়। অন্যথা শব্দস্বারস্যভঙ্গ ঘটে। কারণ, সর্ব্বেশ্বরের সর্ব্বোপাদানত্ব, সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব ও তদ্বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রভৃতি অসঙ্গত হইয়া পড়ে। চ শব্দ

অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ॥১৪॥

বিজ্ঞানশব্দেনাত্মেন্দ্রিয়াণি ভণ্যন্তে। সর্ব্বেষাং তত্ত্বানাং সাক্ষাৎ সর্ব্বেশাদুৎপত্তিরভিধ্যানলিঙ্গাদবগতা এতস্মাদিতি শ্রুত্যা নিশ্চীয়তে ইতি ন সম্ভবতি তস্যাঃ ক্রমবিশেষপরত্বাৎ। আকাশাদিষু শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ ক্রমস্তয়াপি খং বায়ুরিত্যাদিনা প্রতীয়তে। তল্লিঙ্গাৎ তৈঃ সহ পাঠলিঙ্গাৎ। ভূতপ্রাণয়ো-

বিপর্য্যয়েণেতি। জ্যোতিরগ্নিঃ। জড়ৈরিতি। যদ্যপি প্রধানাদ্যধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাশ্চেতনাস্তথাপি পরমাত্মপ্রেরণেন বলেন বিনা তা জড়তুল্যা ভবন্তী-ত্যাশয়ঃ। স সর্ব্বেশ্বরঃ॥ ১৩॥

অন্তরেতি। অভিধ্যানলিঙ্গাৎ সোঽকাময়ত বহু স্যামিত্যেবংলক্ষণাৎ। তস্যা ইতি। মুণ্ডকশ্রুতেঃ। সুবালাদিশ্রুতিদৃষ্টক্রমবিশেষবোধিতত্বাদিত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ সুবালাদিশ্রুত্যুক্তঃ। তয়াপি মুণ্ডকশ্রুত্যাপি। প্রতীয়তে প্রত্যভি-জ্ঞায়তে। তল্লিঙ্গাদিতি। তৈঃ প্রলয়নিরূপিকয়া সুবালশ্রুত্যোক্তৈঃ প্রাণাদি-পৃথিব্যন্তৈঃ সহ মুণ্ডকশ্রুত্যুক্তানাং তেষাং পাঠতৌল্যাল্লিঙ্গাদিত্যর্থঃ। তেনৈব

দ্বারা জড় প্রধানাদি কর্ত্তৃক তত্তৎ পরিণামও অসম্ভব হয়, ইহাই বোধিত হইতেছে। অতএব সর্ব্বেশ্বরই সকলের সাক্ষাৎ কারণ॥ ১৩॥

পুনর্ব্বার আশঙ্কা উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার পরিহার করিতেছেন।

সহপাঠরূপ লিঙ্গ হইতে অন্তরালে বিজ্ঞান ও মনের ক্রমে সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি নিশ্চয় করা যায় না, এরূপ উক্তি অসঙ্গত; কারণ, উক্ত শ্রুতি সকলের তদ্বিষয়ে কিছুই বিশেষ নাই।

বিজ্ঞান শব্দে আত্মা ও ইন্দ্রিয়াদি উক্ত হইতেছে। "এতস্মাৎ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সকল তত্ত্বেরই সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি অভিধ্যান-লিঙ্গ হইতে নিশ্চয় করা যায়, এরূপ বলা সম্ভব হয় না। ঐ শ্রুতি ক্রমবিশেষপর। আকাশাদিতে শ্রুত্যন্তরসিদ্ধ ক্রম, তত্তৎশ্রুতির "খং বায়ুঃ" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা প্রতীত হয়। উহাদিগের সহিত একত্র পাঠরূপ লিঙ্গ হইতে ভূত ও প্রাণের

রন্তরালে তেনৈব ক্রমেণ বিজ্ঞানমনসী চ প্রজায়েতে ইত্যব-বুধ্যতে। অতস্ত্বয়া শ্রুত্যা সর্ব্বেষাং তত্ত্বানাং সাক্ষাৎ সর্ব্বে-শাদুৎপত্তির্নিশ্চেতুং ন শক্যেতি চেন্ন। কুতঃ অবিশেষাৎ। তস্যাং সর্ব্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানাং সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ-জাতত্বাভিধানস্য সমানত্বাদিত্যর্থঃ। এতস্মাদিত্যনেন হি সর্ব্বে প্রাণাদয়ঃ সম্বধ্যন্তে। অয়ং ভাবঃ। সোঽকাময়ত বহু স্যামিত্যাদেরেতস্মাৎ জায়তে প্রাণ ইত্যাদেশ্চ শ্রবণাৎ। অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। তত্র তত্র স্থিতো

সুবালশ্রুতিদৃষ্টেনৈব ক্রমেণ। অতস্তয়েতি। মুণ্ডকশ্রুত্যেত্যর্থঃ। নন্থ ভূত-প্রাণয়োর্মধ্য ইন্দ্রিয়মনসী চ তেনৈব সুবালশ্রুতিদৃষ্টেন স্বপূর্ব্বতত্ত্বজাতত্বক্রমে-ণোৎপদ্যেত ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ কথং সঙ্গতিমান্ স্যাৎ। এবমপি তৎক্রমালাভা-দিতি চেদুচ্যতে। মুণ্ডকশ্রুতৌ প্রাণশব্দেন মহত্তত্ত্বোপলক্ষকঃ সূত্রাত্মা প্রথম-বিকারো গ্রাহ্যঃ মনঃশব্দেন তদ্ধেতুঃ সাত্ত্বিকাহঙ্কারশ্চ ইন্দ্রিয়শব্দেন তদ্ধেতু-রাজসাহঙ্কারশ্চ খাদিশব্দেন তদ্ধেতুস্তামসাহঙ্কারশ্চেতি। তস্যামপি সুবালাদি-শ্রুতিদৃষ্টঃ ক্রমোঽববুদ্ধ ইতি ন কোঽপি ক্ষতিলেশ ইতি। মৈবমেতৎ। কুত ইত্যপেক্ষ্যাহাবিশেষাদিতি। তস্যাং মুণ্ডকশ্রুতৌ। সমানত্বাদেকরূপ্যাৎ। এতস্মাদিতি। অপাদানপঞ্চম্যন্তেনানেন সর্ব্বেষাং প্রাণাদীনাম্ এতস্মাৎ প্রাণ এতস্মান্মন ইত্যাদিরূপঃ সম্বন্ধো নির্বিশেষো দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। হিশব্দো হেতৌ।

অন্তরালে উক্ত ক্রমেই বিজ্ঞান ও মন উৎপন্ন হয়, ইহাই প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব উক্ত শ্রুতি দ্বারা তত্ত্ব সকলের উৎপত্তি সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, এরূপ বলা যায় না; কারণ, ঐ শ্রুতিতেও প্রাণাদি পৃথিব্যন্ত তত্ত্ব সকলের সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি কথনের কোনই বিশেষ দৃষ্ট হয় না। "এতস্মাৎ" এই বাক্যের সহিত প্রাণাদি সকলেরই সম্বন্ধ আছে। তাৎপর্য্য এই—'তিনি বহু হইব, কামনা করিলেন;' 'ইহাঁ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি;' ইত্যাদি শ্রুতি এবং 'আমিই সকলের উৎপত্তির কারণ;

বিষ্ণুস্তত্তচ্ছক্তিং প্রবোধয়েৎ। এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্ব্বমঞ্জসেত্যাদিস্মৃতেশ্চ সর্ব্বাণি প্রধানাদীনি সাক্ষাৎ সর্ব্বেশোদ্ভবানীতি মন্তব্যম্‌। ন চৈবং সুবালশ্রুত্যাদিদৃষ্টক্রমবিরোধঃ। তম-আদি-শক্তিমান্‌ প্রধানাদিকার্য্যহেতুরিতি তত্র বিবক্ষিতত্বাৎ। তথাচোভয়ং সূপপন্নম্‌। তদেবং সতি তৎ-তেজোঽসৃজতেত্যত্র তত্তমঃপ্রভৃতিশক্তিকং ব্রহ্ম প্রধানাদি-বায়্বন্তং সৃষ্ট্বা তেজোঽসৃজতেতি তস্মাদ্বা ইত্যত্র তত্তস্মাৎ তমঃপ্রভৃতিশক্তিকাৎ সম্ভাবিতপ্রধানাদিকাদাত্মনঃ সর্ব্বেশাদাকাশঃ সম্ভূত ইতি সঙ্গমনীয়ম্‌ ॥ ১৪ ॥

নন্বেবং সর্ব্বেশ্বরো হরিরেব চেৎ সর্ব্বাত্মকস্তর্হি সর্ব্বেষাং চরাচরবাচিনাং শব্দানাং তদ্বাচকতাপত্তিঃ। ন চ সা তেষাং সমস্তি চরাচরেষু মুখ্যব্যুৎপন্নত্বাৎ। স্বীকৃতায়াঞ্চ তস্যাং গৌণী তেষাং তস্মিন্‌ প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—

অহমিতি। অহমিতি শ্রীগীতাসু। তত্র তত্রেতি বামনে। ছান্দোগ্যতৈত্তিরীয়কয়োঃ সুবালশ্রুত্যা সহ বিরোধায়াহ তদেবমিতি। প্রধানাদিবায়্বন্তমিতি। প্রধানমহদহংতন্মাত্রেন্দ্রিয়বিয়দ্বায়ূনুৎপাদ্যেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নন্বিতি। সর্ব্বেশ্বরশ্চিজ্জড়াত্মকশক্তিদ্বয়স্বামী। তদ্বাচকতেতি। সর্ব্বেশ্বরহরিবাচকতাপত্তিরিত্যর্থঃ। সা তদ্বাচকতা। তস্যাং তদ্বাচকতায়াম্‌। তেষাং চরাচরবাচিশব্দানাম্‌। তস্মিন্‌ সর্ব্বেশ্বরে হরৌ।

আমা হইতেই সকলের উৎপত্তি;' ইত্যাদি স্মৃতি হইতে পরমেশ্বরই যে সকলের কারণ, তাহা প্রতীত হওয়া যায়। এতদ্দ্বারা সুবালোপনিষদাদিদৃষ্ট ক্রমেরও কোন বিরোধ হইতেছে না। যেহেতু ঐসকলে তম-আদি-শক্তি-সমন্বিত সর্ব্বেশ্বরকেই প্রধানাদি কার্য্যের কারণ বলা হইয়াছে। অতএব উভয়ই সম্যক্‌ উপপন্ন হইল। এইরূপ হইলে, তাদৃশ সর্ব্বেশ্বর হইতেই আকাশাদি সকল তত্ত্বই উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপই সঙ্গতি করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশোঽভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ॥ ১৫ ॥

তুশব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। চরাচরব্যপাশ্রয়স্তদ্ব্যপদেশো জঙ্গমস্থাবরশরীরবাচকস্তত্তচ্ছব্দো ভগবত্যভাক্তো মুখ্যঃ স্যাৎ। কুতঃ তদ্ভাবেতি। তদ্ভাবস্য সর্ব্বেষাং শব্দানাং ভগবদ্বাচকভাবস্য শাস্ত্রশ্রবণাদূর্দ্ধং ভবিষ্যত্বাৎ। তদ্বুদ্ধেরুদেষ্যত্বাদিতি যাবৎ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ। সোঽকাময়ত বহু স্যাং স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তীত্যাদিনা। স্মৃতিশ্চ কটকমুকুটকর্ণিকাদিভেদৈঃ কনকমভেদমপীষ্যতে যথৈকম্। সুরপশুমনুজাদি-

চরাচরেতি। শাস্ত্রশ্রবণাদূর্দ্ধমিতি বেদান্তাধ্যয়নাৎ তদর্থানুভবাৎ চোত্তরস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ। তদ্বুদ্ধেস্তাদৃশজ্ঞানস্য। শ্রুতিশ্চৈবমিতি। স বাসুদেব ইতি গোপালোপনিষদি। কটকেতি শ্রীবৈষ্ণবে। শক্তিমতোঽত্র ব্রহ্মণঃ কনকং

এইপ্রকারে সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিই যদি সর্ব্বাত্মক হইলেন, তাহা হইলে, চরাচরবাচী সকল শব্দেরই তদ্বাচকতাপত্তি হইতেছে। কিন্তু ঐ সকল শব্দের শ্রীহরিবাচকতা দেখা যায় না; যেহেতু উহারা চরাচরেই মুখ্যভাবে ব্যুৎপন্ন। তৎস্বীকারে ঐ সকল শব্দের সর্ব্বেশ্বরে গৌণী প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন;—

তদ্ভাবভাবিত্ব প্রযুক্ত চরাচরব্যপাশ্রয় তদ্ব্যপদেশ গৌণ না হইয়া মুখ্যই হইবে।

তুশব্দ শঙ্কানিরাসার্থ। চরাচরবাচী অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমবাচী শব্দ সকল ভগবানে মুখ্যই হইবে, গৌণ নহে। কারণ, শব্দ সকলের ভগবদ্বাচক ভাব শাস্ত্র শ্রবণের পরই হইয়া থাকে। তাদৃশ জ্ঞানই উদ্দেশ্য। শ্রুতিতেও ঐরূপই বলিয়া থাকেন। 'তিনি বহু হইবেন, সঙ্কল্প করিলেন।' 'বাসুদেবই পরপুরুষ; তাঁহা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই।' স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, 'কটক, মুকুট ও কর্ণিকাদি অলঙ্কারের ভেদে যেরূপ কনকের ভেদ হয় না, তদ্রূপ দেবতা, পশু ও

কল্পনাভির্হরিরখিলাভিরুদীর্য্যতে তথৈক ইত্যাদ্যা। অয়ং ভাবঃ। শক্তিবাচকাঃ শব্দাঃ শক্তিমতি পর্য্যবস্যন্তি শক্তীনাং তদাত্মকত্বাদিতি ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বং যস্মাদুৎপদ্যতে যস্য মূলকারণত্বাদুৎপত্তির্নাস্তি স পরমাত্মেতীশ্বরো নিরূপিতঃ। অথ জীবং নির্ণেতুমুপক্রমতে। তস্য তাবদুৎপত্তির্নিরস্যতে। যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতি-

---

দৃষ্টান্তস্তথৈব নিষ্কর্ষাৎ। তদাত্মকত্বাদিতি শক্তিমদ্ব্রহ্মাভেদাদিত্যর্থঃ। লোকে-ঽপি গবাদিশব্দানাং গোত্বাদিবাচিনাং তদ্বতি পর্য্যবসানং দৃষ্টম্। অত্র পৃথিব্যাদি-শব্দানাং গন্ধবদ্দ্রব্যাদিবাচকত্বব্যুৎপত্তির্বালার্থা বোধ্যা। পৃথিব্যাদিশক্তিমদ্ব্রহ্ম-বাচকতাপি তেষামস্তি সা তু তাত্ত্বিকীতি দর্শিতম্। স্মৃত্যন্তরাণি চাত্র মৃগ্যাণি বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি বচসাং বাচ্যমুত্তমমিতি সর্ব্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ব্ববেদেড়িতশ্চ স ইতি চৈবমাদীনি ॥ ১৫ ॥

চিদচিচ্ছক্তিমান্ হরিঃ সর্ব্বহেতুস্তত্রৈব শাস্ত্রস্য সমন্বয়ো দর্শিতঃ। তত্রাচিদ্-বিষয়কশ্রুতিবিরোধো নিরস্তঃ। অথ চিদ্বিষয়কশ্রুতিবিরোধনিরাকরণেন তৎ-স্বরূপং নিরূপণীয়ং যাবৎ পাদপূর্ত্তি। তত্র চিতো জীবাঃ। তত্র জীবজন্মবিনাশ-নিরূপকজাতেষ্ট্যাদিশাস্ত্রাণাং জীবনিত্যত্বাদিনিরূপকশাস্ত্রাণাং মিথো বিরোধো-ঽস্তি ন বেতি সংশয়ে জাতো মৃতশ্চ দেবদত্ত ইতি লোকব্যবহারপুষ্টত্বাৎ পূর্ব্বেষাং পরৈরস্তি বিরোধ ইতি প্রত্যুদাহরণাদাক্ষেপে পূর্ব্বেষাং দেহজন্মাদিনিমিত্তত্বেন নেয়ার্থত্বাৎ পরৈঃ সহৈকার্থ্যাদবিরোধঃ। অচিদ্বিষয়কঃ শ্রুতিবিরোধো মাস্তু চিদ্-

---

মনুষ্যাদি ভেদেও শ্রীহরির ভেদ হয় না। দেবতাদি অখিল শব্দ দ্বারা শ্রীহরিই উক্ত হইয়া থাকেন।' তাৎপর্য্য এই—শক্তিবাচক শব্দ সকল শক্তিমানেই পর্য্যবসিত হয়। কারণ, শক্তি সকল শক্তিমান হইতে অতিরিক্ত নহে ॥ ১৫ ॥

যাঁহা হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, তিনিই মূলকারণ পরমাত্মা বলিয়া তাঁহার আর উৎপত্তি স্বীকৃত হয় না। তিনিই ঈশ্বর। অনন্তর জীবনির্ণয়ের উপক্রম করা হইতেছে। প্রথমত জীবের উৎপত্তির নিরাস করা হইতেছে।

স্তোয়েন জীবান্ ব্যসসর্জ্জ ভূম্যামিতি তৈত্তিরীয়কে সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা ইতি চান্যত্র শ্রূয়তে। অত্র জীব-স্যোৎপত্তিরস্তি ন বেতি সংশয়ে চিজ্জড়াত্মকস্য জগতঃ কার্য্যত্বাবগমাৎ ব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গাচ্চাস্তীতি প্রাপ্তে—

নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ॥ ১৬॥

আত্মা জীবো নৈবোৎপদ্যতে। কুতঃ শ্রুতেঃ। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ইতি

বিষয়কস্তু সোঽস্ত্বিতি প্রত্যুদাহরণস্বরূপমূহ্যম্। যত ইতি। তমঃশক্তিকাৎ ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। জগতঃ প্রসূতিঃ প্রধানশক্তিঃ তোয়েন মহদাদিভূপর্য্যন্তেন স্বোৎপন্নেন তত্ত্বগণেনেত্যর্থঃ। ভূম্যাং জগদণ্ডে। ব্যসসর্জেতি ছান্দসম্। দেহেন্দ্রিয়বৈশিষ্ট্যেনোৎপাদিতবতীত্যর্থঃ। সন্মূলাঃ ব্রহ্মোৎপন্নাঃ। প্রজাঃ জীবাঃ। প্রতিজ্ঞা একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানম্।

'যে তমঃশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম হইতে জগৎপ্রসূতি ব্রহ্মশক্তি এবং মহদাদি ক্ষিতি পর্য্যন্ত স্বোৎপন্ন তত্ত্বসমূহ দ্বারা জগদণ্ডে দেহেন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি।' তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। আবার, 'হে সৌম্য! সকল জীবই সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।' এই প্রকার অপরাপর শ্রুতিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্দর্শনে জীবের উৎপত্তি আছে কি না? এইরূপ সংশয় অভ্যুদিত হয়। জড়াত্মক জগতের কার্য্যত্বাবগম হেতু এবং ব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হেতু জীবের উৎপত্তি আছে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন;—

শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে আত্মার নিত্যত্ব শ্রবণ হেতু উহার উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না।

আত্মা উৎপন্ন হয় না। 'জীবের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই; জীব নিত্য ও অজ। শরীরের নাশে জীবাত্মার নাশ হয় না।' এইরূপ কাঠক শ্রুতি এবং

কাঠকে। জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবিতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ চাজত্বশ্রবণাৎ। তথা তাভ্যঃ শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিত্যত্বপ্রতীতেশ্চ। চেতনত্বং চশব্দাৎ। তাস্তু নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণ ইত্যাদ্যাঃ। এবং সতি জাতো যজ্ঞদত্তো মৃতশ্চেতি যোঽয়ং লৌকিকো ব্যবহারো যশ্চ জাতকর্ম্মাদিবিধিঃ স তু দেহাশ্রিত এব ভবেৎ। স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণ ইতি বৃহদারণ্যকাৎ। জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি ছান্দোগ্যাচ্চ। কথং তর্হি শ্রুতিপ্রতিজ্ঞানুপরোধঃ। ইত্থং জীবস্যাপি কার্য্যত্বাৎ তদুৎপত্তিরিতি। সূক্ষ্মোভয়শক্তিকং ব্রহ্মৈবাবস্থান্তরাপন্নং

নাত্মেতি। বিপশ্চিদত্র জীবঃ বিবিধানি সুখদুঃখানি পশ্যত্যনুভবতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। নন্বু নিত্যশ্চেজ্জীবস্তর্হি লোকব্যবহারো জাতকর্ম্মাদিশাস্ত্রার্থশ্চ কথং সম্ভবেৎ তত্রাহৈবং সতীতি। দেহসম্বন্ধো জীবস্য জন্ম তত্ত্যাগস্তু মরণমিত্যর্থঃ।

'পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই অজ ও ঈশান।' এইরূপ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি হইতে জীবের নিত্যত্বই প্রতীত হইয়া থাকে। চ শব্দ দ্বারা আত্মার চেতনত্বও বোধিত হয়। 'নিত্যের নিত্য; চেতনেরও চেতন;' 'অজ, নিত্য ও শাশ্বত;' এইরূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিই উহার প্রমাণ। এইরূপ হইলে, 'যজ্ঞদত্ত জাত, যজ্ঞদত্ত মৃত,' এই যে লৌকিক ব্যবহার এবং জীবের যে জাতকর্ম্মের বিধি, সে সকল দেহাশ্রিতই হইতেছে। 'জীব জন্মকালে শরীর প্রাপ্ত হয়' ও 'মৃত্যুকালে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে,' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতি এবং 'জীবের মৃত্যু নাই, জীব হইতে বিশ্লিষ্ট দেহেরই মৃত্যু,' ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতি হইতেও ঐরূপই প্রতীতি হইয়া থাকে। তবে, কার্য্যত্বহেতু জীবেরও উৎপত্তি হয়, এইরূপ শ্রুতিপ্রতিজ্ঞার উপরোধ কিরূপে সম্ভব হইবে, এমন একটি সংশয় উত্থিত হইতে পারে। তাহার মীমাংসা এই—তমঃশক্তিসম্পন্ন ও জীবশক্তিসম্পন্ন

কার্য্যং নাম। ইয়াংস্তু বিশেষঃ। প্রধানাদেরচেতনস্য ভোগ্য-জাতস্য স্বরূপেণান্যথাভাবো জীবস্য তু ভোক্তুর্জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাশাত্মনেতি। উভয়ত্রাপি কার্য্যহেত্বোরৈক্যাৎ সা নোপ-রুধ্যতে। শ্রুতয়শ্চাঞ্জস্যং ভুঞ্জীরন্। তস্মাৎ জীবস্যোৎপত্তি-র্নেতি॥ ১৬॥

অথাস্য স্বরূপং বিচারয়তি। যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিতি সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি চ শ্রূয়তে। তত্র জ্ঞান-মাত্রস্বরূপো জীব উত জ্ঞানজ্ঞাতৃস্বরূপ ইতি সংশয়ে জ্ঞান-মাত্রস্বরূপ সঃ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিত্যত্র তথৈব প্রত্যয়াৎ।

জীবাপেতমিতি। অপেতং ত্যক্তম্। ইদং শরীরম্। সূক্ষ্মোভয়েতি। তমঃ-শক্তির্জীবশক্তিশ্চাদৃষ্টবতীতি দ্বয়ং তদ্বিশিষ্টং ব্রহ্মৈব প্রধানাদ্যবস্থান্তরাপন্নং কার্য্যমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যথাভাবঃ পরিণামঃ। সা প্রতিজ্ঞা। আঞ্জস্যং মুখ্যার্থতাম্। ভুঞ্জীরন্ প্রাপ্নুয়ুঃ॥ ১৬॥

অথাস্যেতি। পূর্ব্বত্র জীববিষয়কয়োর্জাতেষ্ট্যাদিনিত্যত্বাদিশ্রুত্যোর্বিষয়-ভেদাদস্তবিরোধঃ। ইহ তু তদ্বিষয়কয়োর্নির্গুণসগুণশ্রুত্যোর্মাস্তবিরোধ এক-বিষয়ত্বাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাক্ষেপঃ। যো বিজ্ঞানে ইত্যত্র জ্ঞানমাত্রো জীবঃ

ব্রহ্মই প্রধানাদি অবস্থাবিশিষ্ট হইয়া কার্য্যস্বরূপে উক্ত হয়েন। বিশেষ এই—প্রধানাদি অচেতন ভোগ্য বস্তু সকলের স্বরূপতই পরিণাম হয়, আর ভোক্তা জীবের জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশেই পরিণাম হইয়া থাকে। উভয়ত্রই কার্য্য ও কারণের ঐক্য হেতু উক্ত প্রতিজ্ঞার উপরোধ হয় না। শ্রুতি সকল মুখ্যার্থ-তাই প্রাপ্ত হইবে। অতএব জীবের উৎপত্তি স্বীকার্য্য নহে॥ ১৬॥

অনন্তর জীবের স্বরূপ বিচার করিতেছেন। "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্," এই শ্রুতি হইতে জীবের জ্ঞানরূপতা এবং "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্," এই শ্রুতি হইতে উহার জ্ঞানবিশিষ্টত্ব অবগত হওয়া যায়। এই স্থলে সংশয় এই যে, ঐ জীব জ্ঞানমাত্রস্বরূপ অথবা জ্ঞাতৃস্বরূপ? প্রথম শ্রুতিদর্শনে জীবের জ্ঞান-

জ্ঞানং তু বুদ্ধেরেব ধর্ম্মস্তয়া সম্বন্ধে তত্রাধ্যস্যতে সুখমহ-মস্বাপ্সমিতি। এবং প্রাপ্তে—

জ্ঞোঽত এব ॥ ১৭ ॥

জ্ঞ এবাত্মা জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃস্বরূপ এব। এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি ষট্‌প্রশ্নীশ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। শ্রুতিবলা-দেব তথা স্বীকৃতং ন তু যুক্তিবলাৎ। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বা-দিতি হি নঃ স্থিতিঃ। জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপোঽয়মিতি স্মৃতেশ্চ। ন চাত্মা জ্ঞানমাত্রস্বরূপঃ সুখমহমিতি সুপ্তোত্থিতপরা-

প্রতীতঃ সুখমহমস্বাপ্সমিত্যত্র তু জ্ঞানীতি দ্বয়োর্বাক্যয়োর্বিরোধঃ প্রতিভাতি। রবিবিম্বন্যায়েন জ্ঞানমাত্রশ্রুতেরপি জ্ঞাতৃতয়া ব্যাখ্যানাদবিরোধো বোধ্যঃ। তয়া বুদ্ধ্যা। তত্র জীবে।

জ্ঞ ইতি। এষ হীতি। এষ জীবঃ। ন চাত্মেতি। স্বাপাদুত্থিতস্য সুখমহ-মস্বাপ্সমিতি বিমর্শাসিদ্ধেঃ মোক্ষে মুক্তঃ সুখী অহমস্মীতি পুমর্থসাক্ষাৎকারা-সিদ্ধেশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

রূপতাই স্থির হয়। ঐ জ্ঞান বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। পরবর্ত্তী শ্রুতিতে যে তাঁহার জ্ঞাতৃ-স্বরূপত্ব ব্যক্ত হইয়াছে, উহা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ হেতু জীবে উপচরিত, এইরূপই বুঝিতে হইবে। এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

শ্রুতিপ্রমাণবশত জীবের জ্ঞানরূপতা সত্বেও জ্ঞাতৃস্বরূপতা স্বীকার করিতে হইবে।

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপত্ব সত্ত্বেও উহার জ্ঞাতৃস্বরূপত্ব বলিতে হয়। কারণ, "এষ হি দ্রষ্টা," ইত্যাদি প্রশ্নী শ্রুতিতে ঐরূপই উক্ত হইয়া থাকে। শ্রুতিবলেই আত্মার উভয়রূপতা স্বীকৃত হয় ; যুক্তিবলে নহে। শ্রুতির শব্দমূল-ত্বই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। স্মৃতিতেও জীবকে জ্ঞাতৃস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ উভয়ই

মর্শানুপপত্তেঃ জ্ঞাতৃত্বশ্রুতিবিরোধাচ্চ। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতেতি ॥ ১৭ ॥

অথাস্য পরিমাণং চিন্তয়তি। মুণ্ডকে এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশেতি পঠ্যতে। ইহ সংশয়ঃ। জীবো বিভুরণুর্ব্বেতি। তত্র বিভুরেব জীবঃ। তং প্রকৃত্য মহানিতি শ্রুতেস্তথৈব বাদিভিরভ্যুপগমাচ্চ। অণুত্বং তু বুদ্ধিগতং তত্রোপচর্য্যতে। এবং প্রাপ্তৌ—

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥ ১৮ ॥

অত্রাণুরিতি পদমূহ্যম্ পরত্র নাণুরিতি পূর্ব্বপক্ষত্বাৎ। পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী। পরমাণুরেবায়ং জীবো ন বিভুঃ। কুতঃ উৎ-

---

ননু নির্গুণসগুণবাক্যয়োঃ প্রাগ্দর্শিতোঽবিরোধঃ স্যান্নির্গুণবাক্যস্যাপি সগুণপরতয়া নীতত্বাৎ। ইহ তু বিভ্বণুবাক্যয়োর্বিরোধো দুষ্পরিহরঃ তয়োর্জীবমুদ্দিশ্য পাঠাদিতি প্রাগ্বদাক্ষেপে বিভুবাক্যং পরমাত্মানমধিকৃত্য পঠিতমিতি নির্ণীতত্বাদবিরোধ ইতি হৃদি কৃত্বাহ অথাস্যেতি। বাদিভির্গৌতমাদিভিঃ। তত্র বিভৌ জীবে।

বলিয়াছেন। জীবের এই উভয়স্বরূপতার অস্বীকারে জ্ঞাতৃত্ব শ্রুতির বিরোধ ঘটে। অতএব জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃস্বরূপ ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত ॥ ১৭ ॥

অনন্তর জীবের পরিমাণ বিচার করিতেছেন। মুণ্ডকোপনিষদে 'এই আত্মা অণুরূপ,' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা আত্মার অণুপরিমাণই বলিয়াছেন। তদ্বিষয়ে সংশয় এই—জীব বিভু কি অণু? শ্রুতিতে তিনি 'মহান্' বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন। অতএব জীবের বিভুত্বই বক্তব্য হইতেছে। গৌতমাদি বাদীর অভ্যুপগমও ঐরূপই। বুদ্ধিগত অণুত্ব জীবে উপচরিত হয় মাত্র। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন ;—

উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি দর্শনে জীবের অণুত্বই স্বীকার্য্য হইতেছে।

পরে "নাণুঃ" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইতে সূত্রে অণু শব্দ উহ্য আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। সূত্রস্থ ষষ্ঠী বিভক্তি পঞ্চম্যর্থে। এই জীব পরমাণুরূপ। জীব বিভু

ক্রান্ত্যাদিভ্যঃ। তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে। তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বান্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্য ইতি। অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবুধো জনা ইতি। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে ইতি চ বৃহদারণ্যকশ্রুত্যা জীবস্যোৎক্রান্ত্যাদয়ো নিগদিতাঃ। ন চ সর্ব্বগতস্য তস্য তাঃ সম্ভবেয়ুঃ। অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথেত্যাদিকা হি স্মৃতিঃ। পরেশস্য তু বিভোরপি গত্যাদিকমচিন্ত্যত্বাৎ ন বিরুদ্ধম্॥ ১৮॥

উৎক্রান্তীতি। অনন্দাঃ সুখশূন্যাঃ। অবিদ্বাংসস্তত্ত্বজ্ঞানশূন্যাঃ। বুধো বিষয়ভোগপণ্ডিতাঃ। তস্য জীবস্য। তাঃ উৎক্রান্ত্যাদয়ঃ। অপরিমিতা ইতি শ্রীভাগবতে। হে ধ্রুব নিত্যস্বরূপস্বভাব ভগবন্ অপরিমিতা অনন্তা ধ্রুবা নিত্যাশ্চ তনুভৃতো জীবা যদি সর্ব্বগতা বিভবো ভবেয়ুস্তর্হি ভবান্ শাস্তা জীবাঃ শাস্যা ইতি যঃ শাস্ত্রীয়ো নিয়মঃ স ন স্যাৎ তেষাং তব চ মিথঃ সাম্যাৎ। ইতরথা তেষামণুত্বে

নহে। উৎক্রান্তি প্রভৃতি হইতেই ঐ প্রকার অবগত হওয়া যায়। "তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে," ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে জীবের উৎক্রান্তি প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। জীব সর্ব্বগত হইলে, তাঁহার উৎক্রান্তি প্রভৃতি সম্ভব হয় না। তদ্বিষয়ে স্মৃতিও দৃষ্ট হয়, যথা,—'হে ভগবন্! জীব যদি অপরিমিত, নিত্য ও বিভু হয়, তাহা হইলে, তিনি শাস্য, আপনি তাঁহার শাস্তা, এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে না; কিন্তু তিনি যদি অণু হয়েন, তবেই ঐ নিয়ম থাকে।' পরমেশ্বর বিভু হইলেও অচিন্ত্যশক্তি প্রযুক্ত তাঁহার গতি প্রভৃতি সম্ভব হয়; জীবের তদভাব প্রযুক্ত ঐ সকল সম্ভব হয় না॥ ১৮॥

অত্র বিভোরচলতোঽপ্যুৎক্রান্তির্দেহাভিমাননিবৃত্তিমাত্রেণ গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিবৎ কদাচিৎ সংভাব্যেত গতাগতী তু নাচ-লতঃ সম্ভবেতামিত্যাহ।

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ১৯ ॥

চোঽবধারণে উত্তরয়োর্গত্যাগত্যোঃ স্বাত্মনৈব সম্বন্ধো বাচ্যঃ কর্ত্তৃস্থক্রিয়াত্বাৎ। সত্যোশ্চ তয়োরুৎক্রান্তিরপি দেহপ্রদেশাদেব মন্তব্যা। তেন প্রদ্যোতেনেত্যাদিশ্রবণাৎ। শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াদিত্যাদিস্মরণাচ্চ। যত্তূৎক্রান্ত্যা-দিকমুপাধ্যুৎক্রান্ত্যাদিভির্ব্যপদিষ্টমিত্যুচ্যতে তন্মন্দম্। স

সতি সোঽনিয়মো ন কিন্তু নিয়ম এব তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। অত্র বিভুত্বং জীবানাং প্রত্যাখ্যাতম্। পরেশস্যেতি। অচিন্ত্যশক্ত্যা তৎ সিধ্যতীতি ॥ ১৮ ॥

অত্রেতি। বিভোঃ সর্ব্বদেশস্থ।

স্বাত্মনেতি। শরীরমিতি শ্রীগীতাসু। ঈশ্বরো দেহেন্দ্রিয়নিয়ন্তা জীবঃ প্রকরণাৎ ঈষ্টে ইতি ব্যুৎপত্তের্দেহাদিস্বামিনি তস্মিন্ সম্ভবাচ্চ। এতানি প্রাণেন্দ্রিয়াণি। আশয়াৎ পুষ্পগর্ভাৎ। যত্ত্বিতি। উপাধিরত্র বুদ্ধির্জ্ঞেয়া। স

অনন্তর বিভু বস্তু অচল হইলেও দেহাভিমাননিবৃত্তিমাত্র গ্রামাধিপত্যের নিবৃত্তির ন্যায় উৎক্রান্তি কথঞ্চিৎ সম্ভব হয়, কিন্তু অচল বস্তুর গতি ও আগতি সম্ভব হয় না, ইহাই বলিতেছেন ;—

গতি ও আগতির আত্মার সহিতই সম্বন্ধ জানিতে হইবে।

চ-শব্দ অবধারণে। কর্ত্তার ক্রিয়াস্থত্ব প্রযুক্ত উত্তরবর্ত্তী গতি ও আগতির জীবাত্মার সহিতই সম্বন্ধ বুঝিতে হয়। গতি ও আগতি থাকিলে, দেহপ্রদেশ হইতেই উৎক্রান্তিও আছে, এইরূপ স্থির করিতে হইতেছে। 'সেই উজ্জ্বল আত্মার সহিত গমন করে,' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য এবং 'বায়ু যেরূপ গন্ধযুক্ত বস্তু হইতে গন্ধের সহিত গমন করে, তদ্রূপ জীবও উৎক্রমণসময়ে প্রাণ ও

যদাস্মাৎ শরীরাৎ সমুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতীতি কৌষীতকীব্রাহ্মণশ্রুতসহশব্দবিরোধাৎ। স হি প্রধানাপ্রধানয়োঃ সমানামেব ক্রিয়াং বোধয়তি পুত্রেণ সহ পিতা ভুঙ্‌ক্তে ইতিবৎ। বায়ুদৃষ্টান্তগ্রহিগ্রাহয়োরসামঞ্জস্যাচ্চ। এতেন ঘটাকাশবদজ্ঞদৃষ্ট্যভিপ্রায়মেতদিতিবালকোলাহলোঽপি নিরস্তঃ॥ ১৯॥

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ॥ ২০॥

নন্বু নাণুর্জীবঃ বৃহদারণ্যকে স বা এষ মহানজ আত্মেতি তদ্বিপরীতস্য মহৎপরিমাণস্য শ্রুতত্বাদিতি চেন্ন। কুতঃ ইতরেতি। তত্রেতরস্য পরমাত্মনোঽধিকারাৎ। যদ্যপি

যদেতি। স জীবো যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি নির্গচ্ছতি তদেতৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ সহৈব সমুৎক্রামতীত্যুক্তের্জীবস্য প্রাণাদীনাঞ্চ তুল্যেবোৎক্রান্তিরাগতা তথৈব সহশব্দার্থাৎ। স হি সহশব্দঃ। দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি পুত্রেণেতি। অন্যদ্বিশদার্থম্॥ ১৯॥

ইন্দ্রিয়াদির সহিতই উৎক্রান্ত হয়,' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যই উহার প্রমাণ। কেহ কেহ যে, উপাধির উৎক্রান্তি দ্বারা জীবের উৎক্রান্তি বলেন, তাহা নিতান্ত অযুক্ত। কারণ, তৎস্বীকারে, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে 'জীব এই শরীর হইতে উৎক্রমণকালে প্রাণাদির সহ গমন করেন,' ইত্যাদি বাক্যে যে সহ শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহার বিরোধ ঘটে। সহ শব্দ প্রধান ও অপ্রধানের সমান ক্রিয়া বোধ করায়। 'পুত্রের সহিত পিতা ভোজন করিতেছে,' এই বাক্যই উহার দৃষ্টান্ত। বায়ুর দৃষ্টান্তে গ্রহী ও গ্রাহের অসামঞ্জস্য হয়। এতদ্দ্বারা ঘট ও আকাশের ন্যায় অজ্ঞদৃষ্টির অভিপ্রায়ে 'উপাধিত্যাগই উৎক্রান্তি' এই প্রকার যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও তুচ্ছ বলিয়াই নিরস্ত হইতেছে॥ ১৯॥

মহৎ পরিমাণের শ্রবণ হেতু জীব অণু নহে, এরূপও বলা হয় না। কারণ, মহৎ পরিমাণের উক্তি জীবাধিকারে নহে; পরন্তু পরমাত্মাধিকারে।

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিতি জীবস্যোপক্রমস্তথাপি যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মেতি মধ্যে জীবেতরং পরেশমধিকৃত্য মহত্ত্বপ্রতিপাদনাৎ তস্যৈব তত্ত্বং ন জীবস্যেতি ॥ ২০ ॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২১ ॥

স্বশব্দোঽণুত্ববাচী শব্দঃ শ্রূয়তে এষোঽণুরাত্মেতি। তথোন্মানঞ্চ পরমাণুতুল্যম্। বস্তুনিদর্শ্যতন্মানত্বং জীবস্যোচ্যতে। বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ। তাভ্যামণুরেব সঃ।

নাণুরিতি। তদ্বিপরীতস্যাণুপরিমাণেতরস্য। যস্যেতি। যস্যোপাসকস্য। প্রতিবুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞ আত্মা হরিরনুবিত্তো জ্ঞাতো ভবতি তস্য স উ প্রসিদ্ধো হরির্লোক এব লোকো ভবতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তত্ত্বং মহত্ত্বম্ ॥ ২০ ॥

স্বশব্দেতি। উন্মানমিতি। উদ্ধৃত্য মানমুন্মানম্। এতদেব বিশদয়তি পরমাণুতুল্যমিতি ॥ ২১ ॥

বৃহদারণ্যকে 'এই অজ আত্মা মহান্' ইত্যাদি বাক্যে আত্মার অণুত্বের বিপরীত মহৎপরিমাণ শ্রবণ করা যায়, অতএব জীব অণু নহে, এরূপও বলা যায় না। কারণ, ঐ স্থলে পরমাত্মারই অধিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদিও 'যিনি প্রাণমধ্যে বিজ্ঞানময়' এই বাক্যে জীবেরই উপক্রম দেখা যায়, তথাপি 'যে উপাসক জীব শ্রীহরিকে জানিতে পারেন, তিনি প্রতিবুদ্ধ হয়েন,' ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে জীব হইতে ভিন্ন পরমেশ্বরেরই মহত্ত্ব প্রতিপাদন হেতু ঐ মহত্ত্ব পরেশেরই জানিতে হইবে, জীবের নহে ॥ ২০ ॥

অণুত্ববাচী শব্দ এবং অণুপরিমাণের উল্লেখ হইতেও ঐরূপই বুঝিতে হয়। "এষোঽণুরাত্মা" এই শ্রুতিতে জীবের অণুত্ববাচক শব্দই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরও জীবের পরমাণুর তুল্য পরিমাণও উক্ত আছে। 'একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাকে আবার শতভাগ করিলে, যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ,' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই জীবের অণু-

আনন্ত্যশব্দো মুক্ত্যভিধায়ী। অন্তো মরণং তদ্রাহিত্যমানন্ত্য-মিত্যর্থাৎ॥ ২১ ॥

নন্বণোরেকদেশস্থস্য সকলদেহগতোপলব্ধির্বিরুধ্যেতেতি চেৎ তত্রাহ—

অবিরোধশ্চন্দনবৎ॥ ২২ ॥

একদেশস্থস্যাপি হরিচন্দনবিন্দোঃ সকলদেহাহ্লাদবদনু-ভূতস্যাপি তস্য সা ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ অণুমাত্রো-ঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষ ইতি॥ ২২ ॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদি হি ॥২৩॥

নন্বিতি। জীবস্যাণুত্বে গঙ্গাম্বুনিমগ্নসর্ব্বশরীরব্যাপিশৈত্যোপলব্ধির্বিরুদ্ধেতি চেৎ তত্রাহ।

অবিরোধ ইতি। সা উপলব্ধিঃ। স্মৃতিশ্চেতি ব্রহ্মাণ্ডোক্তিঃ। বিপ্রুষঃ কণাঃ॥ ২২ ॥

পরিমাণ ব্যক্ত করিতেছে। ফলত উক্ত উভয় কারণে জীবের অণুত্বই স্থির হই-তেছে। তবে যে কোথাও কোথাও জীবকে অনন্ত বলা হইয়াছে, সে বদ্ধ জীবের উদ্দেশে নহে, মুক্ত জীবের উদ্দেশে। আনন্ত্যের অর্থই মরণ-রাহিত্য॥ ২১ ॥

এই প্রকারে জীব যদি অণুরূপই হইল, তবে তাহার সকল দেহে উপলব্ধি বিরুদ্ধ হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন ;—

চন্দনের সদৃশ অবিরোধ জানিতে হইবে। হরিচন্দনবিন্দু যেরূপ একদেশ-স্থিত হইয়াও সকল দেহের সুখদায়করূপে অনুভূত হয়, জীবও তদ্রূপ। জীবেরও একদেশস্থিতিতে সর্ব্বদেহব্যাপকত্ব বিরুদ্ধ হয় না। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, 'হরিচন্দনবিন্দু যেরূপ এক স্থানে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্বশরীরের আনন্দপ্রদ হয়, জীবও তদ্রূপ একস্থানে স্থিত হইয়াও সর্ব্বদেহব্যাপক হয়েন॥ ২২ ॥

নন্বু তদ্বিন্দোঃ শরীরৈকদেশেঽবস্থিতিবিশেষঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধো ন তু জীবস্য। ন চানুমেয়োঽসৌ খাদিদৃষ্টান্তেন বিপরীতানুমানস্যাপি সম্ভবাদতো বিষমো দৃষ্টান্ত ইতি চেন্ন। কুতঃ অভীতি। তদ্বৎ জীবস্যাপি তদেকদেশে তদ্বিশেষস্বীকারাদিত্যর্থঃ। নন্বু কোঽসৌ দেশো যত্র জীবস্তিষ্ঠতীতি চেৎ তত্রাহ হৃদি হীতি। হৃদি হ্যেষ আত্মেতি ষট্প্রশ্নীশ্রুতেরেবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধায়াং চাণুতায়ামিত্থমপ্যবিরোধঃ স্যাদিতি মুখ্যং মতমাহ।

গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২৪ ॥

দৃষ্টান্তবৈষম্যমাশঙ্ক্য পরিহরতি অবস্থিতীতি। অসৌ দৈহিকদেশোঽনুমাতুং ন শক্যঃ। তত্র হেতুঃ খাদীতি। জীবো নিষ্প্রদেশো বিভুত্বাৎ খাদিবদিত্যনুমানসত্বাৎ। নিরস্যতি নাভ্যুপেতি। তদ্বিশেষোঽবস্থিতিবিশেষঃ। দেহমধ্যং হৃদাক্রম্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াধ্যক্ষেণ মনসা সহিতো জীবস্তিষ্ঠতীত্যেবংলক্ষণঃ। বক্ষসি ললাটে বা তদ্বিন্দোঃ পিণ্ডাকারেণ যথাবস্থিতিরিতি বোধ্যম্ ॥ ২৩ ॥

অবস্থিতির বৈষম্য প্রযুক্ত দৃষ্টান্তের বৈষম্যও বলা যায় না; যেহেতু জীবেরও হৃদয়ে অবস্থিতি স্বীকৃত হইয়া থাকে।

যদি বল, হরিচন্দনবিন্দুর শরীরের একদেশে অবস্থিতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ; কিন্তু জীবের অবস্থান প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। উক্ত অবস্থান অনুমানও করা যায় না। যেহেতু আকাশাদির দৃষ্টান্ত অনুসারে বিপরীত অনুমানও সম্ভব হয়। অতএব দৃষ্টান্ত বিষম হইতেছে, এরূপ বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, হরিচন্দনবিন্দুর ন্যায় জীবেরও শরীরৈকদেশে অবস্থিতিবিশেষ অঙ্গীকৃত হয়। জীবের উক্ত অবস্থানের স্থান হৃদয়। শ্রুতিতে হৃদয়েই জীবের অবস্থান উক্ত হইয়া থাকে ॥২৩॥

এইরূপে জীবের অণুত্ব সিদ্ধ হইলে, বক্ষ্যমাণ প্রকারেও বিরোধের পরিহার করা যাইতে পারে বলিয়া মুখ্য মত প্রকাশ করিতেছেন; —

অণুরপি জীবশ্চেতয়িতৃত্বলক্ষণেন চিদ্‌গুণেন নিখিল-দেহব্যাপী স্যাৎ আলোকবৎ। যথা সূর্য্যাদিরালোক একদেশ-স্থোঽপি প্রভয়া কৃৎস্নং খগোলং ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ। আহ চৈবং ভগবান্। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারতেতি। ন চ সূর্য্যাৎ বিশীর্ণাঃ পরমাণবঃ সূর্য্যপ্রভেতি বাচ্যম্। তথা সতি তস্য হ্রাসপ্রসঙ্গাৎ। পদ্মরাগাদিমণয়োঽপি প্রভয়া নিজ-পরিসরান্ রঞ্জয়ন্তো দৃষ্টাঃ। ন চ তেভ্যঃ পরমাণবশ্চ্যবন্তে ইতি শক্যং বক্তুম্ অত্যন্তাসম্ভবাৎ উন্মানহান্যাপত্তেশ্চ। ইত্থঞ্চ গুণ এব প্রভা ॥ ২৪ ॥

গুণাদিতি। চিদ্‌গুণেন জীবধর্ম্মেণ। যথেতি শ্রীগীতাসু। ক্ষেত্রী জীবঃ। ন চেতি। তস্য সূর্য্যস্য। নিজেতি স্বনিকটভূদেশানিত্যর্থঃ। তেভ্যঃ পদ্মরাগাদিভ্যঃ। অত্যন্তেতি। পদ্মরাগাদীনাং পরমাণুক্ষরণাত্যন্তানুপপত্তেঃ সতি চ তৎক্ষরণে তেষাং ন্যূনপরিমাণতাপত্তেশ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

জীব নিজগুণে আলোকের ন্যায় দেহব্যাপী হইয়া থাকে।

জীব অণু হইলেও চেতয়িতৃত্বলক্ষণ চিদ্‌গুণ দ্বারা আলোকের ন্যায় নিখিল-দেহব্যাপী হইয়া থাকে। সূর্য্যাদির আলোক যেরূপ একদেশস্থিত হইয়াও প্রভা দ্বারা সমস্ত খগোল ব্যাপ্ত করে, জীবও তদ্রূপ সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত করে। ভগবান স্বয়ংই ঐরূপ বলিয়াছেন, 'সূর্য্য যেরূপ একাকী এই নিখিল লোক প্রকাশ করেন, জীবও তদ্রূপ সমস্ত শরীর প্রকাশ করে।' সূর্য্য হইতে বিশীর্ণ পরমাণু সকলই সূর্য্যের প্রভা, এরূপ বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে, সূর্য্যের হ্রাস হইতে পারিত। পদ্মরাগাদি মণি সকলকেও স্বকীয় প্রভা দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতে দেখা যায়। ঐ সকল মণি হইতে পরমাণু সমূহ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, তাহা নিতান্ত অস-ম্ভব। তাহা হইলে, মণির পরিমাণের হানি হইত। অতএব গুণই প্রভাশব্দে বোধিত হয় ॥ ২৪ ॥

গুণস্য গুণ্যতিরিক্তে দেশে বৃত্তিরুক্তা। তাং দৃষ্টান্তেন বোধয়তি।

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ২৫ ॥

যথা কুসুমাদিগুণস্য গন্ধস্য গুণিব্যতিরিক্তেঽপি প্রদেশে বৃত্তির্ভবেদেবং চেতয়িতৃত্বস্য জীবগুণস্য তৎপ্রদেশে হৃদ্ব্যতিরিক্তে শিরোঽঙ্ঘ্র্যাদৌ বৃত্তিঃ স্যাৎ। তথাহি দর্শয়তি। প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্যেতি কৌষীতক্যুপনিষৎ। গন্ধঃ খলু দূরং প্রসর্পন্নপি স্বাশ্রয়াৎ ন ভিদ্যতে মণিপ্রভাবৎ। উপলভ্যাপ্সু চেদ্গন্ধং কেচিদ্ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপো বায়ুঞ্চ সংশ্রিতমিতিস্মৃতেঃ ॥ ২৫ ॥

ব্যতিরেক ইতি। প্রজ্ঞয়েতি। অত্রাত্মজ্ঞানয়োঃ কর্তৃকরণভাবেন প্রত্যয়ঃ স্ফুটঃ। স্বাশ্রয়াৎ ন ভিদ্যতে তত এবং তৎপ্রভাবাদিতি ভাবঃ। উপলভ্যেতি বাদরায়ণবাক্যং স্ফুটার্থম্। আত্মনো ধর্ম্মভূতজ্ঞানস্য ভেদাভাবেঽপি বিশেষহেতুকভেদকার্য্যসত্ত্বাৎ ন তস্যাণুত্বক্ষতিরিত্যাহুঃ। এবমন্যত্র চ বোধ্যম্ ॥ ২৫ ॥

গুণ সকল গুণীর স্থান হইতে স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থান করে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবৃত করিতেছেন ;—

গন্ধের ন্যায় ব্যতিরেক স্বীকার্য্য। শ্রুতি প্রভৃতিতে ঐরূপই দর্শিত হইয়া থাকে।

কুসুমাদির গুণ গন্ধ যেরূপ কুসুমাদিব্যতিরিক্ত প্রদেশেও অবস্থান করে, চেতয়িতৃত্ব প্রভৃতি জীবগুণও তদ্রূপ জীবের আশ্রয় হৃদয়াদি হইতে অতিরিক্ত মস্তকাদি স্থানেও অবস্থান করিয়া থাকে। কৌষীতকী উপনিষদে 'প্রজ্ঞা দ্বারা শরীরকে আশ্রয় করিয়া,' ইত্যাদি বাক্যে ঐরূপই বলিয়াছেন। গন্ধ মণিপ্রভার ন্যায় দূরগত হইয়াও নিজ আশ্রয় গুণী পদার্থ হইতে ভিন্ন হয় না। 'অজ্ঞ ব্যক্তি সকল জলাদিতে গন্ধ পাইয়া উহাকে জলাদির গুণ বলে ; কিন্তু গন্ধ বস্তুত জলাদির গুণ নহে, পৃথিবীরই গুণ। তবে জল ও বায়ুকে আশ্রয় করাতেই ঐরূপ প্রতীতি হয়।' এইরূপ স্মৃতিও আছে ॥ ২৫ ॥

এষ হি দ্রষ্টেত্যাদৌ সংশয়ঃ। জীবস্য ধর্ম্মভূতং জ্ঞানমনিত্যং নিত্যং বেতি। পাষাণকল্পে জীবে মনসা সংযুক্তে জ্ঞানমুৎপদ্যতে। সুখমহমিত্যাদিশ্রুতেঃ। জ্ঞানত্বং তস্য জ্ঞানসম্বন্ধাৎ বোধ্যম্। বহ্নিত্বমিব বহ্নিসম্বন্ধাদয়সঃ। যদি জ্ঞানং নিত্যং তর্হি সুষুপ্ত্যাদৌ তৎ স্যাৎ করণব্যর্থতা চেতি প্রাপ্তে—

পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বত্রাণুত্বমহত্ত্ববাক্যয়োরেকত্র বিরোধে মহত্ত্বং ব্রহ্মগতং ব্যবস্থাপ্যাণুত্বং জীবস্য প্রতিপাদিতমিতি যথা তয়োর্বিরোধস্তথেহ ধর্ম্মভূতজ্ঞানবিষয়কয়োর্নিত্যত্বানিত্যত্ববাক্যয়োর্বিরোধে ধর্ম্মনিত্যত্ববাক্যস্যাবিনাশীত্যাদের্নৈর্গুণ্যানুরোধেন ব্যাখ্যানে দ্বয়োরবিরোধান্নির্গুণাণুচৈতন্যমাত্রো জীবোঽস্ত্বিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। সুখমহমিত্যত্রানিত্যং জ্ঞানং প্রতীতম্। অবিনাশীত্যত্র তু নিত্যং তৎ। তদনয়োর্বিরোধসংশয়ে অনিত্যনিত্যগুণবিষয়কত্বাদ্বিরোধে প্রাপ্তে দ্বয়োরপি নিত্যগুণবিষয়কত্বাদবিরোধঃ। স চেত্থং চিন্ত্যঃ। সুখমহমিত্যত্র সুষুপ্তিসাক্ষিণ্যপি জ্ঞানমস্ত্যেব। কথমন্যথোত্থিতস্য সুখবিমর্শঃ। অনুভূতমেব হি সর্ব্বং স্মরতি। ন চ সাক্ষী জ্ঞানশূন্যঃ সাক্ষিত্বানুপপত্তেঃ। অবিনাশীত্যত্র তু স্বরূপতোঽবিনাশী জীবঃ স পুনরনুচ্ছিত্তিধর্ম্মেতি উচ্ছেদরহিতো ধর্ম্মো যস্যেতি ধর্ম্মতোঽপ্যবিনাশীত্যর্থঃ। ব্যাখ্যান্তরে পৌনরুক্ত্যম্। যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্নেত্যাদিবলাদিদং ব্যাখ্যানং বোধ্যম্। এতমর্থং হৃদি নিধায় ন্যায়মাহ এষ হীত্যাদিনা। কাণাদনয়েন পূর্ব্বপক্ষো বোধ্যঃ। তজ্জ্ঞানম্।

অনন্তর "এষ হি দ্রষ্টা" এই শ্রুতিতে সংশয় প্রদর্শন করিতেছেন। জীবের ধর্ম্মভূত জ্ঞান নিত্য কি অনিত্য? "সুখমহমস্বাপ্সম্" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জ্ঞানসম্বন্ধ প্রযুক্ত জীবের জ্ঞানরূপত্ব প্রতীত হয়। অগ্নিসম্বন্ধ প্রযুক্ত লোহের যেরূপ অগ্নিত্ব বোধ হয়, জীবেরও তদ্রূপই। জীবের জ্ঞান যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে, সুষুপ্তি প্রভৃতিতেও ঐ জ্ঞান থাকিতে পারে। এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়ের ব্যর্থতা ঘটে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষে উত্তর করিতেছেন ;—

ধর্ম্মভূতং জ্ঞানং নিত্যম্। কুতঃ পৃথগিতি। এষ হীত্যাদি-বাক্যাৎ পৃথগ্‌ভূতে অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মে-ত্যাদিবৃহদারণ্যকবাক্যে তত্ত্বেন তস্যোপদেশাৎ। ন চ মনসা সংযোগাদাত্মনি জ্ঞানোৎপত্তিঃ নিরবয়বয়োস্তয়োঃ সংযোগা-সিদ্ধেঃ। ভগবদ্‌বৈমুখ্যেনাবৃতমিদং তৎসাম্মুখ্যেন তস্মিন্ বিনষ্টে সত্যাবির্ভবতীতি স্মৃতিরাহ। যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্মণেঃ। দোষপ্রহাণাৎ ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা। যথোদপানখননাৎ ক্রিয়তে ন জলান্তরম্। সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ। তথা হেয়গুণধ্বংসা-

---

পৃথগিতি। তত্ত্বেন নিত্যত্বেন। তয়োরাত্মমনসোঃ। ভগবদিতি। ইদং ধর্ম্মভূতং জ্ঞানম্। তস্মিন্ ভগবদ্বৈমুখ্যে। যথা নেতি শৌনকবাক্যম্। আত্মনো জীবস্য। সদেব বিদ্যমানমেব জলং ব্যক্তিং প্রাকট্যং নীয়তে। তথেতি। হেয়া গুণাস্তু দেবত্বমনুষ্যত্বাদয়ো বোধ্যাঃ ॥ ২৬ ॥

পৃথক্ উপদেশ হেতু জীবের নিত্যজ্ঞান স্বীকার্য্য হয়।

জীবের ধর্ম্মভূত জ্ঞান নিত্যই। কারণ, "এষ হি দ্রষ্টা" ইত্যাদি বাক্য হইতে পৃথগ্‌ভূত "অবিনাশী অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক বাক্যে ঐ জ্ঞানের নিত্যত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। মনের সহিত আত্মার সংযোগে আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, এরূপও বলা যায় না। কারণ, মন ও আত্মা উভয়ই নির-বয়ব। নিরবয়ব বস্তুদ্বয়ের সংযোগই অসম্ভব। ভগবদ্‌বৈমুখ্য হেতু ঐ জ্ঞান আবৃত হয়, এবং তৎসাম্মুখ্যে উক্ত আবরণের অপগমে পুনর্ব্বার জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। স্মৃতিতে বলিয়াছেন, 'মণির মলপ্রক্ষালনে যেরূপ উহার আলোক উৎপন্ন হয় না, পরন্তু মলাদি দোষের অপগমে আবৃত অবস্থায় অবস্থিত তেজের পুনঃ-প্রকাশ হয় মাত্র, তদ্রূপ বৈমুখ্যদোষের নাশে আত্মায় অপ্রকাশিত জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। জলাশয়ের খননে যেরূপ জলের উৎপত্তি হয় না, যে জল পূর্ব্বে মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত ছিল, তাহারই তখন প্রকাশ হয়, তদ্রূপ জীবের জ্ঞানও তৎকালে প্রকাশ পায়। যাহা ছিল না, তাহার উৎপত্তি হইবে কিরূপে?

দবরোধাদয়ো গুণাঃ। প্রকাশ্যন্তে ন জন্যন্তে নিত্যা এবাত্মনো হি তে ইতি ॥ ২৬ ॥

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিত্যাদিশ্রুতের্গতিমাহ।

তদ্‌গুণসারত্বাৎ তদ্‌ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২৭ ॥

জ্ঞাতুরপি জীবস্য জ্ঞানস্বরূপত্বেন ব্যপদেশঃ। কুতঃ তদ্‌গুণেতি। স জ্ঞানলক্ষণো গুণঃ সারো যত্র তথাত্বাৎ। সারো ব্যভিচাররহিতঃ স্বরূপানুবন্ধীতি যাবৎ। প্রাজ্ঞবৎ যথা যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিতি প্রাজ্ঞত্বেনোক্তস্য বিষ্ণোঃ সত্যং জ্ঞানমিতি জ্ঞানস্বরূপব্যপদেশস্তদ্বৎ। অত্র জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপো নির্দ্দিষ্টঃ ॥ ২৭ ॥

অথ জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতা নির্দ্দেশ্য ইত্যাহ।

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানস্বরূপো জীবো জ্ঞাতেতি ব্যপদেশো ন দোষঃ নির্দ্দোষ ইত্যর্থঃ। কুতঃ যাবদিতি। তথা প্রতীতেরাত্মসমান-

---

তদ্‌গুণেতি। প্রাজ্ঞত্বেনেতি। প্রকৃষ্টজ্ঞানশালিত্বেনেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

জীবের জ্ঞানগুণ নিত্যই। হেয় গুণসমূহের বিনাশে ঐ নিত্যগুণের প্রকাশ হয়; উহা উৎপত্তি নহে ॥ ২৬ ॥

এক্ষণে "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতির গতি বলিতেছেন ;—

তদ্‌গুণসারত্ব প্রযুক্ত প্রাজ্ঞ শব্দের ন্যায় জ্ঞাতা জীবের জ্ঞানস্বরূপে ব্যপদেশ হইয়া থাকে।

জীব জ্ঞাতা হইলেও তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্বের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। ব্যভিচাররহিত স্বরূপানুবন্ধী গুণই গুণের সার। বিষ্ণু যেরূপ জ্ঞানবিশিষ্টরূপে উক্ত হইয়াও আবার জ্ঞানস্বরূপে অভিহিত হয়েন, জীবও তদ্রূপ। অতএব জ্ঞাতা জীবই যে জ্ঞানস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েন, ইহা স্থির হইতেছে ॥ ২৭ ॥

অনন্তর জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞাতা নির্দ্দেশ্য, ইহাই বলিতেছেন ;—

কালভাবিত্বান্ন স বাধ্যত ইত্যর্থঃ। আত্মা খল্বনাদ্যন্তকালঃ সংপ্রতিপন্নঃ প্রকাশরূপোঽপি রবিঃ প্রকাশয়িতেতি বীক্ষণাচ্চ। যাবদ্রবির্ভাবী হ্যেষ ব্যপদেশঃ নির্ভেদেঽপি বস্তুনি দ্বেধা ভাতি বিশেষাদিত্যাহুঃ ॥ ২৮ ॥

নন্বু গুণভূতং জ্ঞানং নাত্মনো নিত্যং সুষুপ্তাবসত্ত্বাজ্জাগরে সামগ্র্যাঃ সম্ভবাচ্চেতি চেৎ তত্রাহ।

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ২৯ ॥

তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। নেত্যনুবর্ত্ততে। সুষুপ্তাবসতো জ্ঞানস্য জাগরে সম্ভব ইতি ন। কুতঃ অস্যেতি। অস্য জ্ঞানস্য সুষুপ্তৌ সত এব জাগরেঽভিব্যক্তেরিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ পুংস্ত্বাদি-

---

যাবদাত্মেতি। তথা প্রতীতেরিতি। জ্ঞানস্বরূপস্য জ্ঞাতৃত্বেন প্রতীতেরিত্যর্থঃ। স ব্যপদেশঃ। বিশেষাদিতি। অহিকুণ্ডলাধিকরণে ব্যক্তীভাবি ॥২৮॥

প্রমাণবলে যাবদাত্মভাবিত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞাতৃত্বনির্দ্দেশ দোষাবহ হইতেছে না।

জ্ঞানস্বরূপ জীবের জ্ঞাতৃত্বব্যপদেশ দোষাবহ নহে। কারণ, ঐ প্রতীতি আত্মসমানকালভাবিনী। প্রকাশরূপ হইয়াও রবি যেরূপ প্রকাশক হয়েন, জীবও তদ্রূপ অনাদি অনন্ত কাল ঐরূপেই সম্পন্ন হয়েন, দেখা যায়। আবার রবি যতদিন থাকিবেন, ততদিন ঐরূপেই উক্ত হইবেন। নির্ভেদ বস্তুতেও স্বগত বিশেষ বলে দ্বিধা প্রকাশ হয়, এরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥২৮॥

সুষুপ্তিতে অদর্শন হেতু জীবের গুণভূত জ্ঞান নিত্য নহে, পরন্তু জাগরে জ্ঞানসামগ্রীর বিদ্যমানত্ব হেতু ঐ জ্ঞান জাগরমাত্রস্থায়ী, এইরূপই বলা হউক, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন ;—

পুংস্ত্বাদির ন্যায় সুষুপ্তিতে যাহা থাকে, জাগরে তাহারই অভিব্যক্তি হয়, অতএব উহা নিত্য।

তু-শব্দ শঙ্কার নিরাসার্থ। পূর্ব্বসূত্র হইতে ন অনুবৃত্ত হইবে। যে জ্ঞান সুষুপ্তিতে ছিল না, তাহাই জাগরে উৎপন্ন হইল, এরূপ বলা যায় না। কারণ, ঐ

বৎ। বাল্যে জীবাত্মনা সত এব পুংস্ত্বাদেঃ কৈশোরে যথাভি-ব্যক্তিস্তদ্বৎ। সুষুপ্তৌ জ্ঞানপ্রসঙ্গস্তু শ্রুত্যৈব পরিহৃতঃ। সুষুপ্তং প্রকৃত্য বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে। যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈতদ্বিজ্ঞেয়ং ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞানাৎ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াদিতি। ইহ তদা সদপি জ্ঞানং বিষয়িতয়া নাভ্যুদেতি বিষয়াভাবাদেবেতি প্রতীয়তে। ইত-রথা সুষুপ্তৌ স্থিতস্যাপরামর্শপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। ইন্দ্রিয়সংযোগ-রূপা কারণসামগ্রী তু তদভিব্যঞ্জিকা। অসতঃ সম্ভবে তু ক্লীব-স্যাপি তদাপত্তিঃ। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপোঽণুর্জীবো নিত্যজ্ঞান-গুণকঃ সিদ্ধঃ ॥ ২৯ ॥

পুংস্ত্বাদিবদিতি। যদ্বৈ তদিতি। তৎ জীবচৈতন্যম্। বিজ্ঞানাদিতি। ধর্ম্ম-ভূতস্য জ্ঞানস্যেত্যর্থঃ। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা ঙস আৎ। তদভীতি। ইন্দ্রিয়-সংযোগো হি জ্ঞানস্য ব্যঞ্জক এব ন তু জনকঃ কৈশোরসম্বন্ধো যথা পুংস্ত্বস্য ॥২৯॥

জ্ঞান সুষুপ্তিকালে আবৃত থাকিয়া জাগরে অভিব্যক্ত হয়। বাল্যকালে সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থিত পুরুষত্বাদি যেরূপ যৌবনে অভিব্যক্ত হয়, জীবের জ্ঞানও তদ্রূপ। সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের প্রসঙ্গ শ্রুতি দ্বারাই পরিহৃত হইয়াছে। সুষুপ্তিপ্রক্রমে বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে, 'সুষুপ্তিকালে জীবচৈতন্য থাকিলেও তাহার অভি-ব্যক্তি থাকে না, জ্ঞান অবিনাশী, উহার নাশ নাই;' ইত্যাদি। এই স্থলে সুষুপ্তিকালে জ্ঞান থাকিলেও বিষয়িরূপে অভ্যুদিত হয় না। বিষয়ের অভাবই উহার কারণ। অন্যথা সুষুপ্তিতে জীবের অবস্থানেরই পরামর্শ হইত না। ইন্দ্রিয়সংযোগরূপ কারণসামগ্রীই জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক। তৎকালে তদভাব বশত জ্ঞানের স্ফূর্তি হয় না। অসৎ বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব হইলে, যৌবনে নপুংসকেরও পুংস্ত্ব আবির্ভূত হইতে দেখা যাইত। অতএব জ্ঞানস্বরূপ অণুজীব, নিত্যজ্ঞানাদি-গুণ-সমন্বিত, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২৯ ॥

অথৈতৎপ্রতিপক্ষভূতান্ সাঙ্খ্যান্ দূষয়তি। অত্র জ্ঞানমাত্রো বিভুরাত্মেতি যুক্তং ন বেতি বিষয়ে সর্ব্বত্র কার্য্যোপলম্ভাৎ যুক্তং তৎ। অণুত্বে সর্ব্বাঙ্গীণসুখদুঃখানুপলম্ভঃ। মধ্যমত্বে ত্বনিত্যতাপত্তিঃ কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমশ্চেত্যেবং প্রাপ্তে—

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥৩০॥

অন্যথা জ্ঞানমাত্রো বিভুরাত্মেতি মতে নিত্যমুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোঃ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অন্যতরস্য নিয়মঃ প্রতিবন্ধো বা নিত্যং স্যাৎ। অয়মর্থঃ। লোকসিদ্ধোপলব্ধিরনুপলব্ধিশ্চাস্তি। তয়োর্বিভুরাত্মা চিন্মাত্রশ্চেৎ কারণং তর্হি নিত্যং যুগপচ্চ তে সর্ব্বস্য লোকস্য প্রাপ্নুয়াতাম্। অথোপলব্ধেরেব চেৎ কারণং

জ্ঞানস্বরূপস্য জীবস্যাণুত্বং নিত্যজ্ঞানগুণকত্বঞ্চ পূর্ব্বমুক্তং তদাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিরিত্যভিপ্রায়েণাহাথৈতদিত্যাদিনা।

অনন্তর তৎপ্রতিপক্ষভূত সাঙ্খ্যপক্ষে দোষ প্রদান করিতেছেন। তদ্বিষয়ে জ্ঞানমাত্র আত্মার বিভুত্ব যুক্ত কি না, এইরূপ সংশয় উত্থাপন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র কার্য্যোপলম্ভরূপ হেতু হইতে যুক্তত্বই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্ত হইতেছে। যেহেতু জীবের অণুরূপত্বে সর্ব্বাঙ্গীণ সুখদুঃখাদির অনুপলম্ভ এবং মধ্যমত্বে অনিত্যত্বাপত্তি কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম রূপ দোষ ঘটে। তদুত্তরে বলিতেছেন;—

অন্যথা নিত্য উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির প্রসঙ্গের অন্যতর নিয়ম বা প্রতিবন্ধ ঘটে।

'আত্মা জ্ঞানমাত্র ও বিভু' এই মতে করণের যোগে উপলব্ধি ও তদযোগে অনুপলব্ধির প্রসঙ্গ হয়। এবং তাহাতে তদুভয়ের অন্যতরের নিয়ম বা প্রতিবন্ধ নিত্যই ঘটে; অর্থাৎ হয়, নিত্য উপলব্ধি, না হয়, নিত্য অনুপলব্ধি ঘটিবেই ঘটিবে। লোকে উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি উভয়েরই প্রসিদ্ধি আছে। আত্মার বিভুত্ব যদি তদুভয়ের কারণ হয়, তাহা হইলে, এককালে সকল লোকেরই উপলব্ধি

তদা কস্যাপি কুত্রাপি অনুপলব্ধির্ন স্যাৎ। অনুপলব্ধেরেব চেৎ তর্হি কস্যাপি কুত্রাপ্যুপলব্ধির্ন স্যাদিতি। ন চ করণায়ত্তা তয়োর্ব্যবস্থা। আত্মনো বিভুত্বেন করণৈঃ সর্ব্বদা সংযোগাৎ। কিঞ্চ তন্মতে সর্ব্বাত্মনাং বিভুতয়া সর্ব্বশরীরৈর্যোগাৎ সর্ব্বত্র ভোগপ্রাপ্তিঃ। এতেনাদৃষ্টবিশেষাৎ ভোগব্যবস্থেতি সঙ্কল্পবিশেষাদদৃষ্টব্যবস্থেতি প্রত্যুক্তম্। মতান্তরেহপ্যেতৎ সমং দূষণম্। অস্মাকং ত্বাত্মনামণুত্বেন প্রতিশরীরং ভেদান্ন কশ্চিদধিক্ষেপঃ। অণোরপি সর্ব্বত্র কার্য্যক্রমেণৈব ন যুগপদিত্যদোষঃ। সর্ব্বাঙ্গীণসুখাদ্যুপলম্ভস্তু গুণেন ব্যাপ্তেরিত্যুক্তম্ ॥ ৩০ ॥

নিত্যোপলব্ধীতি। ন চেতি। তয়োরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যোঃ করণায়ত্তা ব্যবস্থেত্যন্বয়ঃ। করণযোগে সত্যুপলব্ধিঃ তদযোগে ত্বনুপলব্ধিরিত্যর্থঃ। ন চৈতৎ সম্ভবেদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুরাত্মন ইতি। তন্মতে সাংখ্যমতে। এতেনেতি। যচ্ছরীরং যদদৃষ্টেন রচিতং তত্র তস্যৈবাত্মনো ভোগো নান্যস্যেতি। যেন সঙ্কল্প্য কর্ম্ম কৃতমস্যৈব তদদৃষ্টমিতি চ সাংখ্যা ব্যবস্থাপয়ন্তি। তচ্চ পরিহৃতম্ অদৃষ্টোপার্জ্জনে

ও অনুপলব্ধি উভয়ই ঘটিতে পারে। উহাকে যদি কেবল উপলব্ধিরই কারণ বলা যায়, তবে উপলব্ধিকালে কাহারই অনুপলব্ধি সম্ভব হয় না। আবার উহাকে যদি কেবল অনুপলব্ধিরই কারণ বলা হয়, তবে অনুপলব্ধিকালে কাহারই উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। ঐ ব্যবস্থাকে করণের অধীনও বলা যায় না। যেহেতু আত্মার বিভুত্ব প্রযুক্ত সকল সময়েই উহার করণসংযোগ অবশ্য স্বীকার্য্য। অধিকন্তু ঐমতে আত্মার বিভুত্ব হেতু সকল সময়েই সকল শরীরের সহিত যোগবশত সর্ব্বত্রই ভোগের প্রাপ্তি হইতেছে। এতদ্দ্বারা অদৃষ্টবিশেষ হেতু ভোগব্যবস্থা এবং সঙ্কল্পবিশেষ হইতে অদৃষ্টব্যবস্থাও প্রত্যুক্ত হইল। পরমতেই এই দোষ, স্বমতে জীবের অণুত্ব প্রযুক্ত দোষের সম্ভাবনাই নাই ॥ ৩০ ॥

ইদমিদানীং বিচারয়তি। বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চেতি তৈত্তিরীয়াঃ পঠন্তি। ইহ সন্দেহঃ। বিজ্ঞান-শব্দিতো জীবঃ কর্ত্তা ন বেতি। হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হত-শ্চেন্মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ইতি কঠশ্রুত্যা তস্য কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধান্ন স কর্ত্তা কিন্তু প্রকৃতিরেব কর্ত্রী। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে

সঙ্কল্পে চ সর্ব্বেষামাত্মনাং সম্বন্ধাদিত্যাশয়ঃ। মতান্তরে গৌতমাদিনয়ে। অস্মাকং বেদান্তিনাম্। সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু লোকেষু ॥ ৩০ ॥

নম্বস্তূক্তব্যাখ্যানাজ্জ্ঞানস্বরূপস্য জীবস্য স্বরূপানুবন্ধিজ্ঞানগুণকত্বং তস্য স্বরূপাবিরোধিত্বাৎ। কর্ত্তৃত্বন্তু তস্য মাস্তু অধিষ্ঠানাদিপঞ্চকাপেক্ষিণা তেন স্বরূপে গ্লানিপ্রসঙ্গাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। তত্র বিজ্ঞানং যজ্ঞমিত্যাদিবাক্যং জীবস্য কর্ত্তৃত্বং ব্রূতে হন্তা চেদিত্যাদিকং তু তস্যাকর্ত্তৃত্বং তদনয়োর্বিরোধোঽস্তি ন বেতি সন্দেহে অর্থভেদাদস্তীতি প্রাপ্তে বিধিশাস্ত্র-সাফল্যাদ্ধন্তা চেত্যাদেরপি কর্ত্তৃত্বানুগুণার্থত্বাদবিরোধঃ স্বরূপানুবন্ধিকর্ত্তৃত্ব-স্যাগ্লানিকরত্বাচ্চেত্যেতমর্থং হৃদি নিধায় স্যায়মাহেদমিত্যাদিনা। প্রকৃতেরিতি শ্রীগীতাসু। প্রকৃতের্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি ভবন্তীতি গুণানাং কর্ত্তৃত্বং বিস্ফুটম্। পুরুষস্ত্বকর্ত্তাপি গুণাধ্যাসবিমূঢ়স্তদাত্মনি মন্যত ইতি পূর্ব্বপক্ষে-ঽর্থঃ। সিদ্ধান্তে তু ব্যাবহারিকং যৎ পুংসঃ কর্ত্তৃত্বং তৎ স্বরূপহেতুকমপি তদা

সম্প্রতি অপর একটি বিচার উত্থাপন করিতেছেন। তৈত্তিরীয়ে "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কর্ম্মাণি তনুতে" ইত্যাদি বাক্য দৃষ্ট হয়। তদ্বিষয়ে সন্দেহ এই যে, বিজ্ঞানশব্দিত জীব কর্ত্তা কি না? "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুম্," ইত্যাদি কঠ-শ্রুতিতে জীবের কর্ত্তৃত্বের নিষেধ হেতু জীবকে কর্ত্তা বলা যায় না। প্রকৃতিই কর্ত্রী। গীতাতেও জীবের কর্ত্তৃত্ব নিষিদ্ধ এবং প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে।

হেতুরুচ্যতে ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। তস্মাৎ ন জীবস্য কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতিগতং তত্ত্ববিবেকাৎ স্বস্মিন্ সোঽধ্যস্যতি ভোক্তা তু কর্ম্মফলানামিতি প্রাপ্তে—

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

জীব এব কর্ত্তা ন গুণাঃ। কুতঃ শাস্ত্রেতি। স্বর্গকামো যজেতাত্মানমেব লোকমুপাসীতেত্যাদিশাস্ত্রস্য চেতনে কর্ত্তরি সতি সার্থক্যাৎ গুণকর্ত্তৃত্বেন তদনর্থকং স্যাৎ। শাস্ত্রং কিল ফলহেতুতাবুদ্ধিমুৎপাদ্য কর্ম্মসু তৎফলভোক্তারং পুরুষং প্রবর্ত্তয়তে। ন চ তদ্বুদ্ধির্জড়ানাং গুণানাং শক্যোৎপাদয়িতুম্ ॥ ৩১ ॥

গুণবৃত্তিপ্রাচুর্য্যাৎ গুণহেতুকমিত্যুপচর্য্যত ইত্যর্থঃ। ইত্থমেব বক্ষ্যতি। যথা চ তক্ষোভয়থেত্যস্য ব্যাখ্যানে প্রকৃতিগতং তত্ত্বিতি প্রকৃতিগতং কর্ত্তৃত্বং প্রকৃত্যবিবেকাৎ স জীবঃ স্বস্মিন্নধ্যস্যতি মন্যত ইত্যর্থঃ।

কর্ত্তেতি। প্রযত্নাশ্রয় ইত্যর্থঃ। ফলেতি। ফলপ্রদানি কর্ম্মাণি ভবন্তীতি ধিয়ং জনয়িত্বেত্যর্থঃ। কর্ম্মসু যাগদানাদিষু শ্রবণাদিষু চোপাসনেম্বিত্যর্থঃ। উভয়েষাং কৃতিসাধ্যত্বেন তৌল্যাৎ ॥ ৩১ ॥

অতএব জীবের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার্য্য। উহা প্রকৃতিগত। জীব অজ্ঞতাবশত প্রকৃতিগত কর্ত্তৃত্ব আপনাতে অধ্যস্ত করিয়া থাকেন। জীব কর্ম্মফলের ভোক্তা মাত্র। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

শাস্ত্রার্থবত্ত্ব প্রযুক্ত জীবকে কর্ত্তা বলাই যুক্ত হইতেছে।

জীবই কর্ত্তা। গুণ কর্ত্তা নহে। 'স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন,' ইত্যাদি শাস্ত্রের চেতন কর্ত্তাতেই সার্থকতা দেখা যায়। গুণের কর্ত্তৃত্বে উহাদের নিরর্থকতা ঘটে। শাস্ত্র, ফলহেতুত্ব জ্ঞান উৎপাদন করিয়া কর্ম্ম সকলে উহাদের ফলভোক্তা পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করেন। জড় গুণ সকলে তাদৃশ জ্ঞান উৎপাদন করা যায় না ॥ ৩১ ॥

বাস্তবমেব কর্ত্তৃত্বং জীবস্যেত্যাহ।

বিহারোপদেশাৎ॥ ৩২॥

স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণ ইত্যাদিনা মুক্তস্যাপি ক্রীড়াভিধানাদিত্যর্থঃ। অতঃ কর্ত্তৃত্বমাত্রং ন দুঃখাবহং কিন্তু গুণসম্বন্ধমেব তস্য স্বরূপগ্লানিকরত্বাৎ॥ ৩২॥

উপাদানাৎ॥ ৩৩॥

স যথা মহারাজ ইত্যুপক্রম্যৈবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্তত ইতিশ্রুতৌ গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াদিতিস্মৃতৌ চ জীবকর্ত্তৃকস্য প্রাণোপাদানস্যাভিধানাৎ লোহাকর্ষকমণেরিব চেতনস্যৈব জীবস্য কর্ত্তৃত্বং বোধ্যম্। অন্যগ্রহণাদৌ প্রাণাদি করণং প্রাণগ্রহণাদৌ তু নান্যদস্তীতি তস্যৈব তৎ॥ ৩৩॥

বিহারেতি। স ইতি। স মুক্তো জীবঃ। পর্য্যেতি পরিতঃ সরতি। জক্ষন্ ভুঞ্জানো হসংশ্চেত্যর্থঃ। তস্যেতি গুণসংসর্গিণঃ কর্ত্তৃত্বস্য॥ ৩২॥

অনন্তর জীবের কর্ত্তৃত্ব যথার্থ, ইহাই বলিতেছেন ;—

বিহারের উপদেশ হেতু জীবেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার্য্য।

"স তত্র পর্য্যেতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের গমন, ভোজন, ক্রীড়া ও রমণাদির উক্তি হেতু জীবের কর্ত্তৃত্বই সত্য হইতেছে। অতএব কর্ত্তৃত্বমাত্রই যে দোষাবহ, তাহা নহে। কিন্তু গুণসম্বন্ধেই দুঃখের উৎপত্তি। যেহেতু গুণসম্বন্ধই স্বরূপের গ্লানি উৎপাদন করে॥ ৩২॥

উপাদান হইতেও জীবকর্ত্তৃত্ব স্থিরীকৃত হয়।

"স যথা মহারাজঃ" এইরূপ উপক্রম করিয়া "এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের প্রাণাদির সহিতই গমন উক্ত হইয়াছে। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—বায়ু যেরূপ গন্ধ লইয়া গমন করে, জীবও তদ্রূপ প্রাণাদির সহিত গমন করিয়া থাকেন। ঐ সকল বাক্যে জীবকর্ত্তৃক প্রাণের গ্রহণ

যুক্ত্যন্তরঞ্চাহ।

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বিজ্ঞানং যজ্ঞমিত্যাদিনা বৈদিক্যাং লৌকিক্যাঞ্চ ক্রিয়ায়াং মুখ্যত্বেন ব্যপদেশাৎ জীবঃ কর্ত্তা। অথ চেৎ বিজ্ঞানশব্দেন জীবো নাভিধীয়তে কিন্তু বুদ্ধিরেব তর্হি নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ। বিজ্ঞানমিতি প্রথমান্তকর্ত্তৃনির্দ্দেশস্য বিজ্ঞানেনেতি তৃতীয়ান্তকরণনির্দ্দেশো ভবেৎ। বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ। ন চাত্র তথাস্তি। কিঞ্চ বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে তস্যাঃ করণমন্যৎ কল্প্যং সর্ব্বস্য করণস্যৈব কর্ম্মসু প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। ততশ্চ

উপাদানাদিতি। স যথেতি। পরিবর্ত্ততে বিহরতি। লোহাকর্ষকেতি। চুম্বকস্য যথা লোহাকর্ষণে স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং তথা প্রাণোপাদানে জীবস্য স্বতন্ত্রদিত্যর্থঃ। তস্যৈব শুদ্ধস্য জীবচৈতন্যস্যৈবেত্যর্থঃ। তদিতি কর্ত্তৃত্বম্ ॥ ৩৩ ॥

যুক্ত্যন্তরঞ্চেতি। তৃতীয়াবিভক্ত্যাপত্তিরূপাং যুক্তিমিত্যর্থঃ।

দর্শনে চুম্বকের ন্যায় চেতন জীবেরই কর্ত্তৃত্ব বোধিত হইতেছে। অন্যের গ্রহণে প্রাণাদির করণতা, কিন্তু প্রাণাদির গ্রহণে অন্যের করণতা নাই; জীবেরই কর্ত্তৃত্ব জানিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥

তদ্বিষয়ে যুক্ত্যন্তর প্রয়োগ করিতেছেন ;—

ক্রিয়াতে মুখ্যরূপে ব্যপদেশ বশত জীবেরই কর্ত্তৃত্ব স্থির হয়। অন্যথা নির্দ্দেশের বিপর্য্যয় ঘটে।

'বিজ্ঞানই যজ্ঞ,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বৈদিকী ও লৌকিকী ক্রিয়াতে মুখ্যভাবে ব্যপদেশ হেতু জীবই কর্ত্তা, এইরূপ স্থির হইতেছে। বিজ্ঞান শব্দে যদি জীব অভিহিত না হয়, কিন্তু উহা বুদ্ধিকে বোধ করায়, তাহা হইলে, নির্দ্দেশের বিপর্য্যয় হয়। "বিজ্ঞানম্" এই প্রথমান্ত কর্ত্তৃনির্দ্দেশের "বিজ্ঞানেন" এইরূপ তৃতীয়ান্ত করণনির্দ্দেশ হওয়া উচিত। যেহেতু বুদ্ধি করণ। কিন্তু এস্থলে সেরূপ হয় নাই। আরও বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকারে তাহার অন্য করণ

নামমাত্রেণ বিসংবাদঃ করণাভিন্নস্য কর্ত্তৃত্বস্বীকারাৎ। ননু জীবকর্ত্তৃত্বে হিতস্যৈব ন তু অহিতস্য সৃষ্টিঃ স্যাৎ। স্বতন্ত্রস্য কর্ত্তৃত্বাৎ। মৈবম্। হিতমেব সিসৃক্ষোরপি সহকারিকর্ম্ম-বৈচিত্র্যেণ ক্বচিদহিতস্যাপ্যাপাতাৎ। তস্মাৎ জীব এব কর্ত্তা। এবং সতি ক্বচিদকর্ত্তৃত্ববচনমস্বাতন্ত্র্যাৎ। কর্ত্তৃত্বে ক্লেশ-সম্বন্ধদর্শনাৎ ন তত্র শ্রুতেস্তাৎপর্য্যমিত্যাদিকুসৃষ্টয়স্তু দর্শ-পৌর্ণমাসাদিষ্বপ্যতাৎপর্য্যাপত্ত্যাদিভির্নিরসনীয়াঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্যপদেশাদিতি। সর্ব্বস্যেতি কর্ত্তুরিত্যর্থাৎ সিসৃক্ষোরিতি জীবস্যেত্যর্থাৎ অহিতস্যার্থস্য। এবং সতীতি। কর্ত্তাপি জীবঃ পরমাত্মাধীনঃ সন্ করোতীতি ক্বচিৎ সোঽকর্ত্তেত্যুচ্যতে। বস্তুতস্তু কর্ত্তৈব স ইত্যর্থঃ। কর্ত্তৃত্বে ক্লেশসম্বন্ধে-ত্যাদি। ননু কর্ত্তুর্দুঃখসম্বন্ধবীক্ষণাৎ তত্ত্বে শ্রুতেস্তাৎপর্য্যং নেতি চেন্ন দর্শাদি-ষ্বপ্যতাৎপর্য্যাপত্তেঃ লীলোচ্ছ্বাসাদেরকরণ এব ক্লেশদর্শনাচ্চ। ননু সুষুপ্তা-বন্তঃকরণাভাবে কর্ত্তৃত্বাদর্শনাদন্তঃকরণমেব কর্ত্তৃ স্যাদিতি চেন্ন তদা তদভাবে-ঽপি উচ্ছ্বাসাদিকর্ত্তৃত্বস্য সত্ত্বাৎ। ন চ নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতির্জীবস্য কর্ত্তৃত্বং বাধেত অস্তিজ্ঞাদিধাত্বর্থানাং সত্তাজ্ঞানাদীনামাত্মনি সত্ত্বেন তদসিদ্ধেঃ। ধাত্বর্থঃ খলু

কল্পনা করিতে হয়। কারণ, সকল করণেরই কর্ম্মে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যাহার করণ নাই, তাদৃশ করণাভিন্নের কর্ত্তৃত্ব স্বীকারে কেবল নাম-মাত্র বিসংবাদ হইতেছে; ফলে একই। যদি বল, জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকারে হিত ভিন্ন অহিতের সৃষ্টি হইতে পারে না; কারণ, জীব স্বতন্ত্র কর্ত্তা, তিনি নিজের ইচ্ছানুসারেই সৃষ্টি করিবেন। তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, হিতসৃষ্টিতে অভিলাষী হইলেও সহকারী কর্ম্মের বৈচিত্র্য বশত কোথাও অহিতেরও সঙ্ঘ-টন হইতে পারে। অতএব জীবই কর্ত্তা। তবে যে কোথাও কোথাও জীবের অকর্ত্তৃত্ব বচন দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল তাহার অস্বাতন্ত্র্য প্রযুক্তই জানিতে হইবে। কর্ত্তার দুঃখসম্বন্ধ দর্শন হেতু জীবের কর্ত্তৃত্বে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে, এরূপও বলা যাইতে পারে না, ইত্যাদি কুমত সকল দর্শপৌর্ণমাসাদিতেও শ্রুতি-তাৎপর্য্যের অভাবের আপত্তি দ্বারা নিরসনীয় হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

অথ প্রকৃতিকর্ত্তৃত্ববাদে দোষান্ দর্শয়তি।

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ৩৫ ॥

আত্মনো বিভুত্বাদুপলব্ধেরনিয়মো দর্শিতঃ প্রাক্। তথা প্রকৃতেরপি বিভুত্বেন সর্ব্বপুরুষসাধারণ্যাৎ কর্ম্মণোঽপ্যনিয়মঃ স্যাৎ সর্ব্বং কর্ম্ম সর্ব্বস্য ভোগায় যথা স্যাৎ নৈব বা স্যাৎ। ন চাসন্নিধিকৃতা ব্যবস্থা বিভূনামাত্মনাং সর্ব্বত্র সান্নিধ্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ৩৬ ॥

প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বে পুরুষনিষ্ঠায়া ভোক্তৃত্বশক্তের্বিপর্য্যয়াৎ প্রকৃতিগামিতাপত্তেঃ পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাদিত্যভিমত-

ক্রিয়োচ্যতে। ন চ নির্বিকারত্বশ্রুতিস্তস্য তদ্বাধেত সত্তাজ্ঞানভানধর্ম্মাশ্রয়ত্বেঽপি দ্রব্যান্তরতাপত্তিরূপস্য বিকারস্য তস্মিন্নপ্রসক্তেঃ ॥ ৩৪ ॥

উপলব্ধিবদিতি। প্রাক্ নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিসূত্রে ॥ ৩৫ ॥

শক্তীতি। প্রকৃতিগামিতাপত্তেরিতি। কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদিতিভাবঃ। অত উক্তং শ্রীমহাভারতে। নান্যঃ কর্ত্তুঃ ফলং রাজন্নুপভুঙ্‌ক্তে

অনন্তর প্রকৃতিকর্ত্তৃত্ববাদে দোষারোপ করিতেছেন ;—

পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধির ন্যায় প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে কর্ম্মের অনিয়ম হয়।

আত্মার বিভুত্ব স্বীকারে যেরূপ উপলব্ধির অনিয়ম ঘটে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্রূপ, প্রকৃতির বিভুত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বপুরুষসাধারণ ভাব হয়, বলিয়া কর্ম্মেরও অনিয়ম ঘটে। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে সকল কর্ম্মই সকলের ভোগের নিমিত্ত হয়; অথবা কাহারই ভোগের নিমিত্ত হয় না। অসন্নিধিকৃত ব্যবস্থাও স্থাপিত হইতে পারে না। কারণ, আত্মার বিভুত্ব হেতু সর্ব্বত্রই সান্নিধ্য হয়॥৩৫॥

উহাতে শক্তিরও বিপর্য্যয় হয় বলিয়া, উহা অস্বীকার্য্য।

প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে পুরুষনিষ্ঠ ভোক্তৃত্বশক্তির বিপর্য্যয় ঘটে, অর্থাৎ ভোক্তৃত্বের প্রকৃতিগামিতাপত্তি হয়। অতএব অভিমত পুরুষের ভোক্তৃত্ব লুপ্ত হয়। কর্ত্তা

হানিরিতিশেষঃ। কর্ত্তুরন্যস্য ভোক্তৃত্বাসম্ভবাৎ তচ্ছক্তিরপি প্রকৃতিগতা মন্তব্যা ॥ ৩৬ ॥

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৩৭ ॥

মোক্ষসাধনস্য সমাধেরপ্যভাবাচ্চ দুষ্টঃ প্রকৃতিকর্তৃত্ব-বাদঃ। প্রকৃতেরন্যোঽহমস্মীত্যেবংবিধঃ খলু সমাধিঃ। স চ ন সম্ভবতি স্বস্য স্বান্যত্বাভাবাৎ জাড্যাচ্চ। তস্মাৎ জীব এব কর্ত্তা সিদ্ধঃ ॥ ৩৭ ॥

অথ তস্য কর্তৃত্বং করণযোগেন স্বশক্ত্যা চাস্তীতি দৃষ্টান্তেন বোধয়তি।

কদাচনেতি। নন্বু কা ক্ষতিরিতি চেৎ তত্রাহ পুরুষোঽস্তীতি। উক্তং বিশদয়তি কর্ত্তুরন্যস্যেত্যাদিনা ॥ ৩৬ ॥

সমাধ্যভাবাচ্চেতি। চশব্দঃ শ্রবণমননধ্যানাভাবসমুচ্চায়কঃ। প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বে শ্রবণাদীনামপি সৈব কর্ত্রী স্যাৎ। সা খলু প্রকৃতেরন্যাহমিতি শৃণুয়া-ন্মন্বীত ধ্যায়েত সমাদধ্যাচ্চ। ন চৈবমস্তি স্বস্য স্বভেদাভাবাৎ জড়ায়াস্তত্ত্ব-দসম্ভবাচ্চ ॥ ৩৭ ॥

অথেতি। তস্য জীবস্য। করণযোগেনেতি। অধিষ্ঠানাদেরুপলক্ষণম্।

হইতে অতিরিক্ত ভোক্তার অসম্ভব হেতু পুরুষের শক্তিও প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

তাহাতে সমাধির অভাব হয় বলিয়াও উহা অস্বীকার্য্য।

মোক্ষসাধনভূত সমাধির অভাব প্রযুক্ত প্রকৃতিকর্তৃত্ববাদ দোষাবহ হই-তেছে। আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, এইরূপ জ্ঞানেই সমাধি দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতির কর্তৃত্বে ঐ সমাধি সম্ভব হয় না। প্রকৃতির প্রকৃতি হইতে অন্যত্বের অভাব ও জড়ত্ববশতই ঐ দোষ ঘটে। অতএব জীবেরই কর্তৃত্ব সিদ্ধ হই-তেছে ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর জীবের কর্তৃত্ব করণযোগে ও নিজ শক্তিতেই হইয়া থাকে, এই বিষয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবৃত করিতেছেন ;—

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ৩৮ ॥

তক্ষা যথা তক্ষণে বাস্যাদিনা কর্ত্তা বাস্যাদিধারণে তু স্বশক্ত্যৈবেত্যুভয়থাপি কর্ত্তা ভবেদেবং জীবোঽপ্যন্যগ্রহণাদৌ প্রাণাদিনা কর্ত্তা প্রাণাদিগ্রহণে তু স্বশক্ত্যৈবেত্যর্থঃ। ইত্থং প্রাকৃতদেহাদিনা যৎ কর্ত্তৃত্বং তৎ কিল শুদ্ধাদেব পুরুষাৎ প্রবৃত্তমপি গুণবৃত্তিপ্রাচুর্য্যাৎ তদ্ধেতুকমিত্যুপচর্য্যতে। কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মস্বিতি তত্রৈবোক্তেঃ। এতেন গুণকর্ত্তৃত্ববচাংসি ব্যাখ্যাতানি। মৌঢ্যাদ্যুক্তিস্তু পঞ্চাপেক্ষে-

---

যথা চেতি। তক্ষা বর্দ্ধকিঃ। কারণমিতি। গুণসঙ্গো গুণাধ্যাসঃ। অস্য জীবস্য। এতেনেতি। জীবনিষ্ঠমেব কর্ত্তৃত্বং গুণত্বং গুণবৃত্তিপ্রাচুর্য্যাৎ গুণহেতুকমিতিব্যাখ্যানেনেত্যর্থঃ। গুণকর্ত্তৃত্ববচাংসি প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানীত্যাদীনি। নন্থ কর্ত্তৃত্বং চেজ্জীবনিষ্ঠং তর্হি তন্মস্তর্মৌঢ্যোক্তিঃ কথম্। কথং বা তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিরিতি দুর্ধীত্বোক্তিশ্চেতি চেৎ তত্রাহ মৌঢ্যাদ্যুক্তিরিতি। অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্। বিবিধা চ তথা চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমমিতি। পঞ্চাপেক্ষে হি কর্ত্তৃত্বং স্মৃতম্। দৈবং পরেশঃ। নন্বেতৎ কর্ত্তৃত্বং মোক্ষে জীবস্য ন স্যাৎ তস্য দেহেন্দ্রিয়প্রাণানাং বিগমাৎ। মৈবম্। তদা সঙ্কল্পসিদ্ধানাং দিব্যানাং তেষাং

সূত্রধর যেরূপ উভয় প্রকারেই কর্ত্তা হয়, তদ্রূপ।

সূত্রধর যেরূপ কাষ্ঠচ্ছেদন কার্য্যে বাস্যাদি দ্বারা কর্ত্তা হয় এবং বাস্যাদির ধারণে নিজ শক্তি দ্বারা কর্ত্তা হয়, তদ্রূপ জীবও অন্যের গ্রহণাদিতে প্রাণাদি দ্বারা কর্ত্তা হয়েন এবং প্রাণাদির গ্রহণে নিজ শক্তি দ্বারাই কর্ত্তা হয়েন। এইরূপে প্রাকৃত দেহাদি দ্বারা জীবের যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা শুদ্ধ পুরুষ হইতে প্রবৃত্ত হইলেও গুণবৃত্তির প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত দেহাদিহেতুকরূপেই উপচরিত হইয়া থাকে। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—'জীবের জন্মাদিতে প্রকৃতিগুণসঙ্গই কারণ।' এতদ্দ্বারা গুণকর্ত্তৃত্ববোধক বাক্য সকল ব্যাখ্যাত হইল। তবে যে কোথাও কোথাও জীবের মৌঢ্যত্ব উক্ত হইয়াছে, সে কেবল অধিষ্ঠানাদিপঞ্চসাধনাপেক্ষ

ঽপি স্বৈকাপেক্ষত্বমননাৎ। ন চৈষামাপাতবিভাতোঽর্থঃ শক্যো নেতুং তত্রত্যমোক্ষসাধনোক্তিবিরোধাৎ। নায়ং হন্তি ন হন্যতে ইত্যাদিবাক্যন্তু হন্তিফলমেব চ্ছেদং প্রতিষেধতি নিত্যস্যাত্মনস্তদযোগাৎ। ন তু কর্ত্তৃত্বমপি তস্য পূর্ব্বং সিদ্ধেঃ। এবঞ্চ ভাগবতানাং যদিহামুত্র চ তদর্চ্চনাদিকর্ত্তৃত্বং তন্নির্গুণমেব পূর্ব্বত্র গুণান্ বিমর্দ্দ্য চিচ্ছক্তিবৃত্তের্ভক্তেঃ প্রাধান্যাৎ পরত্র কৈবল্যাৎ। এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীভগবতা—সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ

ভাবাৎ। ন চৈষামিতি। এষাং গুণকর্ত্তৃত্ববচসাম্ আপাতবিভাতো গুণকর্ত্তৃত্বরূপোঽর্থঃ নেতুং গ্রহীতুং ন শক্যঃ। তত্র হেতুস্তত্রত্যেতি। শ্রীগীতান্তর্ব্বর্ত্তিমুক্তিসাধনবচনাসঙ্গতেরিত্যর্থঃ। তানি চ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিত্যেবমাদীনি বোধ্যানি। এষু ভগবদ্ধ্যানকর্ত্তুর্জীবস্য মুক্তিরুক্তা। নায়মিতি। তদযোগাৎ ছেদাসম্ভবাৎ। এবঞ্চেতি। ইহ পূর্ব্বত্র ইতি চোভয়ত্র প্রপঞ্চে ইত্যর্থঃ। অমুত্রেতি পরত্রেতি চোভয়ত্র ভগবদ্ধাম্নীত্যর্থঃ। সাত্ত্বিক ইতি শ্রীভাগবতে।

কর্ত্তৃত্বেও একাপেক্ষত্ববুদ্ধিতেই জানিতে হইবে। এই গুণকর্ত্তৃত্ববোধক বাক্য সকলের আপাতবিভাত গুণকর্ত্তৃত্বরূপ অর্থ গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, ঐ সকল স্থানে যে মোক্ষসাধনোক্তি দৃষ্ট হয়, গুণকর্ত্তৃত্ব স্বীকারে তাহার বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। "নায়ং হন্তি" প্রভৃতি বাক্য হননের ফলস্বরূপ ছেদনই নিষেধ করিতেছে। যেহেতু নিত্য আত্মার ছেদন কখনই সম্ভব হয় না। তদ্দ্বারা কর্ত্তৃত্বেরও নিষেধ হয় না, যেহেতু কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্বসিদ্ধ। এইরূপ ভগবদ্ভক্তের ইহলোক ও পরলোকে যে ভগদর্চ্চনাদিকর্ত্তৃত্ব, তাহা নির্গুণই জানিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্বে ইহলোকে গুণ সকলকে বিসর্জ্জন করিয়া চিচ্ছক্তির বৃত্তিভূত ভক্তির প্রাধান্যহেতু ভগবদ্ধামে কৈবল্যই দৃষ্ট হয়। এইরূপ অভিপ্রায়েই ভগবান বলিয়াছেন, 'অসঙ্গ কর্ত্তাই সাত্ত্বিক, রাগান্ধ কর্ত্তা রাজস এবং

স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয় ইতি। ভোক্তৃত্বং তু শুদ্ধস্ত পুংসঃ। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যত ইত্যাদি-স্মৃতেঃ। গুণসঙ্গেনাপি ভবতস্তস্য সংবেদনরূপত্বাৎ চিদ্রূপ-পুংপ্রাধান্যং ন তু গুণপ্রাধান্যং তত্ত্বেন তদ্বিরোধিত্বাৎ। স্বরূপ-সংবেদনসুখাদৌ তু সুসিদ্ধং তৎ। স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশত্বা-দিতি। তস্মাৎ তদুভয়ং জীবস্যৈব মন্তব্যম্। এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতেত্যাদিশ্রুতেশ্চ। তক্ষদৃষ্টান্তেন কর্তৃত্বং সাতত্যঞ্চ নিরস্তম্ ॥ ৩৮ ॥

অথ তত্রৈব বিমর্শান্তরম্। ইদং জীবস্য কর্তৃত্বং স্বায়ত্তং পরায়ত্তং বেতি সংশয়ে স্বর্গকামো যজেত তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ পাপ্মনোৎসংসৃজা ইত্যাদিবিধিনিষেধ-

কারকঃ কর্তা। ভোক্তৃত্বমিতি। সুখদুঃখান্ততরানুভবো হি ভোগঃ। অনুভবস্তু ধর্মভূতং জ্ঞানং স্বানুবন্ধীত্যুক্তম্। গুণেতি। ভবতো বর্তমানস্য ভোক্তৃত্বস্যেত্যর্থঃ। তত্ত্বেনেতি। সংবেদনরূপত্বেন গুণবিরোধিত্বাদিত্যর্থঃ। তৎ ভোক্তৃত্বম্। তক্ষেতি। স্বেচ্ছানুসারেণ তক্ষা কদাচিৎ করোতি ন করোতি চ স্ববেশ্মন্যক্লেশাং নির্বৃতিং চ লভতে তদ্বৎ জীবোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

স্মৃতিবিভ্রষ্ট কর্তা তামস, ও মদপাশ্রয় কর্তা নির্গুণ।' শুদ্ধ পুরুষেরই ভোক্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—'পুরুষই সুখদুঃখভোগের হেতু।' গুণসঙ্গে বর্তমান জীবের সংবেদনরূপত্ব প্রযুক্ত চিদ্রূপ পুরুষেরই প্রাধান্য; গুণের প্রাধান্য নাই। কারণ, জীবের সংবেদনরূপত্ব হেতু গুণবিরোধিত্বই দেখা যায়। স্বরূপসংবেদনসুখাদিতে জীবের ভোক্তৃত্ব সুসিদ্ধই আছে। জীব নিজেই নিজের প্রকাশক। অতএব জীবের জ্ঞানরূপত্ব সত্ত্বে জ্ঞাতৃস্বরূপত্বই সঙ্গত হইতেছে। "এষ হি দ্রষ্টা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও উক্ত মতের পোষকতা করিতেছে। সূত্রধরের দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে এবং তদ্বিষয়ে নৈরত্যও নিরস্ত হইতেছে ॥ ৩৮ ॥

শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ স্বায়ত্তং তৎ। স্ববুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তিতুং নিবর্ত্তিতুঞ্চ শক্তো হি নিযোজ্যো দৃশ্যতে। তত্রাহ।

পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ॥ ৩৯॥

তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। তৎকর্ত্তৃত্বং জীবস্য পরাৎ পরেশাদেব হেতোঃ প্রবর্ত্ততে। কুতঃ তচ্ছ্রুতেঃ। অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তীত্যাদৌ তথা শ্রবণাৎ॥ ৩৯॥

অথেতি। কর্ত্তৃত্বং জীবস্যাস্ত তৎপুনরীশ্বরাধীনং মাস্তিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। বিধিবাক্যাৎ জীবঃ স্বাধীনঃ করোতি অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ তু পরাধীনঃ করোতীতি চ প্রতীয়তে। তদনয়োর্বিরোধো ন বেতি সন্দেহেঽর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে বিধিবাক্যেঽপ্যন্তর্য্যামিপ্রেরণায়া বিবক্ষিতত্বাদবিরোধ ইত্যেতমর্থং হৃদি কৃত্বা ন্যায়মাহাথ তত্রৈবেত্যাদি। তত্রৈব জীবকর্ত্তৃত্বে বিষয়ে স্বায়ত্তং তদিতি তৎ কর্ত্তৃত্বং জীবস্য স্বায়ত্তং তস্য করণাধিপত্বাৎ। তদেব দর্শয়তি স্ববুদ্ধ্যেতি। ন তু কাষ্ঠপাষাণসদৃশঃ শাস্ত্রেণ নিযোজ্য ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরায়ত্তে তু কর্ত্তৃত্বে বিধিনিষেধস্থানে তস্যৈবাভিষিক্তত্বাপত্তিরিত্যেবমাক্ষেপে তত্রাহেতি॥　পরাত্ত্বিতি। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ॥ ৩৯॥

অনন্তর উক্ত বিষয়ে অপর একটি বিচার উত্থাপন করিতেছেন। জীবের ঐ কর্ত্তৃত্ব স্বায়ত্ত কি পরায়ত্ত? এইরূপ সংশয়ে—'স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিবে;' 'ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না,' ইত্যাদি বিধিনিষেধ শাস্ত্র হইতে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বায়ত্ত বলিয়াই বোধ হয়। যিনি নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত ও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন, তাঁহাকেই কর্ম্মে নিয়োগ করিতে দেখা যায়। এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ স্থির হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন;—

শ্রুতিপ্রমাণ-সদ্ভাব হেতু জীবের কর্ত্তৃত্ব পরায়ত্তই জানিতে হইবে।

তুশব্দ শঙ্কাচ্ছেদের নিমিত্ত। জীবের কর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরায়ত্ত। কারণ, পরমেশ্বরই জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করেন; ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকল ঐরূপই উপদেশ করিয়া থাকেন॥ ৩৯॥

স্যাদেতৎ। পরেশায়ত্তে কর্তৃত্বে বিধিনিষেধশাস্ত্রবৈয়র্থ্যং স্যাৎ। স্বধিয়া প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশক্তস্য শাস্ত্রবিনিযোজ্যত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ।

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥৪০॥

তুশব্দাৎ শঙ্কা নিরস্যতে। জীবেন কৃতং ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণং প্রযত্নমপেক্ষ্য পরেশস্তং কারয়ত্যতো নোক্তদোষাবতারঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মবৈষম্যাদেব বিষমাণি ফলানি পর্জন্যবন্নিমিত্তমাত্রঃ সমর্পয়তি যথাসাধারণস্ববীজোৎপন্নস্য তরুলতাদেঃ পর্জন্যঃ সাধারণো হেতুঃ। ন হ্যসতি বারিদে তস্য রসপুষ্পাদিবৈষম্যং সম্ভবেৎ। নাপ্যসতি বীজে। তদেবং তৎকর্ম্মাপেক্ষঃ শুভাশুভান্যর্পয়তীতি শ্লিষ্টম্। তথাচ কর্ত্তাপি পরপ্রেরিতঃ করোতীতি

স্যাদেতদিতি। স্বধিয়েতি। ন তু কাষ্ঠাদিবৎ কৃতিশূন্যস্যেত্যর্থঃ

পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন যে, জীবের কর্তৃত্ব যদি পরমেশ্বরের আয়ত্তাধীন হয়, তাহা হইলে, বিধিনিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কারণ, নিজ ইচ্ছানুসারে প্রবৃত্তিনিবৃত্তিসমর্থ ব্যক্তির পক্ষেই শাস্ত্রের শাসন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন ;—

বিধি ও নিষেধের অবৈয়র্থ্যাদি হইতে কৃতপ্রযত্নাপেক্ষ পরমেশ্বরের অধীনেই জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়।

তুশব্দ শঙ্কার নিরাসার্থ। জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণ প্রযত্ন অপেক্ষা করিয়াই পরমেশ্বর তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। অতএব উক্ত দোষের অবতার হইতেছে না। পরমেশ্বর মেঘের ন্যায় নিমিত্তমাত্র হইয়া জীবগণকে ধর্ম্মাধর্ম্মসমুত্থ বৈষম্য বশত বিষম ফল প্রদান করেন। মেঘ যেরূপ অসাধারণ স্বীয় বীজ হইতে উৎপন্ন তরুলতাদির সাধারণ কারণ হয়,—মেঘ না থাকিলে উহাদের রসপুষ্পাদির বৈষম্য সম্ভব হয় না, এবং বীজ না থাকিলেও উহারা উৎপন্ন হইতে পারে না—তদ্রূপ পরমেশ্বরও জীবকৃত কর্ম্মানুসারেই নিমিত্ত-

কর্ত্তৃত্বং জীবস্য ন নিবার্য্যতে। এবং কুতস্তত্রাহ বিহিতেতি। আদিনা নিগ্রহানুগ্রহবৈষম্যাদিপরিহারোপপত্তিগ্রহঃ। এবং হি বিধ্যাদিশাস্ত্রস্য বৈয়র্থং ন স্যাৎ। যদি বিধৌ নিষেধে চ পরেশ এব কাষ্ঠলোষ্ট্রতুল্যং জীবং নিযুঞ্জ্যাৎ তর্হি তস্য বাক্যস্য প্রামাণ্যং হীয়েত কৃতিমতো নিযোজ্যত্বাৎ। উন্নিনীষয়া সাধুকর্ম্মণি প্রবর্ত্তনমনুগ্রহঃ অধো নিনীষয়া অসাধুকর্ম্মণি প্রবর্ত্তনং তু নিগ্রহঃ। তৌ চৈতৌ জীবস্য তথাত্বেনোপপদ্যেতে বৈষম্যাদিদোষপরিহারশ্চ ন স্যাৎ। তস্মাৎ জীবঃ প্রযোজ্যকর্ত্তা পরেশস্তু হেতুকর্ত্তা তদনুমতিমন্তরাসৌ কর্ত্তুং ন শক্নোতীতি সর্ব্বমবদাতম্॥ ৪০॥

সমাধত্তে কৃতপ্রযত্নেতি। তস্য তরুলতাদেঃ। তৎকর্ম্মাপেক্ষো জীবকর্ম্মানুসারী। তথাচেতি। করণাধিপত্বাৎ কর্ত্তাপীত্যর্থঃ। তস্য বিধ্যাদিশাস্ত্রস্য। তথাত্বে কাষ্ঠাদিবৎ কৃতিশূন্যত্বে। বৈষম্যাদীতি। যদি জীবকর্ম্মাপেক্ষী ঈশ্বরো

স্বরূপে তাহাদিগকে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। জীবরূপ কর্ত্তাও পরমেশ্বর-প্রেরিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন বলিয়া তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নিবারিত হইল না। এরূপ ঘটনা হয় কেন?—তদুত্তরে বলিতেছেন—বিধি-নিষেধেরও অবৈয়র্থ্যাদি বশতই এইরূপ হইয়া থাকে। ইহাতে বিধিশাস্ত্র বা নিষেধশাস্ত্রও ব্যর্থ হইতেছে না। পরমেশ্বর যদি বিধিতে বা নিষেধে কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় জীবকে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে, ঐ সকল শাস্ত্রের প্রামাণ্যের হানি হয়। নিযোজ্যকর্ত্তারও কৃতিত্ব থাকা চাই। উন্নতির জন্য সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তনের নাম অনুগ্রহ এবং অবনতির নিমিত্ত অসৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তনের নামই নিগ্রহ। পরমেশ্বরের নিমিত্তকর্ত্তৃত্বে উহা সম্ভব হয়, অন্যথা উহা সম্ভব হয় না এবং বৈষম্যাদি-দোষেরও পরিহার হয় না। অতএব জীব প্রযোজ্যকর্ত্তা এবং পরমেশ্বর হেতু-কর্ত্তা অর্থাৎ প্রযোজক কর্ত্তা। পরমেশ্বরের অনুমোদন ব্যতিরেকে জীবের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। এইরূপে সকলই নির্দোষ হইল॥ ৪০॥

পূর্ব্বার্থস্থেম্নে জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বমুচ্যতে। দ্বা সুপর্ণে-ত্যাদীনি বাক্যানি শ্রূয়ন্তে। তত্রৈক ঈশো দ্বিতীয়স্তু জীব ইতি প্রতীয়তে। ইহ সংশয়ঃ। কিমীশ এব মায়য়া পরিচ্ছিন্নো জীবঃ কিংবা রবেরংশুরিব তদ্ভিন্নস্তৎসম্বন্ধাপেক্ষী তস্যাংশ ইতি। কিং প্রাপ্তং মায়য়া পরিচ্ছিন্ন ঈশ এব জীব ইতি। ঘট-সংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপম ইত্যথর্ব্বশ্রুতেঃ। এবঞ্চ তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যান্যনুগৃহীতানি স্যুঃ। এবং প্রাপ্তে পঠতি।

ন স্যাদিত্যর্থঃ। হেতুকর্ত্তা প্রযোজকঃ। তদন্বিতি। ঈশেচ্ছাং বিনা জীবঃ কিঞ্চিদপি কর্ত্তুং নালমিত্যর্থঃ॥ ৪০॥

পূর্ব্বার্থস্থেম্নে ইত্যাদিবিধ্যাদিবাক্যে ব্রহ্মপ্রের্য্যতাং জীবস্য বিবক্ষিত্বা তস্য কর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মায়ত্তং যথা স্বীকৃতং তথাভেদবাক্যেঽংশাংশিবাক্যে চ ভেদ-মংশাংশিভাবং চৌপাধিকং বিবক্ষিত্বা ব্রহ্মাত্মকত্বমেব তস্য স্বীকার্য্যমিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। ভেদাভেদবাক্যয়োরর্থভেদাদ্বিরোধে দ্বয়োঃ শ্রুতিত্বে-নাদরণীয়ত্বাদংশাংশিভাবাভ্যুপগমেন বিরোধো ভাবীত্যভিপ্রায়েণ ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ। পূর্ব্বার্থো জীবো ব্রহ্মাধীনঃ করোতীত্যেবংরূপস্তস্য স্থেম্নে দার্ঢ্যা-য়েত্যর্থঃ। ঘটসংবৃতমিতি। নীয়মানে স্থানান্তরং প্রাপ্যমাণে ইত্যর্থঃ। শ্রুত্যন্তরং চাত্রাস্তি। ঘটে ভিন্নে যথাকাশঃ আকাশঃ স্যাৎ যথা পুরা। এবং দেহে মৃতে

পূর্ব্বার্থের দার্ঢ্যার্থ জীবের ব্রহ্মাংশত্ব উক্ত হইতেছে। "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিতে এক ঈশ্বর ও দ্বিতীয় জীব, অর্থাৎ জীবব্রহ্মের দ্বৈত, ইহাই প্রতীত হয়। তদ্বিষয়ে সংশয় এই যে, মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরই জীব, অথবা রবির অংশুর ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথচ তৎসম্বন্ধাপেক্ষী তদংশই জীব? অথর্ব্ব শ্রুতিতে পঠিত হয়, 'জীব আকাশোপম; ঘটাদির স্থানান্তর প্রাপ্তিতে যেরূপ আকাশের অবস্থান্তর হয় না, জীবেরও তদ্রূপ।' তদনুসারে মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব, এইরূপ প্রতীতি হয়। এইরূপে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য

অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্ব-মধীয়ত একে ॥ ৪১ ॥

পরেশস্যাংশো জীবঃ অংশুরিবাংশুমতঃ তদ্ভিন্নস্তদনু-যায়ী তৎসম্বন্ধাপেক্ষীত্যর্থঃ। কুতঃ নানেতি। উদ্ভবঃ সম্ভবো দিব্যো দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্‌গতির্নারায়ণ ইতি সুবালশ্রুতৌ গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদিত্যাদিস্মৃতৌ চ স্রষ্টৃসৃজ্যত্বনিয়ন্তৃনিয়ম্য-

---

জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদেতি। এবঞ্চেতি। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈরীশ্বরজীবয়ো-রভেদো বোধ্যতে। স কিল তয়োর্ভেদে মায়োপাধিকৃতে সত্যেব সিদ্ধ্যেৎ। যথা ঘটকরককৃতে নভোভেদে সতি ঘটাদিনাশে সিদ্ধ এব নভোঽভেদস্তদ্বদিতি তদ্বাক্যানুগ্রহো ভবতীত্যর্থঃ।

এবমাক্ষেপে পঠতি অংশ ইতি। অত্রাংশশব্দেনোপসর্জ্জনীভূতোঽর্থো গ্রাহ্যস্তথৈবোপপত্ত্যা ব্যাখ্যানাৎ। ব্যাখ্যান্তরে তু একবস্ত্বেকদেশত্বমংশত্বং ব্যক্তীভবিষ্যতি। পরেশস্যেতি। অংশুমতো রবেঃ তদনুযায়ী তদনুগতঃ তৎ-সম্বন্ধং তৎসেবকতামপেক্ষত ইতি তদ্দাস ইত্যর্থঃ। উদ্ভব ইত্যাদি। উদ্ভব উৎপত্তিকরঃ। সম্ভবঃ প্রলয়করঃ। মাতা পালকঃ। পিতা শিক্ষকঃ। ভ্রাতা সহায়ী। নিবাসো ধারকঃ। শরণং রক্ষকঃ। সুহৃন্মিত্রম্। গতিরুপায়োপেয়-

---

সকল অনুগৃহীত হইতেছে; অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবের অভেদই বোধিত হই-তেছে। এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

নানা সম্বন্ধের ব্যপদেশ হেতু জীবকে অংশই বলিতে হয়। অন্যপ্রকারেও আথর্ব্বণিকেরা যে জীবের ব্রহ্মাত্মকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মেরই দাসকিতবাদি জীবভাব বলিয়া থাকেন, তাহাতেও অংশাংশিভাবই ব্যক্ত হয়।

অংশুমানের অংশুর ন্যায় জীব পরমেশ্বরেরই অংশ। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও তৎসম্বন্ধাপেক্ষী। কারণ, সুবাল শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 'এক নারায়ণ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, নিবাস, শরণ, ও সুহৃৎ প্রভৃতি সকলই। স্মৃতিতেও বলিয়া-ছেন, গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ ও সুহৃৎ, সকলই তিনি। ঐ সকল

ত্বাধারাধেয়ত্বস্বামিদাসত্বসখিত্বপ্রাপ্যপ্রাপ্তৃত্বাদিরূপনানাসম্বন্ধ-ব্যপদেশাৎ। অন্যথা অন্যয়া চ বিধয়া তদ্ব্যাপ্যতয়ৈনং জীবং তদাত্মকমেকে আথর্ব্বণিকা অপ্যধীয়ন্তে। ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবা ইতি। ন হ্যেতে ব্যপদেশাঃ স্বরূপাভেদে সংভবেয়ুঃ। ন হি স্বয়ং স্বস্য সৃজ্যাদির্ব্যাপ্যো বা। ন বা চৈতন্যঘনস্য দাসাদিভাবঃ। তথা সতি বৈরাগ্যোপদেশব্যাকোপাৎ। ন চেশস্য মায়য়া পরিচ্ছেদঃ তস্য তদবিষয়ত্বাৎ। ন চ টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণখণ্ডবৎ তচ্ছিন্নস্তৎখণ্ডো জীবঃ অচ্ছেদ্যত্বশাস্ত্রব্যাকোপাৎ বিকারাদ্যাপত্তেশ্চ। তস্মাৎ তৎ-

ভূত ইত্যর্থঃ। অন্যথেতি। ব্রহ্মব্যাপ্যতয়েত্যর্থঃ। ব্রহ্মদাসা ইতি। দাসাঃ কৈবর্ত্তাঃ দাসা ভৃত্যাঃ কিতবাঃ কপটিনো দ্যূতদেবিন ইত্যর্থঃ। ন বা চৈতন্যেতি। কুৎসিতেষু কৈবর্ত্তাদিষু বৈরাগ্যমুপদিশচ্ছাস্ত্রং পীড়িতং স্যাৎ যদি বিজ্ঞানঘনং শুদ্ধং ব্রহ্মৈব কৈবর্ত্তাদিরূপং ভবেদিত্যর্থঃ। তদবিষয়ত্বাৎ বস্তুতঃ পরিচ্ছেদাগোচরত্বাদিত্যর্থঃ। ন চেতি। টঙ্কঃ পাষাণদারণ ইত্যমরঃ। তচ্ছিন্নো মায়য়া দ্বৈধীভাবং লব্ধঃ। তৎখণ্ডঃ ব্রহ্মখণ্ডঃ। তস্মাদিতি। তত্বঞ্চেতি

শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে নানা সম্বন্ধের ব্যপদেশ হেতু জীবের ব্রহ্মসম্বন্ধাপেক্ষিত্ব নির্দ্ধারিত হইতেছে। ('তিলে যেরূপ তৈল থাকে, এবং দধিতে যেরূপ ঘৃত থাকে,' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর বাক্যানুসারে দাসাদি শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত জগতের ব্রহ্মাধীনবৃত্তিকত্বাদি হেতু দ্বারা ব্রহ্মরূপত্ব প্রযুক্ত) ব্রহ্মই দাসাদিরূপ জীব, এই কথা আথর্ব্বণিকেরা বলিয়া থাকেন। "ব্রহ্মদাসাঃ" ইত্যাদি বাক্যই তাঁহাদিগের মতের পোষক প্রমাণ। স্বরূপের অভেদে ঐরূপ ব্যপদেশ সম্ভব হয় না। কেহ কখন আপনি আপনার সৃজ্য বা ব্যাপ্য হইতে পারেন না। আবার চৈতন্যঘন বস্তুর স্বরূপত দাসাদিভাবও সম্ভব হয় না। তাহা হইলে, বৈরাগ্যোপদেশের ব্যর্থতা ঘটে। ঈশ্বরের মায়া দ্বারা পরিচ্ছেদও বলা যায় না, যেহেতু তিনি মায়ার অবিষয়। জীবকে টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মের বিচ্ছিন্ন অংশও বলা যায় না। কারণ,তাহা হইলে,আত্মার অচ্ছেদ্যত্ববোধক শাস্ত্র সকল মিথ্যা হইয়া পড়ে।

স্বজ্যত্বাদিসম্বন্ধবাংস্তদ্ভিন্নো জীবস্তদুপসর্জ্জনত্বাৎ তদংশ উচ্যতে। তত্ত্বঞ্চ তস্য তচ্ছক্তিত্বাৎ সিদ্ধম্। তচ্চ বিষ্ণুশক্তি-রিত্যাদৌ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরেতি স্মৃতেঃ। চন্দ্রমণ্ডলস্য শতাংশঃ শুক্রমণ্ডলমিত্যাদৌ দৃষ্টঞ্চৈতৎ। একবস্ত্বেকদেশত্ব-মংশত্বমিত্যপি ন তদতিক্রামতি। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু ব্রহ্মশক্তির্জীবো ব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতীতি তদুপস্বষ্টত্বং সুঘটম্। ঘটেত্যাদিবাক্যং তূপাধিহানৌ তয়োঃ সাযুজ্যং ব্রুবৎ সঙ্গতম্। তত্ত্বমসীত্যেতদপি পরস্য পূর্ব্বায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদি বোধয়তি পূর্ব্বোক্তশ্রুত্যাদিভ্যো ন ত্বন্যৎ।

তদুপসর্জ্জনত্বম্। তচ্চেতি তচ্ছক্তিকত্বম্। অংশশব্দস্যোপসর্জ্জনার্থত্বে প্রয়োগমাহ চন্দ্রমণ্ডলস্যেতি। ত্রিদণ্ডিনাং ব্যাখ্যামিহ দর্শয়তি একবস্ত্বিতি। ন তদিতি। তদুপ-সর্জ্জনত্বমংশত্বং নাতিক্রমতি নোল্লঙ্ঘয়তীত্যর্থঃ। উক্তং ব্যুৎপাদয়তি ব্রহ্মেতি। তদুপস্বষ্টত্বং ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্বমিত্যর্থঃ। ঘটসংবৃতমিত্যাদিশ্রুতেরর্থসঙ্গতিমাহ উপাধিহানাবিত্যাদিনা। তত্ত্বমসীতি। তদিতি পূর্ব্বং ত্বমিতি তু পরম্। তদ্ভাবে-নোপাদানাৎ পরস্য ত্বম্পদার্থস্য জীবস্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টতৎপদার্থপরমাত্মাধীনবৃত্তিকত্বং

এবং বিকারাদিরও আপত্তি হয়। অতএব ব্রহ্ম-স্বজ্যত্বাদি-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ব্রহ্মভিন্ন জীব, ইহাই স্থির হইতেছে। ব্রহ্মস্বজ্যত্ব প্রযুক্তই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা যায়। আবার জীব ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই তাঁহাকে তাঁহার স্বজ্য বলা হইয়া থাকে। জীব যে ব্রহ্মের শক্তি, তাহা, "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা" ইত্যাদি স্মৃতিতেই প্রসিদ্ধ আছে। স্বজ্যার্থে অংশ শব্দের প্রয়োগ, 'চন্দ্রমণ্ডলের শতাংশে শুক্রমণ্ডল,' ইত্যাদি বাক্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'বস্তুর একদেশই তাহার অংশ,' এই স্থলেও ঐ অর্থ লঙ্ঘিত হয় নাই। ব্রহ্ম একটি শক্তিসমন্বিত বস্তু। ব্রহ্মের শক্তিভূত জীব, তাঁহার একদেশ বলিয়াই অংশরূপে অভিহিত হয়। এইরূপে জীবের ব্রহ্মস্বষ্টত্ব উপপন্ন হইল। "ঘটসম্বৃতম্" ইত্যাদি বাক্য উপাধিহানিতেই সঙ্গত হইতেছে। কারণ, উক্ত বাক্য দ্বারা জীবব্রহ্মের সাযুজ্যই ব্যক্ত হইতেছে। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য সকলও জীবের ব্রহ্মায়ত্ত-

তস্মাৎ ঈশাৎ জীবস্যাস্তি ভেদঃ। স চ নিয়ন্তৃত্বনিয়ম্যত্ববিভুত্বাণুত্বাদিধর্ম্মকৃতত্বেন প্রত্যক্ষগোচরত্বান্নান্যথাসিদ্ধঃ ॥ ৪১ ॥

অথ বাচনিকমাহ।

মন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ৪২ ॥

পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানীতি মন্ত্রবর্ণোঽপি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বমাহ। অংশপাদশব্দৌ হ্যনর্থান্তরবাচকৌ। ইহ সর্ব্বা ভূতানীতি বহুত্বে শ্রৌতে সূত্রে অংশশব্দো জাত্যভিপ্রায়েণৈকবচনান্তো বোধ্যঃ। এবমন্যত্রাপি ॥ ৪২ ॥

অপি স্মর্য্যতে ॥ ৪৩ ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন ইতি শ্রীভগবতা ইহ সনাতনত্বোক্ত্যা জীবস্যৌপাধিকত্বং নিরস্তম্। তস্মাৎ

বোধয়তি ন ত্বভেদমিত্যর্থঃ। স চেতি ভেদঃ। নান্যথাসিদ্ধঃ লোকজ্ঞাততয়া ন সিদ্ধঃ কিন্তু শাস্ত্রৈকজ্ঞাততয়ৈবেত্যর্থঃ। শাস্ত্রেণৈব হি নিয়ম্যনিয়ামকত্বাদিনা স জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

মন্ত্রবর্ণাদিতি। সর্ব্বা ভূতানি সর্ব্বে জীবাঃ। অস্য ব্রহ্মণঃ। পাদোঽংশঃ ॥৪২॥

বৃত্তিকত্ব প্রভৃতি বোধ করাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যাদি হইতে ঐরূপই প্রতীতি হয়; কিন্তু জীবব্রহ্মের অভেদ কোনরূপেই বোধিত হয় না। অতএব জীবেশ্বরের ভেদই স্বীকার্য্য। ঐ ভেদ আবার নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়ম্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও শাস্ত্রগম্যত্ব প্রযুক্ত সত্যই জানিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

অনন্তর জীবের বাচনিক অংশত্ব প্রদর্শন করিতেছেন ;—

মন্ত্রবর্ণ হইতেই ঐ অংশত্ব পরিদৃষ্ট হয়।

"পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি" প্রভৃতি মন্ত্রবর্ণও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মন্ত্রোক্ত পাদ শব্দ অংশকেই বোধ করাইতেছে। উক্ত শব্দদ্বয় অর্থান্তরের বাচক নহে। এই নিমিত্তই শ্রৌত সূত্রে জাত্যভিপ্রায়ে অংশ শব্দের একবচনান্তত্ব উপদেশ করিয়াছেন। অন্যত্রও এইরূপই বুঝিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

তৎসম্বন্ধাপেক্ষী জীবস্তদংশ ইতি। তৎকর্ত্তৃত্বাদিকমপি তদায়ত্তম্। স্মৃতিশ্চ জীবস্বরূপং বিশিষ্যাহ। জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্। অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা। অহমর্থোঽব্যয়ঃ সাক্ষী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ। অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্যঃ অশোষ্যোঽক্ষর এব চ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ। মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা। দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচনেতি। এবমাদীত্যাদিপদাৎ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-স্বস্মৈস্বয়ংপ্রকাশত্বানি বোধ্যানি।

অপি স্মর্য্যত ইতি সূত্রেণ ভগবতেতি বৃত্তিপদং সংবন্ধ্যম্। অনুক্তান্ জীবধর্ম্মান্ ভাষ্যকৃৎ সংগৃহ্লাতি। স্মৃতিশ্চেতি পাদ্মমিতি বোধ্যম্। জ্ঞানাশ্রয় ইতি জ্ঞানঞ্চাসাবাশ্রয়শ্চেতি কর্ম্মধারয়াৎ জ্ঞানরূপো ধর্ম্মীত্যর্থঃ। তদেবাহ জ্ঞানগুণ ইতি। চেতনো দেহাদেশ্চেতয়িতা অহমর্থোঽস্মচ্ছব্দবাচ্যঃ শেষভূতোঽংশভূতঃ হরেরেব দাসভূতঃ। নন্বত্র সর্ব্বেষাং জীবানাং হরিদাসত্বং স্বরূপসিদ্ধং নির্ব্বিশেষঞ্চ প্রতীতম্। তত উপদেশসংস্কারয়োর্বৈয়র্থ্যমিতি চেন্মৈবমেতৎ তদ্-

---

স্মৃতিতেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব ব্যক্ত আছে। শ্রীভগবান গীতাতে বলিয়াছেন, 'এই ভূলোকে জীবভূত সনাতন বস্তু আমারই অংশ।' এই স্থলে জীবকে সনাতন বলাতে তাঁহার ঔপাধিকত্ব নিরস্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মসম্বন্ধাপেক্ষী ব্রহ্মাংশই জীব। জীবের কর্ত্তৃত্বাদিও ব্রহ্মায়ত্ত। স্মৃতিতেও জীবের স্বরূপ বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা,—'জীব জ্ঞানাশ্রয়, জ্ঞানগুণ এবং প্রকৃতির অতীত ও চেতন। তাঁহার জন্ম নাই, বিকারও নাই। তিনি একরূপ ও শরীরবিশিষ্ট। তিনি অণু, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল ও চিদানন্দাত্মক। তিনি অস্মচ্ছব্দবাচ্য, অব্যয়, সাক্ষী, ভিন্নরূপ ও সনাতন। তিনি অদাহ্য, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য ও অক্ষর। তিনি ইত্যাদিগুণযুক্ত ও ব্রহ্মের অংশভূত। মকার দ্বারা সদা পরবান ক্ষেত্রজ্ঞ জীব উক্ত হয়েন। তিনি শ্রীহরিরই দাসভূত, অন্যের নহেন। আদি পদ দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও স্বয়ং প্রকাশমানত্বাদি ব্যক্ত

প্রকাশঃ খলু গুণদ্রব্যভেদেন দ্বিভেদঃ। প্রথমঃ স্বাশ্রয়স্য স্ফূর্ত্তিঃ। দ্বিতীয়স্তু স্বপরস্ফূর্ত্তিহেতুর্বস্তুবিশেষঃ। স চাত্মৈব। দীপশ্চক্ষুঃ প্রকাশয়ন্ স্বরূপস্ফূর্ত্তিঞ্চ স্বয়মেব করোতি ন তু ঘটাদিপ্রকাশবৎ তদাদিসাপেক্ষঃ। তস্মাদয়ং স্বয়ং প্রকাশঃ। তথাপি স্বং প্রতি ন প্রকাশতে স্মস্মিন্ জাড্যাৎ। আত্মা তু স্বয়ং পরঞ্চ প্রকাশয়ন্ স্বং প্রতি প্রকাশতে। অতঃ স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ যদসৌ চিদ্রূপ ইতি ॥ ৪৩॥

প্রসঙ্গাদিদং বিচিন্ত্যতে। একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীতি শ্রীগোপালতাপন্যাং

দাস্যাভিব্যঞ্জকত্বেন তয়োরর্থবত্ত্বাৎ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ। ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানং সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানদণ্ডেনেতি। যস্য দেবে পরা ভক্তিরিত্যাদ্যা চ। স্মৃতিশ্চ যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না ইত্যাদ্যা। আদিপদগ্রাহ্যেষু কর্ত্তৃত্বাদিষু কর্ত্তৃত্বাদিদ্বয়ং প্রাক্ নির্ণীতম্। স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশত্বং ব্যুৎপাদয়তি প্রকাশঃ খল্বিত্যাদিনা। তদাদিসাপেক্ষো দীপাদ্যপেক্ষী ॥ ৪৩ ॥

হইয়া থাকে। গুণভেদে ও দ্রব্যভেদে প্রকাশ দ্বিবিধ। স্বাশ্রয়ের স্ফূর্ত্তি প্রথম প্রকাশ। এবং দ্বিতীয় প্রকাশ স্বপরস্ফূর্ত্তির হেতুভূত বস্তুবিশেষ। আত্মাই উক্ত বস্তু। দীপ চক্ষুকে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং স্বরূপের স্ফূর্ত্তি করিয়া থাকে। উহা ঘটাদি প্রকাশের ন্যায় প্রকাশকের অপেক্ষা করে না। অতএব দীপ স্বপ্রকাশ-স্বরূপ। তথাপি উহা আপনার জড়ত্বপ্রযুক্ত নিজের পক্ষে নিজে প্রকাশিত হয় না। কিন্তু আত্মা আপনাকে ও পরকে প্রকাশ করিয়া নিজের পক্ষেও প্রকাশিত হয়। উহা নিজের পক্ষেও স্বপ্রকাশ। আত্মার চিদ্রূপত্বই উহার কারণ ॥ ৪৩ ॥

প্রসঙ্গাধীন অপর একটি বিচার উত্থাপন করিতেছেন। গোপালতাপনীতে "একো বশী" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের একত্ব সত্ত্বেও বহুরূপত্ব উক্ত হইয়াছে।

পঠ্যতে। স্মৃতৌ চ একানেকস্বরূপায়েত্যাদি। অত্রাংশিরূপেণৈকোঽংশকলারূপেণ তু বহুধেত্যর্থঃ প্রতীয়তে। তত্র জীবাংশান্মৎস্যাদ্যংশস্য বিশেষোঽস্তি ন বেতি সংশয়ে অংশত্বাবিশেষাৎ নাস্তীতি প্রাপ্তে—

প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ॥ ৪৪॥

অংশশব্দিতত্বেঽপি পরো মৎস্যাদির্ন এবং জীববন্ন ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রকাশেতি। যথা তেজোঽংশো

প্রসঙ্গাদিত্যাদি। অংশপ্রসঙ্গাদপ্রকৃতবিষয়স্যাপি বিচারস্যোৎপত্তিঃ। উপসর্জ্জনত্বমেব জীবস্যাংশত্বং পূর্ব্বমুক্তং তদ্বন্মৎস্যাদ্যবতারস্যাপি তত্ত্বমেব তথাস্থিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। মৎস্যাদেরংশত্ববোধকং পূর্ণত্ববোধকঞ্চ বাক্যমস্তি। তয়োর্বিরোধো ন বেতি সংশয়ে অর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে মৎস্যাদ্যংশত্ববাক্যে সর্ব্বশক্ত্যনভিব্যঞ্জকত্বমেবাংশত্বমিতি ব্যাখ্যানাদবিরোধ ইত্যভিপ্রায়েণ ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ। এক ইতি। একঃ সর্ব্বমুখ্যঃ পরম ইত্যর্থঃ। বশী নিয়ন্তা। সর্ব্বগো বিভুঃ। ঈড্যোঽনন্তগুণত্বাৎ স্তবনীয়ঃ। একোঽপি সন্নেকত্বমজহদেব বহুধা পুরুষাবতারলীলাবতারাদিরূপেণাবভাতি বিদুষাং প্রতীতিগোচরো ভবতীত্যর্থঃ। স্মৃতৌ চেতি শ্রীবৈষ্ণবে চেত্যর্থঃ।

প্রকাশাদিবদিতি। স্ফুটার্থম্॥ ৪৪॥

স্মৃতিতেও বলিয়া থাকেন, 'তিনি এক হইয়াও অনেকরূপ,' ইত্যাদি। এই স্থলে অংশীরূপে এক এবং অংশকলারূপে বহু,' এই রূপই প্রতীতি হয়। তদ্বিষয়ে সংশয় এই যে, জীবরূপ অংশ হইতে মৎস্যাদিরূপ অবতারাংশ সকল ভিন্ন কি না? অংশত্বের অবিশেষ হেতু ভেদাভাবই প্রতীত হয়। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতেছেন;—

অংশ শব্দে অভিহিত হইলেও পর মৎস্যাদি অবতার প্রকাশাদির ন্যায় জীবের সদৃশ হইতে পারেন না।

মৎস্যাদি অবতার সকলকে যদিও অংশশব্দেই অভিধান করা হয়, কিন্তু তাঁহারা জীবের তুল্য হইতে পারেন না। প্রকাশাদিই উহার দৃষ্টান্ত। তেজের

রবিঃ খদ্যোতশ্চ তেজঃশব্দিতত্বেঽপি নৈকরূপ্যভাক্ যথা জলাংশঃ সুধামদ্যাদিশ্চ জলশব্দিতত্বেঽপি ন সাম্যং লভতে তদ্বৎ ॥ ৪৪ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ৪৫ ॥

স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎস্বরূপং যথা স্থিতিঃ। তদেব নাণুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ। বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎসামর্থ্যমাত্রযুগিতি। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিতা ইতি চ। অয়ং ভাবঃ। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যাদৌ কৃষ্ণাখ্যস্য বস্তুনঃ স্বয়ং রূপস্য যে মৎস্যাদয়োঽংশাঃ স্মৃতাঃ ন তে জীববৎ ততো ভিদ্যন্তে

স্মরন্তি চেতি মহাবারাহে ইতি বোধ্যম্। স্বভূতোঽংশঃ স্বাংশো মৎস্যাদিঃ স্বস্মাদ্বিভিন্নোঽংশস্তু জীবলক্ষণ ইত্যেবমংশশব্দার্থো দ্বিভেদঃ। নিত্যমগ্নি-হোত্রম্। নিত্যং ব্রহ্মেতিবল্লক্ষণভেদো বোধ্যঃ। অংশশব্দস্যার্থভেদাদেব তত্র বিশেষোঽস্তীত্যাহ অংশিনো যত্তিতি। অয়মিতি। এতে চেতি শ্রীভাগবতে।

অংশ রবি যেরূপ তেজঃশব্দে শব্দিত খদ্যোতের সদৃশ হইতে পারে না এবং জলাংশভূত সুধা ও মদ্যাদি যেরূপ জলশব্দে শব্দিত হইলেও পরস্পর সাম্য লাভ করিতে পারে না, মৎস্যাদি অবতারও তদ্রূপ জীবের তুল্য হইতে পারেন না ॥ ৪৪ ॥

স্মৃতিতেও ঐরূপই উক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

'অংশ দ্বিবিধ; স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। অংশীর যেরূপ সামর্থ্য, যাহা স্বরূপ, যে প্রকার স্থিতি, স্বাংশেরও তদ্রূপ। স্বাংশ হইতে অংশীর অণুমাত্র ভেদ নাই। কিন্তু বিভিন্নাংশ সকল অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তি। উহাদের সামর্থ্যও অত্যল্পমাত্র। স্বাংশ সকল সর্ব্বগুণপূর্ণ ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত।' তাৎপর্য্য এই—পুরুষাদি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তিনি স্বয়ং ভগবান। মৎস্যাদি শ্রীকৃষ্ণের অংশ সকল

তস্যৈব বৈদূর্য্যাদিবৎ তত্তদ্ভাবাবিষ্কারাৎ। সর্ব্বশক্তিব্যক্ত্য-ব্যক্তিসব্যপেক্ষো হি তত্তদ্ব্যপদেশঃ। যঃ কৃষ্ণঃ কৃৎস্নষাড়্গুণ্য-ব্যঞ্জকোঽংশী স এবাকৃৎস্নতদ্ব্যঞ্জকো দ্ব্যেকব্যঞ্জকো বাংশঃ কলা চেত্যুচ্যতে। যথৈকঃ কৃৎস্নষট্‌শাস্ত্রপ্রবক্তা সর্ব্ববিদুচ্যতে স এব ক্বচিদকৃৎস্নতদ্বক্তা দ্ব্যেকশাস্ত্রবক্তা চ সর্ব্ববিৎকল্পো-ঽল্পজ্ঞশ্চেতি। পুরুষবোধিন্যাদিশ্রুতা রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ো দশমাদিস্মৃতা গুণাশ্চ সর্ব্বাতিশয়িপ্রেমপূর্ণপরিকর-ত্বদ্রুহিণাদিবিদ্বত্তমবিস্মাপকবংশমাধুর্য্যস্বপর্য্যন্তসর্ব্ববিস্মাপক-রূপমাধুর্য্যনিরতিশয়কারুণ্যাদয়ো যশোদাস্তনন্ধয়ে কৃষ্ণ এব নিত্যাবির্ভূতাঃ সন্তি ন তু মৎস্যাদিত্বে সতীতি তস্যৈব

তত ইতি স্বয়ংরূপাৎ কৃষ্ণাদিত্যর্থঃ। অকৃৎস্নতদ্ব্যঞ্জক ইতি স্বনিষ্ঠং ষাড়্গুণ্যং কার্ৎস্ন্যেনাপ্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ। দ্ব্যেকেতি। ষণ্ণাং মধ্যে দ্বে একং বা কার্ৎস্ন্যেন প্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ। পুরুষবোধিনীতি। আদিনা ঋক্‌পরিশিষ্টং গ্রাহ্যম্। রাধাদ্যা ইতি। আদ্যশব্দেন চন্দ্রাবলী গ্রাহ্যা। তদাকর্ষকতাদিগুণসংহতিশ্চ শ্রীরাধায়াঃ

জীবের ন্যায় তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন। তিনি স্বয়ং বৈদূর্য্যমণির ন্যায় তত্ত-দ্ভাবের আবিষ্কার করিয়া থাকেন। সকল শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশেই ভেদ-ব্যপদেশ হইয়া থাকে। কৃৎস্নষাড়্গুণ্যব্যঞ্জক অংশী শ্রীকৃষ্ণই অকৃৎস্নষাড়্গুণ্য-ব্যঞ্জক মৎস্যাদি অবতার। দুই এক শক্তির ব্যঞ্জকই অংশ বা কলা রূপে উক্ত হয়েন। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তাকে যেরূপ সর্ব্ববিৎ এবং দুই এক শাস্ত্রবেত্তাকে সর্ব্ববিৎ-কল্প বা অল্পজ্ঞ বলা হয়, ভগবান এবং তদবতারাদিও তদ্রূপই জানিতে হইবে। পুরুষবোধিনী প্রভৃতি শ্রুতিতে যে শ্রীরাধাদি পূর্ণ শক্তি সকল অভিহিত হই-য়াছেন, তাঁহারা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধাদিতে উক্ত সেই সর্ব্বাতিশয়ি-প্রেমপূর্ণ-পরিকরত্ব, ব্রহ্মাদিবিদ্বত্তম-বিস্মাপন-বংশীমাধুর্য্য এবং স্বপর্য্যন্তসর্ব্ব-বিস্মাপকরূপমাধুর্য্য ও নিরতিশয়কারুণ্য প্রভৃতি গুণ সকল যশোদাস্তনন্ধয় শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বিরাজিত। তাঁহার মৎস্যাদি অবতারে ঐ সকল গুণ থাকে না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণেই ঐ সকল ভাবের আবিষ্কার হয়, মৎস্যাদি অবতারে তাহা

তত্তদ্ভাবাবিষ্কারান্ন মৎস্যাদের্জীববৎ তত্ত্বান্তরত্বং কিন্তু তদাত্মকত্বমেবেতি ॥ ৪৫ ॥

যুক্ত্যন্তরেণ বিশেষং দর্শয়তি।

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ ॥৪৬॥

সত্যপি ব্রহ্মাংশত্বেঽনাদ্যবিদ্যাবিজৃম্ভিতাৎ দেহসম্বন্ধাৎ জীবরূপস্যাংশস্য পরেশকৃতাবনুজ্ঞাপরিহারৌ শ্রূয়েতে নৈবং মৎস্যাদিরূপস্য। কিন্তু দেহসম্বন্ধরাহিত্যং সাক্ষাৎ পরেশত্বঞ্চ তস্য শ্রূয়তে অতো মহান্ বিশেষঃ। অনুজ্ঞানুমতিঃ সাধ্বসাধুকর্ম্মপ্রেরণেতি যাবৎ। এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তীত্যাদি-

---

পূর্ণত্বং সর্ব্বলক্ষ্ম্যংশিত্বাৎ তৎসংহতেরংশিত্বঞ্চ তত্তদংশিত্বাদিতি বোধ্যম্। তদেতৎ কামাধিকরণভাষ্যসূক্ষ্মে ভাষ্যপীঠকে চ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৫ ॥

নন্থ তত্র তত্রাংশশব্দস্যার্থভেদঃ কথং শ্রদ্ধেয়স্তত্রাহ যুক্ত্যন্তরেণেতি। পরেশকৃতানুজ্ঞাপরিহারকত্বং তদ্বিরহশ্চাত্র যুক্ত্যন্তরম্। তেনাংশশব্দস্য তথা তথা ইত্যর্থঃ।

অনুজ্ঞেতি। সত্যপীতি। ব্রহ্মাংশত্বে উপসর্জ্জনীভূতশক্তিমদ্‌ব্রহ্মৈকদেশত্বে ইত্যর্থঃ। তস্যেতি মৎস্যাদেঃ। অনুজ্ঞানুমতিরিতি। ততঃ সাধ্বসাধুকর্ম্ম-

---

হয় না। অতএব মৎস্যাদি অবতার সকল জীবের ন্যায় তত্ত্বান্তর নহেন। তাঁহারা তদাত্মকই ॥ ৪৫ ॥

পুনর্ব্বার যুক্ত্যন্তর দ্বারা বিশেষ দেখাইতেছেন ;—

দেহসম্বন্ধ প্রযুক্ত জ্যোতি প্রভৃতির ন্যায় জীবের অনুজ্ঞা ও পরিহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাংশত্ব সত্ত্বেও অনাদি অবিদ্যা দ্বারা বিজৃম্ভিত জীবরূপ অংশের দেহসম্বন্ধ প্রযুক্ত পরেশকৃত অনুজ্ঞা ও পরিহার শ্রবণ করা যায়। মৎস্যাদি অবতারের কিন্তু সেরূপ শুনা যায় না। অধিকন্তু ঐ সকল অবতারের দেহসম্বন্ধরাহিত্য ও পরেশত্ব শ্রবণ করা যায়। অতএব জীবে ও মৎস্যাদি অবতারে মহান্ বিশেষ। অনুজ্ঞা শব্দে অনুমতি অর্থাৎ সাধু কর্ম্ম ও অসাধু কর্ম্মে প্রেরণা।

শ্রুতেঃ। পরিহারশ্চ ততো নির্বৃতির্মোক্ষ ইতি যাবৎ। তমেব বিদিত্বেত্যাদিশ্রুতেঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ জ্যোতিরিতি। জ্যোতিশ্চক্ষুস্তস্য যথা সূর্য্যাংশস্যাপি দেহসম্বন্ধাৎ নানাবিধত্বং তদনুগ্রাহ্যত্বং তৎপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ তদ্ধেতুকে এব নৈবং খস্থস্য সূর্য্যাংশস্যাপি তৎপ্রকাশস্য তস্য সূর্য্যাত্মকত্বাৎ তদ্বৎ ॥৪৬॥

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ৪৭ ॥

জীবস্যাসন্ততেরপূর্ণত্বাদব্যতিকরঃ। পূর্ণেন মৎস্যাদিনা সাম্যং নেত্যর্থঃ। বালাগ্রশতভাগস্যেত্যাদ্যা শ্রুতির্জীবস্যাপূর্ত্তিমাহ। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদমিত্যাদ্যা তু মৎস্যাদেঃ পূর্ত্তিম্ ॥ ৪৭ ॥

হেতুং দূষয়তি।

আভাস এব চ ॥ ৪৮ ॥

প্রেরণাৎ। জ্যোতিশ্চক্ষুরিত্যাদি। চক্ষুরত্র তদ্রশ্মিপরমাণুঃ খস্থঃ প্রকাশস্তু তদনুচ্ছবিরবিমণ্ডল ইতি বোধ্যম্। তদ্ধেতুকে সূর্য্যহেতুকে ॥ ৪৬ ॥

তত্রৈব যুক্ত্যন্তরং পুনরাহাসন্ততেরিতি ॥ ৪৭ ॥

পরিহার শব্দে ঐ সকল হইতে নিবৃত্তি বা মুক্তি। "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি," ইত্যাদি শ্রুতি হইতেই ঐ অর্থ স্থির হয়। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা ;—জ্যোতিঃ পদার্থ চক্ষু যেরূপ সূর্য্যাংশ হইলেও দেহসম্বন্ধ প্রযুক্ত নানাবিধ ও তদনুগ্রাহ্য হয়, অর্থাৎ চক্ষুর প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি যেরূপ সূর্য্যকেই অপেক্ষা করে ; কিন্তু আকাশস্থ সূর্য্যাংশভূত সূর্য্যপ্রকাশ সূর্য্যাত্মক বলিয়া তাহার অপেক্ষা করে না, জীব ও মৎস্যাদি অবতার সকলেরও তদ্রূপই ভেদ জানিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥

অপূর্ণত্বও ঐ অসাম্যের অপর একটি কারণ। জীব সকল অপূর্ণ বলিয়াও পূর্ণ মৎস্যাদি অবতারের সহিত উহাদের সাম্য হয় না। "বালাগ্রশতভাগস্য" প্রভৃতি শ্রুতি সকলই জীবের অপূর্ণত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্" প্রভৃতি শ্রুতি সকল মৎস্যাদি অবতারের পূর্ণত্বই ব্যক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর উক্ত পক্ষের হেতুতে দোষারোপ করিতেছেন ;—

পূর্ব্বোক্ত হেতু, হেতু নহে ; হেত্বাভাসমাত্র।

অংশশব্দিতত্বাবিশেষাদিতি যো হেতুর্মৎস্যাদ্যংশস্য জীবাংশেন সাম্যং বোধয়িতুমুপন্যস্তঃ স ত্বাভাস এব সৎপ্রতি-পক্ষাখ্যো হেত্বাভাস এব। বৈষম্যসাধকস্য পূর্ত্ত্যাদের্হেত্বন্তরস্য সত্ত্বাৎ। চকারো দৃষ্টান্তসূচনায়। ন হি দ্রব্যত্বেন পৃথিবী-নভসোঃ সাম্যপারম্যং সাধনীয়ম্। ন বা পদার্থত্বেন ভাবা-ভাবয়োস্তৎ। তথাচ মৎস্যাদাবসর্ব্বব্যঞ্জকত্বং জীবে তু তদুপ-সর্জ্জনত্বমংশত্বমিতি ॥ ৪৮ ॥

এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতং চিন্তয়তি। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি

আভাস ইতি। সৎপ্রতিপক্ষেতি। সাধ্যাভাবসাধকহেত্বন্তরং যস্যাস্তি স সৎপ্রতিপক্ষ ইত্যর্থঃ। যথা শব্দোঽনিত্যঃ কার্য্যত্বাদ্ ঘটবদিত্যস্য শব্দো নিত্যঃ শ্রাবণত্বাচ্ছব্দত্ববদিতি প্রতিপক্ষো হেতুরস্তি তথেহ মৎস্যাদিরনীশোঽংশত্বাৎ জীববদিত্যস্য মৎস্যাদিরীশঃ পূর্ণত্বাৎ সহস্রশীর্ষবদিতি প্রতিপক্ষো হেতুর্মৃগ্যঃ। তথাচেত্যাদি। মৎস্যাদেরংশত্বমনভিব্যঞ্জিতসর্ব্বশক্তিত্বং পূর্ত্তিশ্রবণাৎ। জীবস্যাংশত্বমুপসর্জ্জনীভূতব্রহ্মৈকদেশত্বমণুত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

জীব ও মৎস্যাদি অবতার উভয়েই অংশ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, অতএব তদুভয়ের সাম্যই বলা হউক, এইটি বুঝাইবার নিমিত্ত "অংশশব্দিতত্বাবিশেষাৎ" এই যে হেতু উপন্যস্ত হইয়াছে, উহা হেতু নহে; সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাসই। কারণ, বৈষম্যসাধক পূর্ণত্ব প্রভৃতি হেত্বন্তরই বিদ্যমান রহিয়াছে। তুল্যবল বিরোধিহেতুদ্বয় এক পক্ষে থাকিলেই সৎপ্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাস ঘটে। সূত্রস্থ চকার দৃষ্টান্তের সূচনার্থ। দ্রব্যত্ব হেতু দ্বারা পৃথিবী ও আকাশের সাম্য সাধন করা যাইতে পারে না। আবার পদার্থত্ব হেতু দ্বারাও তৎসাধন সম্ভব হয় না। যেহেতু পদার্থত্ব ভাব ও অভাব উভয় পদার্থেই দেখা যায়। মৎস্যাদি অবতারে অসর্ব্বশক্তিব্যঞ্জকত্ব এবং জীবে ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্ব ও অংশত্ব সিদ্ধ হইল॥৪৮॥

এই প্রকারে প্রাসঙ্গিক বিষয় সমাপন করিয়া প্রকৃত চিন্তা করিতেছেন। কাঠকাদি শ্রুতিতে "নিত্যো নিত্যানাম্" ইত্যাদি বাক্য পঠিত হয়। ঐ স্থলে

কামানিত্যাদীনি বাক্যানি কাঠকাদিষু শ্রূয়ন্তে। তত্র নিত্য-চেতনতয়া প্রতীতা বহবো জীবাঃ সাম্যভাজো ন বেতি সন্দেহে বিশেষাপ্রতীতেঃ সাম্যভাজ ইতি প্রাপ্তে—

অদৃষ্টানিয়মাৎ॥ ৪৯॥

মণ্ডূকপ্লুত্যা নেত্যনুবর্ত্ততে। নৈব তে সাম্যভাজঃ। কুতঃ স্বরূপসাম্যেঽপি তদদৃষ্টানামনিয়মাৎ নানাবিধত্বাৎ। অদৃষ্টং ত্বনাদি॥ ৪৯॥

নন্বিচ্ছাদ্বেষাদিভির্বৈষম্যং স্যান্নেত্যাহ।

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্॥ ৫০॥

অস্য ন্যায়স্য প্রাসঙ্গিকত্বাৎ ব্যবহিতয়োরপি পূর্ব্বোত্তরন্যায়য়োঃ সঙ্গতিঃ স্যাৎ। প্রাগ্‌যথা জীবানাং ব্রহ্মোপসর্জ্জনাণুদ্রব্যত্বে তারতম্যং নাস্তি তথা ফলতারতম্যমপি তেষাং ন স্যাদিতি দৃষ্টান্তরূপা সা বোধ্যা। ঐহিকামুষ্মিক-ফলতারতম্যবচাংসি শ্রূয়ন্তে। তেষাং বিরোধোঽস্তি ন বেতি সন্দেহে অর্থ-ভেদাদস্তীতি প্রাপ্তে একব্যক্তাবেবৈকদৈব তেষাং বিরোধো ন তু ব্যক্তিভেদে কালভেদে বেতি ব্যবস্থাপনাদবিরোধ ইত্যেতমর্থং হৃদি নিধায় ন্যায়ং প্রবর্ত্তয়তি এবমিত্যাদিনা। নিত্য ইতি। যো হরির্নিত্যশ্চেতন একো নিত্যানাং চেতনানাং বহূনাং জীবানাং কামান্ বাঞ্ছিতানি বিদধাতি পূরয়তীত্যর্থঃ।

অদৃষ্টেতি। তদদৃষ্টানুসারেণ তদুপাসনানুসারেণ চেতি বোধ্যম্॥ ৪৯॥

নিত্যচৈতন্য দ্বারা প্রতীত জীব সকল সমান কি সমান নয়, এইরূপ সংশয়ে, বিশেষের অপ্রতীতি নিবন্ধন জীব সকল সমান, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে, বলিতেছেন;—

অদৃষ্টের অনিয়ম বশত জীব সকলের পরস্পর সাম্য স্বীকার করা যায় না।

মণ্ডূকপ্লুতি দ্বারা ন অনুবর্ত্তিত হইবে। জীব সকল সমান নহে। কারণ, স্বরূপত সাম্য সত্ত্বেও অদৃষ্টের অনিয়ম হেতু জীব নানাবিধই হইয়া থাকে। ঐ অদৃষ্ট অনাদি॥ ৪৯॥

ইচ্ছাদ্বেষাদি দ্বারা বৈষম্য হউক, এরূপও বলা যায় না, ইহাই দেখাইতে-ছেন;—

তেষ্বপি বৈচিত্র্যহেতুতয়াঙ্গীকৃতেষ্বেবং হেত্বন্তরাপেক্ষাপত্তেস্তেঽপ্যদৃষ্টাদেবেত্যর্থঃ। চকারঃ প্রতিক্ষণবৈচিত্রীং সমুচ্চিনোতি ॥ ৫০ ॥

নন্বু স্বর্গভূম্যাদিপ্রদেশবৈশেষ্যাৎ বৈচিত্র্যং স্যান্নেত্যাহ।

প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥ ৫১ ॥

তৎপ্রাপ্তেরপ্যদৃষ্টাপেক্ষত্বেনাদৃষ্টান্তর্ভাবাৎ প্রদেশাদেকদেশস্থিতানামপি বৈচিত্রীদর্শনাচ্চ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

অভীতি। অভিসন্ধিরিচ্ছা। আদিনা বিদ্বেষাদি। তেঽপি ইচ্ছাদ্বেষাদয়ঃ॥৫০॥
প্রদেশাদিতি। তৎপ্রাপ্তেঃ স্বর্গভূম্যাদিলাভস্য ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে দ্বিতীয়াধ্যায়ভাষ্যস্য
তৃতীয়পাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

অভিসন্ধি প্রভৃতিতেও যখন অদৃষ্টেরই কারণতা দেখা যাইতেছে, তখন অদৃষ্টকেই বৈচিত্রীর কারণ বলিতে হইবে।

দ্বেষাদিকে বৈচিত্র্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহারাই যখন অদৃষ্টরূপ হেত্বন্তরের অপেক্ষা করিতেছে, তখন অদৃষ্টকেই একমাত্র বৈচিত্র্যের কারণ বলিতে হইবে। চকার দ্বারা প্রতিক্ষণবৈচিত্রী সমুচ্চিত হইতেছে ॥ ৫০ ॥

স্বর্গ ও পৃথিবী প্রভৃতি প্রদেশবিশেষও ঐ বৈচিত্রীর কারণ নহে, ইহাই, বলিতেছেন ;—

অন্তর্ভাব প্রযুক্ত প্রদেশকেও বৈচিত্রীর কারণ বলা সঙ্গত হয় না।

স্বর্গাদিলাভই যখন অদৃষ্টাপেক্ষ, তখন অদৃষ্টই মূল কারণ। বিশেষত প্রদেশ হইতে একদেশস্থিত ব্যক্তিরও বৈচিত্রী দর্শন করা যাইতেছে ॥ ৫১ ॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

চতুর্থপাদঃ।

ত্বজ্জাতাঃ কলিতোৎপাতা মৎপ্রাণাঃ সন্ত্যমিত্রভিৎ।
এতান্ শাধি তথা দেব যথা সৎপথগামিনঃ ॥ ০ ॥

ভূতবিষয়ঃ শ্রুতিবিরোধঃ পরিহৃতস্তৃতীয়পাদে। চতুর্থে তু প্রাণবিষয়ঃ স পরিহ্রিয়তে। গৌণমুখ্যভেদেন দ্বিবিধাঃ

অথৈকবিংশতিসূত্রকমেকাদশাধিকরণকং চতুর্থং পাদং ব্যাখ্যাতুং সন্মার্গ-প্রবৃত্তিবাঞ্ছারূপং মঙ্গলমাচরন্ পাদার্থং সূচয়তি তজ্জাতা ইতি। হে দেব প্রাণ-সৃষ্টিরূপক্রীড়াপরেতি। দুর্বৃত্তজিগীষো ইতি সর্ব্বারাধ্যেতি বার্থঃ। তজ্জাতা ভব-দুৎপন্না মৎপ্রাণাঃ কলিতোৎপাতাঃ সন্তঃ সন্তি বর্ত্তন্তে। মৎপ্রাণা মচ্চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি মন্নিশ্বসিতাদিবায়বশ্চ কলিতঃ কৃত উৎপাতো বিষয়েষূচ্চৈঃ পৃতনং যৈস্তে। তদ্বৈমুখ্যকরকুবিষয়প্রাবল্যেন ত্বৎপথান্মাং ভ্রংশয়ন্তীত্যর্থঃ। অতস্তান্ দুষ্টান্ ত্বং তথা শাধি শিক্ষয় যথা তে সৎপথগামিনস্ত্বৎপদপ্রবণাঃ স্যু-রিত্যর্থঃ। নিশ্বাসাদীনামুৎপাতিত্বং তাদৃগিন্দ্রিয়ধারকত্বাদিনা বোধ্যম্। হে অমিত্রভিৎ শত্রুতাপনেতি। তদীয়স্তু মে শত্রবস্তে ত্বয়া শাসনীয়া ইতি ভাবঃ। ইত্থঞ্চ প্রাণবিষয়া বিরুদ্ধাঃ শ্রুতয়োঽত্র পাদে সঙ্গমনীয়া ইতি সূচিতম্ ॥ ০ ॥

ভূতেত্যাদি। পূর্ব্বত্র প্রাণাদিধারণে স্বরূপেণৈব কর্ত্তারো জীবাস্তুল্যস্বরূপা অপি প্রাণেন্দ্রিয়োপকরণবন্তঃ কর্ম্ম চোপাসনঞ্চ কুর্ব্বাণাস্তয়োর্বৈবিধ্যাৎ তৎ-

---

ভগবন্! আমার এই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া বিষয়ে অত্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা আমাকে ত্বদ্বৈমুখ্যকর বিষয়-প্রাবল্য দ্বারা তোমার পথ হইতে বিভ্রষ্ট করিতেছে। তুমি ঐ দুষ্ট সকলকে এই-রূপ উপদেশ প্রদান কর, যাহাতে উহারা ত্বৎপদপ্রবণ হয় ॥ ০ ॥

তৃতীয় পাদে ভূত-বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। এই চতুর্থপাদে প্রাণ-বিষয়ক শ্রুতিবিরোধের পরিহার করা হইবে। গৌণ ও মুখ্য ভেদে প্রাণ

প্রাণাঃ। গৌণাশ্চক্ষুরাদীন্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি মুখ্যাস্তু প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চেতি। তেষু গৌণাঃ পরীক্ষ্যন্তে। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ ইত্যাদি শ্রূয়তে। কিমত্র জীববদিন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিরুত খাদিবদিতি সংশয়ে অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ তদাহুঃ কিং তদাসীদিতি ঋষয়ো বাব তে অসদাসীৎ তদাহুঃ কে তে ঋষয় ইতি প্রাণা বাব ঋষয় ইত্যত্র ঋষিপ্রাণশব্দিতানামিন্দ্রিয়াণাং সৃষ্টেঃ প্রাক্ সত্ত্বশ্রবণাৎ জীববদিতি প্রাপ্তে পঠতি।

ফলানি বিবিধানি ভজন্তীত্যুক্তম্। তৎপ্রসঙ্গাৎ কর্ত্রুপকরণানাং তেষাঞ্চ তদ্বিরোধপরিহারেণ নিরূপণমিতি পূর্ব্বোত্তরয়োর্ন্যায়য়োঃ প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ। প্রাণবাক্যবিরোধপরিহারেণ নিখিলপ্রাণপ্রবর্ত্তকে হরৌ তদ্বাক্যসমন্বয়দৃঢ়ীকরণাদধ্যায়সঙ্গতিঃ। পূর্ব্বপক্ষে বাক্যানাং মিথোবিরোধেনাপ্রামাণ্যাৎ সমন্বয়াসিদ্ধিঃ ফলং সিদ্ধান্তে তু তেষামবিরোধাৎ তৎসিদ্ধিস্তদিতি জ্ঞেয়ম্। নিখিলে পাদে প্রাণবাক্যবিরোধপরিহারাৎ পাদসঙ্গতিশ্চ বোধ্যা। ভূতানি খাদীনি ভূতাশ্চ। স্ফুটমন্যৎ। অসদ্বা ইতি বাক্যং প্রাণানুৎপত্তিপরম্ এতস্মাদিতি বাক্যং তু প্রাণোৎপত্তিপরম্ দৃষ্টম্। তদনয়োর্বিরোধসন্দেহে ভিন্নার্থত্বাদ্বিরোধে প্রাপ্তে অসদ্বা ইতিবাক্যে ব্রহ্মপরতয়া নীতে নাস্তি বিরোধ ইত্যভিপ্রায়েণাহ তেষ্বিত্যাদি।

দ্বিবিধ। চক্ষুঃ প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়ই গৌণ প্রাণ। এবং প্রাণাপানাদি পাঁচটি মুখ্য প্রাণ। তন্মধ্যে গৌণ প্রাণ পরীক্ষিত হইতেছে। 'ইহা হইতে প্রাণ, মন ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে,' এইরূপ শ্রুতি দেখা যায়। এস্থলে সংশয় এই যে, ইন্দ্রিয়বর্গের উৎপত্তি জীবের অথবা আকাশাদির ন্যায়? 'ইহা কি সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল?—ঋষিগণ বলিলেন, ইহা অসৎই ছিল। ঐ অসৎ কে?—ঋষিগণ। ঐ ঋষিগণ কে?—প্রাণ সকলই ঋষি। এস্থলে ঋষি ও প্রাণ শব্দ দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলই বোধিত হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সত্তাই শ্রবণ করা যায়। অতএব উহার উৎপত্তি জীবের ন্যায়ই বুঝিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন;—

তথা প্রাণাঃ ॥ ১ ॥

যথা খাদয়ঃ পরস্মাদুৎপদ্যন্তে তথা প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি চেত্যর্থঃ। প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চৈতস্মাৎ জায়ন্ত ইতি শ্রুতেশ্চ। ন চ জীবোৎপত্তিবদিন্দ্রিয়োৎপত্তির্ভবিতুমর্হতি জীবানাং চৈতন্যরূপাণাং ষড়্ভাববিকারাভাবাৎ। ক্বচিৎ তদুৎপত্তিশ্রুতির্গৌণী ইন্দ্রিয়াণান্তু প্রাকৃতত্বাৎ মুখ্যা সেতি। এবং সতি ঋষিপ্রাণশব্দাভ্যাং ব্রহ্মৈব তত্র গ্রাহ্যং তয়োঃ সার্ব্বজ্ঞ্যপ্রাণনাভিধায়িত্বাৎ ॥ ১ ॥

নন্বৃষয়ঃ প্রাণা ইতি বহুত্বানুপপত্তিস্তত্রাহ।

তথেতি। ষড়্ভাবেতি। জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি চেতি ভাববিকারাঃ ষট্ পঠিতা যাস্কেন। তে জীবানাং ন সন্তি তেষাং নিত্যচৈতন্যত্বাদিত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণান্ত্বিতি। প্রাকৃতত্বাদাহঙ্কারিকত্বাৎ। বাহ্যেন্দ্রিয়াণি রাজসাহঙ্কারকার্য্যাণি। অন্তরিন্দ্রিয়ং মনস্তু সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যমিত্যুক্তং প্রাক্। সেত্যুৎপত্তিশ্রুতিঃ ॥ ১ ॥

আকাশাদি যেরূপ পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন হয়, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলও তদ্রূপই উৎপন্ন হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্বেরই অবধারণ হইয়া থাকে। বিশেষত শ্রুতিতে মন ও ইন্দ্রিয় সকল ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়, এইরূপই উক্ত হইয়া থাকে। অতএব জীবের উৎপত্তির ন্যায় ইন্দ্রিয়বর্গের উৎপত্তি যুক্ত হয় না। জীব সকল চৈতন্যস্বরূপ। উহাদিগের ষড়্ভাববিকার দেখা যায় না। তবে যে কোথাও কোথাও জীবের উৎপত্তি শ্রবণ করা যায়, সে গৌণমাত্র। ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক বলিয়া উহাদিগের উৎপত্তি মুখ্যই জানিতে হইবে। এইরূপ হইলে, ঋষিশব্দ বা প্রাণশব্দ দ্বারা ব্রহ্মই গৃহীত হইতেছেন। কারণ, উক্ত শব্দদ্বয় দ্বারা সার্ব্বজ্ঞ্য প্রাণই অভিহিত হইয়াছেন ॥ ১ ॥

যদি বল, ঋষিশব্দ ও প্রাণশব্দ দ্বারা ব্রহ্মই বোধিত হইতেছেন বলিলে, তত্তৎশব্দের উত্তর যে বহুবচনের বিভক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার অনুপপত্তি হইতেছে, তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২ ॥

বহুত্বশ্রুতির্গৌণী কুতঃ স্বরূপনানাত্বাভাবেন বহ্বর্থাসম্ভবাৎ। তথাচ প্রকাশাভিপ্রায়ং তত্র বহুত্বং ভবিষ্যতি। এক এবাসৌ বৈদূর্য্যবদভিনেতৃনটবচ্চ বহুধাবভাসতে। একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্ একানেকস্বরূপায়েত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যশ্চ ॥ ২ ॥

তৎ প্রাক্ শ্রুতেশ্চ ॥ ৩ ॥

ন চ তদানীমনপীতাঃ কতিচিৎ পদার্থাঃ স্যুস্তৈর্ব্বহুত্বোপপত্তিরিতি শক্যং শঙ্কিতুং সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমেকত্বাবধারণশ্রবণাৎ। অতশ্চ সা গৌণীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নম্বসদ্বা ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মপরতয়া ব্যাখ্যাতে একস্মিন্ ব্রহ্মণি ঋষয়ঃ প্রাণা ইতি বহুবচনং কথমুপপদ্যেত তত্রাহ গৌণীতি। তত্রেতি ব্রহ্মণি। অসৌ পরমাত্মা হরিঃ ॥ ২ ॥

তদিতি। ন চেতি। তদানীং প্রলয়ে। অনপীতাঃ অলীনাঃ। একত্বেতি। যদ্যপি জীবাস্তদ্বিগ্রহাকৃতয়শ্চ নিত্যত্বাৎ তমঃশক্তিকহরৌ স্বাবস্থয়াজভৃঙ্গন্যায়েন প্রতিসর্গে স্থিতা ন তু খাদিবদ্বিনষ্টস্বাবস্থতয়া তথাপি তেষাং তাসাং চ তস্মাৎ পৃথগপ্রকাশাৎ ক্রোড়ীকৃতজীবাদিকস্যৈক্যাদেকত্বাবধারণং সিদ্ধম্। সা বহুত্বশ্রুতিঃ ॥ ৩ ॥

বহুত্ব-শ্রুতি গৌণী। কারণ, স্বরূপের নানাত্বের অভাব বশত বহ্বর্থই অসম্ভব হইতেছে। প্রকাশের অভিপ্রায়েই ব্রহ্মে বহুত্ব হইবে। একই ব্রহ্ম বৈদূর্য্যমণির ন্যায় এবং অভিনেতা নটের ন্যায় বহুধা বিভাত হইয়া থাকেন। শ্রুতিতে বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম এক হইয়াও বহুধা দৃশ্যমান হয়েন।' 'তিনি একরূপ হইয়াও অনেকরূপ।' এই প্রকার স্মৃতিও দেখা যায় ॥ ২ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিলীন অবস্থায় কতকগুলি পদার্থ থাকে এবং তদ্দ্বারাই বহুত্বের উপপত্তি হয়,এরূপও আশঙ্কা করা যায় না। কারণ তৎকালে একত্বাবধারণই শ্রবণ করা যায়। অতএব উক্ত শ্রুতি গৌণী ॥ ৩ ॥

প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বে যুক্তিমাহ।

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ৪ ॥

বাচঃ সূক্ষ্মশক্তিকব্রহ্মাণ্যবিষয়স্য নাম্নঃ প্রধানমহদাদি-সৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাৎ তদা নামরূপবতামভাবেন তদুপকরণানা-মিন্দ্রিয়াণামপ্যভাবাৎ প্রাণশব্দস্তত্র ব্রহ্মাভিধায়ীত্যর্থঃ। তদ্-বেদং তর্হীতি শ্রুতিঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং নামরূপিণামভাবমাহ। তস্মাদিন্দ্রিয়াণি খাদিবদুৎপন্নানীতি ॥ ৪ ॥

এবমিন্দ্রিয়বিষয়কং শ্রুতিবিরোধং নিরস্য তৎসংখ্যা-বিষয়কং তং নিরস্যতি। সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তা-

---

তৎপূর্ব্বকত্বাদিতি। তদা স্বর্গাৎ প্রাক্। নামেতি। তদ্বত্তাভাবেনেত্যর্থঃ ॥৪॥

অথেন্দ্রিয়সংখ্যানির্ণয়ায় প্রযতত এবমিত্যাদিনা। আশ্রয়াশ্রয়িভাবোঽত্র সঙ্গতিঃ। তত্র পূর্ব্বপক্ষিণো যদা পঞ্চেতি শ্রুত্যনুসারেণ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধি-মনসী চেতি সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে তথা রূপজ্ঞো ভবত্যেকীভবতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন বদতি ন শৃণুতে ন মনুতে ন স্পৃশতীত্যাহুরিতি শ্রুত্যনুসারাৎ তু তৎপঞ্চকং বাক্ চ মনশ্চেতি সপ্তৈবেতি। অস্যার্থঃ। যত্রোৎক্রান্তিদশায়াং চক্ষুরধিষ্ঠাতৃদেবঃ স চাক্ষুষশব্দবাচ্যঃ পুরুষো রূপাদিবিষয়ব্যাপ্তিং হিত্বাবর্ত্ততে তদায়মরূপজ্ঞো ভবতি হৃদয়ে চক্ষুরেকীভবতি পার্শ্বগাংশ্চ নায়ং পশ্যতীত্যাহুরিতি। এতদুভয়ার্থং সপ্ত

এক্ষণে প্রাণশব্দের ব্রহ্মপরত্বে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন ;—

বাক্য অর্থাৎ সূক্ষ্মশক্তিকব্রহ্মাণ্ডবিষয়ভূত নামের প্রধানমহদাদিসৃষ্টিপূর্ব্ব-কত্ব হেতু তৎকালে অরূপবৎ বস্তু সকলের অভাববশত তদুপকরণভূত ইন্দ্রিয়-বর্গেরও অভাব হয় বলিয়া প্রাণশব্দ ব্রহ্মাভিধায়ীই হইতেছে। "তদ্ বা ইদং তর্হি" এই শ্রুতি সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপের অভাব বলিতেছেন। অতএব ইন্দ্রিয় সকল আকাশাদির ন্যায় উৎপন্নই বলিতে হইবে ॥ ৪ ॥

এই প্রকারে ইন্দ্রিয়বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহার পূর্ব্বক তৎসংখ্যাবিষয়ক বিরোধের নিরাস করিতেছেন। 'সপ্ত প্রাণ উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে সপ্তার্চ্চি,

র্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ সপ্তেমে লোকা যেষু সঞ্চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতা সপ্ত সপ্তেতি মুণ্ডকে। দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশেতি চ বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে। তত্র সপ্তৈব প্রাণা উতৈকাদশেতি সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষমাহ।

সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৫ ॥

প্রাণাঃ সপ্তৈব। কুতঃ গতেঃ। সপ্তানামেব জীবেন সহ সঞ্চাররূপায়া গতেঃ শ্রবণাৎ। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং গতিমিতি

প্রাণা ইত্যনেন শ্রাবয়ন্তি যেষু সপ্তসু লোকেষু জীবেন সহ প্রাণাঃ সঞ্চরন্তি গচ্ছন্তি গুহাশয়া গোলকনিগূঢ়াঃ। সপ্ত সপ্তেতি প্রাণিভেদমাদায় বীপ্সা। সপ্তেত্যেতদষ্টকাদীনামুপলক্ষণম্। অষ্টৌ বৈ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহা ইতি ইন্দ্রিয়াণি গ্রহাঃ পুরুষপশুবন্ধকত্বাৎ বিষয়াস্তুতিগ্রহাঃ রাগাদ্যুৎপাদনদ্বারেণেন্দ্রিয়াকর্ষকত্বাৎ সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা দ্বাবর্বাঞ্চাবিতি। ক্বচিন্নব পঠ্যন্তে। দ্বে চক্ষুষী দ্বে শ্রোত্রে দ্বে নাসিকে একা বাগিতি সপ্ত দ্বাবর্বাঞ্চৌ বায়ুপস্থাবিতি নব বৈ পুরুষে প্রাণা নাভির্দশমীতি ক্বচিৎ পঠিতম্। এবং নানাবাক্যানি দৃষ্টানি। দশেমে ইতি তু সিদ্ধান্তবাক্যম্। দশ প্রাণা বাহ্যেন্দ্রিয়াণি। আত্মা ত্বন্তরিন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। এবমেতেষাং বাক্যানাং বিরোধোঽস্তি ন বেতি সংশয়ে অর্থভেদাদস্তীতি প্রাপ্তে—

একদেশিমতেনাহ সপ্তেতি। অত্র হেতুর্গতেরিত্যাদিঃ। জীবেন সহেত্যতো লোকান্তরেম্বিতি বোধ্যম্। অত্রৈবং কেচিদ্ব্যাচক্ষতে। সপ্তৈব প্রাণাঃ। কুতঃ

সমিধ, সপ্ত হোম ও এই সপ্ত লোক, যাহাতে গুহাশয় প্রাণ সকল সঞ্চরণ করে,' এই মুণ্ডক শ্রুতি এবং 'দশম পুরুষে প্রাণ সকল ও আত্মা একাদশ' এই বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতে প্রাণ সাতটি বা এগারটি, এইরূপ-সন্দেহে পরবর্ত্তী পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ;—

প্রাণ সাতটি। কারণ, সাতটি প্রাণেরই জীবের সহিত সঞ্চাররূপ গতি শ্রবণ করা যায়। 'যখন পাঁচটি জ্ঞান ও বুদ্ধি মনের সহিত চেষ্টা করে না, সেই

কাঠকে যোগদশায়াং জ্ঞানানীতি বিশেষিতত্বাচ্চ। শ্রোত্রাদি-পঞ্চকবুদ্ধিমনাংসি সপ্তৈব জীবস্যেন্দ্রিয়াণি ভবন্তি। যানি তু বাক্‌পাণ্যাদীনি শ্রূয়ন্তে তেষাং জীবেন সহ গত্যশ্রবণা-দীষদুপকারমাত্রেণেন্দ্রিয়ত্বভণিতির্গৌণীতি ॥ ৫ ॥

এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি।

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥ ৬ ॥

তুশব্দশ্চোদ্যনিরাসার্থঃ। হস্তাদয়ঃ সপ্তাতিরিক্তাঃ প্রাণা মন্তব্যাঃ। কুতঃ জীবে দেহস্থিতে তেষামপি তদ্ভোগ-

---

গতেঃ। শ্রুতৌ তেষাং সপ্তত্বাবগমাৎ বিশেষিতত্বাচ্চ। সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা ইতি শিরোগতসপ্তচ্ছিদ্রনিষ্ঠত্বেন বিশেষণাচ্চেতি ॥ ৫ ॥

এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমাহ। হস্তাদয়স্তিতি। নমু বাগাদীনাং জীবেন সহ লোকান্তরেষু গতেরশ্রবণাৎ তেষাং গৌণমিন্দ্রিয়ত্বমিত্যুক্তম্। নৈবম্। তমুৎ-ক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তীতি সর্ব্বশব্দাৎ হস্তাদীনাং সহগতিং বিনা বন্ধকত্বরূপগ্রহত্বানুপপত্তেঃ। সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যা ইত্যত্র সপ্তত্বপ্রতিপাদনং প্রামা-দিকম্। চতুর্ণামেব ছিদ্রভেদেন সপ্ততয়া বর্ণনাৎ। ন খলু তত্র সপ্তোদ্দেশেন প্রাণত্বং বিহিতম্। কিন্তু প্রাণোদ্দেশেন ছিদ্রভেদমাত্রেণ চতুর্ণামেব সপ্তত্বমিতি।

অবস্থাকেই পরম গতি বলা হয়,' এই কাঠক শ্রুতিতে যোগদশায় "জ্ঞানানি" 'জ্ঞান সকল,' এইরূপ বিশেষণের প্রয়োগ বশত শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও মন, এই সাতটি জীবের ইন্দ্রিয় সূচিত হয়। বাক্ ও পাণি প্রভৃতি অপর পাঁচটির জীবের সহিত গতির অশ্রবণ হেতু ঈষৎ উপকারকত্ব প্রযুক্ত উহাদের ইন্দ্রিয়রূপে উক্তি গৌণই বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তসূত্র প্রদর্শন করিতেছেন ;—

জীবদেহে হস্তাদি সপ্তাতিরিক্ত প্রাণ স্বীকার্য্য, অতএব প্রাণ সাতটি, এরূপ বলিতে পারা যায় না।

আশঙ্কানিরাসের নিমিত্ত তুশব্দ। সপ্তাতিরিক্ত হস্ত প্রভৃতি প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় স্বীকার্য্য হইতেছে। কারণ, জীবদেহ থাকাতে হস্তাদিও ভোগসাধনার্থ

সাধনত্বাৎ কার্য্যভেদাচ্চ। তথাচ বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে। হস্তো বৈ গ্রহঃ সর্ব্বকর্ম্মণাভিগ্রহেণ গৃহীতঃ হস্তাভ্যাং কর্ম্ম করোতীত্যাদি। অতঃ সপ্তাতিরেকাদেব হেতোর্নৈবং মন্তব্যং সপ্তৈবেতি কিন্তু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি একমন্তরিন্দ্রিয়মিত্যেকাদশৈবেন্দ্রিয়াণি গ্রাহ্যাণি। আত্মৈকাদশেত্যত্রাত্মান্তরিন্দ্রিয়ং প্রকরণাৎ। ইদমত্র বোধ্যম্। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবিষয়াঃ পঞ্চ জ্ঞানভেদাস্তদর্থানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষূরসনঘ্রাণাখ্যানি বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ পঞ্চ কর্ম্মভেদাস্তদর্থানি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানি। সর্ব্বার্থবিষয়ং ত্রিকালবর্ত্ত্যন্তঃকরণমেকমনেকবৃত্তিকম্। তদেব সঙ্কল্পাধ্যবসায়াভিমানচিন্তারূপকার্য্যভেদাৎ

নব বৈ পুরুষে প্রাণা ইত্যেতদপি বাক্যং পুরুষাকারছিদ্রাভিপ্রায়মেব ন তু প্রাণাভিপ্রায়মিত্যেতৎসর্ব্বাভিপ্রায়েণাহ কিন্তু পঞ্চেত্যাদি। ত্রিকালবর্ত্তীতি ত্রৈকালিকেষু দশস্বধ্যক্ষতয়া বৃত্তির্যস্য তদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এবং কার্য্যভেদ প্রযুক্ত স্বীকার্য্য হয়। বৃহদারণ্যকে পঠিত হয়—'কর্ম্মরূপ অভিগ্রহ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় বলিয়া হস্তকে গ্রহ বলা যায়। জীব হস্ত দ্বারা কর্ম্ম করে।' এইরূপে যখন আধিক্য দেখা যাইতেছে, তখন সাতটি মাত্র প্রাণ বলা সঙ্গত হয় না। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি ও অন্তরিন্দ্রিয় একটি, সর্ব্বসমেত একাদশটি ইন্দ্রিয়। "আত্মৈকাদশ" এই স্থলে আত্মা শব্দে অন্তরিন্দ্রিয় বোধ করায়। প্রকরণ হইতেই ঐ বোধ ঘটে। এস্থলে তাৎপর্য্য এই—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটি বিষয়। বিষয়ভেদে পাঁচটি জ্ঞানভেদ হয়। ঐ জ্ঞানভেদের নিমিত্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ও পাঁচটি হইয়াছে। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসন ও ঘ্রাণ, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ, এই পাঁচটি কর্ম্মভেদ। উহাদের জন্য বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় হইয়াছে। আবার সমস্ত জ্ঞানের জন্য ত্রিকালবর্ত্তী অনেকবৃত্তি একটি অন্ত-

স্বচিদ্‌ভেদেন ব্যপদিশ্যতে মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঞ্চেতি। তথাচৈকাদশৈবেন্দ্রিয়াণীতি ॥ ৬ ॥

প্রাণানাং পরিমাণং চিন্তয়তি। প্রাণা ব্যাপিনোঽণবো বেতি সংশয়ে দূরশ্রবণদর্শনাদেবানুভবাদ্ব্যাপিন এবেতি প্রাপ্তে—

অণবশ্চ ॥ ৭ ॥

চো নিশ্চয়ে। অণব এবৈকাদশ প্রাণাঃ। উৎক্রান্তি-শ্রুতেরিতি শেষঃ। দূরশ্রবণাদিকং তু গুণপ্রসারাৎ সিদ্ধম্।

প্রাণানামিতি। অত্রাপি প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। তত্রৈষাং তত্র তে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তা ইত্যানন্ত্যবাক্যং তমুৎক্রামন্তমিত্যাদ্যুৎক্রান্তিবাক্যঞ্চাস্তি। পূর্ব্বং ব্যাপ্তিবাচকং পরন্ত্বণুত্ববাচীতি। তয়োর্বিরোধসন্দেহেঽর্থভেদাদ্বিরোধে প্রাপ্তে পূর্ব্বত্রাথ যো হ বৈ তাননন্তানুপাস্তে ইতি শ্রবণাৎ বহুফলকোপাসনতয়া তদানন্ত্যে নীতে নাস্তি বিরোধ ইত্যভিপ্রায়েণ ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ।

রিন্দ্রিয় আছে, ইহারই নাম মন। ঐ মন সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, অভিমান ও চিন্তা-রূপ কার্য্যের ভেদ বশত কখন কখন ভিন্নরূপেও ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে। যখন ভিন্নরূপে ব্যপদিষ্ট হয়, তখন উহার নাম যথাক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এইরূপ অভিহিত হয়। মন সঙ্কল্পাত্মক, বুদ্ধি অধ্যবসায়াত্মক, অহঙ্কার অভি-মানাত্মক ও চিত্ত চিন্তাত্মক। এইরূপে একাদশ ইন্দ্রিয়ই স্থির হইল ॥ ৬ ॥

অনন্তর প্রাণের পরিমাণ চিন্তা করিতেছেন ;—

প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল ব্যাপক কি অণু, এইরূপ সংশয়ে, দূরশ্রবণ ও দূরদর্শনাদির অনুভব হেতু ইন্দ্রিয় সকল ব্যাপকই হইতেছে, এই প্রকার পূর্ব্ব-পক্ষে বলিতেছেন ;—

ইন্দ্রিয় সকল অণুরূপই।

চ-শব্দ নিশ্চয়ে। এগারটি ইন্দ্রিয়ই অণুরূপ। উৎক্রান্তি শ্রুতি হইতেই উক্ত অণুরূপত্ব সিদ্ধ হয়। গুণের প্রসারণ হইতেই দূরশ্রবণাদি সিদ্ধ হইতেছে। জীব

জীবস্যেব শিরোঽঙ্ঘ্রিব্যাপিত্বম্। এতেন প্রাণব্যাপ্তিবাদিনঃ সাঙ্খ্যা নিরস্তাঃ ॥ ৭ ॥

অথৈতস্মাৎ জায়তে প্রাণ ইত্যত্র মুখ্যঃ প্রাণঃ পরীক্ষ্যতে। শ্রেষ্ঠঃ প্রাণো জীববদ্ব্যুৎপদ্যতে খাদিবদ্বেতি বিষয়ে নৈষ প্রাণ উদেতি নাস্তমেতীত্যাদিশ্রুতেঃ। যৎপ্রাপ্তির্যৎপরিত্যাগ উৎপত্তির্মরণং তথা। তস্যোৎপত্তিমৃতিশ্চৈব কথং প্রাণস্য যুজ্যত ইতি স্মৃতেশ্চ জীববদিতি প্রাপ্তে—

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ৮ ॥

শ্রেষ্ঠঃ প্রাণোঽপি খাদিবদুৎপদ্যতে জায়তে প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ। স ইদং সর্ব্বমসৃজতেতি প্রতিজ্ঞানুপরোধাচ্চেতি

অণবশ্চেতি। এতেনেতি। বিভুত্ববাদে মথুরাস্থিতানামপি শ্রীরঙ্গদর্শনস্পর্শৌ স্যাতামুৎক্রান্ত্যাদিবিরোধশ্চ ॥ ৭ ॥

অথৈতস্মাদিত্যাদৌ গৌণপ্রাণন্যায়বৎ প্রসঙ্গসঙ্গতির্বোধ্যা। যৎপ্রাপ্তিরিতি। বায়ুপ্রাপ্তৌ প্রাণস্যানুৎপত্তিবাক্যমুৎপত্তিবাক্যং চাস্তি। তয়োর্বিরোধসন্দেহেঽর্থভেদাদ্বিরোধে প্রাপ্তেঽনুৎপত্তিবাক্যস্যামৃতা দেবা ইতিবদাপেক্ষিকানুৎপত্তিপরত্বেন নীতত্বান্নাস্তি বিরোধ ইতি রাদ্ধান্তঃ ॥ ৮ ॥

যেরূপ অণুরূপ হইয়াও গুণপ্রসারে পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করে, প্রাণও তদ্রূপই করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা প্রাণব্যাপ্তিবাদী সাঙ্খ্য নিরস্ত হইতেছেন ॥ ৭ ॥

অনন্তর "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" এই স্থলে মুখ্য প্রাণের পরীক্ষা করিতেছেন। মুখ্য প্রাণ জীবের ন্যায় অথবা আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন হয়? এইপ্রকার সংশয়ে 'প্রাণের উৎপত্তি এবং নাশ নাই,' ইত্যাদি শ্রুতি এবং 'যাহার প্রাপ্তিই উৎপত্তি ও যাহার পরিত্যাগই মরণ, সেই প্রাণের উৎপত্তি বা বিনাশ সম্ভব হয় না,' ইত্যাদি স্মৃতি হইতে প্রাণের উৎপত্তি জীবের ন্যায়ই স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

শেষঃ। এবং সত্যনুৎপত্তিরাপেক্ষিকী। শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চাস্য কায়স্থিতি-হেতুত্বাদ্বদন্তি। পৃথগ্‌যোগকরণমুত্তরচিন্তার্থম্ ॥ ৮ ॥

অথ তস্য স্বরূপং পরীক্ষ্যতে। স কিং বায়ুরেব কেবলঃ কিংবা তৎস্পন্দরূপা ক্রিয়াথবা দেশান্তরগতো বায়ুরিতি বিচিকিৎসা। কিং প্রাপ্তম্। বাহ্যো বায়ুরেবেতি। যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুরিতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ। বায়ুক্রিয়া বা প্রাণঃ উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপায়াং তৎক্রিয়ায়াং তচ্ছব্দস্য প্রসিদ্ধেঃ। বায়ুমাত্রে তস্যাপ্রসিদ্ধেশ্চেতি প্রাপ্তে—

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ৯ ॥

অথাশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যা প্রাণস্য স্বরূপং বিচিন্ত্যতে। তস্য বাহ্যবায়ুত্বে বায়ুবিকারত্বে চ বাক্যমস্তি। তয়োর্বিরোধসন্দেহেঽর্থভেদাদ্বিরোধে প্রাপ্তে এতস্মাদিতিবাক্যে বায়ুতঃ প্রাণস্য পৃথঙ্‌নির্দ্দেশেন বিষয়ভেদাৎ নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ স কিমিত্যাদিনা। স ইতি প্রাণঃ। তৎক্রিয়ায়ামিতি বায়ুক্রিয়ায়াম্। তচ্ছব্দস্যেতি তস্যেতি চোভয়ত্র প্রাণশব্দস্যেত্যর্থঃ।

মুখ্য প্রাণও আকাশাদির ন্যায়ই উৎপন্ন হয়। "জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই উহার প্রমাণ। 'পরমেশ্বর ঐ সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করেন,' ইত্যাদি প্রতিজ্ঞার অনুরোধে প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। যদি এইরূপ হইল, কোথাও কোথাও যে প্রাণের অনুৎপত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিকী বলিতে হইবে। দেহের স্থিতির কারণ বলিয়া প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব, এই নিমিত্তই বলিয়াছেন, উত্তর চিন্তার জন্যই পৃথক্ যোগকরণ ॥ ৮ ॥

অতঃপর প্রাণের স্বরূপ পরীক্ষিত হইতেছে। প্রাণশব্দে কেবল বায়ু অথবা স্পন্দনরূপ ক্রিয়া কিংবা দেশান্তরগত বায়ু? এই প্রকার সংশয়ে, 'প্রাণই বায়ু' এইরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতি অনুসারে, প্রাণ বায়ুরই ক্রিয়া, এই প্রকার সিদ্ধান্ত হয়। যেহেতু উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাস রূপ বায়ুর ক্রিয়াতেও বায়ুশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ঐ ক্রিয়া বায়ুমাত্রেই প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

শ্রেষ্ঠঃ প্রাণো ন বায়ুর্ন চ তৎস্পন্দঃ। কুতঃ পৃথগিতি। এতস্মাৎ জায়তে প্রাণ ইত্যাদৌ বায়োঃ সকাশাৎ প্রাণস্য পৃথগুক্তেঃ। যদি বায়ুরেব প্রাণস্তর্হি তস্মাৎ তস্য সা ন স্যাৎ। যদি বা বায়ুস্পন্দঃ প্রাণস্তদাপি বায়োঃ সকাশাৎ তৎক্রিয়া-রূপস্য প্রাণস্য ন সা সম্ভবেৎ। ন হ্যগ্ন্যাদেঃ ক্রিয়া তেন সাকং পৃথগুক্তা দৃশ্যতে। যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুরিতি তু বায়ুরিব কিঞ্চিদ্বিশেষমাপন্নঃ প্রাণো ন তু জ্যোতিরাদিবৎ তত্ত্বান্তরমিতি জ্ঞাপনার্থম্। যত্তু সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চেতি সাঙ্খ্যৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারঃ প্রাণ ইত্যুক্তং তন্ন একরূপপ্রাণস্য বিজাতীয়নানেন্দ্রিয়ব্যাপারত্বাযোগাৎ॥ ৯॥

নেতি। তৎস্পন্দ উচ্ছ্বাসাদিরূপা বায়ুক্রিয়া। তস্মাৎ তস্যেতি। তস্মাৎ বায়ুতস্তস্য প্রাণস্য সা পৃথগুক্তিরিত্যর্থঃ। নন্ববাহ্যবায়ুরূপত্ববাক্যস্য কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ যোঽয়মিতি। যত্ত্বিতি। ত্রয়াণামপি করণানাং সামান্যা বৃত্তিঃ। প্রাণাদ্যা ইতি যৎ কপিলেনোক্তং তন্ন। তত্র হেতুরেকরূপেতি॥ ৯॥

পৃথক্ উপদেশ হেতু শ্রেষ্ঠ প্রাণশব্দে বায়ু বা তাহার স্পন্দনরূপ ক্রিয়া, এই দুইএর কিছুই বোধিত হয় না। "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ," ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণ, বায়ু হইতে পৃথক্ ভাবেই উপদিষ্ট হইয়াছে। বায়ুই যদি প্রাণ হইত, তাহা হইলে ঐরূপ পৃথক্ উক্তি দৃষ্ট হইত না। আবার বায়ুর স্পন্দনরূপ ক্রিয়াও যদি প্রাণ হইত, তাহা হইলেও ঐরূপ পৃথক্ উক্তি হইত না। অগ্নি প্রভৃতির ক্রিয়া কখনই অগ্নি হইতে পৃথক্ ভাবে উক্ত হইতে দেখা যায় না। "যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ," এই উক্তি, প্রাণ বায়ুর ন্যায়ই, তবে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ, কিন্তু জ্যোতিঃপ্রভৃতির সদৃশ তত্ত্বান্তর নহে, এইরূপ বুঝাই-বার নিমিত্তই। প্রাণপ্রভৃতি পঞ্চ বায়ু সামান্যকরণবৃত্তি, প্রাণ সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপার, এইরূপ সাংখ্যমত অযুক্ত। একরূপ প্রাণ কখনই বিজাতীয় নানা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পারে না॥ ৯॥

সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগর্ত্তি প্রাণ একো মৃত্যুনানাপ্তঃ প্রাণঃ সংবর্গো বাগাদীন্ সংবৃঙ্‌ক্তে প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি মাতেব পুত্রানিতি বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে। তত্র সংশয়ঃ। মুখ্যঃ প্রাণো জীব এবাস্মিন্ দেহে স্বতন্ত্র উত জীবোপকরণমিতি। বহুবিভূতিশ্রবণাৎ স ইব স্বতন্ত্র ইতি প্রাপ্তে—

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥ ১০ ॥

তুশব্দঃ শঙ্কাহানায়। প্রাণোঽপি চক্ষুরাদিবৎ জীবকরণমেব। কুতঃ তৎসহেতি। প্রাণসম্বাদেষু তৈশ্চক্ষুরাদিভি-

অথ প্রাণস্য জীবোপকরণত্বং দর্শয়তি সুপ্তেষিত্যাদিনা। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। সুপ্তেষিত্যাদি বাক্যং প্রাণস্য স্বাতন্ত্র্যং বোধয়তি প্রাণসম্বাদবাক্যন্তু তস্য জীবোপকারিত্বমিত্যনয়োর্বিরোধসন্দেহেঽর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে সুপ্তেষিত্যাদি বাক্যং তস্যোপকরণবর্গপ্রাধান্যমাহ ন তু তদ্বৎ স্বাতন্ত্র্যমিত্যর্থোক্তেশ্চক্ষুরাদিবৎ তদুপকরণত্বমেব তস্যেতি নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ। মৃত্যুনা শ্রমেণ অনাপ্তোঽগ্রস্তঃ সংবৃঙ্‌ক্তে ব্যাপ্নোতি।

চক্ষুরাদিবদিতি। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ॥ ১০ ॥

বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল সুপ্ত হইলে, এক প্রাণই জাগরিত থাকে। প্রাণ এক ও মৃত্যুরহিত। বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তি প্রযুক্ত প্রাণকে সংবর্গ বলা যায়। 'জননী যেরূপ পুত্রকে রক্ষা করেন, প্রাণও তদ্রূপ ইতর প্রাণ সকলকে রক্ষা করে।' বৃহদারণ্যকে এইরূপ উক্তি দেখা যায়। তদ্বিষয়ে সংশয় এই, মুখ্য প্রাণ, এই দেহে স্বতন্ত্র জীব অথবা তদুপকরণ? অনেক বিভূতির শ্রবণ হেতু প্রাণকেও জীবের ন্যায়ই স্বতন্ত্র বোধ করিতে হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন ;—

অনুশাসন বশত প্রাণকে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবের উপকরণই বলিতে হয়।

জীবকরণৈঃ সহ প্রাণস্য শাসনাৎ। সমানধর্ম্মাণাং হি সহ শাসনং যুক্তং বৃহদ্রথান্তরাদিবৎ। আদিশব্দাদথ যত্র বায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ স এবায়ং মধ্যমঃ প্রাণ ইত্যাদিনা প্রাণশব্দপরিগৃহীতেম্বিন্দ্রিয়েষু বিশিষ্যাভিধানং গৃহ্যতে। সংহতত্বাদি চ স্বাতন্ত্র্যনিরাকৃতিহেতুঃ॥ ১০॥

নন্থ চক্ষুরাদিবজ্জীবোপকরণত্বে প্রাণস্যাঙ্গীকৃতে তদ্বজ্জীবোপকারক্রিয়াপি স্যাৎ ন চ তাদৃশী কাচিদস্তি যদর্থময়ং দ্বাদশঃ প্রাণস্ততো ন চক্ষুরাদিতৌল্যমিত্যাক্ষিপ্য সমাধত্তে।

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি॥ ১১॥

নন্বিতি। তদ্বৎ চক্ষুরাদেরিব। অকরণেতি। জীবোপকারক্রিয়াবিরহিতশ্চেৎ প্রাণস্তর্হি দেহেহস্মিন্ জীব ইব স্বতন্ত্রঃ স ইতি প্রাপ্তে উভয়োঃ স্বতন্ত্রয়োরেকবাক্যত্বাভাবেন সদ্যো দেহোন্মথনপ্রসঙ্গলক্ষণো যো দোষঃ স ন স্যাৎ দেহধারণলক্ষণপরস্যোপকারসত্ত্বাদিতি ভাবঃ।

তু-শব্দ আশঙ্কার নিরাসার্থ। প্রাণও চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবকরণই। কারণ, প্রাণ সম্বন্ধে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণের শাসন দেখা যায়। বৃহদ্রথান্তরাদির ন্যায় সমানধর্ম্মেরই অনুশাসন যুক্ত হয়। আদি-শব্দ দ্বারা "অথ যত্র বায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রাণশব্দপরিগৃহীত ইন্দ্রিয় সমূহে বিশেষ অভিধান গৃহীত হয়। সংহতত্ব প্রভৃতি স্বাতন্ত্র্য নিরাকরণের হেতু॥ ১০॥

প্রাণকে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবের উপকরণ বলিয়া স্বীকার করিলে, উহাদের ন্যায় জীবোপকারক্রিয়াও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঐরূপ ক্রিয়া ত দেখা যায় না, যে ক্রিয়ার নিমিত্ত প্রাণকে দ্বাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অতএব প্রাণকে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সমান বলা সঙ্গত হয় না। এইরূপ আক্ষেপের সমাধানার্থ বলিতেছেন ;—

অকরণত্ব প্রযুক্ত দোষ হয় না। শ্রুতিতেও ঐরূপই দেখাইয়া থাকেন।

আক্ষেপনিরাসায় চশব্দঃ। করণং ক্রিয়া। অক্রিয়ত্বাৎ জীবোপকারক্রিয়াবিরহাৎ যো দোষঃ সম্ভাব্যতে স ন স্যাৎ শরীরেন্দ্রিয়ধারণাদিলক্ষণপরমোপকারসত্ত্বাদিতিভাবঃ। হি যতস্তথা ছান্দোগ্যশ্রুতির্দর্শয়তি। অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সে ব্যূদিরে ইত্যাদিনা। তস্মাৎ জীবোপকরণমেব মুখ্যঃ প্রাণঃ। জীবস্য কর্ত্তৃত্বঞ্চ ভোক্তৃত্বঞ্চ প্রতি চক্ষুরাদীনি রাজপুরুষবৎ করণানি প্রাণস্তু রাজমন্ত্রিবৎ সর্ব্বার্থসাধকতয়া মুখ্যোপকরণমিতি নাস্য স্বাতন্ত্র্যম্ ॥ ১১ ॥

যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ। স এষ বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমান ইতি শ্রুতম্। তত্র কিমেতে অপানাদয়ঃ

অকরণত্বাদিতি। অথ হেতি। অহংশ্রেয়সে স্বস্বশ্রেষ্ঠ্যায় প্রাণা ব্যূদিরে বিবাদং চক্রুরিত্যর্থঃ। তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ। মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং বিভজ্যৈতৎ বাণমবষ্টভ্য বিভাবয়ামীত্যুক্তং প্রাক্। বাণং শরীরম্। অত্র প্রাণহেতুকা দেহাদিস্থিতির্বিস্ফুটা ॥ ১১ ॥

বাহ্যো বায়ুরেবাবস্থান্তরেণ প্রাণোঽভূদিতি চিন্তিতম্। অথাপানাদয়ো যে চত্বারঃ শ্রূয়ন্তে তে কিং বায়োরেবাবস্থাবিশেষাঃ প্রাণাদন্যে ভবন্ত্যুত প্রাণস্যৈব স্থানান্তরবৃত্তেরপানাদিরূপত্বমিতি চিন্ত্যতে। যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ পঞ্চবিধ

আক্ষেপের নিরাসার্থ চশব্দ। করণ শব্দে ক্রিয়া। অকরণত্ব শব্দে ক্রিয়ার অভাব। জীবোপকাররূপ ক্রিয়ার বিরহে যে দোষ সম্ভাবিত হয়, তাহা ঘটে না। কারণ, প্রাণের শরীরেন্দ্রিয়াদিধারণলক্ষণ পরমোপকারই দেখা যাইতেছে। এই নিমিত্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "অথ হ প্রাণ অহংশ্রেয়সে," ইত্যাদি। অতএব মুখ্য প্রাণ জীবোপকরণই। জীবেরই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব। চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল রাজপুরুষের ন্যায় করণমাত্র। তন্মধ্যে প্রাণ রাজমন্ত্রীর ন্যায় সর্ব্বার্থসাধকরূপে মুখ্য উপকরণ। অতএব ঐ প্রাণের স্বাতন্ত্র্য নাই ॥১১॥

প্রাণ ও বায়ু ভিন্ন নহে। ঐ বায়ু পঞ্চবিধ; যথা, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান।' এইরূপ শ্রুতি আছে। এই শেষোক্ত প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু,

প্রাণাদ্ভিদ্যন্তে উত তদ্বৃত্তয় এবেতি বীক্ষায়াং সংজ্ঞাভেদাৎ কার্য্যভেদাচ্চ ভিদ্যন্ত ইতি প্রাপ্তে—*

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥ ১২ ॥

এক এব প্রাণো হৃদয়াদিষু স্থানেষু পঞ্চধা বর্ত্তমানো বিলক্ষণানি কার্য্যান্যাবহতীতি পঞ্চবৃত্তিঃ। স এব তথা ব্যপদিশ্যতে। তস্মাৎ প্রাণবৃত্তয় এব তে ন ততো ভিদ্যন্তে। কার্য্যভেদনিমিত্তঃ সংজ্ঞাভেদঃ। স্বরূপভেদস্তু নাস্ত্যতঃ পঞ্চস্বপি প্রাণশব্দঃ। প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমান ইতি। এতৎ সর্ব্বং প্রাণ এবেতি বচনাচ্চ। বৃহদারণ্যকে মনোবৎ কামঃ সঙ্কল্পো বিকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যে-

ইতিবাক্যে বায়ুরেষ প্রাণাপানাদিপঞ্চাবস্থঃ প্রতীতঃ। প্রাণোঽপান ইতি বাক্যে তু প্রাণবৃত্তয়োঽপানাদয়ঃ প্রতীয়ন্তে। তদনয়োর্বিরোধসন্দেহেঽর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে স এষ বায়ুঃ পঞ্চবিধ ইত্যত্র স এষ প্রাণাবস্থাং গতো বায়ুরিতি ব্যাখ্যানাৎ নাস্তি বিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ। যঃ প্রাণ ইত্যাদিনা।

পূর্ব্বোক্ত প্রাণ হইতে ভিন্ন অথবা উহারা উহারই বৃত্তিভূত ? এইরূপ সংশয়ে, সংজ্ঞার ভেদ ও কার্য্যভেদ দৃষ্টে ভেদই স্বীকার্য্য হউক, এই পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

ঐ প্রাণাদি পাঁচটি উহারই বৃত্তিবিশেষ। মনের ন্যায় ভেদব্যপদেশ মাত্র। একই প্রাণ হৃদয়াদি স্থান সকলে পঞ্চধা বর্ত্তমান হইয়া বিলক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করে। ঐ পাঁচটি প্রাণেরই বৃত্তি। এক প্রাণই পঞ্চধা ব্যপদিষ্ট হয়। অতএব প্রাণেরই বৃত্তিভূত পঞ্চ প্রাণ মুখ্য প্রাণ হইতে ভিন্ন নহে। সংজ্ঞাভেদ কার্য্যভেদনিমিত্তক। স্বরূপত ভেদ নাই। অতএব প্রাণাদি পাঁচটিতেই প্রাণ-শব্দের প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 'প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান সকলই প্রাণ,' উহা আপনার কথা হইতেই বুঝা যায়। বৃহদারণ্যকে বলিয়াছেন, 'কাম, সঙ্কল্প, বিকল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী ও ভী, এই

তৎ সর্ব্বং মন এবেতি। তত্রৈব সংজ্ঞাভেদে কার্য্যভেদেঽপি যথা কামাদয়ো মনসো ন ভিদ্যন্তে কিন্তু তস্য বৃত্তয় এব তদ্বৎ বহুবৃত্তিত্বমাত্রেণায়ং দৃষ্টান্তঃ। যোগশাস্ত্রে মনোঽপি পঞ্চবৃত্তিকমুক্তম্। তদভিপ্রায়েণ বা নিদর্শনমিত্যেকে ॥১২॥

শ্রেষ্ঠঃ প্রাণো বিভুরণুর্ব্বেতি বীক্ষায়াং সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈরিত্যাদিশ্রুতের্বিভুরিতি প্রাপ্তে—

অণুশ্চ ॥ ১৩ ॥

শ্রেষ্ঠোঽপ্যণুরেব উৎক্রান্তিশ্রুতেঃ। ব্যাপ্তিশ্রুতিস্তু সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রাণাধীনস্থিতিকতয়া নেয়া ॥ ১৩ ॥

পঞ্চেতি। স্ফুটার্থো দৃষ্টান্তান্তো গ্রন্থঃ। মনোবদিতি। কামাদিনবকং মনোরূপমিত্যর্থঃ। যোগশাস্ত্রে মনোঽপীত্যর্থঃ। কপিলেন পতঞ্জলিনা চ মনসঃ পঞ্চ বৃত্তয়ঃ কথিতাঃ। প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয় ইতি তৎসূত্রাৎ ॥ ১২ ॥

সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈরিত্যনন্তরং সমোঽনেন সর্ব্বেণ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং হীদং প্রাণেনাবৃতমিতি বাক্যখণ্ডো বোধ্যঃ।

অণুশ্চেত্যাদি বিশদার্থম্ ॥ ১৩ ॥

সকলই মন।' এই স্থলে যেরূপ সংজ্ঞাভেদ ও কার্য্যভেদ সত্ত্বেও উহাদিগকে মন হইতে ভিন্ন বলা হয় নাই, কিন্তু কামাদিকে মনেরই বৃত্তি বলা হইয়াছে, প্রাণাদিকেও তদ্রূপ প্রাণেরই বৃত্তি বুঝিতে হইবে। বহুবৃত্তিত্বমাত্রেই এই দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে, অন্য অংশে নহে। যোগশাস্ত্রে মনকেও পঞ্চবৃত্তি বলা হইয়াছে। সেই অভিপ্রায়েই এই দৃষ্টান্ত, এইরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর ঐ মুখ্য প্রাণ বিভু কি অণু, এইরূপ সংশয়ে, "সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ," ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে বিভুত্বই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

*প্রাণ অণুই।

উৎক্রান্তি-শ্রুতি দর্শনে শ্রেষ্ঠ প্রাণকেও অণুই বলিতে হয়। সকল প্রাণীরই প্রাণাধীনস্থিতিপ্রযুক্তই ব্যাপ্তিশ্রুতি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগর্ত্তীত্যাদৌ মুখ্যপ্রাণস্য প্রবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। সপ্তেমে লোকা যেষু সঞ্চরন্তি প্রাণা ইত্যাদৌ গৌণপ্রাণানাঞ্চ তত্র তানি সপ্রাণানি ইন্দ্রিয়াণি স্বস্বকার্য্যায় স্বয়ং প্রবর্ত্তেরন্নুতৈষাং প্রেরকোঽন্যোঽস্তি। স চ দেবতাগণো জীবঃ পরো বেতি বীক্ষায়াং স্বয়মেব তানি প্রবর্ত্তেরন্ কার্য্যশক্তিযোগাৎ দেবতাগণো বা তৎপ্রবর্ত্তকো-ঽস্তু। অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশদিত্যাদিশ্রুতেঃ। জীবো বা তদ্ভোগসাধনত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে—

গৌণমুখ্যভেদেন দ্বিবিধা প্রাণা নিরূপিতাঃ। প্রসঙ্গাৎ তেষাং প্রবৃত্তিঃ কিংনিমিত্তেতি প্রসঙ্গসঙ্গত্যা তন্নিরূপণম্। প্রাণাঃ প্রবর্ত্তন্ত ইত্যেতদ্বোধকম্ দেবগণো জীবগণশ্চ তৎপ্রবর্ত্তক ইত্যেতদ্বোধকং পরমাত্মা সর্ব্বপ্রবর্ত্তক ইত্যেত-দ্বোধকঞ্চ বাক্যং দৃষ্টম্। তেষাং বিরোধসন্দেহেঽর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে প্রাণ-প্রবৃত্তিবোধকে দেবাদিপ্রবর্ত্তকতাবোধকে চ বাক্যে পরমাত্মপ্রেরিতাস্তে প্রবর্ত্তকা ভবন্তি ইতি ব্যাখ্যানে নাস্তি বিরোধ ইতিভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ সুপ্তেষিত্যাদিনা। অগ্নিরিতি। অগ্নের্বাগ্ভাবস্তদধিষ্ঠাতৃত্বমেব নান্যদসম্ভবাৎ। জীবো বেতি। স যথা মহারাজ ইত্যাদিশ্রুতেরিতিভাবঃ।

বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল সুপ্ত হইলে, এক প্রাণই জাগরণ করে,' ইত্যাদি স্থলে মুখ্য প্রাণের প্রবৃত্তি শ্রবণ করা যায়। 'এই সপ্তলোকেই প্রাণ সঞ্চরণ করে,' ইত্যাদি স্থলে গৌণ প্রাণেরও প্রবৃত্তি শ্রবণ করা যায়। ঐ প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল নিজেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় অথবা উহাদের অন্য প্রেরক আছে? যদি বল, উহাদের অন্য প্রেরক আছে, তবে ঐ প্রেরক দেবগণ, জীব অথবা পরমেশ্বর? কার্য্যশক্তিযোগহেতু তাহাদিগের স্বতঃপ্রবৃত্তিও বলা যায়। আবার "অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে দেবতাগণকেই উহার প্রবর্ত্তক বলিতে হয়। পুনশ্চ জীবেরই ভোগসাধন বলিয়া জীবকেই উহার প্রবর্ত্তক বলিতে পারা যায়। পরমাত্মার প্রবর্ত্তকত্বের ত কথাই নাই। কারণ, তিনি সকলেরই প্রবর্ত্তক। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন ;—

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ ১৪ ॥

তুশব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। জ্যোতির্ব্রহ্মৈব তেষামাদ্যধিষ্ঠানং মুখ্যপ্রবর্ত্তকম্। কর্ত্তরি ল্যুট্। কুতঃ তদিতি। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে তস্যৈব প্রাণেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বাবগমাৎ। বৃহদারণ্যকে যঃ প্রাণেষু তিষ্ঠন্নিত্যাদিষু দেবানাং জীবস্য চ তৎপ্রযোজ্যানামেব প্রযোজকতা ন নিবার্য্যতে। স্বতঃ প্রবৃত্তিস্তু ন ভবেৎ জাড্যাৎ ॥ ১৪ ॥

জীবস্তু তানি ভোগার্থমধিতিষ্ঠতীত্যাহ।

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৫ ॥

প্রাণবতা জীবেন তানি সপ্রাণানীন্দ্রিয়াণি সংগৃহ্যন্তে ভোগায়। এবং কুতঃ শব্দাৎ। স যথা মহারাজো জানপদান্

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানমিতি। তস্যৈবেতি পরমাত্মন ইত্যর্থঃ। তৎপ্রযোজ্যানাং পরমাত্মপ্রেরিতানাম্। স্বতঃ প্রবৃত্তিস্থিতি প্রাণানামিতি বোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মই উহাদের মুখ্যপ্রবর্ত্তক। কারণ, শ্রুতিতে উহাই অভিহিত হইয়া থাকে।

তু-শব্দ শঙ্কার নিরাসার্থ। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মই উহাদের মুখ্য প্রবর্ত্তক। কারণ, অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে তাঁহাকেই প্রাণের ও ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে "যঃ প্রাণেষু তিষ্ঠন্" ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মপ্রযোজ্য দেবতাগণের ও জীবগণের প্রযোজকতাও নিবারিত হয় নাই। প্রাণাদির স্বতঃপ্রবৃত্তি হইতেই পারে না। কারণ, উহারা জড় ॥ ১৪ ॥

জীব ভোগের জন্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকলকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহাই বলিতেছেন ;—

প্রাণবিশিষ্ট জীব ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, এইরূপ শ্রুতি দেখা যায়।

প্রাণবিশিষ্ট জীবই প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকলকে ভোগের নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়া থাকেন, এইরূপ বলিতে হয়। কারণ, "স যথা মহারাজঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে

গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্ততে এবমেবৈষ এতৎ-প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্তত ইতি তত্রৈব শ্রবণাৎ। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ। পরমাত্মনাধিষ্ঠিতা দেবা জীবাশ্চেন্দ্রিয়াণি অধিতিষ্ঠন্তি। পূর্ব্বে তৎপ্রবর্ত্তনমাত্রায় পরে তু তৈর্ভোগায়। তথৈব তৎসঙ্কল্পাদিতি ॥ ১৫ ॥

ন চৈতৎ কদাচিৎ ব্যভিচরতীত্যাহ।

তস্য চ নিতত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

তস্য সর্ব্বকর্ম্মকপরমাত্মাধিষ্ঠানস্য তৎস্বরূপানুবন্ধিত্বেন নিত্যত্বাৎ তৎসঙ্কল্পাদেব তেষামধিষ্ঠাতৃত্বম্। মুখ্যাধিষ্ঠাতৃত্বন্তু তস্যৈবেতি মন্তব্যম্ অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ ॥ ১৬ ॥

প্রাণবতেতি। পূর্ব্বে দেবাঃ। পরে জীবাঃ। তৈঃ প্রাণৈঃ। তৎসঙ্কল্পাৎ পরমাত্মসঙ্কল্পাৎ। ননু দেবানামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বে তেষাং তৎসাধ্যফলভোগাপত্তিঃ। নৈবম্। যো যদধিতিষ্ঠতি স তৎসাধ্যং ফলং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ব্যাপ্তেঃ সারথ্যাদৌ ব্যভিচারাৎ। নন্বেবং সূর্য্যাদিদেবতানাং চক্ষুরাদীনি কে দেবা অধিতিষ্ঠেয়ুঃ অন্যে সূর্য্যাদয়ঃ ইতি চেন্ন অনবস্থানাৎ প্রমাণাভাবাচ্চ। তস্মান্নারায়ণস্তেষামধিষ্ঠাতেতি বোধ্যম্ ॥ ১৫ ॥

ঐরূপই উক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—পরমাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত দেবতা ও জীব সকল ইন্দ্রিয়কে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। দেবতা সকল তৎপ্রবর্ত্তনার্থ এবং জীব সকল ভোগার্থ পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতে ইন্দ্রিয়বর্গকে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

উহার কখনই ব্যভিচার হয় না, ইহাই বলিতেছেন ;—

উক্ত অধিষ্ঠানের নিত্যত্ব প্রযুক্ত পরমেশ্বরেরই মুখ্য অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হয়।

ঐ সর্ব্বকর্ম্মক পরমাত্মাধিষ্ঠান তৎস্বরূপানুরূপে বলিয়াই নিত্য। এবং উহার নিত্যত্ব প্রযুক্তই তাঁহার সঙ্কল্প হইতে জীবের যে অধিষ্ঠান, তাহা গৌণ;

অথ পূর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে বিমর্শান্তরম্। তত্র প্রাণশব্দিতাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রিয়াণ্যুত শ্রেষ্ঠেতরে ইতি সংশয়ে প্রাণশব্দবোধ্যত্বাৎ জীবোপকারিত্বাচ্চ সর্ব্ব ইতি প্রাপ্তে—

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৭ ॥

তে প্রাণশব্দিতাঃ শ্রেষ্ঠেতরে এবেন্দ্রিয়াণি। কুতঃ তদিতি। এতস্মাদিত্যাদিশ্রুতৌ মুখ্যপ্রাণাদিতরেষু শ্রোত্রাদিষ্বিন্দ্রিয়ত্ববচনাৎ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চেত্যাদিস্মৃতৌ চ তথা প্রাণো মুখ্যঃ স ত্বনিন্দ্রিয়মিতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ ॥ ১৭ ॥

তস্য চেতি। তেষাং দেবানাম্। তস্যৈব পরমাত্মনঃ। অন্তর্য্যামীতি। তত্রামৃতোঽন্তর্য্যামীত্যস্য নিত্যমন্তর্য্যামীতি ব্যাখ্যানাৎ উক্তব্যাখ্যানং সুষ্ঠু ॥১৬॥

অথাশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যা গৌণমুখ্যয়োঃ প্রাণয়োর্বিশেষং বক্তুং প্রযততে অথেত্যাদিনা। হন্তাস্যৈবেতি বাক্যং গৌণমুখ্যয়োস্তয়োরনন্যত্বং বোধয়তি। এতস্মাদিতি বাক্যন্তু তয়োরন্যত্বম্। তদেতয়োর্বিরোধসংশয়েঽর্থভেদাৎ বিরোধে প্রাপ্তে হন্তাস্যৈবেতি বাক্যে বাগাদীনাং তদধীনবৃত্তিকত্বেন তদনন্যত্বপ্রতিপাদনাদবিরোধ ইতিভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ তত্রেত্যাদিনা।

ত ইন্দ্রিয়াণীতি স্ফুটার্থম্ ॥ ১৭ ॥

কিন্তু পরমেশ্বরের অধিষ্ঠানকেই মুখ্য বুঝিতে হইবে। অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণেও ঐরূপই উক্ত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

অনন্তর পূর্ব্ববিষয়ে বিচারান্তর উত্থাপন করিতেছেন ;—

তদ্বিষয়ে সংশয় এই যে, প্রাণশব্দে সকল ইন্দ্রিয়ই বোধিত হইবে অথবা গৌণ, মুখ্যেতর প্রাণ সকলই বোধিত হইবে ? প্রাণশব্দবোধ্যত্ব এবং জীবোপকারিত্ব প্রযুক্ত সকল ইন্দ্রিয়ই বোধিত হউক। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতেছেন ;—

তদ্ব্যপদেশ বশত প্রাণশব্দে মুখ্যেতর ইন্দ্রিয় সকলই বুঝিতে হইবে।

প্রাণশব্দ দ্বারা মুখ্যেতর ইন্দ্রিয় সকলই বোধিত হইতেছে। কারণ, "এতস্মাৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে মুখ্য প্রাণ হইতে ভিন্ন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলের

নমু হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেত্যেতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবন্নিতি চ বৃহদারণ্যকাৎ মুখ্যপ্রাণস্য বৃত্তিভেদানন্যান্ প্রাণানবধারয়ামস্তৎ কথমুক্তব্যবস্থেতি তত্রাহ।

ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥

প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চেতি প্রাণাদিন্দ্রিয়াণাং ভেদশ্রবণাৎ তত্ত্বান্তরাণি তানীত্যর্থঃ। ন চ ভেদশ্রুতের্মনসোহনিন্দ্রিয়ত্বং শঙ্ক্যম্। মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণীতি ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মীতি চ স্মৃতেঃ ॥ ১৮ ॥

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৯ ॥

নমু হন্তেতি। হন্তেদানীং সর্ব্বে বয়ং বাগাদয়োঽস্যৈব মুখ্যপ্রাণস্য রূপমসামেত্যাশিষং দত্ত্বা তস্যৈব রূপমভবন্নিত্যর্থঃ পূর্ব্বপক্ষে. সিদ্ধান্তে তু তদধীনবৃত্তয়ো বভূবুরিত্যর্থো বোধ্যঃ। ন চ ভেদশ্রুতেরিতি। অন্তরিন্দ্রিয়ত্বাদ্বিশেষাৎ সেত্যর্থো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৮ ॥

উদ্দেশে ইন্দ্রিয় শব্দের প্রয়োগ হইতেছে। এবং "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ" ইত্যাদি স্মৃতিতেও ঐরূপই উক্ত হইয়াছে। "প্রাণো মুখ্যস্ত্বনিন্দ্রিয়ম্" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরও উহার পোষকতা করিতেছে ॥ ১৭ ॥

যদি বল, বৃহদারণ্যকে "হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসাম," এই বাক্যে ইতর প্রাণ সকলকে, মুখ্য প্রাণ বলিয়াই অবধারণ করা যায়, অতএব পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা কিরূপে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

ভেদশ্রুতি হইতেই উহাদের তত্ত্বান্তরত্ব নির্দ্ধারিত হয়।

শ্রুতিতে "প্রাণো মনঃ," ইত্যাদি বাক্যে প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় সকলের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব ইন্দ্রিয় সকল পৃথক্ তত্ত্ব; প্রাণ নহে। উক্ত ভেদশ্রুতি হইতে মনের অনিন্দ্রিয়ত্বও আশঙ্কিত হইতে পারে না। কারণ, স্মৃতিতে মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষত অন্যত্রও ভগবান বলিয়াছেন যে, 'ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে মনই আমি' ॥ ১৮ ॥

সুপ্তৌ প্রাণস্য বৃত্ত্যুপলম্ভো ন তু শ্রোত্রাদীনাম্। তস্য দেহেন্দ্রিয়ধারণং তেষাস্তু জ্ঞানকর্ম্মসাধনত্বমিতি স্বরূপতঃ কার্য্যতশ্চ বৈসাদৃশ্যাৎ তানি তথা। মুখ্যপ্রাণরূপতা চৈষাং তদধীনবৃত্তিকত্বাদিনা ব্যপদিশ্যতে যথা ব্রহ্মরূপতা জীবানাম্ ॥ ১৯ ॥

ভূতেন্দ্রিয়াদিসমষ্টিসৃষ্টির্জীবকর্ত্তৃতা চ পরস্মাদিত্যুক্তম্। ইদানীং ব্যষ্টিসৃষ্টিঃ কস্মাদিতি পরীক্ষ্যতে। ছান্দোগ্যে

বৈলক্ষণ্যাদিতি। তথেতি তত্ত্বান্তরাণীত্যর্থঃ। এষামিতি বাগাদীনাম্ ॥১৯॥

নামরূপভেদাদিন্দ্রিয়প্রাণয়োর্ভেদ ইতি পূর্ব্বমুক্তম্। তৎপ্রসঙ্গান্নামরূপব্যাক্রিয়া কিংকর্ত্তৃকেতি প্রসঙ্গসঙ্গত্যারভ্যতে। ভূতেন্দ্রিয়াদীতি। প্রধানাদিপৃথিব্যন্তানাং প্রাণানাঞ্চ সৃষ্টিঃ সাক্ষাৎ পরেশাদিতি তদভিধ্যানাদিত্যনেন নির্ণীতম্। তত্রাত্রিবৃৎকৃতভূতসৃষ্টিস্তদ্ধেতুকেতি নিঃসন্দেহমবগতম্। অথ ত্রিবৃৎকৃতভূতভৌতিকোৎপাদনে শ্রুতিবিরোধো নিরস্তঃ। তথাহি আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতেতি বাক্যং তদ্ব্যাক্রিয়াং পরেশহেতুকামাহ হন্তাহমিতি বাক্যন্তু জীবহেতুকাম্। অনেন জীবেনানুপ্রবিশ্য ব্যাকরবাণীত্যুক্তেস্তথৈবার্থাবভাসাৎ। চারেণ পরসৈন্যং প্রবিশ্য সঙ্কলয়ামীত্যত্র রাজ্ঞঃ সাক্ষাৎ সঙ্কলন-

---

প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়ের যে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহাও ঐরূপ সিদ্ধান্তের অপর হেতু।

সুষুপ্তিকালে প্রাণেরই বৃত্তির উপলম্ভ হয়, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির উপলম্ভ হয় না। প্রাণ, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে ধারণ করে, আর ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধন হয়। এইরূপে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের স্বরূপত এবং কার্য্যত বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব প্রাণদ্বারা মুখ্যেতর ইন্দ্রিয় সকল বোধিত হয়, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। প্রাণাধীনবৃত্তিকত্ব প্রযুক্তই ইন্দ্রিয় সমূহের মুখ্য প্রাণরূপতা উক্ত হয়। জীবের ব্রহ্মরূপতার ন্যায় ইন্দ্রিয় সকলের প্রাণরূপতা ॥ ১৯ ॥

ভূতেন্দ্রিয়াদির সমষ্টির সৃষ্টি ও জীবকর্ত্তৃত্ব পরমেশ্বরায়ত্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্যষ্টিসৃষ্টির কর্ত্তা কে, ইহাই পরীক্ষা করিতেছেন। ছান্দোগ্যে

তেজোঽবন্নসৃষ্টিমভিধায় উপদিশ্যতে। সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি। সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদিতি। ইহ নামরূপব্যাক্রিয়া জীবকর্ত্তৃকা স্যাদুতেশকর্ত্তৃকেতি বিচিকিৎসায়াং জীবকর্ত্তৃকেতি প্রাপ্তম্। অনেন জীবেন প্রবিশ্য ব্যাকরবাণীতি তথা প্রত্যয়াৎ। ন চ

কর্ত্তৃত্বং ন প্রতীতম্ কিন্তু চারস্যৈবেতি। কিঞ্চ বিরিঞ্চো বেতি গৌপবনশ্রুত্যাপ্যেতৎ পরিপুষ্টং তস্মাজ্জীবকর্ত্তৃকা সেতি। ইত্থমেতয়োর্বিরোধসংশয়ে অর্থভেদাৎ বিরোধস্য প্রাপ্তৌ হন্তাহমিত্যাদিবাক্যযুগেঽপি বক্ষ্যমাণরীত্যা পরেশকর্ত্তৃকতয়া তস্য ব্যাখ্যানাদবিরোধ ইতি ভাবেন ন্যায়স্য প্রবৃত্তিঃ কস্মাদিতি। চতুর্মুখাখ্যাৎ জীববিশেষাৎ পরেশাৎ বেত্যর্থঃ। সেয়মিতি। সা সৃষ্টতেজোঽবন্নাসচ্ছন্দিতা ব্রহ্মদেবতা পুনরৈক্ষত। অত্রিবৃৎকৃতৈস্তেস্তেজোঽবন্নৈর্ভূতৈর্ব্যবহারাসিদ্ধিং বীক্ষ্য ত্রিবৃৎকৃতৈস্তৈর্ব্যবহারার্হভূতভৌতিকোৎপাদনায় পুনর্বিচারয়াঞ্চকারেত্যর্থঃ। ঈক্ষাপ্রকারমাহ হন্তেত্যাদিনা। ইমাস্তিস্রো দেবতা দ্যোতমানানি তেজোঽবন্নানি অনেন জীবেন জীবশক্তিমতা তদ্ব্যাপিনা বাত্মনা স্বেনৈবাহমনুপ্রবিশ্য ত্রিবৃতমিতি ত্রিভীরূপৈর্বৃৎ বর্ত্তনং যস্যাস্তাম্ ইত্যেবং বিচার্য্যাত্মনৈব তাঃ প্রবিশ্য তাসামেকৈকাং তথা কৃতবানিত্যর্থঃ। ইহেতি। নামরূপয়োঃ সংজ্ঞামূর্ত্ত্যোর্ব্যাক্রিয়া নির্ম্মিতিঃ। অনেনেতি। অত্র জীবকর্ত্তৃকে প্রবেশব্যাকরণে প্রতীতে চারেণ প্রবিশ্যেত্যাদিবাক্যে প্রবেশ-

তেজ, জল ও অন্নের সৃষ্টি বলিয়া পরে "সেয়ং দেবতৈক্ষত," ইত্যাদি উপদেশ করিয়া থাকেন। এই স্থলে যে নাম ও রূপের সৃষ্টি বলা হইয়াছে, তাহা জীবকর্ত্তৃক কি পরেশকর্ত্তৃক? এই প্রকার সংশয়ে, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য ব্যাকরবাণি," প্রভৃতি শ্রুতি দর্শনে উহাকে জীবকর্ত্তৃক বলিয়াই স্থির করা হয়। উক্ত শ্রুতিতে যে "জীবেন" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার তৃতীয়া বিভক্তি সহার্থে

সহার্থেয়ং তৃতীয়া। সম্ভবন্ত্যাং কারকবিভক্ত্যামুপপদবিভক্তে-রন্যায্যত্বাৎ। ন চ করণার্থা সত্যসঙ্কল্পেশ্বরকার্য্যে জীবস্য সাধকতমত্বাভাবাৎ। ন চ প্রবেশো জীবকর্ত্তৃকোঽস্তু ব্যাক্রিয়া ত্বীশ্বরকর্ত্তৃকা ক্ত্বাপ্রত্যয়েনৈককর্ত্তৃকত্ববোধনাৎ। ন চৈত-স্মিন্ পক্ষে ব্যাকরবাণীত্যুত্তমপুরুষানুপপত্তিঃ চারেণানুপ্রবিশ্য পরসৈন্যং সঙ্কলয়ানীতিবদুপপত্তেঃ। ন চৈতৎ কপোল-কল্পনং বিরিঞ্চো বা ইদং বিরেচয়তি বিদধাতি ব্রহ্মা বাব

সঙ্কলনে যথা চারকর্ত্তৃকে। ন চেতি। অনেন জীবেনেতি তৃতীয়া সহার্থা ন মন্তব্যা। তত্র হেতুঃ সম্ভবন্ত্যামিতি। যদুক্তম্—উপপদবিভক্তেঃ কারক-বিভক্তির্বলীয়সীতি। ন চ করণার্থেতি। সাধকতমং করণলক্ষণং পাণিনিনা স্মৃতম্। তাদৃশকরণতয়া জীবেঽঙ্গীকৃতে হরেঃ সত্যসঙ্কল্পত্বং ব্যাহন্যেতেত্যর্থঃ। ক্ত্বাপ্রত্যয়েনেতি। সমানকর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালে ইতি পাণিনিসূত্রম্। এককর্ত্তৃ-কয়োর্ধাত্বর্থয়োঃ পূর্ব্বকালে বর্ত্তমানাৎ ধাতোঃ ক্ত্বা স্যাদিতি তস্যার্থঃ। তথাচ ব্যাকরণবিরোধাপত্তিরিতিভাবঃ। ন চৈতস্মিন্নিতি। এতস্মিন্ জীবকর্ত্তৃত্বপক্ষে করবাণীতি কথমুত্তমপুরুষঃ তস্যাস্মদ্যুপপদে প্রয়োগাদিতি ন চ বাচ্যম্। তত্র হেতুশ্চারেণেতি। তত্রানুপ্রবেশসঙ্কলনে চারকর্ত্তৃকে এব রাজন্যুপচরিত তথা জীবকর্ত্তৃকে এব তে হরাবুপচরিতব্যে ইত্যর্থঃ।

করা হইয়াছে, এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, কারকবিভক্তির সম্ভাবনা থাকিলে, উপপদবিভক্তি ন্যায্য হয় না। ঐ তৃতীয়া করণার্থেও বলা যায় না। যেহেতু সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরের কার্য্যে জীবের করণত্ব সম্ভব হয় না। যদি বল, প্রবেশ জীবকর্ত্তৃক হইলেও ব্যাক্রিয়া ঈশ্বরকর্ত্তৃকই হইবে, তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, ক্ত্বা-প্রত্যয় দ্বারা উভয় ক্রিয়ার এককর্ত্তৃত্ব বোধ করাইতেছে। আবার এই পক্ষে "ব্যাকরবাণি" এই উত্তম পুরুষের অনুপপত্তিও বলা যায় না; যেহেতু "চারেণানুপ্রবিশ্য পরসৈন্যং সঙ্কলয়ামি," এই বাক্যস্থ "সঙ্কলয়ামি" পদের ন্যায় উহা উপপন্নই হইতেছে। এই মতটি স্বকপোলকল্পিত, এরূপও বলা যায় না। কারণ, উক্ত মতের পোষক "বিরিঞ্চো বা ইদং বিরচয়তি" প্রভৃতি শ্রুত্যন্তরও দৃষ্ট

বিরিঞ্চ এতস্মাদ্ধীমে রূপনামনীতি শ্রুত্যন্তরাৎ। নামরূপঞ্চ ভূতানামিত্যাদিস্মরণাচ্চ। তস্মাৎ জীবকর্ত্তৃকা সেতি প্রাপ্তৌ—

সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ॥ ২০॥

তুশব্দাদাক্ষেপো ব্যাবৃত্তঃ। সংজ্ঞামূর্ত্তী নামরূপে তয়োঃ কৢপ্তির্ব্যাক্রিয়া ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরমেশ্বরস্যৈব কর্ম্ম ন তু জীবস্য। কুতঃ উপদেশাৎ। তস্যৈব তৎকৢপ্তিনিগদাৎ। ত্রিবৃৎকরণ-নামরূপব্যাকরণয়োরেককর্ত্তৃকত্বেনোক্তেরিত্যর্থঃ। ত্রিবৃৎকরণঞ্চোক্তম্। ত্রীণ্যেকৈকং দ্বিধা কুর্য্যাৎ ত্র্যর্দ্ধানি বিভজেদ্দ্বিধা। তত্তন্মুখ্যার্দ্ধমুৎসৃজ্য যোজয়েচ্চ ত্রিরূপতা। পঞ্চীকরণস্যোপ-

---

সংজ্ঞেতি। ত্রিবৃৎ তেজোঽবন্নানাং ত্রৈরূপ্যেণ বর্ত্তনং তৎ কুর্ব্বতো হরেরিত্যর্থঃ। ত্রীণ্যেকৈকমিত্যস্যার্থঃ। ত্রীণি তেজোঽবন্নানি প্রত্যেকং দ্বিধা কুর্য্যাৎ। একতস্ত্রীণ্যর্দ্ধানি ন্যস্যেদেকতস্ত্রীণ্যর্দ্ধানীত্যর্থঃ। অথৈকতমানি ত্রীণ্যর্দ্ধানি প্রত্যেকং দ্বিধা কুর্য্যাৎ। দ্বিধা বিভক্তমেকতমমর্দ্ধং তত্তন্মুখ্যার্দ্ধং হিত্বা অন্যয়ো-

---

হয়। স্মৃতিতেও ভূতগণের নাম ও রূপ জীবকর্তৃক বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। অতএব নামরূপব্যাক্রিয়া জীবকর্তৃক, এইরূপই পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইল। তদুত্তরে বলিতেছেন;—

ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই সংজ্ঞামূর্ত্তিকর্তৃত্ব উপদেশ হয় বলিয়া উক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত হইতেছে।

তুশব্দ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ ব্যাবৃত্ত হইতেছে। নাম ও রূপের সৃষ্টি পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম। উহা জীবের কর্ম্ম নহে। কারণ, উহা পরমেশ্বরের কর্ম্ম বলিয়াই উপদিষ্ট হয়। ত্রিবৃৎকরণ ও নামরূপব্যাকরণ এককর্তৃক বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। ত্রিবৃৎকরণ, যথা,—তিনটি বস্তুর এক একটিকে প্রথমত সমান দুই দুই ভাগে বিভাগ করিবে। পরে ঐ তিনটিরই প্রথম অর্দ্ধাংশে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মুখ্যার্দ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অপর অর্দ্ধাংশদ্বয়

লক্ষণমেতৎ। ন চ ত্রিবৃৎকৃতিশ্চতুর্ম্মুখস্য শক্যা বক্তুম্। ত্রিবৃৎকৃততেজোঽবন্ননির্ম্মিতাণ্ডমধ্যজাতত্বাৎ তস্য। তথাচ স্মৃতিঃ। তস্মিন্নণ্ডেঽভবদ্ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহ ইত্যাদ্যা। তস্মাৎ সেয়মিত্যত্র নামরূপব্যাকৃতিত্রিবৃৎকৃত্যোরেককর্ত্তৃকত্বং বিবক্ষিতং ন তু পৌর্ব্বাপর্য্যম্ অর্থক্রমেণ পাঠক্রমস্য বাধাৎ। পূর্ব্বা ত্রিবৃৎকৃতিরুত্তরা তু নামরূপব্যাকৃতিরিতি। ন চাত্রিবৃৎকৃতৈস্তেজোঽবন্নৈরণ্ডোৎপত্তিঃ। অত্রিবৃতাং তেষাং তত্রাসামর্থ্যাৎ। তথাহি স্মৃতিঃ। যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ যদায়তননির্ম্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম। তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ। সদসত্ত্ব-

---

রর্দ্ধয়োশ্চেৎ যোজয়েৎ তদা প্রত্যেকং ত্রিরূপতা স্যাৎ। যস্যার্দ্ধস্য দ্বৌ ভাগৌ কৃতৌ তৎসম্বন্ধি মুখ্যমর্দ্ধং ত্যক্ত্বান্যদীয়য়োর্মুখ্যার্দ্ধয়োর্যোজয়েদিতি যাবৎ। ইত্থঞ্চ ত্রিত্বসংখ্যাসমাবেশঃ। মুখ্যার্দ্ধং স্থূলার্দ্ধমিতি। তস্মিন্নিতি শ্রীভাগবতে। অত্রিবৃতামিতি। তত্রাণ্ডোৎপাদনে। যদেতি শ্রীভাগবতে। যদা এতে অসঙ্গতা অমিলিতা আসন্ অতএব যদা আয়তনস্য শরীরস্য নির্ম্মাণে ন শেকুঃ। সদসত্ত্বং প্রধান-

---

একত্র যোগ করিলেই ত্রিবৃৎকরণ সিদ্ধ হয়। এই ত্রিবৃৎকরণ পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ। উক্ত ত্রিবৃৎকরণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার কর্ম্ম, এরূপ বলা যায় না। কারণ, ব্রহ্মা স্বয়ংই ঐ ত্রিবৃৎকৃত তেজ, জল ও অন্ন দ্বারা নির্ম্মিত অণ্ডের মধ্যে উৎপন্ন হয়েন। তদ্বিষয়ে বক্ষ্যমাণ স্মৃতিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—'ঐ অণ্ডেই সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন।' অতএব "সেয়ম্" ইত্যাদি বাক্যে নামরূপব্যাকরণ ও ত্রিবৃৎকরণের এককর্ত্তৃকত্বই বিবক্ষিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। ঐ স্থলে ক্রিয়ার পৌর্ব্বাপর্য্য অভিহিত হয় নাই। কারণ, অর্থক্রমে পাঠক্রমের বাধা হয়। ঐরূপ ক্রম স্বীকারে প্রথমে ত্রিবৃৎকরণ পরে নামরূপব্যাকরণ, ইহাই বলিতে হয়। অত্রিবৃৎকৃত তেজ প্রভৃতি হইতে অণ্ডোৎপত্তি সম্ভবই হয় না। স্মৃতিতেই উক্ত হইয়াছে, 'দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ঐ সকল ভূতাদি যখন স্বতন্ত্রভাবে অণ্ডনির্ম্মাণে সমর্থ হইল না, তখন পরমেশ্বর উঁহাদিগকে মিলিত করিয়াই এই

মুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদ ইত্যাদ্যা। ইহ পঞ্চীকরণ-মুক্তম্। তচ্চেত্থং বোধ্যম্। বিভজ্য দ্বিধা পঞ্চভূতানি দেবস্তদর্দ্ধানি পঞ্চাৰ্দ্ধিভাগানি কৃত্বা তদন্যেষু মুখ্যেষু ভাগেষু তত্তৎ নিযুঞ্জন্ স পঞ্চীকৃতিং পশ্যতি স্ম। অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়ত ইত্যাদৌ তু পৃথিব্যাদেরেকৈকস্য ত্রেধা পরিণামো বর্ণ্যতে ন তু ত্রিবৃৎকৃতিঃ। ন চানেন জীবেনেতি জীবস্য নামরূপ-নির্ম্মাতৃত্বং বোধয়েদিতি বাচ্যম্। আত্মনা জীবেনেতি সামা-

---

গুণভাবম্। উপাদায় স্বীকৃত্য। উভয়ং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরং সসৃজুরিতি। ইহেত্যুক্তস্মৃতৌ। বিভজ্যেত্যস্যার্থঃ। স দেবো হরিঃ পঞ্চভূতান্যাদৌ দ্বিধা বিভজ্য তেষাং পঞ্চার্দ্ধান্যেকতঃ স্থাপয়তি অন্যানি পঞ্চার্দ্ধানি ত্বেকতঃ। অথ তদর্দ্ধানি তেষাং দ্বিধা বিভক্তানাং পঞ্চানাং ভূতানাম্ পঞ্চখণ্ডানি পুনরর্দ্ধি-ভাগানি প্রত্যেকং চতুঃখণ্ডানি কৃত্বা তত্তচ্চতুর্দ্ধা বিভক্তং পঞ্চানামর্দ্ধানামেকতম-মর্দ্ধং তদন্যেষু মুখ্যেষু স্থূলেষু যুঞ্জন্ ক্ষিপন্ সন্ স দেবঃ পঞ্চানাং ভূতানাং পঞ্চীকৃতিং প্রত্যেকং পঞ্চরূপতাং পশ্যতি স্ম অদ্রাক্ষীৎ। যস্যার্দ্ধস্য চত্বারঃ খণ্ডাঃ কৃতাস্তদীয়াৎ স্থূলার্দ্ধাদন্যেষু স্থূলার্দ্ধেম্বিত্যর্থঃ। অন্নমিতি। পুরুষেণাশিতমন্নং ত্রেধা পরিণমতে পুরীষং মাংসং মনশ্চেতি। তেন পীতা আপস্ত্রেধা পরিণমন্তে মূত্রং লোহিতং প্রাণাশ্চেতি। তেনাশিতং তেজোঽগ্ন্যাদিদীপকং ঘৃতাদি ত্রেধা পরিণমতে অস্থি মজ্জা বাক্ চেতি। অত্র মনসোঽন্নভক্ষণে স্বাস্থ্যমাত্রেণ তৎকার্য্যত্বং প্রাণস্য জলাধীনস্থিতিমাত্রেণ জলকার্য্যত্বং বাচো জ্ঞানানুকূলত্ব-

বিশ্বের সৃষ্টি করিলেন,' ইত্যাদি। এই স্থলে পঞ্চীকরণ উক্ত হইয়াছে। ঐ পঞ্চী-করণ, যথা,— এক একটিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া প্রথমার্দ্ধকে পুনর্ব্বার চারি-ভাগে বিভাগ পূর্ব্বক স্বস্ব হইতে ইতর দ্বিতীয়ার্দ্ধের সহিত যোগ করিলেই, পঞ্চীকরণ সিদ্ধ হয়। 'ভুক্ত অন্ন ত্রিধা বিভক্ত হয়,' এই বাক্যে পৃথিব্যাদির ত্রিবিধ পরিণামই ব্যক্ত হয়। উহাতে ত্রিবৃৎকরণ ব্যক্ত হয় না। এতদ্দ্বারা "জীবেন" এই শব্দ দ্বারা জীবের নামরূপের নির্ম্মাতৃত্ব বোধিত হয়, এরূপ বলা যায় না। কারণ, "আত্মনা জীবেন," এই সামানাধিকরণ্য দ্বারা জীবশক্তি-

নাধিকরণেন জীবশক্তিমতস্তদ্ব্যাপিনো ব্রহ্মণ এব তত্ত্বাভি-ধানাৎ। এতেন বিরিঞ্চো বা ইত্যাদিকং ব্যাখ্যাতম্। এবঞ্চ প্রবিশ্যোত্তমপুরুষয়োরকষ্টতা মুখ্যার্থতা চ স্যাৎ। তথাচ প্রবেশব্যাকরণয়োরেককর্ত্তৃকতা চ। তস্মাদীশকর্ত্তৃকৈব তদ্ব্যাকৃতিঃ। সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভি-বদন্ যদাস্তে ইতি তৈত্তিরীয়কাচ্চ ॥ ২০ ॥

অথ মূর্ত্তিশব্দিতো দেহঃ পরীক্ষ্যতে। শরীরং পৃথিবী-মপ্যেতীতিশ্রুতেঃ পার্থিবো দেহঃ অদ্ভ্যো হীদমুৎপদ্যতে

সাম্যেন তেজঃকার্য্যত্বং চেতি বোধ্যম্। সর্ব্বাণীতি। ধীরঃ সর্ব্বজ্ঞো হরিঃ সর্ব্বাণি রূপাণি দেবমনুষ্যাদিশরীরাণি বিচিত্য নির্ম্মায় নামানি চ তেষাং কৃত্বা নামরূপভাজো জীবানুৎপাদ্যেত্যর্থঃ। তৈর্নিজবিভিন্নাংশৈরভিবদন্ বাচং প্রকাশয়ন্নাস্ত ইত্যর্থঃ॥ ২০ ॥

প্রসঙ্গসঙ্গত্যা মূর্ত্তিশব্দিতস্য দেহস্য বিশেষো দর্শ্যতে। দেহস্য ক্বচিৎ পার্থিবত্বং ক্বচিদাপ্যত্বং ক্বচিৎ তৈজসত্বঞ্চ শ্রুতম্। তাসাং শ্রুতীনাং বিরোধোঽস্তি ন বেতি সন্দেহে ভিন্নার্থত্বাদস্তীতি প্রাপ্তে তত্র তত্রাপি তদন্যাংশয়োর্ন্যগ্‌ভাবে-নাবস্থিতেঃ প্রতিপাদনাদবিরোধ ইত্যাশয়েনাধিকরণস্য প্রবৃত্তিরথেত্যাদিনা।

সমন্বিত ব্রহ্মেরই তন্নির্ম্মাতৃত্ব অভিহিত হইয়াছে। অতএব "বিরিঞ্চো বা," ইত্যাদি বাক্যও ব্যাখ্যাত হইল। এইরূপে 'প্রবেশ করিয়া' ও 'উত্তমপুরুষ' ইহাদেরও অকষ্টতা এবং মুখ্যার্থতা সিদ্ধ হইতেছে। অতএব প্রবেশ ও ব্যাকরণের এক-কর্ত্তৃকত্ব সঙ্গত হইল। এই সকল হেতুতে ঐ ব্যাকরণের পরমেশ্বরকর্ত্তৃকত্বও নির্দ্ধারিত হইল। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বলিয়াছেন, 'পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি দেবমনুষ্যাদিশরীর নির্ম্মাণ ও তাঁহাদের নামের সৃষ্টি করিয়া নিজ বিভিন্নাংশভূত ঐ সকল জীব দ্বারা বাক্যের প্রকাশ পূর্ব্বক অবস্থান করেন ॥ ২০ ॥

অনন্তর মূর্ত্তিশব্দিত দেহের পরীক্ষা করিতেছেন। "শরীরং পৃথিবীমপ্যেতি," এইরূপ শ্রুতি হইতে দেহের পার্থিবত্ব, "অদ্ভ্যো হীদমুৎপদ্যতে," ইত্যাদি শ্রুতি

আপো বাব মাংসমস্থি চ ভবন্ত্যাপঃ শরীরমাপ এবেদং সর্ব্বমিতি শ্রুতেরাপ্যঃ সঃ অগ্নের্দেবযোন্যা ইত্যাদি শ্রুতেস্তৈজসশ্চ। ইহ ভবতি সংশয়ঃ। দেহঃ পার্থিবঃ আপ্যস্তৈজসশ্চ স্যাদুত সর্ব্বোঽপি ত্র্যাত্মক ইতি ত্রৈবিধ্যশ্রবণাদনির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে—

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২১ ॥

মাংসাদ্যেব দেহস্থ ভৌমং ভূমেঃ কার্য্যং ভবতি। তথেতরয়োর্জলতেজসোশ্চ কার্য্যমসৃগস্থ্যাদিকং তত্রাস্তি। তদেতৎ যথাশব্দমভ্যুপেয়ম্। শব্দশ্চ যৎ কঠিনং সা পৃথিবী যদ্দ্রবং তদাপো যদুষ্ণং তত্তেজ ইতি গর্ভোপনিষৎ। তথাচ সর্ব্বো দেহস্ত্রিরূপঃ সিদ্ধঃ ॥ ২১ ॥

শরীরং কর্তৃ। অন্ত্যা ইতি কৌণ্ডিল্যশ্রুতিঃ। ইদং শরীরম্। ইহ বীক্ষা। কস্যচিদ্দেহঃ পার্থিবঃ কস্যচিদাপ্যঃ কস্যচিৎ তৈজসো ভবতীত্যেবং সিদ্ধান্তঃ কিংবা সর্ব্বেষাং দেহাস্ত্রিরূপা ইতি ভাবঃ।

মাংসাদীতি। যথাশব্দমিতিশ্রুত্যনুসারেণেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

হইতে উহার জলীয়ত্ব এবং "অগ্নের্দেবযোন্যাঃ,' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে উহার তৈজসত্ব অনুমিত হয়। তদ্বিষয়ে সংশয় এই, দেহ পার্থিব কি জলীয় অথবা তৈজস কিংবা ত্রিতয়াত্মক ? তন্নিরাসার্থ বলিতেছেন ;—

মাংসাদি ভৌম, অপর দুইটি যথাক্রমে জলীয় ও তৈজস। শব্দ হইতেই উহার নির্ণয় হইবে।

দেহান্তর্গত মাংসাদি পার্থিব। রক্ত ও অস্থ্যাদি যথাক্রমে জলীয় ও তৈজস। শব্দ অনুসারেই উহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ যাহা কঠিন, তাহাই পার্থিব ; যাহা তরল, তাহাই জলীয় ; আর যাহা উষ্ণ, তাহাই তৈজস, বুঝিতে হইবে। গর্ভোপনিষদে ঐরূপই বলিয়া থাকেন। অতএব সকল দেহই ত্রিরূপ, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২১ ॥

নন্বু সর্ব্বং চেদ্ভূতভৌতিকং ত্রিরূপং তর্হি কিং নিমি-ত্তোঽয়ং ব্যপদেশঃ ইদং তেজ ইমা আপ ইয়ং পৃথিবীতি তৈজসমাপ্যং পার্থিবঞ্চ শরীরমিতি। তত্রাহ।

বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ॥ ২২॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তুশব্দঃ। সত্যপি সর্ব্বত্র ত্রৈরূপ্যে ক্বচিৎ কস্যচিদ্ভূতস্য বৈশেষ্যাদাধিক্যাৎ তদ্বাদ ইত্যর্থঃ। পদা-ভ্যাসোঽধ্যায়পূর্ত্তয়ে॥ ২২॥

বর্দ্ধস্ব কল্পাগ সমং সমন্তাৎ
কুরুষ্ব তাপক্ষতিমাশ্রিতানাম্।
ত্বদঙ্গসঙ্কীর্ণিকরাঃ পরাস্তা
হিংস্রা লসদ্যুক্তিকুঠারিকাভিঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ॥ ২॥ ৪॥

বৈশেষ্যাদিতি। সর্ব্বত্রেতি। ত্রিষ্বপি ভূতেষু ত্রিবিধেষু দেহেষু চেত্যর্থঃ। তথা বাদস্তাদৃশো ব্যবহারঃ সঙ্গচ্ছতে ইত্যর্থঃ। তদেবমবিরুদ্ধানাং শ্রুতীনাং সমন্বয়ঃ সর্ব্বেশ্বরে সিদ্ধঃ॥ ২২॥

ইত্থং ষট্‌পঞ্চাশদধিকৈকশতসূত্রকেণ চতুঃপঞ্চাশদধিকরণেন দ্বিতীয়াধ্যায়েন ভগবৎসমন্বয়প্রতিকূলান্ পরপক্ষান্ নিরস্য সহর্ষো ভাষ্যকৃৎ উপকারীব ভগবন্তং

এইরূপে সকল ভূতভৌতিক বস্তুই যদি ত্রিরূপ, সিদ্ধ হইল, তবে এইটি তেজ, ইহা জল, এইটি পৃথিবী; এইটি পার্থিব শরীর, এইটি জলীয় শরীর, এইটি তৈজস শরীর, এইপ্রকার ভেদের কারণ কি, এইপ্রকার সংশয় হয়। তন্নিরাসার্থ বলিতেছেন;—

আধিক্যবশতই ভেদব্যপদেশ, জানিতে হইবে।

তুশব্দ শঙ্কাচ্ছেদার্থ। সকলেরই ত্রৈরূপ্য হইলেও কোন কোনটির অপেক্ষা-কৃত আধিক্যবশত তদনুসারে ব্যপদেশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে বস্তুতে যে ভূতের আধিক্য থাকে, তাহাকে সেই নামেই বলা হয়। পদাভ্যাস অধ্যায় সমাপ্তির নিমিত্ত॥ ২২॥

প্রত্যুপকারং যাচতে বর্দ্ধস্বেতি। হে কল্যাণ কল্পতরো সমং যথা স্যাৎ তথা সমস্তাং সর্ব্বতস্ত্বং বর্দ্ধস্ব। ততঃ কিং তত্রাহ। আশ্রিতানাং তাপক্ষতিং কুরু। নন্বু মে বৃদ্ধিঃ পূর্ব্বং কিং নাসীৎ তত্রাহ ত্বদঙ্গেতি। হিংস্রাবৃতস্য তে কুতো বৃদ্ধিবার্ত্তেতি। ইদানীং তচ্ছেদাৎ তে ঘনপলাশিতা সর্ব্বতঃ প্রসারশ্চ স্যাদেবেতি-ভাবঃ। হিংস্রাঃ কণ্টকজড়িতাঃ লতাবিশেষাঃ ভগবদ্বিমুখাঃ সাংখ্যাদয়শ্চ। তাপঃ সূর্য্যকৃতঃ আধ্যাত্মকাদিদুঃখঞ্চেতি॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে দ্বিতীয়াধ্যায়ভাষ্যস্য চতুর্থঃ পাদো ব্যাখ্যাতঃ॥ ২॥ ৪॥

হে কল্পতরো! ভগবদ্বিমুখ সাংখ্যাদিরূপ যে সকল হিংস্র অর্থাৎ কণ্টকলতা তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া তোমার প্রসারের প্রতিরোধ করিতেছিল, এক্ষণে যুক্তিরূপ কুঠার দ্বারা উহাদের ছেদন করা হইয়াছে, অতএব সমভাবে সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আশ্রিত জনের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের ক্ষয় সাধন কর॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদ॥ ২॥ ৪॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থূল বিবরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে চুয়ান্নটি অধিকরণে একশত পঞ্চান্নটি সূত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম পাদে সাঁইত্রিশটি সূত্রে স্বপক্ষে স্মৃতিতর্কাদি-বিরোধের পরিহার, দ্বিতীয়পাদে পঁয়তাল্লিশটি সূত্রে পরপক্ষে দোষারোপ, তৃতীয়পাদে একান্নটি সূত্রে সর্ব্বেশ্বর হইতে তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি এবং চতুর্থপাদে বাইশটি সূত্রে ভূতবিষয়ক শ্রুতিবিরোধের পরিহার করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে একশত ছাপ্পান্নটি সূত্র। টীকাকারের মতও ঐরূপই বোধ হয়। কারণ, তিনি চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে ঐরূপই সূত্রসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের পঁচিশের "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথাহি দর্শয়তি" সূত্রটি শাঙ্করভাষ্যে দুইটি করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা যে কয়েকখানি হস্তলিখিত পুস্তক মিলাইয়াছি, তাহাদের সকল গুলিতেই ঐটি একটি সূত্রই লিখিত হইয়াছে। যাহাই হউক, ঐ সূত্রটিকে দুইটি সূত্র ধরিলে ঐ পাদটিতে একটি সূত্র বাড়িয়া বায়ান্নটি সূত্র হয়। এবং তাহা হইলেই সাকল্যে একশত ছাপ্পান্ন মিলে।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমপাদঃ।

ন বিনা সাধনৈর্দ্দেবো জ্ঞানবৈরাগ্যভক্তিভিঃ।
দদাতি স্বপদং শ্রীমানতস্তানি বুধঃ শ্রয়েৎ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়দ্বয়েন বিশ্বৈকহেতুং নির্দোষগুণরত্নাকরং সচ্চিদানন্দাত্মকং পুরুষোত্তমং মুমুক্ষুধ্যেয়তয়া সর্ব্বো বেদান্তঃ প্রতি-

অথ সাধনাধ্যায়ং ব্যাচক্ষাণো মঙ্গলমাচরতি ন বিনেতি। দেবঃ সর্ব্বারাধ্যঃ। স্বভক্তোদ্ধৃতিক্রীড়ঃ তদবিদ্যাবিদ্বেষী তদুপাসাগুণোৎকৃষ্টফলার্পণনিপুণঃ স্বরূপভূতয়া পরয়া শক্ত্যা দ্যোতমানঃ আনন্দচিন্মূর্ত্তিরানন্দমত্তো বিভুঃ পুরুষোত্তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। জ্ঞানেতি জ্ঞানাদিভিঃ সাধনৈর্ব্বিনা তৈঃ রহিতায়েত্যর্থঃ। স্বপদং স্বধাম স্বাঙ্ঘ্রিযুগলং চ ন দদাতি ন প্রকাশয়ত্যতো বুধঃ স্বনিঃশ্রেয়সজনকানি জ্ঞানাদীনি সাধনানি শ্রয়েদিতি তদাশংসারূপং মঙ্গলাচরণমেতৎ। সাধনানি শ্রয়েদিত্যধ্যায়ার্থসংসূচনাদধ্যায়সঙ্গতিঃ। স্মৃতিতর্ককৃতে ভগবৎসমন্বয়বিরোধে পূর্ব্বাধ্যায়েন নিরস্তে সতি তেনৈবানিশ্চয়রূপাপ্রামাণ্যে বিহতে অধুনা তৎপ্রাপকসাধননিরূপকস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে ইত্যনয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবসঙ্গতিঃ। পূর্ব্বত্র স্বকীয়স্য জীবস্য সৌখ্যায় দয়ালুনা ভগবতা স্বশক্তিপরিণামৈর্ভূতৈঃ প্রাণেন্দ্রিয়াধারো দেহো নির্ম্মিত ইত্যুক্তম্। তৎপ্রসঙ্গাদিদং বিচার্য্যতে।

জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিরূপ সাধন ব্যতিরেকে ভগবান কাহাকেও নিজপদ প্রদান করেন না, অতএব ভূতিকাম জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ সকল সাধনই আশ্রয় করিবেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়দ্বয়ে বিশ্বৈকহেতু, নির্দ্দোষগুণরত্নাকর, সচ্চিদানন্দাত্মক পুরুষোত্তমকেই মুমুক্ষু ব্যক্তির ধ্যেয়রূপে নিখিল বেদান্ত প্রতিপাদন করিতেছেন,

পাদয়তীত্যেতৎ সর্ব্বাবিরুদ্ধমিত্যুক্তেব্র্হ্মস্বরূপং নিরূপিতম্। অথাস্মিন্ তৃতীয়েঽধ্যায়ে তৎপ্রাপকাণি সাধনানি নিরূপ্যন্তে। তেষু মুখ্যং তাবৎ প্রাপ্যেতরবৈতৃষ্ণ্যং প্রাপ্যতৃষ্ণা চেতি তৎসিদ্ধয়ে পূর্ব্বপাদদ্বয়মারভ্যতে। তত্র প্রথমে পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যামাশ্রিত্য নানাবস্থস্য জীবস্য লোকগত্যা গতিরূপা দোষাঃ প্রকাশ্যন্তে লোকবিরাগায়। দ্বিতীয়ে তু প্রাপ্যানুরাগহেতবঃ তন্মহিমাদয়ো গুণা বক্ষ্যন্তে। ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পাঞ্চালানাং সমিতিমিয়ায়েত্যাদিনা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা পঠিতা। তত্র জীবঃ পরলোকং গচ্ছতি তস্মাৎ পুনরিমং

অস্য জীবস্য তৎসঙ্গাদ্ভগবদুপকারং দেহস্বভাবঞ্চ জানতস্তং স্বামিনং দয়াবন্তং ভগবন্তং সাক্ষাচ্চিকীর্ষোঃ সানুবন্ধে তত্র দেহে বৈরাগ্যমিতি পূর্ব্বোত্তরয়োর্ন্যায়য়োঃ প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ। এবমেব পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থং সঙ্গময়তি পূর্ব্বাধ্যায়দ্বয়েনেত্যাদিনা। তৎসিদ্ধয়ে তদুভয়প্রতিপাদনায়। দোষা ইতি। দোষদৃষ্টিনিমিত্তত্বাৎ লোকবিরাগস্যেত্যভিপ্রায়ঃ। লোকেতি। লোকা ভুবনানি। অষ্টাবিংশতিসূত্রকং ষড়ধিকরণকং প্রথমং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে ছান্দোগ্যে

এই প্রকার বলা হইয়াছে এবং তদ্বিষয়ক বিরোধ সকলের পরিহার সহকারে ব্রহ্মের স্বরূপও নিরূপণ করা হইয়াছে। এই তৃতীয় অধ্যায়ে ঐ ব্রহ্মের প্রাপ্তির সাধন সকল নিরূপণ করা হইতেছে। ঐ সাধন সকলের মধ্যে ব্রহ্মেতর বিষয়ে বিতৃষ্ণা এবং ব্রহ্মবিষয়ে তৃষ্ণাই মুখ্য সাধন, এইটি সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই প্রথম দুই পাদ আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম পাদে লোক-বৈরাগ্য উপদেশ করিবার জন্য পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার আশ্রয়ে নানাবস্থাগত জীব সকলের লোকগতি দ্বারা গতির দোষ সকল প্রকাশিত হইতেছে। দ্বিতীয় পাদে প্রাপ্য পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগের হেতুভূত তদীয় মহিমাদি গুণ সকল উক্ত হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে, 'অরুণপুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চাল-সভায়

লোকমাগচ্ছতীতি প্রতীয়তে। ইহ সংশয়ঃ। পরলোকং গচ্ছন্ জীবঃ সূক্ষ্মভূতৈর্ব্বিযুক্তঃ পরিষ্বক্তো বা গচ্ছতীতি। তত্রাপি তেষাং সৌলভ্যাদ্‌বিযুক্তো গচ্ছতীতি প্রাপ্তে—

তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥ ১ ॥

তচ্ছব্দেন দেহঃ পরামৃষ্টঃ পূর্ব্বং তস্য মূর্ত্তিশব্দিতস্য প্রক্রমাৎ। দেহাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তৌ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংপরিষ্বক্তো

শ্বেতকেতুরিত্যাদিনা। পরলোকং গচ্ছতীতি। জীবো হি প্রাণেন্দ্রিয়ৈর্ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কাররূপয়া পূর্ব্বপ্রজ্ঞয়া চ সহিতঃ পূর্ব্বদেহং বিহায় দেহান্তরং গচ্ছতীতি শ্রুতিদৃষ্টম্। তাদৃশঃ স কিং দেহান্তরারম্ভকৈঃ পঞ্চীকৃতভূতভাগৈরেতদ্দেহবৎ প্রাণেন্দ্রিয়াধারকৈরযুক্তো গচ্ছতি কিংবা যুক্তৈস্তৈরিতি সংশয়ে মানাভাবাৎ পরত্রাপি তেষাং সৌলভ্যাচ্চ বিযুক্তৈস্তৈর্গচ্ছতীতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তথা চাধারভূতান্ ভূতভাগান্ বিনা প্রাণেন্দ্রিয়াণাঞ্চ নানুবৃত্তিরিতি ইহৈব দেহবিয়োগো ভাবীত্যামৃত্যোঃ সুখসাধনে দেহে বৈরাগ্যং নোচিতমিতি পূর্ব্বপক্ষে ফলম্। প্রাণগতিশ্রবণাৎ তদাধারভূতান্যপি ভূতানি পিশাচাদিবৎ জীবমনুবর্ত্তিষ্যন্তে। নিঃশেষভূতবিয়োগস্তু তত্ত্বজ্ঞৈব ভবেদিতি তত্ত্বজ্ঞীচ্ছোর্দেহে বৈরাগ্যং যুক্তমিতি সিদ্ধান্তে ফলং বোধ্যম্।

উপস্থিত হইলেন,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা কথিত হইয়াছে। ঐ স্থানে, জীব পরলোকে গমন করেন এবং পুনর্ব্বার তথা হইতে ইহলোকে আগমন করেন, এইরূপ অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়। এস্থলে সংশয় এই—জীব পরলোকে গমন-কালে সূক্ষ্মভূত হইতে বিযুক্ত হইয়াই গমন করেন অথবা তৎসহকারেই গমন করেন। পরলোকেও সূক্ষ্মভূতের অসদ্ভাব না থাকায় জীব গমন-কালে সূক্ষ্মভূত হইতে বিযুক্ত হইয়াই গমন করেন, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—

প্রশ্ন ও উত্তর দ্বারা সূক্ষ্মভূতের সহিত দেহান্তর-প্রাপ্তি প্রতীত হয়।

জীবো রংহতি গচ্ছতি। কুতঃ—বেত্থ যথেত্যাদিরূপাৎ প্রশ্নাৎ অসৌ বাবেত্যাদিরূপাৎ তদুত্তরাচ্চ। তত্রেয়মাখ্যায়িকা। প্রবাহণো নাম ক্ষত্রিয়ঃ পঞ্চালাধিপতির্নিজান্তিকাগতং শ্বেতকেতুং বিপ্রকুমারং পঞ্চার্থান্ পপ্রচ্ছ—কর্ম্মিণাং গন্তব্যদেশং পুনরাবৃত্তিপ্রকারম্ অমুষ্য লোকস্যাপ্রাপ্তারং দেবযানপিতৃযানয়োর্ভেদকং রূপঞ্চ বেত্থেতি বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতা বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি চ। স চ কুমারঃ প্রশ্নপারাজ্ঞানাদ্‌বিমনাঃ পিতরং গৌতমমুপেত্য পরিদেবয়ামাস।

তদিতি। দেহাদ্দেহান্তরলাভে তদারম্ভকৈঃ সূক্ষ্মভূতৈর্যুক্তো জীবঃ প্রয়াতি। কুতঃ—গৌতমকৃতাৎ প্রশ্নাৎ প্রবাহণকৃতাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপদেশাচ্চায়মর্থো বিজ্ঞাত ইতি। প্রশ্নান্ বিবৃণোতি—কর্ম্মিণামিত্যাদি। অমুষ্য লোকস্যাপ্রাপ্তারমিতি। পরলোকং যো ন প্রাপ্নোতি ত্বং বেৎসীত্যর্থঃ। বেত্থ যথা পঞ্চম্যামিত্যস্যার্থঃ। ইহ লোকে অম্ময়দধিপয়ঃপ্রভৃতিকদ্রব্যহোমে শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং কৃতে শ্রদ্ধাখ্যাহুতিরূপেণ যজমানে সংবদ্ধাস্তা আপস্তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবাস্তস্মিন্ মৃতে সতি দ্যুলোকাগ্নৌ জুহ্বতি হুতাস্তাঃ সোমাখ্যদেহরূপেণ পরিণমন্তে। স চাম্ময়ো দেহঃ পর্জন্যাগ্নৌ বৃষ্ট্যভিমানিনি দেহবিশেষে তৈ-

---

পূর্ব্বে মূর্ত্তিশব্দের প্রক্রম হেতু তৎশব্দে দেহই পরামৃষ্ট হইয়াছে। দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপ্তিতে সূক্ষ্মভূতের সহিতই গমন প্রতীত হয়। কারণ 'বেত্থ যথা' ইত্যাদি প্রশ্ন ও 'অসৌ বাব' ইত্যাদি উত্তরই তাহার প্রমাণ। ছান্দোগ্যে একটি আখ্যায়িকা আছে;—প্রবাহণ নামে পাঞ্চালাধিপতি ক্ষত্রিয়, সমীপাগত শ্বেতকেতু নামক বিপ্রকুমারকে বক্ষ্যমাণ পাঁচটি অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। কর্ম্মিগণের গন্তব্য স্থান; পুনরাবৃত্তির প্রকার; ঐ লোক যাহারা প্রাপ্ত না হয়; দেবযান ও পিতৃযানের ভেদক রূপ; এবং পঞ্চমাগ্নিতে আহুত জলের পুরুষদেহপ্রাপ্তির প্রকার। শ্বেতকেতু এই পঞ্চ প্রশ্নের অর্থ অবগত হইতে না পারিয়া পিতা গৌতমের নিকট গমন পূর্ব্বক খেদ করিতে লাগিলেন। পিতাও

পিতাপ্যবিদিতপ্রষ্টব্যস্তদ্‌বুভুৎসয়া প্রবাহণমাগত্য কৃতার্হণং বিত্তদিৎসুঞ্চ তং প্রতি তানেব পঞ্চ প্রশ্নান্ বিভিক্ষে। স চ তমন্তিমং প্রশ্নং প্রতি ব্রুবন্নাহ—অসৌ বাব লোকে গৌতমাগ্নিরিত্যাদি। তত্র হি দ্যুপর্জ্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষাঃ পঞ্চাগ্নিতয়া নিরূপিতাঃ। তেষু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্ন-রেতোরূপাঃ ক্রমাৎ পঞ্চাহুতয়ঃ পঠিতাঃ। হোতারঃ সর্ব্বত্র দেবাঃ। হোমস্তু ভূতসূক্ষ্মপরিবেষ্টিতস্য জীবস্য স্বর্ভোগাদি-লাভায় দেবৈঃ কৃতো দ্যুলোকাদিষু প্রক্ষেপঃ। মৃতস্য জীবস্য ইন্দ্রিয়াণি খলু দেবাঃ কথ্যন্তে। তে হি দ্যুলোকাগ্নৌ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি। সা শ্রদ্ধা স্বর্গভোগার্হসোমরাজাখ্যদিব্য-

দেবৈর্হুতো বৃষ্টির্ভবতি। বৃষ্টিভূতাস্তাঃ পৃথিব্যগ্নৌ তৈর্হুতা ব্রীহিযবাদ্যন্নতাং প্রাপ্নুবন্তি। অন্নভাবমাপন্নাস্তাঃ পুরুষাগ্নৌ তৈর্হুতা রেতোভাবং লভন্তে। রেতোভূতাস্তাঃ পঞ্চমাহুতিরূপা যোষিদগ্নৌ তৈর্হুতা গর্ভাত্মনা স্থিতাঃ পুরুষ-সংজ্ঞাং প্রয়ান্তীতি অপাং পুরুষবচস্ত্বমিতি বস্তুস্থিতিঃ। তামেতাং জানন্ রাজা পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়াং যথাপঃ পুরুষবচসঃ পুরুষাকারেণ পরিণমন্তে। তথা কিং ত্বং বেৎসীতি পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ। স চেতি। স প্রবাহণো রাজা। অন্তিমং

ঐ সকল প্রশ্ন বুঝিতে না পারিয়া প্রবাহণের নিকট গমন করিলেন। প্রবাহণ তাঁহার যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক বিত্তদানাভিলাষী হইলে, তিনি প্রবাহণকে উক্ত পাঁচটি প্রশ্ন ভিক্ষা করিলেন। প্রবাহণ বলিলেন, গৌতম! এই সংসারে স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী, এই পাঁচ অগ্নি। শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও বীর্য্য, এই পাঁচটি উক্ত পঞ্চ অগ্নির আহুতি। দেবগণ হোতা। ভূতসূক্ষ্মবেষ্টিত জীবের স্বর্গলাভের নিমিত্ত দেবগণ-কৃত প্রক্ষেপের নামই হোম। মৃত জীবের ইন্দ্রিয়বর্গই দেবতা। তাঁহারা স্বর্গলোকাগ্নিতে শ্রদ্ধাকে হোম করেন। ঐ শ্রদ্ধাই স্বর্গভোগযোগ্য সোমরাজ নামক দিব্যদেহরূপে পরিণত হয়।

দেহরূপেণ পরিণমতে। স চ দেহো ভোগান্তে তৈঃ পর্জ্জন্যাগ্নৌ হুতো বর্ষং ভবতি। তচ্চ বর্ষং পৃথিব্যগ্নৌ তৈর্হুতমন্নং ভবতি। তচ্চান্নং পুরুষাগ্নৌ তৈর্হুতং রেতো ভবতি। তচ্চ রেতো যোষাগ্নৌ তৈরেব হুতং গর্ব্ভো ভবতীত্যুক্ত্বাহ—ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতা বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি। ইত্যুক্তক্রমেণ রেতোরূপায়াং পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়ামাপঃ পুরুষবচসঃ পুরুষশব্দবাচ্যা দেহরূপা ভবন্তীত্যর্থঃ। ইহ যাভিরদ্ভির্যুক্তো দিবং গতস্তাসামেবোক্তরীত্যা স্ত্রীমাপন্নানাং পুরুষরূপতেতি প্রতীতেঃ সূক্ষ্মভূতপরিষ্বক্তো রংহতীতি সিদ্ধম্॥ ১॥

নন্বাপঃ পুরুষবচস ইত্যুক্তেঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং পরিষ্বঙ্গঃ কথমিতি তত্রাহ—

বেথ যথেত্যাদিরূপম্। তত্রেতি অন্তিমে প্রশ্নে। স্ফুটার্থমন্যৎ। তে হীত্যাদিকং গদিতার্থম্। শ্রদ্ধামিতি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা দধ্যাদিরূপা আপ ইত্যর্থঃ॥ ১॥

ভোগান্তে ঐ দেহ আবার পর্জন্যাগ্নিতে হুত হইয়া বর্ষরূপ ধারণ করে। উহাই আবার পৃথিবীরূপ অগ্নিতে হুত হইয়া অন্নরূপে পরিণত হয়। সেই অন্ন পুরুষাগ্নিতে রেতোরূপ ধারণ করে। ঐ রেত যোষারূপ অগ্নিতে পুরুষদেহ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পঞ্চমাগ্নিতে হুত জলের পুরুষাকার-প্রাপ্তি হয়। এই স্থলে যে সকল জলের সহিত জীব স্বর্গলোকে গমন করেন, সেই সকল জলই পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রতীতিপ্রযুক্ত জীব যে সূক্ষ্মভূতের সহিতই গমন করেন, তাহা সিদ্ধ হইতেছে॥ ১॥

যদি কেবল জলই পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, এরূপ বলা যায়, তাহা হইলে জীব সকল সূক্ষ্মভূতের সহিতই গমন করেন, ইহা আবার কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন,—

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ২ ॥

শঙ্কানিবৃত্তয়ে তুশব্দঃ। ত্রিবৃৎকৃতানামপাং ত্রিভূতীরূপত্বাৎ তাসাং গতৌ ত্রয়াণামপি গতিরনুমতেত্যর্থঃ। তথাপ্যপ্‌শব্দপ্রয়োগঃ শুক্রশোণিতরূপে দেহবীজে দ্রবভূম্না তাসাং ভূয়স্ত্বাৎ। তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমা ইতি স্মৃতেশ্চ। ভূম্না হি ব্যপদেশা ভবন্তি ॥ ২ ॥

প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩ ॥

দেহান্তরাপ্তৌ প্রাণানাং গতিঃ শ্রূয়তে বৃহদারণ্যকে—তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তীত্যাদিনা। সা খলু নিরাশ্রয়া ন সম্ভবেদতস্তদাশ্রয়ভূতানাং ভূতানাং গতিঃ স্বীকার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ত্র্যাত্মকত্বাদিতি। তাপাপনোদ ইতি শ্রীভাগবতে। তাপনিবর্ত্তকতা বহুলতা চাপাং ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। অত্র কেচিৎ বাতপিত্তশ্লেষ্মভির্দেহস্য ত্রৈরূপ্যাদস্মাদত্র নাজন্যো দেহঃ। বাতপিত্তয়োর্বায়ুতেজঃকার্য্যত্বাৎ। তথা চাজন্যোঽভিন্নভূতচতুষ্টয়জন্যশ্চ সঃ। গন্ধস্বেদপাকপ্রাণাবকাশানাং পঞ্চভূতকার্য্যাণাং দর্শনাৎ। তর্হি শ্রুতৌ তদাগ্রহঃ কথং তত্রাহ—ভূয়স্ত্বাদিতি। যদ্যপি দেহে পৃথিবীভূয়স্ত্বমেব তথাপি তেজ-আদ্যপেক্ষয়াপাং ভূয়স্ত্বং বোধ্যমিতি ॥ ২ ॥

জলের ভূতত্রয়াত্মকত্ব ও বহুলত্ব হেতু উহা সঙ্গত হইতেছে।

শঙ্কানিবৃত্তির উদ্দেশ্যে তু-শব্দ। ত্রিবৃৎকৃত জলেরই ভূতত্রয়াত্মকত্ব হেতু তাহার গমনে তিনেরই গমন সিদ্ধ হইতেছে। তথাপি শুক্রশোণিতরূপ দেহবীজে দ্রববাহুল্য প্রযুক্ত জলেরই বাহুল্যহেতু অপ্‌শব্দের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,—তাপাপনোদন ও সকল পদার্থেই আধিক্য, এই দুইটি জলের বৃত্তি। অতএব আধিক্যপ্রযুক্তই জলের নাম ব্যবহৃত হয়। বস্তুত সমস্ত ভূতের সূক্ষ্মভাগই জীবের সূক্ষ্মদেহ ॥ ২ ॥

প্রাণের গতি বশতও অপরাপর ভূতের গতি জানিতে হইবে।

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥ ৪ ॥

ননু যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মৌষধির্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়ত ইতি তত্রৈব বাগাদীনামগ্ন্যাদীন্ প্রতি গতিশ্রুতের্ন তেষাং জীবেন সহ গতিরত উক্তশ্রুতিরন্যথৈব নেয়েতি চেন্ন। কুতঃ—ভাক্তত্বাৎ। ঔষধির্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা ইত্যাদিনা শ্রুতায়া লোমাদিগতেঃ প্রত্যক্ষেণ বাধাৎ ভাক্তেয়-

---

প্রাণগতেশ্চেতি। গৌণ্যা মুখ্যাশ্চ প্রাণাঃ। তেষাং জীবদশায়াং দেহাত্মনা স্থিতানি ভূতান্যাশ্রিত্যৈব গতির্দৃষ্টা। অথ মরণে শ্রুতানাং. তেষাং গতিস্তান্যাশ্রিত্যৈব ভবিতুং যুক্তেতি। তথাভূতৈর্যুক্তস্যৈব রংহণং সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

অগ্ন্যাদীতি। অগ্ন্যাদীন্ প্রতীতি। অগ্ন্যাদিষু বাগাদীনাং লয়শ্রবণাদিত্যর্থঃ। তৎসহেতি ওষধীর্লোমানীত্যাদিসহপাঠাদিত্যর্থঃ। বাগাদীনামিতি। বাগাদীনা-

---

বৃহদারণ্যকে দেহান্তরপ্রাপ্তিতে প্রাণের গতি শ্রবণ করা যায়। যথা, জীবের সহিত প্রাণ ও প্রাণের সহিত সমস্ত প্রাণ উৎক্রমণ করে। ঐ উৎক্রান্তি নিরাশ্রয়া সম্ভব হয় না। অতএব উৎক্রমণশীল প্রাণের আশ্রয়ভূত অপরাপর ভূতেরও উৎক্রমণ স্বীকার্য্য হইতেছে ॥ ৩ ॥

শ্রুতিতে অগ্নি প্রভৃতির গতি উক্ত হয় বলিয়া ভূতসকলের গতি স্বীকার করা সঙ্গত হয় না ; কারণ, ঐ সকল শ্রুতি গৌণমাত্র।

'মৃত্যুকালে পুরুষের বাক্য অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু সূর্য্যে, মন চন্দ্রে, কর্ণ দিকে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোম ওষধিতে, কেশ বৃক্ষে, রক্ত ও বীর্য্য জলে লীন হয়,' এইরূপ শ্রুতি আছে। এই শ্রুতির বলে অপরাপর ভূতের জীবের সহিত গতি অনুমান করা যায় না। কারণ, ঐ শ্রুতি গৌণ। লোম সকলের ওষধিতে ও কেশ সকলের বনস্পতিতে গমন প্রত্যক্ষ-

মগ্ন্যাদিগতিশ্রুতিঃ। তৎসহপাঠান্ন স্বার্থপরেত্যর্থঃ। ন হি লোমান্যুৎপ্লুত্যৌষধীর্গচ্ছন্তীত্যাদি দৃষ্টম্। ততশ্চ মৃতিকালে বাগাদীনামুপকারনিবৃত্তিমাত্রাপেক্ষয়া তথোক্তির্গতেরপি শ্রুতত্বাৎ ॥ ৪ ॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

নন্বু যদ্যাপঃ পঞ্চাপ্যাহুতয়ঃ স্যুস্তদা পঞ্চম্যামিতি বাক্যাদদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো যাতীতি শক্যং বদিতুম্। ন চ তথাস্তি প্রথমেঽগ্নৌ তাসামাহুতিত্বাশ্রবণাৎ। তত্র হি শ্রদ্ধৈবাহুতিরুক্তা। তস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতীতি তস্যা মনোবৃত্তি-

---

মগ্ন্যাদীনাঞ্চ তদা জীবোপকারিত্বং নাস্তীত্যেবাপেক্ষ্য তথোক্তিরিত্যর্থঃ। কুতঃ এবং কল্পনং তত্রাহ—গতেরপীতি। তমুৎক্রামন্তমিত্যাদৌ জীবেন সহ প্রাণগতেঃ শ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বিরোধী। অগ্ন্যাদিতে গমনবোধক অর্থ গৌণমাত্র মুখ্য নহে; যেহেতু প্রত্যক্ষের বিরোধ বশত উহা স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যার্থ বোধ করাইতেছে। লোমাদি শরীর হইতে উৎপতিত হইয়া ওষধি প্রভৃতিতে গমন করে, ইহা কেহ কখন দেখেন নাই। অতএব মৃত্যুকালে বাক্য প্রভৃতির নিবৃত্তিই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য। গতিই উহার মুখ্যার্থ। স্থূল দেহ সূক্ষ্ম দেহে মিলিত হয় বলিয়া সূক্ষ্মের সহিত স্থূলেরও গমন সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৪ ॥

প্রথম আহুতিতে জলের অশ্রবণ হেতু জলাদি ভূতের সহিত জীবের গমন অসিদ্ধ, এরূপ বলা যায় না; কারণ, প্রথম আহুতিতে ঐ সকল জলাদি ভূতই শ্রদ্ধাশব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছে, এইরূপ উপপত্তি দৃষ্ট হইতেছে।

যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, জল যদি পঞ্চাহুতি বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে, জলের সহিত জীবের গমন স্বীকার করা যাইত। কিন্তু প্রথম আহুতি যখন জলকে বলা হয় নাই, তখন অবশ্য জলের তদ্রূপত্ব স্বীকৃত হয় নাই। প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধাই আহুতি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ঐ অগ্নিতে দেবতারা

রূপত্বেন প্রসিদ্ধের্নাপ্‌ত্বং সম্ভবতি। সোমাদীনাঞ্চ কথঞ্চিৎ সম্ভবেৎ অতো নাস্মাদ্‌বাক্যাদ্ভূতপরিষ্বঙ্গো গচ্ছতো মৃতস্যেতি চেন্ন। হি যতঃ প্রথমেঽপ্যগ্নৌ তা এবাপঃ শ্রদ্ধাশব্দেনোচ্যন্তে। কুতঃ—উপপত্তেঃ প্রশ্নোত্তরয়োরিতি শেষঃ। বেত্থ যথেতি প্রশ্নে পঞ্চস্বগ্নিষ্বাপো হোম্যা বিবক্ষিতাঃ। তস্যোত্তরারম্ভে প্রথমেঽগ্নৌ শ্রদ্ধা হোম্যোক্তা। তত্র শ্রদ্ধাশব্দেন চেন্নাপো বাচ্যাস্তদা তয়োর্বৈরূপ্যাপত্তিরিত্যর্থঃ। অপাং পঞ্চমহোমসম্বন্ধো হীতরহোমচতুষ্টয়সম্বন্ধ এবোপপদ্যতে। শ্রদ্ধাকার্য্যঞ্চ সোমবৃষ্ট্যাদি স্থূলীভবদব্বহুলং বীক্ষ্যতে। কারণানুরূপঞ্চ কার্য্যমিতি শ্রদ্ধায়া অপ্‌ত্বে যুক্তিশ্চ। তস্মাৎ তত্র

প্রথমে ইতি। দ্যুলোকাগ্নাবিত্যর্থঃ। ন চ তথাস্তি। পঞ্চানামাহুতীনামপ্‌ত্বং নাস্তীত্যর্থঃ। তস্যাঃ শ্রদ্ধায়াঃ। তয়োঃ প্রশ্নোত্তরয়োঃ উপপত্তেরিত্যর্থঃ। ব্যাখ্যান্তরমাহ—শ্রদ্ধাকার্য্যঞ্চেত্যাদিনা। প্রথমাহুতেরপ্‌ত্বাভাবে তজ্জন্যসোমাখ্যশরীরাদেঃ অব্‌বাহুল্যাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ॥ ৫॥

শ্রদ্ধাকেই হোম করেন। ঐ শ্রদ্ধা মনোবৃত্তিরূপা। উহার জলত্ব কখনই সম্ভব হয় না। সোমাদির বরঞ্চ কথঞ্চিৎ জলত্ব সম্ভব হইতে পারে। অতএব ঐ বাক্য হইতে ভূতবর্গের সহিত জীবের গমন অনুমান করা অসঙ্গত। উহা শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। যেহেতু প্রথম অগ্নিতে যে হোম, তাহা শ্রদ্ধাশব্দ-বাচ্য জল দ্বারাই হয়, ইহাই যুক্ত। পঞ্চালাধিপতির প্রশ্নে পঞ্চাগ্নিতে জলরূপ হোমই কথিত হইয়াছে। ঐ প্রশ্নের উত্তরে প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধাকেই হোম বলা হইয়াছে। ঐ স্থলে শ্রদ্ধাশব্দ যদি জলকে না বুঝায়, তবে তদুভয়ের বৈরূপ্যাপত্তি ঘটে। ইতর হোমচতুষ্টয়ের সম্বন্ধ থাকিলেই জলের পঞ্চম হোমের সহিত সম্বন্ধ উপপন্ন হয়। সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি শ্রদ্ধার কার্য্য, শ্রদ্ধা উহাদের কারণ। শ্রদ্ধাই স্থূলীভূত হইয়া সোম বৃষ্টি প্রভৃতির আকারে পরিণত হয়। ঐ বৃষ্টি জলবহুল। কার্য্য কারণের

শ্রদ্ধাশব্দেনাপো গ্রাহ্যাঃ। শ্রদ্ধা বা আপ ইতি শ্রুতেশ্চ। মনোবৃত্তিস্তু ন স্যাৎ। মনসো নিষ্কৃষ্য তস্যা হোমানুপপত্তেঃ। তস্মাদদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো যাতীতি ॥ ৫ ॥

নন্বাপো গচ্ছেয়ুঃ শ্রুতত্বাৎ নতু তদ্‌যুক্তো জীবঃ অশ্রুতত্বাদিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৬ ॥

অশ্রুতত্বমসিদ্ধম্। তত্রৈব ছান্দোগ্যে চন্দ্রং প্রতীষ্টাদিকৃতাং গতিপ্রত্যয়াৎ। অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তং দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্বিশন্তীত্যাদিনা আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজেত্যন্তেন। তত্রেষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রং প্রাপ্য

নন্বিতি। শ্রদ্ধাসোমরূপেণাপাং রংহণস্য শ্রুতৌ প্রতীতেঃ স্বীকৃতং জীবরংহণং তু স্বীকর্ত্তুং ন শক্যম্। অব্বজ্জীবরংহণস্য তস্যামপ্রতীতেরিত্যর্থঃ।

অনুরূপ। শ্রদ্ধার কার্য্য জল শ্রদ্ধারই অনুরূপ। ইহাই শ্রদ্ধার জলরূপত্বে যুক্তি। অতএব শ্রদ্ধাশব্দে এখানে জলই স্বীকার্য্য। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, শ্রদ্ধাই জল। এখানে শ্রদ্ধা মনোবৃত্তি নহে। মন হইতে নিষ্কাশন পূর্ব্বক শ্রদ্ধার হোম অনুপপন্ন হয়। অতএব জলের সহিত সঙ্গত হইয়া জীব গমন করেন, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৫ ॥

এক্ষণে, শ্রুতিপ্রমাণসম্ভাব হেতু জলই গমন করে, তদসম্ভাব নিবন্ধন উহার সহিত জীবও গমন করে, ইহা বলা না হউক; এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া পরবর্ত্তী সূত্রে তাহারই পরিহার করিতেছেন;—

ইষ্ট প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা সকলের তাদৃশী প্রতীতি হেতু শ্রুতিপ্রামাণ্যের অসম্ভাব বলিয়া ঐরূপ আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকরী। শ্রুতিপ্রামাণ্যের অসম্ভাবই অসিদ্ধ। ঐ ছান্দোগ্য উপনিষদেই ইষ্টাদিকর্ম্ম-কারী জীবগণের চন্দ্রলোকগতি উক্ত হইয়াছে। যথা,—যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তির উপাসক, তাহারা ধূমে প্রবেশ করে। পরে আকাশ হইতে চন্দ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক সোমরাজ

সোমরাজাখ্যা ভবন্তীত্যবগম্যতে। তথা দ্যুলোকাগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি। তস্যাঃ আহুতেঃ সোমো রাজা ভবতীত্যত্রাপি তদৈকার্থ্যাৎ শ্রদ্ধাশরীরযুক্তঃ সোমশরীরযুক্তো ভবতীতি অবসীয়তে। শরীরস্য জীবৈকাশ্রয়ত্বস্বাভাব্যাৎ তদ্বাচকস্য শব্দস্য জীবে পর্য্যবসানমিতি তৎপরিষ্বক্তোঽসৌ যাতীতি স্থিরম্‌ ॥ ৬ ॥

নন্বেষ সোমরাজা দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তীতি সোমরাজশব্দিতস্য দেবভক্ষত্বশ্রবণাৎ ন স জীবঃ শক্যো বক্তুম্‌। তস্য ভক্ষয়িতুমশক্যত্বাদিতি চেত্তত্রাহ—

ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ৭ ॥

অশ্রুতত্বাদিতি। তদ্বাচকস্য সোমরাজাখ্যশরীরবাচিনঃ ॥ ৬ ॥

নন্বিতি। ন স ইতি। সোমরাজ ইতি বাচ্যো জীবো ভবতীতি বক্তুং ন শক্যম। তস্য চিদ্রূপস্য দেবৈর্ভক্ষণসম্বন্ধাদিত্যর্থঃ।

হয়। ঐ স্থলে, ইষ্টাদিকারী জীবগণ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া সোমরাজ এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রতীতি হয়। আবার স্বর্গলোকাগ্নিতে দেবতারা শ্রদ্ধাকে হোম করেন। ঐ আহুতি হইতেই সোম রাজা হয়েন। উভয় শ্রুতিই এক অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। যিনি প্রথমে শ্রদ্ধাশরীরযুক্ত ছিলেন, তিনিই পরে সোমশরীরযুক্ত হয়েন, এইরূপ অর্থ অবগত হওয়া যাইতেছে। একমাত্র জীবকে আশ্রয় করাই যখন শরীরের স্বভাব, তখন শরীরবাচক শব্দ জীবেই পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব ভূতগণের সহিতই যে জীবের গতি, ইহা স্থির ॥ ৬ ॥

এই সোমরাজ দেবতাদের অন্ন, দেবগণ উহা ভক্ষণ করেন। যে সোমরাজ দেবগণের অন্ন, উহাকে কখনই জীব বলিতে পারা যায় না। কারণ, জীব ভক্ষণের অযোগ্য। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতেছেন—

বেতি শঙ্কাহানৌ। সোমরাজশব্দিতস্য জীবস্য দেবান্নত্বং ভাক্তম্। অন্নবৎ তদ্‌ভোগহেতুত্বাদুপচরিতমিত্যর্থঃ। তদ্ধেতুত্বং তৎসেবকত্বাৎ। তচ্চানাত্মবিত্ত্বাৎ। শ্রুতিরপ্যনাত্মজ্ঞস্য দেবসেবকতাং দর্শয়তি। অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানামিতি বৃহদারণ্যকে। অয়ং ভাবঃ। অন্নবদ্ভক্ষণাসম্ভবাৎ তদ্বদ্‌ভোগসাধনত্বাচ্চ জীবস্য দেবান্নত্বং তত্রোপচর্য্যতে।

ভাক্তমিতি। ভাক্তং গৌণম্। তৎসেবকত্বাৎ তদ্‌ভৃত্যত্বাৎ। তচ্চেতি তৎসেবকত্বমিত্যর্থঃ। অথেতি। যঃ কর্ম্মজড়ো দেবতামন্যাং স্ববৃত্ত্যাহেতুং কর্ম্মমার্গমাত্রতয়োপকারিণীং মত্বোপাস্তে ন স বেদ নাসৌ তত্ত্বজ্ঞঃ। যথা পশুরিতি। পশুর্যথা লোকাদুপাত্তজীবিকস্তস্য সংসেবয়া নিত্যং ক্লিশ্যতি তথা দেবোপকৃতো দেবসেবক ইত্যর্থঃ। দেবাঃ খলু অপূর্ণাস্তৎসেবাভিকাঙ্ক্ষিণস্তজ্জ্ঞানং প্রতিবধ্নন্তি। হরিস্তু পূর্ণত্বাৎ পরিনিস্পৃহোঽপি সৌহার্দ্দাদেব স্বস্বরূপং স্বপদঞ্চোপলম্ভয়তি। ত্বদ্ভক্তাশ্চ তে তব ফলমিচ্ছন্তি নতু ত্বত্তোঽন্যদিতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ। কর্ম্মজড়োঽত্র বিনিন্দ্যতে। তস্মাত্তদায়ত্তধীস্থৈর্য্যার্থ-

---

জীবের অন্নত্ব গৌণ। আত্মজ্ঞানের অভাব বশতই জীব তাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রুতিতেও ঐরূপই দেখাইয়া থাকেন।

বা-শব্দ আশঙ্কার নিবৃত্তির নিমিত্ত। সোমরাজ-শব্দে উক্ত জীবের দেবান্নত্ব গৌণ। জীব সকল অন্নের ন্যায় দেবগণের ভোগহেতু বলিয়া উহাতে অন্নধর্ম্ম উপচরিত হইয়াছে। জীবগণ দেবগণের সেবক বলিয়াই তাহাদিগকে দেবতাদিগের ভোগহেতু বলা হইয়া থাকে। জীবগণের আত্মজ্ঞানের অভাব হইলেই ঐরূপ দেব-সেবকতা ঘটিয়া থাকে। শ্রুতিও আত্মজ্ঞান-বিহীন জীবের দেব-সেবকতা দেখাইয়া থাকেন। যথা বৃহদারণ্যকে— 'যে অন্য দেবতার সেবা করে, সে ঐ দেবতার ও নিজের তত্ত্ব কিছুই জানে না। সে ঐ দেবতাদিগের পশু অর্থাৎ সম্পূর্ণ অধীন।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্ন যেরূপ ভক্ষিত হইয়া থাকে, জীবের সেরূপ ভক্ষিত হওয়া অসম্ভব,

বিশোঽন্নং রাজ্ঞাং পশবোঽন্নং বিশামিত্যৌপচারিকপ্রয়োগ-দর্শনাচ্চ। মুখ্যত্বে তু জ্যোতিষ্টোমাদিবিধিবৈয়র্থ্যাপত্তিঃ। দেবাশ্চেচ্চন্দ্রলোকগতং ভক্ষয়েয়ুঃ কিমর্থং জনস্তত্র গচ্ছেৎ কিমর্থং বা তৎপ্রাপকং জ্যোতিষ্টোমাদিপ্রয়াসং কুর্য্যাদিতি। তস্মাদদ্ভিঃ পরিষ্বক্তো যাতীতি সিদ্ধম্॥ ৭॥

অথ য ইমে গ্রাম ইত্যাদিনা কেবলকর্ম্মিণাং ধূমাদিমার্গেণ স্বর্গপ্রাপ্তিমভিধায় তদন্তে পুনরাবৃত্তিঃ পঠ্যতে তত্রৈব

মেতৎ। স্ববিলক্ষণতয়া তু শ্রীহরিরুপাস্য ইতি শ্রুতেরেবাহ—পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বেত্যাদিনা। তস্মাদর্থান্তরকল্পনং ন চারু॥ ৭॥

পূর্ব্বত্রাপাং কর্ম্মসমবেতানাং পঞ্চমহোমে সতি পুরুষরূপত্বেন পরিণাম-শ্রুতিং হেতুমালম্ব্যাদ্ভির্যুক্তস্য পুরুষস্যাগমনং যদুক্তং তন্ন যুক্তম্। স্বর্গাদেবা-

---

তবে অন্ন যেরূপ ভোগের সাধন, জীবও তদ্রূপ, এই নিমিত্তই জীবে অন্নধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছে এবং জীবকে অন্ন-শব্দে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বস্তুত প্রজাকে যেরূপ রাজার অন্ন এবং পশুকে যেরূপ প্রজার অন্ন বলা হইয়া থাকে, জীবকেও তদ্রূপ দেবতাদিগের অন্ন বলা হইয়াছে। ঐরূপ প্রয়োগ ঔপ-চারিক। জীব যদি যথার্থই দেবতাদিগের ভক্ষণীয় অন্ন হইত, তাহা হইলে জ্যোতিষ্টোমাদি বিধি বৃথা হইয়া যাইত। জীব যদি চন্দ্রলোকে গমন করি-লেই দেবতাগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে কোন্ জীব কি নিমিত্ত তথায় গমন করিত এবং কি জন্যই বা তাহারা চন্দ্রলোক-প্রাপক জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত? ফলত অজ্ঞ জীবের দেবাধীনত্ব প্রদর্শন দ্বারা স্বর্গাদি ফলের অকিঞ্চিৎকরত্ব ব্যক্ত করাই ঐ সকল শ্রুতির উদ্দেশ্য জানিতে হইবে। অতএব জীব যে মৃত্যুকালে জলাদি ভূত-ত্রয়ের সহিতই গমন করেন, ইহাই সিদ্ধ হইল॥ ৭॥

অনন্তর 'য ইমে গ্রামে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কেবল কর্ম্মীদিগের ধূমাদি মার্গ দ্বারা স্বর্গাদি বলিয়া পরিশেষে ছান্দোগ্যোক্ত 'জীব স্বর্গভোগের অনন্তর ঐ

ছান্দোগ্যে—যাবৎসম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তত ইতি। তত্র সংশয়ঃ। স্বর্গাদবরোহন্নিরনুশয়ঃ সানুশয়ো বেতি। যাবৎসম্পাতমুষিত্বেত্যুক্তেঃ প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্যেত্যাদ্যুক্তেশ্চ নিরনুশয়োঽবরোহতীতি। সম্পাতঃ কর্ম্ম সম্পতন্ত্যনেন স্বর্গমিতি ব্যুৎপত্তেঃ। অনুশয়ো ভুক্তশিষ্টং কর্ম্ম। অনুশেতে কর্ত্তারং ফলভোগায়েতি ব্যুৎপত্তেঃ। তচ্চ কৃৎস্নফলভোগে সতি নাবশিষ্যতে। এবং প্রাপ্তে পঠতি—

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্ ॥ ৮ ॥

রোহতস্তস্য কর্ম্মাভাবেন তৎসমবেতানাম্ অপাং চাভাবাদিত্যাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। ভুক্ত্বা ততোঽবরোহতঃ কর্ম্মাভাবে ন তদ্ধেতুকশ্চ শূকরাদিযোনিলাভাভাবাৎ। কর্ম্মফলেষু ন বৈরাগ্যমিতি পূর্ব্বপক্ষে ফলং তদুপলম্ভককর্ম্মশেষ-

পথেই পুনরাবৃত্ত হয়,' এই বাক্যে তথা হইতে পুনরাবৃত্তি পঠিত হইয়া থাকে। তাহাতে সংশয় এই যে, জীব স্বর্গ হইতে অবরোহণ-কালে নিজ কর্ম্ম পরিসমাপ্ত করিয়াই পুনরাগমন করে, কি ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম সহকারেই তাহার পুনরাবৃত্তি হয়? যদ্দ্বারা স্বর্গে গমন হয়, তাহারই নাম সম্পাত। অতএব কর্ম্মই সম্পাত শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। কর্ম্ম যদি সম্পাতের অর্থ হইল, তবে 'যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা' এই শ্রুতির 'যাবৎ কর্ম্ম থাকে, তাবৎ বাস করিয়া' এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য' এই বাক্যের তাৎপর্য্যও ঐরূপই। অতএব জীব যে নিরনুশয় অবস্থায় অর্থাৎ কর্ম্ম শেষ করিয়াই স্বর্গ হইতে অবরোহণ করে, ইহাই বুঝা যায়। কারণ, যাহা কর্ত্তাকে ফলভোগে নিযুক্ত করে, তাহাকেই অনুশয় বলে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে ভুক্তাবশেষ কর্ম্মই অনুশয় শব্দের অর্থ। সমস্ত ফলের ভোগ সম্পন্ন হইলে আর উহা থাকিতে পারে না। অতএব জীব ফলভোগ শেষ করিয়া নিরনুশয় অবস্থাতেই ইহলোকে পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, ইহাই বলা যাউক। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনার্থ অষ্টম সূত্র অবতারিত হইতেছে।

চন্দ্রলোকে সুখভোগায় যৎ কর্ম্ম কৃতং তস্যেষ্টাদেস্তত্র ভোগেনাত্যয়ে ক্ষয়ে সতি তদ্ভোগক্ষয়জাতশোকানলবিলীন-ভোগদেহোঽনুশয়বানবরোহতি। কুতঃ—দৃষ্টেতি। তদ্য ইহ রমণীয়চরণাভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণাভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বেতি তত্রৈব দর্শনাৎ। রমণীয়চরণা রমণীয়কর্ম্মাণঃ। ভুক্তশিষ্টপক্কসুকৃত-বন্ত ইত্যর্থঃ। অভ্যাসোঽভ্যাগন্তারঃ অভ্যাপূর্ব্বাদসেঃ ক্বিপি

সত্বাং তেষু তদ্যুক্তমিতি সিদ্ধান্তে ফলম্। এতদভিপ্রায়েণ ন্যায়মাহ—অথ য ইত্যাদিনা। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ। সম্পাতশব্দার্থঞ্চ ব্যাচষ্টে সম্পাত ইত্যাদিনা।

কৃতাত্যয়ে ইতি। তচ্চ সম্পাতশব্দিতং কর্ম্ম সূত্রস্থং দৃষ্টপদমেব ব্যাচষ্টে লোকে জন্মনৈব প্রতিপ্রাণ্যুচ্চাবচভোগদর্শনাৎ সানুশয়ঃ স্বর্গাৎ পততীতরথা

ফলোন্মুখ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই জীব যে ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিতই পুন-রাগমন করেন, ইহা শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ।

চন্দ্রলোকে সুখভোগের নিমিত্ত ইহলোকে ইষ্ট প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম করা হয়, ঐ স্থানে ভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় হইলে, ভোগক্ষয়জন্য শোকানলে জীবের ঐ ভোগদেহ বিলীন হয়; সুতরাং তিনি তখন বীজরূপে স্থিত অফলোন্মুখ ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিতই ইহলোকে পুনর্ব্বার আগমন করেন, শ্রুতিতে বলিয়াছেন। আগমনকালীন উৎকৃষ্ট আচরণ দ্বারা উত্তম যোনি অর্থাৎ, ব্রাহ্মণযোনি, ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি প্রাপ্তি হয়। আর তৎ-কালীন নিন্দনীয় আচরণ দ্বারা নিকৃষ্টযোনি অর্থাৎ কুক্কুরযোনি, শূকর-যোনি বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্তি হয়। রমণীয় চরণ শব্দের অর্থ, রমণীয় কর্ম্ম; অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট-পরিপক্ক-সুকৃতশালী। অভ্যাস শব্দের অর্থ অভ্যাগন্তা।

রূপম্। হ স্ফুটম্। যদ্‌যদা তদেত্যর্থাৎ। ইহ পুনর্ভবে তে উভয়শেষাভ্যাং নিবিশন্তীতি স্মৃতেশ্চ। তস্মাৎ সানুশয়োঽবরোহতি। যাবৎসম্পাতম্ ইত্যাদিবাক্যন্তু ফলার্পণপ্রবৃত্তকর্ম্মবিশেষপরমিত্যবিরোধঃ ॥ ৮ ॥

অবরোহে প্রকারবিশেষং দর্শয়তি—

যথেতমনেবঞ্চ ॥ ৯ ॥

চন্দ্রাদবরোহন্নুনুশয়ী যথেতমবরোহত্যনেবঞ্চ। যথেতং যথাগতম্। অনেবং তদ্বিপর্য্যয়েণ। ধূমাকাশয়োরবরোহেঽপি সংকীর্ত্তনাদ্‌যথেতমিতি প্রতীয়তে। রাত্র্যাদ্যসংকীর্ত্তনাদভ্রাদ্যুপসংখ্যানাচ্চানেবং চেতি ॥ ৯ ॥

তদ্ভোগস্যাকস্মিকতাপত্তিরিতি। ইহ পুনরিতি শ্রীভাগবতে। উভয়েতি পুণ্যপাপশেষাভ্যামিত্যর্থঃ। যাবদিত্যাদিবাক্যার্থং সঙ্গময়তি যাবদিতি ॥ ৮ ॥

যথেতমিতি। উপসংখ্যানাৎ সংগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥

অভি পূর্ব্বক আ পূর্ব্বক অস ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ করিয়া উক্ত পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যদ্‌শব্দের অর্থ যদা, তদ্‌শব্দের তদা, এই অর্থ হইতেই উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—এই পুনর্জন্ম-সময়ে জীব সকল পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অবশেষের সহিত আগমন করেন। অতএব জীবের ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিতই অবরোহণ সিদ্ধ হইল। 'যাবৎ সম্পাতম্' ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত 'যাবৎ সম্পাত' শব্দ ফলার্পণপ্রবৃত্ত কর্ম্মবিশেষপর। অতএব যে কর্ম্ম যত দিন ফলোন্মুখ থাকে, তত দিন সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া তদন্তে জীবের পুনরাগমন বলিলেই সমস্ত বিরোধের ভঞ্জন হইল ॥ ৮ ॥

এক্ষণে অবরোহণের প্রকারবিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন—

যেরূপে গমন, সেইরূপেই পুনরাগমন, কখন বা অন্যরূপও হইয়া থাকে। অনুশয়ী জীব যেরূপে গমন করেন, চন্দ্রলোক হইতে সেইরূপেই আগমন করেন। কখন বা অন্যরূপেও আগমন করিয়া থাকেন। অবরোহণ-

চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ১০ ॥

ননু স্বর্গাৎ প্রচ্যুতোঽনুশয়াদ্‌যোনিং প্রাপ্নোতীতি ন যুজ্যতে। রমণীয়চরণা ইত্যাদিশ্রুত্যা চরণাৎ তদাপত্ত্যভিধানাৎ। ন চানুশয়চরণশব্দয়োরৈকার্থ্যম্। যথাকারী যথাচারী তথা ভবতীতি বৃহদারণ্যকে তয়োর্ভিন্নার্থত্বোক্তেঃ। কর্ম্মশেষোঽনুশয়শ্চরণং ত্বাচার ইতি চেন্নায়ং দোষঃ। যতোঽনুশয়োপলক্ষণার্থৈষা চরণশ্রুতিরিতি কার্ষ্ণাজিনির্মন্যতে কর্ম্মণঃ সর্ব্বার্থহেতুতয়া শাস্ত্রার্থপ্রসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

চরণাদিতি। তদাপত্তীতি যোন্যাপত্তিরিত্যর্থঃ। যথেতি। যথা কর্ম্ম করোতি যথাচারং করোতি তথা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কালেও ধূম এবং আকাশের কীর্ত্তনহেতু পূর্ব্ববৎ অবরোহণই প্রতীত হয়। আবার গমনকালে রাত্রি প্রভৃতির অনুল্লেখ ও আগমন-কালে মেঘাদির উল্লেখ-হেতু তদ্‌বৈপরীত্যও প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শ্রুতিতে চরণ-শব্দ আছে বলিয়া কর্ম্মাবশেষ হইতে যোনিপ্রাপ্তি হয়, এই প্রকার সিদ্ধান্ত অযুক্ত, এরূপও বলা যায় না; কারণ, কার্ষ্ণাজিনি ঋষি বলেন, চরণ-শব্দে অনুশয়ই উপলক্ষিত হয়।

যদি বল, স্বর্গ হইতে প্রচ্যুতির সময় ভুক্তশেষ বশতই দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়, এরূপ বলা অযুক্ত। যেহেতু, রমণীয় চরণ ইত্যাদি শ্রুতিতে চরণশব্দে আচরণই অভিহিত হয়, অতএব আচরণক্রমেই দেহপ্রাপ্তি স্বীকৃত হয়; ভুক্তাবশেষক্রমে নহে। অনুশয় ও চরণ-শব্দ একার্থবাচক বলা যায় না। কারণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ আচার, তদনুরূপ জন্ম হয়, এই স্থলে কর্ম্ম ও আচরণের অর্থ ভিন্ন করা হইয়াছে। তদুত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, কর্ম্মের শেষকে অনুশয় এবং আচারকেই চরণ বলিয়া উহাদের একার্থতা স্বীকারে কোনরূপ দোষ হয় না। কার্ষ্ণাজিনি ঋষি, শ্রুত্যুক্ত চরণ-শব্দ অনুশয়কে লক্ষ্য করিয়াই অভিহিত হইয়াছে, ইহা

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১১ ॥

নন্বু কর্ম্মণঃ সর্ব্বার্থহেতুত্বে বৈফল্যমাচারস্য ততশ্চ তদ্বিধির্ব্যর্থ ইতি চেন্ন। কুতঃ কর্ম্মণোঽপ্যাচারসাপেক্ষত্বাৎ। নহি সদাচারবিহীনঃ কর্ম্মণ্যধিক্রিয়তে। সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মস্বিত্যাদিস্মৃতেঃ। তথাচ সাচারস্য কর্ম্মণঃ ফলহেতুত্বাৎ তয়া কর্ম্মোপলক্ষ্যতে। ইতি কার্ষ্ণাজিনের্মতম্ ॥ ১১ ॥

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ১২ ॥

তুশব্দঃ পূর্ব্বমতনিরাসায়। চরণশব্দেন সুকৃতদুষ্কৃত এব বাচ্যে ইতি বাদরির্মন্যতে। পুণ্যং কর্ম্মাচরতীত্যাদৌ কর্ম্মণি

আনর্থক্যমিতি। নন্বনুশয়োপলক্ষণার্থা চরণশ্রুতিরিতি ন সঙ্গচ্ছতে সদাচারদুরাচারাত্মকস্য কর্ম্মণ এব সদসদ্‌যোনিহেতুত্বসম্ভবাৎ অনুশয়াখ্যস্য কর্ম্মণঃ তদ্ধেতুত্বে চরণস্য বৈয়র্থ্যাদিতি চেন্ন। ইষ্টাদিকর্ম্মণাং চরণাখ্যাচারনিবর্ত্ত্যত্বেন চরণাপেক্ষত্বাৎ তত্র চরণস্যার্থবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তয়েতি চরণশ্রুত্যা ॥ ১১ ॥

স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন। বস্তুত কর্ম্মের সকল অর্থেরই কারণতা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে ॥ ১০ ॥

কর্ম্মের সর্ব্বার্থহেতুত্ব প্রযুক্ত আচারের বিফলতা ও পূর্ব্বোক্ত বিধির ব্যর্থতা হউক, এরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ, কর্ম্ম আচারসাপেক্ষ। সদাচারবিহীন ব্যক্তি কথনই কর্ম্মে অধিকারী হয় না। স্মৃতিতেই বলিয়াছেন, সন্ধ্যাহীন নিত্য অশুচি ব্যক্তি সকল কর্ম্মেই অনধিকারী। ফলত সদাচার সহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই ফলহেতু। অতএব তদ্দ্বারা কর্ম্মই উপলক্ষিত হইতেছে। ইহাই কার্ষ্ণাজিনির মত ॥ ১১ ॥

বাদরি ঋষি বলেন, চরণ-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়কেই বোধ করায়।

তু-শব্দ পূর্ব্বমত-নিরাসার্থ। বাদরির মতে চরণ-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই বোধিত হয়। 'পুণ্যং কর্ম্মাচরতি' ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মেই চর-ধাতুর

চরতেঃ প্রয়োগাৎ। মুখ্যে সংভবতি লক্ষণা ন যুক্তা। চরণমনুষ্ঠানং কর্ম্মেতি অনর্থান্তরম্। আচারোঽপি কর্ম্মবিশেষ এব। তথাপি ভেদোক্তিঃ কুরুপাণ্ডবন্যায়েন। ইদং স্বমতমিত্যেবশব্দঃ। তথাচ চরণশব্দেন কর্ম্মবিশেষোক্তেঃ সানুশয়োঽবরোহতীতি সিদ্ধম্॥ ১২॥

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রং গত্বা সানুশয়াস্তস্মাদবরোহন্তীত্যুক্তম্। ইদানীমনিষ্টাদিকারিণাং পাপিনামারোহাবরোহৌ পরীক্ষ্যেতে। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভি-

---

বস্তুতঃ কর্ম্মচরণয়োর্ন ভেদ ইত্যাহ সুকৃতেতি। পুণ্যং কর্ম্মেতি। ইষ্টাদিকারিণি ধর্ম্মং চরত্যেষ মহাত্মেতি তয়োরভেদপ্রয়োগাদিত্যর্থঃ। অনর্থান্তরমিতি। এক এবার্থ ইত্যর্থঃ। তথা চেতি। ইষ্টাদিকৃতাং চন্দ্রগতানাং তস্মাদবরোহতায়ামনুশয়োঽস্তীতি সিদ্ধম্॥ ১২॥

ইষ্টাদিকৃত এব চন্দ্রং গচ্ছন্তীতি এতদাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। পাপিনাং শুভের্ন যথা গতিরপি নেতি সিদ্ধান্তোক্তের্বৈরাগ্যদার্ঢ্যকরণাৎ পাদসঙ্গতিশ্চ। ইষ্টাদিকৃতামন্যেষাঞ্চ চন্দ্রগত্যবিশেষাদিষ্টাদ্যনুষ্ঠানং ব্যর্থমিতি পূর্ব্বপক্ষে ফলম্ অনিষ্টাদিকৃতাং চন্দ্রগত্যভাবাৎ তদ্গতয়ে সার্থকং তদিতি

প্রয়োগ হইয়াছে। মুখ্যার্থের সম্ভবে লক্ষণা অযুক্ত। চরণ, অনুষ্ঠান ও কর্ম্ম অর্থান্তর নহে। আচার শব্দেও কর্ম্মবিশেষই বোধিত হয়। পাণ্ডবেরা কুরুবংশীয় হইলেও যেরূপ কুরু ও পাণ্ডব শব্দ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়, এখানেও ভেদ তদ্রূপই জানিতে হইবে। ইহাই সূত্রকারের নিজ মত, এইটি ব্যক্ত করিবার নিমিত্তই এখানে 'এব' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রকারে চরণ-শব্দে কর্ম্মবিশেষেরই অভিধান হেতু সানুশয় জীবের অবরোহণ সিদ্ধ হইল॥ ১২॥

ইষ্ট প্রভৃতি কর্ম্মাচারী ব্যক্তি সকল চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সানুশয় হইয়াই তথা হইতে অবরোহণ করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে অনিষ্ট প্রভৃতির অনুষ্ঠানকারী জীবগণের আরোহণ ও অবরোহণ পরীক্ষিত

গচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনা ইতি ঈশাবাস্যে পঠ্যতে। অত্র পাপিনশ্চন্দ্রলোকং গচ্ছন্ত্যুত যমলোকমিতি সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষং সূত্রয়তি—

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্॥ ১৩॥

ইষ্টাদিকৃতামিবানিষ্টাদিকৃতামপি চন্দ্রে গমনং শ্রুতম্। যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ান্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তীতি কৌষীতক্যুপনিষদি সর্ব্বেষামবিশেষেণ গতিশ্রবণাৎ তেঽপি তং গচ্ছন্তীতি। এবং সত্যুক্তবাক্যং দুরাচারনিবৃত্তি-

সিদ্ধান্তে ফলং বোধ্যম্। অসূর্য্যা ইতি। অসুরাণামিমে অসূর্য্যাঃ লোকাঃ স্থানানি ইদমর্থং যচ্ছান্দসঃ অসুরস্য ইতি সূত্রাৎ। শ্রীহরিবিমুখা হ্যসুরাঃ। দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্‌বিপর্য্যয় ইত্যাগ্নেয়বিষ্ণুধর্ম্মবচনাৎ। অন্ধেন তমসাবৃতা অজ্ঞানেন বৃতাঃ। প্রেত্য মৃত্বা। আত্মহনঃ আত্মাপহ্নবকর্ত্তারো বহির্ম্মুখা ইত্যর্থঃ। অত্রেতি। পাপিনঃ চন্দ্রং গত্বা ততো যমং গচ্ছন্ত্যুত যমমেবেত্যর্থঃ।

অনিষ্টাদীতি। সর্ব্বেষামিতি। মৃতমাত্রাণামিতি পূর্ব্বপক্ষেঽর্থঃ সিদ্ধান্তে তু যে ইষ্টাদিকৃতস্তেষাং সর্ব্বেষামিত্যর্থো বোধ্যঃ। তেঽপি তমিতি। তে পাপিনঃ

হইতেছে। ঈশাবাস্য উপনিষদে পঠিত হয়,—'যাহারা আত্মঘাতী, তাহারা মৃত্যুর পর গাঢ়তিমিরাচ্ছন্ন সূর্য্যবিহীন লোকে গমন করে।' এই স্থলে পাপী সকল চন্দ্রলোকেই গমন করে, অথবা যমলোকেই গমন করে, এইরূপ সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন,—

ইষ্টাদিকারীর ন্যায় অনিষ্টাদিকারীরও চন্দ্রলোকে গমন শ্রবণ করা যায়। কৌষীতকী উপনিষদে, 'যে কেহ ইহলোক হইতে গমন করে, সেই সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে,' ইত্যাদি বাক্যে সকলেরই অবিশেষ গতির শ্রবণ-হেতু সকলেই যে চন্দ্রলোকে গমন করে, এরূপ সিদ্ধ হইতেছে।

পরতয়া নেয়ম্। ননু পুণ্যবতাং পাপিনাঞ্চ সমানং ফলম্। নৈবম্। পাপিনাং তত্র ভোগাভাবাৎ ॥ ১৩ ॥

এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি।

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্‌গতিদর্শনাৎ ॥ ১৪ ॥

তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। ইতরেষামনিষ্টাদিকৃতাং সংযমনে যমপুরে গমনম্। তত্র যমদণ্ডমনুভূয় পুনরিহাগমনঞ্চ স্যাৎ। এবম্ভূতৌ তেষামারোহাবরোহৌ ভবতঃ। কুতঃ তদিতি। ন সম্পরায়ঃ প্রতি ভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ-

---

চন্দ্রলোকমিতি। তত্র হেতুঃ পাপিনামিতি। পাপিনশ্চন্দ্রে গতিমাত্রং কৃত্বা ততোঽবরুহ্য নরকে নিপতন্তি নতু তত্র সুখং ভুঞ্জত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

সংযমনে ইতি। নেতি। সম্পরায়ো হরিলোকস্তদুপায়ঃ সৎকর্ম্মজ্ঞানাদিঃ সাম্পরায়ঃ স বালমজ্ঞং প্রতি ন ভাতি। মূঢ়ং ছন্নদৃষ্টিম্। অতএব প্রমাদ্যন্তং বিষয়াসক্তম্। ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু বিপরীতদর্শী চ স ইত্যাহ—অয়ং মন্তবনাধারভূতো লোকোঽস্তি নতু পরঃ ইতি মানী। অতস্তদনুগুণং পাপ-

এরূপ হইলেও ঐ সকল বাক্য দুরাচার হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হয়। কারণ, পুণ্যশীল ও পাপীর সমান ফল কখনই সঙ্গত হয় না। চন্দ্রলোকে পাপীদিগের ভোগেরই অসম্ভাব দেখা যায় ॥ ১৩ ॥

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন,—

তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষ-নিরাসের নিমিত্ত। অনিষ্টাদিকারী ব্যক্তি সকল সংযমন নামক যমপুরে গমন করে, এবং সেই স্থানে যমদণ্ড জন্য দুঃখ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এই স্থানেই আগত হয়। সুতরাং উহাদিগেরও আরোহণ ও অবরোহণ সিদ্ধ হইতেছে। কাঠকে বলিয়াছেন, 'বালক, প্রমাদী ও বিত্তলোভে মূঢ় ব্যক্তির পরলোকের ধারণাই নাই। তাহারা এই লোকই সত্য, পরলোক

পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ইতি কঠবল্ল্যাং যমলোকতদ্দণ্ডপ্রাপ্তি-শ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ১৫ ॥

তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ। পথা পাপীয়সা নীতস্তরসা যমসাদনমিত্যাদৌ সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ ইত্যাদিষু চ পাপিনাং যমবশ্যতাং মুনয়ঃ স্মরন্তীতি ॥ ১৫ ॥

অপি সপ্ত ॥ ১৬ ॥

রৌরবোঽথ মহাংশ্চৈব বহ্নির্বৈতরণী তথা। কুম্ভীপাক ইতি প্রোক্তান্যনিত্যনরকাণি তু ॥ তামিস্রশ্চান্ধতামিস্রো দ্বৌ নিত্যৌ সংপ্রকীর্ত্তিতৌ। ইতি সপ্ত প্রধানানি বলীয়স্তূত্তরোত্তরমিতি ভারতে। পাপিনাং ফলভোগভূমিত্বেন সপ্ত নরকাণি স্মর্য্যন্তে। তানি তে যান্তীত্যর্থঃ। অপিশব্দাৎ পঞ্চমান্তস্মৃতানি পরাণি গৃহ্যন্তে ॥ ১৬ ॥

মাচরন্ পুনঃপুনরুৎপত্তিমৃত্যুযোগে যমস্য মে বশমাপদ্যতে ইতি নচিকেতসং প্রত্যুক্তিঃ ॥ ১৪ ॥

স্মরন্তীতি। তত্র তত্রেত্যাদি দ্বয়ং শ্রীভাগবতে ॥ ১৫ ॥

নাই, এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস বশত পুনঃপুন আমার (যমের) অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে' ॥ ১৪ ॥

স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,—'পাপী মৃত্যুর পর যমরাজ্য-গমন-কালে পথিমধ্যে পুনঃপুন পতনে ক্লান্ত ও মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা পুনর্ব্বার উত্থিত ও পাপপথে দ্রুতগতি যমান্তিকে নীত হয়। পাপিগণ যমের বশ্যতা প্রাপ্ত হয়' ॥ ১৫ ॥

নরক সাতটি। রৌরব, মহান্, বহ্নি, বৈতরণী ও কুম্ভীপাক, এই পাঁচটি অনিত্য নরক এবং তামিস্র ও অন্ধতামিস্র, এই দুইটি নিত্য নরক মহাভারতে

নন্বেবমীশ্বরকর্ত্তৃকসর্ব্বনিয়মেনোক্তিবাধস্তত্রাহ—

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৭ ॥

চোঽবধারণে। তেষু যমাদিষু দণ্ডকর্ত্তৃষ্বীশ্বরকর্ত্তৃকনিয়মন-রূপাদ্ব্যাপারাত্তদুক্তেরবাধ ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরপ্রযুক্তাঃ খলু যমাদয়ঃ পাপিনো দণ্ডয়ন্তীতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৭ ॥

ননু পাপিনামপি যমদণ্ডানন্তরং চন্দ্রারোহঃ স্যাৎ। যে বৈ কে চাস্মাদিত্যাদৌ সর্ব্বশব্দাদিত্যাক্ষেপনিরাসায়াহ—

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

অপীতি। অপিশব্দাদিতি। পঞ্চমস্কন্ধান্তেঽষ্টবিংশতির্নরকা বর্ণ্যন্তে। তেষু পরাণি রৌরবাদিসপ্তকেতরাণি গ্রাহ্যাণীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নন্বিতি। এবং স্মরন্তীতি সূত্রোক্তে যমাদিকর্ত্তৃকে প্রাণিদণ্ডে ন স্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ।

তত্রাপীতি স্ফুটার্থম্ ॥ ১৭ ॥

উক্ত আছে। ঐ সাতটি নরক পাপীদিগের ফলভোগের স্থান। সূত্রোক্ত অপি-শব্দ দ্বারা তদ্ব্যতীত অপর একবিংশতি নরকও গৃহীত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

পাপীদিগের যমবশ্যতা-স্বীকারে ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ামকত্বের বাধ হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন,—

চ-শব্দ অবধারণে। যমাদির দণ্ডদাতৃত্ব ঈশ্বরপ্রযোজ্য বলিয়া তাঁহার সর্ব্বনিয়মনোক্তির বাধা হয় না। যমাদি যে পাপীকে দণ্ড দেন, তাহা ঈশ্বর-প্রেরণাতেই, একথা পুরাণেই প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১৭ ॥

'যে কেহ এই লোক হইতে গমন করে, সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে,' ইত্যাদি বাক্য হইতে পাপী সকল যমপুরে যমদণ্ড ভোগ করিয়া শেষে চন্দ্র-লোকে গমন করে, ইহারই সম্ভাবনায় পরসূত্রে উক্ত আক্ষেপের নিরাকরণ করিতেছেন,—

বিদ্যা দ্বারা দেবযান ও কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান, এইরূপ উক্তি হইতে পাপীর চন্দ্রলোক-গমন অযুক্তই হইতেছে।

তুশব্দাদাক্ষেপনিবৃত্তিঃ। নেত্যাকৃষ্যম্। পাপিনাং চন্দ্রাপ্তি-র্নৈবোপপদ্যতে। কুতঃ দেবযানপিতৃযানয়োঃ প্রতিপত্তৌ বিদ্যাকর্ম্মণোরেব প্রকৃতত্বাৎ। ছান্দোগ্যে তদ্য ইত্থং বিদু-রিত্যাদিনা বিদ্যয়া দেবযানপন্থাঃ প্রাপ্যঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। অথ য ইমে গ্রামে ইত্যাদিনা তু কর্ম্মণা পিতৃযানঃ পন্থাঃ প্রাপ্য ইতি। এবং সতি স সর্ব্বশব্দোঽধিকৃতাপেক্ষো ভবেৎ॥ ১৮॥

নন্থ চন্দ্রগত্যভাবে পাপিনামিহ দেহোপলম্ভো ন স্যাৎ। তদ্ধেতোঃ পঞ্চমাহুতেরসম্ভবাৎ। তস্যাশ্চন্দ্রপ্রাপ্তিপূর্ব্বক-ত্বাৎ। অতো দেহোপলম্ভায় সর্ব্বেষাং চন্দ্রগতিরাবশ্যকীতি চেত্তত্রাহ—

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ॥ ১৯॥

তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায় তৎপূর্ব্বকপঞ্চমাহুত্যপেক্ষা নাস্তি। কুতঃ তথেতি। শ্রুতৌ তথাপ্রত্যয়াৎ। অয়মর্থঃ।

বিদ্যেতি। নেত্যাকৃষ্যমিতি। পরসূত্রাদিতি বোধ্যম্। স ইতি। যে বৈ কে চেতি বাক্যস্থ ইত্যর্থঃ। অধিকৃতাপেক্ষঃ যে চন্দ্রলোকপ্রাপকে কর্ম্মণ্যধি-কৃতাস্তৎসর্ব্বাপেক্ষীত্যর্থঃ॥ ১৮॥

তু-শব্দ আক্ষেপের নিবারণার্থ। পরসূত্র হইতে 'ন' অনুবর্ত্তিত হইবে। পাপীদিগের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি উপপন্ন হয় না। কারণ, দেবযান ও পিতৃযানের স্বীকারে বিদ্যা ও কর্ম্মের প্রক্রম দৃষ্ট হইতেছে। ছান্দোগ্যে বিদ্যা দ্বারা দেবযান ও কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান উক্ত হইয়াছে। এইরূপ হইলে, বাদরি-প্রদ-র্শিত শ্রুতিতে যে সর্ব্ব-শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা যে অধিকৃতমাত্রাপেক্ষী, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে॥ ১৮॥

সকলেরই চন্দ্রগতি আবশ্যক, এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

তৃতীয়স্থানে দেহলাভের নিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই, কারণ, শ্রুতিতে ঐরূপই উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রুতিতে, ঐ

তত্রৈব যথাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যত ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরে শ্রূয়তে। অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবৃত্তীনি ভূতানি জীবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্। তেনাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যত ইতি। যানি ভূতান্যুক্তয়োঃ দেবযানপিতৃযানয়োঃ পথোর্মধ্যে কতরেণচন কেনাপি পথা ন গচ্ছন্তি তানীমানি ক্ষুদ্রাণি দংশমশককীটাদীন্যসকৃদাবৃত্তীনি জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি ভবন্তি। পুনঃপুনর্জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চেত্যর্থঃ। এতত্তৃতীয়ং স্থানমিতি। দংশাদিদেহাঃ পাপকর্ম্মাণঃ কথ্যন্তে। স্থানত্বং স্থানসম্বন্ধাৎ।

নেতি। যথাসাবিতি। শ্বেতকেতুং প্রতি প্রবাহণস্য প্রশ্নঃ। বহুভিম্রিয়মাণৈর্জনৈশ্চন্দ্রলোকঃ কথং ন সম্পূর্য্যতে তৎ ত্বং বেত্থেতি তস্যার্থঃ। অথৈতয়োরিতি তৎপিতরং গৌতমং প্রতি প্রবাহণস্যোত্তরম্। অস্যার্থঃ। এতয়োঃ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পথোর্মার্গসাধনয়োঃ কতরেণচনান্যতরেণ বিদ্যয়া কর্ম্মণা বা যেঽন্যতরস্মিন্ পথি নাধিকৃতাস্তেষাং পাপিনাং ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণোঽসকৃদাবৃত্তিজন্মমরণবাহুল্যযুক্তস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ ইতি ন তেষাং চন্দ্রপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। জায়স্বেতি। জায়স্ব ম্রিয়স্ব ভবন্তীত্যর্থঃ। সমুচ্চয়েঽন্যতরস্যামিতি সূত্রাৎ লোট্। তত্র হি সামান্যার্থস্য ধাতোরনুপ্রয়োগঃ। সংসরতীতি তস্যার্থঃ। ভাষ্যে পুনঃপুনরিত্যুক্তেস্তু প্রতিদেহাপেক্ষয়েতি বোধ্যম্। তৃতীয়ং স্থানমিতি। মার্গদ্বয়োপক্রমাৎ তৃতীয়মার্গ ইত্যেকে। কিঞ্চ ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবিতি বাক্যং

লোকের পূর্ত্তি হয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, এই দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথের কোন পথেই এই সকল পুনঃপুন আবর্ত্তনকারী ক্ষুদ্র দংশমশকাদি ভূত সকল গমন করিতে পারে না। জন্ম ও মরণই তৃতীয়স্থানের ধর্ম্ম। সুতরাং চন্দ্রলোকের পূর্ত্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। যাহারা এই দুই পথে যাইতে পারে না, দংশমশকাদি তাদৃশ ক্ষুদ্র জন্মমরণাধীন নিকৃষ্ট জীব সকলই তৃতীয় স্থান। দংশমশকাদি দেহই পাপকর্ম্মের ফল

তৃতীয়ত্বন্তু পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টব্রহ্মলোকদ্যুলোকাপেক্ষয়া। ততশ্চ যে বিদ্যয়া দেবযানে পথি নাধিকৃতা নাপি কর্ম্মণা পিতৃযানে তেষামেব ক্ষুদ্রজন্তূনাং দংশমশকাদ্যসকৃদাবৃত্তীনাং তৃতীয়ঃ পন্থাস্তেনাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যত ইতি তেষাং দ্যুলোকারোহাবরোহাভাবেন তল্লোকাসংপূর্ত্ত্যুক্তেস্তৃতীয়ে স্থানে দেহারম্ভায় পঞ্চমাহুতির্নাপেক্ষ্যেতি ॥ ১৯ ॥

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ ২০ ॥

লোকে পুণ্যকর্ম্মণামপি দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নাদীনামাহুতিসংখ্যানপেক্ষো দেহারম্ভঃ স্মর্য্যতে। অপি চেতি কিঞ্চিদন্যদুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তস্যাং সত্যামপাং পুরুষাকারতাং প্রতিপাদয়তি ন পঞ্চম্যামাহুতৌ তাং প্রতিষেধতি বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। তথা চন্দ্রং গতানামেবাহুতিসংখ্যানিয়মোঽন্যেষাং তু বিনৈব তমদ্ভিরেব দেহারম্ভ ইতি ন নিয়মস্যাদরঃ ॥ ১৯ ॥

স্মর্য্যতে ইতি। লোকে ইতি। আহুতিসংখ্যানপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ। দ্রোণাদীনামেকা যোষিদাহুতির্নাস্তি। ধৃষ্টদ্যুম্নাদীনাং পুরুষাহুতিশ্চেতি বোধ্যম্ ॥ ২০ ॥

বলিয়া উক্ত হয়। ব্রহ্মলোক ও দ্যুলোকের অপেক্ষায় তৃতীয় বলিয়াই উহাদিগকে তৃতীয়স্থান বলা হয়। অতএব যাহারা বিদ্যা দ্বারা দেবযান পথ বা কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান পথ প্রাপ্ত হয় না, তাহারাই অর্থাৎ তাদৃশ দংশমশকাদি ক্ষুদ্র জীবই তৃতীয়স্থান। তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করিতে পারে না। সুতরাং আরোহণ ও অবরোহণের অভাব হেতু তাহাদিগের দ্বারা চন্দ্রলোকের পূর্ত্তিও সম্ভব হয় না। অতএব তৃতীয়স্থানে দেহারম্ভের নিমিত্ত পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই ॥ ১৯ ॥

এইরূপ লৌকিক দৃষ্টান্তও পুরাণে দৃষ্ট হয়। এই পৃথিবীতেই পুণ্যকর্ম্মা দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্নাদিরও দেহারম্ভের নিমিত্ত পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা দৃষ্ট হয় না।

দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি। অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি। তত্রৈব বিনৈবাহুতিসংখ্যামুদ্ভিজ্জ-স্বেদজয়োর্ভূতয়োর্জন্মশ্রবণাচ্চ তদনপেক্ষোঽপি সঃ। তথা চ যেষাং চন্দ্রারোহাবরোহৌ সম্ভবতস্তেষামেব তস্যাং সত্যাং তদারম্ভোঽন্যেষাং তু বিনৈব তামদ্ভিরেব স স্যাৎ প্রতিষেধ-কাভাবাদিতি ॥ ২১ ॥

ননু স্বেদজো ন শ্রূয়তে ত্রীণ্যেবেতি বচনাদিতি চেত্তত্র সমাদধাতি—

দর্শনাদিতি। তেষামিতি। জীবজং জরায়ুজং জ্ঞেয়ম্। জরায়ুজং মনুষ্যাদি। অণ্ডজং পক্ষিসর্পাদি। স্বেদজং যূকাদি। উদ্ভিজ্জং বৃক্ষাদি। অন্ত্যয়োঃ স্ত্রীপুরুষসংযোগং বিনৈব উৎপত্তিদর্শনাৎ নাদরণীয়স্তন্নিয়মঃ। বিনৈবেতি। তৎসংখ্যাদরণৈরপেক্ষ্যেণেত্যর্থঃ। তদিতি। আহুতিসংখ্যানিয়মনিরপেক্ষ্যঃ সঃ দেহারম্ভ ইত্যর্থঃ। তথা চ যেষামিতি। পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচস ইতি নৃদেহহেতুতয়াহুতিসংখ্যা নিগদ্যতে ন তু দংশাদিদেহহেতুতয়া পুরুষশব্দস্য নৃজাতিবাচিত্বাদিতি বোধ্যম্। কিঞ্চ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্ত্বং কীর্ত্ত্যতে। ন পঞ্চম্যামাহুতৌ তাসাং সত্ত্বং নিষিধ্যতে। বাক্যস্য দ্ব্যর্থতাপত্তেরিত্যর্থঃ। তস্মাদুক্তমেব সুষ্ঠু ॥ ২১ ॥

পঞ্চমাহুতি ব্যতিরেকেই দংশমশকাদির উৎপত্তি সম্ভব কি না, তৎ-প্রদর্শনার্থই পৌরাণিক দ্রোণাদি পুরুষের উল্লেখ করা হইল ॥ ২০ ॥

ঐ সকল ভূতের অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ বীজ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ এই দ্বিবিধ ভূতের পঞ্চমাহুতির অপেক্ষা নাই। যাহাদের চন্দ্রলোকে আরোহণ ও তথা হইতে অবরোহণ আছে, তাহাদেরই পঞ্চমাহুতির আবশ্যক। অন্যের পঞ্চমাহুতি ব্যতিরেকে কেবল জল দ্বারাই দেহারম্ভ হয়। বেদে ইহার কোনরূপ প্রতিষেধও দৃষ্ট হয় না, সুতরাং উহাই স্বীকার্য্য ॥ ২১ ॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২২ ॥

উদ্ভিজ্জমিতি তৃতীয়শব্দেন সংশোকজস্য স্বেদজস্যাপ্যবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ। উভয়োরপি ভূম্যুদকোদ্ভেদপ্রভবত্বস্য সাম্যাৎ। লোকে ভেদোক্তিস্তু জঙ্গমত্বাদ্যবান্তরভেদমাদায়। তস্মাদনিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রপ্রাপ্তির্নাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২২ ॥

ইষ্টাদিকৃতঃ সূক্ষ্মভূতযুক্তাঃ সানুশয়াশ্চাবরোহন্তীতি দর্শিতম্। তৎপ্রকারস্তু অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেত-

---

উক্তশ্রুতৌ ভূতানাং চাতুর্ব্বিধ্যং সাধয়িতুমুপক্রমতে তৃতীয়েতি। ঐতরেয়কে তত্র স্ফুটং তদুক্তং বোধ্যম্। উভয়োরপীতি। বৃক্ষাদিকং ভূমিমুদ্ভিদ্য জায়তে যূকাদিকন্তু জলমুদ্ভিদ্যেতি দ্বয়োরবয়বার্থে বিশেষাভাবাৎ তেন স ইত্যর্থঃ। তেন চাতুর্ব্বিধ্যসিদ্ধিঃ। স্থাবরজঙ্গমত্বাভ্যাং ভেদস্য দুর্ব্বারত্বাৎ ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বত্রৈতৎ তৃতীয়ং স্থানমিত্যত্র স্থানশব্দেন স্থানী দংশাদিদেহঃ প্রাণিনিকরো লক্ষিতঃ। স্থানদ্বয়োপক্রমাৎ তেন তৃতীয়মার্গো বা লক্ষিতঃ। ইমৌ দ্বৌ বিপ্রাবিত্যুপক্রম্যায়ং তৃতীয় ইত্যত্রোপক্রান্তসজাতীয়স্তৃতীয়ো দৃষ্টঃ। ইহ ত্বাকাশাদিশব্দানামবরোহতায়ামাকাশাদিসাদৃশ্যে লক্ষণা মাস্তু। শ্রুতি-

---

উক্ত ত্রিবীজ-বচনে স্বেদজের উল্লেখ না থাকাতে তাহার সমাধান করিতেছেন,—

তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ দ্বারাই সংশোকজ অর্থাৎ স্বেদজ সংগৃহীত হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ উভয়েই ভূমি ও উদক হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া জন্ম লাভ করে বলিয়া পরস্পর সাম্য দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে প্রথমটি স্থাবর ও দ্বিতীয়টি জঙ্গম বলিয়াই উহাদের লৌকিক ভেদ। অতএব অনিষ্টাদিকারীর চন্দ্রপ্রাপ্তি নাই, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২২ ॥

ইষ্টাদিকারী ব্যক্তি সকল সূক্ষ্মভূতযুক্ত হইয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত অবরোহণ করেন, ইহা দর্শিত হইয়াছে। এবং অবরোহণের প্রকার অর্থাৎ

মাকাশমাকাশাদ্বায়ুঃ বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতীতি। যথেতমনেবঞ্চোক্তস্তত্রৈব। ইহাবরোহতায়ামাকাশাদিভাবঃ প্রতীয়তে। স কিং তাদাত্ম্যাপত্তিরুত সাদৃশ্যাপত্তিরিতি বিষয়ে সাদৃশ্যাপত্তিপক্ষে লক্ষণাপ্রসঙ্গাত্তাদাত্ম্যাপত্তিরেবাসাবিতি প্রাপ্তে—

তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ॥ ২৩॥

তৎসাদৃশ্যাপত্তিরূপঃ স মন্তব্যঃ। কুতঃ উপপত্তেঃ। চন্দ্রলোকে যদম্ময়ং বপুরারব্ধং ভোগায় তৎ কিল চণ্ডকরকরবৃন্দেন তুষারখণ্ডমিব ভোগক্ষয়ে ক্ষণজেন শোকাগ্নিনা বিলীয়-

---

মুখ্যার্থব্যাহতিপ্রসঙ্গাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যারভ্যতে ইষ্টাদিকৃত ইত্যাদিনা। পূর্ব্বপক্ষে মুখ্যার্থসিদ্ধিঃ সিদ্ধান্তে তু গৌণার্থত্বং ফলমিতি বোধ্যম্। অথৈতমিতি। অথ ভোক্তব্যকর্ম্মসমাপ্ত্যনন্তরম্। অধ্বানমাহ যথেতমিতি। অনেবমিত্যস্যোপলক্ষণমেতৎ। যাঃ খলু আপশ্চন্দ্রলোকে দেহমারেভিরে তাস্তৎকর্ম্মসমাপ্তাবাকাশমাগত্য তৎসমা যদা ভবন্তি তদা তাভির্যুক্তোঽনুশয্যাকাশসমো ভবতীত্যাহাকাশমিতি। এবমগ্রেঽপি যোজ্যম্। বায়ুর্ভূত্বা বায়ুসমো ভূত্বেত্যাদি। ধূমো মেঘোপাদানম্। অভ্রমম্বুভৃৎ সূক্ষ্মঃ। মেঘোঽম্বুমুক্ নিবিড়ঃ। স আকাশাদিভাবঃ।

তাহারা যেরূপে আকাশ হইতে বায়ু, পরে ধূম, তদন্তে অভ্র, তদন্তে মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়, ইহাও দর্শিত হইয়াছে। এই অবরোহণে আকাশাদি-ভাব প্রতীত হয়। ঐ আকাশাদি-ভাব তাদাত্ম্যাপত্তি অথবা সাদৃশ্যাপত্তি, এইরূপ সন্দেহে সাদৃশ্যাপত্তির পক্ষে লক্ষণার প্রসঙ্গহেতু, উহা তাদাত্ম্যাপত্তিই হউক, এই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন,—

স্বাভাব্যাপত্তি অর্থাৎ সাদৃশ্যাপত্তিই সঙ্গত হইতেছে; কারণ উহাই উপপন্ন হইতেছে।

মানং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশতুল্যং ভবতি ততো বায়োর্বশমেতি ততো ধূমাদিভিঃ সংপৃচ্যতে ইত্যেবোপপদ্যতে। অন্যস্যান্যভাবাযোগাত্তত্ত্বেঽবরোহাসম্ভবাচ্চ ॥ ২৩ ॥

আকাশাদিপ্রবর্ষণান্তাদবরোহো বিলম্বেন ত্বরয়া বেতি সংশয়ে নিয়মহেত্বভাবাদ্বিলম্বেনেতি প্রাপ্তে—

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

তদিতি। তত্ত্বে ইতি। অনুশয়িনঃ আকাশাদিরূপত্বে সতি ততোঽবরোহো ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ। ক্ষীরস্য দধিভাবো দৃশ্যতে ক্ষীরকালে দধ্নো ভাবঃ। ইহ তু প্রাগ্‌বিদ্যমানাকাশাদিভাবোঽনুশয়িনো ভূরূপপাদ ইত্যাদিযুক্তিবশাদেব শ্রুতের্গৌণার্থতা স্বীকার্য্যা। ততশ্চানুশয়িনস্তদ্ভাবস্তৎসম্বন্ধমাত্রমেব সম্বন্ধশ্চ সাদৃশ্যাদন্যো ন সংভবেদতস্তদেব সঃ ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বত্রাকাশাদিপ্রবর্ষণান্তেষু পূর্ব্বপূর্ব্বসাদৃশ্যানন্তরং পরপরসাদৃশ্যমিত্যুক্তম্। তদুপজীব্য পরো ন্যায়ঃ প্রবর্ত্তত ইত্যুপজীব্যোপজীবকভাবসঙ্গত্যাহ আকাশাদিম্বিতি। কিমনুশয়ী পূর্ব্বসাদৃশ্যেন চিরং স্থিত্বা পরসাদৃশ্যং ভজত্যুতাচিরেণেতি সন্দেহে নিয়ামকশাস্ত্রাভাবাদনিয়মেন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে—

ঐ আকাশাদি-ভাবকে তৎ-সাদৃশ্যাপত্তিই বলিতে হইবে। যেহেতু তৎসম্বন্ধেই উপপত্তি দৃষ্ট হইতেছে। চন্দ্রলোকে ভোগের নিমিত্ত যে জলময় দেহ উৎপন্ন হয়, তাহা সূর্য্যকরোত্তপ্ত তুষারখণ্ডের ন্যায় ভোগক্ষয়ে শোকাগ্নি দ্বারা বিলীন হইলে, সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত আকাশতুল্য হইয়া থাকে। তদনন্তর বায়ুর বশতাপন্ন হয়। পরে ধূমাদির সহিত বিমিশ্রিত হয়। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। এক পদার্থের অন্যপদার্থত্ব সম্ভব হয় না। বিশেষত তাদাত্ম্যাপত্তিতে অবরোহণই অসম্ভব হইয়া পড়ে ॥ ২৩ ॥

আকাশাদি-প্রবর্ষণান্ত অবরোহণ কথিত হইয়াছে। ঐ অবরোহণ বিলম্বে অথবা সত্বরই হইয়া থাকে, এইরূপ সংশয়ে নিয়ম ও কারণের অভাব বশত বিলম্বই সিদ্ধান্তিত হইলে, উত্তর করিতেছেন,—

আকাশাদিতো নাতিচিরেণাবরোহঃ। কুতঃ বিশেষাৎ। পরত্র ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তাবতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরমিতি বিশেষোক্তেরিত্যর্থঃ। তলোপশ্ছান্দসঃ। দুর্নিষ্প্রপতরং দুঃখ-নিষ্ক্রমণমিত্যর্থঃ। ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তৌ দুঃখনির্গমোক্ত্যাকাশাদি-প্রাপ্তৌ ত্বরয়া নির্গমো বোধ্যতে ॥ ২৪ ॥

প্রবর্ষণানন্তরং ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা জায়ন্ত ইতি তত্রৈব শ্রূয়তে। ইহ সংশয়ঃ ব্রীহ্যাদিষনুশয়িনাং

নাতিচিরেণেতি। অতিচিরেণ বিলম্বেন নাবরোহঃ কিন্তু ত্বরয়ৈবেত্যর্থঃ। জীবোঽল্পমল্পকালমাকাশাদিষু বর্ষান্তরেষু সাদৃশ্যেন স্থিত্বা ধারয়া ভুবমাবিশতীতি যাবৎ। অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরমিতি শ্রুতৌ ব্রীহ্যাদিষু চিরস্থিতি-রূপবিশেষাবগমাৎ। অতোঽস্মাদ্‌ব্রীহ্যাদিভাবাদিত্যর্থঃ। ভূপ্রবেশানন্তরং জীবস্য ব্রীহ্যাদিষু প্রবেশমুক্ত্বা তেভ্যো নির্গমসময়ে তেষু চিরাবস্থিতিস্তস্য প্রতীয়তে। তথা চাকাশাদিষু চ চিরস্থিত্যচিরস্থিতী এব জীবস্য সুখদুঃখে ভবতঃ। তদা স্থূলদেহাভাবেন মুখ্যয়োস্তয়োরসম্ভবাৎ। তস্মাদ্‌ব্রীহ্যাদিপ্রবেশাৎ প্রাগল্পকালমেব তৎসাদৃশ্যেনাবস্থিতিরিতি সিদ্ধ্যতি ॥ ২৪ ॥

তস্মিন্নেবাবরোহেঽনুশয়িনাং বর্ষধারয়া ভূপ্রবেশানন্তরং জন্ম শ্রূয়তে ইত্যাহ ত ইহ ব্রীহীত্যাদি। তেঽনুশয়িনঃ। জীবানাং ব্রীহ্যাদিভাবেন জন্মশ্রুতির্মুখ্যার্থা ভবত্বুতান্যৈরধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদৌ সংসর্গমাত্রং তেষাং জন্মেতি গৌণার্থা সেতি

আকাশাদি হইতে অবরোহণ সত্বরই হইয়া থাকে, কারণ তদ্বিষয়ে বিশেষ উক্তি দৃষ্ট হয়। 'ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তৌ' ইত্যাদি বাক্যে 'দুর্নিষ্প্রপতরং' শব্দের অর্থ দুঃখ-নিষ্ক্রমণ; সুতরাং ব্রীহ্যাদিভাব-প্রাপ্তি হইলে, দুঃখনিষ্ক্রমণ হইবে, এইরূপ উক্তি দ্বারা আকাশাদি-ভাবপ্রাপ্তিতে শীঘ্র নির্গমণই বোধিত হইতেছে ॥ ২৪ ॥

প্রবর্ষণানন্তর তাহারা ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল ও মাষ হইয়া জন্মে, এইরূপ শ্রুতি আছে। তদ্বিষয়ে সংশয় এই, সানুশয়ী জীবগণের

মুখ্যং জন্মোত সংশ্লেষমাত্রমিতি। জায়ন্ত ইত্যুক্তের্মুখ্যং জন্মেতি প্রাপ্তৌ—

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৫ ॥

অন্যৈর্জীবৈর্ভোক্তৃতয়াধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিদেহে তেষাং সংশ্লেষমাত্রমেব স্যাৎ। ন তু তে ভোগায় তত্র উৎপদ্যন্তে। কুতঃ পূর্ব্বেতি। আকাশাদিভাববদ্ব্রীহ্যাদিভাবস্যাপ্যুক্তেরিত্যর্থঃ। যথাকাশাদিষু প্রবর্ষণান্তেষু ভোগহেতুঃ কর্ম্ম নাভি-

---

সন্দেহে পূর্ব্ববৎ দুর্নিষ্প্রাপতরশ্রুতেঃ প্রাগুক্তযুক্তিসামর্থ্যাচ্চিরাবস্থানেঽস্তু লক্ষণা। প্রকৃতে তু ক্ষীরদধিভাবেনাবাদিভিভু তৈঃ পরিষক্তানাং জীবানামবাদিদ্বারা ব্রীহ্যাদিভাবেন মুখ্যমেব জন্ম সম্ভবেদতো ব্রীহ্যাদিস্থাবরদেহেষু সুখদুঃখভাজো জীবা ইতি প্রত্যুদাহরণাৎ পূর্ব্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তমাহ—

অন্যাধিষ্ঠিত ইতি। যেষাং ব্রীহ্যাদিদেহযোগ্যানি কর্ম্মাণ্যভূবন্ তে জীবাস্তদ্দেহান্ প্রাপ্য তেষু তৎকর্ম্মপরিপাকং ভুঞ্জতে। যে তু স্বর্গাদবরূঢ়াস্তে খলু তেষু সংযোগমাত্রং লভন্তে ন তু ভোগং ব্রাহ্মণাদিষু দেহেষু তেষাং ভোগাভিধানাদিত্যর্থঃ। সূত্রে পূর্ব্ববদিতি পদং দ্ব্যর্থকম্। পূর্ব্ববৎ যথাকাশাদিষু সংসর্গমাত্রং তদ্বৎ। পুনঃ পূর্ব্ববৎ আকাশাদিভাবে যথা

ব্রীহ্যাদি অবস্থা মুখ্য-জন্ম অথবা সংশ্লেষ মাত্র? 'জায়ন্তে'—জন্মে—শব্দ হইতে মুখ্য জন্মই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতেছেন,—

অন্য জীব কর্তৃক অধিষ্ঠিত ব্রীহ্যাদি-দেহে স্বর্গভ্রষ্ট জীবের পূর্ব্ববৎ সংশ্লেষ মাত্র এবং কর্ম্মের অভাব। ব্রীহ্যাদিদেহে অন্য জীব ভোক্তৃরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, সুতরাং তাহাতে আবার স্বর্গভ্রষ্ট জীবের মুখ্য জন্ম হইতে পারে না। কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত যাহারা ঐ ব্রীহ্যাদি-দেহ পাইয়াছে, তাহাদেরই সেই স্থানে মুখ্য জন্ম, স্বর্গভ্রষ্ট জীবের কেবল সংশ্লেষ মাত্র। স্বর্গভ্রষ্ট জীব সকল কিছু ভোগের নিমিত্ত ব্রীহ্যাদিতে উৎপন্ন হয় না, সুতরাং ঐ সকল দেহে আকাশাদি ভাবের ন্যায় তাহাদের স্বাভাব্যাপত্তিমাত্রই জানিতে হইবে।

লপ্যতে তথা ব্রীহ্যাদিভাবেঽপি। যত্র তু ভোগোঽভিমতস্তত্র রমণীয়চরণা ইত্যাদিনা তদভিলপ্যতে। তস্মাৎ সংশ্লেষমাত্রমেব তৎ ন তু মুখ্যং জন্মেতি ॥ ২৫ ॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ২৬ ॥

নন্বন্যৈরধিষ্ঠিতে ব্রীহ্যাদিদেহে অনুশয়িনাং সংশ্লেষমাত্রমেব ন তু ভোগার্থং জন্ম ভোগহেতোঃ কর্ম্মণোঽভাবাদিত্যুক্তিরযুক্তা তদ্ধেতোঃ সত্ত্বাৎ। তথাহি স্বর্গাদিফলকমিষ্টাদিকর্ম্মৈবাশুদ্ধম্ অগ্নিসোমীয়াদিপশুহিংসামিশ্রত্বাৎ। হিংসা তু

ভোগহেতুকর্ম্মাভাবোঽভিলপ্যতে তথা ব্রীহ্যাদিভাবেঽপীত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। জায়ন্ত ইতি শ্রুতিঃ সংসর্গমাত্রে লাক্ষণিকীতি ন মুখ্যার্থা সেত্যর্থঃ। তদিতি। কর্ম্মেতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

ভোগজনকং কর্ম্মাশঙ্ক্য নিরস্যতি অশুদ্ধমিতি। তদ্ধেতোরিতি। ব্রীহ্যাদিদেহেষু দুঃখভোগহেতোঃ পশুহিংসাত্মকস্য পাপকর্ম্মণঃ সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। শরীর

আবার আকাশাদিভাবে উহাদের যেরূপ কর্ম্ম থাকে না, তদ্রূপ ব্রীহ্যাদিভাবেও কোনরূপ কর্ম্ম থাকে না। যেখানে উহাদের ভোগ অভিমত হয়, সেইখানে 'রমণীয়চরণ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা উহার অভিধান করা হইয়াছে। অতএব ব্রীহ্যাদিভাব সংশ্লেষমাত্র, মুখ্য জন্ম নহে ॥ ২৫ ॥

ব্রীহ্যাদিভাব শুদ্ধাশুদ্ধ-মিশ্র-কর্ম্মকারী স্বর্গভ্রষ্ট জীবের পবিত্র কর্ম্মের ফলভোগের পর অপবিত্র কর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত অপবিত্র জন্ম, এরূপ বলা যায় না; কারণ ইষ্টাদি কর্ম্ম সকল মিশ্র কর্ম্মই নহে, এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দৃষ্ট হয়।

যদি বল—অন্য জীবের ভোগদেহ ব্রীহ্যাদিতে অনুশয়ী জীবের সংশ্লেষ মাত্র, মুখ্য জন্ম নহে; কারণ, তৎকালে ভোগহেতু কর্ম্ম দৃষ্ট হয় না; এরূপ সিদ্ধান্ত অযুক্ত; যেহেতু ভোগহেতু কর্ম্মই রহিয়াছে; কারণ, স্বর্গাদিফলক ইষ্টাদি কর্ম্মই অশুদ্ধ, যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম অগ্নিসোমীয়াদি পশুহিংসামিশ্রিত;

পাপমেব। মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি প্রতিষেধাৎ। ততশ্চ পুণ্যাংশঃ স্বর্গং দত্তে পাপাংশস্তু ব্রীহ্যাদিভাবমিতি। শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নর ইতি স্মৃতেশ্চ। অতো ব্রীহ্যাদিষু মুখ্যং জন্মেতি চেন্ন। কুতঃ শব্দাৎ। অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত ইত্যাদিবেদবাক্যাদিত্যর্থঃ। তথাচ ধর্ম্মত্বাধর্ম্মত্বয়োর্বৈদিকগম্যত্বাদ্বেদেনৈব হিংসানুগ্রহাত্মকস্যেষ্টাদের্ধর্ম্মত্বাবধারণান্নাশুদ্ধং তদিতি। ন চ মা হিংস্যাদিতি নিষেধাৎ পাপং হিংসেতি বাচ্যম্ উৎসর্গো হি সঃ। অগ্নিষোমীয়মিতি ত্বপবাদঃ। উৎসর্গাপবাদয়োর্ব্যবস্থিতবিষয়ত্বাৎ ন কিঞ্চিচ্চোদ্যমস্তি। তস্মাদ্ব্রীহ্যাদিভিঃ সংশ্লেষমাত্রং জন্মেতি॥ ২৬॥

জৈরিতি মনুঃ। ন চেতি। মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি বাক্যং যজ্ঞেতরপশুহিংসাং নিষেধয়তি। অগ্নিষোমীয়মিতি তু যজ্ঞে তদ্ধিংসাং বিধত্তে। ইতি বিষয়ভেদঃ॥ ২৬॥

হিংসা পাপই ; বেদে, কোন ভূতেরই হিংসা করিও না, এরূপ নিষেধ দৃষ্ট হয়, অতএব উক্ত কর্ম্মের পুণ্যাংশ হইতে স্বর্গভোগ এবং পাপাংশ হইতে ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তি, আবার তদ্বিষয়ে, 'মনুষ্য শরীরজ-কর্ম্ম-দোষে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণও দৃষ্ট হয়, অতএব ব্রীহ্যাদিতে মুখ্য জন্মই স্বীকার করিতে হইবে।—তাহা অসঙ্গত। কারণ, অগ্নিষোমীয় পশুর আলম্ভন করিবে, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতেছে। বেদ যখন ধর্ম্মাধর্ম্মের বোধক এবং ঐ বেদেই যখন হিংসাপ্রযোজক ইষ্টাদি কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, তখন ঐ সকল কর্ম্মকে কখনই অশুদ্ধ বলা যায় না। যজ্ঞে হিংসা পাপ নহে। কোন স্থলে হিংসার নিষেধ দর্শনে হিংসামাত্রই পাপ বলিয়া স্থির করা সঙ্গত হয় না। পূর্ব্বোক্ত হিংসানিষেধসূচক বাক্য সাধারণ। পরবর্ত্তী হিংসাপ্রযোজক বাক্য সকল বিশেষ।

ইতোঽপীত্যাহ—

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥ ২৭ ॥

অথ ব্রীহ্যাদিভাবানন্তরম্ অনুশয়িনো রেতঃসিগ্‌যোগস্তত্রৈব শ্রূয়তে। যো যোঽন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্‌ভূয় এব ভবতীতি। ন চ তস্য মুখ্যং রেতঃসিগ্রূপত্বম্। অন্যস্যান্যরূপত্বাসম্ভবাৎ তত্ত্বে দেহাপ্ত্যযোগাচ্চ। তস্মাৎ সংশ্লেষমাত্রং তৎ স্বীকার্য্যম্। এবং সতি ব্রীহ্যাদাবপি তদেবাস্তু বৈরূপ্যে হেত্বভাবাৎ ॥ ২৭ ॥

রেতঃসিগিতি। যো রেত ইতি। অনুশয়ী ব্রীহ্যাদ্যন্নদ্বারা পুরুষং প্রবিষ্টঃ তদ্‌ভূয় এব ভবতি তদ্ভাবম্ এব গচ্ছতীত্যর্থঃ। ন চ তস্যেতি। যস্য শুক্রেণানুশয়ী দেহং ভজতি স পুমান্ রেতঃসিক্ নিগদিতঃ। যদানুশয়ী রেতঃসিগ্রূপঃ

সামান্য ও বিশেষই ব্যবস্থার বিষয়। অতএব তদ্বিষয়ে কিছুই বলিবার নাই। অতএব ব্রীহ্যাদিতে সংশ্লেষমাত্র, মুখ্য জন্ম নহে। ফলত কর্ম্মের পাপত্ব বা পুণ্যত্ব নিত্য নহে। অধিকারভেদে পুণ্যকর্ম্মও পাপ এবং পাপকর্ম্মও পুণ্য। উৎকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে হিংসাদি কোন অবস্থাতেই শুদ্ধ নহে। উহাই আবার নিকৃষ্ট পশুলুব্ধ অধিকারীর পক্ষে তাহাদিগের লোভসঙ্কোচার্থ প্রযুক্ত হইয়া মঙ্গলজনক বলিয়া শুদ্ধ হইতেছে ॥ ২৬ ॥

ঐস্থলে আরও বলিয়াছেন,—ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তির পর রেতঃসিক্ পুরুষে সংযোগ হয়। অনুশয়ী জীবের ঈদৃশ অবস্থান্তর শ্রুতিতেই উক্ত হইয়া থাকে। যে যে অন্ন ভোজন করে, যে রেত সিঞ্চন করে, অনুশয়ী জীব তাহার ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব রেতঃসিক্ পুরুষের অবস্থাও মুখ্যাবস্থা নহে; পরন্তু অবান্তর অবস্থা মাত্র। এক পদার্থের অন্যপদার্থত্ব কখনই সম্ভব হয় না। অতএব সংশ্লেষমাত্রই স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ব্রীহ্যাদিতেও সংশ্লেষমাত্রই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার বিপরীত বিশ্বাসের হেতু নাই ॥ ২৭ ॥

যোনেঃ শরীরম্॥ ২৮॥

ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী। পিতৃশরীরাৎ মাতৃযোনিং প্রবিশ্য দেহমাপ্নোত্যনুশয়ফলভোগায় তদ্য ইহ রমণীয়চরণা ইত্যাদেঃ। তস্মাদাকাশাদিপ্রাপ্তিরিব ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তিরিতি সিদ্ধম্। ইত্থঞ্চ দুঃখসারে সংসারে বিরজ্য হরিরেবানন্দময়ো ধ্যেয়ঃ সুধিয়েতি ব্যঞ্জিতম্॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ॥ ৩॥ ১॥

স্যাং তর্হি ততোঽন্যো দেহং ভজন্ ন দৃশ্যেত ইত্যর্থঃ। তত্বে রেতঃসিগ্‌রূপত্বে। তদেব সংশ্লেষমাত্রম্। বৈরূপ্যে মুখ্যজন্মবত্বে॥ ২৭॥

নন্ু সর্ব্বত্রানুশয়িনঃ সংসর্গমাত্রেঽঙ্গীকৃতে কুত্রাপি মুখ্যং জন্ম ন স্যাৎ। ততশ্চ রমণীয়াং যোনিমিত্যাদিশ্রুতের্মুখ্যার্থক্ষতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ তত্রাহ যোনেরিতি। পিতৃশরীরাদিত্যনন্তরং রেতোদ্বারৈবেতি শেষঃ। তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণাদিযোনিষ্বেব মুখ্যং জন্ম আকাশাদিষু ব্রীহ্যন্তেষু তু সংযোগমাত্রমিতি নির্ণয়ঃ। অথ ঘটীযন্ত্রবৎ সন্ততমাবর্ত্তমানে বিবিধযাতনাভাজনে দেহে বিরজ্য পরমদয়ালৌ বিচিত্রগুণরত্নাকরে সর্ব্বেশ্বরে পুরুষোত্তমে স্বামিনি তৃষ্ণা যুক্তেতি পদার্থং ব্যঞ্জয়ন্নাহ ইত্থঞ্চেতি॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে তৃতীয়াধ্যায়ভাষ্যস্য প্রথমঃ পাদো ব্যাখ্যাতঃ॥ ৩॥ ১॥

অনুশয়ী জীব পিতৃশরীর হইতে মাতৃশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক মুখ্য দেহ প্রাপ্ত হয়। 'তদ্য ইহ রমণীয়চরণাঃ', ইত্যাদি বেদবাক্যই উহার প্রমাণ। অতএব আকাশাদিভাবপ্রাপ্তির ন্যায় ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইল। এই প্রকারে দুঃখময় সংসার হইতে বিরক্ত হইয়া সুবুদ্ধি ব্যক্তি সকল আনন্দময় শ্রীহরির ধ্যান করিবেন, ইহাই ব্যঞ্জিত হইল॥ ২৮॥

শ্রীমদ্‌গোবিন্দভাষ্যানুবাদে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম পাদ॥ ৩॥ ১॥

দ্বিতীয়পাদঃ।

বিত্তির্বিরক্তিশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ পুরো
যস্যাঃ পরানন্দতনোর্বিতিষ্ঠতে।
সিদ্ধিশ্চ সেবাসময়ং প্রতীক্ষতে
ভক্তিঃ পরেশস্য পুনাতু সা জগৎ ॥ ০ ॥

অথাস্মিন্ পাদে প্রাপ্যানুরাগহেতুভূতা ভক্তিরুচ্যতে। প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণোর্ভক্ত্যর্হত্বায় স্বপ্নাদিসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বরূপো মহিমা

অথ দ্বিচত্বারিংশৎসূত্রকং সপ্তদশাধিকরণকং দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাচিখ্যাসুঃ ভক্তিতো বিশ্বমঙ্গলাশংসনং মঙ্গলমাচরতি বিত্তিরিতি। তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥ ইতি স্মৃতেঃ। সিদ্ধিশ্চেতি। সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী। নিত্যঞ্চ পরমানন্দো ভবেদ্‌গোবিন্দভক্তিতঃ॥ ইতি স্মৃতেঃ। পরানন্দতনোরিতি অগ্রে সংরাধনাধিকরণে ব্যক্তীভাবি॥ ০ ॥

পূর্ব্বপাদার্থেন স্বদেহপর্য্যন্তে জগতি দোষদৃষ্ট্যা বৈরাগ্যে সিদ্ধে স্বামিনি হরাবনুরঞ্জকানাং সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদীনাং গুণানাং দ্বিতীয়েন পাদেন নিরূপণাদনয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবঃ সঙ্গতিঃ। পূর্ব্বন্যায়েনাস্য ন্যায়স্য সঙ্গতিস্তু প্রত্যুদাহরণরূপা বোধ্যা। যোনেঃ শরীরমিতি সূত্রে মাতৃগর্ত্তং প্রবিশ্যানুশয়ী লব্ধদেহস্তস্মান্নিঃসরতি। দশমেঽহ্নি পিত্রাহিতং দেবদত্তাদিনাম ভজতীতি।

যে পরানন্দতনু ভক্তির সম্মুখে জ্ঞান ও বৈরাগ্য কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান থাকে, এবং সমস্ত সিদ্ধি যাঁহার সেবাসময় প্রতীক্ষা করে, সেই পরেশভক্তি এই জগৎকে পবিত্র করুন।

এই তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগের হেতুভূত সাধনভক্তি উক্ত হইতেছে। এবং প্রাপ্য ব্রহ্মের ভক্তিযোগ্যত্ব প্রযুক্ত তাঁহার

তদাবির্ভাবানামৈক্যম্ আত্মমূর্ত্তিত্বং ভজদ্ভেদঃ প্রত্যক্ত্বং তথাপি ভক্ত্যেকগ্রাহ্যত্বমুভয়াবভাসিত্বং পরানন্দত্বং ভাবানুসারিপ্রকাশত্বং সর্ব্বপরত্বং সর্ব্বদাতৃত্বং চেতি গুণনিচয়ো নিরূপ্যতে। ভক্তীচ্ছুঃ খলু তত্তৎসংপ্রতীতৌ তস্যাং প্রবর্ত্ততে নেতরথা। তত্রাদৌ স্বপ্নাদিস্থষ্টিকর্ত্তৃত্বমুচ্যতে। তদিতরস্য তৎকর্ত্তৃত্বে ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্ববাধাৎ। কিঞ্চিৎকর্ত্তরি তস্মিন্ ভক্তির্নোদ্ভবেদতস্তৎকর্ত্তৃতয়া তন্মহিমা দর্শ্যতে। বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে। ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ

নামরূপযোগরূপা জাগরস্থষ্টিরিয়ং সংজ্ঞামূর্ত্তীত্যুপক্রমাদস্ত পারমেশ্বরী। রথাদিরূপা স্বাপ্নস্থষ্টির্জৈবী স্যাৎ তস্যা জীববাসনাবিজৃম্ভিতত্বাদিতি। পাদার্থান্ সূচয়তি অথেত্যাদিনা। তদাবির্ভাবানাং তদাত্মভূতানামবতারাণামিত্যর্থঃ। উভয়েতি। ভেদাভাবেঽপি বিশেষবলাৎ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবেন স্ফুরণমিত্যর্থঃ। ভক্তীচ্ছুরিতি। শ্রীহরেঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদীন্ গুণান্ সংপ্রতীত্য তদ্ভক্তৌ জনঃ প্রবর্ত্ততে তেষাং তত্রানুরঞ্জকত্বাৎ। ইতরথা নৈর্গুণ্যপ্রতীতৌ তত্র বিরজ্যেত নির্গুণস্য তৌচ্ছ্যাৎ। তদিতরস্য জীবস্য কালস্য চেত্যর্থঃ। ন তত্রেতি। রথ-

---

স্বপ্নাদি-স্থষ্টি-কর্ত্তৃত্বরূপ মহিমা, তাঁহার আবির্ভাব সকলের ঐক্য, আত্মমূর্ত্তিত্ব, উপাসক হইতে ভেদ, প্রত্যক্-ভাব, একমাত্র-ভক্তি-গ্রাহ্যত্ব, উভয়াবভাসিত্ব, পরানন্দত্ব, ভাবানুসারি-প্রকাশত্ব, সর্ব্বপরত্ব ও সর্ব্বদাতৃত্ব প্রভৃতি গুণগ্রামও নিরূপিত হইতেছে। ভক্তিকাম ব্যক্তি ভগবানের ঐ সকল গুণের প্রতীতি হইতেই ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইবেন, অন্যথা প্রবৃত্ত হইবেন না। এক্ষণে প্রথমত ভগবানের স্বপ্নাদি-স্থষ্টি-কর্ত্তৃত্বই কথিত হইতেছে। ব্রহ্মভিন্ন আর কেহ যদি স্বপ্নাদি-স্থষ্টিকর্ত্তা হয়েন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্ব্বকর্ত্তৃত্বের বাধা হয়। তিনি যদি কিঞ্চিৎ কর্ত্তা হয়েন, তবে তাঁহাতে ভক্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব স্বপ্নাদি-কর্ত্তৃত্ব দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রদর্শিত হইতেছে। বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে, স্বপ্নে রথ, রথযোগ বা পথ কিছুই নাই, কিন্তু তিনি রথ, রথযোগ ও পথ

রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে। ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে। ন তত্র বেশন্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশন্তান্ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যঃ সৃজতে স হি কর্ত্তেতি। তত্রেয়ং স্বাপ্নিকী রথাদিসৃষ্টির্জীবকর্ত্তৃকা পরমাত্মকর্ত্তৃকা বেতি সংশয়ে জীবকর্ত্তৃকা স্যাৎ। তস্যাপি প্রজাপতিবাক্যে সত্যসঙ্কল্পত্বশ্রবণাদিতি প্রাপ্তে—

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ ১ ॥

সন্ধ্যং স্বপ্নঃ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানমিতি তত্রৈব শ্রবণাৎ। জাগরসুষুপ্তিমধ্যভবত্বাচ্চ। তত্র যা রথাদিসৃষ্টিঃ সা পরমাত্ম-

যোগাঃ অশ্বাদয়ঃ। আনন্দাঃ স্বরূপসুখানি। মুদো বৈষয়িকসুখানি। প্রমুদঃ প্রকৃষ্টবিষয়ানুভবজানি সুখানি। বেশন্তাঃ গৃহাঃ ক্ষুদ্রসরাংসি বা। পুষ্করিণ্যঃ সরাংসি। স্রবন্ত্যো নদ্যঃ। উত্তরত্রোভয়োর্দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা জ্ঞেয়া। তত্রেয়মিত্যাদি। তস্য জীবস্যাপি।

সন্ধ্যে ইতি। বুৎপত্ত্যাপি সন্ধ্যশব্দঃ স্বপ্নাভিধায়ীত্যাহ। জাগরেতি। তৎকৃতাং পরমাত্মনির্ম্মিতাম্। নন্বীদৃক্সৃষ্টৌ কথং পরমাত্মনঃ প্রবৃত্তিরিতি

সৃষ্টি করেন। উহাতে আনন্দাদি কিছুই নাই, কিন্তু উহাদেরও সৃষ্টি করেন। তদবস্থায় গৃহ, পুষ্করিণী ও নদ্যাদি নাই, কিন্তু উহাদেরও সৃষ্টি করেন। অতএব যিনি ঐ সকলের সৃষ্টি করেন, তিনিই কর্ত্তা। এক্ষণে ঐ স্বাপ্নিকী রথাদিসৃষ্টি জীবকর্ত্তৃকা বা ঈশ্বরকর্ত্তৃকা, এইরূপ সন্দেহে, জীবকর্ত্তৃকাই, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, প্রজাপতিবাক্যে জীবের সত্যসঙ্কল্পত্ব শ্রবণ হেতু উহাদের জীবকর্ত্তৃকত্ব সম্ভব হইতেছে। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন,—

বেদে স্বাপ্নিকী সৃষ্টি ঈশ্বরকর্ত্তৃকা বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হয়।

সন্ধ্য শব্দের অর্থ স্বপ্ন। জাগর ও সুষুপ্তির মধ্যপাতিত্ব প্রযুক্ত স্বপ্নকে সন্ধ্য অর্থাৎ তৃতীয় স্থান বলা হয়। ঐ অবস্থায় রথাদিসৃষ্টি ঈশ্বরকর্ত্তৃকা;

কৃতৈব। কুতঃ হি যতঃ স হি কর্ত্তেতি শ্রুতিরেব স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিং তৎকৃতামাহ। অয়ং ভাবঃ। অল্পাল্পকর্ম্মানুসারি-ফলভোগায় স্বপ্নদ্রষ্টৃপুংমাত্রানুভাব্যাংস্তাবন্মাত্রসময়ান্ রথা-দীন্ পরমাত্মা সৃজতি তস্মাৎ স হি কর্ত্তেতি সত্যসঙ্কল্প-স্যাচিন্ত্যশক্তেঃ তাদৃশকর্ত্তৃত্বং সম্ভবত্যেবেত্যর্থঃ। স্বপ্নান্ত-মিত্যাদিশ্রুত্যন্তরাচ্চেতি। জৈবী সত্যসঙ্কল্পতা তু মোক্ষে স্যাদতো ন তয়া স্বপ্নসৃষ্টিঃ ॥ ১ ॥

নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥

যত একে কঠাঃ পরমাত্মানমেব স্বাপ্নিকানাং কামানাং নির্ম্মাতারমামনন্তি। য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণ ইতি। এষু জীবেষু তে চ কামাঃ পুত্রাদয়

চেৎ তত্রাহাল্পেতি। যে হ্রস্বমল্পং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্তি ফলং তু রথারোহণাদিজন্যানন্দ-রূপং মহদিচ্ছন্তি তান্ কারুণিকো হরিঃ স্বনির্ম্মিতৈ রথাদ্যৈস্তৎসুখং স্বপ্নেঽনু-ভাবয়তি জাগ্রৎসিদ্ধরথাদিহেতুককর্ম্মানুষ্ঠানে প্রোৎসাহয়ন্নিত্যর্থঃ। স্বপ্নান্ত-মিতি ব্যাখ্যাস্যতে ॥ ১ ॥

কারণ, বেদে তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব উক্ত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অল্পাল্পকর্ম্মানুসারী ফলভোগের নিমিত্ত পরমাত্মা স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষমাত্র কর্ত্তৃক দ্রষ্টব্য অত্যল্পকালস্থায়ী রথাদির সৃষ্টি করেন। সত্যসঙ্কল্প ও অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বরের পক্ষে তাদৃশ কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব নহে। "স্বপ্নান্তম্" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর হইতেও ঐরূপই প্রতীত হইয়া থাকে। জীবের যে সত্যসঙ্কল্পতা, তাহা মোক্ষ অবস্থাতেই হইয়া থাকে। অতএব তদ্দ্বারা স্বপ্নসৃষ্টি সম্ভব হয় না ॥ ১ ॥

কঠোপনিষদে পরমাত্মাকেই স্বাপ্নিক কাম ও পুত্রাদির নির্ম্মাতা বলিয়া থাকেন। যখন জীব সকল নিদ্রিত হয়েন, তখন পরমাত্মাই জাগ্রত থাকিয়া তাঁহাদিগের কামনানুসারে পুত্রাদিকাম নির্ম্মাণ করেন। 'সমস্ত কাম প্রার্থনা

এব ন ত্বিচ্ছামাত্রম্। সর্ব্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্বেতি তেষামেব কামশব্দেন প্রকৃতত্বাৎ। এতস্মাদেব পুত্রো জায়তে। এতস্মাদ্‌ভ্রাতা। এতস্মাদ্ভার্য্যা। যদেনং স্বপ্নে নাভিহন্তীতি স্মৃত্যন্তরাচ্চ ॥ ২ ॥

স্বাপ্নিকপদার্থনির্ম্মাতুর্ভগবতঃ করণমাহ—

মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ ॥

স্বপ্নস্রষ্টাবতর্ক্যা মায়ৈব করণম্। ন তু পঞ্চীকৃতানি ভূতানি চতুর্ম্মুখাদয়শ্চ। কুতঃ কার্ৎস্নেনেত্যাদেঃ সর্ব্বানু-

---

নির্ম্মাতারমিতি। তে চ কামাঃ পুত্রাদয় এবেতি। কাম্যন্ত ইতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ। এতস্মাদিতি গোপবনশ্রুতিঃ। পরেশাদেব পুত্রাদির্জায়তে। যদেনমিতি। যঃ পুত্রাদিরর্থঃ এনং শয়ানং জীবং স্বপ্নে নাভিহন্তি সংবধ্নাতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নন্থ স্বপ্নে রথাদয়ো বাসনাবশাদেব জীবেন ভ্রান্ত্যা দৃশ্যন্তে শুক্তিরজতাদয় ইব জাগরে। ন চ তে তাত্ত্বিকাঃ। যেনেশ্বরস্রষ্টতা তেষাং বাচ্যা। কিঞ্চ দেশকালানৌচিত্যাদপি ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতাস্তে বোধ্যাঃ। ন হি রথাদীনামুচিতো দেশঃ স্বপ্নেঽস্তি নাড়ীপ্রবিষ্টমনোজাতত্বাৎ। স্বপ্নস্য নাপ্যুচিতঃ কালঃ ঘটিকামাত্রস্থিতে স্বপ্নেঽহর্গণসাধ্যানাং দর্শনাৎ। তস্মাৎ প্রাতিভাষিকাস্তে ন ত্বীশ্বরস্রষ্টা ইত্যেবং প্রাপ্তে—

কর, শতায়ু পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর,' ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে কামশব্দে পুত্রপৌত্রাদিই বোধিত হইতেছে ; কেবল ইচ্ছাই বোধিত হয় নাই। কাম শব্দে পুত্রপৌত্রাদিই প্রক্রান্ত হইতেছে। 'ইহা হইতে পুত্রের উৎপত্তি, ইহা হইতেই ভ্রাতার উৎপত্তি, ইহা হইতে ভার্য্যার উৎপত্তি এবং ইহাকেই স্বপ্নে অভিহনন করে না,' ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরও উহারই পোষকতা করিতেছে ॥ ২ ॥

অনন্তর স্বাপ্নিক পদার্থ সকলের নির্ম্মাতা ভগবানের তন্নির্ম্মাণের উপকরণ সকল বলিতেছেন,—

ভাব্যতয়ানভিব্যক্তেরিত্যর্থঃ। তস্মাৎ পরমাত্মকৃতা স্বপ্নসৃষ্টিরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

অথ সা সত্যোত মিথ্যেতি বিষয়ে বোধোত্তরং বাধাৎ মিথ্যেতি প্রাপ্তৌ—

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥ ৪ ॥

হি যতঃ স্বাপ্নঃ পদার্থঃ শুভাশুভয়োর্মন্ত্রাদেশ্চ সূচকোঽতঃ সত্যঃ স্বপ্নসর্গঃ। কুতস্তৎসূচকত্বং শ্রুতেঃ। যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেঽভিপশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ন-

মায়ামাত্রমিতি। অতর্ক্যা ইত্যনেন যুক্তের্ব্যুদাসঃ। তথা চ দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী হরিশক্তিরল্পেঽপি দেশাদৌ দীর্ঘং দেশাদিং সমাবেশয়তীতি। রথাদীনামীশ্বরসৃষ্টত্বেঽপি ন কাপ্যনুপপত্তিরিতি। সর্ব্বানুভাব্যতয়েতি। পঞ্চীকৃতানি ভূতান্যুপাদায় চতুর্ম্মুখাদিভির্নির্ম্মিতা রথাদয়ঃ সর্ব্বৈরনুভূয়ন্তে। মায়য়ৈব স্বপ্নে শ্রীহরিণা নির্ম্মিতাস্তে তু স্বপ্নদ্রষ্টৃভিরেবাস্বপ্নাদনুভূয়ন্তে ন তু সর্ব্বৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

স্বাপ্নিকরথাদীশ্বরসৃষ্টের্মিথ্যাত্বমাশঙ্ক্য সমাধেরাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। সূচকশ্চেতি। যদেতি। স্ত্রিয়ং শুক্লাম্বরধরাং শুক্লগন্ধানুলেপনামিতি বোধ্যম্। সমৃদ্ধিং সম্পত্তিম্। এবমেব বৃহস্পতিনা প্রোক্তত্বাৎ। শুক্লাম্বরধরা নারী শুক্লগন্ধানু-

---

সর্ব্বতোভাবে অনভিব্যক্তিরূপত্বহেতু কেবল মায়াই উক্ত সৃষ্টির উপকরণ। স্বাপ্নিকী সৃষ্টির উপকরণ একমাত্র অবিতর্ক্যা মায়া; পঞ্চীকৃত ভূত বা চতুর্ম্মুখাদি উহার উপকরণ নহে। কারণ, ঐ সৃষ্টি স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহারও অনুভবযোগ্যরূপে প্রকাশ পায় না। অতএব স্বপ্নসৃষ্টি পরমাত্মকৃতাই, সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩ ॥

এক্ষণে ঐ সৃষ্টি সত্য বা মিথ্যা এইরূপ সংশয়ে অনুভবের পর বাধ হেতু মিথ্যাই হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ-নিশ্চয়ে বলিতেছেন,—

উহা শুভাশুভের সূচক বলিয়া এবং তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণেরও সদ্ভাব হেতু স্বপ্নকে সত্যই বলিতে হইবে। 'যখন কাম্য কর্ম্মে স্বপ্নে স্ত্রী-দর্শন হয়,

নিদর্শন ইতি ছান্দোগ্যাৎ। অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তীতি কৌষীতকীব্রাহ্মণাচ্চ। তদ্বিদঃ স্বপ্নজ্ঞাশ্চ স্বপ্নং শুভাদিসূচকমাচক্ষতে। স্বপ্নে গজারোহণং শুভস্য খরারোহণন্ত্বশুভস্য সূচকমিত্যাদি। আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরঃ। তথা লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিক ইতি স্বপ্নে স্তোত্রলাভং স্মরন্তি। এবঞ্চ ভাবিসত্যার্থসূচকত্বে ক্বচিন্মন্ত্রৌষধাদিপ্রাপ্তিদর্শনেন সূচক-

লেপনা। অবগূহতি যং স্বপ্নে লক্ষ্মীং তস্য বিনির্দ্দিশেদিতি। অথেতি। স স্বপ্নদৃষ্টঃ কৃষ্ণদন্তাদিলক্ষণঃ পুরুষ এনং স্বপ্নদ্রষ্টারং জনং হন্তি মারয়তীত্যর্থঃ। এবমুক্তং বৃহস্পতিনা। করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ। হস্ততো ভগ্নদন্তশ্চ মৃত্যুস্তস্য বিনির্দ্দিশেদিতি। আরোহণং গোবৃষকুঞ্জরাণাং প্রাসাদশৈলাগ্রবনস্পতীনাম্। বিষ্ঠানুলেপো রুদিতং মৃতঞ্চ স্বপ্নেস্বগম্যাগমনঞ্চ ধন্যমিতি। খরোষ্ট্রমেবমহিষীরথযুক্তং যদা ভবেৎ। তত্রস্থঞ্চ বিবুধ্যেত মৃত্যুং তস্য বিনির্দ্দিশেদিতি চৈবমাদি। তদ্বিদ ইতি। স্বপ্নজ্ঞাঃ স্বপ্নফলজ্ঞা বৃহস্পতিপ্রভৃতয় ইত্যর্থঃ। শুভস্য ধন্যতায়াঃ। অশুভস্য মরণস্য। এতৎ সর্ব্বং বৃহস্পত্যুক্তে স্বপ্নাধ্যায়ে দ্রষ্টব্যম্। আদিষ্টবানিতি। বুধশ্চাসৌ কৌশিকশ্চ বুধকৌশিকো বিশ্বামিত্রঃ। সূত্রার্থং নিগময়ত্যেবঞ্চেতি। ভাবী যঃ সত্যোঽর্থঃ সম্পত্তিলাভাদিঃ তস্য সূচকঃ স্বপ্ন ইতি তৎসূচ্যার্থস্য সত্যত্বং প্রতীয়তে। জাগরোপদিষ্টস্যেব

তখন সমৃদ্ধি হইবে, জানিতে হয়,' ইত্যাদি ছান্দোগ্য প্রমাণে স্বপ্নের শুভাশুভসূচকতা প্রসিদ্ধই আছে। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে কথিত আছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দর্শন করে, সেই স্বপ্নদ্রষ্টা তৎকর্তৃক নিহত হয়। স্বপ্নবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত সকলও স্বপ্নকে শুভাদিসূচক বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, স্বপ্নে গজারোহণ শুভসূচক এবং গর্দ্দভারোহণ অশুভসূচক। বিশ্বামিত্র স্বপ্নে হর কর্তৃক প্রদত্ত রামরক্ষা মন্ত্রের স্তব প্রাপ্ত হইয়া নিদ্রাভঙ্গের পর ঐ স্তব লিখিয়াছিলেন, এইরূপ শ্রুতিবাক্য সকলও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার

সত্যত্বে চ সিদ্ধে সত্যতাপ্রত্যয়াৎ সাক্ষাৎ স্বপ্নদৃষ্টকর্ত্তৃক-হননশ্রবণাচ্চ। জাগ্রৎসৃষ্টিরিব সত্যা স্বপ্নসৃষ্টিঃ ॥ ৪ ॥

যত্তু বোধোত্তরং বাধান্মিথ্যেত্যুক্তং তত্রাহ—

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৫ ॥

পরস্যেশ্বরস্যাভিধ্যানাৎ সংকল্পাত্তিরোহিতং স্বাপ্নিকং রথাদি ন তু শুক্তিরজতবত্তস্য বাধঃ। হি যতোঽস্য জীবস্য ততঃ পরেশাদেব বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষ-হেতুরিত্যাদি শ্রুতেঃ। বন্ধমোক্ষকর্ত্তুঃ স্বপ্নতৎপরিহারকর্ত্তৃত্বং ন চিত্রমিতি ভাবঃ। ততশ্চ তস্যাপি তস্মাদেবাবির্ভাব-তিরোভাবৌ মন্তব্যৌ। স্বপ্নাদিবুদ্ধিকর্ত্তা চ তিরস্কর্ত্তা স

স্বপ্নোপদিষ্টস্যাপি স্তোত্রাদের্লাভদর্শনাৎ জাগরবৎ স্বপ্নোঽপি সত্য ইতি সূচক-সত্যত্বঞ্চ প্রতীয়তে। তস্মাৎ স্বপ্নসৃষ্টিঃ সত্যৈব স্বীকার্য্যা। কথমন্যথা স্বপ্নদৃষ্টেন কৃষ্ণদন্তেন পুরুষেণ স্বপ্নদ্রষ্টুঃ সাক্ষাদ্ধননং শ্রাব্যেত যদি স্বপ্নদৃষ্টঃ স মৃষা স্যাৎ। ন হি কশ্চিৎ খপুষ্পৈঃ শেখরী দৃষ্টঃ ॥ ৪ ॥

ভাবী-সত্যার্থ-সূচকত্ব এবং কখন কখন স্বপ্নে মন্ত্রৌষধাদিপ্রাপ্তি দর্শনে স্বপ্নের সত্যত্বপ্রত্যয় হেতু ও স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ কর্ত্তৃক হনন শ্রবণ হেতু জাগ্রৎসৃষ্টির ন্যায় স্বপ্নসৃষ্টিরও সত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৪ ॥

নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর বিলোপ বশত স্বপ্নের যে মিথ্যাত্বপ্রতীতি হয়, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন,—

স্বাপ্নিক রথাদির তিরোভাব পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই হইয়া থাকে। কিন্তু শুক্তিরজতের ন্যায় উহার বাধ হয় না। যে হেতু পরমেশ্বরই জীবের বন্ধমোক্ষের কর্ত্তা। পরমেশ্বরের তৎকারণত্ব শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে। বন্ধমোক্ষের কর্ত্তা পরমেশ্বরের স্বপ্নকর্ত্তৃত্ব বা তৎপরিহারকর্ত্তৃত্ব বিচিত্র নহে।

এব তু। তদিচ্ছয়া যতো হ্যস্য বন্ধমোক্ষৌ প্রতিষ্ঠিতৌ ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্মাৎ সত্যা স্বপ্নসৃষ্টিরৈশ্বরীতি ॥ ৫ ॥

অথ জাগরকর্ত্তৃত্বমীশ্বরস্যৈবেত্যুচ্যতে। কঠবল্ল্যাং পঠ্যতে। স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতীতি। তত্র জীবস্য শ্রূয়মাণো জাগরঃ পরেশকর্ত্তৃকো ন বেতি সংশয়ে কালাদ্যধীনত্বদর্শনান্নেতি প্রাপ্তে—

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৬ ॥

দেহযোগেন বা যো জাগরঃ স পরেশাদেব স্বপ্নান্তমিত্যাদিশ্রুতেঃ কালাদের্জাড্যাচ্চ। সুষুপ্তিমূর্চ্ছয়োরপ্যবস্থয়োঃ

বাধং সমাধত্তে পরেতি। তস্যাপি স্বপ্নসর্গস্যাপি। স্বপ্নাদীতি কৌস্মৈ। স এব ঈশ্বর এব। অস্য জীবস্য ॥ ৫ ॥

স্বপ্নাবস্থাং পরেশকর্ত্তৃকাম্ অভিধায়াবস্থাপ্রসঙ্গাজ্জাগরাদ্যবস্থাত্রয়মপি তৎকর্ত্তৃকমভিধীয়ত ইতি প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ। কঠবল্ল্যামিতি। স্বপ্নান্তং স্বপ্নমধ্যম্। তত্র দৃশ্যমর্থম্। যেনেশ্বরেণ। স্ফুটমন্যৎ।

অতএব পরমেশ্বর হইতেই স্বপ্নের আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বীকার্য্য। 'পরমেশ্বরই স্বপ্নাদিবুদ্ধিকর্ত্তা ও তাহার তিরস্কর্ত্তা এবং তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে জীবের বন্ধ ও মোক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়।' এরূপ স্মৃতিবাক্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব স্বপ্নসৃষ্টির সত্যত্ব ও ঈশ্বরকর্ত্তৃকত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৫ ॥

অনন্তর ঈশ্বরেরই জাগরকর্ত্তৃত্ব বলিতেছেন,—কঠবল্লীতে পঠিত হয়—'যিনি স্বপ্নান্ত ও জাগরান্ত উভয় সৃষ্টি দর্শন করেন, যিনি মহান্ বিভু পরমাত্মা, ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে চিন্তা করিলে, আর শোকগ্রস্ত হয়েন না।' এই স্থলে শ্রূয়মাণ জীবের জাগর, পরেশকর্ত্তৃক কি না, এইরূপ সংশয়ে, উহার কালাদির অধীনত্ব প্রযুক্ত জীবসৃষ্টিবাদের প্রাপ্তিতে ষষ্ঠ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন,—

সৃষ্টিরীশ্বরকর্ত্তৃকৈবেত্যপিশব্দেন সমুচ্চিতম্। তস্যৈব সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্বশ্রবণাৎ ॥ ৬ ॥

অথ সুষুপ্তিস্থানং চিন্ত্যতে। তত্রৈতাঃ সুষুপ্তিবিষয়াঃ শ্রুতয়ঃ। আসু তদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতীতি ছান্দোগ্যে। তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে ইতি য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেত ইতি চ বৃহদারণ্যকে। এবমন্যত্র চ। ইহ আকাশশব্দো ব্রহ্মবাচকঃ। অত্র নাড্যঃ পুরীতদ্‌ব্রহ্ম চ সুষুপ্ত্যাধারতয়া শ্রূয়ন্তে। কিমেষাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বেতি বীক্ষায়াং

দেহযোগাদিতি তং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী। তস্যৈব সর্ব্বেতি। স এব সর্ব্বমসৃজদ্ যদিদং কিঞ্চেতি পরেশস্যৈব সর্ব্বস্রষ্টৃত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

. পরেশকর্ত্তৃকা সুষুপ্তিশ্চিন্তিতা। তামাশ্রিত্য তদাধারশ্চিন্ত্যত ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। আস্বিতি নাড়ীষ্বিতি ভাবঃ। সুপ্তো গতঃ। তাভিরিতি নাড়ীভিঃ। প্রত্যবসৃপ্য গতো ভূত্বা।

দেহযোগহেতু জাগরও পরেশকর্ত্তৃকই জানিতে হইবে। স্বপ্নান্ত শ্রুতিই উহার পোষক। কালাদি জড়ের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। 'অপি' শব্দ দ্বারা সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা এই দুই সৃষ্টিরও ঈশ্বরকর্ত্তৃত্ব সমুচ্চিত হইতেছে। কারণ তাঁহারই সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব শ্রবণ করা যায় ॥ ৬ ॥

অনন্তর সুষুপ্তি অবস্থা বিচারিত হইতেছে। সুষুপ্তি বিষয়ে পরবর্ত্তী শ্রুতিসকল দৃষ্ট হয়। 'তৎকালে ঐ সকল নাড়ীতে সুপ্ত হয়;' ইহা ছান্দোগ্য বাক্য। 'ঐ সকল নাড়ী দ্বারা প্রবেশ পূর্ব্বক পুরীততে সুপ্ত হয়। অন্তর্হৃদয়স্থ আকাশে শয়ন করে।' এই দুইটি বৃহদারণ্যকের কথা। এরূপ আরও শ্রুতি আছে। এস্থলে আকাশ-শব্দ ব্রহ্মবাচক। নাড়ী পুরীতৎ এবং ব্রহ্ম, সকলেই সুষুপ্তির আধার বলিয়া অভিহিত হয়েন। এক্ষণে ইহাদের কোন একটি বিকল্প অথবা সমুচ্চয় অর্থাৎ সকলগুলিই বিচার করিতে হইবে, এইরূপ

তুল্যার্থানাং মিথোঽপেক্ষাদর্শনাৎ তুল্যার্থাস্তু বিকল্পেরন্নিতি ন্যায়াচ্চ বিকল্পঃ স্যাদিতি প্রাপ্তে—

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৭ ॥

চকারঃ পুরীতৎসমুচ্চয়ার্থঃ। তয়োর্জাগরস্বপ্নয়োরভাবস্তদভাবঃ সুষুপ্তিরিত্যর্থঃ। সা নাড়ীষু পুরীততাত্মনি চ ব্রহ্মণি সমুচ্চিতা ভবতি। কুতঃ তচ্ছ্রুতেঃ। তেষাং সর্ব্বেষাং সুষুপ্তিস্থানত্বশ্রবণাৎ। বিকল্পে হ্যেষাং পক্ষে বাধঃ স্যাৎ। নাড়ীনাং প্রাণস্য চ সুষুপ্তৌ সমুচ্চয়ো দৃশ্যতে। তাসু তদা ভবতি। যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতীতি। ন চোক্তন্যায়াদ্বিকল্পঃ তুল্যার্থতাভাবাৎ। তথাহি

তদভাব ইতি। তেষাং নাড়ীপুরীতদ্ব্রহ্মণাম্। প্রাণে পরমাত্মনীতি ব্যাখ্যাতং প্রাক্। একধা ভবতি লীয়ত ইত্যর্থঃ। ন চেতি। উক্তন্যায়াত্তুল্যার্থাস্তু বিকল্পেরন্নিত্যস্মাৎ ॥ ৭ ॥

সংশয়ে তুল্যার্থ শব্দ সকলের পরস্পরাপেক্ষার অদর্শন হেতু এবং তুল্যার্থের বিকল্প হয়, এইরূপ ন্যায়হেতু, বিকল্পই বিচারিত হউক, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষে উত্তর করিতেছেন,—

নাড়ী, ব্রহ্ম ও পুরীততে সুষুপ্তির সমুচ্চয় শ্রবণ হেতু সমুচ্চয়ই বিচার্য্য হইয়াছে। চকার দ্বারা পুরীতৎ সমুচ্চিত হইতেছে। জাগর ও স্বপ্নের অভাবই সুষুপ্তি। ঐ সুষুপ্তি নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, এই তিনেই সমুচ্চিত হয়। কারণ ঐরূপ শ্রুতি দেখা যায়। উহারা সকলেই সুষুপ্তিস্থান। বিকল্পে ইহাদের পক্ষে বাধ ঘটে। নাড়ী ও প্রাণের সুষুপ্তিতে সমুচ্চয় দেখা যায়। যখন সুপ্ত ব্যক্তি কোনরূপ স্বপ্ন দেখেন না, তখন জীব ঐ সকল স্থানে অবস্থান করেন। প্রাণও উহাতেই একত্ব প্রাপ্ত হয়। উক্ত স্থলে তুল্যার্থত্বের অভাব প্রযুক্ত উক্ত ন্যায় অনুসারে বিকল্পও হইতে পারিল না। যেরূপ

যথা দ্বারেণ প্রবিশ্য প্রাসাদে পর্য্যঙ্কে শেতে তথা দ্বার-ভূতাভির্নাড়ীভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীতদ্বর্ত্তিনি ব্রহ্মণীতি প্রকার-ভেদান্নাড্যাদীনাং সমুচ্চয় এবেতি। তস্মাদ্‌ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুপ্তিস্থানম্। পুরীতত্তু হৃদয়পুণ্ডরীকাবরকমুচ্যতে॥ ৭॥

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ॥ ৮॥

যতো ব্রহ্মৈব সুপ্তিস্থানং নাড্যাদীনান্তু দ্বারমাত্রতাতোঽস্মাদ্‌ব্রহ্মণঃ সকাশাদেব স্বাপোত্তরং প্রবোধঃ শ্রূয়তে ছান্দোগ্যে। সতশ্চাগত্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ইতি। বিকল্পে তু কদাচিন্নাড়ীভ্যঃ কদাচিৎ পুরীততঃ কদাচিচ্চ ব্রহ্মণঃ স শ্রূয়েত। ন চ তথাস্তি। তস্মাদ্ব্রহ্মৈব তৎ॥ ৮॥

অথ সতশ্চাগত্য ন বিদুরিত্যত্র বিচারান্তরম্। সুপ্ত এবোত্তিষ্ঠেদুতান্য এবেতি সংশয়ে ব্রহ্মসম্পন্নস্য প্রাচীন-দেহাদিসম্বন্ধাসম্ভবাৎ অন্য এবেতি প্রাপ্তে—

অত ইতি। সতো ব্রহ্মণঃ। সঃ স্বপ্নঃ॥ ৮॥

লোক সকল দ্বার দ্বারা প্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে শয়ন করে, তদ্রূপ দ্বারভূত নাড়ী দ্বারা প্রবেশ করিয়া পুরীতদ্‌বর্ত্তী ব্রহ্মেই অবস্থান হয়। এইরূপ প্রকারভেদে নাড়ী প্রভৃতির সমুচ্চয়ই উক্ত হয়। অতএব ব্রহ্মই একমাত্র সুপ্তির স্থান। পুরীতৎ হৃৎপদ্মের আবরকমাত্র॥ ৭॥

অতএব ব্রহ্ম হইতেই প্রবোধ হয়। ব্রহ্মই যখন সুপ্তিস্থান এবং নাড়ী সকল দ্বারমাত্র, তখন ব্রহ্ম হইতেই স্বপ্নের পর প্রবোধ বলিতে হইবে। 'সৎ-স্বরূপ পদার্থ হইতে আগমন করিয়াও তাহাকে জানিল না, সৎপদার্থ হইতেই আসিয়াছে,' এইরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতি দেখা যায়। বিকল্প হইলে, কখন নাড়ী হইতে কখন পুরীতৎ হইতে কখন বা ব্রহ্ম হইতে আগমন শুনা যাইত। সেরূপ কখনই শ্রবণ করা যায় না। অতএব ব্রহ্মই সুপ্তির স্থান॥ ৮॥

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥

তুশব্দঃ শঙ্কাক্ষেপায়। সুপ্ত এবোত্তিষ্ঠতি নান্যঃ। কুতঃ কর্ম্মাদিভ্যঃ। সুপ্তিপ্রাগনুষ্ঠিতশেষলৌকিককর্ম্মসমাপনং কর্ম্ম-শব্দার্থঃ। অনুস্মৃতির্যোঽহং সুপ্তঃ স এব প্রতিবুদ্ধোঽস্মীতি প্রত্যভিজ্ঞা। শব্দস্তু ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ভবতি তদা ভবতীতি ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। ব্যাঘ্রাদয়ো জীবাঃ সুপ্তেঃ প্রাগ্যদ্যচ্ছরীরং প্রাপ্তাস্ত এব প্রতিবুদ্ধাস্তত্তদে-

ব্যাপোত্তরং পরেশাজ্জীবস্যোত্থানোক্ত্যা স এব সুপ্তিস্থানমিত্যুক্তং তন্ন যুক্তম্। সুপ্তাদিতরস্যোত্থানসম্ভবেন সুপ্তস্য নাড্যাদ্যবস্থানস্যেঽপ্যবিরোধাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ।

অনন্তর 'সৎপদার্থ হইতে আসিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারিল না,' এই বাক্যে বিচারান্তর প্রয়োগ করা হইতেছে। সুপ্ত ব্যক্তিই উত্থিত হয় অথবা অন্য কেহ উত্থিত হয়,' এইরূপ সংশয়ে, ব্রহ্মসম্পন্ন ব্যক্তির প্রাচীন দেহাদি সম্বন্ধের অসম্ভাবনা প্রযুক্ত অন্যই উত্থিত হয়েন, এই রূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন,—

কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধি দ্বারা তাঁহারই উত্থান অবগত হওয়া যায়।

তু-শব্দ শঙ্কানিরাসার্থ। সুপ্তই উত্থিত হয়, অন্য নহে। কারণ, কর্ম্মাদি দ্বারা তাহাই অবগত হওয়া যায়। নিদ্রাবস্থার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত লৌকিক কর্ম্মের সমাপনই কর্ম্ম শব্দের অর্থ। যে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, সেই আমিই উত্থিত হইয়াছি, এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞার নামই অনুস্মৃতি। 'ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক, যে যাহা ছিল, সে তাহাই হইল; অর্থাৎ নিদ্রার পূর্ব্বে যে যে দেহ ধারণ করিতেছিল, নিদ্রাভঙ্গের পর সে সেই দেহই প্রাপ্ত হইল।' এই ছান্দোগ্য বাক্যাদিই শব্দের অর্থ।

বাপ্নুবন্তীতি তত্রার্থঃ। বিধিশ্চাত্মানমেব লোকমুপাসীতেতি বৃহদারণ্যকদৃষ্টো মোক্ষবিষয়ঃ। সোঽপি সুপ্তস্য মুক্তত্বেঽনর্থকঃ স্যাৎ। অয়ং ভাবঃ। যথা লবণাম্বুপূর্ণঃ পিহিতমুখঃ কুম্ভো গঙ্গায়াং নিক্ষিপ্তঃ পুনরুদ্ধ্রিয়তে তথা বাসনাবৃতো জীবঃ সুপ্তো বিরতসমস্তকরণো বিশ্রামস্থানং ব্রহ্ম সম্পদ্যাপি পুনর্ভোগায়োত্তিষ্ঠতি। ন চ নির্ব্বাসনবত্তৎসারূপ্যমুপৈতি। তদেতচ্চ কর্ম্মাদিভ্যোঽবগতমিতি ॥ ৯ ॥

প্রসঙ্গাদিদং চিন্ত্যতে। মূর্চ্ছায়াং ব্রহ্মণি সংপ্রাপ্তিরর্দ্ধপ্রাপ্তির্বা জীবস্যেতি বিষয়ে তস্যাঃ সুপ্তিবিশেষত্বাত্তদ্বৎ সংপ্রাপ্তিরেবেতি প্রাপ্তে—

মুগ্ধেঽর্দ্ধসংপ্রাপ্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥

স এবেতি। কর্ম্মেতি। দিনৈকসাধ্যস্য কর্ম্মণোঽর্দ্ধং কৃত্বা সুপ্তো জনঃ পুনরুত্থায়াবশিষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ দৃষ্টঃ। উত্থিতস্য সুপ্তাদিতরত্বেঽবশিষ্টং তৎ স ন সমাপয়েদিত্যর্থঃ। শিষ্টং স্ফুটার্থম্। অয়মিতি। তৎসারূপ্যং ব্রহ্মসাম্যম্ ॥৯॥

'আত্মাকেই লোক সকল উপাসনা করে;' ইত্যাদি মোক্ষবিষয়ক বৃহদারণ্যকাদি বাক্য সকলই বিধি। সুপ্ত ব্যক্তির মুক্তি স্বীকারে ঐ সকল বিধি ব্যর্থ হইয়া যায়। ফলত একটি ঘটকে লবণাম্বু দ্বারা পূর্ণ ও তাহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া গঙ্গা জলে নিক্ষেপ ও তাহার পুনরুদ্ধার করিলে যেরূপ লবণাম্বুতে গঙ্গাজলের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তদ্রূপ বাসনাবৃত জীব নিদ্রিত ও নিশ্চলেন্দ্রিয় হইয়া বিশ্রামস্থান ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেও তাহার উত্থান ভোগের জন্যই হইয়া থাকে, তাহার নির্বাসন রূপ ব্রহ্মসারূপ্য প্রাপ্তি হয় না। অতএব কর্ম্মাদি দ্বারা এই অবস্থাই অবগত হওয়া যায় ॥ ৯ ॥

এক্ষণে প্রসঙ্গাধীন মূর্চ্ছাবস্থায় জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি পূর্ণ বা অর্দ্ধ তাহাই চিন্তিত হইতেছে। মূর্চ্ছারও সুপ্তিবিশেষত্ব প্রযুক্ত তদবস্থায় সুপ্তির ন্যায় পূর্ণ সম্প্রাপ্তির সম্ভাবনায় বলিতেছেন,—

মুগ্ধে মূর্চ্ছিতে সতি পুরুষে তস্য ব্রহ্মণ্যর্দ্ধপ্রাপ্তির্ভবতি। কুতঃ পরিশেষাৎ। দুঃখানুসন্ধানাৎ ন সুপ্তিবৎ তৎসংপ্রাপ্তিঃ। বিষয়াদর্শনাজ্জাগরাদিবন্নাপ্রাপ্তিঃ। কিন্তু পারিশেষ্যাদর্দ্ধপ্রাপ্তিরেবেত্যর্থঃ। হৃদয়স্থাৎ পরাজ্জীবো দূরস্থো জাগ্রদেষ্যতি। সমীপস্থস্তথা স্বপ্নং স্বপিত্যস্মিল্লয়ং ব্রজন্। অত এবং ত্রয়োঽবস্থা মোহস্তু পরিশেষতঃ। অর্দ্ধপ্রাপ্তিরিতি জ্ঞেয়ো দুঃখমাত্রং প্রতি স্মৃতেরিতি হি স্মৃতিঃ। দূরস্থোঽক্ষিস্থঃ সমীপস্থঃ কণ্ঠস্থঃ। ননু দেহস্থস্য জীবস্য তিস্রোঽবস্থাঃ শ্রূয়ন্তে। জাগরঃ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি। নাতোঽন্যা ক্বচিদীক্ষ্যতে। তস্মান্মূর্চ্ছা নাম পৃথগবস্থা নাস্তীতি তিসৃণামন্যতমৈব সেতি চেন্ন অন্যত্বাৎ। তথাহি। ন তাবজ্জাগরো মূর্চ্ছা ইন্দ্রিয়ৈ-

---

মূর্চ্ছাপি হরিস্থৈতি চিন্তিতং তামাশ্রিত্য ন্যায়স্য প্রবৃত্তেরাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। প্রসঙ্গাদিতি। তস্যাঃ মূর্চ্ছায়াঃ।

মূর্চ্ছাবস্থায় জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্দ্ধ মাত্র। দুঃখানুসন্ধান হেতু সুপ্তিকালের ন্যায় পূর্ণব্রহ্মসম্প্রাপ্তিও নহে এবং বিষয়ের অদর্শন হেতু জাগরের ন্যায় অপ্রাপ্তিও নহে; কিন্তু পরিশেষ বশত অর্দ্ধপ্রাপ্তি মাত্র। 'জীব যখন ঈশ্বর হইতে দূরস্থ হয়েন, তখনই তাঁহার জাগ্রদবস্থা। সমীপাবস্থানে স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত্যবস্থায় লয় হইয়া থাকে। এই তিন অবস্থার পরিশেষই মূর্চ্ছা। উহাতে অর্দ্ধপ্রাপ্তি মাত্র; কারণ, ঐ অবস্থাতে দুঃখানুভব আছে।' স্মৃতিতে এই প্রকার বাক্য সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। দূরস্থ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়স্থ। সমীপস্থ শব্দের অর্থ কণ্ঠস্থ। পুনর্ব্বার সংশয় করিতেছেন যে, দেহস্থ জীবের তিনটি অবস্থা শ্রুত হয়; জাগর স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। চতুর্থ অবস্থা শুনা যায় না। অতএব মূর্চ্ছা ঐ তিনটি অবস্থা হইতে অতিরিক্ত চতুর্থ অবস্থা নহে; উহা ঐ তিনটি অবস্থার অন্যতম অবস্থা। বস্তুত এরূপ সংশয়ই অযুক্ত। উক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের অদর্শন হেতু

র্ব্বিষয়াবীক্ষণাৎ। নাপি স্বপ্নঃ নিঃসংজ্ঞত্বাৎ। ন চ সুপ্তিঃ মুখ-প্রসাদনিষ্কম্পত্বাদ্যভাবাৎ। তস্মাদবস্থান্তরমেব পরিশেষাদবসীয়তে। সা চেয়ং লোকে বৈদ্যকে চ প্রসিদ্ধেতি। তথাচ জাগরস্বপ্নাদিনিখিলকর্ত্তৃত্বরূপো যস্য মহিমা স হরিরেব সেব্য ইতি প্রকরণাভিপ্রায়ঃ॥ ১০॥

এবং নিখিলনিয়ামকতয়া ভগবতো মহিমা দর্শিতঃ। ইদানীং বহুধাবভাতোঽপ্যৈক্যং স্বস্মিন্ন ত্যজতীত্যবিচিন্ত্য-স্বরূপতা তস্য দর্শ্যতে। যদ্যপি প্রকাশাদিবন্নৈবং পর ইত্যাদিনোক্তমেতৎ তথাপি যুগপদ্বহুভাবেন ভেদপ্রতীতৌ

মুগ্ধে ইতি। হৃদয়স্থাদিতি বারাহে। পরাৎ পরেশাৎ। ন চ সুপ্তিরিতি। সুপ্তো হি প্রসন্নবদনো নিষ্কম্পো মুদ্রিতনেত্রশ্চলৎপ্রাণশ্চ দৃষ্টঃ। মুগ্ধস্তু ভয়ঙ্কর-বদনঃ কম্পমানো নিশ্চলোন্মীলিতনেত্রো নিশ্চলপ্রাণশ্চ দৃশ্যত ইতি॥ ১০॥

নিখিলকর্ত্তৃত্বাদীশ্বরো ভজনীয় ইত্যুক্তং তন্ন সিধ্যতি। ঈশ্বরবহুত্বাৎ বহু-বিষয়া ভক্তিরেকেন দুষ্করেত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। এবং নিখি-লেত্যাদি। বহুধাবভাতোঽপি ভগবানিতি জ্ঞেয়ম্। স্বস্মিন্নাত্মনি। এতদিতি।

উহাকে জাগর বলা যাইতে পারে না। উহাতে সংজ্ঞার অভাব হেতু উহা স্বপ্ন নহে। আবার উহাকে সুষুপ্তিও বলা যায় না; কারণ, তদবস্থায় মুখের প্রসাদ বা কম্পাদিও দেখা যায় না। অতএব পরিশেষ বশত মূর্চ্ছাকে অবস্থান্তরই বলিতে হয়। লোকে এবং বৈদ্যশাস্ত্রেও ঐরূপই প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রকার জাগরস্বপ্নাদি নিখিল অবস্থারই কর্ত্তৃত্বরূপে যাঁহার মহিমা প্রকাশিত আছে, সেই শ্রীহরিই একমাত্র সেব্য; ইহাই প্রকরণের অভিপ্রায় বলিয়া অবগত হওয়া যাইতেছে॥ ১০॥

এইরূপে নিখিলনিয়ামকতা দ্বারা ভগবানের মহিমা দর্শিত হইল। এক্ষণে বহুধা প্রকাশ সত্ত্বেও ভগবান নিজস্বরূপে একতা ত্যাগ করেন না বলিয়া তাঁহার অবিচিন্ত্যস্বরূপতা প্রদর্শিত হইতেছে। যদিও "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ"

ন সমাহিতমতোঽত্রাচিন্ত্যত্বেন তৎসমর্থনম্। একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীত্যাদি শ্রুতম্। তত্র সংশয়ঃ। নানা-বিধেষু স্থানেষু স্থিতানি ভগবতো বহূনি রূপাণি মিথো ভিন্নানি ন বেতি। স্থানভেদেন স্থানিনোঽপি ভেদাদ্ভিন্নানি তানি। ন হি মিথো বিলক্ষণস্থানসংস্থানগুণাদীনি বস্তূন্যভেদং লব্ধুমর্হন্তি। একোঽপি সন্নিতি তু সামান্যাভিপ্রায়ং ভাবি। ততশ্চ বস্তুতো ভিন্নেষু বহুষ্বনেকেশ্বরতাপত্তিস্তস্যাঞ্চ সত্যাং বহুবিষয়া ভক্তিরেকস্যাসম্ভাবিনীত্যেবং প্রাপ্তে—

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি॥ ১১॥

পরস্য ভগবতঃ স্বরূপং স্থানতোঽপি নোভয়লিঙ্গমুভয়-লক্ষণম্। স্থানভেদেঽপি স্থানি বিশেষ্যং ন ভিদ্যতে ইত্যর্থঃ।

বহুধাভানে সত্যপ্যৈক্যমিত্যর্থঃ। স্থানভেদেনেতি। যদ্যপি ধাম্নাং ন স্বরূপতো ভেদোঽস্তি তথাপি বিশেষবিভাতং বাস্তবং ভেদকার্য্যমস্তীতি তদাদায় পূর্ব্ব-পক্ষ ইত্যর্থঃ। ন সমাহিতং সমাধানং ন কৃতমিত্যর্থঃ। একোঽপি সন্নিতি। তথাপ্যেকত্বং জাত্যভিপ্রায়েণেত্যর্থঃ।

ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বেই উহা কথিত হইয়াছে, তথাপি সেই সেই স্থলে যুগপৎ বহুভাবের ভেদ প্রতীতির সমাধান করা হয় নাই বলিয়াই এই অচিন্ত্য শক্তির বিচার দ্বারা উহার সমর্থন করা হইতেছে। 'যিনি এক হইয়াও বহুধা প্রকাশিত হয়েন,' ইত্যাদি শ্রুত্যর্থ হইতে এইরূপ সন্দেহ হয় যে, নানা অব-স্থায় স্থিত ভগবানের নানা রূপ একই অথবা ভিন্ন। আশ্রয়ের ভেদে আশ্রয়ীর ভেদ বশত রূপেরও ভেদই নিশ্চয় করা যায়। পরস্পর বিলক্ষণ আশ্রয়ে অবয়ব বা গুণ সকল কখনই বস্তুর একতা বোধ করাইতে পারে না। 'যিনি এক হই-য়াও' ইত্যাদি বাক্য সকল সাধারণ মাত্র। অতএব বস্তুত ভিন্ন বহুরূপ হইতে অনেক ঈশ্বরের আপত্তি হয়। ঈশ্বরের বহুত্ব সিদ্ধ হইলে, তন্নিষ্ঠ ভক্তিরও একত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন,—

হি যস্মাদেকমেব স্বরূপমচিন্ত্যশক্ত্যা যুগপৎ সর্ব্বত্রাবভাত্যেকোঽপি সন্নিতিশ্রুতেঃ। স্থানানি ভগবদাবির্ভাবাস্পদানি তদ্বিবিধলীলাশ্রয়ভূতানি সংব্যোমশব্দিতানি। বিবিধভাববন্তো ভক্তাশ্চ। তেষু সর্ব্বেষ্বেকমেব স্বরূপং বিভাতি ॥ ১১ ॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥

বহুধাবভাতস্যাপি তাত্ত্বিকত্বেন ভেদাভেদপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বোক্তং ন যুক্তমিতি চেন্ন। কুতঃ প্রতীত্যাদেঃ। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশেত্যয়ং বৈ হরয়োঽয়ং

নেতি। বিবিধভাবাঃ শান্তদাস্যাদয়স্তদ্বন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ন ভেদাদিতীতি। পূর্ব্বোক্তং ন যুক্তম্। কুতঃ ভেদাদিতি চেন্ন। কুতঃ। প্রত্যেকমিত্যাদেরিতি যোজ্যম্। বহুধাবভাতস্যাপীতি। অপিশব্দাদৈক্যস্য চেত্যর্থঃ। ইন্দ্র ইতি। ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ। মায়াভিরিতি। হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদিত্যেবং ত্রিবৃত্তিকয়া স্বরূপশক্ত্যা পরয়েত্যর্থঃ। স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুক্তঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি শ্রুতেঃ। মায়াবয়ুনং জ্ঞানমিতি নিঘণ্টুকোষে জ্ঞানপর্য্যায়াচ্চ। যুক্তা হ্যস্য হরয় ইতি।

পরমেশ্বরের স্থানভেদেও স্বরূপ ও রূপের ভেদ হয় না। স্থানী বিশেষ্য পদার্থ, স্থানভেদে তাহার ভেদ সম্ভবই হয় না। কারণ, একই স্বরূপ স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা যুগপৎ সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইয়া থাকেন। "একোঽপি সন্" এই শ্রুতিই ঐ প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। স্থান শব্দে ভগবানের আবির্ভাবের আস্পদ; সংব্যোম শব্দ দ্বারা উক্ত তদীয় বিবিধ লীলার আশ্রয়ভূত স্থান, ও বিবিধ ভাব বিশিষ্ট তদীয় ভক্ত সকল বোধিত হয়েন। ঐ সকল স্থানে একই স্বরূপের প্রকাশ স্বীকৃত হয় ॥ ১১ ॥

বহুধা প্রকাশের তাত্ত্বিকত্ব প্রযুক্ত ভেদই স্বীকার্য্য হইতেছে। ভেদ স্বীকারে অভেদ উক্তি অযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু উহাকে অযুক্ত বলা যায় না। কারণ, বৃহদারণ্যকাদি শ্রুতিতে ভেদসূচক বাক্য দৃষ্ট হয় না। 'ইন্দ্র মায়া

বৈ দশ চ সহস্রাণি চ বহূনি চানন্তানি চ তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূতিরিত্যনুশাসনমিতি বৃহদারণ্যকে সর্ব্বেষাং রূপাণামৈক্যোক্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥

অপি চেতি কিঞ্চেত্যর্থঃ। অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চেত্যেকে শাখিন এবমভেদেনানন্তরূপত্বেন চৈনং পঠন্তি। অমাত্রঃ স্বাংশভেদশূন্যঃ। অনন্তমাত্রোঽসংখ্যেয়স্বাংশঃ। এক এব পরো

হি যতোঽসাবচিন্ত্যস্বরূপশক্তিরতোঽস্যৈকস্যৈব ইন্দ্রস্য শতাদশ হরয়ঃ। সহস্রং বিষ্ণুরূপাঃ প্রকাশাঃ যুজ্যন্তে। শক্ররথস্যাশ্বভ্রান্তিং নিবারয়িতুমাহ অয়ং বা ইতি। অয়মিন্দ্রঃ পরমেশ্বরো বৈ প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়ে বা এক এবানেকহরয়ো বিষ্ণবঃ সঙ্কল্পমাত্রাদেবাবির্ভবন্তি। তদুদাহরণত্বেনাহ অয়ং বৈ ইতি। অয়মেবেন্দ্রো দশাবতারা মীনাদিরূপতয়া ভবতি। অয়মেব বহূনি সহস্রাণি রূপাণি ভবন্তীতি দ্বারবত্যাং প্রতিমন্দিরমৈক্যরূপেণ সংস্থিতেঃ। বিধিমোহনে যাবদ্বৎসপবৎসরূপপ্রাকট্যাদ্বা। সংখ্যাপরিচ্ছেদং প্রাপ্তং নিবারয়তি অনন্তানি চেতি। রূপানীতিশেষঃ। বহুত্বেন প্রাপ্তং ভেদং নিবারয়তি তদেতদ্‌ব্রহ্মেতি। তৎ সর্ব্বরূপমেকং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। বিভুত্বমাহাপূর্ব্বমিত্যাদি। জ্ঞানৈকরস্যমাহ সর্ব্বানুভূতিরিতি। নখরচিকুরাদিরূপং সর্ব্বং জ্ঞানধাতুরিত্যর্থঃ। অথবা সার্ব্বজ্ঞ্যমাহ সর্ব্বানুভূতিরিতি ॥ ১২ ॥

দ্বারা অনেক রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহার দশশত বহু অনন্ত অশ্ব। সেই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য, আত্মা, ব্যাপক ও সর্ব্বানুভূতি স্বরূপ ;' ইত্যাদি বাক্যে বহুধা প্রকাশেও ব্রহ্মের ঐক্যই উক্ত হইয়াছে ॥১২॥

আরও অনেকানেক বেদশাখাধ্যায়িগণ ঈশ্বরকে অমাত্র ও অনেকমাত্র বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম অভিন্ন ও অনন্তরূপ। অমাত্র শব্দের অর্থ স্বাংশভেদশূন্য এবং অনন্তমাত্র শব্দের অর্থ অসংখ্যেয় স্বাংশ। অর্থাৎ যাঁহার অংশের ভেদ নাই এবং যাঁহার অংশ অসংখ্য, তিনিই যথাক্রমে অমাত্র ও অনন্তমাত্র শব্দে অভিহিত হয়েন। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, 'একই পরমেশ্বর

বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়ত ইতি স্মৃতেশ্চ। অয়ং ভাবঃ। যথৈক এব বৈদূর্য্যমণির্দ্রষ্টৃভেদাদ্রূপভেদান্ দধানোঽপি যথা বাভিনেতা নটঃ স্বস্থিতান্ ভাবান্ প্রকটয়ন্ বহুধাবভাতোঽপ্যৈক্যং স্বস্মিন্ন বিমুঞ্চতি এবং ধ্যাতৃভাবভেদাৎ কার্য্যভেদাচ্চানেকতয়া প্রতীতোঽপি হরিঃ স্বরূপৈক্যং স্বস্মিন্ন মুঞ্চতি। মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ। যত্তদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ। বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ সংপশ্যতোর্দ্দিব্য-

উক্তার্থং দ্রঢ়য়িতুমাহাপি চেতি। এক এবেতি মাৎস্যে। সূর্য্যবদিত্যত্র প্রতি চক্ষুরিতি প্রভয়েতি চ বোধ্যম্। যদাহ ভীষ্মঃ। তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাং প্রতি দৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহ ইতি। স্বস্থিতানাত্মনিষ্ঠান্। স্বরূপৈক্যং স্বস্মিন্নাত্মনি রূপাভেদম্। মণির্যথেতি বৈষ্ণবতন্ত্রে। যত্তদিতি শ্রীভাগবতে। অব্যক্তচিৎ প্রত্যকৃচৈতন্যরূপং তৎ প্রসিদ্ধং যদ্বপুর্বিভূষণায়ুধৈর্ভাতি যচ্চ ব্যক্তং প্রকটং যথা স্যাৎ তথা হরিরধারয়ৎ প্রকাশিতবান্ তেনৈব বপুষা ন তু বপুরন্তরেণ বেশান্তরেণ বা স হরির্বামনো বটুর্বভূবেত্যন্বয়ঃ। দিব্যগতিরলৌকিকঃ

বিষ্ণু সর্ব্বত্র আছেন, তাহাতে সংশয় নাই। তিনি একরূপ হইয়াও ঐশ্বর্য্য দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় বহুধা প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেরূপ বৈদূর্য্যমণি দ্রষ্টৃভেদে রূপভেদ ধারণ করিয়াও এবং অভিনেতা নট অনেক ভাব ধারণ করিয়াও স্বরূপত একই থাকে, তদ্রূপ শ্রীহরি ধ্যাতৃভেদে ও কার্য্যভেদে অনেক রূপে প্রতীত হইয়াও স্বরূপের একতা পরিত্যাগ করেন না। বৈদূর্য্যমণি যেরূপ বিভাগশ নীলপীতাদিযুক্ত হইয়াও রূপভেদ প্রাপ্ত হয়, শ্রীহরিও তদ্রূপ ধ্যানভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হয়েন। 'অব্যক্ত চিন্মাত্রস্বরূপ শ্রীহরি পরিদৃষ্ট বিভূষণায়ুধশোভিত শরীর ধারণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দিব্যগতি

গতির্যথা নটঃ ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। মণিরত্র বৈদূর্য্যঃ। নটোঽভিনেতা। তথাচৈকস্যৈব সতোঽবিচিন্ত্যশক্তের্বিরুদ্ধগুণাশ্রয়স্য যুগপদ্বহুধাবভাসোঽপি তস্মিন্ বিরুদ্ধধীবিষয়ো গুণ এবেতি তস্মিন্নেকস্মিন্নেবাবিচিন্ত্যশক্তিকে সর্ব্বেশ্বরে ভক্তিরুপপন্নেতি ॥১৩॥

অথাত্মবিগ্রহত্বং ভগবতঃ প্রতিপাদ্যতে বিগ্রহস্যাত্মনো ভেদে সত্যাত্মোপসর্জনে তস্মিন্ ভক্তিরপ্যুপসর্জনীভাবমাসীদিতি চেন্ন চৈবমস্তি। তত্রৈব তস্যাঃ প্রাধান্যেনানুভবাৎ। তথাহি। সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। তমেকং

স্বর্গী নটো যথেতি দৃষ্টান্তঃ। পিত্রোরদিতিকশ্যপয়োঃ সংপশ্যতোঃ সতোরিতি সংকল্পমাত্রেণৈব তদৈব তথাভিব্যক্তিরিত্যদ্ভুতো রসো ব্যঞ্জিতঃ॥ ১৩॥

একস্যাপি হরের্বহুধা বিভানং প্রাগুক্তম্। তদস্বচিন্ত্যশক্ত্যা তত্র তৎসম্ভবাৎ। আত্মবিগ্রহত্বন্তু মাস্তু যুক্ত্যানুভবেন চ তত্ত্বস্য তত্র বাধাদিতি প্রত্যুদাহরণং সঙ্গতিঃ। ভক্তিঃ খলু প্রধানে মূর্ত্তেঽভ্যুদিয়াৎ। ন ত্বপ্রধানে অমূর্ত্তে প্রধানেঽপ্যাত্মনি তস্যা নাভ্যুদয়ঃ তস্যামূর্ত্তত্বাৎ। ন চ মূর্ত্তেঽপি বিগ্রহে তস্যাপ্রধান্যাদিত্যাক্ষেপস্বরূপম্। অথেত্যাদি। অথর্ব্বশিরসীত্যুক্তেরত্রোপগায়ঃ। তত্রৈব বিগ্রহে। তস্যা ভক্তেঃ।

নটের ন্যায় বামন বটুর রূপ ধারণ করিলেন;' ইত্যাদি। একই বিরুদ্ধগুণাশ্রয় পদার্থের অবিচিন্ত্যশক্তিবলে এককালে বহুধা প্রকাশ হয়। ঐ প্রকাশ তাঁহাতে বিরুদ্ধ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া গুণরূপেই পরিচিত হয়। অতএব এক অচিন্ত্যশক্তি সর্ব্বেশ্বর ভগবানে ভক্তি উপপন্ন হইল॥ ১৩॥

অনন্তর ভগবানের আত্মবিগ্রহত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। আত্মাই ভগবানের নিত্য একমাত্র বিগ্রহ। ঐ বিগ্রহ যদি আত্মা হইতে ভিন্ন হয়েন, তবে আত্মা অবশ্য ঐ বিগ্রহে বিশেষণ, এবং ঐ আত্মবিশিষ্ট বিগ্রহে ভক্তিও উপসর্জ্জনীভূত—বিশেষণীভূত অর্থাৎ গৌণ। কিন্তু তাহা নহে। কারণ, উহার প্রাধান্যেই অনুভব হইয়া থাকে। আবার 'সচ্চিদানন্দরূপ অক্লিষ্টকারী

গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যাদিকমথর্ব্বশিরসি শ্রূয়তে। তত্র ব্রহ্ম বিগ্রহবন্ন বেতি সংশয়ে সচ্চিদানন্দো রূপং যস্যেতি বহুব্রীহ্যাশ্রয়ণাদ্বিষ্ণোর্মূর্ত্তিরিত্যাদিব্যপদেশাচ্চ বিগ্রহবত্তদিতি প্রাপ্তে—

অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

রূপং বিগ্রহস্তদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম ন ভবতীতি অরূপবদিত্যুচ্যতে বিগ্রহস্তদিত্যর্থঃ। যুক্তিনিরাসার্থমেবশব্দঃ। কুতঃ তদিতি। তস্য রূপস্যৈব প্রধানত্বাদাত্মত্বাৎ। বিভুত্বজ্ঞাতৃত্বপ্রত্যক্ত্বাদিধর্ম্মধর্ম্মিত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নন্বু চিন্ত্যমানেন জ্ঞানানন্দেন পরমাত্মবস্তুনা জড়দুঃখরূপত্বেন তদ্বিরুদ্ধা প্রকৃতির্নিবর্ত্তেতৈব তাদৃশি ব্রহ্মণি বিগ্রহত্বং সূত্রকৃতা কথমভ্যুপেয়তে ইতি চেত্তত্রাহ।

অরূপবদিতি। রূপমিতি। যুক্তীতি। বিষ্ণোর্মূর্ত্তিরিতি সম্বন্ধষষ্ঠ্যা ভেদঃ স্ফুরতীতি যা যুক্তিস্তন্নিরাসার্থমিত্যর্থঃ। সত্তা সতীত্যাদাবিবাভেদকার্য্যস্ফূর্ত্তেরনুভবান্ন তয়া ভেদঃ শ্রদ্ধেয় ইত্যাশয়ঃ। রূপস্যৈব শ্রীবিগ্রহস্যৈব ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণকে, সেই এক সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দকে,' ইত্যাদি বাক্য অথর্ব্বোপনিষদে দৃষ্ট হয়। ঐ সকল বাক্য হইতে ব্রহ্ম স্বয়ংই বিগ্রহ বা তিনি বিগ্রহবিশিষ্ট, এইরূপ সংশয়ে বহুব্রীহি সমাস দ্বারা সচ্চিদানন্দই যাঁহার রূপ এবং বিষ্ণুর মূর্ত্তি এইরূপ প্রয়োগ হইতে তিনি স্বতন্ত্র বিগ্রহবিশিষ্টই হউন, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন, তিনি স্বয়ংই বিগ্রহ। ঐ রূপই প্রধান। যেহেতু উহা বিভুত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও ব্যাপকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী আত্মা। আত্মাই তাঁহার বিগ্রহ; সুতরাং আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মবিগ্রহ হইতে অনতিরিক্ত ॥ ১৪ ॥

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যম্ ॥ ১৫ ॥

শঙ্কানিরাসায় চশব্দঃ। সপ্তম্যন্তাদিবার্থে বতিঃ। প্রকাশৈকরূপেঽপি রবৌ বিগ্রহত্বস্য যথা ধ্যানহেতুত্বাদবৈয়র্থ্যং তথা জ্ঞানানন্দৈকরসেঽপি ব্রহ্মণি তস্য তন্মন্তব্যম্। তদ্ধেতুত্বাদেব। ইতরথা ধ্যানানুপপত্তিঃ। ধ্যায়তি কান্তং বিরহিণীত্যাদৌ বিগ্রহবিষয়ং তদ্দৃষ্টম্ ॥ ১৫ ॥

ন চ ধ্যানার্থমসদেব তত্ত্বং তত্র কল্প্যতে। যত্তত্র প্রমাণমস্তীত্যাহ।

নন্বিতি। তদ্বিরুদ্ধা তাদৃগ্‌ব্রহ্মস্বরূপবিরুদ্ধা।

প্রকাশবদিতি। তস্যেতি। তস্য বিগ্রহত্বস্য। তদবৈয়র্থ্যং মন্তব্যমিত্যর্থঃ। তদ্ধেতুত্বাদ্ধ্যানহেতুত্বাদ্বিগ্রহত্বস্য। তদিতি। তদ্ধ্যানম্। দৃষ্টং প্রতীতমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানানন্দরূপ পরমাত্ম বস্তুর চিন্তা দ্বারা তদ্বিরুদ্ধ জড়দুঃখরূপা প্রকৃতির নিবৃত্তি হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অতএব সূত্রকার তাদৃশ ব্রহ্মে বিগ্রহবত্ত্ব কিরূপে স্বীকার করেন, এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন ;—

প্রকাশবিশিষ্ট রবির ন্যায় ব্রহ্মেরও বিগ্রহ ব্যর্থ হয় না। শঙ্কানিরাসের নিমিত্ত চ-শব্দ। সপ্তম্যন্ত প্রকাশ শব্দের উত্তর "ইব" অর্থে "বতি" প্রত্যয় করিয়া প্রকাশবৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যেরূপ প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যে ধ্যানার্থ বিগ্রহ সঙ্গত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে ধ্যানের নিমিত্ত ঐ বিগ্রহ স্বীকার যুক্তই হইতেছে। বিগ্রহ ব্যতিরেকে ধ্যানই হইতে পারে না। কারণ, বিগ্রহই ধ্যানের হেতু। বিরহিণী কান্তকে ধ্যান করে, ইত্যাদি স্থলে ধ্যান বিগ্রহ বিষয়েই দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

ধ্যানের জন্য যে বিগ্রহ স্বীকৃত হয়, তাহা মিথ্যা কল্পনা নহে। তদ্বিষয়ে প্রমাণ আছে।

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥১৬॥

অবধৃতৌ মাত্রশব্দঃ। তং বিগ্রহমেব যস্মাৎ পরমাত্মান-মাহ শ্রুতিরতঃ প্রমেয়ং তত্ত্বমিত্যর্থঃ। তত্রৈব শ্রূয়তে। সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌন-মুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরমিতি। অত্র পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদিধর্ম্মা বিগ্রহ এব ঈশ্বর ইতি বিস্ফুটম্। দেহদেহিভিদা চৈব

ন চেতি। তত্ত্বং বিগ্রহত্বম্। তত্র ব্রহ্মণি।

আহেতি। অবধৃতাবিতি। মাত্রং কার্ৎস্ন্যেঽবধারণে ইত্যমরঃ। তত্রৈবাথর্ব্ব-শিরসি। দ্বিভুজমিতি। এবমুক্তং তৈত্তিরীয়কে। দশহস্তাঙ্গুলয়ো দশপদ্যা দ্বাবূরূ দ্বৌ বাহূ আত্মৈব পঞ্চবিংশক ইতি। রহস্যাম্নায়ে চ। পাণিভ্যাং শ্রিয়ং সংবহ-তীত্যাদিনা। শ্রীসাত্বতে চ। বরদাভয়দেনৈব শঙ্খচক্রাঙ্কিতেন চ। ত্রৈলোক্য-ধৃতিদক্ষেণ যুক্তপাণিদ্বয়েন স ইতি। ভারদ্বাজে চ। দ্বিবাহোশ্চক্রধৃক্পাণি-র্দক্ষিণঃ শঙ্খভৃৎ পরঃ। উপবিষ্টস্তু মোক্ষার্থে হৃৎস্থিতো বিশ্বসিদ্ধয়ে ইতি। এবমন্যত্র চ বহুতরম্। এবং চতুর্ভুজাষ্টভুজদ্বাদশভুজানি রূপাণি স্মর্য্যন্তে। তেষু দ্বিভুজস্যাতিচারুত্বাৎ পারম্যম্। ন তু তেভ্যো বস্ত্বন্যত্বমস্তীতি কথিতমান-ন্দাখ্যসংহিতায়াম্। স্থূলমষ্টভুজং প্রোক্তং সূক্ষ্মং চৈব চতুর্ভুজম্। পরন্তু দ্বিভুজং প্রোক্তং তস্মাদেতত্রয়ং যজেদিতি। তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বয়ং ভগবতি নিখিল-গুণপ্রাকট্যাচ্চাতিশয়িতং তৎ। যত্তু পরমে ব্যোম্নি নিত্যোদিতং চতুর্ভুজং রূপং পরং দ্বিভুজাদিকং তু শান্তোদিতমপরমিতি কেচিদাহুস্তৎ কিল তদ্রূপ-শ্রদ্ধাজাড্যাদেব। তথা সতি পূর্ণমদ ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মন ইত্যাদিস্মৃতয়শ্চ ব্যাকুপ্যেয়ুঃ। পরন্তু দ্বিভুজমিতি কঠোক্তি-

---

শ্রুতিতে বিগ্রহকেই পরমাত্মা বলিয়া থাকেন, অতএব ঐ বিগ্রহ সত্য। গোপালতাপনীতে ব্রহ্মকে সৎপুণ্ডরীকনয়ন, নবীননীরদশ্যাম, বিদ্যুদ্বসন, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত ও বনমালাধারী ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই স্থলে পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদিধর্ম্ম বিগ্রহই ঈশ্বর বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হয়েন। স্মৃতিতেও

নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিদিতি স্মৃতিশ্চ তথাহ। অত্র দেহাদ্ভিন্নে। দেহীত্যেবং ভিদেশ্বরবস্তুনি নাস্তি। কিন্তু দেহ এব দেহীতি লব্ধম্ ॥ ১৬ ॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণো ভূম্যাং হি বৈ ইতি তত্রৈবোত্তরত্র পঠিতা শ্রুতিঃ পরমাত্মানমেব বিগ্রহং দর্শয়তি। গোপালশব্দঃ খলু পরমকমনীয়পাদমুখাদিসংনিবেশিন্যভ্রশ্যামে সর্ব্বেশে বস্তুনি মুখ্যঃ। পূর্ব্বত্র গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতং তদিহ শ্লোকা ভবন্তি। সৎপুণ্ডরীকনয়নমিত্যাদি শ্রবণাৎ। স্মর্য্যতে চাত্মৈব বিগ্রহ ইতি। ঈশ্বরঃ পরমঃ

বিরোধশ্চ মায়িসিদ্ধান্তস্পর্শশ্চ স্যাদিতি শ্রুতৌ বিগ্রহস্যৈব পরমাত্মত্বমর্থং যোজয়তি। অত্র পুণ্ডরীকেতি। দেহদেহীতি পাদ্মে। কিন্তু দেহ এবেতি বিগ্রহ এবাত্মেতি প্রাপ্তমিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

দর্শয়তীতি। সাক্ষাদিতি। প্রকৃতিপরত্বমস্য সাক্ষান্নিত্যসিদ্ধমেব ন তু সাধনকৃতমিত্যর্থঃ। ঈশ্বর ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। তেনেতি। তত্র বিগ্রহে

উক্ত আছে যে, ঈশ্বরে দেহদেহী ভেদ নাই। ঈশ্বরের দেহ এবং দেহী ঈশ্বর একই তত্ত্ব, ইহাই লব্ধ হইতেছে॥ ১৬॥

শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই আত্মার বিগ্রহত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ গোপাল কিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন, এই বাক্যের উত্তরবাক্যে যে শ্রুতি পঠিত হয়, তাহাতে পরমাত্মাকেই বিগ্রহরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত গোপালশব্দ পরমকমনীয় পাদমুখাদিবিশিষ্ট মেঘশ্যাম সর্ব্বেশ্বরে মুখ্য। পূর্ব্বত্র গোপবেশ, অভ্রাভ, তরুণ, কল্পদ্রুমাশ্রিত, এইরূপ উক্তি আছে। সৎপুণ্ডরীকনয়ন ইত্যাদিও শ্রুত হয়। স্মৃতিতেও বিগ্রহেরই আত্মত্ব উক্ত হয়। যথা, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর

কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ইত্যাদিভিঃ। অথোশব্দঃ কাৎর্স্ন্যে। সূত্র্যাভ্যাং ব্যতিহারো দর্শিতঃ। বিগ্রহ এবাত্মা আত্মৈব বিগ্রহ ইতি। তথা চ শ্রুত্যাদিগম্যেঽবিচিন্ত্যেঽর্থে তর্কানবতারাদাত্মবিগ্রহত্বং সিদ্ধম্। তেন পরৈব তত্র ভক্তিঃ স্যাদিতি। বিজ্ঞানানন্দস্যাত্মনো মূর্ত্তত্বমলৌকিকবস্তুত্বাৎ শ্রুতিমাত্রাৎ প্রতিপত্তব্যম্। তন্মূর্ত্তত্বং খলু ভক্তিভাবিতেন হৃদা গ্রাহ্যং গান্ধর্ব্ববাসিতেন শ্রোত্রেণ রাগমূর্ত্তত্বমিব। অন্যথা বিজ্ঞানঘনানন্দঘনেতি শ্রুতির্ব্যাকুপ্যেৎ। তদেবং

ব্রহ্মণি। অন্যথেতি। বিজ্ঞানঘনা মূর্ত্তবিজ্ঞানরূপা আনন্দঘনা মূর্ত্তানন্দরূপা মূর্ত্তিঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি শ্রুতিশেষঃ। বিজ্ঞানানন্দস্য ব্রহ্মণো মূর্ত্তত্বাভাবে শ্রুতেমুর্খ্যার্থো বাধিতঃ স্যাৎ। মূর্ত্তৌ ঘন ইতি পাণিনিরাহ। মূর্ত্তৌ কাঠিন্যেঽর্থেঽভিধেয়ে হন্তেরপ্ প্রত্যয়ো ঘনশ্চাদেশো ভাবে স্যাদিতি সূত্রার্থঃ। উদাহরণঞ্চ। দধিঘনঃ সৈন্ধবঘন ইতি। নন্থ ভাবে প্রত্যয়াদেশয়োরভিধানান্মূর্ত্তং দধীত্যাদি কথং প্রতীম ইতি চেৎ সত্যম্। ধর্ম্মশব্দেন ধর্ম্মী লক্ষ্যত ইতি। এবমেব সঙ্গমিতং দীক্ষিতৈঃ। প্রকৃতে সান্দ্রত্ববিশিষ্টবিজ্ঞানানন্দত্বাৎ মূর্ত্তিরিত্যাগতম্। তত্রাহুঃ। অধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃভাবেন গঙ্গাদিতীর্থবদেকস্যৈব ব্রহ্মণো দ্বৈরূপ্যেণ প্রকাশঃ। তত্র অধিষ্ঠানরূপং গঙ্গাদি দ্রববদসান্দ্রং জ্ঞানরূপম্। অধিষ্ঠাতৃরূপং তু গঙ্গাদি দেবতাবৎ

শ্রীকৃষ্ণ। বিগ্রহই আত্মা, আত্মাই বিগ্রহ, এইরূপ বলিয়া উভয় সূত্রে ব্যতীহার প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলত শ্রুতি প্রভৃতি গম্য অবিচিন্ত্য অর্থে তর্কের অনবতার হেতু আত্মবিগ্রহত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব ঐ সাক্ষাৎ বিগ্রহে ভক্তির পরত্বও সিদ্ধ হইতেছে। আত্মা বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ হইলেও অলৌকিক-বস্তুত্ব প্রযুক্ত উহার মূর্ত্তত্ব শ্রুতিপ্রমাণ অনুসারেই সঙ্গত হইতেছে। অতএব ঐ মূর্ত্তত্ব গান্ধর্ব্ববাসিত শ্রোত্রে রাগের মূর্ত্তত্বের ন্যায় ভক্তিভাবিত হৃদয়ের গ্রাহ্য। অন্যথা বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন প্রভৃতি শ্রুতির বাধ

প্রত্যক্ত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রীবিগ্রহস্যৈব। তস্মিন্নন্যথা বিভানং তু মায়য়ৈব ভবতি। এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে। ইচ্ছন্মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়মীশোঽহং জগতো গুরুঃ। মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসীতি স্মৃতেঃ। নশ্যেয়মদৃশ্যঃ স্যামিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সান্দ্রং মূর্ত্তমিতি তদিদং সুধীভির্বিভাব্যমিতি। তস্মিন্নিতি। অন্যথা বিভানং দৃশ্যত্বাদিপ্রতীতিঃ। তত্র হেতুরেতত্ত্বয়েতি মোক্ষধর্ম্মে। অস্যার্থঃ যথান্যো রূপবানিতি হেতোর্দৃশ্যেত তথায়মপীত্যেতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ম্। ইহ স্বস্য রূপিত্বেঽপ্যদৃশ্যতামভিধায় নিজরূপস্য প্রত্যক্‌চৈতন্যত্বং ব্যঞ্জিতম্। তস্য দর্শনেঽদর্শনে চ মদিচ্ছৈব হেতুরিত্যাহ ইচ্ছন্নিতি। নশ্যেয়মদৃশ্যঃ স্যামিত্যর্থঃ। নশ অদর্শনে ইতি ধাতুপাঠাৎ। অত্র স্বাতন্ত্র্যং বিশ্ববৈলক্ষণ্যং চ হেতুরিত্যাহ ঈশোঽহমিতি। তথাপি মাং সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং যৎ পশ্যসি প্রত্যেষি এষা মায়ৈব ময়া সৃষ্টা। মন্মায়য়ৈব তথা ভানমিতি। অসঙ্গশ্চাব্যয়োঽভেদ্যোঽনিগ্রাহ্যোঽশোষ্য এব চ। বিদ্ধোঽসৃগাচিতো বদ্ধ ইতি বিষ্ণুঃ প্রদৃশ্যতে॥ অসুরান্ মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়ত্যেষ সুরেষ্বপি। মানুষান্ মধ্যয়া দৃষ্ট্যা ন মুক্তেষু কথঞ্চনেতি স্কান্দাচ্চ। এতেন মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি বিলসৎকবচেঽস্ত কৃষ্ণ আত্মেত্যাদি বিপরীতোক্তির্ভীষ্মাদীনাং ব্যাখ্যাতা। তেষাং তদানীম্ অসুরৈরাবেশাৎ ॥ ১৭ ॥

হয়। এইরূপে ব্যাপকত্বাদিধর্ম্ম শ্রীবিগ্রহেরই সিদ্ধ হইতেছে। ঐ বিগ্রহে অন্যপ্রকার জ্ঞান মায়াজন্য। ‘এই রূপ যাহা তুমি দর্শন করিলে, তাহাকে এরূপে ধারণা করিও না। কারণ, আমি ইচ্ছা করিলেই ইহার নাশ করিতে পারি, অর্থাৎ রূপবান হইয়াও ইচ্ছামাত্রেই অদৃশ্য হইতে পারি। নারদ, তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা আমার মায়া কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। আমি ঈশ্বর জগতের গুরু। আমার এই রূপ সর্ব্বভূতগুণযুক্ত জানিয়া তুমি ইহার দর্শনে চরিতার্থ হইতে পার না, কারণ ইহা তদ্রূপ নহে ॥ ১৭ ॥

অথ ভজন্ত্যো ভজনীয়স্য ভেদঃ প্রতিপাদ্যতে। ইতরথা স্বাভেদাবভাসে স্বস্মিন্নারাধ্যত্ববুদ্ধেরনুদয়াদ্ভক্তির্নোপজায়েত। যদ্যপি জীবান্যত্বং বহুকৃত্বঃ প্রতিপাদিতং তথাপ প্রতিবিম্ব-শাস্ত্রবিভ্রান্তঃ কশ্চিত্তদভেদমাচক্ষীত তৎপরিহারায় বিধান্তরমেতৎ। বহবঃ সূর্য্যকা যদ্বৎ সূর্য্যস্য সদৃশা জলে। এবমেবাত্মকা লোকে পরাত্মসদৃশা মতা ইত্যাদি শ্রূয়তে। ইহ ভবতি সংশয়ঃ। আনন্দচিন্মূর্ত্তিঃ পরমাত্মা পূর্ব্বং নিরূপিতঃ। স এব কিং কয়াচিদবস্থয়া জীবঃ কিংবা জীবাদন্যোঽসাবিতি। কিং প্রাপ্তং স এব জীব ইতি। অস্যৈবাবিদ্যায়াং

পূর্ব্বং বিগ্রহে ব্রহ্মণি জীবেন ভক্তিঃ কার্য্যেত্যুক্তম্। তন্ন সম্ভবেজ্জীব-ব্রহ্মণোরনন্যত্বাৎ। ভক্তিঃ খল্বারাধনা। সা চ স্বস্মাদুৎকৃষ্টেঽন্যস্মিন্ দৃষ্টা ন তু স্বস্মিন্নেবেত্যাক্ষিপ্য সমাধেঃ পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। অথ ভজন্ত্য ইতি। স্বাভেদাবভাসে ইতি। অহমেবেশ্বরোঽস্মীতি স্বভানে সতীত্যর্থঃ। বহব ইতি। সূর্য্যস্য প্রতিকৃতয়ঃ সূর্য্যকাস্তস্য প্রতিবিম্বা ইত্যর্থঃ। ইবে প্রতিকৃতাবিতি সূত্রাৎ কণ্। এবমাত্মকা ইত্যেতচ্চ ব্যাখ্যেয়ম্। এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবদিতি শ্রুতি-

---

অনন্তর উপাসক হইতে উপাস্যের ভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে। ঐ ভেদের অস্বীকারে ভগবানে আরাধ্যত্ব বুদ্ধির অনুদয় হেতু ভক্তির উৎপত্তি হয় না। যদিও জীবব্রহ্মের পারমার্থিক ভেদ অনেকবারই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি প্রতিবিম্বশাস্ত্রবিভ্রান্ত কোন কোন অজ্ঞ জীবব্রহ্মের অভেদ বলিতে পারেন, এই আশঙ্কায় উহারই পরিহারের নিমিত্ত প্রকরণান্তর আরব্ধ হইতেছে। যেরূপ জলে সূর্য্যসদৃশ অনেক সূর্য্যপ্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পরমাত্মসদৃশ অনেক আত্মপ্রতিবিম্ব ইহলোকে লক্ষিত হইয়া থাকে। এস্থলে সংশয় এই যে, পূর্ব্বনিরূপিত আনন্দচিন্মূর্ত্তি পরমাত্মাই কি কোন অবস্থায় জীব হইয়াছেন অথবা জীব স্বতন্ত্র। প্রতিবিম্ববাদিগণ বলিয়া থাকেন,

প্রতিবিম্বিতস্য জীবরূপত্বাৎ। প্রতিবিম্বো হি বিম্বান্নার্থান্তরম্ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তথা নিশ্চয়াৎ। অত উক্তম্। দর্পণাভিহিতা দৃষ্টিঃ পরাবৃত্য স্বমাননম্। ব্যাপ্নুবত্যাভিমুখ্যেন ব্যত্যস্তং দর্শয়েন্মুখমিতি। তস্মাৎ পরমাত্মৈবাবিদ্যাযোগাজ্জীব ইতি প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে।

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ১৮ ॥

যস্মাৎ পরমাত্মনোঽন্যো জীবোঽত এব সূর্য্যকাদিবদিতি তস্যোপমা শ্রূয়তে। ন হ্যভেদে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবঃ। তথা সতি বহ্নিচ্ছায়য়া দাহঃ খড়্গাভাসেন ছেদশ্চ স্যাৎ। ন চ তস্মিন্ সাদৃশ্যং তস্য ভেদতন্ত্রত্বাৎ। চকারোঽন্যান্ ভেদহেতূন্ সমুচ্চিনোতি। তস্মাজ্জীববিলক্ষণঃ পরমাত্মেতি ॥১৮॥

রাদিপদাৎ। অসৌ পরমাত্মা। পৃচ্ছতি কিমিতি। অন্বয়েতি। সতি বিম্বে প্রতিবিম্বঃ অসতি তস্মিন্ ন স ইতি তয়োরভেদনির্ণয়াদিত্যর্থঃ। প্রতিবিধত্তে নিরস্যতি। অত এবেতি। তস্য জীবস্য। খড়্গাভাসেনাসিচ্ছায়য়া। তস্মিন্নভেদে। তস্য সাদৃশস্য ॥ ১৮ ॥

অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত পরমাত্মাই জীব, অতএব জীব তাঁহা হইতে পৃথক্ নহেন। প্রতিবিম্ব বিম্ব হইতে অতিরিক্ত বস্তু নহে। বিম্ব সত্ত্বে প্রতিবিম্বের সত্ত্ব এবং তদসত্ত্বে তদসত্ত্ব বলিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা উহাই নিশ্চিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই উক্ত হয়, আভিমুখ্যভাবে দর্পণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে লোকে আপনারই মুখ দর্শন করে। অতএব পরমাত্মাই অবিদ্যাযোগে জীবরূপ হয়েন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় যুক্তির নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

পরমাত্মা জীব হইতে ভিন্ন বলিয়াই সূর্য্যকাদিবৎ শব্দ দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অভিন্ন বস্তুতে কখনই বিম্বপ্রতিবিম্বভাব ঘটে না। অভেদে তদ্ভাব হইলে, অগ্নির ছায়া দ্বারা দাহ এবং খড়্গাভাস দ্বারা ছেদন হইতে পারিত। ঐরূপ স্থলে সাদৃশ্যই সম্ভব হয় না।

নম্বস্তু তয়োপময়া জীবপরয়োর্ভেদঃ। কিন্তু চিদাভাসত্বং জীবস্য ততঃ প্রাপ্তম্। যথাম্বুনি সূর্য্যস্যাভাসঃ সূর্য্যক উচ্যতে তথাবিদ্যায়াং পরস্যাভাসো জীব ইতি। এতন্নিরস্যতি।

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥ ১৯ ॥

তুরবধারণে। ষষ্ঠ্যন্তাৎ সপ্তম্যন্তাদ্বা বতিঃ। অম্বুবদ্বিম্ববিপ্রকৃষ্টস্যোপাধেরগ্রহণান্ন তথাত্বম্। পরমাত্মনো বিভুত্বেন তদ্বিদূরপদার্থাপ্রসিদ্ধেরুপমেয়কোটেরুপমানকোটিতুল্যত্বং নেত্যর্থঃ। বিম্ববিদূরে জলাদ্যুপাধৌ পরিচ্ছিন্নস্য সূর্য্যাদেরাভাসো গৃহ্যতে নৈবং পরমাত্মনঃ তস্যাপরিচ্ছেদাৎ।

নন্বিতি। তত উপমাতঃ।

অম্বুবদিতি। উপমেয়কোটের্ব্রহ্মজীবলক্ষণস্য উপমানকোটিতুল্যত্বং সূর্য্যতৎপ্রতিবিম্বসমত্বং নেত্যর্থঃ। তথা চ বিষমনিদর্শনতাদোষ ইতি। বিম্ববিদূরে

কারণ ভেদ ভিন্ন সাদৃশ্য হয় না। চকার দ্বারা অন্য ভেদহেতু সমুচ্চিত হইতেছে। অতএব পরমাত্মা জীব হইতে ভিন্ন ॥ ১৮ ॥

পুনর্ব্বার সংশয় করিতেছেন, ঐ উপমা দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ হউক, কিন্তু জীব চিদাভাস। অতএব জলস্থ সূর্য্যাভাসকে যেরূপ সূর্য্য বলা যায়, তদ্রূপ অবিদ্যায় পরমাত্মার আভাসকেই জীব বলা যাইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন,—

দূরস্থ সূর্য্য ও তদাভাসের আশ্রয়ভূত জলের সহিত পরমাত্মার ও তদুপাধির সাম্য না থাকায় জীবকে চিদাভাস বলা যায় না। অবিদ্যা পরমাত্মারই শক্তিবিশেষ; উহা, জল যেরূপ সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী, তদ্রূপ পরমাত্মা হইতে দূরস্থ নহে। অতএব পরমাত্মার আভাস জীব হইতে পারে না। পরমাত্মা বিভু বস্তু। উহা হইতে বিদূর পদার্থই অপ্রসিদ্ধ। অতএব উপমান ও উপমেয়ের পরস্পর সাদৃশ্যই ঘটিতেছে না। বিম্ব হইতে দূরবর্ত্তী জলাদি উপাধিতে পরিচ্ছিন্ন সূর্য্যাদির আভাস গৃহীত হইতে পারে; কিন্তু পরমাত্মার সেরূপ

অতো ন তথাত্বমিতি বা পরমাত্মনঃ প্রতিবিম্বো জীবো ন ভবতি। অলোহিতমচ্ছায়মিতি শ্রুতেঃ। কিন্তু তদ্বচ্চেতন এব সঃ। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামিতি শ্রুতেঃ। ইত্থঞ্চাকাশদৃষ্টান্তোঽপি নিরস্তঃ। তদ্গতপরিচ্ছিন্নজ্যোতিরংশস্যৈব তত্ত্বয়া প্রতীতিরবৈদুষী। ইতরথা দিগাদেরপি তদাপত্তিঃ। ন চাত্র শব্দোঽপি দৃষ্টান্তঃ বৈধর্ম্ম্যাৎ। তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রতিবিম্বো নেতি ॥ ১৯ ॥

ইত্যাদি। আভাসঃ প্রতিবিম্বঃ। তত্র হেতুরলোহিতমিতি। অচ্ছায়ং প্রতিবিম্বরহিতম্। ছায়া সূর্য্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিম্বমনাতপ ইতি নানার্থবর্গঃ। তদ্বৎ পরমাত্মবৎ। ইত্থঞ্চেতি। বিভোঃ প্রতিবিম্বাসম্ভবনিরূপণেনেত্যর্থঃ। নন্বাকাশস্য প্রতিবিম্বং প্রতীম ইতি চেত্তত্রাহ তদ্গতেতি। আকাশবর্ত্তিনঃ সূর্য্যাদিজ্যোতিরংশস্যৈব তৎপ্রতিবিম্বতয়া প্রতীতির্ভ্রান্তিরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ নৈরূপ্যাচ্চ ন তস্যাভাসঃ। অন্যথা দিগ্বাতয়োস্তদাপত্তিঃ। ননু যথা নিরূপস্য ধ্বনেঃ প্রতিধ্বনিস্তথা নিরূপস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বঃ স্বীকার্য্য ইতি চেত্তত্রাহ ন চেতি। তত্র হেতুর্বৈধর্ম্ম্যাদিতি। প্রতিবিম্বং সাধয়িতুং প্রবৃত্তস্তত্র প্রতিধ্বনিমুদাহরন্ বিষমদৃষ্টান্তীভবতীত্যর্থঃ॥ ১৯ ॥

হইতে পারে না। পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন; তাঁহার আভাসই হইতে পারে না। অতএব জীব কখনই পরমাত্মার প্রতিবিম্ব নহেন। শ্রুতিতেও বলেন, পরমাত্মা অলোহিত ও অচ্ছায়। যাহার ছায়া নাই, তাহার প্রতিবিম্বও হইতে পারে না। কিন্তু জীব পরমাত্মার ন্যায় চেতন বস্তু। "নিত্যো নিত্যানাম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের চেতনত্ব ব্যক্ত আছে। এই রূপে আকাশদৃষ্টান্তও নিরস্ত হইতেছে। আকাশস্থ পরিচ্ছিন্ন তেজের অংশবিশেষেরই প্রতিবিম্বস্বরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। তদ্দর্শনে আকাশের প্রতিবিম্বিতভাব স্বীকার করা অজ্ঞের কার্য্য। অন্যথা দিক্ প্রভৃতিরও প্রতিবিম্বভাবের আপত্তি হইবে। শব্দও এই স্থলে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, পরমাত্মা ও শব্দের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য সুপ্রসিদ্ধ। অতএব জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব নহে॥ ১৯ ॥

অথ শাস্ত্রং সঙ্গময়তি।

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ ২০ ॥

প্রতিবিম্বশাস্ত্রেণ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা নায়ং দৃষ্টান্তঃ প্রযুজ্যতে কিন্তু গুণবৃত্ত্যৈব বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্। সাধর্ম্ম্যাংশমাশ্রিত্য উপলক্ষণমেতৎ। কুতঃ অন্তর্ভাবাৎ। এতস্মিন্নেবাংশে শাস্ত্রতাৎপর্য্যপরিসমাপ্তেরিত্যর্থঃ। এবং সত্যুভয়সামঞ্জস্যাৎ। উপমানোপমেয়য়োঃ সঙ্গতেরিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। পূর্ব্বসূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবস্য মুখ্যস্য নিরাসাৎ কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যমাদায় প্রকৃতে তদ্ভাবঃ প্রকীর্ত্ত্যতে। তচ্চেত্থং বোধ্যম্। সূর্য্যো হি বৃদ্ধিভাক্ জলাদ্যুপাধি-

---

এবং তর্হি প্রতিবিম্বশাস্ত্রস্য কা গতিঃ। তচ্চ বহবঃ সূর্য্যকা যদ্বদিত্যাদি যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানাপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্ উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মেত্যাদি কাঠকাদিবাক্যঞ্চ। তত্রাহ অথেতি।

বৃদ্ধীতি। অয়ং সূর্য্যকাদিবদিত্যেষঃ। উপলক্ষণমিতি। উপাধিধর্ম্মযোগাযোগয়োঃ স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যয়োশ্চেদমুপলক্ষণমিত্যর্থঃ। এতস্মিন্নিতি। বৃদ্ধিহ্রাসাদিভাক্ত্বাংশে ইত্যর্থঃ। এবং সতীতি। বৃদ্ধিহ্রাসাদিকৃতে সাধর্ম্ম্যেণ

এক্ষণে উক্ত প্রতিবিম্ব শাস্ত্রের কিরূপে সঙ্গতি হইবে, তাহাই বলিতেছেন,—

প্রতিবিম্বশাস্ত্রে মুখ্য বৃত্তি দ্বারা ঐ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা হয় নাই, কিন্তু গৌণবৃত্তি দ্বারাই উহার প্রয়োগ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব সূত্রে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবের মুখ্য সাদৃশ্য নিরাকৃত হইলেও বৃদ্ধিহ্রাসাদি কতকগুলি সাধর্ম্ম্য-প্রযুক্ত গৌণ সাদৃশ্য স্বীকৃত হইতেছে। কারণ, ঐ অংশেই শাস্ত্রতাৎপর্য্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এইরূপে উপমান ও উপমেয়ের সঙ্গতি হেতু উক্ত সাদৃশ্য পরিদৃষ্টই হইতেছে। সূর্য্য বৃদ্ধিবিশিষ্ট অর্থাৎ বৃহৎ বস্তু; জল প্রভৃতি

ধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রশ্চ তৎপ্রতিবিম্বাঃ সূর্য্যকাস্তদ্ধ্রাসভাজো জলাদ্যুপাধিধর্ম্মযোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চ ভবন্ত্যেবং পরমাত্মা বিভুঃ প্রকৃতিধর্ম্মৈরসম্পৃক্তঃ স্বতন্ত্রশ্চ তদংশকা জীবাস্ত্বণবঃ প্রকৃতিধর্ম্মযোগিনঃ পরতন্ত্রাশ্চেতি। তস্মাদিয়মুপমা তদ্ভিন্নত্বতদধীনত্বতৎসাদৃশ্যৈরেব ধর্ম্মৈঃ সিদ্ধা। ন তূপাধিপ্রতিফলিতরূপাভাসত্বেন ধর্ম্মেণেতি। অতএব নিরুপাধিপ্রতিবিম্বো জীব ইত্যাহ পৈঙ্গিশ্রুতিঃ। সোপাধিরনুপাধিশ্চ প্রতিবিম্বো দ্বিধেষ্যতে। জীব ঈশস্যানুপাধিরিন্দ্রচাপো যথা রবেরিতি॥ ২০॥

শাস্ত্রতাৎপর্য্যসমাপনে সতি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সঙ্গতের্গৌণবৃত্ত্যৈব শাস্ত্রপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। উক্তার্থং বিশদয়িতুমাহ অয়মিত্যাদি। সোপাধিরিতি। ঈশস্যানুপাধিঃ প্রতিবিম্বো জীব ইত্যন্বয়ঃ। বারাহে চৈবমুক্তম্। দ্বিরূপাংবংশকৌ তস্য পরমস্য হরের্বিভোঃ। প্রতিবিম্বাংশকশ্চাথ স্বরূপাংশক এব চ। প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ পরে স্মৃতাঃ। প্রতিবিম্বে স্বল্পসাম্যং স্বরূপাণীতরাণি চেতি। স্বরূপাংশকো মৎস্যকূর্ম্মাদিঃ॥ ২০॥

উপাধির ধর্ম্মে উহা সম্পৃক্ত হইতে পারে না। বিশেষত উহা স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রতিবিম্বিত সূর্য্য সকল হ্রাসবিশিষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্তু; জল প্রভৃতি উপাধির ধর্ম্মের সহিত উহার যোগ হইয়া থাকে। বিশেষত উহা পরতন্ত্র। ঐরূপ পরমাত্মা, বিভু বস্তু, প্রকৃতির ধর্ম্মের সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারেন না, বিশেষত স্বতন্ত্র। কিন্তু পরমাত্মার অংশভূত জীব সকল অণুচৈতন্য, প্রকৃতিধর্ম্মসম্পৃক্ত ও পরতন্ত্র। অতএব তদ্ভিন্নত্ব, তদধীনত্ব প্রভৃতি তৎসদৃশ ধর্ম্ম দ্বারা এই উপমা সিদ্ধ হইতেছে। উপাধিতে প্রতিফলিত রূপাভাসরূপ ধর্ম্ম দ্বারা ঐ উপমার সিদ্ধিও বলা যায় না। এই নিমিত্তই পৈঙ্গী শ্রুতিতে জীবকে নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব বলিয়া থাকেন। প্রতিবিম্ব দ্বিবিধ; নিরুপাধিক ও সোপাধিক। ইন্দ্রধনু যেরূপ সূর্য্যের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব, জীবও তদ্রূপ পরমাত্মার নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব॥ ২০॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

সিংহো দেবদত্ত ইত্যাদয়ঃ প্রয়োগা বিবক্ষিতসাধর্ম্ম্যাংশমাশ্রিত্য লোকে প্রবৃত্তা দৃশ্যন্তে। তস্মাচ্চ গৌণ্যৈব বৃত্ত্যা শাস্ত্রসঙ্গতিরিতিভাবঃ ॥ ২১ ॥

নন্থ নৈতদুপপদ্যতে পরমাত্মবচ্চেতনো জীব ইতি কিন্তু তদাভাস এব সঃ। বৃহদারণ্যকে দ্বে বাবেত্যাদিনা তদন্যবস্তুমাত্রপ্রতিষেধাৎ। তথাহি দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চেত্যুপক্রম্য দ্বৈরাশ্যেন বিভক্তানি পঞ্চভূতানি ব্রহ্মণো রূপত্বেন পরামৃশ্য তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ডবাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাগ্ন্যর্চি-

---

ন চাপ্রযুক্তত্বং দোষ ইত্যাহ দর্শনাচ্চেতি। দার্শনিকৈরালঙ্কারিকৈশ্চ গৌর্ব্বাহীকঃ সিংহো মাণবক ইত্যাদিকং বিবক্ষিতগুণযোগেনৈব প্রযুজ্যতে তথাত্রাপীতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্॥ ২১ ॥

আশঙ্কতে নন্বিতি। তদাভাসশ্চিদাভাসঃ। দ্বে বাবেতি। বাবেতি নিপাতসমুদায়ো নিরর্থকঃ। তেজোঽবন্নাত্মকং ভূতত্রয়ং স্থূলাবয়বং চাক্ষুষং মূর্ত্তং বিয়দ্বায়ুরূপং ভূতদ্বয়ং সূক্ষ্মাবয়বমচাক্ষুষমমূর্ত্তম্। উপলক্ষণমেতৎ ব্রহ্মাণ্ডকোটীনাম্। এবং প্রাকৃতং রূপং স্থবর্ণ্যাথাপ্রকৃতমাহ যথেতি। মহারজনী দিব্যা হরিদ্রা তয়া রক্তং মাহারজনম্। বাসো বস্ত্রম্। পাণ্ডবাবিকং

'দেবদত্ত সিংহ' প্রভৃতি প্রয়োগ সকল বিবক্ষিত সাধর্ম্ম্যাংশকে আশ্রয় করিয়াই লোকে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। অতএব ঐ স্থলে গৌণবৃত্তি দ্বারাই শাস্ত্রসঙ্গতি বুঝিতে হইবে॥ ২১ ॥

পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন,—পরমাত্মার ন্যায় জীবের চেতনত্ব উপপন্ন হয় না; জীব চেতনাভাস মাত্র। বৃহদারণ্যকে 'দ্বে বাব' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মেতর বস্তুর নিষেধ করিয়াছেন। ঐ স্থলে বলিয়াছেন, ব্রহ্মের দুইটি রূপ; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় যথাক্রমে ভূতময় ও ইচ্ছাময়। ঐ পুরুষের মূর্ত্তি হরিদ্রাবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপ কীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, অগ্নিশিখাবর্ণ, পুণ্ড-

র্যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্বিদ্যুতং সকৃদ্বিদ্যুতৈব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদেত্যনেন পুনঃ পুরুষশব্দোদিতস্য তস্য মাহারজনাদীনি রূপাণি দর্শয়িত্বেদমাম্নায়তে। অথাত আদেশো নেতি নেতি। ন হ্যেতস্মাদিতি। নেত্যন্যৎ পরমস্তি। অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যমিতি। অস্যার্থঃ। অথ সপ্রপঞ্চ-মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপনিরূপণানন্তরং যস্মাৎ তৎপরিজ্ঞানান্নিরতি-শয়ং শ্রেয়ো নাস্তি অতো নেতি নেতীত্যাদেশঃ। নেতি

পাণ্ডু হরিতঞ্চ তদাবিকমূর্ণাভবঞ্চেতি। তথা ইন্দ্রগোপোঽত্যরুণঃ কীটবিশেষঃ। পুণ্ডরীকং শুক্লং কমলম্। সকৃদেকদৈবোদিতা বিদ্যুৎ সৌদামিনী এতানি মাহারজনাদীনি বাসাংসি যদ্বাসসাং কথঞ্চিদুপমানানি ভবন্তীত্যুক্তং যথা শব্দাৎ। তত্র মাহারজনোপমানমুপমেয়স্য কৌস্কুমত্বং বোধয়তি। সর্ব্বাণি তানি দিব্যানি। কটকমুকুটাদীনাং কৌস্তভহারস্রজাং চোপলক্ষণানীতি সিদ্ধান্তগতোঽর্থো ব্যাখ্যাতঃ। পূর্ব্বপক্ষার্থস্তু ভাষ্যকৃদ্ভিরেব বিবৃতোঽস্তি। তত্র তস্য হৈতস্য পুরুষস্যেত্যত্র তু তস্য কারণাত্মকলিঙ্গশরীররূপস্য হিরণ্য-গর্ভস্য পুরুষস্য বাসনাময়ানি স্বাপ্নরূপাণি মাহারজনাদিশব্দৈর্বোধ্যানীতি ব্যাখ্যেয়ম্। অথাত ইত্যাদেঃ পূর্ব্বপক্ষার্থঃ। সিদ্ধান্তার্থশ্চ ভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ। পূর্ব্বপক্ষে আদেশবাক্যার্থমাহ অস্যার্থ ইতি। তদন্তয়োর্ব্রহ্মভিন্নয়োঃ। আদেশার্থমেবাহেত্যত্র শ্রুতিরিতি বোধ্যম্। ন হীতি। এতস্মাদ্ব্রহ্মণোঽন্য-ভূতরাশ্যাদিরূপং বস্তু ন হ্যস্তীতি প্রথমনেতিনা যদুক্তং তদেব পুনর্দৃঢ়তার্থং দ্বিতীয়নেতিনা গদ্যত ইত্যর্থঃ। নন্বু মিথো বিরুদ্ধৈরণুত্ববিভুত্বাদ্যৈর্নিত্যৈর্ধর্ম্মৈ-

---

রীকবর্ণ ও ঘনবিদ্যুদ্বর্ণ। উহাঁর শ্রী নানা প্রকার। যিনি ইহা অবগত হয়েন, তিনিই নিরতিশয় শ্রেয়োলাভ করেন। ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নাই বলিয়াই তাঁহার নাম সত্যের সত্য। ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থই নাই; তিনিই জ্ঞাতব্য; তাঁহার পরিজ্ঞানেই নিরতিশয় শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।

নেতীত্যুপদেশ্যমানং ব্রহ্মৈব বোধ্যমিত্যর্থঃ। তত্র বাসনা-রাশিভূতরাশ্যোর্জড়চেতনয়োর্বা তদন্যয়োঃ প্রতিষেধায় বীপ্সা। আদেশার্থমেবাহ ন হীতি। এতস্মাদ্ব্রহ্মণোঽন্যন্ন হ্যস্তীতি নেতীত্যুচ্যতে। নন্থ প্রপঞ্চবদ্ব্রহ্মাপি ন স্যাৎ। নেত্যাহ। অন্যদ্দৃশ্যাৎ প্রপঞ্চাদ্বিলক্ষণং পরং সর্ব্বভ্রমাবধি-ভূতং সন্মাত্রং ব্রহ্মস্বরূপমস্তীতি। তথাচ। নেতীতি ব্রহ্মান্য-বস্তুমাত্রনিষেধাত্তস্মাদ্ভিন্নস্তদ্বচ্চেতনশ্চ জীব ইতি নোপযুক্তা ভণিতিরপি তু ব্রহ্মৈবাবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বিতং জীবরূপমিতি যুজ্যতে। যত্তু জীবপরৌ দ্বাবাত্মানৌ ভবতঃ তয়োর্ভেদে কারণমণুত্ববিভুত্বাদি ধর্ম্মজাতমিত্যুক্তং তৎ কিল ঘটাকাশ-মহাকাশগতমল্পত্ববিভুত্বাদিকমিব তয়োর্ভেদায় নালং কল্পিত-ত্বাদিতি চেত্তত্রাহ।

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥২২॥

জীবেশয়োঃ পুরা ভেদোঽভিহিতঃ স কথং ত্বয়া বিস্মৃত ইতি চেত্তত্রাহ যত্ত্বিতি। তয়োরিতি। জীবেশ্বরয়োরিত্যর্থঃ। ভেদায় ভেদং প্রতিপাদয়িতুং নালং ন সমর্থমিত্যর্থঃ।

এই স্থানে ভূতরাশি ও বাসনারাশি অর্থাৎ জড় ও চেতন এই দুই পদার্থের অন্যতর পদার্থের নিষেধার্থই, তিনি ভিন্ন পদার্থ নাই, এই বাক্যের দুই বার প্রয়োগ হইয়াছে। প্রপঞ্চের ন্যায় ব্রহ্মেরও অনস্তিত্ব এরূপ বলা যায় না; কারণ, ব্রহ্মবস্তু দৃশ্য প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ। সমস্ত ভ্রমের অবধিভূত সন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ আছেনই। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু নাই, এই কথা দ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও তাঁহার ন্যায় চেতন জীব আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্ত হয় না। পরন্তু ব্রহ্মই অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবরূপ হয়েন, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্ত। তবে যে জীব ও পরমাত্মা এই দুই আত্মা শুনা যায়, সে প্রভৃতি ধর্ম্মজন্য ভেদমাত্র। ঘটাকাশ ও মহ

ন হ্যেষা শ্রুতির্নির্ব্বিশেষমেকমেব ব্রহ্মেতি প্রতিপাদয়ন্তী তদন্যদ্বস্তুমাত্রং প্রতিষেধতি। কিন্তুর্হি রূপবিশিষ্টং তদ্-ব্রুবন্তী প্রকৃতৈতাবত্ত্বং প্রতিষেধতি। দ্বে বাবেত্যাদিনা। যানি রূপাণি মূর্ত্তামূর্ত্তাদীনি প্রকৃতানি তৈর্যদ্ব্রহ্মণ এতাবত্ত্বমিয়ত্তা তৎ প্রত্যাখ্যাতি ন তু প্রকৃতানি রূপাণীতি। ততঃ প্রতি-ষেধানন্তরং ভূয়ঃ প্রচুরং তস্য সত্যনামাদিকং রূপং ব্রবীতি চ। ততশ্চায়মাদেশবাক্যার্থঃ। অথ মূর্ত্তাদিরূপনিরূপণানন্তরম্। যস্মাদপরিমিতরূপং ব্রহ্ম অতো নেতি নেতীত্যাদেশঃ। ইতিশব্দস্য সমাপ্ত্যর্থকত্বাৎ। ইতি ন পূর্ব্বোক্তমূর্ত্তাদিলক্ষণ-মিয়ত্তাবদেব ব্রহ্মণো রূপং নেত্যর্থঃ। কিন্তু নেতি স সত্য-

এবং প্রাপ্তে নিরস্যতি। প্রকৃতেতি। ন হ্যেষেতি। এষা অথাত ইত্যাদ্যা। তদ্ব্রহ্ম। নম্বিতি। প্রকৃতানি রূপাণি ন প্রত্যাখ্যাতীত্যর্থঃ। ততশ্চেতি। অয়মুচ্যমানঃ সিদ্ধান্তগতো বাক্যার্থঃ। ইতিশব্দস্য সমাপ্ত্যর্থকত্বাদিতি। ইতি হেতুপ্রকরণপ্রকারাদিসমাপ্তিম্বিতি নানার্থবর্গঃ। মূর্ত্তাদিলক্ষণাদিত্যত্রাদিপদা-

ভেদের ন্যায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ নহে; কারণ, ইহাঁদের ভেদ কল্পিত। এই প্রকার আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন ;—

উক্ত শ্রুতি দ্বারা একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মেতর পদার্থের নিষেধ করা হয় নাই। তবে প্রথমত তাঁহার কিঞ্চিৎ রূপ বর্ণন করিয়া তাহার সীমারই নিষেধ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ব্রহ্মের যে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দুই রূপ বলিয়াছেন, এই দুই সংখ্যা দ্বারাই তাহার সীমা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। উহাতে প্রকৃত রূপের প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। প্রতিষেধের পরও পুনর্ব্বার প্রচুররূপে তাঁহার সত্যনামাদি রূপ বলা হইয়াছে। অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্যের এইরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে।—মূর্ত্তি প্রভৃতি রূপের নিরূপণের পর অপরিমেয় ব্রহ্মরূপের ব্যাখ্যানার্থ 'নেতি নেতি' নাই নাই বাক্য। ইতি শব্দ সমাপ্তিবাচক, পূর্ব্ববাচক নহে। অতএব মূর্ত্তামূর্ত্ত নিরূপণের পর রূপের সীমার নিষেধের জন্যই 'নেতি' শব্দের প্রয়োগ। মূর্ত্তাদি লক্ষণ হইতে অতিরিক্ত ব্রহ্মের নামাদি

নামাদিকমনিয়দ্রূপমস্তীতি। এতমর্থং শ্রুতিরেব ব্যাচষ্টে। ন হ্যেতস্মাদিত্যাদিনা। অস্যার্থঃ। এতস্মান্মূর্ত্তাদিলক্ষণাদ্রূপাৎ পরমন্যৎ সত্যনামাদিরূপম্ ইতি ইয়দেব ন বাচ্যম্। কিন্তুর্হি। নেতি। তেন রূপান্তরাণামুপলক্ষণাদনিয়দেব তদ্বাচ্যমিত্যর্থঃ। তদেব দিক্প্রদর্শনার্থমাহ। অথ নামধেয়মিতি। সত্যস্য সত্যমিতি। যন্নাম তচ্চ ব্রহ্মণো রূপং ব্রবীতি। তস্য নিরুক্তিঃ প্রাণো বৈ সত্যমিতি। প্রাণাঃ প্রাণিনঃ। রূপাণ্যত্র বিশেষাঃ। ইহ হি প্রাকৃতাপ্রাকৃতানন্তবিশেষণবৈশিষ্ট্যং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে। ন তু তদন্যৎ বস্তমাত্রং প্রতিষিধ্যতে। তত্র মূর্ত্তামূর্ত্তানি রূপাণি প্রাকৃতানি। মাহারজনাদীনি ত্বপ্রাকৃতানীতি বোধ্যম্। প্রাণশব্দিতানাং জীবানাং সত্যশব্দবাচ্যত্বম্। খাদিবৎ স্বরূপান্যথাভাবাত্মকপরিণামাভাবাৎ তেভ্যোঽপি ব্রহ্মণোঽপি সত্যত্বং তদ্বজ্জ্ঞানসঙ্কোচ-

---

দমূর্ত্তাদিসঙ্কুদিচ্ছ্যভান্তং রূপং গ্রাহ্যম্। তেনেতি। তেন সত্যনাম্না রূপেণ রূপান্তরাণাং সত্যসঙ্কল্পত্বসার্ব্বজ্ঞ্যকারুণ্যাদীনাং নিত্যানন্তবিভূতীনাং চোপলক্ষণাৎ সংগ্রহাদিত্যর্থঃ। রূপাণ্যত্রেতি। রূপ্যতে বিশিষ্যতে এভিরিতি ব্যুৎপত্তেরিতি ভাবঃ। প্রাকৃতাপ্রাকৃতে রূপে বিভজতি তত্রেতি। খাদিবৎ বিয়দাদিবৎ।

লক্ষণেরও ইয়ত্তা নাই। রূপান্তরের উপলক্ষণ বলিয়া উহা অনিয়তই বুঝিতে হইবে। অনন্তর নামধেয় শব্দ দিক্প্রদর্শনের নিমিত্তই জানিতে হইবে। সত্যের সত্য, এই নামও ব্রহ্মের রূপই। উহার নিরুক্তি যথা, প্রাণই সত্য। প্রাণ শব্দে প্রাণিসমূহ বোধিত হয়। রূপ শব্দে বিশেষ। এস্থলে প্রাকৃতাপ্রাকৃত অনন্তবিশেষণবিশিষ্ট ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। ব্রহ্মেতর বস্তু প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপই প্রাকৃত রূপ। হরিদ্রাবর্ণ প্রভৃতি রূপ অপ্রাকৃত। প্রাণশব্দিত জীব সত্যশব্দবাচ্য। কারণ, জীবের আকাশাদির ন্যায় স্বরূপান্যথাভাব ঘটে না। তবে জীব অপেক্ষা ব্রহ্মের অতি সত্যত্ব স্বীকার করা যায়। জীবের ন্যায় জ্ঞানের সঙ্কোচ-বিকা-

বিকাশাত্মকস্য পরিণামস্য তস্মিন্নভাবাৎ। তস্মান্নিত্যচৈতন্যাত্মকো জীবস্তদ্বিলক্ষণোঽনন্তকল্যাণগুণগণঃ পরমাত্মেত্যুপপন্না তস্মিন্ ভক্তিরিতি। ইহ রূপমাত্রনিষেধে শ্রুত্যভিমতে সতি মাহারজনাদিসদৃশং রূপমলোকসিদ্ধং স্বয়মুপদিশ্য পুনর্নিষেধকারিণ্যাস্তস্যা উন্মত্তপ্রলপিতাপত্তিঃ। সূত্রকারোঽপ্যেতাবত্ত্বমিতি প্রযুঞ্জানোঽসমীক্ষ্যকারিতায়ৈ কল্প্যেত। এতদ্রূপং প্রতিষেধতীত্যেব সূত্রয়েৎ। তস্মাদ্‌যথোক্তমেব সাধীয়ঃ॥ ২২॥

অথ প্রত্যগ্‌রূপত্বং প্রতিপাদ্যতে। অন্যথা ঘটাদিবৎ সর্ব্বসৌলভ্যে ভক্তিস্তস্মিন্ ন স্যাৎ। তথাহি সচ্চিদানন্দ-

তেভ্যো জীবেভ্যঃ। তদ্বৎ জীববৎ। সপ্তম্যন্তাদ্বতিঃ। তস্মিন্ ব্রহ্মণি। তস্মাদিতি। তদ্বিলক্ষণো বিভুত্বাদিনা। অলোকসিদ্ধং দিব্যম্। পুনরিতি। প্রক্ষালণাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরমিতি হি ন্যায়ঃ। মলিনং হি নিরস্যং ন তু দিব্যম্। সূত্রকারোঽপীতি। ন চ কশ্চিদ্বৈদিকম্মন্যঃ সর্ব্ববৈদিকগুরাবীশ্বরে তস্মিন্ তাং সম্ভাবয়িতুং শক্নুয়াদিতি ভাবঃ॥ ২২॥

শাত্মক পরিণাম ব্রহ্মের নাই। জীব নিত্যচৈতন্যাত্মক এবং ব্রহ্ম অনন্তকল্যাণগুণ পরমাত্মা। অতএব তাঁহাতে ভক্তি করাই যুক্ত। রূপমাত্রের নিষেধেই যদি শ্রুতির তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে, মাহারজনাদি অলৌকিক রূপের উপদেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহার নিষেধ করা হইত না। এরূপ হইলেও যদি নিষেধ স্বীকার করা হয়, তবে শ্রুতির উন্মত্তপ্রলাপাপত্তি হয়। সূত্রকারও "এতাবত্ত্ব" শব্দ প্রয়োগ করিয়া অসমীক্ষ্যকারিতাদোষে দূষিত হইয়া পড়েন। নিষেধার্থ কেবল প্রতিষেধক বাক্যের প্রয়োগই সূত্রকারের যুক্তিযুক্ত হয়। অতএব যেরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, উহাই সাধু বলিতে হইবে॥ ২২॥

অনন্তর ব্রহ্মের ব্যাপকরূপত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। অন্যথা ঘটাদির ন্যায় সর্ব্বসুলভ বস্তুতে ভক্তিই হয় না। শ্রুতিতে সচ্চিদানন্দরূপ প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ

রূপায়েত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র বিগ্রহাত্মকং পরং ব্রহ্ম গ্রাহ্যং প্রত্যগ্বেতি সংশয়ে সুরাসুরমনুষ্যপ্রত্যক্ষত্বাদ্‌গ্রাহ্যমিতি প্রাপ্তে—

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥

তদ্‌ব্রহ্ম স্বতো ব্যক্তং প্রত্যগেব হি যস্মান্ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনমিতি কঠশ্রুতিস্তথাহ। অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে ইতি শ্রুত্যন্তরঞ্চ। অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিমিতি স্মৃতিশ্চ ॥ ২৩ ॥

অথ প্রতীচোঽপি তস্য জ্ঞানভক্তিলভ্যত্বং দর্শয়তি। সর্ব্বথা দৌর্লভ্যে নৈরাশ্যেন ভক্তেরনুদয়ঃ। তথাহি শ্রূয়তে

নন্বস্তু হরিঃ কল্যাণানন্তগুণস্তথাপি তত্র ভক্তির্নোদ্ভবেত্তস্য সৌলভ্যাৎ। ন খলু রত্নসানৌ সুরাণাং ভক্তিরস্তি তস্য তৎসুলভত্বাদিত্যাক্ষিপ্য চিন্তামণিবদতিদুর্লভত্বাত্তত্র স্পৃহালক্ষণা ভক্তিরুদয়েদেবেতি সমাধানাদাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। অথেত্যাদি। প্রত্যগ্রূপত্বমিতি। প্রতি স্বমঞ্চতীতি প্রত্যগাত্মতত্ত্বম্। স্বস্মৈ স্বয়ংপ্রকাশমানমিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যমিত্যর্থঃ। সুরাসুরেতি। প্রাকট্যাবসর ইতি বোধ্যম্।

তদিতি। অগৃহ্য ইতি বৃহদারণ্যকে। অগ্রাহ্যঃ প্রত্যঙ্ঙিত্যর্থঃ। অব্যক্ত ইতি শ্রীগীতাসু ॥ ২৩ ॥

করা যায়। এক্ষণে পরব্রহ্ম বিগ্রহাত্মক অথবা ব্যাপক, এই প্রকার সংশয় উত্থাপন পূর্ব্বক সুরাসুর মনুষ্যের প্রত্যক্ষ বলিয়া তাঁহাকে বিগ্রহবিশিষ্ট বলাই যুক্ত, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার উত্তর করিতেছেন ;—

ব্রহ্মবস্তু অব্যক্ত অর্থাৎ ব্যাপক। কারণ, 'তাঁহার রূপ সম্মুখে স্থির হয় না, তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না,' ইত্যাদি কঠশ্রুতি ও 'তিনি অগ্রাহ্য, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করা যায় না,' ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর হইতে ঐরূপই সিদ্ধান্ত হয়। স্মৃতিতেও তাঁহাকে অব্যক্ত, অক্ষর ও পরমগতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

কৈবল্যোপনিষদি। শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতীতি। অত্র শ্রদ্ধালুর্ভক্তিমান্ হরিং ধ্যায়ন্ প্রাপ্নোতীতি প্রতীয়তে। ইহ মানসেন প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যো হরিরুত চক্ষুষাদিনা বেতি বীক্ষায়াং মনসৈবেদমাপ্তব্যং মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি সাবধারণাদ্‌বৃহদারণ্যকবাক্যান্মানসেনৈব তেন গ্রাহ্য ইতি প্রাপ্তে—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥

অপিরত্র গর্হায়াম্। গর্হিতোঽয়ং পূর্ব্বপক্ষঃ। সংরাধনে সমগ্‌ভক্তৌ সত্যাং চাক্ষুষাদিনা প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যোঽসৌ

ননু গুণবদ্বস্তুনি দৃষ্টে শ্রুতে চ স্পৃহা সমুদিয়াৎ। ব্রহ্মণস্তু প্রত্যক্ষেণাদৃষ্টাশ্রুতত্বান্ন তত্র তৎসমুদয় ইত্যাক্ষিপ্য তস্য প্রত্যক্ষে সত্যেব ভক্তিদৃশ্যত্বাদিপ্রতিপাদনেন স স্যাদেবেতি সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। অথেত্যাদি। সর্ব্বথেতি। শুদ্ধৈরপীন্দ্রিয়ৈরগ্রাহ্যত্বে সতীত্যর্থঃ। শ্রদ্ধেতি। শ্রদ্ধা দৃঢ়বিশ্বাসঃ। ভক্তিঃ শ্রবণাদ্যা। ধ্যানঞ্চাবিচ্ছিন্নতৈলধারাবদ্‌ব্রহ্মবিষয়কং চিন্তনম্। যোগশব্দস্ত্রিষু সম্বন্ধনীয়ঃ। অবৈতি সাক্ষাৎকরোতি।

অনন্তর ব্যাপক হইলেও তাঁহার জ্ঞানগ্রাহ্যত্ব ও ভক্তিগ্রাহ্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি যদি সর্ব্বথা দুর্লভ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাতে ভক্তির উদয়ই হইতে পারে না। কৈবল্যোপনিষদে বলিয়াছেন, ব্রহ্মবস্তুকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানযোগ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থলে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভক্তিমান ব্যক্তিই শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়েন, এইরূপ প্রতীতি হয়। এক্ষণে ঐ শ্রীহরির মানস প্রত্যক্ষ অথবা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, এইরূপ সংশয়ে, ব্রহ্মবস্তুকে মন দ্বারাই লাভ করা যায়, তাঁহাকে মন দ্বারাই দর্শন করিতে হয়, এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মক বৃহদারণ্যক বাক্য হইতে তিনি মনেরই গ্রাহ্য, এইরূপ সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন ;—

সম্যক্ ভক্তিতে পরমেশ্বরের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ। অপিশব্দ নিন্দার্থে। উক্ত পূর্ব্বপক্ষ গর্হিত। সম্যক্ ভক্তি হইলে, পরমেশ্বর চক্ষুঃপ্রভৃতি

ভবতি। কুতঃ প্রত্যক্ষেতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্নিতি কাঠকে। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মান ইতি মুণ্ডকে চ বিদ্বদ্ভক্তদৃশ্যত্বশ্রবণাৎ। নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং

অপীতি। পরাঞ্চীত্যস্যার্থঃ। স্বয়ম্ভুরীশ্বরঃ জীবানাং খানীন্দ্রিয়াণি পরাঞ্চি বিষয়াভিমুখানি ব্যতৃণৎ বিহিংসিতবান্। বিষয়প্রাবল্যেন সৃষ্টিরেব তেষাং হিংসেত্যর্থঃ। তথা সর্জ্জনে গমকমাহ তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণাং পরাক্ত্বাদেব পরাঙ্ বিষয়াসক্তো জীবোঽন্তরাত্মানমীশ্বরং ন পশ্যতি। সুপাং সুলুগিত্যমো লুক্। তর্হ্যনির্মুক্তিপ্রসঙ্গস্তত্রাহ কশ্চিদিতি। ধীরঃ সৎপ্রসঙ্গলব্ধয়া হরিভক্তিরূপয়া ধিয়া বিশিষ্টঃ ধিয়মীরয়তি রাতি বেতিব্যুৎপত্তেঃ। আবৃত্তচক্ষুঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। অমৃতত্বমিচ্ছন্ কাময়মানঃ। প্রত্যগাত্মানং হরিমৈক্ষৎ পশ্যতি স্মেত্যর্থঃ। জ্ঞানপ্রসাদেন শাস্ত্রজ্ঞানবৈশদ্যেন। তং হরিম্। অত্র শ্রুত্যন্তরাণি চ। আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ইতি। তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতীতি চৈবমাদীনি। নাহমিতি শ্রীগীতাসু। এবংবিধো নরাকৃতিশ্চতুর্ভুজস্ত্বৎসখো দেবকীসূনুরহং বেদাদিভির্দ্রষ্টুং ন শক্যঃ। তত্র বেদৈরধ্যয়নাদিবিষয়ৈস্তপোদানযজ্ঞৈশ্চ ভক্তিরিক্তৈরিতি বোধ্যম্। তর্হি কেন দৃষ্টঃ স্যাঃ

ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়েন। কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল নিরুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মবিগ্রহ ভগবানকে দেখিলেন না; কিন্তু অমৃত ইচ্ছা করিয়া আবৃত্তচক্ষু হইয়াই প্রত্যগাত্মা ভগবানকে দর্শন করিলেন। মুণ্ডকে বলিয়াছেন, 'ধ্যানশীল বিশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষই সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে দর্শন করেন।' জ্ঞানপরিষ্কৃত ভক্তি দ্বারাই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার শ্রুত হইয়া থাকে। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে;—'অর্জ্জুন! তুমি আমাকে যেরূপ দেখিলে, বেদ, তপস্যা, দান ও পূজা দ্বারা কেহই আমাকে সেরূপ দেখিতে পান না। অনন্যভক্তি

দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ভক্ত্যা ত্বনন্যয়াশক্য অহমেবংবিধোহর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপেত্যাদিস্মরণাচ্চ। তস্মাৎ সম্যগ্‌ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ শ্রীহরিরিতি সিদ্ধম্। চক্ষুরাদীনি তু তয়া ভাবিতানি। অতস্তৈঃ স বেদ্যঃ। এবং সতি এবকারোঽযোগব্যবচ্ছেদী ভবেৎ॥ ২৪॥

প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যাৎ॥ ২৫॥

নেত্যনুবর্ত্ততে। প্রকাশো বহ্নিঃ স যথা সূক্ষ্মরূপেণাব্যক্তঃ স্থূলরূপেণ তু দৃশ্যতে এবমীশ্বর ইতি চেন্ন। কুতঃ অগ্নিবৎ সৌক্ষ্ম্যস্থৌল্যবিশেষাভাবাৎ। অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমিতি শ্রুতেঃ। স্থূলসূক্ষ্মবিশেষোঽত্র ন কশ্চিৎ পরমেশ্বরে। সর্ব্বত্রৈব প্রকাশোঽসৌ সর্ব্বরূপেষ্বজো যত ইতি স্মৃতেশ্চ॥২৫॥

ইতি চেত্তত্রাহ ভক্ত্যেতি। অনন্যয়া মদেকান্তয়া। জ্ঞাতুং মানসপ্রত্যক্ষং কর্ত্তুম্ দ্রষ্টুং চাক্ষুষপ্রত্যক্ষং কর্ত্তুং প্রবেষ্টুমাশ্লেষ্টুঞ্চ। তত্ত্বেনেতি ত্রিষু যোজ্যম্। ইদং পদ্যদ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপপরমেব ন তু বিশ্বরূপপরমিতি শ্রীগীতাভূষণভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতং দ্রষ্টব্যম্। এবং সতীতি। মনসৈবেত্যাদাবেবকারো মানসপ্রত্যক্ষত্বস্যাযোগং ব্যবচ্ছিনত্তি ন তু চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষত্বস্য যোগঞ্চেত্যর্থঃ॥ ২৪॥

প্রকাশবদিতি। নেত্যনুবর্ত্তত ইতি অস্যুবৎ সূত্রাৎ মণ্ডূকপ্লুত্যেতি বোধ্যম্। স্থূলসূক্ষ্মেতি গারুড়ে॥ ২৫॥

দ্বারাই আমাকে জানিতে দেখিতে ও পাইতে পারা যায়।' অতএব সম্যক্ ভক্তি দ্বারাই শ্রীহরি গ্রাহ্য হয়েন, ইহাই সিদ্ধ হইল। উক্ত চক্ষুঃপ্রভৃতি ভক্তিভাবিতই জানিতে হইবে। অতএব তিনি ভক্তিভাবিত ইন্দ্রিয়েরই বেদ্য। এবকার অযোগব্যবচ্ছেদী॥ ২৪॥

বহ্নি যেরূপ সূক্ষ্মরূপে অব্যক্ত এবং স্থূলরূপে দৃশ্য হয়, ঈশ্বরও তদ্রূপ, বলা যায় না। কারণ, তাঁহার অগ্নির ন্যায় স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা রূপ বিশেষ নাই। শ্রুতিতে উক্ত হয় যে, পরমেশ্বর স্থূলও নহেন বা সূক্ষ্মও নহেন। স্মৃতিতেও

ননু সম্যগ্‌ভক্ত্যা সাক্ষাৎকৃতিরনুপপন্না। তদ্বৎস্বপি তদদর্শনাদিত্যাশঙ্ক্যাহ।

প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ২৬ ॥

শঙ্কাচ্ছেদায় চশব্দঃ। তদ্ধ্যাননির্ম্মিতে কর্ম্মণ্যর্চ্চনাদিকেঽভ্যাসাত্তৎপ্রকাশো ভবেদেব। ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বদিতি ব্রহ্মোপনিষদাদিষু তথা দর্শনাৎ। অভ্যাসেন স্নেহতামাপদ্যতে। ততো দর্শনম্। ন তমারাধয়িত্বাপি কশ্চিদ্ব্যক্তীকরিষ্যতি। নিত্যাব্যক্তো যতো দেবঃ পরমাত্মা সনাতন ইত্যত্র তু স্নেহনিহীনমারাধনং বোধ্যম্ ॥ ২৬ ॥

নন্বিতি। তদ্বৎস্বপি সম্যগ্‌ভক্তিবিশিষ্টেষ্বপি জনেষু ভগবৎসাক্ষাৎকারাবীক্ষণাদিত্যর্থঃ।

প্রকাশশ্চেতি। তদ্ধ্যানেতি। মানসিকেঽর্চ্চনাদাবভ্যাস আবৃত্তিস্ততস্তৎপ্রকাশস্তদ্দর্শনলক্ষণঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তত্র প্রমাণং ধ্যানেতি। ধ্যানস্য যন্নির্ম্মথনং পরিচর্য্যাদিরূপতাপত্তিস্তদভ্যাসাদিত্যর্থঃ। নিগূঢ়বদিতি। স এব পশ্যতি ন তু সন্নিহিতোঽপ্যতাদৃগিত্যর্থঃ। মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা। পরেঽবাঙ্মনসাগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ইতি পুরাণান্তরে সপরিকরন্নাপি

বলিয়াছেন, পরমেশ্বরে স্থূলসূক্ষ্মাদি বিশেষ নাই। তিনি অজ, সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে প্রকাশমান ॥ ২৫ ॥

সম্যক্ ভক্তের ভগবদ্দর্শনসূচক কোন বাক্য নাই বলিয়া সম্যক্ ভক্তি দ্বারাই যে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, এরূপ বলা যায় না। এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন ;—

ভগবানের ধ্যাননির্ম্মিত পূজাদি কর্ম্মে অভ্যাস হইতেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে। 'ধ্যানের সম্যক্ অভ্যাস হইতেই গুপ্ততম পরব্রহ্মের প্রকাশ হয়,' ইত্যাদি উপনিষদ্‌বাক্যই উক্ত মতের পোষকতা করিয়া থাকে। কেবল আরাধনা দ্বারা

নন্বু প্রত্যঙ্ভীশ্বরস্তস্য পুনরভিব্যক্তিরিতি ইদমভিধানং বিরুদ্ধম্। সাক্ষাৎকারসাধনোক্তিবৈয়র্থ্যাৎ প্রত্যক্ত্বপ্রহাণাচ্চেতি চেত্তত্রাহ।

অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্॥ ২৭॥

অতঃ প্রত্যক্ত্বে ধ্যাতৃগোরত্বে চ প্রমাণলাভাদনন্তেনাপরিচ্ছিন্নেন প্রতীচাপি ভগবতা ভক্তিপ্রসন্নেন স্বভক্তেষু স্বস্বরূপমভিব্যজ্যতে নিজাচিন্ত্যকৃপাশক্তিযোগাদিতি স্বীকার্য্যম্। ইদং কুতস্তত্রাহ তথেতি। বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীত্যথর্ব্বশ্রুতিলিঙ্গা-

---

সাধনভক্ত্যা ন দর্শনং কিন্তু স্নেহরূপয়ৈব তয়েত্যাহ। অভ্যাসেনেতি। ন তমিতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। স্নেহনিহীনমিতি। ইদমারাধানং স্বর্গাদ্যর্থং বোধ্যম্॥ ২৬॥

নন্বিতি। সাধ্যদ্বয়ে হেতুদ্বয়ং ক্রমাদ্ যোজ্যম্। প্রতীচাপি ভগবতেত্যাদি। অত্র প্রত্যক্‌পরেশস্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাদ্ভক্তেরপি তদ্বৎ প্রত্যক্ত্বেন ভাব্যম্। ততঃ কথং তস্যা মুমুক্ষুজনকরণগ্রাহ্যত্বমিতি চেচ্ছক্যেত তর্হি তাদৃগপি সা তন্নিষ্ঠবিশেষমহিম্না তদ্ভিন্নতয়াবভাতা সৎপ্রসঙ্গানুগতাতর্ক্যতদিচ্ছয়া তপ্তায়ঃপিণ্ডন্যায়েন তৎকরণান্যাত্মসাৎ কৃত্বা তেষু তং প্রকাশয়তীতি দ্বিবিধবাক্যবলাচ্ছক্যতেঽভিধাতুমিতি সন্তোষ্টব্যম্।

কেহই সেই নিত্য অব্যক্ত সনাতন পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। এই স্থলে আরাধনা শব্দে স্নেহবিহীন আরাধনাই বুঝিতে হইবে॥ ২৬॥

সাক্ষাৎকারের সাধনসূচক বচন ও ব্যাপকতার বৈয়র্থ্য প্রযুক্ত ব্যাপক ঈশ্বরের অভিব্যক্তি বিরুদ্ধ হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন;—

ব্যাপকত্ব ও ধ্যানগোচরত্বের প্রামাণ্য হেতু অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ও ব্যাপক হইলেও ভগবান ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া নিজভক্তের নিকট স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিই উক্ত প্রকাশের প্রতি হেতু। অথর্ব্বশ্রুতিতে বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরস পরমেশ্বরের ভক্তের

দিত্যর্থঃ। কৃপয়ৈব ভজৎসু ব্যক্তিঃ। নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুমিতি স্মৃতেঃ। স্বয়ঞ্চাপ্যেতদ্ব্যঞ্জিতম্। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমমিতি। প্রেম্ণা গোচরেঽপি প্রত্যক্ত্বং ন হীয়তে। তস্য স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাৎ। প্রেমনিহীনেষু ত্বাভাসরূপেণৈব

অতঃ ইতি। ইদমিতি। বিজ্ঞানঘনেত্যাদিকং ব্যাখ্যাতং প্রাক্। সচ্চিদানন্দৈকরসে পরাখ্যস্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতহ্লাদিন্যাদিসারাত্মকে ইত্যর্থঃ। তিষ্ঠতি প্রকাশতে। কৃপয়ৈবেতি। ব্যক্তিঃ প্রকাশঃ। নিত্যাব্যক্ত ইতি নারায়ণাধ্যাত্মে। নিজশক্তিতোঽবিচিন্ত্যাসাধারণকারুণ্যাৎ। নারায়ণীয়ভীষ্মবাক্যঞ্চৈবম্। প্রীতস্ততোঽস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ। সাক্ষাত্তং দর্শয়ামাস সোঽদৃশ্যোঽন্যেন কেনচিদিতি। তমুপরিচরবসুং প্রতি স্বমিতি শেষঃ। অগ্রে বস্বাদিবাক্যঞ্চ। ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে। যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতীতি। স্বয়ঞ্চেতি। ভগবতাপি স্বগীতাস্বেতৎ প্রকাশিতমিত্যর্থঃ। অব্যক্তমিতি। অবুদ্ধয়ো মৎস্বরূপযাথাত্ম্যানভিজ্ঞা জনাঃ। অব্যক্তমিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যমাত্মবিগ্রহং মাং ব্যক্তিমাপন্নন্তদ্গ্রাহ্যং মনুষ্যং মন্যন্তে জানন্তি। মম পরব্রহ্মণো ভাবমগ্রাহ্যত্বে সত্যেব ভক্তিগ্রাহ্যত্বরূপস্বভাবমজানন্তঃ। ভাবং কীদৃশং মায়াদিতঃ পরম্। অতোঽব্যয়ং নিত্যম্। অনুত্তমমতিশ্লাঘ্যম্। ননু মুমুক্ষুকরণৈর্গ্রাহ্য-

---

নিকট প্রকাশ স্পষ্টত উক্ত হইয়াছে। ভক্তের প্রতি কৃপা দ্বারাই তাঁহার ঐ অভিব্যক্তি। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান নিত্য ও অব্যক্ত হইলেও নিজশক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। নতুবা অমিত প্রভু পরমাত্মাকে কে দর্শন করিতে পারে? ভগবান নিজমুখেই বলিয়াছেন, 'আমি অব্যক্ত হইয়াও নিজশক্তি দ্বারা ব্যক্তি স্বীকার করিয়াছি, ইহা না জানিয়া, অবুদ্ধি লোক সকল আমার অব্যয় অত্যুত্তম পরম ভাব বুঝিতে পারে না। প্রেম দ্বারাই আমার অভিব্যক্তি বলিলে ব্যাপকত্বের হানি হয় না। যেহেতু উহা আমার স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি। প্রেমবিহীন ব্যক্তিতে আমার অভিব্যক্তি

ব্যক্তিঃ। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত ইতি তদুক্তেঃ। অতএব পরমানন্দাদিরূপস্য তস্য দারুণত্বাদিনাবভাসঃ। তথা চ প্রেমেতরকরণাগ্রাহ্যত্বমেব প্রত্যক্ত্বম্ ॥ ২৭ ॥

অথ স্বরূপাদ্গুণনামভেদঃ প্রতিপাদ্যতে। ভেদে হি তস্মাত্তেষাং গৌণ্যাত্তদ্ভক্তেরপি তৎ স্যান্ন চৈবমস্তি তেষু তস্যাঃ প্রাধান্যেনানুভবাৎ। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ

মাণস্য কথং প্রত্যক্ত্বং শ্রদ্দধ্মহে ইতি চেত্তত্রাহ প্রেম্ণেতি। প্রেম্ণা গোচরোঽপি পরেশঃ প্রত্যঙেব। তস্য তৎস্বরূপশক্তিবৃত্তেস্তদভেদাৎ। ন হি চক্ষুঃপ্রকাশগ্রাহ্যস্য রবেরপ্রকাশত্বমস্তি। নন্বু প্রাকট্যাবসরে সর্ব্বেষাং তদ্দর্শনং তত্তেষামব্যক্তমানিনাং কথমিতি চেত্তত্রাহ নাহমিতি। অতএবেতি তদ্বিমুখেষসুরেষু তদাবিষ্টেষু চেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অথেত্যাদি। পূর্ব্বত্র ভক্তিব্যঙ্গ্যত্বং পরমাত্মনো নিরূপিতম্। তদুক্তযুক্তেরস্তু গুণাত্মকত্বং তু মাস্তু গুণানাং তস্মাত্তেদানুভবাত্তথোক্তেশ্চেতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিঃ। অত্রৈবমাক্ষেপঃ। ক ভক্তিরাত্মনি তদ্গুণেষু বা নাদ্যঃ গুণানেবোদ্দিশ্য তস্যাঃ প্রতীতেঃ নান্ত্যঃ আত্মোপসৃষ্টেষু তেষু তদনুদয়াদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ সৈব সঙ্গতিঃ। অথ স্বরূপাদিতি। ভেদে হীতি। তস্মাৎ স্বরূপাত্তেষাং গুণানাং গৌণ্যান্নিহীনত্বাত্তদ্ভক্তের্গুণবিষয়কভক্তেরপি তদ্গৌণ্যং স্যাদিত্যর্থঃ। ওমিতি চেত্তত্রাহ ন চৈবমিতি। তেষ্বিতি। গুণেষ্বেব ভক্তেঃ প্রধানতয়ানুভবাৎ যদি সার্ব্বৈশ্বর্য্যসার্ব্বজ্ঞ্যকারুণ্যাদয়ো গুণা ন স্যুঃ তর্হি ন কোঽপি তং ভজে-

আভাসরূপেই বুঝিতে হইবে।' গীতাতে বলিয়াছেন;—'আমি যোগমায়াসমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ হই না।' এই নিমিত্তই পরমানন্দাদিরূপ সেই পরমেশ্বর কখন কখন দারুণরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। এইরূপে প্রেমবিহীন করণের অগোচরত্বই ভগবানের প্রত্যক্ত্ব অর্থাৎ ব্যাপকত্ব ॥ ২৭ ॥

অনন্তর ভগবানের স্বরূপ হইতে গুণের অভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে। উহাদের ভেদ স্বীকারে ভগবদ্ভক্তি গৌণী হইত। কিন্তু উহা গৌণী নহে। যেহেতু উহার ভক্তির প্রাধান্যেই অনুভব হইয়া থাকে। 'ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ-

সর্ব্ববিদানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বানিত্যাদীনি বাক্যানি শ্রূয়ন্তে। তত্র সংশয়ঃ। ভজনীয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দো জ্ঞানানন্দি বেতি। দ্বিবিধবাক্যদৃষ্টেরনির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে।

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানানন্দস্বরূপস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানানন্দো ধর্ম্মত্বেন মন্তব্যঃ অহিকুণ্ডলবৎ। কুণ্ডলাত্মনোঽপ্যহের্যথা কুণ্ডলং বিশেষণত্বেন মন্যতে তদ্বৎ। কুত এতৎ তত্রাহ উভয়েতি। উক্তশ্রুতিষূভয়াভিধানাদিত্যর্থঃ। তুশব্দেন শ্রুত্যেকগম্যতা দর্শিতা। অবিচিন্ত্যত্বাদিত্থং ভাতি। নচ দ্বিবিধবাক্যোপলম্ভাৎ পাক্ষিকং স্বরূপং ন বা স্বগতভেদবদিতি ॥ ২৮ ॥

দিতি তদ্‌গুণানাং মুখ্যতয়া ধ্যেয়ত্বস্য স্ফুরণাদিতি যাবৎ। তস্মাদ্‌গুণগুণিনোরদ্বৈতেন ভক্তিঃ কার্য্যেতি। সিদ্ধান্তং প্রতিপাদয়িতুং বিষয়বাক্যমুদাহরতি বিজ্ঞানমিত্যাদি। ভজনীয়মিতি। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশানন্দাত্মকং স্বপ্রকাশানন্দধর্ম্মকং বেত্যর্থঃ।

উভয়েতি। অহীতি। অহেঃ সংস্থিতিবিশেষঃ কুণ্ডলম্। তদ্‌যথা ততো নাতিরিচ্যতে তথা বিগ্রহাদাত্মনঃ সার্ব্বৈশ্বর্য্যাদিকমিতি। অবিচিন্ত্যত্বাদবিচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাৎ তদ্রূপবিশেষযোগাদিতি যাবৎ। ইত্থমিতি। তাদৃশস্বরূপত্বেন তাদৃশগুণবত্ত্বেন চেত্যর্থঃ। পাক্ষিকমিতি। কচিন্নির্গুণং কচিৎ স্বগুণং চেত্যর্থঃ। অনুষ্ঠেয়ং

স্বরূপ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ; ব্রহ্মের আনন্দ জানিবে;' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কখন গুণস্বরূপ ও কখন গুণিস্বরূপ বলিয়াছেন। এই সংশয়িত বাক্য হইতে ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপের অনির্ণয়ে বলিতেছেন;—

ব্রহ্ম, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানরূপ ও আনন্দরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট। অহিকুণ্ডলই উহার দৃষ্টান্ত। সর্প কুণ্ডলাত্মক হইলেও কুণ্ডলকে যেরূপ সর্পের বিশেষণরূপে বলা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দাত্মক হইলেও জ্ঞান ও আনন্দকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই শ্রুতিতেও ঐরূপই বলিয়াছেন। ব্রহ্মের শক্তি অবিচিন্ত্য বলিয়াই ঐরূপ প্রতীতি হয়। উহা কেবল শ্রুতিমাত্রগম্য। দ্বিবিধ বাক্যের উপলম্ভ প্রযুক্ত ব্রহ্মের স্বরূপকে পাক্ষিকও

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মণস্তেজস্ত্বাচ্চৈতন্যস্বরূপত্বাৎ প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তস্য নির্ণয়ঃ স্যাৎ। প্রকাশাত্মা রবির্যথা প্রকাশাশ্রয়ো ভবত্যেবং জ্ঞানাত্মা হরির্জ্ঞানাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অবিদ্যাবিরোধিতিমির-বিরোধি চ বস্তু তেজঃ কথ্যতে ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্ববদ্বা ॥ ৩০ ॥

যথা পূর্ব্বঃ কাল ইত্যেক এবাবচ্ছেদ্যোঽবচ্ছেদকশ্চ প্রতীয়তে তদ্বজ্জ্ঞানানন্দোঽর্থো ধর্ম্মো ধর্ম্মী চ প্রত্যেতব্যঃ আনন্দেন ত্বভিন্নেন ব্যবহারঃ প্রকাশবৎ। পূর্ব্ববদ্বা যথা কালঃ স্বাবচ্ছেদকতাং ব্রজেদিতি যথোত্তরং দৃষ্টান্তাঃ সূক্ষ্মাঃ ॥৩০॥

কর্ম্ম খলু দ্বিরূপং দৃষ্টম্। ষোড়শিযোগাযোগাভ্যামতিরাত্রবৎ ব্রহ্ম তু পরিনিষ্পন্নমেকবিধমিতি ॥ ২৮ ॥

দৃষ্টান্তান্তরমাহ প্রকাশেতি ॥ ২৯ ॥

অন্যদৃষ্টান্তমাহ পূর্ব্ববদিতি। সূত্রদ্বয়ভাষ্যং সপ্রমাণং কর্ত্তুং স্মৃতিমুদাহরতি আনন্দেনেতি ব্রাহ্মে ॥ ৩০ ॥

বলা যায় না। উভয় পক্ষই সত্য। ব্রহ্মস্বরূপের স্বগত ভেদ স্বীকার করা যায় না ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্ম তেজস্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া প্রকাশাশ্রয়ের ন্যায় তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় করা হয়। প্রকাশাত্মা রবি যেরূপ প্রকাশের আশ্রয় হয়, তদ্রূপ জ্ঞানাত্মা শ্রীহরিও জ্ঞানাশ্রয় হয়েন। অবিদ্যার বিরোধী এবং তিমিরের বিরোধী বস্তুকে তেজ বলা হয় ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বকাল বলিলে যেরূপ একই কাল বস্তু অবচ্ছেদ্য ও অবচ্ছেদক রূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের ধর্ম্ম হইয়াও ধর্ম্মী ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম আনন্দ হইতে ভিন্ন না হইলেও ব্রহ্মের আনন্দ এইরূপ ব্যবহার আছে।' ঐরূপ কালও স্বাবচ্ছেদকতা প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্তগুলি উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম ॥ ৩০ ॥

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩১ ॥

চোঽবধারণে। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতীতি কঠশ্রুতৌ। নির্দ্দোষপূর্ণগুণ-বিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিব-

---

প্রতিষেধাদিতি। য ইহেতি। ইহ ব্রহ্মণি যো নানেব পশ্যতি স্বরূপস্য গুণ-গণস্য মিথো ভেদমেব জানাতি স মৃত্যোরনন্তরং মৃত্যুমাপ্নোতি পুনঃ পুনর্জ্জন্মমরণ-প্রবাহং বিন্দতি ন কদাচিদপি বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। যথোদকমিতি। পর্ব্বতেষু বৃষ্টমুদকং যথা দুর্গে নিম্নস্থানে বিধাবতি এবং ধর্ম্মান্ গুণান্ পরমাত্মনঃ পৃথগ্‌ভিন্নান্ পশ্যন্ বিজানন্ জনস্তান্ প্রসিদ্ধান্ জন্মমৃত্যূন্ বিধাবতি বিন্দতী-ত্যর্থঃ। ননু সজাতীয়ো বিজাতীয়শ্চ ভেদো মাস্তু স্বগতভেদস্তু স্বীকার্য্য ইতি যে প্রাহুস্তান্নিরাকর্ত্তুং নারদপঞ্চরাত্রবচনম্ উদাহরতি নির্দ্দোষেতি। নির্দ্দোষঃ পূর্ণশ্চ গুণো বিগ্রহো যস্য সঃ। বিগ্রহগুণয়োর্জাড্যং ব্যাবর্ত্তয়িতুং নিশ্চেতনেতি। শরীরং গুণাশ্চ চেতনাত্মক ইত্যর্থঃ। নন্বাত্মা বিগ্রহো গুণাশ্চেতি ত্রয়াণাং প্রত্যয়াৎ স্বগতভেদো দুর্নিবার ইতি চেৎ তত্রাহ সর্ব্বত্রেতি। দেহদেহিভাবে গুণ-গুণিভাবে চ বিভাতেঽপি স্বগতভেদশূন্যঃ পরমাত্মেতি। সজাতীয়াদিভেদয়ো-র্গন্ধোঽপি নেত্যর্থঃ। চিন্মাত্রত্বং প্রাপ্তং নিরস্যন্নাহ আনন্দমাত্রেতি। তথা চ স্বপ্রকাশসুখাত্মা হরির্নানাবিশেষবিশিষ্টোঽপি ভেদশূন্য ইত্যর্থঃ। গুণগুণিনো-

---

ভগবানে গুণগুণিভেদ সর্ব্বশাস্ত্রনিষিদ্ধ। 'মন দ্বারাই ব্রহ্মকে পাইতে হয়। ব্রহ্মাতিরিক্ত নানা বস্তু নাই। যিনি ঐ নানা ভেদ দর্শন করেন, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। পর্ব্বতে পতিত জল যেরূপ নিম্নস্থানে গমন করে, তদ্রূপ ব্রহ্মধর্ম্মের ভেদদর্শী ব্যক্তি তাহাদিগেরই অনুধাবন করে।' এই গুলি কঠশ্রুতি। 'পরমেশ্বর দোষস্পর্শপরিশূন্য, পূর্ণগুণময়বিগ্রহবিশিষ্ট, আত্মতন্ত্র ও জড়শরীর-ধর্ম্মবিবর্জ্জিত। আনন্দই তাঁহার করচরণাদি অবয়ব। তিনি সর্ব্বত্র স্বগতভেদ-

র্জ্জিতাত্মেত্যাদিস্মৃতৌ চ। গুণগুণিভেদনিষেধাৎ স্বরূপাৎ গুণা ন ভিদ্যন্তে। অতএব জ্ঞানাদীনাং ধর্ম্মাণাং ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যতা স্মর্য্যতে। জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশে-ষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিরিতি। তথা-চৈকস্যৈব দ্বেধা ভণিতিরম্বুবীচিবৎ বিশেষাদ্ভবতি। এবং রসাবস্থস্য তস্য রসানন্দশ্চ স্বোল্লাসবপুরভ্যুপেয়ঃ। নিত্য-শ্চৈষঃ কর্ম্মনিত্যত্ববিনির্ণয়াৎ। বিশেষস্তু ভেদপ্রতিনিধির্ভেদা-ভাবেঽপি ভেদকার্য্যস্য ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাদের্ব্যবহারস্য নির্ব-র্ত্তকঃ। অন্যথা সত্তা সতী কালঃ সর্ব্বদাস্তি দেশঃ সর্ব্ব-

রভেদে লিঙ্গান্তরমাহ অতএবেত্যাদি। জ্ঞানেতি শ্রীবৈষ্ণবে। বিনা হেয়ৈরিতি। তে চাত্র পাপজরাদয়ো হেয়া ধর্ম্মা বোধ্যাঃ। তত্রৈবানন্তকল্যাণগুণাত্মকো-ঽসাবিতি চ বাক্যং মৃগ্যম্‌। তথা ভেদ এব সতি গুণগুণিভাবপ্রতীতিং দৃষ্টা-ন্তেন গ্রাহয়তি তথাচেত্যদিনা। বিশেষাৎ পরমাত্মনিষ্ঠাদ্ধর্ম্মাৎ। নিত্যশ্চৈষ ইতি। এষ রসানন্দঃ। তত্র হেতুঃ কর্ম্মেতি। এতচ্চ সর্ব্বাভেদাদন্যত্র দ্রষ্টব্যম্‌। নন্বু রাহোঃ শির ইতিবদ্ভ্রান্তিরেব তদ্ভাবপ্রতীতিরস্তু বিশেষহেতুকা সেতি

বিরহিত।' স্মৃতিতেও তাদৃশ ভেদের নিষেধসূচক এইরূপ বাক্য সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল নিষেধ হেতু ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে গুণের ভেদ স্বীকার করা অযুক্ত। অতএব জ্ঞানানন্দাদি গুণ সকলের ভগবৎ-শব্দ-বাচ্যতা স্মৃত হইয়া থাকে। অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ সকল ভগবৎ-শব্দ-বাচ্য; অর্থাৎ ভগবান বলিলে উহাদিগকেই বোধ করায়। হেয় গুণ সকল ভগ-বানে নাই। ভেদ না থাকিলেও যেরূপ কোন বিশেষের জন্য জল ও তর-ঙ্গের ভেদ স্বীকার করা হয়, তদ্রূপ রসাবস্থ ভগবানের রসানন্দস্বরূপ স্বোল্লা-সাত্মক বিগ্রহ স্বীকৃত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম সকল নিত্য বলিয়া তাঁহার ঐ বিগ্রহও নিত্য। গুণ ও গুণীর পরস্পর ভেদ না থাকিলেও ভেদপ্রতিনিধিস্বরূপ এক বিশেষ স্বীকার করিতে হয়। ঐ বিশেষ ভেদাভাবেও ভেদকার্য্য ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ব্যব-হারাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। বিশেষের অস্বীকারে 'সত্তা আছে,' 'কাল

ত্রেত্যাদ্যবাধিতব্যবহারানুপপত্তিঃ। ন চ সত্তা সতীত্যাদি-বুদ্ধিভ্রমঃ সন্ ঘট ইত্যাদিবদবাধাৎ। ন চারোপঃ সিংহো দেবদত্তো নেতিবৎ। সত্তা সতী নেতি কদাপ্যব্যবহারাৎ। ন চ সত্তাদ্যন্তরাভাবেঽপি স্বভাবাদেব তদ্ব্যবহারঃ। তস্যৈবাত্র তচ্ছব্দেনোক্তেঃ। তৎসিদ্ধিস্ত্বর্থাপত্তের্যথোদকমিতি বাক্য-বলাচ্চ বোধ্যা। ইহ ভগবদ্‌গুণানভিধায় তদ্ভেদঃ প্রতি-ষিধ্যতে। ন হি ভেদপ্রতিনিধেস্তস্যাপ্যভাবে গুণগুণিভাবো গুণবহুত্বে যুজ্যেত। স চ বস্তুভিন্নঃ স্বনির্ব্বাহকশ্চেতি নান-বস্থা। তথাত্বন্তু তস্য ধর্ম্মিগ্রাহকমানসিদ্ধম্ ॥ ৩১ ॥

কিমর্থমাগ্রহ ইতি চেত্তত্রাহ অন্যথেতি। আদিনা ভেদো ভিন্নঃ ইত্যাদিগ্রহ-বিশেষহেতুকতয়া বস্তুতস্তদ্ভাবপ্রতীতেরস্বীকারে সত্তা সতীত্যাদিবিদ্বৎ-প্রতীতেরসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ন চেত্যাদি। তস্যৈব স্বভাবস্য এব। তচ্ছব্দেন বিশেষ-শব্দেন। তৎসিদ্ধির্বিশেষসিদ্ধিঃ। ইহ যথোদকমিত্যাদিবাক্যে। তস্যাপি বিশে-ষস্য। স চ বিশেষঃ। তথাত্বন্ত্বিতি। তস্য বিশেষস্য। তথাত্বং বস্তুভিন্নত্বং স্ব-

সকল সময়েই আছে,' 'স্থান সর্ব্বত্রই আছে,' এই সকল ভাবগত অবাধিত ভেদব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। ঐ সকল ব্যবহার বুদ্ধির ভ্রমবশতও বলা যায় না। 'ঘট আছে' বলিলে, যেরূপ সৎপদার্থেরই সত্তা বলা যায়, তদ্রূপ উহাদেরও উক্তি বলিতে হইবে। উহাকে আরোপও বলা যায় না। যেহেতু দেবদত্ত সিংহ নয়, এরূপ ব্যবহারের ন্যায়, সত্তা সতী নয়, এরূপ ব্যবহার কেহ কখন দেখেন নাই। সত্তা প্রভৃতিতে অন্য সত্তাদির অভাব হইলেও স্বভাবতই ঐরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, একথাও বলিতে পারা যায় না, কারণ, ঐরূপ স্বভাব বিশেষেরই নামান্তর মাত্র। 'পর্ব্বতে পতিত জল' প্রভৃতি বাক্যের বলে অর্থাপত্তি হইতেই বিশেষের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এইস্থলে ভগবানের গুণ সকল বলিয়া তাহার ভেদ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ভেদপ্রতিনিধি বিশেষের অভাবে গুণের বহুত্ব প্রযুক্তই যে গুণগুণি-ভাব, তাহা যুক্ত হয় না। বিশেষের বিশেষ স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপ কূট তর্ক তুলিয়া বিশেষের স্বীকারে অনবস্থা দোষ প্রদর্শন করা অযুক্ত। যেহেতু,

ইদানীং পরানন্দাদিত্বং শ্রীহরের্নিরূপ্যতে। জীবানন্দাদি-সাম্যে তত্র ভক্তেরনুদয়ঃ। তথাহি ধর্ম্মবোধকানি বাক্যানি বিষয়ঃ। ব্রাহ্ম্যমানন্দাদি জৈবানন্দাদের্বিলক্ষণং ন বেতি সন্দেহে লৌকিকানন্দাদিপদবাচ্যত্বাদবিলক্ষণং তৎ। ন হি ঘটপদবাচ্যং ঘটবিলক্ষণং স্যাদিতি প্রাপ্তে—

পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ॥ ৩২॥

অতো জৈবানন্দাদের্ব্রহ্মানন্দাদি পরং জাত্যা পরিমাণেন চোৎকৃষ্টম্। কুতঃ সেত্বিত্যাদেঃ। এষ সেতুর্বিধৃতির্য এষ

নির্ব্বাহকত্বং চেত্যর্থঃ। যেনৈবং ধর্ম্মানিত্যাদিপ্রমাণেন নির্ভেদে ব্রহ্মণি ধর্ম্মধর্ম্মি-ভাবোজ্জৃম্ভকো বিশেষো ধর্ম্মী সিদ্ধ্যতি। তেনৈব তস্য বস্তুভিন্নত্বং স্বনির্ব্বাহকত্বং চ স্বস্য তাদৃশে তদ্ভাবোজ্জৃম্ভকমচিন্ত্যত্বং সিধ্যতি। যথা কার্য্যলিঙ্গকেনানু-মানেনেশ্বরো বিশ্বকর্ত্তৃতয়া সিদ্ধ্যতি। তৎকর্ত্তৃত্বনির্ব্বাহকং জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নাদিকং চ তস্য তেনৈব সিধ্যতি। তথেদং দ্রষ্টব্যম্। বিশেষস্য বস্তুভিন্নত্বেঽনবস্থা স্যাদতর্ক্যত্বেন বিনা নির্ভেদে তস্মিন্নুভয়োজ্জৃম্ভকতা ন সিধ্যেৎ॥ ৩১॥

ইদানীমিতি। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। অস্তু স্বাত্মকবিগ্রহগুণকশ্চিদা-নন্দো হরিস্তথাপি ন স জীবেন ভজনীয়ঃ। ভক্তৌ প্রবর্ত্তকস্য তস্যাপি তাদৃশত্বেন শ্রবণাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ।

বিশেষ, বস্তু হইতে অভিন্ন হইয়াও স্বনির্বাহক, এইরূপ লক্ষণে বিশেষস্বীকারে অনবস্থাই ঘটে না। বিশেষের ঐ লক্ষণ ধর্ম্মিগ্রাহক-প্রমাণ-সিদ্ধ॥ ৩১॥

এক্ষণে শ্রীহরির পরানন্দত্ব নিরূপিত হইতেছে। জীবানন্দের সহিত ব্রহ্মা-নন্দের সাম্য হইলে, ব্রহ্ম ভক্তির বিষয়ই হইতে পারেন না। এই স্থলেও ধর্ম্ম-বোধক বাক্য সকলই দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মানন্দ জীবানন্দ হইতে বিলক্ষণ কি না, এইরূপ সংশয়ে, লৌকিক আনন্দাদি পদের বাচ্যত্ব প্রযুক্ত উহারা পরস্পর ভিন্ন নহে, এইরূপই বোধ হয়। ঘটপদের বাচ্য কখনই ঘট হইতে ভিন্ন হয় না। এই পূর্ব্ব-পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

আনন্দঃ পরস্যেতি সেতুত্বস্য ব্যপদেশাৎ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইত্যুন্মানস্য এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ইতি সম্বন্ধস্য। অন্যজ্জ্ঞানন্তু জীবানামন্যজ্জ্ঞানং পরস্য চ। নিত্যানন্দাব্যয়ং পূর্ণং পরং জ্ঞানং বিধীয়ত ইতি ভেদস্য চ। ন হি সেতুত্বাদিকং লৌকিকানন্দাদাবস্তি ॥৩২॥

নন্নু ঘটপদবাচ্যং ঘটবিলক্ষণং নেত্যুক্তং তত্রাহ।

সামান্যাত্তু ॥ ৩৩ ॥

তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। যথৈক এব ঘটশব্দো নানাবিধেষু ঘটেষু ঘটত্বসামান্যমাদায় বর্ত্ততে তথানন্দাদিশব্দোঽপ্যানন্দত্বাদিসামান্যমাদায় লৌকিকালৌকিকেষ্বানন্দাদিষ্বিতি নৈতাবতা ব্যক্তিসাদৃশ্যং সর্ব্বথা। অতএব পরজ্ঞানময়োঽসদ্ভি-

---

পরমিতি। জাত্যেতি। গুড়াম্বধিবব জাত্যা বিন্দুতঃ সিন্ধুরিব পরিমাণেন চোৎকৃষ্টমিত্যর্থঃ। এতস্যৈবেতি। আনন্দস্য শ্রীহরেরিত্যর্থঃ। অন্যজ্জ্ঞানমিতি। জ্ঞানস্যানন্দত্বেন বিশেষণং তস্য তদভেদং বোধয়তি ॥ ৩২ ॥

সেতু, উন্মান, সম্বন্ধ ও ভেদের বোধক শব্দ সকল হইতে ব্রহ্মানন্দের পরত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে। ব্রহ্মানন্দ জীবানন্দ হইতে জাতি ও পরিমাণে উৎকৃষ্ট। পরমেশ্বর আনন্দের সেতু ও ধারক। এইস্থলে সেতু শব্দের উক্তি হইয়াছে। যাঁহা হইতে বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়। এই স্থলে উন্মান অর্থাৎ প্রমাণের অবিষয়তা উক্ত হইয়াছে। অন্যান্য আনন্দ ব্রহ্মানন্দেরই কণিকা মাত্র। এই স্থলে সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান জীবজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। ইত্যাদি স্থলে ভেদ উক্ত হইয়াছে। সেতুত্বাদি লৌকিক আনন্দে দৃষ্ট হয় না ॥ ৩২ ॥

ঘটপদবাচ্য পদার্থ ঘট হইতে বিলক্ষণ নহে। এই যুক্তির মীমাংসার জন্য পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

যেমন এক ঘটশব্দ ঘটত্বজাতিপুরস্কারে নানাবিধ ঘটকেই বোধ করায়, তদ্রূপ আনন্দাদি শব্দ আনন্দত্ব প্রভৃতি জাতি পুরস্কারে লৌকিক ও অলৌকি-

র্নামজাত্যাদিভির্বিভুঃ। ন যোগবান্ন যুক্তোঽভূন্নৈব পার্থিব যোক্ষ্যতীতি জীবজ্ঞানাৎ পরং যজ্জ্ঞানং তন্ময় ইত্যুক্তম্॥৩৩॥

নন্বু জীবজড়াত্মকাৎ প্রপঞ্চাদ্বিলক্ষণং চেদ্ধর্ম্মিভূতং ব্রহ্ম তর্হি সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীতেত্যুপ-দেশঃ কথং সঙ্গচ্ছেত তত্রাহ।

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ॥ ৩৪॥

সোঽয়মুপদেশো বুদ্ধ্যর্থঃ। সর্ব্বত্র তদীয়ত্বজ্ঞানার্থঃ পাদবৎ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীত্যত্র যথা বিশ্বস্য ভগবৎ-পাদত্বোপদেশস্তদ্বৎ। এবং হি দ্বেষনিহীনং মনস্তৎপ্রবণং ভবতি। ন চৈবং রাগপ্রাপ্তির্নিহীনত্ববুদ্ধের্বাধকত্বাৎ॥ ৩৪॥

সামান্যাদিতি। অত এবেতি। পরজ্ঞানেতি শ্রীবৈষ্ণবে। অসদ্ভিরিত্যুক্তে সদ্ভিস্ত যোগবানিত্যাদিকমায়াতি। তদিদং পীঠকে ভূরি দ্রষ্টব্যম্। বিভুর্হরিঃ॥ ৩৩॥

আশঙ্ক্য পরিহরতি নন্বিতি। ইত্যুপদেশঃ সর্ব্বাভেদবোধকং বাক্য-মিত্যর্থঃ।

কাদি আনন্দাদিকে বোধ করাইলেও তদ্দ্বারা ব্যক্তিগত সাদৃশ্য সর্ব্বথা বোধিত হইতে পারে না। অতএব পরজ্ঞানময় বিভু পরমেশ্বর কখনই অসৎ নাম ও জাতির বিষয় ছিলেনও না, হইতেও পারেন না। সুতরাং জীবজ্ঞান হইতে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে॥ ৩৩॥

এক্ষণে, ধর্ম্মিভূত ব্রহ্ম যদি জীবজড়াত্মক প্রপঞ্চ হইতে বিলক্ষণ হইলেন, তবে 'এই নিখিল সংসারই ব্রহ্ম' প্রভৃতি অভেদবাক্য সকলের কিরূপে সঙ্গতি হইবে, তাহাই বলিতেছেন ;—

ঐ উপদেশ সর্ব্বত্র ভগবদীয়ত্ব জ্ঞানের নিমিত্তই জানিতে হইবে। এই সমু-দয় বিশ্ব ভগবানের পাদ বলিলে যেরূপ বিশ্বের ভগবৎ-সম্বন্ধীয়ত্ব বোধিত হয়, তদ্রূপ উক্ত বাক্যও ভগবৎসম্বন্ধীয়ত্বই বোধ করাইতেছে। সমুদায়ই ভগবৎ-সম্বন্ধীয় এইরূপ জ্ঞান হইলে, অন্যের প্রতি দ্বেষের সম্ভাবনা থাকে না। দ্বেষ-

অথ ভক্তিবৈচিত্র্যায় ভজনীয়স্য শ্রীহরের্ভানবৈচিত্র্যং নিরূপ্যতে। ইতরথা ভক্তিবৈচিত্র্যানুপপত্তিঃ। ভানবৈচিত্র্যন্তু স্থানানাদিত্বাদনাদিসিদ্ধম্। একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীত্যাদিশ্রুতিমাশ্রিত্য ন স্থানতোঽপীত্যাদিনানাস্থানেষু স্থানিভূতমেকং ব্রহ্ম প্রকাশত ইত্যুক্তম্। অথ তেষু তৎপ্রকাশস্য তারতম্যং স্যান্ন বেতি বীক্ষায়াং বস্ত্বৈক্যাৎ সমানশব্দবুদ্ধিবোধ্যত্বাচ্চ নেতি প্রাপ্তে—

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৫ ॥

বুদ্ধ্যর্থ ইতি। এবং হীতি। সর্ব্বত্র তদীয়ত্বে জ্ঞাতে ন কোঽপি দ্বেষস্য বিষয়োঽস্তি। ততো দ্বেষশূন্যং মনো ভগবত্যনুরজ্যতীত্যর্থঃ। ন চৈবমিতি। ভগবৎসম্বন্ধে জ্ঞাতে দ্বেষ এব তত্র নিবর্ত্ততে। ন তু রাগোঽপি তত্র স্যাৎ তন্মায়াবৈভবত্বেনাপকর্ষস্যাপি স্ফূর্ত্তেঃ। তথা চাস্তি ভক্তিপ্রযোজকঃ। স্বস্মাদ্ভগবতি মহানুৎকর্ষ ইতি ভজনীয়ঃ সঃ॥ ৩৪ ॥

নন্বস্তূৎকৃষ্টানন্দাদির্হরিস্তথাপি ন স ভজনীয়ো বৈচিত্র্যাভাবাৎ। বিচিত্রো হি মনঃ সমাকর্ষতি নাবিচিত্র ইত্যাক্ষিপ্য সমাধেরিহ প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। অথ ভক্তীত্যাদি স্ফুটার্থম্।

বিহীন মন ভগবৎপ্রবণ হয়। কিন্তু ঐ সকল বাক্য সকল বস্তুতেই অনুরক্ত হইতে উপদেশ করে না। কারণ, নির্হীনত্ব বুদ্ধি উক্ত রাগের বাধক ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর ভক্তিবৈচিত্র্যের জন্য ভজনীয় হরির ভানবৈচিত্র্য নিরূপণ করিতেছেন। ভজনীয় শ্রীহরির ভানবৈচিত্র্য স্বীকার না করিলে ভক্তিবৈচিত্র্য অনুপপন্ন হয়। ঐ ভানবৈচিত্র্যও আবার স্থানের অনাদিত্ব প্রভৃতি দ্বারা অনাদিসিদ্ধই জানিতে হইবে। 'যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন,' ইত্যাদি শ্রুতিকে আশ্রয় করিয়া স্থানের বহুত্ব হইলেও নানাস্থানে স্থানিভূত একই ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন, এইরূপ বলা হইয়াছে। ঐ সকল নানারূপ প্রকাশে তাঁহার প্রকাশের তারতম্য আছে কি না, এইপ্রকার সংশয়ে বস্তুর ঐক্য বশত এবং সমানশব্দবুদ্ধিবেদ্যত্ব প্রযুক্ত তারতম্য নাই, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতেছেন ;—

যদ্যপ্যেকমেব ব্রহ্মস্বরূপং তথাপি তৎপ্রাকট্যস্থানানাং তেষাং ধাম্নাং ভক্তানাঞ্চ বিশেষাদৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যকৃতাচ্ছান্তি-দাস্যসখ্যাদিকৃতাচ্চ তারতম্যাত্তৎপ্রাকট্যমপি তারতম্যভাক্ স্যাৎ প্রকাশাদিবৎ। যথা প্রকাশো দৈপঃ স্ফাটিকেষু কৌরু-বিন্দেষু চ মন্দিরেষু চাক্‌চিক্যারুণ্যাভ্যাং তারতম্যভাক্ যথা চৈকবিধোঽপি শব্দঃ কম্বুমৃদঙ্গবংশপ্রভৃতিষু মন্দ্রত্বমধুরত্বাদি-বিশেষভাক্ তদ্বদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। যস্মিন্ স্থানে ভগ-বতঃ পারমৈশ্বর্য্যাবিষ্কারস্তত্র তস্য ভক্তির্বিধিনা প্রবর্ত্ততে তয়া তীব্রঃ প্রকাশঃ স্ফাটিকনিকেতদীপবৎ যত্র সত্যপি পার-মৈশ্বর্য্যে মাধুর্য্যাবিষ্কারস্তত্র খলু রুচ্যা প্রবর্ত্ততে তয়া মধুরঃ প্রকাশঃ কৌরুবিন্দনিকেতদীপবদিতি ধাম্নাং তচ্চিন্তকানাং ভক্তেশ্চ দ্বৈবিধ্যং সাধিতম্ ॥ ৩৫ ॥

স্থানেতি। শান্তিদাস্যেতি। আদিশব্দাৎ বাৎসল্যস্য কান্তাভাবস্য পরি-গ্রহঃ। দৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি প্রকাশেতি। কৌরুবিন্দেষ্বিতি। পদ্মরাগরচিতেষু

ব্রহ্ম একরূপ হইলেও স্থান, ধাম ও ভক্ত বিশেষে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের ব্যক্তি বশত শান্ত দাস্য সখ্য প্রভৃতি ভাবগত তারতম্য অনুসারে তাঁহার প্রকাশেও তারতম্য হয়। দীপালোকের স্ফাটিক ও কৌরুবিন্দ মন্দির ভেদে চাক্‌চিক্যের তারতম্যই উহার দৃষ্টান্ত। আরও শব্দ যেরূপ একই হইয়াও শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও বংশ প্রভৃতিতে মন্দ্রত্ব ও মধুরত্ব প্রভৃতি বিশেষ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও প্রকাশের বিশেষ হইয়া থাকে। যেখানে ভগবানের পারমৈশ্বর্য্যের আবিষ্কার হয়, সেখানে ভক্তি বিধি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় এবং তদ্দ্বারা স্ফাটিক মন্দিরে দীপের ন্যায় প্রকাশেরও তীব্রতা দৃষ্ট হয়। আর যেখানে পারমৈশ্বর্য্য সত্ত্বে মাধুর্য্যের আবিষ্কার হয়, সেখানে ভক্তি রুচি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। তদ্দ্বারা কৌরুবিন্দ মন্দিরে দীপের ন্যায় প্রকাশেরও মধুরতা লক্ষিত হয়। ধাম, ভক্ত ও ভক্তির বৈবিধ্য বশত ভক্তিরও বৈচিত্র্য সাধিত হইল ॥ ৩৫ ॥

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৬ ॥

এবং সতি যথা ক্রতুরিত্যাদি বাক্যমুপপদ্যতে নান্যথা। তথা চৈকস্য ভানতারতম্যং স্থানতারতম্যাদ্ যুক্তম্ ॥ ৩৬ ॥

অথ ভগবতঃ সর্ব্বপরত্বমুচ্যতে। ততোঽন্যস্য পরত্বে তত্র ভক্তির্নোদ্ভবেৎ। তথাহি। শ্বেতাশ্বতরৈর্বেদাহমেতমিত্যাদিনা সর্ব্বতো বরিষ্ঠং ব্রহ্মস্বরূপং নিরূপ্য ততো যদুত্তরতরমিত্যাদিনা তস্মাদপি পরং বস্ত্বতীতি দর্শিতম্। তত্র সংশয়ঃ। উপাস্যাদ্ব্রহ্মণঃ পরং বস্ত্বস্তি ন বেতি। শব্দস্বারস্যাদস্তীতি প্রাপ্তে—

হিঙ্গুললিপ্তেষ্বিতি বা। কুরুবিন্দস্তু মুস্তায়াং কুল্মাষব্রীহিভেদয়োঃ হিঙ্গুলে পদ্মরাগে চ মুকুলে চ সমীরিত ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। যস্মিন্নিতি পরব্যোমাদৌ। যত্রেতি শ্রীগোলোকাদৌ ॥ ৩৫ ॥

উপপত্তেশ্চেত্যাদি স্ফুটার্থম্ ॥ ৩৬ ॥

অথেত্যাদি। অত্রাপি প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। অস্তু পরমানন্দে শ্রীহরৌ ভক্তির্বিবিধবৈচিত্রী তথাপি তত্ত্ববিদাং তস্মিন্ ভক্তেরনুদয়ঃ। তস্মাদন্যস্যোৎকৃষ্টস্য তত্ত্বস্য শাস্ত্রে প্রত্যয়াৎ। সর্ব্বোৎকৃষ্টং হি তত্ত্বং তত্ত্ববিদ্ভির্ভজনীয়মিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ। ততোঽন্যস্যেতি। শ্রীভগবতোঽন্যস্য বস্তুনঃ শ্রৈষ্ঠ্যে প্রতীতে সতি তত্র ভগবতি ভক্তির্নোদয়েতেত্যর্থঃ। তত্রেত্যাদি। পরং শ্রেষ্ঠম্।

এইরূপে কর্ম্ম অনুসারে ফলের বোধক বাক্য সকলও উপপন্ন হইল। অন্যথা তাহা সঙ্গত হয় না। এইরূপে স্থানতারতম্য প্রযুক্ত এক স্থানীর ভানতারতম্য যুক্ত হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত হইতেছে। তাঁহা হইতে অন্য কেহ যদি শ্রেষ্ঠ হয়েন, তবে তাঁহাতে ভক্তি সম্ভবে না। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরে "বেদাহমেতম্" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "ততো যদুত্তরতরম্" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছেন, এইরূপ বলিয়াছেন। এস্থলে সংশয় এই,—উপাস্য ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছেন কি না?

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৭ ॥

তথা ব্রহ্মৈব সর্ব্বস্মাচ্ছ্রেষ্ঠং ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিৎ। কুতঃ অন্যেতি। যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্‌যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিদিতি। তৈরেব তদন্যস্য শ্রেষ্ঠস্য নিরাকরণাৎ। অয়মর্থঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়েতি মহাপুরুষজ্ঞানমমৃতস্য পন্থাস্ততো নান্যোঽস্তীত্যুপদিশ্য তৎপ্রতিপাদনায় যস্মাৎ পরং নাপর-মস্তীত্যাদিনা তস্যৈব পরতরত্বং তদন্যস্য তদসম্ভবং চোপ-পাদ্য ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং যত্র তদ্বিদুরমৃতাস্তে

তথেতি। তৈরেবেতি শ্বেতাশ্বতরৈরেব। ব্রহ্মান্যৎ শ্রেষ্ঠং বস্তু নাস্তীতি প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ। ততো নান্যোঽস্তীতি মহাপুরুষজ্ঞানাদন্যোঽমৃতস্য মুক্তেঃ পন্থা নাস্তীত্যুপদিশ্যেত্যর্থঃ। তস্যৈব মহাপুরুষস্যৈব। পরতরত্বং শ্রেষ্ঠত্বম্। উত্তরতরত্বং তদেব। স্বার্থে তরপ্। উত্তরং প্রতিবাক্যে স্যাদূর্দ্ধোদিচ্যৌ তু ইতি বিশ্বঃ। তদন্যস্যেতি। মহাপুরুষেতরস্য বস্তুনস্তদসম্ভবং পরতরত্বাযোগমুপপাদ্য

শব্দস্বারস্য বশত আছেনই বলা যাইতে পারে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের খণ্ড-নার্থ পরসূত্র অবতারিত হইতেছে।

উপাস্য ব্রহ্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর নাই। কারণ, 'যাঁহা হইতে পর ও অপর আর কেহই নাই; যাঁহা হইতে ক্ষুদ্রও নাই বৃহৎও নাই;' ইত্যাদি শ্রুতি সকলই উপাস্য ব্রহ্ম হইতে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব নিরাকরণ করিয়া-ছেন। বেদের তাৎপর্য্য এই—আমি ঐ মহান্ আদিত্যবর্ণ তমোতীত পদার্থ পুরুষকে জানিলাম। তাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। পুরুষার্থ প্রাপ্তির অন্য পন্থা নাই। মহাপুরুষের জ্ঞানই অমৃতলাভের একমাত্র পন্থা, তাঁহা হইতে, পর নাই। এই সকল বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপপাদন করিয়া বেদ বলিতে-ছেন যে, যে সকল লোক তাঁহার উত্তরতর অনাময় রূপ অবগত হয়, তাহারা

ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তীতি প্রাগুক্তমেব নিগময়ন্তি ন তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠং বস্ত্বস্তীতি বদন্তি। তথা সতি তেষাং মৃষাভাসিতাপত্তেঃ। এবঞ্চ স্বয়মাহ। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়েতি॥ ৩৭॥

অথোপাস্যসান্নিধ্যং বক্তুং তস্য ব্যাপ্তির্নিরূপ্যতে। অন্যথা-সন্নিহিতে তস্মিন্নুনুৎসাহাদুক্তেঃ শৈথিল্যং স্যাৎ। একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র ধ্যেয়ো হরিঃ পরিচ্ছিন্নো ব্যাপকো বেতি সংশয়ে মধ্যমাকারতয়ানুভবাৎ প্রপঞ্চান্যস্য তস্য তদ্ব্যাবৃত্তত্বাবশ্যম্ভাবাচ্চ পরিচ্ছিন্ন ইতি প্রাপ্তে—

সিদ্ধং বিধায়েত্যর্থঃ। তত ইতি। যস্মান্মহাপুরুষজ্ঞানাদন্যদমৃতকারণং নাস্তি যস্মাচ্চ মহাপুরুষাদন্যৎ পরং বস্তু নাস্তি তস্মাদেব হেতোরিত্যর্থঃ। তথাচ স্বেতরসর্ব্বপ্রধানত্বাদ্ভজনীয়ো হরিরিতি সিদ্ধম্॥ ৩৭॥

অথোপাস্যস্যেত্যাদি। অস্তু পূর্ব্বপূর্ব্বোক্তগুণকো হরিস্তথাপি তস্মিন্ ভক্তির্নোৎপত্তুমর্হতি তস্যাতিদূরত্বাৎ। সন্নিহিতং হি তাদৃশগুণকং লব্ধং জনস্তং ভজেৎ। অতিদূরাত্তস্মাদুদাসীতেত্যাক্ষিপ্য সমাধেঃ প্রাপ্তদিহ সঙ্গতিঃ। ভক্তেরিতি। তদিচ্ছায়া ইত্যর্থঃ। প্রপঞ্চান্যস্যেতি। জড়চেতনাৎ প্রপঞ্চাদ্ভিন্নো হরিরুপাস্যো লভ্যশ্চ সিদ্ধান্তিতঃ। তস্য তদ্ব্যাবৃত্তত্বং নাম তদমিশ্রত্বমবশ্যং

অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। অন্যথা দুঃখ অনিবার্য্য। এতদ্দ্বারা ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তুর উপদেশ করা হয় নাই। তাহা হইলে, "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" এই ভগবদ্বাক্য মিথ্যা হইয়া যায়॥ ৩৭॥

অনন্তর উপাস্যের সান্নিধ্য বলিবার নিমিত্ত তাঁহার ব্যাপ্তি নিরূপিত হইতেছে। ব্রহ্মবস্তু ব্যাপক না হইলে, তাঁহার অসান্নিধ্য প্রযুক্ত ভক্তির উদয়ের সম্ভাবনা অন্তর্হিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন কি ব্যাপক, এইরূপ সংশয়ে, মধ্যমাকার রূপে অনুভব হেতু প্রপঞ্চাতিরিক্ত ব্রহ্ম বস্তুর তাহা হইতে

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৮ ॥

অনেন পরেণ পুংসা মধ্যমাকারেণাপি সর্ব্বগতত্বমবাপ্তম্। মধ্যমাকার এব সর্ব্বব্যাপীতি। কুতঃ আয়ামেতি। আয়ামশব্দো ব্যাপ্তিবাক্যম্। আদিশব্দাদবিচিন্ত্যত্বধর্ম্মযোগস্তদ্বোধিকা যুক্তিশ্চ। তত্রৈকো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য ইত্যুত্তরবাক্যাৎ যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত ইতি তৈত্তিরীয়কবাক্যাচ্চ মধ্যমস্যৈব বিভুত্বম্। মধ্যমাকারস্যৈব মম সর্ব্বস্মাৎ পরস্য সর্ব্বব্যাপিত্বমচিন্ত্যৈশ্বর্য্যশক্তিযোগাদিতি স্বয়মুক্তম্। ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

মন্তব্যম্। অন্যথা ততো ব্যাবৃত্তেরভাবঃ। তথাচ প্রপঞ্চদেশত্বাভাবাৎ পরিচ্ছিন্নঃ স ইত্যর্থঃ।

অনেনেতি। যচ্চেতি। জগৎকার্য্যং প্রপঞ্চরূপং যৎকিঞ্চিদিত্যর্থঃ। নারায়ণশব্দো হি রথাঙ্গাদিশোভিতপাণেশ্চতুর্ভুজস্যাতসীকুসুমশ্যামস্য পুণ্ডরীকাক্ষস্য শ্রীলক্ষ্মীপতের্বিগ্রহভূতস্যৈব বাচকঃ ন তু তদ্ভিন্নস্য তদধিষ্ঠাতুঃ সত্ত্বানুভূতিরূপস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণকস্যাত্মনঃ। তন্মন্ত্রস্থস্য তচ্ছব্দরূপস্য তত্রৈবাভিমুখ্যাত্তথা

ব্যাবৃত্তত্ব অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তিনি পরিছিন্নই হইতেছেন, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত হইল। তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

পরমেশ্বর মধ্যমাকার হইলেও আয়াম শব্দাদি হইতে তাঁহার সর্ব্বগতত্ব স্থির হইতেছে। তিনি মধ্যমাকার হইয়াও সর্ব্বব্যাপী। কারণ, উক্ত আয়ামাদি শব্দ ব্যাপ্তিবোধক। আদি পদ দ্বারা অচিন্ত্যত্বধর্ম্মযোগ ও তদ্বোধিকা যুক্তি লব্ধ হইতেছে। বেদে বলিয়াছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ এক, বশী, সর্ব্বগ ও ঈড্য।' তৈত্তিরীয়কে উক্ত হইয়াছে, 'এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, শ্রীনারায়ণ সেই সকলকেই ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।' এইরূপে মধ্যমাকারেরই বিভুত্ব সিদ্ধ হইতেছে। স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন যে, 'আমি মধ্যমাকার হইয়াও

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমিতি। ন চ প্রপঞ্চান্যস্য তৎপ্রদেশবৃত্তেঃ পরিচ্ছেদঃ। বহিরন্তশ্চ ব্যাপ্তিশ্রুতেঃ। অতস্তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিরিতি নিদর্শিতম্। তস্মাদুপাস্যো হরিঃ সর্ব্বগ ইতি সিদ্ধম্। নিরূপিতং চেত্থং দামোদরচরিতে। তাদৃশস্যাপি তথাত্বে যুক্তিশ্চ পুরাভিহিতা। অর্ভকৌকস্ত্বাদিত্যস্য ব্যাখ্যানে ॥ ৩৮ ॥

চ বিগ্রহস্যৈব বিভুত্বম্। মধ্যমেত্যাদি। ময়েতি শ্রীগীতাসু। অত্র সর্ব্বাস্পৃষ্টস্য সর্ব্বান্তঃস্থস্য বিগ্রহস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বমচিন্ত্যশক্তিরূপাদৈশ্বর্য্যাদেবেতি দর্শিতম্। নিদর্শিতং দৃষ্টান্তিতম্। নিরূপিতমিতি শ্রীদশমে। যথোক্তং শ্রীশুকেন। ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্। পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ। তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথেতি। মত্বা নিশ্চিত্য। এতদ্বলেন ময়া ততমিত্যত্র তথা ব্যাখ্যানমিতি চারু। তথাচ তাদৃশগুণকত্বাদ্ধৃদি স্থিতেশ্চ ভজনীয়ত্বং তস্য সিদ্ধম্ ॥ ৩৮ ॥

আমার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সকলকেই ব্যাপিয়া রহিয়াছি। আমি অব্যক্তমূর্ত্তি। মৎকর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। সকল ভূতই আমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমি কাহাকেও আশ্রয় করি নাই।' প্রপঞ্চান্তস্থপ্রযুক্ত ভগবানের প্রদেশবৃত্তি দ্বারা পরিচ্ছেদ স্বীকার করা যায় না। শ্রুতিতে তাঁহার বহির্ব্যাপ্তি ও অন্তর্ব্যাপ্তি উক্ত হইয়াছে। তিলে তৈল এবং দধিতে নবনীত যেরূপ অন্তর্ব্যাপ্তি ও বহির্ব্যাপ্তি বিশিষ্ট, ব্রহ্ম ও তদ্রূপ প্রপঞ্চের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অতএব উপাস্য হরি যে সর্ব্বগ, ইহা স্থির হইল। দামোদরচরিতে ইহা নিরূপিত হইয়াছে। অর্থাৎ মা যশোদার দামবন্ধনব্যাপারে ভগবদ্‌বিগ্রহের অপরিচ্ছিন্নত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। "অর্ভকৌকস্ত্বাৎ" এই সূত্রের ব্যাখ্যানে উহার যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

অথ সর্ব্বফলদত্বং তস্যোচ্যতে। ইতরথাদাতরি কিঞ্চিদ্দাতরি বা তস্মিন্ কার্পণ্যাদ্যুপস্ফুরণেন ভক্তেরনুদয়ঃ স্যাৎ। তথাহি। পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তীতি শ্রুতং বৃহদারণ্যকে। তত্র স্বর্গাদিফলং যাগাদেঃ পরেশাদ্বেতি বীক্ষায়ামন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধের্যাগাদেরেব তৎফলমিতি প্রাপ্তে—

ফলমত উপপত্তেঃ॥ ৩৯॥

স্বর্গাদিরূপং যাগাদিফলমতঃ পরেশাদেব। কুতঃ উপপত্তেঃ। তস্যৈব নিত্যস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ মহোদারস্য যাগাদিনারাধিতস্য কালান্তরিতত্তৎফলপ্রদত্বমুপপদ্যতে। ন তু জড়স্য ক্ষণধ্বংসিনঃ কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

ননূক্তলক্ষণোঽস্তু হরিস্তথাপি ন স ভজনীয়ঃ তস্মাদাতৃত্বাৎ প্রত্যুত ভক্তসর্ব্বস্বাপহর্তৃত্বস্মরণাচ্চেত্যাক্ষিপ্য সমাধানাৎ পূর্ব্ববদিহ সঙ্গতির্ভাবিনী। অথ সর্ব্বেত্যাদি। পুণ্যেন যজ্ঞাদিনা শুভকর্ম্মণা। পুণ্যং [illegible]ময়ম্।

ফলমিতি। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ॥ ৩৯॥

অনন্তর ভগবানের সর্ব্বফলদাতৃত্ব উক্ত হইতেছে। ভগবান যদি দাতা না হয়েন, অথবা কিঞ্চিৎ দাতা হয়েন, তাহা হইলে, তাঁহার কার্পণ্যাদির স্ফুরণে তাঁহাতে ভক্তির অনুদয় হয়। বৃহদারণ্যকে পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্তি উক্ত হয়। উক্ত স্বর্গাদি ফল যাগাদি কর্ম্মই দান করে অথবা পরমেশ্বর হইতেই উহাদের লাভ হয়, এই প্রকার সংশয়ে, অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা যাগাদি কর্ম্মকেই স্বর্গাদি ফলের প্রদাতা বলিয়া স্থির হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতেছেন ;—

পরমেশ্বরই স্বর্গাদিরূপ যাগাদি ফলের প্রদাতা। কারণ, নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, মহোদার পরমেশ্বরই যে যাগাদি কর্ম্ম দ্বারা আরাধিত হইয়া ঐ ফল প্রদান করেন, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। জড় ক্ষণধ্বংসি কর্ম্ম কখনই দানকর্ত্তা হইতে পারে না॥ ৩৯॥

অত্র প্রমাণমাহ।

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৪০ ॥

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্। স বা এষ মহানজ আত্মা অন্নাদো বসুদান ইতি তত্রৈবাভ্যুদয়ফলপ্রদত্বং শ্রূয়তে। দাতুর্যজমানস্য। রাতিঃ ফলপ্রদম্ ॥ ৪০ ॥

মতান্তরমাহ।

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৪১ ॥

অতঃ পরেশাদেব ধর্ম্মং জৈমিনির্মন্যতে। যস্মাৎ ফলং তৎকর্ম্মৈবেশ্বরাদ্ভবতি। এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তীত্যাদিশ্রুতেঃ। তথা চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং কর্ম্মণ এব ফলার্পকত্বে সিদ্ধে ন তদীশ্বরস্য স্বীকার্য্যম্। তস্য কর্ম্মজনকত্বেনোপ-

শ্রুতত্বাদিতি। বিজ্ঞানমিতি। রাতিরিত্যত্র রা দানে ইত্যস্মাৎ ক্তিন্ প্রত্যয়ঃ স কর্ত্তরি ন কিন্তু [illegible] ভবতি। তেন দাতৃত্বং লক্ষণীয়মিতি ব্যাখ্যাতারঃ। অন্নাদ ইতি। অন্নান্যাসম্যক্ দদাতি প্রাণিভ্য ইতি তথা। বসুদানো ধনপ্রদঃ। অত্রৈতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ। একো বহূনাং বিদধাতি যো কামানিত্যাদি শ্রুত্যন্তরং চানুসন্ধেয়ম্ ॥ ৪০ ॥

অনন্তর উক্ত বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন ;—

শ্রুতিই উহার প্রমাণ। বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই নিজ উপাসককে তাঁহাদিগের উপাসনার অনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন,' ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মেরই ফলদাতৃত্ব প্রমাণ করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

ঐ বিষয়ে মতান্তর উপন্যস্ত হইতেছে ;—

জৈমিনির মতে পরমেশ্বর হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি। যে কর্ম্ম হইতে ফলের উৎপত্তি, সেই কর্ম্মই ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়। 'পরমেশ্বরই সাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন,' ইত্যাদি শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা কর্ম্মেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ফলার্পকত্ব সিদ্ধ হওয়াতে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব অস্বীকার্য্য হইতেছে।

ক্ষীণব্যাপারত্বাৎ। ননু কর্ম্মণঃ ক্ষণবিনাশিনঃ কালান্তরভাবিফলানুপপত্তিঃ। অভাবাদ্ভাবোৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি চেন্ন। বিনশ্যদপি কর্ম্ম স্বকালমেবাপূর্ব্বমুৎপাদ্য বিনশ্যতি। তদপূর্ব্বং কালান্তরে কর্ম্মানুরূপং ফলং পুরুষায় ভোক্ত্রে দাস্যতীতি কর্ম্মৈব ফলপ্রদমিতি ॥ ৪১ ॥

স্বমতমাহ।

পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪২ ॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তুশব্দঃ। পূর্ব্বোক্তং পরেশমেব ভগবান্ বাদরায়ণঃ ফলপ্রদং মন্যতে। কুতঃ হেত্বিতি। পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমিতি তস্যৈব ফলহেতুত্বব্যপ-

ধর্ম্মমিতি। ন তদিতি। তৎ ফলার্পকত্বম্। তস্যেশ্বরস্য। নন্বিতি। অভাবাৎ প্রধ্বংসগ্রস্তান্নিরুপাখ্যাৎ কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ। বিনশ্যদপীতি। স্বর্গকামো যজেতেতি। স্বর্গহেতুত্বং যাগস্য শ্রুতং তদুপপত্তয়ে বৈদিকৈঃ ক্ষণবিনাশিনো যাগস্যোত্তরাবস্থরূপোঽপূর্ব্বাখ্যো ব্যাপারঃ কল্প্যতে। স চ যজমানে তিষ্ঠন্নন্তে তস্মৈ ফলমর্পয়েদিতি। যাগ এব ফলহেতুরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ সর্ব্বসাধারণো হীশ্বরঃ। ন তস্য বিচিত্রফলার্পকত্বমুপপদ্যতে। তথা সতি বৈষম্যাদেঃ প্রসঙ্গাদিতি চ বোধ্যম্ ॥ ৪১ ॥

ঈশ্বরীয় ব্যাপার কর্ম্ম উৎপাদন পূর্ব্বক উপক্ষীণ হইয়া পড়ে; সুতরাং তাঁহার কর্ম্মফলদান যুক্ত হয় না। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি সম্ভব হয় না বলিয়া ক্ষণবিধ্বংসি কর্ম্ম হইতে কালান্তরভাবী ফলের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, একথা নিতান্ত অযুক্ত; কারণ, কর্ম্ম বিনাশী হইলেও নিজের স্থিতিকালেই অপূর্ব্ব অর্থাৎ অদৃষ্ট উৎপাদন পূর্ব্বক বিনষ্ট হয়। ঐ অপূর্ব্বই কালান্তরে ভোক্তা পুরুষকে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করে বলিয়াই কর্ম্মকে ফলপ্রদ বলা হয় ॥ ৪১ ॥

এক্ষণে স্বমত বলিতেছেন ;—

পরমেশ্বরই কর্ম্মফলদাতা। পরমেশ্বর জীবকে পুণ্য দ্বারা পুণ্যলোক এবং পাপ দ্বারা পাপলোক প্রদান করেন, এইরূপ শাস্ত্রোক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দেশাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মণঃ করণত্বেনোপক্ষয়াচ্চ। কর্ম্মসত্তাপি ব্রহ্মায়ত্তা ইত্যুক্তম্। দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চেত্যাদৌ। তেন ব্রহ্মৈব কর্ম্মপ্রবর্ত্তকং সিদ্ধম্। যত্তু বিনশ্যদপি কর্ম্মেত্যাদি সমাহিতং তন্মন্দম্। কাষ্ঠলোষ্ট্রবদচেতনস্যাদৃষ্টস্য তত্রাক্ষমত্বাত্তস্যাশ্রবণাচ্চ। নন্থ যজ্ঞস্য দেবার্চ্চনত্বাত্তদর্চ্চিতানাং দেবতানাং ফলার্পকত্বমস্তিতি চেৎ উচ্যতে। পরদেবতয়া প্রযোজ্যাস্তাস্তদর্পয়ন্তীতি স্বীকার্য্যমন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ। অতঃ সৈব তদর্পিকা। এবমেবাহ ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ। যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্ ইতি।

স্বমতমাহ পূর্ব্বস্মিতি। পাপেন নিন্দ্যেন কর্ম্মণা। পাপং দুঃখময়ম্। তেন ব্রহ্মৈবেতি। ন তু কর্ম্মাপি ব্রহ্মপ্রবর্ত্তকমিত্যেবকারাৎ। তত্র ফলার্পণে। তস্যাশ্রবণাদিতি। অদৃষ্টে শ্রুতিপ্রমাণালাভাদিত্যর্থঃ। তথাচ নির্ম্মূলং তন্ন স্বীকার্য্যমিতি ভাবঃ। শ্রীহরের্ভক্তসর্ব্বস্বাপহর্ত্তৃত্বং তু পরমপুমর্থে স্বস্মিন্নিবেশার্থং তাদৃশস্বদানার্থং বা ইতি জ্ঞেয়ম্। পরদেবতয়া পরব্রহ্মণা। তা দেবতাঃ। তৎ ফলম্। সৈব পরদেবতৈব। যো ব ইতি শ্রীগীতাসু॥ ৪২॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে তৃতীয়াধ্যায়ভাষ্যস্য
য়ঃ পাদো ব্যাখ্যাতঃ॥ ৩॥ ২॥

কর্ম্মের করণত্ব হেতু উপক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মের সত্তাও ব্রহ্মের অধীন। অতএব ব্রহ্মই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কর্ম্ম অপূর্ব্ব দ্বারা ফলের প্রদাতা বলা, নিতান্ত অসঙ্গত। কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় অচেতন অদৃষ্ট তদ্বিষয়ে নিতান্ত অক্ষম ও অশাস্ত্রীয়। যজ্ঞে যে সকল দেবতা অর্চিত হয়েন, তাঁহারাই ফলদাতা, এরূপও বলা যায় না। কারণ, অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে পরদেবতা কর্ত্তৃক প্রযোজিত হইয়াই তাঁহারা ফলদান করেন, এইরূপ উক্তি আছে। "যো যো যাং যাং

এবঞ্চ যাগাদিভিরারাধিতোঽভ্যুদয়ফলং দদাতীত্যুক্তম্। ভক্ত্যা তোষিতস্তু স্বপর্য্যন্তং সর্ব্বমিতি বক্ষ্যতি পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি। তদিত্থং জন্মমরণাদিদুঃখালয়ত্বরূপপ্রপঞ্চদোষোক্ত্যা নিখিলনির্দ্দোষকীর্ত্তনেন চ নিখিলনিয়ামকত্ববিশুদ্ধচিদ্বিগ্রহত্বাদিপরমাত্মগুণগণনিরূপণেন চ ব্রহ্মতৃষ্ণৈব তদিতরবিতৃষ্ণাপূর্ব্বিকা তৎপ্রাপ্তিহেতুরিতি পাদাভ্যাং দর্শিতং ভবতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥ ২ ॥

তন্নুং ভক্তঃ” ইত্যাদি গীতাবাক্যেও পরমেশ্বরেরই অভ্যুদয়ফলদাতৃত্ব দৃষ্ট হয়। “পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ” এই সূত্রে ভগবান ভক্তি দ্বারা প্রসাদিত হইয়া আপনাকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

এই দুই পাদে প্রপঞ্চের জন্মমরণরূপ-দুঃখময়ত্ব-দোষ এবং নিখিলনির্দ্দোষনিচয় কীর্ত্তন ও নিয়ামকত্ববিশুদ্ধচিন্ময়বিগ্রহত্বাদিপরমাত্মগুণগণ নিরূপণ দ্বারা ব্রহ্মেতরবিতৃষ্ণাপূর্ব্বক ব্রহ্মতৃষ্ণাই ভগবৎপ্রাপ্তিহেতু প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদ ॥ ৩ ॥ ২ ॥

তৃতীয়পাদঃ।

পরয়া নিরস্য মায়াং গুণকর্ম্মাদীনি যো ভজতি নিত্যম্
দেবশ্চৈতন্যতনুর্মনসি মমাসৌ পরিস্ফুরতু কৃষ্ণঃ ॥

ভাসয়ন্ স্বগুণান্ শুদ্ধান্ ভৃত্যস্য হৃদি মে প্রভুঃ।
ব্রজনাথসুতো মোদং দধাতু পুরুষোত্তমঃ ॥

পূর্ব্বস্মিন্ পাদে বিগ্রহে ব্রহ্মণি ভক্তিরুক্তা ইহ পাদে বিগ্রহব্রহ্মাভিন্নগুণবিষয়া সোচ্যত ইত্যনয়োরাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। তত্র ভগবদ্গুণনিরূপকমষ্টষষ্টিসূত্রকং ত্রয়স্ত্রিংশদধিকরণাত্মকং তৃতীয়পাদং ব্যাচিখ্যাসুস্তদ্গুণনিরূপণযোগ্যতাসম্পাদকং হৃদি ভগবৎস্ফুরণাশংসনরূপং মঙ্গলমাচরতি পরয়েতি। যো দেবো বিচিত্রানন্তগুণবিজৃম্ভমাণক্রীড়াপরঃ পরয়া স্বরূপশক্ত্যা মায়াং ত্রিগুণাং প্রকৃতিং নিরস্য তয়ৈব পরয়া গুণান্ সার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যসৌন্দর্য্যবাৎসল্যাদীন্ কর্ম্মাণি চ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণরাসোৎসবাদীন্যলৌকিকানি ভজতি পরাত্মকান্যেব তানি প্রকটয়তীত্যর্থঃ। ধান্যেন ধনমিতিবদ্যোজনায়াং তৃতীয়া বোধ্যা। স শ্রীকৃষ্ণো মম মনসি পরিস্ফুরতু প্রকাশতাম্। কীদৃশঃ। চৈতন্যতনুর্জ্ঞানবিগ্রহঃ। পক্ষে স শ্রীকৃষ্ণো দেবশ্চৈতন্যতনুঃ সন্ মম মনসি পরিস্ফুরতু। চৈতন্যনাম্নী তনুর্মূর্ত্তির্যস্য সঃ। গুণাদয়োঽনুকম্পনপ্রভৃতয়ঃ। কর্ম্মাণি চ নবদ্বীপপুরুষোত্তমক্ষেত্রাদিষু তত্তল্লীলাঃ। মায়াং তৎকার্য্যভূতাং জনানাং দুর্ব্বাসনাম্। নিত্যমিত্যনেনাস্যাবতারস্যাবতারান্তরবন্নিত্যত্বমভিমতম্। সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চেত্যাদিবচনাৎ। ভগবত্ত্বং ত্বস্যাসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্যেত্যাদেঃ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদেশ্চ সিদ্ধম্। তথাচ ভগবদ্গুণোপাসনা পাদেঽস্মিন্ বর্ণনীয়েতি পাদার্থোঽপি সূচিতঃ।

যিনি নিজ পরাখ্য শক্তি দ্বারা ত্রিগুণময়ী মায়ার নিরাস পূর্ব্বক নিত্যগুণকর্ম্মাদি স্বীকার করেন, সেই চৈতন্যবিগ্রহ প্রকাশাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন।

ভগবদ্‌গুণোপাসনাস্মিন্ পাদে প্রদর্শ্যতে। ইয়মত্র প্রক্রিয়া। স্বয়ংরূপে পরব্রহ্মণি পুরুষোত্তমে অনাদিসিদ্ধানি বিচিত্রাণি রূপাণি বৈদূর্য্যমণাবিব নিত্যাবির্ভূতানি বিভান্তি। তত্তদ্রূপ-বিশিষ্টোঽসৌ নির্ব্বিশেষশুদ্ধিপূর্ত্তিভাগিতি বিজ্ঞায় তেষ্বেক-তমেন নিজাভীষ্টেন রূপেণ বিশিষ্টো যেনোপাস্যতে তেন তদন্যতমেন রূপেণ বিশিষ্টে তস্মিন্ পঠিতা গুণাঃ স্বোপাস্যে-ঽপঠিতাশ্চেদুপসংহার্য্যা এব। যেন তু মনঃপ্রভৃতীনি বিভূতি-রূপাণি ব্রহ্মেত্যুপাস্যন্তে তেন শাখান্তরস্থাশ্চ তত্তদুপাসন-প্রকরণপঠিতা এবোপসংহার্য্যা নেতরে তদ্রূপমধিকৃত্য

এতৎপাদার্থবোধবৈশদ্যায় পীঠিকাং তাবদ্রচয়তি ভগবদ্‌গুণেতি। ইয়-মত্রেতি। স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণে। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি স্মরণাৎ। রূপাণীতি রূপং বর্ণঃ সংস্থানযোগশ্চেতি দ্বিবিধানি তানি বোধ্যানি। বিশিষ্ট ইতি পুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ। উপসংহার্য্যা গ্রাহ্যাঃ। যেন ত্বিতি। যেন প্রতীকোপাসকেন মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যাদিবাক্যান্মনঃপ্রভৃতিপ্রতীকো ব্রহ্মভাবেনোপাস্যত ইত্যর্থঃ। তত্তদিতি। তত্তৎপ্রতীকোপাসনগ্রন্থোক্তা ইত্যর্থঃ। নেতরে ইতি। শুদ্ধব্রহ্মনিষ্ঠা

এই পাদে ভগবানের গুণোপাসনা প্রদর্শিত হইতেছে। উহার প্রক্রিয়া এই ;—স্বয়ংরূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে বৈদূর্য্যমণির ন্যায় অনাদি যুগপৎ-সিদ্ধ বিচিত্র নিত্যাবির্ভূত রূপ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। নির্বিশেষশুদ্ধি-পূর্ত্তিশালী ভগবান ঐ সকল রূপবিশিষ্ট, এই বিষয় অবগত হইয়া যিনি ঐ সকল রূপের মধ্যে নিজ অভীষ্ট কোন এক রূপ বিশিষ্ট ইষ্টদেবতার উপাসনা করেন, তাঁহার তদন্যতম রূপবিশিষ্ট নিজ ইষ্টদেবে অমুক্ত গুণসকলেরও অস্তিত্বের উপ-সংহার অর্থাৎ উহারা গ্রাহ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। আর যিনি মন প্রভৃতি বিভূতিরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি শাখান্তরস্থিত তত্তদুপাসনা-প্রকরণপঠিত রূপ সকলেরই উপসংহার করিবেন, অন্য অর্থাৎ তত্তদুপাসনা-প্রকরণে অপঠিত রূপ সকলের উপসংহার করিবেন না। কারণ ঐ বিশেষ

তেষাং পাঠাৎ। অপরে ত্বেবমাহুঃ। ইদমেব পারম্যোপেতং ব্রহ্মাত্মস্থিতাংস্তত্তদ্ভাবান্ অভিনেতৃদিব্যনটবৎ প্রকাশ্য তত্তন্নামভাক্ তত্তদ্ধামাবচ্ছেদ এব তত্তদ্গুণকর্ম্মাণ্যাবিষ্করোতীত্যেকত্র শ্রুতানামন্যত্রোপসংহারঃ সম্ভবতীতি। নন্বেকস্মিন্ প্রকাশে শ্রুতা গুণা অন্যস্মিংশ্চিন্ত্যাঃ স্যুরেকস্যৈব তথাতথাভাবেন প্রাকট্যাৎ। নন্বু মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভোগশান্তিতপঃক্রৌর্য্যাদীনাং মিথোবিরোধাদ্বংশশঙ্খারিশরচাপাদের্মীনাদৌ শৃঙ্গপুচ্ছসটাদংষ্ট্রাদেশ্চ নৃলিঙ্গে বিভাবনে যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিন্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপ-

গুণাস্তেন নোপাস্যাঃ। তদ্রূপং শুদ্ধং ব্রহ্মস্বরূপম্। সঙ্গত্যন্তরমাহ অপরে ত্বিতি। ইদমেব কৃষ্ণরূপং রামরূপং বা যৎকিঞ্চিৎ পারম্যোপেতং পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। শ্রুতানাং গুণানাম্। নন্বিতি। মাধুর্য্যভোগৌ রঘুবর্য্যে। মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভোগাঃ শ্রীকৃষ্ণে। শান্তিতপসী নরনারায়ণয়োঃ। ক্রৌর্য্যশৌর্য্যৈশ্বর্য্যাণি তু নৃহরৌ। এষামেকত্র বিরোধঃ স্ফুটঃ। এবং স্বভাবভেদেনোদিতানাং গুণানামনুপসংহার্য্যত্বমুক্ত্বাকারভেদেনোদিতানাং তদাহ বংশেত্যাদি। মীনবরাহহংসাদিষু বংশাদিভাবনং দাশরথিকৃষ্ণাদিষু শৃঙ্গাদিভাবনং দোষাবহম্। যোঽন্যথেত্যাদেঃ। ভারতবাক্যমেতৎ। অস্যার্থঃ। যথা হরেঃ রূপং শাস্ত্রে গদিতং ততোঽন্যথা বেশান্তরেণাকারান্তরেণ স্থিতং যো বেত্তি তেন কিং পাপং ন কৃতম্ অপি তু সর্ব্বং কৃতমিত্যর্থঃ।

রূপকে আশ্রয় করিয়াই ঐ সকলের পাঠ স্থিরীকৃত হইয়াছে॥ অপর কেহ কেহ বলেন, এই একই পরব্রহ্ম অভিনয়কারী দিব্য নটের ন্যায় তত্তদ্ধামাবচ্ছেদে আত্মস্থিত তত্তদ্ভাব সকল প্রকাশ করিয়া তত্তন্নামে অভিহিত হয়েন এবং তত্তদ্গুণকর্ম্মাদির আবিষ্কার করেন বলিয়াই একস্থানে শ্রুত রূপের অন্যত্রও উপসংহার সম্ভব হয়। পূর্ব্বপক্ষী বলেন, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, ভোগ, শান্তি, তপ ও ক্রৌর্য্য প্রভৃতি গুণসকলের পরস্পর বিরোধ বশত বংশ, শঙ্খ, চক্র, শর ও চাপ প্রভৃতি মীনলিঙ্গধারী ভগবানে এবং শৃঙ্গ, পুচ্ছ, সটা ও দংষ্ট্রাদি নৃলিঙ্গধারী ভগবানে চিন্তাকারীর, 'যিনি আত্মস্বরূপকে অন্যথা প্রতিপাদন করেন, তিনি

হারিণেতি স্মৃতিব্যাকোপাদ্‌বিদ্বদনুভবানুপলম্ভাচ্চ নোপসংহারো যুক্ত ইতি চেৎ অত্রোচ্যতে। গুণানামুপসংহার্য্যত্ব-মুপাসনায়ামুপাদেয়ত্বম্। একস্মিন্নুপাসনে পঠিতানামন্যস্মিন্নপঠিতানাং তেষাং তত্র চিন্তনং সত্ত্বেন ধীমাত্রং বা। আদ্যং স্বনিষ্ঠানামন্তিমং ত্বেকান্তিনামিতি যাবৎ। পরস্মিন্ পাদে স্বনিষ্ঠাদয়স্ত্রিবিধা বিদ্যাধিকারিণো দর্শয়িষ্যন্তে। তেষু প্রায়েণাধিকৃতাঃ স্বনিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষু রূপেষু সমপ্রীতয়ঃ। তে হি সর্ব্বত্র সর্ব্বান্ গুণানুপসংহরন্তি। ন চৈকস্মিন্ননেকবিরুদ্ধগুণচিন্তন-মসমঞ্জসম্। সময়ভেদেন বৈদূর্য্যমণাবিবৈকত্র তস্মিন্ রূপ-

পাপং বক্তুং বিশিনষ্টি চৌরেণেতি। ততো বিরুদ্ধভাবনমযুক্তমিতি সমাদধদাহ অত্রোচ্যতে ইত্যাদিনা। তেষ্বিতি। অধিকৃতাশ্চতুর্মুখাদয়ঃ। প্রায়গ্রহণাত্তদনুযায়িনঃ কেচিদন্যে। সর্ব্বেষু রূপেষ্বিতি। বিলক্ষণবর্ণসংস্থানবৎসু সর্ব্বেষু ব্রহ্মাভির্ভাবেষ্বিত্যর্থঃ। ন চেতি। একস্মিন্ ব্রহ্মাবির্ভাবে। অসমঞ্জসং

আত্মাপহারী চৌরতুল্য ও সর্ব্বপাপভাক্,' ইত্যাদি স্মৃত্যুক্ত দোষের শ্রবণ প্রযুক্ত এবং তদ্বিষয়ে বিদ্বদনুভবের অভাব হেতু তাদৃশ উপসংহার অযুক্ত। উহার উত্তরে বক্তব্য এই ;—উপাসনাতে উপাদেয় বলিয়া স্বীকার করাই গুণসকলের উপসংহার করা। এক উপাসনাতে পঠিত গুণ সকলের অন্য উপাসনাতে চিন্তা, বস্তুত ঐ সকলের তাত্ত্বিক চিন্তন অথবা উহাদের ভাবের ধারণামাত্র ? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, উভয়ই সঙ্গত। স্বনিষ্ঠ অধিকারীর পক্ষে উহাদের চিন্তা আছে, কিন্তু একান্ত ভক্তের পক্ষে সেরূপ চিন্তা নাই ; তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল গুণের অস্তিত্ব বোধ পর্য্যন্তই যথেষ্ট। চতুর্থ পাদে স্বনিষ্ঠাদি ত্রিবিধ বিদ্যাধিকারী প্রদর্শিত হইবে। তন্মধ্যে স্বনিষ্ঠ অধিকারী সকল সকল রূপেই সমান প্রীতিবিশিষ্ট। তাঁহারা সকল আবির্ভাবেই সকল গুণের উপসংহার করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ তাঁহারা সকল আবির্ভাবেই সকল গুণ চিন্তা করিয়া থাকেন। এক ব্যক্তিতে অনেক বিরুদ্ধ গুণের চিন্তার সামঞ্জস্য হয় না, এরূপও বলা যায় না। কালভেদে বৈদূর্য্যমণির ন্যায় এক

ভেদানাং গ্রহীতুং শক্যত্বাৎ। পরিনিষ্ঠিতা নিরপেক্ষাশ্চোভয়েঽপ্যেকান্তিনো বিষমপ্রীতয়ঃ। তে হি স্বেষ্টরূপাভিব্যক্তানেব গুণান্ বিচিন্তয়ন্তি পশ্যন্তি চ। তদন্যরূপাভিব্যক্তাংস্তেভ্যোঽন্যাংস্তু তস্মিন্ সত্ত্বেন জ্ঞাতানপি ন চিন্তয়ন্তি ন চ পশ্যন্তি তেষাং তত্রানভিব্যক্তেরনভীষ্টত্বাচ্চেতি পরাধিকরণে ব্যক্তীভবিষ্যতি। যোঽন্যথেতি তু চিন্মাত্রবাদিক্ষেপকম্। কিঞ্চ

বিরুদ্ধম্। রূপভেদানাং বিলক্ষণানাং বর্ণসংস্থানানাম্। তদন্যরূপেতি। তস্মাৎ স্বেষ্টরূপাদন্যৎ রূপং যস্মিন্ তাদৃশে হরাবভিব্যক্তান্ ন তু স্বেষ্টরূপবতি তস্মিন্ ইত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ তেভ্যঃ স্বেষ্টগুণেভ্যোঽন্যান্ তস্মিন্ স্বেষ্টরূপবতি সত্ত্বেনাবগতানপি ন ধ্যায়ন্তি ন চাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ। পরাধিকরণে ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবদিত্যত্র। অয়মত্র বর্ত্তুলিতার্থো জ্ঞেয়ঃ। স্বর্গী নটো যথাতিশয়িবিদ্যাচাতুর্য্যো ভ্রূনেত্রাদিচেষ্টয়া ব্যঞ্জিতাতিবিলক্ষণাকৃতিঃ স্বস্থিতানেব বিচিত্রান্ ভাবান্ প্রদর্শয়তি তথাবিচিন্ত্যশক্তিযোগাদতিসমর্থো বিচিত্রকলানিধির্বৈদূর্য্যবদাত্মনি ব্যঞ্জিতবিবিধরূপো হরির্বিবিধান্ ধর্ম্মান্ প্রকটয়তীতি তান্ সর্ব্বাংস্তস্মিন্ স্বনিষ্ঠা ভক্তাশ্চিন্তয়ন্তি পশ্যন্তি চ। অস্মিন্ হরৌ মদিষ্টরূপিণি মদ্ভাবানুকূলা ধর্ম্মাঃ প্রকটাঃ সন্তি তৈরেব ধ্যাতৈর্মম মোক্ষঃ সেৎস্যতি কিমন্যৈঃ স্বরূপসদ্ভিরপি মদ্ভাবাননুকূলৈর্ধর্ম্মৈর্ধ্যাতৈরিতি পরিনিষ্ঠিতাদয়স্তু স্বেষ্টরূপব্যক্তানেব তান্ ধ্যায়ন্তি লভন্তে চ নাপরানিত্যর্থঃ ইতি পরাধিকরণে ব্যক্তীভবিষ্যতি। যোঽন্যথেত্যাদিবাক্যস্য গতিমাহ। নিত্যজ্ঞানাদিগুণকমাত্মানং যো বিজ্ঞানমাত্রং বেত্তি স নিন্দ্য ইত্যর্থঃ। গুণানাং ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিত্বাদ্ভাবোল্লাসকত্বাচ্চ তদ্বৎ

আবির্ভাবে রূপভেদের গ্রহণ সঙ্গতই হয়। পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ এই দুই একান্তভক্ত বিষমপ্রীতিযুক্ত, তাঁহারা নিজের অভীষ্ট দেবতাতে আবির্ভূত গুণ সকলেরই দর্শন ও তাহাদেরই চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহারা, অপরাপর আবির্ভাবে অভিব্যক্ত অপর গুণসকল তাঁহাতে আছে জানিয়াও, তাহাদের চিন্তা বা সেই সকল গুণ দর্শনও করেন না। কারণ, ঐ সকলের অভিব্যক্তি তাঁহাদিগের অনভীষ্ট। এই বিষয়টি পরবর্ত্তী অধিকরণে ব্যক্ত করা হইবে।

তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যমিতি ব্রহ্মগুণানাং মুমুক্ষুমৃগ্যত্বাভি-ধানাদানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চনেতি গুণবেদিনোঽভয়ফলোক্তেশ্চ সগুণে ব্রহ্মণি শাস্ত্রতাৎপর্য্যম্। আনুবাদিকা ব্যবহারিকাশ্চ গুণা ইতি তু কল্পনৈব। মানান্তরা-

তচ্চিন্তনমাবশ্যকমিতি দর্শিতম্। অতস্তত্র শাস্ত্রতাৎপর্য্যং স্থাপয়তি কিঞ্চেতি। তস্মিন্নিতি। দহরাখ্যে ব্রহ্মণি যদপহতপাপ্মত্বাদিগুণবৃন্দমন্তস্তদভিন্নতয়াস্তি তদন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। আনন্দমিতি। ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধিনমানন্দং ধর্ম্মভূতং তদ্বিদ্বান্ জনঃ কুতশ্চন কালকর্ম্মাদের্ন বিভেতি বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র তাৎপর্য্যাভাবে গুণবিষয়াণি সাদরবচাংসি ব্যাকুপ্যেয়ুঃ। সভাপর্ব্বণি ভীষ্মঃ। জ্ঞানবৃদ্ধা ময়া রাজন্ বহবঃ পর্য্যুপাসিতাঃ। তেষাং গুণবতাং শৌরেরহং গুণবতো গুণান্॥ সমাগতানামশ্রৌষং বহূন্ বহুমতান্ সতাম্। গুণৈরন্যানতিক্রম্য হরিরর্চ্চ্যতমো মত ইতি। কর্ণপর্ব্বণি চ সঃ। বর্ষাযুতৈর্যস্য গুণা ন শক্যা বক্তুং সমেতৈরপি সর্ব্বলোকৈঃ। মহাত্মনঃ শঙ্খচক্রাসিপাণের্বিষ্ণোর্জিষ্ণোর্বসুদেবাত্মজস্যেতি। মাৎস্যে চ। যথা রত্নানি জলধেরসংখ্যেয়ানি পুত্রক। তথা গুণা হ্যসংখ্যেয়া অনন্তস্য মহাত্মন ইতি। বারাহে চ। চতুর্ম্মুখায়ুর্যদি কোঽপি বক্তা ভবেন্নরঃ ক্বাপি বিশুদ্ধচেতাঃ। স তে গুণানামযুতৈকমংশং বদেন্ন বা দেববর প্রসীদেত্যাদীনি। যত্তু কেবলাদ্বৈতিনো বদন্তি আনুবাদিকা ব্যবহারিকাশ্চ গুণা ইতি। অস্যার্থঃ। দেবেষু মহর্ষিষু পার্থিবেষু চোগ্রপুণ্যেষ্বপহতপাপ্মত্বাদয়ো গুণাঃ প্রসিদ্ধাঃ সন্তি। তান্ শ্রুতির্ব্রহ্মণ্যনুবদতি ন তু বস্তুতস্তত্র বিধত্তে। নির্গুণে এব ব্রহ্মণ্যনির্ব্বচনীয়য়া মায়য়া যোগান্মহদহঙ্কারাদিরচনয়া জগদ্ব্যবহারে প্রবৃত্তে সতি জগদীশ্বরে তস্মিন্ মায়িকাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বসত্যসঙ্কল্পত্বাদয়ো গুণা ভবন্ত্যধ্যস্তা ইত্যুভয়থাপ্যবাস্তবাস্তে

আরও, 'উপাস্যদেবতার যে সকল গুণ আছে, সেই সকলই অন্বেষ্টব্য' এইরূপ অভিধান হেতু মুমুক্ষু ব্যক্তি তাদৃশ উপাদেয় গুণ সকলই অভিধ্যান করিবেন। 'ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইলে, কুত্রাপি ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।' এইরূপে গুণবেত্তার অভয়ফলের উক্তি সগুণ ব্রহ্মেই শাস্ত্রতাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছে। গুণের আনুবাদিক ও ব্যবহারিক ভেদ কাল্পনিক অর্থাৎ নির্গুণবাদীরা ব্রহ্মে

প্রাপ্তানামনুবাদাসম্ভবাৎ ব্যবহারিকপদাদর্শনাচ্চ। বাচং ধেনুমুপাসীতেত্যাদিবদুপাসনায়ৈ গুণাঃ কল্প্যা ইতি চ দুর্ধীরেব। তথা সত্যাত্মেত্যেবোপাসীতেত্যত্রাপি তদাপত্তেঃ। আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ব্যতিহারে বিশিংষন্তি হীতরবদিত্য-

---

ইতি। তদিদং পরিহরতি। ইতি তু কল্পনৈবেতি। স্বকপোলকল্পনৈবেয়ং ন তু শাস্ত্রসিদ্ধেত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্মানান্তরেতি। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরেণ প্রাপ্তস্যার্থস্যানুবাদো দৃষ্টঃ। ন চ ব্রহ্মগুণাস্তেন প্রাপ্তাঃ কিন্তুপনিষদৈবাতস্তেষাং নানূদ্যতা শক্যা ভণিতুম্। স্ফুটমন্যৎ। বাচমিতি। বাচি ধেনুত্বকল্পনং নির্গুণে গুণিত্বকল্পনং চিন্তার্থঃ। দুর্ধীরিতি দুষ্টা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। ধেনুবদ্বাচ্যপি মনোরথপূরকত্বস্য গুণস্য সত্বাদিত্যাশয়ঃ। তথা সতীতি। উপাসনায়ৈ গুণানাং কল্পিতত্বে সতীত্যর্থঃ। তদাপত্তেরাত্মত্বস্য কল্প্যতাপত্তেরিত্যর্থঃ। আনন্দাদয় ইতি। কেবলাদ্বৈতিভিরেতস্মিন্ সূত্রে আনন্দাদীনাং ধর্ম্মাণামুপাস্যত্বং ভাষিতম্। ব্যতিহারে বিশিংষন্তীতি সূত্রে জীবেশাভেদস্য চোপাস্যত্বং ভাষিতম্। তে স চ তাত্ত্বিকা এবেতি স্বীকার্য্যাঃ। তথা চাত্মত্বস্যোপাসনার্থং কল্পিতত্বেন ব্রহ্মণোঽনাত্মত্বম্ আনন্দরূপত্ববিজ্ঞানঘনত্বাদের্গুণগণস্য জীবব্রহ্মাভেদস্য চোপাস্যস্য তাত্ত্বিকত্বাস্বীকারে তস্য দুঃখরূপত্বং জড়রূপত্বঞ্চ জীবাভিন্নত্বঞ্চোপপদ্যেত। অনিষ্টঞ্চৈতত্তেষামিতি। তস্মাদ্গুণবদেব ব্রহ্মোপাস্যমিতি সুষ্ঠু প্রতিজ্ঞাতম্।

আনুবাদিক ও ব্যবহারিক, গুণের এই দুইটি কাল্পনিক ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলত যাহার একটি ভিন্ন মানান্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহার অনুবাদও সম্ভব হয় না। ব্যবহারিক পদের ত কথাই নাই; উহা শাস্ত্রেই দেখা যায় না, অতএব উক্ত মত হেয়। তথাপি 'বাক্যরূপ ধেনুর উপাসনা করিবে,' ইত্যাদি স্থল দেখিয়া, উপাসনার্থ গুণের কল্পনা, যাঁহারা স্বীকার করেন, সেই অভেদকল্পনাবাদীরা নিতান্ত অজ্ঞ। ঐ প্রকার কল্পনা স্বীকার করিতে হইলে, 'আত্মারই উপাসনা করিবে,' ইত্যাদি স্থলেও গুণের কল্পনা করিতে হয়। 'প্রধানের ব্যতিহারে অর্থাৎ আনন্দের সহিত জড়ের ব্যতিহারে জীবের ন্যায় আনন্দাদি পরমেশ্বরে বিশেষ হয়।' এই সূত্রে জীব হইতে অভিন্ন আনন্দরূপ

ত্রানন্দাদের্জীবেশাভেদস্য চোপাস্যত্বেঽপি তাত্ত্বিকত্বস্বীকারাচ্চ। নির্গুণবাক্যন্তু প্রাকৃতগুণনিষেধকমিত্যুক্তম্। গুণানাং গুণ্যভেদাভ্যুপগমাচ্চ ন কিঞ্চিচ্চোদ্যম্। ধ্যেয়া গুণা দ্বেধা বোধ্যাঃ। অঙ্গিনিষ্ঠত্বাদঙ্গনিষ্ঠত্বাচ্চেতি স্ফুটীভাবি। তত্রাদৌ গুণোপসংহারসিদ্ধয়ে ভগবতঃ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং নিগদ্যতে। তথাহি নিখিলানি সাধনবাক্যান্যত্র বিষয়ঃ। তত্র স্বশাখোক্তৈঃ সাধনৈর্ব্রহ্ম বেদ্যমুত সর্ব্বশাখোক্তৈস্তৈরিতি সংশয়ে প্রতিশাখমর্থভেদাৎ স্বশাখোক্তৈস্তৈরিতি প্রাপ্তে—

নন্থ ব্রহ্মনৈর্গুণ্যবাদিবাক্যানাং কা গতিরিতি চেত্তত্রাহ নির্গুণেতি। এষ আত্মেত্যাদিশ্রুতৌ পাপ্মাদিষট্কং প্রতিষিধ্য সত্যকামাদিদ্বয়স্য বিধানাদিতি ভাবঃ। নন্থ স্বরূপোপাসনাপেক্ষয়া গুণোপাসনস্য গৌণ্যমিতি চেত্তত্রাহ গুণানামিতি। কিঞ্চ ধ্যেয়া ইতি। অঙ্গিনিষ্ঠাঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদয়ঃ অঙ্গনিষ্ঠাঃ স্মিতাবলোকাদয়ঃ। ইত্থং পীঠিকা ব্যাখ্যাতা। পূর্ব্বত্র শ্রীহরেরেব সর্ব্বফলদত্বং যদুক্তং তন্ন যুক্তম্। নির্গুণস্য তস্য বস্তুতো দাতৃত্বাদিগুণাভাবাদিত্যাক্ষিপ্য তস্যৈব তদ্দাতৃত্বং সর্ব্বেষু বেদেষু তথোদ্গীয়মানত্বাদিতি সমাধানাৎ পূর্ব্বন্যায়েনাস্য ন্যায়স্যাক্ষেপলক্ষণা সঙ্গতিঃ। তত্রাদাবিত্যাদি। ভগবতঃ সর্ব্ববেদবোধ্যত্বে সিদ্ধে

ব্রহ্মের উপাস্যত্ব বলিলেও ঐ উপাসনার তাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। উহাকে কাল্পনিক গুণের কাল্পনিক উপাসনা বলা হয় নাই। নির্গুণবাক্য প্রাকৃতগুণনিষেধপর, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐ সকল গুণ গুণী হইতে ভিন্ন নহে; সুতরাং সগুণ বিষয়ে আর কিছুই বক্তব্য থাকে না। চিন্তনীয় গুণ সকল দ্বিবিধ;—অঙ্গিনিষ্ঠ ও অঙ্গনিষ্ঠ, ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে প্রথমত গুণোপসংহারসিদ্ধির নিমিত্ত ভগবানের সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব উক্ত হইতেছে। এই স্থলে স্বশাখোক্ত সাধন দ্বারাই ব্রহ্ম বেদ্য হইবেন কি সর্ব্বশাখোক্ত সাধন দ্বারা, এই প্রকার সংশয়ে, পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, প্রত্যেক শাখারই অর্থভেদপ্রযুক্ত স্বশাখোক্ত সাধন দ্বারাই তিনি বেদ্য হউন। তদুত্তরে সূত্র করিতেছেন;—

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১ ॥

ইহান্তশব্দো নিশ্চয়ার্থঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্ত ইত্যত্র তথা প্রত্যয়াৎ। সর্ব্ববেদনির্ণয়োৎপাদ্যজ্ঞানং ব্রহ্ম। কুতঃ চোদনেতি। আদিশব্দাদ্‌যুক্তির্গৃহ্যতে। আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যাদিবিধেস্তদুক্তযুক্তেশ্চ সর্ব্বত্র সাম্যাৎ। যথা মাধ্যন্দিনানাং বিধিরেষ দৃষ্টস্তথা কাণ্বানাঞ্চ ॥ ১ ॥

নন্বু ক্বচিদ্বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি ক্বচন যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিত্যেবং প্রতিশাখমর্থভেদান্নৈকাধিকারিবিষয়াঃ সর্ব্বশাখাঃ স্যুরিতি চেত্তত্রাহ।

ভেদাদিতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ২ ॥

সর্ব্বশাখোক্তানাং ধর্ম্মাণাং তদুপাসনে স্যাদুপসংহার ইতি সর্ব্ববেদবোধ্যতা প্রথমং প্রদর্শ্যতে। তথাহীতি। সাধনবাক্যানি শ্রবণমননাদিপ্রতিপাদকানি।

সর্ব্ববেদান্তেতি। ইহান্তেতি। অন্তঃ স্বরূপে নিকটে প্রান্তে নিশ্চয়নাশয়োরিতি হৈমঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ১ ॥

সর্ব্ববেদনির্ণয়োৎপাদ্য জ্ঞানই ব্রহ্ম। কারণ, বিধিবাক্য সর্ব্বত্রই একরূপ। বেদান্তের অন্তশব্দ এই স্থলে নিশ্চয়ার্থক। "উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তঃ" এই স্থলে অন্তশব্দের ঐরূপ অর্থই দৃষ্ট হয়। সূত্রোক্ত আদি-শব্দ দ্বারা যুক্তিরও গ্রহণ হইয়াছে। 'আত্মাকেই উপাসনা করিবে,' ইত্যাদি বেদবাক্যে যে বিধি ও যুক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে, সর্ব্বত্রই তাহার সাম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কি মাধ্যন্দিন কি কাণ্ব কোথাও ভেদ নাই। অতএব নিখিল বেদে যে জ্ঞানের নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্ম, ইহা স্থির হইল ॥ ১ ॥

কোথাও ব্রহ্মকে বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ, কোথাও বা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, এইরূপ বলিয়াছেন। তাহাতে প্রতিশাখায় অর্থভেদ দেখা যাইতেছে। অতএব সকল শাখা এক অধিকারীর পক্ষে, এরূপ বলা না হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতেছেন ;—

মৈবম্। একস্যামপি শাখায়াম্ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দো ব্রহ্মেত্যাদিদর্শনাৎ। তথাচ সর্ব্বত্র তৈস্তৈঃ শব্দৈরেকমেব ব্রহ্মস্বরূপমভিহিতম্ অতো ন বিরোধঃ ॥ ২ ॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ ॥ ৩ ॥

স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি বিধেস্তথাত্বেন সর্ব্বসাধারণ্যেন প্রবৃত্তেঃ বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ। সরহস্যো দ্বিজন্মনেতি স্মৃতেশ্চ। সমাচারে সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি সত্যাং শক্তৌ সর্ব্বেষামধিকারাচ্চ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ। সর্ব্ববেদোক্তমার্গেণ কর্ম্ম ...ত নিত্যশঃ। আনন্দো হি ফলং যস্মাচ্ছাখাভেদো

ভেদাদিতি। তথাচ সর্ব্বত্রেতি। ক্বচিৎ স্বরূপপ্রাধান্যেন ক্বচিত্তু বিশেষপ্রাধান্যেনেতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

স্বাধ্যায়স্যেতি। স্বাধ্যায়ো বেদঃ সোঽধ্যেতব্য ইতি বিধেরিত্যর্থঃ। বেদ ইতি মনুঃ। সমাচারে সম্যগাচারে সমগ্রে কর্ম্মণীত্যর্থঃ। আনন্দো হীতি চিত্তশুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মানন্দস্যাপি কর্ম্মফলত্বাৎ ॥ ৩ ॥

অর্থভেদ প্রযুক্ত অধিকারভেদ স্বীকার করা যায় না; কারণ, একই শাখাতেও ঐপ্রকার অর্থভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। একই শাখাতে কোথাও সত্যজ্ঞান-অনন্ত-স্বরূপ কোথাও বা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন। একশাখানিষ্ঠ পুরুষ সকল যেরূপ তৎশাখাগত ভেদের মীমাংসা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সর্ব্ব-শাখাগত ভেদেরও মীমাংসা করিতে হইবে। সকল শাখাতেই একই ব্রহ্মস্বরূপ অভিহিত হইয়াছে। অতএব কোনই বিরোধ নাই ॥ ২ ॥

স্বাধ্যায়ের তথাত্ব ও সমাচারে অধিকার প্রযুক্ত ঐরূপই মীমাংসা করিতে হইবে। 'স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিবে,' এই বিধি, সকল বেদের অধ্যয়নেই প্রযুক্ত হইয়াছে। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, দ্বিজাতি রহস্যের সহিত সমগ্র বেদই অধ্যয়ন করিবেন। আচারসম্বন্ধেও ঐরূপ বিধি। শক্তি অনুসারে সকল কর্ম্মেই অধিকার দৃষ্ট হয়। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, সকল বেদোক্ত মার্গ দ্বারাই নিত্য কর্ম্ম করিবে। কি অধ্যয়ন, কি ক্রিয়া, সকলেরই আনন্দই একমাত্র ফল।

হ্যশক্তিজঃ। সর্ব্বকর্ম্মকৃতৌ যস্মাদসক্তাঃ সর্ব্বজন্তবঃ। শাখা-ভেদং কর্ম্মভেদং ব্যাসস্তস্মাদচীকৃপদিতি। তথাচ সর্ব্ব-শাখোক্তৈঃ সাধনৈর্ব্রহ্ম বেদ্যং সত্যাং শক্তাবিতি স্থিতম্ ॥৩॥

ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তমাহ।

সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৪ ॥

সবাঃ সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনপর্য্যন্তা হোমবিশেষাঃ যথাথর্ব্বণিকানামেব নিয়ম্যন্তে তদুক্তৈকাগ্নিসম্বন্ধাৎ এবং ব্রহ্মোপাসনা সার্ব্ববৈদ্যানামিতি। সলিলবচ্চেতি পাঠে তু যথা প্রতিবন্ধাভাবে সর্ব্বাণি সলিলানি সমুদ্রং প্রয়ান্তি তথা

সববচ্চেতি। সবাঃ সপ্তহোমাঃ সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনান্তাঃ। তে হি শাখান্তরোক্তত্রেতাগ্ন্যসম্বন্ধাদথর্ব্বোক্তৈকাগ্নিসম্বন্ধাচ্চৈকাগ্নীনামাথর্ব্বণিকানাং যথানুষ্ঠেয়াস্তথা ব্রহ্মোপাসনা সার্ব্ববৈদ্যানামিতি দৃষ্টান্তোঽয়ং ব্যতিরেকী বোধ্যঃ। সর্ব্ববেদানধীয়তে সর্ব্ববেদাঃ সর্ব্বাদেঃ স্বাদেশ্চ লুগ্‌বক্তব্য ইতি ঠকো লুক্। তস্মাচ্চাতুর্ব্বর্ণ্যাদিত্যাদিত্বাৎ স্বার্থে ষ্যঞ্। সর্ব্ববেদাধ্যায়িনামিত্যর্থঃ। সলিল-

---

তবে যে শাখাভেদ বা অধিকারভেদ দৃষ্ট হয়, সে কেবল শক্তি না থাকার পক্ষেই জানিতে হইবে। সকল শাখা ও সকল কর্ম্মেই সকলেরই অধিকার আছে। তবে অশক্তের জন্যই শাখাভেদ ও ক্রিয়াভেদের কল্পনা করিয়াছেন। অতএব যাঁহার শক্তি আছে, তিনি সকল শাখাতে উক্ত সকল সাধন দ্বারাই ব্রহ্মকে জানিবেন, ইহাই স্থির হইল ॥ ৩ ॥

ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন ;—

সবের ন্যায় ঐ নিয়ম জানিতে হইবে। সৌর্য্য হইতে শতৌদন পর্য্যন্ত সপ্ত হোমবিশেষের নাম সব। অথর্ব্বশাখোক্ত একাগ্নিসম্বন্ধ প্রযুক্ত আথর্ব্বণিকদিগের যেরূপ নিয়ম, তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসনাতেও সকল বেদেরই বিধি জানিতে হইবে। কোন কোন পুস্তকে 'সববৎ' এই স্থলে 'সলিলবৎ' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। উহার অর্থ এই—যেরূপ প্রতিবন্ধাভাবে সকল সলিলই সমুদ্রে গমন করে,

সর্ব্বাণ্যপি বচাংসি ব্রহ্মাবেদয়ন্তীতি নিয়মঃ শক্ত্যপেক্ষয়া। যথা নদীনাং সলিলং শক্ত্যা সাগরতাং ব্রজেৎ। এবং সর্ব্বাণি বাক্যানি পুংশক্ত্যা ব্রহ্মবিত্তয়ে ইতি স্মরণাৎ ॥ ৪ ॥

বাচনিকমাহ।

দর্শয়তি চ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তীতিশ্রুতিঃ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং শ্রীহরের্দর্শয়তি। চশব্দঃ সত্যাং শক্তাবিত্যাহ। তথাচ শক্তৈঃ সর্ব্বশাখোক্তৈঃ সাধনৈর্ব্রহ্মোপাস্যম্ অশক্তৈস্তু স্বশাখোক্তৈস্তৈরিতি সর্ব্ববেদবেদ্যং তৎ। যদ্যপি তত্তু সমন্বয়াদিত্যনেনৈতৎ প্রাগ্বর্ণিতং তথাপ্যত্র গুণোপসংহারোপযোগায়

বচ্চেতি তত্ত্ববাদিনাং পাঠঃ। যথা নদীনামিত্যাগ্নেয়বাক্যম্। বাক্যানি বেদবচাংসি ॥ ৪ ॥

বাচনিকমিতি সর্ব্ববেদবেদ্যত্বমিত্যর্থঃ।

দর্শয়তীতি। যদ্যপীতি। এতৎ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বম্ ॥ ৫ ॥

তদ্রূপ সকল বেদবাক্য ব্রহ্মজ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়। নিয়ম শক্তির অপেক্ষাতেই জানিতে হইবে। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, নদী সকলের জল যেরূপ শক্তি অনুসারে সাগরে মিলিত হয়, তদ্রূপ নিখিল বেদবাক্যই পুরুষের শক্তি অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞানে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

তদ্বিষয়ে বাচনিক প্রমাণও প্রয়োগ করিতেছেন। বেদেও ঐরূপ বাক্য সকল দৃষ্ট হয়। 'সকল বেদ যাঁহার পদ ব্যক্ত করেন,' ইত্যাদি শ্রুতি সকলও শ্রীহরির সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 'চশব্দ' দ্বারা 'শক্তি সত্ত্বে', ইহাই বোধ করাইতেছে। অতএব শক্তি থাকিলে, মনুষ্য সর্ব্বশাখোক্ত সাধন দ্বারাই ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। আর যাঁহারা অশক্ত, তাঁহারা কেবল স্বশাখোক্ত সাধন দ্বারাই তাঁহার উপাসনা করিবেন। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্ববেদবেদ্য, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই সূত্রে যদিও ইতিপূর্ব্বে ঐ বিষয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তথাপি এই স্থলে গুণোপসংহারের উপযোগার্থই

বিধান্তরেণ প্রপঞ্চিতম্। স্থৈর্য্যফলকত্বাচ্চ পৌনরুক্তং ন দোষঃ ॥ ৫ ॥

যদর্থং সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং সমর্থিতং তমিদানীং গুণোপসংহারং দর্শয়তি। তথাহি। অথর্ব্বশিরঃসু কচিদ্‌গোপরূপং তমালশ্যামলং পীতবাসঃকৌস্তুভপিঞ্ছাবতংসং বংশকমনীয়ং গোগোপগোপীবিশিষ্টং গোকুলাধিদৈবতং ব্রহ্মস্বরূপং পঠ্যতে। তদু হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভমিত্যাদিনা। কচিজ্জানকীমণ্ডিতবামভাগং কোদণ্ডকরং দশাস্যাদিরক্ষোঘ্নমযোধ্যাধিপং তৎ পঠ্যতে। প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসা জটাধরঃ। দ্বিভুজঃ কুণ্ডলী রত্নমালী ধীরো ধনুর্দ্ধর ইত্যাদিনা। কচিদতিকরালবক্ত্রং বিত্রাসিতদ্রুহি-

যদর্থমিত্যাদি। পূর্ব্বন্যায়েন সর্ব্ববেদবেদ্যত্বে হরেঃ সিদ্ধে তস্যোপাসনে সর্ব্বে গুণা উপসংহার্য্যাঃ স্যুরিত্যনয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবং সঙ্গময়তি যদর্থমিতি। তদু হেতি শ্রীগোপালোপনিষদি। হৈরণ্যো ব্রহ্মা। প্রকৃত্যেতি শ্রীরামোপনিষদি। প্রকৃত্যা সীতয়া। শ্যামো দূর্ব্বাদলবৎ। জটাধর ইতি বনবাসকালিকমেতদ্বোধ্যম্। অথ

উহা প্রকারান্তরে পুনর্ব্বার প্রপঞ্চিত হইল। এতদ্দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে বলিয়া পুনরুল্লেখ দোষের নিমিত্ত হইল না ॥ ৫ ॥

যে কারণে ব্রহ্মের সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব সমর্থিত হইল, এক্ষণে সেই গুণোপসংহারই প্রদর্শিত হইতেছে। অথর্ব্বশিরোপনিষদে গোপরূপ, তমালশ্যামল, পীতবসন, কৌস্তুভপিচ্ছাবতংস, বংশীধারী, গো-গোপ-গোপী-পরিবৃত, গোকুলাধিদৈবত ব্রহ্মস্বরূপ পঠিত হয়। ব্রহ্মাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম গোপবেশধারী ও নবনীরদনীলবর্ণ। কোথাও বা ঐ ব্রহ্মই জানকীমণ্ডিতবামভাগ, কোদণ্ডকর, দশাননাদি রাক্ষসগণের নিহন্তা, অযোধ্যাধিপতি, প্রকৃতিমণ্ডিত, শ্যামলকান্তি, পীতবসন, জটাধারী, দ্বিভুজ, কুণ্ডলবিভূষিত, রত্নমালাবিরাজিত, ধীর ও ধনুর্দ্ধর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। অন্য কোন স্থানে তিনিই আবার করালবদন,

ণাদিকং নৃসিংহবপুস্তৎ পঠ্যতে। তন্মন্ত্রস্থভীষণপদব্যাখ্যানে অথ কস্মাদুচ্যতে ভীষণমিতি। যস্মাদ্‌যস্য রূপং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভীত্যা পলায়ন্তে স্বয়ং যতঃ কুতশ্চিন্ন বিভেতি। ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইত্যনেন। ঋচি তু ত্রিবিক্রমরূপং পঠ্যতে। বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রাবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যো অস্কম্ভয়-দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায় ইতি। অত্র দ্রব্যদেবতা-ভেদাৎ যাগভেদবৎ গুণভেদাদুপাসনানি ভিন্নানীতি প্রতী-য়তে। ইহ সংশয়ঃ। একস্মিন্নুপাসনে শ্রুতা গুণাঃ পরস্মিন্নুপ-

কস্মাদিতি নৃসিংহোপনিষদি। যস্মাদিতি। যস্য নৃসিংহস্য রূপং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। স্বয়-মিতি। নৃসিংহ ইত্যর্থঃ। ভীষা ভীত্যা। বিষ্ণোরিতি। কমিতি ক ইত্যর্থঃ। প্রাবোচমিত্যত্রাড়াগমাভাবশ্ছান্দসঃ। বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি কঃ প্রকর্ষেণাবোচ-দিত্যর্থঃ। যঃ পার্থিবান্যপি রজাংসি বিমমে গণিতবান্ সোঽপি যো বিষ্ণুস্ত্রেধা বিচক্রমাণঃ ত্রিবিক্রমং কুর্ব্বন্ উত্তরমূর্দ্ধলোকম্ অস্কম্ভয়ৎ অবষ্টব্ধবান্। কীদৃশং সধস্থং নিখিলদেবসহিতং তিষ্ঠন্তীতি স্থা দেবাঃ সহশব্দস্য সধাদেশঃ তৈঃ

ব্রহ্মাদিরও ভয়দ নৃসিংহরূপেই উক্ত হইয়াছেন। নৃসিংহমন্ত্রস্থিত ভীষণ-পদ-ব্যাখ্যানে, ব্রহ্ম কি নিমিত্ত ভীষণরূপে উক্ত হইয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, যাঁহার রূপ দর্শন করিয়া সকল লোক সকল দেবতা সকল ভূত ভয়ে পলায়ন করেন; যিনি কাহাকেও ভয় করেন না; যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়; যাঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়; যাঁহার ভয়ে ইন্দ্র, চন্দ্র ও মৃত্যু ধাবিত হয়; তিনি অবশ্যই ভীষণমূর্ত্তি হইবেন। কোথাও বা তাঁহার ত্রিবিক্রম বামন রূপ পঠিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুর বীর্য্য কে নির্দ্দেশ করিতে পারে? যিনি পার্থিব রজঃ-সমূহের গণনায় কুশল, তিনিও, পাদ দ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ও অন্তরীক্ষ আক্র-মণকারী সেই বিষ্ণুর বীর্য্যের ইয়ত্তা করিতে পারেন না। দ্রব্য ও দেবতার ভেদে যোগভেদের ন্যায় গুণভেদে উপাসনারও ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে।

সংহার্য্যা ন বেতি। একত্র পঠিতৈর্গুণৈর্বিদ্যোপকারকত্ব-সম্ভবাদিতরত্রোক্তাস্তে নোপসংহার্য্যাঃ ফলানতিরেকাদ্বিরো-ধাচ্চেতি প্রাপ্তে।

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৬ ॥

চশব্দোঽবধারণে। উপাসনে সমানে সতি শুদ্ধব্রহ্মৈক-বিষয়ত্বেন তুল্যরূপ এব সত্যেকত্রোক্তানাং গুণানাম্ ইতর-ত্রোপসংহারঃ কার্য্যঃ। কুতঃ অর্থাভেদাৎ। অর্থস্য ব্রহ্মলক্ষণ-স্যোপাস্যস্য সর্ব্বত্রাভেদাদৈক্যাৎ। অত্র দৃষ্টান্তো বিধীতি। বিধিশেষাণামগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মাণাং ক্বচিদুক্তানামন্যত্রানুক্তানাঞ্চ তেষাং যথা ভবেদুপসংহারস্তদেবেদমগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্ব্ব-

সহিতং সত্যলোকপর্য্যন্তমূর্দ্ধলোকমিত্যর্থঃ। একস্মিন্নিতি। একশাখোক্তোপা-সনে কতিপয়গুণবতি শাখান্তরোক্তাধিকগুণানামুপসংহারঃ কার্য্যো ন বেত্যর্থঃ।

উপসংহার ইতি। একত্রেতি। যত্রোপাসনে যাবন্তো গুণাঃ পঠিতাস্তাবদ্ভি-রেব তৈর্মোক্ষফলসিদ্ধের্নেতরে গুণাস্তত্রোপসংহার্য্যা ইত্যর্থঃ। বিধিশেষেতি। অগ্নিহোত্রস্য সর্ব্বত্রৈক্যাৎ তচ্ছেষাণাং যথোপসংহারস্তথা হরেঃ সর্ব্বত্রৈক্যাত্তদ্-

এই স্থলে সংশয় এই—এক উপাসনায় শ্রুত গুণ সকল অপর উপাসনায় গ্রাহ্য হইবে কি না। এক স্থানে পঠিত গুণ দ্বারাই বিদ্যার উপকার সম্ভব হয়, সুতরাং অন্যত্র উক্ত গুণের উপসংহার প্রয়োজন হয় না। ফলের অনতিরেক ও গুণের বিরোধই ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে। এই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনার্থ পর-সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ;—

অর্থের অভেদ বশত উপাসনা সমান হইলে, বিধিশেষের ন্যায় উপসংহার কর্ত্তব্য। একমাত্র শুদ্ধব্রহ্মবিষয়ক উপাসনা অবশ্য তুল্য। উপাসনার তুল্যত্বে উপসংহার কর্ত্তব্যই হইতেছে। উপাস্য ব্রহ্ম একই ; উপাস্য যদি এক হইলেন, তাহা হইলে, উপাসনাও তুল্যই হইল, সুতরাং গুণের উপসংহারে কোন দোষই হইল না। বিধিশেষই উহার দৃষ্টান্ত। যেরূপ সর্ব্ববেদোক্ত অগ্নিহোত্র কোনস্থলে উল্লিখিত না হইলেও তাহার উপসংহার কর্ত্তব্য হয়, তদ্রূপ অনুল্লিখিত গুণ

ত্রেতি তদ্বৎ। অথর্ব্বশিরসি যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যে মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারা ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নম ইতি শ্রীরামচন্দ্রে মৎস্যাদিরূপত্বমুপসংহৃতম্। একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীতি শ্রীকৃষ্ণে রামাদিত্বম্। নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চেত্যাদ্যা স্মৃতিরপ্যেবমাহ। ইত্থমন্যত্র চান্যৎ॥৬॥

নন্বাত্মেত্যেবোপাসীতেত্যাদিবাক্যাদন্যথাত্বমুপসংহারস্য প্রতীতমিতি চেত্তত্রাহ।

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ॥ ৭॥

অন্যথাত্বং গুণোপসংহারাভাবঃ স চাত্মেত্যেবেতি বাক্যাৎ প্রতীয়তে ইতি চেন্ন। কুত অবিশেষাৎ। এতে গুণা নোপাস্যা ইতি বিশেষবচনাভাবাৎ। এবং সত্যেবকারো-

---

গুণানাং স ইত্যর্থঃ। একোঽপীতি। বহুধা শ্রীদাশরথিনৃহরিবরাহাদিরূপেণেত্যর্থঃ। নমস্ত ইতি শ্রীদশমেঽক্রূরোক্তিঃ। ইত্থমিতি। অন্যত্র গ্রন্থান্তরেষ্বন্যদেবংজাতীয়বচনমন্বেষণীয়ং গ্রাহ্যঞ্চেত্যর্থঃ॥ ৬॥

সকলও উপসংহার্য্যই হইতেছে। অথর্ব্বোপনিষদে 'যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার, তাঁহাকে নমস্কার,' এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। এই স্থলে শ্রীরামচন্দ্রে মৎকূর্ম্মাদিরও উপসংহার হইতেছে। 'যিনি এক হইয়াও বহুধা প্রকাশিত হয়েন,' এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরামাদিত্ব উপসংহৃত হইতেছে। 'রঘুকুলশিরোমণি রামচন্দ্রকে নমস্কার', ইত্যাদি স্মৃতিতেও ঐরূপই বলিয়াছেন। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে॥ ৬॥

'আত্মারই উপাসনা করিবে,' ইত্যাদি বাক্য হইতে উপসংহারের অন্যথাত্ব প্রতীত হউক, এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন;—

'আত্মারই উপাসনা করিবে,' ইত্যাদি বাক্য হইতে উপসংহারের অন্যথাত্ব প্রতীত হয় না। কারণ, তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ বচনই দৃষ্ট হয় না। অন্যথাত্ব শব্দের অর্থ গুণোপসংহারাভাব। বিশেষ বচন বলিতে, 'গুণ উপাস্য' এইরূপ বাক্য। 'আত্মাকেই উপাসনা করিবে,' এই বাক্য হইতে গুণের উপসংহার নিষিদ্ধ

হ্প্যনাত্মত্বমেব নিবর্ত্তয়তি ন তু গুণান্তরাণি। ন হি রাজৈব দৃষ্ট ইত্যুক্তৌ তদীয়ং ছত্রাদি ব্যাবর্ত্ত্যতে। তস্মাদ্‌যথাশক্তি গুণাশ্চিন্ত্যা ইতি সিদ্ধস্তদুপসংহারঃ। ইদমুক্তং ভবতি। পরস্মিন্ ব্রহ্মণি বৈদূর্য্যবদনাদিসিদ্ধানি বহূনি রূপাণি সন্তি। তত্তদ্রূপবিশিষ্টং তৎ পূর্ণং শুদ্ধঞ্চ ভবতি। ক্বচিৎ কৃৎস্নান্ গুণান্ প্রকটয়তি ক্বচিত্ত্বকৃৎস্নানিতি তত্ত্ববিৎ তৎসর্ব্বরূপে তস্মিন্ যত্র ক্বাপি পঠিতান্ গুণান্ বিচিন্তয়েদিতি স্বনিষ্ঠস্য তদুপসংহারো নিরূপিতঃ॥ ৭॥

অথৈকান্তিনোঽধীতবহুশাখা অপি পরিশীলিতস্বেষ্টোপনিষদস্তদ্ব্যক্তানেব গুণান্ ধ্যায়ন্তি ন তু জ্ঞাতানপ্যন্যানিতি

অন্যথাত্বমিতি। আত্মেত্যেবেতি। আত্মত্বেনৈবেত্যর্থঃ। ইতি তত্ত্ববিৎ ঈদৃশং তত্ত্বং জানন্। তৎসর্ব্বরূপে তানি সর্ব্বাণি রূপাণি বর্ণসংস্থানানি যস্মিংস্তাদৃশে॥ ৭॥

হইতেছে না। কারণ, গুণোপসংহারের নিষেধসূচক কোন বাক্যই বেদে দৃষ্ট হয় না। অতএব "আত্মেত্যেব" এই স্থলের 'এব' শব্দ অনাত্মবস্তুরই নিবর্ত্তন করিতেছেন; গুণান্তরের নহে। রাজাই দৃষ্ট হইতেছেন বলিলে, রাজকীয় ছত্রাদি দৃষ্ট হইতেছে না, এরূপ বুঝায় না। অতএব যথাশক্তি গুণের উপসংহার অর্থাৎ চিন্তা করিবে, এই সিদ্ধান্তই স্থির হইতেছে। এতদ্দ্বারা উক্ত হইতেছে যে, পরব্রহ্মে বৈদূর্য্যমণির ন্যায় যুগপৎঅনাদিসিদ্ধ অনন্ত রূপ বিদ্যমান আছে। তিনি ঐ সকল রূপ বিশিষ্ট হইয়াও নিজ শুদ্ধ পূর্ণস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কোথাও সমস্ত গুণই প্রকাশ করেন, কোথাও বা কয়েকটিমাত্র গুণ প্রকাশ করেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বরূপ সেই উপাস্য ভগবানে সর্ব্বশাখোক্ত সকল গুণই চিন্তা করিবেন। এই স্বনিষ্ঠের গুণোপসংহার নিরূপিত হইল॥ ৭॥

একান্ত ভক্ত সকল বহুশাখা অধ্যয়ন করিয়াও নিজের ইষ্ট উপনিষদ সকলের অনুশীলন পূর্ব্বক তত্তদ্ব্যক্ত গুণ সকলেরই ধ্যান করিয়া থাকেন; তাঁহার

পূর্ব্বাপবাদেনারভ্যতে। ইহ শ্রীগোপালাদিতাপন্যো বিষয়ঃ। তত্রৈবং সন্দেহঃ। একান্ত্যুপাসনে সর্ব্বগুণোপসংহারঃ স্যান্ন বেতি। সম্ভবতি সামর্থ্যে শ্লাঘ্যত্বাৎ স্যাদেবেতি প্রাপ্তে—

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৮ ॥

বেতি নিশ্চয়ে। যে যস্মিন্ রূপে একান্তিনস্তে তদন্যরূপ-ব্যক্তান্ গুণান্নোপসংহরন্তি। যথা কৃষ্ণাদিরূপৈকান্তিনো নৃসিংহাদিনিষ্ঠান্ সটাদংষ্ট্রাভীষণত্বাদীন্। যথা চ নৃসিংহাদ্যেকান্তিনঃ কৃষ্ণাদিনিষ্ঠান্ বংশবেত্রচন্দ্রকাদীনিতি। কুতঃ প্রেতি। প্রকরণং প্রকৃষ্টক্রিয়া। তদেকতাৎপর্য্যা ভক্তিরিতি

ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাদ্যথা সনিষ্ঠানাং ব্রহ্মোপাসনমুপসংহৃতসর্ব্বগুণকং তদ্বৎ পরিনিষ্ঠিতাদীনামপি তত্ত্বাদেব তাদৃশমেব তদস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে। অথেত্যাদি। পরিশীলিতেতি। কৃষ্ণৈকান্তিভির্গোপালোপনিষৎ পরিশীলিতা রামৈকান্তিভিস্তু রামোপনিষদিত্যেবং নিজোপনিষন্নিবিষ্টহৃদয়া ইত্যর্থঃ। তদ্ব্যক্তানিতি স্বেষ্টোপনিষদাদিতানিত্যর্থঃ। শ্লাঘ্যত্বাৎ সৎকার্য্যত্বাৎ।

ন বেতি। তদন্যরূপেতি। স্বোপাস্যেতররূপবতি ব্রহ্মাবির্ভাবে প্রকটানিত্যর্থঃ। এতদ্বিশদয়ন্নাহ। যথা কৃষ্ণাদীতি। পরোবরীয়স্ত্বাদিবদিতি দৃষ্টান্তার্থং

ক্তাত অন্য গুণের চিন্তা করেন না, এই রূপ সিদ্ধান্ত করিবেন বলিয়া পূর্ব্বপক্ষ স্থাপনসহকারে প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন। গোপালতাপনী প্রভৃতি শ্রুতি সকলই এই বিচারের বিষয়। ঐ স্থলে সংশয় এই, একান্ত ভক্তের উপাসনায় সকল গুণের উপসংহার কর্ত্তব্য কি না? সামর্থ্য থাকিলে, শ্লাঘ্য বলিয়া করাই কর্ত্তব্য, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের নিরাকরণার্থ বলিতেছেন ;—

প্রকরণের ভেদপ্রযুক্ত "পরোবরীয়স্ত্ব" প্রভৃতির ন্যায় একান্ত ভক্তের সর্ব্বগুণোপসংহার কর্ত্তব্য নহে। যিনি যে রূপের একান্ত ভক্ত, তিনি তাঁহাতে অন্যব্যক্ত গুণের উপসংহার করেন না। শ্রীকৃষ্ণাদি কমনীয় রূপের একান্ত ভক্ত শ্রীনৃসিংহাদিনিষ্ঠ সটাদংষ্ট্রাদি ভীষণ ভাবের এবং শ্রীনৃসিংহাদিভক্ত শ্রীকৃষ্ণাদিনিষ্ঠ বংশীবেত্রাদি মধুর ভাবের চিন্তা করেন না। প্রকরণ অর্থাৎ ভক্তির ভেদই

যাবৎ। তস্যা ভেদাদ্বিশেষাদিত্যর্থঃ। স্বনিষ্ঠভক্তেরেকান্তি-ভক্তির্গাঢ়াবেশাদ্বরীয়সী। দৃষ্টান্তমাহ পর ইতি। যথাদিত্যান্ত-র্বর্ত্তিহিরণ্ময়পুরুষৈকান্তিনঃ স্বোপাস্যে তস্মিন্ পরোবরীয়স্ত্বাদীন্ গুণানুদ্‌গীথনিষ্ঠানপি নোপসংহরন্তি তদ্বৎ। পরস্মাৎ পরশ্চ বরাচ্চ বরীয়ানিতি পরোবরীয়ানুদ্গীথস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং তদাদি-বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

নন্বুভয়েষাং ব্রহ্মোপাসকাদিসংজ্ঞা সমৈবাত একান্তিভি-রপি স্বনিষ্ঠৈরিব সর্ব্বে গুণাঃ সর্ব্বত্র চিন্ত্যাঃ স্যুঃ যথা বিপ্র-সংজ্ঞানাং গায়ত্র্যুপাসনা নির্ব্বিশেষা দৃষ্টেতি চেত্তত্রাহ।

সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥ ৯ ॥

শঙ্কানিবারকস্তুশব্দঃ। সংজ্ঞৈক্যাৎ সর্ব্বগুণোপসংহারো যুক্ত ইত্যত্র যদুত্তরং তত্তু ন বা প্রকরণভেদাদিত্যনেনৈ-

---

বিশদয়তি যথাদিত্যেত্যাদিনা। ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠকে উদ্গীথোপাসনাস্তি। তত্র হিরণ্ময়স্যাকাশস্য চ কারণব্রহ্মণ উদগীথশব্দনির্দ্দেশ্যত্বং দৃশ্যতে। আকাশোদ্গীথে পরোবরীয়স্ত্বং গুণঃ কীর্ত্যতে। তস্য গুণস্য হিরণ্ময়োদ্‌গীথে নোপসংহারঃ তদুপাসকানাং তত্তদ্‌গুণেষ্বেকান্তিত্বাৎ। তদ্‌গুণাস্তু হিরণ্যবর্ণত্বপুণ্ডরীকাক্ষত্বাদয়ঃ। তদ্বৎ প্রকৃতেঽপীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

উহার কারণ। স্বনিষ্ঠ ভক্তের ভক্তি হইতে একান্তিভক্তের ভক্তি গাঢ় আবেশ-প্রযুক্ত বরীয়সী। আদিত্যান্তর্বর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষের একান্ত ভক্ত যেরূপ নিজের উপাস্য পুরুষে পরত্বাদি উদ্গীথাদিনিষ্ঠ গুণ সকলের উপসংহার করেন না, তদ্রূপ একান্ত ভক্ত সকল অন্য গুণের উপসংহার করেন না ॥ ৮ ॥

স্বনিষ্ঠ ও একান্ত উভয়েই ব্রহ্মোপাসক। অতএব স্বনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় একান্ত ভক্ত কর্ত্তৃকও সকল গুণই সর্ব্বত্র চিন্তনীয় হইতেছে। বিপ্রসংজ্ঞক সকলেরই যেরূপ গায়ত্রীর উপাসনা নির্বিশেষ, তদ্রূপ সকল ভক্তেরই উহা নির্ব্বিশেষ হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

বোক্তম্। সামান্যসংজ্ঞাপেক্ষয়া বিশেষভূতৈকান্তিতায়াঃ শ্রৈষ্ঠ্যান্ন তৈস্তে সর্ব্বে বিচিন্ত্যা ইত্যর্থঃ। ইতরথা শ্রৈষ্ঠ্যক্ষতিঃ। রূপবিশেষাভিষক্তচিত্তত্বেন হ্যৈকান্তিনঃ সাধারণেভ্যঃ স্বনিষ্ঠেভ্যো জ্যেষ্ঠা ভবন্তি। ন চ নিখিলগুণানুপসংহর্ত্তুং স্বনিষ্ঠোঽপি ক্ষমঃ। বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রাবোচমিত্যাদিশ্রুতেঃ। নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মুর্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যা

নন্বিতি। উভয়েষাং স্বনিষ্ঠানামেকান্তিনাঞ্চ।

সংজ্ঞাত ইতি। সংজ্ঞৈক্যান্নামাভেদাৎ। ন তৈস্তে ইতি। তৈরেকান্তিভিস্তে ভগবদ্‌গুণাঃ সর্ব্বে স্বোপাসনায়াং তু ন ভাব্যা ইত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ। একান্তিনো দ্বেধা। ফলকামেভ্যোঽন্যে হর্য্যেকদৈবতা একে। এষাং পারমার্থিকবস্ত্বেকনিষ্ঠয়া শ্রৈষ্ঠ্যম্। চতুর্ব্বিধা মম জনাঃ ফলকামা হি তে স্মৃতাঃ। এষামেকান্তিনঃ শ্রেষ্ঠাস্তে বৈ চানন্যদেবতা ইতি স্মৃতেঃ। তেষ্বেব তদেকরূপানুরক্তাঃ পরে তেষাং তত্তীব্রানুরাগেণ তদ্বশীভাবাধিক্যং পরমং শ্রৈষ্ঠ্যম্। নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহেতি। যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ। স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসামিতিচৈবমাদিস্মরণাৎ। পাদপাংশুরঙ্ঘ্রিরজস্তক্রন্থ্যাতির্ব্বেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সংজ্ঞার ঐক্যবশত সকলেরই সকল গুণের উপসংহার যুক্ত হউক, এইরূপ আপত্তির উত্তর পূর্ব্বসূত্রেই প্রদত্ত হইয়াছে। সামান্যসংজ্ঞাপেক্ষায় বিশেষভূত একান্ত ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত, তাঁহারা সকল গুণই চিন্তা করিবেন, এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় না। তাঁহারাও সকল গুণই চিন্তা করিবেন, এরূপ বলিলে, তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্বের হানি হয়। রূপবিশেষে যাঁহাদিগের চিত্ত একান্ত আসক্ত, তাঁহারাই একান্ত ভক্ত। এবং সেই কারণেই তাঁহাদিগের স্বনিষ্ঠ ভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠত্ব। স্বনিষ্ঠ ভক্ত সকলও ভগবানের নিখিল গুণের উপসংহারে সমর্থ নহেন। শ্রুতিতেই বলিয়াছেন, 'বিষ্ণুর প্রভাব সমগ্র বর্ণনে কেহই সমর্থ নহে।' 'শিবব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও অগুণ পুরুষের গুণের অন্ত পান না,' ইত্যাদি স্মৃতিও

ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। সংজ্ঞৈক্যস্য হেতোরন্বয়ব্যভিচারং দর্শয়তি অস্তীতি। প্রমিতভেদেষ্বপি পরোবরীয়ো হিরণ্ময়াদ্যুপাসনেষূদ্গীথোপাসনমিতি সংজ্ঞৈক্যমস্তীত্যর্থঃ। তথা চ স্বনিষ্ঠাঃ সর্ব্বান্ গুণানুপসংহৃত্যোপাসীরন্নৈকান্তিনস্তু গুণবিশেষানিত্যধিকরণাভ্যাং নির্ণীতম্॥ ৯॥

অথ বাল্যাদীন্ গুণান্ ভগবত্যুপসংহর্ত্তুমারভতে। তাস্বেব কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমো নম ইতি। কৃষ্ণশব্দস্তু তমালত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে রূঢ়িরিতি নাম-

---

পূর্ব্বত্রাকাশোদ্গীথনিষ্ঠং পরোবরীয়স্ত্বং হিরণ্ময়োদ্গীথে তদেকান্তিভির্নোপাস্যমিত্যুক্তম্। তদ্বৎ কিশোরে হরৌ তদ্বাল্যাদিকমনুপসংহার্য্যমস্তু তেন তস্মিন্নৈকরস্যবিরোধাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ অথেত্যাদি। তাস্বিতি শ্রীগোপালাদিতাপনীষু। কৃষ্ণায়েতি শ্রীগোপালতাপন্যাম্। দেবকী শ্রীনন্দপত্নী বসুদেবপত্নী চ। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়েত্যাদিপুরাণাৎ প্রসিদ্ধেশ্চ তস্যাস্তস্যাশ্চ নন্দনঃ সুতঃ। নমু হরের্যশোদাসুতত্বং ন স্ফুটার্থবিরোধাৎ। মৈবম্। তৎসুতত্বস্যাপি মুনিনা বোধিতত্বাৎ। নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কল ইত্যত্র যশোদা নন্দপত্নী

ঐরূপই বলিয়া থাকেন। সংজ্ঞার ঐক্য হেতু অন্বয়ব্যভিচারও প্রদর্শিত হইতেছে। প্রমিতির ভেদ থাকিলেও 'পরোবরীয়' ও হিরণ্ময়াদি উভয়বিধ উপাসনাকেই উদ্গীথোপাসনা বলা হইয়া থাকে। উভয় উপাসনার উদ্গীথরূপ সংজ্ঞার ঐক্য থাকিলেও যেরূপ ক্রিয়াভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য, তদ্রূপ স্বনিষ্ঠ ভক্ত সকল সকল গুণেরই উপসংহার পূর্ব্বক উপাসনা করিবেন এবং একান্ত ভক্তগণ বিশেষ গুণ সকলেরই উপাসনা করিবেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়াই এই অধিকরণে নির্ণীত হইল॥ ৯॥

অনন্তর ভগবানে বাল্যাদি গুণ সকলের উপসংহার করিতেছেন। বৈদিক কৃষ্ণমন্ত্রের কৃষ্ণশব্দ তমালশ্যামল যশোদাস্তনন্ধয়েই রূঢ়, এইরূপ নাম-

কৌমুদীকারাঃ। ওঁ চিন্ময়েঽস্মিন্ মহাবিষ্ণৌ জাতে দাশরথে হরৌ। রঘোঃ কুলেঽখিলং রাতি রাজতে যো মহীস্থিত ইতি চৈবমাদিষু বাল্যাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে। স্মর্য্যন্তে চ তথা স্মৃতিষু। তে কিং চিন্ত্যা ন বেতি বীক্ষায়াং তৈর্বিগ্রহে ন্যূনাধিক্যভাবাপত্তেরৈকরস্যশ্রুতিব্যাকোপান্ন চিন্ত্যা ইতি প্রাপ্তে—

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

চ জাতং পরমবুধ্যত। ন তদ্বেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিরিত্যত্র চ। তল্লিঙ্গং ক্বচিৎ পাঠঃ। অস্যার্থঃ। বসুদেবপত্নী ইব নন্দপত্নী চ পরং পরমেশ্বরমেব স্বগর্ত্তাজ্জাতমবুধ্যত। তদ্বসুদেবাগমনাদিকং ন বেদ। পাঠান্তরে তস্য বসুদেবাগমাদের্লিঙ্গং চিহ্নং নাবুধ্যতেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ পরীত্যাদি। ইত্থঞ্চ অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ নন্দস্যাত্মজে গোপিকাসুত ইত্যাদীনি সুপপন্নানি। উপগুহ্যাত্মজামিত্যাদিবদারোপিতসুতত্বশঙ্কাপি নিরস্তা। দেবকীসুতস্য যশোদাসুতেন সহৈক্যাত্তদৈক্যবতস্তস্য মথুরাদৌ গমনাৎ। স্ফুটার্থে চ ন সন্দেহঃ। তদুভয়সুতত্বং হরেঃ প্রাগপি সিদ্ধম্। তত্ত্বেনাগমাদিষূপাসনবিধানাৎ। ধরাদীনাং সুতপস্তুষ্টব্রহ্মাদিবরহেতুকেন যশোদাদিসাযুজ্যমাত্রেণ তদ্ভাবলাভ ইতি সর্ব্বং স্থিরম্। ওমিতি শ্রীরামতাপন্যাম্। চিন্ময়ে বিজ্ঞানৈকরসেঽস্মিন্ দাশরথে শ্রীরামে জাতে প্রকটে সতি রঘোঃ কুলেঽখিলং সর্ব্বা সম্পৎ রাতি স্বয়ং দত্তা ভবত্যভূদিত্যর্থঃ। মহাবিষ্ণৌ নিখিলব্যাপকে। হরৌ ভক্তাবিদ্যাপহারকে। বাল্যাদয় ইত্যাদিপদাৎ পৌগণ্ডকৈশোরে গ্রাহ্যে তত্র তত্র তয়োরপ্যুক্তেঃ। শ্রূয়ন্ত ইতি দেবকীনন্দনদাশরথশব্দাভ্যামধিগম্যন্ত ইত্যর্থঃ। স্মর্য্যন্তে শ্রীভাগবতাদিষু শ্রীরামায়ণাদিষু চ। স্ফুটার্থমন্যৎ।

কৌমুদীকার বলিয়া থাকেন। ওঁ চিন্ময় প্রভৃতি রামমন্ত্রেও ব্রহ্মে নিত্যবাল্যাদি ধর্ম্ম শ্রবণ করা যায়। স্মৃতিতেও ঐরূপই উক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ সকল বয়সসম্বন্ধীয় গুণ চিন্তনীয় কি না, এইপ্রকার সংশয়ে, ঐ সকল ধর্ম্মের চিন্তায় বিগ্রহে ন্যূনাধিক্যভাবাপত্তি ও ঐকরস্যশ্রুতির বাধ হয় বলিয়া উহারা চিন্তনীয় না হউক, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতেছেন ;—

বাল্যাদিধর্ম্মিণস্তস্য ভগবতো ব্যাপ্তের্বিভুত্বাদ্বাল্যাদিনা তদ্ভাবাভাবাৎ সমঞ্জসং তত্র তদিত্যর্থঃ। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতদনেন সর্ব্বগতত্বমিত্যাদিনা। ন চৈবং জন্মাখ্যো বিকারঃ। অজায়মানো বহুধা বিজায়ত ইতি পুরুষসূক্তাৎ। জনিশূন্যস্যৈবাভিব্যক্তিমাত্রং জন্মেতি তদর্থঃ। চকারাৎ রসো বৈ স ইতি রসাত্মকত্বশ্রবণাৎ। স্বোপাসকানাং যাদৃশেন রূপেণ লীলারসানুভবস্তাদৃশং রূপমচিন্ত্যয়া শক্ত্যা প্রকটয়তীতি সমুচ্চিতম্। তদুপাসকাশ্চ নিত্যমুক্তাদয়োঽনন্তাঃ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধা বোধ্যাঃ। এক এব

ব্যাপ্তেশ্চেতি। বাল্যাদীতি। তদ্ভাবাভাবাদ্বিগ্রহে ন্যূনাধিকভাবাযোগাদিত্যর্থঃ। তত্র বিগ্রহে ব্রহ্মণি। তদ্ বাল্যাদি। তদুপাসকাশ্চেতি। তথাচ তদ্‌ভোক্তৄণাং নিত্যং সত্ত্বাদ্‌ব্রহ্মণো বিভূতীনাং নারণ্যচন্দ্রিকাত্বপ্রসঙ্গঃ। তদ্বিষ্ণোরিতি গোপালতাপন্যাদৌ দৃষ্টম্। সূরয় এতে নিত্যমুক্তা বোধ্যাঃ সদা পশ্যন্তীত্যুক্তেঃ। তত্ত্বজ্ঞানাদিনির্ধূতনিখিলক্লেশত্বং বোধ্যম্। নিত্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদেব ক্লেশাদেরনবকাশঃ। আদিশব্দাত্তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে ইতি শ্রুতিসিদ্ধা মুক্তা গ্রাহ্যাঃ। তত্ত্বজ্ঞোপায়নিবৃত্তনিখিলক্লেশত্বং বোধ্যম্। বিপ্রাসো

ব্রহ্ম বিভু বস্তু। তিনি বাল্যাদিধর্ম্মী হইয়াও ব্যাপক; সুতরাং তাঁহার বাল্যাদিভাবেও ন্যূনাধিক্য ভাব প্রকাশ হয় না। অতএব সকলেরই সামঞ্জস্য হইতেছে। "সর্ব্বগতত্বম্" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ইহা পূর্ব্বেই প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা জন্মাদিবিকারেরও আপত্তি হইতেছে না। 'পরমেশ্বর অজায়মান হইয়াও বহুধা জন্ম গ্রহণ করেন,' ইত্যাদি পুরুষসূক্ত মন্ত্রে অভিব্যক্তিমাত্রই তাঁহার জন্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চকার দ্বারা "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে, রসাত্মকত্ব শ্রবণ হেতু যে রূপে লীলারসের অনুভব, পরমেশ্বর নিজ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা তাদৃশ ভাবেই প্রকট হইয়া থাকেন, ইহাই বোধিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের নিত্যমুক্ত প্রভৃতি উপাসক সকল অনন্ত। জ্ঞানিগণ আকাশে বিক্ষিপ্ত অপ্রতিহত দৃষ্টির ন্যায় বিষ্ণুর পরম পদ সন্দর্শন

নানাবয়াংসি তত্তদুপাসকেষু যুগপদ্ব্যনক্তি। সুরমনুষ্যাসুরেষু দশাব্দ ইব নানার্থানিত্যন্যে। তথাচ বাল্যাদিমতোঽপি বিভুত্বেনৈকরস্যাচ্চিন্ত্যাস্তত্র বাল্যাদয় ইতি ॥ ১০ ॥

নন্বু বাল্যাদিকর্ম্মণামপি ভগবদ্ধর্ম্মত্বান্নিত্যত্বং তেষু তত্তৎপরিকরযোগেন চ ভাব্যমিতি বাচ্যম্। তত্রৈকস্য তৎ-

ব্রাহ্মণাঃ। ক্ষত্রিয়াদীনামুপলক্ষণমেতৎ। বিপণ্যবস্ত্যক্তব্যবহারাঃ। জাগৃবাংসোঽনুভূতহরয় ইত্যর্থঃ। নানাবয়াংসি বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাণি। দশাব্দ ইবেতি বৃহদারণ্যকে। স্বাভ্যুদয়ং পৃচ্ছতো দেবমনুষ্যাসুরান্ প্রজাপতির্দশাব্দমুপাদিশৎ। স যথা তেষু দমদানদয়ারূপানর্থান্ যুগপৎ প্রত্যাপয়ত্তথেত্যর্থঃ। অর্থভেদে শব্দভেদ ইতি ন্যায়াশ্রয়াস্ত নৈতং দৃষ্টান্তং সহন্ত ইত্যেকে ইত্যুক্তং বৈদূর্য্য ইব রূপভেদানিতি তু সম্যক্। নন্বু কিশোরে তস্মিংস্তচ্চিন্তকৈর্বাল্যাদি কথং ভাব্যং বিরোধাদিতি চেৎ। মৈবম্। ন হি তে তত্র সাক্ষাৎ তৎ পশ্যন্তি কিন্ত্ববিচিন্ত্যশক্তিকে তস্মিংস্তদ্ভাবগ্রাহ্যং তদস্ত্যেবেতি সত্ত্বেন ধীমাত্রমেব তেষাং ন ত্বন্যদিতি ন কিঞ্চিদসমঞ্জসমিতি ব্যাখ্যাতারঃ ॥ ১০ ॥

নন্বু বাল্যাদিকর্ম্মণাং নিত্যত্বে ক্বচিদুক্তানামন্যত্রোপসংহারঃ স্যাৎ। ন চ তেষাং তদস্তি কর্ম্মত্বেন বিনাশধ্রৌব্যাৎ। কর্ম্ম ক্রিয়া লীলা চেতি পর্য্যায়শব্দাঃ। আরম্ভসমাপ্তিতত্তজ্জনসম্বন্ধবন্তি খলু কর্ম্মাণি প্রতীয়ন্তে। তৎসম্বন্ধং বিনা তেষাং স্বরূপাণি ন স্যুঃ তেন ঘটিতত্বাৎ। আরম্ভসমাপ্তিমতাং হ্যনিত্যত্বমসন্দেহম্। যত্তু প্রত্যেকং কর্ম্মণাং বহুত্বং পূর্ব্বোত্তরয়োঃ কর্ম্মণোস্তিরোভাবাবির্ভাবৌ চ স্বীকৃত্য ধারাবাহিকতয়া তেষাং নিত্যতাং মন্যন্তে তন্মন্দং প্রত্যেকং তদ্বতাং

করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর এক হইয়াও তত্তদুপাসকে যুগপৎ নানা বয়স প্রকটিত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, সুর, মনুষ্য ও অসুরে দশাব্দের ন্যায় নানা অর্থ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সুতরাং বাল্যাদিবিশিষ্ট হইলেও বিভুত্ব দ্বারা ঐকরস্য হেতু পরমেশ্বরে বাল্যাদি গুণ সকল চিন্তনীয়ই হইতেছে ॥ ১০ ॥

এক্ষণে সংশয় এই ;—বাল্যাদি কর্ম্ম যদি ভগবদ্ধর্ম্ম হইল, তবে ঐ ফল নিত্য এবং তত্তৎপরিকর যোগেই চিন্তনীয় হইতেছে। ঐ স্থলে একই পরিকরের

পরিকরস্য পূর্ব্বোত্তরভাবেনানেককর্ম্মসম্বন্ধোঽভিমতঃ। পূর্ব্বস্য কর্ম্মণো নিত্যত্বে তৎসম্বন্ধিনঃ পরিকরস্যাপি তত্র নিত্যসম্বন্ধো বাচ্যঃ। তমন্তরা তৎস্বরূপাসিদ্ধেঃ। এবং সত্যুত্তরকর্ম্মসম্বন্ধস্তস্য দুরুপপাদঃ। উত্তরস্মিন্ সম্বন্ধে স্বীকৃতে তু পূর্ব্বস্য নিত্যত্বং ব্যাহন্যেত। নিত্যত্বে চোত্তরকর্ম্মসম্বন্ধিনস্তস্যান্যত্বং ভবেৎ। তদিদমনুভবেন শাস্ত্রেণ চ বিরুধ্যতে। তথা কর্ম্ম খলু পূর্ব্বাপরীভূতাংশং প্রত্যংশমপ্যারম্ভসমাপ্তিভ্যাং সিধ্য-

---

তেষাং তেষাং মিথোঽন্যত্বাৎ। তস্মাৎ তয়োস্তৌ বিনাশোৎপাদাবেব ভবেতাম্। যত্তু তদেবেদং কর্ম্মেত্যভেদপ্রতীতেস্তদ্রূপতয়া নিত্যতাং বদন্তি তচ্চ নিরবধানং তদেবেদং মহৌষধং যৎ ত্বয়া পুরোপভুক্তমিতিবৎ তস্যাঃ সাদৃশ্যবিষয়ত্বাৎ তচ্চোক্তযুক্ত্যা ভেদবিনিশ্চয়াৎ। নন্বারম্ভসমাপ্তী মাস্তাং চিত্রনর্ত্তকন্যায়েন তৎকর্ম্মৈকরসমস্ত। তেন নিত্যতেতি চেন্ন। তাভ্যাং বিনা তৎস্বরূপাসিদ্ধেস্তৎক্রমানুভূত্যা রসোদয়াসিদ্ধেশ্চ। কিঞ্চ পূর্ব্বোত্তরয়োস্তয়োস্তত্তজ্জনসম্বন্ধঃ সর্ব্বানুভবসিদ্ধস্তস্যৈকত্রাভ্যুপগমেঽন্যস্য স্বরূপং ন সিধ্যেৎ নিত্যত্বং তু দূরাপাস্তমিত্যেবমাক্ষেপে বিভাতে পরসূত্রব্যাখ্যামবতারয়তি নন্বিত্যাদিনা। নিত্যত্বং সার্ব্বজ্ঞ্যাদিধর্ম্মবৎ। তেষু কর্ম্মসু। তত্র পূর্ব্বকর্ম্মণি। তমন্তরেতি। পরিকরযোগেনৈব কর্ম্মস্বরূপাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। তস্যেতি পূর্ব্বকর্ম্মসম্বন্ধিপরিকরস্য। পূর্ব্বস্যেতি কর্ম্মণঃ। তস্যেতি পরিকরস্য। ইত্থং পরিকরযোগেন কর্ম্মণো নিত্যত্বং ন সিধ্যতীত্যাপাদ্য স্বরূপেণাপি তস্য তন্ন সম্ভবেদিতি প্রতিপাদয়তি তথেত্যাদিনা।

পূর্ব্বোত্তর ভাব দ্বারা অনেককর্ম্মসম্বন্ধই অভিমত। পূর্ব্ব কর্ম্ম যদি নিত্য হয়, তবে তৎসম্বন্ধী পরিকরেরও নিত্যসম্বন্ধই বলিতে হয়। তদ্ব্যতিরেকে তৎস্বরূপের অসিদ্ধি হয়। এইরূপ হইলে, পূর্ব্ব পরিকরের উত্তরকর্ম্মসম্বন্ধ দুরুপপন্ন হয়। আবার উত্তরকর্ম্মে পূর্ব্ব পরিকরের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, পূর্ব্বকর্ম্মের নিত্যত্বের হানি হয়। আর যদি পূর্ব্বকর্ম্মকে নিত্য বলা যায়, তবে উত্তরপরিকরের অন্যত্ব হয়। অতএব শাস্ত্র ও অনুভব উভয়ই বিরুদ্ধ হইতেছে। কর্ম্মের দুই অংশ, পূর্ব্ব ও অপর। উহা আরম্ভ ও সমাপ্তি দ্বারাই সিদ্ধ। আরম্ভ

দ্বীক্ষ্যতে। তে বিনা ন তৎস্বরূপং সিধ্যেৎ। ন চ তেন ক্রমেণ রসানুভবঃ। ততঃ কথং তন্নিত্যত্বম্। চিত্রলিখিতবৎ সদৈকরস্যে হি নিত্যতা প্রতীতা। কিঞ্চ প্রকাশভেদৈরারম্ভে প্রত্যেকং বহুত্বাৎ স্যাদবিচ্ছেদঃ। পৃথগারম্ভাদন্যত্বং তু দুর্নিবারম্। ততশ্চ তদেবেদমিতি প্রতীত্যনুদয়াৎ কথং তন্নিত্যত্বং প্রত্যেতব্যম্। তস্মাৎ কর্ম্মনিত্যত্বমসমাধেয়মিত্যেবং প্রাপ্তে তন্ত্রেণোত্তরমাহ।

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ১১ ॥

যে হরিতৎপরিকরাস্তৎকর্ম্মাংশা বা পূর্ব্বস্মিন্ কালে কর্ম্মণি বা সন্তি ত এবেমেঽন্যত্রোত্তরস্মিন্ কর্ম্মণি কালে বা স্যুরিতি মন্তব্যম্। কুতঃ সর্ব্বাভেদাৎ। সর্ব্বেষাং পূর্ব্বো-

---

সর্ব্বাভেদাদিতি। পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তিনামিতি। পূর্ব্বোত্তরকর্ম্মসম্বন্ধিনাং পূর্ব্বোত্তরকালবর্ত্তিনাং কর্ম্মাংশানাঞ্চেত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মারম্ভে পরপরকর্ম্মণঃ পরপরকর্ম্মারম্ভে পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মণশ্চ প্রকাশান্তরেষু সত্ত্বাৎ কর্ম্মণাং সদৈকরস্যং সিদ্ধম্। সর্ব্বেষাং প্রকাশানামভেদাচ্চ কর্ম্মণাং নান্যারব্ধত্বম্। ইত্থঞ্চ

ও পরিসমাপ্তি ভিন্ন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। তাহাতে উক্ত ক্রমান্বয়ে রসানুভবও নাই। অতএব উহা কিরূপে নিত্য হয়? চিত্রলিখিতের ন্যায় সর্ব্বদা একরস বস্তুতেই নিত্যত্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। প্রকাশভেদ স্বীকার করিলেও প্রকাশের বহুত্ব প্রযুক্ত প্রত্যেক আরম্ভেই অবিচ্ছেদ দৃষ্ট হইবে। যাহার পৃথক্ আরম্ভ হয়, তাহার অন্যত্ব অর্থাৎ ভেদ দুর্নিবার। যাহার ভেদ হইল, তাহাতে সেই এই, এই প্রকার প্রতীতি হইতে পারে না; সুতরাং উহার নিত্যত্ব হইবে কিরূপে? অতএব কর্ম্মের নিত্যত্বের সমাধান অসম্ভবই হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন;—

যে হরি, তৎপরিকর বা তৎকর্ম্মাংশ সকল পূর্ব্বকর্ম্মে বা পূর্ব্বকালে থাকেন, তাঁহারাই উত্তরকর্ম্মে বা উত্তরকালেও থাকেন। কারণ, তাঁহাদের ভেদ নাই।

স্তরবর্ত্তিনাং হরিতৎপরিকরপ্রকাশানাং তৎকর্ম্মাংশানাং বা ভেদাভাবাদিত্যর্থঃ। একস্য হরের্বহুত্বম্ একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি একানেকস্বরূপায়েতি শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধম্। একস্য তৎপরিকরস্য চ তন্মন্তব্যম্। ভূমবিদ্যায়াং মুক্তস্য তদুক্তেঃ। মহিষ্যুদ্বাহাদৌ তথা স্মরণাচ্চ। তুল্যাত্মনাং কর্ম্মণাং কালভেদেনোদিতানামপ্যৈক্যম্। দ্বিঃ পাকোঽনেন কৃতো ন তু দ্বিধা পাকঃ কৃত ইতি বিদ্বৎপ্রতীতেঃ। দ্বির্গোশব্দোঽয়মুচ্চরিতো ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিতি শব্দৈক্যবৎ। ইত্থঞ্চ শ্রীহরেস্তজ্জনানাং তদ্ধাম্নাঞ্চ প্রকাশবাহুল্যাত্তদ্বিশেষৈঃ কর্ম্মণামারম্ভাৎ সমাপ্তেশ্চ পৃথগারব্ধানাং তেষামৈক্যাচ্চ স্বরূপ-

---

পৃথগারম্ভাদনন্যত্বং দুর্নিবারমিতি নিরস্তম্। তদিতি বহুত্বম্। একস্য কর্ম্মণো বহুরূপত্বং প্রতিপাদয়িতুমাহ তুল্যেতি। সমানাকারাণামিত্যর্থঃ। তত্রানুভবং প্রমাণয়তি দ্বিঃ পাক ইতি। তত্র দৃষ্টান্তো দ্বির্গোশব্দোঽয়মিতি। এতেনোৎপন্নঃ কো বিনষ্টঃ ক ইতিবুদ্ধেরনিত্যত্যেতি বদন্ বেদানিত্যত্ববাদী তার্কিকো নিরস্তঃ। ইত্থঞ্চেতি। তদ্বিশেষৈঃ প্রকাশভেদৈঃ স্বরূপনিত্যত্বে সিদ্ধে ইতি। আরম্ভসমাপ্তিমত্ত্বাৎ স্বরূপং সিদ্ধং পৃথগারব্ধানামপি তেষাং ভেদাভাবাৎ সদৈকরস্ত-

---

'যিনি এক হইয়াও বহুধা প্রকাশিত হয়েন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই শ্রীহরি, তৎপরিকর ও তৎকর্ম্মাংশ সকলের অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে। ভূমবিদ্যাতে মুক্তজীবসম্বন্ধে বহুত্ব কথিত আছে। মহিষীবিবাহাদিতেও একই তত্ত্বের যুগপৎ বহুধা প্রকাশ উক্ত হইয়াছে। একরূপ কর্ম্ম কালভেদে উক্ত হইলেও তাহাদের ঐক্য স্বীকৃত হয়। এই ব্যক্তি দুই পাক করিয়াছে বলিলে, দুইপ্রকার এক পাকই বোধিত হয়। তদ্দ্বারা দুইটি পৃথক্ পৃথক্ পাক বোধিত হয় না। দুই গোশব্দ উচ্চারিত হইলে, গোশব্দেরই দুইবার উচ্চারণ বোধিত হয়; কিন্তু দুইটি গো বোধিত হয় না। এইরূপে শ্রীহরি, তাঁহার পরিকর ও তাঁহার ধাম সকলের প্রকাশবাহুল্য প্রযুক্ত তদ্বিশেষ দ্বারা কর্ম্ম সকলের আরম্ভ ও সমাপ্তি এবং পৃথক্ আরব্ধ কর্ম্ম সকলের ঐক্য হেতু স্বরূপ ও নিত্যতা

নিত্যতে সিদ্ধে। তৎক্রমানুভবহেতুকো বিচিত্ররসোদয়শ্চৈতেনৈব ব্যাখ্যাতঃ। ন চৈতদমূলম্। যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেতি বৃহদারণ্যকাৎ একো দেবো নিত্যলীলানুরক্ত ইত্যথর্ব্ববাক্যাৎ জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমিত্যাদিভগবদ্বাক্যাচ্চ। ঈদৃক্‌প্রত্যয়ঃ খলু তৎকৃপয়ৈব। যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাদিতি তদুক্তেঃ। তস্মান্নিত্যং তৎকর্ম্মেতি। কিঞ্চ স্বরূপেণ চিচ্ছক্ত্যা

রূপা নিত্যতা চ সিদ্ধেত্যর্থঃ। তৎক্রমেতি। তেষাং কর্ম্মণাং যঃ ক্রমেণানুভবঃ সাক্ষাৎকারঃ তজ্জনিতো যো বিচিত্রস্য বহুবিশেষবিশিষ্টস্য রসস্যোদয়ঃ স চৈতেন কর্ম্মারম্ভসমাপ্তিমত্ত্বপ্রতিপাদনেন ব্যাখ্যাতঃ সাধিত ইত্যর্থঃ। ন চৈতদিতি। এতৎ কর্ম্মনিত্যত্বম্। যদ্গতমিতি ব্রহ্মগতং গুণকর্ম্মরূপং বস্ত্বিত্যর্থঃ। গতভবদ্ভবিষ্যচ্ছব্দৈস্তস্য ত্রৈকালিকত্বং লব্ধম্। জন্মেতি। এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুনেতি বাক্যশেষঃ। মে জন্ম কর্ম্ম চ দিব্যমপ্রাকৃতং নিত্যং স্বরূপানুবন্ধীতি যাবৎ। তস্যৈবংভূতত্বাভাবে তজ্জ্ঞানেন মোক্ষোক্ত্যনুপপত্তিঃ। ব্রহ্মজ্ঞানমেব মোচকম্। তমেব বিদিত্বেত্যাদিশ্রুতেঃ। তজ্জন্মকর্ম্মণোর্ব্রহ্মাভেদাৎ তজ্জ্ঞানেন তদুক্তির্নাসঙ্গতেতি। বারাহোক্তিশ্চ। এবং জন্মানি কর্ম্মাণি নামানি চ বসুন্ধরে। মম দিব্যানি সঞ্চিন্ত্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈরিতি। ঈদৃগিতি। প্রত্যয়ো জ্ঞানম্। যাবানিতি। যৎপরিমাণঃ মধ্যমত্বে বিভুত্ববান্। যথাভাবঃ সর্ব্বাংশে পারমার্থিকসত্তাবিশিষ্টঃ। যদ্রূপেতি। স্বরূপানুবন্ধিরূপাদিকঃ। তত্র রূপাণি বিগ্রহাঃ গুণাঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদয়ঃ কর্ম্মাণি জন্মলীলারূপাণীত্যর্থঃ।

সিদ্ধ হয়। এই নিমিত্ত তৎক্রমানুভবহেতুক বিচিত্ররসোদয় ব্যাখ্যাত হইল। ইহা অমূলকও নহে। "যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" প্রভৃতি বৃহদারণ্যক শ্রুতি এবং "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" প্রভৃতি স্মৃতিই উহার প্রমাণ। ভগবানের কৃপা দ্বারাই উহাদের ঐরূপ প্রতীতি হয়, নতুবা হয় না। ভগবান নিজেই ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, আমার অনুগ্রহে তোমাতে আমার স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইবে। অতএব ঐ কর্ম্ম নিত্য। ভগবান স্বরূপত চিচ্ছক্তি দ্বারা যে কর্ম্ম সম্পাদন

চ কৃতং কর্ম্ম নিত্যং তেন প্রকৃতিকালাভ্যাঞ্চ কৃতন্ত্বনিত্যম্। তচ্চ স্বর্গাদিকমেবান্যথা লয়োক্তিব্যাকোপঃ॥ ১১॥

কিঞ্চেতি। তেন রূপেণ। অন্যথা সর্গাদিকর্ম্মণোঽপি নিত্যত্বস্বীকারে সতি। তস্মাৎ সর্গাদিভিন্নং কর্ম্ম নিত্যমিতি সিদ্ধম্। যে তু কেচিৎ মধ্যাহ্নরবিপ্রভাবচ্চিৎপ্রকাশময়ঃ সর্ব্বাত্মভূতঃ পরমাত্মা শ্রুতিতাৎপর্য্যগোচরস্তাদৃশে তস্মিন্ জন্মকর্ম্মরূপবিবিধমালিন্যবিভাবনং দুর্ধীরেব ননু দাশরথ্যাদিরূপে তত্র শ্রুত্যাদিভির্বর্ণিতত্বাৎ তত্ত্ববিদুষাপি শ্রদ্ধেয়মিতি চেৎ নৈবমেতৎ প্রাপঞ্চিকমেব তৎ স্বানুসারেণাজ্ঞৈর্নিষ্প্রপঞ্চেঽপি তস্মিন্নর্পিতং শ্রুত্যাদীন্যনুবদন্ত্যপবদন্তি চান্তে তস্মান্নভোনৈল্যবৎ কল্পিতত্বাদনৃতমেব তত্তন্মন্তব্যমতস্তদ্বাক্যার্থশ্রদ্ধালূনামতত্ত্ববিত্বমেব যস্তু কশ্চিৎ তত্ত্ববিৎ স এব নির্গুণচিদেকরসত্বাবেদিশ্রুতের্জন্মাদিমালিন্যশূন্যমুক্তলক্ষণমেব তং বিন্দত্যতো বিরক্তেরেব তদ্বিষয়ো ন ত্বনুরক্তেরিতি জল্পন্তি তে খলু ন কেনাপ্যনুগৃহীতা বোধ্যা। মালিন্যক্লেশাস্পদত্বান্নৃদেহেষু তৎকর্ম্মসু চ বিরক্ত্যা ভবিতব্যং ন তু দেবাদিদেহেষু তৎকর্ম্মসু চ। সত্ত্বপ্রাধান্যেন সত্যসঙ্কল্পতয়া চ তেষু তত্ত্ববিরহাৎ। কিঞ্চ দৈত্যহেতুকদুঃসহক্লেশযোগেন দেবদেহেষপি তত্ত্ববিদ্‌বিরজ্যতি ন তু ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়াস্পৃষ্টে সত্যসঙ্কল্পসত্যকামসার্ব্বজ্ঞ্যপারমৈশ্বর্য্যসৌশীল্যকারুণ্যাদিবিচিত্রানন্তগুণরত্নালয়েঽপরিচ্ছিন্নচিৎসুখবিগ্রহে বারিবীচিন্যায়েন সোল্লাসাত্মকরসময়বিচিত্রকর্ম্মণি প্রপত্তিমাত্রেণ সর্ব্বক্লেশহরে স্বপর্য্যন্তনিখিলদাতরি হরাবিত্যুক্তাভিপ্রায়িণঃ পৃথগ্‌জনা এব বিদিতাঃ। শ্রীহরিগুণানামানুবাদিকত্বাদি তু পুরা নিরস্তম্। নৈর্গুণ্যবাক্যান্নভোনৈল্যবৎ তত্র তদধ্যস্তমিতি তু বালকোলাহলঃ। অবিষয়ে তদযোগাদ্বাদরায়ণাদিসর্ব্বজ্ঞানুভবকবিরোধাচ্চ নির্গুণবাক্যন্তু প্রাকৃতগুণনিষেধকৃদিত্যুক্তম্। যে চ কেচিৎ বৈষ্ণবম্মন্যাঃ কল্পয়ন্তি নিস্তরঙ্গসিন্ধুরিবানন্দচিন্ময়ো নিত্যোৎকৃষ্টবিশুদ্ধসত্ত্ববপুর্নির্বিকারঃ সত্যসঙ্কল্পাদিগুণকো হরির্ন তস্য জন্মাদি স্বাভাবিকং কিন্তু জনমনোনিবেশায়োপাত্তসত্ত্বো নৃভাবমনুকুর্ব্বন্ ঔপাধিকমেব কদাচিৎ তদাত্মনি

করেন, তাহাই নিত্য কর্ম্ম; এবং তাঁহার প্রকৃতি ও কাল দ্বারা কৃত কর্ম্মই অনিত্য কর্ম্ম। স্বর্গাদি ঐ অনিত্য কর্ম্মের দৃষ্টান্ত। স্বর্গাদিকে অনিত্য না বলিলে, প্রলয়োক্তি ব্যর্থ হয়॥ ১১॥

অথেদং বিচারয়তি। বেদান্তেষু পূর্ণানন্দাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে। তে সর্ব্বেষু তদুপাসনেষূপসংহার্য্যা ন বেতি বীক্ষায়ামনারভ্যাধীতানামুপসংহারে প্রমাণাভাবাদারভ্যাধীতানামেবোপসংহারঃ। সর্ব্বগুণোপসংহারস্যানিয়মাচ্চ। তস্মান্নোপসংহার্য্যাস্ত ইতি প্রাপ্তে—

বিন্দতীতি ন তত্র তাত্ত্বিকং তদ্বিভাব্যম্। ন চ তত্তৎক্রীড়ানন্দবিরহে স্বস্বরূপে শূন্যতাপত্তিরিতি বাচ্যম্। স্বতো নিত্যানন্দে পূর্ণে তদনাপত্তেঃ। ক্রীড়াহেতুকস্যানন্দস্য জন্যত্বেন নিত্যানন্দত্বশ্রুতিবাক্যোপাচ্চ ন স তস্মিন্ স্বীকার্য্যঃ। অতএব দাশরথেঃ শৌরেশ্চ গার্হস্থ্যোদাসীন্যস্মরণমুপপন্নম্। তস্মাদুক্তরূপমেব ভগবত্তত্ত্বমিতি তেঽপ্যপূর্ব্ববৈষ্ণবা ভবন্তি। তত্তদভাবে তত্তদাবেদিশ্রুত্যাদিব্যাকোপাৎ সর্ব্বদেশিকব্যাসাদ্যনুভববিরোধাচ্চ। পূর্ণত্বং হি তত্তদ্বিচিত্রানন্দকৃতমেব। তস্য চ স্বরূপোল্লাসরূপত্বান্ন জন্যত্বশঙ্কা। কর্ম্মনিত্যত্বনিরূপণাচ্চ তদুল্লাসস্যাপি নিত্যত্বম্। এবমেবোক্তং তজ্জ্ঞৈঃ। রূপাদিভোগজৈঃ পূর্ত্তির্যা সৌখ্যৈঃ সা স্বতোঽস্তি চেৎ। তথাপি ন্যূনবৈচিত্র্যঃ পরাত্মেতি তবাপতেৎ। স্বতস্তচ্চাপি বৈচিত্র্যং তস্মিন্নস্তীতি চেদ্বিদঃ। মৎকুক্ষাবাগতং ধীমন্ ভবতেতি নিভাল্যতামিতি। তস্য তস্য চ তদৌদাসীন্যস্মরণং জনশিক্ষার্থং লীলারূপমিতি সন্তোষ্টব্যম্। তস্মাৎ কৃৎস্নবাক্যার্থপর্য্যালোচনাক্ষমা তব তেষাং তদ্ব্যবস্থাকল্পনেতি প্রতীতম্। যৎ কিল তদনুকরণবোধকমিব নৃলোকবিড়ম্বনাদিপদাঙ্কিতং ক্বচিদ্বাক্যমস্তি তচ্চ লোকস্থস্য হরের্লৌকিককর্ম্মকত্বেন তদপহেলনকত্বাৎ সঙ্গমনীয়মিত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ১১ ॥

নন্বস্তু বাল্যাদেরুপসংহারঃ বাল্যাদিরূপস্যাপি হরের্বিভুত্বেন বিগ্রহে ন্যূনত্বাদ্যনাপত্ত্যা তদেকরস্যশ্রুত্যাবিরোধাৎ। কিন্তু আনন্দাদের্গুণগণস্য মাস্তু সঃ। তস্য ক্বাচিৎকত্বাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যারভ্যতে অথেদমিত্যাদি। আর-

---

অনন্তর বিচার করিতেছেন। বেদান্তে পূর্ণানন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মধর্ম্ম শ্রবণ করা যায়। ঐ সকল ধর্ম্ম তাঁহার উপাসনাতে উপসংহার করিতে হইবে কি না? আরম্ভ না করিয়াই অধীত গুণ সকলের উপসংহার করিতে হইবে, এরূপ

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১২ ॥

প্রধানস্য ধর্ম্মিণঃ পরমাত্মনো যে পূর্ণানন্দবোধস্বাশ্রিতবাৎসল্যাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রূয়ন্তে তে সর্ব্বত্রোপসংহার্য্যাস্তত্তৃষ্ণাহেতুত্বাৎ ॥ ১২ ॥

আনন্দময়স্য শ্রীবিষ্ণোঃ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রুতাঃ। তস্য প্রিয়মেব শির ইত্যাদিনা। তেঽপি সর্ব্বত্রোপসংহার্য্যা ন বেতি বিষয়ে আনন্দাদীনাং সর্ব্বত্রোপসংহার্য্যত্বাভিধানাত্তেষামপ্যানন্দত্বাবিশেষাৎ স্যাৎ সর্ব্বত্রোপসংহার ইতি প্রাপ্তে—

ভ্যেতি। আরভ্য প্রকৃত্য যে ধর্ম্মাঃ অধীতাস্তেষামুত্তরবর্ত্তিন্যুপাসনে স্যাদুপসংহারঃ। পূর্ব্বতোঽনুবৃত্তিসম্ভবাৎ। যে ত্বানন্দাদয়ঃ ক্বাচিৎকাস্তেষাং স ন স্যাৎ। ন বা প্রকরণভেদাদিত্যধিকরণে সর্ব্বগুণোপসংহারস্যাপবাদাচ্চ। এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্যেতি। শেষং পূরয়তি তত্তৃষ্ণেতি। তদনুরাগজনকত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্বরূপানুবন্ধিধর্ম্মত্বাৎ যথানন্দস্য গুণস্য সর্ব্বেত্রোপসংহারঃ পূর্ব্বমুক্তস্তদ্বৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদেরপ্যানন্দত্বাবিশেষাৎ সোঽস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ আনন্দময়স্যেত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষে পক্ষিরূপত্বেন বিরুদ্ধভাবনং ফলং সিদ্ধান্তে তু নিজভাবোপ-

প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরব্ধেরই উপসংহার করা হয়। বিশেষত সকল গুণের উপসংহারের কোন নিয়ম নাই। অতএব ঐ সকল ধর্ম্মের উপসংহার কর্ত্তব্য নহে, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

ধর্ম্মিভূত, প্রধান পরমাত্মার পূর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও ভক্তবাৎসল্যাদি ধর্ম্ম সকলের উপসংহার কর্ত্তব্য। কারণ, তদ্দ্বারা ব্রহ্মতৃষ্ণার বৃদ্ধি হয় ॥ ১২ ॥

'শির তাঁহার প্রিয়', ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে আনন্দময় বিষ্ণুর প্রিয়শিরস্ত্বাদি কয়েকটি ধর্ম্ম শ্রবণ করা যায়। ঐ সকল ধর্ম্মেরও সর্ব্বত্র উপসংহার করিতে হইবে কি না, এইরূপ সন্দেহে, উহারা আনন্দত্বাদি হইতে অতিরিক্ত

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥ ১৩ ॥

প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণামপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বত্রোপসংহারো ন স্যাৎ। আনন্দময়স্য বিষ্ণোঃ পুরুষবিধস্য পক্ষিরূপত্বাভাবাৎ। কিঞ্চ তস্মিন্ বাক্যে প্রমোদমোদশব্দাভ্যামানন্দগতাবুপ-চয়াপচয়ৌ বৃদ্ধিহ্রাসৌ প্রতীতৌ। তৌ চ ভেদে সতি সম্ভবেতাম্। নচৈবমস্তি। স্বগতভেদস্যাপি প্রত্যাখ্যানাৎ। তস্মান্নোপসংহার্য্যাস্তে ॥ ১৩ ॥

ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥ ১৪ ॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদিনা সোকাময়তেত্যাদিনা ভীষাস্মাদিত্যাদিনা চ তস্মাদ্বাক্যাৎ প্রাগূর্দ্ধঞ্চ যে প্রিয়শিরস্ত্বাদিভ্য তরে বিভুত্বচিৎসুখত্বজগৎকারণত্বপারমৈশ্বর্য্যাদয়স্তস্যানন্দ-

যোগিদিব্যচিদ্রূপবিগ্রহত্বেন ভাবনং তদিতি ভাব্যম্। তেষামপি প্রিয়শির-স্ত্বাদীনামপি।

প্রিয়শিরেতি। স্বগতেতি। অহিকুণ্ডলাধিকরণে তন্নিরাসাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩॥

ইতরে ত্বিতি। তস্মাদিতি। প্রিয়শিরস্ত্বাদিবাক্যাৎ পূর্ব্বত্রোত্তরত্র চেত্যর্থঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদিতি বিভুচিৎসুখত্বং পূর্ব্বত্রোক্তং সোঽকাময়তেতি জগৎকারণত্বং

নহে, এবং আনন্দাদির উপসংহার্য্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া উহাদেরও সর্ব্বত্রই উপসংহার কর্ত্তব্য, এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সকলের সর্ব্বত্র উপসংহার করিতে হইবে না। কারণ, আনন্দময় বিষ্ণুর পুরুষাকারত্ব প্রযুক্ত তাঁহার পক্ষিত্ব বাস্তবিক নহে। বিশেষত উক্ত বাক্যে মোদ ও প্রমোদ এই দুই শব্দ দ্বারা আনন্দের উপচয় ও অপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি ও হ্রাসই প্রতীত হয়। ভেদ থাকিলেই ঐরূপ সম্ভব। কিন্তু ব্রহ্মের যখন স্বগত ভেদ পর্য্যন্তও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তখন ঐ সকল অনিত্য কাল্পনিক রূপগুণাদির উপসংহার করিতে হইবে না ॥ ১৩॥

কিন্তু ফলগত ঐক্য প্রযুক্ত ঐ সকল বেদেই প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ব্যাখ্যার পর "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা বিভুত্ব, চিৎসুখত্ব, জগৎকারণত্ব ও

ময়স্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ পঠ্যন্তে তে তূপসংহার্য্যা এব। কুতঃ অর্থৈতি। ফলৈক্যাদিত্যর্থঃ। বেদান্তোদিতৈর্বীর্য্যসংভূতি-সর্ব্বসৌহৃদশরণত্বমোচকত্বাদিভিশ্চিন্তিতৈর্গুণৈর্যো মোক্ষ-লক্ষণোঽর্থস্তস্যৈব এতৈরপি তথাভূতৈঃ সম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥১৪॥

নম্বানন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ পক্ষিভাবেন রূপকং কিমর্থম্। অন্যত্র হি আত্মানং রথিনং বিদ্ধীত্যাদিভিরুপাসকস্য তচ্ছরী-রাদেশ্চ রথিরথাদিভাবেন রূপকমুপাস্ত্যুপকরণশরীরেন্দ্রিয়াদি-বশীকারার্থং দৃষ্টম্। ন চাত্র তাদৃশং কিঞ্চিৎ ফলং দৃশ্যতে। ন হি ফলমনুদ্দিশ্য তথাত্বেন রূপকে বেদস্য প্রবৃত্তির্যুক্তা বক্তু-মিত্যাশঙ্ক্য তস্য ফলমাহ।

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ১৫ ॥

ভীষাস্মাদিতি পারমৈশ্বর্য্যং চোত্তরত্রোক্তম্। বেদান্তোদিতৈরিতি। ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সংভৃতানি সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুরিত্যেতদ্-বাক্যোক্তৈরিতি বোধ্যম্। এতৈরিতি বিভুচিৎসুখত্বাদিভিরপীত্যর্থঃ॥ ১৪ ॥

নম্বিতি। কিমর্থং কিং ফলম্। তথাত্বেন পক্ষিভাবেন। তস্য পক্ষিরূপকস্য।

পারমৈশ্বর্য্যাদি যে সকল ব্রহ্মধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহাদের উপসংহার করিতে হইবে। বেদান্তোদিত বীর্য্য, সম্ভূতি, সর্ব্বসুহৃত্ত্ব, শরণ্যত্ব ও মোচকত্ব প্রভৃতি গুণ দ্বারা মোক্ষলক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলের ঐক্য প্রযুক্ত উহাদেরও উপসংহার করিতে হইবে॥ ১৪ ॥

পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন যে, আনন্দময় ব্রহ্মের পক্ষিভাবে রূপক বর্ণনের প্রয়োজন কি? অন্যত্র যে আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথরূপে রূপক বর্ণন করা হইয়াছে, তাহার কারণ দেখা যায়। তদ্দ্বারা উপাসনার উপকরণ-ভূত উপাসকের শরীরাদিকে বশীভূত করাই উদ্দেশ্য। এস্থলে তদ্রূপ কোন ফল দেখা যায় না। ফল না থাকিলেই বা বেদ এরূপ বৃথা রূপক প্রয়োগ করিবেন কেন? অতএব পরসূত্রে উহার ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন;—

প্রয়োজনস্যান্যস্যাভাবাদাধ্যানায়ৈব রূপকোপদেশঃ কৃতঃ। আধ্যানং সম্যগনুচিন্তনম্। অয়মর্থঃ। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যুপক্রান্তমেকং ব্রহ্ম স্বয়ংরূপত্বেন বিলাসত্বাদিনা চ দ্বেধাবতিষ্ঠতে। তচ্চ স্বয়ংভগবান্নারায়ণবাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধসংজ্ঞং স্বরূপতো গুণতো নামাদিতশ্চ বিভুচিৎসুখাত্মকং স্থূলধিয়ামাদৌ দুর্ব্বিভাব্যমতস্তদেকমানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রিয়মোদাদিরূপেণ বিভজ্য শিরঃপক্ষ্যাদিভাবেন রূপয়িত্বোপদিশ্যতে তেষাং সুবোধত্বায়। ইত্থঞ্চ তস্য বুদ্ধ্যারোহণে সতি বেদনশব্দোদিতং ধ্যানং সম্যগ্ভবতি। যথা হ্যন্নময়স্য পুরুষস্যাস্য দেহস্য শিরঃপক্ষ্যাদিরূপকেণ বুদ্ধাবারোহণং তস্যেদমেব শির ইত্যাদিনা যথা চ প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞান-

---

আধ্যানায়েতি। ব্রহ্মবিদাপ্নোতীত্যাদি। স্বয়ংরূপত্বেনানন্দময়কৃষ্ণত্বেন। বিলাসত্বাদিনা নারায়ণাদিত্বেন। অনন্যাপেক্ষিমহৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যঃ স্বয়ংরূপঃ। প্রায়স্তৎসমশক্তিভৃৎ স এব বিলাসঃ। এতদ্বিবৃণোতি তচ্চেত্যাদিনা। ইত্থ-

---

যখন অন্য কোনরূপ প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না, তখন সম্যক্ অনুচিন্তনই উক্ত রূপকের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। উহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মবিদ্ব্যক্তি পরতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এই কথা বলাতে ব্রহ্ম স্বয়ংরূপ ও বিলাসরূপ, এই দুইরূপে নিত্যই অবস্থান করেন, ইহাই প্রতীত হয়। ব্রহ্ম স্বয়ংরূপে ভগবান এবং বিলাস রূপে নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি আখ্যা ধারণ করেন। তিনি চিৎসুখাত্মক। তিনি স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির সম্বন্ধে স্বরূপত, গুণত ও নামাদিত দুর্বিভাব্য। অতএব তাহাদিগের সুখবোধার্থই ঐ দুর্বিভাব্য তত্ত্ব আনন্দময় ব্রহ্ম প্রিয়মোদাদিরূপে বিভাগক্রমে পক্ষ্যাদিরূপকে উপদিষ্ট হইয়াছেন। ঐ প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্ম বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে, বেদনশব্দবাচ্য ধ্যান সম্যক্ সম্ভব হইয়া থাকে। যেরূপ 'তাঁহারই এই শির' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অন্নময় পুরুষই পক্ষ্যাদিরূপকে বর্ণিত হইয়া বুদ্ধিতে আরোহণ করেন,

ময়ানাং তথারূপকেন তৎ ক্রিয়তে তস্য প্রাণ এব শির ইত্যাদিভিঃ তথৈবৈতেভ্যোঽর্থান্তরভূতস্যানন্দময়স্য চ পুরুষস্য তেন তৎ তস্য প্রিয়মেব শির ইত্যাদিনা। তথাচ পঞ্চাবয়ববিশুদ্ধব্রহ্মোপলক্ষণার্থত্বাত্তেষাং সর্ব্বত্রোপসংহারো নেতি সুষ্ঠূপপাদিতম্। ন চৈকমেব ব্রহ্ম পঞ্চাবয়বমিত্যমূলম্। একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীতি একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমিতি স শিরঃ স দক্ষিণঃ পক্ষঃ স উত্তরঃ পক্ষঃ স আত্মা স পুচ্ছমিতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। শিরো নারায়ণঃ পক্ষো দক্ষিণঃ সব্য এব চ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ সন্দেহো বাসুদেবকঃ। নারায়ণোঽথ সন্দেহো বাসুদেবঃ শিরোঽপি বা। পুচ্ছং সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্ত এক এব তু পঞ্চধা। অঙ্গাঙ্গিত্বেন ভগবান্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ। ঐশ্বর্য্যান্ন বিরোধশ্চ চিন্ত্যস্তস্মিন্

ঞ্চেতি। তস্যানন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ। তথেতি। শিরঃপক্ষ্যাদিরূপকেণ বুদ্ধাবারোহণং ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তেন তদিতি প্রাগ্বৎ। তেষাং প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাম্। ন চৈকমিতি। অমূলমপ্রমাণম্। স শির ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্। স পরমাত্মৈব তত্তদ্রূপ ইত্যর্থঃ। শিরো নারায়ণ ইতি বৃহৎসংহিতায়াম্ ॥ ১৫ ॥

প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় প্রভৃতি পুরুষও তদ্রূপই। 'তাঁহার প্রাণই শির' প্রভৃতি বাক্য সকল দ্বারা আনন্দময় পুরুষেরই অর্থান্তর বলিতে হইবে। উক্ত পঞ্চ অবয়বই ব্রহ্মের উপলক্ষণ। সুতরাং ঐ সকল অঙ্গের পৃথক্ উপসংহার হইবে না। এক ব্রহ্মই যে পঞ্চ অবয়ব, তাহা অমূলক নহে। "একোঽপি সন্" প্রভৃতি বেদবাক্যই উহার প্রমাণ। শ্রুত্যন্তরে 'তিনিই শির, দক্ষিণ পক্ষ, উত্তর পক্ষ, আত্মা ও পুচ্ছরূপে উক্ত হইয়াছেন'। 'শির নারায়ণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ দুই পক্ষ, দেহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ পুচ্ছ। এক ব্রহ্মই পঞ্চধা বিভক্ত হইয়াছেন। পুরুষোত্তম ভগবান ঐরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবেই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তিনি পূর্ণৈশ্বর্য্য, তাঁহাতে তাদৃশ অঙ্গাঙ্গিভাবে কোন বিরোধই সম্ভব হয় না। তিনি

জনার্দ্দনে। অতর্ক্যে হি কুতস্তর্কস্ত্বপ্রমেয়ে কুতঃ প্রমেতি স্মরণাচ্চ ॥ ১৫ ॥

আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৬ ॥

আত্মানন্দময় ইতি তস্যাত্মশব্দেন নির্দেশাদাত্মনঃ পক্ষিবৎ পুচ্ছাদিকমসম্ভবীত্যতঃ সৌবোধ্যায় রূপকমাত্রং তদিত্যবগম্যতে ॥ ১৬ ॥

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ১৭ ॥

নন্বন্যোঽন্তর আত্মা বা প্রাণময় ইত্যাদিষু জড়াণুচেতনেষ্বপ্যাত্মশব্দস্য প্রয়োগাদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময় ইত্যত্র তস্য বিভুচেতনপরত্বং কথং নিশ্চিতমিতি চেদিহোচ্যতে। তত্রাত্ম-

আত্মেতি। তস্যেতি ব্রহ্মণঃ ॥ ১৬ ॥

আত্মগৃহীতিরিতি। ইত্যাদিষ্বিতি ত্রিষু বাক্যেষ্বিত্যর্থঃ। জড়াণুচেতনেষ্বিতি প্রাণময়াদিষু ত্রিষ্বিত্যর্থঃ। অন্নরসময়স্যাত্মেতি বিশেষণাভানাৎ তং বিহায় প্রাণময়াদীনাং গ্রহণম্। প্রাণময়াদ্যো জড়ৌ বিজ্ঞানময়স্ত্বণুচেতনঃ। নন্বু মনোময়ঃ কথং জড়স্তস্য যজুরাদ্যঙ্গত্বাৎ যজুরাদের্ব্রহ্মাত্মকত্বসিদ্ধান্তাদিতি চেদুচ্যতে। তত্র হি যজুরাদিধারিকাস্তদাবির্ভাবভূময়ো মনোবৃত্তয় এব তত্তচ্ছব্দৈর্গ্রাহ্যাঃ। তাভিঃ সহ যজুরাদ্যভেদ উপচরিতঃ। ততশ্চ প্রাণমনঃশব্দাভ্যাং দ্ব্যচশ্ছন্দসীতি বিকারে ময়ট্ স্যাদবয়বে বেতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্। তস্যেত্যাত্মশব্দস্য। তত্রে-

অতর্ক্য পুরুষ, তাঁহাতে তর্ক চলে না। তিনি অপ্রমেয়, অতএব প্রমাণের অগোচর।' এই সকল স্মৃতিবাক্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

আত্মা আনন্দময়। আনন্দময় ব্রহ্ম আত্মশব্দেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষীর ন্যায় পুচ্ছাদি থাকিতে পারে না। অতএব স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি সকলের সুখবোধার্থই উক্ত রূপক বর্ণন বুঝিতে হইবে ॥ ১৬ ॥

'অন্য অন্তরাত্মা আনন্দময়' এই বাক্যে, জড় ও অণু মন, এবং চেতন জীব, এই সকলেই আত্মশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ঐ আত্মশব্দ কিরূপে বিভু-চেতন পরমেশ্বরকে বোধ করায়, এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন।

শব্দঃ পরমাত্মানমেব বিভুচেতনং গৃহ্নাতি ইতরবৎ। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীদিত্যাদিবাক্যে যথা। এতচ্চ কুতঃ উত্তরাৎ। সোঽকাময়ত বহু স্যামিত্যাদিকাদানন্দময়াত্মবিষয়াদুত্তরস্মাদ্বাক্যাদিত্যর্থঃ। ন চানন্দময়াত্মনঃ পরমাত্মত্বাভাবে তদিদমভিধ্যানং সঙ্গচ্ছেত। তস্য তদসাধারণত্বাৎ॥ ১৭॥

অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ॥ ১৮॥

ননূত্তরবাক্যাত্তত্রাত্মশব্দেন বিভুচেতনো নিশ্চেতুং ন শক্যতে। পূর্ব্বত্র প্রাণময়াদিষু জড়াণুচেতনেষ্বাত্মশব্দান্বয়াদিতি চেৎ স্যাৎ তত্রাত্মশব্দেন বিভুচেতনস্য পরমাত্মনো নিশ্চয়ঃ স্যাদেব। কুতঃ অবেতি। পূর্ব্বং তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন ইতি তস্যৈব বুদ্ধ্যাবধারিতত্বাৎ। ইতরথানন্দময়বিষয়ক-

---

ত্যানন্দময়বাক্যে। তদিদং জগদ্রূপতয়াবির্ভাবসঙ্কল্পনম্। তস্যেতি। তদভিধ্যানস্য পরমাত্মমাত্রনিষ্ঠত্বাদিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ," ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় ঐ স্থলে আত্মশব্দে বিভুচেতন পরমাত্মাকেই বোধ করাইতেছে। কারণ, উত্তরবাক্যে, 'তিনি বহু হইব, এইরূপ কামনা করিলেন,' ইত্যাদি অর্থ হইতে কার্য্যগতিতে আত্মশব্দে পরমাত্মাই বোধিত হইতেছেন, তদ্দৃষ্টে আত্মশব্দে পরমাত্মা না হইলে, অর্থের সঙ্গতি হয় না। অসাধারণ শক্তি ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও সম্ভব হয় না॥ ১৭॥

পূর্ব্ববাক্যে প্রাণময়াদি জড় ও অণু মন এবং চেতন জীবে আত্মশব্দের অন্বয় দর্শনে উত্তরবাক্যস্থ আত্মশব্দ দ্বারা বিভুচেতন নিশ্চয় করা যায় না, এরূপও বলিতে পার না। কারণ, উক্ত বাক্যে আত্মশব্দ দ্বারা বিভুচেতন পরমাত্মাই নিশ্চিত হইতেছেন। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে যখন 'এই আত্মা হইতে আকাশাদির উৎপত্তি' বলিয়াছেন, তখন আত্মশব্দে পরমাত্মাই বোধিত হইয়াছেন। অন্যথা আনন্দময় পুরুষের অভিধ্যানসূচক বাক্য ব্যর্থ হইবে।

মভিধ্যানবচনং পীড্যেত। প্রাণময়াদিম্বাত্মস্ববতীর্ণাপি পূর্ব্বাবধারিতা পরমাত্মবুদ্ধিরানন্দময় এব বিশ্রাম্যতি। তদন্যস্যাত্মনোঽনিরূপণাৎ। তস্মাদরুন্ধতীদর্শনন্যায়মাশ্রিত্য পূর্ব্বপূর্ব্বপরিত্যাগেনোত্তরত্রৈব তস্মিংস্তদ্বুদ্ধেঃ পর্য্যবসিতিরত উত্তরস্মাদ্বাক্যাত্তস্য তৎপরত্বং নিশ্চেয়মিতি সর্ব্বং নিরবদ্যম্॥ ১৮॥

অথ পিতৃত্বাদীন্ ধর্ম্মানুপসংহর্ত্তুমারভতে। মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্গতির্নারায়ণ ইতি শ্রূয়তে। জিতন্তে স্তোত্রেঽপ্যেবং স্মরন্তি। পিতা মাতা সুহৃদ্বন্ধুর্ভ্রাতা পুত্রস্ত্বমেব মে। বিদ্যা ধনঞ্চ কামশ্চ নান্যৎ কিঞ্চিৎ ত্বয়া

অন্বয়াদিতি। নন্বিতি। উত্তরবাক্যাৎ সোঽকাময়তেত্যাদেঃ। তত্রানন্দময়বাক্যে। তদন্যস্যানন্দময়ভিন্নস্য॥ ১৮॥

পূর্ব্বত্র হরৌ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামনুপসংহার্য্যত্বং তস্য পক্ষিরূপত্বাভাবাদিত্যুক্তম্। তদ্বৎ তত্র পিতৃত্বাদীনামপি তদস্তু। পিত্রাদিশব্দানাং লোকবদিহ মুখ্যার্থত্বাভাবাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে। অথ পিতৃত্বাদীনিতি। মাতেত্যাদিকং ব্যাখ্যাতং প্রাক্। পিতেত্যাদের্বিধিবর্ত্তিনাময়মর্থঃ। পিতা তদ্বদুৎপাদকো হিতপ্রবর্ত্তকশ্চ। মাতা তদুল্লাসার্থং বহুব্যাপারকৃৎ হিতপ্রবর্ত্তনশীলশ্চ। সুহৃন্নিত্যহিতেচ্ছুঃ। বন্ধুর্বিপদি সম্পদি চ সহায়ী। ভ্রাতা তদ্বৎ পক্ষপাতী। পুত্রস্তদুল্লাল-

---

পূর্ব্বাবধারিতা পরমাত্মবুদ্ধি প্রাণময়াদি আত্মাতে অবতারিত হইলেও আলোচনা দ্বারা আনন্দময়েই তাহার শেষ বিশ্রাম দেখা যাইতেছে। অতএব অরুন্ধতীদর্শনন্যায় আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বপূর্ব্বের পরিত্যাগে ক্রমে উত্তরবর্ত্তী আনন্দময়েই পর্য্যবসান হইতেছে, সুতরাং উত্তরবাক্য হইতে উক্ত শব্দের পরমাত্মপরত্ব অবধারণ করাই যুক্ত। এইরূপে সমস্তই নির্দ্দোষ হইল॥ ১৮॥

এক্ষণে পিতৃত্বাদি ধর্ম্মের উপসংহার আরম্ভ করিতেছেন। শ্রুতিতে শ্রীনারায়ণকে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ ও গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। 'জিতন্ত' স্তোত্রের প্রথম অধ্যায়েও তাঁহাকে পিতা, মাতা, সুহৃৎ,

বিনেত্যাদ্যেঽধ্যায়ে। জন্মপ্রভৃতি দাসোঽস্মি শিষ্যোঽস্মি তনয়োঽস্মি তে। ত্বঞ্চ স্বামী গুরুর্মাতা পিতা চ মম মাধবেতি মধ্যেঽন্তে চ। তত্রৈবং সংশয়ঃ। পিতৃত্বপুত্রত্বসখিত্বস্বামিত্বরূপং ধর্ম্মজাতং ভগবতি চিন্ত্যং ন বেতি। আত্মেত্যেবোপাসীতেতি শ্রুতের্ন চিন্ত্যমিতি প্রাপ্তে—

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বং পূর্ণানন্দত্বাদি। তৎসদৃশমপূর্ব্বং পিতৃত্বাদি। তচ্চিন্ত্যমেব তত্তদুপাসকৈঃ। কুতঃ কার্য্যাখ্যানাৎ। কার্য্যস্য তত্তদ্ভাববশ্যতালক্ষণস্য ফলস্য ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যমিত্যনেনাভিধানাদিত্যর্থঃ। আহ চৈবং শ্রীভগবান্। যেষামহং প্রিয় আত্মা

নীয়ো নিরয়নিবারকঃ সময়ে রক্ষকশ্চ। বিদ্যা ধনঞ্চেতি। তদ্বদভ্যসনীয়ো গোপনীয়শ্চ। কামো বিষয়ো রূপরসাদিস্তদ্বৎ স্পৃহনীয়ঃ। স্বামী নিজেষ্টদৈবতম্। গুরুরজ্ঞানবিনাশী। গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্গুরুরিত্যভিধীয়ত ইত্যুক্তেঃ। নারায়ণব্যূহস্তবে চৈতে ভাবা উক্তাঃ। পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নম ইতি। সুহৃন্নিরপেক্ষহিতকৃৎ। মিত্রং সহবিহারী। আত্মেত্যেবেতি। অত্রৈবকার আত্মত্বমাত্রং ধর্ম্মং চিন্ত্যং দর্শয়ংস্তদিতরদ্গুণবৃন্দং নিবর্ত্তয়তি। এবং প্রাপ্তে—

বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্র, বিদ্যা, ধন ও কাম বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহারই মধ্য ও অন্ত অধ্যায়ে তাঁহাকে গুরু ও স্বামী প্রভৃতিও বলিয়াছেন। এস্থলে সংশয় এই যে, পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, সখিত্ব ও স্বামিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ ভগবানে চিন্তা করিতে হইবে কি না? 'আত্মারই উপাসনা করিবে,' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে তাদৃশ ভাবে চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, এইরূপই স্থির হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন;—

পূর্ব্বোক্ত পূর্ণানন্দত্ব প্রভৃতি এবং তৎসদৃশ শেষোক্ত পিতৃত্বাদি সকল ধর্ম্মই তত্তদুপাসক কর্ত্তৃক চিন্তনীয় হইতেছে। কারণ, 'পরমেশ্বর ভাবগ্রাহ্য,' ইত্যাদি বাক্যে তত্তদ্ভাববশ্যতালক্ষণ ফলের অভিধান শ্রবণ করা যায়। শ্রীভগবানও

স্থতশ্চ সখা গুরুঃ স্বহৃদো দৈবমিষ্টমিতি। তস্মাৎ পূর্ণানন্দ-ত্বাদিবৎ পিতৃত্বাদিকমপি তস্মিন্ বিচিন্ত্যং ভাবুকৈঃ। আত্মে-ত্যেবেত্যেতত্তু প্রাগেব সমাহিতম্ ॥ ১৯ ॥

অথ বিগ্রহত্বং ব্রহ্মণ্যুপসংহর্ত্তুমারভতে। আত্মেত্যে-বোপাসীত আত্মানমেব লোকমুপাসীতেতি ক্বচিৎ পঠ্যতে। ক্বচিত্তু তদু হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্প-দ্রুমাশ্রিতং তদিহ শ্লোকা ভবন্তি সৎপুণ্ডরীকেত্যাদি চিন্তয়ং-শ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেরিত্যন্তম্। ইহ সংশয়ঃ। আত্মমাত্রত্বেনাত্মবিগ্রহত্বেন বোপাসনয়া মুক্তিরিতি। কিং

কার্য্যেতি। যেষামিতি শ্রীভাগবতে কপিলদেববাক্যম্। আত্মাহং যেষাং প্রিয়াদিরূপঃ। প্রিয়ঃ কান্তঃ। সখা রহস্যযোগ্যঃ। উক্তার্থমন্যৎ। প্রাগেবেতি। অন্যথাত্বং শব্দাদিত্যস্য ব্যাখ্যানে ॥ ১৯ ॥

পিতৃত্বাদিকং ব্রহ্মণি প্রাগুক্তং তদস্ত তস্যোক্তরূপতয়া তস্মিন্ সম্ভবাৎ বিগ্রহত্বস্ত মাস্ত বিগ্রহবত্ত্বেনানমুভবাদুক্তেশ্চেতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ অথেতি। সৎপুণ্ডরীকেত্যাদি। সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌন-মুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্। গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমলতাশ্রিতম্। দিব্যা-লঙ্করণোপেতং রক্তপঙ্কজমধ্যগম্। কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতমিত্যাদি-

বলিয়াছেন ;—'আমি যাহাদিগের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ, দৈব ও ইষ্ট,' ইত্যাদি। অতএব পূর্ণানন্দাদিগুণের ন্যায় পিতৃত্বাদি গুণ সকলও ভাবুকেরা শ্রীভগবানে চিন্তা করিবেন। 'আত্মারই উপাসনা করিবে,' ইত্যাদি বাক্যের সমাধান পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

অনন্তর ব্রহ্মের বিগ্রহত্বরূপ ধর্ম্মের উপসংহার করা হইতেছে। কোথাও 'আত্মারই উপাসনা করিবে,' 'আত্মলোকেরই উপাসনা করিবে'; ইত্যাদি উক্ত আছে। কোথাও বা 'গোপালবেশ, অভ্রাভ, তরুণ, কল্পদ্রুমাশ্রিত, সৎপুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা দ্বারা জীব সকল মুক্তিলাভ করে,' ইত্যাদি বাক্যও দৃষ্ট হয়। এস্থলে সংশয় এই যে, ঐ উপাস্য বস্তু আত্মমাত্র অথবা আত্মবিগ্রহমাত্র?

প্রাপ্তম্। আত্মমাত্রত্বেনোপাসনয়েতি। তস্যৈবৈকরস্যাৎ। একরসাত্মোপাসনয়া খলু মুক্তিরুক্তা। বিগ্রহস্য তু মিথো বিলক্ষণচক্ষুরাদিবৈশিষ্ট্যেনানৈকরস্যান্নাসৌ তদুপাসনয়েত্যেবং প্রাপ্তে—

সমান এবঞ্চাভেদাৎ ॥ ২০ ॥

অপ্যর্থে চশব্দঃ। এবমপি চক্ষুরাদীনাং বৈলক্ষণ্যেন ভানেঽপি সমান একরসঃ স এব হিরণ্যপ্রতিমাদিবদ্ভগবান্ বোধ্যঃ। কুতঃ অভেদাৎ। চক্ষুরাদীনামাত্মানতিরেকাদিত্যর্থঃ। তস্মাদ্বিগ্রহভূতাত্মোপাসনয়ৈব মোক্ষঃ। এবঞ্চ চিন্তয়ংশ্চেতসেত্যাদিবাক্যব্যাকোপঃ। সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-

পদাৎ পূর্য্যম্। পক্ষদ্বয়ে ফলন্তু ভাব্যম্। তস্যৈবাত্মনঃ। মুক্তিরুক্তেতি। একধৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিশ্রুতিভিঃ। অসৌ মুক্তিঃ। এবং প্রাপ্তে—

সমান ইতি। হিরণ্যেতি। আদিশব্দাদ্বহুবর্ণৈকপুষ্পৈকবর্ণৈককৌশেয়সূত্রনির্ম্মিতচিত্রাম্বরচন্দ্রকা গ্রাহ্যাঃ। এবং তেনৈকধৈবেত্যাদিবাক্যং ব্যাখ্যাতম্। এবঞ্চেতি। বিগ্রহভূতাত্মোপাসনয়া মোক্ষানঙ্গীকারে সতীত্যর্থঃ। সত্যেতি

পরমেশ্বর একরস, এবং একরসস্বরূপ আত্মার উপাসনাতেই মুক্তি শ্রবণ করা যায়; অতএব আত্মমাত্র বস্তুরই উপাসনা করিতে হইবে, এইরূপ বোধ হয়। বিগ্রহ সকল পরস্পর বিলক্ষণ। চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বিগ্রহ একরস না হইয়া অনেকরসই হইতেছে। অতএব তাদৃশ বিগ্রহের উপাসনাতে মুক্তি হইতে পারে না। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন ;—

হিরণ্ময় প্রতিমার যেরূপ সকল অঙ্গই হিরণ্ময়, তদ্রূপ ভগবদ্বিগ্রহের অন্তর্গত চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল পরস্পর বিলক্ষণরূপে প্রতীত হইলেও, উহাদিগকে সমান এবং অভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল আত্মা হইতে অনতিরিক্ত; সুতরাং বিগ্রহভূত আত্মার উপাসনাতেই মোক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ স্বীকার না করিলে 'চিত্ত দ্বারা কৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া,' ইত্যাদি বাক্যের বিরোধ ঘটিবে। "সত্যজ্ঞানানন্তা-

মাত্রৈকরসমূর্ত্তয় ইতি স্মৃতিস্তু বৈচিত্র্যা বিভাতস্য তদ্বিগ্রহস্যৈকরস্যমাহ। অরূপবদিত্যনেন চিন্তিতমপ্যেতদ্বিধান্তরেণ চিন্তিতম্। কৃপালুরাচার্য্যো দুষ্প্রবেশমর্থমসকৃদ্বিমৃশতি সুপ্রবেশত্বায় ॥ ২০ ॥

তদেবং সাক্ষাদ্রূপেষু ভগবদাবির্ভাবেষু তত্তদ্গুণোপসংহৃতিরুক্তা। অথ জীবভূতেষ্বাবেশাবতারেষু সা বিমৃশ্যতে। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ ইতি। তং মাং ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়ত্বিতি চৈবমাদি ছান্দোগ্যাদৌ পঠিতম্। অত্র ভগবতো জ্ঞানশক্ত্যাদি-

---

শ্রীভাগবতে। নন্থ ব্রহ্মণো বিগ্রহবত্ত্বনিরূপণং পুনরুক্তং প্রাগুক্তেরিতি চেৎ তত্র সমাদধদাহ অরূপবদিতি ॥ ২০ ॥

সাক্ষাদবতারোপাসনেষ্বনুক্তা গুণা নেয়া ইত্যুক্তম্। তত্র প্রসঙ্গাৎ তদাবিষ্টেষু মহত্তমেষু জীবেষু তেষাং নয়নবিচারং প্রবর্ত্তয়ত্যেবমিত্যাদিনা। বিধিপক্ষে তদাবিষ্টানাং জীবত্বেন তেভ্যো ভেদাৎ তদুপাসনেষু তে নেয়া নেতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিঃ। নিষেধপক্ষে তু সাক্ষাদ্রূপেষ্বিব তদাবিষ্টেষ্বপি তে নেয়াঃ তপ্তায়ঃপিণ্ডন্যায়েন তদ্ভাবস্য তেষ্বাগতত্বাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিরিতি বোধ্যম্। আবেশাবতারেষ্বিতি। জ্ঞানবীর্য্যাদিভগবদ্গুণাবেশেন তদবতারতয়া নিগদিতেষ্বিত্যর্থঃ।

নন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য সকলও বিচিত্রভাবে বিভাত ভগবদ্বিগ্রহের ঐকরস্য বলিতেছেন। “অরূপবৎ” এই সূত্র দ্বারা এই বিষয়টি পূর্ব্বে চিন্তিত হইলেও, পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে চিন্তিত হইল। কৃপালু আচার্য্য সুপ্রবেশার্থ দুষ্প্রবেশ অর্থ বারংবার চিন্তা করেন ॥ ২০ ॥

এইরূপে সাক্ষাদ্রূপ ভগবদাবির্ভাবে তত্তদ্গুণের উপসংহার উক্ত হইল। অনন্তর জীবভূত আবেশাবতারে উহাই বিচারিত হইতেছে। ‘হে ভগবন! আমাকে ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান’ এই বলিয়া, দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, ‘ভগবন! আমি উপসন্ন, আপনি আমাকে শোক হইতে মুক্ত করুন।’ ইত্যাদি বাক্য ছান্দোগ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই

নিজধর্ম্মৈরাবিষ্টাঃ কুমারাদয়ো জীবাস্তস্যাবেশা ভবন্তীতি ভগবচ্ছব্দাৎ প্রতীয়তে। তেষু তদ্ভক্তৈর্নিখিলভগবদ্ধর্ম্মা উপসংহার্য্যা ন বেতি সংশয়ে বিকল্পং স্থাপয়তি। তত্রাদৌ বিধিপক্ষমাহ।

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ২১ ॥

অন্যত্র ভগবদাবিষ্টেষু কুমারাদিষ্বেবং নিখিলতদ্ধর্ম্মোপসংহারো ভবতি। কুতঃ সম্বন্ধাৎ। অয়ঃপিণ্ডেষু বহ্নেরিব তেষু তস্যাবেশাৎ ॥ ২১ ॥

অথ নিষেধপক্ষমাহ।

ন বাবিশেষাৎ ॥ ২২ ॥

ন তেষু নিখিলভগবদ্ধর্ম্মোপসংহারো ভবতি। কুতঃ অবিশেষাৎ। সত্যপি তদাবেশে জীবত্বলক্ষণে ধর্ম্মে বিশেষাভাবাৎ। বাশব্দাত্তৎপ্রেষ্ঠত্বাদিনা তত্রাদরবিশেষাৎ ॥ ২২ ॥

অধীহীতি। অধ্যাপয় মামিত্যর্থঃ। এবং বদন্ নারদঃ সনৎকুমারমুপসসাদ। তমিতি। তমুপসন্নং মাং নারদম্। তস্য ভগবতঃ সর্ব্বেশস্য। তেষ্বিতি। কুমারাদিষ্বাবেশেষ্বিত্যর্থঃ।

সম্বন্ধাদিতি। স্ফুটার্থম্ ॥ ২১ ॥

বাক্যমধ্যে নিবিষ্ট ভগবৎশব্দ হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে, ভগবানের নিজধর্ম্ম জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি দ্বারা আবিষ্ট সনৎকুমারাদি জীব সকল তাঁহারই আবেশ। ঐ সকল আবেশাবতারের ভক্ত সকল নিজ উপাস্য তত্তদবতারে ভগবানের নিখিল ধর্ম্মের উপসংহার করিবেন কি না? এইরূপ সংশয়ে, বিকল্প স্থাপনের জন্য প্রথমত বিধিপক্ষ বলিতেছেন ;—

ঐ সকল আবেশাবতারে লৌহপিণ্ডে বহ্নির ন্যায় ভগবানের আবেশ অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত ভগবদাবিষ্ট কুমারাদিতে নিখিল তদ্ধর্ম্মের উপসংহার করা কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ২৩ ॥

তং মাং ভগবানিত্যাদ্যা শ্রুতিস্তদাবিষ্টস্যাপি শ্রীনারদস্য জিজ্ঞাসুতাং দর্শয়তি। অতো ন তত্র সর্ব্বধর্ম্মোপসংহারঃ॥২৩॥

সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ২৪ ॥

সংভৃতিশ্চ দ্যুব্যাপ্তিশ্চ তয়োঃ সমাহারস্তথা। এতচ্চ তেষু নোপসংহার্য্যম্। ইহ পূর্ব্বোক্তং হেতুমতিদিশতি অত ইতি। জীবত্বাদেবেত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ। এণায়নীয়ানাং খিলেষু পঠ্যতে। ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সংভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিব-

---

নবেতি। তত্রেত্যাবেশেষু ॥ ২২ ॥

দর্শয়তীতি। তং মামিত্যাদি। নারদস্য তদাবিষ্টত্বং শ্রীভাগবতাদিষু খ্যাত-মত্রোক্তং বোধ্যম্ ॥ ২৩ ॥

সংভৃতীতি। ব্রহ্মেত্যস্যার্থঃ। বীর্য্যেতি। বীর্য্যাণি ভগবৎপরাক্রমবিশেষ-রূপাণি খাদীনীত্যর্থঃ। সুপাং সুলুগিত্যাদিনা জস্‌বিভক্তেরাৎ। তানি কীদৃশা-নীত্যাহ ব্রহ্মজ্যেষ্ঠেতি। ব্রহ্মৈব জ্যেষ্ঠমনন্যাপেক্ষি কারণং যেষাং তানি। অতএব ব্রহ্মণা কারণেন তানি সংভৃতানি ধৃতানি পুষ্টানি চেত্যর্থঃ। তদুক্তং তন্নাম-

অনন্তর নিষেধপক্ষ বলিতেছেন ;—

ঐ সকল শক্ত্যাবেশাবতারে নিখিল ভগবচ্ছক্তি ও ধর্ম্মের উপসংহার কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তাঁহারা ভগবদাবেশ হইলেও জীবত্বলক্ষণ ধর্ম্মে অন্য জীবের সহিত তাঁহাদিগের কোন বিশেষ নাই। তবে তাঁহারা ভগবৎপ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষ আদরের পাত্র ॥ ২২ ॥

"তং মাং ভগবান্," ইত্যাদি শ্রুতিতে ভগবদাবিষ্ট নারদের জিজ্ঞাসুতা প্রদর্শিত হয়। অতএব আবেশাবতারে সকল ধর্ম্মের উপসংহার কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৩ ॥

জীবত্ব প্রযুক্ত সংভৃতি অর্থাৎ পূর্ণতা এবং দ্যুব্যাপ্তি বা সর্ব্বব্যাপকত্ব, এই দুইটি গুণ ঐ আবেশাবতারে উপসংহৃত হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই—এণায়নীয়দিগের খিল নামক গ্রন্থে, 'ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ, বীর্য্যবৎ, ও পূর্ণ ; তিনিই প্রথমে

মাততান। ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমং তু জজ্ঞে। তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং ক ইতি। অত্র বীর্য্যসংভৃতিদ্ব্যুব্যাপ্তিপ্রমুখো ব্রহ্ম-মহিমা প্রকীর্ত্তিতঃ। ন স তেষু জীবেষূপসংহার্য্যস্তস্য পরেশ-সাধারণত্বাদিতি ॥ ২৪ ॥

অনুপসংহারে হেত্বন্তরমাহ।

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

কুমারাদ্যুপাখ্যানেম্বিতরেষাং সর্ব্বভূতোপাদানত্বসর্ব্ব-নিয়ামকত্বাদীনাং ধর্ম্মাণামনাম্নানাচ্চ ন তেষু সর্ব্বতদ্ধর্ম্মোপ-সংহারঃ। ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তঃ পুরুযেতি। পুরুষসূক্তেষু চ-শব্দাদ্‌গোপালতাপন্যাদিষু যথা তে নিরূপ্যন্তে ন তথা

স্তোত্রে—দ্যৌশ্চন্দ্রার্কনক্ষত্রা খং দিশো ভূর্ম্মহোদধিঃ। বাসুদেবস্য বীর্য্যেণ বি-ধৃতানি মহাত্মন ইতি। তচ্চ ব্রহ্ম অগ্রে চতুর্ম্মুখাদিজন্মনঃ প্রাক্ দিবং খাদিক-মাততান ব্যাপ। কথমেতৎ তত্রাহ। ভূতানাং চতুর্ম্মুখাদিজীবানাং প্রথমং পূর্ব্ববর্ত্তি সৎ জজ্ঞে প্রাদুর্ভূতং বভূব। তেন হেতুনা সর্ব্বকারণেন প্রাক্‌সিদ্ধেন ব্রহ্মণা সহ স্পর্দ্ধিতুং কোঽর্হতি অবরজন্মা তন্নিয়ম্যশ্চ কো জীবো যোগ্যো ভবতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। সর্ব্বোপজীব্যং সর্ব্বপূজ্যঞ্চ ব্রহ্মেত্যর্থঃ। নেতি। স মহিমা। তস্য মহিম্নঃ ॥ ২৪ ॥

লোকবিস্তার রচনা করেন; ঐ আদিপুরুষ ব্রহ্মের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে কে সমর্থ হয়!' ঐ স্থলে বীর্য্য, পূর্ণতা ও দ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি ব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ সকল মহিমা জীবরূপ আবেশে উপসংহৃত হইতে পারে না। কারণ, ঐ সকল মহিমা পরেশসাধারণ ॥ ২৪ ॥

উহাদিগের অনুপসংহারের প্রতি হেত্বন্তর বিন্যাস করিতেছেন;—

পুরুষবিদ্যায় ঈশ্বরসম্বন্ধে যেরূপ সর্ব্বভূতোপাদানত্ব ও সর্ব্বনিয়ামকত্বাদি গুণ কথিত হইয়াছে, অন্যের সম্বন্ধে সেরূপ কথিত হয় নাই। অতএব কুমারাদিতে ঐ সকল অসাধারণ ধর্ম্মের উপসংহার হইতে পারে না। গোপালতাপনী প্রভৃতিতেও ঈশ্বরসম্বন্ধে ঐ সকল গুণ কথিত হইয়াছে, কিন্তু কুমারাদির

তদুপাখ্যানেষ্বিত্যর্থঃ। ইদমত্র নিষ্কৃষ্টম্। ঈশাবিষ্টেষু তপ্তায়ঃপিণ্ডবদংশদ্বয়মস্তি। যে বহ্ন্যংশমিবেশাংশং পশ্যন্তি তে নিখিলতদ্ধর্ম্মাংস্তেষু ভাবয়ন্তি। যে খল্বয়োঽংশমিব জীবাংশং তে তু ন। কিন্তু তৎপ্রেষ্ঠত্বাদীন্ ধর্ম্মাংস্তেষু চিন্তয়ন্তি। ঈশস্তু স্বপ্রেষ্ঠানুবৃত্তিপরিতুষ্টস্তান্ স্বীকরোতি। শ্রীভাগবতাদিভিরপি শাস্ত্রৈস্তেষু ভগবদাদিশব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে। জীবধর্ম্মাশ্চ দৈন্যাভিধানেন প্রকাশ্যন্তে। তত্রাপ্যেবমেব সঙ্গতিরিতি ॥২৫॥

স্বশাখোক্তগুণবিশিষ্টং ব্রহ্মোপাস্যমিত্যুক্তম্। অথ তদুক্তা অপি কেচিদ্গুণা মুমুক্ষুণা নোপাস্যা ইত্যুচ্যতে। অগ্নে ত্বং

পুরুষেতি। তেষু কুমারাদিষু। তে সর্ব্বভূতোপাদানত্বাদয়ঃ সর্ব্বেশধর্ম্মাঃ। তদুপাখ্যানেষু কুমারাদ্যাখ্যানেষু। যে কুমারাদীনাং ভক্তাঃ ॥ ২৫ ॥

স্বশাখোক্তেত্যাদি। আথর্ব্বণিকানাং শাখাস্বভিচারমন্ত্রাঃ সন্তি। তদুক্তা ব্রহ্মগুণাস্তদগতোপনিষদ্বর্ণিতাস্বুপাসনাসু নোপসংহার্য্যাঃ শান্ত্যাদিপ্রতিকূলত্বাৎ তদুপসংহারস্তেতি বক্তুং ন্যায়ঃ প্রারভ্যত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বমনীশ্বরোপাসনায়ামুপসংহর্ত্তুমযোগ্যা অপি সার্ব্বৈশ্বর্য্যাদয়ো ভগবদ্গুণা ভগবজ্জ্ঞানবীর্য্যাদিরাগ-

---

উপাখ্যানে সেরূপ কথিত হয় নাই। নিষ্কর্ষ এই—ঈশ্বরাবিষ্ট কুমারাদি জীবে তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় দুইটি অংশ আছে। যাঁহারা বহ্ন্যংশের ন্যায় ঈশ্বরাংশ দর্শন করেন, তাঁহারা নিখিল ঈশ্বরধর্ম্ম আবেশ সকলেই চিন্তা করেন। আর যাঁহারা লৌহাংশের ন্যায় জীবাংশমাত্র দর্শন করেন, তাঁহারা তাহা চিন্তা করেন না; কিন্তু ভগবৎপ্রিয়তমত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল ঐ সকল আবেশাবতারে চিন্তা করিয়া থাকেন। ঈশ্বর নিজ প্রিয়জনের অনুবৃত্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রেও কুমারাদিতে ভগবৎশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার দৈন্যোক্তি দ্বারা তাঁহাদিগের জীবধর্ম্মও প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপই সঙ্গতি করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

স্বশাখোক্ত গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাস্যত্ব উক্ত হইয়াছে। সেই সেই শাখায় উক্ত কতকগুলি গুণ উপাস্য নহে, তাহা এক্ষণে কথিত হইতেছে। 'অগ্নে'

যাতুধানস্য ভিন্দি তং প্রত্যঞ্চমর্চ্চিষা বিধ্য মর্ম্মেতি শ্রুত-মথর্ব্বণি। ইহ বেধাদিগুণজাতমুপাস্যং ন বেতি সংশয়ে দুষ্টনিগ্রহস্যাপেক্ষত্বাদুপাস্যমিতি প্রাপ্তে—

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৬ ॥

নেত্যনুবর্ত্ততে। বেধাদিকং তেনোপাস্যং ন। কুতঃ অর্থ-ভেদাৎ। অর্থঃ ফলম্। হিংসাত্মকে তস্মিন্নিবৃত্তাধিকারা-দিত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভগবতা। অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তি-রার্জবমিতি। নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজে-দিতি চ ॥ ২৬ ॥

হেতুকতত্ত্বোষায়োপসংহার্য্যা ইত্যুক্তম্। তদ্বৎ সৌশীল্যকারুণ্যার্জবাদিপ্রধান-গুণায়াং ভগবদুপাসনায়ামুপসংহর্ত্তুমযোগ্যা অপি অথর্ব্বোক্তা বৈরিবধাদয়ো ভগবদ্‌গুণা বৈরিনিগ্রহহেতুকোপাসনানৈর্বিঘ্ন্যায়োপসংহার্য্যাঃ স্যুরিতি দৃষ্টান্তো-ঽত্র সঙ্গতিঃ। অগ্নে ত্বমিতি। হে অগ্নে সর্ব্বাগ্রণীর্ভগবন্ ত্বং যাতুধানস্য তত্তুল্যস্য মত্রিপোর্মর্ম্ম ভিন্দি বিদারয়। প্রত্যঞ্চং প্রতিকূলবর্ত্তিনং তং মদ্রিপুমর্চ্চিষা তেজসা বিধ্য তাড়য়েত্যর্থঃ। বাক্যান্তরঞ্চাস্তি সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনী প্রমৃজ্য শিরোঽভিপ্রমৃজ্য ত্রিধা বিভক্ত ইত্যাদি মদ্রিপুরিতি বোধ্যম্। ইহেতি স্পষ্টম্।

বেধাদ্যর্থেতি। তেন মুমুক্ষুণা। তস্মিন্ বেধাদিকে গুণগণে। অমানিত্বমিতি শ্রীগীতাসু। নিবৃত্তমিতি শ্রীভাগবতে। নিবৃত্তং নিত্যনৈমিত্তিকং সন্ধ্যোপাস-

---

যাতুধানদিগকে ভেদ কর, তোমার তেজ দ্বারা তাহাদিগের মর্ম্ম ভেদ কর।' এস্থলে জীবের কষ্টদায়ক ভেদাদি গুণ সকল উপাস্য কি না, এইরূপ সংশয়ে, দুষ্টনিগ্রহরূপ প্রয়োজন বশত তাহারা উপাস্য হইতেছে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার উত্তর করিতেছেন;—

জীবের কষ্টদায়ক ভেদাদি গুণ সকল উপাস্য নহে। কারণ, তাহাতে মুমুক্ষুদিগের পক্ষে অর্থভেদ অর্থাৎ ফলভেদ আছে। মুমুক্ষু ব্যক্তিসকল নিবৃত্তির অধিকারী, হিংসাত্মক কর্ম্মে তাঁহাদিগের অধিকার নাই। শ্রীভগবানই

শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি। জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ। তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহ-ভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকাম ইতি। অত্র দেবজ্ঞানা-দ্দেহগেহাদিমমতাপাশহানির্ভবতি। জন্মমৃত্যুকৃতক্লেশাভাবা-ত্তৎপ্রহাণিশ্চেতি শাস্ত্রজদেবজ্ঞানমহিমোক্তেঃ। ততো জ্ঞাত-যাথাত্ম্যস্য তস্য দেবস্যাভিধ্যানান্নিরন্তরবিচিন্তনাদ্দেহভেদে লিঙ্গক্ষয়ে সতি চান্দ্রব্রাহ্মোভয়াপেক্ষয়া তৃতীয়ং ভাগবতং পদং দেবজ্ঞো বিন্দতি। কীদৃশং তৎ। বিশ্বৈশ্বর্য্যং পূর্ণ-

নাদি। প্রবৃত্তং হি সাঙ্গং কাম্যজ্যোতিষ্টোমাদি। মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ। নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়েতি স্মরণাৎ॥২৬॥

পূর্ব্বত্র শত্রুবিনাশিত্বস্য ভগবদ্‌গুণস্যানুপযোগাদুপাসনে নিয়তমনুপসংহার্য্যত্ব-মুক্তং তদ্বৎ শাস্ত্রগম্যত্বরূপস্য তদ্‌গুণস্য চিত্তকার্কশ্যহেতুত্বেনানুপযোগাৎ তস্যাং তদস্থিতি প্রাগ্‌বদত্র সঙ্গতিঃ। জ্ঞাত্বেত্যাদি। ক্ষীণৈরিত্যিত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া। তৈর্বিশিষ্টস্যেত্যর্থঃ। তদ্ভাববত ইতি যাবৎ। এতন্নিষ্কর্ষং ব্যাচষ্টে জন্মমৃত্যু-কৃতেতি। জন্মাদিসত্ত্বেঽপি বিদ্যামহিম্না তৎকৃতক্লেশাস্পর্শ ইত্যাশয়ঃ। লিঙ্গক্ষয়ে সতীতি। ভাগবতপদলাভস্য তৎক্ষয়ানন্তরভাবিত্বাৎ। বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমিতি।

বলিয়াছেন, 'মৎপরায়ণ ব্যক্তি অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি ও আর্জব এবং নিবৃত্ত কর্ম্মই আশ্রয় করিবে এবং প্রবৃত্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে'॥ ২৬॥

শ্বেতাশ্বতরে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরকে জানিলেই সকল পাশ নষ্ট হয়। ক্লেশ ক্ষীণ হইলে জন্ম-মৃত্যুরও হানি হয়। তাঁহার অভিধ্যান দ্বারা দেহক্ষয় হইলে, কেবল বিশ্বৈশ্বর্য্যরূপ তৃতীয় ভাগবত পদ প্রাপ্তি হয় এবং তদাপ্তিতে সকল কামনাই পূর্ণ হইয়া যায়। এস্থলে দেবের অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান হইতে দেহগেহাদি মমতাপাশের হানি হয়; জন্মমৃত্যুকৃত ক্লেশের অভাব হই-লেই উক্ত পাশের উচ্ছেদ হয়; এইরূপে শাস্ত্রজ ঈশ্বরজ্ঞানের মহিমা উক্ত হইল। তদনন্তর জ্ঞাতযাথাত্ম্য সেই ঈশ্বরের নিরন্তর বিচিন্তন দ্বারা লিঙ্গদেহের ক্ষয় হইলে, চান্দ্র ও ব্রাহ্ম এই দুইটির অপেক্ষায় তৃতীয় ভাগবত পদ লাভ হয়। উক্ত পদ

বিভূতিকম্। কেবলমমায়িকম্। তত আপ্তকামঃ পূর্ণমনোরথো ভবতীতি। অত্র শাস্ত্রীয়জ্ঞানগম্যত্বং দেবস্যোক্তম্। তচ্চিন্তনং নিয়তমৈচ্ছিকং বেতি বীক্ষায়াং পরিনিষ্ঠাবিবৃদ্ধ্যা মনোনিবেশহেতুত্বান্নিয়তং তদিতি প্রাপ্তে—

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবত্তদুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থস্তুশব্দঃ। দেবজ্ঞানেন পাশহানৌ সত্যাং দেবানুরক্তস্য বিদুষঃ তৎ শাস্ত্রগম্যত্বরূপদেবধর্ম্মচিন্তনং কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবদুক্তম্। যথা নিয়তস্বাধ্যায়ানন্তরং কুশ-

---

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষাড়্গুণ্যসংযুতম্। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতম্। ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতা ইত্যাদিস্মৃতেঃ। পরিনিষ্ঠেতি। নিরন্তরতত্ত্ববিমর্শস্য তন্নিষ্ঠাবর্দ্ধকত্বাদ্ভবতি তত্র মনোনিবেশঃ। এবং প্রাপ্তে—

হানাবিতি। হানৌ ত্যাগে বিনাশে সতীত্যর্থঃ। কুশাচ্ছন্দেতি। বৈধং বেদপাঠং কৃত্বা পুনঃ সময়ে লব্ধে সংহিতামাবর্ত্তয়ামীতি চেদিচ্ছতি বিপ্রস্তদা কৃতব্রহ্মাঞ্জলিস্তামাবর্ত্তয়তি। উদগ্রান্ কুশান্ মধ্যে নিধায় যোজিতং পাণিযুগ্মং ব্রহ্মাঞ্জলিরুচ্যতে। তদা তৎ স্তুত্যুপগানং যথা ঐচ্ছিকং ন তু নিয়তং তদ্বৎ দেহাদিমোহপাশবিনাশে সতি শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং তত্ত্বচিন্তনমৈচ্ছিকং ন তু নিয়তমিত্যর্থঃ।

বিশ্বৈশ্বর্য্য অর্থাৎ পূর্ণবিভূতিবিশিষ্ট এবং কেবল অর্থাৎ অমায়িক। উহার প্রাপ্তিতে জীব আপ্তকাম অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ হয়েন। এইস্থলে পরমেশ্বরের শাস্ত্রীয়জ্ঞানগম্যত্ব উক্ত হইয়াছে। ঐ ভগবানের চিন্তন নিয়ত অর্থাৎ বৈধ বা ঐচ্ছিক অর্থাৎ রাগানুগ, এই প্রকার সংশয়ে, উহা পরিনিষ্ঠার বিবৃদ্ধি দ্বারা মনোনিবেশের কারণ হয় বলিয়া, উহাকে বৈধই বলা হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্ত হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

পাশহানি হইলে, উপায়নশব্দশেষত্ব হেতু 'কুশাচ্ছন্দস্তুতির' উপগানের ন্যায় শাস্ত্রগম্য দেবধর্ম্মের চিন্তন উক্ত হইয়াছে। "তস্যাভিধ্যানাৎ," এই বাক্যে

গ্রহণপূর্ব্বকমাচ্ছন্দেন সম্যগীষদ্বেচ্ছয়া স্তুত্যুপগানং ভবতি তদ্বৎ তদ্ধর্ম্মচিন্তনম্। তস্যাভিধ্যানাদিত্যনেন তথৈব ব্যঞ্জনা-দিত্যর্থঃ। তত্র হেতুরুপায়নেতি। উপায়নং সামীপ্যলাভ-স্তদনুরক্তিরিতি যাবৎ। তচ্ছব্দস্তদাবেদি বাক্যম্। তচ্ছেষত্বা-ত্তদনুযায়িত্বাৎ সর্ব্বেষাং বাক্যানাম্। যদুক্তম্। তমেব ধীর ইত্যাদি। পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা। রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতমিত্যাদি। তস্মা-দৈচ্ছিকং তচ্চিন্তনম্। অয়ং ভাবঃ। দুরধিগমার্থকশ্রুতিযুক্তিভ্যাং দুষ্করস্তত্রাপি বহুবিষয়কত্বেন বহুশাখশ্চ তত্ত্ববিমর্শঃ। স চানন্দরূপভগবদ্বিভাবনোপনতমার্দ্দবে তদেকানুরক্তে চেতসি

আচ্ছন্দেত্যত্র সম্যগর্থে ঈষদর্থে বাষ্ট ভবতীতি তথৈব ব্যাখ্যাতম্। তস্যাভি-ধ্যানাদিতি। অভিধ্যানমনিশং ভগবদ্রতিঃ তস্যাং সত্যাং তত্ত্ববিমর্শস্য নাবকাশো-ঽত ঐচ্ছিকঃ স ইতি। শ্রুত্যা সংসূচনাদিত্যর্থঃ। তদনুরক্তিরিতি লক্ষণয়া লভ্যতে। তমেবেত্যস্যার্থঃ পরত্র ব্যক্তীভাবী। পূর্ত্তেনেতি শ্রীভাগবতে। মৎ-প্রীতির্মদনুরাগঃ। অয়মিতি। বহুবিষয়কত্বেনেতি। প্রাকৃতাপ্রাকৃতানন্তবিভূতি-

---

ঐ প্রকারই বোধ করাইয়াছেন বলিয়া দেবজ্ঞান দ্বারা পাশহানি হইলে, দেবানু-রক্ত পুরুষের শাস্ত্রগম্য দেবধর্ম্মের চিন্তন 'কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানের' ন্যায়ই উক্ত হইয়াছে। নিয়তস্বাধ্যায়ের অনন্তর কুশগ্রহণ পূর্ব্বক সম্যক্ ইচ্ছানুসারে বা ঈষৎ ইচ্ছানুসারে যেরূপ স্তুতিগান হইয়া থাকে, 'তাঁহার অভিধ্যান' শব্দ প্রয়োগে তদ্রূপই দেবধর্ম্মের চিন্তন অর্থাৎ সম্যক্ ইচ্ছানুসারে বা ঈষৎ ইচ্ছানুসারেই দেবধর্ম্মের চিন্তন বুঝিতে হইবে। উপায়নের অর্থ সামীপ্যলাভ অর্থাৎ তদনুরক্তি। তৎশব্দের অর্থ তদাবেদি বাক্য। "তচ্ছেষত্বাৎ" শব্দের অর্থ তাহার অনুযায়িত্ব হেতু। "তমেব ধীর," "পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈঃ," ইত্যাদি বাক্যে উহার ঐপ্রকার অর্থই ব্যক্ত আছে। অতএব দেবচিন্তন ঐচ্ছিক অর্থাৎ রাগানুগই বলিতে হইবে। সূত্রের তাৎপর্য্য এই—দুরধিগমার্থ শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় সুদুষ্কর। উহা বহুবিষয়ক বলিয়া বহুশাখাসমন্বিত হইয়াছে। আনন্দস্বরূপ

নাবৃত্তিমর্হতি কার্কশ্যকরত্বাৎ। কিন্তু বৈয়ুত্থানিক এব কদাচিত্তদ্ভাবানুভাবতয়া প্রবর্ত্তত ইতি ॥ ২৭ ॥

তত্র যুক্তিং প্রমাণঞ্চাহ।

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ॥ ২৮ ॥

সম্পরায়ো ভগবান্ সংপরায়ন্তি তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্তেঃ। তদ্বিষয়কঃ প্রেমা সাম্পরায়ঃ কথ্যতে। তত্র ভব ইত্যণ্স্মরণাৎ। তস্মিন্ সত্যৈচ্ছিকস্তত্ত্ববিমর্শো ন নিয়তঃ। কুতঃ তর্ত্তব্যাভাবাৎ। তদানীং তেন তরণীয়স্য ছেদ্যস্য পাশস্যাভাবাৎ। তথা হ্যন্যে বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি। তমেব ধীরো

তৎস্বরূপতল্লক্ষণনির্ণেতব্যত্বেনেত্যর্থঃ। বহুশাখো বহ্বঙ্গঃ। কার্কশ্যেতি। চিত্তকাঠিন্যহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। বৈয়ুত্থানিক ইতি। ব্যুত্থানে বাহ্যদশায়াং ভব ইত্যর্থঃ। কালাৎ ঠঞ্। সমাধেরুত্থিতস্য তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গে সতি ভগবৎস্বরূপাদিনিরূপকঃ শাস্ত্রবিমর্শো ভবতি। স চ তদনুরাগানুভাবতয়াভ্যুদেতি ন তু পাশনাশকতয়েত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ভগবানের বিভাবন দ্বারা মৃদুতাপ্রাপ্ত ও শ্রীকৃষ্ণানুরক্ত চিত্তে ঐ তত্ত্ববিচার সঙ্গত হয় না। কারণ, তদ্দ্বারা উহা কর্কশ হইয়া উঠে। কিন্তু ঐ তত্ত্ববিচার বাহ্যদশায় কখন কখন তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গে তদ্ভাবানুভাবরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ইহাতে যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন;—

ভগবানে প্রেম হইলে পাশ থাকে না, সুতরাং তাঁহার চিন্তন রাগপ্রযুক্তই হইতেছে। অন্যত্রও ঐরূপই বলিয়াছেন। যাঁহাতে সকল তত্ত্ব মিলিত হয়, তিনিই সম্পরায়। সম্পরায় শব্দে শ্রীভগবানই বোধিত হয়েন। ভগবদ্বিষয়ক প্রেমের নামই সাম্পরায়। সাম্পরায় অর্থাৎ ভগবানে প্রীতি হইলে, ভগবত্তত্ত্বচিন্তন আর বৈধ হইতে পারে না; কারণ, তৎকালে তরণীয় পাশই থাকে না। পাশ থাকিলে বিধির আবশ্যক হইত। যখন পাশই নাই, তখন বিধির প্রয়োজন কি? অতএব প্রেমিকের ভগবচ্চিন্তন ঐচ্ছিক অর্থাৎ রাগপ্রবৃত্তই বুঝিতে

বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানুধ্যায়েদ্বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তদিতি। এবমেবোক্তং শ্রীভগবতা। তস্মান্মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহেতি ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মোপাসনং গুণবদিত্যুক্তম্। তদিদানীং দ্বিবিধমিতি দর্শয়িতুমারভতে। তদ্ধ হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভমিত্যাদি প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যাম ইত্যাদি স বা অয়মাত্মা

সাম্পরায়ে ইতি। তেন তত্ত্ববিমর্শেন। তমেবেতি। ধীরো ধীমান্ ব্রাহ্মণো বেদাভ্যাসনিরতঃ তং পুরুষোত্তমং বিজ্ঞায় শাস্ত্রাদ্‌গুরুমুখাচ্চ নিশ্চিত্য প্রজ্ঞাং তস্যোপাসনাং কুর্য্যাৎ। বহূন্ শব্দানুপযোগিকর্ম্মকাণ্ডসহিতান্ নিখিলান্ বেদান্তানিত্যর্থঃ। নানুধ্যায়েৎ নানুচিন্তয়েৎ ন পরিপঠেদিতি যাবৎ। হি যতস্তদ্‌বহুশাখানুধ্যানং বাচো বিগ্লাপনং শোষকং ভবতি। তত্র বাচ ইতি বাগাদিস্থানাষ্টকোপলক্ষণম্। তদষ্টকঞ্চোক্তং বেদভাষ্যে—অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চেতি। তস্মাদিতি শ্রীভাগবতে। মদাত্মনো মদনুরক্তস্য। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্। বৈরাগ্যং বিষয়বৈতৃষ্ণ্যম্। প্রায় ইতি। তত্ত্বনিশ্চয়মার্জনাদীষদিত্যর্থঃ। অন্যচ্চ তত্রৈব। এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ। বিবৃশ্চ্য কর্ম্মাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রমিতি। কর্ম্মাশয়ং লিঙ্গদেহম্। আত্মানং হরিম্। অস্ত্রং জ্ঞানকুঠারম্ ॥ ২৮ ॥

হইবে। বাজসনেয়িরাও বলিয়া থাকেন, 'ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জানিয়া প্রজ্ঞাই করিবে, অনেক শব্দ অনুধ্যান করিবে না; কারণ, ঐ সকল অসন্তোষজনকমাত্র। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন, 'মদ্ভক্তিযুক্ত, মদাত্ম যোগিগণের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়স্কর নহে।' জ্ঞান ও বৈরাগ্য জন্মমৃত্যুরূপ পাশের নাশক। ভগবৎপ্রেমিকের উক্ত পাশের অসদ্ভাব প্রযুক্ত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। তবে ভক্তির অঙ্গীভূত জ্ঞান ও বৈরাগ্য বর্জনীয় নহে। এই নিমিত্তই জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় শ্রেয়স্কর নহে, এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশান ইত্যাদি চ শ্রূয়তে। অত্র ক্বচিন্মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্তা রুচিভক্তিস্তৎপ্রাপ্তিহেতুঃ প্রতীয়তে ক্বচিত্ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্তা বিধিভক্তিশ্চেতি। ততশ্চ বিষয়বৈল-

---

সর্ব্বত্র হরিনিরতিরূপং তদুপাসনমুক্তং তন্ন সম্ভবতি। তদ্বৈবিধ্যবোধিবাক্যদর্শনেন কতরৎ তদুপাদেয়মিতি নিশ্চয়াভাবাৎ তত্র প্রবৃত্ত্যসম্ভবাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। তদিদানীমিত্যাদি। মাধুর্য্যেতি। পারমৈশ্বর্য্যপ্রকাশনে তদপ্রকাশনে চ নৃভাবানতিক্রমো হরের্মাধুর্য্যং পারমৈশ্বর্য্যেঽনুসংহিতেঽপি হৃৎকম্পহেতুসম্ভ্রমলেশস্যাপ্যনুদয়াৎ স্বভাবাতিস্থৈর্য্যকরো ধর্ম্মবিশেষো মাধুর্য্যজ্ঞানম্। রুচিভক্তিরিতি। রুচিরত্র রাগস্তদনুগতা ভক্তিঃ শ্রবণাদ্যা রুচিভক্তিঃ। সা চ স্বাভীষ্টে তজ্জনানুযায়িভাবলোভেন ক্রিয়মাণা বোধ্যা। ইয়মেব রাগানুগেতি গদিতা। ঐশ্বর্য্যেতি। নৃভাবনৈরপেক্ষ্যেণ পারমৈশ্বর্য্যপ্রকাশনং হরেরৈশ্বর্য্যং পারমৈশ্বর্য্যেঽনুসংহিতে হৃৎকম্পহেতুনা সাদরসম্ভ্রমেণ স্বভাবশৈথিল্যকরো ধর্ম্মবিশেষস্ত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্। বিধিভক্তিরিতি। শাস্ত্রানুশাসনভয়েন ক্রিয়মাণা শ্রবণাদিরিত্যর্থঃ। ইয়ং বৈধীত্যভিহিতা। ইদমত্র বিবেচ্যম্। তল্লীলাপরিকরস্য ভাবমাধুর্য্যে শ্রীভাগবতাদিসিদ্ধনির্দ্দেশশাস্ত্রাৎ শ্রুতে সত্যেতন্মেঽপি ভূয়াদিতি লোভোৎপত্তিসময়ে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন ভবেৎ। সত্যাঞ্চ তদপেক্ষায়াং লোভত্বস্যাসিদ্ধেঃ। ন হি লোভ্যে বস্তুনি শাস্ত্রযুক্তিপ্রবৃত্তলোভোঽনুভূয়তে কিন্তু শ্রুতে দৃষ্টে বা তস্মিন্ স্বত এব ভবন্ স প্রতীয়তে। ততশ্চ তদ্ভাবলোভোপায়জিজ্ঞাসায়াং ভবেদেব তদপেক্ষা তত্রৈব তদুপায়বিনির্ণয়াৎ। তথাচ দ্বয়ী ভক্তিঃ শাস্ত্রীয়া। পূর্ব্বত্রান্তে শাস্ত্রাপেক্ষা পরত্র ত্বাদাবিতি। ততশ্চেতি। বিষয়ো মাধুর্য্যগুণকো গোকুলপতিরৈশ্বর্য্যগুণকশ্চ বৈকুণ্ঠপতিঃ তস্য বৈলক্ষণ্যেন

ব্রহ্মের উপাসন গুণবৎ, এইরূপ বলা হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত ব্রহ্মোপাসনের দ্বৈবিধ্য বলিতেছেন। পরমেশ্বরকে কোথাও 'গোপবেশ, জলদকান্তি, প্রকৃতিসমন্বিত'; এবং কোথাও 'আত্মা, বশী, নিয়ন্তা;' এইরূপ বলিয়াছেন। প্রথম স্থলে মাধুর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্ত রুচিভক্তিকে এবং শেষোক্ত স্থলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রবৃত্ত বিধিভক্তিকেই তাঁহার প্রাপ্তির হেতু বলিয়া প্রতীতি হয়। অতএব বিষয়ের

ক্ষণ্যেন তত্তদ্ভক্তেরপি বৈলক্ষণ্যাৎ কতমা সা তদ্ধেতুরিত্যনিশ্চয়াত্তল্লিপ্সোস্তত্র প্রবৃত্ত্যসম্ভবঃ স্যাদিতি প্রাপ্তে—

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ২৯ ॥

মণ্ডূকপ্লুত্যা নেত্যনুবর্ত্ততে। ছন্দতস্তাদৃশসৎপ্রসঙ্গানুযায়িভগবৎসংকল্পাদেবোভয়বিধানাং জীবানামুভয়বিধায়াং ভক্তাবাস্থেতি ন প্রবৃত্ত্যসম্ভবঃ। এবং কুতস্তত্রাহোভয়েতি। উভয়বিধয়োর্বাক্যয়োরনুরোধাদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। অনাদিসিদ্ধদ্বিবিধভগবদ্‌গুণোপাসনা খলু তন্নিত্যপার্ষদবৃন্দাদারভ্য সাধকেভ্যঃ সুরসরিৎপ্রবাহবৎ প্রচরতি। তস্মাদ্বিশ্ববর্ত্তিনাং জীবানাং যাদৃচ্ছিকে সৎপ্রসঙ্গে সতি তদ্দেশিকসদুপাস্যেষু

বিলক্ষণগুণকতয়া গ্রহণেনেত্যর্থঃ তত্তদ্ভক্তেরপি বৈলক্ষণ্যাৎ লোভমূলকতয়া ভয়মূলকতয়া চ গ্রহণাদিত্যর্থঃ। কতমেতি। কাসৌ রুচিপূর্ব্বা বিধিপূর্ব্বা বা মোক্ষকরীতি নিশ্চয়াভাবাদিত্যর্থঃ। তল্লিপ্সোঃ পুরুষোত্তমপ্রেপ্সোঃ। তত্র উভয়সাধনে। এবং প্রাপ্তে—

ছন্দত ইতি। উভয়বিধয়োরিতি। তদ্ধ হোবাচেত্যাদেঃ স বা অয়মিত্যাদেশ্চ বাক্যস্যেত্যর্থঃ। তদ্দেশিকেতি। তেষাং জীবানাং দেশিক উপদেষ্টা যঃ সন্‌

বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত ভক্তিরও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত ভক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌ ভক্তিটি ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন, ইহার নিশ্চয় না হওয়াতে ভগবৎপ্রাপ্তিকাম ব্যক্তির তদ্দ্বয়ের কোনটিতেই প্রবৃত্তি সম্ভব হইতেছে না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন;—

ভগবদিচ্ছাক্রমে উভয়প্রকার বিধানই হইয়াছে। জীবগণের উক্ত উভয়বিধ ভক্তিতেই বিশ্বাস থাকায় প্রবৃত্তির অসম্ভাবনা নাই। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই উভয়বিধ ভক্তিরই পোষক প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদনুরোধে উভয়বিধ ভক্তিরই প্রবৃত্তি। উহার তাৎপর্য্য এই যে, অনাদিসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই দ্বিবিধ ভগবদ্‌গুণের উপাসনা ভগবন্নিত্যপার্ষদবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বদ্ধসাধক পর্য্যন্ত সুরসরিৎপ্রবাহের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে। এই নিমিত্ত ভক্তিরসিক

স্বগুণেষু ভক্তিরসিকঃ শ্রীহরিঃ সৎপ্রসঙ্গিনস্তান্ প্রবর্ত্তয়িতুমিচ্ছতি। তে তু তেন বর্ত্মনা তমনুবর্ত্তন্ত ইতি। অনুগ্রাহী সাধকস্তু মধ্যমো গ্রাহ্যঃ। ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যম ইত্যুক্তেঃ। ইত্থঞ্চ শ্রীহরৌ বৈষম্যাদ্যপ্রসঙ্গঃ॥ ২৯॥

বৈষ্ণবস্তস্যোপাস্যেষু স্বগুণেষ্বিত্যর্থঃ। তান্ জীবান্। ঈশ্বর ইতি শ্রীভাগবতে। অয়মর্থঃ। ত্রিবিধা হরিভক্তাঃ উত্তমো মধ্যমঃ কনিষ্ঠশ্চেতি। তেষ্বাদ্যো নানুগ্রাহী সার্ব্বত্রিকহরিস্ফূর্ত্তেস্তস্যানুগ্রাহ্যাভাবাৎ। তদুক্তম্—সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্‌ভগবদ্‌ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তম ইতি। ন চান্ত্যঃ অনুগ্রহে তস্যাসামর্থ্যাৎ। যদুক্তম্—অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্‌ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃত ইতি। কিন্তু মধ্যমোঽনুগ্রাহী ঈশ্বরে তদধীনেম্বিত্যাদেঃ। ঈশ্বরে ভগবতি। তদধীনেষু তদ্‌ভক্তেষু। বালিশেষু অজ্ঞেষু। দ্বিষৎসু ভগবদ্ভাগবতনিন্দকেষু। প্রেমেত্যাদিকং ক্রমাদবগন্তব্যম্। ইত্থঞ্চেতি। হর্য্যনুগ্রহাৎ জীবানাং মোক্ষে স্বীকৃতে তস্মিন্ বৈষম্যাদিকমাপতেৎ ভক্তানুগ্রহাৎ তস্মিন্ স্বীকৃতে তৎপরিহারঃ সিদ্ধঃ। ননু ভক্তেঽপি বৈষম্যমবদ্যমিতি

শ্রীহরি বিশ্ববর্ত্তী জীবগণের যাদৃচ্ছিক সৎপ্রসঙ্গ হইলে, গুরূপদেশানুরূপ উপাস্য নিজগুণে ঐ সকল জীবকে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারাও উপদিষ্ট বর্ত্মানুসারেই তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভক্ত তিন প্রকার; উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। তন্মধ্যে অনুগ্রাহী সাধকই মধ্যম। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরে, ভক্তসকলে, মূঢ় ব্যক্তিতে ও শত্রুতে যাঁহারা যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই মধ্যম ভক্ত।' ঐশ্বর্য্যদর্শী, বিধিমার্গপ্রিয়, অনুগ্রাহী ভক্ত সকলই মধ্যম ভক্ত। ভেদদর্শিত্বই তাঁহাদিগের এই মধ্যমতার কারণ। আর যাঁহারা সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব এবং ভূতসকলকে ভগবত্তত্ত্বে দর্শন করেন, তাঁহারাই উত্তম ভক্ত। বিধিমার্গানুসারী ভেদবিচার না থাকাতেই ইহাঁরা উত্তম ভক্ত বলিয়া অভিহিত হয়েন। ভক্তানুগ্রহ অনুসারেই প্রবৃত্তি হয় বলিয়া ভগবানে বৈষম্যাদির অপ্রসঙ্গ বুঝিতে হইবে॥ ২৯॥

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ ॥ ৩০ ॥

এবং স্বীকারে সতি গতেস্তৎপ্রাপ্তেরুভয়থার্থবত্ত্বম্। মাধুর্য্যগুণকভগবৎকর্ম্মকতয়া পারমৈশ্বর্য্যগুণকতৎকর্ম্মকতয়া চ সার্থত্বম্। অর্থঃ পুরুষার্থঃ পুরুষোত্তমস্তদ্বৈশিষ্ট্যমিত্যর্থঃ। অন্যথেত্থমস্বীকারে বিরোধস্তয়োর্বাক্যয়োর্ব্যাকোপাপত্তিঃ স্যাৎ। হিশব্দস্তয়োঃ সমং প্রামাণ্যং সূচয়তি। ন চোপসংহার-সূত্রাদুভয়োঃ প্রাপ্ত্যোর্ব্যতিকরঃ। একান্তিষু স্বেষ্টেতরগুণা-প্রকাশাৎ। বক্ষ্যতি চৈবমুপরিষ্টাৎ ব্যতিরেকস্তদ্ভাবে-ত্যাদি ॥ ৩০ ॥

চেন্ন। মধ্যমে তস্মিন্ তৎস্বীকারাৎ। নন্ন হরেরনুগ্রাহকত্বং শ্রুতং ব্যাকুপ্যেদিতি চেন্ন। ভক্তানুগ্রহানুগামিতয়া তদনুগ্রহস্যাপি প্রবৃত্তেরিত্যনুবন্ধাধিকরণে বক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

এতদ্ব্যবস্থাস্বীকারে গুণস্তদভাবে তু দোষঃ স্যাদিতি দর্শয়িতুমাহ গতে-রিত্যাদি। তয়োর্বাক্যয়োর্মাধুর্য্যগুণকং গোকুলনাথং ধ্যায়তাং তন্নাথপ্রাপ্তি-রৈশ্বর্য্যগুণকং বৈকুণ্ঠনাথং ধ্যায়তাং তু তন্নাথপ্রাপ্তিরিত্যুপায়োপেয়বিশেষ-

উভয়বিধ ভক্তি দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। অতএব উভয়বিধ ভক্তিরই সার্থকতা হইতেছে। তারতম্য থাকিলেও প্রাপ্তির সম্বন্ধে ঐরূপই বুঝিতে হইবে। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়ই ভগবানের গুণ। বিধিভক্তি দ্বারা ঐশ্বর্য্যাত্মক ভগবানের প্রাপ্তি এবং রুচিভক্তি দ্বারা মাধুর্য্যাত্মক ভগবানের প্রাপ্তি হয়। উভয় প্রাপ্তিতেই ভগবৎকর্ম্মতা থাকে বলিয়া উভয়ই সার্থক হইতেছে। অর্থ-শব্দ পুরুষার্থবোধক। পুরুষার্থ ও পুরুষোত্তম একই। সুতরাং পুরুষোত্তম প্রাপ্তিই উহার সাফল্য। ইহার অস্বীকারে উভয়বিধ শাস্ত্রবাক্যের বৈয়র্থ্য হয়। হিশব্দ দ্বারা উভয়েরই সমান প্রামাণ্য উক্ত হইয়াছে। উপসংহার সূত্র দ্বারা উভয়বিধ প্রাপ্তির একত্ব নির্ণীত হয় নাই। কারণ, উভয়বিধ সাধন ও প্রাপ্তির তারতম্য অপরিহার্য্য। একান্ত ভক্তে নিজ ইষ্ট দেবতার ইতর গুণের প্রকাশ নাই। একথা পরে "ব্যতিরেকস্তদ্ভাবেত্যাদি" সূত্রে বিশেষরূপেই বলিবেন॥৩০॥

অথ রুচিভক্তেঃ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রতিপাদয়তি। বিধিবর্ত্মনানুবৃত্তঃ শ্রেষ্ঠ উত রুচিবর্ত্মনেতি সংশয়ে বিধিপরিষ্কারেণাভ্যর্হণাদ্‌-বিধিবর্ত্মনানুবৃত্তঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রাপ্তে—

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ॥ ৩১॥

রুচিবর্ত্মনা হরিং ভজন্নুপপন্নঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুপেতস্তস্মিন্নুপপত্তি-যুক্তো বা। কুতঃ তদিতি। তৎ তাদৃশস্বভক্তৈকরতত্বং লক্ষণং যস্য স চাসাবর্থশ্চ মাধুর্য্যগুণকঃ পুরুষোত্তমস্তস্যোপলব্ধেঃ স্বাধীনত্বেন লাভাদিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি লোকেতি। লোকে যথা সর্ব্বাধিকস্যাপি রাজ্ঞঃ স্বজনানুবৃত্তিরসিকস্য

নিরূপকয়োর্বিশিষ্টয়োর্বচনয়োরিত্যর্থঃ। ন চানয়োর্বাধ্যবাধকভাবঃ শক্যো বক্তু-মিত্যাহ হীতি। শ্রুতিত্বাবিশেষাদিত্যাশয়ঃ। ন চেতি। উপসংহারসূত্রাদুপসংহারো-ঽর্থাভেদাদিতি সূত্রাদিত্যর্থঃ। ব্যতিকরঃ সাঙ্কর্য্যম্॥ ৩০॥

পূর্ব্বত্র দ্বেধা ভক্তিরাপাদিতা। তামাশ্রিত্য তদধিকারিণোঃ শ্রৈষ্ঠ্যাশ্রৈষ্ঠ্যে প্রতিপাদ্যে ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যাহ অথ রুচিভক্তেরিত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষে রুচিবর্ত্মনি প্রবৃত্তিমাত্মৈর্য্যকং ফলং সিদ্ধান্তে তু তদমাত্মৈর্য্যং তদিতি বোধ্যম্। অনুবৃত্তো ভজন্নিত্যর্থঃ। বিধীতি। বিধিভক্তের্যাবন্ত্যঙ্গানি তানি সর্ব্বাণি বিধিনৈবানুষ্ঠীয়ন্তে অতোঽভ্যর্হিতা সেত্যর্থঃ।

উপপন্ন ইতি। তদভাবাৎ রুচিভক্তির্ন তথেতি তস্মাত্মৈর্য্যে হেতুর্ব্যজ্যতে। তদিতি। তাদৃশস্বভক্তো মাধুর্য্যগুণকপুরুষোত্তমভক্তঃ। তদেকরতত্বং লক্ষণং

অনন্তর রুচিভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। বিধিমার্গানুবৃত্তই শ্রেষ্ঠ অথবা রুচিমার্গানুবৃত্তই শ্রেষ্ঠ? এইরূপ সংশয়ে, বৈধ ভক্তের উপাসনা বিধি দ্বারা পরিমার্জ্জিত বলিয়া বিধিমার্গানুবৃত্তেরই শ্রেষ্ঠতা স্থির হইলে, পূর্ব্ব-পক্ষীয় এই মত খণ্ডনের নিমিত্ত সূত্রকার বলিতেছেন;—

রুচিমার্গ দ্বারা হরিভজনকারী ভক্তই শ্রেষ্ঠ; কারণ, মাধুর্য্যগুণক, রুচি-ভক্তৈকরতত্বলক্ষণ স্বয়ং পুরুষোত্তমই উক্ত ভক্তির গ্রাহ্য। উক্ত ভক্তি দ্বারা তাদৃশ পুরুষোত্তমই উপলব্ধ হয়েন, অর্থাৎ স্বাধীনভাবে লব্ধ হয়েন। এসম্বন্ধে লৌকিক

কশ্চিজ্জনস্তদেকহিতনিপুণস্তং স্বাধীনং কুর্ব্বন্ প্রশস্যতে তদ্বৎ। ন চ প্রভোঃ পারতন্ত্র্যং দোষঃ। তাদৃশস্য স্বীয়স্নেহাধীনতায়া গুণত্বাৎ। অয়ং ভাবঃ। পুরুষোত্তমঃ খলু প্রীতিরসিকো রুচিভক্তেষু স্বমাধুর্য্যং প্রকাশ্য তদনুরক্তৈস্তৈঃ কৃতং স্বার্পণং স্বীকুর্ব্বন্ তৎপ্রীত্যা পরিক্রীতস্তান্ প্রধানীকরোতি স্বসমনুভবায়। তমন্যথা তথানুভবিতুং ন তে প্রভবঃ যদাহ শ্রীমান্ শুকঃ। নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহেত্যাদি। যদ্যপি সর্ব্ব-

---

যস্য গোকুলনাথস্য সঃ। অর্থঃ পরমপুমর্থঃ। দৃষ্টান্তেনেতি। তং রাজানম্। তাদৃশস্য স্বতন্ত্রস্য প্রভোঃ। তমন্যথেতি। অন্যথা প্রধানীকরণাভাবে তং স্বং প্রভুং তথা সম্যগনুভবিতুং তে রুচিভক্তাঃ প্রভবঃ সমর্থা ন ভবেয়ুরিত্যর্থঃ। তেন তস্য প্রীতিরসাস্বাদো হীয়েতেত্যাশয়ঃ। তাদৃশস্বভক্তৈকরতত্বং তস্যৈব লক্ষণমিত্যত্র প্রমাণমাহ নায়মিতি। অয়ং গোপিকাসুতো যশোদাত্মজো ভগবান্ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যঃ শ্রীগোকুলনাথঃ দেহিনাং দেহাভিমানসহিতানাং বিধিনা তমারাধয়তাং ভক্তানাং জ্ঞানিনাং তত্ত্বজ্ঞানামপি তথা সুখাপঃ সুখপ্রদো ন আত্মভূতানাং দেহাভিমানরহিতানাং সনকাদিনাঞ্চ জ্ঞানিনাং তথা সুখাপঃ ন যথেহ গোপিকা-

দৃষ্টান্তও দৃষ্ট হয়। তদেকহিতনিপুণ ব্যক্তি স্বজনানুবৃত্তিরসিক রাজাকে স্বায়ত্ত করিয়া যেরূপ প্রশংসাভাজন হয়েন, রুচিভক্তও তদ্রূপ ভগবানের অনুবর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া প্রসংশনীয় হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরের এই পারতন্ত্র্য দোষাবহ নহে। ভক্তের প্রতি স্নেহ, তাঁহার একটি প্রধান গুণ। পুরুষোত্তম স্বয়ং প্রীতিরসিক। তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক অনুরক্ত নিজ ভক্ত সকলে স্বমাধুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক তদ্দত্ত উপহার স্বীকার করিয়াও তাঁহাদের প্রীতি দ্বারা পরিক্রীত হইয়া নিজের অনুভবের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রাধান্য প্রদান করেন। অন্যথা তাঁহারা তাঁহাকে তদ্রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইতেন না। ভগবান শুকদেবও বলিয়াছেন, 'গোপিকাসুত শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান ব্যক্তিগণের পক্ষে যেরূপ সুলভ, আত্মভূত জ্ঞানীদিগের পক্ষে সেরূপ সুলভ নহেন। তাঁহার বশ্যতা সর্ব্বভক্-

ভক্তসাধারণী তস্য বশ্যতা তথাপি এষু তস্যাঃ পরাকাষ্ঠেতি সর্ব্বশ্রৈষ্ঠ্যসিদ্ধিঃ। তস্মাদ্রুচিবর্ত্মনানুবৃত্তঃ শ্রেয়ানিতি ॥৩১॥

অথেদমুপাসনমেকানেকাঙ্গতয়া দ্বিবিধমিতি দর্শয়িতুমারভতে। অথর্ব্বশিরঃসু ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রহ্মাণমূচুরিত্যাদিনা সকলং পরং ব্রহ্মেত্যন্তেনাষ্টাদশার্ণস্বরূপং নিরূপ্য পঠ্যতে। এতদ্‌যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতীতি। তত্র সংশয়ঃ। ধ্যানাদীনি সমুদিত্য মোক্ষসাধনানি প্রত্যেকং বেতি তান্যুক্ত্বামৃতত্বোক্তেঃ সমুদিত্যেতি প্রাপ্তে—

সুতে মাধুর্য্যগুণকে গোকুলনাথে ভক্তিমতাং রুচিভক্তানাং সুখাপ ইত্যর্থঃ। আদিশব্দাৎ যৎপাদপাংশুরিত্যাদি। এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি নশ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ং মুহ্যতি। সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ইত্যাদি চ। যদ্যপীতি। তস্য হরেঃ। এষু রুচিভক্তেষু। তস্যা বশ্যতায়াঃ ॥৩১॥

রুচিবিধিপূর্ব্বকং ব্রহ্মোপাসনং প্রাগুক্তম্। তদাশ্রিত্য তস্যৈকাঙ্গত্বমনেকাঙ্গত্বঞ্চ নিরূপ্যমিতি প্রাগ্‌বৎ সঙ্গতিঃ। অথেদমিতি। এতদিতি। এতদষ্টাদশার্ণস্বরূপং বাচকং ব্রহ্ম যো ধ্যায়তি আনুপূর্ব্বেণ তদক্ষরস্বরূপং চিন্তয়তি রসতি

সাধারণী হইলেও রুচিভক্ত সকলে উহার পরাকাষ্ঠা প্রযুক্তই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা জানিতে হইবে। অতএব রুচিমার্গানুবৃত্ত ভক্তই শ্রেষ্ঠ ॥৩১॥

অনন্তর ভগবানের এই উপাসনা একাঙ্গ ও অনেকাঙ্গ রূপে দ্বিবিধ, ইহাই বলিবার জন্য প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন। অথর্ব্বোপনিষদে উক্ত আছে, মুনিগণ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, 'অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্বরূপ পরব্রহ্মকেই ধ্যান করিবে, জপ করিবে ও ভজন করিবে। যিনি ঐরূপ করেন, তিনিই মুক্ত হয়েন।' এস্থলে সংশয় এই, ধ্যান প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গই মোক্ষের সাধন বা উক্ত এক একটি অঙ্গই পৃথক্ ভাবে মোক্ষের সাধন? যখন সকল গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পরে মোক্ষ বলিয়াছেন, তখন সকলগুলিই মোক্ষের সাধন বলা যায়। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন ;—

অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধাচ্ছব্দানুমানাভ্যাম্ ॥ ৩২ ॥

ধ্যানাধীনাং সর্ব্বেষাং সমুদিতানাং মুক্তিসাধনতেতি ন নিয়মঃ কিন্তু প্রত্যেকং তৎসাধনতেতি। কুতঃ শব্দানুমানাভ্যাং সহ তস্যাঃ শ্রুতেরবিরোধাৎ। চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ। পঞ্চপদং পঞ্চাঙ্গং জপন্ দ্যাবাভূমী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সাগ্নীতি তদ্রূপতয়া ব্রহ্ম সংপদ্যত ইত্যাদিশ্রুত্যা কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ। একোঽপি কৃষ্ণায় কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ। দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়েত্যাদিস্মৃত্যা চ সাকমেতদ্ যো ধ্যায়তীত্যাদিশ্রুতের্বিরোধাভাবাৎ। ইতরথা প্রতিভক্তিমুক্তিবিবোধিকাভ্যাং তাভ্যাং সহাসৌ বিরুধ্যেত। ইত্থঞ্চ

জপতি ভজতি বাচ্যভূতং তৎ সেবতে সোঽমৃতো মোক্ষী ভবতি ইতি মন্ত্রতদ্দেবতয়োরৈক্যমুক্তম্। সমুদিত্য সম্ভূয় মিলিত্বেত্যর্থঃ। তানি ধ্যানাদীনি।

অনিয়ম ইতি। নিয়মাভাব ইত্যর্থঃ। পঞ্চপদমষ্টাদশার্ণম্। তদ্রূপতয়া দ্যাবাভূম্যাদিকারণতয়া প্রসিদ্ধং যৎ পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তাভ্যামুক্তাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতি-

---

ধ্যানাদি সকলগুলি অনুষ্ঠান করিলেই মুক্তি হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। কিন্তু প্রত্যেকেরই পৃথক্ সাধনতা দৃষ্ট হয়। কারণ, অন্যান্য শ্রুতিস্মৃতির সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির কোনই বিরোধ হইতেছে না। 'শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিলে, জীব মুক্তিলাভ করেন।' 'পঞ্চপদ পঞ্চাঙ্গ মন্ত্র জপ করিলে, জীব, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিতে সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মসম্পত্তি লাভ করেন;' ইত্যাদি শ্রুতি, এবং 'শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন হইতে জীব ভববন্ধনবিমুক্ত হয়েন ও পরব্রহ্মকে লাভ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কৃত একটিমাত্র প্রণাম দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে উৎকৃষ্ট; দশাশ্বমেধী পুনর্জন্ম লাভ করেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামীর আর জন্ম হয় না;' ইত্যাদি স্মৃতির 'অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্বরূপ পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবে,' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত কোন বিরোধ নাই। অবিরোধ স্বীকার না করিলে, প্রত্যেক ভক্তিমুক্তিবোধক শ্রুতিস্মৃতির সহিতই উহার

সোঽমৃতো ভবতীত্যস্য ধ্যায়তীত্যাদিষু প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ। সমুদিতানাং তথাত্বে তু কৈমুত্যং ব্যক্তম্। উপলক্ষণমদঃ শ্রবণাদীনাং নবানাঞ্চ। নন্বু ধ্যানোত্তরৈব মুক্তিঃ শ্রূয়তে। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদিষু। কথমত্র জপাদ্যুত্তরা সাভ্যুপগতেতি চেদুচ্যতে। জপাদিকং ধ্যানঞ্চ মিথোঽনুস্যূতম্। জপাদৌ ধ্যানং ধ্যানে চ জপাদীতি প্রাগুক্তং সুস্থিরম্॥ ৩২॥

নন্বু ব্রহ্মবিদ্যায়াং সত্যাং বিমুক্তিরিত্যযুক্তম্। সিদ্ধবিদ্যানামপি ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদীনাং চিরং প্রপঞ্চাবস্থিতিভগবৎপ্রাতিকূল্যাদিদর্শনাদিতি চেত্তত্রাহ।

ভ্যাম্। অসাবেতদ্ যো ধ্যায়তীত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। ইত্থঞ্চেতি যো ধ্যায়তি স চ যো রসতি স চ যো ভজতি স চামৃতো ভবতীতি সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। সমুদিতানাং ধ্যানাদীনাম্। তথাত্বে মোক্ষসাধনত্বে। উপলক্ষণমিতি। স্বপ্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বমুপলক্ষণত্বম্। অদ এতদ্ যো ধ্যায়তীত্যাদি বাক্যম্। শ্রবণাদীনামিতি। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমমিতি প্রহ্লাদোক্তানামিত্যর্থঃ। এতদ্

বিরোধ ঘটে। অতএব ধ্যানাদি প্রত্যেক সাধনের সহিত ঐ অমৃতত্ব লাভের সম্বন্ধ জানিতে হইবে। সমুদায়ের সহিত সম্বন্ধে কৈমুত্য ব্যক্ত হয়; অর্থাৎ একটিমাত্র সাধনের মুক্তিদায়কত্বে সকলের মুক্তিদায়কত্ব অবশ্যম্ভাবী, স্থির হয়। "যো ধ্যায়তি" এই শ্রুতিটি শ্রবণাদি নয়টি সাধনের উপলক্ষণ; অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, এই নয়টি সাধনের যে কোন একটি সাধনই মুক্তিদানে সমর্থ। এক্ষণে আশঙ্কান্তর এই যে, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" এই শ্রুতিতে ধ্যানের পরই মুক্তি শ্রুত হয়; কিন্তু এখানে জপাদির পর ঐ মুক্তি উক্ত হইতেছে, ইহার সামঞ্জস্য কিরূপ হইবে? তদুত্তরে বক্তব্য এই—জপাদি ও ধ্যান পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ। জপাদি ধ্যানের সহিত এবং ধ্যান জপাদির সহিত অনুস্যূত, অতএব পূর্ব্বোক্তই স্থির হইল॥ ৩২॥

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥ ৩৩ ॥

ন খলু সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদাং বিদ্যাসিদ্ধৌ সত্যাং বিমুক্তি-রিত্যস্মাভিরুচ্যতে। কিন্তু যেষাং সঞ্চিতস্য কর্ম্মণো বিদ্যয়া বিনাশঃ ক্রিয়মাণস্য তয়া বিশ্লেষঃ শরীরারম্ভকস্য তু তস্য ভোগেন সংক্ষয়স্তেষামেব তস্যাং সেতি। ব্রহ্মাদীনাং ত্বাধি-কারিকাণাং বিনষ্টবিশ্লিষ্টসঞ্চিতক্রিয়মাণকর্ম্মণামপ্যধিকারা-রম্ভকং কর্ম্ম যাবদধিকারং ন ক্ষীয়তেঽতস্তেষাং তাবৎ প্রপঞ্চে-ঽবস্থিতির্ভবেৎ। তদারম্ভকস্য তস্য সমাপ্তৌ তু তে বিমুচ্য

যো ধ্যায়তীত্যত্রানুক্তানামিত্যর্থঃ। চকারান্নৃত্যগীতাদীনাঞ্চেতি বোধ্যম্। নন্বিতি। সা মুক্তিঃ ॥ ৩২ ॥

আশঙ্ক্য পরিহরতি নন্বিত্যাদিনা।

যাবদিতি। যাবানধিকারো যাবদধিকারম্। যাবদবধারণে ইতি সূত্রাৎ সমাসঃ। তাবৎপদং বৃত্তাবন্তর্ভূতমিত্যুক্তম্। ইহাধিকারশব্দেনাধিকারারম্ভক-কর্ম্মসমাপকঃ কালো লক্ষ্যতে। আধিকারিকাণামধিকারে নিযুক্তানাম্। তত্র নিযুক্ত ইতি সূত্রেণ ঠক্প্রত্যয়ঃ। তয়া বিদ্যয়া। তস্যাং বিদ্যায়াং সত্যাম্। সা মুক্তিঃ। সমাপ্তাবিতি। ভোগেন ক্ষয়ে সতীত্যর্থঃ। বিমুচ্য মুক্তো ভূত্বা।

পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন,—ব্রহ্মবিদ্যা হইলেই মুক্তি হইবে, এরূপ বলা যায় না। কারণ, সিদ্ধবিদ্য ব্রহ্মরুদ্র প্রভৃতি দেবতারও চিরকাল প্রপঞ্চে অবস্থান এবং ভগবৎপ্রাতিকূল্যাদি দৃষ্ট হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন;—

ব্রহ্মবিদ্যা হইলে মুক্তি স্থির। কিন্তু অধিকারিগণের অধিকার পর্য্যন্ত অব-স্থিতিও অনিবার্য্যই জানিতে হইবে। সকলেরই যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলেই মুক্তি হইবে, এরূপ নহে। তবে যাহাদের ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মের নাশ, ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হইতে বিশ্লেষ, ভোগ দ্বারা শরীরারম্ভক কর্ম্মের ক্ষয় হইয়াছে, তাঁহাদিগেরই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পরই মুক্তি হয়। আর যাঁহাদের তাহা হয় নাই, তাঁহাদিগকে অধিকার পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে হয়। ব্রহ্মাদি অধিকারিগণের ঐ সকল কর্ম্মের ক্ষয় হয় না বলিয়াই তাঁহাদিগকে অধিকার পর্য্যন্ত অপেক্ষা

পরং পদং বিশন্তীতি। ইদন্তু বোধ্যম্। অচিরাধিকারা মঘবাদয়োঽধিকারান্তে চিরাধিকারং ব্রহ্মাণং গচ্ছন্তি। তদধিকারান্তে তস্মিন্ বিমুক্তে তেন সহ বিমুচ্যন্তে ইতি। বক্ষ্যতি চৈবম্। কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণেত্যাদিনা। ভগবতি তেষাং প্রাতিকূল্যং তু তল্লীলাপোষাত্তদিচ্ছানুগুণমেবেত্যদোষঃ। বিষয়াবেশোঽপ্যেষামাভাসরূপ এব বিদ্যানিষ্ঠত্বাৎ। তস্মাদধিকারিভিন্নানাং তত্ত্ববিদাং বিদ্যাধিগমে বিমুক্তিরিতি ন কাপি ক্ষতিঃ॥ ৩৩॥

অথাস্থৌল্যাদিধর্ম্মানুপসংহর্ত্তুমারভতে। এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমিত্যাদি শ্রূয়তে। অথ

তদধিকারান্তে ব্রহ্মত্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে সতি। তস্মিন্ ব্রহ্মণি। ভগবতি তেষামিতি। বৎসাদিহরণেন বাণযুদ্ধেনাভিবর্ষণেন চ তত্তৎকৃতেন যে তত্তল্লীলা সিধ্যেদিতি তদিচ্ছাবশৈরেব তৈস্তত্তদ্বিহিতমিতি ন প্রাতিকূল্যাচারস্তেষ্বভিজ্ঞতাং প্রসঞ্জয়তীত্যর্থঃ। তথাপি তদাচারে নিমিত্ততাং স্মরতাং তেষাং তন্মন্তুঃ ক্ষমার্থা স্তুতির্দাসধর্ম্মত্বাদুপজাতেতি বোধ্যম্॥ ৩৩॥

পূর্ব্বত্রোপসংহৃতানন্দসৌন্দর্য্যসার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বৈশ্বর্য্যাদিগুণকেনৈকাঙ্গকেনানেকাঙ্গকেন চোপাসনেন মোক্ষার্থিভির্ম্মূর্ত্তং ব্রহ্মোপাস্যমিত্যুক্তম্। অস্তু তস্মিন্

করিতে হয়। ঐ সকলের পরিসমাপ্তি হইলে, তাঁহারা মুক্ত ও পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। অচিরাধিকারী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকল অধিকারের অন্তে চিরাধিকারী ব্রহ্মাদি দেবতাতে সম্পন্ন হয়েন। পরে তাঁহার অধিকারের অন্তে তাঁহার সহিত বিমুক্ত হয়েন। "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ" ইত্যাদি সূত্রে এই বিষয়টি পরিস্ফুট করিবেন। ভগবানে তাঁহাদিগের যে প্রাতিকূল্য, উহা তাঁহার লীলাপোষণের নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছানুসারে হয় বলিয়াই দোষাবহ হয় না। ইহাঁদিগের বিষয়াবেশও আভাসরূপ; কারণ, ইঁহারা বিদ্যানিষ্ঠ; বিদ্যানিষ্ঠের বিষয়াবেশ অসম্ভব। অতএব লোকবিশেষের অধিকারী ভিন্ন অন্য তত্ত্ববিদ্গণের বিদ্যালাভেই বিমুক্তি হয়, বলাতে, কোন ক্ষতি হইতেছে না॥ ৩৩॥

পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-মচক্ষুঃশ্রোত্রমিত্যাদি চ। ইহ ভবতি বীক্ষা। অক্ষরশব্দিত-পরব্রহ্মবিষয়াঃ স্থৌল্যাদিপ্রতিষেধবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বাসূপাসনাসু নেয়া ন বেতি। সমানএবঞ্চাভেদাদিত্যত্র বিগ্রহাত্মক-ব্রহ্মোপাসনায়া নিরূপণাত্তাদৃশে ব্রহ্মণ্যেতাসামসম্ভবান্নেতি প্রাপ্তে—

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবৎ তদুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

তুশব্দাৎ পূর্ব্বপক্ষো নিবর্ত্ত্যতে। অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধিনীনাম্ আসামস্থৌল্যাদিধিয়াং সর্ব্বাসু তাস্ববরোধঃ সংগ্রহঃ কার্য্যঃ। কুতঃ সামান্যেতি। সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তীতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বত্রোপাস্যস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য সামান্যাদেকরূপ্যাৎ। তত্র

মূর্ত্তব্রহ্মোপাসনে তেষামানন্দাদিগুণানামুপসংহারঃ সম্ভবাৎ মাস্ত অস্থৌল্যাদীনাং তত্র তেষামসম্ভবাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ অথাস্থৌল্যাদীতি। তাদৃশে বিগ্রহাত্মকে। এতাসাং বুদ্ধীনাম্।

অনন্তর অস্থৌল্যাদিধর্ম্মের উপসংহার আরম্ভ করিতেছেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 'গার্গি! সেই অক্ষর পুরুষ অস্থূল, অনণু ও অহ্রস্ব; পরা বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষু ও অশ্রোত্র।' এস্থলে সংশয় এই;—অক্ষরশব্দিত পরব্রহ্মবিষয়ক স্থৌল্যাদিপ্রতিষেধবুদ্ধি, সকল উপাসনাতেই উপসংহৃত হইবে কি না? "সমান এবঞ্চাভেদাৎ" এই সূত্রে বিগ্রহাত্মক ব্রহ্মেরই উপাসনা নির্ণীত হইয়াছে। তাদৃশ ব্রহ্মে এই সকলের অসম্ভবতা প্রযুক্ত উপসংহৃত হইবে না। এইরূপ মীমাংসার খণ্ডনার্থ বলিতেছেন;—

অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধিনী অস্থৌল্যাদিবুদ্ধি সমস্ত ব্রহ্মোপাসনাতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। কারণ, "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি," এই বাক্যোক্ত উপাস্য ব্রহ্মের সর্ব্বত্র

বিগ্রহেঽস্থৌল্যাদীনাং ভাবাচ্চ। অয়ং ভাবঃ। জ্ঞাত্বা দেব-মিত্যাদিশ্রুতের্জ্ঞানান্মোক্ষঃ। তচ্চ জ্ঞানং তমসাধারণ্যেন গৃহ্লীয়ান্নতু সাধারণ্যেন। অন্যত্রাতিপ্রসঙ্গাৎ। ততশ্চাস্থৌ-ল্যাদিবিশেষিতবিভুজ্ঞানানন্দাভিন্নবিগ্রহরূপত্বেন জ্ঞানমসাধা-রণ্যায় স্যাত্তদিতরনিখিলভেদানুমাপকত্বাৎ। ইত্থঞ্চ সকল-হেয়প্রত্যনীকত্বং তদ্বিগ্রহস্য সিদ্ধম্। স বৈ ন দেবাসুর-মর্ত্যতির্য্যঙ্ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ন জন্তুঃ। নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্ন চাসন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষ ইতি স্থৌল্যাদিনিহীন-ত্বেনাভ্যর্থিতং বস্তু তাদৃগ্বিগ্রহাত্মনাবির্ভূতমিতি স্মর্য্যতে হরিরাবিরাসীদিতি। অত্রৈতাদৃশাবির্ভাবমর্থয়মানে গজেন্দ্রে

অক্ষরধিয়ামিতি। তাসুপাসনাসু। তচ্চেতি। তচ্চ জ্ঞানং তং দেবমসা-ধারণ্যেনাস্থৌল্যাদ্যসাধারণধর্ম্মবিশিষ্টত্বেন গৃহ্লীয়াৎ। তত্ত্বেন সংগৃহ্লন্বিমোচকং স্যাৎ। তত্ত্বেনাগ্রহণে দেবত্বেন দেবসামান্যং গৃহ্লীয়াৎ। ন চ তেন জ্ঞানেন মোক্ষঃ তমেব বিদিত্বেত্যাদিশ্রবণাদিতি ভাবঃ। স বৈ নেতি। সৎ স্থূলং অসৎ সূক্ষ্মম্। অত্রৈতাদৃশেতি। গজেন্দ্রেণ ক্লিষ্টেন স্বক্লেশনিবৃত্তয়ে দেবাদিবিলক্ষণঃ স্থৌল্যাদিগুণশূন্যো বিজ্ঞানানন্দঃ পরমাত্মাকারিতঃ স খলু তদ্দৈন্যশ্রবণাভ্যুদিত-

---

সামান্য, অর্থাৎ একরূপতা, এবং বিগ্রহে অস্থৌল্যাদি উক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, "জ্ঞাত্বা দেবম্" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জ্ঞান হইতে মুক্তি প্রতীত হয়। ঐ জ্ঞান তাঁহাকে অসাধারণ ভাবে গ্রহণ করিবে; সাধারণভাবে নহে। সাধারণভাবে গ্রহণ করে বলিলে, ঐ জ্ঞান অন্যত্র অতিপ্রসক্ত হইবে। বিভুজ্ঞানানন্দ হইতে অভিন্ন বিগ্রহের অস্থৌল্যাদিগুণবিশিষ্টতারূপে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই ব্রহ্মস্বরূপ-জ্ঞান; উহা অসাধারণ। কারণ, ঐ জ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপের ব্রহ্মেতর সমস্ত পদার্থ হইতে ভেদ অনুমান করাইতেছে। এইরূপে ব্রহ্মবিগ্রহের নিখিল হেয় বস্তু হইতে বিশেষত্ব সিদ্ধ হইল। অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃত হেয় গুণ সম্ভব হয় না। কথিত আছে, 'তিনি দেবতা, অসুর, নর, পশু, পক্ষী, স্ত্রী, নপুংসক, পুরুষ, জন্তু, গুণ, কর্ম্ম, সৎ, অসৎ, কিছুই নহেন। তিনি স্বয়ং অশেষ হইয়াও নিষেধের

যেন রূপেণাবির্ভূতং তৎ খলু তাদৃগেব ভবেদিতি বিস্ফুটং তত্ত্বম্। ইতরথা জ্ঞানমাত্রং তচ্চেতস্যবভাসেত। ইহ প্রাপঞ্চিকং দেবত্বাদি প্রতিষিধ্যতে। স্বরূপনিষ্ঠং দেবত্বং পুরুষত্বং চাস্ত্যেব তথৈব প্রাকট্যাৎ। গুণানাং প্রধানানুগামিত্বে নিদর্শনম্ ঔপসদবদিতি। উপসদাখ্যকর্ম্মাঙ্গভূতমন্ত্রবদিত্যর্থঃ। যথা জামদগ্ন্যেঽহীনে পুরোডাশিনীষূপসৎস্বগ্নের্বেহোত্রমিত্যাদিকাঃ পুরোডাশপ্রদানমন্ত্রাঃ সামবেদপঠিতা অপি প্রধানানুগামিতয়া যাজুর্বেদিকৈরধ্বর্য্যুভিরভিসংবধ্যন্তে। তৎপ্রদানস্য তৎকার্য্যত্বাৎ। এবং ক্বাচিৎক্যোঽপি তদ্বুদ্ধয়ঃ প্রধানে-

---

দয়ো মূর্ত্তানন্দবিজ্ঞানঃ প্রাদুর্ভূত ইতি স্মর্য্যতে। তেন তাদৃক্ স ইত্যাগতং ন হৃদাকারিত আগচ্ছেদিতি ভাবঃ। ননু মূর্ত্তস্য পুরুষস্য হরেঃ কথং স্থৌল্যাদিশূন্যত্বং প্রতীমস্তত্রাহ ইহ প্রাপঞ্চিকমিতি। পূর্ব্বপক্ষিণাপি প্রাপঞ্চিকমেব তৎ প্রতিষিধ্যতে। স্বরূপনিষ্ঠং তত্তু রাগমূর্ত্তত্ববৎ তত্রাস্তীতি প্রাগুক্তম্। তচ্চাচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধমিতি শ্রুতেস্ত্বিত্যধিকরণলব্ধম্। ঔপসদবদিতি। উপসদামিমে ঔপসদা মন্ত্রাস্তদ্বদিত্যর্থঃ। যথা জামদগ্ন্যে ইত্যাদি। তৎপ্রদানস্য পুরোডাশপ্রদানস্য।

শেষ।' গজেন্দ্র যখন এইরূপ আবির্ভাব প্রার্থনা করিলেন, তখন ভগবান যে রূপে আবির্ভূত হইলেন, সেই রূপও অবশ্য প্রার্থনানুরূপই হইবে। অন্যথা গজেন্দ্রের মনে জ্ঞানমাত্রেরই আবির্ভাব হইত। ভগবানের ঐ অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে প্রাপঞ্চিক দেবত্বমনুষ্যত্বাদি নিষিদ্ধ। তবে তাহাতে যে দেবত্বমনুষ্যত্বাদি প্রতীত হয়, উহা স্বরূপনিষ্ঠই বুঝিতে হইবে। কারণ, ঐরূপেই প্রকট দেখা যায়। গুণ সকল প্রধানের অনুগামী। ঔপসদই উহার উদাহরণ। উপসদ অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গভূত মন্ত্র যেরূপ প্রধান কর্ম্মের অনুগমন করে, তদ্রূপ ভগবানের সকল গুণই তাঁহার প্রধান গুণের অনুগমন করিয়া থাকে। "অগ্নের্বেহোত্রম্," ইত্যাদি পুরোডাশ-প্রদান-মন্ত্র সকল সামবেদে পঠিত হইলেও যজুর্বেদী সকল ঐ সকল মন্ত্রকে প্রধানের অনুগামী বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। কারণ, ঐ সকল মন্ত্র দ্বারাই পুরোডাশ প্রদান করিতে হয়। অতএব প্রধান অক্ষরের

নাক্ষরেণ সহ সর্ব্বত্র সংবধ্যন্তে। তাসাং তদনুগামিত্বাদিতি। তদুক্তং বিধিকাণ্ডে। গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগ ইতি ॥ ৩৪ ॥

তৎকার্য্যত্বাদধ্বর্য্যুকর্ত্তব্যত্বাৎ। কাচিৎকাঃ ক্বচিৎ পঠিতাঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্বাসূপাসনাসু। তাসামিতি। তদ্বুদ্ধীনামক্ষরব্রহ্মানুগামিত্বাদিত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ। যজুর্ব্বেদজমগ্নিং পুষ্টিকামশ্চতুরাত্রেণাযজেতেত্যুৎপন্নে জামদগ্ন্যেঽহীনে পুরোডাশিন্য উপসদো ভবন্তীতি পুরোডাশযুক্তাসূপসৎস্বিষ্টিষু পুরোডাশপ্রদানকর্ম্মমন্ত্রাণামুদ্গাতৃবেদোৎপন্নানামগ্নের্ব্বেহোত্রং বেরধ্বরমিত্যাদীনামুদ্গাতৃপ্রয়োগে প্রাপ্তেঽধ্বর্য্যুকর্তৃকে পুরোডাশপ্রদানে কর্ম্মণি তেষাং মন্ত্রাণাং বিনিয়োগাৎ বিনিয়োগবিধেশ্চ সার্থক্যসম্পাদকস্য স্বরূপমাত্রবোধকোৎপত্তিবিধ্যপেক্ষয়া মুখ্যত্বাৎ মুখ্যানুরোধেনাধ্বর্য্যুণৈব তেষাং প্রয়োগো ন তু গৌণ্যুৎপত্তিবিধ্যনুরোধেনোদ্গাত্রেতি। যথাধ্বর্য্যুকর্তৃকপুরোডাশপ্রদানবিষয়াণাং মন্ত্রাণাং যত্র ক্বাপি শ্রুতানামপ্যধ্বর্য্যুণাং সম্বন্ধস্তথা যত্র ক্বাপি পঠিতানামপ্যস্থৌল্যাদিধিয়াং মুখ্যেনাক্ষরেণ ব্রহ্মণা সম্বন্ধ ইতি। অস্মিন্নেবার্থে উদাহরণান্তরতয়া জৈমিনের্নির্ণয়ং দর্শয়তি। তদুক্তমিতি। গুণমুখ্যেত্যস্যার্থঃ। য এবং বিদ্বানগ্নিমাধত্তে ইতি যজুর্বেদবিহিতাধানাঙ্গত্বেন য এবং বিদ্বান্ বারবন্তীয়ং গায়তি য এবং বিদ্বান্ যজ্ঞা যজ্ঞীয়ং গায়তি য এবং বিদ্বান্ বামদেব্যং গায়তীতি যজুর্ব্বেদ এব সামানি বিহিতানি বিষয়ঃ বারয়ন্তীপদযুক্তং সাম বারয়ন্তীয়ম্ এবমগ্রেঽপি বোধ্যম্। উচ্চৈঃ সাম্নোপাংশু যজুষেতি সামযজুষোঃ স্বরভেদোঽস্তি। তত্র কিমেতানি সামানি সামবেদোৎপন্নত্বাৎ তদীয়েনোচ্চৈঃস্বরেণাধানে প্রযোজ্যান্যুত যেন যজুর্ব্বেদেন বিনিযুজ্যন্তে তদীয়েনোপাংশুস্বরেণেতি সংশয়ে উৎপত্তিবিধিবলাদুচ্চৈঃস্বরেণেতি প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি গুণমুখ্যেতি। গুণমুখ্যয়োরুৎপত্তিবিনিয়োগবিধ্যোর্ব্যতিক্রমে স্বরবিষয়ে বিরোধে প্রাপ্তে মুখ্যেন বিনিয়োগবিধিনা বেদস্য বারয়ন্তীয়াদেঃ সংযোগো

সহিত অন্যত্র পঠিত অন্য গুণ সকলও সম্বন্ধ লাভ করে। অপ্রধান সকল প্রধানেরই অনুগামী। বিধিকাণ্ডেও বলিয়াছেন, 'গুণমুখ্যের ব্যতিক্রমে তাদর্থ্যপ্রযুক্ত মুখ্যের সহিতই বেদসংযোগ করিতে হয়' ॥ ৩৪ ॥

ননু তাদৃগ্‌বিগ্রহত্বাদিধর্ম্মজাতমিব সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বগন্ধ ইত্যাদিপ্রতিপন্নং সর্ব্বকর্ম্মত্বাদিকমপ্যবশ্যং সর্ব্বত্র চিন্ত্যং স্যাদিতিচেত্তত্রাহ।

ইয়দামননাৎ॥ ৩৫॥

ইয়দেব তাদৃগ্‌বিগ্রহত্বাদিগুণবৃন্দমেব তস্যাবশ্যং সর্ব্বত্র চিন্তনীয়ম্। কুতঃ আমননাৎ। আমননমাভিমুখ্যেন চিন্তনং তস্মাৎ। ইয়তা গুণজাতেন তস্যানুচিন্তনং ভবেদতস্তদবশ্য-মনুচিন্ত্যম্। সর্ব্বকর্ম্মত্বাদিকন্তু চিন্তিতস্বরূপে তস্মিন্ননুবর্ত্তেত তস্মান্ন তচ্চিন্তা নিয়তেতি॥ ৩৫॥

অথ স্বাত্মকাধিষ্ঠানত্বং ধর্ম্মমুপসংহর্ত্তুমারভতে। মুণ্ডকে শ্রূয়তে। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্যৈষ মহিমা ভুবি সংবভূব

গ্রাহ্যঃ। সাম্নাং বিনিয়োগঃ স্বরসংযোগ ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ তদর্থত্বাদিতি। উৎপত্তিবিধের্বিনিয়োগার্থত্বাদিত্যর্থঃ। এতত্তুল্যন্যায়তয়া পূর্ব্বমুপসন্নমন্ত্রা দৃষ্টান্তিতা ইতি বোধ্যম্॥ ৩৪॥

নন্বিতি। স্থৌল্যাদিবিহীনবিভুবিজ্ঞানানন্দাভিন্নবিগ্রহত্বাদিধর্ম্মজাতং যথা সর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মোপাসনেঽবশ্যং বিচিন্ত্যতে তথা সর্ব্বকর্ম্মকত্বাদিকমপি তত্রাবশ্যং বিচিন্ত্যং স্যাদিত্যাক্ষেপার্থঃ।

ইয়দিতি। স্ফুটার্থম্॥ ৩৫॥

তাদৃগ্‌বিগ্রহত্বাদি ধর্ম্ম সমূহের ন্যায় "সর্ব্বকর্ম্মা" প্রভৃতি শ্রুতি হইতে প্রতি-পন্ন ব্রহ্মের সর্ব্বকর্ম্মত্বাদিও অবশ্য সর্ব্বত্র চিন্তনীয় হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন;—

পরমেশ্বরের তাদৃশবিগ্রহরূপত্বাদিধর্ম্মজাত সর্ব্বত্রই অবশ্য চিন্তনীয়। কারণ, ঐ সকলের চিন্তা ভিন্ন তাঁহার আভিমুখ্য লাভ করা যায় না। সর্ব্বকর্ম্ম-ত্বাদি ধর্ম্ম সকল ঐ চিন্তিত স্বরূপে অনুবর্ত্তন করিবে। অতএব উহাদের চিন্তা নিয়ত নহে॥ ৩৫॥

দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠমিত্যন্তম্। তত্র সংশয়ঃ। সংব্যোমশব্দাভিহিতং ব্রহ্মপুরং কিং সামর্থ্যৈশ্বর্য্যপর্য্যায়স্তন্মহিমৈব ভবেদুত বিচিত্রপ্রাসাদগোপুরপ্রাকারাদিরূপং তদিতি। কিং প্রাপ্তম্। তাদৃশস্তন্মহিমৈব তদিতি। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নীতি। স্বমহিমাধারত্বশ্রবণাৎ। তস্মান্মহিমৈব পুরত্বেন নিরূপিতঃ। সংব্যোমশব্দিতশ্চ সঃ। তস্যানন্ত্যাৎ। ন খলু বিভোরধিষ্ঠানং সংভবেদিত্যুক্তং ব্রহ্মৈবেত্যাদিনা। এবং প্রাপ্তে পঠতি।

স্থৌল্যাদিগুণশূন্যং সার্ব্বজ্ঞ্যানন্দাদিগুণকং বিজ্ঞানানন্দবিগ্রহরূপং ব্রহ্মোপাস্যমিত্যুক্তং প্রাক্। অস্তু তদ্গুণকং তদুপাসনং গোকুলাদিধামবিশিষ্টত্বগুণকন্তু মাস্তু। সর্ব্বভূতনিবাসস্য বিভোস্তদসম্ভবাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ। অথেত্যাদি স্ফুটার্থম্। তত্রেতি। সংব্যোমশব্দাভিহিতং পরমব্যোমশব্দবাচ্যমিত্যর্থঃ। সামর্থ্যেতি। মহিমা সামর্থ্যমৈশ্বর্য্যং বলমিতি পর্য্যায়শব্দা ভবন্তীত্যর্থঃ। তন্মহিমৈবেতি। মহিম্নঃ পুরত্বাসম্ভবাৎ তত্ত্বেন বর্ণিতং রূপকমাত্রং যথা ব্রহ্মণঃ পক্ষিভাবেন রূপকং দর্শ্যত ইত্যর্থঃ। নন্বু মহিম্নি সংব্যোমশব্দস্য কথং প্রবৃত্তিস্তত্রাহানন্ত্যাদি। আনন্ত্যং তত্র প্রবৃত্তিনিমিত্তমিত্যর্থঃ। এবং প্রাপ্তে—

এক্ষণে স্বাত্মকাধিষ্ঠানত্ব ধর্ম্মের উপসংহার আরম্ভ করিতেছেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, যাঁহার মহিমা এই পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়, তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠিত সংব্যোম নামক দিব্যপুরে বাস করেন।' এস্থলে সংশয় এই যে, ঐ সংব্যোম পুর আধ্যাত্মিক ভগবদৈশ্বর্য্যমহিমা অথবা বিচিত্র-প্রাসাদ-গোপুর-প্রাকারাদিবিশিষ্ট পুরীবিশেষ? 'ভগবান স্বীয় মহিমাতেই অধিষ্ঠিত,' ইত্যাদি বেদবাক্য দৃষ্টে উহাকে আধ্যাত্মিক ভগবন্মহিমা বলিয়াই স্থির করিতে হয়। অতএব মহিমাই পুররূপে বর্ণিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। ভগবন্মহিমাই সংব্যোম পুর। ঐ পুর অনন্ত। পরমেশ্বর বিভুবস্তু, অতএব তাঁহার অধিষ্ঠানও সম্ভব হয় না। আকৃতি-বিভূতি-প্রভৃতি-সমন্বিত প্রাকৃতগুণবিশিষ্ট পদার্থেরই

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্তরা সংব্যোমপুরমধ্যে স্বাত্মনো ভূতগ্রামবদ্বিভাতি। স্বাত্মনঃ স্বীয়ত্বেন বৃতস্য ভক্তস্যেত্যর্থঃ। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তত্রত্যং বস্তুজাতং সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকমপি পৃথিব্যাদিনির্ম্মিতবৎ স্ফুরতীত্যর্থঃ। বৎশব্দেন ভূতগ্রামত্বং তস্য নিরস্তম্। কিন্তু স্বাত্মকত্বমুক্তম্। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ। ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণাধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতম্। ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠমিতি। যথা বিজ্ঞানানন্দে পরমাত্মনি পাণিপাদনখরকুন্তলাদিময়ং বৈচিত্র্যং তদ্ভক্তস্য স্ফুরতি তথা তদাত্মভূতে তল্লোকেঽপি ভূতোয়াদিরূপং তদিত্যর্থঃ। একমপি বিচিত্রং চন্দ্রকাদিবদ্বিভাতীতি॥৩৬॥

অন্তরেতি। তত্রত্যমিতি। সংব্যোমপুরগতং বস্তুজাতং প্রাকারপ্রাসাদসরিত্তড়াগাদি ব্রহ্মাত্মকং ব্রহ্মস্বরূপং শক্তিবিলাসরূপমপীত্যর্থঃ। নন্বু ভৌতিকমেব তৎ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ বৎশব্দেনেতি। কিন্তু স্বাত্মকত্বমেবোক্তমিতি অতর্ক্যেঽর্থে শ্রুতিরেব শরণমিতি ভাবঃ। তর্কস্তচিন্ত্যত্বাদেব পরাহতঃ। তদিতি

অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হয়। পরমেশ্বর অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহার আবার অধিষ্ঠান কি? তাঁহার মহিমাই তাঁহার আধার। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন;—

স্বীয় ভক্ত সকলের দৃষ্টিতে ভগবানের অধিষ্ঠানভূত সংব্যোম পুর প্রাকৃত ভূতনিবাসের ন্যায়ই প্রতীত হইয়া থাকে। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ," ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বীয়রূপে বৃত ভক্তের নিকট ঐরূপ প্রতীতিই শ্রবণ করা যায়। সংব্যোমপুরস্থিত বস্তু সকল ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ হইয়াও ভৌতিক বস্তুর সদৃশই প্রকাশ পাইয়া থাকে। সাদৃশ্যবাচক বৎশব্দের প্রয়োগ দ্বারা উহার ভৌতিকত্বও নিরস্ত হইয়াছে। 'ঐ পুরের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, উত্তর, অধঃ ও ঊর্দ্ধ, সমুদায়ই ব্রহ্মস্বরূপ,' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥৩৭॥

অন্যথা ভেদাভাবে সত্যধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নৈষ দোষঃ। কুতঃ উপদেশান্তরবদুপপত্তেঃ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বানিত্যাদ্যুপদেশান্তরে যথা সত্যপ্যভেদে বিশেষবলাদ্ভেদকার্য্যমুপপদ্যতে তদ্বদিহাপীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

লোকলোকিনোরুপাস্যভাবং সমমিতি ব্যঞ্জয়তি।
ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ ৩৮ ॥

বৈচিত্র্যম্। একমপীতি। চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম তদধিষ্ঠানং সংব্যোমপুরঞ্চ বিবিধবৈলক্ষণ্যোপেতং স্ফুরতি চন্দ্রকাদিবৎ। চন্দ্রকো বর্হিপুচ্ছম্। আদিনা বহুবর্ণৈকপুষ্পাদিকং গ্রাহ্যমিতি ব্যাখ্যাতারঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্যথেতি। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদিত্যাদিশ্রুত্যা লোকলোকিভেদপ্রতিষেধে সতীত্যর্থঃ। আনন্দমিত্যাদিশ্রুতৌ যথা গুণগুণিভেদাভাবেঽপি বিশেষাৎ তদ্ভাবভানং তথা ব্রহ্মৈবেদমিত্যাদিশ্রুতৌ লোকলোকিভেদাভাবেঽপি তস্মাদেব তদ্ভাবভানং সত্তা সতীত্যাদৌ সত্তাদীনাং সত্তাবত্ত্বাদিতি ভানবদিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

উক্ত পুরের ব্রহ্মাত্মকত্বই স্থির হয়। যেরূপ ভক্তগণের সম্বন্ধে বিজ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মের পাণিপাদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গবৈচিত্র্য স্ফুরিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাত্মক তল্লোকেরও ভূমিতোয়াদির প্রতীতি হইয়া থাকে। ময়ূরপুচ্ছ যেরূপ একরূপ হইয়াও বিচিত্ররূপে প্রতিভাত হয়, উহাও তদ্রূপই জানিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

এই প্রকারে ব্রহ্ম ও তদধিষ্ঠানের ভেদ অস্বীকার করিলে, অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠানের ভেদের উপপত্তি হয় না সত্য, কিন্তু তাহাতে কোন দোষ হইতেছে না। কারণ, 'ব্রহ্মের আনন্দ জানিতে হইবে' এইরূপ উপদেশ হইতে ভেদ প্রতীত না হইলেও যেরূপ বিশেষ দ্বারা ভেদকার্য্যের উপপত্তি হয়, তদ্রূপ অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতার স্বরূপত ভেদ না থাকিলেও বিশেষবলে ভেদকার্য্যের উপপত্তি বুঝিতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

এক্ষণে লোক ও লোকীর উপাস্যভাবের সমতা প্রদর্শন করিতেছেন।

আত্মানমেব লোকমুপাসীতেত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো হি যস্মা-ল্লোকত্বেন পরমাত্মানং বিশিংষন্তি পরমাত্মত্বেন লোকঞ্চ অতো ব্যতিহারঃ সিদ্ধঃ। পরমাত্মৈব লোকো লোকঃ পর-মাত্মেতি। ইতরবৎ যথেতরাঃ সৎপুণ্ডরীকনয়নমিত্যাদ্যাঃ সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোঽয়মাত্মা গোপাল ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ো বিগ্রহং পরমাত্মত্বেন বিশিংষন্তি পরমাত্মানঞ্চ বিগ্রহত্বে-নেতি তদ্বৎ। তথা চানন্দচিদ্বিগ্রহো হরিরচিন্ত্যশক্ত্যা স্বয়ং বিচিত্রস্তাদৃশলোকরূপশ্চ স্বভক্তস্য স্ফুরতি নান্যস্যেতি। তদ্বৎ সোঽপি ধ্যেয় ইতি সিদ্ধম্॥ ৩৮॥

অথোক্তার্থস্থৈর্য্যায় ইদমারভ্যতে। বিশেষবোধকানি বচাংসি বিষয়ঃ। বিশেষা মায়িকাঃ স্বাভাবিকা বেতি সংশয়ঃ।

লোকেতি। লোকো গোকুলবৈকুণ্ঠাদির্মহিমসংব্যোমশব্দোক্তঃ লোকী হরি-র্ভগবৎপরমাত্মসর্ব্বেশ্বরাদিশব্দোক্তঃ। তাবুভৌ তৌল্যেনোপাস্যাবিতি সূচয়তী-ত্যর্থঃ।

ব্যতিহার ইতি। ব্যতিহারঃ পরস্পরাভেদঃ। তাদৃশেতি বিচিত্রলোকরূপ ইত্যর্থঃ। সোঽপীতি। হরিরিব তল্লোকোঽপি চিন্ত্য ইত্যর্থঃ॥ ৩৮॥

'আত্মরূপ লোকের উপাসনা করিবে,' ইত্যাদি বাক্য হইতে পরমাত্মাই আত্মলোক এবং আত্মলোকই পরমাত্মা, এইরূপ অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারাই ব্যতিহার সিদ্ধ হইতেছে। যেরূপ 'সৎপুণ্ডরীকনয়ন' প্রভৃতি এবং 'সাক্ষাৎ প্রকৃতিপর এই গোপাল' প্রভৃতি শ্রুতি সকল বিগ্রহকেই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাকেই বিগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, লোকসম্বন্ধেও সেইরূপই অভেদবচন বুঝিতে হইবে। আনন্দচিদ্‌বিগ্রহ শ্রীহরিই স্বীয় অবিচিন্ত্য শক্তি দ্বারা স্বয়ং তাদৃশ লোক ব্যক্ত করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্ত ভিন্ন অন্যের নিকট করেন না। পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁহার ধামও ধ্যেয় বস্তু, ইহা সিদ্ধ হইল॥ ৩৮॥

অনন্তর উক্ত অর্থের স্থিরীকরণার্থ প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন। বিশেষবোধক বাক্য সকল এই বিচারের বিষয়। যে বিশেষ দ্বারা ব্রহ্ম, তদ্বিগ্রহ

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন অথাত আদেশো নেতি নেতীত্যাদি-শ্রবণান্মায়িকাস্ত ইতি প্রাপ্তে পঠ্যতে।

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

পরাস্য শক্তিরিত্যাদৌ বিষ্ণুশক্তিঃ পরেত্যাদৌ চ মায়েতরা বহ্ন্যুষ্ণতেব স্বাভাবিকী যা পরাখ্যা স্বরূপশক্তিরুক্তা সৈব হি যস্মাৎ সত্যাদয়ো বিশেষা ভবন্ত্যতস্তেন মায়িকা অপি ত্বাত্মানুবন্ধিনঃ স্যুরিত্যর্থঃ। সত্যাদীনাং গুণানাং পরাত্বে বক্ষ্যমাণাবায়তনৌ হেতূ দ্রষ্টব্যৌ। অতএব নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যুক্তম্। অথাত ইত্যাদ্যর্থস্তু প্রাগ্বিবৃতঃ। আদি-

---

পূর্ব্বত্র সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণসংব্যোমধামবিশিষ্টত্বং হরৌ বিচিন্ত্যমিত্যুক্তম্। তথাত্বং হরেরস্তু সার্ব্বজ্ঞ্যাদেরমায়িকত্বং মাস্তু নির্গুণবাক্যবলেন তস্য মায়িকত্বপ্রত্যয়াদিতি প্রত্যুদাহরণমত্র সঙ্গতিঃ। অথোক্তার্থেত্যাদি। বিশেষবোধকানি গুণাদিনিরূপকাণি। এবং প্রাপ্তে—

সৈব হীতি। পরাস্তেতি। মায়েতরা ত্রৈগুণ্যভিন্না। বক্ষ্যমাণাবিতি কামাদীতি সূত্রে ইতি বোধ্যম্। অতএব নেহ নানেতি। ইহ ব্রহ্মণি যদস্তি তন্নানা বিজাতীয়ং ভিন্নং নাস্তি কিন্তু স্বজাতীয়ং স্বরূপানুবন্ধ্যস্তীত্যুক্তম্। অন্যথেহ কিঞ্চিদপি নাস্তীত্যেবং বদেদিতি ভাবঃ। অথেতি। প্রাক্ প্রকৃতৈতাবত্ত্বমিতি সূত্র-

ও তদ্ধাম হইতে ভিন্নরূপে বোধিত হইতেছেন, ঐ বিশেষ মায়িক কি স্বাভাবিক, এক্ষণে তাহারই সংশয় হইতেছে। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন," "নেতি নেতি," প্রভৃতি বেদবাক্য হইতে ঐ সকল মায়িক বলিয়াই প্রতীত হয়। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত। তদুত্তরে পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ;—

শ্রুতিতে মায়া হইতে ভিন্ন বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় পরমেশ্বরে পরা নাম্নী স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি শ্রুত হয়। ঐ শক্তি হইতেই সত্য প্রভৃতি বিশেষের প্রতীতি হয়। পরমেশ্বরের ঐ সকল ধর্ম্ম অমায়িক ও স্বরূপানুবন্ধী। সত্যাদি গুণ সকলের পরাত্ব বিষয়ে বক্ষ্যমাণ আয়তনই হেতু। এই নিমিত্তই "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন," এইরূপ বলিয়াছেন। "অথাতঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই

শব্দাৎ শৌচদয়াক্ষান্ত্যাদয়ঃ সার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বৈশ্বর্য্যানন্দসৌন্দর্য্যাদয়শ্চ বোধ্যাঃ। অতএব শ্রীমান্ পরাশরো ভগবচ্ছব্দস্য শুদ্ধো মহাবিভূতিধর্ম্মী পরমাত্মা বাচ্য ইত্যুক্ত্বা সংভর্ত্তৃত্বাদীন্

ব্যাখ্যানে। আদিশব্দাদিতি। যদুক্তং প্রথমে ধর্ম্মং প্রতি ভূদেব্যা। সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্। শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্। জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ। স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ। প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ। গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ। ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিদিতি। এষু সত্যং যথার্থভাষিত্বম্। শৌচং পাবনত্বং শুদ্ধত্বং বা ভাবশুদ্ধির্বা স্বাশ্রিতেষু প্রত্যুপকারনৈরপেক্ষ্যরূপা চ তারতম্যানাদরেণ ভক্তিমাত্রপ্রসাদ্যত্বরূপা বা। দয়া নির্হেতুকপরদুঃখনিরাচিকীর্ষা। ক্ষান্তিঃ ক্রোধপ্রাপ্তৌ চিত্তসংযমঃ। ত্যাগো যাচকেষু মুক্তহস্ততা। সন্তোষঃ স্বানন্দপূর্ণতা। আর্জবং মনোবাক্‌কায়ৈকরূপ্যম্। তপঃ স্বধর্ম্মাচরণম্। সাম্যং জাতিগুণাদিবৈষম্যভাজাং শরণ্যতায়াম্ অবৈশিষ্ট্যং শক্রমিত্রাদ্যভাবো বা। তিতিক্ষা পরাপরাধসহনম্। উপরতির্লাভপ্রাপ্তাবৌদাসীন্যম্। শ্রুতং শাস্ত্রবিচারঃ। জ্ঞানং সর্ব্বসাক্ষাৎকাররূপং সার্ব্বজ্ঞ্যম্। বিরক্তির্বৈতৃষ্ণ্যম্। ঐশ্বর্য্যং নিয়মনসামর্থ্যম্। শৌর্য্যং যুদ্ধোৎসাহঃ। তেজঃ পরাভিভবসামর্থ্যম্। বলং সাধারণসামর্থ্যম্। স্মৃতিঃ কর্ত্তব্যানুসন্ধিঃ। স্বাতন্ত্র্যমপরাধীনত্বম্। কৌশলং ক্রিয়ানৈপুণ্যম্। কান্তিঃ সৌন্দর্য্যং যথোচিতাঙ্গসন্নিবেশলক্ষণম্। ধৈর্য্যমভগ্নপ্রতিজ্ঞত্বম্। মার্দ্দবং স্বভক্তবিরহাসহত্বম্। প্রাগল্ভ্যং প্রতিভাতিশয়ঃ। প্রশ্রয়ো বিনয়িত্বম্। শীলং সুস্বভাবঃ মহতো মন্দতরৈরপ্যভিমুখৈঃ সহ নীরন্ধ্রপ্রণয়ঃ। সহওজোবলানি মনোজ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়পাটবানি ক্রমাৎ। ভগো ভোগাস্পদতা। গাম্ভীর্য্যং ভক্তানামপরাধৈস্তৎপ্রদর্শকৈশ্চাক্ষোভ্যত্বম্। স্থৈর্য্যং সদৈকরস্যম্। আস্তিক্যং শাস্ত্রতদর্থানুষ্ঠানশ্রদ্ধা। মানঃ সর্ব্বপূজ্যতা। অন্যো

বিবৃত হইয়াছে। আদি শব্দে শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, সার্ব্বজ্ঞ্য, সার্ব্বৈশ্বর্য্য, আনন্দ, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। অতএব মহর্ষি পরাশর, শুদ্ধ মহাবিভূতিধর্ম্মী পরমাত্মাই ভগবৎশব্দের বাচ্য, এইরূপ বলিয়া, পরে সংভর্ত্তৃত্বাদি ও

পূর্ণৈশ্বর্য্যাদীংশ্চ ধর্ম্মান্ ব্যস্তসমস্তভূতস্য তস্য বাচ্যানবোচৎ। সমস্তস্য তস্য পুনরশেষজ্ঞানাদীন্ ধর্ম্মান্ বাচ্যানভ্যধাৎ। শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে। মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে ইত্যাদিনা। সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা। বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি। স চ ভূতেষশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ।

স্ফুটার্থাঃ। অতএবেতি। যস্মাদ্‌গুণাঃ স্বাভাবিকাস্তত ইত্যর্থঃ। শুদ্ধ ইতি। বিভূত্যা গুণৈশ্চ বিশিষ্টোঽপি কেবল ইতি তেষাং ধ্যেয়ত্বমুক্তম্। ব্যস্তসমস্তভূতস্যেতি। একৈকবর্ণস্য বর্ণত্রয়স্য চেত্যর্থঃ। ব্যঞ্জনস্য তদাশ্রিতত্বাৎ নার্থঃ পৃথক্। সংভর্ত্তেতি। সর্ব্বধারণং সর্ব্বপালনঞ্চ ভকারস্যার্থঃ। নেতা স্বোপাসকানাং স্বরূপশুদ্ধিপ্রাপকঃ। গময়িতা শুদ্ধানাং তেষাং স্বপদপ্রাপকঃ। স্রষ্টা স্বপদে তেষাং বিচিত্রানন্দপ্রকাশক ইতি গকারস্যার্থঃ। অথ সমস্তয়োরর্থমাহৈশ্বর্য্যস্যেতি। সমগ্রস্যেতি ষণ্ণাং বিশেষণম্। ইঙ্গনা সংজ্ঞা। (ইজ্য ইগির্নিজন্তঃ ততঃ করণেষু চ নিবৃত্তিঃ প্রেষণাৎ ধাতোঃ প্রকৃতেঽর্থে নিজিষ্যতে ইত্যুক্তে জ্ঞাপকায়ত ইত্যুক্তম্। লুতস্তো বাস্ত ডিম্বভাবস্থার্যঃ।) ইঙ্গ্যতে জ্ঞায়তেঽনয়েতি ব্যুৎপত্তিঃ। অথ বকারস্যার্থমাহ বসন্তীতি। ভূতাত্মনি পূর্ব্বসিদ্ধস্বরূপে। অখিলাত্মনি শক্তি-

---

পূর্ণৈশ্বর্য্যাদি সমস্ত ধর্ম্মই ব্যস্তসমস্তভূত সেই ভগবৎশব্দের বাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুনর্ব্বার অশেষ জ্ঞানাদি ধর্ম্মকেই ঐ সমস্ত ভগবৎশব্দের বাচ্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এইরূপ ;—'মৈত্রেয়! ভগবৎশব্দ শুদ্ধ, মহাবিভূতিসংজ্ঞক, সর্ব্বকারণকারণ পরব্রহ্মেই শব্দিত হয়। ভগবৎশব্দের অন্তর্ভূত ভ-কারের দুই অর্থ ; সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা। গ-কারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। ভগশব্দ দ্বারা সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি ধর্ম্ম বোধিত হয়। ভূতাত্মা অখিলাত্মা যে অব্যয় পুরুষে ভূত সকল বাস করে, এবং যিনি অখিল ভূতে বাস করেন, তিনিই ব-কারের অর্থ।

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যেত্যাদিনা চ। তথাচ তৎস্বরূপাভিন্না পরৈব তত্র সত্যাদয়ো বিশেষা ভবন্তীতি ধ্যেয়ং ধর্ম্মিনির্ভেদমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৯ ॥

অথ শ্রীবৈশিষ্ট্যং গুণমুপসংহর্ত্তুমারম্ভঃ। শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবিতি যজুষি শ্রূয়তে। ইহ শ্রী রমাদেবী। লক্ষ্মীর্ভাগবতী সম্পদিত্যেকে। শ্রীর্বাগ্দেবী। লক্ষ্মীস্তু রমাদেবীত্যপরে।

মদ্রূপেণ সর্ব্বোপাদানে। তথাচ সর্ব্বাধারঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী হরিরিতি বকারস্যার্থঃ। অথ বর্ণত্রয়স্য সমস্তস্যার্থমাহ জ্ঞানেতি। জ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যম্। শক্তিরঘটিতঘটনসামর্থ্যং সঙ্কল্পমাত্রেণৈব নিখিলজগৎকর্ত্তৃতা। বলং নিখিলজগদ্বিধারণসামর্থ্যম্। ঐশ্বর্য্যং নিখিলনিয়ামকত্বম্। বীর্য্যমবিকারিত্বং স্বজনোদ্ধরণসামর্থ্যং বা। তেজো মায়াতিরস্কারী প্রভাবঃ। অশেষতোঽশেষাণি পরিপূর্ণানীত্যর্থঃ। এতানি ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি তৎস্বরূপাভিন্নধর্ম্মত্বাদিতিভাবঃ। নন্ গুণানাং স্বরূপানতিরেকস্বীকারে নিরাকার্য্যনৈর্গুণ্যবাদাপত্তেঃ স্বরূপাদতিরিক্তাস্তে সন্তু মৈবং স্বরূপস্য সবিশেষত্বস্বীকারাৎ। বিশেষবলেন সত্তা সতীত্যাদিবং তস্যৈব গুণগুণিভাবেন ভানাৎ। ভেদাভ্যুপগমে তৎপ্রতিষেধকবচাংসি ব্যাকুপ্যেয়ুরিত্যসকৃদবোচাম ॥ ৩৯ ॥

স্বপ্রকাশানন্দবপুর্হরিঃ স্বাত্মকে ধাম্নি স্বপ্রভামণ্ডলে রবিরিবোপাস্য ইতি পূর্ব্বমুক্তমিত্যস্তু তদ্ধামবৈশিষ্ট্যস্য তদ্গুণস্য সর্ব্বত্রোপসংহারস্তেন স্বরূপে বিকারাপ্রসঙ্গাৎ শ্রীবৈশিষ্ট্যস্য তদ্গুণস্য তু কচিৎ শ্রুতস্যাপি স মাস্তু তেন তত্র স্যারবিকারাপত্তেরিতি পূর্ব্বয়া সঙ্গত্যাহ অথ শ্রীত্যাদি। শ্রীশ্চেতি বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি। অন্যে তু হ্রীশ্চেতি তত্র হ্রীর্ভূর্দেবীত্যাহুঃ। শ্রীর্বাগ্দেবীতি শ্রীর্বেশরচনা-

ভগবান অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ বিশিষ্ট। তাঁহাতে হেয়গুণের সম্বন্ধ নাই। ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন পরা শক্তিই সত্যাদি বিশেষ। অতএব ভগবানে ধর্ম্মী ও ধর্ম্মের অভেদ সিদ্ধ হইল ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর ভগবানের শ্রীবিশিষ্টতারূপ গুণের উপসংহার আরম্ভ করিতেছেন। যজুর্বেদে ভগবানের শ্রী ও লক্ষ্মী নাম্নী দুইটি পত্নী কথিত আছে। এইস্থলে শ্রী রমাদেবী ও লক্ষ্মী ভাগবতী সম্পৎ। অপর কেহ কেহ বলেন, শ্রীবাগ্দেবী

অথর্ব্বশিরসি চ কমলাপতয়ে নমঃ রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নম ইতি রমাধারায় রামায়েতি চৈবমাদি। অত্র ভবতি বীক্ষা শ্রীরিয়ং প্রাকৃতত্বাদনিত্যোত পরাত্মা-ম্নিত্যেতি। অথাত আদেশো নেতি নেতীতি পরমাত্মনি নিঃশেষবিশেষপ্রতিষেধাৎ ন তত্র শ্র্যাদিরূপঃ কশ্চিদ্বিশেষঃ সংভবী কিন্তু স্বীকৃতমায়ো বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তিস্তাদৃশ্যাপি শ্রিয়া যুজ্যতে ইত্যনিত্যা তস্য শ্রীরিতি প্রাপ্তে—

শোভাভারতীসরলক্রমে লক্ষ্যাং ত্রিবর্গসম্পত্তৌ বেশোপকরণে মতাবিতি বিশ্বঃ। লক্ষ্মীরিব চেতনা নিত্যা গীর্দ্দেবী হরেঃ পত্নী। স্কান্দে বৃহস্পতিকৃতে তৎস্তোত্রে। সরস্বতীং নমস্যামি চেতনাং হৃদি সংস্থিতামিতি কেশবস্য প্রিয়াং দেবীমিতি শুক্লাং ক্ষেমপ্রদাং নিত্যামিতি চ তস্যা বিশেষণাৎ তয়োঃ পতিরিত্যনেন হরেঃ পরমপুমর্থত্বমুক্তম্। বহুগুণরত্নাঢ্যাপি তরুণী পত্যৈব শোভতে নান্যথা বিধিরুদ্রাদ্যতিশয়-হেতুভূতয়োরপি তয়োস্তেনৈবাতিশয়াৎ তস্য তত্ত্বম্। নমু স্পর্দ্ধাবিধানাৎ তন্মায়া-বৃত্তিভ্যাং তাভ্যাং ভাব্যমিতি চেৎ মৈবং ভ্রমিতব্যম্। পরাত্মকত্বোক্ত্যা মায়ি-কত্বনিরাসাৎ পরৈব লক্ষ্মীরিতি বক্ষ্যতে। লক্ষ্মীরেব রূপান্তরেণ বাগ্‌দেবীত্যুক্তম্। সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতীতি শ্রীবৈষ্ণবে। হ্লাদপ্রধানা বৃত্তি-র্লক্ষ্মীঃ সংবিৎপ্রধানা তু বাগ্‌দেবীতি। পরৈবোভয়ীতি তত্ত্ববিদঃ। সাপত্ন্য-হেতুকা স্পর্দ্ধা তু রসপোষায়ৈব হরেরিচ্ছয়ৈবেতি সাম্প্রতম্। কমলেতি শ্রী-

---

এবং লক্ষ্মী রমাদেবী। "কমলাপতয়ে নমঃ," "রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ," "রমাধারায় রামায়," ইত্যাদি বাক্য সকল অথর্ব্বোপনিষদে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে সংশয় এই যে, শ্রী প্রাকৃতত্ব প্রযুক্ত অনিত্য অথবা পরা বলিয়া নিত্য শক্তি। "অথাতঃ আদেশঃ নেতি নেতি," ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা পরমাত্মাতে নিঃশেষে বিশেষের নিষেধ হইতেছে বলিয়া, তাঁহাতে শ্রী প্রভৃতি কোন বিশেষই সম্ভব হয় না; কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি ঐ ভগবান যদি মায়াসমন্বিত হয়েন, তবেই তাঁহাতে শ্রীর যোগ হইতে পারে। এতদ্দ্বারা তাঁহার শ্রীরূপ শক্তি যে অনিত্যা, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

সৈবেতি পূর্ব্বতোঽনুবর্ত্ততে। সৈব পরৈব শ্রীঃ সতী তত্র প্রকৃত্যস্পৃষ্টে সংব্যোম্নি তস্মাদিতরত্র প্রপঞ্চান্তর্গতে তৎপ্রকাশে চ স্বনাথস্য পরমাত্মনঃ কামাদি বিতনোতীতি নিত্যশ্রীকঃ সঃ। কামোঽত্র শৃঙ্গারাভিলাষঃ। আদিনা তদনুগুণা তৎপরিচর্য্যা চ। শ্রীঃ পরৈবেতি। কুতঃ আয়েতি। আয়াদ্ ব্যাপ্তেঃ। তনাদ্ভক্তমোক্ষানন্দবিস্তারাচ্চ। উভয়ত্র সত্যাদিবদিতি দৃষ্টান্তঃ। আদিনা পরৈক্যবাক্যং গৃহ্যতে। তত্র

গোপালতাপন্যাং রমাধারায়েতি শ্রীরামতাপন্যাং দৃষ্টম্। তাদৃশ্যেতি মায়িকাবিরুদ্ধশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্ত্যেত্যর্থঃ।

কামাদীতি। তৎপ্রকাশে শ্রীগোকুলাযোধ্যাদিরূপে বিতনোতি। শ্রীঃ পরেত্যত্র হেতবঃ আয়তনাদিভ্য ইতি। আয়াদ্ব্যাপ্তেরিতি। আয়শব্দো ব্যাপ্তিবাচকঃ। বীগতিব্যাপ্তিপ্রজনকান্ত্যসনখাদনেম্বিতিধাতুপাঠাৎ। বীচ ঈচেতি ধাতুদ্বয়মিতি ব্যাখ্যাতারঃ। ঈ ব্যাপ্তৌ ধাতুস্তস্মাদ্ভাবেঽচ এরজিতি সূত্রাৎ ততঃ স্বার্থিকঃ প্রজ্ঞাদ্যণিতি বোধ্যম্। তনাদ্ভক্তমোক্ষানন্দবিস্তারাদিতি তনোতের্ভাবে কঃ ঘঞর্থে কবিধানমিতি বার্ত্তিকাৎ। তত্রায়ং প্রয়োগঃ শ্রীঃ পরা বিভুত্বান্মোক্ষপ্রদত্বাচ্চ সত্যাদিগুণবৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ত্রৈগুণ্যম্। অত্র বিভুত্বাদিহেতুভ্যাং শ্রিয়ঃ পরাত্বং সাধ্যতে। অস্য হেতোঃ পক্ষবৃত্তিত্বং সপক্ষে সত্ত্বং বিপক্ষাদ্ব্যাবৃত্তিশ্চাস্তীতি সদ্ধেতুত্বম্। শ্রীসত্যাদ্যোরভেদেঽপি বিশেষাদ্-

উক্ত শ্রীরূপা শক্তি পরা শক্তি। তিনি প্রকৃতির অস্পৃষ্ট পরব্যোমে থাকেন। এবং ভগবান যখন প্রপঞ্চে স্বধামের প্রকাশ করেন, তখন তিনিও স্বীয় নাথের কামাদি বিস্তারার্থ অনুগত হয়েন। অতএব ভগবান নিত্যশ্রীযুক্ত। এখানে কামশব্দের অর্থ রিরংসা বা শৃঙ্গারাভিলাষ। আদিশব্দ দ্বারা তদনুগুণ পরিচর্য্যাও ব্যক্ত হইতেছে। আয় অর্থাৎ প্রাপ্তি এবং তন অর্থাৎ ভক্তমোক্ষানন্দবিস্তার, এতদুভয় হইতেই শ্রীর পরাত্ব সিদ্ধ হইতেছে। উভয়ত্রই সত্যাদির ন্যায়, এই দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে। আদিপদ দ্বারা পরার সহিত ঐক্যযুক্ত

পরাস্য শক্তিরিত্যাদৌ স্বাভাবিকীতি পরমাত্মাভেদাভিধানাৎ পরা বিভ্বী সৈব হীতি জ্ঞানকারুণ্যাদিরূপত্বোক্তের্মোক্ষদা চ। তদভেদাদেব শ্রীশ্চ তথা। স্মৃতৌ চৈবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী। যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তমেতি। আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তি-ফলদায়িনীতি চ। ন চ ভেদে সতীদং দ্বয়ং শক্যং বক্তুমপ-সিদ্ধান্তাপত্তেঃ। শ্রিয়ঃ পরৈক্যঞ্চ স্মৃতং তত্রৈব। প্রোচ্যতে

বাস্তবভেদকার্য্যসত্ত্বাদার্ষ্টান্তিকদৃষ্টান্তভাবঃ সিদ্ধঃ। উভয়ত্রেতি। ব্যাপক-ত্বান্মুক্তিদত্বাচ্চ হরেঃ সত্যাদয়ো গুণা যথা তদভিন্নপরাত্মকাস্তথাত্বাদেব শ্রীশ্চ তদাত্মিকেত্যর্থঃ। তদভেদাৎ পরয়া সার্দ্ধমদ্বৈতাৎ শ্রীশ্চ তথা বিভ্বী মুক্তিদা চেত্যর্থঃ। পরায়াং বিভুত্বং মোক্ষদত্বঞ্চ সিদ্ধমভ্যুপেত্য তদদ্বৈতাৎ শ্রিয়স্তদুভয়ং প্রতিপাদিতম্। তদধুনা বিশদয়তি তত্র স্বাভাবিকীত্যাদিনা। তদুভয়ং বাচ-নিকং কর্ত্তুমুদাহরতি নিত্যৈবেতি। সাবধারণয়া কণ্ঠোক্ত্যা অনিত্যত্বশঙ্কা বিভুবদ্ব্যাপ্ত্যুক্ত্যা প্রাকৃতত্বশঙ্কা চাতিদূরোৎসারিতাত্র বোধ্যা। হরের্ভিন্না শ্রীরিতি কেচিন্মন্যন্তে তান্নিরাকর্ত্তুমাহ ন চ ভেদে সতীতি। ইদং দ্বয়ং ব্যাপ-কত্বং মোচকত্বঞ্চেত্যর্থঃ। স্বেতরনিখিলান্তর্বহিঃপ্রবেশঃ খলু সর্ব্বব্যাপ্তিরুচ্যতে। তথাত্বে হরেঃ পরিচ্ছেদাদিরীশ্বরদ্বয়প্রসঙ্গশ্চ তদ্ভিন্নয়োঃ শ্রিয়োঃ মুক্তিদত্বে তমেব বিদিত্বেত্যাদিসাবধারণশ্রুতিব্যাকোপশ্চ স্যাৎ। তথাচাপসিদ্ধান্তাপত্তিরিতি। পূর্ব্বমায়তনাভ্যাং শ্রিয়ঃ পরাত্বমনুমিতং তদিদানীমাদিপদগৃহীতেন পরৈক্য-

---

বাক্যই গৃহীত হইবে। স্বাভাবিকী শব্দ দ্বারা পরমাত্মার সহিত অভেদের অভি-ধান হেতু পরা বিভুত্বসম্পন্না, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। জ্ঞানকারুণ্যাদিরূপতার উক্তি দ্বারা পরা মোক্ষদা, ইহাও বোধিত হইতেছে। শ্রী পরা হইতে অভিন্না, সুতরাং পরাও যাদৃশী শ্রীও তাদৃশী। বিষ্ণুপুরাণেও বলিয়াছেন—বিষ্ণুর শ্রী অনপায়িনী, নিত্যা ও জগন্মাতা। বিষ্ণু যেরূপ সর্ব্বগত, শ্রীও তদ্রূপ সর্ব্বগতা। দেবি! তুমি আত্মবিদ্যাস্বরূপিণী ও বিমুক্তিফলদায়িনী। পরমাত্মা ও শ্রীর ভেদ স্বীকারে উক্ত বাক্যদ্বয় সঙ্গত হয় না; সুতরাং ভেদসিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্তই

পরমেশো যো যঃ শুদ্ধোঽপ্যুপচারতঃ। প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্ব্বদেহিনামিতি। অত্র পরৈব মেতি বিস্ফুটম্। আয়াদীনি প্রকৃতের্ন সংভবন্তীতি তদন্যত্বং শ্রিয়ঃ সুব্যক্তম্। তস্মাৎ পরৈব শ্রীরতো নিত্যা সেতি॥ ৪০॥

ননু পরৈব চেৎ শ্রীস্তর্হি তদ্ভক্তের্বিলোপাপত্তিঃ। ন হি স্বস্মিন্ স্বভক্তিঃ সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ।

বচনেন বাচনিকং দর্শয়তি প্রোচ্যত ইত্যাদিনা। যো বিষ্ণুঃ কেবলঃ শুদ্ধোঽপি নির্ভেদোঽপীত্যর্থঃ। পরা চাসৌ মা চ লক্ষ্মীস্তস্যা ঈশঃ পতিরিত্যুপচারতঃ প্রোচ্যতে। সত্তা সতীত্যাদিবদ্বিশেষবিভাতং ভেদকার্য্যমাদায় নির্ভেদেঽপি তস্মিংস্তত্ত্বে তথা নিগদ্যত ইত্যর্থঃ। স নঃ প্রসীদত্বিত্যন্বয়ঃ। আত্মা প্রবর্ত্তকঃ। দ্বিতীয়ো যচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। আয়াদীনীতি। বিভুত্বমোচকত্বপরৈক্যানি প্রকৃতের্ন সম্ভবন্ত্যতঃ শ্রিয়স্তদ্ভিন্নত্বং স্ফুটমিত্যর্থঃ। স্কান্দোক্তিমপ্যত্রোদাহরন্তি। অপরং ত্বক্ষরং যা সা প্রকৃতির্জড়রূপিণী। শ্রীঃ পরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণুসংশ্রয়েতি। যত্তু পাদ্মে সত্ত্বাংশেন লক্ষ্মীরহমিতি মূলপ্রকৃত্যোক্তং তৎ খলু শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সঙ্গচ্ছেতোক্তনির্ণয়াৎ॥ ৪০॥

নন্বিতি। তদ্ভক্তেঃ শ্রীকর্ত্তৃকায়া হরিভক্তেঃ। ন হীতি। শ্রীঃ খলু পরৈব। পরা চ হরিরেবেতি। ন হরিশ্রিয়োঃ সেব্যসেবকভাবঃ।

জানিতে হইবে। উক্ত স্মৃতিতে শ্রী ও পরার ঐক্যও উক্ত হইয়াছে। 'যিনি স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও, উপচারবশত পরমেশ, অর্থাৎ পরা শক্তি যে মা, অর্থাৎ শ্রী, তাঁহার ঈশ, অর্থাৎ স্বামী, পরমেশ বলিয়া অভিহিত হয়েন; সর্ব্বদেহীর আত্মা ও পরমেশ সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।' এই স্থলে পরাই শ্রী, ইহা পরিব্যক্ত আছে। আয় ও তনু, প্রকৃতি হইতে হইতে পারে না বলিয়া, শ্রীর তদন্যত্ব ব্যক্তই হইয়াছে। অতএব পরাই শ্রী, সুতরাং উহা নিত্যা॥ ৪০॥

পরার শ্রীত্ব স্বীকারে তৎসম্বন্ধিনী ভক্তির বিলোপাপত্তি হইতেছে। কারণ, আপনাতে ভক্তির সম্ভব হয় না। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন পূর্ব্বক তাহার মীমাংসার্থ পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন;—

আদরাদলোপঃ ॥ ৪১ ॥

সত্যপ্যভেদে বিচিত্রগুণরত্নাকরত্বেন স্বমূলত্বেন চ শ্রিয়ঃ পরস্মিন্নাদরাত্তদ্ভক্তেরলোপঃ। ন খলু বৃক্ষমনাদ্রিয়মাণা শাখাস্তি ন চ চন্দ্রং তৎপ্রভা। তদ্ভক্তিশ্চোক্তশ্রুতিভ্যঃ প্রতীয়তে। শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টমিত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ ॥ ৪১ ॥

ননু রতিবিষয়াশ্রয়ভাবেনালম্বনবিভাবভেদে সতি শৃঙ্গারাভিলাষঃ সম্ভবেৎ। নির্ভেদে তু তত্ত্বে নাসৌ সম্ভাবয়িতুং শক্য ইতি চেত্তত্রাহ।

আদরাদিতি। তরুতচ্ছাখান্যায়েন চন্দ্রতৎপ্রভান্যায়েন চাভেদে সত্যপ্যাশ্রয়লক্ষণা ভক্তিঃ সম্ভবেদিতি ব্যাচষ্টে সত্যপীত্যাদিনা। বৃক্ষস্য স্থৈর্য্যাদয়ো গুণাশ্চন্দ্রস্য কলাধারকত্বাদয়ঃ। উক্তশ্রুতিভ্যঃ শ্রীশ্চ তে ইত্যাদিভ্যঃ। আসু পাতিব্রত্যাদিলক্ষণা ভক্তিঃ স্ফুটা। শ্রীর্যদিতি। শ্রীভাগবতে বল্লবীনামুক্তিঃ। চকমে বাঞ্ছতি স্ম ॥ ৪১ ॥

যদিও পরাই শ্রী এবং পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, তথাপি বিচিত্রগুণরত্নাকর এবং শ্রীদেবীর মূলতত্ত্ব পরমেশ্বরে তাঁহার আদর অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ঐ ভক্তির বিলোপের সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতেছে না। এরূপ শাখাই থাকিতে পারে না, যাহা বৃক্ষকে আদর না করে, অথবা এরূপ প্রভাই নাই, যাহা চন্দ্রকে আদর করে না। বিশেষত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি হইতেই শ্রীদেবীর পরমেশ্বরে ভক্তি পাওয়া যাইতেছে। 'স্বয়ং শ্রীদেবীও যাঁহার পাদপদ্মের পরাগ কামনা করেন,' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য সকলও উহাই ব্যক্ত করিতেছে ॥ ৪১ ॥

বিভাব দ্বিবিধ; আলম্বন বিভাব এবং উদ্দীপন বিভাব। যাহাতে রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব সকল বিভাবিত হয়, তাহার নাম আলম্বন এবং যদ্দ্বারা রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব সকল বিভাবিত হয়, তাহার নাম উদ্দীপন। রতি প্রভৃতির বিষয় ও আশ্রয়-ভেদে আলম্বন আবার দুই প্রকার হইয়া থাকে। বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় ভক্ত। যেখানে এইরূপ ভেদ থাকে, সেইখানেই রিরংসা

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৪২ ॥

উপস্থিতমিতি ভাবে নিষ্ঠা। যদ্যপি শক্তিতদাশ্রয়য়োরস্ত্যভেদস্তথাপি শক্ত্যাশ্রয়স্য পুরুষোত্তমত্বেন শক্তেশ্চ যুবতীরত্নত্বেনোপস্থিতৌ সত্যাং স্বারামত্বপূর্ত্ত্যাদ্যনুগুণং কামাদি সমুদেত্যতঃ সিদ্ধং তৎ। ইদং কুতঃ তদ্বচনাৎ। যো হ বৈ তু কামেন কামান্ কাময়তে সকামী ভবতি। যো হ বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতীত্যথর্ব্বশিরসি তাদৃশ-

---

নন্বিতি। নায়কনায়িকারতের্বিষয়ালম্বনো নায়কঃ আশ্রয়ালম্বনস্তু তস্যা নায়িকেতি এবমুভয়োর্ভেদে সতীত্যর্থঃ। নায়িকানাং নায়করতিস্তু রত্যুদ্দীপনীতি ভগবদ্রসনিরূপকস্য বাদরায়ণস্য সিদ্ধান্তঃ। ভরতস্তু মিথো বিষয়াশ্রয়ভাবমাহ। নির্ভেদে তু তত্ত্বে ইতি। নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিশ্রুতিভির্নিরস্তস্বগতভেদেঽপীত্যর্থঃ। অসৌ শৃঙ্গারাভিলাষঃ।

উপস্থিতে ইতি। শক্তীতি শ্রীহর্য্যোরিত্যর্থঃ। তথাপীতি। বিশেষবলেনাবাধিতভেদকার্য্যে বিভাতে সতীত্যর্থঃ। স্বারামত্বেতি। তথাচ শ্রীরমণস্যাপি হরেরাত্মারামত্বাদীনি বোধয়ন্তি বচাংসি সঙ্গতানীতি। এতেন উদাসীনস্য হরের্জনানুগ্রহায়ৈব তাদৃশী লীলা ন তু বস্তুত ইতি দুরুক্তির্নিরস্তা। যো হেতি শ্রীগোপালতাপন্যাম্। যো দেবমনুষ্যাদির্বিষয়াকাঙ্ক্ষী প্রাণিনিকরঃ কামেনেন্দ্রভূতেন স্মরেণ নিপীড়িতঃ সন্ কামান্ রূপস্পর্শাদিবিষয়ান্ কাময়তে ভোক্তুমিচ্ছতি স কামী কথ্যতে। যস্তু অকামেন কামতুল্যেন স্বরূপভূতশ্রীবিষয়কেণ প্রেম্ণা

অর্থাৎ শৃঙ্গারাভিলাষ উদিত হইতে দেখা যায়। নির্ভেদ তত্ত্বে তদুদয়ের সম্ভাবনাই নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

যদিও শক্তি ও তদাশ্রয়ের বস্তুত কোন ভেদ নাই, তথাপি শক্তির আশ্রয় পুরুষোত্তম-স্বরূপে এবং শক্তি স্ত্রীরত্ন-স্বরূপে উপস্থিত হয়েন বলিয়া, পুরুষের স্বাত্মারামত্ব ও পূর্ত্তি প্রভৃতির অনুগুণ কামাদির উদয় সিদ্ধ হইতেছে। অথর্ব্বোপনিষদে, 'যিনি কাম সহকারে কামনা করেন, তিনিই কামী হয়েন, আর যিনি অকামে কামনা করেন, তিনি অকামী হয়েন,' ইত্যাদি বাক্যে তাদৃশ

কামাদ্যভিধানাদিত্যর্থঃ। অকামেনেতি সাদৃশ্যে নঞ্। কামতুল্যেন প্রেম্ণেত্যর্থঃ। তেনাত্মানুভবলক্ষণেন বিষয়কামনা খলু স্বারামত্বং পূর্ণতাঞ্চ নাতিক্রামতীতি। স্বাত্মকশ্রীস্পর্শাদুদগ্রানন্দস্তু স্বসৌন্দর্য্যবীক্ষণাদেরিব বোধ্যঃ। এতদুক্তং ভবতি। পরাখ্যস্বরূপশক্তিবিশিষ্টং খলু পরতত্ত্বং শ্রুত্যাদিষু প্রতিপন্নং স্বপ্রাধান্যেন স্ফুরত্তৎ পুরুষোত্তমসংজ্ঞম্। পরাখ্যশক্তিপ্রাধান্যেন স্ফুরত্তু ধর্ম্মাদিসংজ্ঞম্। পরৈব খলু জ্ঞানসুখকারুণ্যৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদ্যাকারেণ স্ফুরন্তী ধর্ম্মরূপা। শব্দাকারেণাহ্বয়োক্তিরূপা। ধরাদ্যাকারেণ ধামরূপা। হ্লাদিনীসারসমবেতসংবিদাত্মকযুবতীরত্নত্বেন তু রাধাদিশ্রীরূপা

কামান্ তন্নিষ্ঠান্ রূপস্পর্শাদীন্ কাময়তে স হরিরকামী পূর্ব্বোক্তকামিবিলক্ষণস্তত্তুল্য ইত্যর্থঃ। তেন প্রেম্ণা। নন্বাত্মৈব চেৎ শ্রীস্তর্হি তয়া রমমাণস্য ন লোকবদানন্দসমৃদ্ধিরিতি চেৎ তত্রাহ স্বাত্মকেতি। স্বশোভাং পশ্যন্ জনো যথাতিহৃষ্টো দৃশ্যতে তথা স্বভূতাং শ্রিয়ং পশ্যন্ হরিরিত্যর্থঃ। এতদুক্তমিতি। স্বপ্রাধান্যেন বিশিষ্টপ্রাধান্যেন। আহ্বয়োক্তিরূপেতি। আহ্বয়া ভগবন্নামানি উক্তয়ো ভগ-

কাম উক্তই হইয়াছে। "অকামেন" শব্দের অর্থ কামতুল্য-প্রেম-সহকারে। ঐ প্রেম আত্মানুভবলক্ষণ। আত্মানুভবলক্ষণ প্রেম সহকারে কামনা কখনই আত্মারামত্ব ও পূর্ণত্ব অতিক্রম করে না। নিজশক্তিরূপ শ্রীর স্পর্শে যে মহান আনন্দ হয়, উহা নিজ সৌন্দর্য্য প্রভৃতির সন্দর্শন জন্য আনন্দের ন্যায় বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা ইহাই বোধিত হইতেছে—পরতত্ত্ব পরাখ্যস্বরূপশক্তিবিশিষ্ট; ইহা শ্রুত্যাদিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরতত্ত্ব যখন স্বপ্রাধান্যে স্ফুরিত হয়েন, তখন পুরুষোত্তমসংজ্ঞা ধারণ করেন, এবং যখন পরাখ্যশক্তিপ্রাধান্যে স্ফুরিত হয়েন, তখন ধর্ম্মাদিসংজ্ঞা ধারণ করেন। পরা শক্তি স্বয়ংই জ্ঞান, সুখ, কারুণ্য, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতির আকারে স্ফুরিত হইয়া ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ঐ শক্তি আবার যখন শব্দাকারে স্ফুরিত হয়েন, তখন নামরূপা হয়েন। ঐরূপ ধরিত্রীর আকারে স্ফুরিত হইয়া ধামরূপা এবং হ্লাদিনী-

চেতি সামস্ত্যেন পরেত্যুক্তা। তথা চাভেদে সত্যপি বিশেষ-বিজৃম্ভিতেন ভেদকার্য্যেণ বিভাববৈলক্ষণ্যবিভানাত্তদভিলাষঃ সিদ্ধ ইতি। ধর্ম্মাদিরূপতা তু ন পশ্চাত্তনী কিন্তু অনাদিসিদ্ধি-মতীতি ন কাপি ক্ষতিরস্তি। তস্মাৎ পরং তত্ত্বং শ্রীমদেব ধ্যেয়ং তজ্জনানুযায়িভিঃ॥ ৪২॥

বহ্বাক্যানি চ তদ্রূপেত্যর্থঃ। রাধাদিশ্রীরূপা চেতি। পুরুষবোধিন্যামথর্ব্বোপনিষদি গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে ইত্যারভ্য দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেত্যভিধা-য়োত্তরত্র যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিরিতি পঠ্যতে। গৌতমীয়ে চ তন্মন্ত্রকথনে —দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরেতি। শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বমিব শ্রীরাধায়া মহালক্ষ্মীত্বং সিদ্ধম্। শঙ্কাবিশেষাস্তু ভাষ্যপীঠকে নিরস্তা দ্রষ্টব্যাঃ। তদন্যাসাং শ্রীত্বং তু তদবতারত্বাদ্বোধ্যং কৃষ্ণাব-তারত্বাদ্‌যথা নৃসিংহাদীনাং ভগবত্ত্বম্। তত্র বল্লবীনাং নিত্যপ্রিয়াণাং শ্রীত্বং যথা— লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি গোপ্যো লব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভমিতি চ স্মৃতেঃ। পট্টমহিষীণাং তত্ত্বন্তু রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুত ইতি স্মরণাৎ। শ্রীজানক্যাস্তত্ত্বন্তু শ্রীরামায়ণাদ্‌বোধ্যম্। নন্থ পরৈব চেদ্ধর্ম্মা[illegible]তাং ধত্তে তর্হি পশ্চাজ্জাতানাং তেষাং মহদাদীনামিব কার্য্যতাপত্তেরনিত্যত্বমিতি চেৎ তত্রাহ ধর্ম্মাদিরূপতা ত্বিতি। যদুক্তং জিতন্তে স্তোত্রে—নিত্যজ্ঞানবলৈশ্বর্য্যভোগোপকরণাচ্যুতেতি। তজ্জনানুযায়িভিরিতি। তত্র শান্তা স্বরূপয়া রেখাস্বরূপয়া শ্রিয়া বিশিষ্টং হরিং ধ্যায়ন্তি পশ্যন্তি চ দাসাঃ সখায়শ্চ তৎকান্তারূপয়া তয়া চ বিশিষ্টং তং যথাধিকারং চিন্তয়ন্তি লভন্তে চ।

সারসমবেতসম্বিদাত্মকযুবতীরত্নরূপে স্ফুরিত হইয়া শ্রীরাধাদিরূপা হয়েন। ঐ সমুদায়ই পরা শক্তি। স্বরূপত ভেদ না থাকিলেও বিশেষবিজৃম্ভিত ভেদ-কার্য্য দ্বারা বিভাবের বৈলক্ষণ্য বিভাবিত হইলেই পূর্ব্বোক্ত অভিলাষ সিদ্ধ হয়। শ্রী অর্থাৎ পরা শক্তির ঐ ধর্ম্মাদিরূপতাও জন্য নহে; উহা অনাদিসিদ্ধ। অতএব উহাতে কোন দোষ হইতেছে না। এই নিমিত্তই ভক্তসম্প্রদায় উক্ত পরতত্ত্বকে শ্রীসমন্বিত রূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন॥ ৪২॥

তত্রৈব শ্রূয়তে। তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং ভজেত্তং যজেদিত্যোং তৎসদিতি। অত্র সংশয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণত্বেন গুণেন শ্রীহরেরুপাসনং নিয়তং ন বেতি। অবধারণস্বারস্যাত্তেন তন্নিয়তমিতি প্রাপ্তে—

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৪৩ ॥

তেন নির্দ্ধারণেনানিয়মঃ শ্রীকৃষ্ণত্বেনৈব ধর্ম্মেণ শ্রীহরিরুপাস্যো নান্যেন শ্রীরামত্বাদিনেতি নিয়মো নেত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণত্বং যশোদাস্তনন্ধয়ত্বে সতি বিভুবিজ্ঞানানন্দবস্তুত্বম্।

বাৎসল্যভাবাস্তু তাদৃশং তং লালনরূপেণোপাসনেনানুভবন্তি। শৃঙ্গারভাবাস্তু তাদৃশং তং সাক্ষাদেব ধ্যায়ন্তি পরিচরন্তীতি তত্তদনুগামিভিঃ সর্ব্বৈর্ভক্তৈঃ শ্রীমত্ত্বং ভাব্যম্ ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বত্র শ্রীমত্ত্বেনোপাসনং সর্ব্বেষাং নিয়তমিত্যুক্তং তন্ন যুক্তম্। তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েদিত্যত্র বিভুবিজ্ঞানানন্দযশোদাস্তনন্ধয়ত্বেন তন্নিয়মপ্রতীতেরিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। তত্রৈবেত্যাদি। তত্রৈবাথর্ব্বশিরসি। তস্মাদিতি। কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ সর্ব্বেশ্বরো ন তু শিতিকণ্ঠাদিরিত্যর্থঃ।

তন্নির্দ্ধারণেতি। তেন কৃষ্ণত্বেনৈব। শ্রীকৃষ্ণত্বঞ্চ যশোদেতি। যথাহুর্নামকৌমুদীকারাঃ। তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি কৃষ্ণশব্দস্য রূঢ়িরিতি।

গোপালতাপনীতে উক্ত আছে, 'অতএব কৃষ্ণই পরদেবতা,' তাঁহাকেই ধ্যান করিবে, তাঁহাতেই রতি করিবে, তাঁহাকেই ভজনা করিবে, তাঁহাকেই যজন করিবে।' এস্থলে সংশয় এই,—কৃষ্ণস্বরূপে শ্রীহরির উপাসনা নিয়ত কি না? অর্থাৎ শ্রীহরিকে কেবল কৃষ্ণরূপেই উপাসনা করিতে হইবে, কি অন্যরূপেও তাঁহার উপাসনা হইবে? অবধারণের স্বারস্য হেতু কৃষ্ণরূপেই উপাসনা নিয়ত হইয়াছে বলিয়াই স্থির করা কর্ত্তব্য, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন;—

কৃষ্ণরূপেই উপাসনা করিতে হইবে, এরূপ কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপেই উপাসনা, শ্রীরামাদিরূপে উপাসনা হইবে না, এরূপ কোন

এবং কুতঃ তদ্দৃষ্টেঃ। যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ। চতুঃশব্দো ভবেদেকো হ্যোঙ্কারস্যাংশকৈঃ কৃত ইতি তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণাত্মভূতানাং বলদেবাদীনামপি তদ্বদুপাস্যত্বপ্রতীতে-রিত্যর্থঃ। তর্হি কৃষ্ণ এবেত্যবধারণং বিফলম্। তত্রাহ পৃথ-গিতি। হি যস্মাত্তৎ ফলং পৃথগস্তীত্যর্থঃ। কিন্তদিত্যাহ। অপ্রতিবন্ধ ইতি। দেবতান্তরপারম্যস্য শ্রীকৃষ্ণোপাস্তিপ্রতি-বন্ধস্য বিনিবৃত্তিস্তদিত্যর্থঃ। তথাচ শক্তৌ রুচৌ চ সত্যাং সমুচ্চিত্যোপাসনং তদভাবে তু তেনৈবেতি স্থিরম্॥ ৪৩॥

দলদ্বয়ার্থশ্চ ন চান্তর্ন বহির্যস্যেত্যাদৌ শ্রীমুনীন্দ্রেণ ব্যক্তং বর্ণিতঃ। যত্রাসাবিতি। ইহ রুক্মিণীসাহিত্যেন শ্রীমত্ত্বস্যাগতত্বাচ্চোদ্যং নিরস্তম্। তচ্চ শ্রীরাধাদীনামুপলক্ষ-ণম্। তদাত্মভূতানামিতি। ইতরথা শ্রুতং তেষামুপাসনং বিলুপ্যেতেত্যভিপ্রায়ঃ। এতচ্চ শ্রীনৃসিংহাদীনামুপলক্ষণম্। পৃথগিতি। অন্যদিত্যর্থঃ। সমুচ্চিত্যেতি। কৃষ্ণত্বরামত্বাদীন্ সর্ব্বান্ গুণানাদায়েত্যর্থঃ। তদভাবে শক্তিরুচ্যোরভাবে। তেনৈব কৃষ্ণত্বেনৈব গুণেন॥ ৪৩॥

নিয়ম দেখা যায় না। বিভুবিজ্ঞানানন্দ হইয়াও যিনি শ্রীযশোদার স্তনপান করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণরূপ। বেদে দেখা যায়, ত্রিশক্তিসমন্বিত পরতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি শ্রীরুক্মিণী, বলদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনি-রুদ্ধের সহিত লীলা করিয়া থাকেন। একমাত্র প্রণবই চারি অংশে শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি রূপে বিরাজিত। উক্ত শ্রুতিতেই শ্রীকৃষ্ণাত্মভূত শ্রীবলদেবাদিরও তাঁহারই ন্যায় উপাস্যত্ব প্রতীত হইয়াছে। অতএব "কৃষ্ণ এব" এই বাক্যান্তর্গত এব শব্দ অবধারণার্থক, বলা বিফল। কারণ, ঐ স্থলে এব শব্দের অর্থ অন্যরূপ। দেবতান্তরের শ্রেষ্ঠত্ব নিরাস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণোপাসনার প্রতিবন্ধক দূর করাই উহার তত্ত্ব। অতএব শক্তি ও রুচি থাকিলে তাদৃশ ব্যূহের উপাসনাতেও কোনই দোষ হইতেছে না। আর যদি তাহার সামর্থ্য না থাকে, তবেই কেবল তাঁহার উপাসনা করিবে, ইহাই স্থির॥ ৪৩॥

অথ গুরুগম্যত্বং গুণমুপসংহর্ত্তুমারভ্যতে। বিদ্যাপ্রদেশেষু শ্রূয়তে। যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেদিতি চান্যত্র। ইহ সংশয়ঃ। গুরুলব্ধাচ্ছ্রবণাদিতঃ ফলং গুরুপ্রসাদসহিতাত্তস্মাদ্বেতি। তত্র শ্রবণাদিতঃ ফলাভিধানাৎ কিং তৎপ্রসাদেনেতি প্রাপ্তে—

পূর্ব্বত্র কৃষ্ণত্বাদিধর্ম্মাণাং সমুচ্চয়েন বিকল্পেন চোপাসনমুক্তম্। তদেব কার্য্যমস্তু তেনৈব মোক্ষলক্ষণস্য ফলস্য সিদ্ধেঃ। দেশিকলভ্যত্বগুণেনোপসংহৃতেন তদুপাসনং মাস্তু তেন ফলানতিরেকাদিতি প্রত্যুদাহরণং সঙ্গতিঃ। অথ গুর্ব্বিতি। যস্যেতি। হরিগুরুভক্ত্যা যেনেয়মুপনিষৎ পঠ্যতে তস্যৈব তদর্থাঃ স্ফুরন্তি ফলায় চ কল্পন্তে। যেন জীবিকার্থিনা তদ্ভক্তিবিরহিতেন ছদ্মনা পঠ্যতে তস্য তু নেত্যর্থঃ। আচার্য্যবানিতি। কৃতগুর্ব্বাশ্রয়ণঃ সর্ব্বদা তৎসেবী চেত্যর্থঃ। ফলং হরিসাক্ষাৎকারঃ। তস্মাৎ শ্রবণাদেঃ। তৎপ্রসাদেন গুরুকৃপয়া। প্রশব্দ ইতি। প্রসাদং বিনা প্রকর্ষেণ বিদ্যাদানং ন ভবেদিতি তথৈব ব্যাখ্যাতম্। অস্তি হি হরেরাচার্য্যে বিশেষঃ। হরিরধোঽপি নিনীষত্যসাধু কর্ম্ম কারয়তি দৈত্যেষু বিপরীতমুপদিশতি চ আচার্য্যস্তু সর্ব্বানুন্নিনীষতি সাধ্বেব কর্ম্ম কারয়তি

অনন্তর গুরুগম্যত্ব রূপ গুণের উপসংহার আরম্ভ করিতেছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বিদ্যাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে, 'যিনি গুরুকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করেন, এই সকল কথিত অর্থ, তাঁহারই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।' অন্যত্র, 'যিনি আচার্য্যের সেবা করিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানলাভ করেন;' 'ব্রহ্ম বস্তুকে জানিবার নিমিত্ত গুরুর নিকট গমন করিবে,' এইরূপ বলিয়াছেন। এস্থলে সংশয় এই;—গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিলেই ফল হইবে, অথবা জ্ঞানলাভে গুরুর প্রসাদও অপেক্ষা করে? কিন্তু শ্রবণ করিলেই ফল হয়, এইরূপ উক্তি হইতে প্রসাদের আর কোন অপেক্ষা নাই, এইরূপই সিদ্ধান্ত করা যায়। তদুত্তরে বলিতেছেন;—

প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥ ৪৪ ॥

যথা প্রসন্নেন গুরুণা ব্রহ্মাপ্তিহেতুঃ শ্রবণাদিসাধনং দত্তং তথৈব তৎপ্রাপ্তিরূপং ফলং ভবতি। ন তু শ্রবণাদিমাত্রেণেত্যাবশ্যকম্। তদ্গুর্ব্বনুগ্রহাবেক্ষণমুক্তম্। প্রশব্দঃ প্রসাদং ব্যঞ্জয়তি। আহ চৈবং শ্রীভগবানরবিন্দাক্ষঃ। আচার্য্যোপাসনং শৌচমিতি। তথাচ তদনুগ্রহসহিতাচ্ছ্রবণাদিতস্তৎপ্রাপ্তিরিতি ॥ ৪৪ ॥

অথ স্বপ্রযত্নো বলবান্ শ্রীগুরুপ্রসাদো বেতি সন্দেহেঽকৃতে প্রযত্নে তৎপ্রসাদস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ স্বপ্রযত্নো বলবানিতি প্রাপ্তে—

লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৪৫ ॥

সর্ব্বত্র যথার্থং বদতীতি। তল্লক্ষণঞ্চ স্মরন্তি। শাস্ত্রোক্তং ধর্ম্মমুচ্চার্য্য স্বয়মাচরতে সদা। অন্যেভ্যঃ শিক্ষয়েদ্‌যস্তু স আচার্য্যো নিগদ্যতে। তস্মাদ্‌গুরুকৃপা স্পৃহণীয়ৈব ॥ ৪৪ ॥

গুরুপ্রসাদভগবদুপাসনে মুক্তিহেত্বিত্যুক্তং প্রাক্। তে আশ্রিত্য তয়োর্বলাবলে বিচিন্ত্য ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবোঽত্র সঙ্গতিঃ। অথ স্বপ্রযত্ন ইত্যাদি। স্বপ্রযত্নঃ স্বকর্তৃকশ্রবণাদিব্যাপারঃ।

গুরু প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতুভূত যেরূপ শ্রবণাদি সাধন প্রদান করেন, তদ্রূপই তৎপ্রাপ্তিরূপ ফল হইয়া থাকে। শ্রবণাদিমাত্রই যে ফল হয়, তাহা নহে। এই নিমিত্তই গুরুর অনুগ্রহ অপেক্ষা করে। ভগবান স্বয়ংই আচার্য্যের সেবা করিতে বলিয়াছেন। গুরুর অনুগ্রহ সহকৃত শ্রবণাদি সাধন দ্বারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর নিজের প্রযত্নই বলবান বা গুরুর প্রসাদই বলবান্? এইরূপ সন্দেহে, প্রযত্নবিহীন ব্যক্তির অন্যের প্রসাদ কার্য্যকর হয় না, সুতরাং নিজের প্রযত্নই বলবান বলিয়া স্থির হইলে, তাহার সমাধানের নিমিত্ত সূত্রান্তর স্থাপন করিতেছেন;—

ঋষভাদিভ্যো ব্রহ্মশ্রুতবতা সত্যকামেন ভগবাংস্ত্বেব মে কামং ব্রূয়াদিতি শ্রীগুরুঃ প্রার্থ্যতে। তথাগ্নিভ্যঃ শ্রুতবিদ্যে-নোপকোশলেন চেত্যাদিছান্দোগ্যাদিদৃষ্টগুরুপ্রসাদনলিঙ্গ-বাহুল্যাত্তৎপ্রসাদনমেব বলিষ্ঠম্। তর্হি তাবতালমিত্যপি ন মন্তব্যম্। কিন্তর্হি। তদপি শ্রবণাদি চ কর্ত্তব্যম্। যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ শ্রোতব্যো মন্তব্য ইত্যাদিশ্রুতেঃ। গুরু-প্রসাদো বলবান্ ন তস্মাদ্বলবত্তরম্। তথাপি শ্রবণাদিশ্চ কর্ত্তব্যো মোক্ষসিদ্ধয়ে ইতি স্মৃতেশ্চ ॥ ৪৫ ॥

লিঙ্গেতি। ঋষভাদিভ্য ঋষভাগ্নিহংসমদ্গুভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ। ভগবানিতি। গৌতমমাচার্য্যং প্রতি সত্যকামোক্তিঃ। ভগবাংস্ত্বেব গৌতমস্ত্বেব মে সত্য-কামস্য কামমভীষ্টং ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। অগ্নিভ্যো গার্হপত্যান্বাহার্য্যপচনাহবনীয়েভ্য-স্ত্রিভ্যঃ। আখ্যায়িকা ছান্দোগ্যেঽস্তি জবালয়া মাত্রা প্রেরিতো জাবালঃ সত্যকামো গৌতমমুপসসাদ। স গৌতমস্তু তমুপনীয় গোসেবায়াং নিযোজয়া-মাস। তস্য গুরুনিষ্ঠয়া প্রসন্না ঋষভাদয়ো ধর্ম্মরূপাস্তস্মৈ বিদ্যামুপদিদিশুঃ। স সত্যকামস্তেভ্যঃ শ্রুতবিদ্যোঽপি গৌতমং প্রসাদ্য তস্মাৎ বিদ্যাং জগ্রা-হেতি। উত্তরত্র উপকোশলো নাম বিপ্রঃ সত্যকামমুপসসাদ। স তমগ্নিপরি-চর্য্যায়াং নিযোজয়ামাস। ভার্য্যয়া প্রোক্তোঽপি বিদ্যাং নাধ্যাপিপৎ। তস্য

বেদে অনেক স্থানেই গুরুপ্রসাদকে বলবান বলিয়াছেন। সত্যকাম, ঋষভাদির নিকট অনেক শ্রবণ করিয়াও তাঁহাদের প্রসন্নতা কামনা করিয়া-ছিলেন। উপকুশলও অগ্নির নিকট অনেক উপদেশই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার প্রসাদও ভিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব গুরুর প্রসাদই বলিষ্ঠ। এইরূপে গুরুর প্রসাদ বলিষ্ঠ হইলেও নিজপ্রযত্নে শৈথিল্য প্রকাশ করাও কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বোক্ত "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ", ইত্যাদি বাক্য হইতে গুরুর প্রসাদ ও শ্রবণাদি উভয়েরই আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, 'যদিও গুরুর প্রসাদই বলবত্তর, কিন্তু মোক্ষের নিমিত্ত শ্রবণাদি পরিশ্রমও কর্ত্তব্য' ॥ ৪৫ ॥

এবং গুণাদিবিশিষ্টস্য ভগবত উপাসনাদ্দেশিকানুগ্রহ-সহকৃতাৎ ফলমিত্যাপাদিতম্। অথৈতদ্বিরোধিবাক্যার্থসমাধিনা পরিপুষ্যতে। গোপালতাপন্যাং মুনিভিঃ সর্ব্বারাধ্যত্বাদি-গুণকং বস্তু পৃষ্টঃ পদ্মযোনিস্তথাত্বেন শ্রীকৃষ্ণমুপদিশ্য তৎ-প্রাপ্তিহেতুং তদ্ভক্তিমুপদিশতি। তদুত্তরত্র চ। তস্মাদেব পরো রজসেতি সোঽহমিত্যবধার্য্য গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ। স মোক্ষমশ্নুতে স ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি স ব্রহ্মবিদ্ভবতীত্যাদি পঠ্যতে। ইহ সোঽহমিত্যভেদাভ্যাসো দৃশ্যতে। অত্র সংশয়ঃ। পরাপরাত্মস্বরূপৈক্যবিষয়েয়ং সোঽহমিতি ভাবনা

গুরুনিষ্ঠয়া তুষ্টাস্তেঽগ্নয়স্তস্মৈ বিদ্যাং দদুঃ। অগ্নিভ্যঃ শ্রুতবিদ্যোঽপ্যুপকোশলঃ সত্যকামং প্রসাদ্যাত্মবিদ্যাং তস্মাৎ প্রাপেতি। অনয়োরাখ্যায়িকয়োর্গুরু-প্রসাদঃ বিদ্যাফলপ্রকাশে বলীত্যাগতম্। অন্যথা তদবজ্ঞায়াং বিদ্যা নোদয়েৎ। তৎফলপ্রকাশস্তু দূরাপাস্তঃ স্যাদিতি। তাবতা গুরুপ্রসাদমাত্রেণ। স্ফুটার্থ-মন্যৎ ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বত্র গুর্ব্বনুগ্রহসহিতং ভগবদুপাসনং মুক্তিকরমিত্যুক্তং তন্ন যুক্তম্। তদুপাসনশাস্ত্রেষ্বেব ব্রহ্মজীবৈক্যভাবনায়াস্তৎকরত্বদর্শনাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানা-

এইরূপে গুরুপ্রসাদসহকৃত গুণাদিবিশিষ্ট ভগবানের উপাসনার মুক্তিফল-কত্ব প্রতিপাদিত হইল। ঐ বিষয়টি আবার বিরোধি বাক্য সকলের সমাধান দ্বারা পরিপুষ্ট করিতেছেন। গোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—একদা মুনিগণ ব্রহ্মার নিকট সর্ব্বারাধ্যত্ব প্রভৃতি গুণ সকল কাহার? এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণই তাদৃশগুণশালী, এইরূপ উপদেশ করি-লেন। এবং বলিলেন, ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র সাধন। পরে আরও বলিলেন, তাহা হইতেই রজোগুণের অতীত যিনি, তিনি আমিই, এইপ্রকার স্থির করিয়া, ঐ আমি সেই গোপাল, এইরূপ চিন্তা করিবে। যিনি এইরূপ চিন্তা করিবেন, তিনিই মোক্ষ লাভ করিবেন, তিনিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ হইবেন। এইস্থলে অভেদভাবনাই উক্ত হইয়াছে। এস্থলে সংশয় এই

কিম্বা পূর্ব্বোপদিষ্টায়া ভক্তেরেব কশ্চন প্রকার ইতি শব্দ-স্বারস্যাত্তদ্বিষয়াসৌ মোক্ষহেতুরিতি প্রাপ্তে—

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বস্যা ভক্তেরেব বিকল্পো যঃ সোঽহমিতি ভাবঃ। কুতঃ প্রেতি। ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যে-নামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি তস্যাঃ পূর্ব্বং প্রকৃতত্বাৎ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি তথৈবোপসংহারাচ্চ প্রকারবিশেষ এব নার্থান্তরমিত্যত্র দৃষ্টান্তঃ ক্রিয়েতি। ক্রিয়া পরিচর্য্যার্চ্চনাদিরূপা। মানসঞ্চ ধ্যানম্। তে যথা ভক্তেরেব প্রকারৌ তথা সোঽহমিতি ভাবোঽপি পূর্ব্বোপদিষ্টায়া ভক্তেঃ প্রকারবিশেষো ভবতীতি। রাগাদ্ভয়াচ্চ গাঢ়াবেশে সতি সোঽহমিতি ভাবোঽভ্যুদেতি।

দাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। এবং গুণাদীত্যাদি। তথাত্বেন সর্ব্বারাধ্যত্বাদিগুণকত্বেন। তদ্বিষয়া পরাপরাত্মৈক্যবিষয়া।

যে, ঐ জীবব্রহ্মের অভেদভাবনা পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার স্বরূপগত ঐক্য-বিষয়ক, অথবা উহা পূর্ব্বোপদিষ্ট ভক্তিরই প্রকারবিশেষ? শব্দস্বারস্য দৃষ্টে পূর্ব্বপক্ষে উহা স্বরূপগত ঐক্যবিষয় বলিয়াই স্থির হইলে, তাহার সমাধানার্থ পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন ;—

উক্ত অভেদভাব পূর্ব্বোক্ত ভক্তিরই বিকল্প অর্থাৎ প্রকারবিশেষ। ভক্তির অর্থ ভজন। ঐহিক ও পারত্রিক নিখিল উপাধির নিরাস পূর্ব্বক ভগবানে মনঃ-কল্পনের নামই ভজন। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। এই ভক্তিই পূর্ব্বে প্রক্রান্ত হই-য়াছে। এবং উপসংহারেও 'সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে অবস্থান করে,' এইরূপ উক্তি হইয়াছে। অতএব উহা ভক্তিরই প্রকারবিশেষ, অর্থান্তর নহে। পরিচর্য্যা ও অর্চ্চনাদি ক্রিয়া এবং মানস অনুস্মরণের ন্যায় উক্ত ভাবনা ভক্তিরই প্রকার বলিয়া স্থির করা যায়। অনুরাগ ও ভয় প্রযুক্ত গাঢ় আবেশ হইলেই

কৃষ্ণোঽহমিতি সিংহোঽহমিতি চ। এতদুক্তং ভবতি। পূর্ব্ব-বিভাগে কঃ পরমো দেব ইত্যাদিনা। সর্ব্বারাধ্যত্বসংসার-নিবর্ত্তকত্বসর্ব্বাশ্রয়ত্বসর্ব্বকারণত্বগুণকং পরমার্থবস্তু মুনিভিঃ পৃষ্টো ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতমিত্যাদিনা তত্তদ্গুণক-তাদৃশবস্তুত্বং শ্রীকৃষ্ণস্যাভিধ্যায়েতদ্যো ধ্যায়তীত্যাদিনা ত-চ্চিন্তনতজ্জপাদিরূপয়া ভক্ত্যা সংসারভয়নিবৃত্তিং দর্শয়তি। পুনশ্চ তে হোচুঃ কিন্তদ্রূপমিত্যাদিনা। ভজনীয়স্য তস্য তদ্ভক্তেশ্চ বিশেষপ্রশ্নে তৈঃ প্রবর্ত্তিতে তদু হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেশমভ্রাভমিত্যাদিনা সপরিকরং তৎস্বরূপমুপবর্ণ্য রস্যং পুনা রসনমিত্যাদিনা জপ্যমুপদিশ্য ভক্তিরস্য ভজনমিত্যা-

পূর্ব্ববিকল্প ইতি। ক্রিয়েতি সমাহারদ্বন্দ্বঃ। রাগাৎ কৃষ্ণোঽহমিতি ভাবোদয়ঃ ভয়াৎ সিংহোঽহমিতি ভাবোদয় ইতি বোধ্যম্। এতদুক্তমিতি। কঃ পরমো দেব ইতি সামান্যাকারেণ প্রশ্নাৎ কৃষ্ণো বৈ পরমো দৈবতমিতি বিশেষাকারেণ তদু-ত্তরাচ্চ কৃষ্ণস্যৈব পরত্বং সিদ্ধম্। যথা কিমেকং দৈবতমিতি সামান্যপ্রশ্নাৎ জগৎপ্রভুং দেবদেবমিত্যাদিবিশেষোত্তরাচ্চ দেবকীসূনোঃ পরদৈবতত্বং সহস্র-নাম্নি নির্ণীতং তদ্বদিদং বোধ্যম্। তে হোচুরিতি। তে মুনয়ঃ। তৈরিতি মুনিভিঃ।

একাত্মভাব অভ্যুদিত হয়। অনুরাগে আমিই কৃষ্ণ, এইরূপ উপাস্তে ঐক্যবুদ্ধি এবং ভয়ে আমিই সিংহ, এইরূপ ঐক্যপ্রতীতি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মমুনি-সংবাদের তাৎপর্য্য এক্ষণে এইপ্রকার অবগত হওয়া যাইতেছে;—পূর্ব্ববিভাগে, কে পরমদেব? এই কথা, এবং সর্ব্বারাধ্যত্ব, সংসারনিবর্ত্তকত্ব, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব ও সর্ব্বকারণত্ব প্রভৃতি গুণশালী পরমার্থ তত্ত্বের বিষয়, জিজ্ঞাসিত হইয়া, ব্রহ্মা বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণই পরমদেবতা।' পরে তিনি, 'ঐ সকল গুণ তাঁহারই,' এই-রূপ বলিয়া, আবার বলিলেন, 'যে তাঁহার ধ্যান করে,' ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচিন্তন ও তজ্জপাদিরূপ ভক্তিরই সংসারভয়বারকতা উক্ত হইয়াছে। পুনর্ব্বার একত্র, শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের সম্বন্ধে বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া, বলি-লেন, 'গোপবেশ, অভ্রাভ,' ইত্যাদি। এই বাক্য দ্বারা সপরিকর ভগবৎস্বরূপ

দিনা ভক্তিস্বরূপং নিরূপয়তি। অথোঙ্কারেণান্তরিতং যো জপতীত্যাদিনা জপ্যেন তেন প্রাপ্যং তৎস্বরূপং ফলমুক্ত্বা তচ্চ তমেকং গোবিন্দমিত্যাদিনা জ্ঞানসুখাত্মকং ভবতীতি নির্ণয়ান্তেঽপি তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব পরো দেব ইতি তথৈবোপসংহরতি। উত্তরবিভাগে তু তৎপ্রেষ্ঠা গোপ্যস্তেন সহ বিহৃত্য পৃষ্টেন তেনাজ্ঞপ্তাস্তা বরান্নেন দুর্ব্বাসসং মুনিং ভোজয়ামাসুরিত্যেকদা হীত্যাদিনা প্রকীর্ত্ত্যতে। অথ তুষ্টেন তেন দত্তাশীর্ভিস্তাভিঃ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বং পৃষ্টঃ স মুনিস্তল্লীলায়া লোকবিলক্ষণত্বং বিবক্ষুরয়ং হি শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদিনা তস্য সর্ব্বকারণত্ববিশুদ্ধস্নেহবশ্যস্বভাবত্বনিত্যতৎকান্তত্বাদিকমাচষ্টে অথ

রস্তমিতি জপ্যমষ্টাদশার্ণং মন্ত্ররাজমিত্যর্থঃ। অন্তরিতমিতি। সম্পুটিতং কৃত্বেত্যর্থঃ। তচ্চেতি স্বরূপম্। উপসংহরতীত্যত্র ব্রহ্মেতি যোজ্যম্। পৃষ্টেনেত্যত্র গোপীভিরিতি বোধ্যম্। তেন কৃষ্ণেন। তেন দুর্ব্বাসসা। তাভির্গোপীভিঃ। অথ সা হেতি।

বর্ণনের পর রস্ত প্রভৃতি বাক্য দ্বারা তাঁহার নাম জপ ও তাঁহার ভজনই ভক্তি প্রভৃতি উক্তি দ্বারা তাঁহার ভজন রূপ ভক্তির উপদেশ এবং ভক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিলেন। অনন্তর 'ওঙ্কার দ্বারা পুটিত করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার নাম জপ করেন,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জপ দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিকেই ফল বলিয়া, 'ঐ এক গোবিন্দকে', ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ঐ ফল জ্ঞানসুখাত্মক, এইরূপ বলিলেন। পরিশেষে 'শ্রীকৃষ্ণই পরদেবতা,' এইরূপ উপসংহারও করিলেন। উত্তরবিভাগে, শ্রীকৃষ্ণ, নিজ প্রিয়তমা গোপাঙ্গনাগণের সহিত বিহারকালে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে দুর্ব্বাসা মুনির নিকট গমন করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে গোপীগণ দুর্ব্বাসাকে উত্তম অন্ন ভোজন করাইলেন, এবং তিনি তুষ্ট হইয়া বরদানে উন্মুখ হইলে, তাঁহারা তাঁহার নিকট কৃষ্ণতত্ত্বই জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিও কৃষ্ণলীলার লোকবিলক্ষণত্ব বলিতে অভিলাষী হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ, সর্ব্বকারণ, বিশুদ্ধ, স্নেহবশ এবং গোপী-

সা হোবাচেত্যাদিনা তস্য জন্মকর্ম্মমন্ত্রধামানি তাভিঃ পৃষ্টো মুনিঃ পূর্ব্বার্থ এবাভ্যাসলিঙ্গেন তাৎপর্য্যং নির্ণেতুং ব্রহ্ম-নারায়ণোপাখ্যানমুপক্ষিপতি স হোবাচ তাং হীত্যাদিনা। তত্র চ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণত্বং সংসারতারকত্বম্। তস্য মথুরাখ্য-মধিষ্ঠানং তচ্চ ব্রহ্মাত্মকং চক্রাধারকং বনৈরনেকৈরুল্লস-দিতি নিরূপ্য তস্মাদেব পরো রজসেতি সোহহমিত্যাদিনা তদভেদো ভাবো মোক্ষহেতুরিত্যভিধীয়তে। স চোক্ত-হেতোর্ভক্তেরেব পূর্ব্বোপদিষ্টায়াঃ প্রকারভেদো ভবিতুং যুক্তঃ তস্মাদশ্রুপ্রলয়াদিবত্তদ্বিশেষোহয়ম্। অহমস্মি ব্রহ্মাহ-মস্মীতি তৈত্তিরীয়কাদিদৃষ্টঃ অভেদব্যপদেশস্তু তদায়ত্ত-

সা গান্ধর্ব্বিকা শ্রীরাধিকা সর্ব্বাভির্গোপীভিঃ প্রেরিতা কৃষ্ণতত্ত্বং পপ্রচ্ছেতি বোধ্যম্। তস্যাঃ সর্ব্বমুখ্যত্বাৎ তন্মুখেনৈব সর্ব্বাসাং প্রশ্ন ইতি ভাবঃ। সঙ্গীত-বিদ্যাতিনৈপুণ্যাদ্‌গান্ধর্ব্বিকেতি তন্নামেতি ব্যাখ্যাতারঃ। পূর্ব্বার্থে ইতি। পূর্ব্ব-মুক্তে কৃষ্ণযাথাত্ম্যরূপেঽর্থে ইত্যর্থঃ। স হোবাচ তাং হীতি। স দুর্ব্বাসাঃ। তাং গান্ধর্ব্বিকাম্। স চ তদভেদভাবঃ। উক্তহেতোরিতি। প্রকরণাদুপসংহারা-চ্চেতি হেতোরিত্যর্থঃ। অহমিতি। অহং ব্রহ্মাস্মি ব্রহ্মাহমস্মীত্যর্থঃ॥ ৪৬॥

জনের নিত্যকান্ত। তখন গোপী সকল কৃষ্ণের জন্ম, কর্ম্ম, মন্ত্র ও ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিও পূর্ব্বের অর্থটিকেই পুনরুক্তি দ্বারা দৃঢ় করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম-নারায়ণোপাখ্যান বলিলেন। এই স্থলে কৃষ্ণকে পূর্ণ ও সংসারতারক এবং মথুরাই তাঁহার অধিষ্ঠান, ঐ অধিষ্ঠান চক্রের উপর অবস্থিত, বিবিধ কাননে সুশোভিত ও ব্রহ্মস্বরূপ, বলিলেন। পরে রজোগুণের অতীত জীবাত্মার ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবই মোক্ষের হেতু, এইরূপ উপদেশ করিলেন। সুতরাং ঐ ঐক্যভাবনা পূর্ব্বোক্ত ভক্তিরই প্রকারবিশেষ হইতেছে। অশ্রুপ্রলয়াদি যেরূপ ভাবেরই বিশেষ স্ফূর্ত্তি, উক্ত ঐক্যভাবও তদ্রূপ চিন্তারই বিশেষমাত্র। তৈত্তি-রীয়কাদি উপনিষদে ঐরূপ অভেদবোধক যে সকল বাক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, সকলই, ব্রহ্মের অধীন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে প্রতীত হয়, ব্রহ্মায়ত্ত-

বৃত্তিকত্বাদিভির্ভেদে এব সতি সঙ্গচ্ছেতেতি পুরৈবাভিহিতম্ ॥ ৪৬ ॥

সোঽহমিতিভাবো ভক্তেরেব প্রকারবিশেষো মন্তব্যো ন তু পরাপরাত্মস্বরূপৈক্যানুসন্ধিরিত্যত্র হেত্বন্তরমাহ।

অতিদেশাচ্চ ॥ ৪৭ ॥

তত্রৈবোত্তরত্র যথা ত্বং সহ পুত্রৈশ্চ যথা রুদ্রো গণৈঃ সহ। যথা শ্রিয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয় ইতি পদ্মযোন্যাদেঃ পুত্রাদিসাহিত্যবৎ স্বস্য স্বভক্তসাহিত্যাতিদেশাৎ। চশব্দাৎ ধ্যায়েন্মম প্রিয়ো নিত্যং স মোক্ষমধিগচ্ছতি। স মুক্তো ভবতি তস্মৈ স্বাত্মানঞ্চ দদামীতি তৎপরবাক্যং গৃহীতম্। তত্র নিত্যপ্রিয়ত্বস্বাত্মদানসম্প্রদানত্বাদি ভক্তস্যোচ্যতে। তদেতচ্চ তদৈক্যে ন সম্ভবেৎ। তস্মাচ্চ তদ্বিশেষোঽহংসা-

---

অতিদেশাচ্চেতি। অন্যতুল্যত্বোক্তিরতিদেশঃ। স্বাত্মেতি। স্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য য আত্মা শ্রীবিগ্রহস্তস্য যৎ স্বকর্তৃকং দানং তস্য সম্প্রদানং ভক্তস্তত্ত্বমিত্যর্থঃ।

বৃত্তিকত্বাদি দ্বারা ভেদেই অভেদবুদ্ধি, এইরূপ অর্থ করিলেই সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

উক্ত "সোহহং" ভাব ভক্তিরই প্রকারবিশেষ; পরাপরাত্মস্বরূপৈক্যজ্ঞান নহে। তদ্বিষয়ে হেত্বন্তর বিন্যাস করিতেছেন ;—

ঐ গোপালতাপনীতেই ভগবান, ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, 'পদ্মযোনে! তুমি যেরূপ প্রীতি প্রযুক্ত পুত্রগণের সহিত নিয়ত অবস্থান কর, রুদ্র যেরূপ নিজগণের সহিত নিয়ত অবস্থান করেন, আমিও সেইরূপ নিজ প্রিয়ভক্তগণের সহিত নিয়ত অবস্থান করিয়া থাকি।' এস্থলে ভগবানের ভক্তসাহিত্য প্রদর্শিত হইল। চকার দ্বারা পরবর্ত্তী অনুক্ত অংশ ব্যক্ত হইতেছে। 'আমার প্রিয়ভক্ত আমাকে নিত্য ধ্যান করিয়া মোক্ষ লাভ করে। তাহাকে আমি আত্মদান করিয়া থাকি।' উক্ত বাক্যে নিত্যপ্রিয়ত্ব ও আত্মদান প্রভৃতি ভক্তের সম্বন্ধে

ষিত্যধিগন্তব্যম্। ইত্থঞ্চ শ্রীরামতাপন্যাদিদৃষ্টোঽপি সোঽহম্মিতি ভাবো ব্যাখ্যাতঃ। তথাচ দেশিকানুগ্রহসহকৃতাৎ ভগবদুপাসনাৎ বিমুক্তিরিতি ন কাপি ক্ষতিরিতি ॥ ৪৭ ॥

শাস্ত্রজ্ঞানপূর্ব্বকমুপাসনং বিদ্যোচ্যতে। তয়া মুক্তিরিত্যেতৎ পরিস্কর্ত্তুমারভ্যতে। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অনায়েতি পুরুষসূক্তে তমেব বিদ্বানমৃত

তদেতচ্চেতি। তৎ স্বভক্তসাহিত্যম্। এতচ্চ স্বভক্তনিত্যপ্রিয়ত্বাদি। তদৈক্যে পরাপরাত্মনোরভেদে সতি। ইত্থঞ্চেতি। তদ্বাক্যং তস্যামেব দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৭ ॥

উপাসনশব্দবাচ্যা গুরুপ্রসাদলব্ধা ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষকরীতি যৎ প্রাগুক্তং তন্ন যুক্তং কর্ম্মণৈব কর্ম্মজ্ঞানাভ্যাঞ্চ সমুচ্চিতাভ্যাং মুক্তিরিতি নিরূপণাদিত্যাক্ষিপ্য তত্র সমাধানাৎ। পূর্ব্বৈবাত্র সঙ্গতিরিত্যেকে। পূর্ব্বমুপক্রমোপসংহারয়োর্ভক্তের্মুক্তিহেতুত্বপ্রতীতেরান্তরালিকস্য সোঽহমিতি ভাবস্য যথা ভক্তিবিশেষতয়া সঙ্গতিস্তথা তং বিদ্যেতি শ্রুতৌ বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পরলোকে ফলারম্ভকত্বপ্রতীতেস্তমেবেত্যত্র মোক্ষৈকহেতুতয়া প্রতীতাপি বিদ্যা কর্ম্মসমুচ্চিতৈব তদ্ধেতুরস্ত্বিতি সঙ্গমনীয়মিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিরিত্যপরে। শাস্ত্রজ্ঞানেতি। পরিস্কর্ত্তুং বিশদয়িতুম্। তমেবেতি। তং হরিং বিদিত্বা জ্ঞাত্বোপাস্য চেত্যর্থঃ। অতিমৃত্যুং মোক্ষম্। বিদ্যাতোঽন্যঃ পন্থাঃ সাধনম্ অয়নায় মোক্ষগমনায় ন বিদ্যতে নাস্তি সৈব সৎপথ ইত্যর্থঃ। অনায়েতি যলোপশ্ছান্দসঃ। বিদ্বানিতি জানন্নুপাসীনশ্চেত্যর্থঃ। কর্ম্মণৈব

উক্ত হইয়াছে। স্বরূপের ঐক্যে ঐরূপ ভক্তি সম্ভব হয় না। অতএব উহা স্বরূপৈক্য না হইয়া ভক্তিরই প্রকারবিশেষ হইতেছে। এইরূপে শ্রীরামতাপনী প্রভৃতিতে যে সকল অভেদবোধক বাক্য আছে, তাহাদেরও সঙ্গতি ব্যাখ্যাত হইল। অতএব গুরুপ্রসাদসহকৃত ভগবদুপাসনা হইতেই জীব মুক্তিলাভ করেন, ইহা নির্দ্দোষভাবে সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ৪৭ ॥

।স্ত্রজ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনার নামই বিদ্যা। সম্প্রতি তাদৃশী বিদ্যা দ্বারাই মুক্তি হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। 'তাঁহাকে জানিলেই মুক্তি হয়; তিনি ভিন্ন অন্য পথ নাই;' এইপ্রকার পুরুষসূক্ত বাক্য দৃষ্ট হয়। অন্যত্রও

ইহ ভবতীত্যাদি চান্যত্র পঠ্যতে। তত্র কর্ম্ম মোক্ষহেতুরুত সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মণী কিংবা বিদ্যেতি সংশয়ঃ। কিং প্রাপ্তং কর্ম্মেতি। শেষত্বাৎ পুরুষার্থত্বেতি ষট্‌সূত্রীনির্ণয়াৎ। বিদ্যা তু তচ্ছেষো ভবেৎ সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মণী বা তদ্ধেতুর্ন তু তয়োরেকতরং তং বিদ্যাকর্ম্মণী ইতি শ্রবণাৎ। যদুক্তম্—উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণো গতিঃ। তথৈব কর্ম্মজ্ঞানাভ্যাং মুক্তো ভবতি মানব ইতি। বিদ্যা বা তদ্ধেতুঃ। তমেব বিদিত্বেত্যাদিশ্রবণাৎ। তস্মাদনির্ণয়োঽস্তু। এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি।

বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৪৮ ॥

হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয় ইতি স্মৃত্যা তস্য তদ্ধেতুত্বাবধারণাচ্চ। তচ্ছেষঃ কর্ম্মাঙ্গম্। যজমানো হি দেবতাং স্বঞ্চ যাথাত্ম্যেন বিদিত্বৈব পারলৌকিকে কর্ম্মণ্যধিকৃতস্তবতীত্যাশয়ঃ। তমিতি। তং পরেতং পুরুষং প্রতি বিদ্যাকর্ম্মণী ফলমারভেতে। সমুচ্চিতে তে ইতি। পূর্ব্বপক্ষে কর্ম্মণা স্বর্গাদ্যানুষঙ্গিকফলমারভ্যতে বিদ্যয়া তু পরং পদমিতি সিদ্ধান্তার্থে বক্ষ্যতে। তস্মাদিতি পক্ষত্রয়েঽপি প্রমাণালাভাদিত্যর্থঃ।

'তাঁহাকে জানিলেই অমৃত হওয়া যায়,' এইরূপ বাক্য আছে। এস্থলে সংশয় এই যে, কর্ম্মই অথবা বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়ই কিম্বা কেবল বিদ্যাই মোক্ষের হেতু? 'জনকাদি রাজর্ষি সকল কর্ম্ম দ্বারাই সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দেখিলে, কর্ম্মকেই মুক্তির হেতু বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যা, ঐ কর্ম্মেরই শেষভাগ, উহা হইতে অতিরিক্ত নহে, ষট্‌সূত্রীতে ঐরূপই নির্ণীত হইয়াছে। আবার, 'পক্ষিগণ যেরূপ উভয় পক্ষের সাহায্যেই আকাশে উড্ডীন হয়, তদ্রূপ মানব কর্ম্ম ও জ্ঞান, এই উভয় সাধন দ্বারা মোক্ষ লাভ করে,' এই সকল বাক্য আলোচনা করিলে, তদুভয়কেই মোক্ষসাধন বলিয়া স্থির হয়। পুনশ্চ 'তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়,' ইত্যাদি বেদবাক্য দেখিলে, একমাত্র বিদ্যাকে মোক্ষসাধন বলিয়া ধারণা হয়। এইরূপ অনির্ণয়ের সমাধানার্থ পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন ;—

তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। বিদ্যৈব মোক্ষহেতুর্ন তু কর্ম্ম। ন চ সমুচ্চিতে বিদ্যাকর্ম্মণী। কুতঃ তদিতি। তমেব বিদিত্বেত্যাদৌ তস্যাস্তত্ত্বাবধারণাৎ। বিদ্যাশব্দেনেহ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিরুচ্যতে। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেত্যাদৌ তাদৃশ্যাস্তস্যাস্তত্ত্বাভিধানাৎ। স্মৃতিশ্চোভয়ত্র বিদ্যাশব্দং প্রযুঙ্ক্তে। বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীর ইতি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিতি চ। তস্মাদসৌ তন্ত্রেণ তে দ্বে গৃহ্নীয়াৎ। কৌরবশব্দবন্মীমাংসকশব্দবচ্চ। পূর্ব্বো ধার্ত্তরাষ্ট্রপাণ্ডবৌ পরস্তু কর্ম্মবিদ্‌ব্রহ্মবিদৌ যথা গৃহ্নাতি ॥ ৪৮ ॥

বিদ্যৈবেতি। অন্যযোগাযোগাত্যন্তাযোগানাং ব্যবচ্ছেদকত্বাদেবকারস্ত ত্রয়োঽর্থাঃ। তেষ্বাদ্যো বিশেষ্যসম্বন্ধঃ যথা পার্থ এব ধনুর্দ্ধর ইতি। দ্বিতীয়ো বিশেষণসম্বন্ধঃ যথা শঙ্খঃ পাণ্ডুর এবেতি। তৃতীয়স্তু ক্রিয়াসম্বন্ধঃ যথোৎপলং নীলং ভবতি এবেতি। অত্র বিদ্যান্যস্য মুক্তিহেতুত্বং ব্যবচ্ছিদ্যতে। তস্যাস্তত্ত্বেতি। বিদ্যায়া মুক্তিহেতুত্বাবধারণাদিত্যর্থঃ। উভয়ত্রেতি। শাব্দে জ্ঞানে ভক্তৌ চোপাসনায়ামিত্যর্থঃ। বিদ্যাকুঠারেতি। শাস্ত্রীয়ং জ্ঞানং বোধ্যম্। রাজবিদ্যেত্যত্র ভক্তিরিতি ব্যাখ্যাতারঃ। অসৌ বিদ্যাশব্দঃ। তে জ্ঞানভক্তী। পূর্ব্বঃ কৌরবশব্দঃ। পরো মীমাংসকশব্দঃ ॥ ৪৮ ॥

বিদ্যারই একমাত্র মোক্ষহেতুত্ব শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আছে, অতএব কর্ম্ম ও বিদ্যাকর্ম্মের তাদৃশত্ব নিরস্ত হইতেছে। বিদ্যাশব্দে জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিই বোধিত হইতেছে। "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" এই বাক্যে বিদ্যার জ্ঞানপূর্ব্বকত্ব কথিত হইয়াছে। "বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ"; "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্," ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে ঐ বিদ্যাশব্দ জ্ঞান ও ভক্তি উভয়কেই বোধ করাইয়াছে। অতএব বিস্তৃতভাবে বিদ্যা দ্বারা তদুভয়ই বোধিত হইতেছে। কৌরব শব্দে যেরূপ কৌরব ও পাণ্ডব উভয়কেই বোধ করায় এবং মীমাংসক শব্দে যেরূপ কর্ম্মমীমাংসক ও ব্রহ্মমীমাংসক উভয়কেই বোধ করায়, বিদ্যা শব্দেও তদ্রূপ জ্ঞান ও ভক্তি উভয়কেই বোধ করায় ॥ ৪৮ ॥

স চ মোক্ষো বিদ্যয়া বহিঃসাক্ষাৎকারেণৈবেত্যাহ।

দর্শনাচ্চ ॥ ৪৯ ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ইতি মুণ্ডকে তেনৈব তদ্বীক্ষণাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

নন্বেবং কর্ম্মণা মুক্তিরিতি জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং মুক্তিরিতি চ শাস্ত্রং বিরুদ্ধং স্যাৎ। তত্রাহ।

বহিঃসাক্ষাৎকারেণ চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষেণ।

দর্শনাচ্চেতি। পরাবরে ইতি। পরে নিত্যমুক্তা অবরে সেবকা যস্য তস্মিন্। তৈঃ পার্ষদৈর্বিশিষ্টে ইত্যর্থঃ। তেনেতি। বহিঃসাক্ষাৎকারেণৈব সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিলক্ষণস্য মোক্ষস্য দর্শনাদিত্যর্থঃ। স চ ভক্তিভাজাং ভবতীতি নির্ণীতমপি সংরাধনে ইত্যত্র প্রাক্। স্মৃত্যন্তরঞ্চাস্তি। শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ। ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজমিতি। পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি। দিব্যানি রূপাণি বরপ্রদানি সাকং বাচং স্পৃহণীয়াং বদন্তীতি চৈবমাদি ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বপক্ষৌ নিরাকুর্ব্বন্ ব্যাচষ্টে নন্বিতি।

বিদ্যা দ্বারা বহিঃসাক্ষাৎকার হইলেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়, ইহাই বলিতেছেন ;—

ভগবৎসাক্ষাৎকারেই মোক্ষ। মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, হৃদয়গ্রন্থি সকল ভেদ হয় ; অর্থাৎ ভূতভৌতিক কোন বস্তুতেই আসক্তি থাকে না। সর্ব্ববিধ সংশয়ের উচ্ছেদ হয় এবং সঞ্চিত ও প্রারব্ধ উভয়বিধ কর্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া যায়। প্রকৃতির অতীত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট সাক্ষাৎকার হইলেই এই সকল হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

এক্ষণে যে সকল শাস্ত্রে কর্ম্ম দ্বারা বা কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় দ্বারা মুক্তি হয়, এইরূপ বলিয়াছেন, ঐ সকল বিরুদ্ধ শাস্ত্রের কিরূপে সমাধান হইবে, তাহাই বলিতেছেন ;—

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৫০ ॥

ন খলু বিদ্যৈব মুক্তিহেতুরিত্যস্য শাস্ত্রস্য তাভ্যাং বাধঃ শক্যঃ। কুতঃ শ্রুত্যাদীতি। তমেব বিদিত্বেত্যাদেঃ সাবধারণায়াঃ শ্রুতের্ব্বলিষ্ঠত্বাৎ। আদিশব্দো লিঙ্গযুক্তী সংগৃহ্লাতি। ইন্দ্রোঽশ্বমেধাচ্ছতমিষ্ট্বাপি রাজা ব্রহ্মাণমীড্যং সমুবাচোপসন্নঃ। ন কর্ম্মভির্ন ধনৈর্নাপি চান্যৈঃ। পশ্যেৎ সুখং তেন তত্ত্বং ব্রবীহীতি লিঙ্গং নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেনেতি যুক্তিশ্চ। শেষত্বাদিষট্সূত্রী তু সূত্রকৃদ্ভিরেব প্রত্যাখ্যাস্যতে। অধিকোপদেশাৎ ত্বিত্যাদিভিঃ। বিদ্যয়া সর্ব্বকর্ম্মনির্ম্মূলনিরূপকবাক্যসংগ্রহায় চশব্দঃ। তং বিদ্যেত্যাদিশ্রুতিস্তু তৈরেব সমা-

শ্রুত্যাদীতি। তাভ্যামিতি পূর্ব্বপক্ষিবচনাভ্যামিত্যর্থঃ। ইন্দ্র ইতি। অত্র শতাশ্বমেধযাজিনোঽপীন্দ্রস্যাক্ষয়সুখং নাভূদতস্তাদৃক্সুখহেতুং তত্ত্বং পৃচ্ছতীতি ব্রহ্মবিদ্যায়া মোক্ষৈকহেতুতাং জ্ঞাপয়তীতি তস্যাস্তথাত্বে লিঙ্গমেতৎ। নাস্তীতি। অকৃতকৃতত্বাৎ কৃতলভ্যঃ স নেতি যুক্তিশ্চ। শেষত্বাদীতি। কর্ম্মণাং বিদ্যাঙ্গত্বনির্ণয়াৎ কর্ম্মৈব মুক্তিহেতুরিতি নিরস্তম্। বিদ্যয়া সর্ব্বেতি। ভিদ্যতে

'বিদ্যাই মোক্ষের হেতু' এই শাস্ত্র, পূর্ব্বোক্ত 'কর্ম্মজ্ঞান মুক্তির হেতু,' এই শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইতেছে না। কারণ, 'তাঁহাকে জানিলেই মুক্তি হয়,' ইত্যাদি নিশ্চয়াত্মক-বাক্য-প্রয়োগকারী শাস্ত্রই বলিষ্ঠ। সূত্রোক্ত আদি পদ দ্বারা লিঙ্গ ও যুক্তি সমুচ্চিত হইতেছে। 'ইন্দ্র একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন।' পরে স্তবনীয় ব্রহ্মার নিকট উপসন্ন হইয়া বলিলেন, 'কর্ম্ম, ধন বা অন্য কিছু দ্বারাই সুখ পাওয়া যায় না; অতএব তত্ত্ব উপদেশ করুন।' এস্থলে কর্ম্মী ইন্দ্র, জ্ঞানী ব্রহ্মার নিকট কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষফল লাভ হয় না, এইরূপ যে ইঙ্গিত করিলেন, তাহাই লিঙ্গ, এবং "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন," এই শ্রুতিতে যে কর্ম্ম দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয় না, এইরূপ বলিলেন, ইহাই কর্ম্মবিরুদ্ধ যুক্তি। "শেষত্বাৎ" ইত্যাদি ষট্সূত্রী, "অধিকোপদেশাৎ তু," এই সূত্রের ব্যাখ্যানে সূত্রকার স্বয়ংই প্রত্যাখ্যান করিবেন। সূত্রোক্ত চশব্দ 'বিদ্যা দ্বারা

ধাস্যতে। বিভাগঃ শতবদিতি। তস্মাৎ বিদ্যৈব মোক্ষহেতু-রিতি স্থিরম্॥ ৫০॥

অথ সদ্‌গম্যত্বং গুণমুপসংহরতি। অতিথিদেবো ভবেতি তৈত্তিরীয়কে শ্রুতম্। তত্র সংশয়ঃ। সদুপাসনং মোচকং ন বেতি। গুরুপ্রসাদসহিতাদীশোপাসনাদেব মোক্ষসম্ভবাদলং সদুপাসনেনেতি প্রাপ্তে—

অনুবন্ধাদিভ্যঃ॥ ৫১॥

হৃদয়গ্রন্থিরিত্যাদিবাক্যাচ্চ তস্মাত্তথাত্বমিত্যর্থঃ। তং বিদ্যেতি। তমেব বিদিত্বেত্যেবকারশ্রুত্যা তং বিদ্যেতি লিঙ্গস্য বাধাৎ বিভাগঃ শতবদিতি শাস্ত্রকৃতাং সমাধানম্॥ ৫০॥

অথ সদ্‌গম্যত্বমিতি। ব্রহ্মোপাসনে গুরুগম্যত্বমস্তূপসংহার্য্যং গুরুদত্তেনৈবোপাসনেন মোক্ষস্য ভাবিত্বাৎ সদ্‌গম্যত্বং তূপসংহার্য্যং মাস্তু তেন ফলানতিরেকাৎ তস্য দুষ্করত্বাচ্চেতি প্রত্যুদাহরণং সঙ্গতিঃ। প্রাগ্‌বদাক্ষেপসঙ্গতির্বেত্যন্যে। অতিথিদেব ইতি। অতিথয়ো হরিভক্তা দেবাবিষ্টত্বাৎ দেবান্তবৎ পূজ্যা যস্য স ত্বং তাদৃশো ভবেতি শিক্ষা। মুণ্ডকে চৈবং পঠ্যতে। তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকাম ইতি। আত্মজ্ঞং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞং তদ্ভক্তমিত্যর্থঃ। ভূতিকামো মোক্ষপর্য্যন্তসম্পত্তিলিপ্সুরিত্যর্থঃ। তত্রেতি। সদুপাসনং সদ্ভক্তিঃ।

সর্ব্বকর্ম্মের নির্মূল হয়,' এইরূপ নিরূপক বাক্যের সংগ্রহ করিতেছে। "তং বিদ্যা" ইত্যাদি শ্রুতির সূত্রকার কর্তৃকই সমাধান হইবে। অতএব বিদ্যাই মোক্ষের হেতু স্থির হইল॥ ৫০॥

অনন্তর সাধুসঙ্গ দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় বলিয়া, ভগবানের সদ্‌গম্যত্বরূপ গুণের উপসংহার করিতেছেন। তৈত্তিরীয়কে 'অতিথিকে দেবতার ন্যায় পূজা কর,' এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়। এস্থলে সংশয় এই যে, সাধুসেবা দ্বারা মুক্তি হয় কি না? গুরুপ্রসাদসহকৃত ভগবদুপাসনাই মোক্ষের হেতু স্থির হইয়াছে, সুতরাং সাধুসেবার আর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ইহারই উত্তরে বলিতেছেন;—

অনুবন্ধো মহদুপাসনানির্ব্বন্ধঃ। দেবভাবেন তদুপাসনমিত্যর্থঃ। তস্মাচ্চ তদনুগ্রহান্মোক্ষঃ। ইতরথেত্থং ন ব্রূয়াৎ। স্মরন্তি চৈবং তত্ত্ববিদঃ। রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা। ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকমিত্যাদিভিঃ। আহ চৈবং শ্রীভগবান্। ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা। ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো

অনুবন্ধাদীতি। ইতরথেতি। সদুপাসনং চেন্মোচকং ন স্যাৎ তর্হি দেবভাবেন শ্রুতিস্তন্নোপদিশেদিত্যর্থঃ। রহূগণেতি শ্রীভাগবতে। হে রহূগণ এতৎ পরতত্ত্ববিজ্ঞানং তপসা ন যাতি ন লভ্যতে পুরুষঃ ইজ্যয়া বৈদিককর্ম্মণা নির্ব্বপণাদন্নাদিবিভাগেন গৃহাদ্বা তন্নিমিত্তোপকারেণ ছন্দসা বেদাভ্যাসেন জলাদিভিরুপাসিতৈঃ। তর্হি কেন যাতীত্যত্রাহ বিনেতি। সদেকান্তভক্ত্যৈব যাতীত্যর্থঃ। ন রোধয়তীতি চ তত্রৈব যোগোঽষ্টাঙ্গঃ সাংখ্যং তত্ত্ববিবেকঃ ধর্ম্মঃ সাধারণোঽহিংসাদিঃ স্বাধ্যায়ো বেদজপঃ তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ। ইষ্টাপূর্ত্তমিতি। ইষ্টমগ্নিহোত্রাদি পূর্ত্তং কূপারামাদিনির্ম্মাণমিত্যর্থঃ। দক্ষিণাশব্দেন সামান্যতো দানং লক্ষ্যতে। ব্রতানি হরিবাসরোপবাসাদীনি। যজ্ঞো

মহদুপাসনার কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ দ্বারা তাহারও মোক্ষকারণতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অনুবন্ধ শব্দের অর্থ মহদুপাসনানির্বন্ধ। অর্থাৎ দেবভাবে অতিথির সেবা একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব সাধুর অনুগ্রহকেও মোক্ষহেতু বলা হইয়াছে। অন্যথা শ্রুতিতে ঐরূপ উক্তি দৃষ্ট হইত না। তত্ত্ববিদ্গণও ঐরূপই বলিয়া থাকেন। 'হে রহূগণ! তপস্যা, ইজ্যা, সন্ন্যাস, বেদপাঠ, জল, অগ্নি ও সূর্য্যের পূজা দ্বারা যে ফল লাভ হয় না, তাহা কেবল সাধুগণের পাদরজের অভিষেক দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। এইটি জড়ভরতের কথা। ভগবানও উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, সঙ্গচ্ছেদকারী সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বাধ্য করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম; স্বাধ্যায়, তপ, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রত, যজ্ঞ, বেদ সকল, তীর্থ সকল,

হি মামিত্যাদিভিঃ। অত্র স্বয়ং স্বতত্ত্বমুপদিশ্যাপি সৎ-সঙ্গমাদিশতীতি তস্যান্তরঙ্গসাধনতাং বোধয়তি। আদি-শব্দাৎ তত্তীর্থসেবাতদন্যনিন্দাপরিত্যাগশ্চ গ্রাহ্যৌ। শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্য-তীর্থনিষেবণাৎ। হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচনেত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। অত্রাহুঃ। দেশিকসৎপ্রসঙ্গস্যাপীশহেতুকত্বাৎ তদনুগ্রহ এব মোচকোঽস্তু। শুভাদৃষ্টং তু ন তৎপ্রসঙ্গহেতুঃ তস্যাপি তদ্ধেতু-কত্বাৎ। সর্ব্বা চ প্রবৃত্তিরীশহেতুকেতি পরাৎ তু তচ্ছ্রুতে-

---

দেবার্চ্চনম্। ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ। রোধয়ত্যবরুন্ধে ইত্যুভয়ত্র বশীকরো-তীত্যর্থঃ। ইতিহাসসমুচ্চয়ে—তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদ-সুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয় ইতি। শাণ্ডিল্যস্মৃতৌ চ। সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্। ন সংশয়োঽত্র তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্। কেবলং ভগবৎপাদসেবয়া বিমলং মনঃ। ন জায়তে যথা নিত্যং তদ্ভক্তচরণার্চ্চনাদিতি। অত্রেতি। স্বয়ং শ্রীহরিঃ। তস্য সৎসঙ্গস্য। শুশ্রূষোরিতি শ্রীভাগবতে। পুণ্যতীর্থেতি প্রায়স্তীর্থে সন্তো মিলন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। হরিরেবেতি পাদ্মে। অত্রাহুরিতি। তদনু-গ্রহ ঈশানুগ্রহঃ। তস্যাপীতি। শুভাদৃষ্টস্যাপীশহেতুকত্বাদিত্যর্থঃ। তস্যাপি

এবং যম, নিয়ম প্রভৃতি সেরূপ বাধ্য করিতে পারে না। এইস্থলে ভগবান স্বয়ং স্বীয় তত্ত্ব উপদেশ করিয়া, সৎসঙ্গের উপদেশ করায়, উহার অন্তরঙ্গ-সাধনতা সিদ্ধ হইতেছে। আদিপদ দ্বারা তীর্থসেবা এবং অন্যের নিন্দাদি পরি-ত্যাগ বোধিত হইতেছে। শ্রদ্ধাসমন্বিত সেবাভিলাষী পুরুষের পুণ্যতীর্থবাসে সাধুসঙ্গ লাভ হয়। তদ্দ্বারা বাসুদেবের কথায় রতি জন্মে। সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীহরি সদা আরাধ্য। কিন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদি ইতর দেবতা সদা আরাধ্য না হইলেও অবজ্ঞার পাত্র নহেন। ইহাই তীর্থসেবাদির দৃষ্টান্ত। এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন, গুরু ও সাধুর লাভে ভগবদনুগ্রহই কারণ। অতএব উহাকেই একমাত্র মোক্ষ-হেতু বলা যাউক। সকল প্রবৃত্তির প্রতি ঈশ্বরই একমাত্র কারণ, অতএব

রিত্যনেন নির্ণীতম্। তস্মাদ্দেশিকাদ্যনুগ্রহস্যাপি মুক্তিকারণত্ব-কল্পনমযুক্তমিতি। অত্রোচ্যতে। যদ্যপি দেশিকাদেরনুগ্রহে-ঽপীশহেতুকত্বং সংভাব্যং তথাপি তস্যাপি তত্র হেতুতা মন্তব্যা। কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্ত্বিত্যাদিসূত্রনির্ণয়াৎ। কিঞ্চ স্বভক্ত-বশ্যেন হরিণা স্বানুগ্রহশক্তিঃ প্রায়েণ তেভ্যো দত্তাস্তি অত-স্তেষামেব তত্র স্বাতন্ত্র্যম্। তৈরনুগৃহীতে তু জনে সোঽপি তমনুপ্রবর্ত্তয়তীতি সর্ব্বাণি বাক্যানি সাম্পদানি স্যুর্বৈষম্যা-দ্যপনয়শ্চেতি ॥ ৫১ ॥

যথা ক্রতুরিত্যাদিশ্রুতৌ সংশয়ঃ। ইদং ব্রহ্মোপাসনং দেশিকাদ্যুপাস্তিসহিতং স্বতারতম্যাৎ ফলতারতম্যহেতুর্ভবেন্ন

তত্রেতি। তস্য দেশিকাদেরপি তত্র স্বানুগ্রহে হেতুতা স্বীকার্য্যা। কৃতপ্রযত্নেতি সূত্রেণ তত্র কর্তৃত্বস্থাপনাদিত্যর্থঃ। তেভ্যো দেশিকাদিভ্যো নিজভক্তেভ্যঃ। তত্রানুগ্রহক্রিয়ায়াম্। তৈর্দেশিকাদিভিঃ। সোঽপি হরিরপি। তমনুগ্রহম্। সাম্পদানি সবিষয়াণি সার্থকানীতি যাবৎ। বৈষম্যেতি। হরৌ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য-পরিহারশ্চ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

গুরুসংকৃপাবতী হরিভক্তির্মোচিকেত্যুক্তং প্রাক্। তামাশ্রিত্য তস্যাঃ ফল-বৈষম্যং চিন্ত্যমিত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। যথেত্যাদি স্পষ্টম্।

গুরুপ্রসাদাদির স্বতন্ত্র কারণতা স্বীকারের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই;—ভগবদিচ্ছা কার্য্যমাত্রের প্রতি কারণ হইলেও গুরুপ্রসাদাদিকেও কারণ বলিয়াই মানিতে হইবে। "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু" ইত্যাদি সূত্রে উহা নির্ণীতই হইয়াছে। অধিকন্তু ভক্তাধীন শ্রীহরি নিজের অনুগ্রহশক্তি প্রায়ই ভক্তসকলকে প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব অনুগ্রহে সাধুগণের স্বাতন্ত্র্যই স্বীকার করিতে হয়। সাধুগণ কর্তৃক অনুগৃহীত জনে ভগবান নিজেও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপে বৈষম্যের দূরীকরণ ও সকল বাক্যের সমাধান হইল ॥ ৫১ ॥

অনন্তর "যথা ক্রতুঃ" ইত্যাদি বাক্যে সংশয় উত্থাপিত হইতেছে। গুরু-প্রসাদসহকৃত ব্রহ্মোপাসনার স্বতারতম্য অনুসারে ফলেরও তারতম্য হইবে কি

বেতি। নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীত্যাদৌ বিশেষাশ্রবণাৎ ন তদ্ধেতুর্ভবেৎ। ন হি নানাবিধৈর্বর্ত্মভিরুপেয়ং নগরং তদুপেতৃভির্বৈবিধ্যেন দৃষ্টমিতি শক্যং বক্তুমিত্যেবং প্রাপ্তে—

প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদ্দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্ ॥ ৫২ ॥

বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেতি দ্বে প্রজ্ঞে দৃষ্টে। তত্রৈকা শাব্দী অন্যা তূপাসনা। তস্যাঃ পৃথক্ত্বং ভেদঃ। তদ্বদেব তদুপাসকানাং তদ্দৃষ্টির্ভবতি। তদুক্তমিতি। যথা ক্রতুরিত্যাদৌ তত্তারতম্যমুক্তমিত্যর্থঃ। তথাচোপাসনানুযায়িভগবদ্দর্শনং ততো বিমুক্তিরিতি। সাম্যপারম্যং তু নৈরঞ্জন্যাংশেন বোধ্যম্ ॥ ৫২ ॥

প্রজ্ঞান্তরেতি। তত্তারতম্যং ফলবৈষম্যম্। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশীত্যাদিস্মৃতেশ্চ। নন্বেবং নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমিত্যবিশেষশ্রুতেঃ কা

না? "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি," ইত্যাদি বাক্যে নির্ম্মল হইয়া পরমসাম্যপ্রাপ্তির শ্রবণে ফলের কোন বিশেষ দেখা যায় না, অতএব উহার তারতম্য সম্ভব হয় না। নানাবিধ পথ দ্বারা যদি কোন এক নগরে গমন করা হয়, তবে যে ব্যক্তি যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, তাঁহার কি পথ অনুসারে নগরদর্শন অন্য দর্শক হইতে কিছু বিশেষ হয়?—তাহা নহে। সুতরাং উক্ত উপাসনাবিশেষে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলেরও কোন বিশেষ হইতে পারে না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইলে, তদুত্তরে বলিতেছেন;—

"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত," এই বাক্যে দুইটি প্রজ্ঞা ব্যক্ত হইয়াছে, দেখা যায়। উহার একটি শাব্দী, অপরটি উপাসনা। উহার ভেদ অনুসারে উপাসকেরও প্রাপ্যসাক্ষাৎকারের ভেদ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বেদে ক্রতু অনুসারে ফলের ভেদ উক্ত হইয়াছে। অতএব উপাসনার অনুযায়ি ভগবদ্দর্শন ও তদনুরূপ মুক্তি বুঝিতে হইবে। সাম্য ও পারম্য নৈরঞ্জন্যাংশেই জানিতে হইবে। অর্থাৎ উপাসকের ও উপাসনের নির্ম্মলতাদি অনুসারেই উহার ফল সিদ্ধ হইবে, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত ॥ ৫২ ॥

স্যাদেতৎ। ন চ বিদ্যয়া বিনা দৃষ্টির্নাপি দৃষ্টিং বিনা বিমুক্তিরিত্যুক্তম্। তদুভয়মযুক্তং ভগবৎপ্রাকট্যাবসরে বিদ্যা-শূন্যৈরপি তদ্দৃষ্টের্লাভাৎ দৃষ্টিমদ্ভিরপি বিমুক্তেরলাভাদিতি চেৎ তত্রাহ।

গতিস্তত্রাহ সাম্যপারম্যস্থিতি। নৈরঞ্জন্যাংশেন নির্ম্মায়ত্বধর্ম্মেণ। তত্র ত্রিদণ্ডিনো বদন্তি মুক্তৌ ন বৈষম্যং প্রমাণবিরহাৎ পরমসাম্যমিতিশ্রুতেশ্চ। সাতিশয়ত্বে মুক্তেরপি স্বর্গাদিবদনিত্যতাপত্তিরাধিক্যবীক্ষায়াং দুঃখদ্বেষের্ষাদি চ স্যাদিতি। অত্র ব্রূমঃ। ঈশ্বরমুক্তয়োঃ সাম্যং মুক্তানামেব বা নাদ্যঃ ভবতামপি তয়োর্বিভু-ত্বাণুত্বশেষিত্বশেষত্বস্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাদিনা বৈষম্যাৎ সাম্যেনেকেশ্বরতাপত্তিশ্চ। তয়োর্বৈষম্যঞ্চ শ্রুতিরাহ অন্নজ্জ্ঞানঞ্চ জীবানামিত্যাদ্যা। শাস্ত্রকৃচ্চ জগদ্ব্যাপার-বর্জমিত্যাদিনা ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চেতি সূত্রে ভোগমাত্রে মুক্তস্য ব্রহ্মসাম্যা-ল্লিঙ্গাৎ জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি ভবদ্ব্যাখ্যানাচ্চ। অত্রাবধৃতৌ মাত্রশব্দঃ। ন চান্ত্যঃ ভবন্মতেঽপি জীবান্ প্রতি শেষিণ্যাঃ শ্রীদেব্যাঃ তান্ প্রতি নিয়ামকা-দ্বিষ্বক্সেনাদিতশ্চান্যেষাং জীবানামপকর্ষস্বীকারাৎ মুক্তেঃ সাতিশয়ত্বেঽপি নিত্যতা চেশাৎ জীবসংহতেরপকৃষ্টত্বে ইব প্রমাণবলাদ্যুক্তা। ইতরথোৎকর্ষ-স্যাপ্যনিত্যত্বেন ব্যাপ্তেরীশানন্দেঽপি তদাপত্তিঃ। ন চোৎকর্ষদৃষ্টের্দুঃখদ্বেষা-দ্যুদয়ঃ অবিদ্যাবিরহাৎ গুর্ব্বাদ্যুৎকর্ষস্য হর্ষজনকত্বদৃষ্টেশ্চ। পরানন্দত্বে চ সর্ব্বেষাং স্বস্বযোগ্যতয়া ঘটকরকাদিবৎ পূর্ত্তেঃ। ননু স্বরূপাভিব্যক্তির্মুক্তিঃ স্বরূপাণি চ সমানীতি চেৎ সত্যং সাধনহেতুকস্য ফলবৈষম্যস্যাপরিহার্য্যত্বাৎ। অন্যথা যথা ক্রতুরিত্যাদিবাক্যব্যাকোপঃ। তস্মাদুক্তব্যাখ্যানমেব সুঘটমিতি ॥ ৫২ ॥

স্যাদিতি। ভগবৎপ্রাকট্যাবসরে তদবতারসময়ে। বিদ্যাশূন্যৈস্তদানীন্তনৈঃ কর্ষকাদিভিঃ। দৃষ্টিমদ্ভিঃ সুদর্শননৃগাদিভিঃ।

পুনর্ব্বার আশঙ্কা হইতেছে যে, বিদ্যা ব্যতিরেকে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয় না এবং সাক্ষাৎকার না হইলে, মুক্তিও হয় না, এইপ্রকার সিদ্ধান্ত অস-ঙ্গত। কারণ, ভগবান যখন প্রকট লীলা স্বীকার করেন, তখন বিদ্যাবিহীন ব্যক্তিও তাঁহার দর্শন লাভ করে, দেখা যায়, এবং এরূপ অনেক লোক দেখা

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ॥ ৫৩॥

অপিরবধারণে। সামান্যাৎ সাধারণ্যেন যোপলব্ধির্দৃষ্টিস্তস্যা ন মোচকত্বম্। যথা মৃত্যুমাত্রস্য তন্নাস্তি। কিং তর্হি সামান্যদৃষ্টেঃ ফলং তত্রাহ লোকাপত্তিরিতি। যথা সুদর্শনস্য বিদ্যাধরস্য লব্ধসামান্যদৃষ্টের্যথা চ নৃগস্য রাজ্ঞো লোকাপত্তিঃ ফলমুক্তম্। ননু সৈব মুক্তিরিতি চেৎ তত্রাহ ন হীতি। ন খলু লোকাপত্তিঃ সেত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ। সামান্যদর্শনাৎ লোকা মুক্তির্যোগ্যাত্মদর্শনাদিতি। অয়ং ভাবঃ। দৃষ্টিঃ খলু দ্বেধা আবৃতবিষয়ানাবৃতবিষয়া চেতি। তত্রাদ্যা পুণ্যোদ্রেকেণ জায়মানা তৎপ্রভাবেন স্বর্গাদিলোকান্ প্রাপয়তি। অন্তিমা

ন সামান্যাদিতি। সামান্যাদিতি টাবিভক্তেরাৎ। সামান্যদর্শনাদিতি নারায়ণতন্ত্রে। দর্শনেনাত্মযোগ্যেন মুক্তির্নান্যেন কেনচিদিতি অধ্যাত্মে চ। আবৃতবিষয়েতি। আবৃতো মায়াকঞ্চুকাচ্ছন্নো হরিঃ। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মায়াযবনিকাচ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নম ইতি স্মরণাৎ। স বিষয়ো যস্যাঃ সা দৃষ্টিস্তথা অনাবৃতঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ স বিষয়ো যস্যাঃ সা তথা। তৎ-

---

যায়, যাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াও মুক্তি পান নাই। এই প্রকার আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন ;—

সামান্যদর্শনে মুক্তি হয় না। মৃত্যু হইলে যেরূপ মুক্তি হয় না, সামান্য দর্শনেও সেইরূপই। তবে কি সামান্য দর্শনের কিছুই ফল নাই?—তাহা নহে। সামান্য দর্শনে সুদর্শন বিদ্যাধর এবং নৃগরাজার ন্যায় স্বর্গাদি ফল লাভ হইয়া থাকে। স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তিকেই মুক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্বর্গপ্রাপ্তি বা চন্দ্রলোকাদিপ্রাপ্তি মুক্তি নহে। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন যে, সামান্য ভগবদ্দর্শনে স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তি এবং যোগ্যাত্মদর্শনে অর্থাৎ মুক্তিফলোৎপাদনযোগ্য বিশেষ ভগবদ্দর্শনে মুক্তি হয়। উহার তাৎপর্য্য এই যে, দর্শন দ্বিবিধ; আবৃতবিষয় ও অনাবৃতবিষয়। পুণ্যের উদ্রেকে প্রথমোক্ত দর্শন, অর্থাৎ যাহাতে বিষয় তত্ত্ব আবৃত থাকে, এইপ্রকার বাহ্য দর্শন সিদ্ধ হয়, এবং

ন্তু ব্রহ্মবিদ্যয়া লিঙ্গভঙ্গে সতি পরমপ্রেষ্ঠত্বচিৎসুখবিগ্রহ-
বিষয়তয়া জায়মানা বিমোচয়তীতি সর্ব্বং সঙ্গতিমৎ। যত্তু

প্রভাবেনাবৃতভগবৎস্বরূপমহিম্না প্রাপয়তি চিরং তত্র লোকে স্থাপয়তীতি পুণ্য-
তোঽপি তস্যোৎকর্ষঃ সূচিতঃ। ব্রহ্মবিদ্যয়া লিঙ্গভঙ্গে সতীতি। জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্ব-
পাশাপহানিরিত্যাদিবাক্যেভ্যঃ। যত্ত্বিতি। বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়-
রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে ভগবতি রতিরস্তু মে মুমূর্ষোর্যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ
সরূপমিতি প্রথমে ভীষ্মবাক্যম্। ইহ ভারতে যুদ্ধে। সরূপং সমানং রূপমিত্যর্থঃ।
যে চ প্রলম্বখরদর্দ্দুরকেশ্যরিষ্টমল্লেভকংসযবনাঃ কুজপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ। অন্যে চ
শাল্বকপিবল্কলদন্তবক্রসপ্তোক্ষসম্বরবিদূরথ রুক্মিমুখ্যাঃ। যে বা মৃধে সমিতি-
শালিন আত্তচাপাঃ কাম্বোজমৎস্যকুরুসৃঞ্জয়কৈকয়াদ্যাঃ। যাস্যন্ত্যদর্শনমলং
বলপার্থভীমব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়মিতি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবাক্যম্।
অস্যার্থঃ। যে চ প্রলম্বাদয়স্তে সর্ব্বে হরিণা নিহতাস্তদীয়ং নিলয়ং বৈকুণ্ঠং
যাস্যন্তি। অলমতিশয়েন নিরবদ্যতয়েত্যর্থঃ। কীদৃশং তন্নিলয়মিত্যাহ—অদর্শনং
ভগবদ্বিমুখজনাগোচরম্। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতমিতি জিতন্তে
স্তোত্রে শ্রীবৈকুণ্ঠবিশেষণাৎ। তেষু খরো ধেনুকঃ দর্দ্দুরো ভেকতুল্যো বকঃ
ইভঃ কুবলয়াপীড়ঃ কপির্দ্বিবিদঃ কুজো ভৌমঃ। সমিতিশালিনঃ সংগ্রামশোভিন
ইত্যর্থঃ। ননু প্রলম্বাদয়ো বলদেবেন হতাঃ কাম্বোজাদয়ো ভীমার্জ্জুনাদিভিঃ
সম্বরস্তু প্রদ্যুম্নেন যবনো মুচুকুন্দেনেতি চেৎ তত্রাহ বলেতি। বলপার্থেত্যাদয়ো
ব্যাজাহ্বয়াশ্ছদ্মাভিধানানি যস্য তেনেত্যর্থঃ। সপ্তোক্ষাণস্তু হরিণৈব দমিতাঃ
সময়ান্তরে তন্নিলয়ং যাস্যন্ত্যেবেতি ভাবঃ। এবমন্যত্র চ বাক্যং মৃগ্যম্। এবং
কৃষ্ণেন নিহতা বিদ্বিষোঽপি তং বীক্ষ্য মুক্তিং লব্ধা ইতি বিদ্যাহীনানামপি
তদানীন্তনানাং তদ্দর্শনাদ্বিমুক্তিরভূদিতি নিরূপিতং তৎ কথং সঙ্গচ্ছেতেত্যর্থঃ।

তাহা হইতে স্বর্গাদিপ্রাপ্তিরূপ ফলের লাভ হয়। আর ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা লিঙ্গ-
শরীরের নাশ হইলে, পরমপ্রেষ্ঠত্ব ও চিৎসুখবিগ্রহত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে
যে তত্ত্ববস্তুর দর্শন সিদ্ধ হয়, তাহারই নাম অনাবৃতবিষয়রূপ আন্তর দর্শন।
তদ্দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ভগবান প্রকটলীলায় যখন অসুর সংহার

হতিকালিকং তদ্বীক্ষণং মোচকং বদন্তি তত্রাপি তচ্চক্রাদি-স্পর্শমহিম্না লিঙ্গপর্য্যন্তবিনাশাৎ। ততঃ প্রিয়ত্বাদিনা তদ্দৃষ্টেঃ সেতি বোধ্যম্। ইতরথা বহুবাক্যব্যাকোপাপত্তিঃ ॥৫৩॥

বিদ্যয়া দর্শনাৎ বিমুক্তিরিত্যেতৎ দ্রঢ়য়িতুমারম্ভঃ। মুণ্ডকে কাঠকে চ শ্রূয়তে। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা

তত্র সমাদধদাহ তচ্চক্রেতি। তদ্দৃষ্টেস্তৎসাক্ষাৎকারাৎ। সা বিমুক্তিঃ। নমু স্বয়ং ভগবতঃ কৃষ্ণস্যায়ং হতারিগতিপ্রদত্বগুণঃ। যো দৈত্যানপি নির্বিদ্যান্ হত্বৈব বিমোচয়তি তত্র চক্রাদিসৎসঙ্গতল্লব্ধবিদ্যাদিকল্পনং নোচিতম্। বিষ্ণুনা নিহতস্য কালনেমের্মুক্তির্নাভূৎ। তস্যৈবোত্তরজন্মনি কংসস্য কৃষ্ণেন নিহতস্য সাভি-হিতেতি চেৎ তত্রাহ ইতরথেতি। বাক্যানি চ তমেব বিদিত্বা জ্ঞাত্বা দেবমিত্যা-দীনি জ্ঞেয়ানি। অয়মাশয়ঃ। রূপান্তরেণ নিহতানাং দৈত্যানাং ন মোক্ষঃ কিন্তু প্রাকৃতসুখসমৃদ্ধিরুত্তরজন্মনি ভবেৎ। কৃষ্ণেন নিহতানাস্তু তেষাং চক্রাদি-স্পর্শেন বিদ্যোদয়াদতিদুর্লভস্য মোক্ষস্য ঝটিত্যেব প্রাপ্তিরিতি তত্রৈব তস্য প্রাকট্যং ন তু রূপান্তরেম্বিতি সর্ব্বাণি বচনানি সঙ্গতানি ভবেয়ুঃ। এবমেব প্রাচামপি ভাবো ব্যাখ্যেয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

বিদ্যয়া দর্শনাদ্বিমুক্তিরিত্যুক্তং প্রাক্ তন্ন যুক্তং তস্যা হর্য্যেকানুগ্রহসাধ্যত্ব-শ্রবণাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। নায়মিত্যাদি। প্রবচনেন

করেন, তখন অসুরগণ তদ্দর্শনে মুক্ত হয়। শাস্ত্রে এইরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চক্রাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, অসুর-গণের লিঙ্গশরীরের ধ্বংস হয়। উহার নাশে অসুরগণের দৃষ্টির আবরণও উন্মুক্ত হইয়া যায়; সুতরাং তখন তাহাদিগের মোক্ষও সিদ্ধ হয়। ইহা না বলিলে, অনেক শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ ঘটিবে ॥ ৫৩ ॥

বিদ্যা দ্বারা ভগবদ্দর্শন হইলে, মুক্তিলাভ হয়, এই বিষয়টির দৃঢ়ীকরণার্থ প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন। মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, আত্মা প্রবচন, মেধা বা অনেক শ্রবণ দ্বারা লভ্য হয়েন না, কিন্তু তিনি যাঁহাকে

বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি। অত্র সংশয়ঃ। ভগবৎকৃতাদ্বরণাদেব তৎসাক্ষাৎকার উত বিত্তিবিরক্তিযুক্তভক্তিহেতুকাদেব তস্মাদিতি। শব্দস্বারস্যাৎ কেবলাদেব তদ্বরণাৎ স ইতি প্রাপ্তে—

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎ ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৫৪ ॥

শব্দস্য বরণৈকলভ্যত্ববোধকস্য তস্য বাক্যস্য তাদ্বিধ্যং ভক্তিলভ্যত্ববোধনপরত্বং পরেণ তদব্যবধিনা বাক্যেন চ-শব্দাৎ বাক্যান্তরেণ চ গম্যতেঽতো বরণাদেব তৎসাক্ষাৎকার

ভক্তিবিহীনেন বেদাধ্যয়নেন মেধয়া তদ্বিহীনয়া বহুধা শ্রুতেন বহুব্যাখ্যাতৃপ্রমুখতঃ শাস্ত্রশ্রবণেন চ তদ্বিহীনেনেত্যর্থঃ। তর্হি কথং লভ্যস্তত্রাহ যমিতি। যং জীবম্। এষ হরির্বৃণুতে তদ্ভক্তিপরিতুষ্টঃ স্বকীয়ত্বেন স্বীকরোতি তেনৈব বৃতেন লভ্যঃ সন্ স্বাং তনুং মূর্ত্তিং তস্য বিবৃণুতে গুণকর্ম্মবিশিষ্টাং তাং দর্শয়তীতি সিদ্ধান্তার্থঃ। কেবলেনৈব বরণেন লভ্যো ন তূপায়ৈরিতি তু পূর্ব্বপক্ষার্থো বোধ্যঃ।

পরেণ চেতি। তাদ্বিধ্যং সা ভক্তিলভ্যত্ববোধনপরতা বিধা যস্য তৎ তদ্বিধং তস্য ভাবস্তাদ্বিধ্যমিত্যর্থঃ। তস্য তথাত্বঞ্চ পরবাক্যৈকবাক্যতয়া নিশ্চীয়ত

বরণ অর্থাৎ স্বীকার করেন, তাঁহাকেই স্বীয় তনু প্রদান করেন। এস্থলে সংশয় এই যে, ভগবৎকৃত বরণ হইতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অথবা জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি দ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়? শব্দস্বারস্য হইতে কেবল তদ্বরণকেই সাক্ষাৎকারের হেতু বলিয়া প্রতীতি হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন;—

বেদে বরণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের তদেকলভ্যত্বও বোধিত হয় নাই, এরূপ নহে। কিন্তু উহার তাৎপর্য্য ভক্তিলভ্যত্ব-বোধনেই জানিতে হইবে। অর্থাৎ ভগবদ্দর্শনের প্রতি তাঁহার বরণ অর্থাৎ অনুগ্রহই কারণ বলাতে, তাঁহাতে ভক্তিই তদ্দর্শনের কারণ, এইরূপ বোধিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী বাক্যে ঐরূপই উপদিষ্ট হইয়াছে। চ-শব্দ দ্বারা বাক্যান্তর

ইতি তস্য নার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈ যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধামেতি পরবাক্যং মুণ্ডকেঽস্তি। ইহৈতৈরুপায়ৈরিতি বলাপ্রমাদাদিসাধনক্রমো নির্দ্দিষ্টঃ। বলং খলু ভক্তিরেব তাদৃক্। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা। পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়েতি বাক্যৈকার্থ্যাৎ। নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈন-

---

ইত্যাহ পরেণেতি। নায়মিতি। বলং ভক্তিস্তদ্ধীনেন জনেন ন লভ্যঃ কিন্তু বলেনৈব তেন লভ্য ইত্যর্থঃ। প্রমাদাৎ ন লভ্যঃ কিন্তু অপ্রমাদেন জিতেন্দ্রিয়ত্বেনৈব লভ্য ইত্যর্থঃ। অলিঙ্গাৎ তপসো ন লভ্যঃ অপি তু শাস্ত্রীয়বিধিচিহ্নিতেন তপসা লভ্য ইত্যর্থঃ। এতৈর্বলাদিভিরুপায়ৈর্যো বিদ্বান্ যততে তল্লাভার্থং প্রবর্ত্ততে তস্যৈষ আত্মা হরির্বিশতে মিলতীত্যর্থঃ। স কীদৃগিত্যাহ ব্রহ্মধামেতি। বৃহদ্গুণকঃ সর্ব্বাশ্রয়শ্চেত্যর্থঃ। ইহেতি। তপোজিতেন্দ্রিয়ত্বভক্ত্যয়োঽত্র পরমৈকান্ত্যা বোধ্যাঃ। বলমিতি। বশে স্বাধীনত্বে। পুরুষ ইতি শ্রীগীতাসু। নাবিরত ইতি। দুশ্চরিতাদবিরতো দুরাচারী এনং হরিং নাপ্নুয়াৎ।

সমুচ্চিত হইয়াছে। অতএব ঐ সকল বাক্যের, ভগবদ্দর্শনের কারণ ভগবদনুগ্রহই, এরূপ অর্থ হইল না। মুণ্ডকোপনিষদে, 'আত্মা বলহীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক, প্রমাদী ব্যক্তি কর্ত্তৃক, তপস্বী কর্ত্তৃক বা অবধূতলিঙ্গধারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক লভ্য হয়েন না। যিনি এই সকল উপায় দ্বারা যত্ন করেন, তিনিই ব্রহ্মধামে গমন করেন,' এইরূপ বাক্যান্তর দৃষ্ট হয়। এই সকল উপায় বলাতেই বল ও অপ্রমাদ প্রভৃতিকে সাধনরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভক্তিই বল। 'সৎ স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করে, তদ্রূপ ভক্তিই আমাকে বশ করে।' 'পার্থ! পরম পুরুষ অনন্যভক্তিলভ্য।' এই সকল ভগবদুক্তির সহিত একবাক্যতা হইতে বলশব্দে ভক্তিই বোধিত হইতেছে। কঠোপনিষদেও, যে দুশ্চরিত্র, অশান্ত, অসমাহিত এবং যাহার মন স্থির নহে, সে প্রজ্ঞান দ্বারাও পরমেশ্বরকে

মাপ্নুয়াদিতি পরবাক্যং কাঠকে। ইহ সদাচারনিরতো জিতে-ন্দ্রিয়ো হরিং ধ্যায়ংস্তমনুভবতীতি ক্রমেণ সাধনান্যভি-হিতানি। তথাচ পরবাক্যৈকার্থ্যাৎ পূর্ব্বত্র ভক্তিহেতুকমেব বরণমবসীয়তে। কিঞ্চ বরণেনৈব লভ্য ইতি পূর্ব্ববাক্যার্থঃ। তত্র প্রেষ্ঠ এব বরণীয়ো বাচ্যো নাপ্রেষ্ঠঃ। প্রেষ্ঠত্বঞ্চ স্বস্মিন্ ভক্তিমত এব নাভক্তস্যেতি। যদুক্তং স্বয়মেব—তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ইতি শ্রদ্ধাভক্তীত্যাদিবাক্যান্তরেণ চৈতদেবম্।

অশান্তোঽজিতবহিরিন্দ্রিয়ঃ অসমাহিতোঽকৃতসমাধিঃ অশান্তমানসোঽজিতান্ত-রিন্দ্রিয়শ্চ নাপ্নুয়াৎ। কিন্তু সদাচারবান্ শমাদ্যুপেতো ধ্যাননিষ্ঠো বিজ্ঞানেন প্রেম্ণা প্রাপ্নুয়াদিতি। পূর্ব্বত্র বরণবাক্যে। তেষামিতি শ্রীগীতাসু। আর্ত্তাদীনাং চতুর্ণাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি। তত্র হেতুর্নিত্যেতি। একস্মিন্ ময়ি একা কেবলা বা ভক্তির্যস্য স ইত্যর্থঃ। তদন্বয়াপি স প্রেষ্ঠত্বেন বৃত ইত্যাহ প্রিয়ো হীতি। অত্র ভক্তকৃতে বরণে স্বামিত্বসৌহার্দ্দকারুণ্যাদিগুণকং তৎস্বরূপং হেতুঃ। ভগবৎকৃতে তস্মিংস্তু তদেকান্তভক্তিরেবেতি বোধ্যম্। শ্রদ্ধেতি। শ্রদ্ধা-ভক্তিধ্যানযোগাদবৈতি যস্য দেবে পরা ভক্তিরিত্যাদিশ্রুত্যন্তরেণ চেত্যর্থঃ।

প্রাপ্ত হয় না,' এইপ্রকার বাক্যান্তর দৃষ্ট হয়। এস্থলে 'সদাচার, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া তাঁহাকে দর্শন করে,' এইরূপ বলাতে সাধন সকল ক্রমান্বয়ে অভিহিত হইয়াছে। অতএব পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত একার্থতা প্রযুক্ত পূর্ব্ববাক্যে ভক্তিহেতুক বরণই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অধিকন্তু 'বরণ দ্বারাই লভ্য' এইরূপ নিশ্চয়াত্মক বাক্য দ্বারা ইহাই বোধিত হইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সকলই বরণীয়, অপ্রিয়তম নহে। ঐ প্রিয়তম আবার ভক্ত-ভিন্ন অভক্ত হইতে পারে না। ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন, 'চতুর্বিধ সাধকের মধ্যে নিত্যযুক্ত জ্ঞানী যদি একান্তভক্ত হয়, সেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' জ্ঞানীরাও আমার প্রিয় এবং আমিও জ্ঞানীদিগের প্রিয়। 'শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানযোগ দ্বারা,' ইত্যাদি বাক্যান্তরেও ঐরূপই উক্ত হইয়াছে। উক্ত বাক্যের উক্ত-

ইতরথা তদ্ব্যাকুপ্যেৎ। বৈষম্যাদি চ ভগবতীতি। নন্ু বৃতে-নৈব লভ্য ইতি নির্ব্বন্ধঃ কুতস্তত্রাহ ভূয়স্ত্বাদিতি। তুরবধারণে। তৎসাক্ষাৎকারং প্রতি বরণস্যাতিবহুত্বাৎ স ইত্যর্থঃ। বরণা-ব্যবধানেন স যদ্ভবতীতি। অয়মত্র ক্রমঃ। প্রথমতস্তাবৎ সতাং প্রসঙ্গঃ সেবা চ। তয়া স্বপরাত্মস্বরূপসম্বন্ধবোধঃ। ততস্তদিতরবৈতৃষ্ণ্যপূর্ব্বিকা তদ্ভক্তিঃ। তয়া শ্রেষ্ঠত্বেন বর-ণম্। ততস্তৎসাক্ষাৎকৃতিরিতি ॥ ৫৪ ॥

দাস্যসখ্যাদিভাবাঃ প্রারম্ভাদেব পরমে ব্যোম্নি হরিমুপা-সতে তত্রৈব তং দ্রক্ষ্যন্তীতি মতম্। অথ কেচিৎ শান্তি-ভাবাস্তমাদৌ জাঠরাদাবুপাসত ইতি দর্শ্যতে। অত্র জাঠরাদি-

---

ইতরথা ভক্তিলভ্যতামস্বীকৃত্য বরণৈকলভ্যত্বস্বীকারে সতীত্যর্থঃ। তৎ শ্রদ্ধে-ত্যাদি শ্রুত্যন্তরম্।

ভূয়স্ত্বাদিতি। স নির্ব্বন্ধঃ। স যদিতি স সাক্ষাৎকারঃ ॥ ৫৪ ॥

দাসাদিভক্তানামুপাসনাং নিরূপ্য তৎপ্রসঙ্গাচ্ছান্তভক্তানাং সা নিরূপ্যেতি প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ। দাস্যসখ্যেতি। প্রারম্ভাৎ প্রথমতঃ। তং হরিম্। জাঠরাদি-বাক্যানীতি। উদরং ব্রহ্মেতি শার্করাক্ষা উপাসতে হৃদয়ং ব্রহ্মেতি আরুণয়ো

প্রকার অর্থ না করিলে, অনেক বিরোধ ঘটে। এবং ভগবানেও বৈষম্যাপত্তি হয়। তবে 'ভগবান যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন,' এই-রূপ নিবন্ধের কারণ এই যে, বরণ ভগবৎসাক্ষাৎকারের অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তী। যে ক্রমে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহা এই—প্রথমত সাধুসঙ্গ ও সাধু-সেবা; তদ্দ্বারা স্বস্বরূপবোধ, পরমাত্মস্বরূপজ্ঞান ও তদুভয়ের সম্বন্ধজ্ঞান; পরে তদিতরবৈতৃষ্ণ্যপূর্ব্বিকা ভগবদ্ভক্তি; তদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠরূপে বরণ; তাহা হইতে তৎ-সাক্ষাৎকার লাভ ॥ ৫৪ ॥

প্রারম্ভ অর্থাৎ প্রথম হইতেই দাস্যসখ্যাদি ভাব সকল পরব্যোমে শ্রীহরির উপাসনা করে, এবং সেই স্থানেই তাঁহাকে দর্শন করে, ইহাই সম্মত। এক্ষণে, শান্তভাবাপন্ন কোন কোন যোগী যোগমার্গে জাঠরাদিতে তাঁহার উপাসনা

বাক্যানি বিষয়ঃ। জাঠরাদৌ হরিরুপাস্যো ন বেতি সংশয়ঃ। প্রাকৃতে তস্মিন্নসত্ত্বান্নোপাস্যঃ কিন্ত্বপ্রাকৃতে পরমে ব্যোম্ন্যেব নিত্যং সত্ত্বাৎ তত্রৈবোপাস্য ইতি প্রাপ্তে—

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৫ ॥

একে কেচিচ্ছাখিনঃ শরীরে দেহে জাঠরে হৃদি ব্রহ্মরন্ধ্রে চেত্যর্থঃ আত্মনো বিষ্ণোরুপাসনা কার্য্যেতি মন্যন্তে। কুতঃ ভাবাৎ। তত্রাপি তস্য সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। অস্কে চেম্মধু

ব্রহ্মা হৈব তা উর্দ্ধস্বে চোদসর্পৎ তচ্ছিরোঽশ্রয়ত তচ্ছিরোঽভবৎ তচ্ছিরসঃ শিরস্ত্বমিত্যাদীনি। এষামর্থঃ। উদরং ব্রহ্মেতি বৈশ্বানরো ব্রহ্মেতি বৈশ্বানরভূতেন ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতত্বাৎ। উদরস্থজাঠরান্তর্য্যামিভূতমন্নরসাদিপ্রবর্ত্তনয়া ক্রিয়াশক্তিপ্রদমিত্যর্থঃ। শার্করাক্ষা রজঃপিহিতনেত্রাঃ স্থূলধিয় ইত্যর্থঃ। হৃদয়ং ব্রহ্মেতি তস্যোপলব্ধিস্থানত্বাৎ। হৃদয়স্থজীবান্তর্য্যামিভূতং বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তনয়া জ্ঞানশক্তিপ্রদমিতি যাবৎ। সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট ইতি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মা হৈব তা ইতি। ব্রহ্মা ব্রহ্মণী হ স্ফুটং তা তে উভয়ত্র ঔবিভক্তের্ডাদেশঃ উদরোরসী তে ব্রহ্মণী এবেত্যর্থঃ। পুনরপি উর্দ্ধস্বে চ উদসর্পৎ। তদ্ব্রহ্ম উর্দ্ধমুদ্গম্য শিরোঽশ্রয়ত অভজত। তত্র শ্রোত্রাদীনাং মহেন্দ্রিয়াণাং প্রকাশাৎ সুষুম্নাধারত্বাচ্চেত্যর্থঃ। তদ্ব্রহ্মৈব নিজপ্রকাশস্থানত্বাৎ শিরোঽভবদিতি। প্রাকৃতে তস্মিন্নিতি। প্রকৃতিকার্য্যে জাঠরাদৌ হরেরসত্ত্বাৎ তত্র স নোপাস্যঃ। ন চাহং তেম্ববস্থিত ইত্যাদৌ তত্র তদসত্ত্বমুক্তম্। ন হি মলিনে নির্ম্মলস্য স্বতন্ত্রস্য স্থিতির্যুক্তা। নিয়মনন্তু সঙ্কল্পমাত্রেণৈব স্যাদিতি ভাবঃ।

করেন, ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। জাঠরাদি বাক্যই এই বিচারের বিষয়। উক্ত জাঠরাদিতে শ্রীহরি উপাস্য কি না, ইহাই সংশয় হইতেছে। জাঠরাদি প্রাকৃত। উহাতে ভগবানের অনস্তিত্ব প্রযুক্ত তিনি তথায় উপাস্য হইতে পারেন না। কিন্তু তিনি অপ্রাকৃত পরব্যোমেই নিত্য অবস্থিত, অতএব ঐ স্থানেই তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনার্থ পরসূত্রের অবতারণা।

বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেদিতি ন্যায়াৎ। প্রসাদিতস্তু দাস্যত্যেব ক্রমেণ নিজপদমিতি তদভিপ্রায়ঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ। উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্। তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ৫৫ ॥

এক ইতি। তত্রাপীতি। ন চৈবং মালিন্যসম্পর্কঃ অচিন্ত্যশক্তেস্তস্য তদন্তঃস্থস্যাপি তদসম্পর্কাৎ। তদুক্তম্—এতদীশনমীশস্যেত্যাদি। ন চাহং তেষ্বিত্যাদাবপি তদসম্পর্কাৎ তদনবস্থিতিরুক্তা। নন্বেবং জাঠরাদৌ তমুপাসীনানাং বিশুদ্ধতৎপদাপ্রাপ্তিরিতি চেৎ তত্রাহ প্রসাদিতস্ত্বিতি। ক্রমেণ জাঠরানুভবপদ্ধত্যেত্যর্থঃ। স্বব্যাখ্যানে প্রমাণমাহ স্মৃতিশ্চেতি। উদরমিতি শ্রীভাগবতে। প্রথমং ক্রমসোপানরীত্যান্নময়াদিপঞ্চপুরুষবর্ণনময়পূর্ব্বোক্তশ্রুতিসাম্যাৎ লব্ধাবসরাঃ ক্রমমুক্তিবর্ত্মদর্শিকা যোগোপদেষ্ট্র্যঃ শ্রুতয়ো ভগবন্তং স্তুবন্তি উদরমিতি। হে অনন্ত ঋষিবর্ত্মসু ঋষীণাং সম্প্রদায়েষু যে কূর্পদৃশঃ শার্করাক্ষাঃ মুনয়স্তে উদরং জাঠরস্থং ব্রহ্মোপাসতে হৃদয়াপেক্ষয়া উদরস্য স্থৌল্যাৎ স্থূলধিয়স্তে কথিতাঃ। যদ্বা কূর্পদৃশঃ সূক্ষ্মধিয়ঃ হৃদয়স্থং সূক্ষ্মমেবালক্ষ্য তৎপ্রবেশায় প্রথমং স্থূলমেবোদরং ধ্যায়ন্তীত্যর্থঃ। আরুণয়স্তু দহরং হৃদয়স্থমেব সূক্ষ্মমুপাসতে। কীদৃশমিত্যাহ হৃদয়মিতি। তদুপলব্ধিস্থানত্বাৎ তদ্রূপমিত্যর্থঃ। পরিসরপদ্ধতিমিতি হৃদয়স্য বিশেষণম্। তৎসন্নিধিপ্রাপকমিত্যর্থঃ। তত ইতি। তস্মাদুপাসনদ্বয়াৎ। তদ্বিধায়েতি ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী। শিরস্তদবর্ত্তিনং ত্বামুপাসতে। হৃদয়াৎ তু সুষুম্না যত্রোদগাৎ তদিত্যর্থঃ। কীদৃক্ শির ইত্যাহ তব ধামেতি। সুষুম্নাখ্যত্বদুপ-

কোন কোন শাখাধ্যায়ী শরীরে অর্থাৎ জঠরে, হৃদয়ে ও ব্রহ্মরন্ধ্রে আত্মরূপী বিষ্ণুর উপাসনা স্বীকার করেন। কারণ, তাঁহারা বলেন, ঐ সকল স্থানেও তাঁহার সত্তা আছে। ঐ সকল স্থানে উপাসিত ও তদ্দ্বারা প্রসাদিত হইলেই তিনি উপাসককে নিত্য পদ প্রদান করেন, ইহাই উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। স্মৃতিতেও ঐরূপই বলিয়াছেন, 'অনন্ত! স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি সকল ঋষিবর্ত্মে নাড়ীপদ্ধতি হৃদয়দহরে আপনার উপাসনা করেন। আর যাঁহারা

যথা ক্রতুরিত্যাদিষু বাক্যেষু মাধুর্য্যগুণকমৈশ্বর্য্যগুণকঞ্চোপাসনমুক্তম্। তাদৃক্‌সৎপ্রসঙ্গানুযায়ীশসঙ্কল্পাৎ তত্র তত্রৈব জীবানাং প্রবৃত্তিস্তেন তেন প্রাপ্তিশ্চ তত্তদ্‌গুণস্বরূপেতি চ্ছন্দত উভয়াবিরোধাদিত্যাদিভ্যাং দর্শিতম্। ইহ সংশয়ঃ। যেনোপাসনেন যদ্‌গুণকং স্বরূপং ধ্যাতং তদ্‌গুণকমেব তৎপ্রাপ্তমুতাস্তি ধ্যাতগুণাদ্‌গুণাতিরেক ইতি। উভয়ত্রাপি ধ্যানে ধ্যেয়ৈক্যাৎ গুণোপসংহারন্যায়াচ্চাস্তীতি প্রাপ্তে—

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥ ৫৬ ॥

লব্ধিস্থানাশ্রয়ত্বাচ্ছিরস্তদ্ধামেত্যর্থঃ। ততঃ শিরস্থব্রহ্মরন্ধ্রবর্ত্তিত্বদুপাসনানন্তরং প্রথমং পরমং প্রপঞ্চাস্পৃষ্টং শ্রীমৎ বৈকুণ্ঠধাম উপাসতে। যৎ সমেত্য উপলভ্য পুনরিহ কৃতান্তমুখে সংসারানলে ন পতন্তি তস্মাৎ পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

পূর্ব্বং দাসাদ্যুপাসনাচ্ছান্তোপাসনমন্যৎ পূর্ব্বস্য বিচিত্রকর্ম্মকত্বাৎ পরস্য তত্ত্ববিরহাৎ সতরঙ্গসিন্ধোর্নিস্তরঙ্গসিন্ধুরিবেতি দর্শিতং তন্ন যুক্তম্ উপাস্যস্য সর্ব্বত্রৈক্যাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। যথেত্যাদি। তত্র তত্রৈবেতি। মাধুর্য্যগুণকে এবৈশ্বর্য্যগুণকে এবোপাসনে ইত্যর্থঃ। তেন তেনোপাসনেন উভয়ত্র দ্বিভেদে উপাসনে।

আরও কিছু উন্নত হইয়া আপনার শ্রেষ্ঠধাম পরব্যোম প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার এই প্রপঞ্চে আসিয়া কৃতান্তমুখে পতিত হইতে হয় না' ॥ ৫৫ ॥

'ক্রতু অনুসারে, ফল হয়,' ইত্যাদি বাক্যে মাধুর্য্যগুণক ও ঐশ্বর্য্যগুণক ভেদে উপাসনার দ্বৈবিধ্য উক্ত হইয়াছে। এবং "তেন প্রাপ্তিশ্চ তত্তদ্‌গুণকস্বরূপেণ" ও "ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ" এই দুই সূত্রে সাধুসঙ্গানুযায়িনী ঈশকল্পনা হইতে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য অনুসারে জীবগণের প্রবৃত্তি ও প্রাপ্তির ভেদ হয়। এস্থলে সংশয় এই যে, যে উপাসনা দ্বারা যদ্‌গুণসমন্বিতভাবে স্বরূপের ধ্যান করা যায়, তদ্দ্বারাই তৎস্বরূপের প্রাপ্তি হয়, কি ধ্যাতগুণের অতিরিক্ত স্বরূপেরও প্রাপ্তি হয়? ধ্যেয় বস্তুর ঐক্য প্রযুক্ত ধ্যাতগুণের অতিরিক্ত স্বরূপেরও প্রাপ্তির সম্ভাবনা স্থির হইলে, তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। নাস্তি গুণাতিরেকঃ। কুতঃ তদ্ভাবেতি। তদ্ভাবস্য ধ্যানানুযায়িগুণকত্বস্য তদ্ধর্ম্মস্য ভাবিত্বাৎ। প্রাপ্তাবুদ্দেশ্যত্বাদিত্যর্থঃ। উপলব্ধিবৎ জ্ঞানবৎ। যথা জ্ঞাত্বা ধ্যাতং তথৈব প্রাপ্তাবুদিয়াৎ। যদ্যপি তদ্বিদুষাং স্বোপাস্যেতরগুণাধারকত্বধীরস্তি তথাপি তেষাং তদিতরেষাং প্রাপ্তাবনুদয়ো ধ্যানাভাবাৎ। ইত্থঞ্চ যথাক্রতুশ্রুত্যব্যাকোপঃ ॥৫৬॥

তাদৃশেন তৎসঙ্কল্পেনৈব তত্র তথৈব প্রবৃত্তিস্তেন তেন তথা তথা প্রাপ্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তত্বেন সূত্রমাহ।

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥ ৫৭ ॥

তত্তদৃত্বিগ্‌নিয়তকর্ত্তব্যেষ্বগ্ন্যাধানাদিষু যজ্ঞাঙ্গেষু যজমানেন সর্ব্ব ঋত্বিজোঽববদ্ধাঃ। অববন্ধনং নামকরণমেব। অধ্বর্য্যুং ত্বাং বৃণে হোতারং ত্বাং বৃণে উদ্‌গাতারং ত্বাং বৃণে ইত্যাদি-

---

ব্যতিরেক ইতি। তদ্ধর্ম্মস্য ভগবদ্‌গুণস্য। প্রাপ্তৌ মোক্ষে। উদিয়াৎ সাক্ষাদ্ভবেৎ। যদ্যপীতি। স্বোপাস্যেভ্যো গুণেভ্য ইতরে ভক্তান্তরোপাস্যা যে গুণাস্তেষামপ্যয়মেব হরিরাশ্রয় ইতি ধীর্জ্ঞানমস্তীত্যর্থঃ। তদিতরেষাং স্বধ্যেয়ভিন্নানাং গুণানাম্ ॥ ৫৬ ॥

তাদৃশেনেতি। দৃষ্টান্তত্বেনেতি পটবচ্চেতি সূত্রং যথা তদ্বদিদং বোধ্যম্।

ধ্যাতাতিরিক্ত গুণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল ধ্যাতগুণই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, প্রাপ্তিতে তাহাই উদ্দেশ্য থাকে। যেরূপ জ্ঞানে ধ্যান করা হইবে, প্রাপ্তিতে সেইরূপই উদিত হইবে। যদিও ব্রহ্মবিদ্‌গণের উপাস্যে নিজ উপাস্য হইতে অতিরিক্ত গুণেরও অস্তিত্বের বোধ আছে, তথাপি ধ্যানের অভাব প্রযুক্ত প্রাপ্তিতে ধ্যাতাতিরিক্ত গুণের উদয়ের সম্ভাবনা দেখা যায় না। এইরূপে 'ক্রতু অনুসারে ফল' এই প্রকার শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি হইল ॥ ৫৬ ॥

তাদৃশ তৎসঙ্কল্প দ্বারাই সেই সেই স্থলে প্রবৃত্তি হয়, এবং সেই সেই সঙ্কল্প অনুসারেই তাদৃশী প্রাপ্তি হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য সূত্রান্তর রচনা করিতেছেন ;—

রূপম্। তস্মাদেব হেতোঃ সর্ব্বকর্ম্মনিপুণানামপি তেষামেকত্রাধিকারো ন তু সর্ব্বত্রেতি নিয়মঃ। তথাভূতাশ্চ তে সর্ব্বাসু শাখাসু বিহিতান্যঙ্গানি কর্ত্তুং ন প্রভবন্তি। হি যতঃ প্রতিবেদমঙ্গানি নিয়মিতানি ঋচা হোত্রং যজুষাধ্বর্য্যবং সাম্নৌদ্গাত্রমথর্ব্বণা ব্রহ্মত্বমিতি। অত্র যজমানেচ্ছৈব যথর্ত্বিজাং কর্ম্মবিশেষে দক্ষিণাভেদে চ প্রবর্ত্তিকা তথা জীবানাং তত্তদুপাসনে তত্তৎস্বরূপে চ তাদৃশীশেচ্ছৈবেতি ॥ ৫৭ ॥

অথোদ্ধবাদীনাং বিমিশ্রভাবদর্শনাদসন্তোষাৎ নিদর্শনান্তরমাহ।

মন্ত্রাদিবৎ বাবিরোধঃ ॥ ৫৮ ॥

তত্তদ্বিষয়কভক্তিপ্রবর্ত্তনায় তাদৃশস্তৎসঙ্কল্পো মন্ত্রবৎ। যথৈক এব মন্ত্রো বহুষু কর্ম্মসু বিনিযুজ্যতে কশ্চিৎ দ্বয়োঃ কশ্চিৎ তু একস্মিন্নেবেতি তথৈব বিধানাৎ। আদিশব্দাৎ

অঙ্গেতি। তস্মাদ্বরণাদেব। একত্রেতি। যস্মৈ বৃতস্তত্রৈব কর্ম্মণ্যধিকারী ভবতি নান্যত্রেত্যর্থঃ। তথাভূতাশ্চেতি। আধ্বর্য্যবাদিসর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানবিজ্ঞা অপি তেঽধ্বর্য্যুপ্রভৃতয় আধ্বর্য্যবাদীন্যেব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ন ত্বৌদ্গাত্রাদীনীত্যর্থঃ। তাদৃগিতি। তাদৃক্সৎপ্রসঙ্গানুযায়িনীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

তত্তৎ-ঋত্বিকের নিয়ত কর্ত্তব্য অগ্ন্যাধানাদি যজ্ঞাঙ্গ সকলে যজমান অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বরণ করেন। যদিও তাঁহারা সমস্ত কর্ম্মেই কুশল, তথাপি নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মই করিয়া থাকেন; অন্য কর্ম্ম করিতে পারেন না। এস্থলে যেরূপ যজমানের ইচ্ছাই কর্ম্মবিশেষে দক্ষিণাভেদে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়, তদ্রূপ জীব সকলের ইচ্ছানুসারে মাধুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য স্বরূপে উপাসনা, প্রবৃত্তি ও প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর উদ্ধবাদির ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-মিশ্রিত ভাব দর্শনে অপরিতোষ বশত উহার সমাধানার্থ নিদর্শনান্তর প্রদর্শন করিতেছেন ;—

কালকর্ম্মগ্রহঃ। যথৈক এব কালঃ ক্বচিৎ কুসুমপত্রাদেঃ ক্বচিন্নিষ্পত্রস্য চ ক্বচিৎ বাল্যস্য ক্বচিৎ তারুণ্যস্য চ হেতুঃ স্যাদেবং বাবিরোধঃ তথাচ যদ্‌গুণকং যৎস্বরূপমুপাস্যতে তদ্‌গুণকমেব মোক্ষে স্ফুরতীতি চিন্তিতগুণাৎ গুণান্তরাতিরেকো নেতি সিদ্ধম্॥ ৫৮॥

অথৈতদ্বিচার্য্যতে। একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীতি। একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমিতি। অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্মো-

মন্ত্রাদিবদিতি। তত্তদ্বিষয়েতি। তত্তদ্ভগবৎস্বরূপোদ্দেশিকেত্যর্থঃ। তৎসঙ্কল্প এক এব ভগবৎসঙ্কল্প ইত্যর্থঃ। নিষ্পত্রস্য পত্রাভাবস্য। অভাবেঽর্থেঽব্যয়ীভাবঃ। নির্দুঃখং মোক্ষ ইতিবৎ। কর্ম্মদৃষ্টান্তস্ত্বেব ব্যাখ্যেয়ঃ। যত্র কাম্যেনৈব নিত্যকর্ম্মনির্বাহস্তত্র কাম্যার্থসাধনে প্রত্যবায়প্রহাণে চৈকমেব তদুপযুজ্যতে। যথা সন্ধ্যোপাসনং তথৈতদিতি। অত্রৈবং কেচিৎ ব্যাচক্ষতে মন্ত্রাদিঃ প্রণবঃ ওমিত্যুপাদায় মন্ত্রাণামুচ্চারণাৎ স যথৈক এব নিখিলেষু মন্ত্রেষু সংবধ্যতে তথৈক এব তৎসঙ্কল্পস্তত্তদুদ্দেশাৎ তত্তৎপ্রবৃত্তিকৃদিতি॥ ৫৮॥

তত্তদ্‌বিষয়ক ভক্তির প্রবর্ত্তনের নিমিত্তই মন্ত্রের ন্যায় তাদৃশ তৎসঙ্কল্প বুঝিতে হইবে। যেরূপ এক মন্ত্র অনেক কর্ম্মে অর্থাৎ কখন এক কর্ম্মে কখন বা দুই কর্ম্মে প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ উদ্ধবাদিরও ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বিষয়ক ভক্তির প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত কখন ঐশ্বর্য্যকামনায় ঐশ্বর্য্যপ্রবৃত্তি এবং কখন বা মাধুর্য্যকামনায় মাধুর্য্যপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হইত। সূত্রোক্ত আদি পদ দ্বারা কাল ও কর্ম্মের সংগ্রহ হইতেছে। একই কাল যেরূপ কখন কুসুমপত্রাদির কখন বা নিষ্পত্রাদির এবং কখন বাল্যের কখন বা তারুণ্যের প্রতি কারণ হয়, তদ্রূপ উদ্ধবাদিও কখন ঐশ্বর্য্য কখন বা মাধুর্য্যের সেবা করিতেন। এইরূপে বিরোধের সামঞ্জস্য হইতেছে। যদ্‌গুণসমন্বিতভাবে উপাসনা, তদ্‌গুণসমন্বিতভাবেই মুক্তিতে স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। অতএব চিন্তিত গুণ হইতে অতিরিক্ত গুণান্তরের স্ফূর্ত্তির অভাব সিদ্ধ হইল॥ ৫৮॥

সম্প্রতি আর একটি বিচার উপস্থিত হইতেছে। 'যিনি এক হইয়াও বহুধা প্রকাশিত হয়েন।' 'যিনি একরূপে অবস্থিত হইয়াও বহুরূপে দৃশ্যমান হয়েন।'

ত্যাদি চ শ্রূয়তে। অত্র বৈদূর্য্যাদিবৎ ভগবতি মিথো বিলক্ষণানি বহূনি রূপাণি সন্তি তৈর্ব্বিশিষ্টোঽসাবেকোঽপি বহুরভিধীয়তে এবং গুণেঽপি প্রকারবাহুল্যাৎ তত্ত্বমবসেয়ম্। ইহ সংশয়ঃ। স্বরূপগতং গুণগতঞ্চ বহুত্বং শ্রূয়মাণং সর্ব্বস্মিন্নুপাসনে চিন্ত্যং ন বেতি। আনন্দাদেরেব সর্ব্বত্রাপেক্ষণাৎ বহুত্বস্যৈকস্মিন্নবিরোধাচ্চ নেতি প্রাপ্তে—

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বম্। তথাহি দর্শয়তি ॥ ৫৯ ॥

ভূম্নো বহুভাবস্য যস্মাৎ সর্ব্বেষু গুণেষু জ্যায়স্ত্বং ক্রতুবৎ সর্ব্বত্র সহভাবাদতঃ সর্ব্বত্রাসৌ চিন্ত্যঃ। যথা ক্রতোর্জ্যোতিষ্টোমস্য দীক্ষাদ্যবভৃথান্তেষ্বনুবৃত্তের্জ্যায়স্ত্বং তথা সর্ব্বত্র স্বরূপধর্ম্মাদিষ্বনুবৃত্তের্ভূম্নস্তৎপ্রমাণমাহ তথাহীতি। ভূমৈব

উপাসনায়ামেকান্তিভিঃ স্বাভীষ্টা এব গুণা ভাব্যা ইতি যৎ প্রাগুক্তং তদস্তু তস্মাৎ হরের্ব্বহুত্বগুণস্তু ন ভাব্যস্তস্যৈকস্মিন্ বিরোধাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যাহ অথৈতদিতি। গুণেঽপীতি। গুণপ্রকাশিতে কর্ম্মণীত্যর্থঃ। তত্ত্বং বহুত্বম্। সর্ব্বত্রেতি। সর্ব্বেষূপাসনেষসৌ বহুভাবরূপো গুণো ধ্যেয় ইত্যর্থঃ।

'অনন্তর, কি নিমিত্ত ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হয়েন।' এইরূপ শ্রুতি সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐস্থলে, ভগবানে বৈদূর্য্যমণির ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ অনেক রূপ আছে, এবং তিনি ঐ সকল রূপবিশিষ্ট হইয়াই এক হইয়াও বহুরূপে উক্ত হয়েন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়। এবং তাঁহার গুণের প্রকারবাহুল্য প্রযুক্ত গুণেরও বহুত্ব নিশ্চিত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে সংশয় এই, সকল উপাসনাতেই স্বরূপগত ও গুণগত বহুত্ব চিন্তা করিতে হইবে কি না? সকল উপাসনাতেই আনন্দের অপেক্ষা থাকায় এবং এক বস্তুতে বহুত্বের বিরোধ বশত, বহুত্বচিন্তা অযুক্ত, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, তাহার উত্তর করিতেছেন;—

সর্ব্বত্রই বহুত্ব চিন্তনীয় হইতেছে। কারণ, পরমেশ্বরের ঐ বহুভাবটি তাঁহার সকল গুণের শ্রেষ্ঠ গুণ। জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতু যেরূপ আরম্ভ হইতে অবভৃথ স্নান পর্য্যন্ত ক্রতুত্বে শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ ঈশ্বরের ভূমা গুণ, সকল গুণের অনু-

সুখং নাল্পে সুখমস্তীতি শ্রুতিরানন্দাদের্ভূমাবিনাভাবং দর্শয়ন্তী তস্যানুচিন্তনং সর্ব্বত্রানুজ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ। যেন বিনা কর্ম্মনিত্যত্বং ন সিধ্যেৎ ॥ ৫৯ ॥

অথ তেষু বহুষু রূপেষু উপাসনমেকবিধং বিবিধং বেতি সন্দেহে উপাস্যস্বরূপাভেদাদেকবিধমিতি প্রাপ্তে—

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৬০ ॥

তেষু রূপেষু নানৈবোপাসনং প্রতিরূপং পৃথক্ তদিত্যর্থঃ। কুতঃ শব্দেতি। তত্তদ্বাচকানাং নৃসিংহাদিশব্দানাং মন্ত্রাণামাকারকর্ম্মণাঞ্চ বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ। নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ইতি। তস্মাৎ ভিন্না পূজেতি ॥ ৬০ ॥

ভূম্ন ইতি। তৎ জ্যায়স্ত্বম্। তস্য ভূম্নঃ গুণস্য। যেন ভূম্না গুণেন বিনা ॥ ৫৯ ॥

বহুবিধান্যুপাসনানীত্যুক্তং প্রাক্। তান্যাশ্রিত্য তেষু প্রকারভেদাশ্চিন্ত্যা ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। অথেত্যাদি স্পষ্টম্।

বর্ত্তন করে বলিয়া, উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বদা চিন্তনীয়। 'ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই,' ইত্যাদি বাক্যই আনন্দাদি গুণের সহিত ভূমার নিয়তসহচার প্রদর্শন করিতেছে। ঐ ভূমার চিন্তা ব্যতিরেকে কর্ম্মের নিত্যত্বই সিদ্ধ হয় না ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর ঐ সকল বহুরূপের উপাসনা একপ্রকার কি নানাপ্রকার, এইপ্রকার সংশয় উত্থাপন পূর্ব্বক, স্বরূপের অভেদ বশত, উহা একপ্রকারই, এইরূপ স্থির করিয়া, তাহার খণ্ডন করিতেছেন ;—

ঐ সকল রূপে উপাসনা একবিধ নহে, নানাবিধ ; অর্থাৎ উপাসনা প্রতিরূপে পৃথক্। উপাস্যবাচক নৃসিংহাদি শব্দ, মন্ত্র, আকার ও কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত স্বরূপগত ঐক্য সত্বেও উপাসনার ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, ভগবান কেশব, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই যুগভেদে নানা সংজ্ঞায়, নানা আকারে নানা রূপে বিবিধ বিধানে পূজিত হয়েন। অতএব পূজা যে বিভিন্ন, ইহা স্থির হইল ॥ ৬০ ॥

নৃসিংহাদিপুরুষোত্তমরূপোপাসনানি বিভিন্নবিধানীত্যুক্তম্। অথ তানি তত্তদুপাসকৈঃ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠেয়ানি বিকল্প্য বেতি বীক্ষায়াং নিয়মে হেত্বভাবাৎ সমুচ্চিত্যেতি প্রাপ্তে—

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ॥ ৬১॥

তেষামনুষ্ঠানে বিকল্প এব। যাদৃক্সৎপ্রসঙ্গানুযায়িভগবৎ-সঙ্কল্পাদুপাসনমুপলভ্যতে তদেবানুষ্ঠেয়ং ন ত্বন্যদিত্যর্থঃ। কুতঃ অবিশিষ্টেতি। তেষাং সর্ব্বেষামবিশিষ্টং সমানমেব মোক্ষসাক্ষাৎকারলক্ষণং ফলমুক্তম্। একেনৈব তস্মিন্ সিদ্ধে

নানেতি। পৃথক্ তদিতি। তদুপাসনম্। শব্দেতি। যথা যজেত দদ্যাৎ জুহুয়াদিতি যাগদানহোমানাং কর্ম্মণাং ভেদঃ শব্দভেদাদ্ভবতি তদ্বদিতি বোধ্যম্। কৃতং ত্রেতেতি শ্রীভাগবতে॥ ৬০॥

পূর্ব্বন্যায়েনোপাসনানাং নানাত্বে সিদ্ধে তেষাং সমুচ্চয়ো বিকল্পো বেতি বিচারঃ প্রবর্ত্তত ইত্যনয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবঃ সঙ্গতিঃ। নৃসিংহাদীতি। নিয়মে হেত্বভাবাদিতি। যা কাচিদেকৈবোপাসনা যাবদায়ুরনুষ্ঠেয়েতি বিকল্পে নিয়ামক-ত্বাভাবাদিত্যর্থঃ।

বিকল্প ইতি। তস্মিন্নিতি। মোক্ষলক্ষণে ফলে ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্বিকল্পঃ সিদ্ধঃ॥ ৬১॥

নৃসিংহাদি পুরুষোত্তমরূপের উপাসনা সকল বিভিন্নপ্রকার, ইহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তত্তদুপাসক কর্ত্তৃক ঐ সকল উপাসনাই অথবা উহাদের যে কোন একটি উপাসনা অনুষ্ঠিত হইবে? এইরূপ সংশয়ে, নিয়মের প্রতি কোন কারণ না থাকায়, সকল গুলিরই অনুষ্ঠান করা হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষে বলিতেছেন ;—

ফলের কোন বিশেষ না থাকাতে বিকল্পই অনুষ্ঠেয় হইতেছে। যেরূপ সৎসঙ্গের অনুযায়ী ভগবৎসঙ্কল্প হইতে যেরূপ উপাসনা লব্ধ হয়, তদ্রূপই অনুষ্ঠেয় হইতেছে; অন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। সকল উপাসনারই মোক্ষ ও ভগবৎসাক্ষাৎকারলক্ষণ ফল একরূপ। এক অনুষ্ঠান দ্বারাই যদি উক্ত ফল

কিমন্যেনেত্যর্থঃ। যদ্যপি তদ্বিদুষামিত্যাদিকং তু ন বিস্মর্ত্তব্যম্ একান্তিশ্রৈষ্ঠ্যদার্ঢ্যাৎ পৌনরুক্তং ন দোষঃ॥ ৬১॥

মোক্ষফলকানি নৃসিংহাদ্যুপাসনানি তত্তদেকান্তিনাং নিত্যানীত্যুক্তম্। অথ কীর্ত্তিলোকজয়সম্পত্ত্যাদিফলা ব্রহ্মোপাস্তয়ো বৃহদারণ্যকাদৌ পঠ্যন্তে। তাসাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বেতি বীক্ষায়াং ব্রহ্মোপাস্তিত্বাবিশেষাৎ পূর্ব্ববদ্বিকল্প ইতি প্রাপ্তে—

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ॥৬২॥

কাম্যাস্তৎসাক্ষাৎকারানপেক্ষাঃ কীর্ত্ত্যাদিতদন্যফলাস্তা যথাকামং সকামৈস্তদুপাসকৈঃ সমুচ্চীয়েরন্ ন বা। কুতঃ পূর্ব্বেতি। ফলভেদাদিত্যর্থঃ। সতি তত্তৎফলকামে সর্ব্বাস্তাঃ

নৃসিংহাদ্যুপাসনানাং বিকল্পঃ প্রাগুক্তস্তদ্বৎ কাম্যোপাসনানামপি সোঽস্তু তাসামপি ব্রহ্মবিষয়কত্বাবিশেষাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ মোক্ষফলকানীত্যাদি।

লাভ হইল, তবে অন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? যদিও "তদ্বিদুষাম্" ইত্যাদি সূত্রে এই বিষয় একবার বলা হইয়াছে, তথাপি দৃঢ়ীকরণার্থ পুনর্ব্বার বলা হইল। অতএব পুনরুক্তি দোষের নিমিত্ত হইতেছে না॥ ৬১॥

মোক্ষফলক শ্রীনৃসিংহাদির উপাসনা তাঁহাদের একান্তভক্তের পক্ষে নিত্যই জানিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অনন্তর কীর্ত্তি, লোকজয়, সম্পত্তি প্রভৃতি ফলজনক যে সকল ব্রহ্মার্চ্চন বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, তাহাদিগেরও সকলগুলি বা কোন একটির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ সংশয় তুলিয়া, ব্রহ্মোপাসনার অবিশেষত্ব বশত পূর্ব্বের ন্যায় বিকল্পই অনুষ্ঠেয় হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির করিয়া, তাহার উত্তর করিতেছেন;—

কীর্ত্তি প্রভৃতি ফলের নিমিত্ত যে উপাসনা, তাহা কাম্য উপাসনা। ঐ উপাসনাতে ভগবৎসাক্ষাৎকারের অপেক্ষা নাই। কামনা অনুসারে ফলভেদ অবশ্যম্ভাবী। অতএব সকাম উপাসক সকল, কামনা অনুসারে সকল সকাম

কার্য্যাঃ। অসতি তু তস্মিন্ কাচিদপি নেত্যর্থঃ। ইদমত্রা-কূতম্। যদি মুমুক্ষুরপি কশ্চিৎ ফলান্তরমিচ্ছেৎ তর্হি স তস্মৈ তৎপ্রদং হরিমেবোপাসীত ন দেবতান্তরম্। অকামঃ সর্ব্ব-কামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরমিত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। এতেন দশার্ণাদ্যুপাস্তয়ো-ঽপি ব্যাখ্যাতাঃ। পূর্ব্বানুমানন্তু সোপাধিকং বোধ্যম্ ॥ ৬২ ॥

কাম্যাস্থিতি। ফলভেদাদিতি। বিভিন্নফলত্বান্মোক্ষেতরফলত্বাচ্চেত্যর্থঃ। বিভিন্নফলত্বাৎ তত্তৎফলকামৈঃ সর্ব্বাস্তাঃ কার্য্যাঃ মোক্ষেতরফলত্বান্নিষ্কামৈ-র্মুমুক্ষুভিস্তাস্বেকাপি কাচিন্ন কার্য্যেত্যর্থঃ। হেত্বর্থং বিশদয়তি সতীতি। যদীতি। কশ্চিৎ পরিনিষ্ঠিতোঽপীত্যর্থঃ। তৎপ্রদং হরিমেবেতি। ন হি পতিব্রতা পত্যুর্মার্দ্দবমনুভূয় স্বকামতাপশান্তয়ে জারমুপসর্পেদিতি ভাবঃ। অকাম ইতি শ্রীভাগবতে। আদিশব্দাৎ যথা কল্পদ্রুমাৎ সর্ব্বং প্রাপ্যতে মনসেপ্সিতম্। তথা সংপ্রাপ্স্যতে বিষ্ণোরপি স্ম দুর্লভং মুনে। রত্নপর্ব্বতমারুহ্য যথা রত্নং ন রোচতে। সত্ত্বানুরূপমাদত্তে তথা কৃষ্ণান্মনোরথানিত্যাদিসংগ্রহঃ। এতেনেতি। দশার্ণাদ্যুপাস্তীনাং সমুচ্চয়ো দর্শিতস্তাসাং কাম্যত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং তস্মামেব। এতস্মাদন্যে পঞ্চপদাদভূবন্ গোবিন্দস্য মনবো মানবানাং দশার্ণাদ্যাস্তেঽপি সংক্রন্দনাদ্যৈরভ্যস্যন্তে ভূতিকামৈর্যথাবদিতি। সংক্রন্দন ইন্দ্রঃ। পূর্ব্বানুমান-

---

উপাসনাই করিতে পারেন। আর যদি কামনা না থাকে, তবে তাঁহারা কোনটিরই অনুষ্ঠান করিবেন না। বস্তুত মূল তত্ত্ব এই যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি কখনই সকাম হইবেন না। তবে যদি কখন কোন কামনার উদয় হয়, তিনি তন্নিমিত্ত দেবতান্তরের উপাসনা না করিয়া শ্রীহরিকেই উপাসনা করিবেন এবং তিনিই তাঁহাকে উক্ত ফল প্রদান করিবেন। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, মুমুক্ষু ব্যক্তি অকামই হউন, আর সকামই হউন, তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা একমাত্র পরপুরুষ শ্রীহরিরই আরাধনা করিবেন। ইহাতে বিক্ষেপের সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু নিষ্কামনিষ্ঠা পরিবর্দ্ধিতই হইতে পারিবে। এতদ্দ্বারা দর্শ প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপাসনাও ব্যাখ্যাত হইল। পূর্ব্বের অনুমান সোপাধিক বুঝিতে হইবে ॥ ৬২ ॥

এবমঙ্গিগুণধ্যানমভিধায়েদানীমঙ্গগুণানভিধাতুমুপক্রমতে। শ্রীগোপালোপনিষদি পূর্ব্বতাপন্যবসানে তমেকং গোবিন্দ-মিত্যারভ্য সমরুদ্‌গণোঽহং পরময়া স্তত্যা তোষয়ামীতি প্রতিজ্ঞায় ওঁ নমো বিশ্বরূপায়েত্যাদিভিঃ পদ্যৈর্বিধির্হরিং স্তবন্ তন্মুখনেত্রাদিষঙ্গেষু মন্দস্মিতকৃপাবীক্ষণাদীন্ গুণান্ নিরদিক্ষৎ। ইহ সংশয়ঃ। মন্দস্মিতাদয়ো মুখাদ্যঙ্গগুণাঃ পৃথক্ চিন্ত্যা ন বেতি। অঙ্গিগুণধ্যানেনৈব পুমর্থসিদ্ধেঃ পৃথক্ তদ্‌ধ্যানেন ফলানতিরেকাচ্চ তে ন ধ্যেয়া ভবন্তীতি প্রাপ্তে—

স্থিতি। কাম্যোপাস্তয়ো বিকল্পেনানুষ্ঠেয়া উপাস্তিত্বাৎ পূর্ব্বোক্তোপাস্তিবদিত্যনু-মানে মোক্ষসাকাৎকারহেতুত্বমুপাধিরিত্যর্থঃ॥ ৬২॥

এবমঙ্গীত্যাদি। পূর্ব্বত্রাঙ্গ্যুপাসনানাং বিকল্পোঽভিমতস্তদ্বদঙ্গোপাসনানা-মস্থিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। অঙ্গী শ্রীবিগ্রহঃ পরমাত্মা অঙ্গানি তন্মুখাদীনি। ওঁ নমো বিশ্বরূপায়েত্যাদিভিরিতি। তেষু নমঃ কমলনেত্রায়েতি প্রসন্নাস্যত্বোক্ত্যা মুখে মন্দস্মিতং নেত্রয়োঃ কৃপাবলোকশ্চ দ্যোত্যতে। এবমন্যে চ শিখিপিচ্ছাব-তংসিত্বাকুণ্ঠমেধস্ত্ববংশীবিভূষিতাস্যত্ববিচিত্রগীতিকত্বগজেন্দ্রগতিমত্ত্বনৃত্যপাণ্ডিত্যা-দয়োঽঙ্গগুণাস্তত্রৈবানুসন্ধেয়াঃ। তে নেতি। তে গুণা ধ্যেয়া ন ভবন্তীত্যন্বয়ঃ।

অঙ্গিগুণধ্যান উক্ত হইল। এক্ষণে অঙ্গগুণধ্যানের বিচার করা হইতেছে। ভগবত্তত্ত্বই নিত্য অঙ্গী এবং তদীয় গুণ সকলই অঙ্গ। গোপালতাপনীতে "তমেকং গোবিন্দম্" এইরূপ আরম্ভ করিয়া, আমি মরুদ্‌গণের সহিত উৎকৃষ্ট স্তব দ্বারা তোমাকে তুষ্ট করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক, "নমো বিশ্বরূপায়" ইত্যাদি পদ্য দ্বারা শ্রীহরির স্তব করিলেন। পরে তাঁহার মুখনেত্রাদি অঙ্গ সকলে মন্দহাস্য ও কৃপাদৃষ্টি প্রভৃতি গুণসকল নির্দ্দেশ করিলেন। এস্থলে সংশয় এই যে, মুখাদি অঙ্গের গুণ মন্দহাস্যাদি পৃথগ্‌ভাবে চিন্তা করিতে হইবে কি না? অঙ্গিগুণধ্যান দ্বারাই যখন পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতেছে, তখন পৃথক্‌ভাবে অঙ্গগুণের চিন্তার প্রয়োজন নাই; যেহেতু তাহাতে বিশেষ ফল দেখা যায় না, অতএব উহা ধ্যান করিতে হইবে না, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত করিতেছেন;—

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

অঙ্গেষু মুখাদিষু যথাশ্রয়ং ভাবশ্চিন্তনং কার্য্যম্। যদঙ্গং যস্য গুণস্যাশ্রয়স্তত্র তস্য চিন্তনং বিধেয়মিত্যর্থঃ। মুখে মন্দস্মিতং প্রিয়ভাষণঞ্চ নেত্রয়োঃ কৃপাবীক্ষণং চেত্যেবমাদি॥৬৩॥

শিষ্টেশ্চ ॥ ৬৪ ॥

স্তুত্যন্তে অথ হৈবং স্তুতিভিরারাধয়ামি তথা যূয়ং পঞ্চপদং জপন্তঃ কৃষ্ণং ধ্যায়ন্তঃ সংসৃতিং তরিষ্যথেতি শিষ্যান্ প্রতি বিধিনাঙ্গগুণধ্যানোপদেশাচ্চ স স তত্র তত্র চিন্ত্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

ননু যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী ইত্যত্র কৃপাবলোকমাত্রমুক্তং নান্যৎ কিঞ্চিদিতি চেৎ তত্রাহ।

সমাহারাৎ ॥ ৬৫ ॥

অঙ্গেষ্বিতি। ইত্যেবমাদিরিতি। আদিনা গীতিমত্ত্বনৃত্যশালিত্বাদয়ঃ। ননু গীতনৃত্যশালিত্বং পরেশস্য রাজকুমারস্য চ হরের্মহিমক্ষতিকরমিতি চেদপেশলমেতৎ। শিবেঽর্জ্জুনে চ তথাভূতে তদুক্তেঃ। তৎপ্রেয়সীনাঞ্চ তথাভূতানাং তচ্ছালিত্বং তথা শিবায়ামুত্তরায়াঞ্চ তদুক্তেঃ। জীবিকার্থৈ প্রবৃত্তং খলু তৎ তথা স্যাৎ ন তু স্বভোগায় তথা তদজ্ঞানে হি প্রত্যুত মৌঢ্যাতদ্ভোগাভাবপ্রসক্তিঃ তথাপূর্ণতাপত্তিশ্চেতি। এবং গোপগোপীগবাবীতমিত্যত্র হরের্গোপালকত্বমুক্তম্। তচ্চ তস্যেশ্বরস্য যুক্তমেব যজ্ঞপুরুষত্বাৎ। তৎ তস্য গোভির্ধেনুভির্হবির্দ্বারা বেদৈশ্চ মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞনিষ্পত্তিরিতি ॥ ৬৩ ॥

শিষ্টেশ্চেতি। শিষ্যান্ মুনীন্ ॥ ৬৪ ॥

যে অঙ্গ যে গুণের আশ্রয়, সেই অঙ্গে সেই গুণ চিন্তা করিতে হইবে। মুখে মন্দহাস্য ও প্রিয়ভাষণ, নেত্রদ্বয়ে কৃপাদৃষ্টি প্রভৃতি অবশ্য চিন্তনীয় ॥ ৬৩ ॥

ব্রহ্মা নিজ শিষ্যগণকে ঐ সকল অঙ্গগুণ ধ্যান করিবার উপদেশ করিয়াছেন। অতএব ঐ সকল চিন্তা করা কর্ত্তব্য ॥ ৬৪ ॥

তৃতীয়সূত্রাৎ নেত্যাকৃষ্য সূত্রদ্বয়ে সম্বন্ধনীয়ম্। তেনান্যেষাং সংগ্রহান্ন কিঞ্চিদূনমিত্যর্থঃ॥ ৬৫॥

তত্র তত্রৈব তস্য তস্য চিন্তনং কার্য্যমিত্যেতদাক্ষিপতি।

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ॥ ৬৬॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তদিত্যাদাবঙ্গেষু গুণসাধারণ্যশ্রবণাৎ তত্র তত্রৈব তস্য তস্য চিন্তনমিতি সংভবতীত্যর্থঃ। অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি তথা জগন্তীত্যাদিকা স্মৃতিরপি সর্ব্বত্র সর্ব্বগুণযোগং বক্তীতি চশব্দাৎ॥ ৬৬॥

সমাহারাদিতি। তেনান্যেষামিতি। তেন কৃপাবলোকেনান্যেষাং প্রিয়ভাষণাদীনামুপলক্ষণাৎ যথা কপ্যাসমিতি বাক্যেঽপি কিঞ্চিদূনং ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ। মন্দস্মিতঞ্চ তত্রৈব প্রতীয়তে॥ ৬৫॥

ত্রিসূত্র্যা মুখাদিষ্বেব মন্দস্মিতাদীনাং প্রতিনিয়তং ধ্যানমুক্তম্। তদাক্ষিপতি গুণেতি। অঙ্গানীতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। যস্য গোবিন্দস্য॥ ৬৬॥

কোন শ্রুতিতে, "যথা কপ্যাসম্," ইত্যাদি বাক্যে কেবল কৃপাদৃষ্টির কথাই বলিয়াছেন। ঐ স্থলে অন্য কোন উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। অতএব তদ্ভিন্ন অন্য কোন গুণের চিন্তা করা না হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতেছেন;—

উক্ত একমাত্র গুণের উক্তি দ্বারা ঐ স্থলে অন্য গুণেরও উপসংহার করা হইয়াছে। অতএব উক্ত শ্রুতির ন্যূনতা হইল না॥ ৬৫॥

সেই সেই স্থলে সেই সেই গুণের চিন্তা করিতে হইবে। এই বিষয়ে আর একটি বিচার আক্ষেপ করিতেছেন।

ব্রহ্মের সকল অঙ্গেই সকল গুণের চিন্তা করা হউক। কারণ, শ্রুতিতে তাঁহার সকলদিকেই পাণি ও পাদাদির উল্লেখ করিয়াছেন। এবং স্মৃতিতেও বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের সকল অঙ্গেই সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বর্ত্তমান আছে। তাঁহার সকল অঙ্গই জগতের দর্শন, পালন ও লয় সাধন করে। চশব্দ দ্বারা সকল অঙ্গেই সকল গুণের যোগ উক্ত হইয়াছে॥ ৬৬॥

নিরস্যতি।

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥ ৬৭ ॥

বেত্যবধারণে। অঙ্গেষু গুণসাধারণ্যং ন চিন্ত্যম্। কুতঃ তৎসহেতি। যস্মিন্নঙ্গে যো গুণঃ পঠিতস্তৎসহভাবোঽন্যেষাং গুণানাং ন শ্রূয়তেঽতো ন তচ্চিন্ত্যং কিন্তু যথাশ্রয়ং ভাবনম্। সর্ব্বতঃ পাণীত্যাদিকং তু সর্ব্বত্র সর্ব্বশক্তিরস্তীত্যেব নিবেদয়দ্‌গতার্থম্ ॥ ৬৭ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৬৮ ॥

মুখাদিষ্বেব মন্দস্মিতাদীনাং বর্ণনং দৃষ্টমতশ্চ তথা ॥৬৮॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

এতমাক্ষেপং নিরস্যতি ন বেতি ॥ ৬৭ ॥

দর্শনাচ্চেতি। দৃষ্টমিতি। শ্রুতিষু স্মৃতিষু চেত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে তৃতীয়াধ্যায়ভাষ্যস্য
তৃতীয়ঃ পাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

উক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাসার্থ পরবর্ত্তী সূত্র অবতারিত হইতেছে ;—

পরমেশ্বরের সকল অঙ্গে সকল গুণের চিন্তা করিতে হইবে না। কারণ, যে অঙ্গে যে গুণের উল্লেখ দেখা যায়, অপর অঙ্গে ঐ গুণের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অতএব সকল অঙ্গে সকল গুণ চিন্তনীয় হইতেছে না। আশ্রয় অনুসারেই ভাবনা করিতে হইবে। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ," ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ, তাঁহার সর্ব্বত্র সকল শক্তিই বিদ্যমান। অতএব আর কোন দোষ হইতেছে না ॥ ৬৭ ॥

বিশেষত ভগবানের শ্রীমুখাদিতেই মন্দহাস্যাদির বর্ণন দেখা যায় ; সুতরাং উহাই স্বীকার্য্য ॥ ৬৮ ॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

চতুর্থপাদঃ।

শ্রদ্ধাবেশ্মন্যাস্তৃতে সচ্ছমাদ্যৈ-
বৈরাগ্যোদ্যদ্বিত্তিসিংহাসনাঢ্যে।
ধর্ম্মপ্রাকারাঙ্কিতে সর্ব্বদাত্রী
প্রেষ্ঠা বিষ্ণোর্ভাতি বিদ্যেশ্বরীয়ম্ ॥

পূর্ব্বস্মিন্ পাদে ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যা ব্রহ্মবিষয়া সপরিকরা বিদ্যা দর্শিতা। অথাস্মিন্ পাদে তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং কর্ম্মণস্তদঙ্গত্বং তদধিকৃতানাং ত্রৈবিধ্যং চেত্যেবমাদয়োঽর্থাঃ

প্রাগুক্তায়া বিদ্যায়া নিখিলপুরুষার্থহেতুত্বং নিরবধিকপ্রভাবঞ্চ বর্ণয়ং-স্তস্যাঃ ভানস্মরণং মঙ্গলমাচরতি শ্রদ্ধেতি। ইয়মনুভবগোচরতয়া প্রত্যক্ষায়মাণা সা বিদ্যা ভাতি দীপ্যতে। কীদৃশী বিষ্ণোঃ প্রেষ্ঠাতিপ্রিয়া ঈশ্বরী ঈশ্বরস্য তস্য পট্টমহিষী সর্ব্বানর্থনিরসনক্ষমা চেত্যর্থঃ। সর্ব্বদাত্রী অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রদা। ক ভাতি। শ্রদ্ধাবেশ্মনি। গুরুবেদান্তবাক্যার্থদৃঢ়বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা তদেব বেশ্ম প্রাসাদরূপং মন্দিরম্ তস্মিন্। কীদৃশে ইত্যাহ সদিতি। সদ্ভিঃ শমদমাদিভিরাস্ত-রণৈরাস্তৃতে জাতাস্তরণে। বৈরাগ্যেতি। বৈরাগ্যং তদিতরবৈতৃষ্ণ্যং তেনোদ্যন্তী যা বিত্তিঃ শাস্ত্রসংবিৎ তদেব সিংহাসনং তেনাঢ্যে বিশিষ্টে ইত্যর্থঃ। ননু প্রাকারমন্তরা কথমস্য রাজমন্দিরত্বং তত্রাহ ধর্ম্মেতি। বর্ণাশ্রমবিহিতং যৎ বিদ্যোপযোগি নিষ্কামং কর্ম্ম স এব প্রাকারস্তেনাঙ্কিতে শোভিতে ইত্যর্থঃ। রূপকমলঙ্কারঃ। এতেন কর্ম্মণাং বহিরঙ্গসাধনত্বং শমাদীনামন্তরঙ্গসাধনত্বঞ্চ দ্যোতিতং বিদ্যায়াঃ সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপকত্বঞ্চ।

সৎসঙ্গ ও শমদমাদিরূপ আস্তরণ যুক্ত, বৈরাগ্য হইতে উদ্যত জ্ঞানরূপ সিংহাসনশোভিত, নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ প্রাচীরবেষ্টিত শ্রদ্ধারূপ গৃহে শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়তমা সর্ব্বদাত্রী শ্রেষ্ঠা এই বিদ্যেশ্বরী বিরাজ করিতেছেন।

প্রকাশ্যন্তে। তত্র ক্রতুভেদাৎ বিদ্যার্থিনস্ত্রেধা সম্ভবন্তি। কেচিৎ লোকবৈচিত্রীদিদৃক্ষবো বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ পরিনিষ্ঠয়াচরন্তঃ সনিষ্ঠা উচ্যন্তে কেচিৎ তু লোকসংজিঘৃক্ষয়ৈব তানাচরন্তঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ। তে চৈতে চোভয়ে সাশ্রমাঃ। পরে তু প্রাগ্ভবীয়ৈর্ধর্ম্মৈঃ সত্যতপোজপাদিভিশ্চ বিশুদ্ধা নিরপেক্ষাঃ। তত্র তে নিরাশ্রমাঃ। ইত্যেবং ত্রৈবিধ্যং ব্যক্তং ভাবি। তত্রাদৌ বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যমুচ্যতে। তরতি শোকমাত্মবিদ্ব্রহ্ম-

---

পূর্ব্বস্মিন্নিত্যাদি। অত্র বিদ্যারূপস্য সাধনস্য স্বাতন্ত্র্যাদিগুণকীর্ত্তনাদধ্যায়সঙ্গতিঃ পূর্ব্বপাদোদিতায়া বিদ্যায়া যজ্ঞশমাদ্যঙ্গত্বকীর্ত্তনাৎ পাদসঙ্গতিশ্চ বোধ্যা। পূর্ব্বত্র বিদ্যয়া সংসৃতিতরণলক্ষণো মোক্ষ ইত্যুক্তং তন্ন যুক্তম্। কর্ম্মণাপি তৎসিদ্ধের্নিরূপণাদিতি পূর্ব্বোত্তরাধিকরণয়োরাক্ষেপসঙ্গতিশ্চ। দ্বিপঞ্চাশৎসূত্রকঃ ষোড়শাধিকরণকোঽয়ং চতুর্থপাদস্তং ব্যাখ্যাতুমারভতে অথাস্মিন্নিত্যাদিনা। তদঙ্গত্বং বিদ্যাশেষত্বম্। তদধিকৃতানাং বিদ্যাধিকারিণাম্। ক্রতুভেদাৎ বিলক্ষণসঙ্কল্পত্বাৎ। লোকেতি। লোকবৈচিত্রী স্বর্গাদিবিচিত্রলোকরচনা তাং দ্রষ্টুমিচ্ছন্ত ইত্যর্থঃ। প্রাগ্ভবীয়ৈঃ পূর্ব্বজন্মকৃতৈঃ ধর্ম্মৈর্বর্ণাশ্রমবিহিতৈরসাধারণৈঃ সত্যাদিভিশ্চ সাধারণৈরিতি জ্ঞেয়ম্। তরতীত্যাদিনা দুঃখহানিসুখ-

---

পূর্ব্বপাদে ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যা ব্রহ্মবিষয়া বিদ্যাকে পরিকরবর্গের সহিত প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই পাদে বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য, কর্ম্মের তদধীনত্ব, ও বিদ্যাবন্ত পুরুষদিগের ত্রিবিধতা প্রভৃতি অর্থ সকল প্রকাশিত হইবে। সঙ্কল্পভেদে বিদ্যার্থী ত্রিবিধ হইয়া থাকেন। যাঁহারা লোকবৈচিত্রীদর্শনেচ্ছু হইয়া পরিনিষ্ঠা সহকারে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারা স্বনিষ্ঠ নামে অভিহিত হয়েন। যাঁহারা কেবল লোকসংগ্রহাভিলাষে ঐ সকল ধর্ম্মের আচরণ করেন, তাঁহারা পরিনিষ্ঠিত নামে উক্ত হয়েন। ইহাঁরা উভয়েই আশ্রমী। আর যাঁহারা জন্মান্তরীয় ধর্ম্ম ও সত্যনিষ্ঠা এবং তপ ও জপ দ্বারা বিশুদ্ধ হয়েন, তাঁহারা নিরপেক্ষ আখ্যায় আখ্যাত হয়েন। ইহাঁরা আশ্রমশূন্য। এই ত্রিবিধ বিদ্যার্থীর বিষয় পরে ব্যক্ত হইবে। প্রথমে বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রুতিতে,

বিদাপ্নোতি পরমিত্যেবমাদীনি বাক্যানি শ্রূয়ন্তে। এতদ্ধ্যে-বাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তদিতি কাঠকে চ। ইহ সংশয়ঃ বিদ্যা মোক্ষস্যৈব হেতুরুত স্বর্গাদেশ্চেতি বিদুষোঽন্যত্র স্পৃহাভাবান্মোক্ষস্যৈবেতি প্রাপ্তে—

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ॥ ১॥

সর্ব্বোঽপি পুরুষার্থোঽতো বিদ্যাত এব স্যাদিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ শব্দাৎ। উক্তশ্রুতেরিত্যর্থঃ। বিদ্যয়া পরিতুষ্টো হরিঃ স্বভক্তায় আত্মানং দদাতি। কর্দ্দমাদিবৎ ফলান্তরেচ্ছায়াং তু তয়ৈব কর্ম্মপরিকরতয়া তচ্চার্পয়তীতি॥ ১॥

প্রাপ্তিলক্ষণো মোক্ষো বিদ্যাফলমধিগম্যতে। ইত্যেবমাদীনীতি আদিপদাদেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামানিতি শ্রুতির্গ্রাহ্যা। এতদ্ধ্যেবেত্যত্র তু বিদ্যয়া সর্ব্বং লভ্যমিত্যধিগতম্। ইহেতি। বিদুষো ব্রহ্মানুভবিনঃ।

পুরুষার্থ ইতি। সর্ব্বোঽপীতি নিখিল ইত্যর্থঃ। আত্মানং দদাতীতি তস্মৈ স্বাত্মানং দদামীতিশ্রুতেঃ দদাত্যাত্মানমপ্যজ ইতিস্মৃতেশ্চ। তচ্চ ফলান্তরম্॥ ১॥

'আত্মবিদ্ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন,' 'ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরতত্ত্বকে লাভ করেন;' ইত্যাদি বাক্য দৃষ্ট হয়। কঠোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে, 'এই অক্ষর পুরুষকে জানিলে, যে যাহা ইচ্ছা করে, সে তাহাই লাভ করে'। এস্থলে সংশয় এই—বিদ্যা মোক্ষেরই হেতু অথবা তদ্দ্বারা স্বর্গাদিও লাভ হয়? বিদ্বান্ ব্যক্তির স্বর্গাদিতে স্পৃহা থাকে না বলিয়া, বিদ্যা কেবল মোক্ষেরই হেতু, এইরূপই বলা হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন;—

ভগবান বাদরায়ণ মনে করেন, বিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থই লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিই উহার প্রমাণ। ভগবান শ্রীহরি বিদ্যা দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া নিজ ভক্তকে আত্মদান করেন। কর্দ্দমাদির ন্যায় ফলান্তরের অভিলাষ হইলেও, ভগবান কর্ম্মপরিকর বিদ্যা দ্বারাই পরিতুষ্ট হইয়া ভক্তকে তাহাই অর্পণ করিয়া থাকেন॥ ১॥

অত্র জৈমিনিঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥২॥

ইজ্যস্য বিষ্ণোর্যজমানস্য স্বস্য চ স্বরূপসম্বন্ধৌ বিজ্ঞায় তদুক্তেষু তদারাধনাত্মকেষু কর্ম্মসু জীবঃ স্বয়ং প্রবর্ত্ততে। তৈরসৌ নিবৃত্তকল্মষোঽদৃষ্টদ্বারা স্বর্গমোক্ষরূপং ফলং ভজতীতি বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বাৎ তস্যাং যা ফলশ্রুতিঃ স পুরুষার্থবাদঃ পুরুষসম্বন্ধ্যর্থবাদঃ স্যাৎ। যথান্যেষু দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে যৎ প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে বর্ম্ম বা

বিদ্যাঙ্গিকা বৈদিকী ক্রিয়ৈব স্বর্গমোক্ষদাত্রীতিবাদী জৈমিনিঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে শেষত্বাদিত্যাদিনা। তদুক্তেষ্বিতি। তেন বেদরূপেণ বিষ্ণুনা কথিতেষ্বিত্যর্থঃ। তদারাধনাত্মকেষ্বিতি। অগ্ন্যাদিদেবার্চ্চনরূপো যাগো ভগবদর্চ্চনং তাসাং ভগবদঙ্গত্বাৎ তাসু তদন্তর্য্যামিণস্তস্য সত্ত্বাদ্বেত্যেকে। যজ্ঞানুষ্ঠানং খলু তদর্চ্চনমেব যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রবণাদিত্যপরে। তৈরসাবিতি। তৈঃ কর্ম্মভিঃ। অসৌ জীবঃ। কর্ম্মশেষত্বাৎ কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ। ফলশ্রুতিঃ স্বর্গমোক্ষদানশ্রবণরূপা। যথান্যেষ্বিতি। দ্রব্যে ফলশ্রুতির্যস্য পর্ণময়ীত্যাদ্যা। সংস্কারে ফলশ্রুতির্যদাঙ্‌ক্তে ইত্যাদ্যা। কর্ম্মণি ফলশ্রুতির্বর্ম্ম বা ইত্যাদ্যা। পর্ণময়ী পলাশরূপা। পলাশে কিংশুকঃ পর্ণ ইত্যমরঃ। ভ্রাতৃব্যস্য শত্রোঃ। ব্যন্ সপত্নে ইতি সূত্রাৎ ভ্রাতুর্ব্যন্

এই স্থলে পরমত প্রদর্শন করিতেছেন ;—

উপাসক জীব, উপাস্য বিষ্ণু ও নিজের স্বরূপ এবং সম্বন্ধ বিদিত হইয়া শাস্ত্রোক্ত তদারাধনাত্মক কর্ম্মে স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। উক্ত কর্ম্ম দ্বারা পাপক্ষয় ও শুভাদৃষ্ট সঞ্চয় হয়। ঐ শুভাদৃষ্ট দ্বারা স্বর্গ ও মোক্ষ ফল লাভ হয়। এইরূপে দেখা যায় যে, বিদ্যা কর্ম্মেরই শেষ। অতএব বিদ্যাতে যে ফল শ্রবণ করা যায়, উহা কর্ম্মেরই ফল। যাহা কর্ম্মের ফল, তাহা অবশ্য পুরুষকারের ফল। নিখিল ফলই যদি পুরুষকার হইতে সমুৎপন্ন হইল, তবে ঐ ফলশ্রুতি পুরুষার্থবাদমাত্র। পুরুষসম্বন্ধী অর্থবাদই পুরুষার্থবাদ। যেরূপ "যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ"

এতদ্‌যজ্ঞস্যেত্যেবংবিধা ফলশ্রুতিরর্থবাদস্তদ্বদিতি জৈমিনির্মন্যতে। যদুক্তম্—দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাদিতি। যাবজ্জীবং গৃহিধর্ম্মান্ যজ্ঞাদীননুতিষ্ঠতঃ শমদমাদ্যুপেতস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্যেত্যাদিনা ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্তত ইত্যন্তেন। স্মর্য্যতে চ। বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণমিতি। এবমন্যচ্চ। ত্যাগবাক্যন্তু কর্ম্মানর্হপঙ্গ্বন্ধবিষয়মিতি ॥ ২ ॥

স্যাৎ সমুদায়েন শক্তৌ বাচ্যে ইতি সূত্রার্থঃ। বৃঙ্‌ক্তে অন্বয়তি। দ্রব্যেত্যাদি সূত্রং ব্যাখ্যাতার্থম্। স্মর্য্যতে চেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। বর্ণাশ্রমাচার এব বিষ্ণ্বর্চ্চনং তত্তোষকঃ পন্থা এষ এব নাতোঽন্য ইত্যর্থঃ। এবমন্যচ্চেতি। ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে। ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ সিতমনসং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তমিতি তত্রৈবোক্তং গ্রাহ্যম্। ত্যাগবাক্যন্থিতি। ন কর্ম্মণেত্যাদিকমিত্যর্থঃ। যত্তু বদন্তি কর্ম্মদেবতয়োর্যজ্ঞাঙ্গত্বাৎ তজ্জ্ঞানমপি পর্ণতাবৎ যজ্ঞাঙ্গকর্ত্রাদিদ্বারা তদঙ্গমিতি জৈমিনির্মন্যতে অতো ন স ব্রহ্মনিষ্ঠ ইতি। তদসৎ। তন্মতামুদাহরতা তদ্‌গুরুণা বাদরায়ণেন তদ্‌ব্রহ্মনিষ্ঠায়াঃ প্রকাশনাৎ। বিষ্ণোর্যজ্ঞাঙ্গত্বোক্তিস্তু তস্য সর্ব্বসাধকত্বাৎ ন বিরুদ্ধা রাজ্ঞো ভৃত্যবিবাহাঙ্গত্বোক্তিবদিতি ব্যাখ্যাতারঃ। নন্বু কথমস্য মোক্ষঃ গুরুমত-

---

প্রভৃতি শ্রুতি দ্রব্যাদি বিষয়ে অর্থবাদমাত্র, তদ্রূপ বিদ্যার সম্বন্ধে যে ফলশ্রুতি দৃষ্ট হয়, উহাও অর্থবাদমাত্রই। ইহাই জৈমিনির মত। মনুষ্য যাবজ্জীবন যজ্ঞাদি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত সংসারেই শমদমাদি শিক্ষা করিয়া, ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, এইপ্রকার শ্রবণ করা যায়। 'যিনি আচার্য্যকুল হইতে বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'তিনি ব্রহ্মলোক লাভ করেন, তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না' এই পর্য্যন্ত। স্মৃতিতেও উক্ত হয়,—'বর্ণাশ্রমবিহিত আচার দ্বারাই পরপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা হয়। ভগবৎপরিতোষণের অন্য পথ নাই।' এইরূপ অপর বাক্যও আছে। এতদ্দারা কর্ম্মের

ইতোঽপি কর্ম্মাঙ্গমাত্মবিদ্যেত্যাহ।

আচারদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মীতি বৃহদারণ্যকাদিষু বিদ্বদ্বরিষ্ঠানামপি কর্ম্মাচারবীক্ষণাৎ। কেবলয়া বিদ্যয়া পুমর্থসিদ্ধৌ ক্রিয়াপ্রয়াসস্তেষাং ন স্যাৎ। অর্কে চেদিত্যাদিন্যায়াৎ ॥ ৩ ॥

তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি ছান্দোগ্যে তস্যাঃ কর্ম্মশেষত্বশ্রবণাৎ ॥ ৪ ॥

বিরোধিত্বাদিতি চেদুচ্যতে। মতবিরোধেঽপি তদ্‌গম্যে বিরোধাভাবাৎ তাবতৈব তস্য প্রত্যোষোঽপি লভ্যতে ॥ ২ ॥

আচারেতি। বৈদেহো বিদেহাধিপতিঃ। বহুদক্ষিণেনাশ্বমেধেন ঈজে যাগং কৃতবান্। এবং বিদ্যাবতাং জনকাদীনাং কর্ম্মাচারস্তস্যাঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে লিঙ্গমিত্যর্থঃ। আহ চৈবং ভগবান্। কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয় ইতি ॥ ৩ ॥

তচ্ছ্রুতেরিতি। যদেবেতি। যৎ কর্ম্মেত্যর্থঃ। বিদ্যয়েতি তৃতীয়াশ্রুত্যা তস্যাঃ কর্ম্মাঙ্গত্বশ্রবণাৎ স্বাতন্ত্র্যেণ মোক্ষজনকত্বং নেত্যাগতম্ ॥ ৪ ॥

অনুষ্ঠেয়ত্বই ব্যক্ত হইতেছে। তবে কর্ম্ম-ত্যাগসূচক যে সকল বাক্য দৃষ্ট হয়, উহা কর্ম্মাক্ষম পঙ্গু ও অন্ধ বিষয়কই জানিতে হইবে ॥ ২ ॥

বক্ষ্যমাণ হেতু হইতেও আত্মবিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলিয়াই বোধ হয়।

কারণ, বিদ্বদ্বরিষ্ঠ ব্যক্তিগণেরও কর্ম্মাচরণ দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে, 'বিদেহরাজ জনক ঋষি বহুদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা ভগবান যজ্ঞপুরুষের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন;' ইত্যাদিরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। ঐ সকল বাক্যে বিদ্বানেরও কর্ম্মানুষ্ঠান দৃষ্ট হইতেছে। যদি কেবল বিদ্যা দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের কর্ম্মপ্রয়াস দৃষ্ট হইত না। গৃহস্থ ক্ষৌদ্রে যদি মধু পাওয়া যায়, তবে কে তন্নিমিত্ত পর্ব্বতে গমন করে? অতএব বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ ॥৩॥

সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৫ ॥

তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চেতি বৃহদারণ্যকে বিদ্যাকর্ম্মণোঃ ফলারম্ভে সাহিত্যদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তদ্বতো বিধানাৎ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মা দর্শপৌর্ণমাসয়োস্তং বৃণীত ইতি তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মজ্ঞানবতো ব্রহ্মত্বেন বরণবিধানাৎ। ব্রহ্মজ্ঞানস্য আর্ত্বিজ্যাধিকারসম্পাদকত্বাৎ কর্ম্মাঙ্গা বিদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

নিয়মাচ্চ ॥ ৭ ॥

ঈশাবাস্যোপনিষদি—কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে

সমন্বারম্ভণাদিতি। তমিতি। তং পরলোকং গচ্ছন্তং পুরুষং ফলারম্ভকে বিদ্যাকর্ম্মণী সমনুগচ্ছত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তদ্বত ইতি। ব্রহ্মিষ্ঠ ইতি। অতিশয়েন ব্রহ্মবান্ ব্রহ্মিষ্ঠঃ ব্রহ্মবচ্ছব্দাদিষ্ঠনি মতুপো লুক্ বিন্মতোর্লুগিতি স্মরণাৎ ভগবৎপরমৈকান্তীত্যর্থঃ পূর্ব্বপক্ষে। সিদ্ধান্তে তু ব্রহ্মশব্দো বেদরাশিবাচকঃ সততবেদাধ্যায়ী ব্রহ্মিষ্ঠ ইতি তদর্থো বক্ষ্যতে। অন্যে ত্বত্র আচার্য্যকুলাদ্বেদমধীত্যেত্যাদিশ্রুত্যা নিখিলবেদার্থজ্ঞানিনঃ কর্ম্মবিধানাল্লিঙ্গাৎ কর্ম্মাঙ্গং ব্রহ্মবিদ্যেতি ব্যাখ্যান্তি ॥ ৬ ॥

ছান্দোগ্যে উক্ত হইয়াছে, 'শাস্ত্রজ্ঞানানুসারে শ্রদ্ধা সহকারে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বলবত্তর।' এতদ্দ্বারা বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গত্বই শ্রুত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

বিশেষত বিদ্যা ও কর্ম্মের সাহিত্য ভিন্ন ফল দেখা যায় না। কেবল বিদ্যার ফল হয় না। অতএব কর্ম্ম একান্ত অনুষ্ঠেয় ও বিদ্যা উহার অঙ্গ ॥৫॥

'ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞে ব্রহ্মা-রূপে বরণ করেন।' এইটি তৈত্তিরীয়কে উক্ত আছে। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞেরই ব্রহ্মা-রূপে বরণ বিহিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই যখন ঋত্বিক্ কর্ম্মে অধিকার হয়, তখন বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ ॥ ৬ ॥

ইত্যাত্মবিদো যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠাননিয়মাচ্চ। এতেন ক্বচিৎ ত্যাজকবাক্যদর্শনাৎ বিধানত্যাগয়োর্বিকল্প ইত্যপাস্তং তস্য পঙ্গ্বাদ্যশক্তবিষয়ত্বাৎ। বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়ত ইতি তৈত্তিরীয়কশ্রুত্যা ত্যাগস্য বিগীতত্বাদিতি॥৭॥

ইত্থং বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ ফলসাধনে স্বাতন্ত্র্যং নেতি প্রাপ্তে নিরস্যতি।

অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ॥৮॥

তুশব্দাৎ পূর্ব্বপক্ষো ব্যাবৃত্তঃ। কর্ম্মণঃ সকাশাদধিকা তদুদ্দেশ্যত্বেন তৎপ্রধানভূতা বিদ্যেতি মন্তব্যম্। কুতঃ এবং

নিয়মাদিতি। কুর্ব্বন্নেবেতি। ইহ শরীরে শতং সমাঃ সংবৎসরান্ জীবিতুমিচ্ছেদিতি যৎ তৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেবেতি নিয়মবিধিঃ। এবং ত্বয়ি নরে বর্ত্তমানে সত্যশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে। তেন ত্বং ন লিপ্যস ইত্যর্থঃ। ইতঃ প্রকারাদন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি যতঃ কর্ম্মলেপো ন স্যাদিত্যর্থঃ। কচিদিতি। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়েত্যাদি কর্ম্মত্যাগবাক্যবীক্ষণাদিত্যর্থঃ। বীরহেতি। যো দেবানামগ্নিমুদ্বাসয়তে স বীরহা ভবতি তস্য বীরাঃ পুত্রা ম্রিয়ন্তে স পুত্রঘাতপাপং বিন্দতীত্যর্থঃ॥৭॥

'কর্ম্ম করিতে করিতেই শতবর্ষব্যাপী জীবনকাল অতিবাহন করিবে,' ইত্যাদি ঈশাবাস্যোপনিষদের বাক্য দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তি যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, এরূপ স্পষ্ট নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব স্থলবিশেষে কর্ম্মের ত্যাগের উপদেশ দর্শনে, বিধান ও ত্যাগের বিকল্প পক্ষ স্বীকার পূর্ব্বক যে তর্ক উত্থাপন করা হয়, তাহা নিরস্ত হইল। ত্যাগসূচক বাক্য সকল কেবল অন্ধ ও পঙ্গু প্রভৃতি কর্ম্মে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষেই জানিতে হইবে। "বীরহা বা এষ দেবানাম্," ইত্যাদি তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে কর্ম্মত্যাগের নিন্দাই দেখা যায়॥৭॥

এইরূপে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব স্থির হইল। বিদ্যা যদি কর্ম্মেরই অঙ্গ হইল, তবে ফলসাধনে উহার স্বাতন্ত্র্যও নাই। এটি পূর্ব্বপক্ষ। এই মতের নিরাকরণার্থ বাদরায়ণ ঋষি পরসূত্রে স্বমত প্রদর্শন করিতেছেন;—

বাদরায়ণস্যোপদেশাৎ। ন চ তদুপদেশো বিনির্ম্মূল ইত্যাহ তদ্দর্শনাদিতি। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানাশকেন চৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবত্যেতমেব প্রব্রাজিনো লোকমভীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তীতি বৃহদারণ্যকে বিদ্যাফলকানি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে। জাতায়াঞ্চ তস্যাং তানি পুনঃ পরিত্যাজ্যন্তে। পরত্র তেষাং নৈরর্থক্যাৎ সাধনাৎ ফলং কিল প্রধানম্ ॥ ৮ ॥

যত্তু বিদ্বদ্বরিষ্ঠানাং কর্ম্মাচারদর্শনাৎ তচ্ছেষো বিদ্যেত্যুক্তং তন্নিরাসায়াহ।

তুল্যন্তু দর্শনম্ ॥ ৯ ॥

তচ্ছেষত্বসম্ভাবনানিরাসায় তুশব্দঃ। বিদ্যায়াঃ কর্ম্মানঙ্গত্বে-হপি তুল্যং দর্শনমস্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ বিদ্বাংস আহুর্ঋষয়ঃ

এবং প্রাপ্তেহধিকেতি। তদুদ্দেশ্যত্বেন কর্ম্মসাধ্যত্বেন। তমেতমিতি। তং পরমাত্মানং বেদানুবচনাদিভির্বিবিদিষন্তীতি বিবিদিষাঙ্গত্বং তেষাং বিস্ফুটম্। পরত্র বিদ্যোদয়াদুত্তরস্মিন্ কালে সাধনাৎ কর্ম্মণঃ ফলং বিদ্যা ॥ ৮ ॥

বিদ্বান হইলে, কর্ম্মে অধিকার হয়। বিদ্যা কর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং কর্ম্ম পরবর্ত্তী। বিদ্যার ফলই কর্ম্ম, এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় না; কারণ, কর্ম্ম হইতে বিদ্যা অধিকা। কর্ম্মসাধ্য বলিয়াই বিদ্যার প্রাধান্য। বাদরায়ণের উপদেশই ঐরূপ। তাঁহার ঐ উপদেশও অমূলক নহে। কারণ, "তমেতং বেদানুবচনেন বিবিদিষন্তি," ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বিদ্যাকেই কর্ম্মের ফল বলা হইয়াছে। ঐ বিদ্যার উৎপত্তির পর কর্ম্মকে পুনর্ব্বার পরিত্যজ্য বলিয়াছেন। বিদ্যোৎপত্তির পর কর্ম্মের সার্থকতাই দেখা যায় না। কর্ম্ম বিদ্যার সাধন, বিদ্যা ইহার ফল। সাধন হইতে ফল শ্রেষ্ঠ। অতএব কর্ম্ম হইতে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ ॥ ৮ ॥

বিদ্বদ্‌বরিষ্ঠগণের কর্ম্মাচারদর্শনে বিদ্যাকে যে কর্ম্মের শেষ বলা হইয়াছে, তাহারই নিরাসার্থ পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ;—

কারযেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে এতদ্ধ স্ম বৈ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং জুহবাঞ্চক্রিরে এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীতি তত্রৈব বিদ্যা-নিষ্ঠানাং কর্ম্মত্যাগদর্শনাদনৈকান্তিকং তল্লিঙ্গমিতি কর্ম্মাচার-দর্শনমপ্যত্র ন বাধকং সত্ত্বশোধায় লোকসংগ্রহায় চাপেক্ষ্য-ত্বাৎ ॥ ৯ ॥

তচ্ছ্রুতেরিতি নিরাহ।

যত্বিতি। তচ্ছেষঃ কর্ম্মাঙ্গম্‌।

তুল্যন্থিতি। তুশব্দেন কর্ম্মানঙ্গত্বলিঙ্গস্য প্রাবল্যং দর্শ্যতে। ন হি জনকা-দীনাং কর্ম্মাচারদর্শনং বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে লিঙ্গম্‌। দেহাভিমানশূন্যতয়া চোদনাপ্রবৃত্তেরসম্ভবাৎ তৎকৃতকর্ম্মণশ্চোদনালক্ষণত্বাভাবেনাকর্ম্মতয়া তদাচার-দর্শনস্য তস্যাস্তত্বে দৌর্ব্বল্যাৎ। ইষণা ইচ্ছা। কর্ম্মণৈবেত্যত্রোপায়েনেতি বিশেষ্যং মৃগ্যম্‌। ততশ্চ কর্ম্মণৈবেত্যেবকারেণ তস্যা যোগো ব্যবচ্ছিদ্যতে। কর্ম্মণা বিশুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্‌বিদ্যাং লব্ধ্বা ইতি তস্যার্থঃ। বর্ণাশ্রমা-চারেত্যত্র তু তাদৃশেনাপি যৎ তদারাধনং তদেব তত্তোষহেতুর্ন তু কর্ম্মেতি

বিদ্যার কর্ম্মশেষত্বের সম্ভাবনার নিরাসার্থ তুশব্দ। বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সম্বন্ধে যেরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়, উহার কর্ম্মানঙ্গত্ব সম্বন্ধেও সেইরূপই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারষেয়া ঋষিগণ বিদ্যাসম্পন্ন হইয়া বলিলেন, আমরা আর কেন অধ্যয়ন করি, আর কেন যজ্ঞ করি, পূর্ব্বে যজ্ঞাদি করিয়াছি, এক্ষণে আত্মজ্ঞান দ্বারা পুত্রবিত্তাদিকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুচর্য্যা করিতে হয়। অতএব বিদ্যার উদয়ে কর্ম্মত্যাগই বিধেয় হইতেছে। তবে যে বিদ্বান ব্যক্তিরও কর্ম্মাচরণ দৃষ্ট হয়, তদ্দর্শনে বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব অনুমান করা সঙ্গত হয় না; কারণ, ঐ হেতু ব্যভিচারী। বিদ্বান ব্যক্তির কর্ম্মাচরণ লোকসংগ্রহের নিমিত্ত। অবিদ্বান পুরুষের কর্ম্মানুষ্ঠান চিত্তশোধনের জন্য। অধিকারভেদে কর্ম্মের উদ্দেশ্য ভিন্ন। অতএব বিদ্বান ব্যক্তিরও কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন বাধা দেখা যায় না ॥ ৯ ॥

অসার্ব্বত্রিকী ॥ ১০ ॥

যদেব বিদ্যয়েতি শ্রুতিরসার্ব্বত্রিকী ন সর্ব্ববিদ্যাবিষয়া প্রকৃতোদ্গীথবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ। তেন সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং ন কর্ম্মাঙ্গতেতি ॥ ১০ ॥

সমন্বারম্ভণাদিতি প্রত্যাহ।

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১১ ॥

তং বিদ্যাকর্ম্মণীত্যত্র বিদ্যাকর্ম্মকৃতস্য ফলারম্ভস্য বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ। বিদ্যয়ৈকং ফলমারভ্যতে কর্ম্মণা ত্বন্যদিতি। অত্র দৃষ্টান্তঃ শতেতি। যথা ধেনুচ্ছাগবিক্রয়িণং শতমন্বেতীত্যুক্তৌ

তদর্থঃ। ন চলতীত্যাদিকং তু প্রতিষ্ঠিতগৃহিবিষয়ং বোধ্যম্। সপ্তদশসূত্রভাষ্যে তথৈব ব্যাখ্যানাৎ। সনিষ্ঠবিষয়ং বাস্তু ॥ ৯ ॥

অসার্ব্বত্রিকীতি। তথাচ তৃতীয়াশ্রুত্যা তস্যাস্তদঙ্গত্বং নেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বিভাগ ইতি। সনিষ্ঠেনাধিকারিণা বিদ্যোপাসনানুষ্ঠিতা বিদ্যোৎপত্ত্যনন্তরং কর্ম্ম চ জ্যোতিষ্টোমাদি তাভ্যামারব্ধফলং বিভজ্যতে। তত্র বিদ্যয়া মোক্ষলক্ষণং মহৎফলমারভ্যতে কর্ম্মণা তু স্বর্গাদিদর্শনলক্ষণমল্পং ফলমিতি মহদল্পভাবেন

পূর্ব্বপক্ষের শ্রুতি প্রমাণ থাকিলেও তন্নিরাসের নিমিত্ত পুনর্ব্বার সূত্র করিতেছেন ;—

পূর্ব্বপক্ষের পোষক শ্রুতি থাকিলেও ঐ শ্রুতি সার্ব্বত্রিকী নহে। ঐ শ্রুতি উদ্গীথবিষয়া অর্থাৎ উহা পদ্ধতিবিষয়া। ঐ শ্রুতি কর্ম্মপদ্ধতিসম্বন্ধীয়া বলিয়া তদ্দ্বারা কর্ম্মের প্রয়োজন পরিব্যক্ত হইলেও বিদ্যাকে কর্ম্মের অঙ্গ বলা যাইতে পারে না ॥ ১০ ॥

বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়ের সমন্বয়ে ফলোৎপত্তি হয় বলিয়া, বিদ্যা কর্ম্মের অধীন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হয় না।

বিদ্যাকর্ম্মের সমন্বয়ে ফলোৎপত্তিবিষয়ক প্রমাণে তদুভয়কৃত ফলের অংশ বিচার করা কর্ত্তব্য। বিদ্যা দ্বারা একরূপ ফলের উৎপত্তি ও কর্ম্ম দ্বারা অন্যরূপ ফলের উৎপত্তি। যেরূপ ধেনু ও ছাগ বিক্রয় করিয়া শতমুদ্রা প্রাপ্ত হইবে

ধেন্বা নবতিরুপাদীয়ন্তে ছাগেন তু দশেতি শতস্য বিভাগস্তথেহাপ্যুভয়োর্ভিন্নফলত্বাৎ॥ ১১॥

তদ্বতো বিধানাদিতি প্রত্যাচষ্টে।

অধ্যয়নমাত্রবতঃ॥ ১২॥

তত্র বেদাধ্যয়নমাত্রনিষ্ঠস্যৈব ন তু ব্রহ্মজ্ঞস্য ব্রহ্মত্বেন বরণমতঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং তস্যাঃ প্রত্যুক্তমিত্যর্থঃ। তথাহি ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মেত্যত্র ব্রহ্মশব্দো বেদার্থকো ন তু পরতত্ত্বার্থকঃ তদাত্মকত্বে নৈষ্কর্ম্ম্যশ্রবণাৎ। ততশ্চাবিকৃতশব্দরূপং বেদং বিজ্ঞায়

বিভাগঃ। যদ্যপি বিদ্যৈব স্বর্গাদিকমপি দত্তে তথাপি কর্ম্মণা দ্বারা দত্ত ইতি তদপেক্ষস্তদ্ব্যপদেশঃ। দৃষ্টান্তার্থস্তু ভাষ্যে স্ফুটঃ॥ ১১॥

অধ্যয়নেতি। ননু বেদস্য ভগবদ্রূপত্বাৎ তন্নিষ্ঠয়া কুতো ন মুক্তিরিতি চেৎ উচ্যতে। উপায়োপেয়রূপো হি ভগবান্ নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ গতির্নারায়ণ ইতি গতিশব্দশ্রবণাৎ। তত্র জ্ঞানপ্রকাশকবেদরূপেণ তস্যোপায়তা তদ্বাচ্যবিভূতিবিগ্রহরূপেণোপেয়তা চেতি তথৈব রূপদ্বয়প্রাকট্যাদিত্যেকে। চিদ্রূপাক্ষররাশিত্বেন গ্রহণে বেদেনৈব মুক্তিরবিকৃতশব্দরাশিত্বেন গ্রহণে তদ্বাচ্যভগবদনুভবেনৈব সেত্যপরে। তথাচ পরসন্দর্ভঃ সঙ্গতিমানিতি। নৈষ্কর্ম্ম্যশ্রবণাদিতি।

বলিলে, ধেনুমূল্য নবতিমুদ্রা এবং ছাগমূল্য দশমুদ্রা বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ বদ্ধাবস্থ জীবের বিদ্যাকর্ম্মফলোৎপত্তিতে কর্ম্মের দশ ও বিদ্যার নবতি অংশ বিচার করিতে হইবে॥ ১১॥

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিকে সকল কর্ম্মেই ব্রহ্মার পদ প্রদান করিতে হয়, এরূপ বিধি আছে। অতএব বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বই হউক। এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাসার্থ বলিতেছেন ;—

ঐ স্থলে ব্রহ্মজ্ঞ বলিতে বেদাধ্যয়নমাত্রনিষ্ঠই বুঝিতে হইবে। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞকেই ব্রহ্মার পদে বরণ করার বিধি হইয়াছে। অতএব তদ্দ্বারা বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব বোধিত হইতেছে না। "ব্রহ্মিষ্ঠঃ ব্রহ্মা" এইস্থলে ব্রহ্মশব্দ বেদার্থপর, পরতত্ত্বার্থপর নহে। যিনি পরতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার নৈষ্কর্ম্ম্যই শ্রবণ

সর্ব্বদা তদধ্যয়নমাত্রং যঃ করোতি ন তেন কিঞ্চিদিচ্ছতি স ব্রহ্মিষ্ঠ উচ্যতে প্রত্যয়েনেষ্টেনাতথার্থবোধনাদিতি। ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মত্বেনানুমতিরত্র কর্ম্মস্তুত্যর্থেতি কেচিৎ। নম্বধ্যয়নমাত্রবতঃ কর্ম্মাধিকারো ন তু জ্ঞানবত ইত্যুক্তম্। অজ্ঞানস্য তদসম্ভবাৎ অধ্যয়নস্য চার্থবোধপর্য্যন্তত্বাৎ। তথাচ বেদান্তর্গতোপনিষৎসম্ভূতাত্মজ্ঞানস্যাবর্জ্জনীয়ত্বেন তস্যাঃ পুনস্তদঙ্গত্বমিতি চেদুচ্যতে। ন হি শাব্দজ্ঞানিনো ব্রহ্মবিত্ত্বং কিন্তু তদনুভবিন এব। ন চ মধু মধুরমিতি শাব্দীপ্রতীতিমুপেতস্তন্মাধুর্য্যবিদ্ভবতি। তথা সতি মত্ততাদিতৎকার্য্যোদয়প্রসঙ্গাৎ। ন চৈবমস্তি। অতএব যদ্বেত্থ তেন মোপসীদেতি পৃষ্টেন

কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে ইত্যাদৌ। ব্রহ্মবিদ ইতি। ঈদৃক্ কর্ম্ম যত্র ব্রহ্মবিদৃত্বিক্ ভবতীতি তস্য স্তুতির্ভবতীতি তদসম্ভবাদিতি কর্ম্মাধি-

করা যায়। অতএব বেদকে অবিকৃতশব্দরূপে অবগত হইয়া, যিনি সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করেন, এবং তদ্দ্বারা কিছুই অভিলাষ করেন না, তাঁহাকেই ব্রহ্মিষ্ঠ বলা হয়। ইষ্ঠপ্রত্যয় দ্বারা ব্রহ্মিষ্ঠ শব্দের ঐরূপই অর্থ হয়। তাদৃশ ব্রহ্মবিদ্ব্যক্তিকে ব্রহ্মার পদে বরণের বিধান কেবল কর্ম্মের প্রশংসার নিমিত্তই, কেহ কেহ এইরূপও বলিয়া থাকেন। যিনি কেবল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি কর্ম্মের অধিকারী। উক্ত অধিকার জ্ঞানবানের সম্বন্ধে বলা হয় নাই। কিন্তু অজ্ঞানের অধিকার সম্ভব হয় না। অতএব অর্থবোধপর্য্যন্তই অধ্যয়নের অর্থ করা উচিত হইতেছে। যদি তাহাই হইল, তবে বেদান্তর্গত উপনিষদ হইতে সমুৎপন্ন জ্ঞানের অবর্জ্জনীয়ত্ব প্রযুক্ত পুনর্ব্বার বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্বই আপতিত হইতেছে, এরূপও বলিতে পার না। কারণ, কেবল শাব্দজ্ঞান হইলেই ব্রহ্মজ্ঞ হয় না। যিনি ব্রহ্মকে অনুভব করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ। মধু মধুর, এই শাব্দবোধ হইলেই কোন ব্যক্তি মধুর মাধুর্য্য অবগত হইতে পারে না। যদি হইত, তাহা হইলে, ঐ ব্যক্তির মধুপান না হইলেও মত্ততাদি তৎকার্য্যের ফল উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু ঐরূপ কাহারও হয় না। এই নিমিত্তই দেবর্ষি নারদ, 'তুমি কি

নারদেন ঋগ্বেদাদিস্বাধীতমুক্ত্বা সোঽহং মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিদিতি নির্দ্দিষ্টম্। তথাচ শাব্দজ্ঞানাদন্যৈবোপাসনা। ভক্ত্যনুভবপদবাচ্যা বিদ্যা পুরুষার্থহেতুঃ। উক্তঞ্চ তৈত্তিরীয়কে। বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ইতি। শাব্দজ্ঞানং তু বৈরাগ্যমিব তৎপরিকরভূতম্। তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়েতি স্মৃতেঃ। নন্ু কায়বাঙ্‌মনো-

---

কারাযোগাদিত্যর্থঃ। তৎকার্য্যেতি মধুকার্য্যেত্যর্থঃ। বেদান্তেতি। বেদান্তাদুপনিষদো হেতোর্যদ্‌বিজ্ঞানমুপাসনশব্দিতোঽনুভবস্তেন সুনিশ্চিতোঽর্থো ব্রহ্মলক্ষণো মোক্ষলক্ষণো বা যৈস্তে সন্ন্যাসযোগাৎ পারমহংস্যাশ্রমসম্বন্ধাৎ তদ্ধর্ম্মাদ্ধেতোঃ শুদ্ধসত্ত্বা নির্ম্মলচিত্তাঃ যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ তে সনিষ্ঠাঃ কেচিৎ ব্রহ্মলোকে চতুর্ম্মুখধাম্নি সত্যে নিবসন্তি। অথ পরস্য তল্লোকপতের্ব্রহ্মণোঽন্তকালে বিনাশে সতি তেন সহ পরামৃতাৎ তমসঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বতোভাবেন বিমুচ্যন্তে পরমং ব্যোম প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। পরং প্রধানাদিনিখিলতত্ত্বমূলত্বাৎ শ্রেষ্ঠঞ্চ তদমৃতমবিনাশি চেতি পরামৃতং মূলপ্রকৃতিশব্দিতং তমস্তস্মাদিতার্থঃ। তৎপরিকরভূতং বিদ্যাঙ্গম্। তচ্ছ্রদ্দধানা ইতি শ্রীভাগবতে। তদিতি। বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদ ইত্যাদি পূর্ব্বকথিতং যৎ জ্ঞানৈকরসমদ্বয়ং পরং তত্ত্বং তদিত্যর্থঃ।

জানিয়াছ, তাহা আমাকে বল,’ এইরূপ পৃষ্ট হইয়া, নিজ অধীত ঋগ্বেদাদির পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, আপনাকে মন্ত্রবিৎ বলিয়াই ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মবিৎ বলিলেন না। উপাসনা শাব্দজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভক্তি ও অনুভব প্রভৃতি পদবাচ্য বিদ্যাই পুরুষার্থের হেতু। তৈত্তিরীয়কেও এইরূপই বলিয়াছেন,—‘বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থ, সন্ন্যাসযোগ দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ যতি সকল অন্তে মুক্তিলাভ করেন ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন।’ শাব্দজ্ঞানও বৈরাগ্যের ন্যায় বিদ্যারই পরিকর বটে, কিন্তু উহা বিদ্যা নহে। ‘শ্রদ্ধাসম্পন্ন মুনিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত শ্রুতগৃহীত ভক্তি দ্বারা আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন;’

ব্যাপাররূপা ভক্তিঃ। তত্র মানসস্য ধ্যানস্যানুভবত্বং ভবেৎ। কায়বাগ্‌ব্যাপাররূপস্যার্চ্চনজপাদেস্তত্ত্বং কথমিতি চেদুচ্যতে। হ্লাদিনীসারসমবেতসংবিদ্রূপা ভক্তিঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি শ্রুতেঃ। ইতরথা ভগবদ্বশীকারহেতুরসৌ ন স্যাৎ। তথাভূতায়াস্তস্যা ভক্তকায়াদিবৃত্তিতাদাত্ম্যেনাবির্ভূতায়াঃ ক্রিয়াকারত্বং চিৎসুখমূর্ত্তেঃ কুন্তলাদিপ্রতীকত্ববদবসেয়ম্। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতিন্যায়েনালৌকিকেঽচিন্ত্যেঽর্থে তর্কস্তু নিরাকৃতঃ॥ ১২॥

আত্মনি চিত্তে। আত্মানমদ্বয়তত্ত্বলক্ষণং হরিম্। নন্বিতি। নমু স্মৃত্যনুভবয়োর্ভেদস্তীর্থকারৈরুক্তঃ। সংস্কারজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ। স্মৃতিভিন্নং জ্ঞানমনুভব ইতি। ধ্যানঞ্চ স্মৃতিরেব। তৎ কথং ধ্যানস্যানুভবত্বমিতি চেদুচ্যতে। অনুভবরূপৈব ভক্তিরনুভবিতৃকরণবৃত্তিতাদাত্ম্যেন শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদিরূপেণাভ্যুদেতি। চিৎ-

---

ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যই উক্ত মতের পোষণ করিতেছে। পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন যে,—ভক্তি কায়, বাক্য ও মনের ব্যাপার। তন্মধ্যে মনের ব্যাপার ভক্ত্যঙ্গ ধ্যান অনুভবস্বরূপ হইতে পারে। কিন্তু কায়ব্যাপার অর্চ্চন এবং বাক্যের ব্যাপার জপ, কিরূপে অনুভব বলিয়া গণ্য হইবে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন,—হ্লাদিনীসারসমবেতসংবিদের নামই ভক্তি। শ্রুতিতেও ভক্তিকে সচ্চিদানন্দস্বরূপই বলিয়াছেন। ভক্তিকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ না বলিলে, তদ্দ্বারা ভগবদ্‌বশীকার সম্ভব হয় না। কিন্তু ভক্তি বস্তুত সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও ভক্তের শরীরাদির সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া আবির্ভূত হয়েন এবং যথোচিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। জ্ঞানানন্দবিগ্রহের কুন্তলাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গভূত দৈহিক স্বরূপের ন্যায় ভক্তিরও কার্য্যকারকত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভক্তি স্বরূপত সচ্চিদানন্দাত্মক ও অপ্রাকৃত কায়াদিব্যাপার হইলেও উহা বদ্ধাবস্থায় জীবের জড়দেহে আবির্ভূত হইয়া তদেকাত্মভাবে অর্চ্চনজপাদিরূপে পরিদৃষ্ট হয়। উহা জড়ীয় কর্ম্মের ন্যায় কৃতিসাধ্য না হওয়াতেই উহার সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বেরও হানি হইতেছে না। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ," এই ন্যায় অনুসারে অলৌকিক

নিয়মাচ্চেতি প্রত্যাহ।

নাবিশেষাৎ ॥ ১৩ ॥

যাবজ্জীবং বিদুষঃ কর্ম্মানুষ্ঠানং তয়া শ্রুত্যা নিয়ন্তুমশক্যম্। কুতঃ অবিশেষাৎ। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুরিতি তৈত্তিরীয়কশ্রুত্যপেক্ষয়া তস্যাঃ প্রামাণ্যে বিশেষাভাবাৎ। আশ্রমভেদেন তু শ্রুতিদ্বয়ং ব্যবতিষ্ঠতে ॥ ১৩ ॥

সুখমূর্ত্তের্নখরচিকুরাদ্যঙ্গত্ববৎ ইতি শ্রুতিবলাদেব স্বীক্রিয়তে তস্যা অচিন্ত্যবস্তুত্বাদিতি ॥ ১২ ॥

নেতি। ন কর্ম্মণেতি। কর্ম্মণা শ্রৌতস্মার্ত্তেন প্রজয়া পুত্রাদিনা ধনেন দৈবেন মানুষ্যেণ চ বিত্তেন ত্যাগেন কর্ম্মাদিসর্ব্বপরিহারেণ সন্ন্যাসেন নৈরপেক্ষ্যেণ চ আনশুরানশিরে প্রাপুরিত্যর্থঃ। একে কেচিন্মহত্তমাঃ। তস্যা ইতি। কুর্ব্বন্নেবেতীশাবাস্যোপনিষদ্গতশ্রুতেঃ প্রামাণ্যে আধিক্যবিরহাদিত্যর্থঃ। আশ্রমভেদেনেতি। গৃহিবিদুষাং যজ্ঞাদিকর্ম্মাচারঃ সার্ব্বদিকঃ ন্যাসিনাং নিরপেক্ষাণাং চ স হেয় ইতি শাস্ত্রদ্বয়ব্যবস্থেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

অচিন্ত্য বিষয়ে তর্ক একান্ত পরিত্যজ্য। অতএব অলৌকিক অচিন্ত্য ভগবদ্ভক্তিতত্ত্বে তর্কের যোজনাই অকর্ত্তব্য। এইরূপে ভক্তির তাদৃশত্বে উপস্থিত কূট তর্ক নিরাকৃত হইল ॥ ১২ ॥

যাবজ্জীবন কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ;—

যেরূপ যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষেও শ্রুতি দেখা যায়, তদ্রূপ কর্ম্মের ত্যাগ সম্বন্ধেও শ্রুতি দেখা যায়, অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠানই বিহিত বলিয়া বিচার করা সঙ্গত হয় না। 'কর্ম্ম, ধন, প্রজা ও ত্যাগ দ্বারাও অমৃতত্ব লাভ করা যায় না,' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির প্রামাণ্যের বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না। আশ্রমভেদে উভয় শ্রুতিরই বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

এবং চোদ্যং পরিহৃত্য তদ্বাক্যার্থমাহ।

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥ ১৪ ॥

বেত্যবধারণে। বিদ্যাস্তুত্যর্থমিয়ং যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানানুমতিঃ ঈশা বাস্যমিতি তৎপ্রকরণাৎ। ঈদৃশী খলু বিদ্যা যন্মহিম্না সর্ব্বদা কুর্ব্বন্নপি কর্ম্ম ন তেন বিদ্বান্ বিলিপ্যতে ইতি সা স্তূয়তে। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তীতিবাক্যশেষোঽপি তথাহ। তথাচ কর্ম্মাঙ্গা বিদ্যেতি নিরস্তম্ ॥১৪॥

এবং বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যমভিধায়েদানীং মহিমাতিশয়াদপি তদুচ্যতে। এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ানিতি বাজসনেয়কে শ্রূয়তে। তত্র বিদ্যাবিশিষ্টানাং

স্তুতয়ে ইতি। এবং ত্বয়ীত্যস্য সিদ্ধান্তার্থোঽয়ম্। এবং কর্ম্ম কুর্ব্বতি ত্বয়ি ইতোঽকর্ম্মলিপ্তত্বাদন্যথাতল্লিপ্তত্বং নাস্তীতি ॥ ১৪ ॥

কর্ম্মনিরপেক্ষৈব বিদ্যা ফলপ্রদেতি প্রাগুক্তম্। তন্ন যুক্তম্। বিদ্যাবদ্ভিঃ কর্ম্মসু ত্যক্তেষু তত্ত্যাগজৈঃ প্রত্যবায়ৈর্বিদ্যাবিম্লানিপ্রসঙ্গাৎ পুনঃ প্রত্যবায়প্রহাণায় কর্ম্মণামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাচ্চ। তস্মাৎ কর্ম্মসমুচ্চিতৈব সা ফলদেত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। এবং বিদ্যেত্যাদি। এষ ইতি। নিত্যোঽবাধিতঃ মহিমা প্রভাবঃ ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিরতস্য বিদুষঃ যস্মাৎ কর্ম্মণানুষ্ঠিতেন ন বর্দ্ধতে

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বাদের পরিহার পূর্ব্বক উক্ত শ্রুতির বাক্যার্থ প্রদর্শন করিতেছেন ;—

যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল বিদ্যার স্তুতিমাত্র। ঈশাবাস্য-শ্রুতিপ্রকরণ হইতেই ঐরূপ সঙ্গতি করা যায়। বিদ্যার মহিমাই এইরূপ যে, যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও ঐ কর্ম্ম বিদ্বান ব্যক্তিকে লিপ্ত করিতে পারে না। বাক্যশেষেও ঐরূপই বোধিত হইয়াছে। অতএব বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব নিরস্ত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

এইরূপে বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করিয়া উহার মহিমাতিশয় হইতেও উহার স্বাতন্ত্র্য বলিতেছেন। বাজসনেয়কে বলিয়াছেন যে, কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণের

যথেষ্টাচারঃ স্যান্ন বেতি সংশয়ে যথেষ্টাচারে বিহিতত্যাগেন প্রত্যবায়সম্ভবাৎ ন স্যাদিতি প্রাপ্তে—

কামকারেণ চৈকে ॥ ১৫ ॥

কামকারেণ লোকানুগ্রহফলেন স্বেচ্ছাপূর্ব্বককর্ম্মানুষ্ঠানেন জায়মানয়োর্গুণদোষয়োঃ সম্বন্ধো ব্রহ্মবিদি ন স্যাদিত্যেতদর্থিকামেষ নিত্যো মহিমেত্যাদিশ্রুতিমেকে শাখিনো যৎ পঠন্ত্যতঃ কামচারেঽপি প্রত্যবায়াস্পর্শাৎ স স্যাদিতি। ব্রাহ্মণো ব্রহ্মানুভবী। অত্র বিহিতে কর্ম্মণ্যনুষ্ঠিতে ন গুণসম্বন্ধস্ত্যক্তে চ তস্মিন্ ন দোষসম্বন্ধোঽপি। পুষ্করপত্রে বারিবিন্দোরিব তত্র কর্ম্মণোঽশ্লেষাৎ প্রদীপ্তবহ্নৌ তৃণমুষ্টেরিব দোষস্য ভস্মীভাবাচ্চ। অতঃ পুরুপ্রভাবা সেতি ॥ ১৫ ॥

নাধিকো ভবতি। অকৃতেন তেন নো কনীয়ান্ অশ্লিষ্টো ন ভবতি। কিন্তু বিদ্যয়া সর্ব্বদৈকরসো দীপ্যত ইত্যর্থঃ।

কামকারেণেতি। স স্যাদিতি। স যথেষ্টাচারঃ ॥ ১৫ ॥

মহিমার হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই হয় না। ঐস্থলে বিদ্বানের যথেচ্ছাচার ঘটিতেছে কি না, এইরূপ সংশয় উত্থিত হইতেছে। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যথেচ্ছাচার দ্বারা বিহিতের ত্যাগে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা, অতএব যথেচ্ছাচার হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

'জ্ঞানী ব্যক্তির দোষবুদ্ধিতে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি এবং গুণবুদ্ধিতে তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। তিনি কেবল লোকসংগ্রহেচ্ছায় বালকের ন্যায় যথেচ্ছ কর্ম্ম করিয়া থাকেন।' এইরূপ স্মৃতিবাক্য হইতে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক লোকানুগ্রহফলক কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী জ্ঞানী ব্যক্তির তাদৃশ কর্ম্ম দ্বারা জায়মান গুণদোষের সহিত কোনই সম্বন্ধ হয় না, ইহাই বোধিত হইতেছে। শ্রুতিতে ব্রাহ্মণের মহিমা ঐরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব গুণদোষবুদ্ধির অতীত জ্ঞানী ব্যক্তির কামাচারেও প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। পদ্মপত্রে যেরূপ জলবিন্দু সংশ্লিষ্ট হয় না, জ্ঞানী ব্যক্তিরও তদ্রূপ বিহিতের অনুষ্ঠানে গুণসম্বন্ধ এবং তদননুষ্ঠানেও

এতমর্থং স্ফুটয়তি।

উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ১৬ ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরিত্যাদ্যা শ্রুতির্যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুনেতি জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথেতি স্মৃতিশ্চ বিদ্যয়া সর্ব্বকর্ম্মবিনাশং দর্শয়তি। তস্মাচ্চ তথা। অত্র সামিভুক্তস্য প্রারব্ধস্যাপি তয়া বিনাশে জাতে তদুত্তরকালিকবিহিতত্যাগো দোষো ন স্যাদিতি ন চিত্রম্। ননু দেহারম্ভকস্য কর্ম্মণো ভোগং বিনা বিনাশো নাঙ্গীকৃত ইতি চেদত্রোচ্যতে। যদ্যপি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নির্দ্দগ্ধুং বিদ্যা সমর্থা তথাপি তৎসম্প্রদায়প্রচারার্থায়েশ্বরে-

উপমর্দ্দঞ্চেতি। ভিদ্যতে ইত্যাদি। সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যত্র সঞ্চিতান্যেবানারব্ধকার্য্যাণীতি বোধ্যং সামিভুক্তস্যেত্যাদিভাষ্যাৎ। ক্রিয়মাণানাস্ত্বশ্লেষ এব। তদ্যথেহ পুষ্করপলাশ ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতঃ উক্তং পুষ্করপত্রে বারিবিন্দোরিবেত্যাদি। সামিভুক্তস্যেত্যর্দ্ধভুক্তস্যেত্যর্থঃ। নন্বিতি। নাঙ্গীকৃতঃ শাস্ত্রার্থনির্ণেতৃভিঃ।

দোষসম্বন্ধ হয় না। প্রদীপ্ত অগ্নিতে তৃণমুষ্টির ন্যায় জ্ঞানীর সকল দোষই ভস্মীভূত হইয়া যায়। অতএব জ্ঞানীর জ্ঞানের মহিমাতিশয় উক্ত হয় ॥ ১৫ ॥

উক্ত বিষয়টি আবার পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতেছেন ;—

'বিদ্বানের হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়,' ইত্যাদি শ্রুতি, এবং 'জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্মই ভস্মীভূত করে', ইত্যাদি স্মৃতি, জ্ঞানী ব্যক্তির বিদ্যা দ্বারা কি সঞ্চিত কি প্রারব্ধ সকল কর্ম্মের বিনাশ প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব বিদ্যার আতিশয্য। এই স্থলে যখন অর্দ্ধভুক্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন তদুত্তরকালীন বিহিত কর্ম্মের ত্যাগে দোষের অভাব বিচিত্র নহে। ভোগ ব্যতিরেকে দেহারম্ভক কর্ম্মের বিনাশ স্বীকৃত হয় না, অতএব কিরূপে তাহার বিনাশ বলা হইবে, এরূপও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, বিদ্যা দ্বারা দগ্ধ হইতে পারে না, এমন কিছুই নাই। তবে যে কোথাও ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধের নাশ অস্বীকৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ। বিদ্যার সর্ব্ব-

চ্ছয়ৈব দেহারম্ভকং কর্ম্ম ন নির্দ্দহতি। তচ্চ দগ্ধপটাদিবৎ বিদ্বাংসমনুবর্ত্তত ইতি প্রারব্ধস্য ভোগনাশ্যত্ববাক্যোপপত্তিঃ। বক্ষ্যতি চৈবম্। অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেরিতি॥১৬॥

ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি॥ ১৭॥

পরিনিষ্ঠিতবিশেষেষ্বেবোর্দ্ধরেতঃসু যতিষু মহাবিদ্যেষু যস্মাৎ যথেচ্ছং কর্ম্মাচারঃ শব্দে প্রতীয়তে অতঃ স্বতন্ত্রা বিদ্যেত্যঙ্গীকার্য্যম্। শব্দঃ খলু বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যঞ্চ

ন নির্দ্দহতি কিন্তু দহতীত্যর্থঃ। অনারব্ধকার্য্যে ইতি। পূর্ব্বসঞ্চিতে পাপ-পুণ্যে অনারব্ধকার্য্যে এব বিদ্যয়া বিনশ্যতো ন ত্বারব্ধকার্য্যে চেত্যর্থো ব্যাখ্যাস্যতে॥ ১৬॥

ঊর্দ্ধরেতঃস্বিতি। যতিষ্বিতি। তেষ্ববগতা বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গমিতি ন শক্যং বক্তুং তেষামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাভাবাৎ। তথাচায়ং প্রয়োগঃ। বিদ্যাকর্ম্মণী নাঙ্গাঙ্গীভূতে মিথো ব্যভিচারাৎ ঋতুগমননৈষ্ঠিকব্রতবদিতি। তস্মাদিত্যস্যার্থঃ। যতঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ পরমাত্মানং বিদিত্বা পুত্রৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি তস্মাদধুনাতনোঽপি ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং শ্রবণং নির্ব্বিদ্য প্রাপ্য বাল্যেন

কর্ম্মের দহনে সামর্থ্য থাকিলেও বিদ্বান ব্যক্তি, সম্প্রদায় প্রচারের নিমিত্ত ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া কখন কখন প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ না করিয়াই উহা ভোগ করিতে থাকেন। ফলত তদ্দৃষ্টেই কোথাও কোথাও ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধের নাশ অস্বীকার করিয়াছেন। প্রারব্ধ, দগ্ধ পটাদির ন্যায় বিদ্বান ব্যক্তির অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রারব্ধের ভোগবিনাশ্যত্বপ্রতিপাদক বাক্য সকলের এইরূপই সঙ্গতি করিতে হয়। এই বিষয় "বক্ষ্যতি চৈবম্" ইত্যাদি সূত্রে পরে বিশদরূপেই বুঝাইয়া দিবেন॥ ১৬॥

পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ঊর্দ্ধরেতা যতি সকলের বিদ্যোৎপত্তিতে যথেচ্ছাচারের কথা শাস্ত্রে উক্ত আছে। অতএব বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য অঙ্গীকার্য্যই হইতেছে। "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যা-

পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশ ইতি। নির্ব্বিদ্য লব্ধ্বা। সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাৎ বিদ্বাংস্তথা-সক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহমিত্যাদি তু প্রতিষ্ঠিতপরিনিষ্ঠিত-

---

মননেন শুদ্ধাশয়ঃ স্থাতুমিচ্ছেৎ। অধ্যয়নজাতাপাতব্রহ্মধীঃ পণ্ডা তদ্বান্ পণ্ডিত-স্তস্য কৃত্যং শ্রবণং পাণ্ডিত্যমুচ্যতে। বাল্যং জ্ঞানবলং তচ্চ মননমেব চ তদুভয়ং নির্ব্বিদ্যাথ মুনির্ধ্যানপরঃ স্যাৎ। অমৌনং শ্রবণমননং মৌনঞ্চ ধ্যানং নির্ব্বিদ্যাথৈত-ত্রয়সম্পত্ত্যনন্তরং ব্রাহ্মণো লব্ধব্রহ্মানুভবঃ কেন কর্ম্মণা স্যাদ্বর্ত্তেতেতি প্রশ্নঃ। যেন কর্ম্মণা স্যাৎ তেনেদৃশ ইতি তস্যোত্তরম্। ত্যক্তবিহিতকর্ম্মাপ্যনুষ্ঠিত-নিখিলাশ্রমধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণেন তুল্যঃ স্যাদিত্যর্থঃ। বিদ্যাপ্রভাবাৎ প্রত্যবায়ে-নাস্পৃষ্টোঽতিপবিত্রো ব্রহ্মানুভবন্ বিভায়াদিতি যাবৎ। যদ্যেবং তর্হি ব্রহ্মজ্ঞ-স্যাপ্যজ্ঞবৎ সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানাতিদেশবাক্যং কথং সঙ্গচ্ছেতেতি চেৎ তত্রাহ।

সম্পন্ন হইলে, যথেচ্ছ আচার করিতে পারেন,' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকের বাক্যই উহার পোষক প্রমাণ। ঐ পরিনিষ্ঠিতদিগের সম্বন্ধে কোথাও কোথাও বিহিতানু-ষ্ঠানেরও কর্ত্তব্যতা দৃষ্ট হয়। ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন, 'বিদ্বান ব্যক্তি লোক-সংগ্রহার্থ অসক্ত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন।' অতএব এস্থলে এইরূপ সঙ্গতি করিতে হইবে যে, কি যতি কি গৃহী বিদ্বানের কামচারে দোষস্পর্শ হয় না। তবে যাঁহারা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গৃহী, তাঁহারা লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ঈশ্বরেচ্ছানু-সারে বিহিতের অনুষ্ঠান করিবেন। গীতার উক্তিও এই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন গৃহীর বিষয়েই বুঝিতে হইবে। বস্তুত যতিদিগের কামচারের ত কথাই নাই। তাঁহারা সমাজভুক্ত নহেন; সুতরাং তাঁহাদিগের কামচারে কোনই দোষ ঘটিতে পারে না। আর যাঁহারা গৃহী, তাঁহারাও যে কিছু কার্য্য করেন, তাহা অনাসক্ত ভাবেই করেন, বলিয়াই তাঁহাদিগের তাদৃশ আচারে কোনই দোষ হইতে পারে না। তবে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত গৃহী, অন্যে যাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিহিত কর্ম্মই বিধেয় হইয়াছে। ঐ বিধেয়ের অনুষ্ঠানও তাঁহাদিগকে লিপ্ত করিতে পারে না; কারণ, তাঁহারাও

গৃহিবিষয়ম্। তথাচ কামচারেঽপি প্রত্যবায়াস্পর্শো বিদ্যা-মহিমেতি ॥ ১৭ ॥

অস্যাঃ শ্রুতের্জৈমিনিমতেনার্থান্তরং দর্শয়তি।

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥ ১৮ ॥

নিয়মাৎ বিহিতকর্ম্মণামেব স্বেচ্ছয়া করণং কামচার ইত্যেব শ্রুত্যর্থঃ। হি যতঃ শ্রুতিরেব বিদুষঃ কর্ম্মপরামর্শং করোতি কর্ম্মত্যাগমপবদতি চ তস্মাদচোদনা বিদ্বান্ কর্ম্মাণি ত্যজেদিতি বিধ্যভাব ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। কুর্ব্ব-

সক্তা ইতি শ্রীগীতাসু। আদিনা নাচরেদ্‌যস্তু সিদ্ধোঽপি লৌকিকং ধর্ম্মমগ্রতঃ। উপপ্লবাচ্চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি নারদ। বিবেকজ্ঞৈরতঃ সর্ব্বৈর্লোকাচারো যথাস্থিতঃ আদেহপাতাদ্‌যত্নেন রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নত ইতি বাক্যং গ্রাহ্যম্ ॥ ১৭ ॥

অস্যাঃ শ্রুতেরিত্যাদিকং স্ফুটার্থম্।

পরামর্শমিতি। এতদুক্তং ভবতি। ইজ্যস্য বিষ্ণোঃ স্বস্য চ যজমানস্য স্বরূপসম্বন্ধৌ বেদেন বিজ্ঞায় মুমুক্ষুর্জীবংস্তেন বিহিতানি কর্ম্মাণি বিধিতন্ত্রঃ সন্ করোতি বিমুক্তয়ে। তৈর্বিশুদ্ধো লব্ধব্রহ্মানুভবোঽপি যাবদায়ুস্তানি ন ত্যজতীতি কর্ম্মঠস্য জৈমিনেঃ সিদ্ধান্তঃ। তমনুসৃত্য বাক্যার্থং যোজয়তি। লব্ধপাণ্ডিত্যাদির্ব্রাহ্মণো বিধিনানুষ্ঠিতৈঃ কর্ম্মভির্বিশুদ্ধো জাতব্রহ্মরতিরপি তানি সর্ব্বাণি স্বেচ্ছয়ানুতিষ্ঠতি ব্রহ্মোপলম্ভকত্বেন তেষু রুচিনির্ভরাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশ ইতি সামান্যেন কর্ম্মানুষ্ঠানাভ্যনুজ্ঞত্বাৎ। ন তু কিঞ্চিৎ করোতি

আসক্তিশূন্য, অতএব তাঁহারাও নির্দ্দোষই হইতেছেন। এইরূপে জ্ঞানীর কামা-চারেও দোষস্পর্শ হইতেছে না। এই প্রত্যবায়াস্পর্শই বিদ্যার মহিমা ॥ ১৭ ॥

জৈমিনির মতানুসারে ঐ শ্রুতির অর্থান্তর প্রদর্শন করিতেছেন ;—

জৈমিনি বলেন, নিয়ম প্রযুক্ত স্বেচ্ছানুসারে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই কামচার। শ্রুত্যুক্ত কামচার শব্দের অর্থ উহাই। কারণ, শ্রুতি স্বয়ংই জ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান এবং উহার অননুষ্ঠানের নিন্দা করিয়াছেন। অতএব 'বিদ্বান ব্যক্তি কর্ম্ম-ত্যাগ করিবেন;' এইটি বিধিবাক্য নহে। "কুর্ব্বন্নেবেহ

ম্মেবেহ কর্ম্মাণীত্যাদিশ্রুত্যা বিদুষাং কর্ম্মবিধানাৎ বীরহা বা ইত্যাদিশ্রুত্যা কর্ম্মত্যাগাপবাদাচ্চ তত্ত্যাগে বিধির্ন সম্ভবেৎ যুগপৎ বিধানত্যাগয়োর্বিরোধাৎ। ন চ ত্যাজকবাক্যানাং নির্বিষয়তা তেষাং পঙ্গ্বাদ্যশক্তবিষয়ত্বেনোপপত্তেঃ। তথাচ বিদুষাং শ্রৌতস্মার্ত্তানি কর্ম্মাণ্যঙ্গীকৃত্যৈব তত্র কেন স্যা-দিত্যাদি কামচারো ন ত্বন্যথেতি জৈমিনির্মন্যতে ইতি॥১৮॥

এবং তস্য বাক্যস্য জৈমিনিমতানুসারেণ সদাচারবিধিত্ব-মুক্ত্বাথ স্বমতে যথেচ্ছকরণানুজ্ঞাং তাবৎ তদর্থং দর্শয়তি।

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ॥ ১৯॥

অনুষ্ঠেয়মেব কর্ম্ম যথেচ্ছং কিঞ্চিচ্চরণীয়ং কিঞ্চিচ্চ নেতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ সাম্যশ্রুতেঃ। কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশ ইতি শ্রুত্যা কেনাপি প্রকারেণ বৃত্তা-

কিঞ্চিৎ ত্যজতীতি শক্যং বক্তুং কুর্ব্বন্নিতি বাক্যব্যাকোপাৎ বীরহেত্যাদিনা ত্যাগে দোষোক্তেশ্চেতি। ন ত্বন্যথেতি। স্বেচ্ছয়া কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কুর্য্যাৎ কিঞ্চিৎ তু নেত্যেবং প্রকারো নেত্যর্থঃ॥ ১৮॥

এবমিতি। তস্য তস্মাদ্ব্রাহ্মণ ইত্যাদিকস্য।

কর্ম্মাণি" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্বানের কর্ম্মের বিধান হইয়াছে, এবং "বীরহা বা" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহারই কর্ম্মত্যাগ নিন্দিত হইয়াছে, অতএব তাঁহার কর্ম্ম-ত্যাগে বিধি সম্ভব হয় না। এককালে বিধান ও ত্যাগ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ত্যাগবোধক বাক্য সকলও নির্বিষয় হইতেছে না। কারণ, অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি কর্ম্মে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ উপপন্নই হইতেছে। বিদ্বান ব্যক্তির শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম অঙ্গীকার পূর্ব্বক ঐ স্থলে যে কামকার শব্দ ব্যবহৃত হই-য়াছে, তাহা ত্যাগার্থে সঙ্গতই হইতে পারে না, জৈমিনি এইরূপ বিচার করেন॥১৮॥

এইরূপে জৈমিনির মতানুসারে উক্ত বাক্যের সদাচারবিধিত্ব বলিয়া পশ্চে স্বমতে যথেচ্ছাকরণে অনুজ্ঞাই ঐ বাক্যের অর্থ, ইহাই বলিতেছেন ;—

বপি জ্ঞানিনঃ সাম্যশ্রবণাদিত্যর্থঃ। জৈমিনিমতেন সর্ব্বচরণপক্ষে সাম্যোক্তিরনুবাদমাত্রং স্যাৎ বিহিতকর্ম্মণাং সর্ব্বেষাং চরণে সাম্যসম্ভবাৎ। কেষাঞ্চিৎ পরিত্যাগেঽপি সাম্যোক্তিরসম্ভবনিবৃত্ত্যর্থত্বাদুপপদ্যত ইতি। কর্ম্মপরামর্শস্য স্বনিষ্ঠবিষয়ত্বাদবিজ্ঞমাদায় বীরঘাতশ্রুত্যুপপত্তেশ্চ চোদ্যং পরিহৃতম্। ন চ ত্যাগশ্রুতেরশক্তবিষয়তা তদ্বোধকপদাভাবাৎ ন কর্ম্মণা ন প্রজয়েত্যাদৌ মুক্ত্যসাধনতয়া তত্ত্যাগাবগমাচ্চ ॥ ১৯ ॥

অনুষ্ঠেয়মিতি। সাম্যশ্রবণাদিতি। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽপি ব্রহ্মনিরতস্য সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্রা ব্রাহ্মণেন সহ তৌল্যোক্তেরিত্যর্থঃ। অসম্ভবেতি। সাম্যাসম্ভবনিরাসকত্বাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মপরামর্শস্য কুর্ব্বন্নেবেহেতিশ্রুতিবিদিতস্য। অবিজ্ঞমাদায়েতি। বীরঘাতশ্রুতেরজ্ঞানাদগ্ন্যুদ্বাসনোদ্যতাহিতাগ্নিদ্বিজবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ। ন চেতি। অশক্তবিষয়তা পঙ্গ্বাদ্যুপদেশ্যকতা ॥ ১৯ ॥

অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মই বিদ্বান ব্যক্তি যথেচ্ছ আচরণ করিবেন, ইহাই বাদরায়ণের অভিপ্রেত। যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, বিদ্বান ব্যক্তি তাহারই মধ্যে যাহা ইচ্ছা করিবেন, যাহা ইচ্ছা করিবেন না; ইহাই উক্ত কামকারের তাৎপর্য্য। কারণ, "কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে কোন প্রকারেই বৃত্তি হউক, জ্ঞানীর সাম্য শ্রুত হইয়া থাকে। জৈমিনির মতে সর্ব্বাচরণ পক্ষে সাম্যোক্তি অনুবাদমাত্রই হইতেছে। কারণ, বিহিত কর্ম্মের আচরণে সকলেরই সাম্য সম্ভব হইতেছে। কিন্তু কিছুকিছুর পরিত্যাগ স্বীকারে অসম্ভাবনা নিবৃত্ত্যর্থত্ব প্রযুক্ত সাম্যোক্তি উপপন্ন হইতেছে। কর্ম্মপরামর্শ স্বনিষ্ঠবিষয়ক এবং বীরঘাতশ্রুতিও অবিজ্ঞ পক্ষেই উপপন্ন হইতেছে, অতএব বিধিপক্ষ পরিহৃতই হইল। উক্ত ত্যাগশ্রুতিকে অশক্তবিষয়িণীও বলা যায় না। কারণ, উহা অশক্তের পক্ষে বোধ করায়, এরূপ বাক্যই বেদে দেখা যায় না। আরও "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া," ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মাদি যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, উহারা মুক্তির অসাধক বলিয়া, উহাদের ত্যাগই বোধিত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

বিধির্বা ধারণবৎ ॥ ২০ ॥

কেন স্যাদিত্যাদিকো বিধির্বা জ্ঞানিবিষয়ঃ ধারণবৎ। যথা বেদধারণং ত্রৈবর্ণিকানাং বিধীয়তে এবং কেন স্যাদিতি যথেচ্ছং কর্ম্মাচরণং জ্ঞানিনামেব পরিনিষ্ঠিতানাং বিধীয়তে নান্যেষামিত্যর্থঃ। শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়াচরেৎ। অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

উক্তমাক্ষিপ্য সমাদধাতি।

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ২১ ॥

জ্ঞানিনঃ স্তুতিমাত্রমেবৈতৎ ন তু বিধিঃ। যথা প্রীতিপাত্রং কঞ্চিৎ প্রত্যুচ্যতে যথেষ্টং কুর্ব্বিতি তেন তস্য স্তুতিরেব

বিধির্বেতি। ত্রৈবর্ণিকানামিতি। অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত তমধ্যাপয়েদিত্যাদিশ্রুত্যা তেষাং বেদাধ্যয়নং যথা বিধীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ। শৌচমিতি শ্রীভাগবতে। ব্রহ্মানুভবোত্তরং তেষাং কর্ম্মানুষ্ঠানং লীলারূপমিত্যর্থঃ। ন তু চোদনয়েতি। কিন্তু লোকসংজিঘৃক্ষয়ৈবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

স্তুতিমাত্রমিতি। জ্ঞানী যথেচ্ছং কর্ম্ম কুর্য্যাদিতি প্রশংসৈবেয়ং ন তু বিধিঃ। তস্যাপি কুর্ব্বন্নেবেহেতি নিয়মেন কর্ম্মবিধানাদিতি চেন্ন। যথেচ্ছকর্ম্মাচারস্য বাক্যান্তরেণাপ্রাপ্তেরপূর্ব্ববিধিত্বাৎ। বিধিস্ত্রিবিধঃ অপূর্ব্ববিধির্নিয়মবিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিশ্চেতি। তদুক্তম্—বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়ত ইতি। মানান্তরেণাত্যন্তাপ্রাপ্তস্য

ত্রৈবর্ণিকের যেরূপ বেদধারণের বিধি দেখা যায়; তদ্রূপ "কেন স্যাৎ" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত বিধি পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানীদিগের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। উহা অন্যের পক্ষে, অর্থাৎ অশক্তের পক্ষে নহে। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, 'জ্ঞানী ব্যক্তি শৌচ, আচমন, ও স্নান প্রভৃতি কর্ম্ম সকল বিধির অনুগত হইয়া আচরণ করেন না। তাঁহার ঐ সকল কর্ম্ম ঈশ্বরের ন্যায় লীলা অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বকই হইয়া থাকে' ॥ ২০ ॥

পুনর্ব্বার আক্ষেপ করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন ;—

স্যাৎ ন তু যথেষ্টকৃতিবিধানং তথৈতদপি জ্ঞানিনোঽপি কর্ম্মবিধিস্বীকারাদিতি চেন্ন। কুতঃ অপূর্ব্বত্বাৎ। ব্রহ্মানুভবিনি যথেষ্টং কর্ম্মাচারস্য অপূর্ব্ববিধিত্বাৎ ন স্তুতিমাত্রং তদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ভাবশব্দাচ্চ ॥ ২২ ॥

মুণ্ডকে প্রাণো হ্যেষ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ ইতি ভাববাচকশব্দোপেতাৎ বাক্যাদিত্যর্থঃ।

বিধিরপূর্ব্ববিধিঃ। যথাহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত ইতি জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকাম ইতি চ। অত্র সন্ধ্যাদেঃ শাস্ত্রতো রাগতঃ ন্যায়তো বা কচিদপ্যপ্রাপ্তেঃ। জ্যোতিষ্টোমযাজকস্য স্বর্গার্থত্বমনেনৈব বিধিনা জ্ঞাতং ন মানান্তরেণ। পক্ষে অপ্রাপ্তস্য বিধির্নিয়মবিধিঃ। যথা ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ ইতি ব্রীহীনবহন্তীতি চ। ইহ বিধেয়স্য ভার্য্যাভিগমনস্য রাগতঃ প্রাপ্তাবপি রাগাভাবাৎ পক্ষতোঽপ্রাপ্তে নিয়মবিধিঃ। এবং বিতুষীভাবস্য নখবিদলনেনাপি সিদ্ধেঃ পক্ষেঽপ্রাপ্তোঽপঘাতোঽনেন বিধীয়তে। অপ্রাপ্তাংশপূরণাত্মকো নিয়মোঽত্র বাক্যার্থঃ। বিধেয়তৎপ্রতিপক্ষয়োরুভয়োঃ সহ প্রাপ্তাবন্যনিবৃত্তিপরো বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ। যথা পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ইতি। ন চেদং ভক্ষণপরং তস্য রাগতঃ প্রাপ্তেঃ। ন চ নিয়মপরং পঞ্চনখাপঞ্চনখভক্ষণস্য যুগপৎ পাপ্তেঃ পক্ষপ্রাপ্ত্যভাবাৎ। কিন্তপঞ্চনখভক্ষণনিবৃত্তিপরমেবেতি ভবতি পরিসংখ্যাবিধিরিতি ॥ ২১ ॥

উক্ত বাক্য জ্ঞানীদিগের স্তুতিমাত্র, বিধি নহে। যেরূপ প্রীতিপাত্রকে 'যাহা ইচ্ছা তাহাই কর,' এইরূপ বলিলে, তাহার স্তুতিমাত্রই করা হয়, কিন্তু যথেচ্ছাচারে অনুজ্ঞা করা হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মবিধিস্বীকার হেতু উক্ত কামচারোক্তি দ্বারা জ্ঞানীর পক্ষে স্তুতিমাত্রই প্রকাশ করা হয়, বিধান করা হয় না, এরূপও বলা যায় না; কারণ, ব্রহ্মানুভবী জ্ঞানীর পক্ষে উক্ত কামচার অপূর্ব্ববিধি; স্তুতিমাত্র নহে ॥ ২১ ॥

ভাবো রতিঃ প্রেমা চেতি পর্য্যায়শব্দাঃ। অয়ং ভাবঃ। ব্রহ্মরতস্য পরিনিষ্ঠিতস্য তৎসময়ালাভাৎ লোকসংগ্রহায়ৈব কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি স্বতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা ॥ ২২ ॥

অথ প্রকারান্তরেণাশঙ্ক্য সমাধত্তে।

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

বৃহদারণ্যকাদিষ্বথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চেতি। ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগামেতি জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আসেতি চৈবমাদিভিরুপাখ্যানৈঃ শ্রুতিভির্ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপ্যতে। তাশ্চ পারিপ্লবার্থা

ভাবশব্দাদিতি। প্রাণো হীতি। প্রাণো হরিঃ সর্ব্বভূতৈঃ সহ বিভাতি। সর্ব্বাধিষ্ঠানঃ স ইত্যর্থঃ। এবং বিজানন্ বিদ্বান্নাতিবাদী ভূতোদ্বেজকো ন ভবেদিতি পরনিন্দাবিদ্বেষয়োরভাবেন সমাদিমানিত্যর্থঃ। আত্মক্রীড়স্তৎপরিকরৈঃ সহ তৎক্রীড়াসাধকঃ। আত্মরতিস্তদ্‌গুণনিমগ্নমনাঃ। ক্রিয়াবান্ গৌণকালে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ॥ ২২ ॥

অথেত্যাদিকং বিস্ফুটার্থম্।

পারিপ্লবার্থা ইতি। তাশ্চেতি। অত্রাপি পূর্ব্বেব সঙ্গতির্বোধ্যা। স্বপ্রভাবেন নিখিলপ্রত্যবায়বিনাশিত্বাৎ স্বতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যেতি পূর্ব্বমুক্তম্। তন্ন যুজ্যতে।

মুণ্ডকোপনিষদে "প্রাণো হ্যেষ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী, আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্," ইত্যাদি বাক্যে ভাববাচক রতি প্রভৃতি শব্দ সকল দেখা যায়। ভাব, রতি, প্রেম প্রভৃতি শব্দ সকল একপর্য্যায়। তাৎপর্য্য এই যে,—ব্রহ্মরত পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানীদিগের যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের অবসরের অভাব প্রযুক্ত লোকসংগ্রহের জন্য কিঞ্চিৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানই উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা স্বতন্ত্রই ॥ ২২ ॥

অনন্তর প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিয়া উহার সমাধান করিতেছেন;—

উত ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপত্ত্যর্থা ইতি বীক্ষায়াং পারিপ্লবার্থা ইতি বিজ্ঞায়তে সর্ব্বাণ্যাখ্যানানি পারিপ্লবে শংসন্তীতি শ্রবণাৎ। শংসনে চ শব্দমাত্রস্য প্রাধান্যেনার্থজ্ঞানস্য অতথাত্বাদাখ্যান-প্রতিপন্না ব্রহ্মবিদ্যা মন্ত্রার্থবাদার্থবদপ্রযোজিকৈবেতি কর্ম্ম-শেষতা তস্যা নাখ্যাতুং শক্যাতঃ প্রধানতা তু সুদূরোৎসারিতা ধর্ম্মিণ এবাসিদ্ধেরিতি চেন্ন। কুতঃ বিশেষিতত্বাৎ। পারিপ্লব-মাচক্ষীতেতি প্রকৃত্য তত্র প্রথমেঽহনি মনুর্বৈবস্বতো রাজেতি

আখ্যানপ্রতিপন্নায়াস্তস্যাঃ পারিপ্লবার্থায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বাযোগেন স্বাতন্ত্র্যবার্ত্তায়াঃ সুদূরাপাস্তত্বাদিত্যাক্ষিপ্য তত্র সমাধানাৎ। পূর্ব্বপক্ষে পুমর্থহেতুত্বাসিদ্ধিঃ ফলং সিদ্ধান্তে তু তৎসিদ্ধিরিতি বোধ্যম্। পারিপ্লবার্থা ইতি। অশ্বমেধে পুত্রাদিপরিবৃতায় যজমানায় রাজ্ঞে নানাবিধকথাকথনং পারিপ্লবশব্দেনাভি-ধীয়তে। তদর্থা এব বেদান্তকথা অপীতি পূর্ব্বপক্ষাভিপ্রায়ঃ। অতথাত্বাদিতি অপ্রাধান্যাদিত্যর্থঃ। অপ্রযোজিকা প্রয়োজনসাধিকা নেত্যর্থঃ। তস্যা ব্রহ্ম-বিদ্যায়াঃ। ধর্ম্মিণ এবাসিদ্ধেরিতি। মন্ত্রার্থবাদভাগবদ্বেদান্তোপাখ্যানানামপি নৈরর্থক্যেন তদর্থভূতায়া বিদ্যায়াঃ স্বরূপানিষ্পত্তেরিত্যর্থঃ। সমাধত্তে বিশেষিত-ত্বাদিতি। পারিপ্লবমাচক্ষীতেত্যুপক্রম্য মনুর্বৈবস্বতো রাজেত্যাদিবাক্যশেষে

বৃহদারণ্যকাদি উপনিষৎসমূহে "অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে," ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে সকল উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাই নিরূপিত হইয়াছে। ঐ সকল শ্রুতি পারিপ্লবার্থ, অর্থাৎ অস্থিরার্থ, অথবা ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতি-পত্ত্যর্থ? সকল উপাখ্যানই অস্থির অর্থ, অর্থাৎ সংশয় প্রকাশ করে, এইরূপ উক্তি হেতু উহাদিগকে পারিপ্লবার্থই বলা যায়। সংশনে শব্দমাত্রেরই প্রাধান্য হেতু এবং অর্থজ্ঞানের শব্দমাত্রের প্রাধান্যের অন্যথাত্ব হেতু আখ্যানপ্রতিপন্ন ব্রহ্মবিদ্যা মন্ত্রার্থবাদপ্রযোজিকা ও অর্থবাদপ্রযোজিকামাত্র। অতএব ব্রহ্ম-বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। সুতরাং উহার প্রাধান্য সুদূরোৎসারিত। কারণ, ধর্ম্মীরই সিদ্ধি হইতেছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ অসঙ্গত। যেহেতু বেদে, 'পারিপ্লবার্থ নির্দ্দেশ কর,' এই প্রশ্নে, প্রকরণ আরম্ভ করিয়া,

দ্বিতীয়েঽহনীন্দ্রো বৈবস্বতো রাজেতি তৃতীয়েঽহনি যমো বৈবস্বতো রাজেত্যাখ্যানবিশেষাস্তত্র তত্র বিনিযুজ্যন্তে। তত্রাখ্যানসামান্যগ্রহে দিবসবিশেষে আখ্যানবিশেষবিধিরনর্থকঃ স্যাৎ। ততশ্চ সর্ব্বাণীতি তৎপ্রকরণপঠিতান্যেব জ্ঞেয়ানি। তস্মাৎ বেদান্তাখ্যানানি পারিপ্লবপ্রয়োগার্থানি নেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তথাচৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥

তথাচ বেদান্তোপাখ্যানানামসতি পারিপ্লবার্থত্বে সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপত্ত্যুপযোগিত্বমেব ন্যায্যম্। কুতঃ একেতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদিসন্নিহিতবিদ্যাভিরেকবাক্যতয়োপবন্ধাৎ। যথা সোঽরোদীদিত্যাদ্যুপাখ্যানানাং সন্নিহিতকর্ম্মবিধেঃ স্তুত্যর্থতা ন তু পারিপ্লবার্থতা তথৈতেষাং সন্নি-

---

কাসাঞ্চিদেব কথানাং পারিপ্লবশব্দেন বিশেষিতত্বাৎ ন বেদান্তকথানাং তচ্ছেষত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চাখ্যানবিলক্ষণা অপি কেনৈতরেয়কাদয়ো বেদান্তাঃ সন্তি তেষাং তচ্ছেষত্বশঙ্কাপি ন শক্যা কর্ত্তুমতো বিদ্যাপ্রতিপত্ত্যর্থা এব সর্ব্বে তে ইতি ॥ ২৩ ॥

প্রথম দিবসে বৈবস্বত মনু রাজা, দ্বিতীয় দিবসে ইন্দ্র রাজা, তৃতীয় দিবসে যম রাজা, এইরূপ বিশেষ বিশেষ আখ্যান উক্ত হইয়াছে। ঐ স্থলে সামান্যত সকল আখ্যানকে গ্রহণ করিলে, দিবসবিশেষে আখ্যানবিশেষের বিধি অনর্থক হয়। সুতরাং 'সর্ব্ব' শব্দ একপ্রকরণপঠিত উপাখ্যানপর জানিতে হইবে। অতএব সমস্ত বেদান্তাখ্যান অস্থিরার্থ নহে ॥ ২৩ ॥

এইরূপে বেদান্তোপাখ্যান সকল যদি অস্থিরার্থ না হইল, তবে সন্নিহিত বিদ্যা সকলের সহিত একবাক্যরূপে উপনিবদ্ধ বলিয়া, উহাদিগকে ঐসকল বিদ্যার প্রতিপত্তির উপযোগী বলাই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। যেরূপ 'তিনি ক্রন্দন করিলেন,' ইত্যাদি উপাখ্যান সকল সন্নিহিত কর্ম্মবিধির স্তুতির নিমিত্তই উক্ত

হিতবিদ্যাস্তুত্যর্থতা স্যাৎ। অয়ং ভাবঃ। স্বতন্ত্রৈব পুমর্থ-হেতুর্বিদ্যা যদস্যাং মহান্তোঽপি মহতা প্রয়াসেন প্রবর্ত্তন্তে ইতি প্ররোচনোপযোগাৎ প্রজ্ঞাসৌকার্য্যোপযোগাচ্চোপাখ্যানরীত্যা বিদ্যোপদেশঃ। তেন চাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি শ্রুত্যনুগ্রহশ্চ। তথা চ স্বতন্ত্রা সেতি ॥ ২৪ ॥

অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৫ ॥

অতো বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যপ্রতিপাদনাদেব হেতোস্তস্যাঃ স্বফলে প্রকাশ্যেঽগ্নীন্ধনাদীনাং যজ্ঞাদিকর্ম্মণাং নাস্ত্যপেক্ষেতি জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়ব্যুদাসঃ ॥ ২৫ ॥

ইত্থং বিদ্যাসামর্থ্যাদ্যভিধায় তদধিকারিণং লক্ষয়িতুমারভতে। তমেতং বেদানুবচনেনেত্যাদি। তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো

পূর্ব্বোক্তরীত্যা বেদান্তোপাখ্যানানাং পারিপ্লবপ্রয়োগার্থত্বপরিহারাৎ তৎ-সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপত্ত্যুপযোগস্তেষাং ভবতীত্যাহ তথাচেতি। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ ॥২৪॥

জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ভ্রান্তিমপনয়ন্নাহ অতএবেতি। অত্রাগ্নীন্ধনশব্দেন তৎ-সাধ্যান্যগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি লক্ষ্যন্তে ইতি ব্যাখ্যাতারঃ ॥ ২৫ ॥

ইত্থমিত্যাদি। স্বফলপ্রকাশনে কর্ম্মাণি বিদ্যা নাপেক্ষতে ইত্যুক্তং প্রাক্। স্বোৎপত্তাবপি তানি সা নাপেক্ষতাং স্বরূপশক্তিবৃত্তেস্তস্যাঃ স্বপ্রকাশত্বাদিতি

হইয়াছে, তদ্রূপ এই সকল উপাখ্যানও সন্নিহিত বিদ্যার স্তুতিই প্রকাশ করিতেছে। পুরুষার্থের হেতুভূত বিদ্যা স্বতন্ত্র। মহৎ ব্যক্তি সকলও প্রভূত প্রয়াস সহকারে উহাতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। প্ররোচনের ও প্রজ্ঞাসৌকর্য্যের উপযোগ হেতু, বিদ্যা সকল উপাখ্যানের রীতি অনুসারেই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই নিমিত্ত 'গুরুসেবাপরায়ণ পুরুষই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন,' ইত্যাদি গুরু-শিষ্যের আখ্যায়িকা দ্বারা ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন হেতু উহার ফল সম্বন্ধে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা হয় না। এতদ্দ্বারা জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়ও নিরস্ত হইল ॥ ২৫ ॥

দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যে-দিতি চ শ্রূয়তে বৃহদারণ্যকে। অত্র যজ্ঞাদি শমাদি চ বিদ্যাঙ্গ-তয়া প্রতীয়তে। তদুভয়মাবশ্যকং ন বেতি সংশয়ে আচার্য্য-বান্ পুরুষো বেদেত্যাদিষু গুরূপসত্ত্যৈব তদুৎপত্তিপ্রত্যয়া-ন্নেতি প্রাপ্তে—

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতিরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥

স্বফলপ্রকাশে নিরপেক্ষাপি বিদ্যা স্বোৎপত্তৌ সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বান্ যজ্ঞাদিধর্ম্মানপেক্ষত ইত্যর্থঃ। কুতঃ যজ্ঞেতি।

দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। বিদ্যার্থং যজ্ঞাদি নানুষ্ঠেয়মিতি পূর্ব্বপক্ষে ফলং সিদ্ধান্তে ত্ববশ্যং তদনুষ্ঠেয়মিতি বোধ্যম্। তস্মাদিতি। যস্মাৎ পরমাত্মানং বিদিত্বা পাপেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে তস্মাদেবংবিজ্জনঃ শ্রদ্ধাবিত্তঃ শান্তাদিশ্চ সন্ আত্মনি চিত্তে তমাত্মানং পশ্যেৎ ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। শ্রদ্ধাবিত্তঃ সুদৃঢ়শাস্ত্রবিশ্বাসঃ। মুখ্যং লক্ষণমেতৎ। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানমিতি স্মরণাৎ। শান্তো দান্ত ইতি। নির্জ্জিতবহিরন্তঃকরণঃ শান্তো হরিনিষ্ঠবুদ্ধিকঃ দান্তঃ নির্জিতদ্বিবিধকরণ ইত্যপরে। উপরতো নিবৃত্তবিষয়রাগঃ। আত্মন্যেবেত্যেবকারো মানস্যাঃ প্রাধান্যং সূচয়তি। গুরূপসত্ত্যা গুরুসেবয়ৈব তদুৎপত্তিপ্রত্যয়াৎ বিদ্যাধিগমাৎ।

এইরূপে বিদ্যার সামর্থ্যাদি বলিয়া তদধিকারীর লক্ষণ আরম্ভ করিতেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে, 'ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সকল বেদানুবচন দ্বারা সেই ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন,' ইত্যাদি, এবং 'শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু পুরুষ সমাহিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন,' ইত্যাদি শ্রবণ করা যায়। এস্থলে যজ্ঞাদি ও শমাদি বিদ্যার অঙ্গরূপে প্রতীত হয়। যজ্ঞাদি ও শমাদি উভয়ই আবশ্যক হয় কি না? এইরূপ সংশয়ে, "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে গুরূপসত্তি দ্বারাই বিদ্যার উৎপত্তি দর্শনে, তদুভয়ের প্রয়োজন নাই, এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, তদুত্তরে বলিতেছেন;—

বিদ্যা, ফলদানে নিরপেক্ষ হইলেও নিজের উৎপত্তিবিষয়ে যজ্ঞ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই অপেক্ষা করিয়া থাকেন। কারণ, "তমেতং বেদানুবচনেন"

তমেতমিত্যাদৌ তস্মাদেবমিত্যাদৌ চ বিদ্যার্থং যজ্ঞাদেঃ শমাদেশ্চ শ্রবণাদিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তোঽশ্বেতি। যথা গতিনিষ্পত্তয়ে অশ্বোঽপেক্ষ্যতে ন তু নিষ্পন্নগতেগ্রামাদিপ্রাপ্তৌ তদ্বৎ॥ ২৬॥

সর্ব্বাপেক্ষেতি। স্বফলপ্রকাশে মোক্ষোপলম্ভনে। নিষ্পন্নগতের্জনস্য। যত্তু বিবিদিষন্তীতিবর্ত্তমানোপদেশাৎ যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাঙ্গতায়াং ন বিধিরিতি বদন্তি তন্ন তেষাং বিদ্যাসংযোগস্যাপূর্ব্বত্বেন বিধেঃ কল্পনীয়ত্বাৎ। ইদমত্র বোধ্যম্। যদ্যপি সর্ব্বাণি বেদবিহিতানি কর্ম্মাণ্যুক্ততত্তৎফলস্পৃহাং বিহায়ানুষ্ঠিতানি তত্ত্বজ্ঞানং জনয়ন্তীত্যস্মিন্নধিকরণে প্রতীতং তথাপ্যেবং বিবেচনীয়ম্। অগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসচাতুর্মাস্যান্যপশুকানি কর্ম্মাণি সনিষ্ঠৈর্বিদ্যোৎপত্তেঃ প্রাগুত্তরক্ষানুষ্ঠেয়ানি তাৎপর্য্যেণ ন তু জ্যোতিষ্টোমাদীনি সপশুকানি। পরিনিষ্ঠিতৈস্তু ভক্তিপ্রধানৈরপশুকানি তানি ভক্ত্যবিরোধিতয়ানুষ্ঠেয়ানি নিখিললোকসংজিঘৃক্ষয়া। নিরপেক্ষাণাং তু ভক্ত্যেকনিরতানাং নৈরাশ্রম্যাদগ্নিহোত্রাদীনি নোৎপদ্যন্তে। ন চ তৈঃ কিঞ্চিৎ তৎফলং তৎফলস্য হৃদ্বিশুদ্ধের্জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যৈব সিদ্ধেঃ। তস্মাদ্ধিংসাশূন্যানি কর্ম্মাণি সাশ্রমৈরনুষ্ঠেয়ানি। নিরাশ্রমৈস্তু প্রণতিতত্ত্ববিমর্শরূপাণি কর্ম্মাণীতি মন্তব্যম্। অস্যার্থস্য হিংসাকর্ম্মনিন্দাপূর্ব্বকং মোক্ষধর্ম্মে পুনঃ পুনরুক্তেঃ। তথাহি পিতাপুত্রসংবাদে পুত্রবাক্যম্। সোঽহং হ্যহিংস্রঃ সত্যার্থী কামক্রোধবহিষ্কৃতঃ। সমদুঃখসুখঃ ক্ষেমী মৃত্যুং হাস্যাম্যমর্ত্ত্যবৎ। শান্তিযজ্ঞরতো দান্তো ব্রহ্মযজ্ঞে স্থিতো মুনিঃ। বাঙ্মনঃকর্ম্মযজ্ঞশ্চ ভবিষ্যাম্যুদগায়নে। পশুযজ্ঞৈঃ কথং হিংস্রৈর্মাদৃশো যষ্টুমর্হতি। অন্তবন্তিরিব প্রাজ্ঞঃ ক্ষেত্রযজ্ঞৈঃ পিশাচবৎ ইতি। তত্রৈব তদুত্তরত্র কপিলস্যুমরশ্মিসংবাদে কপিলবাক্যঞ্চৈবমেব। দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ অগ্নিহোত্রঞ্চ ধীমতাম্। চাতুর্মাস্যানি

ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যোৎপত্তি বিষয়ে যজ্ঞাদি ও শমদমাদির শ্রবণ হয়। গমনে যেরূপ অশ্ব প্রভৃতির অপেক্ষা দেখা যায়, বিদ্যার নিষ্পত্তিতেও তদ্রূপ উহাদের অপেক্ষা দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রামাদির প্রাপ্তিতে নিষ্পন্নগতি ব্যক্তির উক্ত অপেক্ষা থাকে না॥ ২৬॥

নন্নু যজ্ঞাদিনৈব বিদ্যাদিসিদ্ধৌ শমাদিনা কিমিতি চেৎ তত্রাহ—

চৈবাসংস্তেষু যজ্ঞঃ সনাতনঃ। অনারম্ভাঃ সুধৃতয়ঃ শুচয়ো ব্রহ্মসংজ্ঞিতাঃ। ব্রহ্মণৈব স্মৈতে দেবাংস্তর্পয়ন্ত্যমৃতৈষিণ ইতি। ধীমতাং সাশ্রমাণাং জিজ্ঞাসূনাম্। অনারম্ভা নিরাশ্রমাঃ। ব্রহ্মণৈব ভগবৎস্বরূপগুণনিরূপকেণোপনিষদ্বচসা তদ্বিমর্শেনেত্যর্থঃ। তদুত্তরত্র জাজলিতুলাধারসংবাদে চৈবমেব তুলাধারবাক্যম্। যদেব সুকৃতং হব্যং তেন তুষ্যন্তি দেবতাঃ। নমস্কারেণ হবিষা স্বাধ্যায়ৈরৌষধৈস্তথেতি। ঔষধৈর্ব্রীহিযবাদিভির্হবিষা যাগঃ সাশ্রমাণাম্। নমস্কারেণ স্বাধ্যায়ৈশ্চ হবিষা যাগো নিরপেক্ষাণাং নিরাশ্রমাণামিত্যর্থঃ। যত্তু ক্বচিদ্বিধুরাগ্নিহোত্রং শ্রূয়তে তৎ খলু গৃহাশ্রমারম্ভাসমর্থানাং সকামানামেবেতি বোধ্যম্। তদুত্তরত্র চ বিচক্ষুণা রাজ্ঞাপ্যেবমেবোক্তম্। সর্ব্বকর্ম্মস্বহিংসা হি ধর্ম্মাত্মা মনুরব্রবীৎ। কামদ্বারা বিহিংসন্তি বহির্বেদ্যাং পশূন্ নরা ইতি। মনুবাক্যঞ্চেদম্। জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্তে তৈর্মহামখৈঃ। জ্ঞানভূষাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যতাং জ্ঞানচক্ষুষেতি। তথাচ সকামানাং হিংসা যজ্ঞঃ। নিষ্কামাণাং মুমুক্ষূণামহিংসা যজ্ঞঃ। তেষু নিরাশ্রমাণাং হর্য্যেকনিরতানাং নমস্কারো বেদান্তবিমর্শশ্চ যজ্ঞ ইতি মোক্ষধর্ম্মে নিষ্কর্ষঃ স্পষ্টঃ। নন্বেবং যুদ্ধযজ্ঞরূপাণি হিংসাবন্তি কর্ম্মাণি মুমুক্ষুং পার্থং প্রতি কথমুপদিষ্টানীতি চেৎ তানি গৌণানীতি গৃহাণ। অগ্নিহোত্রাদীনি চত্বারি হিংসাশূন্যানি শান্তিমিশ্রাণি ত্বরয়ৈব জ্ঞানগর্ভাং হৃদ্বিশুদ্ধিং কুর্ব্বন্তীতি তানি মুখ্যানি। যুদ্ধযজ্ঞরূপাণি তু হিংসাদিবিক্ষেপময়ানি তাং শক্নুবন্তি কর্ত্তুং কিন্তু রাজধর্ম্মাধিকৃতানামপি প্রবৃত্তিশীলানাং তাং প্রবৃত্তিং সঙ্কোচয়িতুমুপদিষ্টানি। সঙ্কুচিতায়াং স্বতিপ্রবৃত্তৌ শান্তিপূর্ব্বিকা সা হৃদ্বিশুদ্ধিঃ স্যাদিতি গৌণানীত্যেবমেব ভাবিতং গীতাবিভূষণে॥ ২৬॥

শমাদেরন্তরঙ্গসাধনত্বং বক্তুং প্রবর্ত্ততে নন্বিত্যাদিনা। তত্র যজ্ঞাদীতি। বিবিদিষাসন্নিধানাৎ যজ্ঞাদীনাং বহিরঙ্গতা বিদ্যাসন্নিধানাৎ শমাদীনামন্তরঙ্গতেত্যাশয়ঃ।

যজ্ঞাদি দ্বারাই যদি বিদ্যার সিদ্ধি হইল, শমদমাদির আর প্রয়োজন কি? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

শমদমাদ্যুপেতস্তু স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

তুদ্বয়ং নিশ্চয়শঙ্কাচ্ছেদয়োঃ। যদ্যপি যজ্ঞাদিনা বিশুদ্ধস্য বিদ্যা স্যাৎ তথাপি বিদ্যার্থী শমাদিভিরুপেত এব স্যাৎ। কুতঃ তদঙ্গতয়া তদ্বিধেঃ। তস্মাদেবংবিদিত্যাদিনা বিদ্যাঙ্গতয়া শমাদীনাং বিধানাৎ বিহিতানাং তেষামবশ্যমনুষ্ঠেয়ত্বাচ্চ। তথাচ বাক্যদ্বয়স্থত্বাদুভয়ং কার্য্যম্। তত্র যজ্ঞাদি বহিরঙ্গং শমাদি ত্বন্তরঙ্গমিতি বিবেচনীয়ম্। আদিপদাৎ প্রাগুক্তং সত্যাদি চেত্যধিকারিলক্ষণং দর্শিতম্ ॥ ২৭ ॥

অথ বিদুষাং নিষিদ্ধাচারং নিবারয়তি। যদি হ বা অপ্যেবংবিন্নিখিলং ভক্ষয়ীতৈবমেব স ভবতীতি শ্রূয়তে। অত্র

শমদমাদীতি। প্রাগুক্তমিতি। জিজ্ঞাসাধিকরণভাষ্যে মুণ্ডকশ্রুত্যা মনুস্মৃত্যা চ দর্শিতং সত্যতপোজপাদি চ বিদ্যাঙ্গমিত্যর্থঃ। ষট্‌প্রশ্নীদৃষ্টং তপঃপ্রভৃতি চ গ্রাহ্যম্। তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যেদিতি সুবালোপনিষৎপঠিতঞ্চ সত্যাদিষট্‌কং গ্রাহ্যম্। তদ্বৈ সত্যেন দানেন তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ নির্বেদেনানাশকেন ষড়ঙ্গেনৈব সাধয়েদেতদ্‌ব্রতং বীক্ষেত দমং দানং দয়ামিতি এমৃক্তাদস্তদেব সংখ্যেয়ম্ ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞাদি দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তির বিদ্যা সম্ভব হইলেও শমদমাদির প্রয়োজন আছে। কারণ, শমদমাদিও বিদ্যার অঙ্গ। বিদ্যার্থী ব্যক্তি শমদমাদিসম্পন্ন হইয়াই বিদ্যার্জ্জনে চেষ্টিত হইবেন। "তস্মাদেবংবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা শমদমাদিকে বিদ্যার অঙ্গ বলিয়া বিধান করিয়াছেন। শমদমাদি বিহিত বলিয়াই অবশ্য অনুষ্ঠেয় হইতেছে। দুইটি স্বতন্ত্র বাক্যে স্থিত বলিয়া তদুভয়ই অনুষ্ঠেয় হইয়াছে। উক্ত উভয় সাধনের মধ্যে যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন, এবং শমাদি অন্তরঙ্গ সাধন, ইহাই বুঝিতে হইবে। আদি শব্দ দ্বারা সত্যাদিও উক্ত হইয়াছে। এইরূপে অধিকারীর লক্ষণ দর্শিত হইল ॥ ২৭ ॥

সন্দেহঃ। বিদুষঃ সর্ব্বান্নভুক্তৌ বিধিরুতাভ্যনুজ্ঞেতি। সর্ব্বান্নভুক্তের্মানান্তরেণাপ্রাপ্তের্বিদুষোঽসৌ বিধীয়ত ইতি প্রাপ্তে—

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

চশব্দোঽবধারণে। অন্নালাভপ্রযুক্তপ্রাণাত্যয়কাল এব সর্ব্বান্নভক্ষণে অভ্যনুজ্ঞৈব। কুতঃ তদ্দর্শনাৎ। ছান্দোগ্যে মটচীহতেষু কুরুষ্বিত্যারভ্য ন বা অজীবিষ্যমিমা ন খাদন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানমিতি চাক্রায়ণাচারবীক্ষণাদিত্যর্থঃ। তত্রেয়মাখ্যায়িকা। ইভ্যোচ্ছিষ্টান্ কুল্মাষাংশ্চাক্রায়ণো নামর্ষিঃ

অথেত্যাদি। বিদ্যাসন্নিধানাৎ শমাদিবৎ সর্ব্বান্নভক্ষণঞ্চ বিদ্যাঙ্গমিতি দৃষ্টান্তোঽত্র সঙ্গতিঃ। যদি হেতি। এবংবিৎ পরতত্ত্বজ্ঞো জনঃ নিখিলং সর্ব্বং যেন কেনাপি রান্ধমন্নং ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ। এবমেব স ভবতি সর্ব্বান্নভক্ষণাৎ পূর্ব্বং যথাতিপবিত্র আসীদথ ভক্ষিতসর্ব্বান্নোঽপি তথৈব ভবতীত্যর্থঃ। ন তস্য প্রভাববিচ্যুতিস্তদ্ভক্ষণাদ্দোষগন্ধশ্চ ন ভবতীতি ভাবঃ। অত্র সর্ব্বান্নভক্ষণং শমাদিবদ্বিদ্যাঙ্গতয়া বিধীয়তে উত স্তুত্যর্থং তৎ কথ্যতে। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগাসিদ্ধিঃ পূর্ব্বপক্ষে ফলং সিদ্ধান্তে তু তৎসিদ্ধিরিতি বোধ্যম্।

এবং প্রাপ্তে সর্ব্বান্নেতি। মটচীতি। পাষাণবৃষ্টয়ো মটচীশব্দেন গ্রাহ্যা। রক্তবর্ণাঃ ক্ষুদ্রপক্ষিবিশেষাঃ বেত্যেকে। তত্রেয়মিতি। কুরুদেশে দুর্ভিক্ষপীড়িত-

---

অনন্তর বিদ্বানের নিষিদ্ধাচার নিবারণ করিতেছেন। শ্রুতিতে 'বিদ্বান ব্যক্তি নিখিল বস্তুই ভক্ষণ করিবেন,' এইরূপ বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে সন্দেহ এই যে, তাঁহাদিগের সর্ব্বান্নভোজনে বিধিই উক্ত বাক্য দ্বারা উক্ত হইয়াছে, অথবা উহা অভ্যনুজ্ঞা মাত্র? প্রমাণান্তর দ্বারা ঐ সর্ব্বান্নভোজনের অপ্রাপ্তি প্রযুক্ত উহাকে অপূর্ব্ববিধিই বলা হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

উহা বিধি নহে ; অনুজ্ঞামাত্র। কারণ, অন্নের অলাভে প্রাণাত্যয়-সম্ভাবিত-স্থলে সর্ব্বান্নভোজনের অনুজ্ঞাসূচক বাক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষদে ঐ বিষয়ে একটি উপাখ্যান আছে। 'একদা চাক্রায়ণ নামে এক ঋষি

প্রাণত্রাণায় চখাদ জলপ্রতিগ্রহমিভ্যেনাভ্যর্থিতোঽপ্যুচ্ছিষ্ট-ভয়াৎ যথেষ্টং লাভাচ্চ ন তৎ জগ্রাহ। পুনঃ পরেদ্যুঃ স্বপরোচ্ছিষ্টান্ পর্য্যুষিতাংস্তান্ ভক্ষয়ামাসেতি। অন্যত্রাপ্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২৮ ॥

অবাধাচ্চ ॥ ২৯ ॥

আপদি সর্ব্বান্নভক্ষণেঽনুমতিশ্চিত্তমদূষয়তা তেন জ্ঞানে বাধাভাবাৎ ॥ ২৯ ॥

অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩০ ॥

শ্চাক্রায়ণো দেশান্তরং ব্রজন্ হস্তিপালকদেশং প্রবিষ্টস্তেনার্দ্ধভক্ষিতান্ দত্তান্ কুৎসিতান্ মাষান্ ভক্ষিতবান্। তেনোদকং গৃহাণেত্যুক্ত উচ্ছিষ্টং ন পীতং স্যাদিতি প্রতিষিদ্ধবান্। কিমেতে মাষা নোচ্ছিষ্টা ভবন্তি তেনোক্তেন বা অজীবিষ্যমিত্যাহ্যুক্তবান্। ইমান্ কুল্মাষান্ খাদন্ন ভুঞ্জানোঽহং জীবন্ন ভবিষ্যামুদপানং তু তড়াগাদিষু যথেষ্টং স্যাদিত্যর্থঃ। এবং তান্ খাদিত্বা তদবশিষ্টান্ জায়ায়ৈ দদৌ তয়া চ পতিস্বভাবজ্ঞয়া স্থাপিতান্ তান্ পরেহ্নি স বুভুজে ইতি দর্শয়ন্তী শ্রুতির্মহাপদ্যেব সর্ব্বান্নভক্ষণমনুজ্ঞাপয়ত্যনাপদি তু সদাচারে স্থেয়মিতি বদতীত্যর্থঃ। অন্যত্রাপ্যেবমিতি বৃহদারণ্যকে ন বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতীতি শ্রূয়তে অস্য প্রাণোপাসকস্য যৎ প্রাণিমাত্রেণ জগ্ধং ভক্ষ্যং তৎ সর্ব্বমনন্নমভক্ষ্যং ন কিন্তু সর্ব্বং ভক্ষ্যমেব ভবতীত্যর্থঃ অত্রাপ্যেবমেব সঙ্গতিঃ ॥ ২৮ ॥

অবাধাচ্চেতি। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রাবাধাদেবেত্যেকে ॥ ২৯ ॥

প্রাণত্রাণের নিমিত্ত চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট কুল্মাষ ভোজন করিয়াছিলেন। কিন্তু উঁহার দত্ত জল পান করেন নাই। জল সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, এই কারণেই তিনি তদ্দত্ত জল গ্রহণ করেন নাই। পরদিবস নিজ ভুক্তাবশিষ্ট ঐ উচ্ছিষ্টান্ন পুনর্ব্বার ভোজনও করিয়াছিলেন।' অন্যত্রও এইরূপই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ২৮ ॥

আপৎকালে সর্ব্বান্নভক্ষণ জ্ঞানীর সম্বন্ধে দোষাবহ হয় না। জ্ঞানীর চিত্ত নির্ম্মল। নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তির কোন কর্ম্মেই বাধা নাই। এই নিমিত্তই জ্ঞানীর তাদৃশ কামাচারে অভ্যনুজ্ঞা দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসেতি স্মৃত্যা চ বিপদ্যেব সর্ব্বেষাং সর্ব্বান্নভুক্তিরুক্তা ন তু সর্ব্বদা। অতস্তস্যামনুমতি-মাত্রমেব ন তু বিধিঃ প্রতিষেধশাস্ত্রাচ্চ ॥ ৩০ ॥

শব্দশ্চাতো কামচারে ॥ ৩১ ॥

যস্মাদাপদ্যেব সর্ব্বান্নভক্ষণেঽভ্যনুজ্ঞানমতোঽকামচারে বিদুষা প্রবর্ত্তিতব্যম্। শব্দশ্চ আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্ব-শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ কামচারং বারয়তি। তথা চাপদ্যেব সর্ব্বা-ন্নাভ্যনুজ্ঞানাদনাপদি শাস্ত্রীয়ঃ সমাচারঃ ॥ ৩১ ॥

অপীতি। জীবিতেতি। য ইতি। যঃ কোঽপি ॥ ৩০ ॥

শব্দশ্চেতি। তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ ন পলাণ্ডুং ভক্ষয়েদিত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। অতীতানাগতজ্ঞানী ত্রৈলোক্যোদ্ধরণক্ষমঃ। এতাদৃশোঽপি নাচারং শ্রৌতং স্মার্ত্তং বিবর্জ্জয়েদিতি স্মৃতিশ্চাত্রোদাহার্য্যা ॥ ৩১ ॥

স্মৃতিতেও তাদৃশ অভ্যনুজ্ঞা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পদ্মপত্রে জল যেরূপ লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ প্রাণাত্যয়ে যে কোন ব্যক্তির অন্নগ্রহণে পাপ হয় না। বিপৎ-কালে সকলেরই সর্ব্বান্ন ভোজনে অনুজ্ঞা দেখা যায়। ঐ অনুজ্ঞা সকল কালের জন্য নহে। অতএব উহা অনুমতিমাত্রই জানিতে হইবে; বিধি নহে। কারণ, ঐ বিষয়ে নিষেধশাস্ত্রও আছে ॥ ৩০ ॥

আপৎকালে যখন সর্ব্বান্নভক্ষণে অনুমতি হইল, তখন অনাপৎকালে বিদ্বান ব্যক্তির অকামাচারেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে,—'আহারশুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধিতে ধ্রুবানুস্মৃতি এবং অনুস্মৃতি হইতে সকল বন্ধনের মোচন হয়।' যিনি স্বেচ্ছাচার নহেন, তাঁহারই শুদ্ধ আহার সম্ভব হয়। অতএব আপৎকালেই সর্ব্বান্নভোজনের অনুমতি হেতু অনাপৎকালে শাস্ত্রীয় আচারই আশ্রয়ণীয় হইতেছে ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বসন্দর্ভে স্বনিষ্ঠাদিভেদেন ত্রেধা বিদ্যাজুষো দর্শিতাঃ। অথ তেষু লব্ধবিদ্যেষু বর্ণাশ্রমাচারঃ কথং স্যাদিত্যেতদ্-ব্যবস্থাপয়িতুমারভ্যতে। তত্র তাবৎ স্বনিষ্ঠঃ পরীক্ষ্যতে। পশ্যন্নপীমমাত্মানং কুর্য্যাৎ কর্ম্মাবিচারয়ন্ যদাত্মনঃ স্বনিয়ন্ত-মানন্দোৎকর্ষমাপ্নুয়াদিতি কৌষারবশ্রুতৌ সংশয়ঃ। লব্ধ-বিদ্যেন স্বনিষ্ঠেন কর্ম্মাণি কার্য্যাণি ন বেতি। বিদ্যালক্ষণস্য তৎফলস্য প্রাপ্তত্বাৎ ফলপ্রাপ্তৌ সাধননিবৃত্তের্দৃষ্টত্বাৎ ন কার্য্যাণীতি প্রাপ্তে—

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বত্র সর্ব্বান্নভক্ষণস্য শাস্ত্রান্তরেণ বিরোধাৎ বিধেয়ত্বং নেত্যুক্তম্। তদ্বত্ত্যাজকশাস্ত্রবিরোধাৎ জাতবিদ্যস্য যজ্ঞাদি নানুষ্ঠেয়মস্তিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে পূর্ব্বসন্দর্ভ ইত্যাদিনা। পশ্যন্নপীতি। লব্ধবিদ্যোঽপীত্যর্থঃ। কর্ম্ম বিদ্যোত্তর-কালিকমগ্নিহোত্রাদি নিষ্কামম্। আত্মনঃ পরেশাদ্ধেতোঃ আনন্দোৎকর্ষং বিদ্যা-বিবৃদ্ধিরূপম্। এষা শ্রুতিরাত্মানমেবেমং লোকমিত্যাদ্যা চ স্বনিষ্ঠবিষয়তয়ৈব নেয়া। সামান্যবিষয়তায়ামুত্তরকর্ম্মাশ্লেষবোধকশ্রুতের্যস্ত্বাত্মরতিরেবেত্যাদিস্মৃতেশ্চ ব্যাকোপাপত্তিঃ।

পূর্ব্বসন্দর্ভে স্বনিষ্ঠাদি ভেদে তিনপ্রকার বিদ্যাধিকারী প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ অধিকারী সকল লব্ধবিদ্য হইলে, আর কিরূপে তাঁহাদিগের বর্ণাশ্রম-বিহিত আচার থাকিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থাপনার্থ প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন। প্রথমত স্বনিষ্ঠেরই পরীক্ষা হইতেছে। 'আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াও অবিচারে কর্ম্ম করিবে। তদ্দ্বারা আনন্দের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।' কৌষারব শ্রুতিতে এইরূপ বাক্য আছে। তদ্বিষয়ে সংশয় এই—লব্ধবিদ্য স্বনিষ্ঠ অধিকারীর কর্ম্ম কর্ত্তব্য কি না? ফলের প্রাপ্তিতে সাধনের নিবৃত্তি লোকপ্রসিদ্ধ। বিদ্যাই কর্ম্মের ফল। সুতরাং বিদ্যালাভ হইলে, আর কর্ম্মের প্রয়োজন কি? অতএব লব্ধবিদ্য পুরুষের কর্ম্ম কর্ত্তব্য হইতেছে না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন;—

অপির্বর্ণকর্ম্মসমুচ্চয়ার্থঃ। তেন স্ববর্ণাশ্রমকর্ম্মাণি কার্য্যাণি। কুতঃ বিদ্যোপচিতয়ে। তং প্রতি তেষাং বিহিত্বাদেব ॥ ৩২ ॥

নন্নু জাতায়ামপি বিদ্যায়াং পুনঃ কর্ম্মবিধানাৎ কিং জ্ঞান-কর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়োঽভিমতো নেত্যাহ।

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥

বিদ্যাসহকারিত্বেনৈব তেন কর্ম্মাণি কার্য্যাণি ন তু মুক্তি-হেতুত্বেন। তমেব বিদিত্বেত্যাদৌ তস্যা এব তত্ত্বাভিধানাৎ। এতদুক্তং ভবতি। স্বনিষ্ঠেনাদৌ পরমাত্মানমুদ্দিশ্য স্বকর্ম্মা-ণ্যনুষ্ঠিতানি তেষু তদুদ্দেশেনৈব বিষোর্ণাদিবৎ তদ্বিষয়া বিদ্যা সমভূৎ। তৈরসৌ তামাসাদ্যাপি তদ্বিবৃদ্ধয়ে তান্যনুতিষ্ঠতি।

বিহিতত্বাদিতি। বিদ্যোপচিতয় ইতি। নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপারবিলক্ষণানবচ্ছিন্ন-তৈলধারেব সন্ততা ব্রহ্মানুসন্ধিরূপা মনোবৃত্তির্হি বিদ্যা সা খলু প্রাকৃতদেহাদি-সংসর্গিণঃ প্রমাদেন পীড্যমানেব দুঃশকা চ ভবতি নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপৈঃ সুশকৈরপ্রমাদৈশ্চ কর্ম্মভিঃ পুষ্যমাণা নিরন্তরা যা চ সতী বিবর্দ্ধতেতি তানি তেনানুষ্ঠেয়ান্যেবেতি ॥ ৩২ ॥

বিদ্যাবর্দ্ধনের জন্য বিদ্বানের পক্ষেও কর্ম্ম বিহিত আছে। অতএব লব্ধবিদ্য পুরুষেরও স্ববর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম কর্ত্তব্যই হইতেছে ॥ ৩২ ॥

বিদ্যোৎপত্তির পরও কর্ম্মের বিধান দেখিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ই মোক্ষের সাধনরূপে অভিমত হইতেছে কি না? এইরূপ সংশয়ে, সমুচ্চয় অভি-মত নহে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, তাদৃশ সিদ্ধান্তের প্রতি যুক্তিবিন্যাসার্থ সূত্রকার বলিতেছেন;—

ঐ সকল কর্ম্ম বিদ্যার সহকারিভাবেই অনুষ্ঠেয়; মুক্তির সাধনস্বরূপে উহারা অনুষ্ঠেয় নহে। কারণ, "তমেব বিদিত্বা" ইত্যাদি বাক্যে বিদ্যারই মোক্ষহেতুত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ইহাই উক্ত হইল—স্বনিষ্ঠ পুরুষ প্রথমত পরমাত্মাকে উদ্দেশ করিয়াই স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। ঐ সকল কর্ম্মের মধ্যে পরমাত্মার উদ্দেশেই বিষোর্ণাদির ন্যায় তদ্বিষয়া বিদ্যার উৎপত্তি হয়।

সা চ স্বোত্তরাণি তানি ন বিনাশয়ত্যবিরোধাৎ। কিন্তু স্বর্গাদি-বৈচিত্রীমনুভাবয়িতুং রক্ষত্যেব। ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়ত ইতি বৃহদারণ্যকাৎ। ন চ তেষাং তদনুভবফলকত্বাৎ কাম্যত্বং তেন তৎকামনয়াননুষ্ঠানাৎ। স্বনিষ্ঠো বিদ্বান্ ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্ননু-সঙ্গাৎ স্বর্গাদিকমনুভবতি। গ্রামং গচ্ছংস্তৃণং স্পৃশতীতি অত্র তৃণস্পর্শবৎ। স্বর্গাদ্যানন্দানুভবপূর্ব্বকং ব্রহ্মপ্রেপ্সবে স্বনিষ্ঠায়

সহকারিত্বেনেতি। ন তু মুক্তিহেতুত্বেনেতি। বিদ্যোপচিতাবেব কর্ম্মণামুপ-যোগো ন তু মুক্তাবিত্যর্থঃ। ন বিনাশয়তি ন বিশ্লেষয়তি। অবিরোধাদিতি। আনুসঙ্গিকস্বর্গাদিদর্শনহেতুত্বেন বিদ্যাফলে মোক্ষে বিরোধাকরণাদিত্যর্থঃ। ন হাস্যেতি। কৃৎস্না শ্রুতিস্তু আত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে তস্মাদেবাত্মনো যৎ তৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজত ইত্যেষা। ন চেতি। তেষাং বিদ্যোদয়োত্তরানুষ্ঠিতানাং কর্ম্মণাং স্বর্গাদি-বৈচিত্র্যানুভবফলকত্বাৎ কাম্যত্বমিতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। তেনেতি। তেন স্ব-নিষ্ঠেন। তৎকামনয়া স্বর্গাদিবৈচিত্র্যানুভবেচ্ছয়া। তেষাং কর্ম্মণামকরণাদিত্যর্থঃ। স্বনিষ্ঠো মুমুক্ষুরেবং কামনয়া প্রবর্ত্ততে। নিষ্কামৈঃ কর্ম্মভিরারাধিতঃ পরমাত্মা প্রসীদন্ স্ববিষয়াং বিদ্যাং মে দদ্যাৎ। সা বিদ্যা তৃণস্পর্শন্যায়েন স্বর্গাদিকমপি মাং দর্শয়ন্তী স্ববিষয়ং তং প্রাপয়েদিতি সৈব সর্ব্বপ্রদেতি। ইথঞ্চ কর্ম্মভিঃ স্বর্গাদিদিদৃক্ষাবিরহাৎ কাম্যানুষ্ঠাতৃত্বং নেতি সিদ্ধম্। উক্তং বিশদয়তি স্বর্গা-

পরে ঐ বিদ্যার বৃদ্ধির নিমিত্তই পুনর্ব্বার ঐ সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিদ্যা অবিরোধ বশত উত্তরবর্ত্তী ঐসকল কর্ম্মকে বিনাশ করেন না। পরন্তু স্বর্গাদি-বৈচিত্রী অনুভব করাইবার নিমিত্ত উহাদিগকে রক্ষাই করিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যকেও বলিয়াছেন, 'পুরুষের তাদৃশ কর্ম্ম সকলের ক্ষয় হয় না।' স্বর্গাদির অনুভবরূপ ফল উৎপন্ন করে বলিয়া, ঐ সকল কর্ম্মকে কাম্য কর্ম্মও বলিতে পারা যায় না। কারণ, স্বনিষ্ঠ পুরুষ কামনা পূর্ব্বক ঐ সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন না। তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির সময় আনুসঙ্গিক ভাবেই স্বর্গাদি অনুভব করিয়া থাকেন। গ্রামে গমনকারী ব্যক্তি গমনকালে যেরূপ তৃণ স্পর্শ করেন, স্বনিষ্ঠ

বিদ্যৈব স্বপরিকরকর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদিকমনুভাবয়তি স্বদ্বারা তু ব্রহ্মপদমিতি শ্রুতিশ্চৈবমভিপ্রৈতি তং বিদ্যেত্যাদ্যা। ইত্থমেব তস্য সঙ্কল্পোঽপি বোধ্যঃ। নৈরপেক্ষ্যপরীক্ষায়ৈ ক্বচিৎ স্বদ্বারাপি স্বর্গাদিকমুপস্থাপয়তি। সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতীত্যাদিশ্রুতেঃ। নচৈবং তদধিগমন্যায়বিরোধঃ তস্য স্বনিষ্ঠেতরবিষয়ত্বেনোপপত্তেঃ। স্বনিষ্ঠস্য স্বর্গাদ্যর্পকপুণ্যাংশ-প্রারব্ধাংশৌ তদিতরস্য পরিনিষ্ঠিতাদেস্তু প্রারব্ধাংশমেব বিহায়েতরৎ সর্ব্বং কর্ম্ম বিনাশয়তীতি বিদ্যৈব স্বতন্ত্রা ফল-হেতুঃ কর্ম্ম তু তস্যাঃ সহকারীতি সিদ্ধম্॥ ৩৩॥

দ্যানন্দেতি। ইত্থমিতি। তস্য স্বনিষ্ঠস্য। নৈরপেক্ষ্যেতি। অয়ং নিরপেক্ষো ন বেতি দেবাঃ পরীক্ষন্তামিত্যেতদর্থমিত্যর্থঃ। অয়মত্র বর্ত্তুলিতার্থঃ। বিদ্যা খলু হরিপদ-মেব দদাতি ন তু স্বর্গাদি তস্যাস্তদ্দানানর্হত্বাৎ। ন হি সচ্চিদানন্দাত্মা পরমেশ্বরী সা স্বর্গাদি জড়ং দদতী শ্লাঘ্যেত কিন্তু স্বপরিকরেণ স্বরক্ষিতেন কর্ম্মণা তদিচ্ছুভ্য-স্তদ্দদাতি এবং কল্পনা চ ন হাস্যেত্যাদিশ্রুতেঃ। ক্বচিদ্বিদ্যৈব নিরপেক্ষাণাং নিষ্কামত্বখ্যাতয়ে স্বর্গাদিকমর্পয়তি সর্ব্বং হেত্যাদিশ্রুতেঃ ন তু তন্ন দদতীতি।

ব্যক্তিও তদ্রূপ স্বর্গাদিগত সুখ অনুভব করেন। স্বর্গাদিগত আনন্দের অনুভব পূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রবেশকারী স্বনিষ্ঠ পুরুষকে বিদ্যাই স্বপরিকর কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি সুখ অনুভব করাইয়া থাকেন। এবং পরিশেষে তাঁহাকে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন। "তং বিদ্যা" ইত্যাদি শ্রুতিতেও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপে স্বনিষ্ঠের সঙ্কল্পও বুঝিতে হইবে। তাঁহার নৈরপেক্ষ্য পরীক্ষার জন্য বিদ্যা কখন কখন তাঁহাকে স্বর্গে নিক্ষেপও করিয়া থাকেন। শ্রুতিতে বলিয়াছেন, 'জ্ঞানী সকলই দর্শন করেন।' ইহাতে তদধিগম-ন্যায়েরও বিরোধ হইতেছে না। কারণ, উক্ত ন্যায় স্বনিষ্ঠেতরেই উপপন্ন হয়। বিদ্যা স্বনিষ্ঠের স্বর্গাদ্যর্পক পুণ্যাংশ ও প্রারব্ধাংশ এবং তদিতর পরিনিষ্ঠিতাদির প্রারব্ধাংশ ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্মেরই নাশ করেন। অতএব বিদ্যা স্বতন্ত্রভাবে ফলহেতু। কর্ম্ম উহার সহকারিমাত্র। ইহাই সিদ্ধ হইল॥ ৩৩॥

অথ পরিনিষ্ঠিতঃ পরীক্ষ্যতে। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানিত্যাদি শ্রূয়তে। অত্র পরিনিষ্ঠিতস্য লোকার্থং বর্ণাশ্রমধর্ম্মাঃ কর্ত্তব্যতয়া প্রাপ্তাঃ প্রীত্যর্থং শ্রবণাদয়ো ভগবদ্ধর্ম্মাশ্চ। তেষামুভয়েষাং যুগপৎপ্রাপ্তৌ কিং তে ক্রমেণানুষ্ঠেয়াঃ কিং বাদ্যান্ বিহায়োত্তরে তে ইতি সন্দেহে যুগপদনুষ্ঠানাসম্ভবাৎ বিহিতানাং ত্যাগে দোষাচ্চানির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে—

সর্ব্বথাপি তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৪ ॥

অপিরবধারণে। সর্ব্বথৈব স্বধর্ম্মানুরোধমকৃত্বৈবেত্যর্থঃ। পরিনিষ্ঠিতেন তেন ভগবদ্ধর্ম্মা এবানুষ্ঠেয়া। স্বধর্ম্মাস্তু কথঞ্চিৎ

তস্থ স্থায়স্থ। স্বনিষ্ঠস্যেত্যাদি। স্বর্গাদ্যর্পকপুণ্যাংশো বিদ্যোত্তরক্রিয়মাণকর্ম্মরূপঃ। প্রারব্ধাংশো বিদ্যোদয়াৎ প্রাক্ সঞ্চিতরূপঃ সম্প্রত্যপি ফলং দাতুং প্রবৃত্তঃ। তৌ বিহায়াস্যদনারব্ধফলং সঞ্চিতং কর্ম্ম স্বনিষ্ঠস্য সর্ব্বং নির্দ্দহতি পরিনিষ্ঠিতস্য প্রারব্ধেতরৎ সঞ্চিতং নির্দ্দহতি ক্রিয়মাণন্তু বিশ্লেষয়তি নিরপেক্ষস্য তু প্রারব্ধেতরৎ সঞ্চিতং সর্ব্বং নির্দ্দহতীতি বিনাশয়তীত্যনেনোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অথেত্যাদি। লব্ধবিদ্যস্যাপি স্বনিষ্ঠস্য কর্ম্মানুষ্ঠানং যথা নিয়তমুক্তং তথা পরিনিষ্ঠিতস্যাপি নিয়তং তদস্তু তস্যাপি লোকনিন্দানিস্তারলোকসংগ্রহফলেচ্ছুত্বাদিতি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। আত্মক্রীড় ইতি। হরিনিরতোঽপি গৌণকালে স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ীত্যর্থঃ। লোকার্থং জনসংগ্রহায়। প্রীত্যর্থং হরিপ্রেম্ণে। আদ্যান্ ধর্ম্মান্। উত্তরে শ্রবণাদয়ঃ। যুগপদেকদৈব।

অনন্তর পরিনিষ্ঠিতের পরীক্ষা হইতেছে। "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়। এইস্থলে পরিনিষ্ঠিতের লোকসংগ্রহের নিমিত্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং প্রীতির নিমিত্ত শ্রবণাদি ভগবদ্ধর্ম্ম কর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উভয়ই যুগপৎ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তাহাতে সংশয় এই— উহারা ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠেয় অথবা আদ্যের পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তরই অনুষ্ঠেয়? যুগপৎ অনুষ্ঠানের অসম্ভাবনা প্রযুক্ত অনুষ্ঠানের স্থিরতা নাই, এইরূপই বুঝিতে হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

গৌণকালে। এবং কুতস্তত্রাহ উভয়েতি। তমেবৈকং জানথে-ত্যাদিশ্রুতিলিঙ্গাৎ। মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতি-মাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্। সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসত ইত্যাদিস্মৃতিলিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৪ ॥

উপোদ্বলকান্তরমত্রাহ।

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি নৈনং পাপ্মা তপতীতি বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ শ্রবণাদ্যনুরোধেন স্বাশ্রমধর্ম্মাকরণে তজ্জন্যৈর্দোষৈঃ পরি-

---

সর্ব্বথেতি। অস্য বিবরণং স্বধর্ম্মানুরোধমকৃত্বেত্যেতদ্বোধ্যম্। কথঞ্চিদিতি। সায়ং ভগবদারাত্রিকতৎকৈঙ্কর্য্যানন্তরং সন্ধ্যোপাসনং যথা স্যাৎ তথা ইদং বোধ্যম্। তমেবৈকমিত্যাদি। অত্র তদুপাস্তিনিষ্ঠয়া তদন্যবাগ্বিমুক্তির্ধর্ম্মানুষ্ঠিতে-গৌণত্বং বোধয়তি। মহাত্মান ইত্যাদিদ্বয়ং শ্রীগীতাসু। ইহাপ্যনন্যমনস্কত্বসন্তত-কীর্ত্তনাদ্ভক্তিস্তস্যাস্তত্ত্বং দ্যোতয়তি। আদিপদাৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ। স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনা ইত্যাদিবাক্যং গ্রাহ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

উপোদ্বলকান্তরমন্যৎ পোষকং বচনম্।

স্বধর্ম্মানুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদাই ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিনিষ্ঠিতের কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্মপালন গৌণভাবেই কর্ত্তব্য; অর্থাৎ উহা ভগবদ্ধর্ম্মের অবি-রোধেই আচরণীয়। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েরই এই উপদেশ। শ্রুতিতে তাঁহাকে অদ্বিতীয় রূপেই জানিতে বলেন। গীতাতেও বলিয়াছেন, 'পার্থ! যাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মা আমাকে ভূতসকলের আদি ও অব্যয় জানিয়া অনন্যমনে ভজন করেন। তাঁহারা সর্ব্ব-দাই আমার কীর্ত্তন করেন, দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার জন্য যত্ন করেন, আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করেন এবং নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন' ॥৩৪॥

এইস্থলে অপর একটি পোষক হেতু প্রদর্শন করিতেছেন;—

নিষ্ঠিতস্যানভিভবং দর্শয়তি। অতস্তান্ হিত্বা ত এব কার্য্যা ইত্যর্থঃ। বর্ণাশ্রমাচারেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণবাক্যে তু তাদৃশেন যৎ তদারাধনং তদেব তত্তোষকমিত্যেব মন্তব্যং ন তু কর্ম্মৈব তদারাধনমিতি। পূর্ব্বত্র যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব। কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্। নান্যৎ জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষ্বপি। এতৎ পরং তদর্থঞ্চ বিনা নান্যদচিন্তয়ৎ। সমিৎপুষ্পকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াকৃতে। নান্যানি চক্রে কর্ম্মাণি নিঃসঙ্গো যোগতাপস ইতি ভরতে রাজ্ঞি তদেকনিষ্ঠানিগদাৎ॥ ৩৫ ॥

অনভিভবমিতি। সর্ব্বমিতি। এষ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ পুরুষঃ সর্ব্বং পাপ্মানং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানজনিতং প্রত্যবায়ং তরতি ব্রহ্মনিষ্ঠাপ্রভাবেণোল্লঙ্ঘয়তি। তপতি তদ্রূপেণাগ্নিনা ভস্মীকরোতি। এনং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। তল্লক্ষণঃ পাপ্মা ন তরতি ন ব্যাপ্নোতি ন তপতি স্বনিমিত্তেন দুঃখাগ্নিনা ন দহতীত্যর্থঃ। তাদৃশেন বর্ণাশ্রমধর্ম্মবতা। তদারাধনং ভগবদর্চ্চনম্। তত্তোষকং ভগবৎপরিতোষকারি। পূর্ব্বত্রেতি। বর্ণা-

---

"সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্য দ্বারা পরিনিষ্ঠিত পুরুষের ভগবৎকথাশ্রবণাদির অনুরোধে স্বাশ্রম ধর্ম্মের অকরণ জন্য যে দোষ হয়, তদ্দ্বারা তাঁহার অভিভব হয় না, ইহাই দেখাইতেছেন। অতএব স্বাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য হইতেছে। "বর্ণাশ্রমাচারবতা", ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের বাক্য দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট পরিনিষ্ঠিত অধিকারীর পক্ষে ভগবদারাধনাই ভগবানের পরিতোষণের একমাত্র উপায়। বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মই কেবল ভগবদারাধনা নহে। উহা তাদৃশ কর্ম্ম হইতে অতিরিক্ত। ঐ বিষ্ণুপুরাণেই পূর্ব্বে যে "যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ" প্রভৃতি বাক্য পঠিত হয়, তদ্দ্বারা পরিনিষ্ঠিত অধিকারী রাজা ভরতের ভগবদারাধনা ও তদুপযোগী কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম ছিল না, ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং তদ্দ্বারা রাজা ভরতের ভগবদেকনিষ্ঠাও উক্ত হইয়াছে॥ ৩৫ ॥

এবং সাশ্রমেষু বিদ্যা দর্শিতা তদুত্তরানুষ্ঠিতিশ্চ। অথ নিরাশ্রমেষু নিরপেক্ষেষু তে দ্বে দর্শ্যেতে। তত্রৈব নিরাশ্রমাপি গার্গী ব্রহ্মবিৎ পঠ্যতে। অথ বাচক্রবুবাচ। ব্রাহ্মণা

শ্রমাচারবতেতিবাক্যাৎ প্রাগিত্যর্থঃ। এতদিতি। যজ্ঞেশাচ্যুতাদি নামবৃন্দং পরং কেবলং তদর্থং তদ্বাচ্যং হরিং বিনান্যৎ কিঞ্চিৎ নাচিন্তয়ৎ। দেবক্রিয়াকৃতে হরিপূজার্থম্। তদেকেতি। হর্য্যেকান্তিতোক্তেরিত্যর্থঃ। তত্রাহুঃ। পরিনিষ্ঠিতৈরাশ্রমকর্ম্মাণি ন কার্য্যাণি। তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ইতি তদনুষ্ঠিতের্হরিভক্তিশ্রদ্ধাবধিত্বস্মরণাৎ। আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম ইতি স্বরূপতস্তত্ত্যাগস্মরণাচ্চেতি সত্যমেতৎ তথাপি লোকসংগ্রহায় তৈস্তানি কার্য্যাণ্যেব লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসীতিস্মরণাৎ। ন চ শ্রদ্ধাবিরহাৎ তামসং তদনুষ্ঠানমিতি বাচ্যং ভগবদাজ্ঞপ্তত্বেন তত্রাপি তস্যাঃ সত্বাৎ। স্বরূপতস্তত্তৎকর্ম্মণাং সংত্যাগে তত্তদাশ্রমচিহ্নবৃতিধর্ম্মধ্বজিত্বায় কল্পেত। গৃহিপরিনিষ্ঠিতানাং বৈবাহিকবিধিমন্তরা দারস্বীকারে পারদারিকত্বাদ্যাপত্তিশ্চ। তস্মাৎ গৌণকালে লোকসংগ্রহায় তদনুষ্ঠানমিতি সুষ্ঠূক্তম্। যদ্যেষাং ভক্ত্যভিনিবেশাৎ কদাচিৎ কর্ম্মানুষ্ঠানং ন স্যাৎ তদাপি ন ক্ষতিঃ। মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্যদি। তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয় ইতি পাদ্মাৎ। স্মরন্তি মম নামানি যে ত্যক্ত্বা কর্ম্ম চাখিলম্। তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ঋষয়ো ভগবৎপরা ইত্যাদিপুরাণাচ্চ॥ ৩৫॥

অথ নিরপেক্ষাণাং বিদ্যানুষ্ঠানে দর্শ্যেতে এবমিত্যাদিনা। চিত্তশোধকধর্ম্মসত্বাদাশ্রমিষ্বস্তু বিদ্যা মাস্বাশ্রমবিধুরেষু তাদৃগ্ধর্ম্মবিরহাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিরিত্যেকে। পরিনিষ্ঠিতানাং ভক্তিপ্রধানানাং কথঞ্চিৎ কর্ম্মানুষ্ঠানমিত্যুক্তম্। তদ্বন্নিরপেক্ষাণামপি কথঞ্চিৎ তদস্তু তেষামপি কৃপালূনাং লোকহিতায় কথঞ্চিৎ তদপেক্ষণাৎ। অন্যথা তান্ বীক্ষ্য লোকা ধর্ম্মভ্রষ্টাঃ স্যুরিতি দৃষ্টান্ত-

এইরূপে সাশ্রমে বিদ্যা এবং তাহার উত্তরকালীন অনুষ্ঠানও প্রদর্শিত হইল। অনন্তর আশ্রমবিহীন নিরপেক্ষ অধিকারীর বিদ্যা ও অনুষ্ঠান প্রদর্শিত

ভগবন্তো হন্তাহমেনং যাজ্ঞবল্ক্যং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামীত্যাদিনা। ইহ সংশয়ঃ। নিরাশ্রমেষু বিদ্যা সম্ভবেন্ন বেতি বিদ্যোৎপত্তিহেতুতয়া বিশ্রুতানামাশ্রমধর্ম্মাণাং তেষ্বভাবান্নেতি প্রাপ্তে—

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥

তুশব্দঃ কর্ম্মাগ্রহনিরাসার্থঃ। চকারো নিশ্চয়ার্থঃ। অন্তরা চ বিনৈবাশ্রমধর্ম্মান্ বিদ্যমানেষ্বৌৎপত্তিকবিরক্তিষু প্রাগ্ভবানুষ্ঠিতৈর্ধর্ম্মৈঃ সত্যতপোজপাদিভিশ্চ পরিশুদ্ধেষু তেষ্বপি বিদ্যা উদয়তে। কুতঃ তদ্দৃষ্টেঃ। তাদৃশ্যা গার্গ্যা ব্রহ্মবিত্ত্বদর্শনাৎ। অয়ং ভাবঃ। প্রাগ্ভবীয়ানাং ধর্ম্মাণাং ফলোৎপত্তেঃ

সঙ্গতিরিত্যপরে। নিরপেক্ষাঃ প্রপন্না বোধ্যাঃ। অথেতি। বচক্রোরপত্যং স্ত্রী বাচক্রবীত্যর্থঃ। হে ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তেষু নিরাশ্রমেষু ঔৎপত্তিকবিরক্তিষু স্বাভাবিকবৈরাগ্যেষ্বিত্যর্থঃ।

অন্তরেতি। তাদৃশ্যা নিরাশ্রমায়াঃ। প্রাগ্ভবীয়েতি। পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিতানাং ধর্ম্মাণাং বিদ্যোৎপত্তিরূপফলোদয়াৎ প্রাগেব শরীরনাশাৎ তদ্রূপফলসম্বন্ধো যেষাং নাভূৎ তেষাং পরস্মিন্ জন্মনি তৈর্বিশুদ্ধানামেব সৎসঙ্গমাত্রে সতি বৈরাগ্যসহিতা সা বিদ্যাবির্ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ পরিনিষ্ঠিতাশ্চ বিঘ্নবশাদপ্রত্যক্ষিতবিদ্যাঃ পরস্মিন্ জন্মনি তন্মাত্রাৎ প্রত্যক্ষিতবিদ্যা ভবন্তীতি তেঽপি নিরপেক্ষাঃ কথ্যন্তে। যে তু সত্যাদিভিঃ প্রাগনুষ্ঠিতৈঃ পরত্র তন্মাত্রেণ বিদ্যা-

---

হইতেছে। বেদে নিরাশ্রম গার্গী ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির পর যাজ্ঞবল্ক্যকে যে দুইটি প্রশ্ন করেন, তদ্বিষয়ক সংশয় এই যে—নিরাশ্রম অধিকারীর বিদ্যা সম্ভব হয় কি না? আশ্রমধর্ম্মই বিদ্যোৎপত্তির হেতু বলিয়া উক্ত হয়। যাহারা নিরাশ্রম, তাহাদের বিদ্যার সম্ভাবনাই নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

আশ্রমধর্ম্ম না থাকিলেও স্বভাবত বিরক্ত পুরুষদিগের পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত ধর্ম্ম ও সত্যজপাদি দ্বারা পরিশুদ্ধতাবশত বিদ্যার উদয় হইয়া থাকে। গার্গীর তদবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান দৃষ্ট হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, জন্মান্তরীয় ধর্ম্ম সকলের

পূর্ব্বমেব দেহনিপাতাৎ ন ফলসম্বন্ধঃ। পরত্র তু তৈর্বিশুদ্ধানাং সৎসঙ্গমাত্রেণ সবিরাগা সাবির্ভবতীতি ॥ ৩৬ ॥

বলবতা সৎসঙ্গেন কষায়পাকে বিদ্যা ভবতীত্যাহ।

অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকমিত্যাদৌ রহূগণৈতদিত্যাদৌ চ। অপিঃ সমুচ্চয়ে ॥ ৩৭ ॥

ভাজস্তে তু মুখ্যনিরপেক্ষা বোধ্যাঃ। ন চৈবং লোকসংগ্রহাসিদ্ধিস্তেষাং গ্লানির্বা লোককৃতেতি বাচ্যম্। তেষাং লোকাস্ফূর্ত্তেরাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানৈস্তৎসংগ্রহাচ্চ তাদৃশানাং তৎকৃতগ্লান্যদর্শনাচ্চ প্রত্যুত স্তুতিদর্শনাচ্চ। নৈরপেক্ষ্যঞ্চ হরীতরাপেক্ষাশূন্যত্বং হরীতরৎ তু স্বর্গাদি পরলোকং প্রতিষ্ঠা বেতি ব্যাখ্যাতারঃ ॥ ৩৬ ॥

অথ ধর্ম্মান্ বিনৈব মহত্তমসঙ্গেন নির্ধূতকল্মষাঃ শীঘ্রমেব বিদ্যাং লভন্ত ইতি মুখ্যনিরপেক্ষান্ দর্শয়িতুং প্রবর্ত্ততে বলবতেতি।

অপীতি। পিবন্তীতি শ্রীভাগবতে। সতাং মুখেভ্যস্তেষাং সন্নিধৌ স্থিতা বেত্যর্থঃ। অত্র সংপ্রসঙ্গলব্ধেন ভগবৎকথাশ্রবণেনৈব চিত্তবিশুদ্ধিস্তৎপদপ্রাপ্তিশ্চেতি স্ফুটমুক্তম্। রহূগণেত্যাদৌ চ চিত্তশোধকতয়া বিশ্রুতৈস্তপঃ-

---

ফলোৎপত্তির পূর্ব্বেই দেহের পতন হওয়াতেই ফলসম্বন্ধ ঘটে নাই। পরজন্মে ঐ ধর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সৎসঙ্গমাত্রেই বিরাগের সহিত বিদ্যার আবির্ভাব হইল ॥ ৩৬ ॥

বলবান সৎসঙ্গ দ্বারা কষায়পাকের অনন্তর বিদ্যার উৎপত্তি হয়, ইহাই বলিতেছেন ;—

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং" প্রভৃতি এবং "সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ"—'অদীর্ঘকাল সাধুসঙ্গ দ্বারাই আমাতে মতি সুদৃঢ় হইল,' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতে, বলবান সাধুসঙ্গে শ্রবণাদি দ্বারা কষায়পাক হইলে, বিদ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

সৎসঙ্গিষু নিরপেক্ষেষু পরেশানুগ্রহবিশেষাৎ বিদ্যা সুলভেত্যাহ।

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ইতি। তেষু তৎকৃপাবিশেষো দৃষ্টঃ। নৈরপেক্ষ্যঞ্চ তদ্যোগসাতত্যাদ্ ব্যক্তম্ ॥ ৩৮ ॥

সাশ্রমা যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো নিরাশ্রমাশ্চ গার্গ্যাদয়ো বিদ্যাবন্তো দর্শিতাঃ। তেষু সাশ্রমাঃ শ্রেষ্ঠা নিরাশ্রমা বেতি

প্রভৃতিভির্যঃ কষায়ো ন ক্ষীয়তে স খলু সৎপাদরজঃসেবয়া ক্ষীয়তে পরা বিদ্যা চাবির্ভবতীত্যুপদিষ্টম্। ইত্থঞ্চ তাদৃশেন তচ্ছ্রবণেন চিত্তশুদ্ধেঃ প্রমাণপ্রাপ্তত্বাদ্ধর্ম্মৈরেবানুষ্ঠিতৈস্তচ্ছুদ্ধিরিতি কর্ম্মঠানাং দুরাগ্রহ এবেতি বিদিতম্। সূত্রে অপিশব্দঃ সত্যাদীনাং সমুচ্চায়ক ইত্যাহ অপিরিতি। কর্ম্মণাং সত্যাদীনাঞ্চ যথোত্তরং প্রাবল্যং বহ্বল্পবিক্ষেপতয়া চিরাচিরফলতয়া চেতি বোধ্যম্ ॥ ৩৭ ॥

বিশেষেতি। মচ্চিত্তা ইত্যাদিদ্বয়ং শ্রীগীতাসু। বুদ্ধিযোগং মদ্বিষয়াং বিদ্যাম্। নন্বেষাং নৈরপেক্ষ্যং ন প্রতীতং তদ্বোধকপদাভাবাদিতি চেৎ তত্রাহ নৈরপেক্ষ্যঞ্চেতি। তদ্যোগসাতত্যাদুক্তপ্রকারকভগবদাবেশাৎ ॥ ৩৮ ॥

নিরপেক্ষ অধিকারী সকল সাধুসঙ্গ দ্বারা পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন, এবং তাহাতেই বিদ্যা সুলভ হয়, ইহাই বলিতেছেন ;—

'যাঁহারা মচ্চিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া সাধুসঙ্গ করেন, আমি স্বয়ংই অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্যা প্রদান করিয়া থাকি,' এই ভগবদুক্তিতে নিরপেক্ষ অধিকারীর সাধুসঙ্গে ভগবৎকৃপা ও বিদ্যা লাভ ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ যোগসাতত্য হইতে অর্থাৎ সাধুসঙ্গ হইতে নৈরপেক্ষ্যও ব্যক্ত হইতেছে ॥ ৩৮ ॥

সাশ্রম যাজ্ঞবল্ক্যাদির এবং নিরাশ্রম গার্গী প্রভৃতির বিদ্যালাভ প্রদর্শিত হইয়াছে। তদুভয়ের মধ্যে সাশ্রমই শ্রেষ্ঠ অথবা নিরাশ্রমই শ্রেষ্ঠ ? এইরূপ

সংশয়ে বৈদিকাশ্রমধর্ম্মসম্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মরতত্বাচ্চ সাশ্রমাঃ শ্রেষ্ঠা ইতি প্রাপ্তে—

অতস্ত্বিতরৎ জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

শঙ্কানিরাসায় তুশব্দঃ। চশব্দোঽবধারণার্থঃ। অতঃ সাশ্রমত্বাদিতরন্নিরাশ্রমত্বমেব জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠং বিদ্যাসাধনং মন্তব্যম্। কুতঃ লিঙ্গাৎ। গার্গ্যা মহাবিদ্যত্বশ্রবণাৎ লিঙ্গাদেব। অয়ং ভাবঃ। অনাদিপ্রবৃত্তিশীলানাং প্রবৃত্তিসঙ্কোচায় আশ্রমাঃ শাস্ত্রেণ বিহিতাঃ। অতস্তদ্বিধানে ন তস্য তাৎপর্য্যং কিন্তু তৎসঙ্কোচ এব। তা হি ব্রহ্মরতিপ্রতিবন্ধিকা ভবন্তি। যে তূপক্ষীণপ্রবৃত্তয়ো ব্রহ্মৈকরতাস্তেষাং ন কিঞ্চিদাশ্রমৈঃ ফলমিতি নৈরাশ্রম্যং বরীয়ঃ। অতএব জাবালোপনিষদি

নিরপেক্ষা বিদ্যাবন্তো দর্শিতাঃ। তানাশ্রিত্য শ্রৈষ্ঠ্যং তেষু প্রকাশ্যত ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। সাশ্রমা ইত্যাদি। বৈদিকেতি। তেনৈতি ব্রহ্ম বিৎ পুণ্যকৃৎ তেজসশ্চেতি শ্রুতৌ ধর্ম্মিষ্ঠস্য শীঘ্রমেব ব্রহ্মলাভজ্ঞাপনাদিত্যর্থঃ। তদর্থস্তু তেন জ্ঞানেন বিদ্বিজ্ঞো ব্রহ্মেতি পুণ্যকৃৎ স্বাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠায়ী তেজসস্তেজসো ব্রাহ্মণোঽয়ং তত্রৈত ইত্যর্থ ইতি। অতঃ সাশ্রমাঃ শ্রেষ্ঠা ইতি প্রাপ্তে—

সংশয়ে সাশ্রম অধিকারীর বেদোক্ত আশ্রমধর্ম্ম পালন ও ব্রহ্মরতি দর্শনে সাশ্রমকেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির করা যায়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থাপিত হইলে, তদুত্তরে বলিতেছেন ;—

যাজ্ঞবল্ক্য হইতে গার্গীর বিদ্যাধিক্য দর্শনে সাশ্রম হইতে নিরাশ্রমেরই আধিক্য স্বীকার করিতে হয়। নিরাশ্রম ধর্ম্মই বিদ্যার শ্রেষ্ঠ সাধন। অনাদি-প্রবৃত্তিশীল জীবের প্রবৃত্তির সঙ্কোচের নিমিত্তই শাস্ত্রে আশ্রমের বিধান করা হইয়াছে। অতএব শাস্ত্রের আশ্রমের বিধানে তাৎপর্য্য না হইয়া উহার সঙ্কোচেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। প্রবৃত্তি সকল ব্রহ্মরতির প্রতিবন্ধক। যাঁহাদিগের প্রবৃত্তির সম্যক্ ক্ষয় হইয়াছে, এবং যাঁহারা ব্রহ্মৈকরত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আশ্রমে কোন ফলই দেখা যায় না, অতএব সাশ্রম হইতে নিরাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।

ক্রমেণাশ্রমান্ বিধায় পুনর্বিরক্তস্য তমপনিনায় সাংবর্ত্তকাদীনাং ব্রহ্মৈকরতানাং সন্ন্যাসং ত্যাগং চোবাচেতি। অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেৎ তু দিনমেকমপি দ্বিজ ইত্যাদিকন্তু সামান্যবিষয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

স্যাদেতৎ। ব্রহ্মৈকরতত্বেন নিরপেক্ষাণাং নিরাশ্রমাণাং শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং ন যুজ্যতে তেষাং সাপেক্ষতায়াঃ সম্ভবাৎ। তথাহি বিধিনা পরিত্যক্তস্য গৃহাদেরাশ্রমস্য পুনর্গ্রহো নিন্দ্যঃ

অতস্ত্বিতি। জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠমিতি। জ্যে চেতি সূত্রেণ প্রশস্যস্য জ্যাদেশঃ অতিপ্রশস্তমিত্যর্থঃ। তস্যেতি শাস্ত্রস্য। তাঃ প্রবৃত্তয়ঃ। তং ক্রমম্। সামান্যেতি অজ্ঞবিষয়মিত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভাগবতে। বনং গৃহং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ। আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথামৎপরশ্চরেদিতি। অন্যথা অনাশ্রমী প্রতিলোমং চ ন চরেদিত্যর্থঃ। অমৎপর ইতিচ্ছেদঃ। স্বৈকনিষ্ঠস্যাশ্রমনিয়মাভাবং যদ্বক্ষ্যতি জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা ইত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

স্যাদেতদিতি। এতন্নিরাশ্রমতায়া বরীয়স্ত্বম্। তথৈব শাস্ত্রাদিতি প্রাতিলোম্যেনাশ্রমানুষ্ঠানপ্রতিষেধকাদিত্যর্থঃ। তেষাং নিরপেক্ষাণাম্। তস্য গৃহাদে-

---

এই নিমিত্তই জাবালোপনিষদে ক্রমে আশ্রমের বিধান করিয়া, পুনর্ব্বার বিরক্ত ব্যক্তির তৎপরিত্যাগেরও বিধান করিয়াছেন। সাম্বর্ত্তকাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ সকলের সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগও দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্মৃতিতে, 'এক দিনও মনুষ্য আশ্রমশূন্য থাকিবে না' এইরূপ যে সকল নিষেধবাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা সামান্যবিষয়, অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষেই জানিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

পুনর্ব্বার আক্ষেপ করিতেছেন,—ঐরূপ হইলেও কেবল ব্রহ্মৈকনিষ্ঠত্বরূপ কারণ দেখিয়া, নিরাশ্রম নিরপেক্ষ অধিকারীর যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইতেছে না। কারণ, তাঁহাদিগের সাপেক্ষতারও সম্ভাবনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সাপেক্ষতা নিন্দার বিষয়। পরিত্যক্ত গৃহাদি আশ্রম পুনর্ব্বার গৃহীত হইলে, গ্রহণকর্ত্তাকে নিন্দাভাজন হইতে হয়। তাদৃশ ব্যক্তিকে আত্মঘাতী বলিয়া শাস্ত্রে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রায়শ্চিত্তও শ্রবণ করা যায়

তত্রৈব শাস্ত্রাৎ তেষাং তু পূর্ব্বং তস্যাপ্রাপ্তেঃ প্রাপ্তস্য বিধিনা-পরিত্যাগাদ্বৈদিকত্বেন শ্লাঘ্যেষ্বাশ্রমধর্ম্মেষু শ্রদ্ধোদয়াচ্চ পুনস্তৎস্বীকারেণ তদ্বিক্ষেপকতদ্ধর্ম্মপ্রাপ্ত্যা তদেকরত্যসম্ভবাৎ শ্রৈষ্ঠ্যং হীয়েত। স্বনিষ্ঠাদীনাং তু নিয়তাশ্রমধর্ম্মপরিমৃষ্টসত্ত্বানামুত্তরোত্তরতচ্চিন্তাসন্তানাদবাধং তদিতি চেৎ তত্রাহ।

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

তুঃ শঙ্কচ্ছেদায়। তদ্ভূতস্য নৈরপেক্ষ্যেণ ব্রহ্মৈকরতস্য নাতদ্ভাবস্তদেকরতিপ্রচ্যুতির্ন ভবতীতি জৈমিনেরপিনা বাদ-

রাশ্রমস্য। পুনস্তদিতি। তস্য গৃহাদেরাশ্রমস্য স্বীকারেণ হেতুনা ব্রহ্মরতিপ্রতিবন্ধকাশ্রমধর্ম্মপ্রাপ্ত্যা ব্রহ্মৈকরতত্বাসম্ভবাৎ শ্রৈষ্ঠ্যং ক্ষতং স্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চিন্তেতি। তচ্চিন্তা ব্রহ্মস্মৃতিস্তস্যাঃ সন্তানাৎ বিস্তারাৎ তৎ ব্রহ্মৈকরতত্বমবাধং নির্ব্বিঘ্নমিত্যর্থঃ।

না। নিরপেক্ষ স্বরূপত দ্বিবিধ; এক নিরপেক্ষ, যাঁহার কখনই আশ্রম স্বীকার হয় নাই। অন্য নিরপেক্ষ, যিনি আশ্রম গ্রহণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই উভয় নিরপেক্ষেরই পতনভয়ের সম্ভাবনা আছে। আশ্রমধর্ম্ম সকল বৈদিক, অতএব শ্লাঘ্য এবং প্রবৃত্তির আকর্ষক। নিরাশ্রম নিরপেক্ষ যদি কোন দিন ঐ আশ্রমে আকৃষ্ট হইয়া তাহা স্বীকার করেন, তাঁহার ভগবানে রতি বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। তদ্দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা স্বনিষ্ঠ, তাঁহাদিগের বুদ্ধি নিয়ত আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া থাকে। তাদৃশী বুদ্ধি উত্তরোত্তর ভগবচ্চিন্তাতেই রত হয়। ঐ রতির বিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব সাশ্রম হইতে নিরাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব বলিতে পারা যায় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

যিনি প্রকৃত নিরপেক্ষ নিরাশ্রম অধিকারী, তাঁহার কুত্রাপি অপেক্ষা থাকে না; সুতরাং বৈদিক এবং শ্লাঘ্য হইলেও তাদৃশ আশ্রমধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধাই হইতে পারে না। অতএব ভগবানে যে রতি, তাহার বিক্ষেপেরও

রায়ণস্য চ মে মতম্। কুতঃ নিয়মেতি। নিয়মাদতদ্রূপাদভা-
বাচ্চ। তদিন্দ্রিয়াণাং ব্রহ্মাতৃষ্ণানিয়মিতত্বাৎ। রূপং বাসনা।
ব্রহ্মান্যবাসনাবিনাশাৎ গার্গ্যাদীনাং গৃহাদিস্বীকারাভাবা-
চ্চেত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ। কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তাখিল-
বৃত্তি যৎ। চিত্তং ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচি-
দিত্যাদিকা। যদ্যপি কর্ম্মপরো জৈমিনিস্তথাপি নৈরপেক্ষ্য-
শ্রুতিভীতঃ ক্বচিদেবং মন্যতে প্রাগ্‌ভবানুষ্ঠিতকর্ম্মনিষ্কল্মষঃ
কশ্চিদিহৈবেদৃশঃ স্যাদিতি ॥ ৪০ ॥

অথ স্বনিষ্ঠেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি। ননু সর্ব্বং হ পশ্যঃ
পশ্যতীত্যাদৌ বিদ্যয়া স্বর্গাদেরপি প্রাপ্তিশ্রবণাৎ তল্লব্ধেন্দ্রাদি-

---

তদিতি। নিয়মনং নিয়মঃ। রূপয়তি করোতি নানাবিধং জন্মেতি রূপং
বাসনা জগদ্বিষয়েতি ব্যাখ্যেয়ম্। কামাদিভিরিতি শ্রীভাগবতে। যদ্যপীতি।
কর্ম্মপরঃ কর্ম্মণৈব মোক্ষং মন্যমানঃ। নৈরপেক্ষ্যেতি। কর্ম্মত্যাজকশ্রুতিষু
পঙ্গ্বাদিপদাদর্শনাৎ তন্মুখ্যার্থমন্যথা নেতুং বিভ্যদিত্যর্থঃ। ক্বচিদিতি। কস্মিং-
শ্চিচ্ছিষ্যে ইত্যর্থঃ। ইহৈব জন্মনি ॥ ৪০ ॥

সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মে যে অনন্যরতি, তাহার প্রচ্যুতি, কি জৈমিনি কি আমি
উভয়েই স্বীকার করি না। নিয়ম, অতদ্রূপতা ও অভাব, এই তিনটি ঐ
প্রচ্যুতির অস্বীকারের হেতু। নিরপেক্ষ অধিকারীর ইন্দ্রিয় সকল পরতত্ত্বেই
নিয়মিত। তাঁহাদিগের তদ্রূপতা অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন অন্য বিষয়ে বাসনা থাকে না।
গার্গী প্রভৃতি নিরাশ্রম অধিকারীর পুনর্ব্বার আশ্রমের অভাব আছে, অর্থাৎ
আশ্রমগ্রহণ দৃষ্ট হয় না। স্মৃতিতেও ঐরূপই বলিয়াছেন, 'কামাদি দ্বারা অনা-
বিদ্ধ, প্রশান্তাখিলবৃত্তি, ব্রহ্মসুখস্পৃষ্ট চিত্ত কোনকালেই বিক্ষিপ্ত হয় না।'
জৈমিনি কর্ম্মপর হইলেও নৈরপেক্ষ্যশ্রুতির ভয়ে পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা
নিষ্কল্মষ ব্যক্তির জন্মাবধি নৈরপেক্ষ্য স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

এক্ষণে স্বনিষ্ঠ হইতে নিরপেক্ষের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছেন। "সর্ব্বং হ
পশ্যঃ পশ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্যা দ্বারা স্বর্গাদিরও প্রাপ্তির শ্রবণ হেতু,

লোকভোগপ্রসক্তানাং তেষাং ব্রহ্মৈকরতির্বিচ্ছিদ্যেতে-ত্যাশঙ্ক্যাহ।

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ ॥ ৪১ ॥

চোঽবধারণে। অপিরৈহিকস্থখসমুচ্চয়ে। আধিকারিক-মিন্দ্রাদিপদং তেষাং নৈবাকাঙ্ক্ষ্যম্। কুতঃ পতনেতি। আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনেত্যাদিষু ততঃ পাত-স্মরণাৎ আরম্ভতস্তৎস্পৃহাভাবাচ্চেত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চাত্র মৃগ্যা।

অথেতি। স্বনিষ্ঠাঃ খলু স্বর্গাদিকমপি দিদৃক্ষবো ব্রহ্মৈকরতৌ শিথিলীভূতাঃ প্রতীতাঃ। নিরপেক্ষাণাং তু তদ্দিদৃক্ষাবিরহেণ ব্রহ্মৈকরতৌ গাঢ়ত্বাৎ শ্রৈষ্ঠমবাধ-মিত্যর্থঃ। তল্লব্ধেতি। বিদ্যোপস্থিতেত্যর্থঃ। নম্নু নিয়মাদতদ্রূপাচ্চ তদেকরতি-বিচ্যুতির্নেতি প্রাগুক্তেঃ কথমেতচ্চোদ্যমবতরতীতি চেৎ সত্যমেতৎ। বিদ্যা-দেব্যা দত্তোঽয়ং প্রসাদঃ সৎকার্য্য ইতি শঙ্কাসম্ভবাৎ। তন্নিরাসায়ৈতদিতি ব্যাখ্যাতারঃ। তেষাং নিরপেক্ষাণাম্।

ন চাধিকারিকমিতি। স্বর্গাদিলোকাধিষ্ঠাতৃত্বমধিকারঃ স এষামস্তি তেঽধি-কারিকাঃ। অত ইনঠনাবিতি ঠন্। তেষামিদমাধিকারিকং তস্যেদমিত্যণ্। আব্রহ্মেত্যত্রাভিবিধাবাকারঃ। ব্রহ্মপদপর্য্যন্তাদিন্দ্রাদিপদাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মবিদ্যাং বিনা যে কেচিৎ মহাযুদ্ধমরণাদিনা সত্যলোকং যান্তি তেষাং তস্মাদাবৃত্তি-র্ভবেদেব তদপেক্ষয়ৈবৈতৎ। ব্রহ্মবিদ্যয়া তত্র গতানাস্তু ব্রহ্মণা সার্দ্ধং পরপদ-প্রাপ্তিরেবেত্যুপরি বিস্ফুটীভাবি। স্মৃত্যন্তরঞ্চাত্র মৃগ্যম্। কর্ম্মণাং পরিণামিত্বা-দাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্। বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবদিতি। স্মৃতিশ্চাত্রেতি। ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধী-

---

স্বর্গাদি লাভের পর ইন্দ্রাদিলোকের ভোগে আসক্ত বিদ্বান ব্যক্তির ব্রহ্মরতির বিচ্ছেদ হউক, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন ;—

পতনের সম্ভাবনা প্রযুক্ত নিরপেক্ষ অধিকারীদিগের ইন্দ্রাদিপদে কামনা থাকে না। গীতাতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লোক সকলের পতন উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাদৃশ অধিকারীর প্রথম হইতে ঐ সকল ভোগে স্পৃহা থাকে না।

তথাচ বিদ্যামহিম্না তস্মিন্নন্নুবৃত্তেঽপি তদিচ্ছাবিরহাৎ ন তেন তদেকরতির্বিচ্ছিদ্যতেঽতো নির্ব্বাধং তত্ত্বমিতি ॥ ৪১ ॥

অথ পরিনিষ্ঠিতেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি।

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবৎ তদুক্তম্ ॥ ৪২ ॥

অপিরবধারণে। তুর্বিপরীতভাবনাচ্ছেদে। একে আথর্ব্বণিকা নিরপেক্ষাণামুপপূর্ব্বমুপাসনমেবাভীষ্টং তৎসিদ্ধং ভাবঞ্চাশনবদ্‌ভোগ্যং পঠন্তি। ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রেত্যাদি সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি চ। কেচিদ্‌-

---

রপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যদিতি। যোগসিদ্ধীরণিমাদিবিভূতীঃ। অপুনর্ভবং কৈঙ্কর্য্যশূন্যমোক্ষমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। মর্য্যর্পিতাত্মা মদেকনিরতচিত্তো ভক্তঃ। মদ্বিনেতি। মামেবেচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অথেতি। পরিনিষ্ঠিতাঃ খলু লোকান্ সংজিঘৃক্ষবো ধর্ম্মানাচরন্তি। নিরপেক্ষাস্তু ব্রহ্মৈকরতিবিক্ষেপকত্বস্ফূর্ত্ত্যা তানপি নাচরন্তীতি ব্রহ্মানন্দনিমগ্নানাং তেষাং তেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমিত্যর্থঃ।

"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যম্", ইত্যাদি স্মৃতিতে ভোগস্পৃহার অভাব ব্যক্ত আছে। অতএব বিদ্যামহিমা দ্বারা কচিৎ ঐ সকল ভোগ ভক্তবিশেষের অনুবৃত্ত হইলেও তাহাতে তাঁহাদিগের অভিলাষ না থাকায় ব্রহ্মরতির বিচ্ছেদ হইতেছে না। এইরূপে উক্ত তত্ত্ব, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত অবাধিত হইল ॥ ৪১ ॥

এক্ষণে পরিনিষ্ঠিত হইতেও নিরপেক্ষ অধিকারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বনিষ্ঠের প্রারব্ধ ও স্বর্গাদিভোগে উপযোগী পুণ্যাংশের ভোগ উক্ত হইয়াছে। তাহাতে আসক্তি জন্মিলে, পতনের আশঙ্কা আছে, ইহাও বলা হইয়াছে। পরিনিষ্ঠিতের আমুত্রিক ভোগ না থাকিলেও প্রারব্ধ ঐহিক ভোগ গৌণরূপে সিদ্ধ হয়, ইহাও কথিত হইয়াছে। কিন্তু নিরপেক্ষের ব্রহ্মসুখ ব্যতীত অন্য ভোগ নাই, ইহাই বলিতেছেন। আথর্ব্বণিকেরা বলিয়া থাকেন, 'উপাসনাতেই নিরপেক্ষের অভিলাষ ও অভীষ্টসিদ্ধি। উক্ত ভাবই তাঁহাদের ভোগ।' 'ভজনই ভক্তি এবং তদ্দ্বারাই সচ্চিদানন্দ ভগবানের প্রাপ্তি ও তজ্জন্য সুখ-

ভাগবতা যত্র ক্বাপি হরিমুপাসীনাস্তৎপ্রমাণমেব সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামানিত্যাদিশ্রুতত্রিপাদ্গতানন্দভোগবদনুভবন্তীত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈতদর্থিকা মৃগ্যা ॥ ৪২ ॥

তাদৃশানাং সালোক্যসামীপ্যলক্ষণা মুক্তিরযত্নসিদ্ধেতি তত্রৈব হেত্বন্তরং ব্যঞ্জয়তি।

বহিস্তূভয়থা স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

তুরবধারণে। প্রপঞ্চে স্থিতা অপি তে তস্মাদ্‌বহিরেব সন্তীতি মন্তব্যম্। কুতঃ উভয়থেতি। বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ। প্রণয়রসনয়া

উপপূর্ব্বমিতি। যত্র ক্বাপীতি। যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ স্থানে ইত্যর্থঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ। তদুক্তমিতি সূত্রাংশস্য স্মৃত্যাপ্যুক্তমিত্যর্থঃ। তাং স্মৃতিমাহ স্মৃতিশ্চৈতদর্থিকেতি। একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্না ইত্যাদ্যা ॥ ৪২ ॥

বহিরিতি। তত্রৈব নিরপেক্ষাণাং শ্রৈষ্ঠ্যে উভয়থেতি। উভাভ্যাং প্রকারাভ্যাং ভগবতো ভক্তরক্ততয়া ভক্তস্য ভগবদ্রক্ততয়া চেত্যর্থঃ। তে নিরপেক্ষাঃ।

লাভ।' আবার এরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, 'ভগবদ্ভক্ত সকল যে কোন স্থানেই ভগবানের উপাসনা করুন, সেই স্থানেই তদ্গত সকল ফল ভোগ করেন।' ভগবান যেরূপ ত্রিপাদগত আনন্দ ভোগ করেন, ভক্ত সকলও তদ্রূপই ভোগ করিয়া থাকেন। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, 'একান্ত ভক্ত সকল ভগবৎপ্রপন্ন হইয়া আর কিছুই প্রার্থনা করেন না, কেবল আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া তদীয় অত্যদ্ভুত সুমঙ্গল চরিত্র গান করিতে থাকেন' ॥ ৪২ ॥

তাদৃশ নিরপেক্ষ ভক্ত সকলের সালোক্যসামীপ্যলক্ষণা মুক্তি অযত্নসিদ্ধা ইহাই বলিবার নিমিত্ত তদ্বিষয়ে আর একটি হেতু বিন্যাস করিতেছেন;—

নিরপেক্ষ ভক্ত সকল প্রপঞ্চে থাকিয়াও তাহার বহির্ভাগেই অবস্থান করিতেছেন, ইহাই স্বীকার্য্য। 'যে সকল ভক্ত প্রেমরজ্জু দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম আবদ্ধ করিয়াছেন, ভগবান তাঁহাদিগকে কথনই পরিত্যাগ করেন না,'

ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্ত ইত্যাদিষু মণি-স্বর্ণবৎ স্বামিভৃত্যয়োর্মিথঃ সংশ্লেষস্মরণাৎ তথাচারাচ্চ তৈঃ সার্দ্ধম্। যদুক্তং ভগবতা। নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্। অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভি-রিত্যাদিহেতুভ্যামন্তর্ব্বহিশ্চ মিথঃ সংশ্লেষঃ সমর্থিতঃ। তথাচ বৈমুখ্যমেব সংসৃতিহেতুস্তৎপ্রণাশাৎ সিদ্ধা তেষাং সেতি ॥ ৪৩ ॥

তস্মাৎ প্রপঞ্চাৎ। বিসৃজতীতি শ্রীভাগবতে। যস্য নিরপেক্ষস্য ভক্তস্য প্রীতিবশঃ সন্ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহো হরির্হৃদয়ং মধুলিড়িবারবিন্দকোশং ন বিসৃজতি ন ত্যজতি। কীদৃশ ইত্যপেক্ষ্যাহ অবশেতি। স্খলনাদিনোচ্চারিতোঽপ্যঘৌঘ-মবিদ্যাপর্য্যন্তদোষং যো নাশয়তীত্যর্থঃ। প্রণয়রসনয়া প্রীতিরজ্জ্বা ধৃতে নিবদ্ধে অঙ্ঘ্রিপদ্মে যস্য অর্থাৎ তেন ভক্তেন স তথা। মণিস্বর্ণবদিতি। মণিরিন্দ্রনীল-স্তস্যেব স্বামিনঃ সংশ্লেষঃ স্বর্ণস্যেব তু ভৃত্যস্যেতি শোভানির্ভরো দর্শিতঃ। তৈর্নির-পেক্ষৈঃ। তে চ পুরাতনা আধুনিকাশ্চ তৈঃ সহ ভগবতস্তথাচারস্তদ্গ্রন্থেষু মৃগ্যঃ। তত্র প্রমাণং নিরপেক্ষমিতি শ্রীভাগবতে। নিরপেক্ষং ভগবদন্যস্পৃহা-রহিতম্। মুনিং তচ্চিন্তনপরায়ণম্। শান্তং নিবৃত্তেন্দ্রিয়বিক্রিয়ম্। নির্বৈরং দ্বেষশূন্যম্। সমদর্শনং সমানদৃষ্টিম্। পূয়েয়েত্যস্যায়ং ভাবঃ। যে যথা মাং প্রপ-দ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিতি। ময়া যদ্বহুসাক্ষিকং প্রতিজ্ঞাতং তন্মে ন নির্ব্যূঢ়ং গেহাদিসর্ব্বপরিত্যাগপূর্ব্বকভক্তানুবৃত্তেরকরণাৎ। অতঃ প্রতিজ্ঞাত-

---

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মণি ও স্বর্ণের ন্যায় স্বামী ভগবান ও ভগবদ্দাসের পরস্পর সংশ্লেষ উক্ত হইয়াছে, এবং ভগবানের তাদৃশ আচারও ব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান নিজেও বলিয়াছেন, 'আমি আমার নিরপেক্ষ ভক্তের সদাই অনুগমন করি।' উক্ত হেতুদ্বয় দ্বারা ভক্ত এবং ভগবানের অন্তরে ও বাহিরে সংশ্লেষ স্থির হইতেছে। বস্তুত ভগবদ্বৈমুখ্যই জীবের সংসারের হেতু। এবং তৎসামুখ্য দ্বারা উক্ত বৈমুখ্যের নাশ হইলে, উক্ত সালোক্যাদি মুক্তি সিদ্ধই হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মলোকান্তসুখবৈতৃষ্ণ্যমুক্তম্। অথ সাম্প্রতসুখবৈতৃষ্ণ্যমুচ্যতে। ভর্ত্তা সন্ ভ্রিয়মাণো বিভাতীতি শ্রুতং তৈত্তিরীয়কে। তত্র সংশয়ঃ। নিরপেক্ষাণাং দেহযাত্রা স্বপ্রযত্নাদুতেশপ্রযত্নাদিতি তৈস্তৎপ্রয়াসস্যানুৎপাদ্যত্বাৎ স্বপ্রযত্নাদেবেতি প্রাপ্তে—

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ॥ ৪৪॥

স্বামিনঃ সর্ব্বেশ্বরাদেব তেষাং দেহযাত্রা সিধ্যতি। কুতঃ ফলশ্রুতেঃ। ভর্ত্তেত্যাদৌ তস্যৈব তদ্ভর্ত্তৃত্বশ্রবণাদিত্যাত্রেয়ো মন্যতে। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

ব্রতা নির্ব্বাহদোষাপনীত্যা পাবিত্র্যং তদঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শৈর্ভাবীতি প্রীত্যা তদনুব্রজেতি। হেতুভ্যামিতি। উভয়থাচারস্মরণাভ্যামিত্যর্থঃ। ক্রমাদিতি বোধ্যম্। সা মুক্তিঃ॥ ৪৩॥

ব্রহ্মলোকান্তসুখানিচ্ছয়া হরিনিরতত্বান্নিরপেক্ষাণাং জ্যায়স্ত্বমুক্তং প্রাক্ তন্ন যুক্তং দেহযাত্রাসুখাপেক্ষায়া দুষ্পরিহরত্বেন তয়া জ্যায়স্ত্বহানাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। ব্রহ্মলোকান্তেত্যাদি। ভর্ত্তেতি। ভর্ত্তা স্বভক্তানাং পালকঃ সন্ ভক্তৈর্ভ্রিয়মাণঃ পুষ্যমাণঃ সেব্যমান ইত্যর্থঃ। দেহযাত্রা দেহনির্ব্বাহঃ। তৈরিতি। তদেকহিতৈর্নিরপেক্ষৈর্ভগবৎপরিশ্রমস্যাকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ।

তাদৃশ ভক্তের ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুখে বিতৃষ্ণা উক্ত হইল। অধুনা সাম্প্রতসুখে অর্থাৎ ঐহিকসুখে বৈতৃষ্ণ্য বলা হইতেছে। তৈত্তিরীয়কে উক্ত হইয়াছে, 'ভগবান স্বয়ং ভর্ত্তা হইয়াও পালিতের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ঐ স্থলে সংশয় এই—নিরপেক্ষ ভক্তের দেহযাত্রা নিজের প্রযত্নে অথবা ঈশ্বরের প্রযত্নেই নির্ব্বাহ হয়? ভক্ত সকল, ভগবান কোন প্রযত্ন গ্রহণ করেন, এরূপ ইচ্ছা করেন না, সুতরাং তাঁহারা স্বীয় প্রযত্ন দ্বারাই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন ;—

ভগবান স্বয়ংই ভর্ত্তা, ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষদের ফলশ্রুতি দর্শনে সর্ব্বেশ্বর হইতেই ভক্তগণের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ইহা আত্রেয় মুনির মত।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। দর্শনধ্যান-সংস্পর্শৈর্ম্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ। স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহ-মপি পদ্মজেতি তদ্বাক্যাচ্চ তৈস্তৎপ্রয়াসোঽনুৎপাদ্য ইতি তু স্থূলং তেষাং তথেচ্ছাবিরহাৎ সত্যসঙ্কল্পস্য তস্য তদ-ভাবাচ্চ। স্বদেহযাত্রয়া তৎসেবনাৎ তস্যাঃ ফলত্বম্। অত উক্তং ভ্রিয়মাণ ইতি ॥ ৪৪ ॥

অথৈতেষু তদ্ভর্ত্তৃত্বমেকান্তমিতি দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি।

স্বামিন ইতি। আত্রেয়ো দত্তাত্রেয়ঃ। অনন্যা ইতি শ্রীগীতাসু। অনন্যত্বেন চিন্তয়া পর্য্যুপাসনয়া চ নৈরপেক্ষ্যং ব্যক্তম্। যোগেতি। যোগো জীবিকা। ক্ষেমং তস্যাঃ প্রতিপালনম্। বহামি করোমি। দর্শনেতি পাদ্মে। ক্রমোঽত্র বোধ্যঃ। তথেচ্ছেতি। হরিরস্মান্ জীবিকয়া পুষ্ণাত্বিতি কামনাভাবাদিত্যর্থঃ। তদভাবাচ্চ প্রয়াসবিরহাচ্চ। ন চ ক্ষুত্তৃট্ব্যাকুলানাং কথং তদেকরতিসিদ্ধি-স্তদেকরতানাং তদ্বাধানুদয়াৎ। যদুক্তং পরীক্ষিতা। নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে। পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতমিতি ॥ ৪৪ ॥

অথেতি। একান্তমব্যভিচারি।

'যে সকল মনুষ্য অনন্যভাবে আমাকে চিন্তা ও উপাসনা করেন, আমি সেই সকল নিত্যাভিযুক্ত ব্যক্তির যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকি। মৎস্য, কূর্ম্ম ও বিহঙ্গম সকল দর্শন, ধ্যান ও সংস্পর্শ দ্বারা নিজ নিজ অপত্যের পোষণ করিয়া থাকেন,' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতেও ঐরূপই প্রতীতি হইয়া থাকে। দেহ-যাত্রানির্ব্বাহার্থ ভক্তগণের নিজের কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, ইহাই স্থূল তাৎপর্য্য। কারণ, তাঁহাদিগের তদ্বিষয়ে ইচ্ছাও দেখা যায় না; এবং সত্য-সঙ্কল্প পরমেশ্বরের তজ্জন্য প্রযত্নও সম্ভব হয় না। বস্তুত ভক্তগণের স্বপালন-বাঞ্ছা হইতে ভগবান তাঁহাদিগের জন্য পরিশ্রম করুন, এরূপ ইচ্ছা বোধ হয় না। আবার ভগবান সত্যসঙ্কল্প, তাঁহার তাদৃশ প্রয়াসও সম্ভব হয় না। ভগবৎ-সেবা দ্বারা স্বদেহযাত্রানির্ব্বাহ করাই ভক্তের অভিপ্রায়। এবং ইহাই শ্রুত্যুক্ত ফল। এই নিমিত্তই শ্রুতিতে ভ্রিয়মাণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥৪৫॥

ইহেতি শব্দঃ সাদৃশ্যে। স্বামিনস্তস্য নিরপেক্ষস্বভক্ত-ভরণমার্ত্বিজ্যসদৃশম্ ঋত্বিক্‌কর্ম্মতুল্যং ভবতি। হি যতো দেহ-যাত্রাদিসম্পাদনায় তৈর্ভক্ত্যা স পরিক্রীয়তে। তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসল ইত্যাদিস্মৃতেঃ। যজমানেনাপি সাঙ্গায় কর্ম্মণে দক্ষিণয়া ঋত্বিজঃ পরিক্রীয়ন্তে। ঔড়ুলোমেরস্য নির্গুণাত্মবাদিত্বাদ্ভক্তি-রিতি রিক্তা ভণিতিঃ। তস্মান্নিরপেক্ষাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রুতেশ্চ ॥ ৪৬ ॥

যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাশাসত ইতি হোবা-চেতি তস্মাদু হৈবংবিদুদ্গাতো ব্রূয়াৎ কং তে কামমাগায়নি ইতি ঋত্বিক্‌সম্পাদিতস্য কর্ম্মণঃ যজমানগামি ফলং দর্শয়তি।

আর্ত্বিজ্যমিতি। হীতি। তৈর্নিরপেক্ষৈঃ। স স্বামী হরিঃ। পরিক্রীয়তে মূল্যেন নীয়তে। তুলসীতি বিষ্ণুধর্ম্মে। ভক্তিরিতি। রিক্তেতি। হর্য্যেক-হিতৈষিতারূপভক্তব্যবহারশূন্যেত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। দেহনির্বাহেচ্ছায়া অপি পরিত্যাগেন হর্য্যেকনিরতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

নিরপেক্ষ ভক্তের পক্ষে, ভগবানের ভর্তৃত্ব যে একান্ত, তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবৃত করিতেছেন ;—

স্বামী ভগবানের নিরপেক্ষ স্বভক্তের ভরণ ঋত্বিকের কর্ম্মের সদৃশ। ভগ-বান ভক্তি দ্বারা পরিক্রীত হইয়া ভক্তের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। স্মৃতিতে বলিয়াছেন, 'ভক্তবৎসল ভগবান একটি তুলসীপত্র বা একগণ্ডূষপরিমিত জলের পরিবর্ত্তে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন।' ঋত্বিক্ যেরূপ দক্ষিণার্থ যজ-মানের নিকট আত্মবিক্রয় করেন, ভগবানও তদ্রূপ ভক্তের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন। ঔড়ুলোমি ঋষি নির্গুণাত্মবাদী বলিয়াই রিক্ত ভক্তিশব্দ ব্যব-হার করিয়াছেন। অতএব নিরপেক্ষ ভক্তেরই শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

তস্মাদ্ভগবতঃ স্বভক্তভরণম্ ঋত্বিজো যজমানভরণসদৃশং ভবতীতিভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

অথৈষাং বিদ্যাপ্ত্যনন্তরমনুষ্ঠানং দর্শয়তি। তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত ইত্যাদি আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদি চ শ্রূয়তে। অত্র শমাদীনি ধ্যানান্তানি ব্রহ্মলিপ্সোরনুষ্ঠেয়ান্যুচ্যন্তে। কিমেতানি সর্ব্বাণি নিরপেক্ষেণানুষ্ঠেয়ান্যুত তৎস্বরূপগুণচরিতানি স্মর্ত্তব্যানীতি সন্দেহে সঞ্জাতাপি বিদ্যা শমাদীন্ বিনা স্থৈর্য্যং নোপগচ্ছেদতস্তানি চানুষ্ঠেয়ানীতি প্রাপ্তে—

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥৪৭॥

ইতশ্চোপাস্তীনাম্ ঋত্বিক্কর্ত্তৃত্বং যজমানগামিফলত্বং চেত্যাহ শ্রুতেশ্চেতি। উৎসর্গতঃ শ্রুতিলিঙ্গৈশ্চ সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ৪৬ ॥

নিরপেক্ষাণাং দেহযাত্রানাদরেণ হর্য্যেকনিরতিরুক্তা তামাশ্রিত্য তদনুভাবভূতা তৎস্বরূপগুণচরিতানুস্মৃতির্বর্ণ্যত ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। অথৈষামিত্যাদি।

"যাং বৈ কাঞ্চন" প্রভৃতি শ্রুতিতেও ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল যজমানগামী, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যজমান দক্ষিণা দ্বারা ঋত্বিক্‌কে বশীভূত করেন। শ্রীভগবানও ভক্তির বশ। অতএব ভগবানের কর্ম্মে ঋত্বিক্‌সাদৃশ্য সিদ্ধ হইল ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর নিরপেক্ষ ভক্তদিগের বিদ্যোৎপত্তির পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিতেছেন। "তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তো দান্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মপ্রার্থীর শমাদি হইতে ধ্যান পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয় জানা যায়। ঐ সকলই নিরপেক্ষের অনুষ্ঠেয় অথবা তৎস্বরূপগুণচরিতই স্মর্ত্তব্য? এইরূপ সংশয় হইতেছে। বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াও শমাদি ব্যতিরেকে স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। অতএব ঐ সকলই অনুষ্ঠেয় হইতেছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন;—

ইহ সহকার্য্যন্তরাণি শমাদীন্যভিধীয়ন্তে যজ্ঞাদীনাং শমাদীনাঞ্চ বিদ্যাসহকারিত্বেন পূর্ব্বং নিরূপণাৎ। তেষাং বিধিঃ সাশ্রমপক্ষেণ গ্রাহ্যোঽপূর্ব্বত্বাৎ ন তু নিরাশ্রমপক্ষেণ তত্র স্বতঃ সিদ্ধেঃ। কিন্তু তৎস্বরূপাদীনি তেন স্মর্ত্তব্যানীতি। তদিদমাহ তৃতীয়ং তদ্বত ইতি। তৎপ্রসাদমাত্রকামবতো নিরপেক্ষস্য তৃতীয়ং মানসিকমেবানুষ্ঠেয়ং মনসৈবেদমাপ্তব্যমিতি শ্রুতেঃ। কায়িকবাচিকয়োঃ শ্রবণমননয়োর্বাপেক্ষয়া মানসিকং ধ্যানং তৃতীয়ং ভবতি। আবশ্যকত্বে দৃষ্টান্তো বিধ্যাদিবদিতি। যথা সাশ্রমস্য সন্ধ্যোপাসনাদিবিধিরাবশ্যকস্তদ্বৎ। তস্মাৎ সঞ্জাতবিদ্যেন নিরপেক্ষেণ তৎস্বরূপাদি বিচিন্ত্যমিতি। ন চাস্য জপার্চ্চনাদিকং নিবার্য্যতে। ধ্যানে-

---

সহকার্য্যন্তরবিধিরিতি। যজ্ঞাদীনি শমাদীনি চ বিদ্যাসহকারীণি পূর্ব্বমুক্তানি। যজ্ঞাদিভ্যঃ সহকারিভ্যঃ শমাদীনি সহকারীণ্যন্যানি ভবন্ত্যন্তরঙ্গত্বাদতস্তানি সহকার্য্যন্তরাণি কথ্যন্তে। তেষামিতি। শমাদীনাং বিধিঃ সাশ্রমৈর্গ্রাহ্যঃ অত্যন্তমপ্রাপ্তেঃ নিরাশ্রমৈস্তু স ন গ্রাহ্যঃ তেষু তেষাং স্বতঃ সিদ্ধেরিত্যর্থঃ। কিন্ত্বিতি। তেন নিরপেক্ষেণ। তৎপ্রসাদেতি। হরিমুখোল্লাসরূপং প্রসাদ-

শমাদি সহকারিসাধনরূপেই উক্ত হয়। যজ্ঞাদি ও শমাদি পূর্ব্বেই বিদ্যার সহকারী বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অপূর্ব্ব বলিয়া সাশ্রমের পক্ষেই তাহাদের বিধি গ্রাহ্য; নিরাশ্রমের পক্ষে নহে। কারণ, নিরাশ্রমের শমাদি আপনা হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং নিরপেক্ষ ভগবানের স্বরূপাদিই স্মরণ করিবেন। এই নিমিত্তই তৎপ্রসাদমাত্রাভিলাষী নিরপেক্ষের পক্ষে তৃতীয় মানসিক অনুষ্ঠানই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রুতিতেও ব্রহ্ম মানসলভ্যরূপেই অভিহিত হইয়াছেন। কায়িক ও বাচিক অথবা শ্রবণ ও মনন ইহাদের অপেক্ষাতেই মানসিক ধ্যান তৃতীয় বলিয়াই উক্ত হয়। সাশ্রম অধিকারীর সন্ধ্যোপাসনাদির বিধি যেরূপ আবশ্যক, সঞ্জাতবিদ্য নিরপেক্ষেরও তদ্রূপ ভগবৎস্বরূপাদির স্মরণ একান্ত প্রয়োজনীয়। এতদ্দ্বারা তাঁহার জপার্চ্চনাদি

নৈব তস্যাপি প্রাপ্তেঃ। তৎপ্রধানত্বাদ্বা তদ্ব্যপদেশঃ। তদেবং ত্রেধা বিদ্যাজুষঃ সানুষ্ঠিতয়ো নিরূপিতাঃ ॥ ৪৭ ॥

স্বনিষ্ঠাদিষু ত্রিষু বিদ্যাভাক্ত্বং নির্ণীতম্। তস্য স্থৈর্য্যায়ারম্ভঃ। ছান্দোগ্যান্তে শ্রূয়তে। আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য অহিংসন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ। স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ

মিচ্ছত ইত্যর্থঃ। তস্যাপি জপার্চ্চনাদেরপি। তৎপ্রধানত্বাদ্বেতি। বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারেণাপি জপার্চ্চনাদের্নিষ্পত্তিঃ সমিৎপুষ্পকুশাদানমিত্যাদি ভরতস্য শ্রবণমননয়োরস্মরণাদিত্যর্থঃ। তত্রাপি মানসিকত্বসংক্রমাৎ তথা ব্যপদেশ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

নিরপেক্ষাঃ প্রকৃষ্টবিদ্যা ইত্যুক্তং প্রাক্ তন্ন যুক্তং ছান্দোগ্যান্তে গৃহাশ্রমিণ এব যথোক্তধর্ম্মানুষ্ঠায়িনো বিদ্যাতৎফললাভবর্ণনেন তদন্যেষাং তল্লাভো নেত্যবগমাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। স্বনিষ্ঠাদিম্বিতি। তস্যেতি বিদ্যাসম্ভবস্য। আচার্য্যেতি। আচার্য্যকুলাৎ গুরুগৃহাৎ তদুপেত্যেত্যর্থঃ। তত্রোপনীতো ভূত্বা তদনন্তরং গুরোঃ শুশ্রূষণরূপং কর্ম্ম কৃত্বা অতিশেষেণাব-

নিবারিত হইতেছে না। ধ্যান দ্বারাই উহাদের প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। অর্চ্চনের প্রধান অঙ্গই ধ্যান। ধ্যানপ্রধান বলিয়াই কেবল ধ্যানেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপে ত্রিবিধ বিদ্বানেরই স্ব স্ব অনুষ্ঠেয় নিরূপিত হইল ॥ ৪৭ ॥

স্বনিষ্ঠাদি ত্রিবিধ অধিকারীরই বিদ্যালাভ নির্ণীত হইল। এক্ষণে তাহার স্থৈর্য্যের নিমিত্ত প্রকরণান্তর আরম্ভ করিতেছেন। ছান্দোগ্যের শেষভাগে, 'আচার্য্যকুল হইতে বেদপাঠ করিয়া যথাবিধি গুরুদক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কুটুম্বমধ্যে শুচিপ্রদেশে নিজশাখা অধ্যয়ন ও ধার্ম্মিক পুত্র উৎপাদনের পর নিখিল ইন্দ্রিয় আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং যজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্য কোন কার্য্যে ভূতহিংসা করিবে না। যিনি যাবজ্জীবন এইরূপে

পুনরাবর্ত্তত ইতি। অত্র গার্হস্থ্যেনোপসংহারাৎ তদিতরেষু বিদ্যা ন ভবতীতি প্রতীয়তে। ক্বচিৎ ক্বচিৎ ত্যাগোক্তিস্তু স্তুতিপরতয়া নেয়া। ঈদৃশং ব্রহ্ম যদর্থং সর্ব্বং ত্যাজ্যমিতি। গৃহস্থস্যৈব যথোক্তানুষ্ঠাতুর্ব্রহ্মসম্পত্তিরিত্যুপসংহারস্য তাৎপর্য্যগ্রাহকত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে।

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তুশব্দঃ। গৃহস্থেনোপসংহারঃ তস্যৈব যথোক্তকর্ত্তুর্মুক্তিরিত্যভিপ্রৈতীতি নার্থঃ কিন্তু কৃৎস্নভাবাদেব তেন সঃ। গৃহস্থং প্রতি বহুলায়াসা বহবঃ স্বাশ্রমধর্ম্মাঃ কার্য্যত্বে-

---

শিষ্টেন কালেন যথাবিধানং পবিত্রপাণিত্বপ্রাঙ্মুখত্বাদিবিধিমনতিক্রম্য বেদমধীত্য ততোঽভিসমাবৃত্য ব্রতবিসর্জ্জনং কৃত্বা কুটুম্বে গৃহাশ্রমে স্থিতঃ শুচৌ পবিত্রে দেশে স্বাধ্যায়ং বেদমধীয়ানো বিহিতানি কর্ম্মাণি চ যথাশক্ত্যনুতিষ্ঠন্ ধার্ম্মিকান্ পুত্রানুৎপাদয়ন্ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যাত্মনি হরৌ সংপ্রতিষ্ঠাপ্য তৎপ্রবণানি কৃত্বা তীর্থেভ্যো যজ্ঞেভ্যোঽন্যত্র সর্ব্বাণি ভূতান্যহিংসন্ যাবদায়ুষমেবং বর্ত্তমানো ব্রহ্মলোকং বৈকুণ্ঠমভিসম্পদ্য ততঃ পুনর্নাবর্ত্ততে বিমুক্তো ভবতীতি। অত্রেতি। উপসংহারাৎ ফলোপলম্ভপর্য্যন্তবর্ণনাদিত্যর্থঃ।

অতিবাহন করেন, তাঁহাকে এই সংসারে পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না।' গার্হস্থ্য ধর্ম্মেই এই বাক্যের উপসংহার করা হইয়াছে। অতএব তদিতর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতির বিদ্যা সম্ভব হয় না, ইহাই প্রতীত হইতেছে। কোথাও কোথাও যে ত্যাগ উক্ত হইয়াছে, তাহা স্তুতিপর বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম ঈদৃশ বস্তু, যাঁহার জন্য সমস্তই ত্যাজ্য। যথাবিধি কর্ম্মানুষ্ঠানপর গৃহস্থেরই ব্রহ্মসম্পত্তি হয়, এইরূপ উপসংহারেই তাৎপর্য্য বলিয়া পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে, তদুত্তরে পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন ;—

যথাবিধি গার্হস্থ্যের অনুষ্ঠাতারই মুক্তি, এই অভিপ্রায়েই যে গৃহস্থ-বাক্য দ্বারা উপসংহার করা হইয়াছে, তাহা নহে। গৃহস্থের ধর্ম্মে সকল ভাব আছে বলিয়াই ঐরূপ উপসংহার করা হইয়াছে। গৃহস্থের প্রতি বহুল আয়াসসাধ্য

নোপদিষ্টাঃ। আশ্রমান্তরধর্ম্মাশ্চ যথাযথমহিংসেন্দ্রিয়সংযমাদয়ঃ। ততশ্চ কৃৎস্নানাং ধর্ম্মাণাং তত্র সত্ত্বাৎ তেনাসৌ ন বিরুধ্যত ইতি। তথাচ স্মৃতিঃ। ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাড়্‌ব্রহ্মচারিণঃ। তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরমিত্যাদ্যা॥ ৪৮॥

যস্মাদাশ্রমান্তরাণি শ্রূয়ন্তে অতো ধর্ম্মকার্ৎস্ন্যাদেব গার্হস্থ্যেনোপসংহারো মন্তব্য ইত্যাহ।

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ॥ ৪৯॥

মৌনবদিতি সিদ্ধং কৃত্বোক্তম্। তত্রৈব পূর্ব্বত্র ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ। যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানং প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো

কৃৎস্নভাবাদিতি। ধর্ম্মবাহুল্যাদিত্যর্থঃ। তত্রেতি গৃহস্থে। তেন গৃহস্থেন। অসাবুপসংহারঃ। ভিক্ষেতি শ্রীবৈষ্ণবে। অত্রৈব গার্হস্থ্যে। আদ্যশব্দান্মনুবাক্যঞ্চ গ্রাহ্যম্। সর্ব্বেষামেব চৈতষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ। গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি। যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্। তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিমিতি॥ ৪৮॥

মৌনবদিতি। তত্রৈব ছান্দোগ্যে। পূর্ব্বত্রাচার্য্যকুলবাক্যাৎ প্রাক্। ত্রয় ইতি। স্কন্ধশব্দ আশ্রমপরঃ। যজ্ঞাদিধর্ম্মপ্রধানো গৃহাশ্রম একঃ তপঃপ্রধানো বনস্থাশ্রমো দ্বিতীয়ঃ তৎপ্রাধান্যাৎ সন্ন্যাসোঽপ্যত্র গ্রাহ্য ইত্যেকে। যাবদায়ু-

---

বহু স্বাশ্রমধর্ম্মই কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। অহিংসা ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি আশ্রমান্তরের ধর্ম্মও যথাযথ গার্হস্থ্যধর্ম্মে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব সমস্ত ধর্ম্মই গার্হস্থ্য মধ্যে আছে বলিয়া কোন বিরোধ হইতেছে না। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, ভিক্ষু, পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারী, এই সকলেরই ধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। অতএব গার্হস্থ্যই শ্রেষ্ঠ॥ ৪৮॥

আশ্রমান্তরের বাক্য সকলও শ্রুত হইয়া থাকে, অতএব সকল ধর্ম্মই গার্হস্থ্যমধ্যে নিবিষ্ট বলিয়া ঐরূপ উপসংহার করিয়াছেন। উক্ত উপসংহারের উহাই মন্তব্য, ইহাই বলিতেছেন ;—

ব্রহ্মচর্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽব-সাদয়ন্ সর্ব্ব এতে পুণ্যশ্লোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্ব-মেতীতি পঠ্যতে। তত্র এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবত্যেতমেব প্রব্রাজিনো লোকমভীপ্সন্তঃ প্রব্রজন্তীত্যত্র পারিব্রাজ্যস্থে-বেতরেষাং নৈষ্ঠিকাদীনামপ্যুপদেশাৎ। তস্মাৎ তেন সঃ। বহুত্বং বৃত্তিভূম্নেত্যাহুঃ। এবং জাবালোপনিষদি চাশ্রমাশ্চত্বারো বিধীয়ন্তে। ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহীভূত্বা বনী ভবেৎ বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাৎ বা বনাৎ বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো

গুরুসন্নিধিস্থিতিপূর্ব্বকতদেকসেবনং নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যং তৃতীয়ঃ। সর্ব্বে এতে আশ্রমিণঃ পুণ্যশ্লোকা ভবন্তি বিধ্যাশ্রয়ণাৎ। তদাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানফলঞ্চ তত্তদুক্ত-লক্ষণং লভন্তে। তেষু যো ব্রহ্মসংস্থঃ সম্যগ্‌ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স ত্বমৃতত্বং মুক্তিমেতীতি। তত্রেতি। এতমেব বিদিত্বেত্যাদৌ যথা পারিব্রাজ্যমুপদিষ্টং তথা ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা ইত্যাদৌ নৈষ্ঠিকব্রতবানপ্রস্থে চোপদিষ্টে ইত্যাশ্রমান্তরাণাং শ্রুতি-প্রাপ্তত্বাদাচার্য্যকুলাদিতি বাক্যে ধর্ম্মবাহুল্যাদেব গৃহস্থেনোপসংহার ইত্যর্থঃ। নন্বিতরয়োরিতি বাচ্যে ইতরেষামিত্যুক্তিঃ কথমিতি চেৎ তত্রাহ বহুত্বং বৃত্তি-ভূম্নেতি। সাবিত্রো ব্রাহ্মঃ প্রাজাপত্যো বৃহন্নিতি ব্রহ্মচারিভেদাঃ। ফেণপ উদুম্বরো বৈখানসো বালখিল্যশ্চেতি বনস্থভেদাশ্চ। এবং কুটীচকো বহূদকো হংসো নিষ্ক্রিয়শ্চেতি সন্ন্যাসিভেদাশ্চ বোধ্যাঃ। ব্রহ্মচর্য্যমিতি। যদি বেতরথা

'মুনিব্রতের ন্যায়' এইরূপ উক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া, ঐস্থলেই তিনটি ধর্ম্মস্কন্ধ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান, প্রথম। তপ, দ্বিতীয়। আচার্য্যকুলবাসীর ব্রহ্মচর্য্য তৃতীয়। ইহাঁরা সকলেই পুণ্যশ্লোক হয়েন। ব্রহ্মনিষ্ঠ অমৃতত্ব লাভ করেন। শ্রুতিতে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। ঐস্থলে এবং জাবালোপ-নিষদে চারিটি আশ্রম উক্ত হইয়াছে। ঐস্থলে বলিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, তাহার পর বনবাসী হইবে, পরিশেষে প্রব্রজ্যা করিবে, অর্থাৎ ভৈক্ষ্য অবলম্বন করিবে। অথবা বিরক্ত হইলে, যে কোন আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা

বাস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেদিত্যাদিনা। উত্তরত্র চ পরমহংসানামিত্যা-দিনা নিরপেক্ষাশ্চ পঠ্যন্তে। তস্মাৎ গৃহস্থেনোপসংহৃতি-র্ধর্ম্মবাহুল্যাদেবেতি সুষ্ঠূক্তং যদহরেবেত্যাদিনা। বিরাগে সতি গৃহত্যাগবিধানাৎ বিশেষাদুপসংহারেণ তত্তাৎপর্য্যকল্প-নঞ্চ নিরস্তম্। অনুরাগবিরাগৌ হি গৃহারম্ভতত্ত্যাগয়োর্হেতূ সর্ব্বত্রাভিলপ্যেতে। তদেবং যথার্হং শমদমোপরতিভূষণেষু নিরাশ্রমেষু চ বিদ্যাভ্যুদেতীতি নিরূপিতম্॥ ৪৯॥

অথাস্যা রহস্যত্বমুচ্যতে। শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি। বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পপ্রচোদিতম্। নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায় নাশিষ্যায় বৈ পুনরিতি। ইহ সংশয়ঃ। বিদ্যা যত্র

বৈরাগ্যপ্রাচুর্য্যেণ স্থিতস্তদেত্যর্থঃ। স্নাতকঃ সমাপ্তব্রহ্মচর্য্যোঽপ্রাপ্তগার্হস্থ্যঃ। অস্নাতকো মৃতদারোঽকৃতপুনর্ব্বিবাহঃ॥ ৪৯॥

পূর্ব্বত্র সাশ্রমেষু নিরাশ্রমেষু চ তাদৃশেষু বিদ্যা দর্শিতা। তামাশ্রিত্য তস্যা রহস্যত্বং বর্ণ্যমিত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। বেদান্ত ইতি। ব্রহ্মবিদ্যা যদ্বস্তু তৎ

করিবে। ব্রতী, অব্রতী, স্নাতক, অস্নাতক, সাগ্নি বা নিরগ্নি, সকলেরই প্রব্রজ্যায় অধিকার আছে। অন্তে "পরমহংসানাম্" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা নিরপেক্ষও উক্ত হইয়াছেন। যখনই বিরক্তি জন্মিবে, তখনই প্রব্রজ্যা করিবে, এইরূপ উক্তি দ্বারা গার্হস্থ্যেই উপসংহারের তাৎপর্য্য, এই মত নিরস্ত হইতেছে। কেবল ধর্ম্মবাহুল্য প্রযুক্তই গার্হস্থ্যে উপসংহার সঙ্গত হইল। অনুরাগ ও বিরাগই, গার্হস্থ্য ও প্রব্র-জ্যার মূল জানিতে হইবে। অতএব যথাযথ শমদমাদিবিভূষিত ব্যক্তি সাশ্রমই হউন বা নিরাশ্রমই হউন, বিদ্যাতে অধিকারী হইবেন, ইহাই নিরূপিত হইল॥ ৪৯॥

এক্ষণে বিদ্যার রহস্যত্ব কথিত হইতেছে। শ্বেতাশ্বতরে, 'পুরাতন বেদান্ত-গুহ্য তত্ত্ব, প্রশান্ত পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন অন্যকে প্রদান করিবে না,' এইরূপ উক্ত

কাপি উপদেশ্যা ন বেতি। যোগ্যাযোগ্যবিমর্শস্তু কারুণ্যাদি-বিরোধিত্বাৎ তদ্বতা দেশিকেন সর্ব্বত্রাসৌ প্রকাশ্যেতি প্রাপ্তে—

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥ ৫০ ॥

বিদ্যামনাবিষ্কুর্ব্বন্নেবোপদিশেৎ। কুতঃ অন্বয়াৎ। উক্ত-শ্রুতৌ তথৈবোপদেশপ্রতীতেরিত্যর্থঃ। এবমেবাহ ভগবানরবিন্দাক্ষঃ। ইদং তেনাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তীতি উপদেশো হি যোগ্যেষ্বেব ফলতি নাযোগ্যেষু। যস্য দেবে পরা ভক্তি-

পরমং গুহ্যং তৎ কিল যস্মৈ কস্মৈচিন্ন দেয়ং কিন্তু শান্তায় পুত্রবদনুবর্ত্তিনে শিষ্যবৎসেবমানায় দেয়ং ন তু তদ্বিপরীতায়েত্যর্থঃ। ন চায়ং স্বার্থসিদ্ধয়ে সঙ্কোচোঽপি তু উপদেশ্যার্থসিদ্ধয়ে এব নান্যথা তদভীষ্টং সিধ্যেদিতি বোধ্যম্। তদ্বতা কারুণ্যাদিগুণশালিনা।

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নিতি। ইদমিতি শ্রীগীতাসু। অতপস্বিনে অজিতেন্দ্রিয়ায়েদং ন বাচ্যং তপস্বিনেঽপ্যভক্তায়ৈতচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টরি তদ্বেদ্যে ময়ি চ ভক্তিশূন্যায় ন বাচ্যং তপস্বিনেঽপি ভক্তায়াপ্যশুশ্রূষবে সৎসেবারহিতায় ন বাচ্যং যো মাং সর্ব্বেশ্বরং নিত্যমূর্ত্তিং নিত্যগুণলীলমভ্যসূয়তি মায়িকগুণবিগ্রহতামারোপয়তি

হইয়াছে। তদ্বিষয়ে সংশয় এই যে, ঐ তত্ত্ব সর্ব্বত্র উপদেশ্য কি না? যোগ্যাযোগ্য বিচার পূর্ব্বক তত্ত্বার্পণ করিলে, কারুণ্যের অভাব হয়। সকল জীবই সংসারতাপ হইতে মুক্তির পাত্র। বিশেষত যাহারা অত্যন্ত তাপিত, তাহাদের প্রতি করুণা একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব দয়ালু গুরুর সকলকেই ঐ তত্ত্ব উপদেশ করা বিধেয়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন ;—

বিদ্যা গুহ্যরূপেই উপদেশ্য। কারণ, শ্রুতিতে এইরূপই উপদেশ প্রতীত হয়। এই নিমিত্তই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'অভক্ত, শ্রবণেচ্ছাবিরহিত, তপঃসম্পত্তিশূন্য ব্যক্তিকে উক্ত-তত্ত্ব অর্পণ করিবে না।' অতএব যোগ্যপাত্র দেখিয়াই তত্ত্ব প্রদাতব্য। অযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্ব উপদেশ অকর্ত্তব্য। শ্রুতিতেও

রিত্যাদিশ্রুতেঃ। ছান্দোগ্যে চ আত্মাপহতপাপ্মা ইত্যাদিনা মহেন্দ্রবিরোচনয়োরুপদেশসাম্যেঽপি বিরোচনস্য তত্ত্বজ্ঞানং নাভূদিতি শ্রবণাৎ। তথাচ যোগ্যেভ্য এব বিদ্যোপদেশ্যা ন ত্বযোগ্যেভ্যোঽপীতি। যোগ্যাশ্চ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যতৎপরাঃ শ্রদ্ধালবঃ ॥ ৫০ ॥

অথোৎপত্তিকালস্তস্যাশ্চিন্ত্যতে। অত্র নচিকেতো-জাবালাদেরুপাখ্যানং বামদেবস্য চ বিষয়ঃ। ইহ ভবতি সংশয়ঃ। পূর্ব্বোক্তসাধনা বিদ্যাস্মিন্ জন্মনি সঞ্জায়তে জন্মান্তরে বেতি। তৎসাধনেষ্বনুষ্ঠীয়মানেষ্বস্মিন্নেব জন্মনি সঞ্জা-

---

তস্মৈ তু সর্ব্বথা ন বাচ্যম্। ভিন্নয়া বিভক্ত্যা নির্দ্দেশঃ। তথা চ তপস্বিনে গুরুভক্তায় মদ্ভক্তায় মদ্ভক্তসেবিনে মদ্‌গুণানুরক্তায় চেদং মদভিহিতং গীতোপনিষচ্ছাস্ত্রং ত্বয়া বাচ্যমুপদেশ্যং ন তু বিলক্ষণায়েত্যর্থঃ। ছান্দোগ্য ইত্যাদি। মহেন্দ্রবিরোচনয়োরাখ্যায়িকেয়ং মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাদিত্যত্র দর্শয়িষ্যতে ॥ ৫০ ॥

রহস্যভূতা বিদ্যেত্যুক্তম্। তামাশ্রিত্য তস্যা জন্মকালো নিরূপ্যত ইতি প্রাগবৎ সঙ্গতিঃ। অথোৎপত্তীতি।

বলিয়াছেন,'যিনি গুরু ও দেবতাতে ভক্তিসম্পন্ন, তাঁহাতেই বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয়।' ছান্দোগ্যেও কথিত আছে, 'ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়কেই সমানভাবে তত্ত্ব উপদেশ করা হইল, তন্মধ্যে বিরোচনেরই তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইল, ইন্দ্রের তাহা হইল না।' অতএব যোগ্য ব্যক্তিকেই তত্ত্বোপদেশ কর্ত্তব্য, অযোগ্যব্যক্তিকে উহা কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যতৎপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিই যোগ্যশব্দে উক্ত হয়েন ॥ ৫০ ॥

অনন্তর বিদ্যার উৎপত্তিকাল বিচার করিতেছেন। নচিকেত, জাবাল ও বামদেবাদির উপাখ্যানই উক্ত বিচারের বিষয়। ঐ স্থলে সংশয় এই যে, পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা এই জন্মেই উৎপন্ন হয়, বা জন্মান্তরে উৎপন্ন হয়? বিদ্যার সাধন সকল অনুষ্ঠিত হইলে, এই জন্মেই বিদ্যার উৎপত্তি হয়, ইহাই স্থির। কারণ, পুরুষ যখন ঐ সকল অনুসন্ধান করেন, তখন এই জন্মেই আমার

য়তে। ইহৈব মে স্যাদিত্যনুসন্ধায় পুংসস্তত্র প্রবৃত্তেরিত্যেবং প্রাপ্তে—

ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ॥ ৫১॥

প্রতিবন্ধেঽপ্রস্তুতে সত্যৈহিকং বিদ্যাজন্ম প্রস্তুতে তু তস্মিন্ জন্মান্তরে তদিত্যর্থঃ। কুতস্তদ্দর্শনাৎ। মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং ব্রহ্ম প্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেবেত্যাদ্যা শ্রুতিরৈকভবিকীং বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি। গর্ভস্থ এব বামদেবঃ প্রতিপেদে ইত্যাদ্যা তু ভবান্তরসঞ্চিতাৎ সাধনজাতাৎ ভবান্তরে তদুৎপত্তিম্। এতদুক্তং ভবতি। কস্যচিদেব লঘুপ্রতিবন্ধস্য সাধনবীর্য্যবিশেষাৎ তৎপ্রতিবন্ধপরিক্ষয়ে সত্যস্মিন্ জন্মনি বিদ্যোৎপদ্যতে। যথা নচিকেতসো

ঐহিকমিতি। ইহ জন্মনি ভবম্ ইত্যর্থঃ। আধ্যাত্ম্যাদিত্বাচ্চঞ্। প্রতিবন্ধেঽপ্রস্তুত ইতি। বিদ্যাবিরুদ্ধফলং দেশকালবিশেষাপেক্ষং ফলোন্মুখং কর্ম্ম প্রতিবন্ধ উচ্যতে তস্মিন্নবিদ্যমানে সতীত্যর্থঃ। মৃত্যুপ্রোক্তাং যমোপদিষ্টাং তদুৎপত্তিমিত্যত্র দর্শয়তীতি সম্বন্ধঃ। সাধনবীর্য্যেতি। মহত্তমপ্রসঙ্গজাৎ শ্রবণাদি-

---

বিদ্যা হউক, এইরূপই ধারণা তাঁহার অন্তরে থাকিতে দেখা যায়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর করিতেছেন ;—

প্রতিবন্ধ না থাকিলে, এই জন্মেই বিদ্যা জন্মে। কিন্তু প্রতিবন্ধ থাকিলে, তাহা হইতে পারে না। কারণ, বেদে ঐরূপ উক্তিই দৃষ্ট হয়। "মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা," ইত্যাদি শ্রুতিতে এক জন্মেই বিদ্যোৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার 'বামদেব গর্ভস্থ অবস্থাতেই বিদ্যা লাভ করেন,' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা জন্মান্তরসঞ্চিত সাধন হইতে জন্মান্তরেও বিদ্যোৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ইহাই স্থির হইতেছে যে, লঘু প্রতিবন্ধক থাকিলে, সাধন দ্বারা ঐ প্রতিবন্ধের ক্ষয়ে বিদ্যার উৎপত্তি হয়। নচিকেতা ও রহূগণের বিদ্যাই

যথা চ সৌবীররাজস্য। গুরুপ্রতিবন্ধস্য তু যজ্ঞদানতপঃ-শমাদিভিরুৎপদ্যমানাপি বিদ্যা ক্রমেণ তৎপরিক্ষয়াপেক্ষয়া ভবান্তর এবেতি। এবমেবোক্তং শ্রীগীতাসু। অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাৎ চলিতমানস ইত্যাদিনা অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিমিত্যন্তেন। ঐকভবিকাভিসন্ধিরপি ন নিয়তঃ। ইহামুত্র বা মে স্যাদিত্যেবমপি তস্য দর্শনাৎ। তস্মাদস্মিন্ পরস্মিন্ বা জন্মনি বিদ্যোদয়ঃ প্রতিবন্ধক্ষয়ানন্তরমেবেতি সিদ্ধম্॥ ৫১॥

অথ বিদ্যাসম্পত্তৌ মোক্ষস্যাবশ্যকত্বং দর্শয়তি। তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতীতি শ্রূয়তে। অত্র যচ্ছরীরে বিদ্যোদিতা তস্যৈব পাতে মোক্ষঃ স্যাৎ

পৌষ্কল্যাদিত্যর্থঃ। সৌবীরেতি রহূগণস্যেত্যর্থঃ। ঐকেতি। ইহৈব বিদ্যা মে স্যাদিত্যেবংলক্ষণস্যেত্যর্থঃ। তস্যেত্যভিসন্ধেঃ॥ ৫১॥

পূর্ব্বত্র বিদ্যাসাধনযুক্তস্যাপি প্রতিবন্ধবিনাশে সত্যেব বিদ্যোদয় ইত্যুক্তম্। তত্ত্ববিদ্যান্বিতস্য দেহবিনাশে সত্যেব বিদ্যোদয় ইত্যুক্তম্। তত্ত্ববিদ্যান্বিতস্য

উহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু গুরুতর প্রতিবন্ধ থাকিলে, যজ্ঞ, দান, তপ ও শমাদি দ্বারা উহার পরিক্ষয়ে জন্মান্তরেই বিদ্যার উৎপত্তি হয়। এই নিমিত্তই গীতাতে বলিয়াছেন;—'শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি কোনরূপে যোগভ্রষ্ট হইলে, জন্মজন্মান্তরের সাধন দ্বারা প্রতিবন্ধকক্ষয়ে পরা গতি লাভ করে।' এক জন্মেই যে বিদ্যার উৎপত্তি হইবে, এরূপ সঙ্কল্পে কোন নিয়ম নাই। এই জন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক, আমার বিদ্যা লাভ হয়, এইরূপ সঙ্কল্পও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব এই জন্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক, প্রতিবন্ধ ক্ষয় না হইলে, বিদ্যোৎপত্তি হয় না, ইহাই সিদ্ধ হইল॥ ৫১॥

বিদ্যাসম্পত্তিতে মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।' এস্থলে সংশয়

তদন্যস্য বেতি সংশয়ে হেতৌ সতি কার্য্যস্যাবশ্যকত্বাৎ তস্যৈব পাতে সতীতি প্রাপ্তে—

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ॥৫২॥

যথা বিদ্যাসাধনসম্পন্নস্য মুমুক্ষোঃ বিদ্যালক্ষণে ফলে অস্মিন্নেব জন্মনীতি ন নিয়মঃ কিন্তু প্রতিবন্ধপরিক্ষয়োত্তরমেব সেতি তথা বিদ্যাসম্পন্নস্য তস্য মোক্ষলক্ষণেঽপি ফলে তস্যৈব পাতে সতীতি ন নিয়মঃ কিন্তু প্রারব্ধপরিক্ষয়োত্তরমেব স ইতি। তথাচ প্রারব্ধাভাবে তস্যৈব পাতে সতি তু প্রারব্ধে তদন্যস্যেতি ন পাক্ষিকো মোক্ষঃ। কুতঃ তদিতি। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্য ইতি ছান্দোগ্যে প্রারব্ধক্ষয়োত্তরং বিদ্যাবতো মোক্ষাবস্থাবিনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ।

মোক্ষঃ স্যাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে অথেত্যাদি। হেতৌ সতীতি। বিদ্যারূপে কারণেঽভ্যুদিতে সতি তৎফলস্য মোক্ষস্য তদনন্তরমেবাবশ্যম্ভাবিত্বাদিত্যর্থঃ।

এবমিতি। সেতি বিদ্যা। স ইতি মোক্ষঃ। তস্যৈবেতি বিদ্যাধারস্য শরীরস্য। আচার্য্যবান্ গুরূপসত্তিবিশিষ্টঃ। ন বিমোক্ষ্যে ঈশ্বরেণ বিমোক্তুং নেষ্যতে।

এই যে, যে শরীরে বিদ্যার উদয় হয়, সেই শরীরেই অথবা সেই শরীরের পতনেই মোক্ষ হয়? হেতুসত্ত্বে ফল অবশ্যম্ভাবী, অতএর শরীরের পতনেই মোক্ষ সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন;—

বিদ্যাসাধনসম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তির বিদ্যালক্ষণ ফলের উৎপত্তি যেরূপ ইহজন্মে কি পরজন্মে এরূপ কোন নিয়ম নাই, তদ্রূপ প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই মুক্তি হয়, তৎসম্বন্ধে শরীরের পতন বা অপতনের কোন নিয়ম নাই। প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধক যদি না থাকে, তাহা হইলে, সেই দেহের পতনেই মুক্তি হয়। আর যদি প্রারব্ধ থাকে, তবে মুক্তি দেহান্তরকে অপেক্ষা করে। মোক্ষ, পাক্ষিক নহে, উহা স্বাধীন। "আচার্য্যবান পুরুষো বেদ," ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রারব্ধ-

বিদ্বানমৃতমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা। অবসন্নং যদারব্ধং কর্ম্ম তত্রৈব গচ্ছতি। ন চেৎ বহূনি জন্মানি প্রাপ্যৈবান্তে ন সংশয় ইতি। যদ্যপি বিদ্যয়া সর্ব্বকর্ম্মপরিক্ষয়ঃ স্যাৎ তথাপীশ্বরেচ্ছয়া প্রারব্ধাংশস্তিষ্ঠেদিত্যুক্তম্। বক্ষ্যতে চ। পদাভ্যাসোঽধ্যায়পূর্ত্তয়ে ॥ ৫২ ॥

জনয়িত্বা বৈরাগ্যং গুণৈর্নিবধ্নাতি মোদয়ন্ ভক্তান্।
যস্তৈর্বদ্ধোঽপি গুণৈরনুরজ্যতি সোঽস্তু মে হরিঃ প্রেয়ান্॥০॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

বিশেষার্থস্তু বক্ষ্যতে। বিদ্বানিতি নারায়ণাধ্যাত্ম্যে। অবসন্নং ক্ষীণম্। তত্রৈব হরিলোকে। অন্তে প্রারব্ধক্ষয়োত্তরম্ ॥ ৫২ ॥

ইত্থং ব্যাখ্যাতানেকসপ্তত্যধিকরণকস্য নবত্যধিকৈকশতসূত্রকস্য তৃতীয়াধ্যায়স্যার্থান্ সূচয়ন্ ভগবন্তমুপশ্লোকয়তি জনয়িত্বেতি। যো হরির্গুণৈঃ রজ্জুভির্গৃহকুটুম্বাদিষু বৈরাগ্যং জনয়িত্বা গৃহাদিসহায়শূন্যান্ ভক্তান্ তৈর্নিবধ্নাতীতি গুণানামতিবৈচিত্র্যং বহুবচনেন বন্ধনস্য গাঢ়ত্বঞ্চ ব্যজ্যতে। মোদয়ন্নাত্মানং হর্ষয়ন্নিত্যর্থঃ। তেন বঞ্চকো নির্দ্দয়শ্চ স ইতি ভাবঃ। তৈর্ভক্তৈস্তু গুণৈঃ রজ্জুভি-

---

ক্ষয়েই বিদ্বানের মোক্ষ হয়, ইহাই বোধিত হয়। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—'প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই বিদ্বান ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন,' এসম্বন্ধে তর্ক নাই। আর যদি প্রারব্ধ থাকে, তবে ঐ মুক্তি অনেক জন্মকে অপেক্ষা করে, তাহাতেও সংশয় নাই। যদিও বিদ্যা দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মের পরিক্ষয় স্থির, তথাপি ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে কোথাও কোথাও প্রারব্ধাংশের স্থিতিও উক্ত হইয়াছে। ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা পরে বলা হইবে। পদাবৃত্তি অধ্যায়পূর্ত্তির নিমিত্ত ॥ ৫২ ॥

যিনি বৈরাগ্য উৎপাদন পূর্ব্বক ভক্তগণের আনন্দবিধানার্থ তাঁহাদিগকে নিজগুণে আকৃষ্ট করেন, এবং যিনি স্বয়ংও ভক্তগুণে আবদ্ধ ও অনুরক্ত হয়েন, সেই শ্রীহরি আমার প্রিয়তম হউন ॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

নিবদ্ধোঽপি যোঽনুরজ্যতি তেম্বাসক্তিং ভজতীতি ধূর্ত্তত্বশূন্যশ্চ সঃ ভক্তাশ্চ যস্যাতিধূর্ত্তা ইতিভাবঃ। স হরির্মে প্রেয়ানস্ত্বিতি বিরুদ্ধলক্ষণয়া মাস্তু প্রেয়ানিত্যর্থঃ। অথানিত্যেষু মলিনেষু গৃহাদিষু যো হরির্গুণৈঃ কারুণ্যসৌশীল্যমৈত্রীসৌন্দর্য্যসার্ব্বজ্ঞ্যমোচকত্বাত্মপর্য্যন্তসর্ব্বপ্রদত্বাদিভির্নিজধর্ম্মৈর্বৈরাগ্যং জনয়িত্বা তৈরেব ভক্তান্ মোদয়ন্নানন্দয়ন্নিবধ্নাতি বশীকরোতি স্বস্মিন্ সঞ্জয়তীতি নির্হেতুকহিতকৃত্যপরমরসিকশ্চ স ইত্যর্থঃ। যশ্চ তৈর্ভক্তৈর্গুণৈর্বিবেকবৈরাগ্যহিতৈকপ্রাবীণ্যানুরাগাদিভির্নিজধর্ম্মৈর্বদ্ধো বশতাং নীত এব তেম্বনুরজ্যতি তৃষ্ণাং ভজতীতি। যদ্ভক্তা অপি তাদৃশা ইতিভাবঃ। স হরির্মে প্রেয়ানস্ত্বিতি তৎপ্রীতিরাশাস্যতে। অত্র শ্লেষাঙ্গিকা ব্যাজস্তুতিরলঙ্কারঃ। বাচ্যয়া নিন্দয়া স্তুতের্ব্যঞ্জনাৎ। যদুক্তং ভরতেন। ব্যাজস্তুতির্মুখে নিন্দা স্তুতির্বা রূঢ়িরন্যথেতি। আদৌ নিন্দা স্তুতির্বোক্তা স্যাৎ তস্যা অন্যথা বৈপরীত্যেন চেৎ রূঢ়িঃ পর্য্যবসানং তদা ব্যাজস্তুতিরিতি তদর্থঃ। অত্র জনয়িত্বেতি বৈরাগ্যপাদার্থঃ। ভক্তানিতি ভক্তপাদার্থঃ। গুণৈর্নিবধ্নাতীতি গুণোপসংহারপাদার্থঃ। গুণৈর্বিদিতৈরেব তৎপ্রাপ্তিরূপং বন্ধনং ভবতীতি বিদ্যৈব পুমর্থহেতুরিতি পুরুষার্থপাদার্থশ্চ সূচ্যতে॥ ০॥

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে তৃতীয়াধ্যায়ভাষ্যস্য
চতুর্থঃ পাদো ব্যাখ্যাতঃ॥ ৩॥ ৪॥

তৃতীয় অধ্যায়ের স্থূল বিবরণ।

তৃতীয় অধ্যায়ে একাত্তরটি অধিকরণে একশত নব্বইটি সূত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম পাদে পাঁচটি অধিকরণে আটাশটি সূত্রে এবং দ্বিতীয় পাদে সতরটি অধিকরণে বিয়াল্লিশটি সূত্রে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনভূত প্রাপ্যেতরবিতৃষ্ণা এবং প্রাপ্যতৃষ্ণা প্রদর্শন, তৃতীয়পাদে তেত্রিশটি অধিকরণে আটষট্টিটি সূত্রে ভগবদ্‌গুণ-নিরূপণ, এবং চতুর্থপাদে ষোলটি অধিকরণে বায়ান্নটি সূত্রে বিদ্যার নিখিলপুরুষার্থ-হেতুত্ব বর্ণন করিতেছেন। এই অধ্যায়ে সাধনতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে বলিয়া এই অধ্যায়ের নাম সাধনাধ্যায়।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

প্রথমপাদঃ।

দত্ত্বা বিদ্যৌষধং ভক্তান্ নিরবদ্যান্ করোতি যঃ।
দৃক্পথং ভজতু শ্রীমান্ প্রীত্যাত্মা স হরিঃ স্বয়ম্॥

বিদ্যাফলবিচারোঽয়মধ্যায়ঃ। যদ্যপ্যত্র কতিপয়ৈঃ সূত্রৈ-রাদিতঃ সাধনবিচারোঽস্তি তথাপি ফলপ্রাধান্যাৎ ফলাধ্যায়ো

অথ ফলাধ্যায়ং ব্যাচক্ষাণো বিশুদ্ধিপূর্ব্বকশ্রীহরিদর্শনস্পৃহারূপং মঙ্গল-মাচরতি দত্ত্বেতি। যো বিদ্যৌষধং দত্ত্বা ভক্তান্নিরবদ্যানবিদ্যারোগশূন্যান্ করোতীতি ক্লেশহানিরুক্তা। স প্রীত্যাত্মা সুখময়ঃ শ্রীহরির্দৃক্পথং ভজত্বিতি সুখপ্রাপ্তিশ্চেতি নিঃশেষদুঃখহানিপূর্ব্বকস্তৎসাক্ষাৎকারলক্ষণো মোক্ষ এবা-ত্রার্থো ব্যজ্যতে। দত্ত্বৌষধমিত্যত্র ভক্তেভ্য ইতি সম্প্রদানবিভক্তির্ন স্যাৎ পশ্য মৃগো ধাবতীত্যত্র কর্ম্মবিভক্তিবৎ। অপাদানসম্প্রদানকরণাধারকর্ম্ম-ণাম্। কর্ত্তুশ্চান্যোন্যসন্দেহে পরমেকং প্রবর্ত্তত ইত্যুক্তেঃ। পূর্ব্বাধ্যায়ে বিদ্যায়াঃ সাধনান্যুক্তানি ইহ তস্যাঃ ফলং চিন্ত্যমিত্যনয়োর্হেতুহেতুমদ্ভাবঃ সঙ্গতিঃ। পূর্ব্বত্র প্রারব্ধনাশে মুক্তিরুক্তা। তদ্বৎ সকৃৎকৃতে শ্রবণাদিকে বিদ্যা স্যাদিতি পূর্ব্বো-ত্তরন্যায়য়োর্দৃষ্টান্তঃ সঙ্গতিঃ। ইহ প্রথমে পাদে ব্রহ্মবিদঃ প্রারব্ধাতিরিক্তসর্ব্ব-

---

যিনি বিদ্যারূপ ঔষধি প্রদান করিয়া ভক্ত সকলকে নিরবদ্য অর্থাৎ অবিদ্যা-রোগ-শূন্য করেন, সেই সুখময় শ্রীহরি আমার দৃষ্টিগোচর হউন।

এই অধ্যায়ে বিদ্যার ফল বিচারিত হইবে। যদিও এই অধ্যায়ে প্রথম কয়েকটি সূত্রে সাধন-বিচারই লিখিত হইয়াছে, তথাপি ফলবিচারেরই আধিক্য

ভণ্যতে। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদি শ্রূয়তে। এতদ্-বিহিতস্য শ্রবণাদেরাবৃত্তিঃ কার্য্যা ন বেতি সংশয়ে সকৃদনুষ্ঠিতাদগ্নিষ্টোমাদেঃ স্বর্গাদিবৎ সকৃৎ কৃতাদপি শ্রবণাদেরাত্ম দর্শনং স্যাদতো নেতি প্রাপ্তে।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ১ ॥

শ্রবণাদেরাবৃত্তিরাবশ্যকী। কুতঃ অসকৃদিতি। স য এষোঽণিমা, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসীতি শ্বেতকেতুং প্রতি নবকৃত্বঃ কথনাৎ। ন চ সকৃৎ

কর্ম্মনিবৃত্তিঃ। দ্বিতীয়ে ম্রিয়মাণস্যোৎক্রান্তিঃ। তৃতীয়েঽর্চ্চিরাদিমার্গেণ শ্রীহরিণা চ তদুপাসকস্য তল্লোকগতিঃ। চতুর্থে মুক্তানাং ভোগৈশ্বর্য্যাবাপ্তিরপুনরাবৃত্তিশ্চ নিরূপ্যতে। পাদসঙ্গত্যাদয়শ্চোহ্যাঃ। অথাশ্লেষন্যায়পর্য্যন্তোঽবশিষ্টঃ সাধনবিচারো দর্শ্যতে ইত্যাহ যদ্যপ্যত্রেতি। অথোনবিংশতিসূত্রকং ত্রয়োদশাধিকরণকং প্রথমং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভত আত্মেত্যাদিনা। পূর্ব্বপক্ষে শ্রবণাদেরদৃষ্টফলকত্বং সিদ্ধান্তে তু দৃষ্টফলকত্বং বোধ্যম্। সকৃৎকৃতাদিতি। প্রযাজাদিবদিতি বোধ্যম্।

হেতু এই অধ্যায়টিকে ফলাধ্যায়ই বলা হইয়া থাকে। শ্রুতিতে 'আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে' ইত্যাদি উক্তি আছে। এক্ষণে সংশয় হইতেছে এই যে, বেদান্তবিহিত শ্রবণাদির পুনঃপুন অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কি না। অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ একবার অনুষ্ঠান করিলেই স্বর্গাদি লাভ হয়; অতএব শ্রবণাদিরও একবারমাত্র অনুষ্ঠানেই আত্মদর্শন হউক। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

শ্রবণাদির পুনঃপুন আবৃত্তিরই আবশ্যকতা আছে। কারণ, 'স য এষোঽণিমা' হইতে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' পর্য্যন্ত শ্রুতি খণ্ড সকল শ্বেত-

ক্বতেন ক্বতঃ শাস্ত্রার্থ ইতি ন্যায়বিরোধঃ। তস্যাদৃষ্টফল-বিষয়ত্বাৎ। অত্রাত্মসাক্ষাৎকারলক্ষণস্য দৃষ্টফলস্য সম্ভবাৎ বৈতুষ্যদৃষ্টফলকাবঘাতাদিবৎ ফলপর্য্যন্তং শ্রবণাদ্যাবর্ত্তনীয়-মিতি ॥ ১ ॥

লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ ॥

তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসারেতি ভৃগো-রাবৃত্তিলিঙ্গাচ্চ সা সিদ্ধা। ইদমাবৃত্তিবিধানমপরাধসত্ত্বাপেক্ষ-য়েতি বোধ্যম্ ॥ ২ ॥

আবৃত্তিরিতি। ষড়্জাদিস্বরাণামাবৃত্তির্বিশিষ্টশ্রবণাদিসাধ্যসাক্ষাৎকারদর্শ-নাদিতি দুর্গমস্য শ্রীহরেরপি সাক্ষাৎকারস্তাদৃশশ্রবণাদিতি সাধ্য ইত্যর্থঃ। দৃষ্টে সম্ভবত্যাদৃষ্টকল্পনা নোপযুক্তেতিভাবঃ। তস্য ন্যায়স্য ॥ ১ ॥

লিঙ্গাচ্চেতি। তদ্বিজ্ঞায়েতি। জানাতিরুপাসনার্থঃ। সংবর্গবিদ্যায়াং বিদিতেনোপক্রম্যোপাস্তিনোপসংহারাৎ। আবৃত্তাবিদং লিঙ্গং সিদ্ধম্। ইদ-

---

কেতুর প্রতি নয়বার উপদিষ্ট হইয়াছে। 'শাস্ত্রে একবার ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, আর তাহার আবৃত্তির প্রয়োজন হয় না,' এইরূপ যে একটি ন্যায় আছে, তাহার সহিত বিরোধও হইতেছে না; কারণ, ঐ ন্যায় অদৃষ্ট-ফল-বিষয়ক। কিন্তু এই স্থলে, আত্মসাক্ষাৎকারলক্ষণ দৃষ্ট ফলের সম্ভাবনা হেতু ধান্যকে যেরূপ তুষরহিত করা পর্য্যন্ত অবঘাত করিতে হয়, তদ্রূপ আত্ম-সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত শ্রবণাদির পুনঃপুন আবৃত্তি করিতে হইবে ॥ ১ ॥

এস্থলে মহাজনের আচরণরূপ লিঙ্গও দৃষ্ট হয়। বেদে উক্ত হইয়াছে, 'বরুণতনয় ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াও পুনর্ব্বার পিতা বরুণের নিকট তদালোচনার্থ গমন করিলেন।' অতএব শ্রবণাদির বারংবার আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আবৃত্তিবিধান আবার অপরাধ সত্ত্বে তৎক্ষয়ের নিমিত্তই

অথ তত্রৈব বিচারান্তরম্। ইদমুপাসনমীশ্বরবুদ্ধ্যাত্মবুদ্ধ্যা বেতি। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমিতি শ্রুতেরীশ্বরবুদ্ধ্যেতি প্রাপ্তে।

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥ ৩ ॥

মিতি। নামাপরাধভাজাং তদপরাধপরিক্ষয়ায় শ্রবণাদেরাবৃত্তিস্তদ্রহিতানাস্তু সকৃৎ কৃতেনাপি তেন স স্যাদেব। সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতীত্যাদিবাক্যেভ্যঃ। নামাপরাধাশ্চ দশ পাদ্মে নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে বিজ্ঞেয়াঃ। নামাপরাধপরিক্ষয়ায় নামাবৃত্তিঃ কার্য্যেতি তৎস্তোত্রে দর্শিতম্। নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি যদিতি ॥ ২ ॥

অথেতি। আশ্রয়াশ্রয়িভাবোঽত্র সঙ্গতিঃ। তথাচ শ্রীহরিশ্রবণাদেরাবৃত্তিঃ পূর্ব্বমুক্তা ততস্তামাশ্রিত্য তদাবৃত্তিকালে শ্রবণাদিবিষয়ে শ্রীহরৌ বুদ্ধিবিশেষো বিচিন্ত্য ইতি আশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিরিতিভাবঃ। ঈশ্বরেতি। ঈশ্বরবুদ্ধ্যা মহাপ্রবলঃ সর্ব্বনিয়ন্তা দুর্দ্ধর্ষঃ কশ্চিদয়মিতি ধিয়া। আত্মবুদ্ধ্যা বিভুচৈতন্যানন্দঃ পুরুষোত্তমোঽয়মিতি ধিয়েত্যর্থঃ।

জানিতে হইবে। কারণ, যে স্থলে অপরাধ নাই, তথায় একবার শ্রবণাদিতেও আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

এই স্থলে অপর একটি বিচার উত্থাপন করিতেছেন যে, ঈশ্বরের উপাসনা, ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বরবুদ্ধিতেই অথবা মাধুর্য্যবিশিষ্ট আত্মবুদ্ধিতেই করিতে হইবে। 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশং' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ঈশ্বরবুদ্ধিতেই উপাসনার বিধান দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব তদ্বুদ্ধিতেই উপাসনা হউক। এইরূপ আশঙ্কার নিবারণার্থ বলিতেছেন।

তুশব্দোঽবধারণে। স ঈশ্বর আত্মেত্যেবোপাস্যঃ। যৎ কারণং তমাত্মত্বেনোপগচ্ছন্তি তত্ত্বজ্ঞাঃ যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইত্যাদিনা, তথা শিষ্যানপি গ্রাহয়ন্তি চ আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যাদিনা। ইহাত্মশব্দেন পুরুষাকারং বিজ্ঞানানন্দস্বরূপং বিভুবস্তু বোধ্যতে। স্বসত্তাপ্রদত্বাদিনা স্বাত্মভূতমিত্যপরে। যত্তু জীবস্যৈবাবিদ্যাবিনির্ম্মুক্তস্য ব্রহ্মত্বাদাত্মধিয়া তচ্চিন্তনমিত্যাহ তদসৎ প্রাগেব প্রত্যাখ্যানাৎ ॥ ৩ ॥

আত্মেতীতি। যেষামিতি। যেষাং নোঽস্মাকং উপাসকানাং অয়মনুভবপথারূঢ় আত্মা তাদৃশঃ পুরুষোত্তম এবায়ং লোক এতল্লোকসাধ্যসাধক ইত্যর্থঃ। স্বত্তাপ্রদত্বং স্ববৃত্তিহেতুত্বম্। প্রাক্ অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাদিত্যস্য সূত্রস্য ভাষ্যে ॥ ৩ ॥

সেই ঈশ্বরের আত্মবুদ্ধিতেই উপাসনা কর্ত্তব্য। কারণ, 'এই লোক সমূহের কারণভূত ঐ ঈশ্বর উপাসকের সম্বন্ধে আত্মরূপেই অনুভববিষয়ীভূত হয়েন,' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে উহাই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনুমোদিত বলিয়া প্রতীত হয়। তাঁহারা যে কেবল স্বয়ংই ঐ রূপ আচরণ করেন, তাহাই নহে, পরন্তু 'আত্মাকেই উপাসনা করিবে,' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে শিষ্যগণের প্রতিও ঐ প্রকারই উপদেশ করেন, এরূপও দেখা যায়। এস্থলে আত্মশব্দে নিত্যৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-সম্পন্ন পুরুষাকার বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ বিভুবস্তুকেই বোধ করাইতেছে। কেহ কেহ বলেন, নিজের সত্তাপ্রদ অর্থাৎ বৃত্তির হেতু অতএব আত্মভূত, এইরূপেই তাঁহার চিন্তা করিতে হইবে। অবিদ্যাবিনির্ম্মুক্ত অতএব ব্রহ্মভূত জীব আত্মবুদ্ধিতেই ঈশ্বরকে অর্থাৎ আপনাকেই চিন্তা করিবে। এইরূপ উক্তি নিতান্ত অসঙ্গত। এই অসঙ্গত মত 'ভেদনির্দ্দেশাৎ' এই সূত্রের ভাষ্যে ইতিপূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ছান্দোগ্যাদৌ মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যাদীন্যুপাসনানি শ্রূয়ন্তে। তত্র সংশয়ঃ। ঈশ্বরবৎ মন আদাবাত্মধীঃ কার্য্যা ন বেতি। মনো ব্রহ্মেত্যভেদপ্রতীতেঃ কার্য্যেতি প্রাপ্তে।

ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥ ৪ ॥

ন খলু প্রতীকে মন আদৌ তদ্ধীঃ কার্য্যা। হি যস্মাৎ প্রতীক ঈশ্বরো ন ভবতি। কিন্তু তস্যাধিষ্ঠানমেবেতি। স্মৃতিশ্চ। খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্। সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ইত্যাদ্যা। তথাচ সপ্তম্যর্থে প্রথমেয়মিতি সিদ্ধান্তঃ ॥ ৪ ॥

ছান্দোগ্যাদাবিতি। অস্য ন্যায়স্য প্রাসঙ্গিকী পাদসঙ্গতিঃ। পূর্ব্বন্যায়েন দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ। তত্রেতি। যথেশ্বরে আত্মদৃষ্টিস্তথা তদভেদাৎ প্রতীকেঽপি সাস্তীতি প্রয়োজনাৎ। অভেদেতি। বাধায়াং সামানাধিকরণ্যাদিতি ভাবঃ।

নেতি। তদ্ধীরাত্মবুদ্ধিঃ। অধিষ্ঠানত্বে প্রমাণং খং বায়ুমিতি শ্রীভাগবতে। তথাচেতি। মনো ব্রহ্মেত্যত্র মনসি ব্রহ্মোপাস্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

এক্ষণে সংশয় হইতে পারে যে, ঈশ্বরে আত্মবুদ্ধির ন্যায় মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েও আত্মবুদ্ধি করা হইবে কি না? ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে মন ও ব্রহ্মের যখন অভেদরূপেই উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, তখন মনকেও আত্মা বলিয়াই জ্ঞান করা হউক। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি করা সঙ্গত হয় না; কারণ, ইন্দ্রিয় কখনই ঈশ্বর বা আত্মা হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় ঈশ্বরজ্ঞানের বা আত্মজ্ঞানের অধিষ্ঠানমাত্র। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল, মহী,

ঈশ্বরে দর্শিতাত্মদৃষ্টিঃ প্রতীকে প্রতিষিদ্ধা। অথ তস্মিন্নীশ্বরে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কার্য্যা ন বেতি বিচার্য্যতে। ঈশ্বরপরাণি ব্রহ্মশব্দবন্তি বাক্যানি বিষয়ঃ। অত্র বিহিতা ব্রহ্মদৃষ্টির্ন কার্য্যা পূর্ব্বমাত্মদৃষ্ট্যবধারণাদিতি প্রাপ্তে।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরে তস্মিন্নাত্মদৃষ্টিরিব ব্রহ্মদৃষ্টিশ্চ নিত্যং কার্য্যা। কুতঃ উৎকর্ষাৎ। অনন্তকল্যাণগুণোপস্থাপকত্বেন তস্যাঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। শ্রুতিশ্চ অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূতিরিত্যুভয়ং

ঈশ্বর ইতি। প্রতীকস্থানাত্মত্বাৎ তত্র যথাত্মদৃষ্টির্নিষিদ্ধা তথেশ্বরে ব্রহ্মদৃষ্টির্নিষিদ্ধা স্বাত্মদৃষ্টেরবধৃতত্বাদিতি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। মোক্ষরূপং ফলন্তু আত্মদৃষ্ট্যৈব স্বেৎস্যতি। ব্রহ্মশব্দবন্তীতি। অয়ং বৈ হরয়ো যদা পশ্যঃ পশ্যত ইত্যাদীনি বাক্যানীত্যর্থঃ।

জ্যোতিষ্ক সকল, জীব সকল, দিক সকল, বৃক্ষাদি সকল, সরিৎ, সমুদ্র প্রভৃতি নিখিল বস্তুই বিরাটরূপী পরমেশ্বরের শরীর। 'মনো ব্রহ্ম' এই শ্রুতিতে মনে ব্রহ্মের উপাসনা কর্ত্তব্য, ইহাই উক্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

বিশেষত, ঈশ্বরে যে আত্মদৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে নিষিদ্ধই হইয়াছে। অনন্তর ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টির ন্যায় ব্রহ্মদৃষ্টির কর্ত্তব্যতা আছে কি না, তাহাই বিচারিত হইতেছে। ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টির কথাই উক্ত হইয়াছে, অতএব তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করা না হউক। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন।

ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টির ন্যায় ব্রহ্মদৃষ্টির নিত্য কর্ত্তব্যতা আছে। কারণ, ঈশ্বর অনন্তকল্যাণগুণময় বস্তু; তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বস্তুতে তাদৃশী ব্রহ্মদৃষ্টি অবশ্য কর্ত্তব্য।

দর্শয়তি। অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্মেত্যাদিনা তথৈব নির্বক্তি চ ॥ ৫ ॥

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষুষঃ সূর্য্যোঽজায়ত। শ্রোত্রাদ্-বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ইতি পুরুষসূক্তে শ্রূয়তে। অত্র ভগবচ্চক্ষুরাদিষ্বাদিত্যাদিহেতুতাবুদ্ধয়ঃ প্রতীয়ন্তে। তাঃ কার্য্যা ন বেতি বীক্ষায়াং পঙ্কজাদিপ্রখ্যেষতিসুকুমারেষু তেষূগ্রহেতুতাবুদ্ধীনামনর্হত্বান্ন কার্য্যেতি প্রাপ্তে।

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মেতি। উভয়মিতি। আত্মদৃষ্টিব্রহ্মদৃষ্টিরূপং দ্বয়মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অস্তীশে ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ তদঙ্গেষু চক্ষুরাদিষু আদিত্যাদিহেতুতাদৃষ্টির্মাস্তু পরমকোমলত্বেন শ্রুতেষু তেষু তদ্দৃষ্টেরনর্হত্বাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিঃ। চন্দ্রমেত্যাদি। উগ্রেতি। অতিতপ্তোরবিরগ্নিশ্চ অতিশীতশ্চন্দ্রোঽতিখরো বায়ুঃ ন হীদৃশানাং কারণানি তানি তচ্চক্ষুরাদীনি ভবেয়ুঃ তেষামতিমৃদুত্বাৎ অন্যথা অতথাত্বাপত্তিরিত্যর্থঃ।

'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিতেও ঈশ্বরে আত্মদৃষ্টি ও ব্রহ্মদৃষ্টি উভয়ই উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ভগবানের মন হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, চক্ষু হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি, শ্রোত্র হইতে বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি, মুখ হইতে অগ্নির উৎপত্তি, ইত্যাদি পুরুষসূক্ত হইতে ভগবানের চক্ষু প্রভৃতির চিন্তাকালে তাহাদিগের সূর্য্যাদি-জনকত্বও চিন্তনীয় হইতেছে। এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতেছে যে, ঐরূপই চিন্তা করা হইবে কি না; যেহেতু পঙ্কজাদির ন্যায় সুকুমার ঐ সকল ইন্দ্রিয়ে ঐরূপ উগ্রতা বুদ্ধিও অসঙ্গত হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন।

পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থশ্চশব্দঃ। বিষ্ণোশ্চক্ষুরাদিষ্বঙ্গেষু তদ্বুদ্ধয়ঃ কার্য্যাঃ। কুতঃ উপপত্তেঃ। তাভিরুৎকর্ষসিদ্ধেঃ। সূর্য্যজনকচক্ষুষ্ট্বাদিকং হি তদুৎকর্ষকং ভবতি। তাদৃশানামপি তেষাং তদ্ধেতুতা তু শ্রৌতত্বাদলৌকিকত্বাচ্চ প্রতিপত্তব্যা ॥ ৬ ॥

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য। ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানীতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠ্যতে। তত্রেদমাসনবিধান-

আদিত্যাদীতি। পূর্ব্বপক্ষং নিরস্যন্ সঙ্গময়তি তাদৃশানামপীতি। পদ্মাদিতুল্যানামপি তেষাং চক্ষুরাদীনামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

আদিত্যাদিসমাশ্রয়স্য শ্রীহরের্ধ্যানমুক্তং তদাশ্রিত্য তত্রাসননিয়মো নিরূপ্যতে ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যাহ ত্রিরিত্যাদি। ত্রয়ং দেহগ্রীবাশির উন্নতং যস্য তৎ শরীরং সমং সংস্থাপ্য মনসা সহ ইন্দ্রিয়াণি হৃদি তদ্বর্ত্তিনি ব্রহ্মণি সন্নিবেশ্য তদুপাসকো ব্রহ্মোড়ুপেন নৌকয়া সর্ব্বাণি স্রোতাংসি কামক্রোধাদিরূপাণি প্রতরেত। ভয়াবহানি দুঃখজনকানি। স্ফুটার্থমন্যৎ।

ভগবানের চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গের সূর্য্যাদিজনকত্বও চিন্তনীয় হইতেছে। কারণ, তদ্রূপ চিন্তাতে উৎকর্ষই সিদ্ধ হইতেছে। ভগবানের সুকুমার নয়নাদি ইন্দ্রিয় সকল অপ্রাকৃত বস্তু, সুতরাং তাহাদিগের উৎকর্ষহেতু সূর্য্যজনকাদিরূপে উগ্রত্বও সঙ্গত হইতেছে। শ্রুতিতেও ঐরূপই বলিয়াছেন ॥ ৬ ॥

'মস্তক, গ্রীবা ও শরীরের নিম্নভাগ সম ও সরলভাবে স্থাপন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সকলকে মনের সহিত আত্মাতেই সন্নিবেশিত করিয়া যোগী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ উড়ুপ দ্বারা ভয়াবহ সংসারস্রোত হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ভগবদুপাসনায় আসন বিধানের আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে। আবার

মাবশ্যকং ন বেতি সংশয়ে মানসব্যাপারং স্মরণং প্রতি দেহ-স্থিতিবিশেষস্যানুপযোগাৎ নাবশ্যকমিতি প্রাপ্তে।

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

আসীনঃ কৃতাসন এব শ্রীহরিং স্মরেৎ। কুতঃ তস্যৈব তৎসম্ভবাৎ। শয়নোত্থানগমনেষু চিত্তবিক্ষেপস্য দুর্ব্বারত্বাৎ তদসম্ভবঃ ॥ ৭ ॥

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্নিত্যাদিভিস্তল্লিপ্সোর্ধ্যানং তৈঃ পঠ্যতে। তচ্চ কৃতাসনস্য সম্ভবতি নান্যস্যেত্যাহ।

ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥

বিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরাব্যবহিতমেকচিন্তনং ধ্যানম্। তচ্চ স্বাপাদিমতো ন সম্ভবেদতঃ কৃতাসন ইতি ॥ ৮ ॥

আসীন ইত্যাদি স্পষ্টং ॥ ৭ ॥

ধ্যানাচ্চেতি। উপাসনং খলু ধ্যানমেব নিদিধ্যাসিতব্যপদবোধ্যম্। তচ্চৈক-বিষয়দৃষ্টিষু বিরহিণ্যাদিষু প্রতীতমতো ধ্যাতুঃ সাসনত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মানসব্যাপাররূপ স্মরণ বিষয়ে দেহস্থিতিবিশেষরূপ আসনের প্রয়োজনয়ীতাও বিবেচনা করা যায় না। অতএব আসনের প্রয়োজনীয়তা আছে, কি না, তাহার মীমাংসা করিতেছেন।

স্মরণেও আসনের উপযোগিতা আছে। কারণ, আসন ব্যতিরেকে চিত্তের একাগ্রতাই সম্ভব হয় না। শয়ন, উত্থান বা গমনাদির সময়ে চিত্ত-বিক্ষেপ দুর্নিবার্য্য ॥ ৭ ॥

শ্রুতিতে আত্মদর্শনেচ্ছু ব্যক্তির ধ্যানের অবশ্যকর্ত্তব্যতা উক্ত হইয়াছে। আসন ব্যতিরেকে ধ্যানের সম্ভাবনাই নাই, ইহাই বলিতেছেন।

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥

চোঽবধৃতৌ। ছান্দোগ্যে নিশ্চলত্বমেবাপেক্ষ্য ধ্যায়তেঃ প্রয়োগঃ। ধ্যায়তীব পৃথিবীতি। অতো লিঙ্গাদপ্যাসীনঃ স্যাৎ। ধ্যায়তি কান্তং প্রোষিতরমণীতি লোকেঽপি ॥ ৯ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্। তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা

অচলত্বমিত্যাদি স্পষ্টং ॥ ৯ ॥

স্মরন্তীতি। ভগবান্ বাদরায়ণঃ সঞ্জয়শ্চেতি ত্রয়ঃ। অথবা হিরণ্যগর্ভপতঞ্জলিপ্রভৃতয়ো যোগশাস্ত্রেষু পদ্মকাদ্যাসনানি ধ্যাতুঃ স্মরন্ত্যতস্তস্য তস্য তৎ ॥ ১০ ॥

বিজাতীয়-প্রত্যয়ান্তর-রহিত অব্যবহিতভাবে এক বস্তুর চিন্তনের নামই ধ্যান। সুপ্ত প্রভৃতির নিদ্রাদি প্রতিবন্ধকতা হেতু ঐ ধ্যান সম্ভব হয় না। কৃতাসন হইয়াই ধ্যান করিতে হইবে ॥ ৮ ॥

ছান্দোগ্যে 'ধ্যায়তীব পৃথিবী' ইত্যাদি স্থলে নিশ্চলত্বকে অপেক্ষা করিয়াও ধ্যৈ ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অতএব লিঙ্গ হইতেও আসনের ব্যবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। লৌকিকেও 'প্রোষিতভর্তৃকা রমণী কান্তকে ধ্যান করেন,' এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,

'অনতি-উচ্চ অনতিনিম্ন পবিত্র ভূমিতে কুশাসনের উপর মৃগচর্ম্মাসন ও তদুপরি বস্ত্রাসন পাতিয়া স্থিরভাবে তদুপরি আসীন হইবে। অনন্তর ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য সকল নিরোধ পূর্ব্বক অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে

যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে। সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্নিত্যাদিষু ধ্যাতৃণাং দেহেন্দ্রিয়নৈশ্চল্যং স্মরন্তি। তচ্চাসনাদ্বিনা ন সম্ভবেদতঃ সাসনেনৈব ভাব্যমিতি তথৈবোক্তম্ ॥ ১০ ॥

অথাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদিষু প্রাগুক্তেষু বাক্যেষু বিচারান্তরং। উপাসনেঽস্মিন্ দিগ্দেশকালনিয়মঃ স্যান্ন বেতি

অথেতি। প্রাগুপাসনায়ামাসননিয়মো দর্শিতস্তথা তস্যাং দিগাদিনিয়মঃ স্যাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ। দিগ্দেশেতি। প্রাচ্যাদিদিঙ্‌নিয়মঃ প্রদোষাদিকালনিয়মঃ সরিত্তীরাদিদেশনিয়ম ইত্যর্থঃ।

যোগাভ্যাস করিবে। শরীরমধ্যভাগ, গ্রীবা ও মস্তক সরলভাবে স্থাপন পূর্ব্বক কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল নিজের নাসিকার অগ্রভাগ দর্শন করিতে থাকিবে। এইরূপে প্রশান্তান্তঃকরণ ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচারিব্রতধারী হইয়া মনকে বিষয়ান্তর হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক আমাতেই (পরমেশ্বরেই) সংস্থাপন করিবে।'

ইত্যাদি স্থলে কৃতাসনেরই ধ্যান দৃষ্ট হইতেছে। বিশেষত ধ্যানকারীর দেহেন্দ্রিয়ের নিশ্চলতার নিতান্ত প্রয়োজন। ঐ নৈশ্চল্যও আবার আসন ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। ধ্যানকালে চিত্তবিক্ষেপ বিশেষ ক্ষতিকারক। আসনাদির অবলম্বন ব্যতিরেকে চিত্তবিক্ষেপ নিবারিত হইতে পারে না। সুতরাং অভ্যাসকালে অর্থাৎ ফলোৎপত্তি পর্য্যন্ত আসনাদির একান্ত আবশ্যকতাই জানিতে হইবে। যে ভগবদানন্দরসাস্বাদনের নিমিত্ত আসনাদির প্রয়োজন, তাহা লাভ হইলে, আর তাহার প্রয়োজন থাকে না। ॥ ১০ ॥

বীক্ষায়াং বৈদিকে কর্ম্মণি তন্নিয়মস্য দর্শনাদুপাসনস্য চ বৈদিকত্বাবিশেষাদিতি প্রাপ্তে।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ॥ ১১॥

যত্র দিগাদৌ চিত্তৈকাগ্রতা স্যাৎ তত্রৈবোপাসীত হরিং নাস্ত্যত্র দিগাদিনিয়ম ইত্যর্থঃ। কুতঃ অবিশেষাৎ তদ্বদত্র বিশেষস্যাশ্রবণাৎ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ। তমেব দেশং সেবেত তং কালং তামবস্থিতিম্। তানেব ভোগান্ সেবেত মনো যত্র প্রসীদতি। ন হি দেশাদিভিঃ কশ্চিদ্বিশেষঃ সমুদীরিতঃ। মনঃপ্রসাদনার্থং হি দেশকালাদিচিন্তনমিতি। নন্বস্তি দেশবিশেষনিয়মঃ। সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে নিযোজয়েদিতি শ্বেতাশ্বতরোক্তেস্তীর্থসেবায়া

এক্ষণে 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য,' ইত্যাদি প্রাগুক্ত বাক্য সম্বন্ধে বিচারান্তর উত্থাপিত হইতেছে। উপাসনা সম্বন্ধে দিক্ দেশ বা কালের কোন নিয়ম আছে কি না, দেখিতে হইলে, বৈদিককর্ম্মে ঐ সকল নিয়মের উল্লেখ হেতু এবং এই উপাসনও তাদৃশ বৈদিককর্ম্ম বলিয়া, ইহাতেও তত্তন্নিয়মের প্রয়োজন হউক, এইরূপ আশঙ্কার নিরসনার্থ বলিতেছেন।

যেরূপ স্থানাদিতে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়, সেইরূপ স্থানাদি ভগবদুপাসনাতে অবলম্বনীয়; এতৎসম্বন্ধে স্থানাদির কোন বিশেষ নিয়ম নাই। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, 'সেই দেশ, সেই কাল, সেই অবস্থান, সেই ভোগাদিই আশ্রয় করিবে, যাহাতে মনের স্থিরতা লাভ হয়।' দেশাদির কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। কারণ চিত্তের স্থিরতা লইয়াই কথা। 'সমে শুচৌ' ইত্যাদি

মোক্ষহেতুত্বপ্রতিপাদনাচ্চেতি চেৎ সত্যং সত্যুপদ্রবে তীর্থমপ্যসাধকং অসতি তু তস্মিন্ সাধকতমং তৎ। অত উক্তং মনোঽনুকূল ইতি ॥ ১১ ॥

স যো হৈতৎ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীতেতি ষট্প্রশ্ন্যাং যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি নৃসিংহতাপন্যাঞ্চ শ্রূয়তে। অন্যত্র চ এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় ইত্যাদি। ইহ মুক্তিপর্য্যন্তং মুক্ত্যনন্তরঞ্চোপাসনমুক্তম্।

যত্রেতি। তদ্বৎ বৈদিককর্ম্মবৎ। তমেবেত্যাদি বারাহে। আশঙ্কতে নন্বিতি। সমে শুচাবিতি। শর্করাঃ সূক্ষ্মপাষাণাঃ। জলাশয়বিবর্জ্জনং শীতনিবারণার্থম্। চক্ষুঃপীড়নং দংশমশকাদিকম্ ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বত্রোপাসনে দিগাদ্যনিয়মো দর্শিতঃ। তদ্বৎ তস্যাং সার্ব্বদিকত্বনিয়মঃ স্যাদিতি প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। স যো হেতি। হে ভগবন্ মনুষ্যেষু মধ্যে স প্রসিদ্ধো যঃ কশ্চিৎ ওঙ্কারং শ্রীহরিমভিধ্যায়ীত স্মরেদিত্যর্থঃ। যমিতি। যং শ্রীনৃহরিং। দেবা মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনো মুক্তাশ্চ। নমন্তি ভজন্তীত্যর্থঃ। বদিঃ স্থৈর্য্যে। ব্রহ্মণা সহ বদিতুং স্থিরীভবিতুং শীলং যেষাং তে ব্রহ্মবাদিনো মুক্তা

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে তীর্থ-সেবারই মোক্ষহেতুত্ব প্রতিপাদন হেতু দেশবিশেষের নিয়ম স্বীকৃত হউক, এরূপও বলা যায় না; কারণ, উপদ্রব থাকিলে, যখন তীর্থও অসাধক হইবে, এবং তদভাবেই তীর্থের সাধকতমত্ব হইবে, তখন যে স্থান মনের অনুকূল, সেই স্থানই আশ্রয়ণীয়, বিশেষ কোন নিয়ম নাই ॥ ১১ ॥

কোন কোন শ্রুতিতে মুক্তি পর্য্যন্তই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, আবার কোন কোন শ্রুতিতে উহার পরও উপাসনার উপদেশ দৃষ্ট হয়। অতএব

তৎ তথৈব ভবেদুত মুক্তিপর্য্যন্তমেবেতি সংশয়ে মুক্তিফলত্বাৎ তৎপর্য্যন্তমেবেতি প্রাপ্তে।

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্॥ ১২॥

আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্য্যন্তমুপাসনং কার্য্যমিতি। তত্রাপি মোক্ষে চ। কুতঃ হি যতঃ শ্রুতৌ তথা দৃষ্টম্। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা। সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তি। মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসত ইতি সৌপর্ণশ্রুতৌ। তত্র তত্র চ যদুক্তং তত্রাহুঃ। মুক্তেরুপাসনং ন কার্য্যং বিধিফলয়োরভাবাৎ। সত্যং তদা বিধ্যভাবেঽপি বস্তুসৌন্দর্য্যবলাদেব তৎ প্রবর্ত্ততে। পিত্তদগ্ধস্য সিতয়া পিত্তনাশেঽপি সতি ভূয়স্তদাস্বাদবৎ। তথাচ সার্ব্বদিকং ভগবদুপাসনং সিদ্ধম্॥ ১২॥

ইত্যর্থঃ। এবং তদ্বিষ্ণোরিত্যাদিনা সামগানাং সদা শ্রীবিষ্ণুপদদর্শনঞ্চ তদ্ভজনমুক্তম্।

সংশয় হইতেছে যে, কর্ত্তব্য কি? উপাসনার ফল যখন মুক্তি, তখন মুক্তি পর্য্যন্তই উপাসনার কর্ত্তব্যতা স্বীকৃত হউক। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষসঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

মোক্ষ পর্য্যন্ত ত উপাসনা করিতেই হইবে। আবার তাহার পরও উপাসনার কর্ত্তব্যতা আছে। কারণ, 'সর্ব্বদৈনমুপাসীত' ইত্যাদি শ্রুতিতে মুক্তির পরও উপাসনার কর্ত্তব্যতা উক্ত হইয়াছে। মুক্ত ব্যক্তি সকল আর ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না এবং তাঁহারা বিধির অধীনও নহেন, অতএব মুক্ত ব্যক্তি সকলের আর উপাসনার প্রয়োজন নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, মুক্ত ব্যক্তি বিধির অতীত হইলেও পরমাত্মবস্তুর সৌন্দর্য্যবলে

এবং বিদ্যাসাধনং বিচার্য্য তৎফলমিদানীং বিচারয়তি। ছান্দোগ্যে যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেব বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যত ইতি। তদ্‌যথৈষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্ত ইতি চ শ্রূয়তে। ইহ সংশয়ঃ। ক্রিয়মাণসঞ্চিতপাপে ভোগেন

আপ্রায়ণাদিতি। তত্র তত্র চেতি। মোক্ষাৎ প্রাগূর্দ্ধঞ্চেত্যর্থঃ। তদা মোক্ষে। বস্থিতি। পুরুষোত্তমস্বরূপগুণচরিতলাবণ্যসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। তদাস্বাদবৎ সিতাস্বাদবৎ॥ ১২॥

এবং বিদ্যাসাধনানুষ্ঠানে প্রযত্নাধিক্যজ্ঞাপনায় ফলাধ্যায়েঽপি তদনুষ্ঠানক্রমো বিচারিতঃ। অথ তদ্গতাং তৎফলচিন্তাং উপক্রম্য নিখিলস্ত সাধনবিচারস্য জাতত্বাদিদানীং ফলবিচারাবসরলাভাদস্য ন্যায়স্যাবসররূপা সঙ্গতিঃ। যথেতি। ন শ্লিষ্যন্তে লগ্না ন ভবন্তি। বিদি ব্রহ্মোপাসকে পুংসি। যথৈষীকেতি। নন্বত্র ইষ্টকৈষীকমালানাং চিতূলভারিষ্বিতি পাণিনিস্মরণাৎ ইষীকতূলমিতি হ্রস্বেনৈব ভাব্যম্। দীর্ঘদর্শনং কথমিতি চেৎ সত্যং ছান্দসং দৈর্ঘমিতি গৃহাণ। প্রদূয়েত নির্দ্দগ্ধং ভবেৎ। অস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য। নাভুক্তমিতি।

সমাকৃষ্ট হইয়া উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পিত্তদগ্ধব্যক্তির শর্করা ভক্ষণে পিত্তনাশ হইলেও যেরূপ শর্করা ভক্ষণে প্রবৃত্তি থাকে, তদ্রূপ ভগবদুপাসনেরও নিত্যত্বই জানিতে হইবে॥ ১২॥

এইরূপে বিদ্যাসাধন বিচার করিয়া সম্প্রতি তাহার ফল বিচার করিতেছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, পদ্মপত্র যেরূপে জলে নির্লিপ্ত থাকে, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও পাপকর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকেন। তুলা যেরূপ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তিরও নিখিল পাপ বিনষ্ট হয়। এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, ক্রিয়মাণ পাপ এবং সঞ্চিত পাপ ভোগ দ্বারাই

ক্ষপণীয়ে উত বিদ্যাপ্রভাবাৎ তয়োরশ্লেষবিনাশৌ স্যাতামিতি। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভমিতিস্মৃতেস্তেনাপি তে ভোগেন ক্ষপণীয়ে। এবং সতি শ্রুত্যর্থস্তু তদ্বিদাং প্রাশস্ত্যং লক্ষয়তীতি প্রাপ্তে।

তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ॥১৩॥

তস্য ব্রহ্মণোঽধিগমস্তদধিগমঃ। ব্রহ্মবিদ্যেত্যর্থঃ। তস্যাং সত্যামুত্তরস্য ক্রিয়মাণস্য পাপস্যাশ্লেষঃ। পূর্ব্বস্য তু সঞ্চিতস্য বিনাশো ভবতি। কুতঃ তদিতি। যথেত্যাদিভ্যাং

তেন বিদুষা। তে দ্বিবিধে পাপে। তদ্বিদামিতি। ব্রহ্মবিদঃ শ্লাঘ্যা ইত্যেতদর্থো লক্ষ্য ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষে বিদ্যাধিগমেঽপি পাপফলভোগোত্তরং মোক্ষঃ। সিদ্ধান্তে তু বিদ্যোৎপত্ত্যনন্তরং প্রারব্ধক্ষয়ে সত্যেব স ইতি ফলদ্বয়ং ভাব্যম্।

নষ্ট করিতে হইবে অথবা বিদ্যার প্রভাবেই উহাদিগের অশ্লেষ অর্থাৎ নির্লিপ্ততা ও বিনাশ হইবে। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মের ভোগ না হইলে, কোটিকল্পেও তাহার ক্ষয় হয় না। কৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্য ভোক্তব্য। এইরূপে দেখা যাইতেছে, ভোগেতেই উহাদের ক্ষয় হয়। তবে শ্রুতিতে যে বিদ্যার প্রভাবে অশ্লেষ ও বিনাশের কথা বলিয়াছেন, তাহা বিদ্যার প্রাশস্ত্য হেতুই জানিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন।

ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে ক্রিয়মার্ণ পাপের অশ্লেষ ও সঞ্চিত পাপের ক্ষয় অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। কারণ, উক্ত শ্রুতিদ্বয়ে ঐরূপই উক্ত হইয়াছে। শ্রুত্যর্থের

বাক্যাভ্যাং তয়োস্তথাভিধানাদিত্যর্থঃ। ন হি শ্রুতেঽর্থে সঙ্কোচঃ শক্যঃ কর্ত্তুম্। নাভুক্তমিত্যাদিকং ত্বজ্ঞবিষয়তয়া যুক্তিমৎ ॥ ১৩ ॥

বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে উভে উ হৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধুনীতি। অত্রোভয়োঃ পুণ্যপাপয়োস্তীর্ণতোচ্যতে। ভবেদিহ সংশয়ঃ। উত্তরপূর্ব্বয়োরঘয়োরিব পুণ্যয়োরপি তয়োরশ্লেষবিনাশৌ স্যাতাং ন বেতি। পুণ্যয়োস্তৌ ন স্যাতাং বৈদিকত্বেন তয়া সহাবিরোধাৎ। কিন্তু তে ভোগেনৈব ক্ষপণীয়ে। তথাচ প্রতিবন্ধসত্ত্বাৎ বিদ্যায়াং সত্যাং বিমুক্তিরিতি রিক্তং বচঃ। এবং প্রাপ্তে প্রাগুক্ত-মতিদিশতি।

তদধিগমেতি। তথেতি। অশ্লেষবিনাশোক্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বৃহদারণ্যক ইত্যাদি। পুণ্যবিদ্যয়োঃ শাস্ত্রীয়ত্বেনাগ্নিহোত্রদর্শয়োরিবা-বিরোধাৎ শঙ্কাধিক্যে ন্যায়াতিদেশঃ অতোঽত্র ন পৃথক্ সঙ্গত্যপেক্ষা। উভে ইতি। এষ লব্ধব্রহ্মানুভবঃ সন্ সাধ্বসাধুনী পুণ্যপাপে উভে উত্তরপূর্ব্বে ক্রিয়মাণসঞ্চিতে তরত্যতিক্রামতি। তয়েতি বিদ্যয়া সহ।

বৃথা সঙ্কোচ অকর্ত্তব্য। 'নাভুক্তং' ইত্যাদি বাক্য অজ্ঞবিষয়ক বলিয়া অসঙ্গতি বারণ হইতেছে ॥ ১৩ ॥

বৃহদারণ্যকে উক্ত হয়, 'লব্ধব্রহ্মানুভব ব্যক্তি ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত উভয়বিধ পুণ্য ও পাপ হইতেই উত্তীর্ণ হয়।' এইস্থলে সংশয় হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত পাপদ্বয়ের ন্যায় পুণ্যদ্বয়েরও অশ্লেষ ও বিনাশ হয় কি না? বৈদিকত্বহেতু বিদ্যার সহিত অবিরোধ নিবন্ধন পুণ্যের অশ্লেষ ও বিনাশ না হইয়া তাহার

ইতরস্যাপ্যেবমশ্লেষঃ পাতে তু ॥ ১৪ ॥

ইতরস্যোত্তরপূর্ব্বরূপস্য পুণ্যস্যাপ্যেবং পাপবদশ্লেষো বিনাশশ্চ বিদ্যয়া ভবতি। ন চ পুণ্যং বৈদিকত্বাৎ তয়া সহাবিরুদ্ধম্। স্বফলহেতুত্বেন তৎফলপ্রতিবন্ধাৎ। ন চ তদ্‌বস্তুতঃ শুদ্ধম্। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে ইতি ছান্দোগ্যে। তত্রাপি পাপ্মশব্দপ্রয়োগাৎ। অতএব যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিরিত্যাদৌ সঞ্চিতকর্ম্মমাত্রক্ষয়ঃ স্মর্য্যতে। তথাচ পাপয়োরিব পুণ্যয়োশ্চ তৌ সিদ্ধৌ। বক্তব্যমাহ পাতে ত্বিতি। তুর্নিশ্চয়ে। প্রারব্ধনাশে সতি মুক্তিরেবেতি ন রিক্তং তদ্বচঃ ॥ ১৪ ॥

ইতরস্যেতি। স্বফলেতি। পুণ্যং স্বর্গং জনয়দ্বিদ্যাফলং মোক্ষং প্রতিবধ্নীয়াদিত্যর্থঃ। ন চেতি। তৎ পুণ্যং। তত্রাপীতি। পুণ্যেঽপীত্যর্থঃ। নৈনং সেতূ নাহোরাত্রে তরত ইত্যত্র উভে সুকৃতদুষ্কৃতে নির্দ্দিশ্য অবিশেষেণ সর্ব্বে পাপ্মান ইত্যুক্তেরিত্যর্থঃ। তদ্বচ ইতি। বিদ্যায়াং সত্যাং বিমুক্তিরেবেত্যেতদ্বোধকং বাক্যমিত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে বিশদীভাবি ॥ ১৪ ॥

ভোগেই ক্ষয় হইবে। প্রতিবন্ধকসত্বেও বিদ্যার উৎপত্তিতেই মুক্তি, এই কথা অযৌক্তিকী। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষসঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

পাপের ন্যায় পুণ্যেরও বিদ্যা দ্বারা অশ্লেষ ও বিনাশ, জানিতে হইবে। পুণ্যের বৈদিকত্বহেতু বিদ্যার সহিত বিরোধ নাই, এরূপও বলা যায় না; কারণ, পুণ্যের ফল স্বর্গাদি, বিদ্যার ফল মোক্ষাদির প্রতিবন্ধক। বস্তুত পুণ্য শুদ্ধও নহে। ‘সর্ব্বে পাপ্মানঃ’ ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পুণ্যকেও পাপের মধ্যেই নিবিষ্ট করিয়াছেন। আবার ‘যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ’ ইত্যাদি গীতার

সঞ্চিতয়োঃ পাপপুণ্যয়োরুভয়োর্বিদ্যয়া বিনাশে তৎ-কৃতস্য দেহস্যাপি তদৈব নাশাপত্তিস্ততো ব্রহ্মবিদামুপদেশা-দ্যসম্ভব ইত্যাশঙ্কাং পরিহর্ত্তুমধিকরণমারভতে। তথাহি সঞ্চিতে পাপপুণ্যে দ্বিবিধে। অনারব্ধফলে আরব্ধফলে চেতি। তয়োর্দ্বিবিধয়োরপি বিনাশঃ স্যাদুতানারব্ধফলয়ো-রেবেতি বিষয়ে উভে উ হৈবেত্যাদৌ বিশেষাশ্রবণাৎ বিদ্যায়াঃ সর্ব্বত্র তৌল্যাৎ তয়োর্দ্বিবিধয়োরপীতি প্রাপ্তে।

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥ ১৫ ॥

সঞ্চিতয়োরিত্যাদি। বিদ্যয়া সঞ্চিতকর্ম্মক্ষয়ঃ প্রাগুক্তঃ তস্য প্রারব্ধাতি-রিক্তবিষয়ত্বেনাপবাদাৎ অপবাদোঽত্র সঙ্গতিঃ। ইহ পূর্ব্বপক্ষে উপদেশাদ্যস-ম্ভবঃ ফলং। সিদ্ধান্তে তু তৎসম্ভবঃ ফলমিতি বোধ্যং। উভে উ হৈবেত্যাদা-বাদিপদাৎ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণীত্যাদি গ্রাহ্যম্।

উক্তিতেও সঞ্চিত কর্ম্মমাত্রেরই ক্ষয় দৃষ্ট হয়। অতএব পাপদ্বয়ের ন্যায় অনারব্ধ ও আরব্ধ পুণ্যেরও অশ্লেষ-বিনাশ সিদ্ধ হইতেছে। এবং প্রারব্ধ-ক্ষয়ে মুক্তিও অসঙ্গত হইতেছে না ॥ ১৪ ॥

বিদ্যোদয়ে পাপ ও পুণ্যের নাশের সহিত দেহের নাশাপত্তি হইতেছে; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্গণের উপদেশ অসম্ভব হইতেছে। এইরূপ আশঙ্কার পরিহারার্থ অধিকরণান্তর আরব্ধ হইতেছে।

সঞ্চিত পাপপুণ্য দ্বিবিধ;—আরব্ধফল ও অনারব্ধফল। বিদ্যোদয়ে তদু-ভয়েরই বিনাশ হয় অথবা কেবল অনারব্ধ ফলেরই নাশ হয়? এইরূপ সংশয় হইলে, শ্রুতিতে অবিশেষে অভিধানহেতু উভয়েরই নাশ হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষসঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

তুশব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। পূর্ব্বে সঞ্চিতে পাপপুণ্যে অনারব্ধকার্য্যে অনুৎপাদিতফলে এব বিদ্যয়া বিনশ্যতো ন ত্বারব্ধকার্য্যে চোৎপাদিতফলে। কুতঃ তদবধেঃ। তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্য ইতি শ্রুতেঃ। ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়োর্গুণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাঞ্চ গির ইতি স্মৃতেঃ। পরেশেচ্ছায়াঃ প্রারব্ধনাশাবধিভূতত্ব-শ্রবণাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। অতিবলিষ্ঠা খলু বিদ্যা সর্ব্বকর্ম্মাণি নিরবশেষাণি দহতি প্রদীপ্তবহ্নিরিব

অনারব্ধকার্য্যে ইতি। দেহাবচ্ছেদেন সুখদুঃখানুভবায় যে পাপপুণ্যে প্রবর্ত্তেতে তে আরব্ধকার্য্যে তদ্ভিন্নে তু অনারব্ধকার্য্যে ভবতঃ। পূর্ব্বে অনাদি-ভবপরম্পরায়াং বিদ্যোদয়পর্য্যন্তং সঞ্চিতে ইত্যর্থঃ। তস্যেতি। তস্যাচার্য্য-বতো জনস্য পরমাত্মানং শ্রীহরিং জ্ঞাতবত উপাসীনস্য তাবদেব চিরং তাবা-নেব দেহপাতরূপো বিলম্বো ভবতি যাবৎ স পরমাত্মনা ন বিমোক্ষ্যে ন বিমো-ক্ষ্যতে সম্বোপাসকো বিমোক্তুং নেষ্যতে। অথ সংপৎস্যে ইতি বাক্যশেষঃ। অথ তদিচ্ছানন্তরং নির্ধূতদেহসম্বন্ধঃ সম্পৎস্যত ইত্যর্থঃ। উভয়ত্র প্রথমপুরুষ-স্থানে উত্তমঃ পুরুষশ্ছান্দসঃ। নন্বু মুচোঽকর্ম্মকস্য গুণো বেতি স্বত্রেণাকর্ম্মকস্য মুচেঃ সাদৌ সন্নভ্যাসলোপো গুণশ্চ বিহিতঃ। সকর্ম্মকস্য তস্য তদুভয়বিধি-রত্র কথমিতি চেৎ ছান্দসত্ত্বিধিরিতি গৃহাণ। ত্বদবগমীতি শ্রীভাগবতে ভগবন্তং প্রতি শ্রুতীনামুক্তিঃ। ভবদুত্থয়োস্তদ্ধেতুকয়োঃ শুভাশুভয়োরিতি। তত্রেশ্বরে-চ্ছৈব হেতুলর্ভ্যতে নতু কর্ম্মশক্তিস্তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ। ত্বদবগমী লব্ধত্বদনুভবো

অনাদিভবপরম্পরায় সঞ্চিত অনারব্ধকার্য্য পাপপুণ্যেরই বিদ্যা দ্বারা বিনাশ হইয়া থাকে; আরব্ধকার্য্যের নাশ হয় না। কারণ, 'তস্য তাবদেব' ইত্যাদি শ্রুতি ও 'ত্বদবগমী ন বেত্তি' ইত্যাদি স্মৃতি অনুসারে পরমেশ্বরের ইচ্ছাই প্রারব্ধনাশের অবধিরূপে উক্ত হইয়াছে। যদিও বলবতী বিদ্যা প্রদীপ্ত

বিবিধান্যেধাংসীতি। যদ্যপি বাক্যাৎ প্রতীতং তথাপি ব্রহ্মবিদাং দেহস্থিতিদর্শনাৎ তদারম্ভকং কর্ম্ম উপদেশাদি-প্রচারিণ্যা তদিচ্ছয়ৈব তিষ্ঠেদিতি স্বীকার্য্যং। এবঞ্চ সতি মণ্যাদিপ্রতিবদ্ধশক্তের্বহ্নেরিব বিদ্যায়াঃ কিঞ্চিৎ কর্ম্মাদাহ-কত্বেঽপি ন কাপি ক্ষতিরিতি। যত্তু বদন্তি আরব্ধফলকর্ম্মা-শয়মনাশ্রিত্য বিদ্যোৎপত্তির্নোপপদ্যতে। আশ্রিতে তু তস্মিন্ কুলালচক্রবৎ প্রবৃত্তবেগস্য তস্য ভবেদেব বেগনাশা-পেক্ষা। যথা বেগক্ষয়ে চক্রং স্বয়ং শাম্যেদেবং ফলেঽতীতে তদারম্ভকং কর্ম্ম নশ্যতীতি। তন্ন। অতিবলীয়স্যাস্তস্যাঃ

ভক্তঃ। এতদুক্তমিতি। বাক্যাদিতি। তদ্‌যথৈষীকাতুলমিত্যাদের্জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যাদেশ্চেত্যর্থঃ। উপদেশাদীতি। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানবর্ত্মপ্রবর্ত্তিকয়েত্যর্থঃ। যত্ত্বিতি। আরব্ধফলং জনিতদেহতদাশ্রিতসুখদুঃখম্। তস্যেতি কর্ম্মাশয়স্য। তস্যা বিদ্যায়াঃ। অবষ্টম্ভঃ স্থিতিঃ ॥ ১৫ ॥

বহ্নির ন্যায় নিরবশেষে সমস্ত কর্ম্মকেই দহন করিতে পারেন; তথাপি কর্ম্মোপ-দেশ প্রচারে অভিলাষী পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই তত্ত্বজ্ঞানীর দেহস্থিতি প্রভৃতি স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ হইলে, মণ্যাদি প্রতিবন্ধক বশত বহ্নির দাহিকা শক্তির ক্ষণিক অপ্রকাশে যেরূপ তাহার শক্তির হানি হয় না, তদ্রূপ বিদ্যারও কিঞ্চিৎ কর্ম্মের অদাহকত্বে কোন ক্ষতি হইতেছে না। কেহ কেহ বলেন যে, আরব্ধফল কর্ম্মাশয় দেহকে আশ্রয় না করিয়া বিদ্যার উদয় হয় না। আবার যে দেহে প্রারব্ধ ফলের আরম্ভ হইয়াছে, সেই দেহকে আশ্রয় করিলেও বিদ্যোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবৃত্তবেগ কুলালচক্রের ন্যায় কর্ম্মবেগের নিবৃত্তির অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। বেগক্ষয়ে চক্র যেরূপ স্বয়ংই স্থির হয়, তদ্রূপ ফলাবসানে কর্ম্মেরও স্বতঃই নিবৃত্তি হইয়া থাকে; তখনই বিদ্যার শক্তি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই

সর্ব্বাণি তানি প্রসহ্য নির্ম্মূলয়ন্ত্যাস্তদিচ্ছাং বিনা ক্বচিদ-প্যবষ্টম্ভো ন স্যাৎ। ন হি গুরুতরশিলানিপাতে চক্রং পুন-র্ভ্রমিতুমলং। তস্মাৎ প্রাগুক্তমেব সুষ্ঠু॥ ১৫॥

বিদুষঃ পুরাতনং পুণ্যং নশ্যতীত্যুক্তেঃ কাম্যবন্নিত্যকর্ম্মণো-ঽপি বিনাশঃ প্রাপ্তস্তন্নিরাসায়েদমারভ্যতে। উভে উ হৈবৈষ এতে তরতীত্যত্র কাম্যবন্নিত্যকর্ম্মাপ্যগ্নিহোত্রাদি বিদ্যয়া বিনশ্যতি ন বেতি বিষয়ে বস্তুশক্তের্বিহন্তুমশক্যত্বাৎ তদিব বিনশ্যতীতি প্রাপ্তে।

পূর্ব্বত্রানারব্ধফলানাং সঞ্চিতকর্ম্মণাং বিদ্যয়া বিনাশোঽভিহিতস্তস্য নিত্য-নৈমিত্তিকাতিরিক্তানাং বিরুদ্ধফলককর্ম্মবিষয়ত্বেনাত্রাপবাদাৎ প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। বিদুষ ইত্যাদি। অগ্নিহোত্রাদীতি। যাবজ্জীবং অগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিত্যত্র যাবজ্জীববচনাদগ্নিহোত্রস্য নিত্যকর্ম্মত্বং। আদিশব্দাদ্দর্শপৌর্ণমাসৌ গ্রাহ্যৌ। বস্তুশক্তের্বিদ্যাপ্রভাবস্য। তদিব জ্যোতিষ্টোমাদিকাম্যকর্ম্মবৎ। পূর্ব্বপক্ষে নিত্যস্যাপি কাম্যবন্মুমুক্ষুণানমুষ্ঠেয়ত্বং ফলং সিদ্ধান্তে তু অনুষ্ঠেয়ত্বং তদিতি বোধ্যং।

যুক্তি শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। কারণ, বিদ্যা অতীব বলীয়সী। উহা সকল বেগই নিবৃত্ত করিতে পারে। ভগবদিচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই উহাকে স্থির বা রোধ করিতে পারে না। গুরুতর শিলার পতনে যেরূপ চক্রের ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ বিদ্যোদয়ে কর্ম্মেরও নিবৃত্তি স্বীকার্য্য হইতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারাই দেহস্থিতি প্রভৃতি সঙ্গত হইতেছে॥ ১৫॥

তত্ত্বজ্ঞের পুরাতন পুণ্যের বিনাশ হয়, বলাতে কাম্যকর্ম্মের ন্যায় নিত্য-কর্ম্মেরও বিনাশ হউক, এইরূপ আশঙ্কার পরিহারার্থ এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে। 'উভে উ হৈবৈষ' ইত্যাদি শ্রুতিতে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তদনু-

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ॥ ১৬॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তুশব্দঃ। বিদ্যোদয়াৎ প্রাগনুষ্ঠিতং নিত্যাগ্নিহোত্রাদি তৎকার্য্যায় বিদ্যারূপায় ফলায় ভবতি। কুতঃ তদ্দর্শনাৎ। তমেতং বেদানুবচনেনেত্যাদৌ তথাবগমাদিত্যর্থঃ। তথাচ নিত্যাগ্নিহোত্রাদিভিন্নং পুরাতনং পুণ্যং কর্ম্ম বিনশ্যতীত্যয়মিতরস্যাপ্যেবমিতি সূত্রার্থঃ। তস্য নিত্যস্য বিনাশো নাভিধীয়তে জনিতফলত্বাৎ। ন হি গৃহদাহবিপ্লুষ্টস্য ধ্যানাদেরিব বাপক্ষীণস্য তস্যাস্তি নাশব্যবহারঃ।

অগ্নিহোত্রাদীতি। বাপক্ষীণস্যেতি। ক্ষেত্রে বীজবিক্ষেপো বাপস্তেন ব্যয়িতস্যেত্যর্থঃ। তত্রৈবং বিচারণীয়ং। অগ্নিহোত্রাদিকং নিত্যং কাম্যঞ্চ ভবতি যাবজ্জীবমিত্যাদিশ্রবণাৎ তমেতমিত্যাদিশ্রুতৌ বিদ্যাফলকতয়া যজ্ঞাদীনাং বিধানাৎ। সন্ধ্যোপাসনমপি নিত্যং কাম্যঞ্চ অহরহরিতি বীপ্সাদর্শনাৎ অকরণাৎ প্রত্যবায়োক্তেশ্চ কৃতে ফলস্যাপ্যুক্তেশ্চ। নন্বু কাম্যত্বে বিদ্যামনিচ্ছতাশ্রমমাত্রনিষ্ঠেনানুষ্ঠেয়মগ্নিহোত্রাদীতি চেন্নৈবং যাবজ্জীবাদিশ্রুত্যা তস্যাপি তদ্বিধানাৎ। অন্যথা প্রত্যবায়াপত্তিঃ। নন্বু বিদ্যামনিচ্ছতাশ্রমিণানুষ্ঠেয়াৎ তস্মাদন্যদিদং যদ্বিদ্যার্থিনানুষ্ঠেয়ং সংযোগপৃথক্ত্বাৎ। যাবজ্জীবাদিশ্রুতিকল্পিতঃ সংযোগো

সারে কাম্যের ন্যায় নিত্য অগ্নিহোত্রদিরও বিদ্যা দ্বারা বিনাশ হউক। কারণ, বিদ্যার শক্তি অপ্রতিরোধ্যা। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সঙ্গতির নিরাসার্থ বলিতেছেন।

বিদ্যোদয়ের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকল বিদ্যারূপ ফল উৎপাদন করিয়াই নিবৃত্ত হয়। কারণ 'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি শ্রুতিতে এইরূপই উক্ত হইয়াছে। অতএব নিত্যকর্ম্ম ভিন্ন অন্য পুরাতন কর্ম্মেরই বিনাশ হয়; নিত্যের বিনাশ হয় না। উহা ফল উৎপাদন করিয়া

কর্ম্মণা পিতৃলোক ইত্যাদি বৃহদারণ্যকাৎ স্বর্গপ্রদাংশনাশস্তু স্যাদেব ॥ ১৬ ॥

বিদ্যোপদেশাদিপ্রবর্ত্তকেনেশ্বরসঙ্কল্পেনৈব বিদুষাং প্রারব্ধয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ স্থিতিদর্শিতা। অথ কেষাঞ্চিন্নিরপেক্ষাণাং বিনৈব ভোগাৎ তয়োর্বিনাশঃ স্যাদিতি প্রদর্শ্যতে। তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপ-

নিত্যঃ। তমেতমিতিশ্রুতিকল্পিতস্তুনিত্যঃ। ততশ্চ নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধাৎ ততোঽন্যদিদমিতি চেৎ সংযোগভেদেঽপি কর্ম্মাভেদাৎ খাদিরবৎ। যথা খাদিরো যূপো ভবতি খাদিরং বীর্য্যকামস্যেতি শাস্ত্রদ্বয়বলাদেকস্য খাদিরস্য নিত্যসংযোগেন ক্রত্বর্থত্বমনিত্যেন তেন তু পুরুষার্থত্বঞ্চ ন বিরুধ্যতে তথাগ্নিহোত্রাদেরপি নিত্যত্বং কাম্যত্বং চ তদ্বলাদবিরুদ্ধমভ্যুপেয়ং। নন্বু কাম্যত্বে চ যাবজ্জীবমিতি নিত্যত্বং শ্রুতিবিরুদ্ধং। নৈবং কাম্যানুষ্ঠানেনৈব নিত্যস্যাপ্যনুষ্ঠানাৎ। অতএব সিদ্ধবদুৎপন্নরূপাণি যজ্ঞাদীন্যনূদ্য বিদ্যাসাধনত্বং তেষাং বিহিতং যজ্ঞেন দানেনেত্যাদিনা। তথাচ বিদ্যার্থিনো দ্বিরনুষ্ঠানশঙ্কা নিরস্তেতি। কর্ম্মণা পিতৃলোক ইত্যাদি শ্রুত্যা কর্ম্মমাত্রস্য স্বর্গপ্রদত্বং শ্রূয়তে। তচ্চ নিত্যকর্ম্মণামপ্যবিশেষং। তচ্চ বিষপারদশোধনন্যায়েন বিদ্যৈব নির্দহতীতি ভাবেনাহ কর্ম্মণেতি। তেন সর্ব্বশব্দোঽপ্যসঙ্কুচিতো ভাবীতি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মবিদাং নিত্যাগ্নিহোত্রাদিকং ফলং জনয়তি ন বিনশ্যতীত্যুক্তং প্রাক্। তদ্বন্নিরপেক্ষাণাং প্রারব্ধং কর্ম্ম তেভ্যো বিশ্লিষ্যৎ ফলং জনয়ত্বিতি দৃষ্টান্ত-

শান্ত হয় মাত্র। তবে ঐ সকল নিত্যকর্ম্মের স্বর্গাদিফলপ্রদ অংশের বিনাশ অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ১৬ ॥

বিদ্যোপদেশাদি-প্রবর্ত্তক ঈশ্বরের সঙ্কল্প দ্বারাই বিজ্ঞের প্রারব্ধ পুণ্যপাপের স্থিতি প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর কোন কোন নিরপেক্ষ অধিকারীর ভোগ ব্যতিরেকেই উহাদের বিনাশ হয়, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। 'তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির

যন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতমিতি কৌষীতকিনঃ পঠন্তি। তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামিতি তু শাট্যায়নিনঃ। অত্র সংশয়ঃ। প্রারব্ধয়োরপি তয়োর্ভোগং বিনাপি বিনাশঃ প্রতীতঃ স ক্বচিৎ স্যান্ন বেতি। ভোগৈক্যক-স্বভাবত্বাৎ তমন্তরাসৌ ন স্যাদিতি প্রাপ্তে।

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মৈকরতানাং পরমাতুরাণাং কেষাঞ্চিন্নিরপেক্ষাণাং বিনৈব ভোগমুভয়োঃ প্রারব্ধয়োঃ পাপপুণ্যয়োর্বিশ্লেষঃ স্যাৎ। তত্র হেতুরন্যেতি। হি যস্মাৎ অত ঈশ্বরেচ্ছাস্থিতারব্ধনিরূ-পকশ্রুতেরন্যা চ শ্রুতিরেকেষাং শাখায়াং পঠ্যতে। তৎ

সঙ্গত্যাহ অথ কেষাঞ্চিদিত্যাদিনা। তদিতি। তৎ তদা শ্রীহরিং ব্রজন্ বিদ্বান্ সুকৃতদুষ্কৃতে প্রারব্ধরূপে অপি বিধুনুতে রোমাণীবাশ্বঃ। স্ফুটমন্যৎ। তস্যেতি। পুত্রাঃ সুতাঃ শিষ্যাশ্চ যথাযথং গ্রাহ্যাঃ। ভোগ্যেতি। অবশ্যভোক্তব্যত্বাদ্-ভোগৈকনাশ্যস্বভাবত্বাদিত্যর্থঃ। তমন্তরা ভোগং বিনা। এবং প্রাপ্তে।

সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই বিনষ্ট হয়। বিদ্বান ব্যক্তির সুকৃত, তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতি সকল ভোগ করেন; এবং তাঁহার দুষ্কৃত, অপ্রিয় জ্ঞাতি সকল ভোগ করেন,' কৌষীতকী ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। আবার 'তাঁহার পুত্র সকল দায় ভোগ করেন; সুহৃদ্ সকল সুকৃত ভোগ করেন; এবং শত্রু সকল দুষ্কৃত ভোগ করেন।' এইরূপ শাট্যায়নীরা বলিয়া থাকেন। প্রারব্ধ পুণ্যপাপেরও ভোগ ব্যতিরেকেই নাশ প্রতীত হইতেছে। কিন্তু ভোগই যখন উহাদের স্বভাব, তখন ভোগ ব্যতিরেকে উহাদের নাশ স্বীকার করা যাইতে পারে না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন।

সুকৃতদুষ্কৃতে ইত্যাদ্যা তস্য পুত্রা দায়মিত্যাদ্যা চ। অয়ং ভাবঃ। জ্ঞানভোগাভ্যাং কর্ম্মবিনাশং প্রকাশয়ন্ত্যা শ্রুত্যা সহৈতস্যাঃ শ্রুতেরবিরোধায় বিষয়ভেদোঽবশ্যং বাচ্যঃ। ন চৈষা কাম্যকর্ম্মবিষয়া। তদধিগমাদিসূত্রাভ্যাং প্রারব্ধাতিরিক্তয়োর্নিখিলয়োঃ পাপপুণ্যয়োর্বিনাশনিরূপণাৎ পাপকৃত্যায়াং কাম্যত্বাভাবাচ্চ। তস্মাদতিপ্রেয়সাং স্বং দ্রষ্টুমার্ত্তানাং কেষাঞ্চিদ্ভক্তানাং স্বাপ্তিবিলম্বমসহিষ্ণুরীশ্বরস্তৎ-

---

অত ইত্যাদি। ঈশ্বরেচ্ছাস্থিতেতি। তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে ইত্যাদিবাক্যাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানভোগাভ্যামিতি। যথা পুষ্করেতি তদ্যথৈষীকেতি শ্রুতির্জ্ঞানেন কর্ম্মবিনাশং প্রকাশয়তি তস্য তাবদেব চিরমিত্যাদ্যা শ্রুতিস্তু ভোগেনৈব তদ্বিনাশং তয়া তয়া চ সহেত্যর্থঃ। এতস্যাস্তৎ সুকৃতেত্যাদিকায়াঃ। ন চৈষেতি। এষা তৎ সুকৃতেত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। স্বং দ্রষ্টুমার্ত্তানামিতি। ভগবদ্-

---

ব্রহ্মৈক-রত কোন কোন পরমাতুর নিরপেক্ষ ভক্তের ভোগ ব্যতিরেকেই প্রারব্ধ পুণ্য ও পাপের ক্ষয় হয়। কারণ, তদ্বিষয়েও শ্রুতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে' ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতি সকলই তাহার উদাহরণ স্বরূপ। তবে কোথাও কোথাও 'প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাদি দ্বারাই ক্ষয় হয়,' ইত্যাদি যে সকল শ্রুতি দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের 'ভোগ ব্যতিরেকেই প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হয়' ইত্যাদি শ্রুতির সহিত যে বিরোধ হইতেছে, তাহার সমন্বয়ের জন্য বিষয়-ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। এই শ্রুতি কাম্যকর্ম্মবিষয়িণীও বলা যাইতে পারে না। কারণ, বিদ্যা দ্বারা প্রারব্ধাতিরিক্ত নিখিল কর্ম্মের সমূলে নাশ হয়, ইহা 'তদধিগমাৎ' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়াছে। বিশেষ, পাপ কর্ম্মের কাম্যত্ব স্বীকৃতই হয় না। অতএব অতিপ্রিয়, স্বদর্শনার্ত্ত কোন কোন ভক্তের স্বাপ্তিবিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া, ভগবান তৎপ্রিয় লোককে

প্রারব্ধানি তদীয়েভ্যঃ প্রদায় তান্ স্বান্তিকং নয়তীতি বিশেষাধিকরণে বক্ষ্যতে। তৈশ্চ তেষাং ভোগাৎ তানি ভোগ্যস্বভাবানীতি স্বকৃতসংস্থা চ সিদ্ধেতি। নন্বু তয়োরমূর্ত্তত্বাদকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাচ্চ নৈতদ্যুক্তমিতি চেন্ন ঈশ্বরত্বেনান্যথাবিধানে সামর্থ্যাৎ। তস্মাৎ কেষাঞ্চিৎ পরমাতুরাণাং বিনৈব ভোগাৎ প্রারব্ধানি বিশ্লিষ্যন্তীতি সিদ্ধং॥ ১৭॥

তেষাং তান্যন্যগামীনি ভবেয়ুরিত্যত্রাসম্ভাবনানিরাসায়াহ।

বীক্ষণেন বিনাতিদুঃখিতানামিত্যর্থঃ। তদীয়েভ্যস্তজ্জ্ঞাতিপুত্রাদিভ্যঃ। তৈশ্চেতি। তৈর্জ্ঞাত্যাদিভিস্তেষাং সুকৃতাদীনাং ভোগাৎ তানি সুকৃতাদীনি প্রারব্ধানি ভোগৈকনাশ্যানীতি ভবৎকৃতমর্য্যাদা চ সিধ্যতীত্যর্থঃ। অমূর্ত্তত্বাদিতি। বস্ত্রালঙ্কারাদিবন্মূর্ত্তত্বাভাবাদিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

তেষামিতি। কেষাঞ্চিৎ পরমাতুরাণাং নিরপেক্ষ্যবিশেষাণামিত্যর্থঃ। তানি প্রারব্ধানি। অন্যগামীনীতি। যথা পুরোর্যৌবনং যযাতিনা গৃহীতং যযাতের্জরা চ পুরুণা তথেদং দ্রষ্টব্যং।

তাহার প্রারব্ধ পুণ্য এবং তদপ্রিয় লোককে তাহার প্রারব্ধ পাপ প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে স্বসমীপস্থ করিয়া থাকেন। বিশেষাধিকরণে এ বিষয় বলা হইবে। তাহারা ঐ পুণ্যপাপ ভোগ করে বলিয়া উহাদের ভোগ্যস্বভাবত্বেরও হানি হইল না। পাপ ও পুণ্যের অলঙ্কারাদির ন্যায় মূর্ত্তি নাই বলিয়া তাহারা কিরূপে প্রদানযোগ্য হইবে, এরূপও আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। কারণ, ঈশ্বর না করিতে পারেন, এমন কিছুই নাই। অতএব কোন কোন ভক্তের ভোগ ব্যতিরেকেই প্রারব্ধক্ষয় সুসিদ্ধ হইল॥ ১৭॥

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥ ১৮ ॥

যদেব বিদ্যয়া করোতীত্যাদ্যা শ্রুতির্জৈবজ্ঞানসম্বন্ধাৎ কর্ম্মণি বীর্য্যাতিশয়ং দর্শয়তি। হি যস্মাৎ অতো বিদ্যা-সামর্থ্যাপ্রতিবন্ধরূপাৎ পারমেশ্বরাৎ প্রসাদান্নির্ভোগারব্ধাভাব-রূপোঽতিশয়ো জীবেঽপি ক্বচিদ্ভবেদিতি ন চিত্রং ॥ ১৮ ॥

ততঃ কিং তদাহ।

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে ॥ ১৯ ॥

যদেবেতি। নির্ভোগেতি। ভোগং বিনৈব প্রারব্ধাভাবরূপোঽতিশয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ কিমিতি। প্রারব্ধানাং জ্ঞাত্যাদিষু গমনানন্তরং তেষাং কিমভূদিত্যর্থঃ।

নিরপেক্ষ ভক্তগণের প্রারব্ধ কি করিয়া অন্যগামী হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন।

'যাহা বিদ্যা দ্বারা কৃত হয়, তাহা অতিশয় বীর্য্যশালী হয়।' ইত্যাদি শ্রুতি, জীবের জ্ঞানসম্বন্ধ হইতে কর্ম্মের বীর্য্যাতিশয় প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যা স্বতন্ত্রা; প্রারব্ধ-রক্ষণ-রূপ বিধি তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে না। একেত বিদ্যার এইরূপ স্বাভাবিক সামর্থ্য, তাহাতে যদি পরমেশ্বরের প্রসাদ হয়, তবে কার সাধ্য যে, তাহার সামর্থ্যকে রোধ করে? এইরূপে বিদ্যা যে পরমেশ্বর-প্রসাদ-সহায়ে প্রারব্ধ-নাশ দ্বারা জীবের মোক্ষ সম্পাদন করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ॥ ১৮ ॥

অবশেষে যাহা সিদ্ধ হয়, তাহাই বলিতেছেন।

প্রাপ্তব্যপার্ষদশরীরাদিতরে স্থূলসূক্ষ্মশরীরে ক্ষপয়িত্বা বিহায়াথ পার্ষদবপুঃপ্রাপ্যনন্তরং ভোগেন সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামানিত্যাদিশ্রুত্যুক্তেন সম্পাদ্যতে সম্পন্নো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

ভোগেনেত্যাদি। স্পষ্টার্থং॥ ১৯॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমপাদো ব্যাখ্যাতঃ।

তাদৃশ জীব, প্রাপ্তব্য-পার্ষদ-শরীরাতিরিক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক পার্ষদশরীর প্রাপ্ত হইয়া নিখিল কাম ভোগ করেন, ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত-নিখিল-ভোগ সম্পন্ন হয়েন॥ ১৯॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম পাদ।

দ্বিতীয়পাদঃ।

মন্ত্রাদ্ যস্য পরাভূতাঃ পরা ভূতাদয়ো গ্রহাঃ।
নশ্যন্তি স্খলসত্ত্বৃষ্ণঃ স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥

পরস্মিন্ পাদে দেবযানং পন্থানং বিবক্ষুরস্মিন্ পাদে বিদুষো দেহাদুৎক্রান্তিপ্রকারং বিচারয়তি। ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে। অস্য সৌম্য পুরুষস্য প্রযতো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে

অথ স্থূলসূক্ষ্মদেহাদ্বিদুষো নির্গমং বর্ণয়ন্ তদ্ধেতুভূতাং শ্রীহরিপ্রপত্তীচ্ছাং মঙ্গলমাচরতি মন্ত্রাদ্যস্যেতি। যদ্বিষয়কাদষ্টাদশার্ণাদের্মন্ত্রাদ্ধেতোর্ভূতাদয়ো দেহেন্দ্রিয়প্রাণাঃ পরাভূতাঃ সন্তো নশ্যন্তি তথাভূতাস্তে তজ্জপ্তারং হিত্বা পলায়ন্তে। স চ জপ্তা বিশুদ্ধঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণং বিন্দতীতি ভাবঃ। কীদৃশাস্তে পরাঃ প্রবলাঃ। গ্রহা গ্রাহকাঃ স্বরূপাবরকা ইতি যাবৎ। শ্লেষপোষিতেন রূপকেণাত্রোপমা ব্যজ্যতে। যদ্বা মন্ত্রণং মন্ত্রবিচার ইত্যর্থঃ। ব্রজকার্য্যমমন্ত্রয়দিত্যাদৌ তদর্থাবগমাৎ যৎসম্বন্ধিবিচারাদিত্যর্থঃ। শ্রীহরিস্বরূপগুণবিভূতিচরিতবিষয়কাদ্বিমর্শাদুপাধিবিগমো হরিপদলাভশ্চ ভবেদিতি ভাবঃ। একবিংশতিসূত্রকং দশাধিকরণকং দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে পরস্মিন্নিত্যাদিনা। পূর্ব্বত্র স্থূলসূক্ষ্মদেহত্যাগ উক্তস্তমাশ্রিত্য তৎপ্রকারোঽত্র চিন্ত্য ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ

যদ্বিষয়ক অষ্টাদশাক্ষরাদি-মন্ত্র-বলে, বলবান দেহেন্দ্রিয়াদি ভূত সকল পরাভূত হইয়া দূরে পলায়ন করে, (এবং যাঁহার মন্ত্র জপ করিয়া জীব শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েন,) সেই ভক্তপোষণকারী শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ হউন।

পরবর্ত্তী পাদে দেবযান পন্থা ব্যাখানের অভিপ্রায়ে এই পাদে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের দেহ হইতে উৎক্রমণের প্রকার বিচার করিতেছেন। ছান্দোগ্যে

মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামিতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহ বৃত্ত্যা বাক্সম্পত্তিরুত স্বরূপেণেতি মনসো বাক্প্রকৃতিত্বাভাবাদ্ বাগাদীনাং মনোঽধীনবৃত্তিকত্বাচ্চ বৃত্ত্যৈবেতি প্রাপ্তে।

বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ১ ॥

স্বরূপেণৈব মনসি বাক্ সম্পদ্যতে। কুতঃ উপরতায়াং বাচি মনসঃ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে ইতি শব্দাচ্চ। ইতরথা শব্দস্বারস্যভঙ্গঃ। ন চ মানান্তরেণ তত্র বাগবগম্যতে যেন বৃত্তিসম্পত্তিঃ কল্প্যেতেতি ভাবঃ। ননু

সঙ্গতিঃ। অস্যেতি। প্রযতো ম্রিয়মাণস্য। কিমিহ বৃত্ত্যেতি। বাক্প্রকৃতিত্বাভাবাদ্বাগুপাদানত্ববিরহাদিত্যর্থঃ।

বাঙ্মনসীতি। মনসি বাচঃ সংযোগো ভবতি বাগ্বৃত্তিস্তু তত্র লীয়তে। এবং শ্রোত্রাদীনাঞ্চ বোধ্যং। এবমেব ভাষ্যকারোঽপি সঙ্গময়িষ্যতি নন্বিত্যাদিনা। ন চেতি। ক্ষীরতণ্ডুলন্যায়েন মনসি বাক্সম্পত্তির্ভবতীত্যর্থঃ। মনসা বাক্

উক্ত হইয়াছে, 'হে সৌম্য, এই পুরুষ যখন গমন করেন, তখন বাক্য মনে সম্পন্ন হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে ও তেজ পরদেবতায় সম্পন্ন হয়।' এস্থলে সংশয় এই যে, বাক্য, বৃত্তি দ্বারাই মনে সম্পন্ন হয় অথবা স্বরূপেই সম্পন্ন হয়? মনের বাগাদিপ্রকৃতিকত্ব দৃষ্ট হয় না, কেবল বাগাদির বৃত্তিকে মনের অধীনই দেখা যায়; অতএব উহারা স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারাই মনে সম্পন্ন হয়, এইরূপই বলা যাউক। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষসঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

বাগাদি স্বরূপতই মনে সম্পন্ন হয়। কারণ, বাগাদির উপরতি হইলেই মনের প্রবৃত্তি-দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষত, শ্রুতিতে 'বাক্য মনে সম্পন্ন হয়,' এইরূপ উক্তিই হইয়াছে। অন্যথা শব্দের স্বারস্য ভঙ্গ হয়। অর্থাৎ বাক্যের

মনসো বাক্‌প্রকৃতিত্বাভাবান্ন তত্র তস্যাঃ স্বরূপসম্পত্তিঃ কিন্তু বৃত্তিসম্পত্তিরেব স্যাদপ্রকৃতাবপি বারিণি বহ্নিবৃত্তি-সম্পত্তিদর্শনাদিতি চেদুচ্যতে। মনসা বাক্ সংযুজ্যতে ন তু সংলীয়ত ইতি। অর্থাদপ্রকৃতাবপি তস্মিন্ স্বরূপসংযোগো ভবতীতি ॥ ১ ॥

অতএব সর্ব্বাণ্যনু ॥ ২ ॥

যতো বাচো মনস্যেব সংযোগো নাগ্নাবতঃ সর্ব্বাণি শ্রোত্রাদীন্যপি তত্রৈব সংযুজ্যন্ত ইতি মন্তব্যং। অনু বাক্-সম্পত্ত্যনন্তরং। প্রশ্নোপনিষদি শ্রূয়তে। তস্মাদুপশান্ততেজাঃ

সংযুজ্যত ইতি ক্ষীরনীরন্যায়েনেতি ভাবঃ। নন্বিত্যাদি। ননু বৃত্তিলয়োঽপ্যনুপা-দানে কথমিতি চেন্ন। অগ্নিবৃত্ত্যনুপাদানেঽপি জলে তল্লয়দর্শনাৎ ॥ ১ ॥

উক্তশ্রুতের্বাচ এব মনসি লয়দর্শনাৎ তদন্যেষাং শ্রোত্রাদীনাং তত্র ন লয় ইতি ভ্রান্তিং নিবারয়িতুমাহ অতএবেতি। যস্মাদেব মনসো বাগুপাদানত্বা-ভাবান্মনসি বাচো বৃত্তিমাত্রলয়োঽভিহিতঃ অতএব সর্ব্বাণি শ্রোত্রাদীনি স্বানুপা-দানেঽপি মনসি স্ববৃত্তিকে স্ববৃত্তিমাত্রলয়েনানুবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। তস্মাদিতি।

বৃত্তি মনে সম্পন্ন হয়, এরূপ প্রমাণান্তরও দৃষ্ট হয় না, যদ্দ্বারা ঐরূপ কল্পনা করা যাইবে। মনের বাক্‌প্রকৃতিত্বের অদর্শন হেতু স্বরূপসম্পত্তি সম্ভব না হইলেও জলে যেরূপ অগ্নিবৃত্তি লীন হয়, তদ্রূপ বৃত্তির সম্পত্তি সম্ভব হয়, এরূপও বলা যায় না। কারণ, মনে বাক্যের সংযোগ হয়; উহার লয় হয় না। অতএব তৎপ্রকৃতি না হইলেও মনে বাক্যের স্বরূপসম্পত্তিই বক্তব্য হইতেছে ॥ ১ ॥

বাক্য মনেতেই বিলীন হয়, অগ্নিতে হয় না; অতএব বাক্‌সম্পত্তির অনন্তর শ্রোত্রাদিরও মনেই বিলয় স্বীকার্য্য হইতেছে। প্রশ্নোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'দেহ হইতে উৎক্রমণের অনন্তর বিনিবৃত্তদেহতাপ জীব মনে সম্পদ্যমান ইন্দ্রিয়-

পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈর্যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণ আয়াতীতি। যথা গার্গ্য মরীচয়োঽস্তং গচ্ছতোঽর্কস্য সর্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডলে একীভবন্তি তাঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্ত্যেবং হ বৈতৎ সর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতীতি ॥ ২ ॥

মনঃ প্রাণ ইতি বিচারয়তি। মনশ্চন্দ্রে প্রাণে বা সম্পদ্যত ইতি সংশয়ে মনশ্চন্দ্রমিতি শ্রুতেশ্চন্দ্র ইতি প্রাপ্তে।

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥ ৩ ॥

তৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়সহিতং মনঃ প্রাণে সম্পদ্যতে। কুতঃ মনঃ প্রাণ ইত্যুত্তরস্মাৎ বাক্যাৎ। যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং

তস্মাদুৎক্রমণাদূর্দ্ধং উপশান্ততেজা বিনিবৃত্তদেহৌষ্ণ্যং পুনর্ভবং জন্ম মনসি স্থিতৈরিন্দ্রিয়ৈরায়াতি লভত ইত্যর্থঃ। যথেতি। হে গার্গ্য মরীচয়োঽর্কস্য কিরণাঃ এতস্মিংস্তেজোমণ্ডলেঽর্কে একীভবন্তি সংযুজ্যন্তে। এবং হেতি। এতদ্বাগাদীন্দ্রিয়বৃন্দং। মনসো দেবত্বং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রধানত্বাৎ ॥ ২ ॥

মনঃ প্রাণ ইত্যাদি। মনসীন্দ্রিয়সম্পত্তিঃ শ্রুতত্বাদ্ যথোক্তা তথা চন্দ্রে মনঃসম্পত্তিঃ শ্রুতত্বাদেবাস্ত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ।

বর্গের সহিতই জন্ম লাভ করেন। ঐ মনের সহিত প্রাণও আগমন করে।' অস্তগত সূর্য্যের মরীচি সকল যেরূপ ঐ তেজোমণ্ডল সূর্য্যেই একীভূত হয় এবং উদয়কালে পুনর্ব্বার প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলও সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রধান মনেই একীভূত হয় ॥ ২ ॥

মন প্রাণে সম্পন্ন হয়, এই বিচার করিতেছেন। শ্রুত্যুক্তি অনুসারে মনে ইন্দ্রিয়সম্পত্তির ন্যায় মন চন্দ্রে অথবা প্রাণে সম্পন্ন হয়, এইরূপ সংশয় তুলিয়া 'চন্দ্রই মন' এই শ্রুত্যুক্তি অনুসারে মন চন্দ্রেই সম্পন্ন হয়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক তদুত্তরে বলিতেছেন।

বাগপ্যেতীত্যাদিবাক্যস্তু স্বার্থপরং ন ভবতীত্যুক্তং ভগবতা সূত্রকারেণৈব। অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাদিতি ॥ ৩ ॥

প্রাণস্তেজসীত্যত্র বিচারঃ। স সেন্দ্রিয়মনাঃ প্রাণঃ কিং তেজসি সম্পদ্যতে কিং বা জীবে ইতি বীক্ষায়াং প্রাণস্তেজসীত্যুক্তেস্তেজস্যেবেতি প্রাপ্তে।

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪ ॥

স প্রাণোঽধ্যক্ষে দেহেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতরি জীবে সম্পদ্যতে। কুতঃ তদিতি। বৃহদারণ্যকে তদ্‌যথা রাজানং

তদিতি। সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিলয়স্থানং মনঃ স্ববৃত্ত্যৈব প্রাণে লীয়তে সুষুপ্তিমৃত্যবস্থয়োঃ স্ববৃত্তিকে প্রাণে সত্যেব মনোবৃত্তের্লয়দর্শনাদিতি ভাবঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৩ ॥

শ্রুতত্বাদ্ যথা প্রাণে মনসো লয়োঽভিহিতস্তথৈব তেজসি প্রাণস্য লয়োঽস্তিতি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। প্রাণস্তেজসীত্যাদি স্পষ্টং।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সহিত ঐ মন প্রাণেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কারণ, ঐরূপ শ্রুতি আছে। কোথাও কোথাও যে, 'মৃত ব্যক্তির বাগাদি অগ্নিতেই সম্পন্ন হয়,' এরূপ উক্তি আছে, তাহার অর্থ অন্যরূপ, সূত্রকার স্বয়ংই বলিয়াছেন। অগ্ন্যাদিতে গতি মুখ্য নহে; গৌণ মাত্র ॥ ৩ ॥

এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, ঐ প্রাণ আবার ইন্দ্রিয়বর্গ ও মনের সহিত তেজে কি জীবে সম্পন্ন হয়? প্রাণ তেজেতেই সম্পন্ন হয়, এইরূপ উক্তি দর্শনে, উহার তেজেতেই সম্পত্তি উক্ত হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষসঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

প্রাণ দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা জীবেই সম্পন্ন হয়; কারণ, শ্রুতিতে ঐরূপই উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে, 'রাজা অভিযানোদ্যত হইলে, অঙ্গরক্ষক-

প্রযিযাসন্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতা গ্রামণ্য উপসমীয়ন্ত্যেবং হৈবং বিদং সর্ব্বে প্রাণা উপসমীয়ন্তি। যত্রৈতদূর্দ্ধোচ্ছ্বাসী ভবতীতি প্রাণস্য সেন্দ্রিয়স্য জীবোপগামিত্বাদিশ্রবণাদিত্যর্থঃ। ন চৈবং প্রাণস্তেজসীতি শ্রুতিবিরোধঃ জীবেন সযুংজ্য পশ্চাত্তেজসীতি বক্তুং শক্যত্বাৎ। গঙ্গয়া সংযুজ্য সাগরং গচ্ছন্তী যমুনা তং গচ্ছতীতি শক্যতে বক্তুং ॥ ৪ ॥

সোঽধ্যক্ষ ইতি। স প্রাণো নিবৃত্তবৃত্তিকঃ সন্নধ্যক্ষে জীবে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। কুতঃ উপগমাদিভ্যঃ। আভিমুখ্যেন গমনমুপগমঃ। তদ্‌যথেতি। প্রযিযাসন্তং যাত্রেচ্ছুং নৃপং। উগ্রা অঙ্গরক্ষকাঃ। প্রত্যেনসো যোদ্ধারঃ। সূতাঃ সারথয়ঃ। গ্রামণ্যঃ সেনাপতয়ঃ। তত্র কেচিৎ উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ পাপিদণ্ডনায় নিযুক্তা জাতিবিশেষাঃ গ্রামণ্যো গ্রামাধ্যক্ষা ইত্যাহুঃ। উপসমীয়ন্তি সন্নিহিতাঃ সন্তঃ সার্দ্ধং চলন্তীত্যর্থঃ। এবং হৈবং বিদং জীবং সর্ব্বে প্রাণা উপসমীয়ন্তীতি সেন্দ্রিয়স্য প্রাণস্য জীবোপগামিত্বমুক্তং। সবিজ্ঞানো ভবতীতি শ্রুতেঃ করণব্যুৎপত্ত্যা বিজ্ঞানশব্দিতস্যেন্দ্রিয়বৃন্দস্য প্রাণসহিতস্য প্রাপ্যকর্ম্মফলজ্ঞানবতি জীবে স্থিতিং দর্শয়তীত্যাদিপদাৎ। তস্মাৎ জীবে বৃত্ত্যা প্রাণলয় ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

গণ, যোদ্ধৃবর্গ, সারথি সকল ও সেনাপতি সকল যেমন তাঁহার অনুগমন করে, সেইরূপ প্রাণ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত জীবের অনুগমন করে,' ইত্যাদি উক্ত হয়। তদ্দ্বারা প্রাণের জীবোপগামিত্বই সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপে 'প্রাণ তেজেতেই সম্পন্ন হয়,' ইত্যাদি যে সকল শ্রুতি আছে, তাহাদের সহিত কোন বিরোধ হইতেছে না; কারণ প্রাণ জীবের সহিত সম্পন্ন হইয়া পরে তেজে সম্পন্ন হয়, এইরূপ বলিতেই হইল। যমুনা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সাগরে গমন করে, ইত্যাদি লৌকিক প্রয়োগই উহার দৃষ্টান্ত ॥ ৪ ॥

তেজসীত্যেতদ্বিচার্য্যতে। স প্রাণো জীবস্তেজসি সম্পদ্যতে উত সংহতেষু ভূতেম্বিতি সংশয়ে প্রাণস্তেজসীত্যুক্তেস্তেজস্যেবেতি প্রাপ্তে।

ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

জীবঃ পঞ্চসু ভূতেষু সম্পদ্যতে। ন কেবলে তেজসি। কুতঃ তত্রৈব জীবস্যাকাশময়ো বায়ুময়স্তেজোময় আপোময়ঃ পৃথিবীময় ইতি সর্ব্বভূতময়ত্বশ্রবণাৎ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ।

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥ ৬ ॥

প্রাণস্তেজসীত্যত্র যথা মুখ্যার্থং হিত্বা প্রাণস্য জীবে লয়োঽভিহিতস্তথা মুখ্যার্থং ত্যক্ত্বা জীবস্য ব্রহ্মণ্যেব লয়ে স্থিতিদৃষ্টান্তাদাক্ষিপ্যারভতে তেজসীত্যাদি।

ভূতেম্বিতি। তত্রৈব বৃহদারণ্যকে ॥ ৫ ॥

নৈকস্মিন্নিতি। সূত্রে দর্শয়ত ইত্যত্র ব্যাখ্যান্তরং। একস্মিংস্তেজস্যুৎক্রান্তিকালে জীবস্য নাবস্থিতিরুত্তরদেহারম্ভস্য পাঞ্চভৌতিকত্বেন তস্যাঃ পঞ্চস্বাবশ্যকত্বাৎ। এতদর্থং শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ। তত্র শ্রুতিরাকাশময় ইত্যাদ্যা।

এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, জীব প্রাণের সহিত তেজেই সম্পন্ন হয় অথবা সংহত ভূতেই সম্পন্ন হয়? 'প্রাণ তেজেই মিলিত হয়,' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জীবেরও তেজেই সম্পত্তি উক্ত হউক, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বিচারিত হইতেছে।

জীব পঞ্চভূতেই মিলিত হয়; কেবল তেজেতেই নহে। কারণ, শ্রুতিতে 'জীব আকাশময়, বায়ুময়, তেজোময়, জলময় ও পৃথিবীময়,' ইত্যাদি যে উক্তি আছে, তদনুসারে উহার সর্ব্বভূতময়ত্বই স্থির হইতেছে ॥ ৫ ॥

একস্মিন্ তেজস্যেব জীবস্যাবস্থানং ন মন্তব্যং। হি যস্মাদেতমর্থং প্রশ্নপ্রতিবচনে নিরূপয়তঃ। প্রতিপাদিতশ্চৈতৎ তদনন্তরপ্রতিপত্তাবিত্যাদিনা প্রাক্। তথাচ তেজঃপ্রভৃতিষু ভূতেষু প্রাণসম্পত্তির্জীবদ্বারেতি সিদ্ধং ॥ ৬ ॥

অথ তস্মিন্নেব বাক্যে বিমর্শান্তরং। ইয়মুৎক্রান্তিরজ্ঞস্যৈব ভবেদ্বিজ্ঞস্যাপি বেতি সংশয়ে যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম

স্মৃতিশ্চ সূক্ষ্মা মাত্রাবিনাশিন্যো দশার্দ্ধানান্ত যাঃ স্মৃতাঃ। তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং স ভবত্যনুপূর্ব্বশ ইতি। মীয়ন্ত ইতি মাত্রাঃ। অবিনাশিন্যঃ প্রাঙ্মুক্তেঃ। দশার্দ্ধানাং পঞ্চানাং ভূতানাং। ননূৎক্রান্তিকালে জীবস্য ভূতাশ্রয়ত্বে স্বীকৃতে তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম্ম হৈব তদূচতুরিতি কর্ম্মাশ্রয়ত্ববোধিকা শ্রুতির্বিরুদ্ধা স্যাদিতি চেন্নৈবং কর্ম্মণো বন্ধহেতুত্বেনাশ্রয়ত্বং ভূতানান্ত দেহহেতুত্বেনেত্যবিরোধাৎ। তৌ যাজ্ঞবল্ক্যার্ত্তভাগৌ। যৎ জীবাধারভূতং ॥ ৬ ॥

অথেত্যাদি। প্রাগ্দেহাদুৎক্রান্তিরুক্তা। তামাশ্রিত্য তৎসম্বন্ধী চিন্ত্য ইত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ।

জীবের কেবল তেজেই সম্পত্তি স্বীকার্য্য হইতে পারে না; কারণ, প্রশ্ন ও তদুত্তরে জীবের পঞ্চভূতে সম্পত্তিই নিরূপিত হইয়াছে। 'তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ,' ইত্যাদি সূত্রেও তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব প্রাণের তেজঃপ্রভৃতি ভূতে সম্মিলনও জীবদ্বারেই সিদ্ধ হইল ॥ ৬ ॥

এস্থলে আর একটি বিচার উত্থাপিত হইতেছে। প্রথমত এইরূপ সংশয় হইতেছে যে, মৃত্যুর পর স্থূলদেহ পরিত্যাগ সময়ে সকল জীবেরই এই প্রকার উৎক্রান্তি হয় অথবা কেবল বিদ্বানেরই তাদৃশ উৎক্রান্তি হইয়া থাকে? 'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে,' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বিদ্বান ব্যক্তির ব্রহ্মসম্পত্তি প্রযুক্ত

সমশ্নুত ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুত্যা বিজ্ঞস্যাত্রৈবামৃতত্বাভিধানেনোৎক্রান্ত্যভাবাদজ্ঞস্যৈবেতি প্রাপ্তে।

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য ॥ ৭ ॥

আদ্যশ্চোঽবধারণে। অজ্ঞস্য বিজ্ঞস্য চ সমানৈবোৎক্রান্তিরাসৃত্যুপক্রমাদাগত্যারম্ভান্নাড়ীপ্রবেশাৎ প্রাগিত্যর্থঃ। তৎপ্রবেশদশায়াং ত্বস্তি বিশেষঃ। অজ্ঞস্য নাড়ীশতেনোৎক্রম্য গতির্বিজ্ঞস্য তু শতাধিকয়া। তথাহি ছান্দোগ্যাঃ পঠন্তি। শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তীতি। এতৎশ্রুত্যৈকার্থেন তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্র-

---

সমানেতি। শতঞ্চেতি। তাসামেকাধিকশতনাড়ীনাং মধ্যে একা মুখ্যা সুষুম্নানাড়ী। তয়োর্দ্ধমায়ন্নাগচ্ছন্ জনোঽমৃতত্বং মোক্ষমেতি। অন্যাঃ সুষুম্নোত্তরাঃ শতনাড্যঃ সংসারগতিপ্রদাঃ বিষ্বক্ সর্ব্বত উৎক্রমণে ভবন্তীতি।

উৎক্রমণের অসম্ভাবনা অনুমিত হয়। অতএব তাদৃশ উৎক্রমণ কেবল অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই স্থির করিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষসঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

নাড়ীপ্রবেশের পূর্ব্বে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ উভয়েরই উৎক্রান্তি সমান। কেবল নাড়ীপ্রবেশকালেই ভেদ হইয়া পড়ে। অজ্ঞ ব্যক্তি সকল একশত নাড়ী দ্বারা গমন করে; কিন্তু বিজ্ঞ সকল ঐ একশত নাড়ীর অতীত একটি ঊর্দ্ধগত মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করেন। 'জীবের হৃদয়ে একাধিক একশত নাড়ী আছে, ঐ সকল নাড়ীর মধ্যে কেবল একটি নাড়ী মূর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করেন, তিনিই অমৃতত্ব লাভ করেন।

মিত্যাদিশ্রুতাবপি মূর্দ্ধনিক্রমণং বিজ্ঞবিষয়মন্যচ্চাবিজ্ঞবিষয়ং বোধ্যং। যত্তু বিজ্ঞস্যাত্রৈবামৃতত্বশ্রবণং তৎকিল দেহসম্বন্ধমনুপোষ্যাদগ্ধ্বৈব পূর্ব্বোত্তরাঘবিশ্লেষবিনাশরূপং যদুক্তং ॥৭॥

উক্তং বিশদয়তি।

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

অদগ্ধশরীরসম্বন্ধস্য বিজ্ঞস্য নিষ্পাপরূপং তদমৃতত্বং মন্তব্যং। কুতঃ আপীতেরিতি। আব্রহ্মসাক্ষাৎকারাৎ

এতদিতি। শতঞ্চেতি শ্রুত্যেকবাক্যতয়েত্যর্থঃ। অন্যচ্চেতি। মূর্দ্ধন্যনাড়ীতরনাড়ীনিক্রমণমিত্যর্থঃ। তস্য হৈতস্যেত্যাদৌ চক্ষুষোঽন্যেভ্যশ্চ শরীরদেশেভ্যঃ সংসারী নিক্রামতি মূর্দ্ধ্নস্তু বিদ্বানিত্যর্থঃ। অত্রৈবেতি। দেহ এবেত্যর্থঃ। অনুপোষ্যেতি উষ দাহে ইত্যস্য ল্যপি রূপং। যদুক্তমিতি। যদমৃতত্বং পূর্ব্বমুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তদাপীতেরিতি। সংসারেতি। যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽভিসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতমিতিশ্রুতাবিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অন্যান্য নাড়ী সকল সংসারগমনের দ্বার।' এই ছান্দোগ্য শ্রুতি এবং 'তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বিদ্বান ব্যক্তির সুষুম্নাখ্য মূর্দ্ধন্যনাড়ী দ্বারা এবং অবিজ্ঞের অপরাপর নাড়ী দ্বারা গমন সিদ্ধ হইতেছে। বিজ্ঞ ব্যক্তির উৎক্রান্তির পূর্ব্বেই যে অমৃতত্ব শ্রুত হয়, তাহা দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগ ও পূর্ব্বোত্তর পাপের বিনাশরূপ দাহন কার্য্য সম্পাদন না করিয়াই জানিতে হইবে। ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ঐ বিষয়টিই আবার পরিস্ফুট করিতেছেন। যাঁহার শরীরসম্বন্ধ বিনষ্ট হয় নাই, এইরূপ বিজ্ঞ লোকের পাপরাহিত্যভাবই তাঁহার অমৃতত্ব বুঝিতে হইবে। কারণ, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্তই ঐ শরীরসম্বন্ধলক্ষণ সংসার উক্ত

শরীরসম্বন্ধলক্ষণস্য সংসারস্যোক্তেরিত্যর্থঃ। তৎসাক্ষাৎকারঃ খলু দেবযানেন পথা সংব্যোমপদং গন্তৃবেতি বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং ॥ ৮ ॥

সূক্ষ্মপ্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ ৯ ॥

নাত্র বিদুষঃ শরীরসম্বন্ধো দগ্ধঃ। সূক্ষ্মং শরীরং যদনুবর্ত্ততে। কুতঃ প্রমাণেতি। দেবযানবর্ত্মনা গচ্ছতো বিদুসস্তং প্রতি ব্রূয়াৎ সত্যং ব্রূয়াদিতি চন্দ্রমসা সংবাদবচনেন শরীরসদ্ভাবো হ্যুপলভ্যতে। অতোঽদগ্ধদেহসম্বন্ধস্যৈব তদমৃতত্বং ॥ ৯ ॥

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥ ১০ ॥

অতো হেতো যদা সর্ব্বে ইতি শ্রুতির্দেহসম্বন্ধোপমর্দ্দেনামৃতত্বং বক্তুং ন প্রভবতি ॥ ১০ ॥

সূক্ষ্মেতি। নাত্রেতি। অত্র প্রপঞ্চে লোকে। চন্দ্রমসা সম্বাদবচনেনেতি সহার্থে তৃতীয়া। ন হি শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধং বিনা সম্বাদঃ সম্ভবতীত্যাশয়ঃ ॥ ৯ ॥

নোপমর্দ্দেনেতি। উপমর্দ্দেন নাশেন ॥ ১০ ॥

হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনি দেবযান পথ দ্বারা পরব্যোমে গমন করেন। এইরূপ বেদান্তপ্রসিদ্ধি ॥ ৮ ॥

বিদ্বান ব্যক্তির শরীরসম্বন্ধ এই ব্রহ্মাণ্ডে দগ্ধ হয় না। কারণ, স্বর্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তী যে কোন লোকেই গমন হউক, সূক্ষ্মশরীর অনুবর্ত্তন করে। বিদ্বানের দেবযান পথ দ্বারা গমন কালেও 'তং প্রতি ব্রূয়াৎ,' ইত্যাদি বচন প্রমাণে দেহসম্বন্ধ উপলব্ধ হয়। অতএব অদগ্ধ-দেহ-সম্বন্ধ বিদ্বান ব্যক্তিরই অমৃতত্ব নির্ণীত হয় ॥ ৯ ॥

তস্যৈব চোপপত্তেরূষ্মা ॥ ১১ ॥

মৃত্যোঃ প্রাক্ স্থূলদেহে যঃ সংস্পর্শেনোষ্মোপলভ্যতে সোঽস্য সূক্ষ্মস্যৈব দেহস্য ধর্ম্মো ন তু স্থূলস্য। কুতঃ উপপত্তেঃ। তদ্‌যুক্ততদ্‌বিযুক্তয়োর্জীবন্মৃতদেহয়োরূষ্মোপলম্ভানুপলম্ভাভ্যাং সূক্ষ্মদেহস্যৈবায়মুষ্মেতি যুক্তেরিত্যর্থঃ। মানান্তরায় চশব্দঃ। তথা চোষ্মানুমিতসূক্ষ্মদেহযুক্তো বিজ্ঞোঽপি উৎক্রামতীতি ॥ ১১ ॥

অথাশঙ্ক্য সমাধত্তে।

স্থূলদেহাদন্যঃ সূক্ষ্মদেহোঽস্তীত্যত্র প্রমাণমাহ তস্যৈব চেতি। স্থূলদেহে যোঽয়মুষ্মোপলভ্যতে সোঽস্যৈব সূক্ষ্মদেহস্য ধর্ম্মঃ। সতি তস্মিন্নুপলব্ধেস্তস্মিন্ নির্গতে মৃতদেহেঽনুপলব্ধেশ্চেত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তস্যৈবোপপত্তেঃ। তদ্‌যুক্তেতি। সূক্ষ্মযুক্তসূক্ষ্মবিযুক্তয়োরিত্যর্থঃ। মানান্তরায় শ্রুত্যাদিবাক্যানি সংগ্রহীতুম্ ॥ ১১ ॥

অথেতি। মুক্তিপ্রক্রমায়াথশব্দঃ।

এই নিমিত্তই 'যদা সর্ব্বে বিমুচ্যন্তে,' ইত্যাদি শ্রুতিতে যে অমৃতত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা দেহসম্বন্ধের নাশের পরই হয়, এরূপ বলা যায় না; অর্থাৎ দেহসম্বন্ধ থাকিতেই বিদ্বানের নিষ্পাপত্ব সম্পন্ন হয়, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত ॥ ১০ ॥

মৃত্যুর পূর্ব্বে স্পর্শ দ্বারা স্থূল দেহে যে উষ্ণতা অনুভূত হয়, তাহা সূক্ষ্ম দেহেরই বলিতে হইবে। কারণ, জীবিতাবস্থাতেই যখন উহার উপলব্ধি হয় এবং মরণের পর আর উহার উপলব্ধি হয় না, তখন যুক্তি দ্বারা উহাই স্থির হইতেছে। অতএব উষ্ণতানুমিত সূক্ষ্ম দেহের সহিতই যে বিজ্ঞ ব্যক্তিরও অজ্ঞের ন্যায় তুল্যভাবেই উৎক্রমণ হয়, তাহা স্থির হইতেছে ॥ ১১ ॥

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ॥ ১২॥

বিদুষ উৎক্রান্তির্ন স্যাৎ। অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতীতি বৃহদারণ্যকে তস্য তৎপ্রতিষেধাদিতি চেন্নাত্র দেহাৎ প্রাণনিষ্ক্রান্তির্ন প্রতিষিদ্ধা কিন্তু শারীরাজ্জীবাদেব। দেহাত্তু তস্যাসৌ দর্শিতাস্তি॥ ১২॥

স্পষ্টো হ্যেকেষাং॥ ১৩॥

নৈবাত্র বিবদিতব্যং। হি যস্মাদেকেষাং মাধ্যন্দিনানাং শারীরাৎ প্রাণোৎক্রান্তিপ্রতিষেধঃ স্পষ্টো দৃশ্যতে। ন তস্মাৎ

প্রতিষেধাদিতি। অকামো বাহ্যবিষয়ককামনাশূন্যঃ। নিষ্কামো হার্দ্দিবিষয়ককামনাশূন্যঃ। আপ্তকামো ভগবদানন্দানুভবেন পরিতৃপ্তঃ। ঈদৃশো যো ব্রহ্মবিৎ তস্য প্রাণাস্তৎস্বরূপাল্লিঙ্গদেহবিশিষ্টান্নোৎক্রামন্তি। কিন্তু তেন সন্ধায় বিরজাতটং চলন্তীত্যর্থঃ। স খলু ব্রহ্মৈব ব্রহ্মসদৃশঃ সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি লভত ইত্যর্থঃ। তস্য তদিতি। বিজ্ঞস্য দেহাদুৎক্রান্তিনিষেধাদিত্যর্থঃ। তস্যাসাবিতি। তস্য বিদুষঃ। অসাবুৎক্রান্তিঃ॥ ১২॥

'অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কামঃ,' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতি অনুসারে প্রাণের আপাতত উৎক্রান্তির নিষেধ শ্রবণে বিদ্বান ব্যক্তির প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না, এরূপও বলা যায় না। কারণ, তদুক্ত প্রাণোৎক্রান্তিনিষেধ জীব হইতেই, জানিতে হইবে। দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রান্তির নিষেধ হয় নাই। দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি সর্ব্বত্রই দর্শিত হইয়া থাকে॥ ১২॥

মাধ্যন্দিন শাখাতে যখন শারীর জীব হইতে প্রাণের উৎক্রমণ সম্বন্ধে স্পষ্ট নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন প্রাণের জীবানুগামিত্ব পক্ষে আর বিবাদের কিছুই

প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতীতি। অত্রৈবেতি পুরঃপ্রাপ্যে ব্রহ্মণ্যেবেত্যর্থঃ। যত্তু কাণ্বাম্নায়ে আর্ত্তভাগপ্রশ্নে বিদ্বৎপ্রাণানুৎক্রান্তিপরং যাজ্ঞবল্ক্যোত্তরং দৃশ্যতে তৎ কিল পরমার্ত্তৈকান্তিপরতয়া বোধ্যং।

স্পষ্টো হীতি। অত্র শারীরাৎ প্রাণোৎক্রান্তিঃ প্রতিষিদ্ধেত্যস্মিন্নর্থে। ন তস্মাদিতি। তস্মাৎ শারীরাৎ। যত্বিতি। কাণ্বাঃ পঠন্তি। যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ। যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে তদাস্মাৎ শরীরাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যাহো নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সংবিলীয়তে স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে ইতি। অস্যার্থঃ। আর্ত্তভাগঃ পৃচ্ছতি। হে যাজ্ঞবল্ক্য যদায়ং ব্রহ্মবিৎ পুরুষো ম্রিয়তে তদাস্মাৎ তদ্দেহাৎ তেন সহ প্রাণা উৎক্রামন্তি ন বেতি প্রশ্নার্থঃ। নির্যাণকালে প্রাণৈঃ সহিতো মূর্দ্ধন্যনাড্যা গচ্ছতি কিংবা যাবদ্দেহপাতং তত্রৈব স্থিত্বা তৎপাতে সতি পশ্চাদ্‌গচ্ছতীতি যাবৎ। তত্রোত্তরঃ। নেতি হোবাচ ইতি। তে তৎপ্রাণা যাবদ্দেহনিপাতমত্রৈব দেহে তিষ্ঠন্তি। স ব্রহ্মবিদুচ্ছ্বয়তি উচ্ছ্বনদেহো ভবতি। আধ্মায়তি বাহ্যেন বায়ুনা পূরিতো ভবতি। এবমাধ্মাতো মৃতো নিশ্চেষ্টঃ শেত ইতি। ইত্থং প্রারব্ধফলভূতং দেহোচ্ছ্বয়নাদিকং কিঞ্চিদনুভূয়াধিকং স্বজ্ঞাতিপুত্রেভ্যঃ প্রদায় পশ্চান্মোক্ষং বিন্দতীতি। এষা শ্রুতিঃ প্রাণোৎক্রান্তিবাদিনাং কথং সঙ্গচ্ছেতেতি চেৎ তত্রাহ। পরমার্ত্তৈকান্তিনিষ্ঠং বোধ্যমিতি। তান্ হি স্বয়ং শ্রীহরিরেবাগত্যাত্রৈব তদ্দেহোপাধিং বিনির্ধূয় দিব্যতনুভাজো বিধায় গরুত্মত্যারোপ্য স্বধাম নয়তীতি বিশেষাধিকরণে নির্দেষ্যতে। ইতরথা বহুভিরুৎক্রান্তিবাক্যৈঃ সহ বিরোধাপত্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ।

নাই। 'তাহা হইতে প্রাণের উৎক্রমণ হয় না; প্রাণ তাহাতেই লীন হয়; ব্রহ্মভূতের ব্রহ্মেই পর্য্যবসান হয়;' ইত্যাদি প্রাপ্য ব্রহ্মেই পর্য্যবসান দৃষ্ট হয়। কাণ্বাম্নায়ে আর্ত্তভাগের প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে যে বিদ্বানের প্রাণের অনুৎক্রমণ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও পরমার্ত্ত একান্ত ভক্তদিগের বিষয়েই বুঝিতে হইবে;

যচ্চ নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মৈক্যধ্যায়িনোঽনুৎক্রান্তিপরং তদিত্যাহ তন্মন্দং তদর্থাবেদকপদাদর্শনাৎ নির্ব্বিশেষত্বাদ্যসিদ্ধেশ্চ ॥১৩॥

যচ্চেতি। তদেব কাণ্বাম্নায়মাশ্রিত্য মায়িনো বর্ণয়ন্তি। সবিশেষব্রহ্মধ্যায়িনঃ সলিঙ্গস্যোয়মুৎক্রান্তির্নতু নির্বিশেষব্রহ্মাত্মৈক্যধ্যায়িনঃ তস্য তপ্তায়ঃপিণ্ডনিক্ষিপ্ত-নীরবিন্দুবদত্রৈব লিঙ্গদেহস্য বিলয়ঃ স্যাদত্রৈব সমবলীয়তে ইতি শ্রুতেঃ। অত্রৈবেতি। নিখিলপ্রপঞ্চভ্রমাধিষ্ঠানতয়াবগতে নির্বিশেষে স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণ্যে-বেত্যর্থঃ। কৃৎস্নঃ প্রপঞ্চঃ খলু স্বাজ্ঞানেন স্বস্মিন্ কল্পিতো রজ্জাবিব ভুজঙ্গাদিঃ। স্বজ্ঞানে সতি তু স্বস্মিন্নেব স বিলীয়তে রজ্জুজ্ঞানে সতি তদজ্ঞানকল্পিতো যথা ভুজঙ্গাদিরিতি। তস্মাৎ তদ্ধ্যায়িনো নাস্ত্যুৎক্রান্তিরিতি। তত্র তদর্থস্তু। উৎ-পন্নব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারস্য বিদুষো যদায়ং স্থূলঃ প্রত্যক্ষপুরুষো দেহো ম্রিয়তে নিশ্চেষ্টো ভূমৌ শেতে তদাস্মাদ্দেহাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যুত নেতি তত্রৈব বিলয়ং যান্তীতি পৃষ্টোঽনুৎক্রান্তিপক্ষমাশ্রিত্য নোৎক্রামন্তীত্যুক্ত্বা তর্হি মৃতো ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য অত্রৈব সমবলীয়ন্ত ইতি তদ্বিলয়ং প্রতিজ্ঞায় তৎসিদ্ধয়ে স উচ্ছ্বয়তীত্যাদিকমবোচৎ। তত্র দেহোচ্ছ্বয়নাদিভিরুৎক্রান্ত্যভাবঃ সিদ্ধ ইতি চেন্নৈবমেতৎ। তত্র হেতুস্তদর্থাবেদকেতি। ন হ্যেষা শ্রুতিস্তাদৃশীং বিবর্ত্তবাদ-ময়ীং কল্পনাং সহতে তৎপ্রত্যায়কপদাদর্শনাৎ। হেত্বন্তরঞ্চাহ নির্বিশেষেতি। ন নির্বিশেষং ব্রহ্ম তত্র প্রমাণবিরহাৎ। ন চ তেন সহাত্মৈক্যং দ্বৈতশ্রুতি-ব্যাকোপাৎ। ন চৈক্যং ধ্যেয়ং ব্রহ্মণো ধ্যেয়ত্বাৎ॥ ১৩॥

সুতরাং প্রাণোৎক্রান্তিসূচক বাক্যসমূহের সহিত এই সকল বাক্যের আর কোন বিরোধই হইতেছে না। তবে যাঁহারা বলেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য ধ্যানকারী ব্যক্তিদিগেরই প্রাণের উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগের ঐ মত অসঙ্গত হইতেছে; কারণ, তদর্থাবেদক পদই বেদে দৃষ্ট হয় না। বিশেষত নির্ব্বিশেষবাদই অসিদ্ধ। কারণ, ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিলেই তাঁহার নির্ব্বিশেষত্ব গুণ স্বীকার করিতে হয়। অতএব গুণ ও গুণীর

স্মর্য্যতে চ ॥ ১৪ ॥

ঊর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলং। ব্রহ্ম-লোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিমিতি স্মৃতিশ্চ বিদুষো মূর্দ্ধন্যনাড্যোৎক্রান্তিমাহ। তথাচ বিদুষোঽপ্যুৎক্রান্তিরস্তীতি সিদ্ধং ॥ ১৪ ॥

সেন্দ্রিয়গ্রামঃ সপ্রাণো জীব উৎক্রান্তিকালে তেজঃ-প্রভৃতিষু সূক্ষ্মভূতেষু সম্পদ্যতে ইত্যভিহিতং সৈষা সম্পত্তি-র্বিজ্ঞস্য ন সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্য পরিহৃতঞ্চ। অথেদং বিমৃশ্যতে। বিদুষো বাগাদয়ঃ প্রাণাস্তদ্বপুর্ভূতানি সূক্ষ্মভূতানি চ স্বস্বহেতৌ

স্মর্য্যত ইতি। একঃ সুষুম্নারূপো রশ্মিঃ ॥ ১৪ ॥

সেন্দ্রিয়েতি। অত্রাক্ষেপঃ সঙ্গতিঃ। সেন্দ্রিয়প্রাণো জীবো ব্রহ্মণি লীয়ত ইতি যৎ পূর্ব্বমুক্তং তন্ন যুক্তং স্বস্বহেতাবগ্ন্যাদৌ বাগাদের্লয়শ্রবণাৎ ইত্যাক্ষিপ্য তত্র সমাধানাৎ।

অভেদ সত্ত্বেও ভেদপ্রতীতির কারণ একটি বিশেষ পদার্থ স্বীকার না করিলে চলে না; সুতরাং ব্রহ্মও সবিশেষ হইয়া উঠেন ॥ ১৩ ॥

‘ঐ সকল নাড়ীর মধ্যে একটি নাড়ী মূর্দ্ধ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত। জীব ঐ নাড়ী পথে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।’ ইত্যাদি স্মৃতিতেও বিদ্বানের মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ উক্ত হইয়াছে। অতএব বিদ্বা-নের উৎক্রান্তিও সিদ্ধ হইল ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্রিয়বর্গ ও প্রাণের সহিত উৎক্রমণকালে জীব তেজঃপ্রভৃতি সূক্ষ্মভূতে সম্পন্ন হয়েন, এইরূপ বলিয়াছেন। আবার ঐ মিলন বিজ্ঞের না হউক, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহারও করিয়াছেন। এক্ষণে আর একটি

সম্পদ্যন্তে পরমাত্মনি বেতি সংশয়ে যত্রাস্য পুরুষস্যেত্যাদি-শ্রুতেঃ স্বস্বহেতাবিতি প্রাপ্তে।

তানি পরে তথা হ্যাহ॥ ১৫॥

তানি তেজঃ পরস্যামিত্যত্র তেজঃশব্দিতানি বাগাদি-প্রাণভূতানি পরে সর্ব্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সম্পদ্যন্তে তস্যৈব সর্ব্বোপাদানত্বাৎ। কুতঃ হি যস্মাৎ তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামিতি শ্রুতিরেব তথাহ। যত্রাস্যেত্যাদিকস্তু জহৎ-স্বার্থমিত্যভাণি প্রাক্॥ ১৫॥

অথ তত্রৈব পুনর্বিমর্শান্তরং। যা খলু পরমাত্মনি বিদ্বৎ-প্রাণাদিসম্পত্তিরুক্তা সা কিং বাঙ্মনসীত্যাদিবৎ সংযোগা-

তানীতি। তেজঃ পরস্যামিত্যত্র তেজঃশব্দেন সেন্দ্রিয়প্রাণস্য জীবস্যাশ্রয়-ভূতং সূক্ষ্মভূতপঞ্চকং বোধ্যং॥ ১৫॥

বিষয় বিচার করিতেছেন। বিজ্ঞ ব্যক্তির বাগাদি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও তাঁহার শরীরে পরিণত সূক্ষ্মভূত সকল স্বস্ব কারণেই সম্পন্ন হয়, অথবা পরমাত্মাতেই সম্পন্ন হয়? এইরূপ সংশয়ের পর 'যত্রাস্য পুরুষস্য' ইত্যাদি শ্রুতি অনু-সারে নিজ নিজ হেতুতেই সম্পন্ন হয়, এইপ্রকার সঙ্গতি করিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন।

'তেজঃ পরস্যাম্' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তি অনুসারে বাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহ, প্রাণ ও ভূত সকল সর্ব্বাত্মভূত পরব্রহ্মেই সম্পন্ন হয়, ইহাই স্থির হইতেছে। কারণ, ব্রহ্মই সকলের উপাদান এবং তিনিই পরদেবতা। অতএব বাগাদির ব্রহ্মসম্পত্তি শ্রুতিসিদ্ধ। 'যত্রাস্য পুরুষস্য' প্রভৃতি শ্রুতি সকল জহৎস্বার্থ-বিষয়ক, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে॥ ১৫॥

পত্তিঃ কিং যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্র ইত্যাদিবৎ তাদাত্ম্যাপত্তিরিতি সন্দেহে পূর্ব্বস্বারস্যপ্রাপ্তেরবিশেষাচ্চ তদ্বৎসংযোগাপত্তিরিতি প্রাপ্তে।

অবিভাগো বচনাৎ ॥ ১৬ ॥

অচিচ্ছক্তিবিশিষ্টে পরমাত্মনি প্রাণাদেরবিভাগস্তাদাত্ম্যাপত্তিঃ। কুতঃ বচনাৎ। ষষ্ঠে প্রশ্নে এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তীতি

পূর্ব্বত্র বিদ্বৎপ্রাণাদের্ব্রহ্মণি সম্পত্তিরুক্তা তামাশ্রিত্য তস্যাঃ স্বরূপং বর্ণ্যমিত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। অথ তত্রৈবেত্যাদি। পূর্ব্বস্বারস্যেতি। পূর্ব্বত্র বাগাদীনাং মনঃপ্রভৃতিষু সংযোগাপত্তিরেব ব্যাখ্যাতেত্যর্থঃ। অবিশেষাচ্চেতি। তাদাত্ম্যাপত্তিবোধকবিশেষানুপলম্ভাচ্চেত্যর্থঃ। এবং প্রাপ্তে।

অবিভাগ ইতি। অচিদিতি। তমঃশক্তিমতীত্যর্থঃ। এবমেবেতি। অস্য পরিদ্রষ্টুর্ব্রহ্মানুভবিনো জনস্য ইমাঃ স্বানুভবগম্যাঃ ষোড়শকলাঃ সূক্ষ্মভূতপঞ্চকসহিতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। প্রাণপঞ্চকসহিতানি তানীত্যেকে। পুরুষায়ণাঃ পরমাত্মাশ্রয়াঃ। পুরুষং পরমাত্মানং। অস্তং গচ্ছন্তি তমঃশক্তিকে তত্রৈব লীয়ন্তে। গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা ইত্যত্র তু মনসঃ পৃথিবীবিকারত্বেনৈক্য-

---

এই স্থলে বিমর্শান্তর দেখাইতেছেন। পরমাত্মাতে বিদ্বানের যে প্রাণাদির সম্পত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহা বাক্যের মনে মিলনের ন্যায় সংযোগমাত্র অথবা নদীর সমুদ্রে মিলনের ন্যায় তাদাত্ম্যভাব? পূর্ব্বপক্ষের স্বারস্য হেতু এবং অবিশেষে অভিধান হেতু সংযোগই যুক্ত হইতেছে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষীয় সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

অচিচ্ছক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মার সহিত প্রাণাদির অবিভাগ অর্থাৎ তাদাত্ম্যাপত্তিই সিদ্ধ হইতেছে। ষষ্ঠ প্রশ্নে 'এইরূপে ঐ পুরুষের প্রাণাদি কলা সকল পুরুষেই

প্রাণাদীনাং কলানাং পরমাত্মনি সম্পত্তিমভিধায় পুনর্ব্বিভেদ্যেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽমৃতো ভবতীতি তাসাং নামরূপভেদয়োক্তেঃ। অয়ং ভাবঃ। স্থূলশরীরাদুৎক্রান্তস্য জীবস্য বিদুষঃ সূক্ষ্মং শরীরং বিদ্যয়া বিপ্লুষ্টকারীষপিণ্ডবজ্জীর্ণমপ্যনুবর্ত্ততে। অথাণ্ডাদ্বিনিক্রান্তস্য তস্যাষ্টমাবরণে প্রকৃতৌ তদ্বিকারভূতং সূক্ষ্মং তদ্বিলীয়তে। স তু বিশুদ্ধঃ প্রাপ্তব্রাহ্মবপুঃ প্রকৃত্যপাশ্রয়েণ তেন ব্রহ্মণা সহ সংযুজ্যত ইতি ॥ ১৬ ॥

অথ বিদ্বদুৎক্রান্তৌ প্রতিজ্ঞাতং বিশেষং দর্শয়িতুমারম্ভঃ। শতঞ্চৈকা চেতি বাক্যে শতাধিকয়া বিদুষো গতিরন্যাভিস্তু

বিবক্ষয়া পঞ্চদশত্বং বোধ্যং। প্রাণাদীনামিতি। কলালয়োক্ত্যনন্তরং তন্নাম-রূপলয়মুক্ত্বা স এষোঽকলোঽমৃত ইত্যুক্তের্নিরবশেষস্তল্লয় ইতি ভাবঃ। বিপ্লু-ষ্টেতি। বন্ধকত্বশক্তিস্তস্য দগ্ধেত্যাশয়ঃ। বিশুদ্ধঃ বিরজাস্নাতঃ প্রকৃতিগন্ধশূন্য ইত্যর্থঃ। প্রাপ্তেতি। লব্ধভগবৎসঙ্কল্পসিদ্ধিপার্ষদবিগ্রহঃ। প্রকৃত্যপাশ্রয়েণেতি। যৎ প্রকৃতির্বিদূরাৎ সংশ্রয়তি তেন ব্রহ্মণা সহ যুক্তো মিলিতো ভবতীত্যর্থঃ। সহেতি শ্রীবিগ্রহেণাশ্লেষং সূচয়তীতি ॥ ১৬ ॥

বিলীন হয়,' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণাদি ষোড়শকলার পরমাত্মাতেই সম্পত্তি বলিয়া পুনর্ব্বার নামরূপের ভেদ বলিয়াছেন। তদ্রূপ উক্তির তাৎপর্য্য এই— স্থূল শরীর হইতে উৎক্রান্ত পুরুষের সূক্ষ্ম শরীরও বিদ্যা দ্বারা বিপ্লুষ্ট হইয়া জীর্ণ কারীষপিণ্ডের ন্যায় জীবের অনুগামী হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত আবরণ ভেদ করিয়া বিনিক্রান্ত জীবের প্রকৃতিবিকারভূত সূক্ষ্ম শরীর অষ্টম আবরণ প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। তখন জীব প্রকৃতিবিমুক্ত ও বিশুদ্ধ হইয়া অপ্রাকৃত দেহলাভে ব্রহ্মের নিয়ত সান্নিধ্যরূপ সংযোগ অর্থাৎ মিলন প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৬ ॥

অবিদুষ ইত্যেষ নিয়মো যুক্তো ন বেতি সন্দেহে নাড়ীনামতিসৌক্ষ্ম্যাৎ বাহুল্যাচ্চ দুর্ব্বিবেচনতয়া পুরুষেণ গ্রহীতুমশক্যত্বান্ন যুক্তঃ। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতীতি যাদৃচ্ছিকোৎক্রান্ত্যনুবাদো ভবিষ্যতীত্যেবং প্রাপ্তে।

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষ গত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৭ ॥

মূর্দ্ধন্যনাড্যা নিষ্ক্রান্তস্যোপাসকস্য প্রাণাদয়ো ব্রহ্মণি লীয়ন্তে। স তু শুদ্ধঃ সহ ব্রহ্মণা সংযুজ্যত ইতি যৎ পূর্ব্বমুক্তং তন্ন যুক্তং। তয়াবিদ্বন্নিষ্ক্রান্তেনিয়ন্তুমশক্যত্বাদিত্যাক্ষেপাদারভ্যতে। অথেত্যাদি। যাদৃচ্ছিকেতি। যদৃচ্ছয়া চেৎ কশ্চিৎ তয়া উৎক্রামতি তর্হি মোক্ষমেতীতি। এবং প্রাপ্তে।

তদিতি। অগ্রজ্বলনমিতি। অগ্রং নাড়ীদ্বারমুখং। তস্য জ্বলনং প্রাপ্যকর্ম্মোপাসনফলজ্ঞানরূপং প্রদ্যোতাখ্যং তেন প্রকাশিতদ্বারো বিদ্বানবিদ্বাংশ্চ ভবতি। বিদ্বান্ শতাধিকয়া তস্মাৎ হৃদয়াদূর্দ্ধগতয়া মূর্দ্ধানং প্রাপ্তয়া ভাস্বরয়া

অনন্তর বিদ্বানের উৎক্রান্তিতে প্রতিজ্ঞাত বিশেষ অর্থাৎ অবিদ্বানের উৎক্রান্তির সহিত ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত 'শতঞ্চৈকা চ নাড্যঃ' ইত্যাদি বাক্যে শতাধিক একটি নাড়ী দ্বারা বিদ্বানের গতি এবং অপর একশত নাড়ী দ্বারা অবিদ্বানের গতি উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ নিয়ম যুক্ত কি না? এইরূপ সংশয় হইতেছে। নাড়ী সকলের অতি সূক্ষ্মত্ব ও বহুত্ব প্রযুক্ত তাহাদিগের বিবেচনই অসম্ভব;. সুতরাং পুরুষ যে তাহা স্থির করিয়া তদ্দ্বারা গমন করিবেন, তাহাও অসম্ভব হইতেছে। তবে 'ঐ নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধগত ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন,' ইত্যাদি উক্তিতে ঐ নাড়ী শব্দে কোন একটি বিশেষ নাড়ী উক্ত হয় নাই, যে কোন একটি দ্বারা ঊর্দ্ধ গমন করিলেই মুক্তি হয়, এইরূপ যাদৃচ্ছিক অনুবাদই সঙ্গত হইতেছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

বিজ্ঞঃ শতাধিকয়া সুষুম্নয়ৈব নাড্যা নিষ্ক্রামতি। ন চেয়ং নাড়ী তেন বিবেক্তুমশক্যা ভবেৎ। যদয়ং বিদ্যাসামর্থ্যাদি-হেতুভ্যাং হার্দ্দানুগৃহীতো ভবতি। বিদ্যোপাসনা তস্যাঃ সামর্থ্যাৎ প্রভাবাৎ। বিদ্যাশেষভূতা যা গতিরাতিবাহিকৈ-স্তৎপদপ্রাপ্তিস্তস্যাঃ স্মৃতিসাতত্যাচ্চ। হার্দ্দেন হৃদয়মন্দি-রেণ হরিণানুকম্পিতো ভবতীত্যর্থঃ। ততশ্চ তস্যোপসংহৃত-বাগাদিকরণস্যোচ্চিক্রমিষোর্জীবস্যোকঃ স্থানং হৃদয়মগ্র-জ্বলনং প্রকাশিতাগ্রং ভবতি। স তু জীবস্তৎপ্রকাশিতদ্বার-স্তেন হার্দ্দেন শ্রীহরিণা প্রকাশিতং দ্বারং শতাধিকায়া নাড্যা মূলং যস্মৈ তাদৃশঃ সন্ তাং নাড়ীং বিজানাতীতি। তয়া বিদুষো গতির্যুক্তেতি ॥ ১৭ ॥

রবিরশ্মিভিরেকীভূতয়া সুষুম্নয়া নির্গচ্ছতি। অবিদ্বাংস্ত্বন্যাভিঃ। নাড্যনিয়মে তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিবৈয়র্থ্যাপত্তির্বিদ্যাসামর্থ্যং হীয়েতেতি ভাবঃ। তেনেতি। উৎ-ক্রামতা ব্রহ্মোপাসকেনেত্যর্থঃ। অয়ং তদুপাসকঃ। আতিবাহিকৈর্দেববিশেষৈঃ। ততশ্চেত্যাদি স্ফুটার্থং ॥ ১৭ ॥

বিদ্বান ব্যক্তি একশত নাড়ীর অতিরিক্ত রবিরশ্মির সহিত একীভূত সুষুম্না-নাম্নী একটি বিশেষ নাড়ী দ্বারাই গমন করেন। ঐ নাড়ীর অতি সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত বিদ্বান ব্যক্তিরও তদ্বিবেচন অসম্ভব, এরূপও বলা যায় না। কারণ, তাঁহারা বিদ্যাসামর্থ্য দ্বারা ভগবদনুগ্রহেই উক্ত নাড়ী দর্শন করিয়া থাকেন। উৎক্রমণ কালে তাঁহাদিগের ঐ নাড়ী চিনিতে আর কোনই কষ্ট হয় না। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, বিদ্যাশেষভূতা গতি লাভ হইলে, আতিবাহিক দেবতারা ঐ বিদ্বান পুরুষকে সেই পদে লইয়া যান। উৎক্রমণকালে বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল উপসংহৃত হয় বলিয়া বিদ্বান ব্যক্তির হৃদয়মন্দিরের দ্বার প্রকাশিত হইয়া

ছান্দোগ্যেঽথ যত্রৈতস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামত্যেথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে। স ওমিতি বা হোহ ম্রিয়তে স যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাং তদেষ শ্লোকঃ। শতঞ্চৈকা চেত্যাদি শ্রূয়তে। ইহৈতদ্‌গম্যতে মূর্দ্ধন্য-

পূর্ব্বত্র ব্রহ্মনাড্যোৎক্রম্য রবিরশ্মিভিরেকীভূতয়া তয়োর্দ্ধং গচ্ছন্ মোক্ষমেতী-ত্যুক্তং তন্ন যুক্তং রাত্রাবুৎক্রান্তস্য তদ্রশ্ম্যসম্বন্ধাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধেঃ প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। ছান্দোগ্যেঽথ ইত্যাদি। স ওমিতি। স যথোক্তসাধনসম্পন্নো বিদ্বান্ ব্রহ্মানুভবী ওমিত্যোঙ্কারপ্রতিপাদ্যং শ্রীহরিং ধ্যায়ন্ ম্রিয়তে গচ্ছতি। বা হেত্যু-হেতি চ নিপাতোঽবধারণে। স উৎক্রমিষ্যন্ বিদ্বান্ যাবন্মনঃ ক্ষিপ্যেৎ যাবতা কালেন মনঃক্ষেপো ভবেদিত্যর্থঃ। তাবদাদিত্যং গচ্ছতীতি মনোবেগেন গতি-রুক্তা। এতদ্বৈ লোকদ্বারং শ্রীহরিলোকপ্রাপকং যদাদিত্যরূপং। প্রপদনং প্রপদ্যতে তল্লোকমনেনেতি। নিরোধোঽবিদুষাং অভক্তানামাদিত্যেনৈব তল্লোকগতিনিরোধো ভবতীত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষে নিশ্যুৎক্রামতঃ সূর্য্যোদয়াপেক্ষা ফলং সিদ্ধান্তে তু তদনপেক্ষেতি জ্ঞেয়ং।

থাকে। বিদ্বান ব্যক্তি ভগবৎকৃপায় প্রকাশিত ঐ নাড়ী দ্বারাই ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অতএব বিদ্বানের সুষুম্নাপথে গতি যুক্তই হইতেছে ॥ ১৭ ॥

ছান্দোগ্যে উক্ত হইয়াছে, 'এই জীব যখন শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন, তখন রবিরশ্মি দ্বারাই ঊর্দ্ধে গমন করেন। মৃত্যুর পর যাবৎ মনের বেগ থাকে তাবৎ আদিত্যরশ্মি দ্বারাই গমন হয়। ঐ রবিরশ্মিই বিদ্বান ব্যক্তির মোক্ষদ্বার এবং অবিদ্বান ব্যক্তির তন্নিরোধকারক; অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তি তদবলম্বনে মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু অবিদ্বদ্ব্যক্তি তাহা পাইয়াও জ্ঞান ও দর্শনের অতীত তাহাকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া পুনঃপুন জন্ম মৃত্যু ভোগ করেন।'

নাড্যা নিক্রম্য রশ্ম্যনুসারী সন্ গচ্ছতীতি। তত্র সংশয়ঃ। অহন্যেব মৃতস্য রশ্ম্যনুসারিত্বমুত নিশ্যপীতি। নিশি রবিরশ্ম্যভাবাৎ অহন্যেব মৃতস্য তদিতি প্রাপ্তে।

রশ্ম্যনুসারী ॥ ১৮ ॥

যদা কদাপি মৃতো বিদ্বান্ রশ্ম্যনুসারী সন্ গচ্ছতি। বিশেষাশ্রবণাদিতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ ॥১৯॥

নন্বু রাত্রৌ রবিরশ্ম্যভাবাৎ তদানীং মৃতস্য ন তদনুসারিত্বমিতি চেন্ন। কুতঃ সম্বন্ধস্যেতি। শিরারশ্মিসম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ। যাবদ্দেহোঽস্তি তাবৎ তৎসম্বন্ধশ্চেতি।

রশ্মীতি। যদেতি। যদা কদাপীতি বাসরে রাত্রৌ চেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

'শতঞ্চৈকা' ইত্যাদি শ্রুতিতেও তাহাই বলিয়াছেন। এতদ্দ্বারা জানা গেল যে, বিদ্বান ব্যক্তি মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা নিক্রান্ত হইয়া রবিরশ্মি অনুসারে ঊর্দ্ধ গমন করেন। এক্ষণে এই সংশয় হইতেছে যে, কেবল দিবাতে মৃত্যু হইলেই রশ্ম্যনুসারিত্ব ঘটে অথবা রাত্রিতে মৃত্যু হইলেও তাহাই ঘটে। রাত্রিতে যখন রবিরশ্মি দৃষ্ট হয় না, তখন দিবসে মৃত্যু হইলেই ঐ গতি হয়, এইরূপই বলা হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন।

বিদ্বান ব্যক্তির মৃত্যু দিবাতেই হউক বা রাত্রিতেই হউক, তাঁহার গমন রশ্ম্যনুসারেই হইয়া থাকে। কারণ, দিবা-রাত্রির কোন বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয় না ॥১৮॥

রাত্রিকালে রবিরশ্মির অভাবহেতু তৎকালে মৃত্যু হইলে, রশ্ম্যনুসারিত্ব ঘটে না, এইরূপ যুক্তি নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, যাবৎ দেহ আছে, তাবৎ রবিরশ্মিরও সম্বন্ধ আছে। অতএব যখনই মৃত্যু হউক, রবিরশ্মি প্রাপ্তি হয়। এই

যদা কদাপি মৃতস্য তদ্‌ঘটতে। অতশ্চ গ্রীষ্মক্ষপাসু দেহ-জ্বালোপলভ্যতে। অন্যদা তু শীতপ্রতিবন্ধান্নেতি। ন চেদং যৌক্তিকমিত্যাহ দর্শয়তি চেতি। অমুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তথাসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তে অমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তা ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতিস্তথা দর্শয়তি। সংসৃষ্টা বা এতে রশ্ময়শ্চ নাড্যশ্চ নৈষাং বিভাগো যাবদিদং শরীরমত এতৈঃ পশ্যত্যেতৈরুৎক্রমতে এতৈঃ প্রবর্ত্তত ইতি শ্রুত্যন্তরঞ্চ। তথাচ বিদুষস্তদনুসারিত্বং নিয়তমিতি ॥ ১৯ ॥

অথেদং বিচার্য্যতে। দক্ষিণায়নে মৃতেন বিদুষা বিদ্যা-ফলং প্রাপ্যতে ন বেতি। উত্তরায়ণস্য ব্রহ্মলোকমার্গত্বেন

নিশীতি। শিরা নাড্যঃ। তৎ রশ্ম্যনুসারিত্বং। অন্যদা হেমন্তশিশিরনিশাসু। অমুষ্মাদিতি। প্রতায়ন্তে বিস্তৃতা ভবন্তি। তে রশ্ময়ঃ। নাড়ীবৃন্দমাদিত্যে সম্বধ্য স্থিতম্ গ্রামেষ্বেব মহাপথঃ। সৃপ্তাঃ সম্বদ্ধা ভবন্তি ॥ ১৯ ॥

দিবসে নিশি বা মৃতস্য বিদুষো রশ্ম্যনুসারেণ ব্রহ্মলোকগতিরিতি যদুক্তং তদুত্তরায়ণবিষয়মস্ত ন তু দক্ষিণায়নবিষয়ং তস্য বিগর্হিতত্বাৎ ইতি প্রত্যুদাহরণ-

---

নিমিত্তই গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে দেহজ্বালা উপলব্ধ হয়। অন্য সময়ে শীত-প্রতিবন্ধ হেতু তাহা হয় না। ইহা কেবল যৌক্তিকও নহে; এতৎসম্বন্ধে, ‘ঐ সকল রশ্মি আদিত্য হইতেই প্রসৃত হয়, এই সকল নাড়ীর মধ্যেই সম্বদ্ধ থাকে, এবং এই সকল নাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার সূর্য্যেই সম্বদ্ধ হয়,’ ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিপ্রমাণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ‘যাবৎ এই শরীর থাকে, তাবৎ দেহের সহিত ঐ রশ্মি সকলের বিচ্ছেদ ঘটে না, অতএব, জীব ইহারই সহিত গমনাগমন করিয়া থাকেন।’ এইরূপ শ্রুত্যন্তরও দৃষ্ট হয়। অতএব বিদ্বান ব্যক্তির রশ্ম্যনুসারিত্ব নিয়তই হইতেছে ॥ ১৯ ॥

শ্রুতিস্মৃত্যোঃ পাঠাৎ ভীষ্মাদীনাং তৎপ্রতীক্ষাদর্শনাচ্চ নেতি প্রাপ্তে।

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে॥ ২০॥

অতো বিদ্যায়াঃ পাক্ষিকফলত্বাভাবাৎ তয়া প্রতিবন্ধক-কর্ম্মণাং পরিক্ষয়াচ্চ 'দক্ষিণেঽপ্যয়নে মৃতো বিদ্বান্ প্রাপ্নোত্যেব বিদ্যাফলং পূর্ব্বপক্ষস্তু মন্দঃ। উত্তরায়ণশব্দেনাতিবাহিকদেবতায়া বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ভীষ্মপ্রতীক্ষায়াঃ পিতৃদত্ত-

---

সঙ্গত্যারভ্যতে অথেদমিত্যাদিনা। ভীষ্মাদীনামিতি। তৎপ্রতীক্ষাদর্শনাৎ শরীরত্যাগায়োত্তরায়ণকালাপেক্ষাদর্শনাদিত্যর্থঃ।

অতশ্চেতি। চোঽবধারণে। পিতৃদত্তেতি। পিতুঃ শান্তনোর্দারসুখায় সত্যবতীং যাচমানো ভীষ্মো মদ্দৌহিত্রাণাং ত্বয়া সহ সাপত্ন্যং দূষণমিহ ভাবীতি তৎ-

---

অনন্তর বিচার করিতেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি যদি দক্ষিণায়নে মৃত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার বিদ্যাফল লাভ হয় কি না? শ্রুতি ও স্মৃতিতে যখন উত্তরায়ণে মৃত ব্যক্তিরই তৎফলসূচক পাঠ দৃষ্ট হয় এবং ভীষ্মাদিরও মরণ সম্বন্ধে উত্তরায়ণকালেরই প্রতীক্ষা দৃষ্ট হয়, তখন দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে, উক্ত ফল লাভ হয় না, এইরূপই বলা হউক। এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষসঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

বিদ্যাসম্বন্ধে পাক্ষিকফল দৃষ্ট হয় না; অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তির যে কোন কালেই মৃত্যু হউক, বিদ্যার ফল প্রাপ্তি হইবেই। বিশেষত বিদ্যা দ্বারা প্রতিবন্ধক কর্ম্মের পরিক্ষয় হেতু বিদ্বান ব্যক্তির মৃত্যু দক্ষিণায়নে হইলেও তিনি বিদ্যার ফল লাভ করিবেন, অতএব উক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিতান্ত অসঙ্গত। এস্থলে উত্তরায়ণ শব্দে আতিবাহিক দেবতাই বিবক্ষিত হইয়াছেন। ভীষ্মের উত্তরায়ণ-

স্বচ্ছন্দমৃত্যুতাখ্যাপনার্থত্বেনাচারপালনার্থত্বেন বা অদূষকত্বাচ্চেতি ॥ ২০ ॥

নন্বু যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভেত্যুপক্রম্য শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনরিত্যুপসংহৃতং ভগবতা। তত্র কালপ্রাধান্যেনোপক্রমাদহরাদিকালবিশেষা মোক্ষায় নির্দ্দিষ্টাঃ প্রতীয়ন্তে। ততশ্চ রাত্রৌ দক্ষিণায়নে চ মৃতস্যাবিশেষোঽসৌ ন ভবেদিতীমাং শঙ্কাং পরিহরতি।

পিত্রা দাশরাজেনোক্তো রাজ্যং দারপরিগ্রহঞ্চ ন কুর্য্যামিতি নিয়মং কৃত্বা সত্যবতীমানীয় পিত্রে নিবেদয়ামাস। তেনাস্তদুষ্করেণ ব্রতেন সন্তুষ্টঃ পিতা স্বেচ্ছামরণং বরং তস্মৈ দদাবিত্যাদিপর্ব্বণ্যুক্তং। তচ্ছ্রুত্বা দুষ্করং কর্ম্ম কৃতং ভীষ্মেণ শান্তনুঃ। স্বচ্ছন্দমরণং তুষ্টো দদৌ তস্মৈ মহাত্মন ইতি ॥ ২০ ॥

আশঙ্কতে নন্বিতি। শুক্লকৃষ্ণে অর্চ্চিরাদিধূমাদিরূপে। এতে গতী। তত্র গীতায়াং। অসৌ মোক্ষঃ। যোগিন ইতি।

প্রতীক্ষা পিতৃদত্ত স্বচ্ছন্দ-মৃত্যু-জ্ঞাপনার্থ অথবা আচার-প্রতিপালনার্থই জানিতে হইবে ॥ ২০ ॥

'যে কালে গমন করিলে, আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, যোগীরা মৃত্যুর নিমিত্ত সেই বিশেষ কালকে অপেক্ষা করেন,' ইত্যাদি উপক্রম করিয়া 'জগতের জীবের শুক্ল ও কৃষ্ণ, দুইটি নিত্য গতি আছে; উহার মধ্যে একটি অনাবৃত্তির পথ এবং অপরটি পুনরাবৃত্তির পথ,' এইরূপ উপসংহার, গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যে দৃষ্ট হয়। ঐ বাক্যে কালপ্রাধান্যে উপক্রমহেতু দিবাদি কালবিশেষই মুক্তির

যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥ ২১ ॥

যোগিনো ব্রহ্মনিষ্ঠান্ প্রতি হেয়া চন্দ্রগতিরুপাদেয়া ত্বর্চ্চিরাদিগতিস্তত্র স্মর্য্যতে। যদেতে স্মার্ত্তে স্মৃত্যর্হে ভবতঃ নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চনেত্যুক্তেঃ। ততশ্চ নাত্র বিদুষঃ কালবিশেষো নিয়ন্তব্যঃ। কালপ্রধান্যে-নোপক্রমস্তু নাস্তি। অগ্ন্যাদেঃ কালত্বাসম্ভবাৎ। কিন্ত্বাতি-

---

যোগিন ইতি। স্মৃত্যর্হতায়াং প্রমাণং নৈতে ইতি। অগ্ন্যাদেরিতি। অগ্নি-র্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণং। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ। ইত্যত্রাগ্নিজ্যোতিঃশব্দাভ্যাং অর্চ্চির্বোধ্যং। আদিনা ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নমিতি ধূমো গ্রাহ্যঃ। ন হি তয়োঃ কালত্বং সম্ভাবয়িতুমপি শক্যং। তস্মাৎ সর্ব্বাস্তা দেবতা বোধ্যাঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদো ব্যাখ্যাতঃ।

হেতুরূপে প্রতীত হয়। অতএব দিবাতে বা রাত্রিতে উত্তরায়ণে বা দক্ষিণায়নে মৃত্যুর অবিশেষত্ব না হউক। এইরূপ আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিতেছেন।

গীতাতেও ব্রহ্মনিষ্ঠের পক্ষে চন্দ্রগতির হেয়ত্ব এবং অর্চ্চিরাদি গতির উপাদেয়ত্বই উক্ত হইয়াছে। কারণ, উহার স্থানান্তরে 'হে পার্থ, এই দুই গতি অবগত হইলে, যোগী কখনই মোহপ্রাপ্ত হয়েন না;' এইরূপ বলিয়াছেন। বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে যে, কোনরূপ কালনিয়ম নাই, তাহা এই উক্তি হইতে স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। অতএব বিদ্বান ব্যক্তির মৃত্যুতে কালবিশেষের নিয়ম অস্বী-কার্য্য। ঐ সকল স্থলে কালপ্রাধান্যে উপক্রম হয় নাই। কারণ, 'অগ্নি-র্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাষা উত্তরায়ণং,' ইত্যাদি শ্লোকোক্ত অগ্ন্যাদির কালত্বই সম্ভব হয় না। সুতরাং ঐ সকল শব্দ যে কালকে না বুঝাইয়া আতিবাহিক

বাহিকা দেবাস্তে তত্তচ্ছব্দৈরভিধীয়ন্তে। বক্ষ্যতি চৈবং ভগবান্‌ সূত্রকারঃ আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাদিতি। দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ। মুমূর্ষতাং প্রশস্তানি বিপরীতন্তু গর্হিতমিত্যাদিকন্তু ভবত্যজ্ঞবিষয়ং। বিজ্ঞঃ খলু যত্র ক্বাপি ত্যজন্‌ বপুরুপৈতি হরিম্‌॥ ২১॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

দেবতাকেই বুঝাইতেছে, ইহাই স্থির। এইজন্য ভগবান সূত্রকারও 'আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ' ইত্যাদি সূত্রে উহাদের ঐ রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'দিবা, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ প্রভৃতি কালবিশেষ মুমূর্ষুর পক্ষে প্রশস্ত; তদ্বিপরীত রাত্রি প্রভৃতি তৎপক্ষে বিগর্হিত।' ইত্যাদি বচন অজ্ঞবিষয়ক বলিয়াই জানিতে হইবে; অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তি সকল উত্তরায়ণাদিতে মৃত হইলে, তাঁহাদিগের সদ্‌গতির সম্ভাবনা। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে ঐরূপ নিয়ম নাই। কারণ, তাঁহারা যে কোন সময়েই হউক, মৃত্যুর পর দেহত্যাগ করিয়া হরিপদ লাভ করেন॥ ২১॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদ।

তৃতীয়পাদঃ।

যঃ স্বপ্রাপ্তিপথং দেবঃ সেবনাভাসতোঽদিশৎ।
প্রাপ্যঞ্চ স্বপদং প্রেয়ান্ মমাসৌ শ্যামসুন্দরঃ॥

পাদেঽস্মিন্ ব্রহ্মলোকপ্রাপণঃ পন্থাঃ প্রাপ্যঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপং নিরূপ্যতে। ছান্দোগ্যে অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি

অথ ভগবৎপ্রাপকার্চ্চিরাদিমার্গনিরূপকং তৃতীয়পাদং ব্যাচিখ্যাসুর্ভগবৎ-প্রীতিকামনাং মঙ্গলমাচরতি য ইতি। স্বপ্রাপ্তিপথমর্চ্চিরাদিমার্গং ক্বচিদ্বৈন-তেয়ারূঢ়স্বভূতঞ্চ বোধ্যং। স্বপদং স্বধাম স্বপাদদ্বন্দ্বঞ্চ। সেবনাভাসতো ভক্ত্যা-ভাসেনাপি। অজামিলাদীনাং যথা নামকীর্ত্তনাদ্যাভাসৈস্তৎপদাপ্তিঃ পুরাণেষু নিরূপ্যতে। ষোড়শসূত্রকং নবাধিকরণকং তৃতীয়পাদং ব্যাখ্যাতুমারভতে পাদেঽস্মিন্নিত্যাদিনা। পূর্ব্বপাদেঽঙ্গভূতোৎক্রান্তিশ্চিন্তিতা ইহ ত্বঙ্গিভূতোঽর্চ্চি-রাদিমার্গশ্চিন্ত্যত ইত্যনয়োরঙ্গাঙ্গিভাবঃ সঙ্গতিঃ। পূর্ব্বন্যায়ে ব্রহ্মবিদাং মৃত্যু-কালানিয়মো নিরূপিতস্তদ্বৎ তন্মার্গানিয়মোঽস্তু। প্রকরণভেদাৎ মার্গভেদ-প্রতীতেরিতি দৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ। অথেত্যাদিঃ। তস্যার্থঃ। অস্মিন্নক্ষিপুরুষব্রহ্মো-পাসকগণে মৃতে সতি যদি পুত্রশিষ্যাদয়ঃ শব্যং শবসম্বন্ধি সংস্কারাদি কর্ম্ম

যিনি ভক্ত্যাভাসেও তুষ্ট হইয়া জীবকে স্বধাম গমনের পথ প্রদর্শন করেন, এবং ভক্তগণের প্রাপ্য স্বপদ প্রদান করেন, সেই শ্যামসুন্দর আমার পরম প্রিয় হউন।

এই পাদে ব্রহ্মলোক গমনের পথ এবং প্রাপ্য ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণ করিতে-ছেন। ছান্দোগ্যে উক্ত হইয়াছে,—'ব্রহ্মোপাসকগণের মৃত্যু হইলে, তাঁহাদিগের

যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসম্ভবত্যর্চ্চিষোঽহরহ আপূর্য্যমাণমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসান্ তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাৎ চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ

কুর্ব্বন্তি যদি বা ন কুর্ব্বন্তি উভয়থাপ্যক্ষতোপাস্তিফলাস্তে তদুপাসকা অর্চ্চিরাদিভির্হরিমভিসম্ভবন্তি মিলন্তীত্যর্থঃ। অর্চ্চিরাদয়ো দেবাস্তদুপাসকাংস্তৎপদং প্রাপয়ন্তি রাজনিদেশবর্ত্তিনো মার্গপালকা যথা রাজোপঢৌকিতানি প্রিয়াণীতি। উপাসকা দেহান্নিষ্ক্রম্যার্চ্চিরভিসম্ভবন্তি। তদর্চ্চিস্তানহঃপর্য্যন্তং নয়ত্যেবমগ্রেঽপি যোজ্যং। ততঃ শুক্লপক্ষদেবতাং। ততঃ ষণ্মাসোপলক্ষিতামুত্তরায়ণদেবতাং ততঃ সংবৎসরদেবতাং তত আদিত্যং ততশ্চন্দ্রং ততো বিদ্যুতমিত্যর্থঃ। তত্র তত্র স্থিতাংস্তদুপাসকান্ ব্রহ্মলোকাদাগত্যামানবঃ পুরুষো ব্রহ্ম গময়তি। অশ্চ মা চ তয়োরনবঃ তে অনবে বা যস্য সঃ। নিত্যনূতনভাবেন সর্ব্বদৈব অপশ্যন্নিত্যর্থঃ। অথবা অমতীত্যমঃ সর্ব্বব্যাপী। অনিতি জীবয়তি সর্ব্বানিত্যনস্তং হরিং বাতি উপাসকান্ সূচয়তীতি সঃ। সর্ব্বথা তন্নিত্যপার্ষদ ইত্যর্থঃ। অত্রার্চ্চিঃশব্দেন নক্ষত্রভামণ্ডলমর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষে জ্বালাভাসোর্নপুংস্যর্চ্চিরিতি নানার্থবর্গাৎ সিদ্ধান্তে ত্বগ্নিরিতিজ্ঞেয়ং। অর্চ্চিরাদিভির্দৈবৈর্বিশিষ্টত্বাদ্দেবপথঃ

পুত্র-শিষ্যাদি শবসম্বন্ধি সংস্কারাদি কর্ম্ম করুন আর নাই করুন, তাঁহারা আপনাদিগের অক্ষয় উপাসনার ফলে অর্চ্চিরাদি মার্গে হরিধামেই গমন করেন। তাঁহারা প্রথমে অর্চ্চিরাদি দেবতা, পরে অহরাদি দেবতা, তদনন্তর পক্ষাভিমানিনী দেবতা, তাহা হইতে উত্তরায়ণাদি অভিমানিনী দেবতা, তাহা হইতে বৎসরাভিমানিনী দেবতা, তাহা হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎলোকে গমন করেন। ঐ ঐ স্থানে অবস্থানকালে ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত অমানব পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকেই লইয়া যান। এই অর্চ্চিরাদি দেবতাবিশিষ্ট পথই দেবপথ। এবং এতদ্দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় বলিয়া ইহাকে

এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে ইত্যর্চ্চিঃ প্রথমঃ পন্থাঃ শ্রূয়তে। কৌষীতকীব্রাহ্মণে স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকমিত্যগ্নিঃ প্রথমঃ। বৃহদারণ্যকে তু যদা হ বৈ পুরুষোঽস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন ঊর্দ্ধ আক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতীত্যাদৌ বায়ুঃ প্রথমঃ। ক্বচিৎ সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ

ব্রহ্মপ্রাপকত্বাদ্ব্রহ্মপথশ্চৈব মার্গঃ। এতেন পথা। মানবং সর্গং। আবর্ত্তং জন্মমরণাদ্যাবৃত্তিমত্ত্বাদাবর্ত্তরূপং। ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসানিত্যত্র উদঙ্ উত্তরাভিমুখঃ সন্নাদিত্যো যান্মাসানেতীতি যোজ্যং। স এতমিতি। স বিদ্বান্ হরিভক্তস্তল্লোকপতিভির্হরিং নীয়ত ইত্যর্থঃ। যদা হেতি। পুরুষো হরিধ্যায়ী বিদ্বান্ যদাস্মাল্লোকাৎ দেহাৎ প্রৈতি স তদেতি শেষঃ। প্রাপ্তায় তস্মৈ স বায়ুস্তত্র বিজিহীতে বিবরং করোতীত্যর্থঃ। যথা রথচক্রস্য খং ছিদ্রং তেন বায়ুদত্তেন ছিদ্রেণ

ব্রহ্মপথও বলা হয়। এই পথ দ্বারা যে ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাকে আর এই মানবলোকে আগমন করিতে হয় না।' শ্রুতিতে এই অর্চ্চিরই প্রথম পথত্ব দৃষ্ট হইতেছে। কৌষীতকী ব্রাহ্মণেও বলিয়াছেন,—'মৃত ব্যক্তি এই দেবযান পথে আগমন পূর্ব্বক, প্রথমে অগ্নিলোক, পরে বায়ুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক হইয়া শেষে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।' এখানে প্রথমে অগ্নিলোকই উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকেও বলিয়াছেন,—'পুরুষ যখন এই লোক হইতে গমন করেন, তখন তিনি প্রথমেই বায়ুলোকে গমন করিয়া পরে রথচক্রের ছিদ্রের ন্যায় বায়ুদত্ত ছিদ্র দ্বারা আদিত্যলোকে গমন করেন।' এইস্থলে প্রথমেই বায়ুলোক উক্ত হইয়াছে। কোথাও বা সূর্য্য দ্বারা

প্রয়ান্তীতি সূর্য্যরূপশ্চ শ্রুতঃ। এবমন্যত্রান্যাদৃশশ্চ। ইহ ভবতি সংশয়ঃ কিময়ং নানাবিধো ব্রহ্মলোকমার্গঃ কিম্বা নানা-শ্রুত্যুক্তপর্ব্বকোঽর্চ্চিরাদিরেক এবেতি। ভিন্নপ্রকরণাত্বাদথৈ-তৈরেবেত্যবধৃত্যনুরোধাচ্চ নানাবিধ ইতি প্রাপ্তে।

অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ১ ॥

সর্ব্বোঽপি বিদ্বানর্চ্চিঃপ্রথমেনৈব বর্ত্মনা ব্রহ্মলোকং ব্রজতি। কুতঃ তৎপ্রথিতেঃ। তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমে-ঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষমিতি পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাপ্রকরণস্থেন বচসা বিদ্যান্তরশালিনামপ্যর্চ্চিরাদিনৈব পথা গত্যুপদেশাদিত্যর্থঃ। দ্বাবেব মার্গৌ প্রথিতাবর্চ্চিরাদি-

দ্বারা স বিদ্বানূর্দ্ধঃ সন্নাক্রমতে ইত্যর্থঃ। ক্বচিদিতি। তে বিরজামার্গতৎফল-প্রতিবন্ধিশূন্যা হরিভক্তা ইত্যর্থঃ। এবমন্যত্রেতি। নাড়ীসম্বন্ধরূপশ্চ পন্থা ইত্যর্থঃ। কিময়ং নানেতি। পূর্ব্বপক্ষে যেন কেনচিৎ পথা গমনং সিদ্ধান্তে তু বিদ্যৈক্যাৎ বিকল্পাভাবঃ ফলং।

অর্চ্চিরাদিনেতি। বিদ্যান্তরেতি। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবতামপীত্যর্থঃ। দ্বাবেবেতি ব্রহ্মতর্কে। পন্থানৌ পিতৃযানশ্চ দেবযানশ্চ বিশ্রুতৌ। দুর্জ্জনাঃ পিতৃযানেন দেব-

বিরজাতে গমন উক্ত হয়। এইরূপ নানাস্থানে নানারূপ গমনের পথ অভিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে সংশয় হইতেছে, ব্রহ্মলোক গমনের পথই নানা অথবা একই অর্চ্চিরাদি পথ নানাপ্রকারে উক্ত হইয়াছে? ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে বলিয়া ঐ পথকেও বিভিন্নই বলা হউক। এইরূপ পূর্ব্ব-পক্ষীয় সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।—

সকল বিদ্বান্ লোকই প্রথমে অর্চ্চিরাদি মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ‘তদ্ য ইত্থং বিদুঃ,’ ইত্যাদি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-প্রকরণোক্ত বচনেও

র্বিপশ্চিতাং ধূমাদিঃ কর্ম্মিণাঞ্চৈব সর্ব্ববেদবিনির্ণয়াদিতি স্মৃতিশ্চ। এবং সতি যত্র বিসদৃশঃ পন্থাঃ শ্রূয়তে তত্র গুণোপ-সংহারবদনুক্তানাং সমাবেশঃ প্রকরণভেদেঽপি বিদ্যৈক্যাৎ। এবঞ্চাবধৃতিরপি রশ্মিপ্রাপ্তিপরৈব। অন্যথা বাক্যভেদ-প্রসঙ্গঃ ॥ ১ ॥

ইদানীং বাক্যান্তরপঠিতস্য বায়্বাদেরর্চ্চিমার্গে সন্নিবেশঃ স্যাদিত্যেতৎ প্রদর্শয়িতুমারম্ভঃ। স এতং দেবযানং পন্থান-মাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকমিত্যত্র শ্রূয়মাণো

যানেন মোক্ষিণ ইতি মোক্ষধর্ম্মে চ। প্রকরণভেদেঽপীতি। ন চ প্রকরণ-ভেদান্মার্গভেদঃ শক্যো বক্তুং। অর্চ্চিরাদ্যেকদেশস্য সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞানাৎ বিদ্যাবেদ্যয়োরৈক্যাচ্চ। তথা চানুক্তানাং সমাবেশ এব শ্রেয়ানিতি ॥ ১ ॥

ইদানীমিতি। সর্ব্বেষু প্রকরণেষু মার্গৈক্যং প্রাগুক্তং তন্ন যুক্তং। বায়ুস্থানা-নিশ্চয়েনানেকমার্গতায়া দুর্নিবারত্বাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধানাদাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ।

বিদ্যান্তরশালীরও অর্চ্চিরাদি মার্গ দ্বারা গতি উপদিষ্ট হইয়াছে। স্মৃতিতেও বলিয়া-ছেন,—'মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে দুইটি পথ প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে অর্চ্চিরাদি পথ জ্ঞানীদিগের এবং ধূমাদি পথ কর্ম্মিগণের, ইহাই সমস্ত বেদের মত।' অতএব যে যে স্থানে বিসদৃশ পথ শ্রুত হয়, সেই সেই স্থানে গুণোপসংহারের ন্যায়, অনুক্তের সমাবেশ করিতে হইবে। কারণ, প্রকরণভেদেও বিদ্যার অনৈক্য হয় না। এইরূপে সকল বাক্যেরই রশ্মিপ্রাপ্তিপরত্বই স্থির করিতে হইবে, নতুবা বাক্যভেদপ্রসঙ্গ অপরিহার্য্য হইবে ॥ ১ ॥

এক্ষণে বাক্যান্তরপঠিত বায়ু প্রভৃতির অর্চ্চিরাদি মার্গের সন্নিবেশের প্রকার প্রদর্শনের নিমিত্ত পরবর্ত্তী প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। 'সেই ব্যক্তি এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকের পর বায়ুলোকে গমন করেন,' ইত্যাদি বাক্যে

বায়ুরর্চ্চিরাদিপথে সন্নিবেশ্যো ন বেতি বীক্ষায়াং ক্রমাশ্রবণাৎ কল্পকাভাবাচ্চ নেতি প্রাপ্তে।

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাং ॥ ২ ॥

অর্চ্চিষমিত্যাদাবব্দাৎ সংবৎসরাৎ পরমাদিত্যাৎ পূর্ব্বং বায়ুং নিবেশয়ন্তি। কুতঃ অবিশেষেতি। স বায়ুলোকমিত্যবিশেষেণোপদিষ্টস্য যদাহ বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতীত্যাদৌ স বায়ুমাগচ্ছতীতি সূর্য্যাৎ পূর্ব্ববর্ত্তিত্বেন বিশেষেণোপদেশাদিত্যর্থঃ। এবং সতি মাসেভ্যো দেবলোকাদাদিত্যমিতি বৃহদারণ্যকোক্তো দেবলোকোঽপি বায়ুরেব জ্ঞেয়ঃ। যোঽয়ং পবন এষ এব দেবানাং গৃহ ইতি

বায়ুমিতি। সংবৎসরাৎ পরমাদিত্যাৎ পূর্ব্বং গন্তারো বায়ুমভিসম্ভবন্তি। কৌষীতকীব্রাহ্মণে বায়োঃ কুতশ্চিদানন্তর্য্যপূর্ব্বত্বং বা বিশেষো ন জ্ঞায়তে। তদাবেদকপদালাভাৎ। বৃহদারণ্যকে তু সেত্যাদিগমনদ্বারত্বাদ্বায়োরাদিত্যাৎ পূর্ব্ববর্ত্তিত্বং বিশেষো জ্ঞায়তে অতঃ সংবৎসরাদিত্যয়োরন্তরান্তর্বর্ত্তী বায়ু-

---

শ্রূয়মাণ বায়ু, অর্চ্চিরাদি মার্গেই সন্নিবেশ্য হইবে কি না? এইরূপ আশঙ্কার উত্থাপন পূর্ব্বক ক্রমরাহিত্য ও কল্পকের অভাব প্রযুক্ত উহা তন্মধ্যে সন্নিবেশিত না হউক, এই প্রকার সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন,—

পূর্ব্বোক্ত অর্চ্চিরাদি বাক্যে সংবৎসরের পরে আদিত্যের পূর্ব্বে বায়ু শব্দ নিবিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, 'স বায়ুলোকং' এই স্থলে অবিশেষে উপদিষ্ট বায়ু শব্দের 'যদা হবৈ পুরুষোঽস্মাৎ লোকাৎ' ইত্যাদি বাক্যে উক্ত আদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে বিশেষ করিয়া উপদেশ হইয়াছে। এইরূপ হইলে, 'মাসেভ্যো দেবলোকাদাদিত্যম্,' ইত্যাদি বৃহদারণ্যকোক্ত দেবলোকও বায়ুকেই জানিতে হইবে। 'এই পবনই দেবতাদিগের গৃহ,' ইত্যাদি স্থলে দেবলোককে তদ্রূপই

দেবনিবাসস্থানত্বেনোক্তেঃ। অপরে ত্বাহুঃ দেবলোকোঽপি বর্ত্মপর্ব্ববিশেষঃ। স চ সংবৎসরাৎ পরত্র পূর্ব্বত্র চ বায়োর্নিবেশ্যঃ। ন তু মাসসংবৎসরয়োর্মধ্যে তয়োঃ সম্বন্ধপ্রসিদ্ধেঃ। তথাচ সংবৎসরাদিত্যয়োর্মধ্যে দেবলোকবায়ুলোকৌ সন্নিবেশ্যাবিতি ॥ ২ ॥

স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকমিত্যত্র বিচারঃ। ইহ শ্রুতো বরুণলোকোঽর্চ্চিরাদিপর্ব্বতয়া সন্নিবেশ্যো ন বেতি বিষয়ে বায়োরিবাস্য ব্যবস্থাপকাভাবান্নেতি প্রাপ্তে।

রিত্যর্থঃ। অপরে ত্বিতি। ত্রয়োদশপর্ব্বা ব্রহ্মলোকপদ্ধতিরিতিবাদিন ইত্যর্থঃ। তয়োরিতি। মাসসম্বৎসরয়োরবয়বাবয়বিভাবেন সম্বন্ধাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বত্রার্চ্চিরাদিপথে বায়োর্নিবেশো গদিতঃ সোঽস্তু মাস্তু বরুণস্য তদ্বদ্বিশেষাভাবাদিতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যারভ্যতে স বরুণলোকমিত্যাদি। অস্যেতি বরুণলোকস্য।

বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, দেবলোকও পথেরই সোপান বিশেষ। ঐ দেবলোক, সংবৎসরের পরে বায়ুর পূর্ব্বেই নিবিষ্ট হইবে। উহা মাস ও সংবৎসরের মধ্যে নিবিষ্ট হইবে না ; কারণ, উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রসিদ্ধই আছে। অতএব সংবৎসর ও আদিত্যের মধ্যে দেবলোক ও বায়ুলোক সন্নিবেশ্য হইতেছে ॥ ২ ॥

এক্ষণে ‘স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং’ ইত্যাদি স্থলের বিচার হইতেছে। উক্ত শ্রুতিতে উক্ত বরুণলোকও অর্চ্চিরাদির পর্ব্বরূপেই সন্নিবেশ্য হইবে কি না? বায়ুর ন্যায় ব্যবস্থাপকের অভাব হেতু সন্নিবেশ্য না হউক। এইরূপ সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

চন্দ্রমসো বিদ্যুতমিত্যুক্তায়াস্তড়িতোঽধ্যুপরিষ্টাদসৌ বরুণো নিবেশ্যঃ। কুতঃ সম্বন্ধাৎ। তড়িদ্বরুণয়োঃ সম্বন্ধসত্ত্বাৎ। বিদ্যুৎপূর্ব্বিকা হি বৃষ্টির্ভবতি। যদা হি বিশালা বিদ্যুতস্তীব্রস্তনিতনির্ঘোষা জীমূতোদরে নৃত্যন্ত্যথাপঃ প্রপতন্তি বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি শ্রবণাৎ। স্বসম্বন্ধিবৃষ্টিগতনীরাধিপতিত্বেন বরুণস্য তড়িতা সম্বন্ধঃ প্রসিদ্ধঃ। বরুণাদুপরি তু ইন্দ্রপ্রজাপত্যোর্নিবেশঃ। স্থানান্তরাভাবাৎ পাঠসামর্থ্যাচ্চ। তদেবমর্চ্চিরাদিপ্রজাপত্যন্তা দ্বাদশপর্ব্বা ত্রয়োদশপর্ব্বা বা ব্রহ্মলোকপদ্ধতিরিতি সিদ্ধং ॥ ৩ ॥

তড়িত ইতি। সম্বন্ধাদিতি। তড়িত উপরি সজলা মেঘা বীক্ষ্যন্তে। বরুণস্তু জলাধিপতিরতস্তয়োঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। বিদ্যুৎপূর্ব্বিকায়াং বৃষ্টৌ শ্রুতিমুদাহরতি যদাহীত্যাদি। বক্তব্যমর্থং যোজয়তি স্বসম্বন্ধীতি। কুতো নিবেশস্তত্রাহ বরুণাদুপরীতি। দ্বাদশপর্ব্বেতি। অর্চ্চির্দিনসিতপক্ষৈরিহোত্তরায়ণশরন্মরুদ্রবিভিঃ। বিধুবিদ্যুদ্বরুণেন্দ্রদ্রুহিণৈশ্চাগাৎ পদং হরের্মুক্তঃ। এবমেবোক্তং শ্রীবৈষ্ণবে। মুক্তোঽর্চ্চির্দ্দিনপূর্ব্বপক্ষষডুদঙ্মাসাব্দবাতাংশুমদগ্নৌ বিদ্যুদ্বরুণেন্দ্রধাতৃসহিতঃ সীমান্তসিন্ধ্বাপ্লুতঃ। শ্রীবৈকুণ্ঠমুপেত্য নিত্যমজড়ং তস্মিন্ পরব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং

চন্দ্রমার পর যে বিদ্যুৎ বলিয়াছেন, ঐ তড়িতের পর বরুণ শব্দ সন্নিবেশ্য হইতেছে; যেহেতু বিদ্যুৎ ও বরুণের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। বিদ্যুৎ হইলেই বৃষ্টি হয়। বেদেও উক্ত হইয়াছে, যখন বিশাল বিদ্যুৎ ও ভয়ঙ্কর শব্দ মেঘের উদরে নৃত্য করিতে থাকে, তখনই জল হয়। বিদ্যুতের পরই জল হয়, এবং বরুণ ঐ জলের অধিপতি, সুতরাং বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধ সুপ্রসিদ্ধ। বরুণের পর ইন্দ্র ও প্রজাপতি নিবেশ্য হইতেছেন। কারণ, তাঁহাদের আর

অথার্চ্চিরাদিবিচারান্তরং অর্চ্চিরাদয়ো বর্ত্মচিহ্নান্যুতার্চ্চিরাদিব্যক্তয় আহো স্বিদ্বিদুষাং গময়িতার ইতি সন্দেহে বর্ত্মচিহ্নানীতি তাবৎ প্রাপ্তং তচ্চিহ্নসারূপ্যেণ নির্দ্দেশাৎ। তথাহি লোকা নির্দ্দিশন্তি পুরান্নির্গত্য নদীং যাহি ততো গিরিং ততো ঘোষমিতি। তত্তদ্ব্যক্ত্যয়ো বা বাচনিকত্বাৎ। এবং প্রাপ্তে।

সমবাপ্য নন্দতি সমং তেনৈব ধন্যঃ পুমানিতি। ত্রয়োদশপর্ব্বেতি। নাড়ীরশ্মিপ্রবেশান্তরমর্চ্চিঃ প্রবিশতি ততো দিনং ততঃ শুক্লপক্ষং তত উত্তরায়ণং ততঃ সম্বৎসরং ততো দেবলোকং ততো বায়ুং তত আদিত্যং ততশ্চন্দ্রং ততো বিদ্যুতং ততো বরুণং তত ইন্দ্রং ততঃ প্রজাপতিমিত্যেবং ত্রয়োদশপর্ব্বণা অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকং পরমব্যোমাখ্যং শ্রীহরিলোকং প্রাপ্নোতীতি ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মলোকমার্গে অর্চ্চিরাদয়ো বর্ণিতাস্তানাশ্রিত্য তেষাং দেবতাত্বং বর্ণ্যমিতি আশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ।

স্থান নাই এবং ঐরূপ পাঠও দৃষ্ট হইতেছে। এইরূপে অর্চ্চি হইতে প্রজাপতি পর্য্যন্ত দ্বাদশটি পর্ব্ব হইল। কেহ কেহ, বায়ু ও দেবলোককে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ত্রয়োদশ পর্ব্ব বলিয়া থাকেন। ইহাই ব্রহ্মলোক গমনের পদ্ধতি ॥ ৩ ॥

এই বিষয়ে বিচারান্তর উত্থাপিত হইতেছে :—পূর্ব্বোক্ত অর্চ্চিরাদি দ্বাদশটি পর্ব্ব চিহ্নবিশেষ, ব্যক্তিবিশেষ অথবা বিদ্বানের ব্রহ্মলোকপ্রাপক দেবতা বিশেষ? এইরূপ সংশয় তুলিয়া চিহ্নের সহিত সাদৃশ্য বশতঃ উহাদিগকে পথের চিহ্নবিশেষ বলিয়াই স্থির করিতে হয়; এই প্রকার সঙ্গতি করিলেন। লৌকিকেও ইহার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়;—যেমন কোন স্থানে যাইতে হইলে, কোন একটি লোক নদী, পর্ব্বত ও ঘোষ প্রভৃতি চিহ্ন দর্শনেই গমন করিয়া থাকেন। তদুত্তরে বলিতেছেন,—

আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥

আতিবাহে পুরুষোত্তমেন নিযুক্তাস্তেঽর্চ্চিরাদয়ো দেবা ভবন্তি। ন তু তানি তাশ্চেতি প্রতিপত্তব্যং। কুতঃ তল্লিঙ্গাৎ। আতিবাহিকলিঙ্গং গন্তৄণাং গময়িতৃত্বং তস্মাৎ তৎপুরুষোহমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তীত্যন্তে শ্রুতস্য পুরুষস্য গময়িতৃত্বাবগমাৎ তৎসাহচর্য্যাদর্চ্চিরাদীনামপি তন্মন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

চিহ্নব্যক্তিপক্ষয়োরসিদ্ধেশ্চৈবং স্বীকার্য্যমিত্যাহ।

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥

রাত্র্যাদিষু মৃতস্যাহরাদিসম্বন্ধাভাবাদর্চ্চিরাদীনামনবস্থিতের্ন মার্গচিহ্নত্বং। জড়ত্বেন নেতৃত্বাযোগাচ্চ ন তত্তদ্ব্যক্তিত্ব-

আতিবাহিকা ইতি। আতিবাহে স্বোপাসকানাং প্রশস্তে নয়নে। অতিশব্দঃ প্রশংসায়ামিতি বিশ্বঃ। তত্র নিযুক্ত ইতি ঠক্। তানি তাশ্চেতি। তানি চিহ্নানি। তাশ্চ ব্যক্তয়ঃ। তদ্গময়িতৃত্বং। কিঞ্চ এষ দেবপথ ইত্যুক্তেস্তেষাং গন্তব্যত্বমসন্দেহং স বরুণলোকমিত্যাদ্যুক্তেশ্চেতি তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ৪ ॥

অতিবাহ কার্য্যে পুরুষোত্তম নিজ উপাসকগণের আনয়নের নিমিত্ত অর্চ্চিরাদি দেবতাগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। উহারা চিহ্ন বা ব্যক্তি নহে; কারণ আতিবাহিক শব্দে গমনশীল পুরুষের বাহককে বোধ করায়। ঐ আতিবাহিক দেবতা সকল বিদ্বান পুরুষকে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত লইয়া যান। তদন্তে অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। সুতরাং অর্চ্চিরাদি দেবতা সকল, ঐ অমানব দূতগণের সহকারী বলিয়াই বুঝিতে হইবে ॥ ৪ ॥

চিহ্ন ও ব্যক্তি এই উভয় পক্ষেরই অসিদ্ধিহেতু ঐরূপ স্বীকার করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন

মিত্যুভয়পক্ষব্যামোহাৎ তস্য শ্রুতিসিদ্ধেশ্চ তেষামাতি-বাহিকত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

পুরুষোত্তমেন প্রযুক্তোঽমানবঃ পুরুষোঽর্চ্চিঃপর্য্যন্তমাগত্যোপাসকান্নয়ত্যুত বিদ্যুৎপর্য্যন্তমিতি সংশয়ে ভূপর্য্যন্তাগতৈঃ পার্ষদৈরজামিলাদের্নয়নাদর্চ্চিঃপর্য্যন্তমিতি প্রাপ্তে।

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বপক্ষং নিরাকর্ত্তুমাহ চিহ্নেতি। রাত্র্যাদিম্বিতি। রাত্রৌ মৃতস্য দিবসরবিসম্বন্ধো ন ভবতি। দিবসে দর্শে বা মৃতস্য ন চন্দ্রসম্বন্ধঃ। দক্ষিণায়নে মৃতস্য নোত্তরায়ণসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। অনবস্থিতেরিতি। গিরিনদ্যাদীনামিব সংস্থিতানামেব মার্গচিহ্নত্বং ন তু চলতামিত্যর্থঃ। এবমুভয়ব্যামোহাৎ পক্ষদ্বয়েঽপ্যজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

প্রাগর্চ্চিরাদয়ো দেবাঃ প্রতিপাদিতাস্তানাশ্রিত্য বিদ্যুদন্তানাং কেবলানাং তেষাং আতিবাহিকত্বং নিরূপ্যত ইতি প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ।

রাত্রি প্রভৃতিতে মরণে দিবা প্রভৃতির সম্বন্ধের অভাবহেতু অর্চ্চিরাদির অসংস্থানই ঘটিতেছে; সুতরাং উহাদের চিহ্নরূপত্ব হইতে পারে না। আবার জড়ত্ব বশত নেতৃত্বের অসম্ভবতা হেতু উহাদের ব্যক্তিত্বও হইতে পারে না। এইরূপে উভয়পক্ষই অসঙ্গত হইয়া পড়িল। বিশেষত শ্রুতিপ্রসিদ্ধি বশত উহাদের দেবত্বই স্থির হইতেছে ॥ ৫ ॥

পুরুষোত্তম কর্ত্তৃক প্রযুক্ত অমানব পুরুষ অর্চ্চিঃস্থান পর্য্যন্ত আসিয়াই উপাসকগণকে লইয়া যান অথবা বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত আসিয়াই লইয়া যান? এই প্রকার সংশয়ে, ভূতল পর্য্যন্ত আসিয়া অজামিলাদিকে লইয়া গিয়াছেন, বলিয়া অর্চ্চিঃপর্য্যন্তই আগমনের প্রাপ্তিদর্শনে বলিতেছেন।

ততো বিদ্যুৎপ্রাপ্ত্যনন্তরং বৈদ্যুতেন বিদ্যুৎপর্য্যন্তাগতেন তৎপার্ষদেন বিদ্বান্ ব্রহ্ম প্রাপ্যতে। কুতঃ তচ্ছ্রুতেঃ। চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তীতি তচ্ছ্রবণাৎ। বরুণাদীনান্তু তৎসহকারিত্বেন তৎ সিদ্ধং। এষা পদ্ধতিঃ সাধারণী। অজামিলস্য বিশেষত্বাৎ তথাত্বং অসাধারণমিতি বোধ্যং ॥ ৬ ॥

এবং গতিমাখ্যায় গম্যং বক্তুমাহ। স এতান্ গময়তীতি বিষয়বাক্যং। তত্র বাদরিমতং তাবদুচ্যতে। অয়মমানবঃ

পুরুষোত্তমেনেত্যাদি। বৈদ্যুতেনেতি। স এতান্ বিদ্যুল্লোকস্থানিত্যর্থঃ। তৎসহেতি। অমানবপুরুষানুগামিতয়া তদ্গময়িতৃত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। বিদ্যুদন্তানাং গময়িতৃত্বং মুখ্যং। বরুণাদীনান্তু তৎপুরুষসহচারিত্বাদ্ গৌণং তদিত্যর্থঃ। সাধারণী সর্ব্বোপাসকতুল্যা। বিশেষত্বাদ্বিলক্ষণোপাসকত্বাৎ। অজামিলাদ্ভগবন্নামমাহাত্ম্যযাথাত্ম্যপ্রাকট্যেন তৎপার্ষদাতিস্নেহভাজনত্বাদিতি যাবৎ ॥ ৬ ॥

এবমিত্যাদি। আহেতি। কার্য্যমিত্যাদিসূত্রাণীত্যর্থঃ। পূর্ব্বত্রামানবেন প্রাপিতং ব্রহ্মোক্তং তদাশ্রিত্য তস্য কার্য্যত্বপরত্বে চিন্ত্যে ইতি প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ।

ভগবৎপার্ষদ সকল বিদ্যুৎস্থান পর্য্যন্ত আসিয়াই উপাসকগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, এইরূপই জানিতে হইবে। কারণ, শ্রুতিতে বিদ্যুৎপর্য্যন্ত আগমনই উক্ত হইয়াছে। বরুণাদি সহকারীমাত্র। ইহাই সাধারণ নিয়ম। অজামিলাদিকে লইয়া যাওয়া বিশেষ নিয়ম বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥

এইরূপে গতি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গম্যের নির্দ্দেশ করিতেছেন।

'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি,' অর্থাৎ যিনি উপাসকগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, এইরূপ বিষয়বাক্যই দৃষ্ট হয়। এইস্থলে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাওয়া

পুমান্ পরমেব ব্রহ্ম গময়তীত্যুত কার্য্যং চতুর্ম্মুখাখ্যমিতি বীক্ষায়াং ব্রহ্মশব্দস্য পরস্মিন্নেব মুখ্যত্বাৎ তয়োর্দ্ধমিত্যমৃতত্বশ্রবণায় পরমেবেতি প্রাপ্তে।

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৭ ॥

কার্য্যমেব ব্রহ্ম গময়তীতি বাদরির্মন্যতে কুতঃ অস্যেতি। অস্য কার্য্যস্যৈকদেশিত্বাৎ গতিরুপপদ্যতে। ন তু সর্ব্বদেশস্য পরস্যেতিভাবঃ ॥ ৭ ॥

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥

প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে ইতি ছান্দোগ্যশ্রুত্যা বিশেষিতত্বাচ্চ কার্য্যমেব গময়তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কার্য্যমিতি। অস্যেতি। বিভোর্গন্তব্যত্বাসম্ভবাৎ পরিচ্ছিন্নে চতুর্ম্মুখে গতিরিত্যর্থঃ। তথাচ নপুংসকস্য ব্রহ্মশব্দস্য লক্ষণয়া তত্র প্রয়োগ ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৭ ॥

বিশেষিতত্বাদিতি। প্রজাপতেরিতি চতুর্ম্মুখস্যেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বলিতে পরব্রহ্মধামে অথবা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকে লইয়া যাওয়াই বুঝিতে হইবে ? ব্রহ্মশব্দ পরব্রহ্মেই মুখ্যভাবে ব্যুৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষত অর্চ্চিরাদি মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকগত পুরুষের অমৃতত্ব শ্রুত হয়। অতএব এস্থলে ব্রহ্মলোক শব্দে পরব্রহ্মের ধামই বোধিত হউক। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষীয় সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

বাদরি নামক ঋষিবিশেষের মতে ব্রহ্মলোকে গমন বলিতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকেই গমন বুঝাইতেছে। কারণ, অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মধামে গমনই অসম্ভব। পরিচ্ছিন্ন কার্য্যব্রহ্মধামে অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ধামে গমনই সঙ্গত হইতেছে ॥ ৭ ॥

সামীপ্যাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ॥ ৯॥

স এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবন্তো বসন্তি। তেষাং ইহ ন পুনরাবৃত্তিরস্তি ইতি বৃহদারণ্যকে যোঽয়মপুনরাবৃত্তিব্যপদেশঃ স তু সামীপ্যাভিপ্রায়েণ ভবিষ্যতি। বিদ্বাংসঃ কার্য্যং ব্রহ্ম প্রাপ্য তেন সহ তদব্যবহিতং পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি। ততঃ পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইতি॥ ৯॥

কদেত্যপেক্ষায়ামাহ।

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ॥১০॥

সামীপ্যাদিতি। স ইতি। স নিত্যপার্ষদোঽমানবঃ পুরুষঃ। এত্য বিদ্যুল্লোকমাগত্য। ব্রহ্মলোকানিতি বহুবচনং প্রকাশাভিপ্রায়েণ বোধ্যং। পরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। পরাবন্তঃ পরাখ্যভগবচ্ছক্তিনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ। তেষাং ব্রহ্মলোকগতানামিহ প্রপঞ্চে পুনরাবৃত্তির্ন ভবতীত্যর্থঃ॥ ৯॥

কদেত্যাদিকং বিশদার্থং।

কার্য্যাত্যয়েত্যাদি স্পষ্টং॥ ১০॥

অধিকন্তু 'প্রজাপতির সভা প্রাপ্ত হয়,' ইত্যাদি ছান্দোগ্যের উক্তিও উহার পোষকতা করিতেছে॥ ৮॥

বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মলোকগত পুরুষের যে অপুনরাবৃত্তির কথা দৃষ্ট হয়, তাহা সামীপ্যাভিপ্রায়েই জানিতে হইবে। ব্রহ্মলোকগত পুরুষ সকল অন্তে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মধামে গমন করেন। ঐ ধাম প্রাপ্তি হইলে, আর পুনরাবৃত্তি হয় না॥ ৯॥

কোন্ সময়ে পরব্রহ্মলোকে গমন হয়, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন।

কার্য্যস্থ চতুর্ম্মুখলোকপর্য্যন্তস্যাশুস্যাত্যয়ে বিলয়ে সতি তদধ্যক্ষেণ চতুর্ম্মুখেন সহাতঃ কার্য্যাৎ চতুর্ম্মুখাৎ পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। সহ প্রাপ্তৌ হেতুরভীতি। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিত্যুপক্রম্য সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণেতি তদুক্তেরিত্যর্থঃ। অত্র ব্রহ্মণা চতুর্ম্মুখেন সহেত্যর্থঃ॥ ১০ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদমিতি স্মরণাচ্চ। তথা চার্চ্চির্দ-মিত্যাদাবর্চ্চিরাদয়ঃ সনিষ্ঠা হিরণ্যগর্ভং প্রাপয়ন্তীতি বাদরি মুনেঃ সিদ্ধান্তঃ ॥ ১১ ॥

স্মৃতেশ্চেতি। ব্রহ্মণেতি। তে সত্যলোকং গতাঃ সনিষ্ঠাস্তদুপাসকাঃ। প্রতিসঞ্চরে মহাপ্রলয়ে সংপ্রাপ্তে সতি। অন্তে ব্রহ্মাধিকারক্ষয়ে সতি ব্রহ্মণা সহ পরস্য শ্রীহরেঃ পরং পদং বিশন্তি। কীদৃশাস্তে কৃতাত্মানঃ শ্রীহরিনিহিত-ধিয় ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্ত প্রলয়দশা প্রাপ্ত হইলে, তখন ঐ পুরুষ সকল ব্রহ্মার সহিতই পরব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মধাম প্রাপ্তি বলিবার কারণ এই যে, ব্রহ্মার সহিত তৎপ্রাপ্তি বেদশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন, প্রলয়ে ঐ সকল পুরুষ ব্রহ্মার সহিতই পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। অতএব অর্চ্চিরাদি দেবতা সকল উপাসক পুরুষকে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকে লইয়া যান, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীয় স্থিরসিদ্ধান্ত ॥ ১১ ॥

তত্রৈব জৈমিনের্মতমাহ।

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥

পরমেব ব্রহ্ম তদ্ধ্যাতৄন্ স গময়তীতি জৈমিনির্মন্যতে কুতঃ মুখ্যত্বাৎ। ব্রহ্মশব্দস্য তদভিধায়কত্বাৎ। ন চ গত্যনুপপত্তিঃ স্বভক্তানাং সর্ব্বোপাধিবিনিবৃত্তিপূর্ব্বকস্বপদাপ্তিখ্যাতয়ে ভগবতা যথাগত্যনুমননাৎ ॥ ১২ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥

দহরবিদ্যায়ামথ য এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়েত্যাদিশ্রুতং। এষা গতিঃ পরব্রহ্মকর্ম্মিকৈব। গন্তব্যস্য

তত্রৈবেতি। ব্যবহিতাধিকরণেনাস্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ সঙ্গতিঃ। তত্র স এতান্ ব্রহ্ম গময়তীত্যস্মিন্ বাক্যে ইত্যর্থঃ।

পরমিতি। মুখ্যত্বাদিতি। নপুংসকস্য ব্রহ্মশব্দস্য পরব্রহ্মবাচকত্বাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বোপাধীতি। যদ্যপি ভগবান্ সর্ব্বত্রাস্তি তথাপি স্বভক্তানাং নিরবদ্যানাং অর্চ্চিরাদিভিঃ পরব্যোমগতির্ভবেদিতি তন্মহিমপ্রসিদ্ধয়ে তাদৃশীং গতিমভিমন্যতে তেন জনানুগ্রহশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

এই বিষয়ে জৈমিনির মত দেখাইতেছেন।

জৈমিনি বলেন, ব্রহ্মশব্দের পরব্রহ্মেই মুখ্য বুৎপত্তি হেতু ব্রহ্মলোক গমন বলিতে পরব্রহ্মপদ প্রাপ্তিই বুঝিতে হইবে। এইরূপ বলাতে পূর্ব্বপ্রদর্শিত অনুপপত্তিও হইতেছে না। কারণ, স্বভক্তের সর্ব্বোপাধিবিনিবৃত্তিপূর্ব্বক স্বপদলাভের নিমিত্ত ভগবান ঐরূপ গতিরই অনুমোদন করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে ॥ ১২ ॥

বিশেষত, দহরবিদ্যাতে 'এই উপাসক জীব এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন,' এইরূপ যে উক্তি দৃষ্ট হয়, তদ্দারা ব্রহ্মলোক

তস্যামৃতত্বাদিধর্ম্মদর্শনাৎ গন্তুঃ স্বরূপাভিনিষ্পত্তিদর্শনাচ্চ। ন চৈতৎ সর্ব্বং কার্য্যব্রহ্মপক্ষে সঙ্গচ্ছেত। নাপি তস্যৈতৎ-প্রকরণং কিন্তু পরস্যৈবেতি। কাঠকেঽপি শতঞ্চেত্যাদিনা গতিঃ পঠিতা সাপি পরকর্ম্মিকৈবামৃতত্বশ্রুতেরন্যত্র ধর্ম্মাদিতি তস্যৈব প্রকরণাচ্চ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ।

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥

প্রতিপত্তির্জ্ঞানং। অভিসন্ধিরিচ্ছা। ন হি বিদুষো জ্ঞান-পূর্ব্বিকা ইচ্ছা কার্য্যব্রহ্মবিষয়াস্তি অপুমর্থত্বাৎ অপি তু পর-

---

পরং ব্রহ্মৈব গন্তব্যমিতি ভাবেনাহ দর্শনাচ্চেতি। দহরস্য গন্তব্যত্বং দৃষ্টং। তস্য পরব্রহ্মত্বমসন্দেহমিত্যাহ গন্তব্যস্যেত্যাদি। সমুত্থায়েত্যনন্তরং জ্যোতি-রূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে। এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়-মেতদ্ব্রহ্মেতিশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

নন্বু প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে ইতি মৃত্যুকালে তদুপাসকস্য কার্য্য-ব্রহ্মপ্রাপ্তীচ্ছাদর্শনাদত্রাপি কার্য্যমেব ব্রহ্ম গন্তব্যমিতি চেৎ তত্রাহ ন চেতি। ন চাক্ষিপুরুষোপাসকস্য কার্য্যে ব্রহ্মণি প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ শক্যো বক্তুং

শব্দে পরব্রহ্মধামই বুঝাইতেছে। কারণ, কার্য্যব্রহ্মার লোকে গমন বলিলে, অমৃতত্ব এবং উপাসক পুরুষের স্বরূপাভিনিষ্পত্তি অসম্ভব হয়। এই সকল বাক্য কার্য্যব্রহ্ম পক্ষে সঙ্গত হয় না। এই প্রকরণ কার্য্যব্রহ্মপর নহে; কিন্তু পরব্রহ্মপর। কাঠকেও 'শতঞ্চেত্যাদি' বাক্যে যে গতি উক্ত হইয়াছে, তাহাও পরব্রহ্মপদপ্রাপ্তিসূচক। কারণ, উহাও পরব্রহ্মপ্রকরণ ॥ ১৩ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তির কার্য্যব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান বা ইচ্ছা থাকিতে পারে না; কারণ উহা পুরুষার্থ নহে। গমনকালে যখন ইচ্ছা দৃষ্ট হয়, তখন বিদ্বান্ পুরুষ কখনই

ব্রহ্মবিষয়ৈব। যদ্বিষয়া সা ভবেৎ তদেব প্রাপ্যং তৎক্রতু-ন্যায়াৎ। তথা বামানবঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমমেব তদুপাসকান্ নয়তীতি জৈমিনেঃ সিদ্ধান্তঃ॥ ১৪॥

অথ স্বমতমাহ।

তদুপাস্যস্যার্চ্চিরাদিভিঃ প্রাপ্যস্যাক্ষিপুরুষস্য পরব্রহ্মত্বাৎ তস্মাৎ পরং ব্রহ্মৈব গময়তীতি সিদ্ধং। ন ইতি। বিদুষোঽক্ষিপুরুষোপাসকস্য। তথাচ প্রজাপতে-রিত্যত্র প্রজাপালকস্য শ্রীহরেরিত্যেবার্থঃ। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্মেতি তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ দহরবিদ্যায়াং খলু শ্রীহরিলোকস্য পুরঃ প্রসাদরূপতা বর্ণিতা। তদপ-রাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ং বেশ্মেতি। অপরাজিতা শ্রীহরেরভক্তৈ-রগম্যা। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যমিতি জিতন্তে স্তোত্রে। বৈকুণ্ঠবিশেষণাৎ গুণ-বর্জ্জিতেঽপি বৈকুণ্ঠে সভাপ্রসাদাদিকং তস্মিন্ স্তোত্রে বর্ণিতং সভাপ্রসাদ-সংযুক্তমিত্যাদিনা॥ ১৪॥

সনিষ্ঠা শ্রীহর্য্যধিষ্ঠিতং সত্যলোকপতিমুপাসতে তানর্চ্চিরাদয়োঽমানবান্তা-স্তৎপতিং প্রাপয়ন্তি। স তু স্বাধিকারান্তে তৈঃ সহিতো হরিং প্রাপ্নোতি। যে তু হরিমেবোপাসতে তেষামিহৈব হরিপ্রাপ্তিস্তস্য বিভোরত্রাপি সত্বাদিতি। ন তেষামর্চ্চিরাদিভির্গতিরিতি বাদরিসিদ্ধান্তঃ। শ্রীহরিমেবোপাসীনান্ পরি-নিষ্ঠিতাদীনেবার্চ্চিরাদয়স্তে হরিং নয়ন্তি। সনিষ্ঠাস্তুবিশিষ্টোত্তরানুষ্ঠিতকর্ম্মাণঃ কর্ম্মভিরেব স্বর্গাদিলোকান্ ক্রমেণানুভবন্তঃ সত্যলোকে তৎপতিং প্রাপ্নুবন্তি।

ইচ্ছা পূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া যে অনিত্য বস্তুর প্রার্থী হইবেন না, ইহা স্থির। সুতরাং পরব্রহ্মধামের প্রাপ্তিই সঙ্গত হইতেছে। অতএব ন্যায়ানুসারে অমানব পুরুষ উপাসকগণকে পরব্রহ্মধামেই লইয়া যান, এইরূপ জৈমিনির সিদ্ধান্ত উপপন্ন হইল॥ ১৪॥

এক্ষণে নিজের মত বলিতেছেন।

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥ ১৫ ॥

নামাদ্যুপাসকাঃ প্রতীকালম্বনাস্তদ্ভিন্নাঃ সনিষ্ঠাদয়ো ব্রহ্মোপাসকা অপ্রতীকালম্বনাস্তান্ সর্ব্বান্ নয়তীতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কার্য্যোপাসকান্ পরোপাসকান্ বা নয়তীত্যন্যতরনিয়মং ন স্বীকরোতীত্যর্থঃ। কুত উভয়থেতি। মতদ্বয়েঽপি বিরোধাদিত্যর্থঃ। আদ্যে পরং জ্যোতিরিত্যাদিবিরোধঃ দ্বিতীয়ে তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবতামর্চ্চিরাদিগতিবিরোধঃ। তৎক্রতুন্যায়োঽপ্যেতমর্থং দর্শয়তি। যথাক্রতুরিত্যাদিনা। নামাদিপ্রতীকোপাসকানাস্তু নার্চ্চিরাদিনা

স তু সমাপ্তাধিকারস্তান্ গৃহীত্বা হরিং যাতীতি নৈতেষামর্চ্চিরাদিভির্গতিরিতি জৈমিনিসিদ্ধান্তঃ। অত্র জৈমিনিসিদ্ধান্তে যথা কর্ম্মভিরেব স্বর্গাদিসত্যান্তা গতিস্তথা প্রতীকধ্যানৈরপি তদ্গতিঃ প্রতীকোপাসকানামপি স্যাদিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যারভ্যতে। অথেত্যাদি। অমানবঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুপাসকান্ নয়ত্যুত প্রতীকধ্যায়িভিন্নানিতি বীক্ষায়াং নিয়ামকাভাবাৎ সর্ব্বানিতি প্রাপ্তেঽপ্রতীকালম্বনানিতি। আদ্যে কার্য্যোপাসকান্ নয়তীতি বাদরিমতে। দ্বিতীয়ে পরো-

নামাদির উপাসক প্রতীকাশ্রয় পুরুষ এবং সনিষ্ঠাদি অপ্রতীকাশ্রিত ব্রহ্মোপাসক উভয়েই ভগবৎপদে নীত হয়েন। এই মতে কার্য্যোপাসক ও পরোপাসকের গতিভেদ স্বীকৃত হয় না। কারণ, মতদ্বয়েই বিরোধ দৃষ্ট হয়। প্রথম পক্ষে ‘পরং জ্যোতিঃ’ ইত্যাদি বাক্যের সহিত এবং দ্বিতীয় পক্ষে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তির অর্চ্চিরাদি গতির বোধক বাক্যজালের সহিত বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। ‘যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে’ ইত্যাদি বাক্যোক্ত ন্যায় অনুসারেও বিরোধ ঘটিতেছে। কারণ, নামাদি প্রতীকের উপাসক কখনই

পরপ্রাপ্তিঃ তৎক্রতুবিরহাৎ। কিন্তু শব্দশাস্ত্রাদিলক্ষণনামাদিষু স্বাতন্ত্র্যাদিপ্রাপ্তির্ভবতি। স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য কামচার ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যাৎ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবতাং তেন বর্ত্মনা সত্যলোকপ্রাপ্তিস্তু স্বাত্মানুসন্ধিপ্রভাবাৎ। তদুপর্য্যপীতিন্যায়েন তল্লোকে তেষাং ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধেঃ। তদ্বর্ত্মনা গতানামনাবৃত্তিশ্রুতিঃ সঙ্গতা ॥১৫॥

অথ নিরপেক্ষাণাং কেষাঞ্চিৎ স্বয়ং ভগবতৈব স্বপদপ্রাপ্তিরভিধীয়তে। এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে নিত্যোদ্-

পাসকানেব নয়তীতি জৈমিনিমতে। তৎক্রতুন্যায়োঽপীতি। সনিষ্ঠাদয়স্ত্রয়োঽপি ব্রহ্মক্রতব ইত্যাশয়ঃ। নামাদিপ্রতীকোপাসকানাস্তিতি। নামব্রহ্মেত্যত্র নামপ্রতীকং প্রতি ব্রহ্মণো বিশেষণত্বেন তস্য প্রতীকস্যৈব প্রাধান্যাৎ ন তেষাং ব্রহ্মোপাসকত্বমতো ন ব্রহ্মগতিরিতি ॥ ১৫ ॥

অথেত্যাদি। পূর্ব্বত্র সর্ব্বান্ ব্রহ্মক্রতূনমানবো নয়তীত্যুক্তং। তদ্বৎ পরমাতুরানপি স এব নয়েৎ তেষামপি ব্রহ্মক্রতুত্বাবিশেষাদিতি প্রাগ্‌বৎ সঙ্গতিঃ। স্বয়ং

অর্চ্চিরাদি গতি দ্বারা পরপদ পাইতে পারেন না। যেহেতু তাঁহাদের তৎক্রতুর অভাব আছে। তবে শব্দশাস্ত্রাদিলক্ষণ নামাদিতে স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্তি আছে। যে ব্যক্তি নাম ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি নামের যতদূর গতি সেই পদ লাভ করেন, ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ঐরূপই উক্ত হয়। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তিসকলের মধ্যে যাঁহারা আত্মানুসন্ধান দ্বারা প্রভাবশালী হইয়াছেন, তাঁহারাই অর্চ্চিরাদি পথ দ্বারা সত্যলোকে গমন করেন। নতুবা কেবল পঞ্চাগ্নি বিদ্যাই পরপদপ্রাপ্তির হেতুভূত নহে। উহার উপরে ব্রহ্মলোক, ইত্যাদি ন্যায়ে ব্রহ্মলোকেই তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধি দৃষ্ট হয়। অতএব অর্চ্চিরাদি মার্গ দ্বারা অনাবৃত্তি সঙ্গত হইল ॥ ১৫ ॥

যুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামান্ তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈব ওঙ্কারেণান্তরিতং যো জপতি গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুং তং তস্যৈবাসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং তস্মান্মুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্যশান্ত্যৈ ইতি। ইহ সংশয়ঃ। নিরপেক্ষ্যা অপ্যাতিবাহিকৈরেব পরং পদং বিশন্তি স্বয়ং ভগবতা বেতি। দ্বাবেব মার্গাবিত্যাদৌ ব্রহ্মবিদামর্চ্চিরাদিগতিবিনির্ণয়াৎ তেঽপি তৈরেব তদ্বিশন্তি।. শ্রুতিশ্চ। ভগবতো হেতুকর্ত্তৃত্বং বিবক্ষত্যবিরুদ্ধমেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি।

ভগবতৈবেত্যেবকারোঽর্চ্চিরাদীন্নিবর্ত্তয়তি। এতদিতি। গোপরূপো গোপবেশো বিষ্ণুঃ। আত্মপদং স্বধাম শ্রীগোকুলং। ওমিতি। ওঙ্কারেণান্তরিতং সংপুটিতং কৃত্বা। আত্মরূপমাত্মভূতং গোপালবিগ্রহং। হেতুকর্ত্তৃত্বমিতি। তেষামসাবাত্মপদং প্রকাশয়েৎ তস্যৈবাসৌ দর্শয়েদিত্যর্চ্চিরাদিভিরিতি বোধ্যং। তেন প্রযোজককর্ত্তৃত্বং শ্রীহরেঃ সিধ্যেদিত্যর্থঃ।

কোন কোন নিরপেক্ষ ভক্তের স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক স্বপদপ্রাপণ অভিহিত হইয়াছে। গোপাল উপনিষদে উক্ত হয়,—'যাঁহারা নিষ্কামভাবে নিত্য উদ্‌যুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ অর্চ্চনা করেন, গোপালরূপী ভগবান তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক আত্মপদ সত্বর প্রদর্শন করেন। যিনি ওঙ্কার পুটিত গোবিন্দের পঞ্চপদ মন্ত্র জপ করেন, ভগবান তাঁহাকে আত্মরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব মুমুক্ষুসকল নিত্য শান্তি লাভের নিমিত্ত উহাই অভ্যাস করিয়া থাকেন।' এইস্থলে সংশয় এই যে, নিরপেক্ষ ভক্ত সকলও আতিবাহিক দেবতাগণের সহিতই পরমপদ লাভ করেন অথবা স্বয়ং ভগবানের সহিতই তৎপদ প্রাপ্ত হয়েন? 'পরম পদ প্রাপ্তির দুইটি পথ' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্‌গণের অর্চ্চিরাদি গতি বিনির্ণয় হেতু তাঁহারাও অর্চ্চিরাদি দেবতাগণের সহিতই তৎপদে প্রবেশ করেন, এই

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মবিদামাতিবাহিকৈস্তৎপ্রাপ্তিরিত্যেতৎ সামান্যং। যে খলু নিরপেক্ষাঃ পরমার্ত্তাস্তেষাং তু স্বয়ং ভগবতৈব তৎপ্রাপ্তি-বিলম্বমসহিষ্ণুণা সেতি বিশেষোঽস্তি। তং শ্রুতির্দর্শয়তি এতদ্বিষ্ণোরিত্যাদিনা। যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে। তেষা-মহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসামিতি স্মৃতেশ্চ। তদৈব তেষাং তনুভঙ্গ-স্তনুযোগশ্চেতি চশব্দাৎ। ন চার্চ্চিরাদিনিরপেক্ষা গতি-

বিশেষঞ্চেতি। চশব্দাৎ যথাশ্রুতিসিদ্ধান্তো গ্রাহ্য ইত্যুচ্যতে। ভাষ্যকারস্তু চার্থং বক্ষ্যতি তদৈবেত্যাদিনা। অসহিষ্ণুণেতি। প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈ-বেত্যেবকারেণ ত্বরাব্যঞ্জনাদিতিভাবঃ। যে ত্বিত্যাদৌ হরিরেব স্বয়ং নয়তীতি মন্তব্যং। ন চিরাদিতি ত্বরাভিধানাৎ। নৈরপেক্ষ্যং ত্বত্র ধ্যায়িনাং সুব্যক্তং।

রূপই বলা হইবে। শ্রুতিতেও অবিরুদ্ধ ভাবে ভগবানের হেতুকর্তৃত্বই বলিয়া থাকেন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীয় সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

ব্রহ্মবিদ্‌গণের আতিবাহিক দেবতাগণের সহিত যে পরমপদ প্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে, তাহা সামান্যতই জানিতে হইবে। আর যাঁহারা নিরপেক্ষ ভক্ত অথচ ভগবদ্বিরহে অত্যন্ত কাতরভাবাপন্ন, তাঁহাদিগের স্বপদপ্রাপ্তির বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবানই তাঁহাদিগকে স্বধামে লইয়া যান, এই বিশেষ নিয়ম। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—'যাঁহারা সকল কর্ম্ম আমাতে সংন্যাস পূর্ব্বক মৎপরায়ণতার সহিত অনন্যযোগে মদাবেশিতচিত্তে আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগকে মরণসঙ্কুল সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।' ঐ সময়েই ঐ সকল

র্নাস্তীতি শক্যং বদিতুং। নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদিগতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিত ইতি বারাহবচনাৎ। তস্মাদ্ যথোক্তমেব সুষ্ঠু॥ ১৬॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

নন্বেতদ্ব্যাখ্যানং কল্পিতমিতি চেৎ তত্রাহ ন চেতি। বারাহান্তে। স্থিতে মনসি সুস্বস্থে শরীরে সতি যো নরঃ। ধাতুসাম্যে স্থিতে স্মর্ত্তা বিশ্বরূপঞ্চ মামজং। ততস্তং ম্রিয়মাণঞ্চ কাষ্ঠপাষাণসন্নিভং। অহং স্মরামি মদ্ভক্তং নয়ামি পরমাং গতিমিত্যুপক্রম্য স্বভক্তবাৎসল্যং বহুপ্রকাশ্যাহ ভগবান্ বরাহদেবঃ। নয়ামি পরমং স্থানমিত্যাদি। তেনার্চ্চিরাদিনিরপেক্ষ্যা স্বয়ং শ্রীহরিণৈব কেষাঞ্চিৎ তৎপদপ্রাপ্তিঃ সিদ্ধা। এতদ্বাক্যবলেনৈবৈতদ্বিষ্ণোরিত্যাদিশ্রুত্যর্থস্তথৈব ব্যাকৃতস্তত্রাপি তদ্বোধলাভাচ্চ॥ ১৬॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে চতুর্থাধ্যায়ভাষ্যস্থ
তৃতীয়পাদো ব্যাখ্যাতঃ।

ব্যক্তির লিঙ্গদেহের নাশ ও অপ্রাকৃতদেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অর্চ্চিরাদিনিরপেক্ষ গতি নাই, এরূপও বলা যায় না; কারণ, বরাহপুরাণে বলিয়াছেন;— আমি আমার একান্ত ভক্তকে যথেচ্ছাক্রমে অর্চ্চিরাদি গতি ব্যতিরেকেই গরুড়ের স্কন্ধে আরোপণ করাইয়া স্বধামে লইয়া যাই। অতএব উক্ত বিষয় সঙ্গতই হইল॥ ১৬॥

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় পাদ।

চতুর্থপাদঃ।

অকৈতবে ভক্তিসবেঽনুরজ্যন্
স্বমেব যঃ সেবকসাৎ করোতি।
ততোঽতিমোদং মুদিতঃ স দেবঃ
সদা চিদানন্দতনুর্ধিনোতু॥

অস্মিন্ পাদে মুক্তানাং স্বরূপনিরূপণপূর্ব্বকমৈশ্বর্য্য-ভোগাদি নিরূপ্যতে। প্রজাপতিবাক্যে শ্রূয়তে। এব-

---

অথ পুরুষোত্তমসাক্ষাৎকারাদিপুমর্থনিরূপকং চতুর্থং পাদং ব্যাখ্যাতুং পুরুষোত্তমকর্ত্তৃকং প্রীণনাশংসাং মঙ্গলমাচরত্যকৈতব ইতি। যোঽকৈতবে ফলান্তরেচ্ছাশূন্যে ভক্তিসবে স্বোপাসনাযজ্ঞেঽনুরজ্যন্ স্বমাত্মানমেব সেবক-সাৎ করোতি ভৃত্যাধীন এব ভবতীত্যর্থঃ। তস্মৈ স্বাত্মানং দদামীতি শ্রুতেঃ। যৈঃ প্রসন্নঃ স্বভক্তায় দদাত্যাত্মানমপ্যজ ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। স্বমেবেতি স্থানাদি-দানস্য কা কথেত্যাশয়ঃ। তৈঃ সেবকৈর্মুদিতঃ সহর্ষঃ সন্ মোদং তেষাং তনোতি সোঽস্মান্ সদা ধিনোতু প্রীণয়তাৎ। দেবঃ সর্ব্বারাধ্যঃ দ্যোতমানঃ ক্রীড়াপরশ্চ। চিদানন্দতনুর্বিজ্ঞানসুখমূর্ত্তিঃ। ঈদৃশঃ খলু শক্তিভূতহ্লাদিনী-সম্বিৎসারভক্তিরসগৃধ্নুস্তাযুক্তে পদ্যেঽস্মিন্নুপাস্যসাক্ষাৎকারো মিথো হর্ষাতিশয়শ্চ

যিনি ভক্তানুষ্ঠিত ফলাভিসন্ধানরহিত ভক্তিযজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তের অধী-নতা স্বীকার করেন, যিনি ভক্ত কর্ত্তৃক তর্পিত হইয়া তাহাদিগকেও তর্পণ করেন, সেই নিত্যজ্ঞানানন্দতনু ভগবান সর্ব্বদা আমাদিগের সন্তোষ বিধান করুন।

এই পাদে মুক্ত পুরুষগণের স্বরূপ নিরূপণ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যভোগাদি নিরূপণ করিতেছেন। প্রজাপতিবাক্যে শ্রবণ করা যায় যে, এইরূপে এই সংপ্রসাদ

মেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষ ইতি। অত্র সংশয়ঃ কিং দেবাদিরূপবৎ সাধ্যেন রূপেণ সম্বন্ধঃ স্বরূপাভিনিষ্পত্তিরুত স্বাভাবিকস্যাবির্ভাব ইতি। কিং প্রাপ্তং। সাধ্যেন রূপেণ সম্বন্ধ ইতি। অভিনিষ্পত্তিবচনাৎ। অন্যথা তদ্বচনং ব্যর্থং স্যাৎ। মোক্ষশাস্ত্রঞ্চ পুমর্থাববোধি ন ভবেৎ। যদি স্বাভাবিকরূপসম্বন্ধস্তন্নিষ্পত্তিরুচ্যতে স্বাভা-বিকস্য স্বরূপস্য প্রাগপি সতঃ পুমর্থাপ্রতীতিঃ। তস্মাৎ সাধ্যেন রূপেণ সম্বন্ধঃ সেতি প্রাপ্তে।

বর্ণ্যতে। দ্বাবিংশতিসূত্রকমেকাদশাধিকরণকং চতুর্থং পাদং ব্যাখ্যাতুমা-রভতে। অস্মিন্নিত্যাদি। ইহ ফলনিরূপণাদধ্যায়পাদসঙ্গতির্বিস্ফুটা। পূর্ব্বত্র মুক্তস্য সাধ্যেন পার্ষদবিগ্রহেণ সম্বন্ধো দর্শিতস্তদ্বৎ সাধ্যেন গুণাষ্টকবতা স্বরূপেণ সোঽস্ত স্বাভাবিকত্বাৎ পূর্ব্বতো বিশেষাসিদ্ধেরুপায়বৈয়র্থ্যাদিতশ্চেতি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। এবমেবৈষ ইতি। অত্র মুখং প্রকাশ্য হসতীতিবত্তদুপসংপত্তিতদভিনিষ্পত্ত্যো-রেকং কালত্বমিত্যেকে। চটাদিতি কৃত্বা দণ্ডো ন্যপতদিতিবত্তদভিনিষ্পত্তি-পূর্ব্বা তদুপসম্পত্তিরিত্যপরে।

জীব এই শরীর হইতে উত্থান পূর্ব্বক পরজ্যোতি উপসম্পন্ন হইয়া স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়েন, ইনিই উত্তম পুরুষ। ঐ স্থলে সংশয় এই যে, দেবাদিরূপের ন্যায় সাধ্যরূপে সম্বন্ধ স্বরূপাভিনিষ্পত্তি কিম্বা জীবের কোন স্বাভাবিক স্বরূপের আবির্ভাব হয়? অভিনিষ্পত্তি শব্দের দর্শনে সাধ্যরূপে সম্বন্ধই বলা যাইতে পারে। অন্যথা ঐ বচন ব্যর্থ হয় এবং মোক্ষশাস্ত্রেরও পুরুষার্থবোধকত্বের ব্যাঘাত হয়। স্বাভাবিক রূপের সম্বন্ধই যদি অভিনিষ্পত্তির অর্থ করা হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বেও যাহা ছিল, তাদৃশ স্বাভাবিক রূপের লাভে পুরুষার্থের

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ ॥ ১ ॥

জ্ঞানবৈরাগ্যনিষেবিতয়া ভক্ত্যা পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্য জীবস্যেহ কর্ম্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তগুণাষ্টকবিশিষ্টস্বরূপোদয়লক্ষণো-ঽবস্থানবিশেষঃ স্বরূপাবির্ভাবঃ কথ্যতে। কুতঃ স্বেনশব্দাৎ। স্বেনেতি স্বরূপবিশেষণাদিত্যর্থঃ। আগন্তুকরূপপরিগ্রহেঽন-র্থকং তৎ স্যাৎ। অসত্যপি তস্মিন্ তস্য স্বকীয়রূপত্বসিদ্ধেঃ। ন চাভিনিষ্পত্তিবচনং ব্যর্থং। ইদমেকং সুনিষ্পন্নমিত্যাদি-ষ্বাবির্ভাবেঽপি তচ্ছব্দবীক্ষণাৎ। ন চ তস্য পূর্ব্বং সতঃ পুম-র্থত্বং ন প্রতীতং তাদৃগবস্থায়াঃ পূর্ব্বমনুদয়াৎ। ন চাত্রোপায়-

প্রতীতি হয় না। অতএব ঐ অভিনিষ্পত্তি স্বাভাবিক রূপের সম্বন্ধ না বলিয়া সাধ্য রূপের সম্বন্ধ, এইরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। এই প্রকার পূর্ব্ব-পক্ষীয় সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন।

জ্ঞান-বৈরাগ্য-নিষেবিত ভক্তি দ্বারা পরজ্যোতিঃস্বরূপত্ব প্রাপ্ত জীবের কর্ম্মবন্ধবিনির্ম্মুক্ত গুণাষ্টকবিশিষ্ট স্বরূপোদয়লক্ষণ অবস্থানবিশেষের নামই স্বরূপাবির্ভাব, এইরূপ উক্ত হয়। কেন না, বেদে 'স্বেন' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ঐ 'স্বেন' শব্দটি আবার স্বরূপেণ পদের বিশেষণ। তদ্দ্বারা স্বকীয় পূর্ব্ব স্বরূপের উদয়ই বোধিত হইতেছে। আগন্তুক কোন একটি রূপের পরিগ্রহ স্বীকার করিলে 'স্বেন' এই পদটির অনর্থকতা হইবে; বিশেষত, 'স্বেন' পদটি না থাকিলেও কেবল স্বরূপ পদ দ্বারাই স্বকীয় রূপত্বের সিদ্ধি হইতে পারিত। অভিনিষ্পত্তি শব্দও ব্যর্থ হইতেছে না। কারণ, 'ইদমেকং সুনিষ্পন্নং' ইত্যাদি স্থলে নিষ্পত্তির অর্থ আবির্ভাব, প্রসিদ্ধই আছে। পূর্ব্বে ছিল বলিয়াই যে স্ব-স্বরূপ প্রাপ্তি পুরুষার্থ হইবে না, এরূপও বলা যায় না। কারণ, তাদৃশী অবস্থায়

বৈয়র্থ্যং তদুদয়ার্থত্বেন সার্থক্যাৎ। যত্তু স্বপ্রকাশচিন্মাত্র-স্যাত্মনঃ পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্য নিবৃত্তনিখিলপ্রকৃত্যধ্যাস-দুঃখতয়াবস্থিতিস্তন্নিষ্পত্তিরিত্যাহুস্তন্ন রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা-নন্দীভবতীতি মুক্তাবানন্দাতিশয়শ্রবণাৎ॥ ১॥

নন্বু পরং জ্যোতিরুপসম্পন্নস্য মুক্তিঃ কস্মাদবগম্যতে তত্রাহ।

সম্পদ্যেতি। আগন্তুকেতি। তদ্বিশেষণং। তস্মিন্ বিশেষণে। ন চেতি। তস্য স্বাভাবিকস্য স্বরূপস্য। পাতঞ্জলমতং নিরস্যতি যত্ত্বিতি॥ ১॥

নন্বিতি। মুক্তির্নির্মুক্ততা। কস্মাদিতি প্রজাপতিবাক্যাদিত্যর্থঃ। তদ্বিদ্যায়া-মাখ্যায়িকাস্তি। ইন্দ্রবিরোচনৌ সুরাসুরমুখ্যাবপহতপাপ্মত্বাদিগুণকমাত্মানং প্রজাপতিনোক্তং বিবিদিষবৌ তমুপজগ্মতুঃ। তত্র দ্বাত্রিংশদ্বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুঃ। স তাবুবাচ কিং কামাবিহ স্থৌ যুবামিতি। তাবূচতুঃ। য আত্মাপহতপাপ্মা তমাবাং বিবিদিষবাবিতি। তৌ প্রথমং স উবাচ। য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে স এষ আত্মেত্যাদি জাগরে যোঽক্ষিস্থঃ সন্ বীক্ষ্যতে সোঽমৃতত্বাভয়ত্ব-রূপব্রহ্মধর্ম্মক আত্মেতি তদর্থঃ। এতন্নিশম্য তাবক্ষিস্থং ছায়াপুরুষমাত্মত্বে বিদিত্বা

পূর্ব্বে উদয় ছিল না। এই স্থলে উপায় অর্থাৎ সাধনের ব্যর্থতাও স্বীকার করা যায় না। যেহেতু তদ্দ্বারা অনুদিত ফলের উদয়েই তাহার সার্থকতা দেখা যাইতেছে। তবে যে কেহ কেহ, স্বপ্রকাশ চিন্মাত্র পরজ্যোতিঃস্বভাব প্রাপ্ত আত্মার নিখিল প্রকৃতির অধ্যাসরূপ দুঃখের নিবৃত্ত্যবস্থিতিকেই তন্নিষ্পত্তি বলিয়া থাকেন, তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ, ঐ জীব রসস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দময় হয়েন, ইত্যাদি শ্রুতিতে মুক্তিকালে আনন্দাতিশয় শ্রবণ করা যায়॥ ১॥

যদি বল, পরমজ্যোতিঃস্বভাব প্রাপ্ত জীবের মুক্তি কিরূপে জানা যাইবে? তাহার উত্তর এই—

পুনস্তং পপ্রচ্ছতুঃ। অথ যোঽয়ং ভগবন্নপ্স্বাদর্শে খড়্গাদৌ দৃশ্যতে কতম এষ্যসাবথ-ৈবক এব সর্ব্বেষু তেষ্বিতি। অনেন প্রশ্নেন তয়োর্ভ্রান্তিং জ্ঞাত্বা যদ্যহং ভ্রান্তো যুবামিতি ব্রূয়াং তর্হ্যেতৌ দৌর্ম্মনস্যেন তত্ত্বং ন গৃহ্ণীয়াতামিতি তদাশয়ানু-রোধেন তৌ প্রত্যুবাচ। উদশরাবে আত্মানমীক্ষথাং তত্র যদ্দৃশ্যতে তন্মাং প্রতি ব্রূতমিতি। তৌ দৃষ্ট্বা সন্তুষ্টহৃদয়ৌ নাব্রূতাং। এতৌ বিপরীতগ্রাহিণৌ মাভূতা-মিতিভাবেন স তৌ পপ্রচ্ছ কিমত্রাপশ্যতমিতি। তাবূচতুর্নখলোমাদিমন্তং প্রতিবিম্বপুরুষমুদশরাবে পশ্যাব ইতি। জনিবিনাশবত্ত্বাৎ যথা শরীরং নাত্মৈবং ছায়াপুরুষোঽপীতি তৌ জানীয়াতামিতি ভাবেন স উবাচ। সাধ্বলঙ্কৃতৌ সু-বসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বা পুনরুদশরাবে পশ্যতমাত্মানমিতি। তৌ তাদৃশৌ ভূত্বা তথৈব চক্রতুঃ। তচ্ছ্রুত্বা বতাহো নানয়োরদ্যাপি ভ্রান্তির্বিনষ্টেতি মত্বাথৈনয়ো-স্তত্ত্বং কথয়ামি তেনৈতৌ প্রণষ্টকল্মষৌ মদ্বাক্যসন্দর্ভতাৎপর্য্যমবগ্রাহ্যাত্মযাথাত্ম্যং স্বয়মেব প্রতিপৎস্যোতে তদুবাচ। এষ আত্মেতি হোবাচেত্যাদিনা। তয়ো-র্বিরোচন আসুরপ্রকৃতিত্বাচ্ছায়াত্মানং বিজ্ঞায় স্বগৃহমাগত্য তথৈবাসুরানুপদিশ্য স্থিতঃ মঘবা তু গৃহমাগচ্ছন্ দৈবপ্রকৃতিত্বাৎ পথ্যেব ছায়াত্মনোঽনিত্যতাদি-দোষান্ বিভাব্য পুনঃ সমিৎপাণিঃ প্রজাপতিমুপগম্য তেন পৃষ্টঃ পথি বিভাবিত-মুবাচ। স তু কল্মষক্ষয়ায় পুনস্ত্বং দ্বাত্রিংশদ্বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং চর তেন সংক্ষীণকল্ম-ষায় তুভ্যং তমাত্মানং ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীত্যুবাচ। অথ চরিতব্রহ্মচর্য্যায়োপসন্নায় তস্মৈ ব্যাচষ্ট য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতি এষ আত্মেত্যাদি প্রথমে পর্য্যায়ে যোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে স এষ স্বপ্নে বাসনাময়ৈর্বনিতাদিভির্মহীয়মানঃ সেব্য-মানো বিবিধান্ ভোগান্ ভুঞ্জানঃ ক্রীড়তি অমৃতত্বাদিধর্ম্মা স আত্মেতি তদর্থঃ। তচ্ছ্রুত্বা শোকভয়াদিবিবিধক্লেশানুভবাৎ স্বপ্নে কিঞ্চিন্নাস্তীতি স উবাচ। এবমুক্তবতি তস্মিন্নাদ্যাপি ক্ষীণকল্মষোঽসি পুনর্দ্বাত্রিংশদ্বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং চরে-ত্যুবাচ সঃ। অথ তচ্চরিত্বোপসন্নায় তস্মৈ স ব্যাচষ্ট। তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সংপ্রপন্নঃ স্বপ্নং নাজানে ত্বেষ আত্মেত্যাদি যোঽয়ং প্রথমদ্বিতীয়য়োঃ পর্য্যায়য়ো-রক্ষিণি স্বপ্নে চাত্মা দর্শিতঃ স এষ সুষুপ্তৌ প্রকাশতে। যত্র যস্যামেতৎ স্বপ্নং যথা স্যাৎ তথা সুপ্তঃ সমস্তস্তস্যামুপসংহৃতেন্দ্রিয়গ্রামস্তদ্ব্যাপারজনিতকালুষ্য-হীনস্তস্যাঃ সাক্ষী সন্নমৃতত্বাদিধর্ম্মা স আত্মেতি তদর্থঃ। এতন্নিশম্য ন কিঞ্চিত্তস্যাং

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ ২ ॥

স্বরূপাভিনিষ্পন্নোঽয়ং মুক্ত এব। কুতঃ প্রতিজ্ঞানাৎ। পূর্ব্বত্র য আত্মেতি প্রকৃতস্য জীবস্যৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীত্যাদিভির্জাগরাদ্যবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্ততয়া প্রিয়াপ্রিয়হেতুভূতকর্ম্মনির্ম্মিতশরীরবিনির্ম্মুক্ততয়া চ ব্যাখ্যাতুং

বিজ্ঞায়ত ইতি স উবাচ। নাহ খল্বয়মেব প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমিবাপীতো ভবতীতি। অহেতি নিপাতঃ খেদবাচী। খিদ্যমানো মঘবোবাচেত্যর্থঃ। অয়ং সুপ্তপুরুষোঽয়মহমস্মীত্যাত্মানং তস্যাং ন জানাতি ইমানি ভূতানি চ নো এব নৈব জানাতি। বিনাশমিবাপীতঃ প্রাপ্তো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি তদর্থঃ। এবং দোষান্ বীক্ষ্য পুনরুপসন্নং তং প্রতি স উবাচ। বত্তাদ্যাপি কল্মষক্ষয়ো নাভূত্তদর্থং পুনঃ পঞ্চবর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং চরেতি। তদেবমেকোত্তরশতবর্ষব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানেন বিনষ্টকল্মষায় তস্মৈ স ব্যাচষ্ট। যোঽয়ং ত্রিষু পর্য্যায়েষক্ষিণি স্বপ্নে সুষুপ্তৌ চানুগতোঽপহতপাপ্মত্বাদিগুণবানাত্মা দর্শিতস্তমেব ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি। নৈতস্মাদন্যমিত্যুপক্রম্য তুরীয়ে পর্য্যায়ে মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমিত্যাদিনা দেহং বিনিন্দ্য তস্মাদুত্থিতং জীবমুপসম্পন্নপরংজ্যোতিষমভিব্যক্তগুণাষ্টকং দর্শয়ামাস এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়েত্যাদিনা। পরং জ্যোতিস্তু পুরুষোত্তম এবেতি তত্রৈব বিস্ফুটং। তস্মাৎ কর্ম্মতৎসম্বন্ধজনিতদেহাদিবিনির্ম্মুক্তস্যোপসংপন্নপরংজ্যোতিষো জীবস্য গুণাষ্টকবৈশিষ্ট্যেনাবস্থিতিরিহ স্বরূপাভিনিষ্পত্তিঃ সৈব বিমুক্তিরিতি।

মুক্ত ইত্যাদি স্পষ্টার্থং ॥ ২ ॥

স্বরূপাভিনিষ্পন্ন জীবকেই মুক্ত বলা যায়। কারণ, প্রজাপতিবাক্যে প্রথমতঃ, 'যে আত্মা,' এইরূপ উপক্রম করিয়া প্রকৃত জীবের 'ঐ সকল অবস্থা পুনর্ব্বার ব্যাখ্যা করিব,' এইরূপ প্রতিজ্ঞার পর, 'জাগরাদি অবস্থাত্রয় হইতে বিনির্ম্মুক্ত এবং প্রিয়াপ্রিয়হেতুভূত কর্ম্মনির্ম্মিত শরীর হইতে বিনির্ম্মুক্ত' রূপে

প্রজাপতিনা প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ। তস্মাৎ কর্ম্মসম্বন্ধতন্নির্ম্মিত-শরীরাদিবিনির্ম্মুক্তস্বাভাবিকস্বরূপাবস্থিতিরিহ স্বরূপাভি-নিষ্পত্তিঃ সৈব মুক্তিরিতি ॥ ২ ॥

পরংজ্যোতিরুপসম্পত্ত্যুত্তরা তন্নিষ্পত্তিরুক্তা। তত্রৈব বিমর্শান্তরং। কিমত্রাদিত্যমণ্ডলমেব তজ্জ্যোতিরুত পরং ব্রহ্মেতি সন্দেহে তন্মণ্ডলমিতি প্রাপ্তং। তদ্বিভিদ্য ব্রহ্ম-প্রাপ্তেঃ শ্রবণাৎ। অর্চ্চিরাদিকে পথি যদাদিত্যলোকশব্দে-নোক্তং তত্রাহ।

আত্মা প্রকরণাৎ ॥ ৩ ॥

পরমিতি। পরংজ্যোতিরুপসংপত্তিরুত্তরা যস্যাঃ সা তদুপসংপত্তেঃ পূর্ব্বং ত-ন্নিষ্পত্তিরিত্যর্থঃ। তদেব ব্যাখ্যাতং প্রাক্। পূর্ব্বত্র মুক্তপ্রাপ্যং জ্যোতির্ব্রহ্মে-ত্যুক্তং তন্ন যুজ্যতে জ্যোতিঃশব্দস্য সূর্য্যে প্রসিদ্ধেঃ। তস্য মুক্তপ্রাপ্যত্বাচ্চ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তীত্যাদৌ তস্য তৎ প্রাপ্যাবিশ্রুতমিত্যাক্ষেপ-সঙ্গত্যারভ্যতে কিমত্রেত্যাদিনা। অত্র এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরা-দিত্যাদিবাক্যে ইত্যর্থঃ। তদিতি তদাদিত্যমণ্ডলং ভিত্ত্বেত্যর্থঃ। তত্রাহেতি। অস্মিন্ পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তমাহেত্যর্থঃ।

জীবের মুক্তাবস্থা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব কর্ম্মসম্বন্ধ ও তন্নির্ম্মিত শরীরাদি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বাভাবিক স্বরূপে অবস্থিতিই স্বরূপাভিনিষ্পত্তি এবং তাহারই নামান্তর মুক্তি ॥ ২ ॥

পরজ্যোতিঃস্বভাব প্রাপ্তির পর তন্নিষ্পত্তি হয়; এই বাক্যে আর একটি বিচার করা হইতেছে। প্রথমত, এস্থলে জ্যোতিঃশব্দে আদিত্যমণ্ডল অথবা পরব্রহ্ম, এইরূপ সংশয় উত্থাপন পূর্ব্বক বাদী বলিতেছেন, জ্যোতিঃশব্দে আদিত্যমণ্ডলই বটে, কারণ, আদিত্যমণ্ডল ভেদ করিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি কথিত

আত্মৈব তজ্জ্যোতির্নত্বাদিত্যমণ্ডলং কুতঃ প্রকরণাদিতি। যদ্যপি জ্যোতিঃশব্দঃ সাধারণস্তথাপ্যেষঃ প্রস্তাবাদাত্মনোঽভিধায়ী। দেবো জানাতি মে মন ইত্যত্র যুস্মদর্থস্যেব দেবশব্দঃ। ইহাত্মশব্দো জ্ঞানানন্দরূপং বিভুবস্তু প্রতিপাদয়তি। অততি প্রকাশতে ইতি অত্যতে গম্যতে বিমুক্তৈরিত্যততি ব্যাপ্নোতীতি চ ব্যুৎপত্ত্যা তস্য সিদ্ধেঃ। উপনিষচ্ছব্দবদস্যানেকার্থবোধকত্বং তচ্চ বস্তু পুরুষাকার-

---

আত্মেতি। যদ্যপীতি। সাধারণঃ সূর্য্যব্রহ্মোভয়বোধকঃ। তস্য তাদৃশবস্তুনঃ। অস্যাত্মশব্দস্য। অত্র দৃষ্টান্তঃ। উপনিষৎশব্দবদিতি। স যথোপনিষীদত্যনয়েতি ব্যুৎপত্ত্যার্থত্রয়বোধকস্তদ্বদিত্যর্থঃ। উপাধিকেন নৈরশেষ্যেণ সাদয়তি শীর্ণং করোত্যবিদ্যামিতি বিশরণমর্থঃ। উপ সমীপং শ্রীহরের্নিতরাং নয়তীতি গতিরর্থঃ। উপসমীপে শ্রীহরের্নিতরাং স্থাপয়তীতি স্থাপনং ইতি ব্যাখ্যাতারঃ। নন্বেবং সতি সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তীতি ন্যায়বিরোধঃ সত্যং তথা বৃত্ত্যেকতরাশ্রয়নেন তদবিরোধো ভাবীতি। আত্মশব্দস্য ব্যুৎপত্তিত্রয়ং তু বহুলমিতি যোগবিভাগাদবগন্তব্যং। অন্যদ্বিশদার্থং ॥ ৩ ॥

হইয়াছে। বিশেষত অর্চ্চিরাদি মার্গে আদিত্যলোকের স্পষ্টত উক্তিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষীয় সঙ্গতির উত্তরে বলিতেছেন,—

পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিঃশব্দে আত্মাকেই বোধ করাইতেছে, আদিত্যমণ্ডলকে নহে। যদিও জ্যোতিঃশব্দে আদিত্যমণ্ডলাদি সাধারণকেই বোধ করাইতে পারে, তথাপি প্রস্তাব অনুসারে এইস্থলে উহা আত্মাকেই বোধ করাইবে। 'দেবো জানাতি মে মনঃ,' এই স্থলে দেবশব্দ যেরূপ যুস্মদর্থকেই বোধ করায়, এস্থলেও সেইরূপ আত্মাই জ্যোতিঃশব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। আবার এস্থলে আত্মশব্দ দ্বারা জ্ঞানানন্দস্বরূপ বিভু বস্তুই বোধিত হইতেছে। যাহা প্রকাশস্বভাব, যাহা মুক্তের লব্ধব্য ও যাহা ব্যাপক, এইরূপ বুৎপত্তি দ্বারা আত্মশব্দের

মিতি স্বীকার্য্যং। স উত্তমঃ পুরুষ ইতি বিবরণাৎ। যদুপ-সম্পন্নং পরং জ্যোতিঃ স তূত্তমঃ পুরুষো হরিরিতি তদর্থঃ ॥৩॥

অথ তত্রৈবেদং বিমৃশ্যতে। সংব্যোমপুরস্থং পরং-জ্যোতিরুপসম্পন্নো মুক্তস্তৎসালোক্যেন তিষ্ঠেদুত তৎ-সাযুজ্যেনেতি সন্দেহে নৃপপুরং প্রবিষ্টস্য লোকে তথা-স্থিতিদৃষ্টেস্তৎসালোক্যেনেতি প্রাপ্তে।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥

তদুপসম্পন্নঃ সোঽবিভাগেন তৎসাযুজ্যেনৈব তিষ্ঠতীতি মন্তব্যং। কুতঃ দৃষ্টত্বাৎ। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে

মুক্তস্য পরজ্যোতিঃপ্রাপ্তিঃ প্রাগুক্তা তামাশ্রিত্য তস্যাস্তৎসংশ্লেষক-স্থিতিরূপতা বর্ণ্যেত্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যাহ সংব্যোমেত্যাদি। তথেতি তৎ-সালোক্যেন।

তাদৃশ অর্থই সিদ্ধ হইতেছে। উপনিষদ শব্দের ন্যায় আত্মশব্দও অনেকার্থক। ঐ আত্মবস্তু আবার পুরুষাকার, এইরূপই বুঝিতে হইবে। কারণ তিনি উত্তম পুরুষ, এইরূপ বিবরণও শাস্ত্রসিদ্ধ। যিনি উপসম্পন্ন হয়েন, সেই পরম জ্যোতীরূপ পদার্থই সেই উত্তম পুরুষ হরি, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য ॥ ৩ ॥

উল্লিখিত বাক্যে আরও একটি বিচার করা হইবে। সংব্যোমপুরস্থ পর-জ্যোতিঃস্বরূপপ্রাপ্ত জীব কি কেবল সালোক্যই লাভ করেন, অথবা তাঁহার ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যও ঘটে? এইরূপ সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী, নৃপপুরপ্রবেশকারী ব্যক্তির যেরূপ কেবল তৎসালোক্যই দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ তাদৃশ জীবের কেবল ব্রহ্ম-সালোক্যই হইবে, এই প্রকার সঙ্গতি করেন, তদুত্তরে বলিতেছেন,—

তদুপসম্পন্ন জীব অবিভাগে তৎসাযুজ্যই লাভ করেন। কারণ, বেদে ঐ রূপই দৃষ্ট হয়। মুণ্ডকোপনিষদে বলিয়াছেন, নদী সকল যেরূপ সমুদ্রেই সহ-

অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্-বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যমিতি মুণ্ডকে তথৈব স্থিতিশ্রবণাৎ। সাযুজ্যং কিল সহযোগ এব। য এবং বিদ্বানুদগয়নে প্রমীয়তে দেবানামেব মহিমানং গত্বাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছতীত্যাদিতৈত্তিরীয়কাৎ। সালোক্যাদিকন্তু

অবিভাগেনেতি। তথৈবেতি তৎসাযুজ্যেনৈব। য এবমিতি। উদগয়নে উত্তরায়ণে। প্রমীয়তে ম্রিয়তে। সাযুজ্যং সহযোগং। আদিশব্দাদথ যো দক্ষিণে প্রমীয়তে পিতৃণামেব হি মহিমানং চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং সালোকতামাপ্নোতীতি বাক্যখণ্ডো গ্রাহ্যঃ। কেবলাদ্বৈতিভিরপি তচ্ছব্দেনাত্র স্বরূপৈক্যং ন শক্যং বক্তুং। তন্মতে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তচিন্মাত্রাবস্থায়ামেব তৎস্বীকারাৎ। আদিত্যতদ্গতয়োরুভয়োরপি সোপাধিকত্বমসন্দেহং। এবং সতি, সাযুজ্যং প্রতিপন্না যে তীব্রভক্তাস্তপস্বিনঃ। কিঙ্করা এব তে নিত্যং ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ॥ ইতি পরমসংহিতা। যাদৃগ্রূপস্তু ভগবান্ যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে। মুক্তশ্চ পঞ্চকালজ্ঞস্তাদৃশঃ সহ মোদতে॥ ইতি শাণ্ডিল্যস্মৃতিশ্চ সঙ্গচ্ছতে। তত্রাস্মৎক্ষীরনীরবদন্যত্র শরীরাবিষ্টগ্রহাদিবচ্চ সংশ্লেষসাযুজ্যং ন তু স্বরূপৈক্যমিতি সিদ্ধং। নন্থ, সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। স এষ ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃত॥ ইত্যাদৌ সালোক্যাদয়োঽপি মুক্তি-

যোগ প্রাপ্ত হয়, বিদ্বান্ পুরুষও তদ্রূপ মুক্তিলাভে নামরূপবিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পরমপুরুষে সাযুজ্য লাভ করেন। এস্থলে সাযুজ্য শব্দের অর্থ সহযোগ। তৈত্তিরীয়কে কথিত আছে যে, যে পুরুষ এইরূপ অবগত হইয়া উত্তরায়ণে মৃত হয়েন, তিনি দেবতাদিগের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া আদিত্যের সহিত সাযুজ্য গতি লাভ করেন। ফলত সাযুজ্যই মূল মুক্তি এবং সালোক্যাদি উহারই প্রকারভেদ মাত্র। সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির সালোক্য অর্থাৎ তল্লোকে অবস্থান, সারূপ্য অর্থাৎ ব্রহ্মরূপপ্রাপ্তি, সামীপ্য অর্থাৎ তন্নৈকট্য এবং সার্ষ্টি অর্থাৎ

তস্যৈব প্রকারঃ। ন চৈবং বিরহেঽব্যাপ্তিঃ। তত্রাপ্যন্তঃস্ফূর্ত্ত্যা মহিমসংযোগেন চ তৎসত্ত্বাৎ। ন চ দৃষ্টান্তেন স্বরূপাভেদঃ শক্যঃ। নীরে নীরান্তরস্যৈকীভাবব্যবহারেঽপ্যন্তর্ভেদস্য সত্ত্বাৎ। ইতরথা বৃদ্ধ্যাদ্যনাপত্তিঃ ॥ ৪ ॥

ভেদাঃ স্মর্য্যন্তে তেষু ন কথং স্যুরিতিচেত্তত্রাহ সালোক্যাদিকমিতি। তস্যৈব সাযুজ্যস্যৈব। প্রকারো বিশেষঃ। নন্বু ভগবত্তনুসংযোগঃ খলু মোক্ষঃ স চ লীলায়াং বিপ্রয়োগে সতি কথমিতি চেৎ তত্রাহ ন চ বিরহ ইতি। মহিমা ভগবল্লোকঃ। তৎসত্ত্বাৎ সাযুজ্যসিদ্ধেঃ। নন্বু যথা নদ্য ইতি দৃষ্টান্তেন স্বরূপৈক্যং প্রতীমঃ। যচ্চৈকত্বমপ্যেতেত্যনেনাপি স্মৃতমিতি চেৎ তত্রাহ ন চ দৃষ্টান্তেনেতি। ইতরথেতি।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি অবান্তরফলস্বরূপেই হইয়া থাকে। সালোক্যাদিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাযুজ্য না পাইতেও পারেন, কিন্তু সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি সালোক্যাদিচতুষ্টয় অবশ্য প্রাপ্ত হইবেন। ঐ সাযুজ্য আবার দ্বিবিধ :—সম্ভোগ-সাযুজ্য এবং বিপ্রলম্ভ-সাযুজ্য। সম্ভোগ-সাযুজ্য সুস্পষ্ট কিন্তু বিপ্রলম্ভ-সাযুজ্য সত্বর অনুভূত হয় না। অত্যন্ত রতি ব্যতিরেকে বিপ্রলম্ভ-সাযুজ্যের উদয় হয় না। বিপ্রলম্ভ-সাযুজ্যে বাহ্যত সালোক্য-স্ফূর্ত্তির অভাব থাকিলেও আন্তর সালোক্য-স্ফূর্ত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। কারণ, ব্রহ্মলোকের প্রাকৃত লোকের ন্যায় পরিচ্ছেদ না থাকাতে সালোক্যের অভাবই অসম্ভব। সমাধিযোগযুক্ত ব্যক্তির বিরহ-রসাস্বাদন কালেও সালোক্যাবস্থান সহজেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। নদীর সমুদ্রের সাযুজ্য-দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইলেও প্রকৃত সাযুজ্য প্রাপ্তিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আশঙ্কা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নীরে নীরান্তরের একীভাব ব্যবহারেও উহাদের অন্তর্গত ভেদ অপরিহার্য্য। জলে জলান্তরের প্রবেশ যদি উহাদের অভেদের জ্ঞাপক হইত, তবে তাদৃশ প্রবেশে তাহাদের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইত না ॥ ৪ ॥

অথ মুক্তস্য ভোগান্ নিরূপয়িষ্যতা তদ্ধেতুভূতঃ সত্য-সঙ্কল্পত্বাদিগুণগণো দিব্যবিগ্রহশ্চ নিরূপণীয়ঃ। তত্রাদৌ গুণা নিরূপ্যন্তে। তথাহি পরংজ্যোতিরূপসম্পন্নঃ কেনচিদ্গুণ-গণেন বিশিষ্ট আবির্ভবতি উত চিন্মাত্র এব সন্ কিং

স্বরূপৈক্যাভ্যুপগমে সতীত্যর্থঃ। বৃদ্ধ্যাদীতি। জলে জলান্তরসেক ঐক্যে সতি জলসাদৃশ্যোক্তির্জলবৃদ্ধিঃ কালিন্দ্যা সাগরভেদোক্তিশ্চ ন সিধ্যেদিত্যর্থঃ। কঠাঃ পঠন্তি। যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্ব্বিজানতঃ আত্মা ভবতি গৌতমেতি। স্কান্দে চ। উদকে তূদকং সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ। ন চৈতদেব ভবতি যতো বৃদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে। এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা। প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাদিতি। পাদ্মে শ্রীযমুনাস্তোত্রে। সপ্তসাগরসঙ্গতেতি তন্নাম স্মর্য্যতে। এবং সতি সালোক্যাদিরূপং যদেকত্বমপৃথক্ত্বং সাযুজ্যমিতি যাবৎ। তচ্চেৎ কৈঙ্কর্য্য-বিরোধি তর্হি নেচ্ছন্তীতি ব্যাখ্যেয়ং। ঔড়ুলোম্যনুযায়িনস্ত্বেকত্বমপ্যুত ইত্যেত-দেবং ব্যাচক্ষতে। তাদৃগুপাসনস্থাণুচৈতন্যাল্লব্ধপার্ষদতনোর্হরিতনুমজ্জন-রূপমেকত্বমিতি। তত্রাপি স্বরূপৈক্যং ন মন্তব্যং। পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীর্য্যতে। মিথ্যৈতদন্যদ্দ্রব্যং হি নৈত্যন্যদ্রব্যতাং যত ইতি শ্রীবৈষ্ণবে তস্য মিথ্যাত্বোক্তেঃ। যোগ ঐক্যং॥ ৪॥

ব্রহ্মসাযুজ্যবান্ মুক্তস্তিষ্ঠতীত্যুক্তং। তমাশ্রিত্য তস্য গুণাষ্টকবত্ত্বং নিরূ-পণীয়মিতি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। অথ মুক্তস্যেত্যাদি। তদ্ধেতুভূতো ভোগপ্রকাশ-কারণভূতঃ।

মুক্ত পুরুষের ভোগ নিরূপণ করিতে হইলে, প্রথমত তাহার হেতুভূত সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ সকল ও দিব্য বিগ্রহ নিরূপণ করিতে হয়। অতএব অগ্রে গুণ সকলই নিরূপিত হইতেছে। এক্ষণে পরজ্যোতিঃসম্পন্ন জীব কোন গুণবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হয়েন কিংবা কেবল চিন্ময় হইয়াই আবির্ভূত হয়েন

বোভয়াবিরোধাৎ উভয়বিধস্বরূপঃ সন্নিতি বিষয়ে জৈমিনের্মতং তাবদাহ।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মেণ ব্রহ্মণা নির্বৃত্তেন অপহতপাপ্মত্বাদিনা সত্যসঙ্কল্পত্বান্তেন গুণগণেন বিশিষ্টঃ সন্নাবির্ভবতি। কুতঃ উপেতি। প্রজাপতিবাক্যে তস্য গুণগণস্য জীবেঽপ্যুপন্যাসাৎ। আদিশব্দাৎ তদ্‌গুণপ্রযুক্তা মুক্তব্যবহারা জক্ষণক্রীড়নাদয়ঃ। তেভ্যস্তেন বিশিষ্টং মুক্তস্বরূপমেবাবির্ভবতীতি জৈমিনির্মন্যতে। স্মৃতিশ্চৈবমাহ যথা ন ত্রিয়তে জ্যোৎস্না ইত্যাদিনা ॥ ৫ ॥

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মেণেতি। ব্রহ্মণা শ্রীহরিণা নির্বৃত্তো ব্রাহ্মঃ। তেন নির্বৃত্তমিত্যণ্ তৃতীয়ান্তাৎ সিদ্ধমিত্যর্থেঽণ্ স্যাদিতি সূত্রার্থঃ। ভগবদুপাসনাবির্ভূতেন স্বকীয়েন গুণগণেনেত্যর্থঃ। তদ্‌গুণেতি। গুণাষ্টকহেতুকা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অথবা অবিরোধ প্রযুক্ত উভয়বিধ স্বরূপেই আবির্ভূত হয়েন; এইরূপ সংশয়ে জৈমিনির মত বলিতেছেন,—

ব্রহ্মসম্পন্ন জীব অপহতপাপ্মত্বাদি ও সত্যসঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত নিখিল গুণে ভূষিত হইয়াই আবির্ভূত হয়েন। কারণ প্রজাপতিবাক্যে বোধ হয় যে, ঈশ্বরের গুণ সকল মুক্ত জীবে উপন্যস্ত হয়। সূত্রোক্ত আদি শব্দে ব্রহ্মগুণপ্রযুক্ত আহারবিহারাদি মুক্তব্যবহার বোধিত হয়। 'যথা ন ত্রিয়তে জ্যোৎস্না' ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেরও ঐরূপই তাৎপর্য্য বোধিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মধ্যানাদ্বিপ্লুষ্টাবিদ্যো মুক্তশ্চিদ্রূপে ব্রহ্মণ্যুপসম্পন্নশ্চিন্মাত্রেণাবির্ভবতি। কুতঃ তদিতি। বৃহদারণ্যকে দ্বিতীয়স্মিন্মৈত্রেয্যুপাখ্যানে। স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবেতি চৈতন্যমাত্রত্বেনাবধারণাৎ। অতএব নির্গুণচৈতন্যং জীবস্বরূপমিত্যববুধ্যতে। অপহতপাপ্মাদয়ঃ শব্দাস্ত্ববিদ্যাত্মকেভ্যো বিকারসুখাদিভ্যো ধর্ম্মেভ্যস্তস্য ব্যাবৃত্তিং বোধয়ন্তঃ কথঞ্চিৎ তত্রৈব নেয়া ইত্যৌড়ুলোমির্মন্যতে ॥ ৬ ॥

অথ স্বমতমাহ।

চিতীতি। স যথেতি। লোকে যথা সৈন্ধবঘনো লবণমূর্ত্তিবিশেষো বহিরন্তশ্চ বিজাতীয়রসশূন্যঃ সর্ব্বো লবণৈকরসস্তথায়মাত্মা জীবোঽন্তর্বহিশ্চ জ্ঞানৈকরসঃ স্বপ্রকাশশ্চকাস্তীত্যর্থঃ। অপহতেতি। তস্য মুক্তজীবস্য। ব্যাবৃত্তিং নিবৃত্তিং। অপহতপাপ্মা অপহতঃ পাপ্মনো ব্যাবৃত্তো মুক্তজীব ইত্যেবমাদির্বাক্যার্থঃ। অগোব্যাবৃত্তো গৌরিতীত্যাদিবৎ ॥ ৬ ॥

ঔড়ুলোমি বলেন যে, ব্রহ্মধ্যান দ্বারা অবিদ্যাবিনির্ম্মুক্ত জীব চিদ্রূপ ব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়া চিন্মাত্রস্বরূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বৃহদারণ্যকে দ্বিতীয় মৈত্রেয়ীর উপাখ্যানে 'স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ,' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রজ্ঞানঘন শব্দ দ্বারা জীবের চৈতন্যমাত্রস্বরূপত্বই অবধারিত হইয়াছে। অতএব নির্গুণ চিন্মাত্রই জীবের স্বরূপ। অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ সকল দ্বারা অবিদ্যাবিনির্ম্মুক্ত জীবের প্রকৃতিবিকারভূত সুখদুঃখাদির ব্যাবৃত্তিই বুঝিতে হইবে ॥ ৬ ॥

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

এবমপি চিন্মাত্রস্বরূপত্বনিরূপণে সত্যপি তস্মিংস্তস্য গুণাষ্টকস্যাবিরোধং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ উপন্যাসেত্যাদেঃ। প্রজাপতিবাক্যে তদুপন্যাসাৎ প্রমাণাৎ তস্য পূর্ব্বস্য জৈমিন্যুক্তস্যাপি তত্র সত্ত্বাৎ। শ্রুতিত্বাবিশেষেণোভয়োর্ব্বাক্যয়োঃ সমপ্রামাণ্যাদুভয়বিধস্বরূপত্বং মুক্তস্যেতিসিদ্ধান্তঃ। অত্র প্রজ্ঞানঘন এবেতি শ্রুতের্নির্গুণ-চিন্মাত্রং জীবস্বরূপমিত্যর্থো বাদরায়ণস্যাভিমতঃ। এবমপ্যবিরোধমিত্যুক্তেঃ। ন চৈবমবধারণবাধঃ। সর্ব্বাংশেন জড়-ব্যাবৃত্তস্বপ্রকাশোঽয়মাত্মেতি তস্মাদ্বাক্যাদেব সুব্যক্তেঃ।

অথেতি। তস্মিন্ মুক্তজীবে। তস্য জৈমিন্যুক্তস্য। ন চৈবমিতি। প্রজ্ঞানঘন এবেত্যবধারণবাধো ন ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। যথা সৈন্ধব-

---

এক্ষণে নিজ মত ব্যক্ত করিতেছেন। বাদরি ঋষি বলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবের চিন্মাত্রস্বরূপত্ব নির্ণীত হইলেও তাঁহার সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণাষ্টকবিশিষ্টত্ব সম্বন্ধে কোনই বিরোধ দেখা যায় না। কারণ, প্রজাপতিবাক্যোক্ত নির্গুণ চিন্মাত্রস্বরূপত্ব এবং জৈমিন্যুক্ত গুণাষ্টকবিশিষ্টত্ব, এতদুভয়ই মুক্ত জীবে সম্ভব হইতেছে। উভয়ত্রই শ্রুতি দেখা যাইতেছে। এবং উভয়ই শ্রুতি; সুতরাং অবিশেষ হেতু উভয়েরই সমপ্রামাণ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। অতএব মুক্ত জীবের উভয়বিধস্বরূপত্বই সিদ্ধান্তিত হইতেছে। 'প্রজ্ঞানঘন এব' ইত্যাদি শ্রুতি-প্রামাণ্য বলে নির্গুণ চিন্মাত্র জীবস্বরূপই বাদরায়ণের অভিমত। অবিরোধ উক্তি হইতেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে। ইহাতে অবধারণের কোন বাধা হইতেছে না। ঐ বাক্য হইতেই আত্মার সর্ব্বাংশে জড়ব্যাবৃত্ত-স্বপ্রকাশ-

ন চেদৃশেঽপি জীবে বাক্যান্তরাবগতস্য তস্য গুণাষ্টকস্য সম্বন্ধো বিরুধ্যতে। যথা কার্ৎস্নেন রসঘনেঽপি সৈন্ধবঘনে দৃগাদিগ্রাহ্যা রূপকাঠিন্যাদয়ো ন বিরুধ্যেরন্নিতি। তস্মাদপহতপাপ্মত্বাদিনা গুণাষ্টকেন বিশিষ্টো জ্ঞানস্বরূপো জীব আবির্ভবতীতি ॥ ৭ ॥

অথ মুক্তস্য সত্যসঙ্কল্পত্বং নিরূপয়তি। ছান্দোগ্যে স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বেতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। মুক্তস্য জ্ঞাত্যাদিপ্রাপ্তিঃ প্রযত্নান্তরাদুত সঙ্কল্পমাত্রাদিতি। লোকে রাজাদীনাং সত্যসঙ্কল্পতয়োক্তানামপি কার্য্যসঙ্কল্পে প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্বদর্শনাৎ তৎসহিতাদেব সঙ্কল্পাৎ তৎপ্রাপ্তিরিতি প্রাপ্তে।

ঘনেত্যাদিকাদিত্যর্থঃ। ন চেতি। ঈদৃশেঽপি সর্ব্বাংশেন বিজ্ঞানঘনেঽপীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

অথেত্যাদি। সত্যসঙ্কল্পধর্ম্মা মুক্তঃ প্রোক্তস্তমুপজীব্য পিত্রাদিপার্ষদশালিত্বং তস্য বর্ণ্যমিতি প্রাপ্তৎ সঙ্গতিঃ। কার্য্যসঙ্কল্প ইতি। প্রাসাদাদিনির্ম্মিৎসায়াং পাষাণকাষ্ঠাদিসংগ্রহাপেক্ষাদর্শনাদিত্যর্থঃ। তৎসহিতাৎ প্রযত্নান্তরযুক্তাৎ।

স্বরূপত্ব সুব্যক্ত হইতেছে। এইরূপে বাক্যান্তর হইতে অবগত জীবের গুণাষ্টকসম্বন্ধও বিরুদ্ধ হইতেছে না। সৈন্ধবরস ঘনীভূত হইলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-কাঠিন্যাদিগুণবিশিষ্ট হইবে, তাহাতে আর বাধা কি? তদ্রূপ প্রজ্ঞানঘনাবস্থায় জীবে ঐশ্বরিক গুণের উদয় সম্বন্ধে কিছুই আপত্তি হইতে পারে না। অতএব অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবিশিষ্ট হইয়া জ্ঞানস্বরূপ জীবের আবির্ভাব স্বীকার্য্য হইতেছে ॥৭॥

এক্ষণে মুক্ত জীবের সত্যসঙ্কল্পত্ব নিরূপিত হইতেছে। ছান্দোগ্যে উক্ত হইয়াছে যে, 'জীব ব্রহ্মপুরে যাহা ইচ্ছা আহার করেন, যেরূপ ইচ্ছা ক্রীড়া করেন,

সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥

সঙ্কল্পমাত্রাদেবাস্য তৎপ্রাপ্তিঃ। কুতঃ তচ্ছ্রুতেঃ। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। ইতি পূর্ব্বত্র তন্মাত্রাদেব তৎপ্রাপ্তিশ্রবণাৎ। ইতরথাবধারণস্য বাধঃ। প্রজ্ঞানঘন এবেত্যত্র ধর্ম্মাবেদকাদ্বাক্যান্তরাৎ তস্য ব্যবস্থাপনং। ন চ তদ্বৎ সাপেক্ষত্বাবেদকং বাক্যান্তরং পশ্যামঃ।

সঙ্কল্পাদিতি। তন্মাত্রাদেব কেবলসঙ্কল্পাদেব। ইতরেথেতি তন্মাত্রাদেব ইত্যস্বীকারে সঙ্কল্পাদেবাস্যেত্যত্রাবধারণবাধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তস্যেত্যবধারণস্য।

ইচ্ছানুসারে স্ত্রীর সহিত রমণ করেন, যানারোহণে ভ্রমণ করেন এবং জ্ঞাতি সকল প্রাপ্ত হয়েন।' এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, মুক্তপুরুষের জ্ঞাতিপ্রাপ্তি প্রভৃতির নিমিত্ত প্রযত্ন করিতে হয়, কি ইচ্ছামাত্রই তত্তৎ সঙ্কল্পের সিদ্ধি হয়? সত্যসঙ্কল্প রাজাদিগেরও কার্য্যসঙ্কল্পে প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মুক্তপুরুষেরও প্রযত্নের প্রয়োজন হউক, এইরূপ বাদের নিরসনের নিমিত্ত আচার্য্য সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—

মুক্তজীবের সঙ্কল্পমাত্রই প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রামাণ্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত আছে, তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই পিতৃলোকের উৎপত্তি হয় এবং তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দানুভব করেন। এইরূপ না হইলে, অবধারণের বাধ হয়। প্রজ্ঞানঘন পদার্থের স্বাভাবিকী সিদ্ধি এইরূপই। প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্ববোধক বাক্যান্তর বেদে নাই। অতএব প্রজ্ঞানঘন পদার্থের স্বাভাবিক সামর্থ্যেই ঐরূপ ব্যবস্থাপন হইল। আবার মুক্তপুরুষের তাদৃশী ইচ্ছা আছে,

এষা স্বসুখৈশ্বর্য্যপ্রধানা মুক্তিঃ সেবারসাস্বাদলুব্ধৈর্নাপেক্ষ্যেতি তদ্ধেয়ত্ববচনান্যুপপদ্যেরন্নিতি ॥ ৮ ॥

অথ সত্যসঙ্কল্পস্যাপি মুক্তস্য পুরুষোত্তমৈকাশ্রয়ত্বং দর্শয়তি। মুক্তঃ পুরুষোত্তমাদন্যেন নিয়ম্যো ন বেতি সন্দেহে তদন্যেন নিয়ম্যঃ স্যাৎ পরসদ্মগতত্বাৎ রাজসদ্মগতবদিতি প্রাপ্তে।

অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥ ৯ ॥

তদিতি প্রযত্নান্তরসাপেক্ষত্ববোধকমিত্যর্থঃ। কৈঙ্কর্য্যরসেত্যনুক্ত্বা সেবারসেত্যুক্তিঃ সর্ব্বভক্তগ্রহণায়। তদ্ধেয়ত্বেতি। মুক্তিত্যাজ্যত্ববাক্যানীত্যর্থঃ। তানি চ সালোক্যসার্ষ্টীত্যাদীনি বোধ্যানি ॥ ৮ ॥

মুক্তমুপজীব্য তস্য ভগবৎকিঙ্করতা বর্ণ্যেতি প্রাগ্বৎ সঙ্গতিঃ। অথেত্যাদি। তদন্যেন পুরুষোত্তমাদিতরেণ।

এরূপ বাক্যও বেদে দেখা যায় না; বরং সেবারসাস্বাদলুব্ধ মুক্তপুরুষেরা ঐ স্বসুখৈশ্বর্য্যপ্রধানা মুক্তির অপেক্ষাই করেন না। অধিকন্তু ঐ রূপ মুক্তির হেয়ত্ববোধক বচনই বেদে দৃষ্ট হয়। সুতরাং মুক্তপুরুষ সকল সত্যসঙ্কল্প হইলেও ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ বাঞ্ছা করেন না, ইহাই জানিতে হইবে ॥ ৮ ॥

মুক্তপুরুষ সত্যসঙ্কল্প হইয়াও একমাত্র পুরুষোত্তম ভগবানকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই করেন না, ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। পুরুষোত্তম ভিন্ন আর কেহ তাঁহাদিগের নিয়ামক কি না, এইরূপ সন্দেহে, ব্রহ্মপুররূপ পরগৃহে অবস্থিত মুক্তপুরুষ, রাজগৃহ-গত পুরুষ যেরূপ তৎপুরস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা নিয়মিত হয়েন, তদ্রূপ অন্য দ্বারা নিয়মিত হউন, এইরূপ আপত্তির উত্থাপন করিয়া তাহার সমাধানার্থ নবম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

অতঃ পুরুষোত্তমানুগ্রহাবির্ভাবাৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাদেব হেতোর্মুক্তোঽনন্যাধিপতিশ্চ ভবতি। নাস্ত্যন্যঃ পুরুষোত্তমাদধিপতির্যস্য সঃ। তদেকাশ্রয়ঃ সন্ দীব্যতীতি। ইতরথা সংসারবিশেষাপত্তিঃ স্যাৎ। অস্য সত্যসঙ্কল্পত্বং স্বাত্মভূতমপি পুরুষোত্তমোপাসনাদাবির্ভূতমতোঽসৌ তমেবানন্তানন্দং স্বাশ্রিতবৎসলমনুকম্পয়ন্ প্রমোদতে। স চ মুক্তমানন্দয়তীতি বিবক্ষ্যতি দর্শয়তশ্চৈবমিত্যাদিনা। তদংশো জীবস্তস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে তস্মাদেবেতি প্রাক্ প্রদর্শিতং। অতঃ সত্যসঙ্কল্পাদেব মুক্তোঽনন্যাধিপতির্নাস্ত্যন্যো-

অত ইতি ব্যাচষ্টে। পুরুষোত্তমেত্যাদি। ইতরথেতি। পুরুষোত্তমাদন্যেনাপি নিয়ম্যত্বে সতি নিখিলকিঙ্করো মুক্তঃ সংসারিতুল্যঃ স্যাদেব কিঙ্করবদিত্যর্থঃ। যত্তু পরসদ্মগতত্বাদন্যনিয়ম্যত্বমুক্তং তৎ খলু স্থূলং সৎসদ্মনি তজ্জনানাং তদানুকূল্যেন ধর্ম্মেণ মিথোঽতিস্নেহোদয়াৎ। শ্রীহরেস্তু স্বরূপপ্রযুক্তমেবেশনং তচ্চ তজ্জনানাং ভূষণরূপমেব। বিষ্বক্সেনাদিনিত্যমুক্তজীবানাং যৎ স্বেতরান্ প্রতি নিয়ামকত্বং স্বীকুর্ব্বন্তি তত্ত্বীশদত্তাধিপত্যাদীশ্বরীয়মেব বোধ্যং। ন চৈবং গুরুলঘুভাববিলোপাপত্তিঃ তদ্ভক্তিমহিম্না তদ্ভাবস্য সত্ত্বাৎ। ব্যাখ্যান্তরমাহ অত ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

পুরুষোত্তমানুগৃহীত সত্যসঙ্কল্প মুক্তপুরুষ সকল কেবল পুরুষোত্তম কর্ত্তৃকই নিয়মিত হয়েন, আর কেহই তাঁহাদিগের নিয়ামক হইতে পারে না। অন্যথা মুক্তপুরুষেরও এক প্রকার সংসার-বিশেষ হইয়া পড়িবে। তাঁহারা কেবল পুরুষোত্তমকে সেবা করিয়াই আনন্দানুভব করেন। পরমেশ্বরও তাঁহাদিগকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের বিভিন্নাংশরূপ জীবের কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব ঈশ্বর হইতেই সিদ্ধ হয়, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত

হ্ধিপতিরস্মেতি বিধিনিষেধাযোগ্যো ভবতি। তদ্‌যোগ্যত্বে তু সত্যসঙ্কল্পত্বং বিহন্যেতেত্যেকে ॥ ৯ ॥

অথ মুক্তস্য দিব্যবিগ্রহযোগং দর্শয়তি। তত্রৈব সংশয়ঃ। পরংজ্যোতিরুপসম্পন্নস্য মুক্তস্য বিগ্রহাদিকমস্ত্যত নাস্ত্যাহোস্বিৎ যথেচ্ছমস্তি চ নাস্তি চেতি। তত্র তাবদ্‌বাদরিমতমাহ।

অভাবে বাদরিরাহ হ্যেবং ॥ ১০ ॥

মুক্তস্য বিগ্রহাদ্যভাবং বাদরির্মন্যতে। বিগ্রহাদিকং খলু অদৃষ্টস্সৃষ্টং। তদানীমদৃষ্টাভাবাৎ তন্ন সম্ভবেৎ। কুতঃ আহ

অথ মুক্তস্যেত্যাদি। ইহাপি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিঃ। অত্র কেচিৎ ব্যাচক্ষতে। সঙ্কল্পাদিত্যত্র মুক্তস্য মনোঽস্তীতি প্রতীতং। অথ দেহাদিকং তস্যাস্তি ন বেতি সংশয়ে বাদরিস্তদভাবমাহ। হি যতো মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমত ইতি শ্রুতিস্তস্য রমণে মনোমাত্রসাধনমাহ। যথা সঙ্কল্পাদেবেত্যবধারণেন সাধনান্তরাভাবস্তথান্যযোগব্যবচ্ছেদিনা মনসেতি বিশেষণেন তদভাবঃ। বিশেষণমন্যথা পীড্যেত।

হইয়াছে। অতএব সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রযুক্ত মুক্তপুরুষ অনন্যাধিপতি ও বিধিনিষেধের অযোগ্য; ইহাই বুঝিতে হইবে। যিনি বিধিনিষেধের অধীন, তাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা সিদ্ধ হয় না। বস্তুত ঈশ্বরেচ্ছা ও মুক্তপুরুষের ইচ্ছার কোন ভেদ না থাকাতে সকল সামঞ্জস্যই রক্ষিত হইতেছে ॥ ৯ ॥

অনন্তর মুক্তপুরুষের দিব্যবিগ্রহযোগ প্রদর্শিত হইতেছে। পরমজ্যোতিঃস্বভাবপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষের কোনরূপ বিগ্রহাদি আছে কি না, অথবা ঐ বিগ্রহাদি যথেচ্ছ থাকে কি না, এইরূপ সংশয় উত্থাপন করিয়া তৎসমাধানার্থ প্রথমেই বাদরি নামক অন্য কোন ঋষির মত বলিতেছেন,—

হ্যেবং। হি যস্মাৎ ছান্দোগ্যশ্রুতিরেবমাহ। ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইতি বিগ্রহাদিযোগে দুঃখস্যাপরিহার্য্যত্বমুক্ত্বাস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়েত্যাদিনা তস্য তত্রাবিগ্রহত্বমুচ্যতে। দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনামিতি স্মৃতেশ্চ ॥ ১০ ॥

আহ হ্যেবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥ ১১ ॥

মুক্তস্য বিগ্রহাদিভাবং জৈমিনির্মন্যতে কুতঃ বিকল্পেতি। স একধা ভবতি দ্বিধা ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব

অভাব ইতি। মুক্তস্যেতি। বিগ্রহাদ্যভাবং দেহেন্দ্রিয়বিরহং। প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ সুখদুঃখয়োঃ। অপহতির্বিনাশঃ। তস্য তত্রেতি। তস্য মুক্তস্য। তত্র মুক্তৌ। দেহেন্দ্রিয়েতি শ্রীভাগবতে ॥ ১০ ॥

আহেতি। জৈমিনির্মনসৈব দেহেন্দ্রিয়াণাং ভাবং মন্যতে। ন হি দেহভেদেন বিনা কদাচিদেকধাভাবঃ কদাচিত্রিধাভাব ইত্যাদিবিকল্পাঃ সংভবেয়ুঃ।

বাদরি বলেন,—মুক্তপুরুষের বিগ্রহাদি নাই। বিগ্রহাদি অদৃষ্টস্পৃষ্ট; অতএব তৎকালে অদৃষ্টের অভাব প্রযুক্ত বিগ্রহাদির সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। ছান্দোগ্যে উক্ত হইয়াছে, তৎকালে প্রিয়াপ্রিয়যোগ না থাকায় জীব অশরীর হইয়াই অবস্থান করেন। এই স্থলে বিগ্রহাদিযোগে দুঃখের অপরিহার্য্যত্ব প্রদর্শন করিয়া, 'এই শরীর হইতে সমুত্থান করিয়া, ইত্যাদি স্থলে পুনর্ব্বার বিগ্রহ হইতে বিমুক্তি পর্য্যন্তও কথিত হইয়াছে। স্মৃতিতেও কথিত আছে যে, দেহাদিবিহীন হইয়াই মুক্তজীব বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর জৈমিনির মত প্রদর্শিত হইতেছে, মুক্তপুরুষের বিগ্রহ আছে, ইহাই জৈমিনির মত। তিনি বলেন,—বেদে উক্ত হইয়াছে যে, মুক্তজীব

পুনশ্চৈকাদশ স্মৃতঃ। শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিরিতি ভূমবিদ্যায়াং তস্য বিবিধকল্পশ্রবণাৎ। নহি বিবিধবিগ্রহতামন্তরা বহুত্বমণুপরিমাণস্য তস্যাঞ্জসমবকল্পেত। ন চৈতদবাস্তবমিতি শক্যং শঙ্কিতুং মোক্ষপ্রকরণস্থত্বাৎ। এবং সত্যং শরীরমিতি ত্বদৃষ্টবিগ্রহাদ্যভাবপরং। বক্ষ্যমাণ-স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ॥

অথ স্বমতমাহ।

তত্র, বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ ইত্যাদি স্মৃতিশ্চ। আঞ্জসমিতি মুখ্যতয়েত্যর্থঃ। ন চেতি। এতদ্বহুত্বং। শঙ্কিতুমিতি। অশরীরমিত্যেতৎ সঙ্কল্প-সিদ্ধং দেহাদিকং প্রতিষেদ্ধুং নালমিত্যর্থঃ। বক্ষমাণা স্মৃতির্ব্বসন্তীত্যাদিকা। ইহৈকস্মিন্ বিগ্রহে স্থিতস্যাণোঃ প্রসৃতয়া প্রজ্ঞয়া বিগ্রহান্তরেঽপ্যাত্মাভিমান ইত্যেকে। অচিন্ত্যয়েশশক্ত্যৈব হ্যেকাবয়ববর্জিতঃ। আত্মানং বহুধা কৃত্বা ক্রীড়তে যোগসম্পদেতি পাপ্মাদণুরাত্মা বহুতাং ভজতীতি ন কাপ্যনুপপত্তি-রিত্যপরে ॥ ১১ ॥

কখন এক, কখন দুই, কখন তিন, এইরূপ বহু আকার ধারণ করিতে পারেন। এই সকল বেদবাক্যে মুক্তপুরুষের বিগ্রহ স্বীকৃতই হইয়াছে। কারণ, অবিগ্রহের বহুত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না। অণুপরিমাণ পদার্থের বহুত্বই অসম্ভব। মুক্তের ঐ অবস্থাকে অবাস্তবও বলা যায় না; কারণ, মোক্ষপ্রকরণে বহুরূপত্বই দেখা যায়। অতএব বেদে যে স্থলে মুক্তপুরুষকে শরীরবিহীন বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহার অদৃষ্টসৃষ্ট জড়ানুযন্ত্রিত বিগ্রহেরই অভাব বুঝিতে হইবে। কিন্তু সত্যসঙ্কল্প মুক্তপুরুষের অপ্রাকৃত স্বাধীন বিগ্রহ নিত্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১১ ॥

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ॥ ১২॥

অতঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাদেব হেতোরুভয়বিধং মুক্তং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে উভয়বিধবাক্যদর্শনাৎ তমবিগ্রহং সবিগ্রহঞ্চ স্বীকরোতীত্যর্থঃ। দ্বাদশাহবৎ। যথা দ্বাদশাহস্য যজমানেচ্ছয়ানেকযজমানকত্বে সত্রত্বমেকযজমানকত্বেঽহীনত্বঞ্চ ন বিরুদ্ধ্যতে। তথা স্বেচ্ছয়াবিগ্রহত্বং সবিগ্রহত্বঞ্চ মুক্তস্যেত্যর্থঃ। ইদমত্র তত্ত্বং। মুক্তাঃ খলু ব্রহ্মবিদ্যয়া সংচ্ছিন্নপিধানাঃ সত্যসঙ্কল্পাশ্চ ভবন্তি। তেষু যে বিগ্রহাদিলিপ্সবস্তে সঙ্কল্পাদেব তদ্বন্তঃ স্যুঃ। স একধেত্যাদিশ্রুতেঃ। যে তু ন তাদৃশাস্তে কিল ন তদ্বন্তঃ। অশরীরং বাবেত্যাদিশ্রুতেঃ। যে ব্রাহ্মণবপুষা নিত্যং ব্রহ্মানুবৃত্তিমিচ্ছন্তি তেষান্তু

এক্ষণে নিজ মত প্রদর্শন করিতেছেন,—সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রযুক্ত অবিগ্রহত্ব ও সবিগ্রহত্ব এই উভয়বিধস্বরূপত্বই বাদরায়ণের অভিমত। কারণ, বেদে উক্ত উভয়বিধ বাক্যই দেখা যায়। যজমানের ইচ্ছানুসারে অনেক যজমান থাকিলে, দ্বাদশাহ যজ্ঞকে সত্র বলা যায় এবং ঐ যজ্ঞের এক জন যজমান হইলে, তাহাকে অহীন বলা যায়; কিন্তু উভয় যজ্ঞই যেরূপ দ্বাদশাহ যজ্ঞ, তাহাতে কোন বিশেষ নাই; তদ্রূপ, সঙ্কল্প বশত সবিগ্রহত্ব ও অবিগ্রহত্ব উভয়ই মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে স্বীকার্য্য হইতেছে। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে,—মুক্তজীব ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অবিদ্যাবরণ ছেদন করিয়াই সত্যসঙ্কল্প হয়েন। তন্মধ্যে যাঁহাদের সাধন কাল হইতে সেবাসঙ্কল্প থাকে, তাঁহারা বিগ্রহবিশিষ্ট হয়েন, আর যাঁহাদের সে সঙ্কল্প থাকে না; তাঁহারা নিরাকারলোভে বিগ্রহবিহীনই হয়েন। যাঁহারা ব্রহ্মশরীর দ্বারা নিত্য ব্রহ্মানুবৃত্তি

তচ্চিচ্ছক্তিময়ং তদাবির্ভবতীতি কিল নিত্যং তদ্বস্তুস্তদনু-বর্ত্তন্ত ইতি মন্তব্যং। বৃহদারণ্যকে যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেদিত্যাদিশ্রবণাৎ। স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্ত্যমতিসৃজ্য ব্রহ্মাভিসম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্ব্বমনুভবতীতি মাধ্যন্দিনায়ন-শ্রুতেশ্চ। বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয় ইতি স্মৃতেশ্চ। আসাধনসময়াদেব সঙ্কল্পো বোধ্যঃ। যথাক্রতু-শ্রুতেঃ গচ্ছামি বিষ্ণুপাদাভ্যাং বিষ্ণুদৃষ্ট্যানুদর্শনং ইত্যাদি পূর্ব্বস্মরণাৎ মুক্তস্যৈতদ্ ভবিষ্যতীত্যেবং স্মৃতেশ্চ ॥ ১২ ॥

অথেতি। তচ্চিচ্ছক্তিময়মিতি। ব্রহ্মশক্তিময়ং তদ্বিগ্রহাদিত্যর্থঃ। তদিতি। তদ্ব্রহ্ম। নিত্যমনুবর্ত্তন্তে সেবন্ত ইত্যর্থঃ। যত্র ত্বিতি উত্তরং মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণ-বাক্যমেতৎ। যত্র মোক্ষদশায়ামস্য মুক্তস্য জীবস্যাত্মা ব্যাপিচিৎসুখবিগ্রহো হরিরেব স্বসঙ্কল্পশক্ত্যা সর্ব্বং দেহেন্দ্রিয়াদিকমভূত্তদা স মুক্তঃ কেন কং পশ্যে-দপি তু হরিশক্ত্যাত্মকেন দেহেন্দ্রিয়েণ তমেব শ্রীহরিং পশ্যেদিত্যর্থঃ। যে ত্বেতদ্-ব্যাখ্যানং নেচ্ছন্তি তেষাং সর্ব্বমিতি নিরর্থকং স্যাৎ। কিন্তু যত্র ত্বয়মাত্মৈ-বাভূদিতি যুজ্যেত বক্তুং। কিঞ্চ জীবস্য তদা লবণাকরনিপাতন্যায়েন পূর্ব্বস্বভাব-বিনাশপূর্ব্বকব্রহ্মভাবোৎপত্তির্ব্বিবক্ষিতা কিম্বা রাজপুত্রধীবরন্যায়েন ভ্রান্তি-নিবৃত্তিরিতি। নাদ্যঃ উভয়োরনিত্যতাপত্তেঃ। নেতরঃ সার্ব্বজ্ঞশ্রুতিব্যাকোপাৎ। তস্মাদুক্তমেব সুষ্ঠু। গচ্ছামীতি বৃহত্তন্ত্রে ॥ ১২ ॥

কামনা করেন, তাঁহাদের মুক্তাবস্থায় চিচ্ছক্তিময় দেহের আবির্ভাব হয়। 'স বা এষ পুরুষঃ' ইত্যাদি শ্রুতি এবং 'বসন্তি যত্র পুরুষাঃ' ইত্যাদি স্মৃতিই ইহার পোষক হইতেছে। 'আমি বিষ্ণুপাদ দ্বারা গমন করি' ইত্যাদি বাক্য হইতে সাধনকালীন সঙ্কল্পকেই মুক্তাবস্থায় অবিগ্রহত্ব বা সবিগ্রহত্বের

ভোগহেতবো ধর্ম্মা দিব্যদেহযোগাশ্চ নিরূপিতাঃ। ভোগশ্চ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধঃ। স চোভয়থাপি স্যাদিতি বক্তুং প্রারম্ভঃ। তত্রৈবং সংশয়ঃ। মুক্তস্য ভোগঃ সম্ভবেন্ন বেতি। দেহেন্দ্রিয়াদিবিরহাৎ ন সম্ভবেৎ যদ্যয়ং যোগী মন্তব্যস্তদাপ্যানন্দপূর্ণস্য তস্য তত্তৃষ্ণানুদয়াৎ ন স যুক্ত ইতি প্রাপ্তে।

ভোগেতি। সোঽশ্নুতে ইতি। নন্বেষা শ্রুতিরপার্থা বিজিঘিৎসোঽপিপাস ইতি শ্রুত্যা ভক্তভগবতোর্বিশেষত্বাৎ। মৈবং। তৃপ্তস্যাপি হরের্ভক্তেচ্ছয়া বুভুক্ষোদয়াৎ ভুক্তস্য চ তৃপ্তস্যাপি ভোগ্যহরিপ্রসাদত্বেন তদুদয়াৎ শ্রীহরের্ভক্তেচ্ছানুগামীচ্ছত্বং স্বেচ্ছাময়স্যেতি স্মরণাৎ। অন্যথা ভোক্তৃত্বাবেদকানি বহুবাক্যানি ব্যাকুপ্যেয়ুঃ। তথাচ ন সা শ্রুতিরপার্থা। ক্ষুৎপিপাসাপ্রতিষেধস্তু বায়ুবিকারপ্রাণাভাবাৎ ভৌতিকভোগ্যাভাবপরঃ। ন তু রসাত্মকানি ভোগ্যানি বারয়িতুং তৎপ্রতিষেধঃ প্রভবতি তেষাং বচনেভ্যঃ সিদ্ধেঃ। তত্তৃষ্ণেতি। আনন্দহেতুভূতরসাদিভোগ্যস্পৃহাভাবাদিত্যর্থঃ।

নিদান বলিয়া দেখা যাইতেছে। আবার 'সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মুক্তজীবের বিকাররহিত নিত্য বিগ্রহও প্রমাণিত হইতেছে॥ ১২॥

এইরূপে মুক্তজীবের ভোগহেতু ধর্ম্ম সকল ও দিব্য দেহ নিরূপিত হইল এবং 'সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্,' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগের ভোগও সিদ্ধ হইল। এক্ষণে অবিগ্রহ ও সবিগ্রহ উভয়েরই ভোগ আছে, ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমত, মুক্তপুরুষের ভোগই সম্ভব কি না? এইরূপ সংশয় তুলিয়া, দেহেন্দ্রিয়বিহীন মুক্তপুরুষের ভোগই হইতে পারে না এবং সবিগ্রহ মুক্তপুরুষেরও পূর্ণানন্দত্ব প্রযুক্ত ভোগতৃষ্ণার অভাব হেতু ভোগেচ্ছাও সম্ভবপর নহে, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত করিলেন। পরে পরবর্ত্তী সূত্রে তাহারই সমাধান করিতেছেন।

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

ন চ বিগ্রহাভাবে ভোগাসম্ভবঃ। তত্র সন্ধ্যবৎ তস্যোপপত্তেঃ। সন্ধ্যং স্বপ্নঃ। তত্র যথা তনুং বিনাপি ভোগঃ এবমিহাপি স উচ্যতে ॥ ১৩ ॥

সবিগ্রহত্বে তু পুষ্কলভোগ ইত্যাহ।

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

ভাবে বিগ্রহসত্ত্বে জাগ্রদ্বদ্ ভোগঃ। পূর্ব্বপক্ষস্তু ভোক্তব্যস্য রসাদের্ভগবৎপ্রসাদত্বেন স্পৃহণীয়ত্বাদেব ন যুক্তঃ। তৃপ্তস্যাপি হরের্ভক্তেচ্ছয়া ভোগেচ্ছাদয়ঃ। মুক্তস্য তু তৎপ্রসাদে ভোগ্যে ভক্ত্যৈব স্পৃহোদয় ইতি বোধ্যং ॥ ১৪ ॥

তন্বভাব ইতি। দেহাভাবে স্বপ্নবন্মানসিকো ভোগো জাগ্রদ্বিলক্ষণঃ ভোগে সাধনান্তরং নিবারয়তি মনসেতি শ্রুত্যা তৎসিদ্ধেঃ ॥ ১৩ ॥

ভাব ইতি ॥ দেহাদিভাবে স্বাপ্নিকভোগবিলক্ষণো জাগ্রদ্বৎ ভোগ ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বিগ্রহ না থাকিলেও ভোগের অসম্ভাবনা নাই। স্বপ্নে যেরূপ শরীরসম্বন্ধ না থাকিলেও ভোগ হইয়া থাকে, তদ্রূপ অবিগ্রহ মুক্তপুরুষেরও মানসসুখ অপরিহার্য্য ॥ ১৩ ॥

পরে, যাঁহাদের বিগ্রহ থাকে, তাঁহাদের যথেষ্ট ভোগই সম্ভব, ইহাই বলিতেছেন;—সবিগ্রহ মুক্তপুরুষের ভোগ জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় স্থূল। আনন্দপূর্ণ জীবের ভোগতৃষ্ণা থাকে না, সত্য; কিন্তু ভগবৎপ্রসাদভূত ভোক্তব্য রসাদি ভোগের নিমিত্ত মুক্তপুরুষের ভোগেচ্ছাও অসম্ভব নহে; পরন্তু উহা যুক্তই হইতেছে। ভগবান যেরূপ আপ্তকাম হইয়াও ভক্তেচ্ছানু-

অথ মুক্তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যং প্রকাশয়তি। ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখিতাং সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি ছান্দোগ্যে সর্ব্ববস্তুবিষয়কং জ্ঞানং মুক্তস্যোক্তং। তদ্‌যুজ্যতে ন বেতি সংশয়ে প্রাজ্ঞেনাত্মনেত্যাদিশ্রবণাৎ ন যুক্তমিতি প্রাপ্তৌ।

প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বং মুক্তস্য ভোগো নিরূপিতঃ স নোপপদ্যতে প্রাজ্ঞেনেতি শ্রুত্যা তস্য জ্ঞানবৈধুর্য্যাভিধানাৎ। ভোক্তুঃ খলু জ্ঞানবৈচিত্র্যমপেক্ষ্যমিত্যাক্ষিপ্য সমাধেরাক্ষেপোঽত্র সঙ্গতিঃ। অথেত্যাদি। ন পশ্য ইতি। পশ্যো ব্রহ্মাধ্যায়ী বিদ্বান্। সর্ব্বং প্রাকৃতাপ্রাকৃতং ব্রহ্মবিভূতিভূতং বস্তু পশ্যতি ব্রহ্মবিত্তবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বং তৎ সর্ব্বশঃ সামস্ত্যেনাপ্নোতি তদুপাসনপ্রভাবেন সর্ব্বং তস্যোপতিষ্ঠতে স তু স্বাভীষ্টমেবাদত্তে নত্বনভীষ্টঞ্চেতি ন চাধিকাধিকমিতি পূর্ব্ববদ্বোধ্যং। প্রাজ্ঞেনেতি। যদ্যপ্যেতদ্বাক্যং সুপ্তোৎক্রান্তান্ততরপরং তথাপি মুক্তপরতয়া পূর্ব্বপক্ষিণা হঠাদ্‌যোজ্যত ইতি জ্ঞেয়ং।

সারে ভোগ করেন, ভক্তও তদ্রূপ ভোগ করিয়া থাকেন। ভক্তিহেতুক ভগবৎপ্রসাদভোগেচ্ছাও ভক্তিমধ্যেই গণ্য হইতেছে, সুতরাং তাহাতে কোনরূপ দোষও ঘটিতেছে না ॥ ১৪ ॥

অনন্তর মুক্তপুরুষের সার্ব্বজ্ঞ্য প্রকাশ করিতেছেন,—

'ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি,' ইত্যাদি বেদবাক্যে মুক্তজীবের সর্ব্ববস্তুবিষয়ক জ্ঞান উক্ত হইয়াছে। কিন্তু 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা' ইত্যাদি বেদবাক্যে তাঁহার জ্ঞানাভাবের উক্তি দেখিয়া তাদৃশ পুরুষ অসর্ব্বজ্ঞই হউন, এইরূপ আপত্তির নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

প্রদীপস্য যথা প্রভয়ানেকদেশাবেশস্তদ্বৎ প্রসৃতয়া প্রজ্ঞয়ানেকার্থাবেশো মুক্তস্য ভবতি। তথাহি শ্বেতাশ্বতরোক্তা শ্রুতির্দর্শয়তি। প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণীতি। তস্মাদীশান্নিমিত্তাৎ জীবস্য পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃতা ভবতীত্যর্থঃ॥১৫॥

নন্বু মুক্তৌ সার্ব্বজ্ঞ্যং ন যুক্তং। প্রাজ্ঞেনাত্মনেতি শ্রুত্যা তত্র বিশেষজ্ঞানপ্রতিষেধাদিতি চেৎ তত্রাহ।

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষ্যমাবিষ্কৃতং হি॥ ১৬॥

প্রদীপবদিতি। জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি ভারতেতি স্মৃতিশ্চাত্র বোধ্যা। কায়ব্যূহপ্রাপ্তৌ সর্ব্বে কায়াশ্চৈতন্যবন্তো ভবন্তীত্যত্রৈতৎ সূত্রং কেচিদ্‌যোজয়ন্তি। তথাহি। স একধা ভবতীত্যাদৌ মুক্তস্য বহবো দেহা ভবন্তি। তৈরসৌ ভুঙ্‌ক্তে। ইত্যেতদ্‌যুক্তং ন বেতি নিরাত্মকেষু ভোগাযোগান্ন যুক্তমিতি প্রাপ্তে প্রদীপবদিতি। একদেশস্থোঽপি দীপো যথা প্রভয়া দেশান্তরাণি বিশতি তথৈকদেশস্থোঽপ্যণুরাত্মা চেতনয়া দেহান্তরাণীতি। স্বপ্রদেশাদ্‌হৃদয়াদন্যত্র শিরঃশ্রবণাদৌ চেতনাত্মাভিমানো যথা তদ্বদ্দেহান্তরেষ্বপি স মন্তব্যোঽন্যথাবিশেষাৎ। তথাহি শ্রুতির্দর্শয়তি স একধেত্যাদি॥ ১৫॥

প্রদীপ যেরূপ প্রভা দ্বারা অনেক দেশ প্রকাশ করে, তদ্রূপ মুক্তজীবের ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রসৃত প্রজ্ঞা দ্বারা অনেক অর্থে আবেশ হইয়া থাকে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলিয়াছেন, ঈশ্বর হইতে মুক্তজীবের স্বাভাবিক পুরাতন প্রজ্ঞা প্রসৃত হয়॥ ১৫॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে সার্ব্বজ্ঞ্য স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত না হওয়াতে পুনর্ব্বার সংশয় তুলিতেছেন যে, মুক্তজীবের সার্ব্বজ্ঞ্য অযুক্ত; কারণ, "প্রাজ্ঞেনাত্মনা" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান নিষিদ্ধই হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন,—

নৈতদ্বাক্যং মুক্তস্য বিশেষজ্ঞানং বারয়িতুমলং। যৎ স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষ্যং তৎ। স্বাপ্যয়ঃ সুষুপ্তিঃ সম্পত্তিস্তুৎক্রান্তিঃ। ছান্দোগ্যে স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপীতীত্যাচক্ষতে বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে ইতি শ্রবণাৎ। হি যতঃ শ্রুত্যৈব স্বাপোৎক্রময়োর্জীবস্য নিঃসঙ্গত্বমাবিষ্কৃতং মুক্তৌ সার্ব্বজ্ঞ্যঞ্চ। তত্রৈব নাহ খল্বয়মেবং স প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নোএবেমানি ভূতানি বিনাশমিবাপীতো ভবতি। নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি স্বাপে নিঃসংজ্ঞত্বমুক্ত্বা তত্রৈব বাক্যে মুক্তমধিকৃত্য স বা এষ এতেন দিব্যেন চক্ষুষা মনস্যেতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে ইতি তস্য সার্ব্বজ্ঞ্যমুক্তং উৎক্রমে নিঃসজ্ঞত্বন্ত্বেতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতীত্যভিহিতং। বিনশ্যতি ন পশ্যতীত্যর্থঃ। তথাচ মুক্তঃ সর্ব্বজ্ঞো ভবতীতি ॥ ১৬ ॥

স্বাপ্যয় ইতি। স্বমাত্মানং প্রত্যপীতো লীনো ভবতীতি স্বপীতীত্যুচ্যতে। শক্তিমদ্ব্রহ্ম খলু জীবস্যাত্মা ভবতীতি। তত্রৈবেতি ছান্দোগ্যে। নাহেতি প্রজাপতিং প্রতীন্দ্রবাক্যমেতৎ। ব্যাখ্যাতঞ্চৈতৎ প্রাক্। য ইতি। যে কামা ব্রহ্মলোকে সন্তি তানিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

ঐ শ্রুতিতে কেবল সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি কালেই জীবের বিশেষ জ্ঞান নিষেধ করিয়াছেন, মুক্তাবস্থার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। ছান্দোগ্যে "স্বমপীতো ভবতি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সুষুপ্ত্যাদি কালদ্বয়েই নিঃসংজ্ঞত্ব কথিত হইয়াছে। পরন্তু ঐ শ্রুতিতেই বাক্যান্তরে মুক্তাধিকারে মুক্তের সার্ব্বজ্ঞ্য অভ্যুদিত হয়, ইহাই বলিয়াছেন। অতএব মুক্তের সার্ব্বজ্ঞ্য সিদ্ধ হইতেছে॥ ১৬॥

অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। স যদি পিতৃলোককামো ভবতীত্যাদি শ্রুতং তত্রৈব। ইহ ভবতি সংশয়ঃ। মুক্তো জগৎকর্ত্তা স্যান্নবেতি। পরমসাম্যাপ্তেঃ সত্যসঙ্কল্পতায়াশ্চোক্তেঃ স্যাদিতি প্রাপ্তে।

জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ॥ ১৭॥

স যদীত্যাদ্যবগতো মুক্তসর্গো যতো বা ইমানীত্যাদ্যবগতং নিখিলচিদচিৎসৃষ্টিস্থিতিনিয়মনরূপং ব্রহ্মৈকান্তং জগদ্ব্যাপারং বিহায় বোধ্যং। কুতঃ প্রেতি। যতো বা ইত্যাদেঃ ব্রহ্মৈব প্রকৃত্য পাঠাৎ। ন চানুকর্ষণাকর্ষণাভ্যাং মুক্তস্য

সর্ব্বজ্ঞঃ সত্যসঙ্কল্পো মুক্তঃ সঙ্কল্পাদেব জ্ঞাত্বা বিশ্বাদি সৃজতীত্যুক্তং প্রাক্। তদ্বত্তস্মাদেবাসৌ বিশ্বং সৃজত্বিতি দৃষ্টান্তসঙ্গত্যাহ অথেত্যাদি। যে জনা ইহ লোকে আত্মানং হরিং তন্নিষ্ঠান্ সত্যান্ কামাংশ্চানুবিদ্য জ্ঞাত্বোপাস্য চেতো লোকাদর্চ্চিরাদিমার্গেণ হরিং প্রাপ্নুবন্তি তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু হরেরিব কামচারঃ স্বেচ্ছাগতির্ভবতীত্যর্থঃ। সত্যসঙ্কল্পং হরিং ধ্যায়তাং তেষাং মুক্তৌ সত্যসঙ্কল্পোখ্যো গুণঃ প্রাদুর্ভবতীতি ভাবঃ।

অনন্তর 'য ইহ আত্মানমনুবিদ্য' ইত্যাদিবাক্য হইতে মুক্তপুরুষের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণের সহিত জগৎকর্তৃত্বাদিও সিদ্ধ হউক, এইরূপ আপত্তি তুলিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন,—

শ্রুতি সকলের প্রকরণ ও অর্থের বিচার করিলে, ইহাই বুঝা যায় যে, নিখিল-চিদচিৎ-সৃষ্টি স্থিতি-নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার কেবল ব্রহ্মেরই কার্য্য; ঐ কার্য্য ব্যতীত অন্যান্য সকল কার্য্যেই মুক্তজীবের সামর্থ্য আছে। 'যতো বা ইমানি ভূতানি,' এই বাক্যের প্রকরণ দৃষ্টি করিলে, উহা ব্রহ্মপক্ষেই বুঝা

তৎপ্রাপ্তিরিত্যাহ অসন্নিতি। মুক্তস্য তৎসান্নিধ্যাভাবান্ন তাভ্যাং সেত্যর্থঃ। ইতরথা জন্মাদ্যস্য যত ইতি ব্রহ্মত্ব-লক্ষণং ন ব্রূয়াৎ। অনেকেশ্বরতা চানিষ্টাপদ্যেত তস্মান্ন মুক্তো জগদ্ব্যাপারীতি॥ ১৭॥

নমু সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তীত্যাদিতৈত্তিরীয়কে স স্বরাড়্ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি ছান্দোগ্যে চ সর্ব্বদেবারাধ্যত্বাদ্যৈশ্বর্য্যস্যোপদেশাৎ মুক্ত-স্তাদৃশঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ।

প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ॥ ১৮॥

জগদিতি। প্রেতি। যতো বা ইত্যাদিকং হি ব্রহ্মণ এব প্রকরণং ন তু মুক্তজীবস্যেত্যর্থঃ। সেতি জগৎকর্তৃত্বপ্রাপ্তিঃ। ইতরথা মুক্তজীবস্য জগৎকর্তৃত্বে সতি। জন্মাদ্যস্যেতি। অসাধারণধর্ম্মবচনমিতরভেদানুমাপকং বা লক্ষণং। অনেকেতি। অনেকেষ্বীশ্বরেষু সৎসু প্রতিপত্ত্যা জগৎসর্গাদিকং ন সিদ্ধ্যে-দনিষ্টঞ্চৈতদ্বাদিনামিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

যাইবে। অনেক যত্ন করিলেও ঐ সকল শ্রুতিকে কোনক্রমেই জীবপক্ষে সঙ্গত করা যায় না। কারণ জীবসম্বন্ধীয় কোন কথাই উহার সন্নিধানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অন্যথা—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইত্যাদি ব্রহ্মলক্ষণ বাক্যও কথিত হইত না। জীবের সৃষ্টিকর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইলে, অনেকেশ্বরতা রূপ অনিষ্টাপাত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অতএব মুক্তজীবে জগদ্ব্যাপারিত্ব অস্বীকার্য্য॥ ১৭॥

'সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা' ইত্যাদি শ্রুতিখণ্ড হইতে প্রাপ্ত মুক্তজীবের সর্ব্বারাধ্য-ত্বাদির দর্শনে পূর্ব্বোক্ত সংশয় দৃঢ়ীভূত করিয়া তাহার নিরাসার্থ অষ্টাদশ সূত্রের অবতারণা করিছেন,—

প্রত্যক্ষেণ শ্রুত্যৈব মুক্তস্য জগদ্ব্যাপারোক্তেস্তস্য তদ্-বর্জনং ন যুক্তমিতিচেন্ন কুতঃ আধিকারিকেতি। চতুর্ম্মুখাদয়ো হ্যাধিকারিকাস্তেষাং মণ্ডলানি লোকাস্তৎস্থা ভোগাঃ পরেশানুগৃহীতস্য মুক্তস্য ভবন্তীতি তয়োচ্যতে। যথা কুমার-নারদাদেস্তেষ্বপ্রতিহতা গতিস্তৎস্বামিসৎকারশ্চ স্মর্য্যতে। তথাচ তদ্বিভূতিভূতান্ কার্য্যান্তর্গতান্ ভোগান্ মুক্তস্তদনু-গ্রহাদ্ভজতীতি তত্র তত্রাভিধানাৎ ন তদ্ব্যাপারী সঃ ॥ ১৮ ॥

ননু মুক্তশ্চেৎ কার্য্যান্তর্গতান্ ভোগান্ ভুঙ্ক্তে তর্হি সংসারিতো ন বিশেষস্তেষাং বিনাশিত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ।

বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥ ১৯ ॥

নন্বিতি। সর্ব্বে বিধিপ্রমুখা দেবাঃ। অস্মৈ হরিভক্তায় মুক্তায়।

প্রত্যক্ষেণেতি। তদ্বর্জ্জনং জগদ্ব্যাপারনিষেধঃ। তয়া শ্রুত্যা। তেষু চতুর্ম্মুখাদিলোকেষু। তৎস্বামিনস্তল্লোকনাথাশ্চতুর্ম্মুখাদয়ঃ। কার্য্যান্তর্গতান্ প্রপঞ্চমধ্যভবান্ ॥ ১৮ ॥

নন্বিতি। তেষাং ভোগানাং।

শ্রুতিতে মুক্তজীবের জগদ্ব্যাপার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার জগদ্ব্যাপার বর্জ্জন সঙ্গত নহে; এরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ, চতুর্ম্মুখাদি-আধিকারিকমণ্ডলরূপ লোক সকল ও তত্তল্লোকীয় ভোগ সকল ঈশ্বরানুগ্রহেই মুক্তজীবের সিদ্ধ হইয়া থাকে। সনকাদি ঋষিগণের যথেচ্ছা-ক্রমে অপ্রতিহত গতিতে ঐ সকল ধামে গমন ও তত্তল্লোকের অধিপতিগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের পূজাও পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের বিভূতিরূপ-ব্রহ্মাণ্ডাদিগত ভোগ সকল মুক্তপুরুষেরা ভগবদনুগ্রহেই ভোগ করিয়া থাকেন, জানিতে হইবে। তাঁহারা স্বয়ং জগদ্ব্যাপারী নহেন ॥ ১৮ ॥

বিকারে প্রপঞ্চে জন্মাদিষট্‌কে বা ন বর্ত্ততে ইতি বিকারাবর্ত্তি নিরবদ্যং ব্রহ্মস্বরূপং তদ্‌গুণভূতং তদ্ধামাদিকং চ। তত্তদ্বিষয়য়া বিদ্যয়া তত্তদাবৃত্তিপরিক্ষয়ান্মুক্তস্তদনুভবং-স্তিষ্ঠতীতি ন কিঞ্চিদূনং। হি যতঃ কঠশ্রুতির্মুক্তস্য তথা স্থিতিমাহ। পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রতেজসঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ইতি। স্বরূপাবরিকয়াবৃত্ত্যা বিমুক্তো বিদ্বান্ গুণাবরিকয়া তয়া বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ।

বিকারাবর্ত্তীতি। বিকারে প্রপঞ্চে ন বর্ত্তত ইতি কথং ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চান্তর্য্যামিত্বাদিতি চেৎ সত্যং তদ্বর্ত্তিনোঽপি তস্যাচিন্ত্যশক্ত্যা তদ্গন্ধা-স্পর্শাত্তত্ত্বমিতি। তত্তদিতি। ব্রহ্মস্বরূপগুণবিষয়য়েত্যর্থঃ। তত্তদাবৃত্তীতি। ব্রহ্মস্বরূপগুণাবরকাবিদ্যাবিনাশাদিত্যর্থঃ। পুরমিতি। অজস্য জন্মাদিবিকার-শূন্যস্যাস্য শ্রীহরেরিদং শরীররূপং পুরং। কীদৃশং। একাদশদ্বারং। সপ্ত শীর্ষণ্যানি নাভ্যধঃস্থানি ত্রীণি শিরসি চৈকমিত্যেকাদশ দ্বারাণি যস্য তৎ। শ্রীহরেঃ কীদৃশস্যেত্যাহ অবক্রতেজসঃ। অবক্রং সরলং সর্ব্ববিষয়কং তেজো জ্ঞানং যস্য সোঽবক্রতেজাঃ তস্য সর্ব্বজ্ঞস্যেত্যর্থঃ। তস্মিন্ শরীররূপে পুরে হৃৎপুণ্ডরীকে স্থিতস্য তস্য ধ্যানমনুষ্ঠায় ন শোচতি বিশোকো ভবতি।

যদি বল, মুক্তপুরুষও যদি কার্য্যান্তর্গত হইয়া ভোগ করিতে থাকিলেন, তবে, তাঁহাদের সংসারী হইতে বিশেষ কি ? তাহার উত্তর এই,—

মুক্তপুরুষ সকলে প্রপঞ্চান্তবর্ত্তী জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, পরিণাম ও নাশ, এই ছয় বিকার নাই। ভগবদ্বিষয়া বিদ্যাবৃত্তি দ্বারা অবিদ্যার ক্ষয় হেতু মুক্তপুরুষ নিরবদ্য ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া তত্তদ্‌বিষয় সকল ভোগ করেন, তাহাতে তাঁহার কিছুই ক্ষতি হয় না। কঠোপনিষদে 'পুরমেকাদশদ্বারং', ইত্যাদি শ্রুতিতে বিদ্বান ব্যক্তির স্বরূপাবরিকা আবৃত্তি হইতে মুক্তির পর গুণাবরিকা-

তথাচ দ্বিবিধাবৃত্তিবিমুক্তস্তৎ সাক্ষাৎকৃত্য তিষ্ঠতীত্যক্ষয়-পুমর্থভাক্ স ইতি। ইয়মাবৃত্তির্মেঘমালেব জীবদৃষ্টিগতৈব বোধ্যা ন তু ব্রহ্মগতা। বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয় ইতি স্মরণাৎ। ন হি মেঘমালয়া রবিরিবাব্রিয়তে॥ ১৯॥

নন্বু সত্যসঙ্কল্পাদিগুণকচিদানন্দস্বরূপজীবসাক্ষাৎকারস্য পুমর্থত্বাদলং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপ্রয়াসেনেতি চেৎ তত্রাহ।

ততশ্চ স্বরূপাবরিকয়াবিদ্যয়া বিমুক্তো গুণাবরিকয়া তয়া বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ। বিলজ্জমানয়েতি শ্রীভাগবতে। যস্যেশ্বরস্য। অমুয়া মায়য়া॥ ১৯॥

শঙ্কতে নন্বিতি।

বৃত্তি হইতে মুক্তির কথাই উক্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা জীবের স্বরূপাবৃত্তি ও গুণাবৃত্তি, এই দুই আবরণ দেখা যাইতেছে। চিৎস্বরূপ জীবের জড়াভিমানই স্বরূপাবৃত্তি। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঐ আবরণ তিরোহিত হয়। স্বাভাবিকী ভগবদ্রতির বিষয়রতিতে পর্য্যবসানের নামই জীবের গুণাবৃত্তি। পরানুশীলন দ্বারাই উহার ক্ষয় হইয়া থাকে। ঐ উভয় আবরণ হইতে মুক্তিলাভে ভগবৎসাক্ষাৎকারের অনন্তর অক্ষয় পুরুষার্থ লাভ হয়। জীব ঐ দুই আবৃত্তিতে আবৃত হইয়া সকুণ্ঠভাব প্রাপ্ত হয়েন। ঐ অবস্থায় মেঘ যেমন দর্শকের চক্ষু আবরণ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে সূর্য্যের প্রকাশ বারণ করেন, তদ্রূপ মায়া জীবের জ্ঞানশক্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার পক্ষে পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারের নিষেধ করেন। প্রকৃতপক্ষে জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয়েন না॥ ১৯॥

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥ ২০ ॥

যদ্যপি মুক্তো জীবস্তাদৃশস্তথাপ্যাত্মনাসৌ নানন্তানন্দশালী ভবতি তস্যাণুত্বাৎ কিন্তু ব্রহ্মণৈব তস্যাপরিমিতানন্দত্বাদিতি শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি শ্রুতিঃ। ভূম্নি মত্বর্থীয়ঃ। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চেতি স্মৃতিশ্চ। অল্পধনো হি মহাধনমাশ্রিত্য সম্পন্নো ভবতীতি যুক্তিশ্চশব্দাৎ ॥ ২০ ॥

দর্শয়ত ইতি। যদ্যপীতি। আত্মনা স্বৈবেন স্বরূপেণ। তস্যাত্মনো জীবরূপস্য। রসং হরিং লব্ধ্বা আনন্দী লব্ধেন তেন রসেন প্রশস্তানন্দবানিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো হি ইতি শ্রীগীতাসু। ব্রহ্মণস্তদানীমভিব্যক্তগুণাষ্টকস্যামৃতস্য মৃত্যুশূন্যস্যাব্যয়স্য তাদৃশত্বেনৈকরসস্য মুক্তজীবস্যাহমেব প্রতিষ্ঠা পরমাশ্রয়ঃ। নমু মুক্তোঽপি ত্বাং কথমাশ্রয়েৎ ফলস্য মুক্তের্লাভাদিতি চেত্তত্রাহ শাশ্বতস্যেত্যাদি। ধর্ম্মস্য মহাবিভূতিলক্ষণস্য। সুখস্য বিচিত্রলীলানন্দরসস্য। ঐকান্তিকস্য মন্মাত্রনিষ্ঠস্য। তাদৃশেন ময়া সহানন্দীভবতীত্যর্থঃ। আশ্রিত্য সংসেব্য বশীকৃত্যেতি যাবৎ ॥ ২০ ॥

সত্যসঙ্কল্পাদিগুণক চিদানন্দস্বরূপ জীবের সাক্ষাৎকারেই পুরুষার্থতা সিদ্ধ হউক, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-প্রয়াস বৃথা; এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

জীব তাদৃশ হইলেও নিজের অণুত্ব প্রযুক্ত স্বয়ং অনন্তানন্দ হইতে পারেন না। কিন্তু ব্রহ্ম দ্বারা তাঁহার অপরিমিত আনন্দের লাভ শ্রুতি ও স্মৃতিতে দর্শিত হইয়াছে। 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি', ইত্যাদি শ্রুতি ও 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং', ইত্যাদি স্মৃতিই উহার প্রমাণ। অল্পধন ব্যক্তি মহাধনের আশ্রয়েই সম্পন্ন হয়েন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত ॥ ২০ ॥

ননু নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি শ্রবণাদাত্মনৈব মুক্তস্তাদৃশঃ স্যাৎ ততঃ কিমীশ্বরেণ। অণুত্বন্তু তস্য বুদ্ধিগতং ক্বচিদুপচরিতমিতি চেৎ তত্রাহ।

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ২১ ॥

চশব্দোঽবধারণে। মণ্ডূকপ্লুত্যা পূর্ব্বতো নেতম্ম্যবর্ত্ততে। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি মুক্তস্য ভোগমাত্রে ভগবৎসাম্যবচনাৎ লিঙ্গাদেব স্বরূপসাম্যং বাক্যার্থো ন ভবতীত্যর্থঃ। চোদ্যন্তু প্রাক্ পরিহৃতং।

নন্বিতি। সাম্যস্য পারম্যবিশেষণং ব্রহ্মবজ্জীবস্যাপ্যাত্মনৈবানন্তানন্দশালিত্বং বোধয়ত্যন্যথা তৎ পীড্যেতেতি ভাবঃ। ননু যদা পশ্য ইত্যাদৌ শ্রীহরিধ্যানেনৈব তৎসাম্যলাভপ্রত্যয়াৎ কথং তস্য তন্নৈরপেক্ষ্যমিতি চেন্নৈবং ক্ষতরাজ্যস্য রাজ্ঞোঽক্ষতরাজ্যং কঞ্চিৎ রাজানমুপাস্য পুনর্লব্ধরাজ্যস্য তন্নৈরপেক্ষ্যদর্শনাৎ। নন্বেবং জীবস্যাণুত্বশ্রবণং কথং সঙ্গচ্ছেত তত্রাহাণুত্বমিতি। বুদ্ধিধর্ম্মো জীবে বিভাবুপচরিত ইত্যর্থঃ।

ভোগমাত্রেতি। স্বরূপসাম্যমিতি। বিভুজ্ঞানানন্দত্বেন ভগবৎসাম্যং জীবস্যেতি সাম্যশ্রুতের্নার্থঃ কিন্তু নৈরঞ্জন্যাংশেনৈব তদিত্যর্থঃ। চোদ্যন্বিতি।

'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি', ইত্যাদি বেদবাক্যে মুক্তজীবের সিদ্ধতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব তাঁহার ঈশ্বরাধীনত্ব অস্বীকৃত হউক। অণুত্ব তাঁহার বুদ্ধিগত উপচারমাত্রই বলিতে পারা যায়। এইরূপ আশঙ্কান্তরের নিরাসার্থ বলিতেছেন,—

'সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা', ইত্যাদি বেদবাক্যে জীবের কেবল ভোগবিষয়েই ভগবৎসাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে সার্ব্বকালিক স্বরূপগত ও সামর্থ্যগত পারমার্থিক বৈলক্ষণ্য নিত্যই

অনেন স্বরূপনির্ণয়ান্ত্যসূত্রেণ জীবব্রহ্মণো ভোগমাত্রেণৈব সাম্যং ব্রুবন্ শাস্ত্রকৃৎ তয়োঃ স্বরূপসামর্থ্যকৃতং বৈলক্ষণ্যং বাস্তবমিত্যুপাদিশৎ॥ ২১॥

অথ মুক্তস্য সার্ব্বদিকং ভগবৎসান্নিধ্যং বক্তুমারম্ভঃ। অত্র ভগবল্লোকপ্রাপ্তিবাক্যানি বিষয়ঃ। তত্রৈবং সংশয়ঃ। তৎপ্রাপ্তিলক্ষণা মুক্তিঃ ক্ষয্যা স্যাদক্ষয্যা বেতি। লোকত্বাবিশেষাৎ স্বর্গাদিব তস্মাৎ পাতসম্ভবাৎ ক্ষয্যা স্যাদিতি প্রাপ্তে।

প্রাক্ স্বাত্মনোশ্চোত্তরয়োরিতি সূত্রব্যাখ্যানে। অনেনেতি। সর্ব্বে শাস্ত্রকৃতঃ শাস্ত্রান্তেষ্বশেষং প্রকাশয়ন্তীতি বিস্ফুটং। ইহ জীবস্য মুক্তস্যাপি স্বরূপং নির্ণয়ন্ শাস্ত্রকৃত্তস্য ব্রহ্মণা সহ ভোগমাত্রেণ সাম্যং বদংস্তস্মাত্তস্য ভেদমেব সিদ্ধায়ন্তয়তি নাভেদমিত্যর্থঃ॥ ২১॥

পূর্ব্বত্র ভগবতা সহ মুক্তস্য সর্ব্বেষাং কামানাং ভোগোঽভিহিতঃ স ন সম্ভবতি তদ্ভোগস্যাতিবহুকালাপেক্ষিত্বাৎ। ন চ তত্র মুক্তস্য বহুকালাবস্থিতিঃ সম্ভবেৎ স্বর্গলোকাদিব তল্লোকাত্তস্য পাতসম্ভবাদিত্যাক্ষেপাদারভ্যতে। অথেত্যাদি। অত্রেতি। বাক্যানি যথা নদ্য ইত্যাদীনি। ক্ষয্যেতি। কালত্বাদিভিঃ ক্ষেতুং শক্যেত্যর্থঃ। যদাহ ভগবান্ কাত্যায়নিঃ কার্য্যজয্যৌ শক্যার্থ ইতি।

থাকে, ইহাই বাস্তবিক তত্ত্ব। বেদান্তশাস্ত্রের চরম উপদেশ এই যে, মুক্ত পুরুষের ক্লেশাভাবে এবং আনন্দাংশে পরমেশ্বরের সাম্যভাব স্বীকার করা যায়, কিন্তু আর সমস্ত বিষয়েই ভেদ থাকিয়া যাইবে। অতএব ভোগাংশে সাম্য থাকিলেও সামর্থ্য ও স্বরূপাংশে ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য॥ ২১॥

অনন্তর মুক্তপুরুষের সর্ব্বদা ভগবৎসান্নিধ্য কথিত হইতেছে। মুক্ত পুরুষের ভগবল্লোকপ্রাপ্তিসূচক বাক্যই এই প্রকরণের বিষয়। তাহাতে

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥ ২২ ॥

ভগবদুপাসনয়া তদবগতিপূর্ব্বয়া তল্লোকং গতস্য ন তস্মাদাবৃত্তির্ভবতি। কুতঃ শব্দাৎ। এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে। স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্তত ইতি শ্রুতেঃ। মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ইতি স্মৃতেশ্চ। ন চ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীহরিঃ স্বাধীনমুক্তং স্বলোকাৎ কদাচিৎ পাতয়িতুমিচ্ছেৎ মুক্তো বা কদাচিৎ তং জিহাসে-

অনাবৃত্তিরিতি। আবৃত্তিঃ পতনং। মামিত্যাদিদ্বয়ং শ্রীগীতাসু। আব্রহ্মেত্যত্র বীরধর্ম্মেণ সত্যলোকং গতানামাবৃত্তিঃ ব্রহ্মবিদ্যয়া তদ্গতানাং তু পরপ্রাপ্তিরিতি বিবেচনীয়ং। শঙ্কাং নিরাকর্ত্তুমাহ ন চেতি। তং শ্রীহরিং। সাধবইত্যাদি

সংশয় এই যে, ঐ প্রাপ্তিলক্ষণা মুক্তি অনিত্য কি নিত্য? লোকত্বের অবিশেষ হেতু স্বর্গাদির ন্যায় ভগবল্লোক হইতে পতনের সম্ভাবনা প্রযুক্ত উহাকেও অনিত্য বলা হউক; এই প্রকার সংশয়ের নিরাসার্থ পরবর্ত্তী উপসংহার সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।—

ভগবদুপাসনা ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তল্লোকগত জীবের তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি নাই। কারণ, 'এতেন প্রতিপদ্যমানা', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং 'মামুপেত্য পুনর্জন্ম', ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে মুক্তের পুনরাবৃত্তির নিষেধই করিয়াছেন। সর্ব্বেশ্বর হরি স্বাধীন মুক্ত জীবকে স্বলোক হইতে পাতন করিতে ইচ্ছা করেন না এবং মুক্তপুরুষও কদাচিৎ ভগবানকে পরিত্যাগ করিতে

দিতি শক্যং শঙ্কিতুং। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহমিত্যাদিষু দ্বয়োর্মিথঃ স্নেহাতিশয়াভিধানাৎ। যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরং। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে। ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথেত্যাদিষু ভজদত্যাগসঙ্কল্পভজনীয়ৈকসংরতিস্মরণাৎ নির্দ্দোষাচ্চ। এতদুক্তং ভবতি। সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ স্বাশ্রিতবাৎসল্যবারিধিঃ সর্ব্বেশ্বরঃ স্বভক্তানাং স্বনিমিত্তপরিত্যক্তসর্ব্ববিষয়াণাং স্ববৈমুখ্যকরীমবিদ্যাং নির্ধূয় তানতিপ্রিয়ান্ নিজাংশান্ স্বান্তিকমুপানীয় কদাচিদপি ন জিহাসতি। জীবশ্চ

সার্দ্ধদ্বয়ংশ্রীভাগবতে। দ্বয়োঃ শ্রীহরিমুক্তয়োঃ। ধৌতাত্মা ধ্বস্তাবিদ্যঃ। স্বশরণং স্বগৃহং। নির্দ্দোষাচ্চেতি। ক্রৌর্য্যকার্পণ্যাদিগন্ধোঽপি ন শ্রীহরৌ তদন্তপ্রসক্তিগন্ধোঽপি। ন চ মুক্তেষ্বস্তীতি দোষাভাবাচ্চেত্যর্থঃ। অভাবেঽব্যয়ীভাবঃ। এতদুক্তমিতি। সত্যবাঙ্মামুপেত্য ইত্যাদিভাষী। সত্যবাক্যাদিত্রয়ো ভক্তাবিদ্যা-

চাহেন না। 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনঃ', 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং', ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য সকলে ভগবানের ভক্তকে অপরিত্যাগ এবং ভক্তের ভগবানে একমাত্র সংরতি স্পষ্টাক্ষরেই উক্ত হইয়াছে। তবে জয়বিজয়াদির স্বধাম হইতে বিচ্যুতি প্রভৃতি লীলাগত-বিশেষ ও ভগবৎকার্য্যনির্ব্বাহক বলিয়াই মানিতে হইবে। সত্যবাক্, সত্যসঙ্কল্প, ভক্তবাৎসল্যনীরধি হরি স্বনিমিত্ত-পরিত্যক্ত-সমস্ত-বিষয় ভক্তের সম্বন্ধে স্ববৈমুখ্যকরী অবিদ্যা বিনির্ধূত করিয়া সেই অতিপ্রিয় নিজাঙ্গগণকে স্বসমীপে আনয়ন পূর্ব্বক আর তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে

স্বখৈকান্বেষী স্বখাভাসায় তুচ্ছেষু তেষ্বনুরজ্যন্ ব্যতীতাসংখ্যেয়জন্মুর্ভাগ্যবিশেষোপলব্ধাৎ সদ্গুরুপ্রসাদাৎ বিদিতনিজাংশিস্বরূপস্তদিতরনিস্পৃহস্তদনুবৃত্তিপরিশুদ্ধস্তমনন্তানন্দচিৎস্বরূপং প্রসাদাভিমুখং সুহৃত্তমং নিজস্বামিনং প্রাপ্য কদাচিদপি তদ্বিচ্যুতিং নেচ্ছতীতি শাস্ত্রাদেবাধিগতমতঃ শাস্ত্রৈকশরণৈস্তথৈব তত্তদাস্থেয়মিতি। সূত্রাভ্যাসঃ শাস্ত্রসমাপ্তিদ্যোতনার্থঃ ॥ ২২ ॥

নির্ধূননাদৌ হেতুঃ। তেষু গেহাদিষু স্ত্রীদেহাদিষু চেত্যর্থঃ। নিজাংশী পুরুষোত্তমঃ শ্রীহরিঃ। তদিতরেতি প্রাকৃতসুখেচ্ছাশূন্যইত্যর্থঃ। তদনুবৃত্তীতি শ্রীহর্য্যুপাসনানিবৃত্তাবিদ্য ইত্যর্থঃ। অনন্তানন্দেত্যাদিকং তদ্বিচ্যুত্যনিচ্ছায়াং হেতুঃ। শাস্ত্রাদিতি। শ্রুত্যাদিবাক্যাদেব ন তু তর্কাদিত্যর্থঃ। আস্থেয়ং দৃঢ়বিশ্বাসেন গ্রাহ্যং। সূত্রাভ্যাস ইতি। সূত্রৈকদেশাবৃত্ত্যা শাস্ত্রৈকদেশপূর্ত্তির্দ্যোত্যতে। কৃৎস্নসূত্রাবৃত্ত্যা তু কৃৎস্নশাস্ত্রপূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। তদিত্থমষ্টসপ্ততিসূত্রকস্ত্রিচত্বারিংশদধিকরণকোঽয়ং চতুর্থাধ্যায়ো ব্যাখ্যাতঃ। গ্রহপঞ্চেষুভিঃ (৫৫৯) সূত্রৈঃ স্বায়ৈশ্চেষুখযুগ্মকৈঃ (২০৫)। যুক্তেয়ং ব্রহ্মমীমাংসা বোধ্যা গোবিন্দভাষ্যতঃ॥ ইহ প্রথমেঽধ্যায়ে সূত্রাণি

ইচ্ছা করেন না। জীবও সুখান্বেষণ করিতে করিতে সুখাভাস দর্শনে তুচ্ছ জড় বস্তুতে অনুরজ্যমান হইয়া অসংখ্য জন্ম অতিবাহনের পর ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর প্রসাদে নিজাংশী ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন ; এবং তদিতর সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া ভগবদনুবৃত্তি দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়েন। তখন সেই অনন্তানন্দ চিৎস্বরূপকে নিজ স্বামী ও সুহৃত্তম জানিতে পারেন এবং তাঁহাকে প্রসাদাভিমুখরূপেই প্রাপ্ত হয়েন। তিনি বহুকাল পরে সেই পরম রমণীয় রসস্বরূপ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে স্বভাবতই ইচ্ছা করেন না। অতএব তাদৃশ পুরুষের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাই নাই ॥ ২২ ॥

সমুদ্ধৃত্য যো দুঃখপঙ্কাৎ স্বভক্তান্
নয়ত্যচ্যুতশ্চিৎসুখে ধাম্নি নিত্যে।
প্রিয়ান্ গাঢ়রাগাৎ তিলার্দ্ধং বিমোক্তুং
ন চেচ্ছত্যসাবেব সুজ্ঞৈর্নিষেব্যঃ॥
শ্রীমদ্গোবিন্দপদারবিন্দমকরন্দলুব্ধচেতোভিঃ।
গোবিন্দভাষ্যমেতৎ পাঠ্যং শপথোঽর্পিতোঽন্যেভ্যঃ॥

ইষুগুণেন্দুসংখ্যানি (১৩৫) অধিকরণানি তু মুনিগুণসংখ্যানি (৩৭) দ্বিতীয়ে সূত্রাণি ষট্শরেন্দুসংখ্যানি (১৫৬) অধিকরণানি তু বেদেষুসংখ্যানি (৫৪) তৃতীয়ে সূত্রাণি খগ্রহেন্দুসংখ্যানি (১৯০) অধিকরণানি তু ইষুমুনিসংখ্যানি (৭৫) চতুর্থে তু সূত্রাণি বসুমুনিসংখ্যানি (৭৮) অধিকরণানি তু গুণবেদসংখ্যানি (৪৩) ভবন্তীতি।

প্রঘট্টকার্থমতিচারুত্বাৎ পদ্যেনাহ সমিতি। দুঃখপঙ্কাৎ সংসারকর্দ্দমাৎ ভক্তান্ সমুদ্ধৃত্য সংসারপঙ্কমপনীয় কৃপাবৃষ্ট্যা স্নাপয়িত্বা চেত্যর্থঃ। চিৎসুখে স্বপ্রকাশানন্দে নিত্যে ধাম্নি অর্চ্চিরাদিনাত্মনা চ নয়তি যঃ প্রবেশয়তি প্রিয়াংস্তান্ তিলার্দ্ধমপি কালং বিমোক্তুং ত্যক্তুং নৈবেচ্ছতি। অসাবেব সুজ্ঞেরূপনিষন্নহস্তবেদিভির্নিষেব্যো ন ত্বেতদ্বিলক্ষণঃ শিতিকণ্ঠাদিরিতি ভাবঃ। অচ্যুতঃ স্বরূপগুণাদিভ্যঃ কদাচিদপি ন চ্যবতে স্মেতি নিষেবায়াং হেতুঃ। শ্লেষেণ স্বয়ং সুবলিতত্বাদন্যানসুবলিতান্ সমুদ্ধর্ত্তুমলমিতি দ্যোতিতং। গাঢ়রাগাদিত্যুভয়ত্র যোজ্যং॥

যে অচ্যুত স্বভক্তকে দুঃখপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বীয় নিত্য চিৎসুখস্বরূপ ধামে নীত করেন এবং যিনি নিজ ভক্তকে প্রগাঢ় অনুরাগ বশত তিলার্দ্ধের জন্যও বিচ্যুত করেন না, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বিদ্বান লোকের উপাস্য।

বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যানে চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।

সম্পূর্ণমিদং বেদান্তদর্শনম্॥

অথৈতদ্ভাষ্যাধিকারিণো দর্শয়তি শ্রীতি। অন্যেভ্যো গোবিন্দদেবতান্তরাণি চ সাম্যধিয়োপাসীনেভ্য ইত্যর্থঃ। ন চান্যনিবারণং গ্রন্থাবদ্যভয়াদিতিবাচ্যং গ্রন্থস্য স্বব্যুৎপন্নৈর্নিরবদ্যতয়া গৃহীতত্বাৎ। কিন্তু বেদনির্ণীতেঽপি গোবিন্দপারতম্যে অসমবুদ্ধিভিস্তৈরবজ্ঞাতে তেষাং দুর্গতিঃ স্যাদতস্তন্মঙ্গলায়ৈব তদিতি। গোবিন্দ-নিরূপকত্বাদ্গোবিন্দেন প্রযোজকেন সিদ্ধত্বাদ্বা গোবিন্দভাষ্যমিত্যুক্তং। তদাবি-র্ভাবকস্তু স এবেতি পীঠকাদবগম্যং॥

শ্রীরাধাদিভিরাত্মশক্তিনিকরৈরুদ্বীক্ষ্যমাণক্ষণঃ
শ্রীরূপাদিমধুব্রতাশ্রিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দাসবঃ।
গোবিন্দঃ শরদিন্দুসুন্দরমুখঃ সদ্রক্ষণৈকব্রতী
পূর্ণব্রহ্মতয়োদিতঃ শ্রুতিগণৈঃ শ্রীমান্ স জীয়াৎপ্রভুঃ॥

শ্রীমদ্গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-লুব্ধচিত্ত ব্যক্তিগণই এই গোবিন্দভাষ্য পাঠ করুন। অন্যের পাঠ নিষেধার্থ শপথ অর্পিত হইল।

যে উদার পুরুষ আমাকে বিদ্যারূপ ভূষণ প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা জগতে খ্যাত করিয়াছেন, এবং যিনি স্বপ্নে এই ভাষ্য নির্দেশ করিয়াছেন, সেই রাধা-রমণ ত্রিভঙ্গভঙ্গী শ্রীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন।

গোবিন্দভাষ্যানুবাদে চতুর্থ অধ্যায়ে চতুর্থ পাদ।

সমাপ্ত।

শ্রুত্যাদিবাচ্যমণিদীধিতিদীপ্যমানাং
সমুক্তিকাঞ্চনরুচিচ্ছটয়া মনোজ্ঞাং।
বাগীশ্বরোক্তিমনুচিন্ত্য বুধাঃ সুধাভাং
গোবিন্দভাষ্যমসকৃৎ পরিপাঠয়ধ্বং॥
গৌড়োদয়মুপজাততমঃসমস্তং নিহন্তি যো যুগপৎ।
জ্যোতিশ্চয়োঽতিশীতঃ পীতস্তমুপাস্মহে কৃতাঞ্জলয়ঃ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যানে সূক্ষ্মাভিধানে চতুর্থাধ্যায়স্য
চতুর্থপাদো ব্যাখ্যাতঃ।

সমাপ্তেয়ং শ্রীগোবিন্দভাষ্যব্যাখ্যা॥

চতুর্থ বা শেষ অধ্যায়ের স্থূল বিবরণ।

এই চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে তেরটি অধিকরণে উনিশটি সূত্র, দ্বিতীয় পাদে দশটি অধিকরণে একুশটি সূত্র, তৃতীয় পাদে নয়টি অধিকরণে ষোলটি সূত্র এবং চতুর্থ পাদে এগারটি অধিকরণে বাইশটি সূত্র, এইরূপে ইহাতে সর্ব্বসমেত ৭৮টি সূত্র এবং ৪৩টি অধিকরণ আছে। ঐ সকল সূত্রে জীবের সাধন ফল বিচারিত হইয়াছে বলিয়া এই অধ্যায়ের নাম ফলাধ্যায়।

গোবিন্দভাষ্য-বিবৃতি।

প্রণম্য সৃষ্টিস্থিতিনাশহেতুং বেদাদিশাস্ত্রোক্তমচিন্ত্যশক্তিং।
মহাপ্রভুং তত্ত্বগণস্বরূপং গোবিন্দভাষ্যং বিবৃণোমি সম্যক্ ॥

উপক্রমণিকা।

বস্তুর উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা, এই ত্রিবিধ বিষয়ই মানবের আলোচ্য। তদনুসারে মানব যখনই স্থিরচিত্তে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টি করেন, তখনই তাঁহার মনে প্রথমত 'আমি কে?' এই প্রশ্ন স্বতই উত্থিত হয়। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া মানব বিষম সমস্যায় পতিত হয়েন। যখন তিনি তাঁহার নিজের আকৃতি, প্রকৃতি, শক্তি ও অবস্থিতির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে বাহ্যজগৎ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তখনই এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার চিন্তাপথে পতিত হইয়া একটি অতি ক্ষুদ্র ও [illegible] অতি বৃহৎ, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাবের আবির্ভাব ক[illegible]ড়ের ন্যায় উ[illegible]। তিনি তখন বোধ করেন, আমি যে পৃথিবীতে অবস্থান করিতে[illegible], তাহা এই অসীম বিশ্বসম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতেও ক্ষুদ্রতর এবং আমি স্বয়ং স্বকীয় বুদ্ধিবলে সসাগরা ধরার ও সমস্ত জীবের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর। ক্ষুদ্রতম নিকৃষ্ট কীটাণুরও যে দশা, আমি উৎকৃষ্ট জীব মানব, আমারও সেই দশা। সেও বাষ্পাদিক্রমে শক্তির বা গুণের পরিণাম অনুসারে ক্রমবিকাশে জীবত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, আমিও তদ্রূপ; এতৎসম্বন্ধে

কিঞ্চিন্মাত্র ইতরবিশেষ নাই। সেও কালে উৎপত্তি-দ্বারে প্রকাশ পাইয়া কালেই বিলীন হইতেছে, আমিও কালধর্ম্মে জন্মলাভ করিয়াছি এবং কাল-গর্ভেই মিশিয়া যাইব। এই কি আমি? এই কি আমার পরিণাম? এই পর্য্যন্তই কি আমার আমিত্বের শেষ? কে আমাকে এই জগতে আনয়ন করিল? কি নিমিত্তই বা আমি আসিলাম? এবং কি করিয়াই বা যাইব?

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—"সত্ত্ব, রজ ও তম, এই শক্তিত্রয় বা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। কোন অজ্ঞেয় কারণ বশত জ্ঞানরূপিণী সত্ত্বশক্তি ক্রিয়াশক্তিরূপা তমঃশক্তির সংযোগে বলরূপা রজঃশক্তিতে পরিণত হইলেই বিশ্বের উৎপত্তি এবং তাহার বৈপরীত্যে অর্থাৎ তমঃশক্তি সত্ত্বশক্তির আকর্ষণে রজঃশক্তির সহিত সত্ত্বশক্তিতে বিলীন হইলেই বিশ্বের ধ্বংস হয়। ঐ রূপে উৎপন্ন বিশ্ব হইতেই আমাদিগের এই সৌর জগতের উৎপত্তি। সৌর-জগৎ প্রথমাবস্থাতে তড়িদ্রূপেই অবস্থান করে। পরে কালক্রমে তড়িন্ময় সূর্য্যমণ্ডলের উপরিভাগস্থ কারণরূপী পরমাণু সকল ক্রমে ঘনীভূত হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়। তদনন্তর ক্রমান্বয়ে তরলত্ব ও ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যরূপ পরমাণুর আকার ধারণ করে। প্রত্যেক পরমাণুই চঞ্চল এবং অনু-বৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি নামক শক্তিদ্বয় বিশিষ্ট। তন্মধ্যে অনুবৃত্তি শক্তি এক পর-মাণুকে অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্ত এবং ব্যাবৃত্তি শক্তি তাহাকে তদন্য পর-মাণু হইতে বিশ্লিষ্ট করে। ক্রমিক পরিবর্ত্তনে যে পরমাণুর আকর্ষণী শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, সে অপর পরমাণু সমূহ আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ দেহ ও বল বৃদ্ধি করে এবং [illegible] শক্তিবলে ঐরূপ অপর পরমাণু মণ্ডল হইতে বিশ্লিষ্ট হয়। এই নিয়মেই [illegible] ভাবের উৎপত্তি। এবং ঐ আকর্ষণ-বিশ্লেষণ শক্তিবলেই পরমাণুসমষ্টিরূপ [illegible]ব্যমণ্ডল হইতে গ্রহ ও উপগ্রহগণের উৎপত্তি। পরমাণু সমূহ যতই ঘনীভূত হয়, ততই সঙ্কুচিত হয়, এবং উত্তাপ অন্তর্নিহিত করে। এই নিয়মানুসারে সঞ্চিত উত্তাপও আবার সময়ে সময়ে প্রসারিত ও ব্যয়িত হয়। পূর্ব্বে এই সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস ১৮০ অংশ ছিল। ক্রমে ক্রমে ২ অংশে পরিণত হইয়াছে। সূর্য্যের এই সঙ্কোচে পৃথ্বীমণ্ডল ক্রমে শীতল ও কঠিন হইয়া অনুমান ১৯৫৫৮৮৪৯৯১ বৎসর হইল, জীবের

আবাস-ভূমি হইয়াছে, এবং ১৯৭২৯৪৮৯৯১ বৎসর হইল, জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।(১)

আদৌ তড়িন্ময়ী পৃথ্বী সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রথমত তরলত্ব, তৎপরে কিঞ্চিদ্ঘনোত্তপ্ত বাষ্পত্বে পরিণত হইয়া গুরু-ভারা হয়। পরে ঐ বাষ্পকণা সকল গুরুভার প্রযুক্ত পরস্পর মিলিত হইয়া অসীম শূন্যে জলাকারে পরিণত হইতে থাকে। ঐ জলরাশি মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণ শক্তিবলে একত্র অবস্থানে ক্রমে দৃঢ় হইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত বাষ্প ও শেষোক্ত জলরাশির মিশ্রণই ঐ দৃঢ়ত্ব ও শীতলত্বের হেতু। জলরাশির উপরিভাগ জমিয়া দৃঢ় হইলে, তাহা হইতে স্ফটিকাদি প্রস্তর ও তাহার তলভাগে ক্রমে ধাতু, প্রস্তর ও মৃত্তিকাদির উৎপত্তি হয়। এই প্রকারে বর্ত্তমান পৃথিবীর উৎপত্তি হইলে, অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত বাষ্প তাহার উপরিভাগস্থ দৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া উদ্গমনের চেষ্টা করিতে থাকে। তখন জলবাষ্পের সঙ্ঘর্ষে অর্থাৎ উদ্গমশীল বাষ্প ও উপরিস্থ জলরাশির সংযোগে পৃথিবীর মধ্যদেশে নূতন বাষ্পের উৎপত্তি হয়। ঐ বাষ্পের তেজেই ভূমিকম্প ও তদ্দ্বারাই পর্ব্বত ও আগ্নেয় গিরি প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে যখন পৃথিবীর উত্তাপ ৮০ অংশ হইল, তখন উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়া।

[illegible] এই ভূমণ্ডলে ২৪ টি মূল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সমস্ত মূল পদার্থই একমাত্র বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে পরমাণুর আকর্ষণ-বিশ্লেষণ-শক্তিবলে পঞ্চভূতের স্থূল [illegible] সৃষ্ট হইয়াছে। পরে উহারাই প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে গতিশীল ও পরিবর্ত্তনশীল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মেই জড়ের ন্যায় উদ্ভিদ ও প্রাণিগণেরও উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথমত আদিকারণভূতা তাড়িতশক্তি; তাহা হইতে বিশ্লিষ্ট পরমাণু—তাহা হইতে সংশ্লিষ্ট পরমাণু বা সূক্ষ্ম ভূত; তাহা হইতে পৃথিবী। পরে পার্থিব পরমাণু সমূহের স্ফীতিক্রমে উদ্ভিদ, এবং উদ্ভিদ হইতে নিকৃষ্ট জীব-[illegible]

(১)—সূর্য্যসিদ্ধান্তের মধ্যাধিকার অনুসারে গণনা করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান বর্ষে (১২[illegible] সালে) এইরূপ গণনাতে উপস্থিত হওয়া যায়।

বিশেষের উৎপত্তি। ঐ সকল অকিঞ্চিৎকর বিভিন্ন-জনন-নিয়মাধীন ও বিভিন্নেন্দ্রিয়-শক্তি-সমন্বিত কীটাণু-মৎস্য-শম্বুক-তির্য্যগাদি হইতে ক্রমে উৎকৃষ্ট জীব মানবের উৎপত্তি। কোন জীবেরই ইন্দ্রিয় চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং প্রকৃতি ইহাদের নবভাবে পুনরুৎপত্তির জন্য মৃত্যুরূপ আশ্চর্য্য নিয়ম সংস্থাপন করিয়া নিজের সাম্য ও অপরিবর্ত্তনীয়তা রক্ষা করিয়াছেন। জীবসকল প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ নবভাবে সমুৎপন্ন হইয়া কালক্রমে প্রাচীন অবস্থায় প্রকৃতিতেই বিলীন হইতেছে; এবং আবার উৎপন্ন ও আবার বিনষ্ট হইতেছে। ভৌতিক পদার্থ মাত্রেরই উৎপাদন-শক্তি আছে এবং ঐ শক্তির তারতম্য অনুসারেই লিঙ্গভেদ হইতেছে। পরন্তু ঐ উৎপাদন-শক্তি ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। যাবদীয় উৎপাদন কার্য্যের মূলই একরূপ। কি অঙ্গ বিশেষ হইতে, কি সমগ্র দেহ হইতে, কি একজাতীয় পদার্থদ্বয় বা বহুপদার্থের সংযোগ বা বিভিন্ন জাতির সংযোগ হইতেই উৎপাদন হউক, একমাত্র দেহের অংশ বিভাগেই যে তদ্রূপ দেহান্তরের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং ভূত হইতেই জীব এবং জীবের পরিণাম নিঃশেষে ভূতত্ব। ভূতের দ্বিবিধ কার্য্যকারিত্বই তাহার চৈতন্যের পরিচায়ক; স্বতন্ত্র চৈতন্যের অস্তিত্বে প্রমাণাভাব।"

এই পর্য্যন্তই বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত—চূড়ান্ত মীমাংসা। তবে এই একদেশদর্শী বিজ্ঞানোক্ত পরিণামই কি আমার প্রকৃত পরিণাম? অথবা ইহাই কি সত্য যে, ভূত সকল বৃক্ষ-লতা-বায়ু-মৃত্তিকাদির ন্যায় রাসায়নিক নিয়ম অ[illegible] দেহের একত্র সংমিলিত হইয়া এই শরীরপ্রপঞ্চ বা দেহযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে এবং কালক্রমে দেহ বিশ্লিষ্ট হইয়া সূক্ষ্মতম অণুরূপে প্রকৃতির অঙ্কে বিলীন হইবে? কিন্তু বিলীন হইলেও আমি থাকিব—আমার আমিত্বের বিলোপ হইবে না? [illegible]য়ের উপর সংশয়! এই বিচিত্র রচনাময়ী প্রকৃতি কি জড়ময়ী? এই [illegible]-কৌশল-বিনির্ম্মিত বিস্ময়কর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি অনিত্য ও জড়ময়? ইহার অন্তরে কি চৈতন্যের বা নিত্যত্বের চিহ্ন নাই? দুর্জ্ঞেয়া প্রকৃতি এখন থাকুক! দেখুন এই জড় কার্য্য ও অজড় কার্য্যরূপ দ্বিবিধ কার্য্যকারী সচলযন্ত্রতুল্য ক্ষুদ্র মানবশরীরের নির্ম্মাণনৈপুণ্য কি অদ্ভুত—কি চমৎকার! মানবদেহ অস্থিময় ও চর্ম্মময় আবরণে

সমাবৃত—সংরক্ষিত অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরার সমষ্টি। ঐ সকল শিরা মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন ও বহির্গত হইয়া সমস্ত শরীর বিশেষত নাভিদেশ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মস্তিষ্কেই গিয়া মিলিত হইয়াছে। এই মূলভূত মস্তিষ্কও স্বসম্পূর্ণ শিরাবেষ্টন-সংবেষ্টিত অংশদ্বয় বিশিষ্ট। ঐ অংশদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কৈশিককেন্দ্র, 'মন' এই সংজ্ঞায় সমাখ্যাত হইয়া থাকে। ঐ মনই সমস্ত জ্ঞানের আকর-স্বরূপ।

মস্তিষ্ক ভিন্ন দেহের আরও কতকগুলি অংশ আছে;—পরিপাকযন্ত্র, রসযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র ও চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। তন্মধ্যে দেহপোষক পরিপাকাদি যন্ত্রত্রয় আত্মেচ্ছাশক্তির অজ্ঞাতসারে জীবনী শক্তির অধীনে পরিচালিত হয় বলিয়া উহাদিগকে স্বাধীন, এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ আত্মেচ্ছাশক্তির অধীনে পরি-চালিত হয় বলিয়া উহাদিগকে পরাধীন দেহ (দেহাবয়ব) কহে। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়াও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়ার ন্যায় পূর্ব্বোক্ত শিরাসকল দ্বারাই নির্ব্বাহ হয়। উক্ত শিরা সমূহ দুই ভাগে বিভক্ত;—জ্ঞানজনক শিরা ও ক্রিয়াজনক শিরা। যে সকল শিরা ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতিকৃতি মস্তিষ্কে আনয়ন পূর্ব্বক তত্তদ্বস্তুর জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহারাই জ্ঞানজনক শিরা; এবং যাহারা শরীরের সঞ্চালন-ক্রিয়া সাধন করে, তাহাদের নাম ক্রিয়াজনক শিরা। ইন্দ্রিয় সকলও মস্তিষ্কের তুল্য স্বসম্পূর্ণ অংশদ্বয় বিশিষ্ট। এইরূপে অবয়বদ্বয়ের সমবায়স্বরূপ মানব শরীরে অবয়ব দুইটি হইলেও জ্ঞান কিন্তু একটিই হইয়া থাকে। এই জ্ঞানৈকত্বই অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ঐ জ্ঞানৈকত্ব এবং পরিচালন কার্য্যই কি শরীরের অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে সমস্ত ক্রিয়ার অনন্যসাধনরূপা জ্ঞানশক্তির অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে না? তবে আমরা, 'এই শরীরের জ্ঞানবান কর্ত্তা নাই'—'এই স্বতঃসিদ্ধ আত্মবোধের কারণ নাই'—এবম্প্রকার নিশ্চায়ক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা অযোগ্য দম্ভ ও অসঙ্গত প্রলাপ প্রকাশ করি কেন? আমরা কি শরীরযন্ত্র বিশ্লিষ্ট করিয়া সমস্ত ক্রিয়ার কারণ পরীক্ষা করিয়া ঐরূপ অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি? যদি স্থির সিদ্ধান্ত না হইয়া থাকে, তবে কেন আত্মবস্তুর অস্তিত্ব অপ্রামাণ্য বলি? যে সকল দার্শনিক আত্মাস্তিত্ব অপ্রমাণ করিতেছেন—আত্মবস্তুর অস্তিত্বে অবিশ্বাস

করিতেছেন, তাঁহারাও কি প্রকারান্তরে পরোক্ষশক্তির কর্ত্তৃত্ব, আধিপত্য ও অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন না? প্রত্যেক ব্যক্তিই এই দেহপ্রপঞ্চাতিরিক্ত কোন অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া তাহারই উপর সার্ব্বজনীন আমিত্বের—অহঙ্কারের স্থাপনা—আরোপ করিতেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি চিন্তাকালে স্ব স্ব দেহবিষয়ক স্বত্বসম্বন্ধে যে দেহাতিরিক্ত আত্মসম্বন্ধ সংস্থাপন করিতেছেন, তাহা কি শিলাপুত্রের শরীরের তুল্য অর্থশূন্য কল্পিত সম্বন্ধমাত্র? তাহা কি বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম, কূর্ম্মলোম বা শশবিষাণাদির ন্যায় কল্পনা মাত্র? যদি তাহাই হয়, তবে ইন্দ্রিয়দ্বৈতে জ্ঞানের দ্বৈধ হয় না কেন? কার্য্যভেদে কারণভেদ লক্ষিত হয় না কেন? ইচ্ছারূপ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না কেন? যে সকল কার্য্যের প্রতি ইচ্ছা শক্তির 'অন্যথাসিদ্ধিশূন্য-নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা' (২) পরিলক্ষিত হইতেছে না, তাহাদের দ্বারাও কি ব্যতিরেকমুখে বিশ্বাতিরিক্ত অপর এক অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় হইতেছে না? বিবেক শক্তি কি এই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত ভৌতিক শক্তি অপেক্ষা বলীয়সী যাবদীয় শক্তির আধারভূতা এক অপ্রমেয়া শক্তির অন্বয়মুখে মহীয়সীরূপে আংশিক অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া দিতেছে না? প্রতিপদে যাহার সীমা লক্ষিত হয় না, তাহা কি অজ্ঞাতসীম বা সীমাশূন্য বলিয়া অসীমরূপে প্রতিভাত হইতে পারে না? এইরূপ আনন্ত্য ও অচিন্ত্যত্ব স্বীকারে যদি তর্কের দোষ হয়, তবে কোন তর্কেরই প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষ-দুষ্ট অসম্পূর্ণ মানবের সমস্ত তর্কই কি 'অভ্যুপপত্তির' উপর প্রতিষ্ঠিত নহে?

যাহা হউক, এবম্বিধ দুরূহ প্রশ্ন সকলের—ভয়ঙ্করী আপত্তি সকলের—মীমাংসা করিতে গিয়া—প্রকৃতির বিশ্লেষণে জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে গিয়া—সকলেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপরই সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা সমস্ত দোষ-গুণ বিজ্ঞানের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করেন। মানব যে বিজ্ঞানকে প্রবল আশ্রয় বিবেচনা করেন, করুন; আমরা ঐরূপ আচরণের

(২)—এইরূপ পারিভাষিক শব্দ সকলের অর্থাদি এই প্রবন্ধের যথাস্থলে বিবৃত হইবে। পারিভাষিক শব্দ সকল ' ' এইরূপ চিহ্নের মধ্যে থাকিবে।

বিরোধী নহি। কারণ, বিজ্ঞানশাস্ত্র সত্যের উপর সংস্থাপিত। পরীক্ষা দ্বারা যাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয়, তাহাই সত্য। পরীক্ষার সাধনই প্রমাণ, অর্থাৎ বিষয় সকলের পরস্পর সৌসাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যাদি অবধারণ কার্য্যে প্রমাণ দ্বারাই পরীক্ষা কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। অতএব বৈজ্ঞানিকের প্রমাণিত সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই তত্ত্বনির্ণয় ও সত্যাসত্য বিচার আবশ্যক। তবে এস্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, স্বকীয় চেষ্টায় যখন কোন বিষয়ের পরীক্ষাকার্য্যে অক্ষম হওয়া যায়, তখন যেন পক্ষপাতী হইয়া কেবল স্বমতপোষক একদেশদর্শী মতের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন বা উহারই উপর বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া, ইতিহাসাবলম্বনে 'উপক্রমাদির' সবিশেষ আলোচনা দ্বারা মহাজনগণের গভীর গবেষণার ফলস্বরূপ স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় মতেরই যুক্তিসকল যেন বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা হয়।

আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত সরল প্রথম আলোচ্য বিষয়ই জীব-শরীর। কারণ, যে শরীরে আমরা প্রতিনিয়তই আত্মার 'অধ্যাস' অনুভব করিতেছি, সেই শরীরই আত্মা বা তাহা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থই আত্মা, এইরূপ পরীক্ষাপ্রণালী যখন আত্মার অস্তিত্ব (স্থিতি) বা নাস্তিত্ব (অস্থিতি) সপ্রমাণ করিবে, তখন দেহই পরীক্ষিতব্য ও আলোচ্য বস্তু। সুতরাং দেহই এক্ষণে আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। যদি আত্মা থাকেন, তাহাও যে পরীক্ষাপ্রণালী দ্বারা নির্ণীত হইবে, আর যদি না থাকেন, তাহাও সেই উপায়েই অবধারিত হইবে।

মানবশরীরে দুইটি বিভিন্ন ধর্ম্মের সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি জড়, অপরটি অজড়। পরমাণুসমূহ ও তাহাদের পরস্পর সংযোগ-বিয়োগে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থই জড়, এবং ঐ সকল পরমাণুর কারণস্বরূপ স্বপ্রকাশধর্ম্মক অতীন্দ্রিয় পদার্থবিশেষের নামই অজড়। অজ্ঞাত-সম্পূর্ণস্বরূপ স্বপ্রকাশধর্ম্মী অজড় পদার্থ হইতে জড়ের আবির্ভাব যে কিরূপে হইল, তাহা অসম্পূর্ণ মানবের বুদ্ধির অগোচর। তবে যাহার যে ধর্ম্মের কোথাও কখন ব্যভিচার দৃষ্ট হয় নাই, তাহার সেই ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম, এইরূপ পরীক্ষাপ্রণালীতে আরূঢ় করিয়া প্রমাণ দ্বারা আবিষ্কৃত সত্যই সত্য, উহা কখনই অবিশ্বাস্য নহে, পরন্তু অবশ্য স্বীকার্য্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জড়পদার্থমাত্রই পরমাণুসমষ্টি। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে অণুর বা দ্ব্যণুকের উৎপত্তি। ইহাই সূক্ষ্মজড়। দ্ব্যণুকনিচয়ের সংযোগে ত্রসরেণু প্রভৃতি স্থূল জড় বা ভূতের উৎপত্তি। কিন্তু এইরূপ সংযোগ প্রকৃত একীভাব নহে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অবগত হওয়া যায়, সমস্ত পরিদৃশ্যমান পদার্থই সচ্ছিদ্র। কোন পদার্থই পদার্থান্তরের সহিত একীভাবাত্মক অবিচ্ছিন্ন সংযোগ প্রাপ্ত হয় না; অর্থাৎ যাহাতে দুই পদার্থ এক হইয়া যায়, এপ্রকার সংযোগ ঘটে না। পরমাণুর স্বাভাবিক-কম্পন-তারতম্য-জনিত উষ্ণত্ব ও শৈত্য, আকর্ষণ-বিশ্লেষণ শক্তিবলে অবিচ্ছেদ সংযোগের ব্যাঘাত উৎপাদন করে। ইন্দ্রিয়গোচর ঘনত্বাদি জ্ঞান মানবের আপেক্ষিক জ্ঞান। পরস্পরের আকর্ষণে উৎপন্ন অবিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান ঘনসন্নিবেশই আপেক্ষিক ঘনত্বাদিজ্ঞানের সাধন। অণুসমূহের আকর্ষণ হইতে উৎপত্তি ও স্থিতি, এবং বিশ্লেষণ হইতে বিনাশ সম্পাদিত হয়। এইরূপে দেখা যায় যে, জড় ও জড়কারণ, সামান্যত অপৃথক্ ভাবাপন্ন প্রতীয়মান হইলেও ইন্দ্রিয়-গোচর জড়, জড়শক্তির অধীন; এবং অজড়, জড়শক্তির অধিনায়ক। ফলত এইরূপ অদৃশ্যপৃথকত্ব অস্বীকৃত হইলেও জড় ও অজড় প্রকৃতপক্ষে পৃথক্ ভাবাপন্ন।

পদার্থমাত্রই পরিবর্ত্তনশীল। উক্ত পরিবর্ত্তনই গতির বোধক; অর্থাৎ যে পদার্থের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, সেই পদার্থের সেই পরিবর্ত্তনের প্রতি স্বসম্বন্ধিনী একটি গতির পূর্ব্ববর্ত্তিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ গতি আবার তৎপদার্থ-নিহিত বা তৎসংযুক্ত-পদার্থান্তর-নিহিত বেগ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপ অনুমানই কার্য্যকারণানুমান। কার্য্যকারণানুমানের অব্যভিচারিত্বেরই প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়;—অর্থাৎ যে অন্তর্নিহিত বেগ যে ধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়াতে গতির সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও পরিবর্ত্তনের পরম্পরাসম্বন্ধে কারণরূপে অনুমিত হইতেছে, ঐ ধর্ম্মের যদি কুত্রাপি ব্যভিচার না থাকে, তবে ঐ অনুমান সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপে উক্ত অনুমানই প্রমাণ করিতেছে যে, সমস্ত ক্রিয়ার মূলকারণই জ্ঞানশক্তি ও জড়শক্তি। কেবল জড়শক্তির কারণতা স্বীকারে 'অনবস্থাপত্তি' প্রভৃতি তর্কদোষ উপস্থিত হয়। শক্তি সকল একমাত্র আধারে সামঞ্জস্যভাবে অবস্থান করিলেও গুণবিভেদ অনুসারে শক্তির বিভিন্ন আখ্যা হইয়াছে।

শক্তি প্রধানত ত্রিবিধ। অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ ও তটস্থ। অন্তরঙ্গ বা স্বরূপ শক্তি বৈদান্তিক ভাষ্যে পরা, বিদ্যা, চিৎ ও জ্ঞান প্রভৃতি নামে, এবং পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে আত্মশক্তি নামে প্রসিদ্ধ। বহিরঙ্গ (অপরা, অবিদ্যা, অচিৎ, ক্রিয়া বা মায়া) শক্তি অধুনাতন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে রাসায়নিক শক্তি সংজ্ঞাতে অভিহিত হয়। তটস্থ (জৈব বা বল) শক্তিরই নামান্তর শারীর শক্তি। যে শক্তি দ্বারা আকর্ষণ-বিশ্লেষণ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহারই নাম রাসায়নিক শক্তি। ঐ রাসায়নিক শক্তি আবার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যদ্বয় অনুসারে দুই ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। যথা:—যে শক্তি যাবদীয় পদার্থের গতিরোধ করে, তাহার নাম মহাকর্ষণ শক্তি; এবং যে শক্তি দ্ব্যণুকের কম্পন ও আলোক উৎপাদন করে, তাহার নাম তৈজস বা তাড়িত শক্তি। শারীর শক্তিও রাসায়নিক শক্তির সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যবিভেদে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হয়। যথা:—যে শক্তি ইন্দ্রিয়গণকে সজীব রাখে, তাহার নাম জীবনী শক্তি; এবং যে শক্তি ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের গতি বিধান করে, তাহার নাম কৈশিকী শক্তি।

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শক্তিই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সামঞ্জস্যভাবে এই বিশ্বমধ্যে কার্য্য করিতেছে। ঐ কার্য্য সকলের সুশৃঙ্খলার জন্য যেখানে যে শক্তির যে পরিমাণে প্রয়োজন, সেখানে সেই শক্তি সেই পরিমাণেই নিহিত রহিয়াছে। ঐ সকল শক্তির মধ্যে কোন কোন শক্তি সামান্য-বেদ্য; কিন্তু সামান্য-বেদ্য হইলেও এককালে অবেদ্য নহে। সুতরাং সমস্ত শক্তিরই কার্য্যকারিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য; এবং বিশ্বান্তর্গত মানবে ঐ শক্তির অবস্থানও অপরিহার্য্য।

ফলত যে নিয়মে স্ত্রীজাতীয় ক্ষয়বর্দ্ধনশীল অণুর সহিত পুংজাতীয় অণুর সংযোগে দ্ব্যণুক শরীরের উৎপত্তি,—যে নিয়মে পুংজাতীয় বীজাণু ও স্ত্রীজাতীয় বীজাণুর সংযোগে তরুলতাদি উদ্ভিজ্জগণের উৎপত্তি,—যে নিয়মে উভয় জাতীয় দেহাণুর সংযোগে স্বেদজ দেহের উৎপত্তি,—যে নিয়মে উভয় জাতীয় রেতাণুর সংযোগে অণ্ডজগণের উৎপত্তি,—সেই একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে স্ত্রীপুংজাতীয় শোণিত-শুক্র-সহযোগেই নিকৃষ্ট জরায়ুজক্রমে উৎকৃষ্ট জীব মানবেরও উৎপত্তি হইয়াছে। যে নিয়মে উভয়জাতি-সংযোগোৎপত্তি-বশত প্রতিদেহেই উভয় জাতীয় চিহ্ন লক্ষিত হয়,—যে নিয়মে তরু লতা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি

সকলের শরীরেরই অঙ্গদ্বয় লক্ষিত হয়,—যে নিয়মে পশুশরীরে স্বসম্পূর্ণ সম শরীরাংশদ্বয় লক্ষিত হয়,—সেই একই প্রাকৃতিক নিয়মক্রমে মানবশরীরেরও সর্ব্বাংশেই স্বসম্পূর্ণ দুইটি দুইটি করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পরিদৃষ্ট হয়। অধিক কি, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মানবের মনোযন্ত্রের আধারভূত মস্তিষ্কও দুইটি সমান স্বসম্পূর্ণ অংশে বিভক্ত। স্ব-কারণ-সম্ভূত এই দ্বৈতভাব, প্রতিক্রিয়াতেই শক্তির স্বাধীন পূর্ব্বভাব এবং ইচ্ছাশক্তির অজ্ঞাতসারেও কোন কোন স্থানে কার্য্যের উৎপত্তি প্রভৃতির সম্যক্ পর্য্যালোচনার্থই দর্শনশাস্ত্রের আবির্ভাব। প্রমাতা আত্মার ইচ্ছাধীন আত্মজিজ্ঞাসার আবির্ভাবে আত্মাস্তিত্ব স্বতই ব্যক্ত হইলেও আত্মাতে অধ্যস্ত অনাত্মজ্ঞানের নিরাকরণার্থ দর্শনশাস্ত্রের প্রবৃত্তি; অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা আত্মস্বরূপ ব্যাখ্যানেই দর্শনশাস্ত্র নিজ সাফল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আত্মার ঐ স্বতঃসিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম বা স্বপ্রকাশ ভাব, কি প্রত্যক্ষ কি অনুমান, উভয়ত্রই, কার্য্য কারণ, জড় শক্তি, এবং কাল ও আধার সত্তাতে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে উপস্থিতি দ্বারা প্রকাশ হয়।

দর্শনশাস্ত্রীয় প্রমাণের রীতি দ্বিবিধ; সংযোজনী ও বিয়োজনী। বিয়োজনী রীতিতে আমরা তটস্থ ভাবে অস্বরূপ নিরসনে স্বরূপসত্তা অনুভব করি, এবং সংযোজনী রীতিতে স্বরূপত বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান লাভ করি। বিশেষ-ইন্দ্রিয়-বেদ্য বিশেষ গুণ সকল বিয়োজনী রীতির সহায়, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়বেদ্য সামান্য গুণ সকল সংযোজনী রীতির সহায়; অর্থাৎ বিশেষগুণগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপলব্ধ হইয়া স্বতঃসিদ্ধ ভাবে বস্তুসত্তা ব্যক্ত করে, এবং সামান্যগুণসকল পরম্পরাসম্বন্ধে অনুভূত হইয়া স্বতঃসিদ্ধভাবেই বস্তুস্বরূপ জ্ঞাপন করে। এই প্রকারেই আত্মবস্তুরও জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাপক বস্তুর প্রকৃত জ্ঞানলাভে একটি ব্যাপক প্রমাণ-বিশেষের প্রয়োজন হয়। প্রত্যক্ষ ও অনুমান রূপ মানবীয় প্রাকৃত প্রমাণ ঐ স্থলে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া একটি অপৌরুষের অপ্রাকৃত প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা প্রদর্শন করে।

মনোবিজ্ঞান।

দর্শনশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত; মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সহিত মনের সম্বন্ধ-নিরূপক বিজ্ঞানশাস্ত্র, এবং তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ মনের অতীত সত্যবস্তুর সহিত মনের সম্বন্ধ-নিরূপক বিজ্ঞানশাস্ত্র।

অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাত্মক তত্ত্বজ্ঞান, সৎ অর্থাৎ যে সকল বস্তু আছে তাহাদের সত্ত্ব বা অস্তিত্ব, এবং অসৎ অর্থাৎ যে সকল বস্তু নাই তাহাদের অসত্ত্ব বা অনস্তিত্ব ভেদে দ্বিবিধ। সৎ সৎ অর্থাৎ আছে আছে, এইরূপে গৃহ্যমাণ বিষয়ের অবিপরীত তত্ত্বজ্ঞানই সত্ত্বজ্ঞান বা অস্তিত্বজ্ঞান, এবং অসৎ অসৎ অর্থাৎ নাই নাই, এইরূপে গৃহ্যমাণ বিষয়ের অবিপরীত তত্ত্বজ্ঞানই অসত্ত্বজ্ঞান বা নাস্তিত্ব জ্ঞান। দীপ দ্বারা দৃশ্য বস্তুর উপলব্ধি হইলে, যেরূপ জ্ঞান হয়, তদ্রূপ জ্ঞানের নামই অস্তিত্ব জ্ঞান, এবং ঐ দৃশ্য বস্তুর ন্যায় যে যে বস্তুর উপলব্ধি হয় না, তাহাদের অনুপলব্ধি রূপ যে জ্ঞান, তাহারই নাম নাস্তিত্ব জ্ঞান; অর্থাৎ যাহা আছে, তাহার উপলব্ধি হইতেছে, এইরূপে নিশ্চয়াত্মক যে বস্তুজ্ঞান, তাহাই অস্তিত্ব জ্ঞান, এবং যদি থাকিত, তবে তাহার উপলব্ধি হইত, যাহার উপলব্ধি হইতেছে না, তাহা নাই, এইরূপ অভাবজ্ঞানই নাস্তিত্ব জ্ঞান। উক্ত প্রকারে সতের প্রকাশক 'প্রমাত্মক' জ্ঞানসাধনই অসতেরও প্রকাশক হইয়া থাকে। এইরূপ প্রমাত্মক জ্ঞানসাধন বা প্রমাণ দ্বারা অর্থ-প্রতিপত্তি (বিষয়জ্ঞান) হয়। তদনন্তর তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি, ও প্রবৃত্তি হইতে ফলের উৎপত্তি হয়; এই নিমিত্তই প্রমাণ ফলজনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রমাণ ব্যতিরেকে বিষয়ের জ্ঞান হয় না। বিষয়জ্ঞান ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি-সামর্থ্যও ঘটে না। জ্ঞাতা বিষয়জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ের লিপ্সা (লাভেচ্ছা) বা জিহাসা (ত্যাগেচ্ছা) করিয়া থাকেন। লাভেচ্ছা-প্রযুক্ত বা ত্যাগেচ্ছা-প্রযুক্ত জ্ঞাতার চেষ্টাবিশেষের নামই প্রবৃত্তি। চেষ্টমান ব্যক্তি বিষয়-বিশেষের লাভে বা ত্যাগে ইচ্ছুক হইয়া বিষয়-সাফল্য লাভ বা ত্যাগ করিয়া থাকেন। সুখ ও সুখের কারণ এবং দুখ ও

দুঃখের কারণকেই বিষয় বলে। উক্ত বিষয় আবার প্রাণিভেদে অসংখ্য। প্রমাতা, অর্থবিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রমেয়ের প্রমিতি লাভ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ প্রমাতৃজীব বা বিষয়ী সত্যবস্তুবিষয়ক প্রমাণ বা জ্ঞানসাধন দ্বারা, ঐ সত্যবস্তুর সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান লাভ করেন। প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমিতি, এই চারিটির মধ্যে একের অভাব হইলেই জ্ঞানেরও অভাব হইয়া থাকে। যাঁহার লাভেচ্ছা বা ত্যাগেচ্ছা হইতে প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, তাঁহারই নাম প্রমাতা, প্রমাতা যে সাধন দ্বারা প্রমেয়ের প্রমাত্মক জ্ঞান লাভ করেন, তাহার নাম প্রমাণ। প্রমাতা যে বিষয়ের সহিত প্রমাণের সম্বন্ধ বিশেষে প্রমাজ্ঞান লাভ করেন, তাহারই নাম প্রমেয়। এবং ঐরূপ সম্বন্ধ সঙ্ঘটনে যে জ্ঞানবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম প্রমিতি। উক্ত প্রমাত্রাদি-বিষয়-চতুষ্টয়ই অর্থতত্ত্বের (সমস্ত বিষয়জ্ঞানের) নিদান স্বরূপ।

জ্ঞান প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত; প্রমাজ্ঞান ও অপ্রমাজ্ঞান। সত্যজ্ঞানের নাম প্রমাজ্ঞান এবং ভ্রমজ্ঞানের নাম অপ্রমাজ্ঞান। যে বস্তু যে যে ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, সেই বস্তুকে সেই সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বোধের নাম প্রমাজ্ঞান, এবং যে বস্তু যে যে ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে, সেই বস্তুকে সেই সেই ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বোধের নাম ভ্রমজ্ঞান। এই উভয়বিধ জ্ঞানেরই সাধন ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়বোধে ভ্রান্তি থাক আর নাই থাক; ইন্দ্রিয়বোধ ভিন্ন আমাদিগের জ্ঞানের উপায়ান্তর দেখা যায় না। বস্তুত ইন্দ্রিয়ই আমাদিগের সর্ব্ববিধ জ্ঞানের মূল। যেখানে ইন্দ্রিয়বোধ নাই, সেখানে কোন জ্ঞানই নাই। যোগ্যই হউক আর অযোগ্যই হউক, পূর্ণই হউক আর অপূর্ণই হউক, সত্যই হউক আর অসত্যই হউক, ইন্দ্রিয় দ্বারাই আমাদিগের সকল জ্ঞান অর্জ্জিত ও সংস্কৃত হইতেছে। বস্তুর পরিদৃশ্যমান রূপ বা গুণ ব্যতীত আমরা আর কিছুই দেখি না বা ইন্দ্রিগোচর করি না। বস্তুর স্বরূপ বা নির্গুণ সত্তায় আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন অধিকারই নাই। ইন্দ্রিয়ের বিষয়কেই বস্তু বলে; যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, তাহা অবস্তু। অতীন্দ্রিয় আকাশকুসুমাদি বস্তু হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় ব্যতীত কোন ধারণা, ভাবনা বা কল্পনাও সম্ভাবিত হইতে পারে না। মানব-মনের ধারণা, ভাবনা বা কল্পনা সকলকে বিশ্লিষ্ট করিলে, ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানই অবশিষ্ট

থাকে। ফলত সকল জ্ঞানেরই মূল ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়প্রতিকৃতি বা ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান। যাহা কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই, আমরা তাহা বিশ্বাসও করি না। যাহা জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই বিশ্বাস্য।

কেহ কেহ বলেন, "প্রথমত দেখা যাইতেছে যে, বস্তুর উপলব্ধি, বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক সন্নিকর্ষের ফল। রূপ বস্তুতেও দৃষ্ট হয় না, চক্ষুতেও দেখা যায় না; কিন্তু চক্ষুর সহিত রূপবৎ বস্তুর ক্ষণিক সম্বন্ধ ঘটিলেই রূপের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়ত, একই বস্তু ইন্দ্রিয়ের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পিত্তরোগে সকল বস্তুই পীতবর্ণ দেখা যায়; রূপান্ধতারূপ রোগবিশেষে রক্তবর্ণ বস্তু নীলবর্ণ দেখা যায়; রুগ্ন অবস্থায় মিষ্ট বস্তুও রসনাতে তিক্ত বোধ হয়। ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্ত্তনে এইরূপ বস্তুরও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। তৃতীয়ত, একই বস্তু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিভিন্ন জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে। একই ফল, চক্ষুতে বর্ণজ্ঞান, রসনাতে রসজ্ঞান, নাসিকাতে গন্ধজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিতেছে। ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল যদি ভিন্ন হয়, তবে ফলকেও একটি বস্তু না বলিয়া অনেকগুলি বস্তু বলিতে হয়। যদি ফলের স্বগতভেদ না স্বীকার করা হয়, তবে অবশ্যই ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলকে প্রকৃত বস্তু না বলিয়া অপ্রকৃত বস্তু বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হয়। চতুর্থত, একই বস্তু একই নীরোগ-ইন্দ্রিয়ে দূরত্বাদি বিভিন্ন অবস্থাতে বিভিন্ন জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে। পঞ্চমত, স্বপ্নাদিতে প্রকৃত বস্তুর অভাবেও বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের অভাব হইতেছে না। এই প্রকারে অবস্তুর বোধ উৎপাদন করিয়া ইন্দ্রিয় কি বলিয়া প্রমাণ হইবে? তুল্য-ধর্ম্মীরই পরস্পর গ্রাহ্যগ্রাহকতা দেখা যায়। অবস্তুর গ্রাহক ইন্দ্রিয় অবশ্যই অবস্তু ও অপ্রমাণ হইবে।"

যদিও এইরূপ বিরোধী যুক্তিসকল দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় কখনই আমাদিগকে প্রতারণা করে না। ইন্দ্রিয়জন্য উপলব্ধির অনন্তর যে সকল অনুলব্ধি হয়, তাহারাই আমাদিগকে প্রতারণা করে; অনুলব্ধিই ভ্রমের কারণ। যাঁহারা মনে করেন, ইন্দ্রিয় আমাদিগকে প্রতারণা করে, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্থূলদর্শী। ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্য আছে

কি না, বিচার করিতে হইলে, প্রথমত জ্ঞায়মান বস্তু ও প্রকৃত বস্তু এতদুভয়ের ভেদ অবগত হইতে হয়। মনে করুন, আমরা দূর হইতে কোন ব্যক্তিকে পরিচিত ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিলাম; কিন্তু যখন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন জানিলাম, তিনি পরিচিত ব্যক্তি নহেন, অপরিচিত ব্যক্তি। চক্ষু ব্যক্তি-কেই দর্শন করিয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী মানসিক ব্যাপার সকল ব্যক্তিবিষয়ক ভ্রম উৎপাদন করিল। প্রথম দর্শনে চক্ষু দ্বারা দূরবর্ত্তী বস্তুবিশেষের উপস্থিতি জ্ঞানও প্রকৃত পক্ষে উৎপন্ন হয় না; কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত কোন না কোন একটি বস্তুর সন্নিকর্ষ হইয়াছে, এই মাত্র বোধ হইয়া থাকে। তদনন্তর পূর্ব্বোপ-লব্ধ বস্তুর ধারণা ও তদ্গত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ভাবনা দ্বারা কতকগুলি বিশেষ গুণ বা ধর্ম্মের সমবায়ে ঐরূপ বিশিষ্ট বস্তুটি আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে ভিন্ন ভাবে বাহ্য জগতে কিঞ্চিৎ দেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, এই পর্য্যন্ত বোধ হয়; কিন্তু তখনও ঐ বস্তুটি মনুষ্য বলিয়া প্রতীতি হয় না। পরে ঐ বস্তুটি মনুষ্য রূপে প্রতীত হইলেও, এবারেও উহার পরিচিতত্ব বা অপরিচিতত্ব অনুভূত হয় না। তাদৃশ অনুভবে আর একটি চিন্তার অর্থাৎ পরিচিত ব্যক্তির স্মরণের অনন্তর উপমিতির প্রয়োজন। যদিও একটি জ্ঞানে পর পর এতগুলি ক্রিয়া হইল, কিন্তু ঐ সকল ক্রিয়ার অতীব সত্বরতাপ্রযুক্ত তাহার কিছুই অনুভূত হইল না। এই রূপে পরিদৃশ্যমান বস্তু ও প্রকৃত বস্তুর ভেদ বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। সকল জ্ঞানেই প্রকৃত বস্তু ও তাহার পরিদৃশ্যমান ভাব, এই উভয়ই মিলিত ভাবে কার্য্য করে। জ্ঞানে প্রকৃত বস্তুরও যেরূপ প্রয়োজন, তাহার পরিদৃশ্যমান ভাব বা বস্তুপ্রতিকৃতিরও তদ্রূপ প্রয়োজন। এতদ্দ্বারা আরও জানা যাইতেছে যে, আমাদিগের অনুভবের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষও দৃঢ় সম্বদ্ধ। আমরা যতক্ষণ অনু-ভব করি, ততক্ষণই বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষও থাকে। অনুভবের বিরামে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষেরও বিরতি বোধ হয়। যদিও অনুভবের অপগমে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অনুভব হয় না বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের অনুভব না থাকিলেও তৎকালে বাহ্য বস্তুর অভাব হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। কারণ, অনুভবের অভাব আমাদিগকে বাহ্যবস্তুর অভাবের সিদ্ধান্তে লইয়া যাইতে পারে না; অননুভব-কালেও বস্তুর অস্তিত্বের ধারণা অপরিহরণীয়।

বস্তুত মায়াবাদী ব্যতীত আর কেহই বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বের অপলাপ করিবেন না। তিনি ব্যতীত আর কেহই ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে অবিশ্বাস করিবেন না। ইন্দ্রিয় কখনই আমাদিগকে প্রতারণা করে না। ইন্দ্রিয় যখন যাহা যেরূপে গ্রহণ করে, তখন তাহা সেইরূপেই প্রকাশ করে। গ্রহণকালে যে বস্তু নিজের যে ভাব ব্যক্ত করে, ইন্দ্রিয় সে বস্তুর সেই ভাবই গ্রহণ করে ও প্রকাশ করে। ভ্রমজ্ঞানেও ইন্দ্রিয় মিথ্যাবাদী বা প্রতারক নহে। ইন্দ্রিয়ই যখন ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া দিতেছে, তখন ইন্দ্রিয়কে মিথ্যাবাদী বলা যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয় যাহা দেখিবে, তাহাই বলিয়া দিবে। তবে প্রমাতৃগত দোষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তির উপযুক্ত স্ফুরণের অভাবই ভ্রমের কারণ। ফলত যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়ভ্রম বলিয়া থাকি, তাহা উপলব্ধির অস্পষ্টতা ও তজ্জনিত অনুলব্ধির দোষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অন্ধকারে রজ্জু দেখিলে যে সর্পভ্রম হয়, তাহাতে উক্ত উভয় দোষই আছে। ঐস্থলে উপলব্ধিও অস্পষ্ট এবং অনুলব্ধিও ভ্রান্ত। মরীচিকা দূর হইতে জলাশয় রূপে প্রতীত হইল; অর্থাৎ জলসদৃশ-বর্ণবিশিষ্ট বিস্তৃতিবিশেষ নয়নগোচর হইল। এই স্থলেও উক্ত উভয় দোষই বিদ্যমান রহিয়াছে। তৃষ্ণাতুর পথিক ক্রমে ভ্রান্ত জলাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রজ্জু-সর্পস্থলে যেরূপ অন্ধকারবশত অস্পষ্ট দৃষ্টিতে রজ্জু সর্পবৎ অনুভূত হইয়াছিল, এ স্থলেও সেইরূপ দূরত্বপ্রযুক্ত তেজঃ-প্রতিবিম্বনে আলোকে জলের বর্ণ বোধ হইয়াছে, এবং সেই জলসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট বিস্তৃত দেশে জলের ধারণামালা পর পর অনুলব্ধিতে উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত অনুলব্ধি সকলও ভ্রমাত্মক। পথিক দূরদৃষ্ট ভ্রান্ত জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন,—দেখিলেন, তাহা পূর্ব্ববৎ দূরেই রহিয়াছে; তিনি যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, জলাশয়ও ততই অন্তর্হিত হইতে থাকে। পরে তাঁহার ভ্রম দূর হইলে, তিনি জানিতে পারেন যে, উহা জল নহে, উহা তাঁহার দৃষ্টিভ্রম। ফলত দৃষ্টিরও ভ্রম হয় নাই। চক্ষুতে জলেরই বর্ণ প্রতীয়মান হইয়াছিল। দূরত্বপ্রযুক্ত সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় নাই, জলসদৃশ বর্ণ ই জলবর্ণ বলিয়া অনুলব্ধ হইয়াছিল। যাহা হউক, কোন ইন্দ্রিয় কচিৎ ভ্রান্ত বা অশক্ত হইলেও অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সে ভ্রমের সংশোধন হইয়া থাকে। যদি কোন স্থলে এরূপেও ভ্রমের সংশোধন না হয়, তবে তখন সমগ্র মনুষ্যজাতির ইন্দ্রিয়সমষ্টির

উপর নির্ভর করিতে হইবে; যেহেতু উহা অভ্রান্ত। উহাতে ভ্রম থাকিলেও আপাতত উহাকে অভ্রান্তই বলিতে হইবে। কারণ, অলৌকিক জ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন ঐ ভ্রমের নিরাকরণ সম্ভাবিত নহে; এবং উহাকে ভ্রম বলিয়া স্থির করাও তাদৃশ জ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন আমাদিগের দ্বারা সম্ভব হয় না।

অন্ধকারে রজ্জুদর্শনে যে সর্পভ্রম হয়, তাহাও প্রকৃত দৃষ্টিভ্রম নহে। উহার মূলে অস্পষ্ট দৃষ্টি অর্থাৎ দর্শনশক্তির উপযুক্ত স্ফুরণের ন্যূনতা রহিয়াছে। প্রথমত, রজ্জুকে অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা গেল; পরে তাহার আকার প্রকারে সর্পের অনুলব্ধি হইল; কিন্তু সর্পদর্শন হইল না। রাত্রি,—অন্ধকার,—উহার সহিত নানাপ্রকার ধারণামালা মনে জাগরূক রহিয়াছে; সর্পও তন্মধ্যে একটি; অর্থাৎ রাত্রিকালে সর্প বহির্গত হয়, মনে এইরূপ ধারণা রহিয়াছে। অন্ধকারে রজ্জুর দীর্ঘ ও গোল আকৃতি অস্পষ্ট উপলব্ধ হওয়ায় সর্পভীত পথিকের মনে স্বতই সর্প (অস্ফুটদৃষ্ট রজ্জুর আকার প্রকার হইতে কাল্পনিক জীব—সরীসৃপ—বিষাক্ত প্রভৃতির ধারণামালা) মনে উপস্থিত হইল। সেই অনুলব্ধির ভ্রান্তিবশতই এতাদৃশ ভ্রম জন্মে। যে ব্যক্তির অন্ধকারের সহিত—রাত্রির সহিত—ভূতপ্রেতাদির ধারণামালা মনে আছে; অর্থাৎ যাহার সংস্কার বশত বিশ্বাস আছে যে, অন্ধকারে ভূতপ্রেতাদি বিচরণ করে, তাহার নিজ ছায়াদিতেও ভূতাদিভ্রম জন্মিয়া থাকে; ইহাও সেই অনুলব্ধির ভ্রম—দৃষ্টিভ্রম নহে। ফলত কি স্বপ্ন, কি মত্ততা, কি জড়তা, কি রুগ্নাবস্থা, কি বিকার, সকল অবস্থার ভ্রমেই ইন্দ্রিয়শক্তির বহির্ভাগে গমন করিবার সাধ্য নাই। কোন অবস্থাতেই অভাবনীয় অতীন্দ্রিয় কোন বিষয়েরই অনুভব হয় না।

কোন একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক বলিয়াছেন,—একজন অশীতিবর্ষবয়স্ক, নীরোগসদৃশ-প্রতীয়মান, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বৃদ্ধের বার বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহই দৃষ্টিভ্রম হইত। তিনি সম্মুখে সততই মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। শরীরের উপরার্দ্ধ স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হইত; কিন্তু নিম্নার্দ্ধ মেঘাচ্ছাদিতের ন্যায় বোধ হইত। মূর্ত্তিগুলি প্রত্যহ একরূপ লক্ষিত হইত না বটে; কিন্তু প্রত্যেকটিই তিনি শত শত বার দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ সকল মূর্ত্তি তিনি পূর্ব্বে কখন কোথাও দেখিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে তাঁহার কিছুই স্মরণ ছিল না। তবে

তিনি উহাদের মধ্যে কখন কখন আপনার মুখও দেখিতে পাইতেন; উহা ক্রমে যৌবনাবস্থা হইতে প্রৌঢ়ে ও পরে বার্দ্ধক্যেও পরিণত হইত। তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেও ঐ সকল মূর্ত্তি যেরূপ দেখিতেন, আর নেত্র নিমীলন করিলেও সেইরূপই দেখিতেন। অনেক সময় ঐ সকল মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছাও হইত এবং দেখিলে আনন্দও হইত। ইচ্ছা পূর্ব্বক চক্ষুতে হস্তমার্জ্জন করিলে বা উপর্য্যুপরি শীঘ্র শীঘ্র চক্ষু মুদ্রিত বা উন্মীলিত করিলে মূর্ত্তিগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইত। কি দিবা, কি রাত্রি, কি আলোক, কি অন্ধকার, সকল সময়েই তিনি ঐ সকল মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। এক দিন তিনি তাঁহার মৃতপত্নীর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া এবং ঐ মূর্ত্তি তাঁহাকে অনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করিতেছে ভাবিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক উদ্যানমধ্যে, জীবিতাবস্থায় তাঁহার পত্নী যে স্থানে বিচরণ করিতেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে যখন ঐ মূর্ত্তি না দেখিয়া নিজ ভৃত্যকে স্ত্রীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাহার মুখে স্ত্রীর বহু দিবস মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া যেন অকস্মাৎ তাঁহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, এবং ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত তাঁহার মস্তিষ্কের ক্ষয়ই উক্ত ভ্রান্তির কারণ বলিতে হইবে। ঐ অবস্থায় যোগের অবস্থার ন্যায় বৃদ্ধের প্রমাতৃগত ভাব সকল ইন্দ্রিয়শক্তি অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং দর্শনের অপেক্ষা চিন্তাই দিবারাত্র অধিক পরিমাণেই চলিত। অন্য একটি ভদ্রলোকেরও প্রায় ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। তিনি স্পর্শ না করিলে বা কণ্ঠস্বর না শুনিলে, কেবল চক্ষু দ্বারা লোককে চিনিতে পারিতেন না। পিত্তপীতিমাদি রোগবিশেষেও ঐরূপ হইয়া থাকে। এইরূপে এক ইন্দ্রিয়ের ভ্রম প্রায় সর্ব্বদাই অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সংশোধিত হইতে দেখা গিয়া থাকে।

দোষ নানাবিধ। কেবল রোগাদিজন্য ইন্দ্রিয়শক্তির হানিই ভ্রমের কারণ নহে। দূরত্বাদিও ইন্দ্রিয়শক্তির উপযুক্ত স্ফুরণের অভাব ঘটাইয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে। আমরা গগনমণ্ডলে যে সুনীল বর্ণ নয়নগোচর করি, উহা আকাশের বর্ণ নহে; আকাশ রূপবিহীন বস্তু। ঐ বর্ণ বায়ুরও বর্ণ নহে; কিন্তু ঐ রূপের প্রকাশ বায়ুর কার্য্য। স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ুকে কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়াই বোধ আছে, উহার যে বর্ণপ্রকাশিনী শক্তি আছে, তাহা

অনেকেই স্বীকার করিবেন না; কারণ, তেজেতেই রূপ থাকে, বায়ুতে রূপ থাকে, কেহ কখন দেখেন নাই; কিন্তু উহার স্পর্শ সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। পরন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া থাকেন যে, বায়ুর রূপপ্রকাশকতাও আছে; ঐ রূপ নিকটে দেখা যায় না, দূর হইতে আলোকের প্রতিবিম্বনে ঐ নীলিমা অম্বুরাশির নীলিমার ন্যায় অনুলব্ধ হইয়া থাকে। অবস্থাবিশেষে বস্তুর রূপান্তরের অনুভব সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। একটি জ্বলন্ত মশাল দ্রুতবেগে ঘুরাইলে চক্রাকারে অগ্নির অনুভব হইয়া থাকে। বাস্তবিক অগ্নি-চক্র না থাকিলেও ভ্রামণের দ্রুততা প্রযুক্ত ঐ মশালের এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দুতে আসিতে যে সময় লাগিতেছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয় নাই বলিয়াই ঐরূপ অনুভব হইতেছে। চন্দ্র-সূর্য্য উদয়কালে বা অস্তগমনকালে রিক্তচক্ষুতে যত বৃহৎ দৃষ্ট হয়, মধ্যগগনে অবস্থান কালে তত বৃহৎ দেখায় না। কিন্তু কোন একটি বস্তুর ছিদ্রের মধ্য দিয়া দেখিলে, সকল সময়েই সমান দেখা যায়। উহাদের কোন সময় ক্ষুদ্র ও কোন সময় বৃহৎ দেখাইবার কারণই আলোকের প্রতিবিম্বন। সামান্য একটি পরীক্ষা দ্বারাই উক্ত ভ্রমের অপনয়ন হইতে পারে। আমরা যদি একটি পাত্রে একটি রৌপ্যমুদ্রা রাখিয়া উহা অদৃশ্য হওয়া পর্য্যন্ত পশ্চাদ্দিকে গমন করি, এবং ঐ সময়ে কোন ব্যক্তি ঐ পাত্রে জল ঢালিয়া দেন, তাহা হইলে, ঐ অদৃশ্য মুদ্রা আবার দৃষ্টিগোচর হইবে। আলোকের প্রতিবিম্বনই উহার কারণ। প্রভাত ও সায়ংকালে চন্দ্রের বা সূর্য্যের কিরণকে অপেক্ষাকৃত অধিক ও ঘনীভূত বায়ু ও বাষ্প ভেদ করিতে হয় বলিয়াই মধ্যগগনে অবস্থান কালের হইতে ঐ সময়ে উহাদিগকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দেখা যায়। ঐরূপ আলোক, সংশ্লিষ্ট অবস্থায় শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশ্লিষ্ট অবস্থায় ঐ আলোকেই আবার বিবিধ বর্ণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। উভয়ত্রই ইন্দ্রিয় সত্যবাদী। চূর্ণ ও হরিদ্রার পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ এক প্রকার, আবার উহাদের মিশ্রণোৎপন্ন বর্ণ অন্য প্রকার। উভয় বর্ণই ইন্দ্রিয়ের বিষয়। উভয়ত্রই ইন্দ্রিয় সত্যবাদী। তবে যে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন বোধ বা ভ্রম হইতেছে, সে কেবল দূরত্বাদি দোষ বশত ইন্দ্রিয়শক্তির উপযুক্ত স্ফুরণের অভাবেই বলিতে হইবে। সাঙ্খ্যদর্শনে বলিয়াছেন,—

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥"

কোথাও বা দূরত্ব প্রযুক্ত, কোথাও বা সামীপ্য বশত, কোথাও বা ইন্দ্রিয়-বিঘাত বশত, কোথাও বা অনবধানতা বশত, কোথাও বা সূক্ষ্মতা বশত, কোথাও বা ব্যবধান প্রযুক্ত, কোথাও বা অভিভব অর্থাৎ আবরণ প্রযুক্ত এবং কোথাও বা সজাতীয় মিশ্রণ হেতু, ভ্রম সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সর্ব্ববিধ ভ্রমেই উপলব্ধির অস্পষ্টতা ও অনুলব্ধির অস্থানপতনই কারণ। যাহাকে আমরা সত্য বলি, তাহা কতকগুলি অনুলব্ধিমালা উপলব্ধি-সূত্রে গ্রথিত মাত্র। অনুলব্ধিগুলি ঐ উপলব্ধিরই ফল। পূর্ব্বোপলব্ধ চিত্র সকল সঙ্গ বা ধারণার গুণে মনে এমত সুন্দররূপে পর পর উপস্থিত হয় যে, যেন বস্তুতই তাহারা পুনর্ব্বার উপলব্ধ হইতেছে। সত্য মাত্রই প্রমাণ-সাপেক্ষ। যাহাকেই সত্য বলা হয়, তাহাই কোন না কোন উপলব্ধির সহিত কতকগুলি অনুলব্ধির সমন্বয় মাত্র হইতে প্রকাশিত। ফলত ইন্দ্রিয়বোধই ঐ সকল সত্যের সত্যত্বের প্রমাপক। উপলব্ধির সহিত মিলিত যে অনুলব্ধি, ইন্দ্রিয়-বোধের সহিত বিসদৃশ হয়, তাহাকেই আমরা ভ্রান্ত বলি। পৃথিবীর আকার পূর্ণাবয়বে না দেখিয়াও আংশিক উপলব্ধির পরই অন্যগোলাকৃতি বস্তুর লক্ষণ-সাদৃশ্যে অনুলব্ধি দ্বারা আমরা পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া থাকি। ঐরূপ, পৃথিবীকে ভ্রমণ করিতে না দেখিয়াও, সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা আংশিক গতির উপলব্ধির পরই, সচল বস্তুতে আরূঢ় ব্যক্তির সম্বন্ধে অচল বস্তুর গতির জ্ঞানরূপ ভ্রমের সাদৃশ্যে, অনুলব্ধি দ্বারা আমরা পৃথিবীর অচলতা ও সূর্য্যের সচলতাকে ভ্রান্ত বলিয়া থাকি।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ ও অবিকাশই যথাক্রমে প্রমাজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান এতদুভয়েরই সাধন। ঐ ভ্রম ইন্দ্রিয়সাহায্যেই সংশোধনীয়। যে ইন্দ্রিয় হইতে ভ্রমের উৎপত্তি, কোথাও বা সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং কোথাও বা অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ ভ্রম অপনীত হইয়া থাকে। বিবেক অর্থাৎ পরীক্ষা-জন্য-বোধই উক্ত ভ্রমের সংশোধক। সাদৃশ্যবৈসাদৃশ্য দর্শনেই পরীক্ষাকার্য্য সমাহিত হয়। যে বিষয়ে সাদৃশ্যাদির নিতান্ত অভাব হয়, তথায়

সাধারণ বিবেক এবং তাহারও অসদ্ভাব হইলে, অলৌকিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ভ্রমের সংশোধন হইয়া থাকে।

জ্ঞানের দুইটি অংশ;—উপলব্ধি ও অনুলব্ধি। প্রমাতৃগত বিভাবনা-শক্তি হইতে সমুত্থিত জ্ঞানাবয়বের নাম উপলব্ধি এবং তদ্গত উদ্ভাবনা-শক্তি হইতে সমুত্থিত জ্ঞানাবয়বের নাম অনুলব্ধি। প্রমাতার যে শক্তির প্রকাশে ভাবনা বা চিন্তার সহকারিতা দৃষ্ট হয় না, তাহার নাম বিভাবনা-শক্তি এবং উহার যে শক্তির প্রকাশে চিন্তার সহকারিতা দৃষ্ট হয়, তাহার নাম উদ্ভাবনা-শক্তি। বিভাবনাশক্তির প্রকাশে যে জ্ঞানাংশের প্রকাশ হয়, তাহা অস্ফুট ও বিকল্প-রহিত অর্থাৎ বিশেষ-স্ফূর্ত্তি-রহিত বলিয়া নির্ব্বিকল্পক নামে, এবং উদ্ভাবনা-শক্তির প্রকাশে যে জ্ঞানাংশের প্রকাশ হয়, তাহা পরিস্ফুট ও বিকল্পবিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ-স্ফূর্ত্তি-সম্পন্ন বলিয়া সবিকল্পক নামে, অভিহিত হইয়া থাকে।

দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ারূপ বিষয়ত্রয়ের অস্ফুট সাক্ষাৎ জ্ঞানই নির্বিকল্পক-জ্ঞান; অর্থাৎ উক্ত বিষয়ত্রয়ের আধারবিশিষ্টতা বা কালবিশিষ্টতা অথবা আধার ও কাল এতদুভয়বিশিষ্টতা বিষয়ক সাক্ষাৎ জ্ঞানের নাম নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিষয়নিষ্ঠ বিশেষজ্ঞান বা ব্যক্তিজ্ঞান ও সামান্যজ্ঞান বা জাতিজ্ঞান, এবং পরম্পরাসম্বন্ধে উক্ত বিশেষ জ্ঞান ও সামান্য জ্ঞানের পুনরুপস্থিতিজ্ঞান, এই উভয়বিধ জ্ঞানের নাম সবিকল্পক জ্ঞান।

আমি বর্ত্তমান কালে আমার সম্মুখস্থ ভূমিতে একটি বৃক্ষ দর্শন করিলাম। ঐ বৃক্ষ বস্তুটি কি, তাহা আমি জ্ঞাত নহি; অতএব লক্ষণ নির্দ্দেশে অর্থাৎ কি লক্ষণে বা কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে, বস্তুকে বৃক্ষ বলে, আমি তাহা বলিতে অক্ষম। দর্শনে এই মাত্র বোধ হইল যে, আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত একটি বাহ্য বস্তুর সন্নিকর্ষ বা সংযোগ হইয়াছে। এই জ্ঞান আমার প্রথম জ্ঞান; ইহারই নাম নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। পরে সম্মুখস্থ ভূমি ও গৃহাদি সমস্ত দৃশ্য বস্তু হইতে বা ঐ সকল দৃশ্য বস্তুর গুণাদি হইতে বৃক্ষকে বা বৃক্ষের গুণাদিকে পৃথক্ বোধ করিয়া থাকি ও ঐ সকল গুণাদির সমবায়ে বৃক্ষরূপ একটি বিশেষ বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। ঐ সময়েই ঐ সমবেত গুণাদি দ্বারা বৃক্ষের উপর বৃক্ষত্বরূপ একটি ধর্ম্মের—একটি সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞান হয় বলিয়াই, ঐরূপ ধর্ম্ম-

বিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বৃক্ষ এই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত জ্ঞানের নাম সামান্যজ্ঞান এবং প্রথমোক্ত জ্ঞানের নাম বিশেষজ্ঞান। ভবিষ্যতে স্থানান্তরস্থ কোন বস্তুর দর্শনে, বর্ত্তমানে উপলব্ধ বস্তুটিকে ভাবনাশক্তির প্রভাবে স্মরণ পূর্ব্বক উভয় বস্তুর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার দ্বারা অপর বস্তুর অনুভব হইয়া থাকে। এই ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এতদুভয়বিধ জ্ঞানের নাম সবিকল্পক জ্ঞান।

শারীর জ্ঞানের ন্যায় মানস জ্ঞানেরও ভেদ ঐরূপ। আমি বর্ত্তমানে ক্রোধ অনুভব করিতেছি। যখন ক্রোধ উপলব্ধ হয়, তখন মনের যে কেবল একটি ভাবান্তর হয়, তাহারই নাম নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। পরক্ষণেই ঐ ভাবান্তরকে মনের অপর ভাবান্তর হইতে ভিন্ন মানসিক ভাববিশেষ বলিয়া অনুভব হয়; ক্রোধভাব-বোধই, উক্ত-ক্রোধ-বিষয়ক হইলে বিশেষ জ্ঞান এবং ক্রোধ-মাত্র-বিষয়ক হইলে, সামান্য জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। কালান্তরে আমি আমার অতীত অবস্থার চিন্তা দ্বারা পূর্ব্বোপলব্ধ ক্রোধভাব স্মরণ পূর্ব্বক তৎকালানুভূত লোভাদি ভাবের সহিত তাহার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিয়া বস্তুনির্ণয় করিতে পারি। উক্ত রীতিদ্বয় হইতে সমুদ্ভূত জ্ঞানকেই সবিকল্পক জ্ঞান বলে। প্রথম রীতি,—তৎপ্রদেশে এবং তৎকালে একমাত্র বা অনেক বিষয়-বিষয়ক অনুভবের রীতি; এবং দ্বিতীয় রীতি,—কালান্তরে স্থানান্তরোপলব্ধ বস্তুর ধর্ম্মের সহিত পূর্ব্বোপলব্ধ বস্তুর ধর্ম্মের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার দ্বারা বস্তুনির্ণয়-রীতি।

নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের মূল-উপাদান দুইটি;—প্রমাতা বা বিষয়ী এবং প্রমেয় বা বিষয়। সবিকল্পক জ্ঞানের মূল-উপাদান তিনটি;—প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতি। কোন কোন দার্শনিক, জ্ঞানের সম্বন্ধ নামক অপর একটি উপাদান স্বীকার করেন, কিন্তু ঐ সম্বন্ধ পৃথক্ উপাদান নহে; উহা উল্লিখিত উপাদান সকলের শক্তি প্রকাশের অবস্থাবিশেষ মাত্র। ফলত সম্বন্ধ বিনা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ঐ সম্বন্ধ দ্বিবিধ;—অন্বয়-সম্বন্ধ ও ব্যতিরেক-সম্বন্ধ। ঐ সম্বন্ধ দুইটিই বেদান্তদর্শনে স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ নামে অভিহিত হইয়াছে।

সমস্ত পদার্থই জ্ঞানের বিষয়। লক্ষিত কাল ও আধারের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট প্রমেয় মাত্রই পদার্থ। আমার সম্মুখস্থিত দৃষ্টিগোচর বৃক্ষ যেমন একটি বিষয়; পত্র, পুষ্প, ফল, শাখা, কাণ্ড, বন ও বায়ু প্রভৃতিও তদ্রূপ বিষয়। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু স্থানকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। এই প্রকার জ্ঞানকেই বাহ্য উপলব্ধি কহে। এইরূপ আমরা যে ক্রোধাদি মানসিক ভাব লক্ষ্য করিতেছি, তাহাও কিছু না কিছু কালকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। এই প্রকার জ্ঞানকেই মানস উপলব্ধি কহে। উপলব্ধি বা নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান অনুলব্ধি বা সবিকল্পক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কারণ, পরিণামী নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান কাল ও আধারের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট; কিন্তু অপরিণামী সবিকল্পক জ্ঞানের সহিত কাল ও আধারের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধই দেখা যায় না। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বস্তুর জ্ঞান; কিন্তু সবিকল্পক জ্ঞান পরম্পরা-সম্বন্ধে বস্তুর জ্ঞান। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের প্রতি কারণ, বস্তুর সাক্ষাৎ উপস্থিতি, কিন্তু সবিকল্পক জ্ঞানে বস্তুর উপস্থিতির প্রয়োজন নাই, পূর্ব্বোপলব্ধ বস্তুর প্রতিরূপই ঐ কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। ঐ প্রতিরূপই বিশেষ জ্ঞান ও সামান্য জ্ঞানের জনয়িত্রী।

এই প্রকারে দেখা যাইতেছে যে, সবিকল্পক জ্ঞানের অন্তর্ভূত পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ বিশেষ জ্ঞান ও সামান্য জ্ঞান বাহ্যেন্দ্রিয়-গোচর বিষয়-জ্ঞান নহে; উহা বাহ্যেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-জনিত ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রসারণ হইতে লব্ধ প্রতিরূপের জ্ঞান। ঐ প্রতিরূপ বাহ্য ইন্দ্রিয়ের যোগ্য নহে; উহা কেবল মনের গোচর।

জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দ্বিধা বিভক্ত হইলেও ঐ বিভাগ সাধারণ বুদ্ধির বেদ্য নহে। ঐ ভেদ বিশেষ বিচার ব্যতিরেকে সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা অনুভূতই হইতে পারে না। বিশেষত জ্ঞানদ্বয় পরস্পর এরূপ সম্মিলিত যে, নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক এতদুভয়ের মধ্যে একের অভাব হইলেই প্রকৃত জ্ঞানের অনুপপত্তি হইয়া থাকে।

একটি বস্তুর সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে পূর্ব্বোক্ত দুইটি সম্বন্ধেরও বিশেষ প্রয়োজন। প্রথম সম্বন্ধ অর্থাৎ অন্বয় সম্বন্ধ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাহ্য বস্তুর সমবেত শক্তির স্ফুরণে বিভাবিত বস্তুর সন্নিকর্ষ বোধ করাইবে এবং দ্বিতীয় সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যতিরেক

সম্বন্ধ ঐ পদার্থের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলিকে অপর পদার্থের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম হইতে চিন্তা শক্তির সাহায্যে পৃথক্‌রূপে উদ্ভাবিত বস্তুর নির্ণয় করাইবে।

বৃক্ষ চতুর্দ্দিক্‌স্থ সমস্ত দৃশ্য বস্তুর সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু বৃক্ষ জ্ঞানে উহার কাণ্ডকে ভূম্যাদি দৃশ্য পদার্থ হইতে পৃথক্ এবং শাখা পত্রাদিকে উহার অংশরূপে বোধ করিতে হইবে। দৃষ্টিগোচর সমস্ত দৃশ্যের সন্নিকর্ষ জ্ঞান বিভাবনাশক্তি হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু অবয়বাদি বিশিষ্ট বৃক্ষরূপ বিশেষ পদার্থের জ্ঞান উদ্ভাবনা-শক্তি-সাপেক্ষ। ফলত জ্ঞানের উপলব্ধি ও অনুলব্ধি রূপ অংশদ্বয় স্বতন্ত্র ভাবে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধনে সমর্থ হয় না। উভয় অংশের মিলনই জ্ঞান।

মনে করুন,—একজন মনুষ্য কেবল বিভাবনা-শক্তি বিশিষ্ট; অর্থাৎ কেবল লৌকিক-সন্নিকর্ষ-জনক ইন্দ্রিয়শক্তি-বিশিষ্ট। কিন্তু তাহার অলৌকিক-সন্নিকর্ষ-জনক ইন্দ্রিয় নাই; অর্থাৎ সে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর সংযোগ ও তজ্জনিত ক্ষণিক আসক্তি বা বিরক্তি মাত্র জন্মে, কিন্তু সে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের উদ্ভাবনাশক্তি-রহিত অর্থাৎ চিন্তাশক্তি শূন্য ও উপস্থিত উপলব্ধির অনন্তর ধারণাশক্তি-বর্জ্জিত। যদিও নানা পদার্থ ক্রমান্বয়ে বিভাবনা-শক্তি-বলে তাহার ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট হয়, তথাপি উদ্ভাবনা-শক্তির অভাবে ঐ সকল পদার্থের পরস্পর ভেদ অনুভূত হয় না। কারণ, ভেদজ্ঞান ধারণাশক্তি ও ভাবনাশক্তি জনিত বস্তুর 'সামানাধিকরণ্য' হইতে উৎপন্ন হয়। জন্তু, বৃক্ষ, ও প্রস্তরাদি সমস্ত বিষয়ই ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি করিয়া ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট হইলেও উহাদের চিন্তা ও ধারণা জন্য যে পরস্পরের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার, তাহা হইতে পারে না, সুতরাং উপমিতি জন্য বস্তুর বিশেষ জ্ঞানেরও অভাব হয়।

এইরূপে মনুষ্যের অস্ফুটভাবে যে সকল ভাবের উদয়ের সম্ভাবনা, ভাবনা ও ধারণার অভাবে তাহাদের একের অপগমে অপরের আবির্ভাবও বিশেষরূপে অনুভূত হয় না; সুতরাং উপমিতির অসম্ভাবনা প্রযুক্ত ব্যক্তিজ্ঞান ও জাতি-জ্ঞানও অসম্ভব হইয়া উঠে। ঐ মনুষ্য যে যে বিষয় মনে করিবেন, তিনি তাহাদিগের বিশেষ জ্ঞানে অক্ষম। যাহা দর্শনাদি করেন, তাহাও কি বস্তু, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন না। কেবল ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ও তদ্বৃত্তির

প্রসারণে ক্ষণিক সুখ বা ক্ষণিক অসুখ উপলব্ধি করেন মাত্র। ইহা দ্বারা সন্নিকর্ষের রীতি বা প্রমাতা ও প্রমেয়ের ভেদ পর্য্যন্তও অনুভূত হয় না। এই প্রকার জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায় না, উহা জ্ঞানের অঙ্কুর মাত্র।

যদি এরূপ হয় যে, একব্যক্তি সন্নিকর্ষেন্দ্রিয় ও ধারণাশক্তি বিশিষ্ট, কিন্তু তাঁহার ভাবনাশক্তি নাই; তদ্রূপস্থানে ক্রমান্বয়ে সমাগত বিষয়গুলি তাঁহার মনে কিয়ৎকালের জন্য অবস্থিতি করে, অথচ প্রমাতা স্বকীয় ইচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টা দ্বারা ঐ গুলিকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে বা উহাদিগকে পুনর্ব্বার মনে আনয়ন করিতে অসমর্থ; অর্থাৎ সে ব্যক্তি কেবল কতকগুলি স্থায়ী সহজ জ্ঞান বিশিষ্ট বা বিভাবনাশক্তি বিশিষ্ট। এরূপ স্থলেও উদ্ভাবনা শক্তির অসদ্ভাব বশত জ্ঞান অসম্পূর্ণই থাকিবে। কারণ, স্মৃতির ও চিন্তার অভাবে প্রতিরূপের অনুপস্থিতি প্রযুক্ত উপমিতি ও তজ্জনিত বিশেষ জ্ঞানাদিরও অভাব হয়।

সম্প্রতি আমরা আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইব। মনে করুন, একব্যক্তি সন্নিকর্ষেন্দ্রিয়, ধারণাশক্তি ও ভাবনাশক্তি বিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট বিষয় সকল ধারণাশক্তির অস্তিত্ব বশত তাঁহার মনে কিয়ৎকালের জন্য—অপর বিষয়ের উপস্থিতির প্রাক্কাল পর্য্যন্ত—অবস্থিতি করিল, তিনি উপস্থিত বিষয়ের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যাদি চিন্তা দ্বারা তাহার গুণ সকলের একাধারে সমন্বয় স্থির করিলেন, এবং অন্য বিষয়ের গুণ হইতে উহার গুণাবলীকে বিশেষিত করিয়া ঐ পদার্থটিকে কয়েকটি বিশেষ গুণবিশিষ্ট একটি বিশেষ পদার্থরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন। এইরূপে, একটি বিষয় ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট হইলে, তিনি অনুপস্থিত কোন বিষয়কে স্বীয় চেষ্টায় পুনরানয়ন করেন, এবং তাহার সহিত উহার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য চিন্তা দ্বারা বিশেষ ধর্ম্মবত্তার সিদ্ধান্ত করণে সমর্থ হয়েন। এই স্থলে, বিভাবনা-শক্তি ও উদ্ভাবনা-শক্তি উভয়ের সমন্বয়ে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সিদ্ধি হইল। ইহাই নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক উভয় জ্ঞানাংশের মিলনে উৎপন্ন সম্পূর্ণ জ্ঞান। এই জ্ঞানে প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতি, এই তিনেরই ভেদ অনুভূত হইয়া থাকে।

জ্ঞানের এইরূপ বিভাগ দর্শন-শাস্ত্রের অনুমোদিত। কিন্তু মনুষ্যের সংস্কার ঈদৃশ দৃঢ় হইয়াছে যে, ঐ সকল কার্য্যের অতীব স্বত্বরতা প্রযুক্ত কার্য্যকালে উক্ত ভেদ শত-পত্র-বেধের ন্যায় অনুভূত হয় না।

জ্ঞান ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-সাপেক্ষ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই উপলব্ধি হয় না; সুতরাং কোন বস্তুরই জ্ঞান জন্মে না। দ্রব্য, ক্রিয়া বা গুণ সকল, নির্দ্দিষ্ট কাল বা আধার, অথবা কাল ও আধার উভয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে। উদ্ভাবনা-শক্তির সাহায্য ভিন্ন কেবল বিভাবনা-শক্তি দ্বারা বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। পদার্থের পরম্পরা-সম্বন্ধে উপস্থিতি, অর্থাৎ উক্ত পদার্থের প্রতিরূপের সন্নিকর্ষই ঐ উদ্ভাবনার উদ্বোধক। ফলত, এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভাবনা বিভাবনার কার্য্য।

এইরূপে বিভাবনা ও উদ্ভাবনার ভেদ অবগত হওয়া গেল; এবং আমরা, প্রমাতা কর্ত্তৃক উপলব্ধ ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের জ্ঞানরূপ জ্ঞানাংশের কারণ বিশেষকে বিভাবনা-শক্তি এবং ঐ সকল জ্ঞানের পুনর্ব্বার উপস্থিতি প্রভৃতি জ্ঞানরূপ জ্ঞানাংশের কারণ-বিশেষকে উদ্ভাবনা-শক্তি বলিবার কারণও অবগত হইলাম। বস্তুত, বিভাবনাশক্তি ও উদ্ভাবনাশক্তি, এতদুভয়ের সমবেত কার্য্যই জ্ঞান। প্রথম অবস্থাতে বিষয়ের বা বিষয়জ্ঞানের আবির্ভাব ভাবনাশূন্য, অতএব স্বভাবসিদ্ধ; শেষ অবস্থাতে তাহাদের আবির্ভাব ভাবনাজন্য অতএব কৃত্রিম।

যখন আমি একজন উপস্থিত ব্যক্তিকে সন্দর্শন করি; তাঁহার উপস্থিতি আমার মানসিক চেষ্টাকে অপেক্ষা করে না। তিনি স্বয়ংই আমার দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার দিকে দৃষ্টি পতিত হইলেই দর্শনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু যখন আমি একজন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে মনে করি, তখন তাঁহাকে মনে করিতে চেষ্টার প্রয়োজন হয়। এইরূপ, দৃষ্ট ব্যক্তির অনুভবে কিম্বা তাঁহাকে পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া অবধারণ করিতেও উপমিতি-জনক চিন্তার প্রয়োজন হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের উপাদান দুইটি;—প্রমাতা ও প্রমেয়। এবং সবিকল্পক জ্ঞানের উপাদান তিনটি;—প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতি। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান কালে কেবল প্রমাতা ও প্রমেয়ের ক্ষণিক সন্নিকর্ষ মাত্র বোধ হয়। এই জ্ঞানে কিন্তু তদুভয়ের স্বরূপের বোধ হয় না। প্রমাতা কেবল তৎকালে একটি বিষয়ের সন্নিকর্ষ লাভ করিতেছেন, এবং প্রমেয় তাঁহার সহিত সন্নিকৃষ্ট হইতেছে, এই পরস্পর সম্বন্ধমাত্র বোধ হইয়া থাকে। তৎকালে

জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ কিছুই অনুভূত হয় না। জ্ঞেয় বস্তুর আমাদিগের জ্ঞানশক্তির সহিত যেরূপ সম্বন্ধ হয়, তন্মাত্রই অবগত হই, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই জানিতে পারি না। এমন কি, তৎকালে প্রমাতার যে অবস্থা থাকে, তাহার পরিবর্ত্তনে অথবা প্রমেয়েরও তাদৃশ অবস্থার পরিবর্ত্তনে বস্তুজ্ঞানেরও কোন পরির্ত্তন হইবে কি না, তাহাও জানিতে পারি না। কিন্তু সবিকল্পক জ্ঞান কালে সেরূপ হয় না। তৎকালে আমরা উহাদের পরস্পর ভেদ অনুভব করিয়া থাকি। তৎকালে আমরা জানিতে পারি যে, যিনি জ্ঞানলাভ করিতেছেন, তিনি, যে বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতেছেন, সেই বস্তু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। জ্ঞান যত প্রকারই হউক, জ্ঞাতারও পরিবর্ত্তন হয় না এবং জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্বও অপরিহার্য্য। প্রত্যেক জ্ঞানেই আমরা অনুভব করিতেছি যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান হইতেই পারে না। যাবদীয় জ্ঞান কার্য্যের মূলে এক অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব অপরিহার্য্য ভাবে অবস্থান করিতে দেখা যাইতেছে। জ্ঞাতা অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও যে, জ্ঞানের প্রকারভেদ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা জ্ঞেয় বস্তুর শক্তিপ্রকাশভেদ হইতেই হইতেছে, জানিতে হইবে। ফলত, জ্ঞানের প্রকারভেদ হইতেই পরিণামী বিষয় ও অপরিণামী বিষয়ী লক্ষিত হইতেছে। বিষয়ী জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন আকারের অনুভবকর্ত্তা এবং বিষয় ঐ আকারের উদ্ভাবক। অধিকন্তু, ঐ জ্ঞানভেদ হইতেই আমরা জ্ঞাতার জ্ঞানের সহিত ও জ্ঞেয় বস্তুর সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাও অনুভব করিতেছি। প্রত্যেক জ্ঞানেই "আমার জ্ঞান" প্রত্যেক ক্রিয়াতেই "আমার ক্রিয়া" এইরূপে বিষয়ী ও বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধবিশেষ অনুভূত হইতেছে। সবিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে যে, ঐ বিশ্বজনীন বিষয়ী ও বিষয়ের সম্বন্ধের মূলে দুইটি ভিন্ন অধিক ভাব বিদ্যমান থাকে না। কি বাহ্যজ্ঞান, কি মানস-জ্ঞান, উভয়ত্রই ঐ দুই ভাব ভিন্ন ভিন্ন আকারে কার্য্য করিতেছে। বাহ্যজ্ঞানের মূলে আধার এবং মানস জ্ঞানের মূলে কালের অবস্থান।

বাহ্য-বিষয়ানুভবে মানসিক অবস্থার আকার বিশেষ হইতে আধারের অনুভব এবং আন্তর-বিষয়ানুভবে মানসিক অবস্থার আকারবিশেষ হইতে কালের অনুভব হইয়া থাকে। বাহ্যবিষয়ের আকার, জ্ঞানে যতই কেন ভিন্নভাবে

প্রকাশিত হউক না, তাহা যে, কিছু না কিছু দেশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত, তাহার সন্দেহ থাকে না। তাহাদিগের ঐ দেশব্যাপ্তিও হয় স্বতঃপ্রসারিতস্বরূপে, না হয় প্রসারিত ইন্দ্রিয়ে অবস্থিতস্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। বাহ্যবস্তুর এইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞানও অস্বীকার করিতে হয়। বাহ্য-বস্তুবিষয়ক বোধের আকার পরিবর্ত্তন চিন্তা করা যায়, কিন্তু আধার ব্যতিরেকে উক্ত বোধ কল্পিতই হইতে পারে না; সুতরাং সর্ব্ববিধ জ্ঞানের মূলে দেশের বা আধারের জ্ঞান অপরিহার্য্য; ইহা সার্ব্বজনীন বিশ্বাস, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তেজ ও রূপের জ্ঞানে তাহাদিগের স্পষ্ট দেশব্যাপ্তি অনুভূত হয়; স্পর্শজ্ঞানে অস্পষ্ট দেশব্যাপ্তি অনুভূত হয়; অপরাপর জ্ঞানেও ঐরূপ। কিন্তু এই সকল কারণে রূপাদির জ্ঞানকেই দেশজ্ঞানের জনক বলিতে পারা যায় না। কারণ, তত্তদিন্দ্রিয়-রহিত ব্যক্তিরও দেশজ্ঞান অপরিহার্য্য। এইরূপ, চেষ্টা হইতে আমাদিগের শারীরিক প্রসারণ অনুভূত হইলেও ঐ চেষ্টাকেও তাহার কারণ বলিতে পারা যায় না; যেহেতু, তাদৃশ চেষ্টার পূর্ব্বেই অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় আধারে শারীরিক প্রসারণ-জ্ঞান অপরিহার্য্য। কাল-জ্ঞানের সম্বন্ধেও এই প্রকার যুক্তির প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কাল-জ্ঞানও সার্ব্বজনীন ও অবশ্য-স্বীকার্য্য। ক্রিয়া-জ্ঞান হইতেই কাল-জ্ঞান অনুভূত হইলেও ক্রিয়াকে কালের কারণ বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাদৃশ ক্রিয়ার পূর্ব্বেই অনন্ত অপরি-বর্ত্তনীয় কালের অস্তিত্ব অপরিহার্য্য। কাল, দেশেরই ন্যায় কর্ত্তৃগত সম্বন্ধ বা ভাবান্তর প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ সম্বন্ধ বা ভাব, জ্ঞানেরই নিয়মবিশেষ। জ্ঞানকালেই দেশ ও কালের অনুভব। আকার ও অবস্থার পরিবর্ত্তন দেশ ও কালকেই আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া থাকে। দেশ ও কাল ব্যতিরেকে উক্ত পরি-বর্ত্তন কল্পনাই করা যাইতে পারে না।

জ্ঞানে আমরা ঐরূপে দুইটি বস্তু অনুভব করিয়া থাকি; একটি দেশ বা আধার, অপরটি কাল। উপলব্ধিতে আমরা ঐ দেশ ও কালের স্বরূপ অবগত হই না; কিন্তু অস্ফুটভাবে দেশ ও কালের জ্ঞানই আমাদিগের উপলব্ধি। যদিও দেশ ও কাল সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না এবং সেই কারণেই আমরা উহাদিগের স্বরূপও অবগত হই না বটে; কিন্তু দেশ ও কাল আপনাদিগের

শক্তিপ্রকাশরূপ গুণসকল দ্বারা আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়শক্তির প্রসারণের ও সন্নিকর্ষের বাহ্যকারণ রূপে আমরা উহাদিগের কথঞ্চিৎ ভাব অবগত হইলেও, উহাদিগের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের অগোচর অথচ ইন্দ্রিয়গোচর গুণের আশ্রয়স্বরূপ কাল ও দেশ সুস্পষ্ট প্রমাণিত না হইলেও কাল ও দেশের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, বাহ্য জগতের ভাব বিভিন্ন অবস্থায় নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইলেও কোন কালেই বা কোন অবস্থাতেই উহাদিগের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। ইন্দ্রিয়ের অভাবে বস্তুর অস্তিত্ব প্রকাশ পায় না সত্য বটে; কিন্তু উহার অনস্তিত্বও অসম্ভব। আমরা কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে পারি; কিন্তু নিরাশ্রয় গুণের অনুভব করিতে পারি না। বস্তুত আধার-জ্ঞান, সামান্য-জ্ঞান ও কাল-জ্ঞান, এই তিন জ্ঞানেরই প্রকৃতি একরূপ। তিনটির মধ্যে কোনটি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গম্য না হইয়াও সম্বন্ধবিশেষ দ্বারা শক্তিপ্রকাশে নিজ নিজ অস্তিত্ব প্রকাশ করিতেছে। আধার, বস্তুর বোধক; সামান্য, ব্যক্তির বোধক; এবং কাল, অবস্থার বোধক। এই সকল জ্ঞানই বাহ্যবস্তু ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষমূলক।

সন্নিকর্ষ। সন্নিকর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত; লৌকিক ও অলৌকিক। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধবিশেষের নাম লৌকিক সন্নিকর্ষ এবং ইন্দ্রিয়শক্তির প্রসারণ-বিশেষের নাম অলৌকিক সন্নিকর্ষ। লৌকিক সন্নিকর্ষ হইতেই অলৌকিক সন্নিকর্ষের উৎপত্তি। প্রথমত বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেই যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহাই লৌকিক সন্নিকর্ষের বোধক এবং তদনন্তর বস্তুবিষয়ক যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানই অলৌকিক সন্নিকর্ষের বোধক। সুতরাং অলৌকিক সন্নিকর্ষ লৌকিক সন্নিকর্ষের কার্য্য বা পরাবস্থা।

পদার্থ সকলকে দর্শনশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; প্রথম প্রমাতৃ-পদার্থ এবং দ্বিতীয় প্রমেয়-পদার্থ। যাহা হইতে আমাদিগের জ্ঞান সকল উৎপন্ন হয়, সেই অজ্ঞাত বাহ্যকারণের নাম প্রমেয়-পদার্থ এবং ঐ সকল জ্ঞানের আশ্রয়ভূত অজ্ঞাত পদার্থের নাম প্রমাতৃ-পদার্থ। জ্ঞানে উভয়েই সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করে। উভয়ের অদ্ভুত সম্বন্ধ-বিশেষ হইতেই

সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি। অতঃপর ঐ সম্বন্ধপ্রকারই বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে। সমস্ত বাহ্য পদার্থই প্রমেয় হইলেও আমরা আমাদিগের বিচার-সৌকর্য্যার্থ মানব-শরীররূপ প্রমেয়-বিশেষকে অবলম্বন করিয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রমাতা যে শরীরকে আমি বলেন, সেই শরীরকেই আপাতত প্রমাতা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের মতে সেই শরীর প্রমাতা নহে। প্রমাতা জড়শরীর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন চেতনবস্তু। যাহা হউক, আমরা আপাতত জড়শরীর ও তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট চেতন-আত্মাকে একটি বস্তু বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। কিন্তু ঐ শরীরে যে দুইটি পরস্পর বিভিন্নধর্ম্মী ভাব অনুভব করিতেছি, তদ্দ্বারা একই শরীরকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। উহাদের মধ্যে একটির নাম চেতন শরীর বা প্রমাতা এবং অপরটির নাম জড় শরীর বা প্রমেয়। শরীরের যে অংশ হইতে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, অর্থাৎ শরীরের যে অংশ অনুভব করে, তাহার নাম প্রমাতা এবং উহার যে অংশ ঐ জ্ঞানপ্রকাশের সাহায্য করে, অর্থাৎ যে অংশ প্রমাতাকে অনুভব করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করে, তাহার নাম প্রমেয়। ঐ অনুভব সকল আবার যখন উভয়ের গ্রাহ্য-গ্রাহকতা-ভাবরূপ সম্মিলন ভিন্ন প্রবুদ্ধ হয় না, তখন তাহাদিগকে উভয়েরই শক্তিপ্রকাশের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উভয়ের গ্রাহ্য-গ্রাহকতা-সঙ্ঘটনে যে শক্তির প্রকাশ হয়, ঐ শক্তিকেই আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, গুণ ও সম্বন্ধ। প্রমেয় যে শক্তি দ্বারা জ্ঞানকে উদ্বোধিত করে, সেই শক্তির নাম গুণ; এবং প্রমাতা ও প্রমেয়ের সম্মিলিত শক্তি, যাহা প্রমাতৃগত জ্ঞানকে প্রমেয়বিষয়করূপে প্রকাশ করে, তাহারই নাম সম্বন্ধ। এই প্রকারে উৎপন্ন জ্ঞান আবার অবস্থাভেদে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; জ্ঞানবৃক্ষের অঙ্কুরাবস্থার নাম উপলব্ধি, পরিণত অবস্থার নাম অনুলব্ধি, মুকুলিত অবস্থার নাম ইচ্ছা এবং ফলিত অবস্থার নাম প্রবৃত্তি। সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি উহারই ফলস্বরূপ।

পূর্ব্বোক্ত চেতন শরীর বা প্রমাতার বিভাগ হয় না। কিন্তু অচেতন শরীর বা প্রমেয় আবার স্বাধীন ও পরাধীন ভেদে দ্বিবিধ। শরীরের যে যে অংশের

কার্য্যের প্রাক্কালে উহাদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত মস্তিষ্কের কোন ক্রিয়াই লক্ষিত হয় না, তাহারাই স্বাধীন শরীর, এবং শরীরের যে যে অংশের কার্য্যের প্রাক্কালে উহাদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষ লক্ষিত হয়, তাহারাই পরাধীন শরীর; অর্থাৎ ইচ্ছার উদ্বোধন ব্যতিরেকেই যে সকল শরীরের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, তাহারা স্বাধীন শরীর, এবং ইচ্ছার অধীনে যে সকল শরীরের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, তাহারাই পরাধীন শরীর। পরাধীন শরীরের ক্রিয়াগুলি নিবারণ করিতেও পারি এবং জানিতেও পারি; কিন্তু স্বাধীন শরীরের ক্রিয়াগুলি অনেক সময়ে আমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা আমাদিগের অজ্ঞাতসারেই হইয়া থাকে। ফলত স্বাধীন শরীর সকল প্রায় সকল সময়েই ভৌতিক নিয়মের—প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনেই পরিচালিত হইয়া থাকে। উক্ত উভয়বিধ শরীরই জড়পদার্থ। উভয় শরীরই চর্ম্মাবরণে সমাবৃত অস্থি-দণ্ড-বিলম্বিত অসংখ্য সূক্ষ্ম শিরার সমষ্টি। ঐ সকল শিরা ও অস্থ্যাদি শরীরের দক্ষিণ ও বামে সমকার্য্যকারী সমসংখ্যক দুই সমান অংশে বিভক্ত; সমস্ত শরীরেই প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল দুইটি দুইটি। ঐ সমস্ত শরীরকে আবার তাহাদিগের ক্রিয়াভেদে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, মস্তিষ্ক, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়।

মস্তিষ্ক।—মস্তকস্থ শ্বেতাভ কোমল পদার্থবিশেষকেই মস্তিষ্ক কহে। ঐ মস্তিষ্ক ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত। ঐ সকল অংশবিশেষের ক্রিয়াবিশেষের পরই সমস্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কের মধ্যবর্ত্তী কোমলাংশ, আঘাত হইতে রক্ষার জন্য, প্রথমত মাংস ও তদনন্তর অস্থিময় আবরণে আবৃত। মস্তিষ্ক প্রধানত স্বসম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশ হইতেই কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা বিনির্গত হইয়া দেহের অর্দ্ধাংশ আচ্ছাদন করিয়া আছে। ঐ সকল শিরা যথাসময়ে পরিচালিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলকে পদার্থের প্রতিরূপ ধারণে প্রবর্ত্তিত করে। উহারা মেরুদণ্ডের গাত্রাবলম্বনে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত শৃঙ্খলের ন্যায় অবস্থিত। ঐ সকল শিরাও আবার দুই ভাগে বিভক্ত; ক্রিয়াজনক শিরা ও জ্ঞানজনক শিরা। যে সকল শিরা মেরুদণ্ডের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত, তাহাদিগের নাম গতিজনক বা ক্রিয়াজনক শিরা;

ইহারাই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সম্পাদন করে। আর যে সকল শিরা মেরুদণ্ডের পশ্চাদ্ভাগে বিলম্বিত, তাহারাই জ্ঞানজনক শিরা। জ্ঞানজনক শিরা সকল ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতিরূপ মস্তিষ্কে নীত করিয়া বস্তুজ্ঞান নিষ্পন্ন করে এবং ক্রিয়াজনক শিরা সকল তত্তদ্বস্তুবিষয়িণী ক্রিয়া সকল নিষ্পন্ন করে। যখন আমরা একখণ্ড উত্তপ্ত লৌহে হস্তার্পণ করি, অথবা আমাদিগের চক্ষুতে কোন বস্তু পতিত হয়, তখন জ্ঞানজনক শিরা সকল ঐ উত্তাপের বা বস্তুর প্রতিরূপ মস্তিষ্কে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদের জ্ঞান উৎপাদন করিয়া ক্রিয়াজনক শিরার সাহায্যে লৌহ হইতে হস্তাপসারণ বা চক্ষুনিমীলন ক্রিয়া সম্পাদন করে। উক্ত ক্রিয়া তাড়িতক্রিয়ার ন্যায় অতি সত্বরই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের অধোভাগস্থ অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত মস্তিষ্কাংশদ্বয়ের ঠিক মধ্যবর্ত্তি ভ্রূদ্বয়-মধ্যদেশ-স্থিত প্রদেশকে কৈশিক-কেন্দ্র বা মন বলে। উহা মস্তিষ্কদ্বয়ের সন্ধিস্থল। ঐ সন্ধিস্থল হইতেই কি শারীরিক কি মানসিক সর্ব্ববিধ ক্রিয়ারই বিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল অস্থিসংলগ্ন বা অস্থি দ্বারা সংরক্ষিত স্নায়ু বা শিরার সমষ্টি মাত্র। উহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ন্যায় জ্ঞানের সহায় নহে, কিন্তু কর্ম্মের সহায়। আমরা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটিকেই কর্ম্মে-ন্দ্রিয় বলিয়া থাকি; কিন্তু যথার্থ ধরিতে গেলে মস্তিষ্ক ও জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত জড় শরীরই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে গণ্য। কারণ, বাক্ পাণি প্রভৃতির ন্যায় জড়শরীরের অংশভূত হৃদয়, ফুস্ফুস, উদর, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও শ্বাস-প্রণালী প্রভৃতি শরীরাংশ সকল অস্থিময় গৃহে অবস্থিত হইয়া আমাদিগের জীবনোপযোগী ভোগসাধন সমস্ত কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিতেছে। পরিপাক, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, পোষণ ও রসবিভাগাদি নিখিল কার্য্যই উহাদিগের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। প্রাণীর শরীর জীবিতাবস্থায় প্রতিনিয়তই যথাক্রমে ক্ষয় ও বৃদ্ধি ভজনা করিয়া থাকে। ক্ষয়, শ্বাস প্রভৃতি নিঃসারক ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হয়; এবং বৃদ্ধি, প্রশ্বাস ও পরিপাকাদি পোষক ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হয়। খাদ্য সামগ্রী বদনস্থ হইলেই দন্ত দ্বারা চর্ব্বিত ও লালা-মিশ্রিত হইয়া গলনলী পথে অধঃকৃত ও পাকযন্ত্রস্থ হয়। তথায় ঐ ভুক্ত দ্রব্য অম্লাদি রসের সহিত

মিশ্রিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে পরিপাক প্রাপ্ত এবং সার ও অসার নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হয়। তদনন্তর ভুক্ত বস্তুর সারভাগ উর্দ্ধগামী হইয়া রক্তাধারে উপস্থিত হয় এবং অসারাংশ অধোগামী হইয়া বহির্গমন করে। রক্তাধারগত ভুক্তসারও রক্তরূপে পরিণত হইয়া শিরাবিশেষ দ্বারা মস্তিষ্ক হইতে পদ পর্য্যন্ত শরীরের সর্ব্বত্র নীত হইয়া পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকে। ক্রমে ঐ রক্ত দূষিত হইলে, পুনর্ব্বার হৃদয়ে আনীত এবং শরীরস্থ বায়ু দ্বারা পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার পোষণকার্য্যে নিযুক্ত হয়। কোন কারণে রক্ত-সঞ্চালন রহিত হইলেই মস্তিষ্কের ক্রিয়ারাহিত্য ও জীবন বিনষ্ট হয়। মস্তিষ্ক যতক্ষণ জাগরিত থাকে, অর্থাৎ কার্য্য করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত না উহার ক্লান্তি হয়, সেই পর্য্যন্ত শারীরিক রক্ত-সঞ্চালনাদি সকল কার্য্যই অপেক্ষাকৃত তীব্রভাবে হইতে থাকে। উহার বিশ্রাম সময়ে রক্ত-সঞ্চালনাদি কার্য্যও অপেক্ষাকৃত মৃদু হয় এবং সেই অবস্থাতেই নিদ্রার আবির্ভাব হয়। শরীরস্থ প্রাণবায়ু যে পরিমাণে দ্রুতবেগে বহমান হইতে থাকে, শরীর ও শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকলও সেই পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে ও পোষিত হইতে থাকে। কোন কারণে পোষণ অপেক্ষা ক্ষয়ের আধিক্য বা পোষণ-ক্রিয়ার ব্যভিচার উপস্থিত হইলেই নানাবিধ পীড়ার সঞ্চার, ও দেহ-দৈহিকাদি সম্বন্ধের অত্যন্ত বিস্মৃতি রূপ মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই কারণে যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা রোগোপশম করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকেন। প্রাণায়ামের অন্তর্গত রেচন দ্বারা শরীরান্তর্গত মল সকল বিদূরিত, পুরণ দ্বারা নাড়ী শোধন এবং কুম্ভক দ্বারা ক্ষয় নিবারণ হইয়া থাকে। অধিকন্তু কুম্ভক দ্বারা মনের নিশ্চলতা সাধনে ক্ষয় নিবারণের সহিত পোষণকার্য্যও সংসাধিত হইয়া থাকে। ফলত এই নিমিত্তই ভোজন-পানাদি না করিয়াও অনেকানেক যোগীকে বহুকাল পর্য্যন্ত সমাধি অবস্থায় জীবিত থাকিতে দেখা যায়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল আমাদিগের জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্।

দর্শন। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। আমরা অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা এই ইন্দ্রিয় দ্বারা অধিক পরিমাণে জ্ঞানলাভ করি। উক্ত জ্ঞানকার্য্যের বাধার নিরাকরণার্থ

চক্ষু অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিক সহিষ্ণু রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে; অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয় হইতে দৃশ্য-পদার্থ-সন্নিকর্ষ-জনিত সুখ ও দুঃখের জ্ঞান কিঞ্চিৎ বিলম্বেই হইয়া থাকে। চক্ষু দর্শন-জ্ঞানের সহায়। বাহ্য পদার্থ সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শনজ্ঞানের কারণ নহে। কারণ, বাহ্যবস্তুর সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধই ঘটে না, বা ঘটিবার কোন সম্ভাবনাও দৃষ্ট হয় না। দর্শনজ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বাহ্যবস্তুর রূপ। তৈজস পরমাণু বা কিরণাংশ বস্তুতে পতিত হইলে বস্তু নিজ শক্তি দ্বারা কিরণান্তর্গত কতকগুলি বর্ণ আত্মশরীরে বিলুপ্ত করে, এবং অবশিষ্ট বর্ণটিকে নিজরূপ রূপে উদ্ভাবিত করে। বস্তুতে উদ্ভূত ঐ রূপ বা বস্তু-প্রতিফলিত কিরণ চক্ষুর ন্যুব্জাকৃতি উপরিভাগে পতিত হয়। চক্ষুর উপরিভাগের তাদৃশ অর্দ্ধ-গোলাকৃতিত্ব প্রযুক্ত উক্ত কিরণাংশ চক্ষুর গোলকেই পতিত হয়। উক্ত গোলক বা তারকা গোলাকার ও সচ্ছিদ্র। ঐ ছিদ্র কিরণের তীব্রতার তারতম্য অনুসারে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়। পরে ঐ কিরণ, তারকার পশ্চাদ্ভাগ-সম্বদ্ধ শিরার মুখভাগস্থ কোমল স্বচ্ছ আবরণে বিপরীত ভাবে পতিত হয়। উক্ত-আবরণ-নিপতিত কিরণ তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী সচ্ছিদ্র জালবৎ অন্য আবরণের অভ্যন্তর দিয়া দুই চক্ষুতে পতিত দুইটি কিরণময় মূর্ত্তি একটির আকারে দর্শন-শিরায় পতিত হয় এবং উক্ত শিরার মধ্যবর্ত্তী পরমাণু সমূহের সঞ্চালন সহকারে মস্তিষ্কে নীত হইয়া দর্শনজ্ঞান বা একটি রূপজ্ঞান নিষ্পন্ন করে। দৃশ্য পদার্থের দূরত্বাদি, আকার, ও পরিমাণ এবং চক্ষুর ও তৎসন্নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতিরূপের অবস্থা, আকার, ও পরিমাণাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, দর্শনজ্ঞানকে বস্তুর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ-জন্য সহজ জ্ঞান না বলিয়া বস্তুর পরম্পরা-সম্বন্ধ-জন্য (প্রতিরূপজন্য) সংস্কারজ জ্ঞান বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। বিশেষত, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কেবল রূপের প্রত্যক্ষ হয়, তাহা নহে, কিন্তু সংস্কার বশত তদ্দ্বারা সময়ে সময়ে কাঠিন্য ও বন্ধুরতাদিরও অনুভব হইয়া থাকে। দর্শনজ্ঞানের সহিত দৃশ্য বস্তুর সাক্ষাৎসম্বন্ধে কার্য্যকারণ-ভাব দৃষ্ট হয় না। সুতরাং দর্শনেন্দ্রিয়কে দৃশ্যবস্তুর অস্তিত্বের প্রমাপক স্বরূপে স্বীকার করাও সঙ্গত হয় না। দর্শনেন্দ্রিয় রূপজ্ঞানের সহায় হইয়াও সেই রূপের ইন্দ্রিয়াগোচর আধারকে ব্যক্ত করিতে পারে না। উহা কেবল

স্বকীয় বৃত্তি বা প্রসারণ অথবা ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট প্রসারিত রূপের বোধ করাইয়াই নিবৃত্ত হয়। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারে আগত জ্ঞান বস্তুর উপলব্ধির (সাক্ষাৎ সন্নিকর্ষের) ফল নহে, কিন্তু অনুলব্ধির ফল। কেবল দর্শনেন্দ্রিয় বা কেবল রূপ ঐ দর্শন জ্ঞানের কারণ নহে। ইতিপূর্ব্বে যে রূপকে দর্শনজ্ঞানের কারণ বলা হইয়াছে, তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শনজ্ঞানের কারণ নহে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে কারণ। কারণ, যে রূপের জ্ঞান হয়, সেই রূপ মনের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধই লাভ করে না। রূপ বাহ্যবস্তুতেই অবস্থান করে; মনে প্রতিরূপের প্রতীতি হয় মাত্র। রূপবদ্বস্তু ও তাহার প্রতিরূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রূপ দূরে অবস্থিত; প্রতিরূপ ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট। দর্শনেন্দ্রিয়, দৃশ্য রূপবদ্বস্তু অপেক্ষা হয় ক্ষুদ্র না হয় বৃহৎ। দৃশ্যের রূপ, ঘনসন্নিবিষ্ট; প্রতিরূপ, বেধ-বিরহিত বিস্তৃতি মাত্র। দৃশ্যরূপ সমভাবে অবস্থিত; প্রতিরূপ বিপর্য্যস্ত। দৃশ্যরূপ একটি, কিন্তু প্রতিরূপ দুইটি। এই সকল কারণে রূপজ্ঞানকে আমাদিগের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির প্রসারণ ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না।

রসনা। রসনা রসনেন্দ্রিয়। রসকেও রূপের ন্যায় পৃথক্‌ভাবে, অনন্বিত বস্তুর ধর্ম্মরূপে বা সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভবযোগ্য বলা যায় না। কারণ, উহা অনন্বিত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর বা পৃথক্ বস্তুর ধর্ম্ম হইলে ইন্দ্রিয়বৈকল্যেও রসের বৈরূপ্য ঘটিত না। অতএব ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধী রস রসনেন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট হইয়া রসন-শিরা-মধ্যস্থ অণুসমূহের যথারীতি সঞ্চালন সহকারে রসের জ্ঞায়মান ভাব মস্তিষ্কে নীত করিয়া রসজ্ঞান নিষ্পাদন করিলেও রসনেন্দ্রিয় দ্বারা তদিন্দ্রিয়ের অগোচর নির্ধর্ম্মক বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। অধিকন্তু রসজ্ঞান পূর্ব্ব-বৎ প্রমাতার রসনশক্তির—রসনেন্দ্রিয়-বৃত্তির—প্রসারণ মাত্র বোধ করাইয়াই নিবৃত্ত হয়।

ঘ্রাণ। নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। যখন আমরা কোন পুষ্পাদি আঘ্রাণ করি, শারীরশাস্ত্র-মতে, ঐ পুষ্পাদির পরমাণু বায়ু কর্ত্তৃক নাসা-বিবরে নীত হইলেই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-বিশেষের পর গন্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে যে, মৃগনাভি প্রভৃতি পদার্থ কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত নিরন্তর এইরূপে গন্ধীয় পরমাণু বিসর্জ্জন করিলেও তাহার পরিমাণের হ্রাস হয় না। বিশেষত

গন্ধদ্রব্যাদি ব্যতিরেকেও বৈদ্যুতিক ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা গন্ধাদিজ্ঞান সাধিত হইতে পারে। অধিকন্তু গন্ধ ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-শূন্য বস্তুর ধর্ম্ম, এইরূপ স্থির হইলে, অবস্থা-বিশেষে গন্ধের তারতম্যাদি ঘটনাও অসম্ভব হইত। সুতরাং গন্ধজ্ঞানও অপরাপর জ্ঞানের ন্যায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অগোচর, গন্ধের সহিত অনন্বিত নির্ধর্ম্মক বস্তুর অস্তিত্ব ব্যক্ত করিতে অসমর্থ বলিতে হইবে। বস্তুত ইহা দ্বারাও পূর্ব্ববৎ প্রমাতৃ-প্রবর্ত্তিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বা ঘ্রাণশক্তির প্রসারণমাত্রই বোধ হইয়া থাকে।

স্পর্শন। সর্ব্বশরীরব্যাপী ত্বকই স্পর্শেন্দ্রিয়। অনেকেই বলেন, স্পর্শেন্দ্রিয়জ জ্ঞান সাক্ষাৎ জ্ঞান ও সহজ জ্ঞান। স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় দর্শনেন্দ্রিয়াদির বিষয়ের ন্যায় স্পর্শনামক নিজ-বিশেষ-গুণ-বিশিষ্ট হইয়াও প্রসারণাদি কতকগুলি সামান্য গুণ বিশিষ্ট। স্পর্শেন্দ্রিয়ের ঐ সকল গুণের সাক্ষাৎ গ্রহণসামর্থ্য না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়েরই রূপাদি বিশেষ জ্ঞান হইত না। কারণ, প্রসারণ জ্ঞানই সকল জ্ঞানের প্রকাশক। স্পর্শেন্দ্রিয় সর্ব্বশরীরব্যাপক হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের সকল জ্ঞানের সহায় হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত এই মতের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করেন না। বেদান্ত বলেন, স্পর্শেন্দ্রিয়ও অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সমান সামর্থ্যবিশিষ্ট। উহা দ্বারাও ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রসারণ ভিন্ন অপর কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। স্পর্শজ্ঞানও আকস্মিক সহজ জ্ঞান নহে; উহাও অপরাপর জ্ঞানের ন্যায় বাধারূপ সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন জ্ঞান এবং প্রমাতার অনুমাপক। স্পর্শেন্দ্রিয় সর্ব্বশরীরব্যাপক হইয়াও যখন প্রমাতার ইচ্ছাজনিত প্রবৃত্তি বতিরেকে স্পর্শজ্ঞান সাধন করিতেই অসমর্থ, তখন উহাকে অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিক শক্তি বা বিশেষ-শক্তি-বিশিষ্ট বোধ করা ভ্রান্তি মাত্র। ঘনত্বাদি জ্ঞানও সংস্কারজ এবং আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্র। যে পদার্থের আণবিক সংযোগ অপেক্ষাকৃত নিবিড়, তাহাই ঘন, কঠিন ও গুরুরূপে অনুভূত হয়। দৈর্ঘ্যাদি-জ্ঞানও শারীরিক প্রসারণাদি জন্য আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্র। উষ্ণতা, শৈত্য প্রভৃতিও আণবিক সঞ্চালন-জনিত উত্তাপতারতম্য অনুসারে শারীরিক অণুসকলের সঙ্কোচন ও প্রসারণের অল্পতা বা আধিক্যের আপেক্ষিক জ্ঞান মাত্র। এইরূপে দেখা যায়, সমস্ত স্পর্শজ

জ্ঞানই সংস্কারজ এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানের ন্যায় সমভাবে উৎপন্ন ও তাহাদিগের সহিত সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট।

শ্রবণ। কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। শ্রবণ-জ্ঞানও অপরাপর জ্ঞানেরই ন্যায় সন্নিকর্ষজ জ্ঞান। সুতরাং উহাও অপরাপর জ্ঞানের ন্যায় স্পর্শ-জ্ঞানেরই অন্যতর রূপ মাত্র। সঞ্চালক বায়ু কর্ত্তৃক শব্দিত বস্তু হইতে সমানীত শব্দ দ্বারা শ্রবণবিবর প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী যন্ত্রের আঘাতে শ্রবণশিরা-মধ্যস্থ অণু-সকলের কম্পন সহকারে শব্দভাব মস্তিষ্কে নীত হইলেই শব্দজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। শব্দ আকাশের গুণ অর্থাৎ আকাশই শব্দের আশ্রয়। বস্তুর অভিঘাতই ঐ শব্দের উৎপাদক। বায়ু উহার সঞ্চালক। শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইয়া আকাশেই বায়বীয় পরমাণুর ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষণকাল মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা ঐ শব্দের প্রতিরূপ মাত্র মস্তিষ্কে নীত হয়। সুতরাং শ্রবণজ্ঞানও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের ন্যায় ইন্দ্রিয়শক্তির প্রসারণ ভিন্ন শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত করে না। শব্দের দূরত্বাদি জ্ঞান সঞ্চালন-পরিমাণ অনুসারে শব্দতারতম্য-সাদৃশ্যে সংস্কার বশতই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সকল ইন্দ্রিয়ই প্রমাতার ইচ্ছার অধীনে পরিচালিত হয়। জ্ঞান মাত্রই প্রমাতার ইচ্ছার অনন্তর প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং ইচ্ছার পরবর্ত্তী জ্ঞান সকল অথবা ইন্দ্রিয় সকল ইচ্ছারও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশক হইতে পারে না। সাক্ষাৎ প্রকাশক না হইলেও পরিবর্ত্তনশীল জ্ঞেয়, জ্ঞান বা ইন্দ্রিয় সকলকে তাদৃশ প্রমাতার অনুমাপক না বলিয়াও থাকা যায় না। কারণ, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান বা জ্ঞেয় বস্তুর কোন পরিবর্ত্তনেই যখন জ্ঞাতার অভাব বা পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে না, তখন জ্ঞাতার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ, জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব ও তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে জ্ঞানের অভাবও অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, জ্ঞানমাত্রই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রসারণ ভিন্ন উৎপন্নই হয় না। এবং জ্ঞানের অনুৎপত্তিকালেও বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের বিলোপ দেখা যায় না। সুতরাং জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং তদুভয়ের ইন্দ্রিয়দ্বারে সন্নিকর্ষ, এই তিনই জ্ঞানের কারণরূপে সিদ্ধ হইতেছে। অতএব জ্ঞানের উপাদান-ত্রয়োক্তিও সঙ্গত হইল। প্রমাতা, ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট প্রমেয় ও

ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রসারণ, এই তিনটিই জ্ঞানের উপাদান। জ্ঞানের কারণ বিভাবন ও উদ্ভাবন নামক শক্তিদ্বয়ের ন্যায় এই উপাদানত্রয়ের মধ্যে একের অভাব হইলে জ্ঞানেরও অনুপপত্তি হইবে।

ক্রিয়াশক্তি। পূর্ব্বে যে স্বাধীন ও পরাধীন ভেদে ইন্দ্রিয়ের দ্বৈবিধ্য উক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে স্বাধীন ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক ও পাকযন্ত্রাদিও যে কোন এক অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার বিষয় এই প্রস্তাবিত প্রবন্ধের বিচার্য্য নহে। এই প্রবন্ধে কেবল পরাধীন ইন্দ্রিয় চক্ষুরাদির বিষয়ই আলোচিত হইল। এক্ষণে ক্রিয়াশক্তির বিষয় আলোচিত হইতেছে। প্রমাতার যে শক্তি দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ পরিচালিত হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারই নাম ক্রিয়াশক্তি। ঐ শক্তি আবার প্রমাতার জ্ঞানশক্তির প্রথম পরিণামরূপ ইচ্ছাশক্তির অধীন; উহা ইন্দ্রিয়ের স্বায়ত্ত শক্তি নহে। আমরা সকল সময়ে সকল ক্রিয়ার পূর্ব্বে আমাদিগের ইচ্ছার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। ভ্রমণকালে আমাদিগের গমনপ্রবৃত্তি বা গতি ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হইলেও আমরা সকল সময়ে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হই না। ইচ্ছা প্রবৃত্তির কারণ। প্রবৃত্তি ক্রিয়ার হেতু। ঐ ক্রিয়া বা বেগ আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ মাত্র। ইন্দ্রিয়ের বেগ ব্যাহত হইলেই আমরা বাহ্য বস্তুর উপলব্ধি করিয়া থাকি। কিন্তু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝা যায় যে, ঐ ক্রিয়াও আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ করে না; উহা দ্বারা আমাদিগের চেষ্টার বা ক্রিয়ার ব্যাঘাতজনক ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় মাত্র উপলব্ধ হয়। উহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়শক্তির বাধা মাত্র প্রকাশ করে। ঐ বাধা হইতেই আমরা স্বকীয় চেষ্টার বিরোধী বিষয়ের অস্তিত্বের অনুভব করি। শ্রান্তি প্রভৃতি স্নায়বীয় কার্য্যজ্ঞানও আমাদিগের ইন্দ্রিয়শক্তির বাধাজনক অবস্থাবিশেষের জ্ঞানমাত্র; তদ্দ্বারাও ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ হয় না। এইরূপে দেখা যায়, যাঁহারা বলেন, আমাদিগের ক্রিয়াশক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর উপলব্ধি হয়, তাঁহাদের ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিবিলসিত।

গুণ। বস্তু যে স্বগতশক্তি দ্বারা স্ববিষয়ক জ্ঞানের জনক হয়, সেই শক্তিবিশেষের নামই গুণ। ঐ গুণ দুই প্রকার; সামান্য গুণ ও বিশেষ গুণ। যে

গুণগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হয়, তাহারাই বিশেষ গুণ। বিশেষ গুণ রূপাদিভেদে পাঁচটি। আর যে গুণগুলি পরম্পরা-সম্বন্ধে বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের জনক হয়, তাহারাই সামান্য গুণ। ঐ সামান্য গুণগুলি বস্তুর স্বরূপানুভবের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। সামান্য গুণও পরিমাণাদি ভেদে বহুবিধ। গুণসকলও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর অস্তিত্ব বা স্বরূপ কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না। কিন্তু উহারা তাদৃশ বস্তুর অনুমাপক হইয়া থাকে। বস্তু সকল আপনাদিগের শক্তির প্রসারণে জ্ঞানশক্তির প্রকাশে স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সংস্কার। দৃঢ়তর ধারণারই নামান্তর সংস্কার। প্রথমত পদার্থের উপলব্ধি হয়। পরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপলব্ধির ধারণাজন্য সংস্কার হইতে অনুলব্ধি হইলেই বস্তুজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। অতএব নিখিল প্রমেয়জ্ঞানই সংস্কারজ। আমরা যৎ-কালে পুস্তকাদি পাঠ করি, প্রত্যেক অক্ষর ক্রমান্বয়ে দৃষ্টিগোচর হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অক্ষরের ধারণা ও তজ্জন্য সংস্কার হইতে যে অনুলব্ধি হয়, সেই অনুলব্ধিই পদজ্ঞান ও পদার্থজ্ঞানাদির কারণ হইয়া থাকে। ঐ পদার্থজ্ঞানাদি, উপলব্ধি, সংস্কার জন্য স্মৃতি ও তদনন্তরজ অনুলব্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। শ্রবণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানই ঐরূপ। সংস্কারবশত উক্ত ক্রম লক্ষ্য হয় না এই মাত্র। সুতরাং জ্ঞানের এককালিকতা বোধ ভ্রান্তিমাত্র। কিন্তু তাহাতে সহজ জ্ঞানও নিরস্ত হইতেছে না। কারণ, নিখিল সংস্কারজ জ্ঞানের মূলেই বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান ও তাহার স্বরূপজ্ঞান 'অন্যথাসিদ্ধি-শূন্য'-ভাবে 'নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী' অপরি-হার্য্য।

মনঃসংযোগ। আমাদিগের সাধারণত বোধ হয় যে, যে পদার্থের সহিত আমাদিগের মনঃসংযোগ হইবে, অগ্রে সেই পদার্থ ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে। বিষয়সকল ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বিষয়ীর গোচর হইলেই মনঃসংযোগ হয়; অর্থাৎ অনুভূত বিষয়ের সন্নিকর্ষই মনঃসংযোগের হেতু। কিন্তু বিচারে দেখা যায়, পূর্ব্বে মনঃসংযোগ না হইলে, বিষয়ের অনুভবই ঘটে না। ফলত মনঃসংযোগই বিষয়ানুভবের হেতু। উপাদানসন্নিকর্ষ ও তদনুভব প্রবৃত্তির জনক এবং মনঃ-সংযোগ হইতেই উপাদানের অনুভব। সময়ে সময়ে বিষয়ান্তরে নিবিষ্টচিত্ত

ব্যক্তির কি দর্শন কি শ্রবণ কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্যকারিত্ব লক্ষিত হয় না। বিপক্ষগণ কোন এক অদ্ভুত তীব্র ব্যাপারের দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য প্রদর্শন করেন, অর্থাৎ তীব্র দৃশ্যাদি দ্বারা অন্যগতচিত্ত ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ প্রমাণ করিয়া উক্ত মত খণ্ডনের চেষ্টা করেন; কিন্তু সামান্য চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, পদার্থ ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইলেই বিভাবনাশক্তির সাহায্যে সেই সেই পদার্থের উপলব্ধি হইতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও মনঃসংযোগ বা উদ্ভাবনাশক্তির কার্য্যের অভাব বশত অনুলব্ধি বা সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বস্তুর সম্পূর্ণ অনুভবও হয় না। বস্তুর অনুভবে প্রথমত বিষয়েন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ, তদনন্তর মনঃসন্নিকর্ষ ও অবশেষে ভাবনার প্রয়োজন। এই তিনের মধ্যে একের অভাব হইলেই প্রকৃত বস্তুজ্ঞানেরও অভাব হয়।

কল্পনা, স্মৃতি ও আশা। এই তিনটি বৃত্তি দর্শনশাস্ত্রের মতানুসারে একই রূপ এবং একই শক্তির পরিণাম। কেবল অবস্থার বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত প্রতীতির ও নামের ভেদ মাত্র। বিদ্যমান বস্তুর বা বস্তুধর্ম্মভূত বস্তুপ্রতিরূপের বর্ত্তমান কালে মনে উপস্থিতির জ্ঞানই কল্পনা, পূর্ব্বানুভূত অর্থাৎ অতীতকালে যে বিষয় আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছিল, তাহার প্রতিরূপের পুনর্ব্বার উপস্থিতির জ্ঞানই স্মৃতি। এবং ভবিষ্যতে উক্ত প্রতিরূপের মনে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাসূচক জ্ঞানই আশা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফলত অনুপস্থিত পরিচিত ব্যক্তির আকারাদির বর্ত্তমান জ্ঞানই কল্পনা; ঐ আকার দৃষ্ট ব্যক্তিরই এইরূপ পূর্ব্বানুভূত-সংস্কারাধীন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই স্মৃতি এবং ঐ আকার পরেও আমার মনে উদিত হইবে, এইরূপ সম্ভাবনাত্মক জ্ঞানই আশা নামে উক্ত হইয়া থাকে।

আন্তর উপলব্ধি। এতাবৎকাল বাহ্য উপলব্ধির বিষয়ই আলোচিত হইল। এক্ষণে আন্তর উপলব্ধির বিষয়ের আলোচনারই অবসর হইয়াছে। কিন্তু তদ্বিষয় আলোচনায় অগ্রেই প্রসঙ্গাধীন মনোবৃত্তির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় আদৌ তাহাই সমালোচিত হইতেছে।

মনোবৃত্তি বা বুদ্ধি, অজন্যা ও সম্পাদ্যা ভেদে দ্বিবিধা। ভাবনা-নিরপেক্ষ জ্ঞানের নাম অজন্যা বুদ্ধি এবং ভাবনা-সাপেক্ষ জ্ঞানের নাম সম্পাদ্যা বুদ্ধি।

অজন্যা বুদ্ধিও পরাধীন শরীরের ন্যায় ইচ্ছাশক্তির বশীভূতা নহে। এই বুদ্ধি, বৃত্তিভেদে তিনপ্রকার; তামসবুদ্ধি বা আসুরবুদ্ধি, রাজসবুদ্ধি বা মানুষবুদ্ধি এবং সাত্ত্বিকবুদ্ধি বা দৈববুদ্ধি। মানবের যে বুদ্ধি তমোগুণসমুদ্ভূতা ও অসুরসাধারণী তাহারই নাম আসুরবুদ্ধি, যে বুদ্ধি রজোগুণসমুদ্ভূতা ও মনুষ্যসাধারণী তাহারই নাম মানুষবুদ্ধি, এবং যে বুদ্ধি সত্ত্বগুণসমুদ্ভূতা ও দেবসাধারণী তাহারই নাম দৈববুদ্ধি। সম্পাদ্যা বুদ্ধিও বৃত্তিভেদে ত্রিবিধা; বিষয়জ্ঞান, বিষয়সম্বন্ধজ্ঞান ও চিন্তন।

পূর্ব্বোক্ত আসুরবুদ্ধি আবার প্রণয়, স্নেহ, অনুরাগ, ক্রোধ, হিংসা, গুপ্তি, লোভ, যুযুৎসা, রিরংসা, সিসৃক্ষা ও স্থৈর্য্য ভেদে একাদশবিধ। এই সকল বৃত্তি জীবের যথাসম্ভব হইলে উপকারিণী হইয়া থাকে; কিন্তু অতিরিক্ত হইলে অপকার ভিন্ন উপকারের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না।

১। স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির পরস্পরের প্রতি যে আসক্তি হয়, তাহাই মুখ্যভাগে প্রণয় নামে কথিত হয়। এই প্রণয়াদি এগারটি বৃত্তি প্রয়োগদোষে মানবের অসুরত্বের সাধক বলিয়া ইহাদিগকে আসুরবৃত্তিও বলা যায়। তন্মধ্যে প্রণয়াদি বৃত্তিত্রয় মানবের উৎকৃষ্ট বৃত্তি। ইহার মধ্যে আবার প্রণয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি। প্রণয় মানবের পরিবার গঠনের ভিত্তিস্বরূপ এবং ইহা হইতেই মানব-সমাজের সূত্রপাত। স্বকীয়ত্বই প্রণয়ের উৎকৃষ্ট অংশ এবং পরকীয়ত্ব উহার অধমাংশ, অর্থাৎ স্বকীয়া স্ত্রীর প্রতি পুরুষের এবং স্বকীয় পুরুষের প্রতি স্ত্রীর যে প্রণয় তাহাই শুদ্ধ প্রণয়, আর পরকীয়া ও পরকীয়ের প্রতি যে প্রণয় তাহা বিশুদ্ধ প্রণয় নহে, তাহা প্রণয়ের আভাস মাত্র। ঐ শুদ্ধ প্রণয় ভিন্ন সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। প্রণয়ের এই শুদ্ধত্ব রক্ষার নিমিত্তই মানবসমাজে বিবাহনিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বাহ্যরূপ বা গুণের আকর্ষণে যে ক্ষণিক আসক্তি জন্মে, তাহাকে স্থায়ী প্রণয় বলা যায় না। কারণ, ঐরূপ প্রণয়ের স্থায়িত্ব সম্ভাবনা অতি অল্প। চরিত্রের শুদ্ধতা ব্যতিরেকে কেবল বাহ্য রূপাদি বা বল দ্বারা প্রণয় দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইতে পারে না। কারণ, ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে যে ভয় ও দ্বেষ সমুদিত হয়, উহারা প্রণয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রণয় মাধুর্য্যাপেক্ষী। সুতরাং বিশুদ্ধ প্রণয়সুখ লাভ করিতে হইলে চরিত্র সংশোধনের নিতান্ত

প্রয়োজন। তাদৃশ সচ্চরিত্রতা লাভও আবার শিক্ষাসাপেক্ষ। এই পর্য্যন্ত প্রণয়ের গৌণ উদ্দেশ্য। প্রণয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য পারত্রিক মঙ্গল; এবং উহার গৌণ উদ্দেশ্য ঐহিক শান্তি। ঐহিক শান্তিই আবার পারত্রিক মঙ্গলের সর্ব্বপ্রধান উপায়। প্রণয় শুদ্ধ হইলে, প্রণয়িগণের পরস্পর ভেদভাব থাকে না; সুতরাং সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। তখন ভাগ্যক্রমে সাত্ত্বিক ভাব বা ধর্ম্মমতির উদয়ে ঐ প্রণয় দ্বারা পারত্রিক মঙ্গলের নিদান-স্বরূপ ভগবৎ-সাম্মুখ্য লাভের সাহায্য হইতে থাকে। প্রণয়ের যে অপর একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক ভাব আছে, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না; উহা মানবজীবনের সার্থকতা-সংসাধনী ভগবৎ-রতি বা প্রেমভক্তি।

২। সন্তানের প্রতি যে আসক্তি জন্মে, তাহাকেই স্নেহ বলে। এই প্রাণি-স্বভাব-সুলভ স্নেহবৃত্তি না থাকিলে মানব, সন্তান পালনের জন্য এই সংসারে ঈদৃশ অশেষবিধ ক্লেশ স্বীকার করিতেন না। সুতরাং মানব-সমাজের বৃদ্ধি-সম্ভাবনাও এককালে অন্তর্হিত হইত। এই বৃত্তিরও প্রণয়ের ন্যায় মুখ্য ও গৌণ ভেদে উদ্দেশ্য দুইটি। ইহারও বিশুদ্ধি চরিত্রসাপেক্ষা। এই বৃত্তিও বিশুদ্ধ-ভাবে পরিচালিত হইলে ভগবদ্বিষয়ক স্নেহের অনুগামিনী হইয়া বাৎসল্যভক্তি নামে উক্ত হয়, এবং অবশেষে অনন্তসুখের সাধনস্বরূপ মানবজন্মের সাফল্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

৩। বন্ধু, পরিজন, সমাজ, গৃহ ও দেশাদির প্রতি যে আসক্তি বা মমতা, তাহারই নাম অনুরাগ। এই অনুরাগ-বৃত্তি না থাকিলে, সমাজবন্ধন হইত না এবং সমাজসংস্কারক ও বীরগণের অভ্যুদয়ে দেশের উন্নতির সম্ভাবনাও অন্তর্হিত হইত। এই বৃত্তিও পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিদ্বয়ের তুল্য বিশুদ্ধভাবে আচরিত হইলে, ঐহিক শান্তি ও পারত্রিক মঙ্গলের জননী হয়। এই বৃত্তির সৎপরিণাম, তীর্থ-দেবালয়াদি-সংসর্গ, সাধুসঙ্গ ও ভগবৎসখ্য ভাব।

৪। বিরক্তিজনক আচরণ হইতে যে বিভাগেচ্ছারূপ দ্বেষবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহারই নাম ক্রোধ। ক্রোধ হইতেই উক্ত আচরণের প্রতিকারের ইচ্ছা জন্মে। এই বৃত্তি না থাকিলে, পৃথিবী অল্পকাল মধ্যে অসদাচার লোকে পরি-পূর্ণ হইয়া লোকের সমূহ অনিষ্ট উৎপাদন করিত। এই বৃত্তিও ধর্ম্মানুমোদিত

ভাবে উত্থিত না হইলে, বিশেষ অপকার সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং ইহারও উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা চরিত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে।

৫। অসদাচারের প্রতীকারের চেষ্টাই হিংসা। ইহাও দ্বেষেরই অবস্থা বিশেষ। এই বৃত্তিও পূর্ব্বোক্ত ক্রোধবৃত্তির ন্যায় মানবের রক্ষক ও নাশক। ইহাও অতিরিক্ত বা অবৈধ হইলে, লোকের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে। তবে এই বৃত্তির অভাবও অভিপ্রেত নহে। কারণ, এই বৃত্তি না থাকিলে, দুষ্টগণ দুর্দ্দান্তভাবে দেশের যথেষ্ট অমঙ্গল উৎপাদন করিত। কালে দেশ হইতে শিষ্টগণ অপসারিত হইলে দুষ্টগণেরই একাধিপত্য হইত।

৬। যাহা আমরা অপরকে জানাইতে ইচ্ছা করি না, তাহার গোপন চেষ্টার নামই গুপ্তি। ইহা যত্নেরই অন্তর্ভূত। এই বৃত্তি থাকাতে মিথ্যাপ্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা যেরূপ অপকার হয়, পরচিত্তাবগতি ও পরবিনোদনাদি দ্বারা সেইরূপ উপকারও হইয়া থাকে। এই বৃত্তিরও অযথাধিক্যই অপকারক। আকাঙ্ক্ষাবর্দ্ধিনী এই বৃত্তি মানবের জ্ঞানোন্নতির প্রধান সাধক। কিন্তু এই বৃত্তির অযথা-ব্যবহারে অনেকানেক তত্ত্ব অপ্রকাশিত অবস্থায় বিলুপ্তও হইয়া থাকে। সুতরাং এই বৃত্তিরও সাফল্য-সাধনে চরিত্রের অপেক্ষা হয়। ফলত, লোভাদিবৃত্তির সাঙ্কর্য্যই এই বৃত্তির অপকৃষ্টতা-সম্পাদক।

৭। অর্জ্জনেচ্ছারই নামান্তর লোভ। ইহাও কখন সৎ ও কখন অসৎ হইয়া থাকে। পরের অপকার সাধন পূর্ব্বক যে অর্জ্জনেচ্ছা তাহাই অমঙ্গল-জনিকা এবং তদ্বিপরীত ইচ্ছাই সাধু ইচ্ছা। অর্জ্জনেচ্ছার অত্যাধিক্য, অপকারক হইলেও যথাযোগ্য অর্জ্জনেচ্ছার প্রভূত পরিমাণে উপকারিত্ব দৃষ্ট হয়। এই বৃত্তি ব্যতিরেকে কি বিদ্যা, কি ধন, কি ধর্ম্ম, কিছুই অর্জ্জিত হইত না।

৮। যুদ্ধ অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছার নামই যুযুৎসা। এই বৃত্তিও চরিত্রের শুদ্ধতা ব্যতিরেকে অপকারক হইয়া থাকে।

৯। রিরংসা রমণেচ্ছারই নামান্তর। ইহাও চরিত্র নির্ম্মল না হইলে উপকার সাধন করিতে পারে না।

১০। সর্জ্জনেচ্ছার নাম সিসৃক্ষা। এই বৃত্তিও মানবের পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সকলের ন্যায় প্রাণিসাধারণী বৃত্তি। এই বৃত্তিও পশু পক্ষী প্রভৃতির কুলায়াদি

নির্ম্মাণ হইতে ক্রমোন্নতিতে অট্টালিকাদি-নির্ম্মাণেচ্ছায় পরিণত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই মানব নানা দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া ইহলোকে সাধারণের এবং পরলোকে নিজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই বৃত্তি হইতেই শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যাদির সৃষ্টি হইয়া লোকের অতুল সুখবর্দ্ধন করিতেছে। এই বৃত্তিরও উপকারের ন্যায় অপকার-সাধকতাও আছে। অবৈধ সর্জ্জনেচ্ছা যে কি প্রকার অনিষ্ট উৎপাদন করে, তাহা বোধ হয়, অধিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। একমাত্র মাদক সৃষ্টিই তাহার যথেষ্ট প্রমাপক।

১১। মনের স্থিরতা অর্থাৎ চাঞ্চল্যের অভাবই স্থৈর্য্য বা শান্তি। এই বৃত্তি হইতে আমরা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। বস্তুত, এই বৃত্তির উপকারের অংশই অপেক্ষাকৃত অধিক। স্বার্থহানি স্থলে অযথাপ্রযুক্ত শান্তিই অপকারিণী। এই বৃত্তি স্মৃতির কারণ। এই বৃত্তি না থাকিলে, মানবের মানবত্বই অসম্পূর্ণ থাকিত। শান্তি সত্ত্বগুণসংশোধিত হইলেই, নিবৃত্তি নামে উক্ত হয়, এবং তখন ইহা মানবের দুঃখময় সংসার-সাগর সমুত্তরণের একমাত্র তরণী হইয়া থাকে।

মানববৃত্তি অভিমান, যশোলিপ্সা, সাবধানতা ও দয়া, এই প্রকার ভাগ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত। এই বৃত্তি মানবসাধারণী বলিয়াই ইহার নাম মানববৃত্তি। এবং তামসবৃত্তি সকল যে প্রকার তমোগুণ-প্রাবল্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া তামস নামে উক্ত হয়, তদ্রূপ ইহাও রজোগুণের প্রাবল্যে সমুৎপন্ন হইয়া রাজস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

১। স্বীয় গৌরবরক্ষিণী বৃত্তির নাম অভিমান বা অহঙ্কার। ইহা মানবের উপকারিণী বৃত্তি। এই বৃত্তি থাকাতেই মানব গৌরবহানির ভয়ে কি পারত্রিক কি ঐহিক বিষয়ে অসৎ কার্য্য হইতে বিনিবৃত্ত হয়। কিন্তু এই অভিমান যখন গর্ব্বরূপে পরিণত হয়; অর্থাৎ মানব যখন আপনাকে অযথা গৌরবান্বিত বোধ করেন, তখনই উহা তাঁহার অবনতির বা অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করে। এই বৃত্তির দ্বিধাপ্রবৃত্তি; অর্থাৎ অভিমানই দেবতুল্য মানবকে অসুরত্ব বা পশুত্ব প্রদান করে; এবং উহাই আবার পক্ষান্তরে বিনীতভাবে ভগবদুপাসনা-পরতন্ত্র করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্বরূপে অবস্থাপিত করে; সুতরাং এই বৃত্তির প্রয়োগেই

মানবের স্বাধীন-বৃত্তিতার পরীক্ষা হয়। এই বৃত্তিই মানবের—জীবের—ভগবদ্দাসত্বরূপ দাস্যভক্তির প্রকাশক।

২। খ্যাতি-লাভের ইচ্ছাই যশোলিপ্সা। এই বৃত্তিও পূর্ব্ববৎ উন্নতি-বিধায়িনী ও অপকারিণী। এই বৃত্তি না থাকিলে মানব দুঃসাধ্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া জ্ঞানোন্নতির বা কোন উন্নতির পথই পরিষ্কার করিতে পারিতেন না। আবার এই বৃত্তির প্রভাবেই মানব অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের ও পরের কতই অপকার সাধন করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

৩। স্বসম্বন্ধীয় বিষয়ের রক্ষণেচ্ছাই সাবধানতা বা সতর্কতা। এই বৃত্তি থাকাতেই মানব দুষ্ট হইতে ও অপকার হইতে অনেক সময়ে রক্ষা পাইয়া থাকেন; কিন্তু কাপুরুষের সাবধানতা গৌরবসূচক নহে।

৪। পরদুঃখ নিবারণেচ্ছার নামই দয়া। ইহা মানবের একটি উৎকৃষ্ট বৃত্তি। এই বৃত্তি না থাকিলে কেহ কাহারও উপকার করিত না। কিন্তু এই দয়াও অযোগ্য পাত্রে প্রযুক্ত হইলে, ইহার অসদ্ব্যবহার করা হয়।

মানবের সত্বগুণ-সমুদ্ভূত যে বৃত্তি দেবসাধারণী, তাহারই নাম দৈববৃত্তি। এই বৃত্তি ভক্তি, সত্যানুরাগ, সঙ্কল্প, স্মৃতি, কল্পনা, আশা, মোহ, নৈপুণ্য ও অনুকরণ ভেদে নববিধ।

১। ভক্তি মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি। পূজ্যের প্রতি যে অনুরাগ, তাহারই নাম ভক্তি। এই বৃত্তি থাকাতেই মানব দেবতোপাসনাদি ধর্ম্ম ও গুরুসেবাদি সৎকর্ম্মে অনুরক্ত হয়। ভক্তির বিষয় তত্ত্ববিজ্ঞান ভাগে সবিস্তারে আলোচিত হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই ভক্তিও অজ্ঞতাবশত অপাত্রে ন্যস্ত হইয়া, ভক্ত্যাভাসমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

২। সত্যানুরাগবৃত্তিও জীবের উৎকৃষ্ট বৃত্তি। ইহা হইতেই নীতি ও ধর্ম্মের আবির্ভাব। এই বৃত্তি না থাকিলে, সদসদ্-বিবেচনা-রহিত হইয়া দেবতুল্য মানব পশুমধ্যে গণ্য হইতেন।

৩। কার্য্যে দৃঢ়তার নাম সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প সৎকর্ম্ম বিষয়ক হইলেই মানবের উন্নতি করায়ত্ত হয়। কিন্তু অসৎকর্ম্মের সঙ্কল্প উন্নতির পরিবর্ত্তে বিনাশের আয়োজন করে।

৪। ৫। ৬। স্মৃতি, কল্পনা ও আশা। এই তিন বৃত্তির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ফলত, এই তিন বৃত্তিও সম্ভবপর হইলেই মানবের উপকার হইতে পারে, নতুবা অপকার ও অগৌরব হইয়া থাকে। এই বৃত্তিত্রয়ের অভাবে মানবের জীবন ধারণই ব্যর্থ হইত। মানবের যে কিছু উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে বা হইবে, তাহার মূল কারণই এই তিন বৃত্তি; এই বৃত্তি তিনটি না থাকিলে মানবের পশু হইতে কিছুমাত্র পার্থক্য থাকিত না।

৭। নিজের অসাধ্য, অজ্ঞাত বা অবোধ্য কোন অদ্ভুত বস্তু বা ক্রিয়া সন্দর্শনে মনের যে ভাব হয়, তাহারই নাম মোহ। এই বৃত্তি না থাকিলে কেহ কোন অসাধারণ বস্তুর বা ক্রিয়ার গৌরব করিত না। এমন কি, এই বৃত্তি না থাকিলে অনেক লোকেরই ধর্ম্মভাব জন্মিত না। কিন্তু এই বৃত্তিরও অপকৃষ্ট অংশ আছে। ইহা হইতেই যাবদীয় কুসংস্কারের উৎপত্তি। অজ্ঞতাই এই বৃত্তির দূষক এবং জ্ঞানই ইহার গুণাধায়ক।

৮। শিক্ষা দ্বারা যে দক্ষতা জন্মে, তাহারই নাম নৈপুণ্য। সদ্বিষয়ক নৈপুণ্যই মানবের উপকারক এবং তদ্বিপরীত নৈপুণ্যই অপকারক।

৯। পরবৃত্তির সাদৃশ্য লাভের চেষ্টাই অনুকরণ; অর্থাৎ যিনি যে গুণশালী তাঁহার সেই গুণের ন্যায় নিজের গুণ হউক, এই ইচ্ছাতে যে কার্য্য করা যায়, তাহারই নাম অনুকরণ। এই বৃত্তি অনুকার্য্যের গুণ অনুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইরূপে অজন্যা বুদ্ধির বিভাগ শেষ হইল। এক্ষণে সম্পাদ্যা বুদ্ধি বিবৃত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই বুদ্ধি, বিষয়-জ্ঞান, বিষয়-সম্বন্ধ-জ্ঞান ও চিন্তন ভেদে তিন প্রকার।

প্রমাতা ও প্রমেয় রূপ বিষয়ের দ্বৈবিধ্য বশত বিষয়জ্ঞানও দুই প্রকার হইয়া থাকে। যথা;—প্রমাতৃ-বিষয়-জ্ঞান বা বিষয়ীর জ্ঞান ও প্রমেয়-বিষয়-জ্ঞান বা বিষয়জ্ঞান।

ঐ প্রমাতা আবার ঈশ্বর ও জীব ভেদে দ্বিবিধ। এতদুভয়ের স্বরূপ, তত্ত্ব-বিজ্ঞানের আলোচ্য বলিয়া আপাতত পরিত্যক্ত হইল।

প্রমেয় ত্রিবিধ; কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব।

বিষয়ের অস্তিত্ব, তাহার শক্তি এবং বিষয়ী ও বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, এই তিনটিই বিষয়জ্ঞানের সাধন। ইহাদের মধ্যে আবার অস্তিত্বই বিষয়জ্ঞানের কারণ, অপর দুইটি উহার সহকারী। অস্তিত্বজ্ঞান বাহ্যেন্দ্রিয়-বেদ্য নহে, কেবল মনের গোচর, এই বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিষয়ীর শক্তি প্রধানত দ্বিবিধ;—বিদ্যাশক্তি ও মায়াশক্তি। বিদ্যাশক্তি বা চিচ্ছক্তি আবার তিন প্রকার। যথা;—সন্ধিনীশক্তি, সম্বিৎশক্তি ও হ্লাদিনীশক্তি। প্রমাতা যে শক্তি দ্বারা নিজের সত্তা ব্যক্ত করেন, তাহার নাম সন্ধিনীশক্তি। প্রমাতা যে শক্তি দ্বারা নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করেন, ও তাহা অনুভব করেন, তাহার নাম সম্বিৎশক্তি। এবং প্রমাতা যে শক্তি দ্বারা স্বকীয় আনন্দ প্রকাশ করেন, ও তাহা স্বয়ং অনুভব করেন, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনীশক্তি। বিদ্যাশক্তি বা জ্ঞানশক্তির অসম্পূর্ণ প্রকাশরূপ অবস্থা বিশেষের নাম মায়াশক্তি বা জড়-শক্তি। ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ঐ মায়াশক্তিরই পরিণাম বিশেষ। ফলত মায়াশক্তির প্রথম পরিণাম ইচ্ছাশক্তি এবং দ্বিতীয় পরিণাম ক্রিয়াশক্তি। বিষয়ের গুণ, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ, সকলই বিষয়ের শক্তি। ঐ গুণ, রূপাদি ভেদে দ্বাবিংশতিবিধ; ক্রিয়া, উৎক্ষেপণাদি ভেদে পঞ্চবিধ; এবং সম্বন্ধ, পারম্পর্য্যাদি ভেদে বহুবিধ।

বিষয়ের দ্বাবিংশতি গুণ যথা,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ ও সংস্কার। তন্মধ্যে শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র, এই সপ্ত-বর্ণ-রূপ দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণকে রূপ কহে। যে বস্তুর রূপ নাই, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না; আর যাহার রূপ আছে, তাহাই দৃষ্টিগোচর হয়; এজন্য রূপকে দর্শনের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। রস ষড়্‌বিধ; যথা, কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর। রস, রসজ্ঞানের কারণ। গন্ধ দ্বিবিধ; সৌরভ ও অসৌরভ। ইহা গন্ধজ্ঞানের কারণ। স্পর্শ উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত ভেদে ত্রিবিধ। কাঠিন্যকোমলতাদিও স্পর্শেরই রূপান্তর মাত্র; উহারা গুণান্তর নহে। স্পর্শ, স্পর্শজ্ঞানের কারণ। শব্দ, ধ্বনি ও বর্ণভেদে দ্বিবিধ। মৃদঙ্গাদিভব শব্দের নাম ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং কণ্ঠতালু প্রভৃতির অভিঘাত জন্য শব্দের

নাম বর্ণাত্মক শব্দ। শব্দ, ক্ষণিক বিশেষগুণ। শব্দ ক্ষণিক হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব শব্দের সংস্কারের সহিত চরম শব্দজ্ঞানের উদ্বোধ হইতে উত্তরোত্তর শব্দজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। ঐ জ্ঞান সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞান; অর্থাৎ এককালে অনেক শব্দকে বিষয় করিয়া ঐ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই এই 'ক', এইরূপ জ্ঞান সাজাত্য জ্ঞান মাত্র, উহা শব্দের স্থায়িত্বের পরিচায়ক অভেদ জ্ঞান নহে। একত্ব, দ্বিত্ব ও ত্রিত্বাদি ভেদে সংখ্যা নানাবিধ। সংখ্যা গণনব্যবহারের অর্থাৎ ইহা একটি, ইহারা দুইটি, এইরূপ প্রতীতির কারণ। একত্ব সংখ্যা একটি মাত্র বস্তুতে, দ্বিত্ব সংখ্যা দুইটি মাত্র বস্তুতে এবং ত্রিত্ব সংখ্যা তিনটি মাত্র বস্তুতে থাকে; উত্তরোত্তর সংখ্যারও ঐ রীতি। দ্বিত্বাদিজ্ঞান অপেক্ষা-বুদ্ধি-জন্য। পরিমাণ ত্রিবিধ; দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ। পরিমাণ পরিমাণব্যবহারের কারণ। এই বস্তু, ঐ বস্তু হইতে পৃথক্, এইরূপ পৃথক্ প্রতীতির অসাধারণ কারণের নাম পৃথক্ত্ব। অসন্নিকৃষ্ট বস্তুদ্বয়ের মিলন, অর্থাৎ এই বস্তুদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত, এইরূপ প্রতীতির কারণ সংযোগ। ঐ সংযোগ একক্রিয়াজন্য, উভয়ক্রিয়াজন্য ও সংযোগজন্য ভেদে ত্রিবিধ। বস্তুদ্বয় পরস্পর বিভক্ত, এইরূপ প্রতীতির কারণ বিভাগ। দৈশিক ও কালিক পরব্যবহারের অর্থাৎ এই বস্তু ঐ বস্তু হইতে দূর বা জ্যেষ্ঠ, এইরূপ প্রতীতির কারণ পরত্ব। দৈশিক ও কালিক অপরব্যবহারের অর্থাৎ এই বস্তু, ঐ বস্তুর নিকট বা কনিষ্ঠ, এইরূপ প্রতীতির কারণই অপরত্ব। বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রথমত দ্বিবিধ। যথা, বিদ্যা বা প্রমা; ও অবিদ্যা, অপ্রমা বা ভ্রম। তদ্বস্তুতে তৎপ্রকারক জ্ঞানের অর্থাৎ যাহার যে ধর্ম্ম আছে, তাহাকে তদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়া জানার নাম প্রমা; এবং অতদ্বস্তুতে তৎপ্রকারক জ্ঞানের অর্থাৎ যাহার যে ধর্ম্ম নাই, তাহাকে তদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়া বোধের নাম ভ্রম। ঐ ভ্রম দোষবশত উৎপন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধি, নিশ্চয় ও সংশয় ভেদেও দ্বিবিধ। তদভাবাপ্রকারতা থাকিয়া তৎপ্রকারক জ্ঞানের অর্থাৎ যে বস্তুর জ্ঞান হইবে, তাহার বিরোধীর জ্ঞান না হইয়া কেবল তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইলেই তাহাকে নিশ্চয় বলা যায়। একধর্ম্মিক বিরুদ্ধ ভাবাভাবপ্রকারক জ্ঞানের নাম সংশয়; অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ-বাক্য-রূপ বিপ্রতিপত্তি বাক্য শ্রবণে বা সাধারণ ও অসাধারণ এতদুভয়বিধ ধর্ম্মের দর্শনে

এককালে বস্তুর ও তদভাবের জ্ঞানের নামই সংশয়। বুদ্ধি, বিশেষজ্ঞান বা ব্যক্তিজ্ঞান ও সামান্যজ্ঞান বা জাতিজ্ঞান ভেদেও দ্বিবিধ। কোন বিশেষ একটি বিষয়ের জ্ঞানের নাম বিশেষ জ্ঞান বা ব্যক্তিজ্ঞান এবং কতকগুলি সমধর্ম্মী বস্তুর ধর্ম্মের জ্ঞানের নাম সামান্যজ্ঞান বা জাতিজ্ঞান। বুদ্ধি, আবার অনুভব ও স্মরণ ভেদেও দ্বিবিধ। তন্মধ্যে অনুভব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দভেদে ত্রিবিধ। পূর্ব্বানুভব-জন্য সংস্কারের অধীন জ্ঞানবিশেষের নাম স্মরণ। ধর্ম্ম জন্য বিষয়ের নাম সুখ। অধর্ম্ম জন্য বিষয়ের নাম দুঃখ। সুখ যাবদীয় প্রাণীর অভিপ্রেত এবং দুঃখ তাহাদিগের অনভিপ্রেত। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান-জন্য, কৃতিসাধ্যতা-জ্ঞান-জন্য এবং বলবদনিষ্ট-সাধনতাভাব-জন্য বৃত্তির নাম ইচ্ছা। ঐ ইচ্ছা চিত্তের বৃত্তি বা পরিণাম বিশেষ। দুঃখাভাবে ও সুখে ইচ্ছা সেই পদার্থের জ্ঞান হইতেই সমুৎপন্ন হয়। ঐ দুঃখাভাবের বা সুখের সাধনে দুঃখনিবর্ত্তকতা ও সুখসাধকতা জ্ঞান হইলে, যথাক্রমে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখের উপায়ে ইচ্ছা জন্মে। ইচ্ছা কামলোভাদি ভেদে বহুবিধ। অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান-জন্য বৃত্তির নাম দ্বেষ। দ্বিষ্ট-সাধনতা-বুদ্ধি ঐ দ্বেষের প্রতি কারণ। ঐ দ্বেষ ক্রোধ ও অভিমানাদি ভেদে বহুবিধ। চেষ্টারই নামান্তর যত্ন। ঐ যত্ন, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ও জীবনযোনি ভেদে ত্রিবিধ। চিকীর্ষা-জন্য, কৃতিসাধনতাজ্ঞান-জন্য, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান-জন্য ও উপাদানপ্রত্যক্ষ-জন্য যত্নের নাম প্রবৃত্তি। দ্বেষ ও দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞান-জন্য যত্নের নাম নিবৃত্তি। যে যত্ন থাকায় জীবিত থাকা যায়, তাহাকে জীবনযোনি যত্ন কহে। এই যত্নই জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহের কারণ। পতনের, বা গুরু—এই প্রতীতির কারণ ভাররূপ গুণের নাম গুরুত্ব। ক্ষরণের, বা দ্রব—এই প্রতীতির কারণ দ্রবত্ব। ঐ দ্রবত্ব আবার স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক ভেদে দ্বিবিধ। নিত্য তরল—এই প্রতীতির কারণ, অর্থাৎ যে গুণের সদ্ভাবে চূর্ণবস্তু পিণ্ডীকৃত হয়, তাহাকে স্নেহগুণ বলে। ঐ স্নেহ আবার উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। উৎকৃষ্ট স্নেহ অগ্নিপ্রজ্বালনের এবং অপকৃষ্ট স্নেহ অগ্নিনির্ব্বাণের কারণ। উপেক্ষানাত্মকজ্ঞান-জন্য গুণের নাম সংস্কার। ঐ সংস্কার আবার বেগাখ্য, স্থিতিস্থাপকাখ্য ও ভাবনাখ্য সংস্কাররূপে ত্রিবিধ। বেগ, ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়। যে বস্তুর বেগ যতক্ষণ থাকে, তাহার গতিশক্তিও

ততক্ষণ থাকে। যে গুণের সম্ভাবে আকৃষ্ট বস্তু বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্বস্থানস্থিত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক সংস্কার কহে। যে সংস্কার দ্বারা পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হয়, তাহাকে ভাবনাখ্য সংস্কার কহে। এই সংস্কার স্মরণ বিষয়ে স্মর্ত্তব্য বস্তুর অনুসঙ্গীর জ্ঞানাদিরূপ উদ্বোধকের সহায়তা অপেক্ষা করে। যে বস্তু জানিতে ইচ্ছা না থাকে, তদ্বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের নাম উপেক্ষাত্মক জ্ঞান; এবং যে বস্তু জানিতে ইচ্ছা থাকে, তদ্বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের নাম উপেক্ষানাত্মক জ্ঞান।

বিষয়ের ক্রিয়ারূপা শক্তি ঊর্দ্ধপ্রক্ষেপ রূপ উৎক্ষেপণ, অধোবিক্ষেপ রূপ অবক্ষেপণ, বিস্তৃত বস্তুর সঙ্কোচ রূপ আকুঞ্চন, সঙ্কুচিত বস্তুর বিস্তার রূপ প্রসারণ, এবং গমন, এই পাঁচ প্রকার।

বিষয়ের সম্বন্ধরূপ শক্তি নানাবিধ। তন্মধ্যে পারম্পর্য্য, সামানাধিকরণ্য, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, স্বরূপ, বিষয়তা, বিষয়িতা, বিশেষ্যতা, প্রকারতা ও সমবায়াদি প্রধান।

১। যে সম্বন্ধ দ্বারা একটি, আর একটির পর ঘটিতেছে, এইরূপ বোধ উৎপাদন করে, তাহার নাম পারম্পর্য্য সম্বন্ধ। যথা,—পুষ্প হইতে বীজ, বীজ হইতে ফল, ফল হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি।

২। সমান দেশে বা সমান কালে অবস্থিতির বোধক সম্বন্ধবিশেষের নাম সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ।

৩। তুলনাবোধক সম্বন্ধের নাম সাদৃশ্য সম্বন্ধ।

৪। বিসদৃশ এইরূপ প্রতীতির কারণ সম্বন্ধবিশেষের নাম বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধ।

৫। বস্তুর যাথার্থ্য প্রতীতির কারণ সম্বন্ধবিশেষের নাম স্বরূপ সম্বন্ধ। ঐ সম্বন্ধ আবার দৈশিক ও কালিক ভেদে দ্বিবিধ।

৬। ইহা, এই জ্ঞানের বিষয়, এইরূপ প্রতীতির কারণ, বিষয়মাত্রস্থায়ী সম্বন্ধবিশেষের নাম বিষয়তা সম্বন্ধ। যথা,—ঘট ঘটজ্ঞানের বিষয়। ঐ ঘট বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞানে থাকে।

৭। এই জ্ঞান, এই বিষয়ক, এইরূপ প্রতীতির কারণ বিষয়িমাত্রস্থায়ী সম্বন্ধবিশেষের নাম বিষয়িতা সম্বন্ধ। যথা,—ঘটজ্ঞান ঘটবিষয়ক। ঐ জ্ঞান বিষয়িতাসম্বন্ধে ঘটে থাকে।

৮। যাহা, যে জ্ঞানের বিষয়, তাহাই সেই জ্ঞানের বিশেষ্য। বিশেষ্য-বোধক বিশেষ্যমাত্রস্থায়ী সম্বন্ধের নাম বিশেষ্যতা সম্বন্ধ। ঘটবিশেষ্যক জ্ঞানের নাম ঘটজ্ঞান। ঘটজ্ঞানের বিশেষ্য ঘট।

৯। যাহা, যে জ্ঞানের বিশেষ্য, তাহার ধর্ম্মই সেই জ্ঞানের প্রকার বা বিশেষণ। বিশেষণবোধক বিশেষণমাত্রস্থায়ী সম্বন্ধের নাম প্রকারতা সম্বন্ধ। ঘটত্বপ্রকারক ঘটবিশেষ্যক জ্ঞানের নামই ঘটজ্ঞান। ঘটজ্ঞানের বিশেষণ ঘটত্ব।

১০। অবয়ব-অবয়বীর, গুণ-গুণীর, ক্রিয়া-ক্রিয়াবানের ও নিত্যদ্রব্য-বিশেষের যে সম্বন্ধ, তাহারই নাম সমবায় সম্বন্ধ।

অবচ্ছেদকত্ব, স্বরূপ সম্বন্ধেরই নামান্তর। অবচ্ছেদক তিন প্রকার। বিশে-ষণাবচ্ছেদক, একদেশাবচ্ছেদক ও নিয়ামকাবচ্ছেদক। যথা,—নীল উৎপল, এই স্থলে নীলপদ বিশেষণাবচ্ছেদক। বৃক্ষ-শাখায় পক্ষী, এই স্থলে শাখা একদেশাবচ্ছেদক। নিয়ামকাবচ্ছেদক কারণতা কার্য্যতা, শক্যতা ও প্রতি-যোগিতাদি ভেদে বহুবিধ।

যদবলম্বনে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এইরূপ ব্যবহার হয়, সেই ক্রিয়ার আশ্রয় ঈশ্বরীয় শক্তিবিশেষের নাম কাল। উহার বিবরণ তত্ত্ববিজ্ঞানে বিবৃত হইবে।

অদৃষ্টেরই নামান্তর কর্ম্ম। ইহাও শক্তি-বিশেষ। এই অদৃষ্ট, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ভেদে দ্বিবিধ। স্থিতি বা সত্তার পোষক শক্তি-বিশেষের নাম ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম বস্তুভেদে অসংখ্য। তন্মধ্যে মানবের ধর্ম্ম চতুর্বিধ :—জড়শরীর ধর্ম্ম, লিঙ্গ-শরীর ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। রজোগুণ ও তমোগুণের অভিভব পূর্ব্বক সত্ত্বগুণের উদ্ভাবক শক্তিরই নামান্তর ধর্ম্ম। অধর্ম্ম উহার সম্পূর্ণ বিপ-রীত। অধর্ম্ম সত্ত্বগুণকে অভিভব করিয়া রজোগুণ ও তমোগুণকে উদ্ভাবিত করে। ধর্ম্ম সুখের কারণ, পুণ্য উহার 'ব্যাপার'; অধর্ম্ম দুঃখের কারণ, পাপ উহার 'ব্যাপার'। সদাচারেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত; পুণ্য ও তজ্জন্য সুখ উহাদের ফল স্বরূপ। অধর্ম্ম অসদাচারের অনুবর্ত্তী; পাপ ও দুঃখ উহাদের ফল। পুণ্য পাপ, সুখ দুঃখ, কেবল সামাজিক নিয়মের ফল নহে; বিবেকের প্রকৃতি বা বিকৃতিই উহাদের কারণ। শ্রদ্ধার অভাবে বিবেকের বিকৃতিতে জীব সদাচারভ্রষ্ট হইয়া অসদাচার-পরায়ণ হইলেই জড়শরীরধর্ম্ম লিঙ্গশরীরধর্ম্মের বাধক, লিঙ্গ-

শরীরধর্ম্ম সমাজধর্ম্মের বাধক, এবং সমাজশরীরধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের বাধক হইয়া উঠে। এইরূপে জীব আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সুষ্ঠু পালন না করিয়াই দুঃখভার আনয়ন করেন। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম অব্যভিচরিত ভাবে পালিত হইলে দুঃখের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধান্বিত জীবের হৃদয়ে ঐশ্বরিক আজ্ঞা ও নিয়ম সকল পরিস্ফুরিত হইয়া সত্ত্ব-গুণ ও তজ্জন্য বিবেককে অবিকৃত রাখে। কোন কারণে ঐ শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হইলেই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ কর্ত্তৃক অভিভূত হয়, সুতরাং বিবেকও বিকৃত হইয়া পড়ে। তখন জীব, পাপ ও দুঃখকেই পুণ্য ও সুখ বোধে তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়।

জড়শক্তি বা প্রকৃতিরই নামান্তর স্বভাব। দ্রব্য শব্দেও উহাকেই বুঝিতে হইবে। প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থার নামই দ্রব্য। অব্যক্ত প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। ব্যক্ত প্রকৃতি প্রকৃতিরই পরিণাম। ঐ পরিণাম আবার মহত্তত্ত্বাদি ভেদে বহু-বিধ। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সমষ্টির পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি। উহাদের ব্যষ্টির পরিণামের নাম অহঙ্কার। ঐ অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ। তামস বা ভূতাদি অহঙ্কার হইতে আকাশবীজ শব্দ, শব্দ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ুবীজ স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজের বীজ রূপ, রূপ হইতে তেজ, তেজ হইতে জলের বীজ রস, রস হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর বীজ গন্ধ, গন্ধ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। রাজস বা তৈজস অহঙ্কার হইতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্রমে উৎপন্ন হয়। মন ইন্দ্রিয় সকলের কেন্দ্রস্বরূপ। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের উপলব্ধি হয়, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে উক্তি, শিল্প, গতি ও বিসর্গ প্রভৃতি কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন হয়। সাত্ত্বিক বা বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দিক্, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বি, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উৎপত্তি হয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর সৃষ্টিবিষয়ে নিদ্রিত থাকেন; তাঁহার সেই অবস্থার নাম যোগনিদ্রা। পরে সৃষ্টিবিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা হইলে, সেই অবস্থাকে তাঁহার

জাগ্রদবস্থা বলে। ঈশ্বর "একাকী অবস্থান করিব" এইরূপ ইচ্ছা করিলে তাঁহার ইচ্ছা ও কার্য্য-কারণ-রূপিণী মায়াশক্তিরও লয় হইয়াছিল, সুতরাং প্রলয়কালে জীবগণের আত্মা ও তদধিপতি ঈশ্বর মিলিতভাবে একাকী ছিলেন। মায়া-শক্তি সে সময়ে সুপ্ত ছিল, ঈশ্বরেরও দর্শনেচ্ছা ছিল না, সুতরাং দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই ছিল না। পরে দর্শনেচ্ছা প্রকাশিত হইলে, দর্শন করিবেন এমত কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে ঈশ্বর তৎকালে আপনাকে অসৎ বলিয়া জ্ঞান করি-লেন। অসৎ জ্ঞান করিলেন বটে, কিন্তু অসৎ বলিয়া নিশ্চয় করেন নাই, কারণ মায়াশক্তি সুপ্ত থাকিলেও চিচ্ছক্তি জাগরিত ছিল। যে সকল জীব নিরন্তর সংসারতাপে তাপিত হইয়া প্রলয়ে বিশ্রান্তির জন্য ঈশ্বরে বিলীন ছিল, তাহা-দের পূর্ব্বসঞ্চিত বাসনা ছিল বলিয়া মুক্তি পায় নাই। পুনর্ব্বার সৃষ্টিতে তাহা-দিগকে মুক্তি প্রদান করিবার নিমিত্তই ঈশ্বরের ঐ সৃষ্টির ইচ্ছা; এবং তাঁহার ঐ সৃষ্টিবিষয়িণী বুদ্ধিই মহত্তত্ত্ব। তিনি যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া "সেই আমি বহু হইব" অর্থাৎ আমাতে বিলীন জীব সকলকে পুনঃপ্রকাশ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প অনুসারে সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে নিজ মায়াশক্তির প্রতি যে কটাক্ষ করেন, তাহাতেই সেই শক্তি হইতে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই প্রকারে সৃষ্টিবিষয়িণী বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইলে, ঈশ্বরে যে "আমিত্ব" বোধ হয়, তাহারই নাম অহঙ্কারতত্ত্ব। সৃষ্টিকালে ঈশ্বর যে আপনাকে তাদৃশ জ্ঞান কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ আপনাকে "অহং" এবং সৃষ্টিকে "ইদং" বোধ করিয়া-ছিলেন, সেই বোধই অহঙ্কার। ঐ বোধের পূর্ব্বেও যে তাঁহার অহংবুদ্ধি ছিল না, তাহা নহে; কারণ তাঁহার চিচ্ছক্তির অভাব কোন সময়েই হয় না। তবে তৎকালে সৃষ্টিবিষয়িণী অহংবুদ্ধি ছিল না এই মাত্র। বিশেষত, সৃষ্টির পূর্ব্বেও যদি তাঁহার অহংবুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছাই হইতে পারে না।

উক্ত অহঙ্কার হইতে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে স্থূল ভূত সকলের সৃষ্টি হইলে, ঈশ্বর স্বকীয় কালশক্তির সহিত চতুর্বিংশতি তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া ক্রিয়াশক্তি দ্বারা জীবগণের অদৃষ্টকে প্রতিবোধিত করণানন্তর তত্ত্ব সকলকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। দৈবশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সমন্বিত তত্ত্ব সকলের সমষ্টিই বিরাট্

পুরুষ। ঐ বিরাট্ পুরুষ আবার দৈবশক্তি বা জ্ঞানশক্তি সমন্বিত সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা স্বরূপ পরমাত্মার অংশভূত। বিরাট্ই আদি অবতার। যাবদীয় ভূতগণ ইহাঁতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, স্থূল আকাশের কিয়দংশ হইতে রাহু ও কেতু গ্রহের উৎপত্তি। আকাশের কিয়দংশ ও বায়ুর প্রকাশাংশ হইতে শনি ও বৃহস্পতি গ্রহের উৎপত্তি। আকাশ ও বায়ুর কিয়দংশ ও তেজের প্রকাশাংশ হইতে মঙ্গল ও রবি গ্রহের উৎপত্তি। আকাশ, বায়ু ও তেজের কিয়দংশ এবং জলের প্রকাশাংশ হইতে শুক্র, বুধ ও চন্দ্রের উৎপত্তি। অবশেষে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতির প্রকাশাংশ হইতে পর্ব্বতাদির সহিত পৃথিবীর উৎপত্তি। যাহাই হউক, বিরাট্ পুরুষ হইতেই যে সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি, তাহার সংশয় নাই।

এইরূপে বুদ্ধির ভেদ সবিস্তারে প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে মানসিক অবস্থা ও তাহার গতির বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

মনের দুইটি অবস্থা :—প্রকৃতি ও বিকৃতি। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের বা অন্তরঙ্গা বৃত্তির স্ফূর্ত্তির নামই প্রকৃতি এবং মিশ্রসত্ত্বগুণের (রজস্তমোমিশ্রিত সত্ত্বের) বা বহিরঙ্গা বৃত্তির স্ফূর্ত্তির নামই বিকৃতি। শুদ্ধসত্ত্বসন্নিকর্ষে শুদ্ধসত্ত্বের ও মিশ্রসত্ত্ব সন্নিকর্ষে মিশ্রসত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। বাহ্যবস্তুর বা জড়ের সন্নিকর্ষই মিশ্রসত্ত্বসন্নিকর্ষ এবং আত্মসন্নিকর্ষই শুদ্ধসত্ত্বসন্নিকর্ষ। পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত অবস্থা হইতে যে ইচ্ছাদি উদ্ভূত হয় তাহার নাম নিষ্কাম ইচ্ছা বা ধর্ম্মচেষ্টাদি এবং মনের বিকৃত অবস্থা হইতে যে ইচ্ছাদি উৎপন্ন হয় তাহার নাম সংসারবাসনাদি। নিষ্কাম ইচ্ছা শব্দে আপাতত বৈয়র্থ্য বা তাদৃশ ইচ্ছার অসম্ভাবনা অনুমিত হয় বটে, কিন্তু তাহা নহে। কারণ, যে ইচ্ছা কেবল আত্মার উদ্দেশেই স্ফুরিত হয়—যে ইচ্ছার সহিত প্রাকৃত সম্বন্ধ নাই, তাহাই নিষ্কাম ইচ্ছা। এই বিষয় তত্ত্ববিজ্ঞানভাগে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে। এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণার্থ মনোবিজ্ঞান ভাগের উপযোগী বিষয় অর্থাৎ মনের বিকৃত অবস্থা প্রদর্শনেরই প্রস্তাবনা হইতেছে।

মনের বিকৃত অবস্থা প্রাকৃত ইচ্ছা ও প্রাকৃত বিবেক ভেদে দ্বিবিধ।

ইচ্ছা ও বিবেক। ইচ্ছা যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। সুখ-জ্ঞান-সংশ্লিষ্ট ইচ্ছার নাম লিপ্সা বা

ইচ্ছা এবং দুঃখ-জ্ঞান-সংশ্লিষ্ট ইচ্ছার নাম জিহাসা বা দ্বেষ। শিরঃপীড়া দুঃখ-জ্ঞানসংশ্লিষ্ট, কিন্তু শিরঃপীড়াকে ইচ্ছা বলে না। শিরঃপীড়া-জনিত-দুঃখ-জ্ঞানের কারণ ইচ্ছা এবং বিবেক উহার 'ব্যাপার'। পীড়াদিজনিত সর্ব্ববিধ জ্ঞানেরই কারণ ইচ্ছা, এবং বিবেক ঐ ইচ্ছারই পরিণাম বিশেষ। পীড়াদিজন্য দুঃখ বা সুখ বিবেক দ্বারা নির্ণীত হইলে, তদ্বিষয়ে যে ত্যাগেচ্ছা বা লাভেচ্ছা সমুদ্বোধিত হয়, তাহারই নাম জিহাসা বা লিপ্সা।

লিপ্সার ফল প্রীতি, আসক্তি ও প্রবৃত্তি; এবং জিহাসার ফল অপ্রীতি, বিরক্তি ও নিবৃত্তি। ঐ লিপ্সা-জিহাসাত্মিকা ইচ্ছার দুইটি অবস্থা; একটি কর্ত্রধীনা অপরটি কর্ম্মাধীনা। কর্ত্রধীনা ইচ্ছার নাম কামনা এবং কর্ম্মাধীনা ইচ্ছার নাম বাসনা। কামনা ও বাসনা একান্ত ভিন্ন বস্তু নহে; কর্ত্তৃগতা কামনাই বিষয় বিশেষে আকৃষ্ট হইয়া বাসনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সিদ্ধির সম্ভাবিত স্থলে উক্ত কামনা বা বাসনা হইতে যে অবস্থা জন্মে তাহার নাম আশা এবং সিদ্ধির অসম্ভাবিত স্থলে উক্ত কামনা বা বাসনা হইতে যে অবস্থা বিশেষ উৎপন্ন হয় তাহার নাম নিরাশা। পূর্ব্বোক্ত অজন্যা বুদ্ধি এবং তাহার বৃত্তিভেদ সকল ঐ বাসনারই বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র এবং সম্পাদ্যা বুদ্ধি ও তাহার বৃত্তিভেদ সকল, কামনারই বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র।

প্রবৃত্তি, ক্রিয়া ও ফল। প্রমাতার ইচ্ছানুসারেই ইন্দ্রিয়শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। ঐ স্ফূর্ত্তি বা চেষ্টার নামই প্রবৃত্তি বা যত্ন। তদনন্তর ইন্দ্রিয়শক্তির ও বস্তুশক্তির সন্নিকর্ষে যে অবস্থান্তর হয় তাহাই ক্রিয়া এবং তাহার পরিণামই ফল। সত্য-স্বরূপ প্রমাতা হইতেই ঐ ইচ্ছাশক্তির আবির্ভাব। ফলত ইচ্ছারূপ কার্য্য হইতেই আমরা প্রমাতৃরূপ কারণের অস্তিত্ব অনুভব করি। যদিও আমরা সংস্কারবশত ও ক্রিয়ার সত্বরতাপ্রযুক্ত সকল ক্রিয়াতে—স্বাধীন ও পরাধীন উভয়বিধ ক্রিয়াতে বা সকল সময়ে ঐ ইচ্ছার ও তাহার জনকরূপ প্রমাতার পূর্ব্ববর্ত্তিতা লক্ষ্য করি না, তথাপি কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই অবগত হওয়া যায় যে, ইচ্ছাশক্তির অব্যভিচরিত পূর্ব্বভাব ভিন্ন ঐ সকল ক্রিয়ার উৎপত্তি হইত না। বস্তুত পরাধীন ক্রিয়া সকল যেরূপ কর্ত্রধীনা কামনা বা আত্মেচ্ছার অধীনে সম্পাদিত হইতেছে, তদ্রূপ স্বাধীন ক্রিয়া সকলও কর্ম্মাধীনা বাসনা

বা পরমাত্মেচ্ছার অধীনে সম্পাদিত হইতেছে। ঐ রূপে নিখিল ক্রিয়াই—জীবের নিখিল অবস্থাই প্রমাতার অস্তিত্ব ও ইচ্ছাজনকত্ব সপ্রমাণ করিতেছে।

জীবের সহজ অবস্থা তিনটি :—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। সংস্কারজ বা যোগজ অবস্থা কারণভেদে বহুতর। ইন্দ্রিয়গণ যখন কার্য্যরত থাকে, তখন জীবের জাগ্রৎ অবস্থা। ঐ জাগ্রৎ অবস্থা আবার তিন প্রকার ;—যে অবস্থায় সত্য জ্ঞান হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ-জাগ্রৎ ; যে অবস্থায় ভ্রম জ্ঞান হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ-স্বপ্ন। এবং যে অবস্থায় জ্ঞানের ক্ষণিক উপরতি হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ-সুষুপ্তি।

জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যস্থিত অবস্থার নাম স্বপ্ন। অর্থাৎ তত্ত্বে প্রতিফলিত বা তত্ত্বোৎপাদিত বস্তুর প্রতিকৃতি নিদ্রিতাবস্থায় গ্রহণেরই নামান্তর স্বপ্ন। তত্ত্বশব্দে এখানে আকাশতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, জলতত্ত্ব ও পৃথ্বীতত্ত্ব, এই পাঁচটি বুঝিতে হইবে।

শরীরের মধ্যে ছয়টি বৃহৎ চক্র এবং দুইটি ক্ষুদ্র চক্র আছে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ছয়টি বৃহৎ চক্র এবং মনশ্চক্র ও গুরুচক্র এই দুইটি ক্ষুদ্র চক্র। গুহ্যস্থিত মূলাধারে পৃথ্বীতত্ত্ব, লিঙ্গমূলস্থ স্বাধিষ্ঠানে জলতত্ত্ব, নাভিস্থ মণিপুরে অগ্নিতত্ত্ব, হৃদয়স্থ অনাহত চক্রে বায়ুতত্ত্ব ও জীবাত্মা, কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধ চক্রে আকাশতত্ত্ব, এবং মস্তকস্থ পরব্যোমে আজ্ঞা চক্রে পরমাত্মতত্ত্ব অবস্থিত। ভ্রূদ্বয়মধ্যবর্ত্তী একটি গুপ্ত চক্রে মনস্তত্ত্ব এবং পরব্যোমস্থ অপর চক্রে গুরুতত্ত্ব অবস্থিত। চক্র সকল শরীরসংস্থানের কেন্দ্রস্বরূপ। তত্ত্ব সকল শক্তিপ্রকাশ বিশেষ। দর্পণ ক্ষুদ্র হইয়াও যেরূপ বৃহৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে পারে, তদ্রূপ তত্ত্ব সকলও স্বোৎপাদিত বস্তুর প্রতিকৃতি গ্রহণে সমর্থ। পৃথ্বীতত্ত্বে পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল কালের বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। জলতত্ত্বে জলীয় বস্তু, অগ্নিতত্ত্বে তৈজস বস্তু, বায়ুতত্ত্বে বায়বীয় বস্তু এবং আকাশতত্ত্বে আকাশীয় বস্তুর, এইরূপে সকল তত্ত্বেই সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এক তত্ত্বের বস্তুর প্রতিবিম্ব অপর তত্ত্ব গ্রহণ করে না। যোগিগণ তত্ত্বের পরিচালন অবগত হয়েন, সুতরাং তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী।

বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবল থাকিলে অন্তরিন্দ্রিয়ের তত্ত্বানুভবসামর্থ্য জন্মে না, এই কারণে তত্ত্বজ্ঞানিগণ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে সমাধিস্থ হয়েন, অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া স্থির অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঈপ্সিত বিষয় তত্ত্বযোগে অবগত হয়েন। সমাধির অবস্থায় গুণত্রয়ের সাম্য ও সত্ত্বের উদ্রেক হয়। নিদ্রিতাবস্থায় সমাধির অবস্থার সমান না হউক, মন কথঞ্চিৎ স্থির হওয়াতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কার্য্য স্থগিত থাকে, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য বন্ধ হয় না, উহারা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তৎকালে দৈবযোগে সত্ত্বের স্ফুরণে তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় মনের দোষবশত অধিকাংশস্থলে মিথ্যা জ্ঞানেরই উদয় হইয়া থাকে।

যাহা হউক, যতদিন না মন স্থির হয় এবং বাহ্যেন্দ্রিয় শান্তভাব অবলম্বন করে, ততদিন স্বপ্নের সত্যত্ব অনুভবের সামর্থ্য জন্মিতে পারে না। যোগিগণ নিদ্রিতাবস্থার ন্যায় জাগ্রদবস্থাতেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। উহা শিক্ষা ও অভ্যাস সাপেক্ষ। শিক্ষা ও অভ্যাসগুণে মনের স্থৈর্য্য হইলে বহিরেন্দ্রিয় সকল আপনা হইতেই নিরুদ্ধ হয়। বাহ্যেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইলে তত্ত্বসংযোগে তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। এইরূপে বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ অবগত হইলে, ক্রমে পরমাত্মার দর্শন হইয়া থাকে।

স্বপ্নের অবস্থাও তিন প্রকার।—যে অবস্থায় স্বপ্নে সত্যজ্ঞান হয়, তাহার নাম স্বাপ্ন-জাগ্রৎ। যদিও স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই মিথ্যাজ্ঞান হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অনেক সময়ে সত্যজ্ঞানও উদিত হইতে দেখা গিয়াছে। অনেকে অনেক সময়ে স্বপ্নে মন্ত্র ও ঔষধ লাভ করিয়াছেন এবং অনেকে অনেক প্রকার যথার্থজ্ঞানও লাভ করিয়াছেন। সুতরাং স্বপ্নান্তঃপাতী তাদৃশ সত্যজ্ঞানের অবস্থা অস্বীকার্য্য নহে। যে অবস্থায় স্বপ্নে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার নাম স্বাপ্ন-স্বপ্ন। যে অবস্থায় প্রকৃত সুষুপ্তি হয় নাই, অথচ স্বপ্নদর্শনও উপরত হইয়াছে, এরূপ দুর্লক্ষ্য অবস্থাবিশেষের নাম স্বাপ্ন-সুষুপ্তি।

যে অবস্থায় সমস্ত বিভিন্ন জ্ঞান বিষয়চ্যুত হইয়া আত্মাভিমুখে এক অখণ্ড আকার ধারণ করে, তাহার নাম সুষুপ্তি। সুষুপ্তিও পূর্ব্ববৎ ত্রিবিধ:—যে অবস্থায় বৃত্তি সুখাকার হওয়াতে অস্পষ্ট ঘন সুখজ্ঞান হইতে থাকে,

সেই অবস্থার নাম সুষুপ্তি-জাগ্রৎ। যে অবস্থায় রজোবৃত্তি অর্থাৎ দুঃখভাব লুকায়িত—আবদ্ধ থাকে, সেই অবস্থার নাম সুষুপ্তি-স্বপ্ন। যে অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান তিরোহিত হয় অর্থাৎ যে অবস্থায় চিত্ত তম অর্থাৎ অজ্ঞানমাত্র অবলম্বন করিয়া নির্ব্যাপার হয়, তাহার নাম সুষুপ্তি-সুষুপ্তি।

উল্লিখিত অবস্থা সমূহের মধ্যে স্বাপ্ন-জাগ্রদভিধেয় অবস্থাটি বিশেষ অদ্ভুত ও অনুসন্ধান-যোগ্য। কি প্রকারে উক্ত প্রকার সত্যপ্রজ্ঞা উদিত হয়, তাহা জানিতে পারিলে অবশ্যই তদ্দ্বারা তদ্রূপ জ্ঞানলাভে কোন না কোন কৃত্রিম উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। পূর্ব্বকালের ঋষিগণ বোধ হয়, উক্ত অবস্থার তাৎপর্য্য বিশেষরূপ অবগত হইয়াই যোগজ বলের—বিভূতি লাভের—উপায় আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এখন অনেকেই তাহাতে বিশ্বাস করেন না; কিন্তু উহার বিশ্বাস্যতার বিষয় আমরা প্রস্তাবান্তরে আলোচনা করিব। তৎসম্বন্ধে আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ফ্রান্সদেশের ক্লেয়ার ভয়ান্স, জর্ম্মণির হেল্‌সেম্ ও সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণদেশীয় রসায়নশাস্ত্রবেত্তা এম্ রিসেন্‌ব্যাস্ সাহেবের অড্‌ফোর্স বা ওডিল্ ফোর্সের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবার যদি কোন ভিত্তি থাকে, তবে অস্মদ্দেশীয় যোগজ বলের অমূলকতাও অসম্ভব।

যে সকল অবস্থা জীব প্রতিনিয়তই অনুভব করিতেছেন, তাহাদের নাম সহজ অবস্থা, আর যে সকল অবস্থা আত্মার সহিত প্রকৃতির বা পরমাত্মার সংযোগবশত উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নাম যোগজ অবস্থা। যোগজ অবস্থা কারণভেদে দ্বিবিধ;—জড়শক্তির সহিত সংযোগে যে অবস্থা প্রকাশ পায় তাহার নাম কর্ম্মযোগ; এবং পরমাত্মার সহিত সংযোগে যে অবস্থা প্রকাশ পায় তাহার নাম অধ্যাত্মযোগ। অধ্যাত্মযোগ আবার জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ভেদে দ্বিবিধ। এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

জীবাত্মা, পরমাত্মা ও মন। পূর্ব্বোক্ত অবস্থা সকল হইতেই জীবাত্মা, পরমাত্মা ও মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। আত্মা পুরুষ ও মন প্রকৃতি; উভয়ের সংযোগেই সমস্ত জ্ঞানকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতিভার মধ্যে যেরূপ সূক্ষ্ম তেজের ও রসের বীজ নিহিত থাকে এবং

কোন কারণবশত উহা প্রকাশিত হইলেই অগ্নি ও জল উৎপাদন করে, তদ্রূপ পরমাত্মাতে নিহিত চিৎ বীজ প্রকৃতির সহিত সংযোগে জীবাত্মার উৎপাদন করে এবং উক্ত কারণের শক্তি অনুসারে জীবাত্মারও শক্তির অল্পতা বা আধিক্য হইয়া থাকে। প্রকৃতি বিষমা; তদংশভূত মনও বিষম; সুতরাং মনের বৈষম্যপ্রযুক্ত বায়ুরাশিসংযুক্ত এবং মণিসংযুক্ত চন্দ্র এবং সূর্য্য কিরণের ন্যায় তৎসংযুক্ত আত্মারও বৈষম্য হয়। এই কারণেই জীবমধ্যে উচ্চ নীচ ভেদ—এই নিমিত্তই জীবগণমধ্যে গুণ ও অবস্থার তারতম্য অনুসারে বর্ণাশ্রম-ভেদ হইয়া থাকে। স্বকীয় প্রকৃতির গুণে যে আত্মাতে যে পরিমাণে পরমাত্মার শক্তি আকৃষ্ট হয়, সেই আত্মা সেই পরিমাণে উজ্জ্বলতা বা অনুজ্জ্বলতা, চিত্ত্ব বা জড়ত্ব, জ্ঞান বা অজ্ঞান এবং সুখ বা দুঃখ লাভ করে। যে আত্মা যে পরিমাণে ঐশ্বরিক তেজ ধারণ করে, সেই আত্মা সেই পরিমাণে সূক্ষ্মতা লাভ করিয়া ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য উন্নত হইতে থাকে; এবং যে আত্মা যে পরি-মাণে প্রাকৃতিক মোহ ধারণ করে, সেই আত্মা সেই পরিমাণে স্থূলতা লাভ করিয়া প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য অবনত হইতে থাকে। উন্নতির সোপান সকলই স্বর্গ এবং অবনতির সোপান সকলই নরক। আত্মশক্তি ঊর্দ্ধস্রোতস্বতী এবং জড়শক্তি অধঃস্রোতস্বতী। আত্মশক্তি হইতেই নিরোধ সঞ্জাত হইয়া বিবেক উদ্ভাবিত করে, এবং জড়শক্তি হইতেই ব্যুত্থান সঞ্জাত হইয়া মূঢ়তা উদ্ভাবিত করে। সত্ত্বগুণোৎপাদক ক্রিয়া দ্বারা যে শক্তির প্রকাশ হয়, তাহার নাম নিরোধশক্তি এবং রজ ও তমোগুণোৎপাদক ক্রিয়া দ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ব্যুত্থানশক্তি। নিরোধশক্তির অভ্যুদয়ে আত্মার চিৎশক্তি সংযুক্ত হইলে উহা তেজস্বী জ্যোতির্ম্ময় ও ঊর্দ্ধগামী হয়, এবং ব্যুত্থানশক্তির উদয়ে আত্মা তেজ ও জ্যোতি বিরহিত এবং অধোগামী হয়। জীবাত্মা ও দেহ সকল গোলক স্বরূপ এবং পরমাত্মা ও মন যথাক্রমে উহাদের কেন্দ্র। জীবাত্মা ও শরীর সৌরজগৎ স্বরূপ এবং পরমাত্মা ও মন যথাক্রমে তাহাদের সূর্য্য। যেমন আধ্যাত্মিক জগতে গুণতারতম্যে তেজেরও তারতম্য হয়, জড়জগতেও তদ্রূপ গুণ-তারতম্যে তেজের তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং যেরূপ প্রকৃতির সহিত শরীরের সম্বন্ধ হইবে, শরীর সেইরূপ তেজ মনে প্রেরণ করিবে এবং মনও সেইরূপ তেজ

আত্মাতে এবং আত্মা সেইরূপ তেজ পরমাত্মাতে প্রেরণ করিবে। মন আত্মা ও শরীরের মধ্যবর্ত্তী। শরীর আহার-বিহারাদি দ্বারা প্রকৃতি হইতে যে তেজ সংগ্রহ করে, তাহা মনেই সঞ্চিত করে। মন ঐ সঞ্চিত তেজের বলে আত্মার সহিত সংযুক্ত বা তাহা হইতে বিযুক্ত হয় অর্থাৎ যদি মনের জড়ীয় তেজ অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, তবে মন আত্মার বশ্যতা পরিত্যাগ করে এবং যদি উহার জড়ীয় তেজ সমতা বা অল্পতা প্রাপ্ত হয়, তবে মন আত্মার অধীনস্থ হইয়া আত্মশক্তির পরিবর্দ্ধন করে। অতএব আত্মশক্তির পরিবর্দ্ধনের উপায় দুইটি :—প্রথম, প্রকৃতির সত্ত্ব রজ ও তম, এই গুণত্রয়কে সাম্যাবস্থায় আনয়ন করিয়া মনকে আত্মার অধীন করা ; দ্বিতীয়, সত্ত্বগুণের আধিক্য দ্বারা রজ ও তম, এই দুইটি গুণকে অভিভূত করিয়া আত্মার তেজ বর্দ্ধন পূর্ব্বক মনকে তাহার আয়ত্ত করা। প্রথমোক্ত উপায় কর্ম্মযোগ-সাধ্য এবং দ্বিতীয় উপায় জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সাধ্য।

মন প্রাকৃতিক শক্তিবিশেষ। জল, লবণ, তাম্র ও দস্তা প্রভৃতির সহযোগে উৎপন্ন শক্তিবিশেষ যেরূপ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত তাড়িতকে আকর্ষণ করিয়া স্বসংস্থিত করে ; কিন্তু তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কেবল তাহার কার্য্য দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয় ; তদ্রূপ প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়ের সহযোগে উৎপন্ন মনরূপ শক্তি দেহাদি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত প্রকৃতির শক্তিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বসংস্থিত করে, কিন্তু মনকে কেহ দেখিতে পান না ; কেবল মানসিক কার্য্য দ্বারাই মনের অনুমান হয়। মন আত্মশক্তির সাহায্যে ইন্দ্রিয়সমূহকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া তদ্দ্বারা নিজের প্রয়োজনীয় শক্তির সঞ্চয় করে এবং ঐ শক্তি আবার আত্মার উন্নতি-সাধনার্থ তাঁহাকেই সমর্পণ করে। মনের সহিত আত্মার ও বাহ্য জগতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কোন কারণ বশত কোন একটি শরীরে জীবনীশক্তির উদ্বোধন হইলে, সেই শরীরের সহিত আত্মা ও মনের যে সম্বন্ধ বিশেষ উপস্থিত হয়, সেই সম্বন্ধের ঘটক অবস্থার নামই জন্ম এবং কোন কারণ বশত কোন একটি শরীরের জীবনীশক্তির অপগম হইলে, সেই শরীরের সহিত আত্মার ও মনের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহার নাশক অবস্থার নামই মৃত্যু। এই জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই আত্মার উন্নতির জন্য। আত্মাতে জ্ঞানোৎপাদনের জন্যই শরীর। ঐ শরীর যখন

জ্ঞানোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তখন আত্মার জ্ঞানোদ্বোধনার্থ নূতন শরীর হইয়া থাকে। ইহাই জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য।

আত্মা পূর্ব্বোক্ত জাগ্রদাদি অবস্থা ও এই শেষোক্ত জন্মাদি অবস্থার সাক্ষি-স্বরূপ। ফলত এই সকল অবস্থাই আত্মার প্রমাপক। জীব তমোগুণাদি জন্য মূঢ়তাবশত আত্মবিস্মৃত হয়েন; কিন্তু এই সকল অবস্থাই আবার তাঁহার সম্বন্ধে আত্মস্মৃতি আনয়ন করে। আমরা কথাপ্রসঙ্গে প্রস্তাবিত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুদূর আসিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে তাহারই আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হইব।

এস্থলে এই মাত্র বক্তব্য, আমরা পূর্ব্বে যে ইচ্ছা ও বিবেকের বিষয় বলিয়াছি, তন্মধ্যে বিভাবনাশক্তির প্রকাশই ইচ্ছা এবং উদ্ভাবনাশক্তির প্রকাশই বিবেক। ইচ্ছাশক্তির প্রকৃত অবস্থায় অবস্থান কালে অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি দূষিত না হইলে, উহার সহিত বিবেকের কিছুমাত্র বিরোধ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু তদ্বৈপরীত্যেই বিরোধ ঘটে। ইচ্ছার অনিয়মিত প্রাবল্য হইলে বিবেকের খর্ব্বতা হওয়াতে ইচ্ছা বিবেককে বশীভূত করিয়া তদুপরি আপনার আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু ইচ্ছার ঐ স্থানচ্যুতি না হইলে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয় না। তখন উভয়ে পরস্পরের অবিরোধি-ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। বিভাবনাশক্তি আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াও আত্মা হইতে পুনরুৎপন্ন উদ্ভাবনাশক্তির জননী। যেমন দর্শন-ক্রিয়া কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইলেও চক্ষুর দোষে দর্শনের দোষ সম্ভব হয়, তদ্রূপ বিভাবনার দোষে উদ্ভাবনারও দোষ ঘটিয়া থাকে। উদ্ভাবনার প্রকাশ বিবেক, আত্মারই কার্য্য হইয়াও মনোদোষে এবং বিভাবনার প্রকাশ ইচ্ছার দোষে দূষিত হইয়া পড়ে। আত্মাতে বিচারশালিনী নৈতিকী বৃত্তির প্রকাশই বিবেক। এবং সত্বকর্ত্তব্যতাত্মিকা বুদ্ধির নামই নীতি। প্রমাতার কামনারূপা ইচ্ছা বিবেকশালিনী হইয়া যে প্রবৃত্তি উৎপাদন করে, তাহাই নৈতিকী প্রবৃত্তি। কিন্তু বিবেকাবস্থার স্ফূর্ত্তি না হইতেই ঐ ইচ্ছা যদি বাসনারূপে পরিণতা হয়, তাহা হইলেই মানবের আচার নীতিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ফলত প্রবৃত্তির ফল সুখই হউক আর দুঃখই হউক, কর্ত্রধীনা ইচ্ছা সকল সময়েই তাহার অধীনতা

পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্যের বশবর্ত্তিনী হয় না। অনেক সময়ে বিবেক যাহা বলিয়া দিবে, প্রবৃত্তি সেই দিকেই ধাবিত হইবে। বিবেক যাহা অকর্ত্তব্য বলিবে, মন তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে। অতএব বিবেককেই নীতির জনক বলিতে হইবে। ভূয়োদর্শন বা শিক্ষাই বিবেকের উদ্বোধক। বিবেকের দুইটি উপাদান;—একটি স্বত্ব বা স্বসম্বন্ধিত্ব জ্ঞান, এবং অপরটি স্বসম্বন্ধীয়ের প্রতি আচরণীয় মূলক কর্ত্তব্য জ্ঞান। শেষোক্তটিকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—জীবের বা স্বসমধর্ম্মীর প্রতি ও ঈশ্বরের বা প্রধানের প্রতি আচরণ মূলক কর্ত্তব্য জ্ঞান। এই শেষ জ্ঞানটি বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিচার্য্য নহে। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত স্বত্ব-কর্ত্তব্যতাত্মক জ্ঞান মানবমাত্রেরই হৃদয়ে সমভাবে বিরাজমান। তবে শিক্ষা অনুসারে ঐ বিবেকের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। কোন রূপে বিবেক দূষিত হইলেই সৎপ্রবৃত্তির অন্তর্ধানে অসৎপ্রবৃত্তি সকলের মনে উদয় হইতে থাকে। দূষিত বিবেক হইতেই পরবর্ত্তী ইচ্ছারও বিকার উপস্থিত হয়। এইরূপে ইচ্ছাশক্তি বিকৃতা হইলেই মানব স্বত্ব ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়েন, এবং ক্রমে বিনয়ের অপগমে অহঙ্কৃত ও অধার্ম্মিক হইয়া পড়েন। যত দিন গুণের সামঞ্জস্য থাকে, অর্থাৎ সুখস্বরূপ, লঘু ও প্রকাশ-স্বভাব সত্ত্বগুণ স্বকীয়া শান্তা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিষয়ের প্রকাশরূপ স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকে, এবং দুঃখরূপ, ঘোরবৃত্তি, উপষ্টম্ভক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক, চঞ্চলস্বভাব রজোগুণ ও মোহস্বরূপ, গুরু, আবরক ও মূঢ়স্বভাব তমোগুণ তাহাকে নিয়ন্ত্রিত বা আবরণ না করে, ততদিন বিবেকও বিকৃত হয় না। সুতরাং মানবের পতনের সম্ভাবনাও ঘটে না। কিন্তু অসৎসঙ্গাদি দ্বারা গুণের অসামঞ্জস্য ঘটিলেই পরিণামী, চঞ্চল রজোগুণ এবং বিকারী, মূঢ় তমোগুণের প্রাবল্য-প্রযুক্ত শুদ্ধ সত্ত্বের সম্যক্ স্ফুরণের অভাব হইয়া পড়ে। পরিশেষে অধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাবল্য বশতঃ দেবতুল্য মানব মোহগর্ত্তে নিপতিত ও পশুতুল্য হইয়া উঠেন। তখন তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনাও সুদূরপরাহতা হয়।

পূর্ব্বোক্ত মতে আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, যখন অপরাপর বস্তুর ন্যায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রমাতার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন তাহার স্বীকারেরও প্রয়োজন নাই। এইরূপ পূর্ব্ব-

পক্ষ নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, আমরা যখন প্রত্যেক কার্য্যেরই উৎপত্তিসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের অগোচর শক্তি স্বীকার করিতেছি,—যে সকল শক্তি স্বীকার করিতেছি, তাহাদের মধ্যে কোন কোন শক্তি আমাদিগের বেদ্য না হইলেও তাহাদিগের অস্তিত্ব অপ্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারিতেছি না,— বিশেষত সমস্ত কার্য্যজনিকা শক্তির অস্তিত্বের স্থির সিদ্ধান্ত করিতেছি;—অগ্নি দাহ করিতেছে বলিয়া তাহার দাহিকা শক্তি স্বীকার করিতেছি, এইরূপ মহাকর্ষণ, তাড়িত, জীবনী ও কৈশিকাদি নানা শক্তি স্বীকার করিতেছি;— যদি ঐ সকল শক্তি অবনত শীর্ষে স্বীকার করিতে পারিলাম, একমাত্র আত্মশক্তির—যাবদীয় কার্য্যের সাক্ষিস্বরূপিণী যাবদীয় শক্তির আকরস্বরূপা আত্মশক্তির—অস্বীকার করি কেন? যদি সকলই স্বীকার করিলাম, তবে যে শক্তি ভিন্ন কোন কার্য্য হয় না, সেই নিখিল-কার্য্যকারিণী ইচ্ছাশক্তির ও সর্ব্বাকরস্বরূপিণী আত্মশক্তির এবং বিচিত্ররচন বিশ্বের একমাত্র কারণস্বরূপ, নিখিলশক্তির আশ্রয়ভূত, শক্তিসমূহের আভিমুখ্যসম্পাদক পরমাত্মারই অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কারণ কি? সুতরাং ঐ অস্বীকার সম্পূর্ণ অহেতুক ও সর্ব্বতোভাবে অপ্রমাণ !!!

এই পর্য্যন্তই আমাদিগের বিভাবনাশক্তির আলোচনার শেষ। অতঃপর উদ্ভাবনাশক্তি সমালোচিত হইতেছে।

অনুলব্ধি। উপলব্ধির ন্যায় কেবল অনুলব্ধি দ্বারাও জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সিদ্ধি হয় না। বিভাবনাশক্তি দ্বারা যাহা কিছু উপলব্ধ হয়, প্রমাতা তাহার চিন্তা দ্বারা যেরূপে বস্তু অনুভব করেন, তাহারই নাম অনুলব্ধি। যে সকল নিয়মে উক্ত ব্যাপার সম্পাদিত হয়, তাহাদিগকেই ভাবনার নিয়ম কহে। এবং ঐ নিয়ম সকল যেরূপে পরিচালিত হয়, তাহাকে ভাবনার আকার কহে। নিয়ম বা রীতি ভাবনার কার্য্য এবং আকার বা সংস্থান উহার ফলস্বরূপ।

সামান্যাবধারণ, বিমর্শন ও পরামর্শন, ইহারাই ভাবনার নিয়ম বা কার্য্য। এবং সামান্যজ্ঞান, বিমর্শ ও পরামর্শ, ইহারা ঐ কার্য্যের আকার বা ফলস্বরূপ।

চিন্তাই বিভাবনা-শক্তি-সমুত্থ অপরিস্ফুট জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে এবং উহাকে জ্ঞানান্তর হইতে পৃথক্ করিয়া পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ করে। এই

ব্যাপারদ্বয়ের সাধনই অন্বয় ও ব্যতিরেক। উহাদের মধ্যে প্রথমটি ভিন্ন জ্ঞানের এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমাই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যদ্দ্বারা বস্তুজ্ঞান নিষ্পন্ন হইতে পারে। এবং দ্বিতীয়টি ভিন্ন সবিকল্পক জ্ঞানের অনুৎপত্তিতে বস্তুর সামান্যজ্ঞান বা বিশেষজ্ঞানও জন্মে না; কিন্তু তাহার অপরিস্ফুট বা অসম্পূর্ণ ভাবের বোধ অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান মাত্র হইয়া থাকে।

মেলক সম্বন্ধের নাম অন্বয় সম্বন্ধ এবং ভেদক সম্বন্ধের নাম ব্যতিরেক সম্বন্ধ। এই দুইটির মধ্যে কোনটির অভাবেই বস্তুজ্ঞান হইতে পারে না। একটি বৃক্ষকে আম্রবৃক্ষ বা অপর কোন বিশেষ বৃক্ষ বলিয়া জানিতে হইলে, ঐ বৃক্ষের কতকগুলি বিশেষ গুণ বা ধর্ম্মের জ্ঞান হওয়ার প্রয়োজন। এবং ঐ গুণ বা ধর্ম্ম অনুভব করিতে হইলেই চতুঃপার্শ্বস্থ অপরাপর বস্তুর গুণ বা ধর্ম্ম হইতে উহার গুণ বা ধর্ম্ম গুলিকে পৃথক্ বোধ করিতে হইবে।

ক ক-ই এবং ক ক-ভিন্ন নহে; অর্থাৎ কাদি বস্তুমাত্রই নিজ বিশেষ গুণ বা বিশেষ ধর্ম্ম বিশিষ্ট এবং ঐ ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থটি তদন্যধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনেকেই বলেন, এই বিশেষজ্ঞান ও সামান্যজ্ঞানে একটি অতিরিক্ত তৃতীয় সম্বন্ধের প্রয়োজন। বস্তু—যাহাকে পৃথক্ করিতেছি, অন্য বস্তু—যাহা হইতে পৃথক্ করিতেছি, এবং তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানগোচর যাবদীয় পদার্থ, এই তিনটির মধ্যে শেষটির বোধ, উক্ত তৃতীয় সম্বন্ধ দ্বারাই হইয়া থাকে। কারণ, ঐ ভেদ, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী পদার্থদ্বয়ের পরস্পর ভেদ নহে; উহা যে দুইটি বিষয়ের চিন্তা করা যাইতেছে তাহাদের ও তদতিরিক্ত যাবদীয় সম্ভবপর জ্ঞানগম্য পদার্থমাত্রেরও ভেদ। ক-ভিন্ন বলিতে ক-ব্যতিরিক্ত চিন্তনীয় সমস্ত বিশ্ব। প্রত্যেক সম্ভবপর বস্তুই হয় ক, না হয় ক-ভিন্ন। অতএব তাঁহারা ক-ভিন্ন বুঝিতে অন্বয়-ব্যতিরেক রূপ উভয়-সম্মিলিত অতিরিক্ত একটি তৃতীয় সম্বন্ধ স্বীকার করেন। বস্তুত ঐ সম্বন্ধটি একটি অতিরিক্ত সম্বন্ধ নহে; উহা উক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেক নামক সম্বন্ধদ্বয়ের সম্মিলন মাত্র, সুতরাং অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকারের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।

উক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেক নামক সম্বন্ধদ্বয়ই চিন্তার মূল ও ন্যায়শাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। জ্ঞানমাত্রই পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধদ্বয়ের সহায়তায় নির্ব্বিকল্পক ও

সবিকল্পকের সহযোগে সমুৎপন্ন। জ্ঞানের বিভাবনাশক্তিসমুত্থ, নির্ব্বিকল্পকরূপ, অস্ফুট উপাদান উদ্ভাবনাশক্তির পরিচালনে পূর্ব্বোক্ত নিয়মদ্বয়ের অধীনে পরবর্ত্তী নিয়মে সবিকল্পক আকারে পরিণত হইয়া উহার সম্পূর্ণতা বিধান করে। যথা, একটি বস্তু, অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন ও অবশিষ্ট বস্তুর সহিত সম্মিলিত হইয়া সবিকল্পক বস্তুজ্ঞানের উৎপাদন পূর্ব্বক জ্ঞানগোচর বিশ্বের সম্পূর্ণতা সাধন করে।

সামান্যজ্ঞান, বিমর্শ ও পরামর্শ নামক উদ্ভাবনাশক্তির অবস্থাত্রয় ভাবনার শক্তিভেদ নহে; কিন্তু ফলভেদ বা অবস্থাভেদ মাত্র। ঐ ভেদ ন্যায়শাস্ত্রের অনুগত—সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। প্রকৃত পক্ষে ঐ তিনের বৃত্তি বা স্বভাব একই। কেবল সূক্ষ্ম বিচারের নিমিত্ত কল্পিত সংজ্ঞা বা অবস্থার ভেদ মাত্র। ফলত, কল্পিত হইলেও অসঙ্গত বলা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারগণ—কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, কি জ্যোতির্ব্বিদ্‌, কি কবি, সকলেই নিজ নিজ শাস্ত্রে স্ব স্ব অভিপ্রায় সাধনার্থ ঐ রূপ ভেদ ও পরিভাষা কল্পনা করিয়া থাকেন। ফলত এক শাস্ত্রের কল্পনা অপর শাস্ত্রানুসারে অসঙ্গত বোধ হইলেও তত্তৎ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত সঙ্গত বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য।

সামান্যজ্ঞান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানের বিষয় কাল ও আধারের অধিকারী। কোন একটি বিষয়কে বা কার্য্যকে আমরা অপর বিষয় বা কার্য্য হইতে পৃথক্ বোধ করিতে পারি। কাল ও আধারই উক্ত ভেদজ্ঞানের সহায়। বিভাবনাশক্তি দ্বারা আমরা প্রকৃত ভেদ স্থির করিতে পারি না; উদ্ভাবনাশক্তির সাহায্যেই ঐ ভেদ নির্ণীত হয়। বিভাবনাশক্তি দ্বারা আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা কেবল কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম; ঐ সকল ধর্ম্ম হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান মাত্র; অসাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ বস্তুর বিশেষ-জ্ঞান ও সামান্যজ্ঞান হয় না। ঐ জ্ঞান উদ্ভাবনাশক্তির অপেক্ষা করে। সামান্যজ্ঞান সামান্যলক্ষণা-নামক অলৌকিকসন্নিকর্ষের ফল।

বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত চিন্তা দ্বারা বিশেষ গুণের সমবায় অবধারণ করিয়া ঐ সমবেত গুণ বা ধর্ম্ম বিশিষ্ট একটি বিষয়ের বা তৎশ্রেণীর বিষয়মাত্রের উপর যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই ব্যক্তিজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান। ধর্ম্ম

আধারে নিরবচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ অনন্বিতভাবে অবস্থান করে না। সুতরাং এক্ষণে এই একটি গুরুতর প্রশ্ন হইতে পারে যে, এক মাত্র আধারে নিরবচ্ছেদস্থায়ী গুণ সকল কি প্রকারেই বা অনন্বিত ভাবে গৃহীত হয় ও তদ্দ্বারা পৃথক্ ভাবে বস্তুজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়? ঐরূপ অনুভবের সাধনে প্রতিকৃতির প্রয়োজন। আধার যেরূপ লৌকিক সন্নিকর্ষের কারণ, উক্ত প্রতিকৃতিও তদ্রূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষের কারণ। এইরূপে দেখা যায়, ঐ প্রতিকৃতিই ব্যক্তিজ্ঞান ও জাতিজ্ঞানের সাধন; অর্থাৎ কতকগুলি গুণের অন্বয়-ব্যতিরেকেই ব্যক্তিজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়।

সামান্যজ্ঞান দ্বিবিধ:—বাস্তবিক ও প্রাতিকৃতিক। নিশ্চিত বস্তুগত সামান্যজ্ঞানই বাস্তবিক সামান্যজ্ঞান এবং সম্ভবপর বস্তুগত সামান্যজ্ঞানই প্রাতিকৃতিক সামান্যজ্ঞান। কতকগুলি গুণের অন্বয়-ব্যতিরেকে যে বস্তুজ্ঞান হয়, তাহারই নাম বাস্তবিক সামান্যজ্ঞান বা ব্যক্তিজ্ঞান এবং উক্ত ব্যক্তির ধর্ম্ম-সাদৃশ্যে যে নিখিল তদ্বস্তুনিষ্ঠ জাতিজ্ঞান হয়, তাহাকেই প্রাতিকৃতিক সামান্যজ্ঞান বলে। ব্যক্তিজ্ঞান বা বিশেষজ্ঞান প্রাতিকৃতিক সামান্য জ্ঞানের পরবর্ত্তী। উক্ত ব্যক্তিজ্ঞান নিম্নলিখিত অবস্থা চতুষ্টয় হইতে উৎপন্ন হয়। প্রথমত, সামান্যভাবে বস্তুর উপলব্ধি অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান, তদনন্তর পূর্ব্বোপলব্ধ বস্তুর স্মরণ, পরে তদ্বস্তু ও তদ্বস্তু-ভিন্ন এতদুভয়ের পরস্পর সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য চিন্তন, অবশেষে বস্তুর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর সবিকল্পক জ্ঞান। ক-এর জ্ঞানে সামান্যত ক-এর উপলব্ধি, তদনন্তর ক-এর উপলব্ধ আকার স্মরণ, পরে ক ও ক-ভিন্নের পরস্পর সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য চিন্তন, অবশেষে কত্ববিশিষ্ট ক-এর জ্ঞান হইয়া থাকে।

উল্লিখিত অবস্থা-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত সমস্ত কার্য্যই অন্বয়-ব্যতিরেক নিয়ম দ্বারা নিষ্পাদিত হইল। ক-এর উপলব্ধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ, ক-এর স্মরণ অর্থাৎ মনঃসন্নিকর্ষ, ক ও ক-ভিন্নের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বা উপমিতি ও কত্ব-বিশিষ্ট ক-এর জ্ঞান, সকলই অন্বয়-ব্যতিরেকের ফল। ক ক-ই, এইটি অন্বয়স্থল অর্থাৎ ক-এর কত্ববিশিষ্টত্বের কোন দেশে বা কোন কালেই ব্যভিচার নাই। ক ক-ভিন্ন নহে, এইটি ব্যতিরেক স্থল অর্থাৎ ক-ভিন্ন হইতে ক-এর ভেদ সর্ব্ব-

দেশে বা সর্ব্বকালেই বিদ্যমান। বস্তুমাত্রই হয় ক, না হয় ক নহে, এইটি অন্বয়-ব্যতিরেক স্থল অর্থাৎ যে কোন বস্তু ক বা ক-ভিন্ন হইবে।

বিমর্শ-জ্ঞান। দুইটি সামান্য জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয়ার্থ উপমিতিজনিত জ্ঞানই বিমর্শ-জ্ঞান। সীমানির্ণয় দ্বারা একটি সামান্য জ্ঞানকে অপর সামান্য জ্ঞান হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে। কিন্তু উপমিতি ব্যতিরেকে উভয়ের সম্বন্ধ বা ঐ সীমা নির্ণীত হয় না। দুইটি সরলরেখা একটি স্থানকে পরিবেষ্টন করিতে পারে না; এই বাক্য উচ্চারিত হইলে, আমরা যে কেবল উক্ত বাক্যের শব্দার্থমাত্র অবগত হই, তাহা নহে; কিন্তু উদ্ভাবনা শক্তির সাহায্যে মনে দুইটি সরল রেখার কল্পনা করি, এবং তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ স্থানাধিকারও কল্পনা করি। অতএব সরল রেখাদ্বয়ের সম্বন্ধে বিমর্শ-জ্ঞান পরিব্যক্ত করিবার অর্থাৎ উহাদের লক্ষণ ও সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বেই উহাদের স্থানপরিবেষ্টনাসামর্থ্য অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপ স্বর্ণের গুরুত্ববিশিষ্টতা বা চন্দনাদির সৌরভাদিবিশিষ্টতা জ্ঞানও বিমর্শ-জ্ঞান। অর্থাৎ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞানই বিমর্শ-জ্ঞান। বোধ করুন, আমার স্বর্ণ জ্ঞান অর্থাৎ স্বর্ণের কাঠিন্য, বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্যের জ্ঞান আছে; কিন্তু ঐ সকল গুণের চিন্তার পর স্বর্ণকে হস্তে গ্রহণ করিলে, কি জ্ঞান হয়, জানি না। সামান্যলক্ষণা-সন্নিকর্ষ দ্বারা স্বর্ণের বিশেষ ধর্ম্মমাত্রেরই বোধ হইয়াছে। স্বর্ণ হইতে পৃথক্ রূপে তত্তদ্ধর্ম্মের জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ ভিন্ন হইতেই পারে না। সুতরাং স্বর্ণ হস্তে লইলাম এবং সংস্কার বশত উহার ভার বা অলৌকিক গুরুত্বও অনুভব করিলাম। কিন্তু ঐ ভারজ্ঞান স্বর্ণ হইতে উৎপন্ন কি না অর্থাৎ গুরুত্ব স্বর্ণেরই গুণ কি না, তাহা জানিতে পারিলাম না। উহা উদ্ভাবনা শক্তির কার্য্য। ঐরূপ জ্ঞানের নামই অন্বয়ি-বিমর্শ-জ্ঞান এবং তদ্বিপরীতই ব্যতিরেকি-বিমর্শ-জ্ঞান। বিভাবনা-শক্তি দ্বারা বস্তুর গুণ সকলের সামান্যাধিকরণ্য উপলব্ধ হইলে, ঐ গুণ সকল ঐ বস্তুতে কোন্ সম্বন্ধে আছে, তাহার স্থিরীকরণের নামই বিমর্শন। ব্যতিরেকি-বিমর্শ-জ্ঞান যথা;—আমি একটি কাষ্ঠাসনের উপর কতকগুলি কন্দুক দেখিয়া বলিলাম, উহারা কৃষ্ণবর্ণ, এবং অপর কতকগুলি দেখিয়া বলিলাম, উহারা শ্বেতবর্ণ। সকলগুলি এক বর্ণের নহে; কতকগুলি শ্বেত ও কতকগুলি কৃষ্ণ।

এইরূপ ভেদজ্ঞানই ব্যতিরেকি-বিমর্শ-জ্ঞান। সামান্যজ্ঞানের সাহায্যেও বস্তুর ভেদ অবগত হওয়া যায় সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা সামস্ত্য বা অংশত্ব জ্ঞান হয় না। যাহার সাহায্যে ঐ জ্ঞান অর্থাৎ শ্বেত ও কৃষ্ণ কন্দুক সকল সমস্ত কন্দুকের অংশ, এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহাকেই ব্যতিরেকি-বিমর্শ-জ্ঞান বলা হয়। অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী উভয় বিমর্শ-জ্ঞানই জ্ঞানলক্ষণা নামক অলৌকিক সন্নিকর্ষের ফল।

পরামর্শ-জ্ঞান। উদ্ভাবনের তৃতীয় ক্রিয়াই পরামর্শ। ইহাও সামান্যদ্বয়েরই উপমিতি হইলেও বিমর্শ-জ্ঞানের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, বিমর্শে উক্ত উপমিতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হয়, কিন্তু পরামর্শে কোন তৃতীয়কে লক্ষ্য করিয়া তাহার সহিত উক্ত সামান্যদ্বয়ের সম্বন্ধ বিষয়ক উপমিতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। সামান্যজ্ঞান যেরূপ বিমর্শ-জ্ঞানের কারণ, বিমর্শ-জ্ঞানও তদ্রূপ পরামর্শের কারণ। পরামর্শের অবয়ব কতকগুলি প্রতিজ্ঞা। বাক্য সকল যেরূপে মিলিত হইলে, উপসংহার হয়, সেই নিয়মই পরামর্শের রীতি। এবং উক্ত উপসংহার হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহারই নাম অনুমিতি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জ্ঞান প্রমা ও অপ্রমা ভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞানমাত্রই হয় সত্য জ্ঞান, না হয় মিথ্যাজ্ঞান। যদিও কোন কোন জ্ঞানের মিথ্যাত্ব আছে, কিন্তু সেই কারণে জ্ঞানমাত্রকেই অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। জ্ঞানকে বিশ্বাস না করিলে, মানবের পৃথিবীতে ক্ষণকালের জন্য অবস্থানও অসম্ভব হইয়া উঠে। ফলত এই নিমিত্ত মানবমাত্রই মুখে স্বীকার করুন বা না করুন, অন্তরে জ্ঞানকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে, তাঁহাদিগের ঐ প্রামাণ্য-নিশ্চয় অর্থাৎ যে জ্ঞানটিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, সেই জ্ঞানের সত্যত্ব বিষয়ক নিশ্চয়টি স্বতঃসিদ্ধ কি না?—এই জ্ঞানটি সত্য কি না? এইরূপ সংশয় হয় বলিয়া উহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না। নিশ্চয় হইলে সংশয় থাকে না। সন্দেহনিরসনকারক তর্কাদি দ্বারা সংশয়ের নিরাশে নিশ্চয় হইলে, ঐ প্রামাণ্য-নিশ্চয়কে অবশ্যই অনুমেয় বলিতে হয়। বস্তুত প্রামাণ্য জ্ঞানকে অনুমানগম্য ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না।

যাহার প্রামাণ্য আছে, তাহাই প্রমাণ অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের জনক। চার্ব্বাক-মতাবলম্বী নাস্তিকগণের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বৈশেষিক মতে

প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটিই প্রমাণ। সাংখ্য মতে ও পাতঞ্জল মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ। মীমাংসক মতে অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি, এবং পৌরাণিকমতে ঐতিহ্য ও সম্ভব, ইহারাও অতিরিক্ত প্রমাণ। এইরূপে দেখা যায়, আমাদিগের দেশে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, ঐতিহ্য ও সম্ভব, এই আটটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে 'আমি চক্ষু দ্বারা ঘট দর্শন করিতেছি,' ইত্যাদি স্থলে বস্তুসন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ বস্তুর সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ই দর্শনাদি জ্ঞানের সাধন বলিয়া ইন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়; 'ধূমাদিদর্শনে পর্ব্বতাদিতে বহ্ন্যাদির জ্ঞান' হইতেছে বলিয়া বহ্ন্যাদিজ্ঞানরূপ অনুমিতির সাধন ধূমাদি-ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমান প্রমাণ বলা হয়; 'নদীতীরে পাঁচটি বৃক্ষ রহিয়াছে,' 'স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিবে,' ইত্যাদি আপ্তবাক্যই তত্ত্বজ্ঞানের সাধন বলিয়া আপ্তবাক্যকেই শব্দ প্রমাণ বলা হয়; 'গবয় নামক জন্তুটি গোর সদৃশ,' ইত্যাদি স্থলে সাদৃশ্য জ্ঞানকেই উপমান প্রমাণ বলা হয়; 'স্থূলকায় দেবদত্ত দিবাতে ভোজন করেন না; যে ব্যক্তি দিবাতে ভোজন না করিয়াও স্থূলকায় থাকেন তিনি অবশ্যই রাত্রিতে ভোজন করেন,' ইত্যাদি স্থলে অনুপপদ্যমান স্থূলকায়ত্বাদি অর্থ দর্শনে তদুপপাদক রাত্রিভোজনাদি অর্থান্তর কল্পনকেই অর্থাপত্তি প্রমাণ বলা হয়; ঘটাদির অনুপলব্ধি দ্বারা ঘটাদির অভাব নিশ্চয় হয় বলিয়া উপলব্ধির অভাবকেই অনুপলব্ধি প্রমাণ বলা হয়; 'শত সংখ্যার মধ্যে দশকের সম্ভাবনা আছে,' ইত্যাদি বুদ্ধিতে সম্ভাবনকেই সম্ভব প্রমাণ বলা হয়; 'এই বৃক্ষে ভূত বাস করে,' এইরূপ অজ্ঞাতবক্তৃকত্বাগত পারম্পর্য্য-প্রসিদ্ধিকেই ঐতিহ্য প্রমাণ বলা হয়। এই সকল প্রমাণের মধ্যে কোন বিশেষ অর্থে শব্দবিশেষের পরিচ্ছেদ রূপ উপমান, অন্যথানুপপত্তি-প্রসূত অর্থাপত্তি ও অবিনাভূত-সত্ত্ব-জ্ঞাপক সম্ভব প্রমাণ অনুমানেরই অন্তর্গত; উহারা পৃথক্ প্রমাণ নহে। ইন্দ্রিয়সাধ্য অনুপলব্ধি প্রমাণ প্রত্যক্ষেরই অন্তর্গত। অনির্দ্দিষ্ট বক্তৃকত্বরূপে সংশয়িত ঐতিহ্য প্রমাণই নহে। এবং শব্দ প্রমাণ আপ্তবক্তৃকত্বরূপে নিশ্চিত থাকাতে উহা বৈদান্তিকোক্ত আগম প্রমাণেরই অন্তর্গত। সুতরাং প্রমাণ তিনটি মাত্র;—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম।

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥"

যিনি শুদ্ধভাবে ধর্ম্মযাজন করিতে অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম অর্থাৎ বেদ, এই তিনটি প্রমাণই বিশেষরূপে বিদিত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রমাতা জীব, যে বস্তু যাহা নয় তাহাতে তদ্‌বুদ্ধি রূপ ভ্রম, অনবধানতা রূপ প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা রূপ বিপ্রলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুত্ব রূপ করণাপাটব, এই চারিটি দোষে দূষিত; সুতরাং তদীয় প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দরূপ প্রমাণ তিনটিও দূষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। জীব স্থাণুতে পুরুষবুদ্ধি, শুক্তিকাদিতে রজতাদি বুদ্ধি করিয়া থাকেন, অনবধানতাবশত অন্তিকে গীয়মান গানের শব্দও গ্রহণ করেন না, মায়ামুগ্ধ হইয়া ঐন্দ্রজালিকের মায়ামুণ্ডচ্ছেদনাদিকেও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইন্দ্রিয়ের দোষ বশত অনেক সময়েই কি নিকটস্থ কি দূরস্থ বস্তুও দেখিতে পান না, কখন বা দেখিয়াও একরূপ বস্তুকে অন্যরূপ বোধ করেন। এইরূপ প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমানেরও ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীব বৃষ্টিতে বহ্নির নির্ব্বাণ হইলেও যে ধূম দেখেন, তদ্দর্শনেও পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু আপ্তবাক্য রূপ শব্দপ্রমাণের—বেদের—কোন স্থানেই ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু আপ্তবাক্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিখিল দোষেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ঋষিগণের পরস্পর বিবাদ দর্শনে আপ্ত মানবের বাক্যের যদিও কোথাও কোথাও ব্যভিচার সম্ভাবনা অনুভূত হয়, কিন্তু পরমাপ্ত বাক্য বেদের কুত্রাপি ব্যভিচার দর্শনের সম্ভাবনা নাই। 'বাচাবিরূপনিত্যয়া;' 'অনাদিনিধনা নিত্যা;' ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যই উহার প্রমাণ। বস্তুত সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য, আশ্চর্য্যস্বভাব বস্তুর জ্ঞানে অভিলাষী ব্যক্তির সম্বন্ধে অনাদিসিদ্ধ সর্ব্বপুরুষপরম্পরায় সর্ব্বলৌকিকালৌকিক জ্ঞানের আদি কারণ অপ্রাকৃত-বচন স্বরূপ বেদই একমাত্র প্রমাণ। তবে যে নাস্তিকগণ বেদোক্ত কোন কোন ক্রিয়ার ফল না দেখিয়া, কোন কোন স্থলে আপাতত পরস্পর বিরুদ্ধ স্বমতখণ্ডক বচন দেখিয়া, বিশেষবচনার্থক পুনরুক্তি দেখিয়া বেদশাস্ত্রকে অনৃত-ব্যাঘাত-পুনরুক্তি-দোষে দূষিত বলেন, সে কেবল তাঁহাদিগেরই ক্রিয়ার

বুদ্ধির ও তাৎপর্য্যাবগতির দোষ মাত্র, নির্দ্দোষ অভ্রান্ত পুরুষ কর্ত্তৃক উক্ত বেদ-শাস্ত্রের দোষ নহে।

এক্ষণে সঙ্ক্ষেপত প্রমাণের বিষয়ই আলোচিত হইতেছে।

কার্য্যমাত্রই করণজন্য। ব্যাপারবিশিষ্ট কারণের নাম করণ। স্বকারণজন্য কার্য্যান্তরের জনকই ব্যাপার। প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানকার্য্যের করণ অর্থাৎ প্রধান সাধন ইন্দ্রিয় এবং সন্নিকর্ষ উহার ব্যাপার। বৃক্ষপ্রত্যক্ষের করণ নয়নাদি ইন্দ্রিয় এবং চক্ষুঃ-সংযোগাদি উহার ব্যাপার। উক্ত সন্নিকর্ষও প্রধানত লৌকিক সন্নিকর্ষ ও অলৌকিক সন্নিকর্ষ ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে লৌকিক সন্নিকর্ষ আবার ষড়্‌বিধ। যথা,—দ্রব্যপ্রত্যক্ষের ব্যাপার দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগ প্রথম সন্নিকর্ষ। দ্রব্যসমবেত গুণ, ক্রিয়া ও জাতির প্রত্যক্ষের ব্যাপার ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত-সমবায় দ্বিতীয় সন্নিকর্ষ। দ্রব্য-সমবেত-গুণাদি-সমবেত জাতির প্রত্যক্ষের ব্যাপার ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত-সমবেত সমবায় তৃতীয় সন্নিকর্ষ। শব্দ-প্রত্যক্ষের ব্যাপার, শ্রোত্রাবচ্ছিন্ন সমবায় চতুর্থ সন্নিকর্ষ। শব্দসমবেত জাতির প্রত্যক্ষের ব্যাপার শ্রোত্রাবচ্ছিন্ন-সমবেত সমবায় পঞ্চম সন্নিকর্ষ। এবং অভাব প্রত্যক্ষ ও সমবায় প্রত্যক্ষের ব্যাপার যথাক্রমে ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত বিশেষণতা ও বিশেষণতা ষষ্ঠ সন্নিকর্ষ। অলৌকিক সন্নিকর্ষও সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও যোগজ ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে সামান্যলক্ষণা সন্নিকর্ষ দ্বারা সামান্যজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়, জ্ঞানলক্ষণা সন্নিকর্ষ দ্বারা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। সামান্য অর্থাৎ জাতি যে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের বিষয় তাহার নাম সামান্যলক্ষণা সন্নিকর্ষ। সামান্যবিষয়ক জ্ঞানের নাম সামান্য জ্ঞান। যে সামান্য জ্ঞানে যে জাতিটি বিষয় হইবে, সেই জ্ঞানে সামান্যলক্ষণা সন্নিকর্ষ দ্বারা নিখিল তজ্জাত্যা-শ্রয়ের বোধ করাইবে। ইন্দ্রিয়ের সহিত যে কোন বস্তুর সম্বন্ধ হউক না কেন, যে বস্তুর সংযোগ বোধ করাইবে, সামান্যলক্ষণাসন্নিকর্ষ দ্বারা নিখিল তদ্ধর্ম্মা-শ্রয়েরই জ্ঞান উৎপাদিত হইবে। জ্ঞানলক্ষণা দ্বারা যে জ্ঞানটি যদ্বিষয়ক, কেবল তাহারই বোধ করাইবে। সামান্যলক্ষণা সন্নিকর্ষ দ্বারা একটি ধূম দৃষ্ট হইলেও নিখিল ধূমের বোধ হইয়া থাকে। এবং জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ দ্বারা যে ধূমের দর্শন হয়, সেই ধূমমাত্রেরই বোধ হয়। সুতরাং সামান্যলক্ষণার অস্বীকারে

দৃষ্টব্যতিরিক্ত দেশান্তরীয় ও কালান্তরীয় ধূমের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট দেশান্তরীয় বা কালান্তরীয় বহ্নির তাহাতে ব্যাপ্তি জ্ঞান অসম্ভব হয়। এবং সুরভি চন্দন ইত্যাকার জ্ঞানে সামান্যলক্ষণা দ্বারা সুরভিত্ব বিশিষ্ট বা সৌরভের ভাণ হইলেও জ্ঞানলক্ষণা ব্যতিরেকে সৌরভত্বের ভাণ ও ধূলীপটলের যে স্থলে ভ্রমবশত ধূমত্ববিশিষ্ট রূপে বোধ হইয়াছে, তথায় ধূলীপটলের অনুব্যবসায়ের ভাণ অসম্ভব হয়। সুতরাং কি সামান্যলক্ষণা কি জ্ঞানলক্ষণা উভয়ই স্বীকার্য্য। যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে যোগীর দ্বৈবিধ্য বশত যোগজ সন্নিকর্ষও দ্বিবিধ। যুক্ত যোগীর চিন্তা ব্যতিরেকেই প্রত্যক্ষ হয়। এবং যুঞ্জান যোগীর প্রত্যক্ষে চিন্তার প্রয়োজন হয়। বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের গুণ এবং পিত্তদূরত্বাদি উহার দোষ। অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ এবং পরামর্শ ব্যাপার। সাধ্য-বিশিষ্ট পক্ষে লিঙ্গপরামর্শ গুণ এবং হেত্বাভাস উহার দোষ। শব্দে পদজ্ঞান করণ, পদার্থজ্ঞান ব্যাপার এবং শক্তিজ্ঞান সহকারী কারণ, আর আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও তাৎপর্য্যজ্ঞান কারণ।

বস্তুর যাথার্থ্য-নির্ণায়ক প্রমাণ ত্রিবিধ :—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শব্দ। এই তিনটি প্রমাণ দ্বারা যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শাব্দবোধ এই তিনটি প্রমিতি জন্মে। উপমান পৃথক্ প্রমাণ নহে, উহা জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধক অনুলব্ধিরই অবয়ব বিশেষ।

নয়নাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থরূপে বস্তুসকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমিতি কহে। প্রত্যক্ষ প্রমিতি ছয় প্রকার ; ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ঘ্রাণাদি ছয়টি ইন্দ্রিয়ই উক্ত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষের কারণ। গন্ধ ও তদ্গত মধুরত্বাদি জাতির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হয়। মধুরাদি রস ও তদ্গত মধুরত্বাদি জাতির রাসন প্রত্যক্ষ হয়। নীলপীতাদি রূপ ও তদ্গত নীলত্ব পীতত্বাদি জাতি, ঐ ঐ রূপ বিশিষ্ট দ্রব্য, তত্তদ্ দ্রব্যের ক্রিয়া ও যোগ্যবৃত্তি-সমবায়াদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। উদ্ভূত-শীতোষ্ণাদি-স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শ-বিশিষ্ট দ্রব্যের ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ হয়। কাঠিন্য-কোমলত্বাদিরও স্পার্শন-প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু অনেকানেক দার্শনিক বলেন যে, কেবল স্পর্শ দ্বারা আমরা কঠিন বা কোমল বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। সেই স্পর্শের সহিত যদি আমরা

আমাদিগের শারীরিক বল প্রকাশ করি, তাহা হইলেই কাঠিন্যাদির বোধ হইতে পারে। এইরূপ কোন দ্রব্যের দৈর্ঘ্যাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞান স্পর্শ ও বেগ হইতে হইয়া থাকে এবং উহাদিগের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও হইতে পারে। শব্দ ও তদ্গত বর্ণত্ব ও ধ্বনিত্বাদি জাতির শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ এবং সুখদুঃখাদি আত্মবৃত্তি গুণের, আত্মার ও সুখত্বাদি জাতির মানস প্রত্যক্ষ হয়।

ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমিতি কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপ্য, এবং যে পদার্থ না থাকিলে যে পদার্থ না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে; যথা, কোন স্থানেই ধূম থাকিলে বহ্নির অভাব থাকে না এবং বহ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকে না বলিয়া ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এবং বহ্নি ধূমের ব্যাপক। এইজন্য লোকে পর্ব্বতাদিতে ধূম সন্দর্শন করিয়া বহ্নির অনুমান করিয়া থাকেন। উক্ত অনুমান গৌতমের মতে ত্রিবিধ; কারণলিঙ্গক, কার্য্যলিঙ্গক ও সামান্য লিঙ্গক। কারণ দর্শনে কার্য্যের অনুমানকে কারণলিঙ্গক অনুমান কহে। যেমন মেঘোন্নতি দর্শনে বৃষ্টির অনুমান; অগ্নি দর্শনে ধূমের অনুমান প্রভৃতি। কার্য্য দর্শনে কারণের অনুমানকে কার্য্যলিঙ্গক অনুমান কহে। যেমন নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শনে বৃষ্টির অনুমান; ধূম দর্শনে বহ্নির অনুমান প্রভৃতি। অনেক দার্শনিক এই অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। কারণ, এই অনুমানটি কারণবাহুল্য প্রযুক্ত ভ্রান্তিমূলক হইয়া থাকে। কারণ ও কার্য্য ভিন্ন সামান্য ব্যাপ্যবস্তু দর্শনে ব্যাপক বস্তুর অনুমানকে সামান্যলিঙ্গক অনুমান কহে। যেমন গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণমণ্ডল শশধর সন্দর্শনে শুক্লপক্ষের অনুমান।

শব্দ দ্বারা যে বোধ জন্মে, তাহাকে শাব্দবোধ কহে। যেমন গুরুর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ছাত্রগণের উপদিষ্ট অর্থের শাব্দবোধ জন্মে। ঐ শব্দ প্রমাণ আবার দ্বিবিধ;—দৃষ্টার্থক বা সিদ্ধার্থক এবং অদৃষ্টার্থক বা বিধ্যর্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাকে সিদ্ধার্থক এবং যাহার অর্থ অদৃষ্ট তাহার নাম বিধ্যর্থক শব্দ। তুমি গৌর, ইনি শ্যাম, আমার বস্ত্র উত্তম, তুমি যাও; ইত্যাদি বাক্যই সিদ্ধার্থক বাক্য। এবং যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয়, বিষ্ণুপূজাতে বিষ্ণুর প্রীতি জন্মে; ইত্যাদি বাক্যের নাম বিধ্যর্থক বাক্য।

অনুমান। পরামর্শরূপ ব্যাপার জন্য ও ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপ করণ জন্য জ্ঞান-কার্য্যের নামই অনুমিতি এবং তাহার করণই অনুমান, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট-পক্ষ-ধর্ম্মতা-জ্ঞান-জন্য জ্ঞানই অনুমিতি ও তাহার করণই অনুমান। হেত্বধিকরণ-বৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগি-সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য জ্ঞানই ব্যাপ্তি-জ্ঞান। সাধনেচ্ছা-বিরহিত সিদ্ধির অভাব রূপ পক্ষধর্ম্মতাবিশিষ্টই পক্ষ। পরিভাষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্যত যথাশ্রুত লক্ষণ করিতে হইলে, ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সামানাধিকরণ্যকেই ব্যাপ্তি বলা যায়; অর্থাৎ অন্বয়মুখেই হউক বা ব্যতিরেকমুখেই হউক, যাহা ব্যাপকের সহিত ব্যাপ্তি অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য বিশিষ্ট, তাহা অবশ্যই তদ্ব্যাপ্যেরও সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। পরিভাষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরলভাষায় এইরূপ বলিতে পারা যায়,—যাহা এক শ্রেণীর সমস্ত বস্তুর সহিত সাধর্ম্ম্যবিশিষ্ট, তাহা তৎশ্রেণীর অংশবিশেষের সহিতও সাধর্ম্ম্যবিশিষ্ট। যে বক্রকক্ষায় ভ্রমণ সমস্ত গ্রহের কার্য্য, তাহা অবশ্যই মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি বা অপর গ্রহেরও কার্য্য। এইরূপ ব্যতিরেকাংশেও আমরা গ্রহগণের স্বতঃজ্যোতির্ম্ময়ত্ব অস্বীকার করিয়া অবশ্যই গ্রহান্তর্গত প্রত্যেক গ্রহেরও স্বতঃজ্যোতির্ম্ময়ত্ব অস্বীকার করিব। উক্ত লক্ষণের প্রধান দোষ এই যে, উহা শ্রেণী ও তদংশীয়ের ব্যাপ্তিস্থলেই গমন করিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীণ সাধর্ম্ম্যস্থলে গমন করিতে পারে না; সুতরাং অন্যবিধ লক্ষণের প্রয়োজন হইয়া উঠে। ফলত উপাধি-রহিত অর্থাৎ অবিনাভাব সম্বন্ধ দ্বারা নিরূপিত স্বাভাবিক সামানাধিকরণ্যকেই ব্যাপ্তি বলা যায়। যে অবিনাভাব সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে, তন্নিরূপিত সামানাধি-করণ্যও স্বাভাবিকী বা প্রকৃত ব্যাপ্তি নহে। যে সামানাধিকরণ্য পদার্থান্তরের সংসর্গাধীন হয়, তাহার নাম অস্বাভাবিক সামানাধিকরণ্য এবং যে সামানাধি-করণ্য পদার্থান্তরের সংসর্গ ব্যতিরেকেই হয়, তাহার নাম স্বাভাবিক সামা-নাধিকরণ্য। স্বাভাবিক সামানাধিকরণ্যই সামানাধিকরণ্য এবং অস্বাভাবিক সামানাধিকরণ্য সামানাধিকরণ্যই নহে। সুতরাং বহ্নি ও ধূমের সামানাধি-করণ্য স্থলে ব্যাপক বহ্নির ব্যাপ্যধূমব্যাপকতা রূপা ব্যাপ্তিই প্রকৃত ব্যাপ্তি; কিন্তু ব্যাপ্য ধূমের ব্যাপকবহ্নিব্যাপকতারূপা ব্যাপ্তি স্বাভাবিকী নহে; উহা ব্যাপ্ত্যাভাস মাত্র। কারণ, ধূমের বহ্নিতে ব্যাপ্তি জলীয় পরমাণুবহুল আর্দ্রেন্ধন

ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে, ধাতবপদার্থস্থিত বহ্নিতেও ধূমের ব্যাপ্তি দৃষ্ট হইত। কিন্তু বহ্নির ধূমব্যাপ্তিতে পদার্থান্তরের সংযোগের আবশ্যকতা নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে, কোন না কোন স্থলে তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হইত। এইরূপে স্থির হইতেছে যে, ব্যাপক পদার্থে তদ্ব্যাপ্য পদার্থের ব্যাপ্তিই স্বাভাবিকী; কিন্তু ব্যাপ্য পদার্থের তদ্ব্যাপক পদার্থে ব্যাপ্তি কোন কারণ বশত হইয়া থাকে। অতএব ধূম দর্শনে বহ্নি-দর্শনের আশা হইতে পারে, কিন্তু বহ্নি দর্শনে ধূম দর্শনের আশা হইতে পারে না; হইলেও তাহা অসঙ্গতা।

যে উপায়ে ঐ ব্যাপ্তির অস্বাভাবিকত্ব প্রতিপন্ন করা যায়, তাহার নাম উপাধি। ইহা পরকীয় ব্যাপ্তির প্রতিবন্ধকতাচরণের সহায়স্বরূপ। ধূমের বহ্নিব্যাপ্তিস্থলে আর্দ্রেন্ধনই উপাধি। সাধ্যের ব্যাপকত্ব থাকিয়া সাধনের অব্যাপকত্ববিশিষ্ট হইলেই তাহাকে উপাধি বলা যায়। ঐ উপাধি ত্রিবিধ:— সাধনের অব্যাপক হইয়া শুদ্ধসাধ্যের ব্যাপক, সাধনের অব্যাপক হইয়া পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক, সাধনের অব্যাপক হইয়া সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক। ক্রমান্বয়ে উদাহরণ যথা, লোহগোলক ধূমবিশিষ্ট, যেহেতু উহা বহ্নিবিশিষ্ট, এইস্থলে আর্দ্রেন্ধন উপাধি। বায়ু প্রত্যক্ষ, যেহেতু উহা প্রত্যক্ষ স্পর্শের আশ্রয়, এই স্থলে বায়ুর দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ সাধ্যের উদ্ভূতরূপবত্ত্ব উপাধি। ধ্বংস বিনাশী, যেহেতু উহা জন্য, এই স্থলে জন্য-ত্বাবচ্ছিন্নবিনাশিত্ব ব্যাপক ভাবত্বই উপাধি। উপাধির উপস্থিতি দুই প্রকারে হইয়া থাকে; প্রথম সমারোপিত ভাবে এবং দ্বিতীয় শঙ্কিত রূপে। উপাধি প্রদর্শিত হইলে সমারোপিত এবং তাহার আশঙ্কামাত্র হইলে শঙ্কিত বলা যায়। স্বত আশঙ্কার ভূয়োদর্শনাদি দ্বারা নিবৃত্তি না হইলে, তর্কই উক্ত আশঙ্কার পরিহারকর্ত্তা হয়। সদ্ধেতু স্থলে অর্থাৎ বহ্নির ধূমব্যাপ্তিরূপ স্বাভাবিকী ব্যাপ্তি স্থলে বহ্ন্যভাবাধিকরণে ধূমের অনস্তিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলেই উক্ত উভয়বিধ উপাধির নিরাস হইবে। ব্যভিচারী স্থলে অর্থাৎ ধূমের বহ্নিব্যাপ্তিরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি স্থলে ধূমাভাবাধিকরণে বহ্নির অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলেই ব্যাপ্তির অস্বাভাবিকত্ব প্রতিপন্ন হইবে।

ঐরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনন্তর ব্যাপ্তিবিশিষ্টের পক্ষবৃত্তিত্ব জ্ঞান ও তদনন্তর অনুমিতি হয়। ঐ অনুমিতি স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দ্বিবিধা। স্বার্থানুমিতি স্বসাধ্যা, অর্থাৎ দর্শনাদিমাত্র বাক্যব্যূহের বিন্যাস ব্যতিরেকে যে অনুমান হয়, তাহাই স্বার্থানুমিতি। এই অনুমিতিতে ব্যাপ্তির উদ্ভাবনের আবশ্যকতা নাই। পরার্থানুমিতি ব্যাপ্তির উদ্ভাবন ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং এই অনুমিতি ন্যায়সাধ্যা।

ন্যায়। ন্যায়শাস্ত্র বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। এই শাস্ত্র সকল শাস্ত্রেরই সহায়। এই শাস্ত্র ব্যতিরেকে আমরা কোন শাস্ত্রেরই জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। এই শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রেই ব্যুৎপত্তি জন্মে না। প্রমাণ দ্বারা অর্থপরীক্ষণের নাম ন্যায়। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্রকে বিচারবিজ্ঞানও বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ যে বিচারশাস্ত্র দ্বারা চিন্তার বিশুদ্ধ অপরিহার্য্য নিয়ম বিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহারই নাম ন্যায়শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা জ্ঞান ও নৈপুণ্য উভয়ই শিক্ষা করিয়া থাকি।

প্রকৃতির কোন নিয়মেরই নিয়মান্তরের সহিত নিয়ত সাধর্ম্ম্য দৃষ্ট হয় না। অন্যত্র যদিও কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু স্বাধীন বৃত্তি মানবে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। এক মানবের অবস্থাবিশেষের কার্য্যাদির সহিত তদবস্থাপন্ন অন্য মানবের তাদৃশ কার্য্যেও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। সুতরাং মানবীয় কার্য্য দর্শনে কোন বিষয়েরই স্থির নিয়মের সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু মানবের মানসিক চিন্তন ব্যাপার তদ্রূপ নহে; উহার সর্ব্বত্রই সাম্য। বিভিন্ন মানবের প্রত্যেক চিন্তার নিয়মই একরূপ। সুতরাং মানবীয় চিন্তার অনুসরণে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। ন্যায়শাস্ত্রের কার্য্যই ঐ সকল ব্যাপারের পরস্পর সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য দ্বারা ফল নির্ণয়।

মানবগণ যে রীতি অনুসারে চিন্তা বা বিচার করিয়া অচল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেছেন বা হইবেন, সেই রীতির অন্তর্গত সাধর্ম্ম্যই চিন্তার নিয়ম। ঐ সকল নিয়মও প্রকৃতির বহির্ভূত নহে; অর্থাৎ উহারাও প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং উহারা মানবকৃত নিয়ম দ্বারা পরাহত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। প্রত্যেক বিজ্ঞান শাস্ত্রই, বিষয় সকল যে যে নৈসর্গিক নিয়মে পরস্পর সাধর্ম্ম্যে

পরিচালিত হইতেছে, সেই সেই নিয়মের আবিষ্কার করে, এবং নৈপুণ্য ঐ সকল আবিষ্কৃত বিষয়কে কার্য্যে পরিণত করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আকর্ষণ, রসায়ন-বিজ্ঞানের মিশ্রণ, তাড়িত-বিজ্ঞানের কম্পন, পদার্থ-বিজ্ঞানের উৎপাদন প্রভৃতি ও তাহাদের যথাযোগ্য প্রয়োগে উৎপন্ন কার্য্য সকলই ঐ বিষয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। তদ্রূপ চিন্তন প্রভৃতির নিয়ম সকল ও তাহাদের কার্য্যে পরিণতি ন্যায়শাস্ত্রের নিরূপণীয় বিষয়।

এই জগতে মানবই শ্রেষ্ঠ জীব; এবং মানবের মনই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বস্তু। প্রকৃতির অধীন ও অনুকারী মানবের ঐ মনে ও বহির্জগতে প্রকৃতি যে ভাবে কার্য্য করেন, মানব স্বীয় মনে তত্তদ্ভাবের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য সন্দর্শনে কার্য্যে নৈপুণ্য ও জ্ঞানে বিচক্ষণতা লাভ করেন। তিনি তদতিরিক্ত কিছুই বুঝিতে বা করিতে পারেন না। সুতরাং প্রকৃতির বশবর্ত্তী মানব প্রকৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে যাহা কিছু করিতে বা বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহাই অসম্পূর্ণ, ভ্রম-সঙ্কুল ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। মানবের শক্তি বা মানবীয় জ্ঞান প্রাকৃতিক কারণের অনুকারী; মানবের স্বকর্তৃত্ব কিছুতেই নাই বলিলেও দোষ হয় না। প্রকৃতি অপরাপর পদার্থের ন্যায় মানবেরও অন্তরে থাকিয়া মানবকে যে ভাবে পরিচালিত করেন, মানব সেই ভাবেই পরিচালিত হয়েন। প্রকৃতির নিয়মের সম্পূর্ণরূপ অনুসরণ ব্যতিরেকে প্রকৃতিকে স্ববশে স্থাপন বা তদুপরি আধিপত্য করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে চিন্তার প্রভাবে যাহাকে কারণরূপে সিদ্ধান্ত করি, কার্য্য তদনুসারেই ঘটিয়া থাকে। ন্যায়শাস্ত্রের কার্য্যই ঐ সকল প্রমাণ করা। মানবের অন্তরে বিবেক নাম্নী শক্তি নিহিতা আছে। ঐ শক্তি ইচ্ছাশক্তির সহিত সম্মিলিত ভাবে যে সকল কার্য্য সম্পাদন করে, তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত;—সামান্য জ্ঞান, বিশেষ জ্ঞান ও পরামর্শ। উক্ত কার্য্য সকলের রীতি দ্বিবিধ;—বিশেষ স্থল দর্শনে উক্ত বিশেষ বিষয়কে সামান্য লক্ষণে লক্ষিত করণ এবং লক্ষিত সামান্য বিষয় হইতে বিশেষ বিষয়ের লক্ষণ নির্ণয়। এই রীতিদ্বয় আবার নিম্নলিখিত দুইটি নিয়মের অধীনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথম অন্বয় নিয়ম; দ্বিতীয় ব্যতিরেক নিয়ম।

ন্যায়শাস্ত্র, ভাষা চিন্তা ও বিষয়, এই তিনটিকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ উক্ত বিষয়ত্রয়ই ন্যায়ের বিচার্য্য। ন্যায় যখন বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বিষয়কে প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও উপমিতি এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত করে। যখন চিন্তাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন চিন্তাকে সামান্যজ্ঞান, বিশেষজ্ঞান ও যৌগিক বা ব্যাপ্তিজ্ঞান নামক ভাগত্রয়ে বিভক্ত করে। আর যখন ভাষাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ভাষাকে বাক্য, প্রতিজ্ঞা ও ব্যাপ্তিনামক ভাগত্রয়ে বিভক্ত করে।

পরস্পর অন্বিত নামসংগ্রাহক শব্দ, পদ ও বাক্য সকল মিলিত হইয়া ভাষা নামে কথিত হয়। ঐরূপ অন্বিত শব্দাদি কোন না কোন অর্থ বিশিষ্ট। যে সকল শব্দ দ্বারা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বা জাতি ব্যক্ত হয়, তাহারাই সার্থক শব্দ বা পদ। প্রথমত শ্রবণ-সমবায়রূপ-সন্নিকর্ষ-জনিত-প্রথম-বর্ণ-জ্ঞানানন্তর তজ্জন্য সংস্কারত্বসম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণবিশিষ্ট চরম বর্ণ জ্ঞান হয়। তদনন্তর প্রকরণাদি-জ্ঞান-মূলক তত্তদর্থবোধেচ্ছায় উচ্চরিতত্ব-রূপ তাৎপর্য্য-জ্ঞান-সহকৃত শক্তি-লক্ষণান্ত-তর-সম্বন্ধ-রূপ-বৃত্তি-জ্ঞান জন্য তত্তৎ পদার্থের উপস্থিতি হয়। নাম ও ধাতুরূপা প্রকৃতি, কৃৎ তদ্ধিত, স্যাদি তিবাদি প্রত্যয় ও নিপাত রূপ শব্দ সকল স্বতন্ত্র ভাবে বা পরস্পর মিলিত ভাবে স্বার্থবোধকারী পদ ও বাক্য সকল উৎপাদন করে। পদজ্ঞান শব্দজ্ঞানের কারণ, পদার্থোপস্থিতি ব্যাপার, এবং আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য্যজ্ঞান সহকারি কারণ, ও শাব্দবোধ ফল। যাদৃশ শব্দ সকলের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা যাদৃশ অর্থবোধের প্রতি অনুকূল হয়, তাদৃশ শব্দসমূহ তথাবিধ অর্থে অন্বয়বোধক বাক্য হয়। অর্থাৎ যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও তাৎপর্য্য যুক্ত পদসমূহই বিশেষ বিশেষ অর্থবোধক বাক্য। অন্বয়-প্রতিযোগী অর্থাৎ যাহার সহিত যাহার অন্বয় অপেক্ষা করে, সেই পদার্থদ্বয়ের অব্যবধানে উপস্থিতির নামই আসত্তি। ইহার অন্বয়-বোধ-কারণত্ব স্বীকার না করিলে, 'গিরি ভুক্ত,' 'দেবদত্ত হেতুক বহ্নিমান্,' ইত্যাদিও বাক্য হইত। এক পদার্থে অপর পদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহারই নাম যোগ্যতা; অর্থাৎ পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধে বাধার অভাবই যোগ্যতা। ইহার অন্বয়-বোধ-হেতুত্ব অস্বীকার করিলে, 'বহ্নি দ্বারা সিঞ্চন করিতেছে,' ইত্যাদি স্থলেও বাক্য হইত। স্বরূপযোগ্যতা থাকিয়া অজনিতান্বয়বোধকত্বই আকাঙ্ক্ষা, 'ঘট, কর্ম্মত্ব,

আনয়ন কৃতি,’ এই স্থলে স্বরূপযোগ্যতার অভাবে অন্বয়বোধ হইল না। ‘এই রাজার পুত্র আসিতেছেন, পুরুষ অপসৃত হও,’ এই স্থলে পুত্রের সহিত রাজার অন্বয় হওয়াতে পুরুষের সহিত অন্বয়ের অভাব হইল। এই আকাঙ্ক্ষা শ্রোতার জিজ্ঞাসা স্বরূপ; অর্থাৎ যে পদ ব্যতিরেকে যে পদের অন্বয়ের অননু-ভাবকতা ঘটে, সেই পদের সহিত তৎপদের আকাঙ্ক্ষা স্বীকৃত হয়। ইহার কারণতা অস্বীকার করিলে, অব্যক্ত শব্দ সকলেরও অন্বয়বোধ হইত। যে অর্থ প্রতীতির জন্য যে পদের উচ্চারণ হয়, তৎপদের তাহাই তাৎপর্য্য। এই বক্তৃ-তাৎপর্য্য নির্ণয়ের উপায়—উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি। জ্ঞান পূর্ব্বক আরম্ভের নাম উপক্রম; এবং জ্ঞান পূর্ব্বক সমাপ্তির নাম উপসংহার। পুনঃপুন শ্রুতি বা আবৃত্তির নাম অভ্যাস। শাস্ত্রে অভূতপূর্ব্ব বিষয়ের উপস্থিতির নাম অপূর্ব্বতা। লব্ধব্য বিষয়ের নাম ফল। স্তুতি বা নিন্দা প্রতিপাদক বাক্যের নাম অর্থবাদ। এবং সঙ্গতি বা সিদ্ধান্তই উপপত্তি; অর্থাৎ প্রকরণপ্রতিপাদ্য অর্থের সাধনে সেই সেই স্থলে শ্রূয়মাণ যুক্তির নামই উপপত্তি। ফলত শাস্ত্রবাক্য সকল প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। বিধি-বাক্য, নিষেধ-বাক্য ও অর্থবাদ-বাক্য। অপূর্ব্ব উপদেশ বাক্যের নাম বিধিবাক্য; উহাদের প্রশংসা বা নিন্দা প্রতিপাদক বাক্যের নাম অর্থবাদ-বাক্য; এবং উহাদের নিষেধ-সূচক বাক্যের নাম নিষেধ-বাক্য। পূর্ব্বোক্ত অর্থবাদ আবার ত্রিবিধ। গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ।

“বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥”—মীমাংসকাচার্য্যাঃ॥

বিরোধে অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণের সামানাধিকরণ্য দ্বারা অন্বয় বিরোধ হইলে, একের অপরের অঙ্গরূপে কথনই গুণবাদ। অতএব প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ হইলে গুণবাদ অর্থাৎ কেবল বিহিত বিষয়ে প্রশংসা করা হই-তেছে, এই মাত্র বুঝিতে হইবে। প্রমাণান্তরের দ্বারা অবধারিত বিষয়ের বর্ণনা দৃষ্ট হইলে তাহাকে অনুবাদ জানিতে হইবে। আর যাহার কোন অবধারক প্রমাণ উপস্থিত নাই, অথচ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, এইরূপ স্থলে ভূতার্থবাদ জানিতে হইবে। এই ভূতার্থবাদ ঘটিত আখ্যায়িকা

সকলই সত্য, তদ্ভিন্ন অসত্য। উদাহরণ যথা,—'যজমানই প্রস্তর' অর্থাৎ যজমান কুশমুষ্টিধারী, ইহা গুণবাদ। 'অগ্নি হিমের ভেষজ,' ইহা অনুবাদ। 'যাঁহারা নিত্য সন্ধ্যোপাসনা করেন, তাঁহারা বিধূতপাপ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন; পর্ব্বে স্ত্রী-তৈল-মাংস-সম্ভোগী ব্যক্তি নরকগামী হয়;' এই দুইটি সামান্যত প্রশংসা ও নিন্দাসূচক ভূতার্থবাদ।

শব্দের শক্তি বা বৃত্তি দ্বিবিধা। মুখ্যা ও লক্ষ্যা। লক্ষ্যা বৃত্তি আবার দ্বিবিধা; গৌণী ও লক্ষণা। শব্দের অর্থও তদনুসারে বাচ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ বা মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ বা গৌণার্থ নামক ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে শক্তি শব্দের মুখ্য অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে অভিধা শক্তি এবং ঐ শক্তি প্রতিপাদ্য অর্থকে শব্দের মুখ্যার্থ বলে। ব্যাকরণ, উপমান, অভিধান, আপ্তবাক্য ও বিবৃতি হইতে ঐ মুখ্যার্থের বোধ হইয়া থাকে। অভিধেয়াবিনাভূত প্রবৃত্তি অর্থাৎ শব্দের যে শক্তি মুখ্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়াই মুখ্যার্থ সম্বন্ধি বস্তু বোধ করায়, তাহার নাম লক্ষণা শক্তি এবং ঐ শক্তিপ্রতিপাদ্য অর্থের নাম লক্ষ্যার্থ। লক্ষ্যমাণ-গুণ-যোগিনী বৃত্তি, অর্থাৎ যে শক্তি মুখ্যার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুখ্যার্থযুক্ত গুণসম্বন্ধ বোধ করায়, তাহার নাম গৌণী শক্তি এবং ঐ শক্তিপ্রতিপাদ্য অর্থের নাম গৌণার্থ। পূর্ব্বোক্ত মুখ্যার্থ আবার রূঢ়, যৌগিক, যোগরূঢ় ও রূঢ়যৌগিক ভেদে চতুর্ব্বিধ। ইহার বিস্তার অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়-লিঙ্গ-পরামর্শ-প্রযোজক শাব্দজ্ঞানজনক বাক্যরূপ ন্যায় ভাষাগত হইলে তাহাকে পঞ্চাবয়বাত্মক বাক্যব্যূহ বলে। পঞ্চ অবয়ব যথা,—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। উদ্দেশ্যানূনানতিরিক্ত বিষয়ক শব্দজ্ঞানজনক বাক্যই প্রতিজ্ঞা; অর্থাৎ যে বিষয়কে সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখই প্রতিজ্ঞা। যথা—সম্মুখস্থ পর্ব্বত বহ্নিমান্; অর্থাৎ ঐ পর্ব্বতে বহ্নি আছে বা বহ্নি অনুমিত হইতেছে। প্রতিজ্ঞার দুইটি অংশ:—পক্ষ বিষয়ী উদ্দেশ্য বা প্রতিপাদ্য এবং সাধ্য বিষয় বিধেয় বা উপপাদ্য। যাহার বিষয়ে কিছু সাধন করা হয়, তাহার নাম পক্ষ এবং যাহাকে সাধন করা হয়, তাহার নাম সাধ্য। যাহা দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে, তাহাই সাধন বা হেতু; অর্থাৎ

অবিনাভাব বিশিষ্ট ব্যাপ্য পদার্থটি দেখান। যথা,—দৃশ্যমান পর্ব্বতে ধূম দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থলে সাধ্য বহ্নির ব্যাপ্য ধূমরূপ সাধন প্রদর্শিত হইল। প্রকৃত সাধ্য ও সাধনের অবিনাভাব প্রতিপাদক ন্যায়াবয়বের নাম উদাহরণ। যথা,—যেরূপ মহানসে ধূমের সহিত বহ্নি দৃষ্ট হইয়াছিল। অবিনাভাব বিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৈশিষ্ট্য প্রতিপাদক ন্যায়াবয়বই উপনয়; অর্থাৎ অনুমেয় পদার্থটির সহিত দৃশ্যমান ব্যাপ্য পদার্থের যে স্বাভাবিকী ব্যাপ্তি আছে, তাহা নিঃসংশয়িত রূপে অবগত করাণ। যথা, মনে কর, তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেই-খানে সেইখানেই বহ্নি দেখিয়াছ। বিশেষ প্রয়োজন নাই বলিয়া কেহ কেহ এই অবয়বটিকে স্বীকার করেন না। পক্ষে সাধ্য-বৈশিষ্ট্য-প্রতিপাদক ন্যায়াব-য়বের নামই নিগমন বা উপসংহার; অর্থাৎ বিপক্ষবাধক তর্ক দ্বারা সংশয় নিরসন করত প্রতিজ্ঞাত পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধি প্রদর্শন। যথা, বহ্নিব্যাপ্য ধূম যখন অবিচ্ছিন্নভাবে উঠিতে দেখা যাইতেছে, তখন উহার মূলে বহ্নি না থাকার কারণ নাই।

এস্থলে বলা উচিত যে, অবয়ব সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, তাহা নৈয়া-য়িকেরা অনুমোদন করেন, কিন্তু উহা অধিকাংশ দার্শনিকেরই অনুমোদিত নহে। যাহাই হউক, বস্তুগত কোন প্রভেদই দৃষ্ট হয় না।

নৈয়ায়িকগণের অবয়ব প্রদর্শনের প্রথা এই :—

এই পর্ব্বত বহ্নিমান। (প্রতিজ্ঞা)

কারণ, ইহা হইতে ধূম উত্থিত হইতেছে। (হেতু)

যাহা হইতে ধূম উঠে, তাহাই বহ্নিমান—যেমন রন্ধনশালা। (উদাহরণ)

এই পর্ব্বত হইতে ধূম উঠিতেছে। (উপনয়)

সুতরাং ইহা বহ্নিমান। (নিগমন)

ক মৃত্যুর অধীন। (প্রতিজ্ঞা)

কারণ, ক একজন মনুষ্য। (হেতু)

মনুষ্য মাত্রই মৃত্যুর অধীন। কারণ ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি সকলেই মনুষ্য ছিলেন, সকলেই মরিয়াছেন। (উদাহরণ)

এইটিই আবার—

যে যে মনুষ্য, সে সে মৃত্যুর অধীন। (অন্বয়ি স্থল)

যে যে মৃত্যুর অধীন নহে, সে সে মনুষ্য নহে। (ব্যতিরেকি স্থল)

ক এক জন মনুষ্য। (উপনয়)

সুতরাং ক মৃত্যুর অধীন। (নিগমন)

প্রতিজ্ঞা ও নিগমনের মধ্যে কোন বিশেষ দেখা যায় না; অধিকন্তু ইহারা অনুমানের অবয়বও নহে। হেতু ও উপনয় আবার একই। সুতরাং হেতু ও উদাহরণ এই দুইটিই অবয়ব।

বিশেষানুমিতি। পরার্থানুমিতি সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত। কার্য্য-কারণ-জ্ঞানবলে বিশেষ ধর্ম্ম হইতে সামান্য ধর্ম্মের অবধারণরূপা সামান্যানুমিতি, এবং ভূয়োদর্শন, পারম্পর্য্য ও সামান্যধিকরণ্যাদি বলে সামান্য ধর্ম্ম হইতে বিশেষ ধর্ম্মের অবধারণরূপা বিশেষানুমিতি। এই উভয়বিধা অনুমিতিই ব্যাপ্তিজ্ঞান-সাধ্যা। স্বার্থানুমিতিও সামান্য-বিশেষ-ভেদে দ্বিবিধা ও ব্যাপ্তি-জ্ঞান-সাধ্যা। কিন্তু বিশেষ এই যে, স্বার্থানুমিতিতে পরার্থানুমিতির ন্যায় ব্যাপ্তির উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয় না। সামান্যানুমান বিশেষানুমানের ভিত্তিস্বরূপ। প্রত্যেক বিশেষ অনুমানেই কি স্পষ্ট কি অস্পষ্ট যে কোন ভাবেই হউক, সামান্যানুমান নিহিত থাকেই থাকে। দৃষ্টান্ত যথা, যদি কখন দেখি যে, জলে সোডা ও এসিড মিশ্রিত হইলে, ঐ জল ফুটিতে থাকে, তবে যখনই ঐ প্রকার জলে ঐরূপ সোডা ও এসিড মিশ্রিত হইবে, তখনই আমরা অনুমান করিব যে, উহা পূর্ব্ববৎ ফুটিবে। এইরূপ, লৌহ উত্তাপে লোহিতবর্ণ হয়, ইত্যাদি নানা প্রকার অনুমান করিতে পারা যায়।

পূর্ব্বোক্ত অনুমানের অন্তরে দুইটি ধারণা নিহিত দেখা যায়। প্রথম, প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে; যাহা হইতে আমরা অনুমান করি, জলের ঐরূপ ফুটনের কোন না কোন কারণ আছে; দ্বিতীয়, প্রকৃতির সাম্যে বিশ্বাস, যাহা হইতে আমরা অনুমান করি, যখনই সদৃশ ঘটনা উপস্থিত হইবে, তখনই সদৃশ ফল দর্শন করিব। সোডা এসিডের সহিত মিশ্রণে ফুটিয়া উঠে, (আদি প্রতিজ্ঞা)। ফুটনের কারণ মিশ্রণ, (কার্য্যমাত্রই কারণশালী)। এইরূপ মিশ্রণে এইরূপ ফুটন হয়, (প্রকৃতির নিয়মের সাম্যে বিশ্বাস)। এই পর্য্যন্তই সামান্য

অনুমান। ইহার পরেই আমরা কালান্তরে বা স্থানান্তরে ঐ প্রকার স্ফুটন দেখিলেই, (সদৃশ ঘটনার সদৃশ বিশেষ ফল,) এই বিশেষ নিয়ম দ্বারা বিশেষ স্থলে বিশেষ অনুমান করিয়া থাকি ; অর্থাৎ স্থলবিশেষে কার্য্যবিশেষকে পূর্ব্ব সামান্যানুমান হইতে ব্যাপ্তিস্মরণ দ্বারা বিশেষানুমানে বিশেষরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। যথা, পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এইরূপ স্ফুটন, সোডা ও এসিডের মিশ্রণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। অতএব এস্থলের এই স্ফুটনও সোডা ও এসিডের মিশ্রণ হইতেই উৎপন্ন। (ইহাই বিশেষ অনুমান)। এইরূপ, সকল লৌহই উত্তাপে লোহিত বর্ণ ধারণ করে, (সামান্যানুমান)। ইহা একখণ্ড লৌহ, যদি উত্তপ্ত হয়, তবে লোহিতবর্ণ হইবে, (বিশেষ অনুমান)।

প্রতিজ্ঞা। অন্বয়বিশিষ্ট পদকদম্বের নামই প্রতিজ্ঞা। পদ বা বাক্যই প্রতিজ্ঞার প্রাণস্বরূপ ; সুতরাং সিদ্ধান্তের নিমিত্ত ঐ পদ বা বাক্য স্পষ্টার্থ হওয়া উচিত। কেবল অনন্বিত পদ দ্বারা কোন সত্যই প্রকাশিত হইতে পারে না। অনন্বিত পদ দ্বারা কেবল বস্তু, ব্যক্তি, জাতি, গুণ ও ক্রিয়া মাত্র ব্যক্ত হয় ; সুতরাং অন্বয়বোধের নিমিত্ত অর্থাৎ উক্ত বস্তু প্রভৃতি বিষয়ক সত্যাদির নিরূপণার্থ ঐ পদ সকলের পরস্পর অন্বয়ের প্রয়োজন। এই প্রতিজ্ঞাই বৈয়াকরণের মতে বাক্য। প্রতিজ্ঞা শব্দের প্রকৃত অর্থ কোন একটি চিন্তনীয় বিষয়ের সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাবধারণ। প্রতিজ্ঞা প্রধানত দ্বিবিধ : অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। উহারা আবার প্রত্যেকেই দুই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া চতুর্বিধ হইয়াছে ; যথা, কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং বিশেষান্বয়ী ও বিশেষব্যতিরেকী। উহাদের পারিভাষিকী সংজ্ঞা যথাক্রমে ক, খ, গ ও ঘ। কেবলান্বয়ীর চিহ্ন সামান্য-বাচক বিশেষণাদি, বিশেষান্বয়ীর চিহ্ন বিশেষ-বাচক বিশেষণাদি, এবং কেবল-ব্যতিরেকীর ও বিশেষব্যতিরেকীর চিহ্ন যথাক্রমে অভাববোধক অব্যয়ের সহিত সামান্যবাচক ও বিশেষবাচক বিশেষণাদি। প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্বার সিদ্ধ ও সংশয়িত ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সিদ্ধ প্রতিজ্ঞার বিষয়ই আপাতত আলোচিত হইতেছে। সংশয়িত প্রতিজ্ঞা পরে প্রদর্শিত হইবে। ঐ সংশয়িত প্রতিজ্ঞাকেও দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঐ ভাগ যথা ; প্রথম, কল্পনীয় ; দ্বিতীয় অসংলগ্ন। তর্ক দ্বারা সংশয়নিরসনকার্য্যেই এই প্রতিজ্ঞা-

দ্বয়ের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। অন্বয়ী প্রতিজ্ঞা সকলই কল্পনীয় এবং ব্যতিরেকী প্রতিজ্ঞা সকলই অসংলগ্ন প্রতিজ্ঞা নামে উক্ত হইয়া থাকে।

স্বার্থানুমিতি। এই অনুমিতিতে ব্যাপ্তি অন্তর্ভূতা থাকিলেও তাহার উদ্ভাবনের প্রয়োজন থাকে না; সুতরাং এই অনুমিতিতে হেতুবিন্যাস করিতে হয় না। এই অনুমানে প্রতিজ্ঞান্তর্গত পক্ষে সাধ্যের বৃত্তিত্ববিষয়ক সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই নিরূপিত হইয়া যায়। যথা, (ক) ধাতুমাত্রই মূল পদার্থ। (খ) ধাতুমাত্রই মিশ্র পদার্থ নহে। (গ) কতকগুলি ধাতু উজ্জ্বল বস্তু। (ঘ) কতকগুলি অনুজ্জ্বল বস্তু।

দ্রষ্টব্য। কেবলান্বয়ী প্রতিজ্ঞাতে পক্ষ ব্যাপক হয়; কিন্তু বিশেষান্বয়া প্রতিজ্ঞাতে তাহা হয় না। কেবলব্যতিরেকী প্রতিজ্ঞাতে সাধ্য ব্যাপক হয়; কিন্তু কেবলান্বয়ীতে হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাতে পক্ষ হইতে সাধ্যসম্বন্ধ এককালে রহিত করা হয়, কিন্তু শেষোক্তে তাহার সংযোগ হয় না।

বিভাগ বা শ্রেণীবন্ধন। সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্য দ্বারা কৃতপ্রসঙ্গ বিষয় সামান্য ও বিশেষ ভেদে দ্বিবিধ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐ সামান্যেরই নামান্তর জাতি এবং বিশেষের নামান্তরই ব্যক্তি। সামান্য আবার অপেক্ষাকৃত ব্যাপকত্ব ও ব্যাপ্যত্ব অনুসারে পর ও অপর এই ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। ঐ বিভাগ বা বিশেষধর্ম্মের বোধনার্থ আমাদিগের ন্যায়শাস্ত্রে অবচ্ছেদক শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

লক্ষণ। স্বল্পাক্ষর হইয়াও অসন্দিগ্ধ অর্থাৎ অল্প কথায় ব্যক্ত হইয়াও স্পষ্টার্থ, সারযুক্ত, বিশ্বমুখ অর্থাৎ উদ্দেশ্যবিষয়ব্যাপক, গৌরবশূন্য অর্থাৎ বৃথাবাহুল্য-বিবর্জ্জিত, দোষরহিত নির্দ্দেশক বাক্যই লক্ষণ। ঐ লক্ষণের চিহ্ন ছয়টি :— সংজ্ঞা অর্থাৎ ব্যবহারার্থ শাস্ত্রে কৃত সঙ্কেত-বিশেষ, পরিভাষা, বিধি অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপক, নিয়ম অর্থাৎ সামান্যত প্রাপ্তের বিশেষাবধারক রূপ পাক্ষিক বিধি, অতিদেশ অর্থাৎ অন্যধর্ম্মের অন্যত্র আরোপ এবং অধিকার বা বিষয়ব্যাপকতা। লক্ষণের দুইটি দোষ :—লক্ষ্যে লক্ষণের অগমন রূপ লক্ষণ-দোষের নাম অব্যাপ্তি, এবং অলক্ষ্যে লক্ষণের গমন রূপ লক্ষণদোষের নাম

অতিব্যাপ্তি। কেহ কেহ পরিসংখ্যাকেও বিধি বলেন। উহা ক্রমত প্রাপ্ত বিষয়ে নিবৃত্তির উদ্দেশে নিয়মিত করণার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চিন্তার নিয়ম। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চিন্তার নিয়ম ত্রিবিধ :—অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী। প্রথম নিয়ম দ্বারা যে বস্তু যাহা, তাহা তৎ-স্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই তদ্বস্তুস্বভাব, ইহাই প্রকাশিত হয়। যথা, ক, কই। দ্বিতীয় নিয়ম দ্বারা যাহা যে বস্তু নহে, তাহা তদ্বস্তুস্বরূপ নহে, ইহাই প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ কোন বস্তুই এককালে একাধারে বিরুদ্ধগুণশালী হইতে পারে না। যথা, ক কস্বরূপ ও কভিন্ন এরূপ নহে, কিন্তু উহা কভিন্ন নহে। তৃতীয় নিয়ম দ্বারা প্রত্যেক বস্তুই হয় তদ্বস্তু, না হয় সামান্যত তদ্বস্তু হইতে ভিন্ন। যথা, ক হয় কস্বরূপ, না হয় কভিন্ন হইবে। ফলত প্রথম নিয়ম দ্বারা সাধর্ম্ম্য পরিব্যক্ত হয়। মনে কর, কলিকাতা, প্রধান নগর, ও ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ জনাকীর্ণ নগর, এই তিনটির তুলনা করিতে হইবে। দেখা যাইতেছে, কলিকাতা ও প্রধান নগর পরস্পর সাধর্ম্ম্যবিশিষ্ট এবং ঐ কলিকাতা ভারতের সুপ্রসিদ্ধ জনাকীর্ণ নগরের সহিতও সাধর্ম্ম্যবিশিষ্ট ; সুতরাং সিদ্ধান্ত হইবে যে, ভারতের সুপ্রসিদ্ধ জনাকীর্ণ নগরের সহিত প্রধান নগরের সাধর্ম্ম্য আছে, অর্থাৎ ভারতের প্রধান নগর কলিকাতা একটি সুপ্রসিদ্ধ জনাকীর্ণ নগর। পুনর্ব্বার যদি লৌহ, অতীব ব্যবহার্য্য ধাতু, ও অত্যন্ত সুলভ ধাতু, এই তিনটির তুলনা করা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত হইবে যে, অতীব ব্যবহার্য্য ধাতু অত্যন্ত সুলভ। এইরূপ পৃথিবী, এক উপগ্রহ, ও বক্রকক্ষাভ্রমণকারী, এই তিনটির তুলনায় সিদ্ধান্ত করা হয় যে, একটি উপগ্রহ বক্রকক্ষাভ্রমণকারী ইত্যাদি। দ্বিতীয় নিয়ম দ্বারা নিয়তবৈধর্ম্ম্য প্রকাশ করে। মনে কর, একখানি কাগজের একাংশ কৃষ্ণবর্ণ ও অপরাংশ শুভ্রবর্ণ অথবা একখানি কাগজ এক সময়ে কৃষ্ণবর্ণ ও অপর সময়ে শুভ্রবর্ণ হইল। কিন্তু আমরা এরূপ ধারণা করিতে পারি না যে, ঐ কাগজ এককালে বা একাধারে কৃষ্ণ ও শুভ্র উভয়গুণবিশিষ্ট। ঐরূপ পদার্থমাত্রই একাধারে বা এককালে বিরুদ্ধগুণশালী হইতে পারে না। সুতরাং এই নিয়ম দ্বারা সিদ্ধান্ত হইবে যে, কোন বস্তুই তদ্বস্তুস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। তৃতীয় নিয়ম দ্বারা কোন পক্ষই পূর্ব্ব-নিয়মদ্বয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধভাবে

নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ হয় না। এই নিয়মের অর্থ এই যে, এমত কোন বস্তু, গুণ বা ঘটনার উল্লেখই করা যায় না, যে গুণ বা ঘটনা হয় ঐ বস্তুর হইবে, না হয় ঐ বস্তুর হইবে না, এমত নয়। মনে কর, পর্ব্বত একটি বস্তু এবং কঠিন একটি গুণ। ঐ পর্ব্বত নিশ্চয়ই হয় কঠিন, না হয় অকঠিন হইবে। এই লক্ষণের সূক্ষ্ম কথা এই যে, অকঠিন শব্দের পরিবর্ত্তে কোমল শব্দ সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না। কারণ, পর্ব্বত কোমল বা কঠিন না হইয়া অর্দ্ধকোমল বা অর্দ্ধকঠিন হইতে পারে। এই প্রকারে সংশয়িতস্থলে ভ্রান্তিবশত হেতুদোষ আপতিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অকঠিন শব্দের প্রয়োগে সে দোষের সম্ভাবনা নাই। অকঠিন শব্দে কোন ধর্ম্মই বিশেষরূপে প্রকাশ করিল না। এই নিয়মত্রয়ই বিচারের ভিত্তিস্বরূপ। উহারা ন্যায়শাস্ত্রে নিম্নলিখিত প্রকারে লক্ষিত হয়।

১। যদি দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকেরই তৃতীয় বিষয়ের সহিত নিত্য সাধর্ম্ম্য থাকে, তবে ঐ বিষয়দ্বয় পরস্পর সমানধর্ম্মী হইবে।

২। যদি দুইটি বিষয়ের মধ্যে একটির তৃতীয়টির সহিত নিত্য সাধর্ম্ম্য এবং অপরটির নিত্যবৈধর্ম্ম্য থাকে, তবে দুইটি বিষয় পরস্পর অসমানধর্ম্মী হইবে।

৩। যদি দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকেরই তৃতীয়টির সহিত নিত্যবৈধর্ম্ম্য থাকে, তবে ঐ বিষয়দ্বয় হয় পরস্পর সমানধর্ম্মী হইবে, না হয় অসমানধর্ম্মী হইবে।

ক্রমান্বয়ে দৃষ্টান্ত যথা,—(১) লৌহ, ধাতু ও মূলপদার্থ। লৌহ ও মূলপদার্থ এই দুইটি বিষয়ের ধাতু নামক তৃতীয় বিষয়ের সহিত নিত্য সাধর্ম্ম্য আছে; অর্থাৎ সকল ধাতুই মূল পদার্থ এবং সকল লৌহই ধাতু। অতএব লৌহও মূল পদার্থ। এই সাধর্ম্ম্য সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ভেদে দ্বিবিধ:—লৌহ অতি ব্যবহার্য্য ধাতু, অতি সুলভ ধাতু। অতি ব্যবহার্য্য ধাতু ও অতি সুলভ ধাতু, এই দুই বাক্যের লৌহ এই তৃতীয় সাধারণ বাক্যের সহিত সম্পূর্ণ অন্বয় বা সাধর্ম্ম্য আছে। এইরূপ পৃথিবী, উপগ্রহ, বক্রকক্ষাভ্রমণকারী। এইস্থলে অন্বয় বা সাধর্ম্ম্য অসম্পূর্ণ। কারণ, পৃথিবী অনেক উপগ্রহের মধ্যে একটি এবং যাহারা বক্রকক্ষায় ভ্রমণ করে,এরূপ উপগ্রহ অনেক জ্যোতিষ্কের এক অংশ। (২) মানব, পশু, চতুষ্পদ। মানব ও পশু, এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে পশুরই চতুষ্পদের সহিত নিত্য সাধর্ম্ম্য এবং মানবের নিত্য বৈধর্ম্ম্য আছে; অর্থাৎ সকল পশুই চতুষ্পদ,

কিন্তু কোন মানবই চতুষ্পদ নহে। অতএব সকল মানবই পশু নহে। এইরূপ মঙ্গল একটি গ্রহ, গ্রহ সকল স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় নহে; অতএব মঙ্গলও স্বতঃ-জ্যোতির্ম্ময় নহে। এই দ্বিতীয় লক্ষণে পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। কারণ, ঐ বৈধর্ম্ম্য দুইটি হইলেই বিপর্য্যয়। দুইটি বৈধর্ম্ম্য হইতে আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারি না। যথা, সিরিয়স্ গ্রহ নহে, গ্রহসকল স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় নহে; অতএব সিরিয়সও স্বতঃজ্যোতির্ম্ময় নহে, ইত্যাদি সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। কারণ, সিরিয়সাদি সকল অচল নক্ষত্রই স্বতঃজ্যোতির্ম্ময়, ইহা সিদ্ধ আছে। (৩) (ক) মনুষ্য, বিবেকী ও চতুষ্পদ। মনুষ্য ও বিবেকী, এই দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকেরই চতুষ্পদের সহিত নিত্য বৈধর্ম্ম্য আছে। কিন্তু উহারা পরস্পর নিত্য সাধর্ম্ম্যবিশিষ্ট; অর্থাৎ মানব ও বিবেকী, ইহারা উভয়েই চতুষ্পদ না হইলেও মানবের বিবেকিত্বের ব্যভিচার নাই। (খ) গো, অশ্ব, মাংসাশী। গোমাত্রই মাংসাশী নহে, এবং অশ্বমাত্রই মাংসাশী নহে; কিন্তু, গোত্ব ও অশ্বত্ব ভিন্ন পদার্থ, অতএব গো ও অশ্ব উহারা পরস্পর নিত্যবৈধর্ম্ম্য বিশিষ্ট। এইরূপ,

ক——

খ——

গ——

ঘ————

ঙ—

এই পাঁচটি সরল রেখার মধ্যে যদি ক ও খ এই সরল রেখাদ্বয় প্রত্যেকে গ এই সরল রেখার সহিত সমান হয়, তবে ক ও খ পরস্পর সমান। আর যদি ক এই সরল রেখা খ-এর সহিত সমান হয়, কিন্তু খ রেখা ঘ রেখার সহিত সমান না হয়, তবে ক রেখাও ঘ রেখার সহিত সমান নহে। আবার ক ও ঙ রেখা উভয়েই ঘ রেখার সহিত সমান নহে এবং পরস্পরও সমান নহে। এইরূপ ক ও খ উভয়ে ঘ রেখার সহিত সমান নহে, কিন্তু পরস্পর সমান।

ইহা দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, সকল বিচারেই অন্ততঃ একটি সাধর্ম্ম্য থাকা চাই। যদি দুইটি সাধর্ম্ম্য দৃষ্ট হয়, তবে তৃতীয় সাধর্ম্ম্য অনুমিত

হয়। যদি একটি সাধর্ম্ম্য ও একটি বৈধর্ম্ম্য দৃষ্ট হয়, তবে দ্বিতীয় বৈধর্ম্ম্য অনুমিত হইবে। আর যদি দুইটি বৈধর্ম্ম্য দৃষ্ট হয়, তবে সিদ্ধান্ত অনিশ্চিত হইবে। এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হইতে আমরা ব্যাপ্তির নিয়ম স্থির করিতে সমর্থ হই। ঐ নিয়ম যথা,—

পরার্থানুমিতি। এই অনুমিতিতে স্বার্থানুমিতির ন্যায় দুইটি বস্তুর পরস্পর সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঘটে না; অর্থাৎ এই অনুমিতিতে হেতু নামক একটি মধ্যস্থ বাক্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমরা যেরূপ দুইটি গৃহের পরিমাণ কার্য্যে হস্তাদি কোন একটি মধ্যস্থ পরিমাণ দণ্ডের অপেক্ষা করি, এইরূপ ইহাতেও পদার্থদ্বয়ের সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্য নিরূপণ কার্য্যে মধ্যস্থরূপ হেতুনামক বাক্যবিশেষের সাহায্য গ্রহণ করি। ফলত ঐ মধ্যস্থ বাক্য বা হেতুই উক্ত অনুমিতির সহায়স্বরূপ।

পরার্থানুমিতির বিশেষ প্রয়োজনীয় নিয়ম।—

(১) প্রত্যেকে পরার্থানুমানেই তিনটি তিনটি বিশেষ বাক্য থাকে। ঐ তিনটি বাক্যের নাম যথা, পক্ষ, সাধ্য এবং হেতু।

(২) প্রত্যেক পরার্থানুমানে তিনটি করিয়া বিশেষ প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন। ঐ তিনটি প্রতিজ্ঞার নাম যথা,—ব্যাপার-প্রতিজ্ঞা, করণ-প্রতিজ্ঞা এবং উপসংহার।

(৩) হেতু অন্তত একবারও উভয় প্রতিজ্ঞার ব্যাপক হওয়া চাই এবং উহা যেন অস্পষ্টার্থ না হয়।

(৪) প্রথম প্রতিজ্ঞাদ্বয়ে যে বাক্য ব্যাপকরূপে গৃহীত হয় নাই, তাহা উপসংহারেও ব্যাপক হইবে না।

(৫) ব্যতীরেকী প্রতিজ্ঞাদ্বয় হইতে কিছুই অনুমিত হইতে পারে না।

(৬) একটি প্রতিজ্ঞা ব্যতিরেকী হইলে উপসংহারও ব্যতিরেকী হইবে, সুতরাং ব্যতিরেকী উপসংহারে একটি প্রতিজ্ঞা অবশ্যই ব্যতিরেকী হইবে।

(৭) দুইটি বিশেষ প্রতিজ্ঞা হইতে কোন উপসংহারই হইবে না।

(৮) একটি প্রতিজ্ঞা সামান্য ও অপরটি বিশেষ হইলে, উপসংহারও বিশেষ হইবে।

তর্ক। তর্ক পঞ্চবিধ :—আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও তদন্যবাধিতার্থ। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত চতুর্বিধ তর্ক দ্বারা হেতুর সদোষত্ব এবং শেষবিধ তর্ক দ্বারা উপাধিসংশয়চ্ছেদনানন্তর হেতুর নির্দোষত্ব প্রমাণ হয়। যদ্বিষয়ে অর্থাৎ যাহার সংশয়নিরাসার্থ তর্ক করা হয়, তাহা যদি তাহাকেই অপেক্ষা করে, তবে সেই তর্ককে আত্মাশ্রয় তর্ক বলা হয়। ঐ তর্ক উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি দ্বারা ত্রিবিধ। উৎপত্তি দ্বারা যথা, যদি এই ঘট, ঐই ঘট হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে এই ঘট এতদ্ঘটভিন্ন হইবে। স্থিতি দ্বারা যথা,—যদি এই ঘট, এতদ্ঘটবৃত্তি অর্থাৎ এই ঘটের আধেয় হয়, তবে এই ঘটের তদ্রূপেই উপলব্ধি হইত। জ্ঞপ্তি দ্বারা যথা,—যদি এই ঘটজ্ঞান এতদ্-ঘট-জ্ঞান-জন্য হয়, তবে ইহা এতদ্ঘটজ্ঞান ভিন্ন হইবে। যে তর্কে সংশয়িত বিষয়দ্বয়ের উভয়েই পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরের বোধক হয়, তাহার নাম অন্যোন্যাশ্রয় তর্ক। যে তর্কে সংশয়িত বিষয় সকল ক্রমান্বয়ে চক্রবৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রথমটিকে আশ্রয় করে, তাহার নাম চক্রক। এই দুই তর্কও পূর্ব্ববৎ ত্রিবিধ। যে তর্কের ব্যবস্থা হয় না, ক্রমাগতই আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম অনবস্থা। এই পঞ্চবিধ তর্কে, উপসংহার, তর্কের অঙ্গীভূত হয়। যে তর্ক দ্বারা উপস্থিত সংশয়ের ছেদ হয়, তাহার নাম তদন্যবাধিতার্থ। যথা,—ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তবে ধূম বহ্নি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, কিন্তু উহা বহ্নিজন্য, অতএব উহা কখনই বহ্নিব্যভিচারী নহে।

রীতি। বাক্য সকলের যথাযোগ্য সংযোজন ও বিযোজনের নিয়মই রীতি। ঐ নিয়ম চতুর্বিধ। যথা,—

(১) কোন বিষয়ই ন্যূন বা অতিরিক্ত হওয়া উচিত নহে।

(২) বিভিন্ন অংশ সকল পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট হওয়া উচিত।

(৩) কিছুই অপ্রস্তাবিত হওয়া উচিত নহে।

(৪) সকল বিষয়ই যথাস্থলে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। উক্ত চতুর্বিধা রীতিকে পুনর্ব্বার দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম আবিষ্করণ রীতি; দ্বিতীয় শিক্ষণ রীতি।

আবিষ্করণ রীতি জ্ঞানার্জ্জনেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এবং কি বিশেষানুমিতি কি সামান্যানুমিতি উভয় বিষয়েই প্রযুক্ত হইতে পারে। উহা সামান্যানুমিতিতে প্রযুক্ত হইয়া বিশেষানুমিতির আশ্রয়ে নিয়ম, লক্ষণ ও সত্যব্যবস্থা সংস্থাপন করে, এবং বিশেষানুমিতিতে ব্যবহৃত হইয়া ঐ সংস্থাপিত সাধারণ নিয়মকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে প্রয়োগ করে।

একজন শিক্ষার্থী যখন কোন একটি প্রসিদ্ধ ভাষা শিক্ষা করেন, তখন তত্তদ্ভাষার ব্যাকরণ-সাহিত্যাদি হইতে প্রাপ্ত নিয়ম সকলের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রয়োগ কার্য্যে উক্ত শিক্ষণ রীতির অনুসরণ করেন। এবং যখন কেহ কোন একটি চলিত ভাষার ব্যাকরণাদির সৃষ্টি করেন, তখন তত্তদ্ভাষার বাক্য সকল পরিদর্শন পূর্ব্বক তাহা হইতে কতকগুলি নিয়ম সংগ্রহার্থ ও গ্রন্থমধ্যে সংস্থাপনার্থ আবিষ্করণ রীতির অনুসরণ করেন। প্রাকৃতিক যাবদীয় নিয়ম ও ঘটনাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ। প্রকৃতিগ্রন্থ হইতে সাধারণ নিয়ম সংগ্রহ করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলে তাহার প্রয়োগ এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনা সকল পরীক্ষা করিয়া তাহার সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করা হইয়া থাকে।

পূর্ণ বিষয়ের খণ্ডীকরণের নাম বিযোজন এবং খণ্ড বিষয়ের পূর্ণীকরণের নাম সংযোজন। রসায়নশাস্ত্রবেত্তা যেরূপ কোন এক পূর্ণ বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করেন এবং খণ্ড খণ্ড বস্তুকে একটি পূর্ণ বস্তু রূপে সংযুক্ত করেন, নৈয়ায়িকগণও সেইরূপ করিয়া থাকেন। মানসিক বিষয় সকলের সংযোগ ও বিভাগ করণের নামই নৈয়ায়িক সংযোজন ও বিযোজন। এই বিষয়ের উপযুক্ত দৃষ্টান্তস্থল জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ। আমরা জ্যামিতিতে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট বিন্দু, সরলরেখা, কোণ, ত্রিভুজ ও গোলক প্রভৃতির জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকি, এবং রেখাদি দ্বারা অজ্ঞাত ত্রিভুজাদি নির্ম্মাণ করি ও তদ্বৈপরীত্যে জ্ঞাত ত্রিভুজাদিকে পৃথক্ পৃথক্ গুণবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ রেখাদিতে বিয়োগ করিয়া থাকি, জ্যোতিষাদিতেও ঐরূপ হইয়া থাকে।

সামান্যানুমিতি। বিগত অধ্যায় সকলে আমরা প্রধানত বিশেষানুমিতির বিষয়ই বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে সামান্যানুমিতি পর্য্যালোচিত হইতেছে। বিশেষানুমিতিস্থ প্রতিজ্ঞাবাক্যে যে সত্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, তদনু-

মিতির উপসংহারে ঐ সত্য অপেক্ষাকৃত অল্প সাধারণভাবে গৃহীত হয়। যখন আমরা সাধারণ সত্যানুসারে অবগত হই যে, ধাতু সকল সঞ্চালক, এবং স্বর্ণ একটি ধাতু, তখন স্বর্ণের সঞ্চালকত্ব-ব্যাপ্তি দ্বারা স্বর্ণবৃত্তি সঞ্চালকত্ব ধর্ম্মের অনুমান করি। সামান্যানুমিতিতে তদ্বৈপরীত্যে অপেক্ষাকৃত অল্প সাধারণ বা একটি মাত্র বিষয় হইতে সাধারণ সত্যের সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সিদ্ধান্তিত সাধারণ সত্যকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলে। যখন আমরা জানি যে, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ সকল বক্রকক্ষায় ভ্রমণ করে, তখন আমরা ব্যাপ্তি দ্বারা এই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সকল গ্রহই বক্রকক্ষায় ভ্রমণ করে। এইরূপ অনুমিতি আমাদিগের অতীব ইষ্টসাধক। কেবল ইহা দ্বারাই আমরা সকল বিষয়েরই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই; এবং ইহারই ন্যায় উপকারক বিশেষানুমিতির সাহায্যে আমরা বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তে এবং নবাবিষ্কৃত সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। উক্ত সামান্যানুমিতিকে সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করা হয়। যদ্দ্বারা নিশ্চিত সামান্য সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম সম্পূর্ণ সামান্যানুমিতি এবং যদ্দ্বারা অনিশ্চিত সামান্য সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম অসম্পূর্ণ সামান্যানুমিতি। উদাহরণ যথা,—

(১) মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ সকল পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখ গতিতে সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে; মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ সকল পরিচিত গ্রহ; অতএব সমস্ত পরিচিত গ্রহই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখ গতিতে সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে।

(২) বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই ৩৩ দিনের ন্যূন দিন বিশিষ্ট; বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই বৎসরের মধ্যে মাস; অতএব বৎসরের প্রত্যেক মাসই ৩৩ দিনের ন্যূন দিন বিশিষ্ট।

অসম্পূর্ণ সামান্যানুমিতির সিদ্ধান্ত ঠিক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তদ্বয়ের ন্যায় হয় না। যথা, এই, ঐ বা অন্য চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করে; এই, ঐ বা অন্য চুম্বক সকল চুম্বক, অতএব সকল চুম্বকই লৌহ আকর্ষণ করে। এই স্থলে দুষ্ট হেতু বিন্যস্ত হইয়াছে। কারণ, পরীক্ষিত কয়েকটি চুম্বক কখনই সকল চুম্বক হইতে পারে না। সুতরাং সম্ভাবিত সকল চুম্বকের অনুমান অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে।

এই অনুমানকে যদি নিম্নলিখিত প্রকার বাক্যে বিন্যস্ত করা হয়, যাহা এই, ঐ বা অন্য চুম্বকের অন্তর্গত, তাহাই সকল চুম্বক ; লৌহাকর্ষক মাত্রই এই, ঐ বা অন্যের অন্তর্গত ; অতএব ইহা সকলেরই অন্তর্গত, তাহা হইলে ঐ অনুমানই পুনর্ব্বার সম্ভাবিত সম্পূর্ণ অনুমান হইয়া পড়ে।

জ্যামিতি ও অঙ্ক সম্বন্ধীয় সামান্যানুমান।

জ্যামিতি ও অঙ্ক সম্বন্ধীয় সামান্যানুমানের বিচার দ্বারাই আমরা পূর্ব্বোক্ত অসম্পূর্ণ অনুমানের ভিত্তি ও উপকারাদি অবগত হইতে পারি। কারণ, জ্যামিতি প্রভৃতি অনেক স্থলেই উক্ত অনুমানের সাহায্যে বিচার কার্য্য সকল সাধিত হইয়া থাকে। জ্যামিতিতে, যে কোন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের তল রেখার উপরিভাগস্থ কোণদ্বয় পরস্পর সমান, এই লক্ষণের দৃষ্টান্তস্বরূপ একটিমাত্র সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ প্রমাণ স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ প্রমাণের সাহায্যে আমরা যে কোন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র অপরীক্ষিত ত্রিভুজে ঐ সত্যের সত্যত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এই প্রকার বীজগণিতেও দেখা যায় যে, যদি ক ও খ এই দুই রাশির যোগফলকে তাহাদিগের বিয়োগফল দ্বারা গুণ করি, তাহা হইলে, আমরা ঐ দুই রাশির বর্গফলের বিয়োগ ফলকেই উদ্দিষ্ট ফল রূপে প্রাপ্ত হইব। মনে করুন, ক=১০ এবং খ=৭; ১০ ও ৭এর যোগফলকে বিয়োগফল দ্বারা গুণ করিলে ১৭×৩=৫১ প্রাপ্ত হই; উহা ১০×১০ বা ১০০ এবং ৭×৭ বা ৪৯এর বিয়োগ ফলই দৃষ্ট হইবে। এইরূপ যদি আমরা দুইটি অসম-বিভাজ্য রাশি ১ এবং ৩ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে যোগ করি, তাহা হইলে, যে ৪ প্রাপ্ত হই, তাহা ২×২ ; এইরূপ ১+৩+৫=৯=৩×৩; ১+৩+৫+৭...=১৬...=৪×৪... ; অতএব ঐরূপ রাশি সমূহের যোগফল কোন রাশির সহিত তৎসমরাশির গুণফল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। সামান্য বীজগণিতজ্ঞ ব্যক্তিও এই বিখ্যাত নিয়মকে সত্যরূপে প্রমাণ করিতে পারেন। মনে করুন, ক কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা,—১+৩+৫+...+(২ক—১) =$ক^{২}$। এক্ষণে ২ক+১ এইটি সমীকরণের উভয়াংশে যোগ করিয়া দেখুন, ১+৩+৫+...+(২ক—১)+(২ক+১)=$ক^{২}$+২ক+১। শেষ রাশি $ক^{২}$+২ক+১=$(ক+১)^{২}$; অতএব ক এই রাশিতে প্রযুক্ত বিধি ক+১

এই রাশিতেও প্রযুক্ত হইলে, সত্যই থাকিবে। কিন্তু পরিবর্ত্তনীয় স্থলে অর্থাৎ যাহাদিগের পরীক্ষা করা হইবে তাহাদের স্থান বা কাল বিশেষে সম্ভাবিত পরিবর্ত্তন স্থলে রসায়নাদি সকল শাস্ত্রেরই ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। সুতরাং পরিবর্ত্তনীয় স্থলের অনুমানকেই অসম্পূর্ণ অনুমান বলিতে হইবে। সম্পূর্ণ অনুমানের পরীক্ষিতব্য স্থল সকল স্থায়ী বা অপরিবর্ত্তনীয় হওয়াতেই ঐ অনুমান অসম্পূর্ণ না হইয়া সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। যাহা হউক, উভয়স্থলেই উপমিতি ও তদ্দৃষ্টান্ত দ্বারাই অনুমানকার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমরা কোন একটি পুরাতন দৃষ্টান্ত দ্বারা তত্তুল্য বিষয়ের নূতন সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। এই অনুমানের ভ্রান্তি সম্ভাবনা অধিক হইলেও পরীক্ষা দ্বারা কোন একটি অব্যভিচরিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব নহে। তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সিদ্ধান্ত অভ্যুপপত্তি মাত্র, প্রকৃত উপপত্তি নহে।

অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ। সকল প্রকার জ্ঞানই সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ঐ সংস্কার, কালে যে সকল ভাব আমাদিগের মনে উপস্থিত হয়, তাহাদেরই একটি সাধারণ সংজ্ঞামাত্র। মন পূর্ব্বসংস্কার ব্যতীত কোন নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। যে সকল প্রকৃত বিষয় আমাদিগের বুদ্ধিবিষয়ীভূত হয়, বিচারশক্তি দ্বারা মনে তাহাদিগের সম্পূর্ণ অর্থের অববোধ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানশাস্ত্রেও যাহা যাহা আবিষ্কার করেন, তত্তদ্বিষয়ও পূর্ব্বদৃষ্ট প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সকলের অবেক্ষণের অনন্তর তাহাদেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। মানব কোন ভূতেরই সৃষ্টি বা ধ্বংস কার্য্যে সমর্থ নহেন। তবে তাঁহারা যাহা কিছু আবিষ্কার করেন, সে সকল কেবল প্রাকৃতিক শক্তির পদার্থবিশেষের উপর কার্য্যকারিত্বের অবেক্ষণ ও তদনন্তর তাহাদের যথাযোগ্য সংযোজন ও বিযোজন মাত্র। যদি আমরা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উপযুক্ত উত্তাপ প্রদান দ্বারা জলস্থ বাষ্পপরিণমন শক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিতে না জানিতাম, তবে আমরা বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার করিলাম, বলাও একান্ত অসঙ্গত হইত। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম পর্য্যবেক্ষণে যে কিছু জ্ঞানলাভ করি, তাহাদের প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য্যে পরিণত করণ ব্যাপার বা তদ্বিষয়ক বিচাররীতি সকল ন্যায়শাস্ত্র দ্বারাই শিক্ষা

হইয়া থাকে। আমরা উক্ত ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যে বস্তু সকলের প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অবস্থানসামঞ্জস্য প্রভৃতি নিরূপণ করিতে সমর্থ হই। পূর্ব্বপ্রোক্ত নৈয়ায়িক অবেক্ষণরীতি ঐ কার্য্যের সর্ব্বপ্রধান সাধন। অবেক্ষণ দ্বারা আমরা নৈসর্গিক ঘটনা বা পরিবর্ত্তন সকল নিরীক্ষণ করি; কিন্তু তাহাতে আমাদিগের ঐ সকল পরিবর্ত্তনের উপর অধিকার হয় না। ঐ অবেক্ষণ হইতেই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতিনিরূপণ; পরিবর্ত্তনতত্ত্ববিদ্‌গণের যথাযোগ্য যন্ত্রসাহায্যে জলবায়ুপ্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের অবস্থানিরূপণ; ভূততত্ত্ববিদ্‌গণের জড়তত্ত্বনিরূপণ; উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণের উদ্ভিদতত্ত্বনির্ণয়; আকরতত্ত্বজ্ঞগণের ও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের ধাতু প্রভৃতির ও জীবগণের আভ্যন্তরীণ নানাবিধ তত্ত্বের আবিষ্কার, হইয়াছে। কিন্তু পরীক্ষণকার্য্যের স্বভাব সেরূপ নহে। ইহা হইতে আমরা বস্তু ও ঘটনা সকলের গুণ বা অবস্থিতি নিরূপণ দ্বারা তাহাদিগের পরস্পর সংযোগ বিয়োগের ফল পরিদর্শন করি। অধিক কি, ইহারই সাহায্যে রসায়নাদি শাস্ত্রসকলের উন্নতির সহিত মানবগণের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতেছে।

সামান্যানুমানের রীতি। পূর্ব্ববিভাগে আমরা অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ হইতে সমাহৃত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছি; এবং ঐ সকল নিয়মকে কার্য্যে পরিণত করিবার পদ্ধতিও কথঞ্চিৎ জানিয়াছি। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান দ্বারা যে কার্য্যকারণভাব অস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইয়াছে, সেই কার্য্যকারণভাবের নিরূপণপদ্ধতি প্রদর্শিত হইতেছে।

সামান্যানুমান দ্বারা আমরা কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের পরস্পর সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের উপর এক একটি সামান্য ধর্ম্মের সংস্থাপন করি। ঐ কার্য্যের একমাত্র সহায়ই কার্য্যকারণ-ভাব-পর্য্যবেক্ষণ। কারণ শব্দের অর্থ কার্য্যসাধক পূর্ব্বভাব। এক কার্য্যের পূর্ব্বভাবরূপ কারণ যে একটিই হইয়া থাকে, তাহা নয়। একটি কার্য্যের পূর্ব্বভাবরূপ কারণ অনেকগুলি হইতে পারে; যে কোন একটি কার্য্য সম্পাদনে অনেকগুলি পদার্থ বা ব্যাপারের পূর্ব্বভাব লক্ষিত হয়। সুতরাং তাহাদের সকলকেই কারণ বা কারণাংশ বলিতে হইবে। একটি বন্দুকের আওয়াজ করিতে অনেকগুলি বস্তু ও

ব্যাপারের প্রয়োজন হয়। ঐ শব্দের কারণ কেবল বিক্ষেপ হইতে পারে না। বিক্ষেপ, বারুদ, বন্দুকের আকার, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি কোনটি ব্যতিরেকে ঐ কার্য্য সমাহিত হয় না। ঐ প্রকার কার্য্যমাত্রেরই অনেকগুলি কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং কেবল সামান্যত কার্য্যসাধক পূর্ব্বভাবকেই কারণ বলা যাইতে পারে না। যে থাকিলে যে কার্য্য ঘটে, এবং যে না থাকিলে যে কার্য্য ঘটে না, তৎসহবর্ত্তী অন্যগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, যাহা অবশেষ স্বরূপে তৎ-কার্য্যের জনক হয়, এবং যাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তনেই তৎকার্য্যের কার্য্যাবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাই তৎকার্য্যের কারণ হয়। অর্থাৎ অন্যথাসিদ্ধিশূন্য নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তীরই কারণত্ব স্বীকার্য্য, অন্যের নহে। এই লক্ষণটিকে পাঁচখণ্ডে অর্থাৎ পঞ্চ রীতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—

১ম রীতি।—যদি কোন একটি অন্বেষণীয় কার্য্যের দুই বা ততোধিক স্থলে একটি মাত্র সাধারণ সাধন দৃষ্ট হয়, কেবল যাহা সকল স্থলেই তুল্য, তাহাই তৎকার্য্যের কারণ; অর্থাৎ একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ব্ববর্ত্তী সাধনই তৎপর-বর্ত্তী কার্য্যের কারণ। কারণানুসন্ধানে এই রীতির প্রয়োগ করিতে হইলে, ব্যাপারবিশেষের যথাসম্ভব কতকগুলি অবস্থা সংগ্রহ করিয়া, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয় সকলের তৎকার্য্যজনকত্ববিষয়ক সামর্থ্য চিন্তা দ্বারা কারণ নির্ণয় করিতে হয়। ঐ সকল পূর্ব্ববর্ত্তীর মধ্যে ঐ কার্য্যের কারণ অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে যে গুলি উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকিয়া, বস্তুত ঐ কার্য্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি না করে, তাহারা তৎকার্য্যের কারণ নহে; অবশিষ্ট বিষয়গুলি ঐ কার্য্যের কারণ। জলবিম্ব ও শুক্তিতে সময়ে সময়ে যে সকল বর্ণ দৃষ্ট হয়, শুক্তি বা জল সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহার কারণ নহে; শুক্তির মসৃণতা ও জলের তরলতাই উহার কারণ। যেহেতু তত্তদ্বস্তু ব্যতিরেকেও তত্তদ্বর্ণোৎপাদক-গুণবিশিষ্ট পদার্থান্তরেও সময়ে সময়ে ঐরূপ বর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে কারণ নির্ণীত হইলেও, এই রীতিকেও সম্পূর্ণা রীতি বলা যাইতে পারে না। যেহেতু, স্থলবিশেষে এই রীতির অনুসরণে কারণবহুত্বাপাত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যথা,—যদি আমরা উত্তাপের কারণ অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে, ঘর্ষণ, দাহের দহন, বিদ্যুৎ ও ভার প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় ঐ কার্য্যের

কারণরূপে উপস্থিত হয়। এইরূপ স্থলে অগত্যা কারণলক্ষণোক্ত দ্বিতীয় রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ঐ রীতি এই :—

২য় রীতি।—একটি সাধন, যাহার উপস্থিতিতে অন্বেষণীয় কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং যাহার অনুপস্থিতিতে অন্বেষণীয় কার্য্য সিদ্ধ হয় না, অথচ ঐস্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে যাহার অপর সাধন সকলের তুল্যতা অনুমিত হয়, তাহাই তদ্-ব্যাপারের কারণ; অর্থাৎ অপরাপর সাধন সত্ত্বেও যাহার অভাবে কার্য্যের অভাব এবং সদ্ভাবে কার্য্যোৎপত্তি, তাহাই তৎকার্য্যের কারণ। এই রীত্যনুসারে কতকগুলি পূর্ব্বভাবের মধ্যে একটি দ্বারা ব্যাপারের নির্ব্বাহ দর্শনে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষের বারণ হইতেছে। যথা, যখন দুইটি যষ্টি পরস্পর ঘর্ষিত হয়, তখন তাহারা উত্তপ্ত হয়; ঘর্ষিত না হইলে উত্তপ্ত হয় না। সুতরাং একমাত্র ঘর্ষণই ঐ উত্তাপের কারণ। এইরূপ বায়ুকে শব্দ সঞ্চালনের কারণ এবং অক্সিজনকে নিশ্বাস দ্বারা জীবন রক্ষার কারণরূপে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই লক্ষণও সম্পূর্ণ নহে। যেহেতু এককালে কতকগুলি অবস্থার অপরিবর্ত্তনে ও একমাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তনেই এই নিয়ম উপযোগী হয়; ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্ত্তন স্থলে ইহার কার্য্যকারিত্ব থাকে না। এই হেতু উক্ত রীতিদ্বয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অন্বয়রীতি ও শেষোক্ত ব্যতিরেকরীতি স্বতন্ত্রভাবে পরিত্যাগ করিয়া তদুভয়ের সম্মিলনে আবির্ভূত তৃতীয় অন্বয়-ব্যতিরেক রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

৩য় রীতি।—যথা, দুই বা ততোধিক স্থলে যাহার পূর্ব্বভাবে কার্য্যসিদ্ধি এবং যাহার পূর্ব্বভাবের অভাবে কার্য্যের অসিদ্ধি দৃষ্ট হয়, সেই নিয়ত বিসদৃশস্থলীয় সাধনই তদ্ব্যাপারের কারণ। এই শেষোক্ত নিয়ম দ্বারা কারণ অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারাও কেবল কারণ ভিন্ন কারণের যাবদীয় ধর্ম্মের নির্ণয় হয় না। সুতরাং ইহারই সহকারী অপর দুইটি রীতির আবির্ভাব হইয়াছে। যথা,—

৪র্থ রীতি।—কারণরূপে নির্ণীত বিষয় সকলের মধ্যে যাহাদের পূর্ব্বভাব সাক্ষাৎসম্বন্ধে দৃষ্ট হয় না, তাহারা অন্যথাসিদ্ধ রূপে পরিত্যাজ্য এবং অবশিষ্টগুলি কারণরূপে স্বীকার্য্য।

৫ম রীতি।—যাহার বা যে নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তীর বিশেষ পরিবর্ত্তনে যাহার যাদৃশ বিশেষ পরিবর্ত্তন, তাহাই তাহার তাদৃশ কারণ।

প্রথম রীতিত্রয় দ্বারা সামান্যত যাহার নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব নির্ণীত হয়, তাহাই কারণ। এবং চতুর্থ ও পঞ্চম রীতি দ্বারা অন্যথাসিদ্ধের পরিত্যাগের অনন্তর কারণের বিশেষ ধর্ম্ম নির্ণীত হয়। উক্ত কারণ প্রধানত দ্বিবিধ :—নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। উপাদানকারণ আবার দ্বিবিধ :—সমবায়িকারণ এবং অসমবায়িকারণ। যাহার সমবায়ে কার্য্যের উৎপত্তি, তাহার নাম সমবায়িকারণ, ইহা দ্রব্য পদার্থ। এবং ঐ সমবায়ি কারণে প্রত্যাসন্ন দ্রব্যসম্বন্ধীয় গুণ ও কর্ম্ম অসমবায়িকারণ। অবশিষ্ট জনকের নামই নিমিত্তকারণ।

যাহা যে কার্য্যের সাক্ষাৎজনক নহে, তাহা তৎকার্য্যের কারণ নহে, অন্যথাসিদ্ধ। ঐ অন্যথাসিদ্ধ পঞ্চবিধ :—কারণবৃত্তি জাতি, কারণবৃত্তি ধর্ম্ম, অপরের প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তিতায় যাহার পূর্ব্ববর্ত্তিতা, জনকের জনক এবং অনাবশ্যক পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ। ফলত এই পঞ্চমের মধ্যেই পূর্ব্বচতুষ্টয় নিবিষ্ট হইতে পারে।

হেত্বাভাস। যাহা হেতুর সদৃশ বোধ হয়, অথচ প্রকৃত হেতু নহে, তাহাই হেত্বাভাস বা দুষ্টহেতু। অথবা, অনুমিতিজ্ঞান ও তৎকারণজ্ঞান, এতদুভয়ের অন্যতরের বিরোধি জ্ঞানের বিষয় যে হেতুদোষ, তদ্বিশিষ্ট হেতুই হেত্বাভাস; অর্থাৎ হেতুর যে সকল রূপ উপযোগী তাহার অন্যতর-রূপ-বিহীন হেতুই হেত্বাভাস। অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুর পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষত্ব, এই পাঁচটি রূপ হেতুত্বের উপযোগী। কেবলান্বয়ী হেতুর পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব, এই চারিটি রূপ হেতুত্বের উপযোগী; এবং কেবলব্যতিরেকী হেতুর পক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব, এই চারিটি রূপ হেতুত্বের উপযোগী; তদন্যতররূপহীন হেতুই হেত্বাভাস। যাহাতে সাধ্যসন্দেহ হয় তাহার নাম পক্ষ, যেখানে সাধ্যের নিশ্চয় আছে তাহার নাম সপক্ষ, যেখানে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় আছে তাহার নাম বিপক্ষ, সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষের নাম বাধিত এবং সাধ্যবিরোধিসাধক হেতুবিশিষ্ট পক্ষের নাম সৎপ্রতিপক্ষ।

হেত্বাভাস পঞ্চবিধ। যথা,—সব্যভিচার (অনৈকান্ত), বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধিত (কালাত্যয়োপদিষ্ট)। তন্মধ্যে পক্ষে সাধ্যসদসত্ত্ব-কোটিসংশয়জনক সাধ্যব্যভিচারী হেতুর নাম সব্যভিচার; অর্থাৎ সাধ্য ও তদভাবের সহচারী হেতুর নামই সব্যভিচার। ইহা সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী ভেদে ত্রিবিধ। সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব ও তদ্ব্যাপ্য হেতু অর্থাৎ সপক্ষ-বিপক্ষবৃত্তি হেতুর নাম সাধারণ। যথা,—ইহা ধূমবান, যেহেতু বহ্নিমান; শব্দ নিত্য, যেহেতু উহা নিস্পর্শ। ঐ নিস্পর্শত্ব অনিত্য বুদ্ধিতেও আছে এবং স্পর্শত্ব-মিত্য অণুতেও আছে। সাধ্যব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগী হেতু অর্থাৎ সপক্ষ-বিপক্ষ-ব্যাবৃত্ত হেতুর নাম অসাধারণ। যথা,—পর্ব্বত বহ্নিমান, যেহেতু পর্ব্বত; শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহা শব্দত্ববান। এইস্থলে হেতুমৎ পক্ষে সাধ্যনিশ্চয়তা নাই। অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিসাধ্যক বা কেবলান্বয়িপক্ষক ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির প্রতিবন্ধক হেতুর নাম অনুপসংহারী। যথা,—সকলই প্রমেয়, যেহেতু অভি-ধেয়; সকলই মিত্য, যেহেতু প্রমেয়। এইস্থলে সাধ্যসন্দেহ প্রযুক্ত ব্যাপ্তিরও অভাব হইতেছে। শ্লেষ অর্থাৎ একবাক্যের ভিন্ন ভাবার্থে প্রয়োগ, সংশয় অর্থাৎ কারকাদ্যনির্ণায়ক বাক্যপ্রয়োগ, ব্যাপ্যব্যাপকের অযথাপ্রয়োগ, প্রশ্ন অর্থাৎ দুই বা ততোধিক প্রশ্নকে একটি প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত করিয়া উত্তরদাতাকে উত্তরদানে অসমর্থকরণ, পূর্ব্বোক্ত পরার্থানুমান নিয়মের ব্যতিক্রম, উচ্চারণ-দোষ ও অলঙ্কারদোষ প্রভৃতি স্থলীয় দুষ্টহেতু সকল এই সব্যভিচারেরই অন্তর্গত।

পক্ষে সাধ্যাভাবফলক হেতু অর্থাৎ সপক্ষে অবৃত্তি অথচ বিপক্ষ-বৃত্তি স্বসিদ্ধান্তবিরোধী হেতুর নাম বিরুদ্ধ। যথা,—ঘট নিত্য, যেহেতু সাবয়ব; ইহা বহ্নিমান, যেহেতু হ্রদ; এইস্থলে হেতু সাবয়বত্ব ও হ্রদ, নিত্যত্ব ও বহ্নির অভাবের নিশ্চায়ক, এই দোষটি কেবল সামান্যানুমানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পক্ষ, হেতু ও তদ্ব্যাপ্য অসিদ্ধ হইলে, তাহাকে অসিদ্ধ বলে; অর্থাৎ সাধ্যের ন্যায় হেতুও যদি প্রজ্ঞাপয়িতব্য হয়, তবে তাহাকে অসিদ্ধ কহে। ঐ অসিদ্ধ দোষ ত্রিবিধ:—আশ্রয়াসিদ্ধ (পক্ষাসিদ্ধ), স্বরূপাসিদ্ধ (হেত্বসিদ্ধ বা সাধ্যাসিদ্ধ), ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। তন্মধ্যে পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদকাভাব হইলে,

তাহাকে আশ্রয়াসিদ্ধ বলে। যথা,—কাঞ্চনময় পর্ব্বত বহ্নিমান, যেহেতু ধূম-বান। এইস্থলে, কাঞ্চনময় পর্ব্বতের পর্ব্বতত্বই অসিদ্ধ। এইরূপ, পর্ব্বত বহ্নিমান, যেহেতু মহানস; শশবিষাণ নিত্য, যেহেতু অজন্য; শরীর হস্তাদিবিশিষ্ট, যে হেতু হস্তাদিবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান। পক্ষে ব্যাপ্যত্বাভিমত হেতুর বা ব্যাপকত্বাভিমত সাধ্যের অভাব হইলে, তাহাকে স্বরূপাসিদ্ধ বলে। যথা,—হ্রদ দ্রব্য, যেহেতু ধূমবান, বা হ্রদ ধূমবান, যেহেতু দ্রব্য; এই স্থলে হ্রদে ধূমের অভাব হইতেছে; শব্দ অনিত্য, যেহেতু চাক্ষুষ ও জন্য, ইহার নাম বিশেষ্যাসিদ্ধ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু গুণ ও পরমাণুবৃত্তি, ইহার নাম বিশেষণাসিদ্ধ। এবং ইহারা দ্রব্য, যেহেতু নিরবয়ব, ইহার নাম ভাগাসিদ্ধ। স্বরূপাসিদ্ধের এইরূপ ভেদও নৈয়ায়িকসম্মত। ব্যর্থ-বিশেষণ-ঘটিত হেতু বা সাধ্য অর্থাৎ সাধ্যে সাধ্যতাবচ্ছেদকাভাব ও সাধনে সাধনতাবচ্ছেদকাভাব হইলে, তাহাকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ বলে। যথা,—নীলধূমবান পর্ব্বত বহ্নিমান ও ধূমবান পর্ব্বত মহানসীয় বহ্নিমান; এই দুই স্থলে গুরুধর্ম্মের অনবচ্ছেদকত্ব হইতেছে। যাঁহারা গুরুধর্ম্মের অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, ইহা ধূমবান যেহেতু বহ্নিমান; এইরূপ স্থলই উহার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। অসিদ্ধের আর কতিপয় উদাহরণ যথা,—তুমি কল্য যাহা ক্রয় করিয়াছ, আজ তাহা ভক্ষণ করিয়াছ; কল্য অপক্ক দ্রব্য ক্রয় করিয়াছ, অতএব অদ্য অপক্ক দ্রব্যই ভক্ষণ করিয়াছ। ইহার নাম সামান্য ক্রিয়াদোষ। অধিক ব্যবহারে সুরা বিষতুল্য হয়, অতএব সুরা বিষতুল্য। ইহার নাম বিশেষ ক্রিয়াদোষ। ইষ্টক প্রস্তরময়, গৃহ প্রস্তরময়, অতএব গৃহ ইষ্টকময়। ইহা হওয়া উচিত, ইষ্টক প্রস্তরময়, গৃহ ইষ্টকময় অতএব গৃহ প্রস্তরময়। এইরূপ যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ তর্কদোষ আপতিত হয়, সেই স্থলে অসিদ্ধ হয়। ফলদোষেও অসিদ্ধ হয়, যথা,—বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদ-মূলক, ভাগবতের বৈষ্ণবধর্ম্মই ভারতের ঐকমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম, অতএব ভাগবতের বৈষ্ণবধর্ম্মই পূজ্য। এই পূজ্যত্বরূপ ফল আগন্তুক।

সাধ্যাভাবব্যাপ্যবান পক্ষ অর্থাৎ স্বপক্ষে সাধ্যাভাববোধক অন্য হেতু থাকিলে, তাহাকে সৎপ্রতিপক্ষ বলা যায়। যথা,—পর্ব্বত বহ্নিমান যেহেতু ধূমবান; ইহা বহ্ন্যভাববান যেহেতু মহানস নহে; শব্দ অনিত্য, যেহেতু নিত্য-

ধর্ম্মের নিশ্চয়তার উপলব্ধি হইতেছে না। এই সকল স্থলে, ধূমাভাব, বহ্নির অস্তিত্ব সম্ভাবনা ও নিত্যত্বের কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হওয়াতেই দোষ হইল। এই-রূপ দুর্ব্বল কারণ প্রয়োগেও এই দোষ ঘটে। যথা,—পূর্ণিমা ও অমাবস্যা জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের কারণ; এইরূপ বলা অসঙ্গত; কারণ, উহার অন্য কারণ নাই, এরূপ নিশ্চয়তা নাই।

সাধ্যাভাববান পক্ষ, অর্থাৎ প্রমাণান্তর দ্বারা হেতুর হেতুত্ব অপগত হইলে তাহাকে বাধিত বলা হয়। যথা,—জলহ্রদ বহ্নিমান, যেহেতু দ্রব্য; বহ্নি অনুষ্ণ, যেহেতু কার্য্য; ঘট গন্ধবান, যেহেতু পৃথিবী; পর্ব্বত বহ্নিমান, যেহেতু ধূমবান। এই সকল স্থলে হ্রদে বহ্ন্যভাব, বহ্নিতে উষ্ণতাভাব, উৎপত্তিকালাব-চ্ছিন্ন ঘটে গন্ধাভাব এবং শিখরাবচ্ছেদে বহ্ন্যভাব প্রমাণিত হওয়াতেই হেত্বা-ভাস হইতেছে। এইরূপ প্রকৃত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধীয়ের আলো-চনাতেও এই দোষ দৃষ্ট হয়; যথা,—রাম দোষী বলিয়া যে হরি কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, সেই হরি স্বয়ং দুষ্ট, অতএব রাম নির্দ্দোষ হইতে পারে। এই স্থলে রামের দোষ প্রমাণ হইলেও কেবল দুষ্ট ব্যক্তির সকল কার্য্যকেই দোষযুক্ত বলিয়া রামের নির্দ্দোষত্ব প্রমাণের চেষ্টা অসঙ্গত। এই প্রকার যে স্থলে শশাদি পক্ষ, অশ্বত্ব সাধ্য ও বিষাণিত্ব হেতু, তথায় পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ হেতুদোষই বিদ্যমান জানিতে হইবে।

মনোবিজ্ঞান সমাপ্ত।

তত্ত্ববিজ্ঞান।

তত্ত্ব বা সত্য প্রধানত দ্বিবিধ :—পারমার্থিক ও ব্যবহারিক। তন্মধ্যে সশক্তিক ব্রহ্মই পারমার্থিক তত্ত্ব এবং বিশ্ব ব্যবহারিক তত্ত্ব। উভয় তত্ত্বের সমবায় ভিন্ন কোন কার্য্যই—কোন জ্ঞানই হয় না; ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া বিশ্বের জ্ঞান হয় না এবং বিশ্বকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মেরও জ্ঞান হয় না; সুতরাং সকল জ্ঞানেরই মূল বিশ্ব ও ব্রহ্ম। পূর্ব্বোক্ত দুই তত্ত্বই বেদান্তশাস্ত্রে পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে; যথা,—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, জীব, কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব। ব্রহ্ম অ-দ্বিতীয়, অখণ্ড; ব্রহ্মবস্তুর বিভাগ নাই। বিশ্ব—জীব, কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব, এই চারিভাগে বিভক্ত। স্বভাব প্রকৃতিরই নামান্তর। মহদাদি পঞ্চভূত পর্য্যন্ত অবা-ন্তর তত্ত্ব সকল স্বভাবেরই অন্তর্গত। বস্তুত জীবাদি বস্তুচতুষ্টয়ের অতিরিক্ত বিশ্ব নাই। এই সুবিপুল বিশ্বরাজ্যে আমরা যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়ীভূত দেখি, সে সকলই ঐ জীবাদি তত্ত্বচতুষ্টয়েরই অন্তর্ভূত। সকলই উহাদের পরস্পর মিলনে—শক্তিপ্রকাশে উৎপন্ন। কি মহত্তত্ত্ব, কি সাত্ত্বিকাদি অহঙ্কারত্রয়, কি দেবতা, কি মন, কি চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল, কি রূপাদি পঞ্চতন্মাত্র, কি ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চক, সকলই প্রকৃতির পরিণাম। কারণরূপ জীবাদিবিষয় হইতে কার্য্যরূপী মহত্তত্ত্বাদি বিষয়ের প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল অব্যক্ত এবং শেষোক্ত বিষয় সকল ক্রমান্বয়ে ব্যক্তদশাপন্ন। জীবাদি বিষয় সকল ব্যাপক বিষয় এবং মহত্তত্ত্বাদি বিষয় সকল অপেক্ষাকৃত ব্যাপ্য বিষয়। মহ-ত্তত্ত্বাদি ব্যাপ্য বিষয় সকলের মধ্যে আবার মহত্তত্ত্বাদি প্রথম কয়েকটি বিষয় অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বলিয়া অতীন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াদি অবশিষ্ট বিষয় সকল অপেক্ষাকৃত স্থূল বলিয়া ইন্দ্রিয়গম্য। ইন্দ্রিয়াদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গম্য হইয়াও তদগম্য অপেক্ষাকৃত ব্যাপক বিষয় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের বুদ্ধির বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। ঐ সকল জ্ঞেয় বিষয়েরও সাক্ষিস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ তত্ত্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভিন্ন উহাদের উপলব্ধি হইতে পারে না।

সুতরাং জ্ঞেয় বস্তুমাত্রের অস্তিত্বের উপলব্ধির সহিত নিয়ন্ত্রিত জ্ঞাতার ও নিয়ামক সাক্ষীর অস্তিত্বোপলব্ধিও অবশ্যম্ভাবিনী। রূপাদি বিশেষ সত্য সকল যেরূপ ইন্দ্রিয়গম্য হইয়াও তদগম্য সামান্য সত্য কালাদিকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের জ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারে না, তদ্রূপ কালাদি সামান্য সত্য বা পরিদৃশ্যমান বিশ্বও তদাশ্রয়ভূত ব্রহ্মবস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারে না। ব্যাপ্য রূপাদি প্রকৃতির পরিণাম সকল যেরূপ এক অপরিণামী জ্ঞান ব্যতিরেকে অনুভবযোগ্যই হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্যাপক বিশ্বরূপ প্রকৃতির পরিণামও এক অপরিমেয় অপরিণামী বিজ্ঞান ব্যতিরেকে অনুভবযোগ্যই হইতে পারে না। বস্তুত, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না, কার্য্য ব্যতিরেকে ফলোৎপত্তি হয় না। আধার ব্যতিরেকে বস্তুর উপলব্ধি হয় না, ফল ব্যতিরেকে পরিণামের উপলব্ধি হয় না ও জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশ হয় না। ফলত, ফলের মূলে ক্রিয়া, ক্রিয়ার মূলে কাল, পরিণামের মূলে পরিণামী, ব্যক্তের মূলে অব্যক্ত, জ্ঞানের মূলে জ্ঞাতা, এবং কার্য্যের মূলে কারণের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। মানব, বুদ্ধির সাহায্যে পারম্পর্য্য, সামানাধিকরণ্য, সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দ্বারা মূলতত্ত্বের স্বরূপ অবগত হইতে না পারিলেও মূলতত্ত্বে বিশ্বাস তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ। ঐ বিশ্বাস তাঁহার বুদ্ধির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংমিশ্রিত। যদিও আমরা পারম্পর্য্য দ্বারা কার্য্যের মূলে কারণকে সন্দর্শন করি, সামানাধিকরণ্য দ্বারা গুণের মূলে গুণী ও শক্তির মূলে শক্তিমানকে সন্দর্শন করি, এবং সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দ্বারা বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করি; কিন্তু ঐরূপ বিচারে আমরা কোন ক্রমেই মূলতত্ত্বে উপনীত হইতে পারি না। না পারিলেও তাদৃশ তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস অপরিহার্য্য,—আমাদিগের প্রকৃতিতে অনুস্যূত। পরন্তু মূলতত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে জ্ঞেয় না হইলেও উহা এককালে অজ্ঞেয় নহে। যাহা সার্ব্বজনীন বিশ্বাসের মূলে অবস্থিত, তাহা অবিশ্বাস্য হইতে পারে না। যাহা সার্ব্বভৌমিক, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

স্বরূপশক্তিসমন্বিত বিভুচৈতন্যের নাম ঈশ্বর। অণুচৈতন্যের নাম জীব। ঈশ্বরীয় চেষ্টারূপ অব্যক্ত প্রকৃতির গুণক্ষোভক শক্তির নাম কাল। জৈবচেষ্টারূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্তপ্রকৃত্যংশ-গুণ-ক্ষোভক পদার্থের নাম কর্ম্ম। কাল

ও কর্ম্ম, উভয়েই ঈশ্বরের শক্তি হইলেও জীবেই কর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দর্শনে, শাস্ত্রে জৈবশক্তিকেই সামান্যত কর্ম্ম বলিয়া থাকেন। মায়াশক্তিরই নামান্তর প্রকৃতি বা স্বভাব। ঈশ্বর, জীব, কাল ও প্রকৃতি, এই তত্ত্বচতুষ্টয় নিত্য এবং কর্ম্ম অনিত্য ও অদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্য। পূর্ব্বোক্ত পারমার্থিক সত্য ব্রহ্ম ও এই ঈশ্বর অভিন্ন। জীবাদিচতুষ্টয় ব্যবহারিক সত্য বিশ্বেরই অন্তর্ভূত। ঈশ্বর বিজ্ঞানস্বরূপ, নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট, ভুক্তিমুক্তিফলদাতা ও প্রকৃতির অধীশ্বর। জীব বিজ্ঞানাংশ, অনিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট, ফলভোক্তা ও প্রকৃতির অধীন। কাল নিখিল পরিবর্ত্তনের আশ্রয় ও প্রমাপক এবং জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্বাদি ব্যবহারের অদ্বিতীয় কারণ। কর্ম্ম নিখিল ফলের উৎপাদক ও প্রমাপক এবং অব্যক্তব্যক্তত্বাদিব্যবহারের কারণ। স্বভাব নিখিল পরিণামের আশ্রয় ও প্রমাপক এবং পরত্বাপরত্বব্যবহারের কারণ। কাল ও স্বভাব ঈশ্বরের শক্তি এবং কর্ম্ম জীবের শক্তি। ঐ জীব আবার ঈশ্বরের অংশ। বস্তু ও তাহার পরিদৃশ্যমান রূপ যেমত অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ, বিষয়ের অস্তিত্ব ও তাহার আবির্ভাবও তদ্রূপ বিভিন্ন। বিষয়ের আবির্ভাবজ্ঞান ইন্দ্রিয়বেদ্য, কিন্তু তাহার অস্তিত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়বেদ্য নহে; উহা জ্ঞানগম্য। আন্তরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও বস্তুর বহির্ব্যাপ্তি ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের সহিত দৃঢ় সম্বদ্ধ। কোন একটি বিষয় ইন্দ্রিয়গোচর হইবামাত্র তৎসঙ্গেই আন্তরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও উক্ত বিষয়ের বহির্ব্যাপ্তি অনুভূত হইয়া থাকে। মানসিক জ্ঞানে বহির্ব্যাপ্তি অনুভূত না হইলেও মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ব্যাপ্তি দ্বিবিধা;—আধারব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি। বাহ্যবস্তুর গুণসন্নিকর্ষ দ্বারা গুণরূপ বিষয়ের আধারব্যাপ্তি এবং মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তনরূপ ক্রিয়াসন্নিকর্ষ দ্বারা ক্রিয়ারূপ বিষয়ের কালব্যাপ্তি অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপে বাহ্যবিষয়ানুভবে আমরা বিষয়ের আধারব্যাপ্তি এবং আন্তরবিষয়ানুভবে বিষয়ের কালব্যাপ্তি অনুভব করিয়া থাকি। এইরূপে আধার ও কালের অস্তিত্ব অনুভূত হইলেও কাল ও আধারকে ইন্দ্রিয়গম্য বলা যায় না। কারণ, আধার ও কালের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধই ঘটে না। লৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বারা যাহা কিছু উপলব্ধ হয়, তাহা কতক-

গুলি গুণ বা ক্রিয়া মাত্র; তবে অলৌকিক সন্নিকর্ষ দ্বারা ঐ সকল গুণ বা ক্রিয়ার আশ্রয়ভূত আধার ও কাল পরম্পরাসম্বন্ধে অনুভূত হইয়া থাকে। আধার ও কাল এইরূপে আমাদিগের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাসোৎপাদনে অসমর্থা। বুদ্ধিতে যে গুণ ও ক্রিয়ার আধারকালব্যাপকতা প্রকাশিত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে সাম্বন্ধিক ভাবে ও পরস্পর আপেক্ষিকভাবেই হইয়া থাকে। আমাদিগের অন্তঃকরণের বৃত্তির প্রসারণরূপ অবস্থাসম্বন্ধেই বাহ্যবিষয়কে আপেক্ষিকভাবে আধারে অবস্থান করিতে দেখা যায় এবং বাহ্যবিষয়সম্বন্ধেই আমাদিগের অন্তঃকরণ-বৃত্তির পরিবর্ত্তনরূপ অবস্থাকে আপেক্ষিকভাবে কালে অবস্থান করিতে দেখা যায়। ফলত, বুদ্ধিদ্বারা সংশয় ভিন্ন অনন্ত আধার বা অনন্ত কালের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ, এই তিনটি আধারের উপাধি। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিনটি কালের উপাধি। বিষয়ানুভবের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুর দৈর্ঘ্যাদিরূপা ব্যাপ্তি ও তদানুসঙ্গিক দূরত্বাদির বোধ হইয়া থাকে। পরমাণু-সমূহের বিস্তৃতি ব্যাপ্তির বোধক। এবং ইন্দ্রিয় ও বস্তুর মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানাদিই দূরত্বাদির বোধক। এইরূপ মানবের মনে স্মৃতি বা পূর্ব্বোপলব্ধ বিষয়ের আবির্ভাবে অতীতকালের, কল্পনা বা উপস্থিত সন্নিকর্ষে বর্ত্তমান কালের এবং আশা দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আধারগুণে বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ এবং কালগুণে তাহাদের অন্তরে আবির্ভাব হয়। ঐ আধার ও কাল আপাতত শূন্যবৎ প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ-সম্বন্ধে উহারাই সর্ব্বস্ব। আধার ও কাল ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই সম্ভব হয় না।

বিষয় সকল আধার ও কালের সহিত দৃঢ়সম্বন্ধ। আধার ও কালকে পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যবস্তুর জ্ঞানই হইতে পারে না। বাহ্যবস্তুর সহিত অন্তরের সম্বন্ধ সঙ্ঘটনে একটি গতিরূপা ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তিতা লক্ষিত হয়। ঐ গতির সমাধানেও আবার আধারব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী। ইন্দ্রিয়-বোধের প্রথম লক্ষণই গতি; দ্বিতীয় প্রকাশ বা অপ্রকাশ। কালের অতীতত্ব ও আধারের দৈর্ঘ্যরূপ ব্যাপ্তি হইতে উক্ত গতির বোধ হইয়া থাকে,

কালের বর্ত্তমানতা ও আধারের বিস্তৃতিরূপ ব্যাপ্তি হইতে বস্তুর প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং আধারের বেধরূপ ব্যাপ্তি ও কালের ভবিষ্যত্ত্ব হইতে বস্তুর অপ্রকাশ ঘটে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধি, কাল বা আধার জ্ঞানের জননী নহে, কিন্তু আধার ও কালের উক্ত ভাবত্রয়ের বোধ আমাদিগের আত্মগত বিজ্ঞান-শক্তির সামর্থ্যে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্বতঃসিদ্ধভাবে জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যাহার সাহায্যে বস্তুর উপলব্ধি হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়; এবং যাহার সাহায্যে বস্তুবিষয়ক বিশেষজ্ঞান বা সামান্যজ্ঞান হয়, তাহারই নাম বুদ্ধি। ঐ বুদ্ধিতে প্রকাশিত জ্ঞানরূপ ফল দ্বিবিধ; জ্ঞান ও বিজ্ঞান। জ্ঞান শব্দের অর্থ বস্তুজ্ঞান এবং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বস্তুতত্ত্বজ্ঞান। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় কেবল বস্তুর আবির্ভাবমাত্র উপলব্ধি করাইয়াই ক্ষান্ত হয় না। বুদ্ধি সত্তারও অনুসন্ধান করে। কাল ও আধার যেরূপ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের সাধন, সত্তা বা অস্তিত্বও তদ্রূপ বুদ্ধিবেদ্য জ্ঞানের সাধন। প্রমাতৃ-বিষয়ী ও প্রমেয় বিষয়ের অস্তিত্ববিশ্বাস ব্যতিরেকে কোন বুদ্ধিকার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। প্রমাতার অবয়ব, জ্ঞান বল ও ক্রিয়া। প্রমেয়ের অবয়ব, শক্তি লক্ষণ ও ব্যাপ্তি। বিষয়জ্ঞানকালে উহাদের একান্ত আবশ্যক। উহাদের মধ্যে বিষয়ীর জ্ঞান এবং বিষয়ের ব্যাপ্তিই প্রধান অবয়ব বা চিহ্ন হইলেও, বিষয়ীর জ্ঞান, বিষয়গ্রহণসামর্থ্য ও বিষয়গ্রহণ এবং বিষয়ের বিষয়ীভূত হইবার শক্তি, বিষয়ী বলিয়া পরিচিত হইবার বিশেষ লক্ষণ ও ব্যাপ্তি ভিন্ন বিষয়ের সহিত বিষয়ীর সম্বন্ধই ঘটিতে পারে না। বিষয়জ্ঞান আবার বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদজ্ঞানমূলক। কারণ, প্রত্যেক বিষয়জ্ঞানেই আত্মার বিষয়ীরূপে জ্ঞান এবং বিষয়ের তাহা হইতে স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান অপরিহার্য্য। বিষয় সকল বিষয়ীর জ্ঞানের বিষয় বলিয়া, বিষয়ীকে স্বাধীন ও বিষয়কে পরাধীন বলা হয়। বিষয়-রূপ বিশ্বকার্য্য হইতেই স্বাধীন বিষয়ীরূপ ঈশ্বর কারণের এবং পরাধীন বিষয়-রূপ জড় হইতেই স্বাধীন বিষয়ীরূপ আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। তত্ত্ববিজ্ঞানের অধিকারই উক্ত অনুমান হইতে আহৃত বিষয়ী ও বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে তত্ত্বনির্ণয় করা। অতঃপর এই বিষয়ই আলোচিত হইতেছে

এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার কর্ম্মক্ষেত্র। ইহার যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়, কার্য্য। ঊর্দ্ধে অসীম আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে কার্য্য। কি প্রখর-করশালী সূর্য্যাদি গ্রহগণ, কি সুধাকর শশধর, কি অপরাপর অসংখ্য নক্ষত্রনিকর, সকলেই নিজ নিজ নিয়মিত পথে অনন্যলক্ষ্যে কেন্দ্রাভিমুখাকর্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। অধোদিকে দৃষ্টি কর, নিখিল ভূমণ্ডল জলনিধি-শৈল-কানন-গ্রাম-নগর-মরুভূমি-প্রান্তর-জীবনিকরের সহিত নিরন্তরালভাবে অবিচ্ছেদে স্বীয় প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া স্বস্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। চরাচরে কাহারও লক্ষ্যচ্যুতি নাই; কাহারও বিরাম নাই। কি জড়জগৎ, কি চেতন জীবনিচয় সকলেই স্বস্ব গন্তব্য পথে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। অপরিমেয় অম্বুরাশিও কার্য্য করিতেছে; সামান্য নদ-নদী-নির্ঝরিণীও কার্য্য করিতেছে; গিরি-মরু প্রভৃতি স্থাবরসঙ্ঘও কার্য্য করিতেছে; তরুলতাদি উদ্ভিদ্‌সমূহও কার্য্য করিতেছে; কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জঙ্গম প্রাণিগণও কার্য্য করিতেছে; উৎকৃষ্ট জীব মানবমণ্ডলীও কার্য্য করিতেছে। সকলেই স্বস্ব প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতেছে, সত্য; কিন্তু কোন দুইটির কার্য্য পরস্পর একরূপ নহে। প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্য অপর শ্রেণীর কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদিও সকলেই একই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ এবং একই প্রকৃতি সকলেরই কেন্দ্রস্বরূপ—যদিও একই ধর্ম্মরূপ মহাকর্ষণশক্তি সকলকেই স্বস্ব কক্ষাতে অবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে—যদিও একই উন্নতির আকাঙ্ক্ষা—উদ্দেশ্য সকলেরই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তথাপি ঐ প্রকৃতির—ঐ বিচিত্র-স্বভাবা মহীয়সী প্রকৃতির গুণবিভেদেই চরাচরের কার্য্যবিভাগ হইয়াছে। ঐ কার্য্যবিভাগ বা গুণবিভাগই তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগের কারণ। জড়জগতের কার্য্য জড়রূপে প্রতিভাত; চেতন জগতের কার্য্য চেতনাত্মকস্বরূপে প্রকাশিত। জড়ের কার্য্যে কেবল সত্য ও উন্নতির ভাব কিঞ্চিৎ স্ফুরিত হইলেও তাহাতে জ্ঞান বা সুখের ছায়ামাত্র পরিদৃষ্ট হয় না; কিন্তু চেতন জগতের কার্য্যে প্রতিপদেই সত্য ও উন্নতির সহিত জ্ঞান ও সুখের পূর্ণ আভাস প্রতীত হইয়া থাকে। জীবের নিখিল কার্য্যই উন্নতিলক্ষ্যে সুখোদ্দেশে সুখময়ী

প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া সমাহিত হইতেছে। জীবের কার্য্যসমূহের প্রতিস্তরেই উন্নতি ও সুখের আকাঙ্ক্ষার মিশ্রণ সংলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহই নিজের সম্পূর্ণ উন্নতি ও সুখ দেখিতে পান না। সকলেই আপন আপন অভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অসুখী। এ দিকে জিজ্ঞাসা করিলেও ঐ অভাব ব্যক্ত হয় না। ব্যক্ত না হইবার কারণ, তদ্বিষয়িণী অজ্ঞতা। ফলত ঐ অজ্ঞতাতেও লাভ আছে। কারণ, স্বরূপত অভাব জ্ঞাত না হইলেও ব্যতিরেকত, অর্থাৎ 'অভাবের পূরণ হইল না, অতএব আমার অভাব আছে,' এই প্রকারে অংশত অভাব অবগত হওয়া যায়। এবং ঐ আংশিক জ্ঞানেই উক্ত অভাবের পূরণার্থ জড়জগৎ হইতে আধ্যাত্মিক জগতের সাহায্য অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রকৃত অভাব নিরাকরণের প্রকৃত উপায়—যাহা করতলগত হইলেও পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই, তাহা এক্ষণে দেখিতে পাই। আমরা ক্রমে দেখিতে পাই, আমাদিগের অন্তরাত্মার অভাব নিরাকরণের উপায় বাহ্যজগতে নাই, তাহা অন্তর্জগতে। বাহ্য জ্ঞান, বাহ্য ক্রিয়া, বাহ্য বিভূতি, বাহ্য সিদ্ধি, আমাদিগের ঐ অভাব দূর করিতে পারে না। বিশেষত, বাহ্য জগতের কোন কার্য্যের, কোন যোগেরই, ফল প্রকৃত সুখ নহে। আমরা সুখলাভ-প্রত্যাশায়—আমাদিগের সুখাভাবপূরণাশায় যে কোন কর্ম্ম করিয়া থাকি, এবং তাহার সমাপ্তিতে যে কোন ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা প্রকৃত কর্ম্ম বা প্রকৃত সুখ নহে; ঐ সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য কর্ম্মের আভাস ও ঐ সকল সুখ সুখের আভাস বা দুঃখের পূর্ব্বাবস্থামাত্র। তত্ত্বাবৎই কিছুকাল পরে বা কিছু-কাল ভোগেই দুঃখের সাধনরূপে বা অসুখাকারে পরিণত হইয়া থাকে। অত-এব উহাদিগের কোনটিকেই প্রকৃত সুখ বা উক্ত-ফল-সাধক কোন কর্ম্মকেই প্রকৃত সুখসাধক কর্ম্ম বলা যায় না। চিন্তাশীল প্রকৃত উন্নতিলিপ্সু প্রকৃত সুখাভিলাষী মানবমাত্রই এই প্রকার পরীক্ষা ও চিন্তা করিতে করিতে গভীর সংশয়সাগরে নিবিড় ভ্রমান্ধকারে নিপতিত হইয়া থাকেন, এই পৃথিবীর বহুশত শতাব্দীর সঞ্চিত দর্শনশাস্ত্র সকলই তাহার প্রমাণ। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-গণ যাবজ্জীবন চিন্তামগ্ন হইয়া জ্ঞানরত্নের আকরস্বরূপ দুষ্প্রবেশ্য দর্শনশাস্ত্র সকল প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল দার্শনিক যে যুক্তিমালা রচনা

করিয়া গিয়াছেন—সেই সকল জ্ঞানধন মধুকর যে জ্ঞানচক্র নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন,—তাহা আলোচনা করিলে, সকলকেই বিমোহিত হইতে হয়।

জ্ঞানখনি ভারতভূমি অনেকগুলি দর্শনশাস্ত্রের জন্মক্ষেত্র। ঐ সকল দর্শন-শাস্ত্র অতীব প্রাচীন। ঐ সকল দর্শনশাস্ত্র যে সময়ে বিরচিত হইয়াছে, তৎকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক সকল বন্য জীবনও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। পৃথিবীর অপরাপর স্থানের প্রচলিত দর্শনশাস্ত্র সকলের মূল উহাদিগের হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্র সকলকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একভাগ, বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাদিগকে আন্বীক্ষিক শাস্ত্র ও অপর ভাগ তর্ক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাদিগকে বিজ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। চার্ব্বাকাদি কয়েকটি দর্শন প্রথম বিভাগের ও বেদান্তাদি কয়েকটি দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত। যাহাই হউক, শক্তিই ঐ সকল দর্শনের একমাত্র আশ্রয়। জড়শক্তি বা চেতনশক্তিই উহা-দিগের অমূল-মূল। উহারাই ঐ সকল দর্শনশাস্ত্রের সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব। ফলত শক্তির বহির্ভাগে মানবের যাইবার সামর্থ্যই নাই। শক্তিই মানবের মানসিক অনুধাবনার উচ্চতম শিখর। শক্তিব্যতিরিক্ত মানবের মনে কোন ধারণাই নাই। মানবের বিশ্ববিজয়িনী বুদ্ধিবৃত্তির উহাই শেষ কীর্ত্তি ও মানব-কল্পনার উহাই বিরামস্থল। উহাই বিশ্বের সীমান্ত স্থল বা অন্তস্তম স্তল। আমরা শক্তির অতিরিক্ত বিশ্বসংসারের কিছুই জানি না বা জানিতেও পারি না। মনুষ্যের সুবিস্তৃত ও চিরবর্দ্ধিত জ্ঞানরাজ্যের উহাই চরমসীমা। আমা-দিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় কখনই ঐ সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। মানব যতকাল মানব থাকিবেন, তত কালই তাঁহাকে ঐ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইবে—তাহার অন্যথা করিবার সাধ্য নাই। তবে যদি কোন অলোকসম্ভবা শক্তি সহসা তাঁহাতে উচ্ছ্বসিত হয়, তবে যদি কোন অভাবনীয় অলোকসামান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁহাতে অভ্যুদিত হয়, তাহা হইলে তিনি কি করেন, তাহা বলা যায় না। নতুবা আবহমান কাল যেরূপ হইয়া আসিতেছে,

ভবিষ্যতেও সেইরূপই হইবে; তদতিরিক্ত আশা করিবারও কোন কারণ নাই। জ্যামিতির কোণের ভুজদ্বয় ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত করিলেও যেমন তাহার কোণের কোন ব্যত্যয় হয় না, মানবের জ্ঞানোন্নতিরও অনেকটা সেই ভাব। ফলত তাদৃশ অলৌকিক-জ্ঞানেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট মনুষ্য আর মনুষ্যনামে অভিহিত হইতে পারেন না। তাঁহার পদ উচ্চ। অবস্থাভেদে পদভেদ এবং পদভেদে সংজ্ঞারও ভেদ হইয়া থাকে। তখন সে মানুষ—অলৌকিক-শক্তিসমন্বিত সেই মানুষ—আর এই মানুষ রহিল না। এতদুভয়ে চন্দ্র-সূর্য্য আকাশ-পাতাল স্বর্গ-মর্ত্ত্য প্রভেদ হইয়া দাঁড়াইল। সে দেবস্বরূপ মানবের কথা স্বতন্ত্র। নতুবা মনুষ্যের জ্ঞানকাণ্ড চিরন্তনী শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকিবে। সমুদ্র যেরূপ বেলাভূমি উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, অগাধবুদ্ধি মনুষ্যও তদ্রূপ কোনক্রমেই শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারেন না। দস্তবায়ু-সন্তাড়িত হইয়া যদি কখন তিনি সেই শক্তিবেলা উল্লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পান, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত কে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই সাগরগর্ত্তে নিক্ষেপ করে। চিন্তাস্রোত নদীস্রোতের ন্যায় অনন্তকাল ছুটিতেছে—দিন দিন ক্রমান্বয়ে গভীর ও প্রসারিত হইয়া আসিতেছে এবং কালসহকারে তাহার স্ফটিকের তুল্য নির্ম্মলতার ও সৌন্দর্য্যেরও বৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু তাহা কিছুতেই সেই তীর অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছে না; মহাবেগে কূলে কূলে প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাত করিয়া ফিরিতেছে, ইচ্ছা যে, কূল ভাঙ্গিয়া বহির্গমন করে; স্তূপে স্তূপে মৃত্তিকারাশি সেই ভীষণ আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; তথাপি যে অবরোধ সেই অবরোধই পূর্ব্ববৎ অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কোনক্রমেই অপসৃত হইতেছে না। আশাময়ী মায়াময়ী ছায়াময়ী কল্পনা চিরদিনই সেই অচ্ছেদ্য বন্ধন ছেদন করিবার প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু কোন মতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এ বিষয়ে তাঁহার যত্নের লেশমাত্র ত্রুটি নাই; কখন মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি আলস্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করেন না। প্রতিনিয়তই তিনি নিজ কল্পনাবলে সংসারকে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের অনন্ত রহস্য ভেদ করিয়া দেখাইতেছেন, কিন্তু প্রকৃতির অধীন জীব প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্বেচ্ছামত ভাঙ্গিতেছেন ও পুনর্গঠিত করিতেছেন,

কিন্তু অদূরদর্শী জীব প্রকৃতিরই অবস্থান্তর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না—তাঁহার স্থূল দৃষ্টি প্রকৃতির অভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া আর স্তরান্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—উপরিভাগেই ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কল্পনা তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে লৌকিক হইতে অলৌকিকে, প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে, সগুণ হইতে নির্গুণে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছে; প্রাকৃত মনুষ্য কিয়দ্দূর গমন করিতেছে—স্থাবর হইতে জঙ্গমে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, প্রস্তর হইতে মৃত্তিকায়, মৃত্তিকা হইতে জলে, জল হইতে তেজে, তেজ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে আকাশে, আকাশ হইতে তন্মাত্রে, তন্মাত্র হইতে ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় হইতে মনে, মন হইতে দেবতা ও অহঙ্কারে, অহঙ্কার হইতে মহত্তত্ত্বে; পরন্তু তিনি আর উঠিতে পারিতেছেন না; তিনি যতই উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, ততই উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের ন্যায় প্রকৃতিতেই পুনরাগমন করিতেছেন। কল্পনা তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। তিনি প্রাকৃত মনুষ্যকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া আলোক অপেক্ষা বেগবান পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে বায়ুরাশি ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে আকাশপথে উঠিতে লাগিলেন; ক্রমে সাগর গোষ্পদ এবং উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ ধরাপৃষ্ঠে ক্ষুদ্রতম ব্রণের সদৃশ অনুভূত হইতে লাগিল, ক্রমে সমস্ত পৃথিবী ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর ন্যায় কোথায় মিলাইয়া গেল, কল্পনা তখনও দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ছায়াপথে উপনীত হইয়া আকাশগঙ্গায় গাত্র ভাসাইয়া সৌরজগৎ হইতে সৌরজগদন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন; এইরূপে অসংখ্য চক্রবৎপরিক্রমণশীল সৌরজগৎসমূহ পার হইবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু মনুষ্য তাহার সীমান্ত পাইলেন না; এতাবৎকাল প্রকৃতির অনন্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। করুণাময়ী প্রকৃতি তদ্দর্শনে ব্যথিত হইয়া দুর্দ্দান্ত পুত্রকে পুনর্ব্বার শূন্য হইতে অবতরণ করাইয়া ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। মানব তখন জননীর ক্রোড়ে নিদ্রিত—স্বপ্নে বিশ্বসংসারের আবরণ—পলাণ্ডুর কোষের তুল্য আবরণ—উন্মোচন করিতে লাগিলেন; কোষের পর কোষ, আবরণের পর আবরণ, এইরূপে ক্রমশই চলিল; আবরণেরও শেষ নাই, প্রকৃতিরও শেষ নাই; সুতরাং মনুষ্য তাহার সেই

অনন্ত কোষরহস্যও উদ্ভেদ করিয়া অনন্যাপেক্ষী উপাদান অনুধাবন করিতে পারিলেন না। কল্পনা স্থূল জগৎকে কোটি কোটি ভাগে বিভক্ত করিয়া অসংখ্য অণুতে পরিণত করিলেন; স্থূলদৃষ্টি মানব প্রকৃতিরই সূক্ষ্মতম পরিণাম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। জগৎকে অনন্তকাল ভাগ করিলেন, ভাগেরও শেষ হইল না, অণুরও নির্গুণ সত্তা—শূন্যত্বে পর্য্যবসান দেখিতে পাইলেন না। পরিশেষে ভ্রান্ত, আক্রান্ত ও হতাশ হইয়া প্রকৃতির চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরমাণুতেই তাঁহার চিন্তার পর্য্যবসান হইল। কল্পনা স্বীয় অধিকারমধ্যে যতই কেন ইন্দ্রজাল বিস্তার করুন না, প্রাকৃতিক মানব সেই ছায়াবাজিতে প্রকৃতির ছায়া ভিন্ন আর কিছুই দেখিবেন না। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কল্পনার ক্রীড়াভূমি নহে; ইহা কল্পনাময়ী প্রকৃতির অনন্তমূর্ত্তি—অনন্তস্ফূর্ত্তি—অনন্তবিকাশমাত্র,—কলায় কলায়, পিণ্ডে পিণ্ডে, স্তূপে স্তূপে, গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, চন্দ্রে চন্দ্রে, সূর্য্যে সূর্য্যে, লোকে লোকে, জগতে জগতে, প্রকৃতির—কল্পনাশক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। সুক্ষুদ্র পুষ্পরেণুও যেরূপ কল্পনাশক্তির অবয়বী মূর্ত্তি—প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ। বহির্জগতেও যে শক্তি, যে কথা,—অন্তর্জগতেও সেই শক্তি, সেই কথা। কল্পনাময়ী প্রকৃতি অনাদি অনন্ত কাল অনন্ত শূন্য ব্যাপিয়া অনন্তলীলা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার আদিও নাই—অন্তও নাই; ব্যাপ্তি আছে, ক্রম আছে, বিকাশ আছে,—তিনি পরিণামিনী। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বহুকালাবধি সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপার স্তরে স্তরে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছে, পরন্তু প্রকৃতির অতিরিক্ত কোন স্বরূপ না পাইয়া প্রকৃতিতেই বিশ্রাম করিয়াছে। দর্শন, অনুমানের সাহায্যে কৃতকার্য্য হইবার প্রত্যাশায় কার্য্য-কারণের মহা আড়ম্বর লইয়া ধীরে ধীরে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সগুণ হইতে নির্গুণে প্রবেশ করিবার জন্য আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছে এবং একে একে ক্ষিতি-জল-তেজ-মরুদ্-ব্যোম ও গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ উন্মোচন করিয়া প্রকৃতিকে দিগম্বরী করিয়া তাহার অনাবৃত—অনাহার্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইয়াছে, কিন্তু পরিশেষে তাহাতে অসমর্থ হইয়া আধার ও কালের ভাবে বিভোর হইয়া কিছুকাল অন্ধের ন্যায় হস্তামর্ষণে

ইতস্তত ভ্রমণ করিল। মানবের জীবন প্রকৃতিগত—তাঁহার মনও তন্ময়। প্রকৃতিই তাঁহার ভাবনা—প্রকৃতিই তাঁহার কল্পনা। তাঁহার জ্ঞানে ধ্যানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, তপে জপে, চিন্তায় কল্পনায়, ভাবে ভক্তিতে, প্রত্যক্ষে অনুমানে, সর্ব্বত্রই সেই প্রকৃতিরই মূর্ত্তি। যখন আকাশেরও চিন্তা বা ধ্যান করিতে গেলে সুনীল তারকারাজি-সুশোভিত গগনমণ্ডলই মনে উদিত হইবে, তখন মানব প্রকৃতির বহির্ভাগে কল্পনাতীত স্থলে স্বকীয় সামর্থ্যে কিরূপে গমন করিবে?

মনুষ্যের জ্ঞানকাণ্ড অনুশীলন করিলে, পর পর তিনটি বিভিন্ন অবস্থা প্রতীয়মান হয়। সেই অবস্থাত্রয়ে নিখিল বিশ্বব্যাপারের তিন প্রকার ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক; এই তিনটি অবস্থা আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে পর পর স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এই তিনটিই আমাদিগের জ্ঞানোন্নতির সোপান। এই তিনটিই বিজ্ঞানের অনুমোদিত হই-লেও প্রথম ও দ্বিতীয়টি অধিক পরিমাণে প্রকৃতি ও তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মানবের শিক্ষাগুরু ও শেষটি একমাত্র বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মান-বের দীক্ষাগুরু স্বরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কালে এই তিনেরই শাসন প্রবল ভাবে চলিয়া আসিতেছে। নিতান্ত তমোগুণপ্রবল চিত্তে প্রাকৃতিক বলের, রজোগুণপ্রবল চিত্তে দার্শনিক বলের এবং সত্ত্ব-সংশোধিত চিত্তে তত্ত্ববিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত অধিকার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কখন বা এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে তিনেরই সমান প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ঐ তিনটি দ্বারাই পরিমার্জ্জিত হইতেছে। আমাদিগের চিন্তাস্রোত ঐ তিনটি প্রণালীতেই পর পর চলিয়া আসিতেছে। ফলত মানবের উন্নতির সহিত এই তিনটি অবস্থা পর পর অলক্ষিত ভাবে কেমন পরিস্ফুট হইয়া আসি-তেছে, তাহা আলোচনা করিলে হৃদয়ে যে কিরূপ আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহা বর্ণনাতীত। আমাদিগের জীবনে আমাদিগের জ্ঞানরাজ্যে তাহারা পর পর যে কি প্রকারে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে, তাহা একবার চিন্তা করিলেও শরীর পুলকিত ও মন বিস্ময়সাগরে পরিপ্লুত হয়।

যখন হৃদয়রাজ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অদ্বিতীয় আধিপত্য বিস্তার হয়; তখন মানব জড়বৎ বিচরণ করিতে থাকে। যখন উহা আপন শাসন প্রচার

করিতে থাকে, তখন কাহার সাধ্য যে, তাহার প্রতিবাদ করে! তখন চিন্তা-জগতে সেই সর্ব্বেসর্ব্বা। পরে হতপ্রতাপ হইয়া বন্দিভাবে থাকিয়াও সে মধ্যে মধ্যে ভীষণ বিপ্লব ঘটাইতে ক্রটি করে না। যখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রবল প্রতাপ থাকে, তখন দর্শন কোথায় নিরালয়ে এক প্রান্তে দীনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে আত্মবলে বলীয়ান হইয়া অবসর-সুযোগে স্বীয় স্বাধীনতার ধ্বজা উঠাইয়া দেয়। তখন চতুর্দ্দিকে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। উভয়ে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। যে দর্শন এককালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, আজি সে স্বাধীন হইল দেখিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্রোধ ও মনস্তাপের সীমা থাকে না। সে তখন তাহার উচ্ছেদব্রতে ব্রতী হয়; কিন্তু সেই উত্থিত শক্তি কোনরূপেই নির্ব্বাপিত হয় না। নববলে বলীয়ান দর্শন একে একে তাহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতে থাকে। তখন বিজ্ঞান আপনার হীনদশায় দুঃখিত হইয়া মলিন ভাবে সাহায্য প্রার্থনায় ইতস্তত ভ্রমণ করে। অবশেষে দৈবশক্তিলাভে সবল হইয়া—তত্ত্ববিজ্ঞানের সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়া—রণক্ষেত্রে পুনর্ব্বার প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয়। তখন দর্শন নিজ শত্রুকে প্রবল দেখিয়া তাহার সহিত বিরোধ না করিয়া বরং সন্ধিস্থাপনে সমুদ্‌যোগী হয়। ফলত অনাদি কাল হইতেই মানবরাজ্যে এইরূপই চলিয়া আসিতেছে। তিনেরই অধিকার তিনেই ভোগ করিতেছে। তত্ত্ববিজ্ঞান আগত হইলেই, দর্শন, বিজ্ঞানের অধিকার তাহাকে প্রদান করিয়া স্বয়ং তত্ত্ববিজ্ঞানের অনুগত হইয়া অবস্থান করে।

তত্ত্ববিজ্ঞান আত্মা ও পরমাত্মার দ্বারের প্রহরী। আত্মদর্শনের প্রয়োজন হইলে, তত্ত্ববিজ্ঞান ভিন্ন আর কেহই সে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না বা সাহসও করে না। তত্ত্ববিজ্ঞানই প্রকৃত পক্ষে জগদ্‌গুরু। ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিষয়েই তাহার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। যাহাতে তত্ত্ববিজ্ঞান নাই, তাহা হেয় ও অপদার্থ। যথায় তত্ত্ববিজ্ঞান নাই, তথায় প্রেতের বাস,—নির্ব্বোধের রাজ্য। তত্ত্ববিজ্ঞানই চতুর্ব্বর্গফলদাতা। তত্ত্ববিজ্ঞানের যদি কোন অধিকার থাকে, তাহা মনুষ্যের ভাবমার্গে, চিন্তামার্গে নহে। ধর্ম্মের নিয়মগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করাই তত্ত্ববিজ্ঞানের কার্য্য।

পদার্থের প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদিগের কোন জ্ঞানই নাই। পদার্থ যেরূপে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়, আমাদিগের তদ্বিষয়ে সেই রূপই জ্ঞান। তাহার অতিরিক্ত অস্তিত্বে আমাদিগের কিছুমাত্র অধিকার নাই, এবং তাদৃশ জ্ঞানও আর এক দ্বিতীয় বস্তুর সম্বন্ধে। সংসারে দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলে আমাদিগের কোন জ্ঞানই হইত না। বস্তুর স্বরূপ বা নির্গুণ সত্তা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। আমার রসালের জ্ঞান আছে; অর্থাৎ রসাল আমার ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু। ইহার আকার প্রকার, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ ও স্পর্শ আমার যেরূপ অনুভব হইয়াছে, তাহা অন্য ফল হইতে পৃথক্ বা অন্যের সহিত তাহার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে; আমাদিগের জ্ঞানই এই প্রকার। এতদ্ভিন্ন রসালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমরা বলিতে পারি না। নির্গুণ অস্তিত্ব আমাদিগের উপলব্ধি হয় না এবং কোন বস্তুর প্রকৃত কারণও আমরা জানিতে পারি না। বস্তুসমূহের পরস্পর সাদৃশ্য, সামানাধিকরণ্য ও পারম্পর্য্য সম্বন্ধ ব্যতীত আর আমাদিগের কিছুই জানিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু সম্বন্ধ নিত্য; অর্থাৎ অবস্থার প্রভিন্নতা না হইলে সে সম্বন্ধেরও প্রভেদ ঘটে না—চিরকালই সমভাবে থাকে। অগ্নিতে কাষ্ঠ দগ্ধ হয়, অর্থাৎ অগ্নি ও কাষ্ঠ সমানাধি-করণ, এবং দহন পরবর্ত্তী ঘটনা। অগ্নি ও কাষ্ঠের সামানাধিকরণ্য বিশেষে দহন রূপ পরবর্ত্তী বিষয় উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধ নিত্য; তবে অবস্থান্তরে সম্বন্ধেরও যে ভেদ হয়—তাহাও নিত্য। অর্থাৎ আর্দ্র কাষ্ঠে অগ্নিসংযোগে দহনের পরিবর্ত্তে অপর একটি পরবর্ত্তী ঘটনা সংসাধিত হইবে। যে নিত্য সাদৃশ্য সম্বন্ধ সূত্রে বস্তু সকল পরস্পর গ্রথিত, এবং যে নিত্য প্রণালীতে তাহাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তিতা এবং পারম্পর্য্য সম্বন্ধে দেখা যায়, তাহাকেই নিয়ম বলে। আমরা একখানি কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলাম, কাষ্ঠ জ্বলিতে লাগিল, বারংবার পরীক্ষায় লক্ষিত হইল যে, সকল সময়েই সেই এক ভাব। ক্রমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, এইরূপ সঙ্ঘটন দর্শনে আমা-দিগের প্রতীতি হইল যে, এইরূপ যে কোন কাষ্ঠ এইরূপ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেই এইরূপ দহন নির্ব্বাহ করিবে। এইরূপে আমরা জ্ঞাত অবস্থা হইতে অজ্ঞাত অবস্থায় গমন করিলাম। ফলত অগ্নিসংযোগে কাষ্ঠ দহন কার্য্য

সম্পাদন করে, ইহারই নাম নিয়ম। পদার্থসম্বন্ধে আমরা ঐ নিয়মমাত্র জানি। তাহাদের সূক্ষ্ম প্রকৃতি বা নিগূঢ় কারণ প্রভৃতি জানিবার আমাদিগের কোন শক্তি নাই। জ্ঞাত অবস্থা হইতে নিয়ম সংগ্রহ করাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। উহার বহির্ভাগে গমন করা বিজ্ঞানের অনধিকারচর্চ্চামাত্র। বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আছে। ঐ বিভাগ ও বিষয় অনুসারেই বিজ্ঞানের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হয়। গণিতবিজ্ঞান সংখ্যা, জ্যামিতি দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ, জ্যোতিষ জ্যোতিষ্কগণের আকৃতি গতি ও পরিমাণাদি, রসায়ন জড়বস্তুর পরিবর্ত্তনাদি, শারীরবিজ্ঞান শারীরিক প্রক্রিয়াদি লইয়া আলোচনা করে। দর্শনশাস্ত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় নাই। কিন্তু উহা পূর্ব্বোক্ত সকল গুলিকে লইয়াই আলোচনা করে। তত্ত্ববিজ্ঞান সমস্ত চিন্তাজগতের অধিকারী। মনুষ্য যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, ইহাই তাহার প্রাণের প্রাণ। তত্ত্ববিজ্ঞানই জীবের জীবনের একমাত্র সুখদাতা। বিজ্ঞান ইহারই সেবার জন্য সুদূরপরাহত তত্ত্বনির্ণয়ে তন্ময় হইয়া থাকে। দর্শন ইহার অনুগত ভৃত্য। বিজ্ঞানের প্রণালী প্রমেয়গত; দর্শনের প্রণালী প্রমাতৃগত; তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রণালী উভয়গত। তত্ত্ববিজ্ঞানের অভ্যুদয়েই বিজ্ঞান ও দর্শনের বিরোধ ভঞ্জন হইয়াছে।

বহির্জ্জগতের সহিত অন্তর্জ্জগতের মিলন করাই সকল অনুসন্ধানের মুখ্য কল্প। প্রমাতৃগত প্রণালীটি সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মনঃকল্পিত; প্রমেয়গত প্রণালীটিও সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সীমাবদ্ধ; কিন্তু তৃতীয়টি বিজ্ঞান ও অনুমানের উপর সংস্থাপিত, তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী, কাল্পনিক হইয়াও বাস্তবিক। প্রমাতৃগত প্রণালীটি মানসিক কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া চিন্তাস্রোতে প্রধাবিত হয়। মানসিক ধারণার পারম্পর্য্যের প্রতিরূপের সহিত বাস্তবিক ঘটনার ঐক্য থাকুক বা না থাকুক, সে তাহার অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়াই চিন্তামার্গে বিচরণ করিয়া থাকে। প্রমেয়গত প্রণালীটি ঠিক উহার বিপরীত। সে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয় চিন্তা করিতেই অসম্মত। কল্পনার রাজ্যে গমন করিতেও পরাঙ্মুখ। কিন্তু তৃতীয় প্রণালীটি সেরূপ নহে। এ প্রণালীতে চিন্তাতরঙ্গ ঘটনাতরঙ্গের সঙ্গে

সঙ্গে সমান ভাবে তালে তালে চলিতে থাকে। মানবের যে পূর্ব্ব ধারণা থাকে, তাহাকে প্রতিপদে বাস্তবিক ঘটনার সহিত বিধিমত তুলনা করিয়া মিলন করিয়া দেখায়। ইহাতেও দর্শনের ন্যায় অনুমান আছে বটে, কিন্তু তত্ত্ববিজ্ঞানের অনুমান মিথ্যা নহে, একটা যা তা ধরিয়া লওয়া নহে। ইহারও বন্ধন আছে—সঙ্কেত আছে। তৃণদর্শনে দুগ্ধের অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত। সকল অনুমানের মূলেই উপমিতি আছে, নতুবা অন্ধের হস্তিদর্শন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক দৃষ্ট জ্ঞানের সঙ্গেই কতকটা অনুলব্ধি থাকে। সকল গুণই সকল সময় একেবারে উপলব্ধ হয় না, সুতরাং সর্ব্বত্রই আংশিক অনুলব্ধি থাকে। বস্তুর দৃষ্ট লক্ষণ দ্বারা অদৃষ্ট লক্ষণ অনুমান করিতে হয়। উপলব্ধি হইতে অনুলব্ধি ও অনুলব্ধি হইতে জ্ঞান—প্রমাণ। উপলব্ধির প্রামাণ্য নাই; অনুলব্ধির প্রামাণ্য অপরিহার্য্য। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই অনুমানের সাহায্য লইয়া থাকেন বটে; কিন্তু দার্শনিকের অনুমানে ও বৈজ্ঞানিকের অনুমানে বিস্তর প্রভেদ। বৈজ্ঞানিক নিজ অনুমানকে ঘটনার সহিত পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করেন, কিন্তু দার্শনিক সেরূপ পরীক্ষার প্রয়াস বা অবসর পান না। কাল্পনিক অনুমানের প্রামাণ্য নাই, বাস্তবিক অনুমানেরই প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। দার্শনিকের অনুমান স্বপ্নবৎ; তাহার সহিত বাস্তবিকের পারম্পর্য্য থাকে না। বৈজ্ঞানিকের অনুমান জাগ্রতের ন্যায় বাস্তবিকের পারম্পর্য্য বিশিষ্ট। স্বপ্নের ন্যায় কাল্পনিক কোন কোন স্থলে সত্য ও অভ্রান্ত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু সেই নিমিত্ত তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। কাল্পনিক অনুমানে স্বভাবের নিয়ম আয়ত্ত হয় না, সুতরাং উহা স্বভাবের অধীন; যেখানে স্বভাবের সহিত ঐক্য হইল, সেই খানেই কাকতালীয় ন্যায়ে কাল্পনিক অনুমান সত্য হইল; তদ্ভিন্ন স্থলে উহার ভ্রম অপরিহার্য্য। কাল্পনিক অনুমান প্রমাতৃগত, সুতরাং উহাতে প্রমাতৃগত ভ্রমাদি দোষ অপরিহার্য্য। কিন্তু বাস্তবিক অনুমানে স্বভাবের নিয়ম আয়ত্ত হয়, সুতরাং স্বভাব উহার অধীন; সর্ব্বত্রই স্বভাবের সহিত ঐক্য রহিল, সর্ব্বত্রই বাস্তবিক অনুমান সত্য হইল; কোন স্থলেই উহার ভ্রমের সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক নিয়ম প্রমাতৃ ও প্রমেয় এতদুভয়-গত;

সুতরাং উহাতে প্রমাতৃগত ভ্রমাদিদোষের সম্ভাবনা থাকে না। তত্ত্ববিজ্ঞানই বিজ্ঞানের, চূড়ান্ত গৌরব, মনুষ্যবুদ্ধির উহাই শেষ সাধনা। উহাই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। উহাই মানবের জ্ঞান-পিপাসার বিরাম-সরোবর। মনুষ্য যে ভাবে যথায় থাকুক না কেন,—সংসারে বা অরণ্যে, সভ্যতার উচ্চতম সমুজ্জ্বল শিখরে বা অসভ্যতার প্রগাঢ় অন্ধকারময় কন্দরের অন্তস্তলে, বিলাসের কমনীয় নিকুঞ্জ কাননে বা উৎকট বৈরাগ্য-মরুতে—তত্ত্ব-বিজ্ঞান সর্ব্বত্রই তাহার পিপাসা নিবারণ করিয়া তাহাকে অগাধ আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিবেই করিবে।

মনোবিজ্ঞান নিঃশব্দে অপরিস্ফুটভাবে আত্মার অস্তিত্ব অবধারণ পূর্ব্বক নিরস্ত হইলে—তৎকৃত প্রমাণ আত্মবস্তুর তত্ত্বনির্ণয়ে অসমর্থ হইলে, চিন্তাশীল মানব আত্মতত্ত্বনিরূপণার্থ অপৌরুষের তত্ত্ববিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদিগের দেশে আত্মতত্ত্বনির্ণয়কারিগণের মধ্যে নানাবিধ মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তত্ত্ব-বিজ্ঞান-ইতিহাসের প্রথম পথপ্রদর্শক নাস্তিকগণ।

দেহাত্মবাদী নাস্তিকগণ বলেন—"শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরস্পর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সন্দর্শনেই দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবধারিত হইতে পারে না। বৃত্তিদ্বয়বিশিষ্ট দেহের স্বভাবই এই যে, দেহ এক বৃত্তি দ্বারা জড়বৎ কার্য্য করে ও অপর বৃত্তি দ্বারা চেতনবৎ কার্য্য করে। বস্তুতঃ একমাত্র অনাদি অনন্ত অপরিমেয় শক্তির—বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রমবিকাশেই পরমাণু সমূহ পরিণত হইয়া ক্রমান্বয়ে পৃথিবী হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জীবের উৎপত্তি সাধন করিয়াছে। আস্তিকের কোন তর্কযুক্তি দ্বারাই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। ভৌতিক জগৎ, উদ্ভিজ্জগৎ ও প্রাণিজগৎ সর্ব্বতোভাবে বিসদৃশ হইলেও উহাদের অভ্যন্তরে এক অতি আশ্চর্য্য অপরিবর্ত্তনীয় ক্রমোন্নতির নিয়ম বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত ক্রমোন্নতিই ঐ বৈসাদৃশ্যের কারণ। ভূতসমূহের রাসায়নিক সংযোগজনিত গতি, উদ্ভিদ সমূহের প্রাণ এবং প্রাণিসমূহের মধ্যে নিকৃষ্ট প্রাণিগণের ঐন্দ্রিয়িক শক্তি ও উৎকৃষ্ট প্রাণিগণের চেতনাই ধর্ম্ম। অত্যুৎকৃষ্ট প্রাণী

মানবের বিবেকই ধর্ম্ম। শক্তির সমস্ত ক্রিয়ার মূলকারণ কথনই জড় হইতে পারে না। নানাবিধ কারণ সকল মূলশক্তিরূপে একত্বে পর্য্যবসিত হইয়া অখণ্ড ও অদৃশ্যভাবে সমস্ত কার্য্যই সাধন করিতেছে। উহাই বিশ্বের অদৃষ্ট; ঐ অদৃষ্ট শক্তির বশেই বিশ্বসংসার বারংবার উৎপত্তি-স্থিতি-লয় ও পুনরুৎ-পত্তি প্রভৃতি ভজনা করিতেছে। ঐ অদৃষ্টকারণরূপিণী মহীয়সী শক্তি হইতেই দেহের ক্রমবিকাশে ক্রমোন্নতিতে চৈতন্যের ক্রমবিকাশ। উহা হইতেই বিবে-কের উৎপত্তি। ঐ অদৃষ্ট কারণ হইতেই ক্ষিতি, ক্ষিতি হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে পত্র-পুষ্প-ফলের উৎপত্তি। আবার তাহার ক্রমাবনতিতে ক্ষিতিরূপে পরিণতি। প্রকৃতিতে সকলই নিত্যনূতন—নিত্য-লয়! উৎপত্তির পর শৈশব, শৈশবের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য; আবার বার্দ্ধক্যের পর বাল্য। এইরূপ নিত্যই প্রলয়, নিত্যই উৎপত্তি, নিত্যই নবভাব। কাহারও এককালে লয় নাই, শূন্যত্ব নাই; কেবল অবস্থান্তর। কাহারও আকস্মিকী উৎপত্তি নাই, কাহারও শূন্য হইতে আবির্ভাব নাই। যাহা ছিল, তাহাই আসিতেছে, আবার যাইতেছে, আবার আসিতেছে। কেহই শূন্য ছিল না বা শূন্য হইবে না; কেবল পরিবর্ত্তন, কেবল নব-ভাবের আবির্ভাব মাত্র। এই নিয়মেই সমুদ্র, এই নিয়মেই পর্ব্বত, এই নিয়মেই ক্ষিতি, এই নিয়মেই আকাশ, এই নিয়মেই অঙ্কুর, এই নিয়মেই বৃক্ষ, এই নিয়মেই কীট, এই নিয়মেই মানব, এই নিয়মেই অজ্ঞ, এই নিয়মেই বিজ্ঞ, এই নিয়মেই জাতি, এই নিয়মেই সমাজ। সকলই সেই প্রকৃতির—অজ্ঞেয়া প্রকৃতির নিয়ম। এই প্রকৃতি বিরুদ্ধস্বভাবা; কখন মনোহারিণী কখন ভয়ঙ্করী কখন ঐশ্বর্য্যময়ী কখন মাধুর্য্যময়ী। অধিক কি, এই সত্যস্বরূপা বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির কারণত্বে আত্মার স্বতন্ত্র অনস্তিত্বে আর অধিক প্রমাণ প্রয়োগের—বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা নাই। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাণী অর্থাৎ উন্নতির প্রায় চরমসীমাপ্রাপ্ত মানব জাতিরই বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, ও সভ্যতা, অসভ্যতা ভেদে ঐ চৈতন্যধর্ম্মেরই যেরূপ বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয়, তাহা হইতেই ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে চৈতন্যের ক্রমবিকাশ বিলক্ষণ প্রতি-পন্ন হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, মানবজাতির মধ্যে যে কয়েকটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়,

তাহার মধ্যে একটিকে বিবেকশক্তির আধারস্বরূপ আত্মবিশিষ্ট বলিলে, অপর-টিকে তদভাববিশিষ্ট বলা অযুক্ত হয় না। একজন বিবেকশালী যুবাকে আত্ম-বিশিষ্ট বলিলে, একটি সদ্যোজাত কিম্বা পর্ব্বতগুহাবাসী অসভ্য মানবকে কি ঐ আত্মবিশিষ্ট বলিতে সাহস হয়? বিশেষত এই সূক্ষ্ম ক্রমোন্নতির নিয়মের প্রতি দৃষ্টিবিহীন হইয়া স্বতন্ত্র চৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসাপন্ন ব্যক্তিরা যে, জড়-শরীর হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া অপর একটি কূট তর্কের অব-তারণা করেন, দেহাত্মবাদিগণ কি তৎপরিবর্ত্তে চেতন আত্মা হইতে জড়-শরীরের উৎপত্তিও তাদৃশ অসম্ভব বলিয়া প্রতিকূল তর্কের উত্থাপন করিয়া বিপক্ষমতের উপর অপরিহার্য্য দোষের আরোপ করিতে পারেন না?" অধি-কন্তু দেহাত্মবাদিগণ বলেন যে, "তাঁহাদের মতের যৌক্তিকতার প্রতি প্রত্যক্ষই প্রমাণ; কিন্তু প্রতিপক্ষীয়গণকে স্বমত সংস্থাপনে অজ্ঞেয় অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ফলত আস্তিকের মতে অসম্ভবে সম্ভবের কল্পনা, ভ্রান্ত-বিশ্বাসের অনুরোধে। আত্মজ্ঞান জীবের সংস্কারজ এবং অদ্ভুত-সংযোগের ফল। দেহের স্বভাবই অধ্যাত্ম—দেহই আত্মা। সহজ জ্ঞান কিছুই নাই, সকল জ্ঞানই সংস্কারজ। ক্রমোন্নতিই জ্ঞানের সাধন। চেতন-কর্ত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের নিশ্চ-য়তা ও সম্ভাবনাও নাই, বিশেষত আমাদিগের জ্ঞান যখন সীমাবদ্ধ, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে যখন কোন জ্ঞানই হয় না, তখন ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর অস্তিত্বে কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? সমস্ত মানবজাতি যে বিষয় প্রত্যক্ষ করেন নাই, সে বিষয়ের প্রামাণ্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্ম্মাদি অতিপ্রকৃত বিষয় সকল, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, মানবগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে। ঐ কল্পনা কালক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া ভয়ঙ্কর কুসংস্কার-জালে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে।"

"মানবজাতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের মনঃকল্পিত ঈশ্বরেরও ক্রমোন্নতি হইয়াছে। মানবের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, অবগত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীনকালে মানবজাতি যখন প্রথম বন্যজীবন হইতে সভ্যজীবনে পদার্পণ করেন, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমাজে আধুনিক উপাসনা প্রণালী প্রচলিত ছিল না। তৎকালে তাঁহারা পদার্থসমূহের আদিকারণ

অনুসন্ধানে রত ও সময়ে সময়ে সৃষ্টিকৌশলে বিমোহিত হইয়া নদী, পর্ব্বত, ভূমি, জল, আকাশ, অগ্নি, উদ্ভিদ, বজ্র, তড়িৎ, চন্দ্র, ও সূর্য্যাদির পূজা ঈশ্বরজ্ঞানেই সম্পাদন করিতেন। সঙ্কীর্ণবুদ্ধি মানবগণ প্রকৃতিকে তাঁহাদের জ্ঞানের অগোচরে কার্য্যসাধন করিতে ও তাঁহাদিগের অভাবনীয় সুখ দুঃখ বিধান করিতে দেখিয়া অজ্ঞেয় প্রাকৃতিক শক্তিকে ঈশ্বরভাবে পূজা করিতেন।"

"সুদূরদর্শী আর্য্যঋষিগণ ঐ সকল প্রাকৃতিক শক্তির যথাযোগ্য কল্পিত মূর্ত্তি সকল রচনা করিয়া কখন ভয়ঙ্কর ঐশ্বর্য্যের ভাবে, কখন মনোহর মাধুর্য্যের ভাবে, কাব্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া সামাজিক নিয়ম সকলের ও মানসিক বৃত্তি সকলের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। বর্ষাসাঙ্কর্য্যের অবসানে শারদীয়া, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতা, পার্শ্বদ্বয়ে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী ও ধনাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবী পরিবেষ্টিতা, বীরত্ব ও গাম্ভীর্য্যের আদর্শস্বরূপ কার্ত্তিকের-গজাননপরিসেবিতা, দুষ্টরিপুমহিষাসুরবিমর্দ্দিনী, দশদিগ্ব্যাপিনী, দশভুজা, মহাশক্তি মহামায়ার মহীয়সী মূর্ত্তি। তৎপরেই মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা;—ভগবান নন্দনন্দন নন্দনকানন অপেক্ষাও আনন্দধাম বৃন্দাবনে ত্রিজগন্মানসাকর্ষক মুরলীধর রাসরসাকর্ষী মনোহর নটবরবেশে মুগ্ধা গোপকন্যাগণের পরম পরিতৃপ্তি বিধান করিতেছেন। তৎপরেই শ্বেতশতদল-বিরাজিতা বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী শুভ্রবর্ণে শুভ্রবসনে সমাবৃতা হইয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীত-সুধাবর্ষণে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছেন। তৎপরেই ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবে প্রীতি-রতি দ্বারা কন্দর্পরূপী শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব। পরেই ঐশ্বর্য্যময়ী বাসন্তী। তাহারই পর ভগবৎ-কৃপায় ভক্তহৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাবস্বরূপ জন্মাষ্টমী। এইরূপে শক্তির পর ঈশ্বর, তৎপরে শক্তি; সুতরাং অভিনব ভাব, ঐশ্বর্য্যের সহিত মাধুর্য্য, শক্তিরই রূপান্তর।"

"যাহা হউক, ঐ প্রণালীতে আর্য্য ঋষিগণের অপূর্ব্ব কৌশল সত্বেও তাঁহারা যে ঐ শক্তিকে মানবীয় সাজে ও গুণে বিভূষিত করিয়া অদ্ভুত দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কালক্রমে ঐ শক্তি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় ও ভিন্ন ভিন্ন আকারে আশ্চর্য্যভাবে পূজিত হইতে লাগিল। এইরূপেই

পুত্রপরিজন-পরিবৃত মহাভোগ-বিলাসী যুদ্ধ-বিগ্রহাদি-রত কামাদি-পরিপীড়িত মানবধর্ম্মী দেবগণের উৎপত্তি হইল। কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নাগাদি-নিবাস পাতালাদি পুরী ও দেবাদি-নিবাস স্বর্গাদি পুরীরও আবির্ভাব হইল এবং ঐ সকল পুরী নানাবিধ অলঙ্কারে সমালঙ্কৃতও হইতে লাগিল। পরে যৌক্তিক ও তার্কিক লোক সকল আবির্ভূত হইলে, দর্শনশাস্ত্রানুমোদিত কল্পিত ঈশ্বর ও তাঁহার উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত হইতে লাগিল। ফলত, ঈশ্বর যে মানবের মনঃকল্পিত ও ধর্ম্মাদি যে তাঁহাদিগের সমাজশাসনার্থ উদ্ভাবিত উপায়, তাহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীত হয়। মানবের প্রকৃতি ও তদ্গত বৈষম্য এবং বিশ্বপ্রকৃতির পর্য্যালোচনাই মানব মনে ঐ সকলের অসারত্ব ও কল্পিতত্ব প্রতিপন্ন করিয়া দেয়।"

"জ্ঞানিমাত্রই স্বীকার করেন যে, জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাহায্য ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় না। যে কোন জ্ঞান লাভ হয়, তাহাতেই ইন্দ্রিয় অনুস্যূত রহিয়াছে। যাহাকে সহজ জ্ঞান বলা হয়, তাহাও ইন্দ্রিয়ব্যতিরেকে প্রকাশ পায় না এবং ধারণা করাও যায় না; সুতরাং মানবের মনঃকল্পিত ঈশ্বরও মানবীয় গুণে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ সকল গুণ আবার ঐ কল্পিত ঈশ্বরে এত অধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে যে, তাহাদের সামানাধিকরণ্য বা সামঞ্জস্য সম্ভবই হয় না। ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রকৃতিকে জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত করেন, বলা নিতান্ত অসঙ্গত। করুণা শব্দের অর্থ পরদুঃখনিবারণেচ্ছা। সুতরাং ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন, বলিলে, ঈশ্বর জীবের দুঃখনিবারণেচ্ছায় সৃষ্টি করেন, ইহাই বুঝা গেল। সৃষ্টির পূর্ব্বে দুঃখাদি কিছুই ছিল না; দুঃখাদিও ঈশ্বরসৃষ্ট। যদি তাহাই হইল, তবে ঈশ্বর কাহার নিবারণের আশায় সৃষ্টি করিলেন? কি নিমিত্তই বা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের ঐরূপ অসৎ দুঃখের নিবারণে ইচ্ছা হইল? সুস্থশরীর ব্যক্তিকে কোন্ বুদ্ধিমান ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত জীবে দুঃখসঞ্চারের পর সৃষ্টিতে প্রবৃত্তিও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে, দুঃখ সৃষ্টিসাপেক্ষ ও সৃষ্টি দুঃখসাপেক্ষ হওয়াতে পরস্পরসাপেক্ষতারূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। বিশেষত চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড়ের কার্য্য

হয় না ভাবিয়া প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তৃত্ব অস্বীকার করাই অসঙ্গত। কারণ, চেতনাধিষ্ঠান ব্যতিরেকেও অনেক জড়বস্তুর কার্য্যকরণে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে। অভিনব জাত সন্তানের বৃদ্ধি ও জীবন ধারণার্থ জড়াত্মক দুগ্ধ প্রবৃত্ত হইতেছে এবং জনগণের উপকারার্থ সময়ে সময়ে জড় মেঘ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছে। অতএব জড়াত্মক প্রকৃতিও জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবে, তন্নিমিত্ত ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজনই নাই। অধিকন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব স্বীকারে পূর্ব্বোক্ত দোষ ভিন্ন আরও অনেক দোষ দেখা যায়। ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা; ইহা কি সম্ভবপর কথা? বিশ্ব অনাদি ও অনন্ত। এক অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইলেও যখন শূন্য হয় না এবং অসংখ্য শূন্য একত্র করিলেও যখন এক হয় না, তখন বিশ্বকে অবশ্যই অনাদি ও অনন্ত স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্ব অনাদি হইলে, উহার সৃষ্টিকর্ত্তাও অসম্ভব হইল। যদি শক্তির উদ্বোধনকেই সৃষ্টি বলা হয়, তাহা হইলে, কথঞ্চিৎ সৃষ্টিকর্তৃত্ব সঙ্গত হইলেও শান্তি নাই। ইচ্ছাময়ত্বাদি গুণের সামঞ্জস্য কোথায়? ঈশ্বরকে ইচ্ছাময় বলিতেছ, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, উদ্দেশ্য বিনা ইচ্ছা থাকে না, তখন ঈশ্বরের কোন না কোন উদ্দেশ্য স্বীকার না করিলে, তাঁহাকে ইচ্ছাময় বলা যাইতে পারে না। উদ্দেশ্য স্বীকার করিলে, পূর্ণকামত্ব থাকে না। আমাদের উদ্দেশ্যই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার কারণ হয়, তবে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়; যেহেতু, আমাদের উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ নহে। আমাদের পরিমিত শক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার করিলে, তাঁহার করুণাময়ত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ও সার্ব্বজ্ঞ্যাদি ধর্ম্মের অসামঞ্জস্য হয়। বিশেষত, যিনি স্বয়ং এই অমঙ্গলময় বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে স্বেচ্ছানুরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগের অনধিকারী করিয়াছেন, তিনি তাঁহার উক্ত অসম্পূর্ণ কার্য্যের নিমিত্ত ভক্তির পাত্র হইতে পারেন না। অধিকন্তু তাঁহাকে উপাসনাপ্রিয় বলিলে, তাঁহার নির্ব্বিকারত্বও সম্ভব হয় না। এইরূপ বিচার করিলে, ঐ ঈশ্বরকে মানবের মনঃকল্পিতই বলিতে হয়। ঐ সকল দোষের পরিহার কামনায় পরলোক স্বীকার করাও অন্যদোষের উৎপাদক। দেহাবসানে তদুৎপন্ন আত্মার ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং পরলোক অস্বীকার্য্য। তর্কবিভ্রান্তির জন্য পরলোক

স্বীকৃত হইলেও যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও করুণাময়, তিনি কি কারণে অসম্পূর্ণ শক্তি ও অসৎ প্রবৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক জীবকে এই অসীম যন্ত্রণা-ভোগের পাত্র করিয়াছেন, এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? যে কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত অদৃষ্ট অশ্রুত ও অচিন্ত্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার দ্বারা সে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হয়, কি প্রকারে? লোক যে সুখের জন্য কল্পিত ঈশ্বরের সেবা করিবেন, প্রকৃতি কি তাঁহাকে সে সুখ প্রদান করিতে অক্ষম? প্রকৃতিতে কি সে সুখের অসদ্ভাব আছে; প্রকৃতির সুখ, দুঃখসংশ্লিষ্ট হইলেও অবর্জ্জনীয় ভাবে প্রাপ্ত দুঃখের পরিহার পূর্ব্বক সুখমাত্র ভোগ করিলেই হইল। দুঃখের দিকে দৃষ্টি না করিলেই প্রকৃতি সুখের আগার হইয়া উঠিবে।"

"বিশেষত, ঈশ্বরের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির বিভিন্ন প্রণালী হইল কেন, এই দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা কে করিবে? একাল পর্য্যন্ত যখন ঐ সকল বিষয়ের সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃত হইল না, তখন কেনই বা লোকে 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' 'ঈশ্বর ঈশ্বর' বলিয়া চীৎকার করেন? মানবের অসম্পূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ হইতে পারে না। ক্রমবিকাশি জগৎ যখন ক্রমশই উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, তখন এমত সময় আসিতে পারে, যখন মানব স্বতই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া অভিলষিত সুখস্বচ্ছন্দতা অনু-ভব করিবে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বিচিত্রকৌশলময়ী প্রকৃতির নিয়মানুসারেই অন্তর্হিত হইবে।"

বস্তুত দেহাত্মবাদিগণের মতে, "প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত প্রমাণ নাই, অনুমান সম্ভাবনা মাত্র। বিশ্বাতিরিক্ত ঈশ্বর নাই; বিশ্ব স্বতঃসিদ্ধ অনাদি অনন্ত। জড়ের পরিণতিই চেতন জীব। দেহাতিরিক্ত আত্মা, স্বর্গ, মুক্তি ও পর-লোকের প্রমাণ নাই। বুদ্ধিপৌরুষবিহীন ব্রাহ্মণবর্গ আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ বেদ ও তল্লিখিত আচার ব্যবহারের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব মনুষ্যসৃষ্ট অনৃতব্যাঘাতাদিদোষদুষ্ট বেদাদিশাস্ত্রসমূহের পরোক্ষবাদ প্রামাণ্য নহে। মনুষ্য প্রকৃতির নিয়মের অনুরোধে স্বীয় বিবেকশক্তির পরিচালনে যে কার্য্য করিবেন, তাহাই তাঁহাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে। তাহাই তাঁহার অভিলষিত সুখের সাধন হইবে। এইরূপ করিতে করিতে তিনি

স্বয়ংই অলক্ষিত ভাবে এক দিন না এক দিন স্বকপোলকল্পিত ঈশ্বরের অনুরূপ হইবেন; ইহাই সত্য।"

সাঙ্খ্যদর্শন-প্রণেতা কপিল বলেন,—প্রকৃতিপুরুষের অবিবেক হেতু অর্থাৎ পুরুষ, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, পুষ্করপলাশবন্নির্লেপ ও অকর্ত্তা, এইরূপ জ্ঞানের অনুৎপত্তি পর্য্যন্ত জীবকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পরে প্রকৃতিপুরুষের বিবেক অর্থাৎ প্রকৃতিই কর্ত্রী, পুরুষের কর্তৃত্ব অধ্যাসমাত্র, এইরূপ জ্ঞানের উদয়ে অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে, পুরুষের প্রতি প্রকৃতির অধিকারের ত্যাগ হয়। তদনন্তর পুরুষের অর্থাৎ জীবের ত্রিবিধ দুঃখের ধ্বংস হয়। ইহাকেই আনন্দপ্রাপ্তি কহে। যেরূপ ভারবাহক পুরুষের মস্তক হইতে ভার অপনীত হইলে, ভারজনিত দুঃখের অবসানরূপ সুখের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সুখ। পূর্ব্বোক্ত দুঃখত্রয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ;—শারীর ও মানস। বাতপিত্তাদিজনিত বৈষম্য হেতুক দুঃখই শারীর দুঃখ এবং কামক্রোধাদিজন্য দুঃখই মানস দুঃখ। এই দুঃখদ্বয় আন্তরোপায়নাশ্য বলিয়াই ইহাদিগকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলা যায়। মনুষ্যপশ্বাদিহেতুক দুঃখই আধিভৌতিক দুঃখ। এবং যক্ষরাক্ষসভূতাদ্যাবেশহেতুক দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে। উক্ত ত্রিবিধ দুঃখই প্রকৃতিমূলক; সুতরাং প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকে প্রকৃতির অধিকারের অবসান হইলেই দুঃখত্রয়ের ধ্বংস হয়। যদিও ঔষধ-বনিতাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ নাশ, দুর্গাদি সাধন দ্বারা আধিভৌতিকাদি দুঃখের নাশ হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা উক্ত দুঃখের সমূলে নাশ হয় না, পরন্তু রোগবিশেষের ন্যায় পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়। অতএব প্রত্যক্ষমাত্রবিশ্বাসী নাস্তিকের মতানুসারে সাংসারিক ক্ষণিক সুখের উৎপত্তিতে যে দুঃখনাশ হয়, তাহাকে আত্যন্তিক দুঃখনাশ বলা যায় না; প্রকৃতির নিবৃত্তি হইলেই আত্যন্তিক নাশ হয়। অতএব তাদৃশ আত্যন্তিক নাশকেই আনন্দপ্রাপ্তিরূপা মুক্তি বলা হয়। ঐ ধ্বংসরূপা মুক্তি কার্য্য হইলেও উহা ঘটাদিকার্য্যের ন্যায় অনিত্য নহে। কারণ, ধ্বংসরূপ অভাবের নিত্যত্বই স্বীকার্য্য। এইরূপে পুরুষের নিত্যত্ব স্বীকারে শূন্যবাদী বৌদ্ধেরও মত নিরাকৃত হইল।

যোগদর্শন-প্রণেতা পতঞ্জলি বলেন,—প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকাভ্যাস দ্বারা বিষয়বৈরাগ্য জন্মে। ঐ বৈরাগ্যের পক্বতা জন্মিলে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। এবং তল্লাভে পরমেশ্বরপ্রসাদ হয়। তাহা হইলে, দুঃখপরিহার ও সুখপ্রাপ্তি হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটিকে যম কহে। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানের নাম নিয়ম। যোগাভ্যাসকালীন স্বস্তিকপদ্মাদি অঙ্গসংস্থান বিশেষের নাম আসন। এবং রেচন-পূরণ-কুম্ভনরূপ বায়ুসংযমন কার্য্যবিশেষের নাম প্রাণায়াম। বিষয় সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিয়োজনরূপ কার্য্যবিশেষের নাম প্রত্যাহার। নাভিচক্র ও নাসাগ্রাদিতে নির্ব্বিষয় চিত্তের স্থিরীকরণের নাম ধারণা। যাহাতে বিষয়ান্তরের স্ফূর্ত্তি হয়, সেই চিত্ত দ্বারা যে সমাধি লাভ হয়, তাহার নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং প্রমাণ, বিপর্য্যয়, সঙ্কল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে, যে সমাধি লাভ হয়, তাহারই নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হইলেই জীবের দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দাবাপ্তি হয়। এই মতে সাঙ্খ্যের ন্যায় কেবল প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকেই মুক্তি স্বীকৃত হয় না, পরন্তু মুক্তিলাভে ঐ বিবেকের পরও সমাধির নিমিত্ত যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। এই দর্শনে পদার্থনির্ণয়াংশে সাঙ্খ্যদর্শনের সহিত ঐকমত্য থাকিলেও ইহাতে ঈশ্বরসত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম নিরীশ্বর সাঙ্খ্যদর্শন না হইয়া সেশ্বর সাঙ্খ্যদর্শন হইয়াছে। এবং ইহাতে যোগের বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে বলিয়াই ইহাকে যোগদর্শনও বলা যায়।

চিত্তবৃত্তির নিরোধের নামই যোগ। নিরোধ শব্দের অর্থ সংযম; অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি সকল নিয়ত যে সকল বিষয়ে আসক্ত হইতেছে, তাহাদিগকে সেই সকল বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক বিষয়ান্তরে সংযত বা নির্দ্দিষ্ট করার নামই চিত্তবৃত্তির নিরোধ। ঐ নিরোধ দ্বিবিধ;—প্রথম, বিভূতি লাভের নিমিত্ত কোন একটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া তাহারই বারংবার চিন্তা দ্বারা চিত্তের বিষয়ান্তর হইতে বিনিবর্ত্তন; এবং দ্বিতীয়, মুক্তি লাভের জন্য ধ্যেয়

বস্তুতে সংস্থাপিত চিত্তকে তন্মাত্রের নিয়ত ধ্যান দ্বারা বিষয়সুখ হইতে বিনিবর্ত্তন। যোগবলে অণিমাদি যে সকল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাহারই নাম বিভূতি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতার নাম মুক্তি। ঐ পরমাত্মা, আকাশ যেরূপ নিরতিশয় বৃহত্ত্বের আশ্রয়, পরমাণু যেরূপ নিরতিশয় ক্ষুদ্রত্বের আশ্রয়, তদ্রূপ নিরতিশয় জ্ঞান ও সুখের আশ্রয়। জীবের বুদ্ধিবৃত্তি রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা কলুষিত থাকে বলিয়া তাঁহার দৃক্‌শক্তি পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন-দৃক্‌শক্তি-সমন্বিত জীবের সর্ব্বগোচর জ্ঞানের অসম্ভাবনা প্রযুক্ত জীব পরমাত্মপদবাচ্য হইতে পারে না। পরমেশ্বর ক্লেশকর্ম্মাদিরহিত, জগন্নির্ম্মাণার্থ স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণ পূর্ব্বক সংসারপ্রবর্ত্তক, সংসারানল-সন্তপ্যমান ব্যক্তিগণের অনুগ্রাহক, অসীম-করুণা-নিধান এবং অন্তর্য্যামিরূপে সদা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। যথানিয়মে যোগানুষ্ঠান করিলেই তিনি জীবের অবিদ্যার উন্মূলনে প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ-জন্য সংসারের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন এবং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়েন।

ন্যায়দর্শন-কর্ত্তা গৌতমের মতে, প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ-লক্ষণ-পরীক্ষা দ্বারা আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, ও অপবর্গ, এই দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের জ্ঞান লাভের অনন্তর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মদ্বয়-সাক্ষাৎকার হয়। তন্মধ্যে মনন অনুমানাধীন, অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানাধীন ও ব্যাপ্তিজ্ঞান পদার্থতত্ত্বজ্ঞানসাপেক্ষ। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সাক্ষাৎকারের অনন্তর বাসনার সহিত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। তদনন্তর তৎকার্য্যভূত সপ্রবৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের নিবৃত্তি হয়। অবশেষে পূর্ব্বার্জ্জিত দেহারম্ভক কার্য্যের কায়ব্যূহ দ্বারা ভোগে ক্ষয় হইলে, দেহান্তরের অনুৎপত্তি প্রযুক্ত বাধাদায়ক শরীর, ষড়িন্দ্রিয়, ষড়্‌বিষয়, ষড়্‌বুদ্ধি, সুখ ও দুঃখ, এই একবিংশতি প্রকার দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়। এই দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি।

বৈশেষিকদর্শনকার কণাদের মতে, আত্মা বিভু ও দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ এবং বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট ও ভাবনাখ্য সংস্কার, এই নববিধ গুণের আশ্রয়। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই

সপ্তপদার্থান্তর্গত ষট্ পদার্থের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আত্মার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। পরে উপাসনা দ্বারা তৎসাক্ষাৎকার লাভ হইলে, উক্ত বৈশেষিক প্রাগভাবের সহিত সমস্ত বৃত্তিরও ধ্বংস হয়; অর্থাৎ বৃত্তিসকলের পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্তও বিনষ্ট হয়। ঐরূপ বৃত্তিনাশই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি।

"পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনির মতে ঈশ্বরার্চ্চনরূপ বৈদিক কর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্যাদৃষ্ট দ্বারা দুরদৃষ্টের ক্ষয় ও স্বর্গাদিপ্রাপ্তি বা মুক্তি লাভ হয়।

সার কথা, এই সংসারে দুঃখপরিহার ও সুখপ্রাপ্তির জন্যই লোকের প্রবৃত্তি দেখা যায়। ঐ সুখলাভ ও দুঃখহানিও আবার উপায় ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। এই কারণে সারাসারবিচারজ্ঞ কপিলাদি মহর্ষিগণ প্রথমত অসঙ্গতবোধে পূর্ব্বপক্ষ স্বরূপে ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসশূন্য চার্ব্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন এবং তদনুগত জৈনদর্শন বা আর্হতদর্শনাদির মত সকল খণ্ডন করত তদ্বিষয়ে স্বস্ববুদ্ধিবিপরিণাম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপায় সকল কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল উপায় আত্যন্তিক দুঃখপরিহার ও সুখলাভে অঙ্গীকার্য্য নহে। কারণ, ঐ সকল ঋষির প্রদর্শিত মুক্তি ও তাহার উপায় প্রকৃত মুক্তি ও প্রকৃত উপায় নহে। ফলত ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য পরিশেষে সর্ব্বদর্শনশিরোমণিস্বরূপ বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসাদর্শনের আবির্ভাব হইয়াছে। ভগবান বাদরায়ণ এই দর্শনের রচয়িতা। তিনি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ অপৌরুষের বেদশাস্ত্রের অনুগুণ তর্কযুক্তি দ্বারা সেই সেই মতের নিরাকরণ পূর্ব্বক তত্ত্বপায়্যাবধারণে যে স্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা অতি বিশুদ্ধ। এই দর্শনের মতে সর্ব্বেশ্বরাখ্য পুরুষোত্তমের স্বরূপের ও গুণের স্বজ্ঞানপূর্ব্বক পরিজ্ঞান হইলেই আত্যন্তিক দুঃখহানি ও সুখলাভ হইয়া থাকে।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥
যং ন পশ্যন্তি যোগীন্দ্রাঃ সাঙ্খ্যা অপি মহেশ্বরম্।
অনাদিনিধনং ব্রহ্ম তমেব শরণং ব্রজ ॥"

কূর্ম্মপুরাণম্।

"এতে ভিন্নদৃশাং দৈত্য বিকল্পাঃ কথিতা ময়া।
কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সঙ্ক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম॥
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃ পরম্॥
কণাদেন তু সংপ্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাঙ্খ্যন্তু কপিলেন বৈ॥
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদমথার্থতঃ॥
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্।
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্॥
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্॥
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ঁল্লোকগর্হিতম্।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে॥
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে॥
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে॥
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥"

বিষ্ণুপুরাণম্।

বেদান্তদর্শন মহর্ষি বেদব্যাসের কৃত। এই দর্শন সকল দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বত্র সমাদৃত। বেদের শেষভাগ অর্থাৎ উপনিষদ্ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে বেদান্তদর্শন বা উত্তরমীমাংসা বলা হয়। এই দর্শনে

ব্রহ্মবস্তু নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া ইহা ব্রহ্মমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় এই দর্শনও অতি সঙ্ক্ষিপ্ত কতকগুলি সূত্র দ্বারা গ্রথিত। ঐ স্বল্পাক্ষর সূত্রসকলের তাৎপর্য্যাববোধের নিমিত্ত অনেকগুলি প্রাচীন পণ্ডিত উহার ব্যাখ্যাস্বরূপ ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল ভাষ্য প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত:—অদ্বৈতভাষ্য ও দ্বৈতভাষ্য। যে সকল ভাষ্যে ব্রহ্ম হইতে জীবের ব্যবহারিক ভেদের নিত্যতা স্বীকার করা হয় নাই, তাঁহাদিগকে অদ্বৈত ভাষ্য এবং যে সকল ভাষ্যে ঐরূপ ভেদের নিত্যতা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাদিগকেই দ্বৈতভাষ্য বলে। অদ্বৈত ভাষ্যের মধ্যে শাঙ্করভাষ্যই প্রধান। ঐ ভাষ্য খানি ভগবান শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। এবং দ্বৈতভাষ্যের মধ্যে রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য, এই চারি সম্প্রদায়ের চারি খানি ভাষ্যই প্রসিদ্ধ। ভগবান বেদব্যাস স্বয়ংও নিজকৃত দর্শনশাস্ত্রের তাৎপর্য্যাবগতির নিমিত্ত ঈশ্বরানুমোদিতভাবে সমাধিলব্ধ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণকেই উহার ভাষ্যরূপে প্রচার করেন। ফলত সেই নিমিত্তই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বেদান্তদর্শনের ভাষ্যান্তরের প্রয়োজন বোধ না করিয়া এবং মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যকেই অপেক্ষাকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত দেখিয়া উহার স্বতন্ত্র ভাষ্য প্রকাশ করিলেন না, বা করাইলেনও না। কথিত আছে, তিনি একখানি স্বতন্ত্র দর্শন প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাৎকালিক দার্শনিকপ্রবর রঘুনাথ শিরোমণির স্বার্থপ্রণোদিত অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া উহা জনসমাজে প্রচার করেন নাই। সে যাহা হউক, তাঁহার তিরোভাবের কিছুকাল পরে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য মহানুভাব শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণ মহাশয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিচারকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদ গোস্বামিপাদগণের মতানুসারে গোবিন্দভাষ্য নামে এই ভাষ্যগ্রন্থ প্রচার করেন। এই ভাষ্যখানি সাধারণে প্রচলিত না থাকায় ইহা দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা এই প্রস্তাবে অদ্বৈতভাষ্যের মধ্যে শাঙ্করভাষ্য ও দ্বৈতভাষ্যের মধ্যে শেষোক্ত ভাষ্য খানিরই আলোচনা করিব। তদ্দ্বারাই দ্বৈত ও অদ্বৈত, উভয়বিধ মতই বিশেষরূপে অবগত হইতে পারা যাইবে।

বিশেষত আমাদিগের দেশে যতগুলি অদ্বৈত ভাষ্য প্রচলিত আছে—সকলগুলিই শাঙ্কর ভাষ্যের অনুগত বলিয়া এবং গোবিন্দভাষ্য নামক এই দ্বৈত ভাষ্যখানি ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রচারিত শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সিদ্ধান্ত ভাষ্যের অনুগত বলিয়া বেদান্তদর্শন আলোচনার নিমিত্ত ভাষ্যান্তরের সাহায্য গ্রহণের বিশেষ কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না।

বেদান্তসূত্র সকল চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে আবার চারি চারিটি করিয়া পাদ আছে। অধ্যায় চতুষ্টয়ের নাম যথাক্রমে সমন্বয়াধ্যায়, বিরোধপরিহারাধ্যায়, সাধনাধ্যায় ও ফলাধ্যায়। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্বাদি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে অস্ফুটার্থ শ্রুতি সকলের ব্রহ্মপরত্বাদি এবং চতুর্থে সাঙ্খ্যমত-প্রসিদ্ধ প্রধানের জগৎকর্ত্তৃত্ব-বোধক প্রমাণাভাসের সমন্বয়াদি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে অদ্বৈতমতবিরুদ্ধ শ্রুতি ও স্মৃতির সমন্বয়াদি, দ্বিতীয়ে যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা সাঙ্খ্যাদি দর্শনের মতের নিরাকরণ, তৃতীয়ে সৃষ্টিক্রমনিরূপণ প্রসঙ্গে আকাশের নিত্যত্ব খণ্ডন ও জন্যত্ব সংস্থাপন, এবং চতুর্থে প্রাণের নিত্যত্ববোধক শ্রুতির সমন্বয় পূর্ব্বক জন্যত্ব সংস্থাপন করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুসারে জীবের সংসারগতিক্রমাদি, দ্বিতীয়ে জগতের অবস্থাভেদাদি, তৃতীয়ে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিচারাদি এবং চতুর্থে বেদান্তসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান ও পুরুষার্থ সাধন প্রভৃতি নিরূপণ করা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাধন বিষয়ক বিচারাদি, দ্বিতীয়ে বাগাদির প্রয়াণ নিরূপণাদি, তৃতীয়ে অর্চ্চিরাদিমার্গ নিরূপণাদি এবং চতুর্থে মুক্ত ও মুচ্যমান ব্যক্তির প্রাপ্তি প্রকরণাদি বিবৃত হইয়াছে। এবং স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর বিষয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যের মতে :—

একমাত্র ব্রহ্মই সত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন গুণাদি প্রকৃতির গুণপরিণাম সকলই মিথ্যা। মায়ামোহিত ব্রহ্মই জীব এবং উক্ত মায়ার অপগমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই জীবের মুক্তি। উপযুক্ত অধিকারী ভিন্ন উক্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। যিনি অধিকারী না হইয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করেন, তিনি

কেবল জ্ঞানকাণ্ডের চর্চ্চার জন্য নরকে পতিত হয়েন। এই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী হওয়াও সহজ নহে। যিনি অধ্যয়নবিধি অনুসারে বেদ ও বেদান্ত সকল অধ্যয়ন পূর্ব্বক বেদার্থ এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং যিনি তদনন্তর ইহ জন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক স্বর্গাদিজনক যজ্ঞ, দান বা জপাদি কাম্য কর্ম্ম ও নরকাদিজনক ব্রহ্মহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক মানসব্যাপাররূপ উপাসনাদির অনুষ্ঠান দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া পরিশেষে শমদমাদি সাধনচতুষ্টয়ের সাহায্যে অভ্রান্ত হইবেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। কারণ, তাঁহারই ইচ্ছা আশু ফলবতী হয়; অন্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অভিলাষ কেবল উপহাসাস্পদ হইবার নিমিত্তই বলিতে হইবে।

নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ, শমদমাদি-সাধনসম্পৎ ও মুমুক্ষুত্ব এই চারিটির সাধারণ নামই সাধনচতুষ্টয়। তন্মধ্যে কোন্ বস্তু নিত্য ও কোন্ বস্তু অনিত্য, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুই নিত্য, তদন্য সকলই অনিত্য, এইরূপ বিবেচনার নামই নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক। ঐহিক স্রক্-চন্দন-বনিতাদি ও পারলৌকিক স্বর্গাদি বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণার নামই ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা, এই ছয়টির নাম শমদমাদি সাধনসম্পৎ। তন্মধ্যে ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত বিষয়ের শ্রবণাদি হইতে মনের নিগ্রহের নাম শম। বাহ্য ইন্দ্রিয়কে তাদৃশ শ্রবণাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করার নাম দম, বিহিত কর্ম্ম সকলের বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগের নাম উপরতি, শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহের অনন্তর ব্রহ্ম ও তদুপযোগী বিষয়ে মনোনিবেশের নাম সমাধান। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। মোক্ষেচ্ছার নামই মুমুক্ষুত্ব।

উক্ত প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মিলে, জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিতে করিতেই জীব অচিরেই ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন।

ব্রহ্ম সৎ অর্থাৎ সত্যস্বরূপ, চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যপদ-বাচ্য জ্ঞানস্বরূপ এবং পরম আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম অখণ্ড অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় এবং নির্ধর্ম্মক, অর্থাৎ ব্রহ্মে জ্ঞান বা সুখাদি কোন ধর্ম্মই নাই। জ্ঞান একমাত্র; উহা নানা নহে। ঘটাদি জ্ঞান হইতে পটাদি জ্ঞানের এবং মদীয় জ্ঞান হইতে অন্যদীয় জ্ঞানের পার্থক্য দর্শনে জ্ঞানকে নানা বলা যাইতে পারে না; কারণ, বিষয়স্বরূপ উপাধির নানাত্ব হেতু জ্ঞানের নানাত্ব প্রতীতি ভ্রান্তিমাত্র। একই বস্তু জলাদি নানা বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা প্রতিবিম্ব উৎপাদন করিলেও যেমন বস্তুর নানাত্ব হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধিরূপ উপাধির নানাত্ব দ্বারা জ্ঞানের ভ্রান্ত নানাত্ব জানিতে হইবে; উহা বাস্তবিক নহে। একই রাজা যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজা বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন, তদ্রূপ একই জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অন্তঃকরণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়া বিভিন্ন আখ্যায় আখ্যাত হইতে পারে। বিশেষত যে বস্তুর বাস্তবিক ভেদ থাকে, তাহার উপাধির পরিত্যাগেও ভেদব্যবহার হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানের যখন উপাধির পরিত্যাগেও ভেদ-ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, তখন জ্ঞানকে একই বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। যখন ঘটজ্ঞানও জ্ঞান এবং পটজ্ঞানও জ্ঞান, তখন জ্ঞানকে ভিন্ন বলিতে পারা যায় না। ঐ জ্ঞানের আবার নামান্তর চৈতন্য এবং ঐ চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ; সুতরাং জীবাত্মা সকলও পরস্পর ভিন্ন নহে, এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মারও ভেদ নাই, বলিতে হইবে। ঐ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আত্মার জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশরূপ ষড়্‌বিধ বিকারের কোন বিকারই নাই। আত্মা সদা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান; আত্মা নিরতিশয় স্নেহের অদ্বিতীয় পাত্র। পুত্রবিত্তাদিতে স্নেহ আত্মপ্রীতি-নিমিত্তক, কিন্তু অন্যস্নেহ-নিমিত্তক আত্মপ্রীতি নহে। অজ্ঞানস্বরূপ অবিদ্যার প্রতিবন্ধকতা বশত আত্মার আনন্দরূপতা প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত, অর্থাৎ তাহার বিশেষ প্রতীতি নাই, যাহা আছে, তাহাও সামান্য প্রতীতি মাত্র; সুতরাং অপ্রতীতি নিবন্ধন আত্মার প্রতি স্নেহের অসম্ভাবনাশঙ্কা

ও প্রতীতি নিবন্ধন বিষয়ের প্রতি আসক্তির অসম্ভাবনাশঙ্কাও নিরস্ত হইতেছে।

পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব, রজ ও তম, এই ত্রিগুণাত্মক এবং সৎ বা অসৎ রূপে নির্ণয়ের অযোগ্য পদার্থ বিশেষের নাম অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞানকে জগতের কারণনিবন্ধন প্রকৃতিও বলা যায়। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে শক্তিদ্বয় উক্ত হয়। অজ্ঞান যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে বুদ্ধিবৃত্তির আচ্ছাদন দ্বারা আচ্ছাদিতের ন্যায় প্রকাশ করেন, তাহারই নাম আবরণ শক্তি। আর অজ্ঞান যে শক্তিরূপ উপাদান কারণ দ্বারা লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহারই নাম বিক্ষেপ শক্তি। ঐ অজ্ঞান স্বরূপত এক হইয়াও অবস্থা ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। যথা, মায়া ও অবিদ্যা। বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজ বা তম গুণ দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানের নাম মায়া; এবং মলিন অর্থাৎ রজ ও তম গুণ দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। এই মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর মায়াকে স্বায়ত্ত রাখিয়া জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বান্তর্য্যামী ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হয়েন। অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের নামই জীব। জীব মায়ার অধীন বলিয়া অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে উক্ত হয়েন। অবিদ্যা নানা, সুতরাং তৎপ্রতিবিম্বিত জীবও (ইহা সকল অদ্বৈতবাদীর মতে নহে; কারণ, কেহ কেহ জীবের একত্বও সংস্থাপন করেন) নানারূপে অভিহিত হয়েন। মায়া ও অবিদ্যাই যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের আনন্দময় কোষ ও কারণশরীর। কারণ-শরীরাভিমানী ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে সর্ব্বজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পদবাচ্য হয়েন। পরমেশ্বর জীবের উপভোগের নিমিত্ত জীবগণের পূর্ব্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে অপরিমিত-শক্তি মায়া দ্বারা নামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমত বুদ্ধিতে কল্পনা করিয়া 'এইরূপ করাই কর্ত্তব্য,' এই প্রকার সঙ্কল্প করেন। পরে সেই মায়াবিশিষ্ট পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পৃথিব্যন্ত পাঁচটি পদার্থকে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, অপঞ্চীকৃত ভূত বা পঞ্চতন্মাত্রও বলে। 'কারণগুণ কার্য্যে

সংক্রান্ত হয়,' এই ন্যায় অনুসারে অজ্ঞানরূপ কারণের সত্ত্বাদি গুণত্রয় আকাশাদিতেও সংক্রমণ করে ; কিন্তু ঐ সকল পদার্থে জাড্যের আতিশয্য প্রযুক্ত তমোগুণেরই প্রাধান্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত ভূতপঞ্চকের এক একটির সত্ত্বাংশ হইতে ক্রমশ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ; অর্থাৎ আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনা এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। আর পঞ্চভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়। ঐ অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে বহুবিধ :—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। নিশ্চয়াত্মক বৃত্তির উদয়ে অন্তঃকরণের নাম বুদ্ধি, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক বৃত্তির উদয়ে উহার নাম মন, অভিমানাত্মক বৃত্তির উদয়ে উহার নাম অহঙ্কার এবং অনুসন্ধানাত্মক বৃত্তির উদয়ে উহার নাম চিত্ত হয়। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে দিক, চন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি, চতুর্ম্মুখ, শঙ্কর ও অচ্যুত। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল তত্তদ্দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপলম্ভক অর্থাৎ প্রকাশক হয়। পূর্ব্বোক্ত ভূত সকলের রজোগুণাংশ হইতে যথাক্রমে বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থরূপ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মৃত্যু ও প্রজাপতি। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল তত্তদ্দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া যথাক্রমে বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ সম্পাদন করিয়া থাকে। উক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের সমুদিত রজোগুণাংশ হইতে প্রাণের উৎপত্তি। ঐ প্রাণও একই হইলেও বৃত্তিভেদে প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান এই পাঁচটি আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী প্রাগ্গমনবান অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসাত্মক বায়ুর নাম প্রাণবায়ু। অবাগ্গমনবান অর্থাৎ অধোগামী বায়ুর নাম অপানবায়ু। শরীরস্থ ভুক্তান্নাদি-পরিপাক-সাধন বায়ুর নাম সমানবায়ু। কণ্ঠদেশবর্ত্তী ঊর্দ্ধগমনশীল বায়ুর নাম উদানবায়ু। সমস্তশরীরসঞ্চারী বায়ুর নাম ব্যানবায়ু। বুদ্ধি-সমন্বিত জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকের নাম বিজ্ঞানময় কোষ। মনের সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের নাম মনোময় কোষ। প্রাণের সহিত

কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের নাম প্রাণময় কোষ। এই কোষত্রয়ের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ জ্ঞানশক্তিমান ও কর্ত্তৃত্বশক্তিমান ; মনোময় কোষ ইচ্ছাশক্তিশীল ও করণস্বরূপ এবং প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিশালী ও কার্য্যস্বরূপ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ পদার্থের সম্মিলনে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি। ঐ সূক্ষ্ম শরীরেরই নামান্তর লিঙ্গশরীর ; উহাই ইহলোক-পরলোক গামী ও মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী। এক একটি লিঙ্গ শরীরের অভিমানী জীবের নাম তৈজস এবং নিখিল লিঙ্গশরীরের অভিমানী জীবের নাম হিরণ্যগর্ভ।

ঈশ্বর, জীবের উপভোগের সাধন স্থূল বিষয় সকলের সম্পাদনার্থ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতকে মিশ্রিত করেন। ঐ মিশ্রণের নামই পঞ্চীকরণ। আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে প্রথমত সমান দুই দুই অংশে বিভাগ করিয়া পরে প্রত্যেক ভূতের এক এক অর্দ্ধাংশকে আবার সম চারি অংশে বিভাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত আকাশের অর্দ্ধাংশের সহিত শেষকৃত বায়াদির প্রত্যেকের এক-অষ্টাংশ যোগ করিলে স্থূল আকাশ এবং বায়ুর অর্দ্ধাংশের সহিত আকাশাদির অষ্টাংশ-যোগ করিলে স্থূল বায়ু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলত এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূতই পঞ্চভূত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই স্থূল ভূত হইতেই শব্দাদি গুণ সকলের অভিব্যক্তি হয়। সূক্ষ্ম ভূতেরও গুণ আছে বটে, কিন্তু উহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অব্যক্ত। পঞ্চ ভূতের পঞ্চীকরণের ন্যায় আকাশ, বায়ু ও তেজ, বা তেজ, জল ও পৃথিবী, এই তিনটি ভূতের ত্রিবৃৎ করণ হইতে উৎপন্ন স্থূল ভূত সকলই লোক সকলের উপাদান। লোক চতুর্দ্দশসংখ্যক। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক, এই সাতটি উপর্য্যুপরি বর্ত্তমান ঊর্দ্ধতন লোক এবং অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল, এই সাতটি অধঃ-অধ বর্ত্তমান অধস্তন লোক। তন্মধ্যে অবীচি অর্থাৎ নিম্নতন স্থান হইতে মেরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভূলোক অর্থাৎ পৃথিবীলোক। পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে ধ্রুব পর্য্যন্ত গ্রহনক্ষত্রাদি-বিভূষিত দৃষ্টিগোচর অবকাশময় স্থানের নাম ভুবর্লোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক। তদূর্দ্ধে মহেন্দ্রলোক বা স্বর্গ-লোক, তদূর্দ্ধে মহর্লোক, মহর্লোকের ঊর্দ্ধে জনলোক, তদূর্দ্ধে তপোলোক ও তদূর্দ্ধে সত্যলোক অবস্থিত। শেষোক্ত পাঁচটি লোকের সাধারণ নাম

স্বর্লোক বা স্বর্গলোক। তন্মধ্যে জনলোকাদি লোকত্রয় আবার প্রজাপতি-লোক বা ব্রহ্মলোক এই আখ্যাতেও আখ্যাত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অবীচি অর্থাৎ নরকস্থান পৃথিবীরই অন্তর্গত। ঐ অবীচি নিম্নতম নরকেরই নামান্তর। উহার উপরিভাগে উর্দ্ধোর্দ্ধভাবে মৃত্তিকাস্থান, জলস্থান, অগ্নি-স্থান, বায়ুস্থান, আকাশস্থান প্রভৃতি নামে আরও ছয়টি নরক আছে। উহারাই শাস্ত্রে যথাক্রমে অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মহাতলাদি সপ্ত পাতাললোক আবার ঐ সকল নরকেরই নিম্নভাগে ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধ-উর্দ্ধে অবস্থিত। এই সকল লোকও দৃশ্য পৃথিবীমণ্ডলেরই অন্তর্গত। পাতালের পরই পৃথিবীলোক। সমস্ত লোকই জীবগণের আবাসভূমি। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রাপ্ত হয়েন। তন্মধ্যে পৃথিবী কর্ম্মভূমি; স্বর্গ ও পাতাল ভোগভূমি; নরক সকল, দণ্ডভোগের স্থান। মনুষ্য জীবশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী। এই মনুষ্যজন্মে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, তিনি সেইরূপ লোকেই গমন করেন। সৎক্রিয়াবান মনুষ্য স্বর্গে এবং অসৎক্রিয়াবান মনুষ্য নরকে গমন করেন। স্বর্গগত জীব সঙ্কল্পসিদ্ধ হয়েন, অর্থাৎ সঙ্কল্প অনুসারেই কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম শরীরে তাঁহাদের ভোগ হইয়া থাকে; তাঁহাদিগের ভোগের জন্য মনুষ্যের ন্যায় চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। স্বর্লোকবাসী জীবের আবার মহর্লোকাদি লাভের সম্ভা-বনাও আছে। তাঁহারা যদি স্বর্লোকে থাকিয়া কেবল ভোগরত না হইয়া উহারই মধ্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদিগের উর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। উর্দ্ধগতির প্রথম সোপানই মহর্লোক; মহর্লোকবাসী জীব সকলও স্বর্লোকবাসিগণের ন্যায় সূক্ষ্মশরীরধারী বটেন, কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ শরীর তাঁহাদিগের ইচ্ছার বশবর্ত্তী এবং তাঁহারা সহস্রকল্পস্থায়ী। ইহাঁ-দিগেরও পূর্ব্ববৎ উর্দ্ধগতি হইতে পারে; ইহাঁরা উর্দ্ধগতিতে জনলোকে গমন করেন। জনলোকের জীব সকল দ্বিসহস্রকল্পস্থায়ী ও ইন্দ্রিয়বশী। জনলোক-বাসীরা তপোলোকে উর্দ্ধগতি লাভ করেন। তপলোকবাসিগণ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং ব্রহ্মার সদৃশ শক্তিসম্পন্ন। তদূর্দ্ধে সত্যলোক বা ব্রহ্মধাম। ব্রহ্মধাম মুক্তগণের আবাসস্থান। শাস্ত্রোক্ত সাধারণ পিতৃগণ ভুবর্লোকে বাস

করেন; স্বর্গলোকবাসী বসু প্রভৃতি দেবতাগণ বা পিতৃগণ তাঁহাদিগের আরাধ্য।, মরীচি প্রভৃতি মহর্লোকবাসী পিতৃলোক সকল আবার স্বর্গলোক-বাসীদিগের সেব্য। তাঁহারা আবার তাহাদিগের জনলোকবাসী পিতৃলোক সনকাদি ঋষি সকলের অর্চনা করেন। সনকাদি ঋষিগণ আবার তপোলোক-বাসী বৈরাজ পুরুষগণের আশ্রিত। বৈরাজ পুরুষ সকল সত্যলোবাসিগণের শরণাপন্ন। পিতৃগণ প্রধানত সাতভাগে বিভক্ত:—সুভাস্বর, বর্হিষদ, অগ্নিস্বাত্ত, ক্রব্যাদ, উপাহূত, আজ্যপ ও সুকালিন। প্রথমোক্ত তিন সম্প্রদায় স্থিরমূর্ত্তিবিহীন এবং শেষোক্ত চারি সম্প্রদায় তদ্‌বিশিষ্ট। প্রথম তিন সম্প্রদায় ভুবর্লোকবাসিগণের ও স্বর্লোকবাসিগণের পিতা এবং শেষ চারি সম্প্রদায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পিতা।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবৃৎকৃত ভূত হইতেই পার্থিব স্থূল শরীরেরও উৎপত্তি। স্থূল শরীর আবার জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ ভেদে চতুর্ব্বিধ। জরায়ু অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন চর্ম্মস্থালীতে যে শরীরের উৎপত্তি, তাহারই নাম জরায়ুজ শরীর; ঐ শরীর মনুষ্য পশ্বাদির। অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব হইতে যে শরীরের উৎপত্তি, তাহার নাম অণ্ডজ শরীর; ঐ শরীর পক্ষী ও সর্পাদির। স্বেদ অর্থাৎ উষ্ম হইতে যে শরীরের উৎপত্তি, তাহার নাম স্বেদজ শরীর; ঐ শরীর মশক ও বৃশ্চিকাদির। এবং ঊর্দ্ধ ভেদ করিয়া যে শরীরের উৎপত্তি, তাহার নাম উদ্ভিদ শরীর; ঐ শরীর তরু ও লতাদির। তরু-লতাদিরও চৈতন্য আছে এবং পুণ্যপাপের ভোগ হয় বলিয়া উহাদিগেরও শরীর স্বীকার করিতে হয়। বৃক্ষ-লতাদির চৈতন্য থাকিলেও মনুষ্যাদির ন্যায় স্ফুট-চৈতন্য না থাকাতেই তাহার উপলব্ধি হয় না। স্থূল শরীরের সমষ্টির অভিমানীর নাম বৈশ্বানর এবং ব্যষ্টির অভিমানীর নাম বিশ্ব। এই স্থূল শরীরের অপর একটি নাম অন্নময়কোষ। জীব ঐ স্থূল শরীরের কান্তি ও পুষ্টির নিমিত্তই অন্ন-পানীয়াদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্ন উদরস্থ হইলে, তাহার স্থূলাংশ হইতে পুরীষ, মধ্যম অংশে মাংস এবং সূক্ষ্মাংশে মনের পুষ্টিকারক বস্তু উৎপন্ন হয়। পীত পানীয় বস্তুর স্থূলাংশে মূত্র, মধ্যমাংশে রক্ত ও সূক্ষ্মাংশে প্রাণের পুষ্টি-কারক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ঐরূপ ঘৃতাদি স্নেহময় দ্রব্যের স্থূলাংশ হইতে

অস্থির, মধ্যমাংশ হইতে মজ্জার এবং সূক্ষ্মাংশ হইতে বাক্‌শক্তির পুষ্টি হইয়া থাকে।

যদিও বাস্তবিক ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকল বস্তুই মিথ্যা, বিশ্ব রজ্জুতে সর্পাদির ন্যায় আরোপিত—কল্পিত, জীবাত্মাপরমাত্মা হইতে অভিন্ন, যদিও "দ্বৈতাদ্‌বৈ ভয়ম্" দ্বৈত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান বা বিশ্বের সত্যত্বজ্ঞান ভয় বা অধর্ম্মের উৎপাদক, তথাপি অজ্ঞান বালকের ন্যায় অজ্ঞ জীবের জীবননাশক বিষতুল্য বিষয়কে বা বিশ্বসংসারকে আপাতত নিত্য ও সুখজনক বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, এবং উহার সত্যতার যৌক্তিকতা ও ঔচিত্যই অনুভূত হইয়া থাকে। ফলত শাস্ত্র ও বহুদর্শী ঋষিগণ এই কারণেই বিশ্বের সত্যত্ব স্বীকার করিয়াই উহার সৃষ্টিক্রমাদি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বস্তুত জ্ঞানের অনুৎপত্তি পর্য্যন্তই বিশ্বের সত্যত্বভ্রম; জ্ঞানোদয়ে ঐ ভ্রম আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া যাইবে। এইরূপে জগতের সত্তা ও অসত্তা উভয়ই সঙ্গত হইতেছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে উহা অসৎ ছিল, সৃষ্টি হইতেই সৎ হইয়াছে। যদিও এই প্রকারে সংসারের সাদিত্ব দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু উৎপত্তি, প্রলয় ও পুনরুৎপত্তি বশত উহার অনাদিত্বও অসঙ্গত হইতেছে না। চক্রের যেরূপ আদি নাই, প্রবাহের যেরূপ আদি নাই, সংসারেরও তদ্রূপ আদি নাই, সুতরাং উহাকে অনাদি বলাতেও কোন দোষ হইতেছে না। মায়াবী যেরূপ ঐন্দ্রজালিক বস্তু সকল প্রকাশ পূর্ব্বক দর্শকবর্গের দর্শনৌৎসুক্য নিবারণের পর পুনর্ব্বার উহার সংহার করেন, পরমেশ্বরও তদ্রূপ নিজ অচিন্ত্যশক্তি মায়া দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবের সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল প্রদানান্তে পরিশেষে জগতের প্রলয় করেন।

প্রলয় চতুর্ব্বিধ; নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক। সুষুপ্তি কালে বাহ্যবস্তুর যে লয় হয়, তাহার নাম নিত্যপ্রলয়। ব্রহ্মার লয়ে প্রারব্ধ-ক্ষয়ে অর্থাৎ বিদেহকৈবল্যে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্তের যে প্রকৃতিতে লয় হয়, তাহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। চতুর্যুগসহস্র-পরিমিত ব্রহ্মার রাত্রিকালে যে লোক-ত্রয়ের বিলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। এবং ব্রহ্মজ্ঞানে পরমমুক্তিতে যে লয় হয়, তাহারই নাম আত্যন্তিক প্রলয়। পূর্ব্বোক্ত প্রলয়ত্রয়ের পর

আবার সংসার উৎপন্ন হয়, কিন্তু আত্যন্তিক প্রলয়ের পর আর সংসার উৎপন্ন হয় না। যে ক্রমে সংসারের উৎপত্তি হয়, তাহারই ব্যুৎক্রমে প্রলয় হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐহিক ও পারত্রিক সুখসম্ভোগাদির অস্থিরত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া পরমসুখস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত তৎ-সাধনীভূত তত্ত্বজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক হইয়া তাহার উপায়স্বরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ও সমাধির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন।

উপক্রমাদি ষড়্‌বিধ লিঙ্গ দ্বারা সকল বেদান্তেরই ব্রহ্মপদার্থে তাৎপর্য্যাব-ধারণের নাম শ্রবণ। অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের বেদান্তানুগুণ যুক্তি দ্বারা অনবরত চিন্তনের নাম মনন। দেহাদি-বিবিধ-বিষয়ক বুদ্ধিপরম্পরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র অদ্বিতীয়-ব্রহ্ম-বিষয়ক বুদ্ধিধারার নাম নিদিধ্যাসন। এবং চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধি। ঐ সমাধি আবার সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে দ্বি-বিধ। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, ইত্যাদি বিকল্পের বিলয়ে নিরপেক্ষ ও তৎসাপেক্ষ চিত্তের স্থিরতার নামই যথাক্রমে নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক সমাধি। নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে চিত্ত নির্ব্বাত দেশস্থ দীপের শিখার ন্যায় নিশ্চল হয়। যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগই উক্ত সমাধির সাধন।

জীব ব্রহ্মবস্তু হইতে স্বরূপত ভিন্ন না হইলেও আপাতত প্রতীয়মান ভেদজ্ঞানের নিরাসার্থ পূর্ব্বোক্ত উপায়ই জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়।

এই বেদান্ত শাস্ত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি, এই পঞ্চ ন্যায়াবয়ব স্বীকৃত হইয়াছে। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশ বিশেষের নামই ন্যায়। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম বিষয়। এক ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানার্থ-বিমর্শের নাম সংশয়। প্রতিকূল অর্থের নাম পূর্ব্বপক্ষ। প্রামাণিক রূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম সিদ্ধান্ত। এবং পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের অবিরোধ অর্থাৎ একটি প্রস্তাবের পর যে কারণে পরবর্ত্তী প্রস্তাব আরব্ধ হয়, তাহারই প্রদর্শক অর্থের নাম সঙ্গতি। এই সঙ্গতি প্রধানত ছয়টি উক্ত হয়। যথা; প্রসঙ্গ, উপোদ্‌ঘাত, হেতুতা বা অপবাদ, অবসর, নির্ব্বাহক বা কার্য্যতা এবং এককার্য্যকারিত্ব বা এককার্য্যত্ব। উপেক্ষার অযোগ্য স্মৃত সঙ্গতির নাম প্রসঙ্গ।

প্রকৃতসাধক অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের উপপাদক সঙ্গতির নাম উপোদ্‌ঘাত। কারণতা সঙ্গতির নাম হেতুতা। অনন্তর-বক্তব্য সঙ্গতির নাম অবসর। কারণতার নির্ব্বাহক কার্য্যতা সঙ্গতির নাম নির্ব্বাহক। এবং যে দুইটি প্রস্তাবের পরস্পর এককার্য্যকারিত্ব দৃষ্ট হয়, সেই প্রস্তাবদ্বয়ের যে সঙ্গতি তাহারই নাম এককার্য্যত্ব।

এই পর্য্যন্তই শাঙ্কর ভাষ্যের আলোচনা শেষ হইল। অতঃপর গোবিন্দ-ভাষ্যেরই সমালোচনা করা হইবে।

গোবিন্দভাষ্যে নয়টি প্রমেয় নির্ণীত হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকটি হইতেই ঐগুলি সঙ্ক্ষেপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্লোকটি এই:—

"বেদান্তঃ প্রাহ কৃষ্ণং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাং।
মোক্ষং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

১। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরতম বস্তু।

২। তিনি নিখিল-নিগম-বেদ্য।

৩। বিশ্ব সত্য।

৪। তদ্‌গত ভেদও সত্য।

৫। জীবমাত্রই শ্রীহরির দাস।

৬। জীবের সাধনগত তারতম্য অবশ্য স্বীকার্য্য।

৭। শ্রীকৃষ্ণের চরণলাভই মোক্ষ।

৮। নির্গুণ হরিভজনরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান বা ভক্তিই মুক্তির হেতু।

৯। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরতম বস্তু। তিনি অদ্বিতীয়-তত্ত্ব। তিনি ভিন্ন আর যে কোন তত্ত্ব দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুমিত হয়, সে সকলই তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত; তিনি সর্ব্বতত্ত্বাত্মক। কি গুরুতত্ত্ব, কি ভক্ততত্ত্ব, কি অবতারতত্ত্ব, কি শক্তিতত্ত্ব, কি প্রকাশতত্ত্ব—সকলই তাঁহারই শক্তিভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, তাঁহারই প্রকাশবিশেষ বা অপর-

পর্য্যায়মাত্র। তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তাই তাঁহার পরতমত্বের পরিচায়ক। ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পূর্ণত্বই স্বয়ং ভগবত্ত্ব। ঐ ঐশ্বর্য্য অণিমাদিভেদে অষ্টবিধ। ঐশ্বর্য্যসত্ত্বে নরলীলার অনতিক্রমের নাম মাধুর্য্য। প্রকৃতি-জীব-কাল-কর্ম্মাত্মক-তত্ত্বচতুষ্টয়বিশিষ্ট পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে তাঁহার ঐশ্বর্য্যব্যক্তি এবং নরলীলার মধ্যে তাঁহার মাধুর্য্যের প্রকাশ।

গোপালতাপনী শ্রুতিতে বলিয়াছেন,

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেদিতি ॥"

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, অতএব তাঁহারই চিন্তন করিবে, তাঁহারই নাম জপ করিবে এবং প্রেম সহকারে তাঁহারই উপাসনা করিবে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও বলিয়াছেন,

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ ॥"

সদ্‌গুরুর নিকট ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইলে, জীবের দেহ-দৈহিক-মমতাদি-পাশের বিনাশ ও পাশজন্য ক্লেশ সকলের সমূলে ক্ষয় হইয়া থাকে। অতঃপর জন্মমৃত্যুর হানি হয়। তদনন্তর উত্তরোত্তর তাঁহারই অভিধ্যান দ্বারা লিঙ্গ-শরীরের নাশ হইলে, শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত ভাগবত পদ প্রাপ্তি ও মনোরথ পূর্ণ হয়।

"এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ॥" ইতি চ ॥

অতএব সেই একমাত্র পরতম বস্তুই জ্ঞাতব্য, তদতিরিক্ত বেদিতব্য বিষয় আর কিছুই নাই।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ॥" ইতি ॥

হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে পরতম বস্তু আর কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বতত্ত্বাত্মকত্বের প্রমাণ যথা,—

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥" ইতি॥
"বন্দে গুরুনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥" ইতি চ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, প্রকাশতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব এই পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ।

তন্মধ্যে গুরুতত্ত্ব দ্বিবিধ;—মন্ত্রদাতা গুরু ও শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু আবার দুই প্রকার; অন্তর্য্যামী ভগবান স্বয়ং মনুষ্যের অন্তরে থাকিয়া সদসৎ বুঝাইয়া দেন; তাঁহার নাম চৈত্যগুরু। এবং ভক্তশ্রেষ্ঠগণ উপদেশ ও আদর্শ দ্বারা মনুষ্যের মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দেন।

ভক্ত দুই প্রকার;—পার্ষদগণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সাধন ব্যতিরেকে ঈশ্বর-কৃপায় স্বতঃসিদ্ধ; যথা, শুকদেবাদি। আর সাধনসিদ্ধ অর্থাৎ যাঁহারা তপস্যাদি প্রত্যক্ষ সাধন দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; যথা, নারদ-প্রহ্লাদাদি।

অবতার ত্রিবিধ;—অংশাবতার, গুণাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার। তন্মধ্যে অংশাবতার দ্বিবিধ;—পুরুষাবতার ও লীলাবতার। পুরুষাবতারগণ যথা, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ। লীলাবতারগণ যথা, মৎস্যকূর্ম্মাদি। গুণাবতার যথা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি। শক্ত্যাবেশাবতার যথা, সনক-সনাতন-পৃথু-ব্যাসাদি।

ভগবানের বিলাস সকলও অবতারমধ্যেই গণ্য হয়। তবে বিলাস প্রায় ভগবত্তুল্যশক্তিশালী ও অপরাপর অংশাবতার হইতে উৎকৃষ্ট। বিলাস যথা; ভগবানের বিলাস নারায়ণ এবং নারায়ণের বিলাস বাসুদেবাদি। তন্মধ্যে প্রথমোক্তটি প্রাভব-বিলাস এবং শেষোক্তটির নাম অংশ-বিলাস। প্রকাশ বিলাসের ন্যায় ভেদমধ্যে গণ্য হয় না। একই রূপ এককালে নানাস্থানে প্রকট হইলেই তাহাকে প্রকাশ বলা যায়। প্রকাশ স্বয়ংরূপ হইতে স্বরূপত অভিন্ন, তবে স্বয়ংরূপ অনন্যাপেক্ষী; কিন্তু প্রকাশ স্বয়ংরূপকে অপেক্ষা করিয়াই প্রকাশিত হয়। ভগবানের প্রকাশ যথা; রাসে ও মহিষী বিবাহাদিতে বহুরূপ।

ভগবানের শক্তি ত্রিবিধ ;—জীবশক্তি, মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তি। জীবশক্তি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি জীবমধ্যে প্রকাশিত। মায়াশক্তি বিশ্বের উপাদান ; তদ্দ্বারাই সমস্ত সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তিও আবার তিন প্রকারে প্রকাশিত হয় ; যথা, লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও কান্তাগণ।

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পূর্ণ ভগবত্তার প্রমাণ ; যথা,—

"ঐশ্বর্য্যং বিশ্বকর্ম্মাদৌ মাধুর্য্যং নরকর্ম্মণি।
জ্ঞাতং যস্য স ভগবান্ কৃষ্ণঃ পরতমো মতঃ॥"

বিশ্বব্যাপারাদিতে যাঁহার ঐশ্বর্য্য পরিব্যক্ত হইতেছে এবং নরলীলায় যাঁহার মাধুর্য্য পরিব্যক্ত হইতেছে, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পরমদেবতা।

প্রমেয়রত্নাবলীতেও উক্ত হইয়াছে,

"হেতুত্বাদ্বিভুচৈতন্যানন্দত্বাদিগুণাশ্রয়াৎ।
নিত্যলক্ষ্ম্যাদিমত্ত্বাচ্চ কৃষ্ণঃ পরতমো মতঃ॥"

কারণত্ব, বিভুচৈতন্যানন্দত্বাদিগুণাশ্রয়ত্ব এবং নিত্যলক্ষ্ম্যাদিবিশিষ্টত্ব প্রযুক্তই শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব উক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ যিনি স্বীয় পরাখ্যশক্তি দ্বারা বিশ্বের নিমিত্তকারণ, যিনি প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি দ্বারা উহার উপাদান-কারণ এবং যিনি নিত্য ঐশ্বর্য-মাধুর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরতম তত্ত্ব ; তিনি ভিন্ন আর কেহই পরতম হইতে পারেন না।

তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বহেতুত্বের প্রমাণ যথা, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে,—

"একঃ স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥" ইতি॥
"যশ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ॥" ইতি চ॥

সর্ব্বোত্তম একমাত্র পূজ্য সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রধানাদি কারণতত্ত্ব সকলকে আপন স্বরূপ পরাখ্যশক্তি দ্বারা স্বয়ং সর্ব্বথা অস্পৃষ্ট থাকিয়াই স্ববশে স্থাপন করেন।

যিনি সেই সকল কারণতত্ত্বকে কার্য্যাবির্ভাবকতা বিষয়ে আভিমুখ্য প্রাপ্ত করান এবং তদাভিমুখ্যযোগ্য প্রধানাদি তত্ত্বকে পরিণামিত অর্থাৎ মহদাদি

অবস্থা প্রাপ্ত করান, সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় পরাখ্যশক্তি দ্বারা বিশ্বের নিমিত্তকারণ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও মায়াশক্তি দ্বারা বিশ্বের উপাদানকারণ হয়েন।

কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, এ কথা স্থির; কিন্তু কার্য্য কাহাকে বলে? আমরা মেঘকে বৃষ্টির কারণ বলি এবং বৃষ্টিকে মেঘের কার্য্য বলি। আমরা জানি মেঘ বাষ্পময়, ঐ বাষ্প শীতল হইয়া ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আইসে; তৎপরে যখন বিদ্যুদ্‌বলে সেই বাষ্পের সহিত বায়বীয় অক্সিজন নামক বাষ্পবিশেষের রাসায়নিক মিলন সঙ্ঘটিত হয়, তখন তাহা বৃষ্টির আকার ধারণ করে, এবং সেই বৃষ্টি পার্থিব আকর্ষণে ভূতলে পতিত হয়। এই ঘটনাকে আমরা কার্য্য বলি। সূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে গেলে ইহাই প্রতীত হয় যে, যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছে, ততক্ষণই আমরা এই ব্যাপারকে কার্য্য বলিতেছি। আবার উক্ত কার্য্যের কারণ, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নামক বাষ্পদ্বয়, বিদ্যুৎ ও আকর্ষণশক্তি। ঘটনাই যখন কার্য্য হইল, এবং ঐ ঘটনাও যখন বাষ্পাদি বস্তুনিচয়ের পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন কারণের পরিণামই কার্য্য। এইরূপে কারণপদার্থের পরিণামই যদি কার্য্য হইল, তবে উহাকে কারণেরই অবস্থান্তর ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। কারণই অবস্থান্তরে কার্য্যরূপ প্রাপ্ত হইলেও, উহা অনাগমাপায়ি অতএব নিত্য; অর্থাৎ যে কারণ হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে, সেই কার্য্যের উৎপত্তিতেও যখন কারণবস্তু স্বতন্ত্রভাবে কারণরূপেই অবস্থান করিতেছে, তখন কার্য্য আগমাপায়ি ও অনিত্য হইলেও কারণ বস্তু অনাগমাপায়ি, অতএব নিত্য; এবং কার্য্যান্তর বা অবস্থান্তর যখন অপরিহার্য্য (অর্থাৎ অবস্থান্তরের নামান্তরই যখন কার্য্য) তখন ঐ কার্য্যভূত বস্তু আগমাপায়ি অতএব অনিত্য। আবার কার্য্য যখন কারণেরই অবস্থান্তর মাত্র, উহার যখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; তখন কারণবস্তুর অবস্থাভেদে ধর্ম্মদ্বয় স্বীকার করিতে হয়। কারণাবস্থার ধর্ম্ম নিত্যত্ব এবং কার্য্যাবস্থার ধর্ম্ম অনিত্যত্ব। বারির বিশ্লেষণে যখন বাষ্পকেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগে যখন বাষ্পের বাষ্পত্ব অপনীত হইতেছে না, তখন বাষ্পত্বরূপ ধর্ম্মের নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য্যই হইতেছে। এইরূপ কারণের যদি নিত্যত্ব হইল, তাহা হইলে, তাহার আর

কারণান্তর অনুসন্ধান করিতে হইল না; সুতরাং জড়পদার্থেরও আদিকারণত্ব সিদ্ধ হইল। জড়পদার্থ প্রলয়দশায় যত কেন সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হউক না, জড়শক্তির নিত্যত্ব ও আদিকারণত্ব কখনই অস্বীকার্য্য হইতে পারিবে না। এরূপ হইলেও একমাত্র জড়শক্তিকেই বিশ্বের অমূল-মূল বলিতে পারা যায় না। কারণ, জড়শক্তির ন্যায় চিৎ-শক্তিরও নিত্যত্ব ও আদিকারণত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার কেবল জড়ময় নহে; বিশ্বের মধ্যে মোহের ন্যায় সুখ ও দুঃখের পূর্ণ প্রকাশ প্রতিপদেই পরিলক্ষিত হইতেছে। সুখ ও দুঃখ জড়ের কার্য্য নহে; উহা জড়ের অদ্ভুত সংযোগের ফল নহে। কারণ, জড় বস্তুতে সুখ ও দুঃখের কোন আভাসই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুখ ও দুঃখ জড়ের কারণাবস্থার পরবর্ত্তী নহে; উহার সমসাময়িক। উপাদান-প্রত্যক্ষ দ্বারা যদিও জড়ের প্রবৃত্তির প্রতি কারণতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু জড় তদ্বিষয়ে অদ্বিতীয় কারণ নহে; উপাদানপ্রত্যক্ষের ন্যায় ইষ্টসাধনতাজ্ঞানও উহার অপর কারণ। এইরূপ নিবৃত্তির প্রতি অনিষ্টসাধনতাজ্ঞানেরও কারণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব জড়ের কার্য্যসাধনের প্রাক্কালে সুখ ও দুঃখের অবস্থান অপরিহরণীয়। এই প্রকারে জড়শক্তি ও চিৎ-শক্তি উভয়েরই কারণত্ব ও নিত্যত্ব সিদ্ধান্তিত হইতেছে। উভয়েই অনাগমাপায়িনী ও নিত্যা। ঐ চিচ্ছক্তি জড়শক্তির অধীনও নহে। যদিও কোন কোন কার্য্যে চিচ্ছক্তিকে জড়শক্তির অধীন বলিয়াই প্রতীতি হয়, কিন্তু জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং যোগজ অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ঐ ভ্রম সহজেই বিদূরিত হইতে পারে। বস্তুত চিচ্ছক্তি ও জড়শক্তি লইয়াই সংসার। উভয়েই অনাগমাপায়িনী ও পরস্পর-পৃথক্-ভাবাপন্না। কার্য্যমাত্রেই তদুভয়ের অন্বয়-ব্যতিরেক দৃষ্ট হয়। জড় ব্যতিরেকেও কার্য্য হয় না এবং চিচ্ছক্তি ব্যতিরেকেও কার্য্য হয় না। উভয়ের অস্তিত্ব ও পূর্ব্ববর্ত্তিতাই কার্য্যের প্রতি কারণ। কার্য্যকারণভাব জড় ও শক্তিরূপ শৃঙ্খলেই আবদ্ধ। উহাদের কেহই কাহারও কারণ নহে এবং কেহ কাহারও অধীন নহে। উভয়েই উভয়ের প্রমাপক—উভয়েই পরস্পরের অস্তিত্ব দ্বারা পরস্পরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ব্যক্ত করিতেছে। এইরূপে শক্তিদ্বয়ের পরস্পরানধীনত্ব নিত্যত্ব ও কারণত্ব প্রমাণিত হইলেও উহাদেয় কোনটিরই

স্বাধীনত্ব সংস্থাপিত হইতে পারে না; কারণ, উহারা উভয়েই আশ্রয়ের অধীন এবং আশ্রয়ের নিত্যতাতেই উহাদের নিত্যতা। নিরাশ্রয় শক্তি আকাশকুসুমতুল্য।

ঐ শক্তির আশ্রয়ই আত্মা। আত্মাই তত্ত্ব; আত্মাই বস্তু। আত্মাতিরিক্ত নিখিল পদার্থই আত্মারই শক্তিপ্রকাশমাত্র। কি ক্ষিত্যাদি ভূতগ্রাম, কি চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ, কি ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, কি রূপাদি গুণ সকল, কি ক্রিয়াসমূহ, কি ধর্ম্মনিকর—সকলই ঐ আত্মারই শক্তির পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। আত্মা নিখিল পদার্থের উৎপাদক ও নিখিল শক্তির আশ্রয়। আত্মা উৎপন্ন বা আশ্রিত তত্ত্ব নহেন; আত্মা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাশ্রয়। আত্ম-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে অণুচৈতন্য স্বরূপ দেহব্যাপক জীবাত্মা ও বিভুচৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বব্যাপক, মুক্ত ব্যক্তির লব্ধব্য বা উপাস্য পরমাত্মার বোধ হয়। ঐ পরমাত্মাই নিখিল সংসারের আদিকারণ। শক্তির আদিকারণত্ব থাকিলেও আত্মার পরিচালনা ভিন্ন উহা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। শক্তি সকল কার্য্যের প্রাক্কালে আত্মা কর্ত্তৃক বিক্ষোভিত হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অতএব তাদৃশ বিক্ষোভকারক আত্মাই প্রকৃত আদিকারণ এবং শক্তি সকল উহার সহকারিণী মাত্র। পরমাত্মা স্বকীয় জড়শক্তি দ্বারা বিশ্বের উপাদানকারণ এবং চিচ্ছক্তি দ্বারা নিমিত্তকারণ হয়েন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই শক্তির অধীশ্বর, আশ্রয় ও প্রবর্ত্তক হইলেও খণ্ডশক্তির আশ্রয়ভূত জীবাত্মা বিশ্বব্যাপিনী শক্তির অধিনায়ক পরমাত্মার সম্পূর্ণ অধীন। কারণ, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশমাত্র। জীবের স্বকীয় শক্তির উপর আধিপত্য থাকিলেও বিশ্বশক্তির উপর আধিপত্যের অভাববশত তদ্দ্বারা জগদ্ব্যাপারাদি বিভুকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বিশ্বব্যাপিনী শক্তিরই নামান্তর প্রকৃতি; উহা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা।

বিভুত্ব ও চৈতন্যাদিগুণাশ্রয়ত্ব যথা কঠোপনিষদে—

"মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥" ইতি ॥

মহান অর্থাৎ পূজ্য ও বিভু আত্মার উপাসনা করিলে আর শোকগ্রস্ত হইতে হয় না। এই স্থলে আত্মশব্দ দ্বারা তাঁহার বিজ্ঞানসুখরূপত্বই বোধিত

হইতেছে। কারণ, আত্মশব্দের অর্থ ব্যাপক হইলেও মুক্তগম্যত্ব অর্থ দ্বারা বিজ্ঞানসুখরূপত্বই সিদ্ধ হইতেছে।

বাজসনেয়িগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্॥" ইতি

বিজ্ঞানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই যজমান অর্থাৎ উপাসককে তাঁহার উপাসনার অনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

গোপালোপনিষদেও বলিয়াছেন,—

"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥"

সচ্চিদানন্দস্বরূপ একমাত্র গোবিন্দকেই জানিতে হইবে।

এই সকল শ্রুতি দ্বারা চিদানন্দ বস্তুর মূর্ত্তিমত্ত্বও অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। যেরূপ ভৈরবাদি রাগের মূর্ত্তিমত্ত্ব গান্ধর্ব্ববাসিত শ্রবণেন্দ্রিয়েই প্রতীত হয়, ভক্তিভাবিতচিত্তেও তদ্রূপ চিদানন্দ বস্তুর স্বরূপ মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। বিশেষত শ্রুতিতে বিজ্ঞানঘন প্রভৃতি উক্তিতে ঘনশব্দের প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বিগ্রহবত্ত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। এইরূপে চিদানন্দ বস্তুর মূর্ত্তিমত্ত্ব নির্দ্ধারণে ভগবদ্বিগ্রহে দেহদেহিভেদও নিরস্ত হইয়াছে। মূর্ত্তিমদ্বস্তুর বিভুত্বও অসঙ্গত নহে। কারণ, মাণ্ডুক্যে বলিয়াছেন,—

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥" ইতি

একমাত্র সেই হরিই বৃক্ষের ন্যায় সকলের নমস্য হইয়া পরব্যোমে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু সেই পুরুষ কর্ত্তৃক নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত আছে। বিশেষত অসংখ্য ভক্তের মানসে এককালে বহুরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন বলিয়াই, উহা তাঁহার নিত্য ধর্ম্মই বলিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন,—

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥"

যাঁহার অন্তর বাহির ও পূর্ব্বাপর রূপ পরিচ্ছেদ নাই, কিন্তু যিনি জগতের পূর্ব্বাপর ও অন্তর্বহির্দ্দেশে বর্ত্তমান, যাঁহার শক্তি জগদ্ব্যাপিনী, তাঁহাকেই

মা যশোদা প্রাকৃত বালকের ন্যায় বন্ধন করিলেন, এইরূপ বলাতেই তাঁহার বিজ্ঞানঘনত্ব ও বিভুত্বসত্ত্বেও মূর্ত্তিমত্ত্ব স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ময়ি তে চ ন তেষ্বহং॥" ইতি॥

প্রত্যগ্‌বিগ্রহ মৎকর্ত্তৃক এই জগৎ ব্যাপ্ত; আমিই ভূতগণের আশ্রয়, কিন্তু আমি তাহাদিগের আশ্রিত নহি। উহারা মৎকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াও কলসে জলের ন্যায় ধৃত নহে; অর্থাৎ আমি সঙ্কল্পমাত্রই উহাদিগকে ধারণ করিয়া আছি; অতএব উহারা মদুপাধিসম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ নহে; যেহেতু আমি ঈশ্বর; ইহাই আমার যোগমহিমা বা অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব।

পূর্ব্বোক্ত আদিশব্দ দ্বারা যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সঙ্কেতিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদেরই প্রমাণ যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। সর্ব্বজ্ঞত্ব যথা মুণ্ডকে,—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ॥" ইতি॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বসম্পন্ন।

আনন্দিত্ব যথা তৈত্তিরীয়কে,—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥" ইতি॥

ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইলে, কালকর্ম্মাদিকৃত সকল ভয়ই নিবারণ হয়।

প্রভুত্ব, সুহৃত্ত্ব, জ্ঞানদত্ব ও মোচকত্ব যথা শ্বেতাশ্বতরে,—

"সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্থ শরণং সুহৃৎ॥" ইতি॥

"সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ॥" ইতি চ॥

যিনি সকলের প্রভু, নিয়ন্তা, রক্ষক ও একমাত্র হিতকারী সুহৃৎ; যাঁহার সেবা করিলে, তদীয় নিজ ধর্ম্মভূতা সনাতনী প্রজ্ঞা জীবে আবির্ভূত হয়; এবং যিনি সংসারবন্ধন মোচনের হেতু।

বিভুত্বাদি লোকবিস্মাপন গৌরবজ্ঞানোদ্ভূত ঐশ্বর্য্যের ন্যায় প্রেমস্ফুরিত লোকাকর্ষক মাধুর্য্যগুণশালিত্ব যথা গোপালোপনিষদে,—

"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥" ইতি॥

বিকসিত-পুণ্ডরীক-নয়ন নবীন-নীরদ-সমকান্তি বিদ্যুল্লতা-সদৃশ-পীতবসন-পরিহিত বনমালা-বিরাজিত-গলদেশ ও মৌনমুদ্রাযুক্ত দ্বিভুজ মনুষ্যাকার ভগবানই সমস্ত লীলার প্রকাশক। ভগবানের ভগবত্তার অন্তর্ব্বর্ত্তী ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য কেহ কাহারও বিরোধ উৎপাদন করে না। স্তনপান দ্বারা পুতনার প্রাণহরণ, কোমলপাদপ্রহারে কঠিনতর শকট ভঞ্জন, সপ্তমবর্ষ বয়সে গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি কার্য্যে মনুষ্যভাবেই পরমেশ্বরসাধ্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হইয়াছে এবং তত্তৎকালেই আবার দধিপয়স্তেয় ও ব্রজস্ত্রীজন-লোলুপত্বাদি মানবকার্য্যও সম্পাদিত হইয়াছে। এইরূপ জনক-জননীর নিকট চতুর্ভুজমূর্ত্তির প্রকাশাদি এবং অর্জ্জুনাদি ভক্তের নিকট বিশ্বরূপ-প্রকাশনাদি কার্য্যে নর-লীলার অপেক্ষা না করিয়াই পারমৈশ্বর্য্যও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবানের মূর্ত্তত্বাদি ধর্ম্মও ধর্ম্মী ভগবান হইতে ভিন্ন নহে; যেহেতু "এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি" প্রভৃতি শ্রুতিতে তাদৃশ ভেদ নিষিদ্ধই হইয়াছে। আবার তিনি ঐ সকল ধর্ম্ম হইতে অভিন্নও নহেন। কারণ, অভেদত্ব স্বীকারে তাঁহার নৈর্গুণ্যাপত্তি হয়। বস্তুত স্বরূপত ভেদ না থাকিলেও স্ববৃত্তি-বিশেষ-বলে অচিন্ত্য ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে। যেরূপ কাল সর্ব্বদা আছে, সত্তা আছে, ইত্যাদি প্রয়োগে কালের কালাশ্রয়ত্ব ও সত্তার সত্তাশ্রয়ত্বাদি ভেদাভাবেও ভিন্ন ভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বরের বিভুত্বাদি ধর্ম্ম, তাঁহা হইতে ভিন্ন না হইলেও ভেদভানের প্রতীতি হইয়া থাকে। বিশেষই ঐ ভেদভানের হেতু। উহার অস্বীকারে ভিন্নবাচ্য-বাচক সত্যাদিশব্দেরও একবাচ্যবাচকতারূপ পর্য্যায়তার আপত্তি হয়। ঐ বিশেষ বা ভেদক ধর্ম্ম, বস্তু হইতে অভিন্ন ও স্বনির্ব্বাহক; উহা ধর্ম্মিগ্রাহক-প্রমাণসিদ্ধ।

নারদপঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে,—

"নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো
নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ
সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা॥" ইতি॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধত্বাদি-দোষশূন্য, সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণ-পূর্ণবিগ্রহ, আত্মতন্ত্র, নিশ্চেতনাত্মক-জড়শরীর-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, অতএব তাঁহার করপাদমুখোদরাদি অবয়ব সকল আনন্দমাত্র। তিনি স্বগতভেদ-বিবর্জ্জিতাত্মা; অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুমাত্রই স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত, এই ত্রিবিধ ভেদবিশিষ্ট, কিন্তু আনন্দস্বরূপ ভগবানে ঐ সকল ভেদের সম্ভাবনাই নাই। মুগ্ধত্বাদি অষ্টাদশ দোষ মাধুর্য্যলীলাতে দৃষ্ট হইলেও উহারা লীলার পুষ্টিকারক ও প্রাকৃতগন্ধশূন্য বলিয়া ভগবানকে তত্তদ্দোষ-বিবর্জ্জিতই জানিতে হইবে। তাঁহার মুগ্ধত্বাদিদোষরাহিত্য যথা তন্ত্রে,—

"অষ্টাদশমহাদোষৈঃ রহিতা ভগবত্তনুঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী॥" ইতি॥

ভগবত্তনু অষ্টাদশদোষবিবর্জ্জিত ও বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ।

উক্ত অষ্টাদশ দোষ যথা,—

"মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বনঃ।
লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ॥
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ।
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতা॥" ইতি॥

ভক্তানন্দ-বৈচিত্র্য-পোষক ঐ দোষ সকল ভগবানের লীলাবিলাস, ভক্ত-সংরক্ষণ ও বাৎসল্যাদি সিদ্ধির নিমিত্ত সময়ে সময়ে উদিত হয়। উহারা প্রাকৃতগন্ধাস্পৃষ্ট ও ভগবৎস্বরূপভূত। ঐ সকল ব্যতিরেকে লীলাই অসিদ্ধ হয়। ফলত মুগ্ধতা ও আশঙ্কা দ্বারা ঐশ্বর্য্যসেবী ভক্তে বিতর্ক ও বিস্ময়রসের উদ্রেক হয় এবং মাধুর্য্যভক্তের বাৎসল্যাদি রসের উদ্গম হয়। লোলতা ও মদ দ্বারা সখাগণের ক্রীড়নেচ্ছা ও গোপীগণের কাম উদ্রিক্ত হয়। খেদাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে সেবাভিলাষ জন্মে। মাৎসর্য্য, ক্রোধ ও হিংসা দ্বারা অসাধু বিনাশে ভক্তসংরক্ষণ হয়। ভ্রম ও লোলতা দ্বারা পিতৃগণের কৌতুক বৃদ্ধি হয়। অসত্য দ্বারা সখা ও সখী প্রভৃতির কোপাদির উদয়ে তত্তদ্রসের বৃদ্ধি হয়। বিশ্ববিভ্রম দ্বারা প্রকৃতিলীন জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। তবে মুগ্ধত্বাদি দোষের উদয়কালে ভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণের অভাব অস্বীকার্য্য। ভগবানের স্বরূপানুবন্ধী গুণ সকল যথা—

"অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ॥
লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ॥
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ॥

ভগবানের নিত্যলক্ষ্মীকত্ব যথা বিষ্ণুপুরাণে,—"নিত্যৈব সা জগন্মাতেত্যাদি।" ভগবান বিষ্ণুর নিত্যা শক্তিজগন্মাতা লক্ষ্মীদেবী তাঁহাতেই নিত্যসম্বদ্ধা। তিনি

যেরূপ সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার শক্তিও তদ্রূপ। ভগবানের শক্তি প্রধানত তিনটি, —পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা বা জীবশক্তি এবং অপরা বা মায়াশক্তি। ইহাদের মধ্যে পরা শক্তিই লক্ষ্মীরূপিণী এবং ভগবান হইতে অভিন্ন। ভগবান শুদ্ধ অর্থাৎ পরাখ্যা শক্তি হইতে অভিন্ন হইলেও উপচার বশত পরমেশ অর্থাৎ পরাশক্তির অধীশ্বর বলিয়া কথিত হয়েন। ভগবানের নিত্যবিবিধশক্তিময়ত্ব যথা শ্বেতাশ্বতরে,— "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" ইতি। যেরূপ অগ্নির উষ্ণতাশক্তি, সেইরূপ জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ারূপিণী সম্বিৎ সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তিও তাঁহার স্বাভাবিকী ও স্বরূপানুবন্ধিনী। পূর্ব্বোক্ত পরাশক্তিই সম্বিদাদি ত্রিরূপে ভাসমানা হয়েন। যথা,—"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকে-ত্যাদি।" হ্লাদিনী (ভগবান স্বয়ং হ্লাদাত্মা হইয়া যদ্দ্বারা হ্লাদবান হয়েন, ও জীবকে আনন্দ প্রদান করেন), সন্ধিনী (ভগবান সদাত্মা হইয়াও যদ্দ্বারা সত্তা ধারণ করেন, ও জীবকে সত্তা প্রদান করেন), সম্বিৎ (ভগবান সম্বিদাত্মা হইয়াও যদ্দ্বারা জ্ঞানবান হয়েন ও জীবকে জ্ঞানবান করেন); এই ত্রিরূপা একই (অর্থাৎ বিশেষবলে নির্ভাতভেদকার্য্যা হইলেও নির্ভেদরূপা) পরাশক্তি তোমাতেই বর্ত্তমানা। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা প্রাকৃতা শক্তি প্রাকৃতগুণ-বর্জ্জিত ভগবানে নাই। অর্থাৎ সত্ত্বাংশ দ্বারা হ্লাদকারিণী রজ-অংশ দ্বারা তাপকারিণী ও তম অংশ দ্বারা মোহজননী মিশ্রা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি ভগবানে প্রকাশ পায় না। পূর্ব্বোক্তা অব্যভিচারিণী পরাশক্তি এক হইয়াও মণির নীলপীতাদি বর্ণ সকলের ন্যায় সাধকের ধ্যানভেদে বহুরূপে বিরাজিতা ও প্রতি অবতারে সহায়রূপে লীলাকারিণী। বিষ্ণুর একত্ব হইয়াও বহুত্ব যথা গোপালোপ-নিষদে,—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য, একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি। তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।" ইতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সকলের পূজ্য সর্ব্বগামী বশী ও একমাত্র হইয়াও বহু-প্রকারে অর্থাৎ মৎস্যাদিরূপে লীলা করিয়া থাকেন। পীঠমধ্যস্থ ভগবানের অর্চ্চনাই কেবল নিত্য সুখের একমাত্র নিদান। লক্ষ্মীদেবী ও ভগবানের নিজ নিজ অবতারে যদিও পূর্ণতা তুল্যা, তথাপি গুণপ্রাকট্যের তারতম্যহেতুক অংশাংশিভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে। যথা বাজসনেয়কে,—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং

পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" ইতি। অবতার-মাত্রেই অবিশেষপূর্ণতা বর্ত্তমানা আছে; অবতারীও পূর্ণ, অবতারও পূর্ণ; পূর্ণ অবতারী হইতেই পূর্ণ অবতার প্রাদুর্ভূত হয়েন। ইহাতে পূর্ণত্বের হানি হয় না। মহাবারাহে যথা,—"সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চেত্যাদি।" সেই পরমাত্মার লীলার্থ জগতে প্রকাশিত সকল দেহই নিত্য। কোন দেহই প্রাকৃত নহে। অতএব হানোপাদানবর্জ্জিত গুণপূর্ণ ও দোষশূন্য। লক্ষ্মীদেবীরও অবতারে পূর্ণতা যথা বিষ্ণুপুরাণে,—"এবং যথা জগৎস্বামীত্যাদি।" দেবদেব জগৎস্বামী জনার্দ্দন যখন যেরূপ অবতার প্রকাশ করেন, তৎসহায়িনী লক্ষ্মীদেবীও তদ্রূপ অবতার প্রকাশ করেন। আদিত্যাবতারে পদ্মজা, ভার্গবে ধরণী, রামাবতারে সীতা ও কৃষ্ণে রুক্মিণী। অবতার সকল তুল্য হইলেও অকৃৎস্নশক্তি প্রকাশের নাম বিলাস, দুই এক শক্তি প্রকাশের নাম অংশ বা কলা এবং পূর্ণশক্তি প্রকাশের নাম স্বয়ং ভগবান, এইরূপ তারতম্য শাস্ত্রে উক্ত হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে,—"এতে চাংশকলেত্যাদি।" পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি অবতার গর্ভোদশায়ী পুরুষের অংশ; কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। এই পূর্ণ অবতার স্বয়ং ভগবানে সমস্ত অবতারই অংশরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন। ইনিই একমাত্র অবতারী। লক্ষ্মী-দেবীর অবতারতারতম্যে প্রমাণ যথা অথর্ব্বোপনিষদে,—"গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্রদলপদ্মমধ্যে কল্পতরোর্মূলে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপুচ্ছশিরো বেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো (সমুদ্রতরঙ্গন্যায়েন স্বোল্লাসাত্মক-নিত্যচেষ্টিতঃ) বিরাজতে। দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি। যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিরিতি। অগ্রে চ তস্যাদ্যা প্রকৃতিঃ রাধিকা নিত্যনির্গুণ-সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা প্রসন্নাশেষলাবণ্যসুন্দরীত্যাদি।" শ্রীরাধিকাই অংশিনী; লক্ষ্মীদুর্গাদিকা তাঁহার অংশভূতা। গৌতমীয়তন্ত্রে যথা,—"দেবী কৃষ্ণময়ী-ত্যাদি।" শ্রীরাধাই সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী পরদেবতা। আদিপদোক্ত ভগবানের ধামাদির নিত্যত্ব যথা ছান্দোগ্যে,—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? স্বে মহিম্নি।" ইতি। হে ভগবন! সেই ভূমাখ্য হরি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? স্বীয় অসাধারণ মহিমাপুরে। মুণ্ডকে যথা,—"দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।"

ইতি। আত্মাস্বরূপ সেই ভগবান দ্যোতনাত্মক স্বীয় পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ঋগ্বেদে যথা,—"তাং বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ অয়াসঃ।" অত্রাহ। "তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি।" ইতি। তোমাদিগের সেই গৃহ সকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি, যেখানে গাভীসকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট ও শুভাবহবিধিরূপা। ভক্তেচ্ছাবর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের পরমপদ প্রচুররূপে অবভাত হইতেছে। গোপালোপনিষদে যথা,—"তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরী হি।" সপ্তপুরীর মধ্যে গোপালপুরী মথুরা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ অর্থাৎ প্রপঞ্চগত হইয়াও নিত্য। তদুপরি গোকুল ও নিম্নে দ্বারকাপুরী। কারণ, ভগবান নিজধামই প্রপঞ্চে অবতারিত করিয়া স্বয়ং অবতার করেন। ভগবানের লীলাও নিত্যা। যথা শ্রুতিতে,—"যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ।" ইতি। "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা।" ইতি চ। ব্রহ্মনিষ্ঠ গুণ ও কর্ম্মসকল নিত্য। একমাত্র সেই নিত্যলীলানুরক্ত ভগবান ভক্তব্যাপক ও ভক্তহৃদয়ে সাক্ষাৎ স্বরূপে বিরাজমান। ভগবানের রূপ, পার্ষদ ও ধামাদির আনন্ত্য হেতুক অপ্রকটেও লীলার নিত্যত্বের হানি হয় না। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন লোকে তত্তল্লীলার কোন কালেই ব্যভিচার নাই। প্রকট ও অপ্রকট অবস্থাই দর্শন ও অদর্শনের হেতু।

ভগবানের অখিলাম্নায়বেদ্যত্ব যথা গোপালোপনিষদে,—"যোঽসৌ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈর্গীয়তে।" ইতি। যাঁহাকে সকল বেদ গান করেন। কাঠকে,—"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বানি চ যদ্বদন্তি।" ইতি। সকল বেদ ও তপস্যা যে একমাত্র ব্রহ্মবস্তুকেই গান করেন। হরিবংশে,—"বেদে রামায়ণে চৈবেত্যাদি।" বেদ, রামায়ণ, পুরাণ ও ভারত প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই সর্ব্বত্র শ্রীহরিকে গান করেন। ফলত সমস্ত বেদই সাক্ষাৎ ও পরম্পরারূপে একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বেদান্ত সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং তদতিরিক্ত কর্ম্মকাণ্ড সকল ভগবজ্জ্ঞানের অঙ্গভূত চিত্তবিশুদ্ধিকারক কর্ম্মবিধানপরীপাটী দ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধে গান করিয়া থাকেন। পুরাণাদিও তদ্রূপ। ঐ সকল বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণপরম্পরা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভগবান অন্বয়ব্যতিরেক মুখে বেদ সকলের বেদ্য, লক্ষ্য নহেন। তবে

কোন কোন ('যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইত্যাদি) শ্রুতিতে যে তাঁহার অবাচ্যত্ব ও অজ্ঞেয়ত্বাদি উক্ত হইয়াছে, তাহা কেবল তাঁহার মহত্ত্ব-প্রযুক্ত। অর্থাৎ বেদ সকল বা জীব সকল তাঁহার মহিমাগুণাদি সর্ব্বতোভাবে বলিতে ও ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই শ্রুত্যাদিশাস্ত্রে ঐ প্রকার বিরুদ্ধ বাক্যের বিন্যাস দৃষ্ট হইয়া থাকে। নির্বিশেষব্রহ্মবাদিগণ বলেন, ব্রহ্ম জাতি-গুণ-ক্রিয়া-সংজ্ঞা-রহিত বস্তু। সুতরাং তাঁহাদের মতে শব্দপ্রবৃত্তির হেতুভূত উক্ত বিষয় চতুষ্টয়ের অভাবে নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম বেদের বাঁচ্য হইতে পারেন না। কিন্তু লক্ষণাশক্তি দ্বারা বেদগণ ব্রহ্মে প্রবৃত্ত হইয়া কথঞ্চিৎ জ্ঞান উৎপাদন করেন। তাঁহাদিগের এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, লক্ষণা যে শব্দের শক্তি সেই শব্দই যদি ব্রহ্মের বাচক না হইল, তবে তাহার সেই শক্তিরূপা লক্ষণা দ্বারাই বা কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে! বিশেষত বিচার করিয়া দেখিলে, সমস্ত নির্বিশেষ-বাদিনী শ্রুতিরই উপসংহারভাগোক্ত সবিশেষবাদই বলীয়ান বোধ হয়। অধিকন্তু ব্রহ্মের বেদাবাচ্যত্ব স্বীকারে বেদপাঠাদিরও বৈয়র্থ্য হয়।

বিশ্বের সত্যত্ব যথা বিষ্ণুপুরাণে,—"একদেশস্থিতস্যেত্যাদি।" যেমত অগ্নি একস্থানে থাকিয়াও স্বীয় বিস্তারিণী কিরণশক্তি দ্বারা দেশব্যাপক হয়েন, তদ্রূপ সেই পরব্রহ্ম স্বীয় শক্তি দ্বারা এই অখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, অর্থাৎ এই বিশ্ব তাঁহার শক্তিকার্য্য বা সত্য। শ্বেতাশ্বতরে যথা,—"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।" ইতি। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর এক হইয়াও স্বীয় শক্তি দ্বারা বহুধা সৃষ্টি করেন। ঐ সৃষ্টির প্রতি কারণ তাঁহার লীলাসঙ্কল্প। ঈশাবাস্যোপনিষদে,—"স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।" ইতি। যিনি দীপ্ত স্থূলসূক্ষ্মকায়বর্জ্জিত অক্ষত রাগাদিরহিত শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ মনীষী ও মায়েশ্বর এবং যিনি স্বয়ম্ভু, সেই ব্যাপক পরমাত্মা সম্বৎসরগণ ব্যাপিয়া মহদাদি অর্থকে সত্যরূপে বিহিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে,—"তদেতদক্ষয়মিত্যাদি।" "ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদি চ।" মুনিবর! এই অখিল জগৎ নিত্য ও অক্ষয়। ইহার জন্ম ও নাশ আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র। সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম সত্য, আলোচনা রূপ তাঁহার তপ

সত্য, তাঁহার নাভিকমলোদ্ভব ব্রহ্মা সত্য, ভূত সকল সত্য ও ভূতময় জগৎও সত্য। একমাত্র আত্মার অস্তিত্বসূচক প্রমাণ সকল "বন-মীন-বিহঙ্গ" ন্যায়েই সঙ্গত হয়। অর্থাৎ বিহঙ্গগণ যেরূপ বনে অবস্থিতি করে, সেইরূপ আত্মাতে এই জগৎ সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। অতএব 'প্রথমত আত্মাই একমাত্র ছিল' ইত্যাদি শ্রুত্যর্থেরও কোনরূপ অসামঞ্জস্য হইতে পারিল না।

অনন্তর ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে,—শ্বেতাশ্বতরে উক্ত হইয়াছে, "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।" ইতি। জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি পক্ষী সহযোগে তুল্যভাবে দেহরূপ সমান একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তন্মধ্যে জীবরূপ পক্ষী নানাবিধ সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অপর ঈশ্বররূপ পক্ষী ফলভুক না হইয়া প্রদীপ্তভাবেই অবস্থিত হয়েন। দেহরূপ সমান এক বৃক্ষে নিমগ্ন ও মায়া কর্তৃক মোহিত হইয়া জীব অশেষ-শোক-ভাজন হয়েন। অনন্তর যখন আপনা হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে উপাস্য এবং আপনাকে উপাসকরূপে দেখিতে পান, তখন ঈশ্বরের মহিমা অধিগত হইয়া বীতশোক হয়েন। এই শ্রুতি দ্বারা জীব ঈশ্বর হইতে যে ভিন্ন, ইহাই অবগত হওয়া গেল। শ্রুতি-তাৎপর্য্য-জ্ঞান-কারণরূপ উপক্রমাদি দ্বারা ভেদই নির্ণীত হইয়াছে। "দ্বাসুপর্ণা" অর্থাৎ দুইটি পক্ষী ভিন্ন, এই উপক্রম দ্বারা, "অন্যমীশং" অর্থাৎ ঈশ্বর জীব হইতে অন্য বা ভিন্ন, এই উপসংহার দ্বারা, "দ্বা তয়োরন্যঃ অনশ্নন্নন্যঃ" অর্থাৎ দুই, উভয়ের অন্যতর, অন্য ঈশ্বর ফলভুক না হইয়াও, এই তিনটি স্থলে কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ না করিয়াই পুনরুক্তি বা অভ্যাস দ্বারা, অণুত্ববৃহত্ত্বাদি-বিরুদ্ধ-নিত্য-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি-ভাবে ভেদের শাস্ত্র ব্যতিরেকে লৌকিক প্রমাণ হইতে অপ্রতীতি হেতুক, অপূর্ব্বতা দ্বারা ও বীতশোকরূপ ফল দ্বারা "তস্য মহিমানমেতি" অর্থাৎ তাঁহার মহিমা অবগত হইয়া, এই অর্থবাদ বা প্রশংসা দ্বারা, ফলভুক না হইয়াও, এইরূপ উপপত্তি বা ভেদ-বিষয়ে যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রে ভেদ উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু মুণ্ডক উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" ধ্যাতা জীব যখন রুক্মবর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মযোনি পরমপুরুষকে দর্শন করেন, তখন তত্ত্ববিৎ সেই সাধক বন্ধনের মূলীভূত কারণ পুণ্যপাপ সমূলে পরিহার পূর্ব্বক নির্দ্দোষ হইয়া পরম সাম্য লাভ করেন। কাঠকে,—"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।" ইতি। যেমত শুদ্ধ সলিল নির্ম্মল জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে, তাদৃশই হয়, গৌতম! আত্মবিৎ মুনির আত্মাও সেইরূপ হয়। অর্থাৎ তাঁহার আত্মাতে দেহাদিবুদ্ধির সংযোগ না থাকাতে তিনি স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। গীতাতে,— "ইদং জ্ঞানেত্যাদি।" এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা আর সৃষ্টিকালে ও প্রলয়কালে জন্মমৃত্যুজন্য ব্যথার ভাজন হয়েন না। পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকলে মোক্ষাবস্থাতেও সাম্যাদি উপমাবাচক শব্দের প্রয়োগ হেতু ভেদের পারমার্থিকত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে "স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং।" সেই ব্রহ্মই মায়া কর্ত্তৃক পরিমোহিত হইয়া শরীর গ্রহণ পুরঃসর সকলই করিতেছেন, ইত্যাদি শ্রুতির অর্থাভাসমাত্র গ্রহণে শঙ্করমতানুযায়ী কেহ কেহ কল্পনা করিয়া থাকেন যে, অবিদ্যা-পরিমোহিত ব্রহ্মই একমাত্র বাস্তব জীব, সেই জীবই আমি, আমা ভিন্ন অন্য জীব আমারই অবিদ্যা-পরিকল্পিত এবং স্বপ্নাদিদৃষ্ট রথাশ্বাদিসদৃশ, অনন্তর আমি যখন জ্ঞাতাত্মতত্ত্ব হইব, তখন আর কেহই থাকিবেন না, ইত্যাদি যে মত, তাহা দূষিত। "নতুবা, নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।" যিনি নিত্যচৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর এবং যিনি চৈতন্যস্বরূপ ও নিত্যভূত জীবগণের একমাত্র সাধনানুরূপ বাঞ্ছিতার্থ বিধান করেন, তাঁহাকে যে সকল ধীর আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহারাই শাশ্বত সুখের অধিকারী হয়েন, অন্য নহে। ইত্যাদি শ্রুতির অসঙ্গতি হয়। যখন চৈতন্যস্বরূপ এক ঈশ্বর হইতে তাদৃশ চৈতন্যস্বরূপ বহু জীব পরস্পর ভিন্ন হইয়া থাকেন, তখন জীব ও ঈশ্বরের ভেদও অবশ্য নিত্য, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে অণুচৈতন্যরূপে জীব ঈশ্বরের অংশ হইলেও এই

পারমার্থিক ভেদস্থলে ভক্তগণ জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতির কি গতি হইবে? তদুত্তরে এই বলা যায় যে, যেরূপ বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ একমাত্র প্রাণেরই অধীন বলিয়া তাহাদিগকে প্রাণ শব্দেই অভিহিত করা হয়, তদ্রূপ এই জগৎও ব্রহ্মেরই অধীনবৃত্তিতা হেতুক ব্রহ্ম শব্দেই উক্ত হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মের ব্যাপকত্ব হেতু জগৎ ব্রহ্মরূপে উক্ত হইলেও বস্তুত তিনি জগৎ হইতে ভিন্ন। যাঁহারা প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ বাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের সেই পক্ষদ্বয়ই ব্রহ্মের বিভুত্ব ও অবিষয়ত্ব, এই হেতুদ্বয় দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতবাদীরা যে বলেন, মায়ারূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত অথবা মায়োপাধি কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীবরূপ হয়েন, এবং ঐ উপাধির অপগম হইলেই শুদ্ধ একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন। তাঁহাদিগের উক্ত সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত; কারণ, ব্রহ্ম যখন বিভু অর্থাৎ ব্যাপক পদার্থ এবং অবিষয় অর্থাৎ কোন বস্তুর গ্রাহ্য নহেন, তখন তিনি কোন মতেই উপাধিতে প্রতিবিম্বিত বা তৎকর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যাহার পরিচ্ছেদ আছে, সেই বস্তুই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, এবং যে বস্তু পরিচ্ছিন্ন বা ব্যাপ্য তাহাই অন্য বস্তুর বিষয় হইতে পারে। সর্ব্বব্যাপক ও অবিষয় ব্রহ্ম পদার্থ কখনই প্রতিবিম্বিত বা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। ক্ষণিকত্ব দোষ দর্শনে ঐ পরিচ্ছেদের বাস্তবত্ব স্বীকারেও মহান অনর্থ আপতিত হয়। অর্থাৎ উহার নিত্যত্বস্বীকারে টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডাদির ন্যায় বিকারিত্বরূপ অপরিহার্য্য দোষ উপস্থিত হয়। সুতরাং প্রতিবিম্বাদিবাদ সর্ব্বতোভাবে হেয়। ঐরূপ অদ্বৈত পক্ষও দূষিত। জীবব্রহ্মের অদ্বৈত, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি না? ভিন্নে দ্বৈতাপত্তি এবং অভিন্নে সিদ্ধসাধনতা অপরিহার্য্য। কারণ, উহা শ্রুতিই প্রতিপাদন করিয়াছেন। "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" কেবল-চৈতন্য-স্বরূপ সাক্ষী সেই পরমাত্মা নির্গুণ, ইত্যাদি শ্রুত্যর্থ অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মেরই বাস্তবত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতও ভ্রান্ত। কারণ, প্রমাণের অবিষয়তা হেতুক নির্গুণ ব্রহ্ম অলীক। অতএব ঐ মত অশ্রদ্ধেয়। নির্গুণ ব্রহ্মের রূপাদির অভাব হেতু তাঁহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাইতে পারে না। ব্যাপ্তিলিঙ্গের

অভাব হেতু অনুমানও যাইতে পারে না। শব্দপ্রবৃত্তির কারণভূত জাতি-গুণাদির অভাব বশত শব্দও গমন করিতে পারে না। সুতরাং শব্দশক্তি লক্ষণাও যাইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম যে স্বরূপানুবন্ধিগুণবিশিষ্ট, ইহা স্থির হইতেছে।

জীবের ভগবদ্দাসত্ব যথা শ্বেতাশ্বতরে,—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥" ইতি। ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের পরম ঈশ্বর, ইন্দ্রাদিদেবতা-বৃন্দেরও পরম দেবতা, দক্ষাদি প্রজাপতিগণেরও পরম পতি, এবং পর হইতেও পরতম, জগতের একমাত্র ঈশ্বর, অতএব পূজ্য সেই দেবকে জানিব। স্মৃতিতে যথা,—"ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা॥" ইত্যাদি। কমলাসন, মহাদেব, সূর্য্য, চন্দ্র ও ইন্দ্রাদি দেবতা সকল ভগবান বিষ্ণুরই তেজোযুক্ত। সকল দেবতাই সেই পরম দেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। জীবগণ একমাত্র হরিরই দাসভূত। জীবের মুক্তাবস্থাতে সগুণ ব্রহ্মের সহিত সাম্য হইলেও জীব তাঁহা হইতে ভিন্নই থাকেন। ঐ জীবগণও আবার পরস্পর ভিন্ন। ফলত জীবগণের অণুচৈতন্য-রূপত্ব ও জ্ঞানিত্বাদির অবিশেষ হেতু পরস্পর সাম্য সত্ত্বেও সাধনতারতম্যে তারতম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ কর্ম্মরূপ ও ভক্তিরূপ সাধনের তারতম্য হেতুক ঐহিক ও পারত্রিক ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কর্ম্ম-তারতম্য হেতু ঐহিক এবং ভক্তিতারতম্য হেতু পারত্রিক ফলের তারতম্য হয়। ঐরূপ জীবগণের স্বরূপত অণুরূপে সাম্যসত্ত্বেও মায়ামোহিতত্বরূপে ব্রহ্ম হইতে ভেদ এবং সাধনতারতম্য হেতু পরস্পর ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য।

জীবের অণুচৈতন্যরূপত্বের প্রমাণ যথা, শ্বেতাশ্বতরে,—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" ইতি। শতভাগে বিভক্ত যে কেশাগ্র, জীব তাহার শতাংশ হইয়াও ভগবৎপ্রপন্ন হইয়া মায়োত্তীর্ণ ও মুক্ত হয়েন। জ্ঞানিত্বের প্রমাণ যথা ষট্‌প্রশ্নে,—"এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞাতাত্মা পুরুষঃ।" ইতি। এই বিজ্ঞাতাত্মা পুরুষ জীবই দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাণকর্ত্তা, স্পর্শকর্ত্তা, আস্বাদকর্ত্তা, মন্তা, বোদ্ধা ও কর্ত্তা। আদিপদ-প্রাপ্ত গুণদ্বারা দেহব্যাপিত্বও উক্ত হইয়াছে।

যথা গীতাতে,—"যথা প্রকাশয়ত্যেক" ইত্যাদি। ভারত! যেমত এক সূর্য্য এই অখিল লোক প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবও সমস্ত দেহ প্রকাশ করেন। সূত্রকারও বেদান্তসূত্রে বলিয়াছেন,—"আলোকবদিতি।" আলোক যেমত গুণ দ্বারা সমস্ত গৃহ আলোকিত করেন, তদ্রূপ জীবও চেতনাখ্য স্বীয় গুণ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। ঐ গুণও নিত্য, যথা বাজসনেয়কে,—"অবিনাশী বা অরে আত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা।" ইতি। মৈত্রেয়ি! এই জীব স্বরূপতই অবিনাশী ও উচ্ছেদশূন্য। সাধন-জনিত বৈষম্যের প্রমাণ যথা কৌথুমীয় শাখাতে,—"যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি।" ইতি। ইহলোকে পুরুষ যেরূপ সাধন করেন, লোকান্তরে ফলও তদ্রূপই হয়। স্মৃতিতে,—"যাদৃশী ভাবনেত্যাদি।" যাঁহার যেরূপ সাধন, তাঁহার সিদ্ধিও তদ্রূপ হয়। শান্তাদি রতি পর্য্যন্ত যে পাঁচটি ভাব শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সেই ভাবানুসারে জীবগণের হরির স্মরণাদিতে ফলেরও তারতম্য হয়।

কৃষ্ণপ্রাপ্তিই পরম মোক্ষ। শ্বেতাশ্বতরে উক্ত হইয়াছে, "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিরিত্যাদি।" যিনি সদ্‌গুরুর নিকট পরমেশ্বরতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার দেহদৈহিক মমতাদি পাশের হানির সহিত পাশজন্য ক্লেশ সকল সমূলে ক্ষয় হয়। অতঃপর জন্মমৃত্যুরও হানি হয়। তদনন্তর উত্তরোত্তর ভগবানের অভিধ্যান দ্বারা লিঙ্গশরীরের একেবারে নাশ হইলে, শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত ভাগবত-পদপ্রাপ্তিতে অভিলাষ পূর্ণ হয়। গোপালতাপনী শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য" ইত্যাদি। যাঁহারা পীঠমধ্যস্থিত সেই ভগবানের পূজা করেন, তাঁহারাই কেবল শাশ্বত সুখসম্ভোগে সমর্থ হয়েন। এক্ষণে সংশয় হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিই যদি মোক্ষ হইল, তবে শ্রীরামাদি অবতারগণের প্রাপ্তি মোক্ষ হয় কি না? কিন্তু তাদৃশ সংশয়ের কোন কারণ নাই; কারণ, স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণই বহু বহু বেশে বহু প্রকারে প্রকাশিত হয়েন। অতএব যে কোন প্রকারেই হউক, উপাসনা অনুসারে মুক্তি ও নিত্যধামে সুখে অবস্থিতি হইয়া থাকে।

একান্ত ভক্তিই ঐ মুক্তির হেতু। ভক্তির লক্ষণাদি যথাস্থানে বিবৃত হইবে। ভক্তি মুক্তির হেতু হইয়াও স্বয়ং অহৈতুকী। সাধুসেবা ও গুরুসেবাই ভক্তিলাভের

একমাত্র উপায়। সাধুসেবাদি ব্যতিরেকে ঐ ভক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। যথা• তৈত্তিরীয়কে, "অতিথিদেবো ভব।" অতিথিদেব হও; অর্থাৎ দেব-ভাবে অতিথির সেবা কর। "আচার্য্যদেবো ভব।" আচার্য্যদেব হও; অর্থাৎ দেবভাবে গুরুর সেবা কর। শ্বেতাশ্বতরেও বলিয়াছেন, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ইতি। যাঁহার দেবতার প্রতি এবং গুরুর প্রতি পরমভক্তি আছে, তাঁহার সম্বন্ধেই উপদিষ্ট বিষয় সকল স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিনটিই প্রমাণ। অন্যান্য তন্ত্রোক্ত প্রমাণগুলি উহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। উক্ত প্রমাণত্রয়ের মধ্যে অপৌরুষেয় বাক্য শ্রুতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয় প্রমাণই সদোষ। ইন্দ্রিয়সকল সন্নিকৃষ্ট স্থূলবস্তুকেই গ্রহণ করে। অতি দূরবর্ত্তী আকাশচর পক্ষী বা অতি নিকটস্থ নেত্রস্থ অঞ্জন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। চিত্ত অনবস্থিত থাকিলে, স্থূল বস্তুরও গ্রহণ হয় না। রবি-কিরণাভিভূত গ্রহ-নক্ষত্রাদি দৃষ্টি-গোচর হয় না। ক্ষীরে অনুভূত দধিভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। জলাশয়ে জলদ-বিমুক্ত জলবিন্দুর প্রত্যক্ষ হয় না। অতি সূক্ষ্ম পরমাণুরও প্রত্যক্ষ হয় না। ইন্দ্রিজালাদির ত কথাই নাই। এইরূপে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সর্ব্বদাই দুষ্ট হইয়া পড়ে। অনুমানও ঐরূপ।

অনুমানমাত্রই প্রত্যক্ষমূলক। যাহার কিছুই প্রত্যক্ষ নাই, তাহার অনু-মানও নাই। তবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানে প্রভেদ এই যে, প্রত্যক্ষে অনুমান নাই; কিন্তু অনুমানে প্রত্যক্ষ আছে। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষের সম্ভাবনার নামই অনুমান। দেশ, কাল ও পাত্র প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সহকারে যাহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইত, আপাতত তাহার আংশিক প্রত্যক্ষ হইতে অবশিষ্ট অপ্রত্যক্ষকে মানসিক ধ্যানে সংযোজন করাই অনুমানের কার্য্য। যদি সকল সময় সকল অবস্থায় সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে, আর অনুমানের আবশ্যকতা থাকিত না। তাহা হয় না বলিয়াই অনু-মান অপরিহার্য্য। অনুমান আমাদিগের একটি প্রশস্ত জ্ঞানমার্গ। এমন কি, আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশই অনুমানসাপেক্ষ। পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ বা তচ্ছায়াই

অনুমানের বেলাভূমি। উহা অতিক্রম করিবার সামর্থ্য অনুমানে নাই। সুতরাং অপ্রত্যক্ষের অনুমান আছে, ইন্দ্রিয়াতীতের অনুমান নাই। অনুমান অপ্রত্যক্ষকে আবির্ভূত করিয়া থাকে, কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা নাই, অর্থাৎ যেখানে দেশ, কাল, অবস্থা, প্রভৃতিতেও প্রত্যক্ষ হইবার নহে, সেখানে অনুমানের কোন অধিকারই নাই।

অনুমান প্রত্যক্ষমূলক বলিয়া উহার ভ্রমও অপরিহার্য্য। যাহাকে সচরাচর কথায় প্রত্যক্ষ বলে, তাহার প্রায় দশভাগের একভাগ ব্যতীত সমস্তই অনুমান। পরিচিত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলাম। শুদ্ধ তাঁহার তুল্য কণ্ঠস্বর কর্ণগোচর হইল। স্মৃতিপটে সেই কণ্ঠস্বর ব্যক্তিবিশেষ-সমন্বিত-ভাবেই রহিয়াছে। আজি সেই সমন্বিত পূর্ণভাবের কণ্ঠস্বররূপ সামান্য আংশিক প্রত্যক্ষে অবশিষ্ট ব্যক্তি-বিশেষ অনুমিত হইল। তাই বলিলাম, পরিচিত ব্যক্তি আসিয়াছেন। কিন্তু আর কাহারও যদি তাঁহার তুল্য কণ্ঠস্বর থাকে, তাহা হইলেই অনুমান ভ্রান্ত হইল। পরিচিত ব্যক্তিবিশেষ আসিয়াছেন, বলায় দোষ জন্মিল। প্রত্যক্ষের ন্যায় স্মৃতি ও সাদৃশ্যনিরূপণ প্রভৃতির দোষগুণেও অনুমানের দোষগুণ জন্মে। সম্মুখে মনুষ্য দেখিলাম। দৃষ্ট মনুষ্যের বর্ণ, অবয়ব, গঠন প্রভৃতি নয়নগোচর হইল। এই প্রত্যক্ষের সামগ্রীতে শারীরিক তাপ, কোমলতা, প্রভৃতি আপাতত অপ্রত্যক্ষ ত্বাচ্-প্রকরণ অনুমান করিলাম। প্রত্যক্ষ ও অনুমান বলে স্থির হইল যে, দৃষ্টমূর্ত্তি মনুষ্য বিশেষ। নিকটে আসিয়া স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, প্রত্যাশিত তাপ, প্রভৃতি অনুভূত হইতেছে না। তখন বুঝিলাম, ভুল হইয়াছে। দৃষ্ট মনুষ্য দর্পণে প্রতিবিম্বিত বা ভাস্করখোদিত মূর্ত্তি মাত্র।

অনুমানে সংসর্গ প্রবল। যাহা সতত একত্র দেখা যায়, তাহার একটি দেখিবামাত্র অপরটি স্বতই মনে আইসে। এই অনুমান-সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়-বোধকেই আমরা সচরাচর কথায় প্রত্যক্ষ বলিয়া থাকি। ভূতলে বৃক্ষশাখা দৃষ্ট হইল, এবং দৃষ্ট শাখা হইতে অদৃষ্ট স্কন্ধ, মূল, প্রভৃতি অনুমান করিয়া মনে বৃক্ষের পূর্ণ মূর্ত্তি উপস্থিত করিলাম। ভূতলে দৃষ্ট শাখাগুলির অবশ্যই অদৃষ্ট স্কন্ধ, মূল প্রভৃতি আছে; অনুনানে ইহাই স্থির হইল। কেন না, স্কন্ধ, মূল, শাখা প্রভৃতি সতত সমন্বিত ভাবেই দেখা যায়। কিন্তু যদি কেহ বস্তুতই

কয়েকটি শাখা বৃক্ষ হইতে সদ্যঃ-বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূমিতলে বৃক্ষাকারে সাজাইয়া রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলেই উক্ত অনুমান ভ্রান্ত হইল।

সাদৃশ্যানুমানেও ঐরূপ। তবে বস্তুগত বাস্তবিক সাদৃশ্যে ব্যাপ্তির প্রসারতা প্রযুক্ত সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যের ন্যায় ভ্রম অত্যল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে। সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যে বস্তুর সংখ্যা অল্প, সদৃশ গুণ বা লক্ষণের সংখ্যাই অধিক। দুই বা বহু বস্তুতে কোন অসাধারণ ধর্ম্ম দর্শনে পরস্পরের সাদৃশ্যানুমানই বাস্তবিক সাদৃশ্যানুমান। জলবিন্দু বা শিশির বিন্দুতে বঙ্কিম সূর্য্যরশ্মি পড়িলে যে বর্ণাবলি অভিব্যক্ত হয়, তদ্দর্শনে রামধনুর বর্ণকেও জলবিন্দু-পতিত-সূর্য্য-কিরণ-সমুদ্ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই বাস্তবিক সাদৃশ্যানুমানের ফল। ইহাতে আমরা নানা বস্তুতে কোন অসাধারণ গুণ বা লক্ষণ দেখিয়া থাকি। কিন্তু সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যে সেরূপ হয় না। উহাতে চিন্তনীয় বস্তু অপেক্ষা সদৃশ গুণ বা লক্ষণের সংখ্যাই অধিক হয়। অতএব সাম্বন্ধিক সাদৃশ্য গভীর হইলেও বাস্তবিকের ন্যায় ব্যাপক নহে। মন্ত্রী ও কর্ণধারের কার্য্য সম্পূর্ণ পৃথক্; কিন্তু কর্ণধারের তরীর সহিত যে সম্বন্ধ, মন্ত্রীরও রাজ্যের সহিত সেই সম্বন্ধ; সুতরাং সাম্বন্ধিক সাদৃশ্যে মন্ত্রীকে রাজ্যের কর্ণধার বলা যাইতে পারে। স্বর্ণ পদার্থে ও স্বর্ণ শব্দে কোন সাদৃশ্যই নাই; তথাপি উভয়ে বাচ্যবাচকতা-লক্ষণ-সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত বলিয়া একের সাহায্যে অপরের অনুমান হইয়া থাকে। বাস্তবিকেও ভ্রম ঘটে। সাম্বন্ধিকের ত কথাই নাই। কোন ভূমির গোধূমের অংশবিশেষ দেখিয়া তত্রত্য সমস্ত গোধূমের অনুমানই যখন নিঃসংশয় হইতে পারে না, তখন গোধূম দেখিয়া তণ্ডুলের অনুমানে ত সংশয় থাকিবেই থাকিবে। গোধূমে গোধূমে পূর্ণমাত্রায় সাদৃশ্য আছে, বিসদৃশ লক্ষণ নাই বলিলেই হয়; কিন্তু তণ্ডুলে গোধূমে সদৃশ ভাব থাকিলেও অনেক বিসদৃশ লক্ষণ আছে। অতএব ইহাতে ভ্রমের সম্ভাবনাই অধিক। এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে, অনুমানের প্রামাণ্যেও নির্ভর করা যাইতে পারে না। আপ্ত-বাক্য-লক্ষণ শব্দের কুত্রাপি ব্যভিচার হয় না। অতএব সর্ব্ব-পুরুষ-পরম্পরাগত-প্রসিদ্ধি সর্ব্বলৌকিকালৌকিক-জ্ঞান-নিদানভূত অপ্রাকৃত-লক্ষণ শব্দের আনুগত্য ব্যতিরেকে কি প্রত্যক্ষ কি অনুমান, কাহারই স্বতন্ত্র

প্রামাণ্য স্বীকার্য্য হইতে পারে না। জীবমাত্রই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ-দোষচতুষ্টয়-দুষ্ট; সুতরাং প্রমাতৃজীবগত দোষ সকল প্রমাণেও সঞ্চারিত হয় বলিয়া তৎকৃত প্রমাণও সদোষই হইবে। সদোষ প্রমাণ দ্বারা বস্তুতত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্ত অসম্ভব। এই নিমিত্ত শব্দের—আগমের অনুগত প্রত্যক্ষ ও অনুমানেরই প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। বিশেষত সর্ব্বত্র তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। তবে যেখানে বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধ বোধ হইবে, সেই সেই স্থলে শুষ্কতা-দোষ-বিরহিত অনুকূল তর্ক দ্বারা সংশয় চ্ছেদ করিয়া সিদ্ধান্ত করাই কর্ত্তব্য।

বাজসনেয়ীরা বলেন,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" মৈত্রেয়ি, আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে; এবং উহার সাধনভূত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। কাঠকে বলিয়াছেন,—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।" প্রেষ্ঠ নচিকেত, ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্য এই মতিকে শুষ্ক তর্ক দ্বারা অপমার্গে নীত করা কর্ত্তব্য নহে। বেদজ্ঞ গুরু কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইলে, উহা সুজ্ঞানের নিমিত্ত হইবে। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোঽত্রার্থোঽভিমতো ভবেৎ। ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জ্জয়েৎ॥" পূর্ব্বাপরের অবিরোধে কোন্ অর্থটি অভিমত হইতে পারে, ইত্যাদি উহনের নামই তর্ক এবং ঐরূপ তর্কই গ্রাহ্য। শুষ্কতর্ক পরিবর্জ্জন করিবে। বিশেষত শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্।" "ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।" বেদজ্ঞানবিরহিত ব্যক্তি কখনই ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে পারেন না। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষই জীবের জিজ্ঞাস্য। অতএব বেদানুগত প্রত্যক্ষাদিই প্রমাণ।

পরিশেষে ভক্তির স্বরূপ ও লক্ষণ বিচারিত হইতেছে।

ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থের সাধন। ঐ ভক্তি হ্লাদিনী শক্তি ও সম্বিৎ শক্তির সারভূতা। সুতরাং ভক্তি জ্ঞানরূপিণী ও আনন্দদায়িনী। জ্ঞানের সারই ভক্তি। ঐ জ্ঞান দ্বিবিধ; বিদ্যা ও বেদন। শুদ্ধত্বম্পদার্থানুসন্ধি অর্থাৎ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানের নাম বিদ্যা। এই বিদ্যা কৈবল্য বা নির্ব্বাণ মুক্তির সাধন। এবং তৎপদার্থ-পরিশুদ্ধি-বিজ্ঞানরূপ সালোক্যাদি-

সাধক জ্ঞান বা বিধিভক্তি, ও নির্গুণভক্তি রূপ প্রকৃত পুরুষার্থসাধক জ্ঞান বা রুচিভক্তির নামই বেদন। শাস্ত্রীয় জ্ঞান বা বৈরাগ্য উভয়ত্রই দ্বারভূত। জ্ঞান ও বৈরাগ্য সামান্যত ভক্তিমার্গে বর্জ্জনীয় হইলেও উহার অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্য যে তৎপ্রবেশের সহায়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যে জ্ঞান ও যে বৈরাগ্য হইতে চিত্তের কাঠিন্য জন্মে, তাহাই ভক্তিমার্গে বর্জ্জনীয় জানিতে হইবে। ভক্তি অতি সুকুমারপ্রকৃতি। কোন কারণে চিত্তের কাঠিন্য জন্মিলে, ভক্তিস্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ঘটে বলিয়াই ভক্তিতত্ত্ববিদ্‌গণ চিত্তের কঠিনতাসাধক জ্ঞানবৈরাগ্যাদি বর্জ্জন করিয়াছেন। কথিত আছে ;—

"কর্ম্ম বিক্ষেপকং তস্যা বৈরাগ্যং রসশোষকম্।
জ্ঞানং হানিকরং তত্তচ্ছোধিতং ত্বনুযাতি তাম্॥"

কর্ম্ম চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে, বৈরাগ্য শুষ্ক করে, জ্ঞান শ্রদ্ধাশূন্য করে বলিয়াই ভক্তিতে ঐ তিনটি বিরোধি বস্তু বর্জনীয় হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে ;—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥"

তত্ত্ববিদ্‌ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। বস্তুত ধর্ম্ম ও তত্ত্ব একই। শাস্ত্রে ক্ষণিক জ্ঞানের ব্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অদ্বয় তত্ত্বজ্ঞানকেই জ্ঞান বলিয়াছেন। ঐ অদ্বয় তত্ত্ব ও ধর্ম্মের বস্তুত কোন ভেদই দেখা যায় না। ঐ তত্ত্বেরও আবার স্বগত ভেদ নাই। বৈদান্তিকেরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, সাংখ্যেরা যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, ভগবদ্ভক্ত সকল তাঁহাকেই ভগবান বলিয়া থাকেন। ঐ তিন তত্ত্বের মধ্যে পরস্পর বস্তুত ভেদ নাই। তবে শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশে অথবা তত্তারতম্যে ভেদের প্রতীতিমাত্র। শ্রদ্দধান মুনিগণ অনুকূল-জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্ত শ্রুতগৃহীত ভক্তি দ্বারা আত্মাতেই ঐ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

ভক্তির লক্ষণ যথা, গোপালতাপনীয় শ্রুতিতে,—

"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি।"

সর্ব্ববিধ-উপাধি-শূন্য হইয়া অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনের নামই ভক্তি, এবং ইহাতেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি।

অবিকল এই শ্রুতির অনুবাদে গোস্বামিপাদগণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা এই—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় অনুকূল অনুশীলনকেই সামান্যত ভক্তি বলা যায়। ঐ অনুশীলন যদি জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা অনাবৃত এবং ভক্তি ভিন্ন অন্য বস্তুমাত্রের স্পৃহাশূন্য হয়, তবেই তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা যায়।

এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণশব্দ তদীয় অবতারাদির উপলক্ষক। ফলত শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির অদ্বিতীয় বিষয় বা চরম বিশ্রামস্থান। তাঁহার অন্যান্য অবতারাদিতেও ভক্তির ক্রিয়া হইলেও তত্তদ্বিষয়ে পূর্ণ ক্রিয়ার অসম্ভাবনা প্রযুক্ত তত্তৎস্থলীয় ভক্তির ন্যূনতা অনিবার্য্য। বস্তুত অতন্নিরসনমুখে জ্ঞানদৃষ্ট মায়াতিরিক্ত শক্তিগণরহিত চিন্মাত্রতত্ত্ব ব্রহ্মবস্তুর দিগ্‌দর্শনে বা যোগাদিমার্গানুসন্ধেয় অন্তর্য্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশযুক্ত পরমাত্মতত্ত্বের পরিদর্শনে ভক্তির যাদৃশী ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহা পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিসমন্বিত সর্ব্বতত্ত্বাত্মক ভগবানে অর্পিত ভক্তির ক্রিয়ার নিকট অতীব অকিঞ্চিৎকরী। অতএব একমাত্র আনুকূল্যময়ী কৃষ্ণচেষ্টাই ভক্তি। অনুশীলন শব্দে প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক চেষ্টা এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মানসিক ভাব। উহা কেবল শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের অনুগ্রহেই লব্ধ হইয়া থাকে। ধাতু হইতে অনুশীলন শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ উক্ত প্রকারে দ্বিবিধ হইলেও কারণাত্মক স্বপ্রকাশরহিত ভাবরূপ অনুশীলন, কার্য্যাত্মক স্বপ্রকাশধর্ম্মি চেষ্টারূপ অনুশীলন দ্বারা নিয়ত আচ্ছাদিত আছে বলিয়া চেষ্টাই একমাত্র অনুশীলনের পর্য্যায়রূপে পর্য্যবসিত হইতেছে। এই কৃষ্ণানুশীল অনুকূল হওয়া চাই; প্রতিকূল হইলে, তাহাকে ভক্তি বলা যাইবে না। শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রোচমানা অর্থাৎ স্পৃহণীয়া

প্রবৃত্তিই এই স্থানে আনুকূল্য শব্দের অর্থ। লক্ষণোক্ত জ্ঞানশব্দে ভজনীয়স্বরূপে অনুসন্ধান ভিন্ন অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান এবং কর্ম্ম শব্দে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের উপযোগী সেবনাদি ভিন্ন স্মৃত্যুক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মই বুঝিতে হইবে। কারণ, ভক্তিতে ভজনীয়ত্বানুসন্ধানরূপ জ্ঞান এবং শ্রীকৃষ্ণভজনরূপ কর্ম্ম বর্জনীয় নহে; কারণ, উহারা ভক্তিরই অঙ্গ। বস্তুত আমরা শারীরিক, মানসিক বা বাচিক যে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত ও তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, এবং যে কোন জ্ঞান উপার্জ্জন করি, সে সমুদায়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যুদ্দেশে, এই প্রকার অনুরাগ রূপ মানসিক ভাব বিশেষের নামই উত্তমা ভক্তি। যদিও জ্ঞানাদিশূন্য অনুকূলতাচরণই সেবন শব্দের মুখ্যার্থ, তথাপি এস্থলে বিশুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত শারীরিক ব্যাপারাদিরূপ গৌণার্থও বিবক্ষিত হইয়াছে। ভক্তিপদবাচ্য অনুশীলনের তিনটি অবস্থা; সাধন, ভাব ও প্রেম। ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা দ্বারা সাধনীয়া সামান্য-ভক্তির নামই সাধন-ভক্তি। ইহা জীবের হৃদয়নিহিত প্রেমকে উদ্দীপিত করে বলিয়াই ইহাকে সাধন-ভক্তি বলে। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ, প্রেমসূর্য্যাংশুসদৃশ এবং রুচি দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক ভক্তিবিশেষের নামই ভাব। এই ভাব প্রেমের প্রথম অবস্থা। এই নিমিত্ত ভাব ঘনীভূত হইলেই তাহাকে প্রেম বলা হয়। বিষয়ভোগসত্ত্বেও সৌভাগ্য বশত যখন জীবের বহির্ম্মুখতার নিবৃত্তি হয়, তখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল, এই সকল বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে। ক্রমে তত্তদ্বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনারও উদয় হইতে থাকে। এইরূপে অপ্রাকৃত তত্ত্বের আলোচনা হইতে হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি তত্তদ্বিষয়িণী ইন্দ্রিয়চেষ্টার সহিত উহা ক্রমে চরম অবস্থায় উপনীত হয়। ঐ চেষ্টা প্রথমে সাধনরূপেই প্রকাশ পায়। পরে উহা ভাবের উদ্দীপন করে। ঐ ভাব আবার পরিশেষে প্রেমরূপে পরিণত হয়। অতএব প্রেমই উক্ত চেষ্টার চরম ফল। বাস্তবিক, প্রেমই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। কিন্তু যতদিন ভগবত্তত্ত্বের অভ্যুদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত উহা অপরিস্ফুটই থাকে। তবে জীবের অবস্থাভেদে সাধন ও ভাব রূপে উহার কিঞ্চিৎ নৈমিত্তিকতামাত্র দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব বাসনারূপে আত্মাতে নিত্যই অবস্থান করিতেছে। সাধন-ভক্তি ঐ ভাবকে জীবের হৃদয়ে প্রকটিত করিয়া দেয় বলিয়াই উহা সাধন রূপে

এবং ভাব সাধ্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। বস্তুত ভগবানে যাঁহাদিগের স্বাভাবিক রাগের উদয় আছে, তাঁহারাই প্রকৃত প্রেমিক; তাঁহাদিগের পক্ষে সাধন ভক্তির প্রয়োজনীয়তাই নাই।

বিশুদ্ধা ভক্তি ক্লেশনাশিনী, শুভদায়িনী, মোক্ষলঘুতাকারিণী, সুদুর্লভা, সান্দ্রানন্দস্বরূপিণী ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী। ক্লেশ—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে পাপ দ্বিবিধ; অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ। যাহাতে কোন ফল অর্থাৎ কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থা আরব্ধ হয় নাই, তাহাকেই অপ্রারব্ধ পাপ বলে। ঐ অপ্রারব্ধ পাপ অদৃষ্টরূপে আত্মাতেই অবস্থান করে; উহা অনাদি ও অনন্ত। আর যাহা ফলোন্মুখ, অর্থাৎ যদ্দ্বারা দুর্জাতিতে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহাকেই প্রারব্ধ পাপ বলে। আমরা নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পূর্ব্বজন্মে অথবা বর্ত্তমানে যে পাপ করিয়াছি বা করিতেছি, যাহার ফলভোগ অবশ্যই আমাদিগকে করিতে হইবে, অর্থাৎ যে পাপ, ফল জন্মাইয়া দেয়, তাহাকেই প্রারব্ধ পাপ কহে। উহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদিগের পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কোন একটি বিশেষ কারণ আছে; ঐ কারণটি অনাদি সংস্কাররূপে আত্মাতেই অবস্থিতি করিতেছে। উহা পাপকর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া অপ্রারব্ধ পাপ রূপে কথিত হইয়া থাকে। প্রারব্ধ পাপ উহারই কার্য্যভূত। ঐ কার্য্য আবার ক্রমবিকাশি। অপ্রারব্ধ পাপ ক্রমান্বয়ে কূট, বীজ ও ফলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ফলাবস্থার নামই প্রারব্ধ পাপ। কূট বীজত্বের উন্মুখ অর্থাৎ বীজের কারণ। বীজ আবার অঙ্কুর উৎপাদন করাইয়া তদ্দ্বারা ফলের জনক হয়।

জগতের প্রীতিবিধান, অনুরাগ, সদ্‌গুণ ও সুখ প্রভৃতির নামই শুভ। যিনি শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহা হইতে অখিল জগৎ প্রীতি লাভ করে, এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎই তাঁহাতে অনুরক্ত হয়। দেবতাগণ তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়া বৈরাগ্যাদি বিবিধ সদ্‌গুণের সহিত তাঁহাতেই অবস্থান করিয়া থাকেন। বৈষয়িক, ব্রাহ্ম ও ঐশ্বর ভেদে সুখও তিন প্রকার। যাঁহারা গোবিন্দে ভক্তি লাভ করেন, তাহাদিগের কি ভুক্তিরূপ বৈষয়িক সুখ কি মুক্তিরূপ ব্রাহ্ম সুখ এবং কি নিত্য পরমানন্দময় ঐশ্বর সুখ সকলই আয়ত্ত

হইয়া থাকে। ঐ হরিভক্তি সুদুর্লভা, অর্থাৎ একমাত্র সাধন ভক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে উহা লাভ করা যায় না। ঐ সাধ্য ভক্তির পর পর আটটি অবস্থা। যথা—ভাব, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ, মান, অনুরাগ ও মহাভাব।

সাধুসঙ্গাদিজনিত সংস্কার বিশেষ দ্বারা যাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবনে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এবং যিনি কর্ম্মযোগমাত্রে বৈরাগ্যযুক্ত বা অতিসক্ত হয়েন নাই; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদাদি ভিন্ন অন্য কর্ম্মে যাঁহার আসক্তি নাই, তিনিই ভক্তিবিষয়ে অধিকারী।

ঐ অধিকারী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ।

যিনি শাস্ত্রে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিবিন্যাসে বিশেষ নিপুণ, যিনি তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার এবং পুরুষার্থবিচার, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অতিরিক্ত তত্ত্ব নাই, শ্রবণ কীর্ত্তনাদির অতিরিক্ত সাধন নাই, এবং প্রেমের অতিরিক্ত পুরুষার্থ নাই, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়াছেন; এবং এই প্রকার বিচার দ্বারা ভগবানই একমাত্র উপাস্য বস্তু ও প্রাপ্তির বিষয়, এইরূপ নিশ্চয় যাঁহার দৃঢ়তর হইয়াছে, এবং বিশ্বাসও প্রগাঢ় হইয়াছে, তিনিই ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী।

যিনি শাস্ত্রে ও শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তি প্রদর্শনে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাহাতে শ্রদ্ধাবান হইয়াছেন, তিনিই মধ্যম অধিকারী।

শাস্ত্রে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তি প্রদর্শনে নৈপুণ্য লাভ দূরে থাকুক, যাঁহার বিশ্বাসও কোমল, অর্থাৎ বিরুদ্ধ শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা যাঁহার বিশ্বাস অনায়াসেই শিথিল করা যাইতে পারে, তিনিই ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠ অধিকারী।

গোবিন্দভাষ্যবিবৃতি সমাপ্ত।

কলিকাতা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। সন—১৩০১।

নিম্ন-লিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা—নিমতলা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেন ১৫ নং ভবনে পুরাণ-কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয়ের নিকট মূল্যসহ পত্র লিখিলেই পাওয়া যায়। মূল্য, মণি-অর্ডর দ্বারা পাঠাইতে হয়। অল্প হইলে অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট দ্বারা পাঠাইলেও চলিবে। অন্তত পাঠাইবার খরচ অগ্রিম পাঠাইলে ভ্যালুপেয়েবল-পোষ্টেও পাঠান হয়।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত সম্পাদিত।

১। অভূতপূর্ব্ব সুলভ,
একত্র সংগৃহীত ও বিশুদ্ধ সংস্করণ

শ্রীমদ্ভাগবত।

বিশেষ বিবরণ স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতী-কৃতা

শ্রীমদ্ভাগবতাদ্যশ্লোকত্রয়স্য টীকা।

মূল্য চারি আনা; ডাকে মাসুল অর্দ্ধ আনা।

৩। বেদান্তদর্শন।

শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-বিরচিত সটীক গোবিন্দভাষ্য, অনুবাদ ও বিবৃতি সমেত। ২৯ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য সাত টাকা আট আনা। মফস্বলে পাঠাইবার খরচ আট আনা।

৪। যোগশাস্ত্র—শিবসংহিতা।

অনুবাদ ও যোগশাস্ত্রসম্বন্ধীয় অত্যাবশ্যক টিপ্পনী সমেত। উত্তমরূপে বাঁধান। মূল্য দেড় টাকা; মফস্বলে পাঠাইবার খরচ দুই আনা।

৫। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কুলাবধূত শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ ভারতী বিরচিত টীকা এবং শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত অনুবাদ ও প্রায় ৪০০ অতি প্রয়োজনীয় টিপ্পনী সমেত। কিঞ্চিদধিক ৯০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বিলাতী কাপড়ে উত্তমরূপে বাঁধান। মূল্য ছয় টাকা স্থলে সম্প্রতি পাঁচ টাকা; মফস্বলে পাঠাইবার খরচ আট আনা।

৬। বাল্মীকি রামায়ণের গদ্য অনুবাদ।

বিভিন্ন প্রকার মূল গ্রন্থের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ইহার অনুবাদ হইয়াছে। ইহাতে মূলের একটি বর্ণও পরিত্যক্ত হয় নাই। অথচ ভাষা যতদূর সরল ও প্রাঞ্জল হইতে পারে, হইয়াছে। ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারতের পর এরূপ অবিকল অথচ প্রাঞ্জল অনুবাদ আর দেখা যায় নাই।

সুবৃহৎ আকারের ১৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য বার টাকা আট আনা স্থলে সম্প্রতি পাঁচ টাকা; মফস্বলে পাঠাইবার খরচ এক টাকা চারি আনা।

৭। স্বর্গীয় স্যার রাজা রাধাকান্ত
দেব বাহাদুর সঙ্কলিত

শব্দকল্পদ্রুম।

(বাঙ্গালা অক্ষরে দ্বিতীয় সংস্করণ)

মূল্য ৭৫৲ টাকা স্থলে সম্প্রতি ৬০৲ টাকা; মফস্বলে পাঠাইবার খরচ পাঁচ টাকা।

শব্দকল্পদ্রুমের অন্তর্গত কোন কোন খণ্ডের আবশ্যক হইলেও পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি খণ্ড এক টাকা; ডাকমাসুল এক আনা।

৮। দশরথ-কৃত-

শনৈশ্চরস্তোত্রম্।

শনিগ্রহ-প্রপীড়িত ব্যক্তিমাত্রেরই পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। মূল্য এক আনা; ডাকমাসুল অর্দ্ধ আনা।

৯। বিশ্বরহস্য।

অতি আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ও লৌকিক রহস্যসন্দর্ভ। মূল্য আট আনা; ডাকমাসুল অর্দ্ধ আনা।

১০। চাতকভৃঙ্গবিবাদ।

খণ্ডকাব্য-বিশেষ; বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরচিত।

মূল্য আড়াই আনা; ডাকমাসুল অর্দ্ধ আনা।

১। শ্রীশ্রীগুরুতন্ত্রম্।

৪০০ বৎসরের হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি দৃষ্টে মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক অনুবাদ সমেত। মূল্য চারি আনা স্থলে সম্প্রতি দুই আনা। ডাকমাসুল অর্দ্ধ আনা।

২। কৃষ্ণদাসচরিতম্।

খণ্ডকাব্যম্।

স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের জীবনীর প্রধান প্রধান ঘটনাবলী সুললিত সংস্কৃত কবিতায় লিখিত।

মূল্য দুই আনা; ডাকমাসুল অর্দ্ধ আনা।

৩। মিবারদলন কাব্য।

চিতোরের হৃদয়ভেদী পরিণাম—অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে বিরচিত। মূল্য এক টাকা স্থলে সম্প্রতি আট আনা; ডাকমাসুল এক আনা।

৪। মধুবিলাপ।

অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিয়োগ-জনিত বিলাপ।

মূল্য এক আনা; ডাকমাসুল অর্দ্ধ আনা।

৫। বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত সেকাল আর একাল।

মূল্য আট আনা; ডাকমাসুল অর্দ্ধ আনা।

৬। বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত।

নামেই গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মূল্য চারি আনা; ডাকমাসুল অর্দ্ধ আনা।

৭। পণ্ডিত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন অনুবাদিত হরিবংশের অন্তর্গত

(১) মধুময় কৃষ্ণলীলাপূর্ণ বিষ্ণুপর্ব্ব।

মূল্য দেড় টাকা স্থলে সম্প্রতি আট আনা; ডাকমাসুল দুই আনা।

(২) ঐ ঐ ভবিষ্যপর্ব্ব।

মূল্য এক টাকা স্থলে সম্প্রতি ছয় আনা; ডাকমাসুল দুই আনা।

৮। ইচ্ছামূলাকর্ষণ।

অঙ্ক পুস্তক; ইহা দ্বারা বর্গ ঘন প্রভৃতি সকল প্রকার মূল ইচ্ছামত আকর্ষণ করিতে পারা যায়। মূল্য পাঁচ আনা স্থলে সম্প্রতি তিন আনা; ডাকমাসুল অর্দ্ধ আনা।

৯। লাট রিপণ সাহেবের বক্তৃতা।

(ইংরাজী)

লর্ড রিপণের তুল্য প্রজারঞ্জন লাটসাহেব ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া কোথায় কি বলিয়াছেন, তাহা এই পুস্তক পাঠে জানিতে পারা যায়। ইহা সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। মূল্য সর্ব্বসাধারণের সুবিধার নিমিত্ত এবং বাহুল্যরূপে প্রচারের নিমিত্ত, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দুই টাকা স্থলে সম্প্রতি আট আনা। মফস্বলে পাঠাইবার খরচ দুই আনা। উত্তমরূপে বিলাতী কাপড়ে বাঁধানর মূল্য এক টাকা; পাঠাইবার খরচ চারি আনা।

---

(৩) পুরাণ-কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত।

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্য, শ্রীযুক্ত শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা, সানুবাদ গীতামাহাত্ম্য এবং শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামি-কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ ও সমালোচন সমেত। মূল্য আড়াই টাকা; ডাকে পাঠাইবার খরচ তিন আনা।

২। প্রমেয়রত্নাবলী।

শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র গোস্বামিকৃত অনুবাদ সমেত মূল্য বার আনা; ডাকমাসুল অর্দ্ধ আনা।

৩। প্রাণতোষিণী।

মূল্য সম্প্রতি দুই টাকা; পাঠাইবার খরচ চারি আনা।

৪। গুপ্তলিপি।

(অপূর্ব্ব নবন্যাস) ২য় ভাগ।

মূল্য এক টাকা স্থলে সম্প্রতি আট আনা; ডাকমাসুল এক আনা।

৫। ভূগোলরত্নাকর।

ভূগোলবিশেষ। মূল্য এগার আনা স্থলে সম্প্রতি ছয় আনা। ডাকমাসুল অর্দ্ধ আনা।